যারা আমাদের কলকাতা সহরে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা নানা চাকরি করে, তাদের থাকার কোন বাসস্থানের সুবিধা নাই। তার জন্য গভর্নমেন্ট বলেছিলেন যে আমরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টাকা বরাদ্দ করছি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সেখানে তাঁরা দু' বৎসরে খরচ করেছেন ৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা আর এ বছরে ১৯৫৯-৬০ সালে দেখছি এক পয়সাও বরাদ্দ ধরেন নাই। নিজেদের রিপোর্টেই বলছেন এক হাজার মেয়ের থাকবার ব্যবস্থা করা হবে আর আর সেখানে রিপোর্ট হচ্ছে দু' বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৮৯টি মেয়ের থাকবার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন! কেরামতির একটা সীমা থাকে, এবং এখানে কেরামতি বেরিয়ে গেছে—গত বছরে ২০০ মেয়ের থাকবার ব্যবস্থা করতে পারলেন না। আর তৃতীয় বছরের জন্য কোন টাকা খরচ করবার দরকার মনে করছেন না। গত দু' বছরে দুশো মেয়ের থাকবার ব্যবস্থা করতে পারলেন না—এ বছরে যদি ৫০টি মেয়ের ব্যবস্থাই করতেন তবুও গরীব ঘরের মেয়েরা মনে করত গভর্নমেন্ট থেকে একটা চেষ্টা চলছে। যেমন ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি সম্বন্ধে একটা টোকেন গ্রান্ট—এক লক্ষ টাকা দিয়ে রেখেছেন সেটা কাকে দেবেন? কিসের জন্য দেবেন? আর একটা উদাহরণ যেমন দিয়েছেন ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট সম্পর্কে—সাদা বইয়ে আছে—১৮ কোটি টাকা ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টে খরচ হবে—সেখানে টোকেন গ্রান্ট হচ্ছে—এক লক্ষ টাকা। এ টোকেন গ্রান্টের মানে কি? কালীঘাটে যেমন পূজা দেওয়া হয়—১।০, ।/৫, অন্ততপক্ষে সোয়া পাঁচ পয়সা—এখানেও কি সেই রকম সোয়া পাঁচ পয়সার একটা নৈবেদ্য দিলেন? এও কি সেই রকমের ব্যবস্থা? এই ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের কানে এসেছে—তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জড়িত হয়ে পড়েছেন। ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট সম্বন্ধে ভারত-সরকারের নির্দেশ হচ্ছে—চারটা ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট করবেন পাব্লিক সেক্টারে, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ ৫ কোটি টাকা। বোম্বাইয়ের জন্যও বরাদ্দ হয়েছিল, বোম্বে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে পাবলিক সেক্টরে করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন—আমিও একটা পাব্লিক সেক্টরে করব। কিন্তু হল কি? আমরা জানি বহুদিন যাবৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে একথা বলেছেন—"এসব, স্টেট সেক্টর, প্রাইভেট নিয়ে ঝগড়া করে কি হবে? প্রাইভেট সেক্টরকেও পাব্লিক সেক্টরের পাশাপাশি অগ্রসর হতে দিতে হবে, সমস্ত জিনিসই যদি আমরা স্টেট সেক্টরে রাখতে চাই তাহলে মুস্কিল হবে।" অথচ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্টেট সেক্টরকে শক্তিশালী করা। এখানে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যা তা না করে স্টেট সেক্টরে যা ব্যবস্থা ছিল কয়লার উৎপাদন সম্পর্কে তা কেটে নিয়ে আনা হয়েছিল এবং প্রাইভেট সেক্টরকে যথেষ্ট সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট সম্বন্ধে এখন যে খবর আমাদের কাছে এসেছে সেটা যদি সত্য হয় তাহলে অত্যন্ত কলঙ্কের কথা, অত্যন্ত লজ্জার কথা বলেই আমরা মনে করি। আমরা খবর পেয়েছি এবং প্রকাশিত হয়েছে খবরের কাগজে যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন কি রকম আশ্চর্যজনকভাবে বিড়লাজীও আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হন। বিড়লাজী সেখানে নাকি যান ১৫ কোটি টাকার একটা ঋণের ব্যবস্থা করতে। আমরা শুনেছি, এবং ডাঃ রায়ের কাছে তার জবাব চাই—বির্লাজীর সঙ্গে ডাঃ রায়ের নাকি এই কথা সেখানে হয়েছে—আচ্ছা তুমি ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট কর, দরকার হয় আমার গভর্নমেন্ট সহযোগিতা করবে এবং যদি দরকার হয় গ্যারান্টি দিতে হয় তারও ব্যবস্থা করছি। যদি একথা সত্য হয় এবং আরো শুনেছি পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষ থেকে সেখানকার গভর্নমেন্ট নাকি জানিয়েছেন—আমরা প্রস্তুত আছি ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট করতে—ডেফার্ড পেমেন্ট-এ-ও আমরা রাজি আছি। কিন্তু হঠাৎ কি হল বির্লা এবং আমেরিকার প্রতি ওঁর এত ভালবাসা হল কেন? এবং আমরা একথাও শুনেছি গ্যারান্টর হচ্ছেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টকে নিয়ে একথাও ঠিক হয়েছে ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট থেকে উৎপন্ন মাল, সমস্ত ৩০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট নেবেন। সম্প্রতি একথা ঠিক হয়েছে দুর্গাপুর কোক ওভেনে যে গ্যাস উৎপন্ন হবে তা অত্যন্ত সস্তা দরে ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টকে দিতে হবে। তৃতীয় নম্বর, আমরা শুনেছি এই যে এত সুযোগ করে দেওয়া হবে তাতে কর্তৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের থাকবে না। আমি জানি এ সম্বন্ধে বিধান পরিষদে কথা উঠেছিল, কিন্তু সেখানে এত তথ্য পরিবেশিত হয় নাই—সেখানে ডাঃ রায় বলেছেন এসব কথা ঠিক নয়। পরে আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি সুতরাং আমরা ডাঃ রায়ের কাছ থেকে জানতে চাই এটা সত্য কি না? অন্য প্রদেশ তাদের ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট তাদের নিজেদের স্টেট

সেক্টরে করেছে এটা ঠিক কি না, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্টেট সেক্টরে করতে রাজি ছিলেন এবং সেটা ঘোষণা করেছিলেন। এবং এটা সত্য কি না কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট থেকে সেই রকম নির্দেশই দিয়েছিলেন এবং যথাযোগ্য সাহায্য তাঁরা করবেন একথাও বলেছিলেন। এবং এটা সত্য কি না বিভিন্ন দেশ থেকে 'অফার' এসেছিল—তোমরা কর, আমরা তোমাদের সাহায্য করতে রাজি আছি। এ যদি সত্য হয় তাহলে তিনি এবং তাঁর গভর্নমেন্ট কেন গোপনভাবে বিড়লার সঙ্গে চুক্তি করলেন এবং চুক্তি যা করেছেন, সমগ্র দেশ এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের বিরুদ্ধে,—একাজ কেন করা হল? তিনি বলবেন—টাকা কোথায়? আমরা একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি—প্রত্যেক সভ্য বলবেন দেশের যে কোন প্রতিষ্ঠান বলবে যে টাকার অভাব হবে না। তিনি নিজেও বলেছেন ইতিপূর্বে, এবার বাজেটেও তিনি বলেছেন—প্রয়োজন হলে লোন নেব। আমরা বলি লোন? হ্যাঁ তাই নিন আমাদের দেশে খাদ্য সঙ্কট,—আমাদের সারের অভাব আছে। সারের জন্য যদি প্ল্যান্ট হয়, কারখানা হয় তাহলে দেশের লোক বুঝবে আমরা যে টাকা দিচ্ছি সে টাকা সুদে আসলে ফেরৎ পাব, পরে আমরা ডবল পাব—আমাদের দেশের খাদ্য উৎপাদন হতে। বেশি দিনের কথা নয় ৭ কোটি কি ৭॥ কোটি টাকা ঋণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেমেছিলেন, সে টাকা তারা দিয়েছিল। সুতরাং টাকার জন্য আটকায় না। অতএব টাকার জন্য নয়, বিড়লার সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জন্য। সুতরাং এই রকম যারা দেশে মালিক গোষ্ঠী আছে—যারা আমাদের প্ল্যানকে বানচাল করে দিতে চায়, এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়ে দেশের সমগ্র শিল্পকে করায়ত্ব করতে চায় তাদের সঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এত ভালবাসা এত হৃদ্যতা আছে যে তার জন্য দেশকে, জাতিকে বিকিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। আমি ইচ্ছা করেই কড়া কথা বলছি,—দেশকে বিকিয়ে দেবার চেষ্টা একবার যদি শুরু হয়—আরম্ভ হয় তাহলে শেষ হয় না। আমি আশা করি—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সুস্পষ্ট জবাব দেবেন। তিনি পরিষদে ভাসা ভাসা জবাব দিয়েছেন—তা যেন এখানে না দেন। আমরা তারপরে তথ্য সংগ্রহ করেছি. এবং সে তথ্য নিশ্চয়ই সত্য হবে মনে করি, সত্য যদি না হয় ডাঃ রায় তা আমাদের বলবেন। আমাদের কথা ছিল যেটা স্টেট সেক্টরে হবার সেটা প্রাইভেট সেক্টরে কেন দেওয়া হল? ফাটকাবাজ যারা—মুনাফাখোর সেই বিড়লা গোষ্ঠীর হাতে দেশের শিল্পের কর্তৃত্ব কেন দেওয়া হল? তিনি কেন তাদের সঙ্গে যান, এখানেই অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে। [জনৈক কংগ্রেস সদস্যঃ কেরালায় কি হচ্ছে?] কোন স্টেট সেক্টর দেয় নাই। নিজেরা যদি অজ্ঞ হন তার জন্য আমরা দায়ী নই। নিজেরা একটু পড়াশুনা করে বলবেন।

[5—5-20 p.m.]

আমার তৃতীয় কথা, ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট সম্পর্কে। আমার কথা এখানে ১ লক্ষ টাকা গ্রান্ট মানে কি? সাদা বইখানাতে লিখে রেখেছেন একটা টোকেন যেমন ওরিয়েন্টাল গ্যাস। ঐ টোকেন এক লক্ষ টাকায় কি হবে? সুতরাং এই সমস্ত জিনিসটা একটা রহস্যের মধ্যে রয়েছে বলে আমরা পরিষ্কার এ বিষয়ে জানতে চাই। আর একটা কথা যেটা সুনীলবাবু বলে গেছেন তার সম্বন্ধে আমি দুই-একটা কথা বলব। সেটা হচ্ছে যে গতবার আমি বলেছিলাম সাবসিডাইজড ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম সম্বন্ধে আবার এ বছর সে সম্পর্কে আমাকে বলতে হবে। আমি গতবার বলেছিলাম যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানে সাবসিডাইজড ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের কপালে ভারত সরকার কলঙ্ক টিকা লাগিয়েছেন যে এই একটা গভর্নমেন্ট এরা প্রথম পরিকল্পনায় কিছুই করতে পারে নি। আবার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁরা যেভাবে চলেছেন তাতে তাঁরা ১৪ হাজার বাড়ি করার প্ল্যানকে কমিয়ে ১০ হাজার করবার প্ল্যান করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে ক' হাজার হবে সেটা জানতে চাই? আমি আজ একথা জোরের সঙ্গে এই কথা বলতে চাই আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্যে অবহেলার ফলে আমাদের দেশের বড় বড় ধনীক গোষ্ঠী তারা আজ আস্কারা পাচ্ছে। অর্থাৎ তারা আজ শ্রমিক এবং কর্মচারীর জন্য কোন বাড়ি করতে অস্বীকার করছে এবং তারা যে বাড়ি করেছেন তাও নামেমাত্র। আমি গতবারের নৈনীতাল কনফারেন্সে ছিলাম তাদের এটা বলার সাহস হয়েছিল যে গভর্নমেন্ট বাড়ি করার সম্পর্কে কি করছেন এবং তাঁরা যদি না করতে পারেন তাহলে আমরা করব কেন? তাঁরা একথাও বলেছেন যে এটা আমাদের দায়িত্ব নয়—দিজ ইজ নট আওয়ার অবলিগেশন। আমি সেই কমিটির মধ্যে ছিলাম। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই

Sir, the question that Sj. Ganesh Ghosh has raised—

কত ভাড়া দিয়ে থাকবে ?

—that is a matter which was discussed very thoroughly when we passed the Slum Clearance Act and it was then suggested that the rent should be as near as possible to the rent which they are paying at the present moment. If, as the Government of India has promised, they give us 25 per cent. as subsidy and 50 per cent. as loan and we provide for 25 per cent. as subsidy, then it may be possible for us to make the rent within a reasonable amount.

The next question that he has asked is about Salt Lakes. The programme that we have received is that it will take six years to reclaim, but as it is being reclaimed part by part, we can go on developing and as we go on developing, we can sell the land. I have had some experience of developing some area near about Calcutta and selling it to the public, viz. the area that was purchased by the Hindusthan Insurance Co. That was about 15, 18 or 20 years ago when I was a Director of that firm and we found that even before the area was developed, people purchased lands in the hope that the price would be a little less than the price that would be charged when the area would be properly developed. We want to follow the same principle. The average price would probably be between Rs. 1,500 and Rs. 1,900 per cottah. The scheme is that the area would be provided with roads, lakes, parks, etc. for development of the area. There would be 20,000 plots of five cottahs each which will be available to any person wanting to go and settle there. I believe, Sir, that when the area would be developed, Rs. 1,500 to Rs. 2,000 a cottach would not be too much to pay considering the price of land in Calcutta. You must remember that with the progress of the Inprovement Trust a large number of people are being displaced naturally. There are also a very large number of people who have come from East Pakistan, many of whom have also to take shelter in the bustees today because they cannot get any land to build upon or any house to live in.

Therefore, I am hoping that if not in the life-time of myself, in the life-time of my friend Sj. Ganesh Ghosh or at least in the next generation the people will enjoy the benefit of the scheme that I have got before me. I have calculated very carefully and I have found that it is a self-financing scheme. The amount that we shall spend, about 14 crores, would be realised by the selling of the 2,000 units at that rate. It is easy to multiply and find out the figure. We have issued global tenders and some of the contractors are from the U.K., some from U.S.A., some from Holland and some from France. They have sent us preliminary information that they would like to take it up. The only difficulty was the question of foreign exchange. The total amount of foreign exchange necessary would be 6.5 crores of which about 5 crores would be in machinery and implements and 1½ crores would be more or less payment to the different people that would come over here. The implements would be mainly dredgers which would be brought from Europe or any other country. They will be about to come here and do this job. We have been negotiating with different people and in my last trip to Europe I went and saw the Minister in charge of this subject in Holland. He promised to give us help as much as possible. According to their rules no contractor could take up work outside the country without permission of the Government, and if a contractor takes up work he must be able to deposit in the bank ten per cent. of the total expenses for the project, which means about 55 lakhs roughly in foreign exchange. That is the difficulty. We are negotiating. We may be able to get over this difficulty after some time. As soon as that happens we might take it up as early as possible. I am not thinking of the money, because it may be in the form of a corporation or any other body which can take loans and finance it. I placed this

Vol. XXII—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-second Session

(February-March, 1959)

(From 3rd February to 28th March. 1959)

The 20th, 21st, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th February, 2nd, 3rd,
4th, 5th, 6th, [illegible] 10th, 11th and 12th March, 1959

WEST BENGAL LEGISLATURE LIBR[illegible]
Accn No. 6.6[illegible]
Dated 3.[illegible] 7. 6[illegible]
Catalg No. [illegible]
Price Rs. 21.6[illegible]

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

matter before some experts and it is possible to raise money on this particular project.

So far as the coke oven plant is concerned, Sj. Sunil Das raised certain points. Sir, if you look at the blue book you will find that up till now for the construction of coke-oven and by-product plant we have spent 7 crores 78 lakhs and for construction of power plant 4 crores 69 lakhs but along with it we had to spend money for the railway siding, for water supply, for housing etc., etc. The total comes to nearly 13 crores. It is said why we had estimated 12 crores and the figure has come up to 13 crores. A great deal depends upon the price at the time that the things are actually settled. He has asked a question, why 1 crore 60 lakhs has been put in as operational expenditure. You will find that this year, 1958-59, there is an item of 45 lakhs put in there which is for the purchase of coal and spare parts for the period between December and March.

[6—6-10 p.m.]

The other Rs. 160 lakhs is the amount that we have to spend for the purchase of coal and spare parts etc. in the course of the year. Evidently he is one of those who is afraid of having anything new—because he is much younger than me, he should not be afraid of this. Whenever you take a new thing in hand there is always a fear, an anxiety as to whether we would succeed. Sir, we have made as careful a calculation as possible with regard to all the items that have been mentioned by my friend Shri Das and I find that the total expenditure in the course of the year should not be more than Rs. 160 lakhs. The different items are given. As regards the product—coke— we have already entered into a contract with people who will take supply of coke for three years. In fact we are insisting upon all the products of the coke oven plant to be arranged for being taken over for two or three years. Barring benzol, naptha, oil solvent, etc., they are all being practically arranged for, for three years at certain rates. Sulphuric acid has also been arranged for disposal so that I feel that we are trying to cover so far as the expenditure for the next three years is concerned. As regards the coke oven gas, at the present moment our actual cost is 12 as. per 1,000 cft. One Optical Glass Factory came to request us to lower the price and the Finance Ministry asked us whether we could not give them at 10 as. per 1,000 cubit feet instead of 12 as. I agreed to that because we felt that an industry of that type should be established even if it meant a little lowering of prices. Barring that particular party we have calculated on the basis of 12 annas per 1,000 cubic feet. We have felt that if the gas is available it is no use either its going into the air or using it for burning purposes or using it for the thermal plant. It is better to use it for lighting by the people, for heating or cooking purposes or for small industrial purposes and the remaining portion will be used for converting it into fertiliser. It is possible that we might get another coke oven plant sanctioned by the Government of India and if that is so we shall be having sufficient quantity of gas and bring some to Calcutta as well as a good amount for producing fertiliser. I am informed that in order to have a fair amount of economic unit of fertiliser production it requires about 18 to 20 million cubic feet of gas. This one coke oven plant will not be able to give us that amount.

The next question is the taking over of the Gas Company. My friend Sj. Chakravorty cannot open his mouth without imputing motives to people. Sir, as a matter of fact we cannot take any public institution of this type except under article 31A of the Constitution and therefore I have got to come to the Legislature when all the terms under which the thing will be taken over will be discussed before the House. Therefore, when my friend Shri Das says I do not want to give this sanction unless I am sure

Sj. Benoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchugopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Sreemati PADMAJA NAIDU.

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department except the Police and the Defence Branches, Departments of Finance, Development, Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of the Department of Food, Relief and Supplies and the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

*The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Police and Defence Branches of the Home Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Works and Buildings and the Department of Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Department of Fisheries and of the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

The Hon'ble SYAMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Department of Excise.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests except the Forests Branch.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Departments of Law and Local Self-Government and Panchayats.

The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble BHUPATI MAZUMDAR, Minister-in-charge of the Departments of Commerce and Industries and Tribal Welfare.

The Hon'ble ABDUS SATTAR, Minister-in-charge of the Department of Labour.

*The Hon'ble Rai HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

MINISTERS OF STATE

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister of State for the Jails Branch of the Home Department and for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister of State for the Departments of Development and Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble Dr. ANATH BANDHU ROY, Minister of State in charge of the Department of Health.

*Member of the West Bengal Legislative Council.

কেলেঘাই অঞ্চলে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে জমি দেওয়া হবে ব'লে, বাড়ি দেওয়া হবে ইত্যাদি। আমি যতদূর জানি, ৭৫টি ফ্যামিলিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত তাদের জমি দেওয়া হয় নি, আজ পর্যন্ত তারা টেন্টএ পড়ে আছে এবং তারা জমি যখন চেয়েছে তখন বলছেন জমি তোমাদের পরে দেওয়া হবে। ৫ মণ ক'রে ধান তাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন সেখানে যাই তখন তারা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলল যে, পাঁচ মণ ক'রে ধান মাত্র দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঢেঁকি পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। জলের সেখানে কোন বিধিব্যবস্থা নেই, জমি যে তাদের কবে দেওয়া হবে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। আজকে যদি বাংলাদেশের ভিতরেই যেখানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন, একথা তাঁরা বলছেন, সেখানে যারা গিয়েছে তাদের ঘর দিতে পারলেন না, জমি দিতে পারলেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে আবার পালটা রিপোর্ট হ'ল যে, কেলেঘাইয়ে যেসমস্ত উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই লোকগুলি এত খারাপ যে, তারা সেখানে থাকতে চাচ্ছে না এবং ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি আমাদের যেকথা বলেছেন এবং ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিকে যখন বলেছি যে, তাদের এতদিন ওখানে রেখেছেন তাঁবুতে কেন রেখেছেন, বাড়ি কেন ক'রে দিচ্ছেন না, জমি কেন দিচ্ছেন না, জলের বিধিব্যবস্থা কেন নেই, কিন্তু তার কোন জবাব পাই না। আর একটি জায়গা মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে একটা কলোনি করেছেন। চণ্ডীপুরে তাঁরা কিছু বাড়ি ক'রে দিয়েছেন কন্ট্রাক্টরএর মাধ্যমে এবং প্রত্যেক কন্ট্রাক্টরকে তাঁরা ৩২৮ টাকা ক'রে দিয়েছেন বাড়ি করবার জন্য। মিঃ স্পীকার, স্যার, যদি আপনি সেখানে একবার যান বা তরুণকান্তিবাবু দয়া ক'রে একবার সেখানে যান, সমস্ত বাড়িগুলি করবার পরে সাতদিন ধ'রে সেখানে বর্ষা বৃষ্টি হয় এবং তার ফলে সাতদিনের মধ্যেই সেইসমস্ত বাড়িগুলি ভেঙ্গে যায়। আমি তার একটা ফটো তুলে নিয়ে এসেছি। যদি ইচ্ছা করেন তরুণকান্তিবাবু সেখানে যেতে পারেন এবং এই সমস্ত খবর নিতে পারেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি এইরকম তাঁদের মনোভাব হয়, এই যদি তাঁদের নীতি হয় বা এইরকম যদি কার্যকলাপ হয়, তা হ'লে কোন রকমেই তাঁদের আর বিশ্বাস করতে পারি না যে, বাংলার বাইরে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে তাঁরা যেকথা বলছেন যে, আজকে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হবে, ২১ বিঘা ক'রে তারা জমি পাবে, তারা সেখানে রাজার হালে থাকবে, এই যেসব কথা আমাদের মন্ত্রিমহাশয় বললেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে যে উদ্বাস্তু ভাইবোনদের তিনি মঙ্গল করবেন, এইগুলি সঠিক কথা নয়, বাজে কথা বলে আজকে প্রমাণিত হচ্ছে। আমার আর একটি প্রশ্ন হ'ল যে এ'রা উদ্বাস্তু সম্পর্কে যেকথা বলেছিলেন যে, কোন উদ্বাস্তুকে জোর ক'রে পাঠানো হবে না এবং তাদের একটা গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, যারা আজকে যেতে চায় ভাল, আর যারা যেতে চাইবে না তাদেরকে আমরা জুলাই মাস নাগাদ ক্যাম্প বন্ধ ক'রে দেব এবং ডোল দিয়ে দেব। কিন্তু আজকে যখন তারা সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করল, যেগুলি করার তাদের অধিকার আছে যে, আমাদের পুনর্বসতি চাই, তখন পশ্চিমবঙ্গ-সরকার রিফিউজি রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ২০৮৩নং (আর) কনফিডেন্সিয়াল সার্কুলার প্রত্যেক জায়গায় গেল, সেখানে এ'রা বিভিন্ন কথা লিখেছেন। সেখানে একটা জায়গায় তাঁরা লিখছেন

in the case of those campers who are arrested for taking part in agitation if any their names along with members of their family should be removed from the camp registers.

একটা জায়গায় তাঁরা লিখছেন, কিন্তু এই সমস্ত লোকের সঙ্গে যারা অত্যন্ত ট্যাক্টফুল ল্যাঙ্গুয়েজ তাঁরা লিখছেন তারপর সেখানে জেলখানার মত অবস্থা তাঁরা সৃষ্টি করতে চান যে, বেলা ৩টার সময় রোল কল হচ্ছে, রোল কলএর সময় যদি কাউকে না পাওয়া যায় তা হ'লে তার ডোল কেটে দাও। এই যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন এটা কি উদ্বাস্তু ভাইবোনদের প্রতি তাঁদের ভালবাসা বা তাঁদের এই যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে এর প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি আছে। সেইজন্য আজকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার যত কথাই বলুন না কেন, আজকে এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে এদের কোনরকম সহানুভূতি নেই বরং কতকগুলি খারাপ মনোভাব আছে। যে বাংলাদেশে যে একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং প্রত্যেক আন্দোলনের সঙ্গে উদ্বাস্তুরা পর্যন্ত রয়েছে তাকে এ'রা দুর্বল করতে চান, তাকে এ'রা ভেঙ্গে দিতে চান এবং আজকে বাঙালীর মাঝখানে এ'রা অনৈক্য সৃষ্টি করতে চান। আমরা জানি তাঁরা যে জমির প্রশ্ন তোলেন, এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকারের কাছ থেকে কোন প্রকৃত তথ্য পেলাম না যে, বাংলাদেশে যে অনাবাদী জমি তা কত আছে। যদি একটা

DEPUTY MINISTERS

Sj. SATISH CHANDRA RAY SINGHA, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Sj. SOURINDRA MOHAN MISRA, Deputy Minister for the Department of Education and Local Self-Government and Panchayats.

Sj. TENZING WANGDI, Deputy Minister for the Department of Tribal Welfare.

Sj. SMARAJIT BANDYOPADHYAY, Deputy Minister for the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Sj. RAJANI KANTA PRAMANIK, Deputy Minister for the Relief and Supplies Branches of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Sj. CHITTARANJAN ROY, Deputy Minister for the Department of Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

Janab SYED KAZEM ALI MEERZA, Deputy Minister for the Department of Commerce and Industries.

Janab Md. ZIA-UL-HUQUE, Deputy Minister for the Department of Health.

Srijukta MAYA BANERJEE, Deputy Minister for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Sj. CHARU CHANDRA MAHANTY, Deputy Minister for the Food Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. JAGANNATH KOLAY, Deputy Minister for the Publicity Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

Sj. NARBAHADUR GURUNG, Deputy Minister for the Department of Labour.

Sj. ARDHENDU SEKHAR NASKAR, Deputy Minister for Police Branch of Home Department.

*Sj. ASHUTOSH GHOSH, Deputy Minister for the Department of Food, Relief and Supplies.

PARLIAMENTARY SECRETARIES

*Janab MOHAMMAD SAYEED MIA, Parliamentary Secretary for Relief Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. SANKAR NARAYAN SINGHA DEO, Parliamentary Secretary for Department of Health.

Sj. NISHAPATI MAJHI, Parliamentary Secretary for Department of Fisheries and the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Janab MD. AFAQUE CHOWDHURY, Parliamentary Secretary for the Development Department.

Sj. KAMALA KANTA HEMBRAM, Parliamentary Secretary for Development and Labour Departments

*Member of the West Bengal Legislative Council.

Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 62 and the Noes 130, the motion was lost.

The motion of Sj. Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—61

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker ..	.. The Hon'ble SANKARDAS BANERJI.
Deputy Speaker ..	.. Sj. ASHUTOSH MALLICK.

SECRETARIAT

Secretary ..	.. Sj. AJITA RANJAN MUKHERJEA, M.SC., B.L.
Special Officer ..	.. Sj. CHARU CHANDRA CHOWDHURI, B.L., Advocate.
Deputy Secretary ..	.. Sj. A. K. CHUNDER, B.A. (HONS.) (CAL.), M.A., LL.B. (CANTAB.), LL.B. (DUBLIN), Barrister-at-law.
Assistant Secretary	.. Sj. AMIYA KANTA NIYOGI, B.SC.
Registrar ..	.. Sj. SYAMAPADA BANERJEA, LL.B.
Legal Assistant ..	.. Sj. BIMALENDU CHAKRAVARTY, B.COM., B.L.
Editor of Debates ..	.. Sj. KHAGENDRANATH MUKHERJI, B.A., LL.B.

প্রতিটি দোকান আনুমানিক ছয়শত পরিবারের চাহিদা মিটাইতে পারে। প্রয়োজনবোধে বেশী-সংখ্যক দোকান খোলাও বিধি আছে।

(গ) হ্যাঁ।

Sj. Saroj Roy:

এটা ত লাস্ট ইয়ারের ওল্ড কোয়েশ্চেনের জবাব। এ বছর কি হয়েছে?

[No reply.]

Mr. Speaker: I am also interested in the matter. I think I was right. If you look up the Public Demands Recovery Act, 1913 and turn your attention to section 17 you will find when the property is attachable in execution of a degree. Section 60 of the Civil Procedure Code, 1908,—under this section also the property may be attached. They are linked together. Section 60 of the Civil Procedure Code makes it clear what is attachable and what is not attachable. Under the Public Demands Recovery Act the chapter on attachment begins from section 17. But the point is that sometimes the officers may go wrong.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, our difficulty is that whenever the attention of Government is drawn to it, they seldom take proper action.

Measures for bringing down rising prices of rice

***65.** (Admitted question No. *1809.) **Dr. Narayan Chandra Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(*a*) average retail price per maund of— ...

(*i*) fine,

(*ii*) medium, and

(*iii*) coarse

varieties of rice in each district of West Bengal during the months of January to December, 1957, and January to May, 1958;

(*b*) the steps taken by Government to bring down the price of rice between January, 1957, and May, 1958; and

(c) how far the Government has succeeded in bringing down the price in each district?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (a) A statement is laid on the Library Table.

(b) Under modified rationing scheme foodgrains are being made available to consumers at fair price throughout the State.

Besides, under gratuitous relief and test relief operations foodgrains are also being issued in places of acute distress. A statement of distribution of foodgrains under various schemes during the period in question is laid on the Table.

(c) The schemes have been successful in arresting the upward trend in prices but for which the prices would have been much higher.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Hazi. [Hariharpur—Murshidabad.]
(2) Abdulla Farooquie, Janab Shaikh. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Sattar, Janab. [Ketugram—Burdwan.]
(4) Abdus Shokur, Janab. [Canning—24-Parganas.]
(5) Abul Hashem, Janab. [Magrahat—24-Parganas.]

B

(6) Badiruddin Ahmed, Hazi. [Raiganj—West Dinajpur.]
(7) Badrudduja, Janab Syed. [Raninagar—Murshidabad.]
(8) Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath. [Rajnagar—Birbhum.]
(9) Bandyopadhyay, Sj. Smarajit. [Haringhata—Nadia.]
(10) Banerjee, Dr. Dhirendra Nath. [Balurghat—West Dinajpur.]
(11) Banerjee, Sjkta. Maya. [Kakdwip—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Sj. Profulla Nath. [Basirhat—24-Parganas.]
(13) Banerjee, Sj. Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(14) Banerjee, Dr. Suresh Chandra. [Chakdah—Nadia.]
(15) Banerji, Sj. Sankardas. [Tehatta—Nadia.]
(16) Barman, Sj. Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(17) Basu, Sj. Abani Kumar. [Uluberia—Howrah.]
(18) Basu, Sj. Amarendra Nath. [Burtolla South—Calcutta.]
(19) Basu, Dr. Brindabon Behari. [Jagatballavpur—Howrah.]
(20) Basu, Sj. Chitto. [Barasat—24-Parganas.]
(21) Basu, Sj. Gopal. [Naihati—24-Parganas.]
(22) Basu, Sj. Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta.]
(23) Basu, Sj. Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(24) Basu, Dr. Monilal. [Bally—Howrah.]
(25) Basu, Sj. Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(26) Bera, Sj. Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(27) Bhaduri, Sj. Panchugopal. [Serampore—Hooghly.]
(28) Bhagat, Sj. Budhu. [Mal—Jalpaiguri.]
(29) Bhagat, Sj. Mangru. [Mal—Jalpaiguri.]
(30) Bhandari, Sj. Sudhir Chandra. [Maheshtala—24-Parganas.]
(31) Bhattacharjee, Dr. Kanailal. [Howrah South—Howrah.]
(32) Bhattacharjee, Sj. Panchanan. [Noapara—24-Parganas.]
(33) Bhattacharjee, Sj. Shyamapada. [Jangipur—Murshidabad.]

N.B.—Sj. stands for Srijut, and Sjkta. stands for Srijukta.

সুতরাং সময়ের প্রশ্ন যদি তোলা হয়, তাহলে সময় বাঁচল না উভয় পদ্ধতিতেই মোট পঠন সময় হল চৌদ্দ বছর। দ্বিতীয় কথা, এটা বোঝা দরকার যে শিক্ষার মোট পঠন সময়ের সঙ্গে কিংবা তার বিভাগের সঙ্গে শিক্ষার মানের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, শিক্ষার মান প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে ভাল শিক্ষক, ভাল পাঠাগার ও লেবরেটরি, ভাল পাঠ্যপুস্তক, উন্নত ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি ও বাস্তব পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলোর কোন পরিবর্তন করা হচ্ছে কি নয়া পরিকল্পনায়? শুধুমাত্র পঠনের মোট সময়ের বিভাগের একটু হেরফের হয়েছে। অন্য কিছু হচ্ছে না। এতে ফল ভাল হবে কেমন করে? কিন্তু নূতন পরিকল্পনা চালু করার উদ্দেশ্য তাহলে কি? আমরা মনে করি যে, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল শিক্ষা-সংকোচ, শিক্ষা-সংহার। এর সমর্থনে আমি একটা একটা করে উদাহরণ দিয়ে দেখাব কেমন করে, কি পদ্ধতিতে এই শিক্ষা-সংকোচ চলেছে। প্রথমেই দেখুন, মিঃ স্পীকার, স্কুল কলেজের মাইনে নয়া পদ্ধতিতে বেড়ে যাচ্ছে। আপনি জানেন সাডলার কমিশন কি বলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, এডুকেশন মাস্ট বি চিপ এ্যান্ড এ্যাভেলেবল টু অল দি পিপল। আজ সেই যুক্তি হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন শিক্ষা কম ব্যয়যুক্ত করা দূরের কথা তাকে অধিকতর ব্যয়বহুল করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে ছাত্ররা আন্দোলন করেছিল কলেজের মাইনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে। সরকার অজুহাত দিলেন যে, প্রাইভেট কলেজের ব্যাপারে তাদের করার কিছু নেই। প্রাইভেট কলেজের কথা ছেড়ে দিলাম কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, স্পনসোরড কলেজে আপনারা ডেভেলপমেন্ট ফি কেন নিচ্ছেন। ডাঃ রায় ছাত্রদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ডেভেলপমেন্ট ফি তুলে নেওয়া হবে। এখনও তুলে নিচ্ছেন না কেন? শুধু মাইনে বৃদ্ধি হচ্ছে, তাই নয় শিক্ষার অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে। চারদিক থেকেই সাধারণ মানুষ আজকে শোষিত হচ্ছে। অভিভাবকরা অর্থাভাবে ছেলেদের পড়াতে পারছেন না। তার ওপর শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি করে শিক্ষা সংকোচ করা হচ্ছে। তা ছাড়া কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা নির্ধারিত করে দিয়ে আজকে শিক্ষা সংকোচ করা হচ্ছে। বাড়তি ছাত্রদের পড়বার বিকল্প ব্যবস্থা না করে এইভাবে কলেজের ছাত্রসংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়ার ফলে এমন একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যে এই বৎসর দশ হাজার ছেলে কলেজএ ভর্তি হতে পারে না। কলকাতার বড় বড় সাতটা কলেজের প্রিন্সিপালরা সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে আমার এই হিসাব সমর্থিত হবে। এবং এই যে বাড়তি ছেলে যাঁরা কলেজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হল বা হ'বে তাঁদের কি গতি হবে, তা কেউ ভেবে দেখলেন না। এভাবে উচ্চশিক্ষার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে শিক্ষা-সংহার করা হচ্ছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, কংগ্রেসী ও কিছু কিছু বামপন্থীদলের নেতারা ও তথাকথিত পণ্ডিতেরা বক্তৃতা দিয়ে বলছেন যে, কোয়ালিটি চাই কোয়ান্টিটি নয়; গুণ চাই সংখ্যা নয়। তাঁরা গুণ বাড়াবার নামে সংখ্যা কমাতে চান। তাঁদের কাছে সংখ্যার কোন মূল্য নাই, দিজ আউটলুক ইজ ক্যাপিটালিসটিক আউটলুক আই মাস্ট সে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একজন সত্যেন বোস হোক আর কোটি কোটি মানুষ নিরক্ষর থাকুক—একথা তারাই বলতে পারে যারা জনতাকে ঘৃণা করে। একথা তারাই বলে যারা মনে করে দেশে একজন টাটা অথবা বিড়লা হক আর কোটী কোটী মানুষ না খেতে পেয়ে মরুক, আমিও নিঃসন্দেহে চাই আমাদের দেশের শিক্ষার মান উন্নত হোক। কিন্তু এই গুণের উন্নতির জন্য আমি সংখ্যাকে বিসর্জন দিতে রাজি নই। আমি বলব, সংখ্যাও বাড়াতে হবে। বোঝা দরকার দেশের সব লোক মূর্খ হয়ে থাকলে একজন সত্যেন বোসও জন্মাবে না। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আমাদের নেতারা বক্তৃতা দিয়ে গেলেন যে

quality must be improved even at the cost of quantity. It seems as if quantity does not matter

একটা লোক মহা পণ্ডিত হয়ে দেশে আলো দিন এবং দেশের আর সব লোক মূর্খ থেকে যাক। এ কি কথা! আমার বক্তব্য হল সংখ্যার উপর এখন জোর দিতে হবে এবং তার সঙ্গে গুণকে যতটা পর্যায়ে উন্নীত করতে পারা যায় তার জন্য সচেষ্ট হ'তে হ'বে।

কিন্তু কেন এ ধরনের কথা আজকে আমরা শুনছি? দৃষ্টিটা নূতন কিছু নয়, আপনি জানেন, মিস্টার স্পীকার, স্যার, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা শিক্ষার আলোক খাতে জনগণের কাছে গিয়ে না পৌছতে পারে তারই জন্যে তাঁরা শিক্ষা সংহার করতে চেয়েছিল। সাধারণ যদি শিক্ষা পায় তাহলে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে, তাহলে শাসকদের দুঃশাসনের রাশ

(34) Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna. [Sankrail—Howrah.]
(35) Bhattacharyya, Sj. Syamadas. [Panskura West—Midnapore.]
(36) Biswas, Sj. Manindra Bhusan. [Bongaon—24-Parganas.]
(37) Blanche, Sj. C. L. [Nominated.]
(38) Bose, Sj. Jagat. [Beliaghata—Calcutta.]
(39) Bose, Dr. Maitreyee. [Fort—Calcutta.]
(40) Bouri, Sj. Nepal. [Raghunathpur—Purulia.]
(41) Brahmamandal, Sj. Debendra Nath. [Kalchini—Jalpaiguri.]

C

(42) Chakravarty, Sj. Bhabataran. [Patrasayer—Bankura.]
(43) Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra. [Muchipara—Calcutta.]
(44) Chatterjee, Sj. Basanta Lal. [Itahar—West Dinajpur.]
(45) Chatterjee, Dr. Binoy Kumar. [Ranaghat—Nadia.]
(46) Chatterjee, Sj. Mihirlal. [Suri—Birbhum.]
(47) Chattopadhyay, Sj. Bijoylal. [Karimpur—Nadia.]
(48) Chattopadhyay, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore—Hooghly.]
(49) Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(50) Chattoraj, Dr. Radhanath. [Labpur—Birbhum.]
(51) Chaudhuri, Sj. Tarapada. [Katwa—Burdwan.]
(52) Chobey, Sj. Narayan. [Kharagpur—Midnapore.]
(53) Chowdhury, Sj. Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(54) Das, Sj. Ananga Mohan. [Mayna—Midnapore.]
(55) Das, Dr. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas.]
(56) Das, Sj. Durgapada. [Rampurhat—Birbhum.]
(57) Das, Sj. Gobardhan. [Rampurhat—Birbhum.]
(58) Das, Sj. Gokul Behari. [Onda—Bankura]
(59) Das, Dr. Kanailal. [Ausgram—Burdwan].
(60) Das, Sj. Khagendra Nath. [Falta—24-Parganas.]
(61) Das, Sj. Mahatab Chand. [Mahisadal—Midnapore.]
(62) Das, Sj. Natendra Nath. [Contai North—Midnapore.]
(63) Das, Sj. Radha Nath. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(64) Das, Sj. Sankar. [Ketugram—Burdwan.]
(65) Das, Sj. Sisir Kumar. [Patashpore—Midnapore.]
(66) Das, Sj. Sunil. [Rashbehari Avenue—Calcutta.]
(67) Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra. [Sabong—Midnapore.]
(68) Das Gupta, Sj. Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri]
(69) Dey, Sj. Haridas. [Santipur—Nadia.]
(70) Dey, Sj. Kanai Lal. [Jangipara—Hooghly.]

জনগণের চোখের সামনে খুলে যাবে, তাই জনতাকে চিরপদানত করে রাখবার উদ্দেশ্যেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা শিক্ষার প্রসার ঘটতে দেয় নি। আজ আমাদের কংগ্রেসী সরকার ঠিক সেই নীতিই অনুসরণ করছেন। সাধারণের শিক্ষার সুযোগকে ব্যাহত করবার জন্য গুণের অজুহাত তুলে সংখ্যাকে বাদ দেবার—এই আওয়াজ তাই তোলা হচ্ছে। এটা নিছক পুঁজিবাদী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু নয়। মন্ত্রীরা কথায় কথায় বলেন, ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার প্রশংসা করেন। পুঁজিবাদী উৎপাদনে এখন মিস্ত্রী দরকার তার চেষ্টা চলেছে গোটা দেশকে মিস্ত্রী তৈরি করবার জন্য। কি অধিকার আছে, তাঁদের এটা করার। যাঁরা ব্যবহারিক শিক্ষা পেয়ে মুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের চাকরীর কোন গ্যারান্টি দিতে তাঁরা কি পারেন? এমনিতেই অসংখ্য মিস্ত্রী বসে আছে, বি ই, এম বি, পাশ-করা ছেলেরা বসে আছে, আপনারা তাঁদের চাকরী দিতে পারেন না আবার জোর করে মিস্ত্রী বানান কেন? আজকে দেশব্যাপী শিক্ষা পরিকল্পনার ধুয়া উঠেছে। কিন্তু এ পরিকল্পনার অর্থ কি? লোককে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সরকারকে তার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু আপনারা কি তা করেছেন? সরকার কর্ম-সংস্থানের দায়িত্ব নেবেন না এবং পড়াশুনাও করতে দেবেন না একে যদি, পরিকল্পনা বলা হয় তাহলে পরিকল্পনাহীনতা কাকে বলে জানি না। আপনি জানেন যে, পশ্চিম বাংলায় প্রায় ১৭০০ মাধ্যমিক স্কুল আছে। গত বছরের শিক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতায় দেখতে পাচ্ছি যে গত বছর পর্যন্ত ২৫৮টি স্কুলকে উচ্চতর মাধ্যমিক অথবা মালটিপারপাজ করা হয়েছে। এই যদি গতি হয় তাহলে মোট স্কুলগুলিকে হায়ার সেকেণ্ডারি কিংবা মালটিপারপাজএ উন্নীত করতে হলে কত সময় লাগবে? একথা ঠিক যে সমস্ত স্কুলকে আপনারা উন্নত করবেন না। এবং তাই তার একটা বৃহদংশকে আপনারা জুনিয়র হাই স্কুল করে নামিয়ে দিতে চাচ্ছেন। যদি ধরেও নেওয়া যায় সমস্ত স্কুলগুলিকে আপনারা উন্নীত করবেন তাহলে কত বৎসর লাগবে? কম করে হলেও ৪০ বৎসর লাগবে এবং এই সময়ে দুটো দশ বৎসর ও একাদশ বৎসরের স্কুল ঐ পাশাপাশি চলবে?

[5-20—5-45 p.m.]

দশ বছরের স্কুল আর এগার বছরের স্কুল সহ-অবস্থান করলে শিক্ষার কি গতি হবে? আমাদের গ্রামে একটা স্কুল আছে সেখানে গিয়ে গরীবের ছেলেরাও পড়তে পারে। থানায় একটি হায়ার সেকেণ্ডারী হলে দূর দেশ থেকে এসে হোস্টেলের খরচ দিয়ে ১২ টাকা থেকে ১৫ টাকা মাইনে দিয়ে গরীব ছেলেরা পড়তে পারবে? ৩৷ টাকা স্কুলের মাইনে দিয়ে যারা পড়তে পারে না তারা হায়ার সেকেণ্ডারীতে ১২ টাকা থেকে ১৫ টাকা মাইনে দিয়ে, হোস্টেলে ছেলে রাখার খরচ দিয়ে পড়ান—এটা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। বাংলাদেশের সাধারণ লোকে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁর আছে তিনি একথা বলতে পারেন না। আমি বলব দুই দিক থেকে শিক্ষাকে সংকুচিত করার পরিকল্পনা এখানে নিহিত রয়েছে। একদিকে শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে অন্যদিকে স্কুল ও কলেজে ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে দিয়ে। যদি এতে শিক্ষার মান উন্নত হত তাহলেও কথা ছিল। শিক্ষার মান উন্নত করতে গেলে সর্বপ্রথম দরকার যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক। সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এখন ক্লাস নাইন পর্যন্ত যে সমস্ত স্কুল আছে সেখানেই শিক্ষা দেবার মত উপযুক্ত শিক্ষক নেই। যারা দশম শ্রেণীতে পড়াবার উপযুক্ত নয় তারা রাতারাতি একাদশ শ্রেণীতে পড়াবার উপযুক্ত কি করে হতে পারেন? এখন ইন্টারমিডিয়েটএ কারা পড়ান? অন্ততঃ সেকেণ্ড ক্লাশ এম এ, এম এসসিরা সেখানে পড়াচ্ছেন। হায়ার সেকেণ্ডারী যে সমস্ত স্কুল আছে, সেখানে সেকেণ্ড ক্লাশ এম এ পাওয়া যাচ্ছে না এমন কি বি এ বি এসসি (অনার্স) তাও পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে পাশ কোর্সএর শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন। তাতে শিক্ষণ ব্যবস্থার অধঃপতন ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ সরকার বলেছিলেন যে, কোন অধ্যাপক দুই কলেজে পড়াতে পারবেন না, কারণ তাতে শিক্ষার মান অবনত হয়। কিন্তু তাঁরা কি জানেন যে স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক না পাওয়ার জন্য কলেজের লেকচারাররা আজ হায়ার সেকেণ্ডারীতে পার্ট টাইম বেসিসে পড়াচ্ছেন? এর বেলায় কি দুই জায়গায় পড়ানর প্রশ্ন উঠছে না? আমি জানি একজন ইংরাজীর মাস্টার মহাশয় তিনটি স্কুলে পড়াচ্ছেন। তাহলে বুঝুন শিক্ষকের কি অবস্থা। ভাল শিক্ষক পেতে হলে ভাল বেতন দিতে হবে। ভাল ছেলেরা আজ বিজনেস কনসার্নএ চলে যায়। যখন ভাল সরকারী চাকুরী—এ্যাডমিনিসট্রেটিভ সারভিসেই আসতে চায় না তখন অল্প মাইনের মাস্টারী করতে তারা কি আসবে? প্লেইন লিভিং এ্যাণ্ড হাই থিংকিংএর আদর্শ

(71) Dey, Sj. Tarapada. [Domjur—Howrah.]
(72) Dhar, Sj. Dhirendra Nath. [Taltola—Calcutta.]
(73) Dhara, Sj. Hansadhwaj. [Kulpi—24-Parganas.]
(74) Dhibar, Sj. Pramatha Nath. [Galsi—Burdwan.]
(75) Digar, Sj. Kiran Chandra. [Vishnupur—Bankura.]
(76) Digpati, Sj. Panchanan. [Khanakul—Hooghly.]
(77) Dolui, Dr. Harendra Nath. [Ghatal—Midnapore.]
(78) Dutt, Dr. Beni Chandra. [Howrah East—Howrah.]
(79) Dutta, Sjkta. Sudharani. [Raipur—Bankura.]

E

(80) Elias Razi, Janab. [Harishchandrapur—Malda.]

F

(81) Fazlur Rahman, Janab S.M. [Nakashipara—Nadia.]

G

(82) Ganguli, Sj. Ajit Kumar. [Bongaon—24-Parganas.]
(83) Gayen, Sj. Brindaban. [Mathurapur—24-Parganas.]
(84) Ghatak, Sj. Shib Das. [Asansol—Burdwan.]
(85) Ghosal, Sj. Hemanta Kumar. [Hasnabad—24-Parganas.]
(86) Ghose, Dr. Prafulla Chandra. [Mahisadal—Midnapore.]
(87) Ghosh, Sj. Bejoy Kumar. [Berhampore—Murshidabad.]
(88) Ghosh, Sj. Ganesh. [Belgachia—Calcutta.]
(89) Ghosh, Sjkta. Labanya Prova. [Purulia—Purulia.]
(90) Ghosh, Sj. Parimal. [Beldanga—Murshidabad.]
(91) Ghosh, Sj. Tarun Kanti. [Habra—24-Parganas.]
(92) Ghosh Chowdury, Dr. Ranjit Kumar. [Bagnan—Howrah.]
(93) Golam Soleman, Janab. [Jalangi—Murshidabad.]
(94) Golam Yazdani, Dr. [Kharba—Malda.]
(95) Gupta, Sj. Nikunja Behari. [Malda—Malda.]
(96) Gupta, Sj. Sitaram. [Bhatpara—24-Parganas.]
(97) Gurung, Sj. Narbahadur. [Kalimpong—Darjeeling.]

H

(98) Hafizur Rahaman, Kazi. [Bhagabangola—Murshidabad.]
(99) Haldar, Sj. Kuber Chand. [Jangipur—Murshidabad.]
(100) Haldar, Sj. Mahananda. [Nakashipara—Nadia.]
(101) Halder, Sj. Ramanuj. [Diamond Harbour—24-Parganas.]
(102) Halder, Sj. Renupada. [Joynagar—24-Parganas.]
(103) Ham Sj. Bhadra Bahadur. [Jore Bangalow—Darjeeling.]

হসপিটাল পাশাপাশি আছে সেখানে এই দুটোর ম্যানেজমেন্ট ভিন্ন করে রাখার কি দরকার আছে? আমি মনে করি এই দুটো এক করে চলতে দিলে কাজ ভাল হবে। বারাসত সাবডিভিশনাল হাসপাতালের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—এটা এখনো ৫০ বেডেড করা হয় নি। বারাসত টাউনে ইলেকট্রিসিটি এসে গিয়েছে—কিন্তু এই হাসপাতালে এখনো হ্যারিকেন লন্ঠনে কাজ হয়। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল জেলার এত কাছাকাছি, তা সত্ত্বেও একটা লোক রাস্তায় পড়ে মারা গেল।

[4-30—4-40 p.m.]

Dr. Brindaban Behari Bose:

অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-শ্রীবৃদ্ধির যে ফিরিস্তি দিলেন তার সঙ্গে আমাদের পাবলিক হেলথ্ বিভাগের কার্যকলাপের কোন সঙ্গতি নাই। বাস্তব অবস্থায় আমরা দেখছি এখনো পর্যন্ত ৭৫ পারসেন্ট ইউনিয়ন হেলথ্ সেন্টার গঠন করা হয়নি। হেলথ সেন্টারসমূহের জন্য আজকে লোকাল কন্ট্রিবিউশনের কথা বলা হয়—কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মাথাভারী শাসনের জন্যই লক্ষ লক্ষ টাকা সত্যিকথা বলতে গেলে অপচয় হচ্ছে—ডেপুটি সেক্রেটারী, অ্যাসিট্যান্ট সেক্রেটারী, ডাইরেক্টর অফ হেলথ্ সার্ভিসেস, সেক্রেটারী এইভাবে এই দপ্তরের কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার দরুন ব্যয়বাহুল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অথচ দরিদ্র এলাকায় যে পরিকল্পনা অনুযায়ী পল্লীর স্বার্থের দিকে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল, সেখানে সামান্য কন্ট্রিবিউশনএর অভাবে হেলথ্ সেন্টারগুলি হচ্ছে না। জমি দিলেও টাকা দেওয়া হয় না। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে অল্প কিছু টাকার জন্য হেলথ্ সেন্টার হচ্ছে না, এবং একজিসটিং হেলথ্ সেন্টার যা আছে, যেগুলি ছয় বছর আগে চালু করা হয়েছিল, তার কার্যকলাপ ঠিক সেই একই অবস্থায় চলছে, তাকে আধুনিক যন্ত্রপাতি বা মেডিক্যাল সাজ-সরঞ্জাম আজ পর্যন্ত সাপ্লাই করা হয়নি। থানা হেলথ্ সেন্টার ও সাবডিভিশনাল হেলথ্ সেন্টারগুলি একই অবস্থায় রয়েছে। কলকাতার আশেপাশে কিছু কিছু হাসপাতাল বাড়ান হয়েছে এবং একজিসটিং হাসপাতালের কিছু কিছু বেড বাড়ান হয়েছে। কিন্তু সাবডিভিশনাল হেলথ সেন্টারএ ও থানা হেলথ্ সেন্টারের অবস্থা একইভাবে রয়েছে, তার কোন উন্নতি সাধন করা হয়নি। ডোমজুড় থানা হেলথ্ সেন্টারের ইমপ্রুভমেন্ট কিছু করা হয়নি। সেখানে ইলিকট্রিসিটি গিয়েছে, কিন্তু আজও সেই হ্যারিকেনের আলোয় কাজ চালান হয়। এই হেলথ্ সেন্টারে মেটারনিটি কেস এত বেশী যে সবসময়ই সেখানে মেটারনিটি কেসএ পরিপূর্ণ থাকে; ফলে অন্যান্য কঠিন রোগী সেখানে স্থান পায় না। টি বি রুগীর কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে টি বি রোগীদের দ্রুত চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। হেলথ্ সেন্টারে টি বি রোগী গেলে, তাদের সদর হাসপাতালে রেফার করা হয় এক্স-রের জন্য। কিন্তু হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থা এমন যে সেখানে কোন রেফার্ড কেসএর এক্স-রে হতে তিন-চার মাস সময় লেগে যায়, তার আগে হয় না। ততদিন সেই রোগী হয় মারা যায়, আর না হয় তার পরিবারের মধ্যে ইনফেক্ট করে এই রোগের বিস্তার বাড়ায়। আমি এই হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলবো। এর সম্বন্ধে বহুবার এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ও সেখানে গিয়ে সেখানকার অবব্যবস্থা দেখে এসেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সকল অব্যবস্থা দূর করবার জন্য কোন চেষ্টা হয়নি। সেখানে প্রত্যহ প্রায় তিন হাজার বিভিন্ন রকম রোগের রুগী আউটডোরে অ্যাটেন্ড করে। কিন্তু সেখানে একশো জনের বেশী রোগীর বসবার স্থান নেই। এবং সেখানে একটি মাত্র ডাক্তারের উপর ২৩১টি কেস ভর্তি করাবার ভার দেওয়া হয়েছে। যার ফলে হাসপাতালের মধ্যে একটা গোলযোগ সৃষ্টি হয়। তার সম্বন্ধে ২৩এ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার এক রিপোর্ট দিয়েছেন এবং তাতে ওখানকার স্টাফদের সম্বন্ধে আলোচনা করে বলা হয়েছে যে সেখানকার ডাক্তারদের মধ্যে পরস্পর গোলযোগ ও বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার ফলে রোগীদের দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। এটা ২৩এ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের রিপোর্ট।

আমি হাওড়া জেনারেল হসপিটালের এক্স-রে ব্যবস্থার দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে [illegible] স্টেট ইনসিওরেন্সএর রোগী, এবং ২৩টা হেলথ্ সেন্টারের রোগী ও

(104) Hansda, Sj. Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(105) Hansda, Sj. Turku. [Suri—Birbhum.]
(106) Hasda, Sj. Jamadar. [Binpur—Midnapore.]
(107) Hasda, Sj. Lakshan Chandra. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(108) Hazra, Sj. Parbati. [Tarakeswar—Hooghly].
(109) Hazra, Sj. Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
(110) Hembram, Sj. Kamalakanta. [Chhatna—Bankura.]
(111) Hoare, Sjkta. Anima. [Kalchini—Jalpaiguri.]

J

(112) Jalan, Sj. Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
(113) Jana, Sj. Mrityunjoy. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(114) Jehangir Kabir, Janab. [Haroa—24-Parganas.]
(115) Jha, Sj. Benarashi Prosad. [Kulti—Burdwan.]

K

(116) Kar, Sj. Bankim Chandra. [Howrah West—Howrah.]
(117) Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra. [Egra—Midnapore.]
(118) Kazem Ali Meerza, Janab Syed. [Lalgola—Murshidabad.]
(119) Khan, Sjkta. Anjali. [Midnapore—Midnapore.]
(120) Khan, Sj. Gurupada. [Patrasayer—Bankura.]
(121) Kolay, Sj. Jagannath. [Kotulpur—Bankura.]
(122) Konar, Sj. Hare Krishna. [Kalna—Burdwan.]
(123) Kundu, Sjkta. Abhalata. [Bhatar—Burdwan.]

L

(124) Lahiri, Sj. Somnath. [Alipore—Calcutta.]
(125) Lutfal Hoque, Janab. [Suti—Murshidabad.]

M

(126) Mahanty, Sj. Charu Chandra. [Dantan—Midnapore.]
(127) Mahata, Sj. Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(128) Mahata, Sj. Surendra Nath. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(129) Mahato, Sj. Bhim Chandra. [Balarampur—Purulia.]
(130) Mahato, Sj. Debendra Nath. [Jhalda—Purulia.]
(131) Mahato, Sj. Sagar Chandra. [Arsha—Purulia.]
(132) Mahato, Sj. Satya Kinkar. [Manbazar—Purulia.]
(133) Mohibur Rahaman Choudhury, Janab. [Kaliachak—Malda.]
(134) Maiti, Sj. Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(135) Majhi, Sj. Budhan. [Kashipur—Purulia.]
(136) Majhi, Sj. Chaitan. [Manbazar—Purulia.]
(137) Majhi, Sj. Jamadar. [Kalna—Burdwan.]
(138) Majhi, Sj. Ledu. [Kashipur—Purulia.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বেলগাছিয়া ব্রীজ থেকে কয়েক গজ যাবে তার পর আর যাবে না।

Sj. Jagat Bose:

বেলগাছিয়া ক্যানাল যদি বন্ধ করা না হয় তাতে কি অপকার হবে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বন্ধ করা হবে না এমন কথা নয়, এখন হবে না। আমাদের ধাপা লক্ গেট পর্যন্ত খাল আছে।

Sj. Ramanuj Haldar:

তাহলে ১৫।১২।৫০ তারিখের চিঠিতে বলেছিলেন যে, খালের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে দেওয়া হবে, তা কি হবে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমরা যা শুনেছি বেলগাছিয়ার আরও দক্ষিণ-পূর্বে এটা ঠিক কি?

Sj. Jagat Bose:

হ্যাঁ।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তাহলে এখানে এখন হবে না—ওর এপাশে আমাদের একটা খেয়া আছে। সেই খেয়ার কথা মনে করেছিলাম। তাই আমার ভুল হয়েছে। ঐ খেয়াটা থাকবে না। আর বেলগাছিয়ার উত্তরে আর একটা খেয়া আছে সেটা এখন থাকবে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

এখানে লোক পারাপারের সুবিধার কথা চিন্তা করে একটা কাঠের পুল করার ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

খরচ তো হবে। আর কিছুদিন পরে যদি ওটা ভরাট হয়ে যায় তাহলে কাঠের পুল কাজে লাগবে না।

Dr. Ranendra Nath Sen:

আপনি যে খাল বন্ধ করবার আইন পাস করিয়ে নিলেন তখন [illegible] অতদূরে আসতে সময় লাগবে। সুতরাং ৫।৭ বছরের ব্যাপার। ওটা কারখানা [illegible] যাতায়াতের স্থান। আপনি যদি কাঠের একটা পুল করে দেন ভাল হয়।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

একটা দরখাস্ত দেবেন, আবার ওটা এনকোয়ারি করব।

Assessment of benefits from Mayurakshi Project

***89.** (Admitted question No. *986.) **Sj. Turku Hansda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ময়ূরাক্ষী ক্যানাল এলাকায় জলসেচের ফলে কি পরিমাণ ফসলের উন্নতি হইয়াছে;

(খ) এই সম্পর্কে সরকার কি কোন বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন;

(গ) ফসল বাড়িয়া থাকিলে, তাহার পরিমাণ কত;

(ঘ) এই ফসল বাড়ার উপর ডেভলপমেন্ট এলাকায় জলকর নির্ধারিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(139) Majhi, Sj. Nishapati. [Rajnagar—Birbhum.]
(140) Majhi, Sj. Gobinda Charan. [Amta East—Howrah.]
(141) Majumdar, Sj. Apurba Lal. [Sankrail—Howrah.]
(142) Majumdar, Sj. Bhupati. [Chinsura—Hooghly.]
(143) Majumdar, Sj. Byomkes. [Bhadreswar—Hooghly.]
(144) Majumdar, Dr. Jnanendra Nath. [Ballygunge—Calcutta.]
(145) Majumder, Sj. Jagannath. [Krishnagar—Nadia.]
(146) Mallick, Sj. Ashutosh. [Onda—Bankura.]
(147) Mandal, Sj. Bijoy Bhusan. [Uluberia—Howrah.]
(148) Mandal, Sj. Krishna Prasad. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(149) Mandal, Sj. Sudhir. [Kandi—Murshidabad.]
(150) Mandal, Sj. Umesh Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]
(151) Mardi, Sj. Hakai. [Balurghat—West Dinajpur.]
(152) Maziruddin Ahmed, Janab. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(153) Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan. [Siliguri—Darjeeling.]
(154) Misra, Sj. Monoranjan. [Sujapore—Malda.]
(155) Misra, Sj. Sowrindra Mohan. [Ratua—Malda.]
(156) Mitra, Sj. Haridas. [Tollygunge—Calcutta.]
(157) Mitra, Sj. Satkari. [Khardah—24-Parganas.]
(158) Modak, Sj. Bijoy Krishna. [Balagarh—Hooghly.]
(159) Modak, Sj. Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(160) Mohammad Afaque, Janab Choudhury. [Chopra—West Dinajpur.]
(161) Mohammad Giasuddin, Janab [Farakka—Murshidabad.]
(162) Mohammed Israil, Janab. [Naoda—Murshidabad.]
(163) Mondal, Sj. Amarendra. [Jamuria—Burdwan.]
(164) Mondal, Sj. Baidyanath. [Jamuria—Burdwan.]
(165) Mondal, Sj. Bhikari. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(166) Mondal, Sj. Dhwajadhari. [Ondal—Burdwan.]
(167) Mondal, Sj. Haran Chandra. [Sandeshkhali—24-Parganas.]
(168) Mondal, Sj. Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(169) Mondal, Sj. Sishuram. [Bankura—Bankura.]
(170) Muhammad Ishaque, Janab. [Swarupnagar—24-Parganas.]
(171) Mukherjee, Sj. Bankim. [Budge Budge—24-Parganas.]
(172) Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(173) Mukherjee, Sj. Pijus Kanti. [Alipurduars—Jalpaiguri.]
(174) Mukherjee, Sj. Ram Lochan. [Chatra—Bankura.]
(175) Mukherji, Sj. Ajoy Kumar. [Tamluk—Midnapore.]
(176) Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal. [Ondal—Burdwan.]
(177) Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi. [Vishnupur—Bankura.]
(178) Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath. [Behala—24-Parganas.]
(179) Mukhopadhyay, Sj. Samar. [Howrah North—Howrah.]
(180) Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid. [Sukea Street—Calcutta.]
(181) Murmu, Sj. Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]
(182) Murmu, Sj. Matla. [Malda—Malda.]
(183) Muzaffar Hussain, Janab. [Goalpokhar—West Dinajpur.]

(ঙ) এই বৎসর রবিশস্য চাষের জন্য পূর্বনির্ধারিত কর-কমানোর ফলে গত বৎসরের তুলনায় ময়ূরাক্ষী এলাকায় কত একর বেশী রবিচাষ হইয়াছে; এবং

(চ) সরকার অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন জন্য জলকর আরও কমাইবার কথা বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) হইতে (গ) ময়ূরাক্ষী ক্যানাল এলাকায় জলসেচনের ফলে কি পরিমাণ ফসলের উন্নতি হইয়াছে, এ-সম্পর্কে সরকার চীফ এস্টিমেটিং অফিসার মারফত সেম্পেল সার্ভে প্রথায় ক্রপ কাটিং কার্য চালাইতেছেন। ঐ ক্রপ কাটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফসলের উন্নতি সম্পর্কে সরকার কিছু বলিতে পারেন না। এ-সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোন বিবরণ সরকার প্রকাশ করেন নাই।

(ঘ) হ্যাঁ, ডেভলপমেন্ট এলাকায় জলকর বাড়তি ফসলের মূল্যের অর্ধেকের বেশী হইবে না।

(ঙ) গত বৎসর রবিশস্য চাষের জন্য জল সরবরাহের কোন আবেদন আসে নাই। কাজেই গত বৎসরের সহিত তুলনায় এ-বৎসরে কত একর বেশী রবিচাষ হইয়াছে তাহার তুলনা চলে না। এ-বৎসর ফেব্রুআরি মাস পর্যন্ত প্রায় ৩৩৯ একর রবিচাষ হইয়াছে।

(চ) না।

[3-10—3-20 p.m.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি জবাবটা সংশোধন করে দিচ্ছি। রিপোর্টটা আমার কাছে আসেনি তবে সারভে শেষ হয়ে গিয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

আপনি (ক)-র উত্তর দিয়েছেন জলকর সম্পর্কে, কিন্তু পূর্বে যে পরিমাণ ফসল হোত তারপর যে বাড়তি ফসল হবে তার উপর কি কর ধার্য হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বাড়তি ফসলের বাড়তি মূল্য যেটা তার অর্ধেকের বেশী হবে না। আইনেও তাই আছে।

Sj. Saroj Roy:

জল দেবার পূর্বে যে ফসল হোত তার পরিমাণ কত?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সে হিসাব এখনও পাই নি। চীফ এস্টিমেটিং অফিসার-এর কাছে সেই রিপোর্ট আছে এবং তিনি সেটা সংগ্রহ করছেন।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, এর আগে দামোদর এলাকায় যখন একটা বেসরকারী কমিটি থেকে সারভে করা হয়েছিল তখন দেখা গিয়েছিল যে শুখা না হলে যে পরিমাণ ফসল হোত, এই ইরিগেশন দেবার পরও তার ফসল কিছু বৃদ্ধি হয় নি। অন্য বৎসরে জল না হলে ফসল নষ্ট হোত।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা ময়ূরাক্ষীর প্রশ্ন তাই এখন একথা বলা যায় না। বৃদ্ধি কিছু হবে, ৪।৫ বৎসরে কত হয়েছে তার অঙ্ক এখনও জানতে পারা যায়নি।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

এটার রিপোর্ট পেয়েছেন কি?

N

(184) Nahar, Sj. Bijoy Singh. [Chowringhee—Calcutta.]
(185) Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(186) Naskar, Sj. Gangadhar. [Baruipur—24-Parganas.]
(187) Naskar, Sj. Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]
(188) Naskar, Sj. Khagendra Nath. [Canning—24-Parganas.]
(189) Noronha, Sj. Clifford. [Nominated.]

O

(190) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md. [Entally—Calcutta.]

P

(191) Pakray, Sj. Gobardhan. [Raina—Burdwan.]
(192) Pal, Sj. Provakar. [Singur—Hooghly.]
(193) Pal, Dr. Radhakrishna. [Arambagh—Hooghly.]
(194) Pal, Sj. Ras Behari. [Contai South—Midnapore.]
(195) Panda, Sj. Basanta Kumar. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(196) Panda, Sj. Bhupal Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
(197) Pandey, Sj. Sudhir Kumar. [Binpur—Midnapore.]
(198) Panja, Sj. Bhabaniranjan. [Daspur—Midnapore.]
(199) Pati, Dr. Mohini Mohan. [Debra—Midnapore.]
(200) Pemantle, Sjkta. Olive. [Nominated.]
(201) Platel, Sj. R. E. [Nominated.]
(202) Poddar, Sj. Anandilall. [Jorasanko—Calcutta.]
(203) Pramanik, Sj. Rajani Kanta. [Panskura West—Midnapore.]
(204) Pramanik, Sj. Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar.]
(205) Prasad, Sj. Rama Shankar. [Beliaghata—Calcutta.]
(206) Prodhan, Sj. Trailokyanath. [Ramnagar—Midnapore.]

R

(207) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(208) Rai, Sj. Deo Prakash. [Darjeeling—Darjeeling.]
(209) Raikut, Sj. Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(210) Ray, Sj. Arabinda. [Amta West—Howrah.]
(211) Ray, Sj. Jajneswar. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(212) Ray, Dr. Narayan Chandra. [Vidyasagar—Calcutta.]
(213) Ray, Sj. Nepal. [Jorabagan—Calcutta.]
(214) Ray, Sj. Phakir Chandra. [Galsi—Burdwan.]
(215) Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra. [Bortala North—Calcutta.]
(216) Roy, Dr. Anath Bandhu. [Bankura—Bankura.]
(217) Roy, Sj. Atul Krishna. [Deganga—24-Parganas.]
(218) Roy, Sj. Bhakta Chandra. [Manteswar—Burdwan.]
(219) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]
(220) Roy, Sj. Jagadananda. [Falakata—Jalpaiguri.]

[4-20—4-30 p.m.]

সবচেয়ে বড় কথা। পুলিস যাতে সমস্ত প্রোটেকটিভ মেজার নিতে পারে সেই দৃষ্টিভংগীতে যদি দেখি যে পুলিস বিভাগ ঠিকমত কাজ করছে তাহলে ভুল করা হবে। তার কারণ হচ্ছে পুলিসের আর একটা দায়িত্ব আছে। কিউরেটিভ সাইডে জনসাধারণ যত বেশি প্রয়োজন মনে করছে না, যত করাপশন করা হচ্ছে, শান্তি ও নিরাপত্তা সমাজে থাকছে এবং এদিক দিয়ে পুলিশের যে কার্য তাতে যে প্রচেষ্টা হচ্ছে সেই প্রচেষ্টা যেটা পণ্ডিত নেহরুর কথার মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ জনসাধারণের কোঅপারেশন এবং গুডউইল যত বেশি পুলিস নিতে পারবে তত বেশি আমাদের প্রোটেকটিভ মেজার কম নিতে হবে এবং তত বেশি পুলিস সমাজের ভাল কাজ করতে পারবে। এদিক দিয়ে রুরাল এলাকায় ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি এবং কোঅর্ডিনেশন মিটিং যত পরিমাণে বাড়ান যায় তত ভাল। আমার মনে হয় এ বিষয়ে মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী যদি প্রতি থানায় থানায় গিয়ে জনসাধারণকে ডেকে পুলিস অফিসারের সংগে একসংগে খোলাখুলি সমস্ত আলোচনা করেন এবং কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে একটা প্রোগ্রাম ঠিক করা হয় তাহলে নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে। এই কোঅপারেশন এবং কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে কিউরেটিভ সাইড বেশি কার্যকরী হয়ে উঠবে এবং প্রোটেকটিভ সাইডে অনেক কম কাজ করলেই আমাদের চলে যাবে। কোলকাতা সহরে পূজার সময় দেখেছি পুলিসের সংগে কোঅর্ডিনেশনে পূজা কমিটি কাজ করেন। এইভাবে গত দু' বছর ধরে দেখছি যে এই কোঅর্ডিনেশন কমিটির ফলে কোলকাতা সহরে পূজার সময় যেসমস্ত ঘটনা ঘটত আজ আর তা ঘটে না। একটা কথা আজ শুনছিলাম যে পুলিস অফিসার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে বহু করাপশন রয়েছে। এ সম্পর্কে কিছুদিন আগে সংবাদপত্রের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতি-নিধিদের সংগে কথা হওয়াতে তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে মত দিয়েছেন যে কোলকাতা সহরে পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের রিমার্কেবল উন্নতি হয়েছে এবং যে সেট-আপ-এ আজকের দিনে পুলিস কাজ করছে তা যদি আনডিস্টার্বড রাখা হয় তা হলে পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সত্যিই মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করবে। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি যদি বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে শান্তি ব্যাহত করার চেষ্টা করে তাহলে কিউরেটিভ সাইডে জনসাধারণের সংগে পুলিশ কতটুকু শান্তি রক্ষা করবে জানি না। এ বিষয়ে মথুরাপুর থানায় কি হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা। সেখানে যে ঘটনা ঘটে তার জন্য ৩।৪ দিন আগে সেখানে পুলিস ফোর্স যেতে হয়েছিল। সেই অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট কর্মী রাসবিহারী ঘোষ ব্রজবল্লভপুরে বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন যে এই যে ধান লুট করে নিয়ে যাচ্ছে এর জন্য যদি জমির মালিকরা মোকদ্দমা করে তাহলে তাদের মাংস কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানকার জনসাধারণ ১৮।২০ দিন আগে ওখানকারা এম পি-র কাছে দরখাস্ত দিয়ে এসব জানিয়েছে এবং তার ফলে পুলিস অনুসন্ধান করে সেখানে পুলিশ ফোর্স পোস্টেড হয়েছে। [নয়েজ] সেই মিটিংএর ফলে কাকদ্বীপ, মথুরাপুর ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় সর্বত্র ধান লুটের ব্যবস্থা হচ্ছে। সেখানে জমি বেনাম বলে একটা জিনিস হচ্ছে কিন্তু কোন রাজনৈতিক পার্টি......।

Sj. Ganesh Ghosh:

অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার, রাসবিহারীবাবুর বক্তৃতা উনি কিসের থেকে পড়লেন জানতে পারি কি?

Sj. Hansadhwaj Dhara:

আমি তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু বলছি, আমি পড়ি নি। তিন সপ্তাহ আগে সেখানে মিটিং-এর পর সেখানকার জনসাধারণ এম পি-র কাছে দরখাস্ত দিয়েছে এবং সেই অঞ্চলের ৪০।৫০ বিঘা জমির ধান সমস্ত লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। ব্রজবল্লভপুরের নগেন্দ্রনাথ রায়ের ৪০ বিঘা জমির ধান লুট করা হয়েছে। ক্ষেত্রমোহনপুরে পুলিনবিহারী বিন্দার সমস্ত ধান লুটপাট করা হয়েছে। গোবিন্দপুরে মহেন্দ্রনাথ পাত্রের ৩০ বিঘা জমির ধান লুটপাট করা হয়েছে। আজকে সর্বত্র জনসাধারণকে বলা হচ্ছে যে বেনাম জমির সমস্ত ধান লুট করে নিয়ে যাও। কিন্তু বেনাম কি বেনাম নয় এ বিচারের ভার কোন রাজনৈতিক পার্টির হাতে আসে নি। তারা যদি সত্যি বেনাম করে থাকে তাহলে সরকারের আইনের বলে তাদের ধরা উচিত। রাজনৈতিক পার্টির

(221) Roy, Dr. Pabitra Mohan. [Dum Dum—24-Parganas.]
(222) Roy, Sj. Pravash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(223) Roy, Sj. Rabindra Nath. [Bishnupur—24-Parganas.]
(224) Roy, Sj. Saroj. [Garbetta—Midnapore.]
(225) Roy, Sj. Siddhartha Sankar. [Bhowanipore—Calcutta.]
(226) Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]
(227) Roy Singha, Sj. Satish Chandra. [Cooch Behar—Cooch Behar.]

S

(228) Saha, Dr. Biswanath. [Jangipara—Hooghly.]
(229) Saha, Sj. Dhaneswar. [Ratua—Malda.]
(230) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nalhati—Birbhum.]
(231) Sahis, Sj. Nakul Chandra. [Purulia—Purulia.]
(232) Sarkar, Sj. Amarendra Nath. [Bolpur—Birbhum.]
(233) Sarkar, Dr. Lakshman Chandra. [Ghatal—Midnapore.]
(234) Sen, Sj. Deben. [Cossipore—Calcutta.]
(235) Sen, Sjkta. Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(236) Sen, Sj. Narendra Nath. [Ekbalpur—Calcutta.]
(237) Sen, Sj. Prafulla Chandra. [Khanakul—Hooghly.]
(238) Sen, Dr. Ranendra Nath. [Manicktola—Calcutta.]
(239) Sen, Sj. Santi Gopal. [English Bazar—Malda.]
(240) Sengupta, Sj. Niranjan. [Bijpur—24-Parganas.]
(241) Shukla, Sj. Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(242) Singha Deo, Sj. Shankar Narayan. [Raghunathpur—Purulia.]
(243) Sinha, Sj. Bimal Chandra. [Kandi—Murshidabad.]
(244) Sinha, Sj. Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(245) Sinha, Sj. Phanis Chandra. [Karandighi—West Dinajpur.]
(246) Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath. [Tufanganj—Cooch Behar.]

T

(247) Tah, Sj. Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(248) Taher Hossain, Janab. [Hirapur—Burdwan.]
(249) Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna. [Dinhata—Cooch Behar.]
(250) Tarkatirtha, Sj. Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(251) Thakur, Sj. Pramatha Ranjan. [Haringhata—Nadia.]
(252) Trivedi, Sj. Goalbadan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(253) Tudu, Sjkta. Tusar. [Garbetta—Midnapore.]

W

(254) Wangdi, Sj. Tenzing. [Siliguri—Darjeeling.]

Y

(255) Yeakub Hossain, Janab Mahammad. [Nalhati—Birbhum.]

Z

(256) Zia-Ul-Haque, Janab Md. [Baduria—24-Parganas.]

অন্য একজন জোতদার শরৎ রায়—তার প্রজা যারা ঐ বিরোধের সহিত আদৌ সংশ্লিষ্ট নয় তাদের ধানও সিজ করেছে। এইসব প্রজাদের নাম আমার কাছে রয়েছে। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এমন অভিযোগও আমরা পেয়েছি যে, কৃষকদের ঘর থেকে ধান সিজ করার সময় রূপোর গয়না নগদ টাকা এমনকি চিঁড়ে চাল পর্যন্ত নিয়ে গেছে এই সমস্ত ব্যাপার যে ঘটেছে তাতে পুলিসের নিরপেক্ষতা তো প্রমাণিত হয়ই না বরং জোতদারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়। শিলিগুড়ি মহকুমা ঘুরে দেখলেই বাস্তব অবস্থা কি তা বোঝা যায়। কৃষকরা বার বার ডায়েরি করলেও পুলিস কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে না। জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেয় না। সেখান থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে আমি বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম তিনি এনকোয়ারি করতে বলেছেন, তারপরে একটিমাত্র কেসে জোতদারকে ধান লুট করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২০০রও বেশি। এই ঘটনা ঘটে চলেছে। জোতদাররা বাছাই বাছাই উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যেসব বেআইনী হস্তান্তরের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে সেক্ষেত্র তাদের বেআইনী কার্যকলাপ যদি থামাতে হয় তা হলে সমস্ত জিনিসটাকে অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে। নইলে তারা লুটপাট শুরু করবে—আর নিরপেক্ষতার নামে, আইন ও শৃংখলা রক্ষার ওজুহাতে জোতদারদেরই পক্ষ সমর্থন করবে—তাদেরই রক্ষা করতে থাকবে। সেইজন্যই দেখি একটিমাত্র কেসে পুলিস থেকে জোতদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

[6-15—6-25 p.m.]

আমি অস্বীকার করব না যে, একটা কেসে জোতদার গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু কখন? না, পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যাবার পর। তারপর ১৮ই ফেব্রুয়ারি রানীডাঙ্গা মৌজার জোতদার ওখানে বহু লোক মিলে জমির ধান লুট করেছে এবং সেখানে কৃষকরা প্রতিরোধ করার পর তারা চলে যায়। তারা চলে যাবার পর কৃষক যখন দেখে যে, আবার তারা লুট করতে পারে, তখন ওখান থেকে সরিয়ে তারা ধান অন্যত্র রাখে। ১,১০০ মণ ধান লুট হয়েছে ব'লে পুলিসের তরফ থেকে খবরের কাগজে ফলাও ক'রে বার করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় যে, যদি বেনামী হস্তান্তরিত জমি না থাকে তা হ'লে ১,১০০ মণ ধান কি ক'রে একজন জোতদারের কাছে আসে। এই উপলক্ষে ওখানে অনেক কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে —মোট ২০০ কৃষককে সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রানীডাঙ্গার এই ঘটনার পরে সেখানে ৫০।৬০ জনের বেশি কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেখানে আলোকঝাড় ব'লে একটা জোতে গিয়ে দেখি যে, মেয়েদের ছাড়া পুরুষ সেখানে বেশি নেই এবং যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কোন রকম বেল দেওয়া হয় নি। এইরকম অনেক ঘটনা আছে যেখানে জোতদার এবং জমিদার কংগ্রেস নেতা গিয়ে জমির ধান লুট করেছে। এরজন্য এরা নালিশ ক'রে কোনরকম প্রতিকার পায় নি এবং এইভাবে নিরাপত্তার নাম ক'রে জোতদারদের সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে পুলিস কিভাবে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে তার ২-১টা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। শোবদারা জোতের একজন কৃষক সেখানে দেখে যে, তার জমি সরকারে বর্তিত হয়েছে এবং সেজন্য ভূমিরাজস্ব বিভাগ থেকে তাকে রসিদ দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে সেই জমির ধান সিজ ক'রে নিয়ে এসেছে। আর একটা জায়গায়, ওর কাছাকাছি, অন্য জোতদার, যার সঙ্গে প্রজার বিরোধ সেই সেখানে গিয়ে জমি থেকে তার ধান সিজ করা হয়েছে। এবং শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা ব'লে একজন জোতদারের সেখানে ৭ একর জমি খাস হয়েছে। কিভাবে সমস্ত জিনিসগুলি ঘটছে তা দেখবার জন্য এই ঘটনাগুলো দিলাম। আজ যেখানে কংগ্রেস ভূমিসংস্কারের কথা বলছেন সেখানে আমি শিলিগুড়িতে গিয়ে দেখে এলাম যে, সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পুলিস কংগ্রেসী জোতদারদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, জোতদারদের মবিলাইজেশন ক'রে মিটিং করেছে। এইভাবে কংগ্রেসীরা পাল্টা চাপ দিয়ে পুলিসদের বাধ্য করাচ্ছে কৃষকদের ভূমিসংস্কার আন্দোলনকে বানচাল করাতে।

Sj. Ananga Mohan Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুলিস বাজেট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা বলেছেন যে, পুলিসের খরচ বেড়েই যাচ্ছে এবং পুলিসের খরচ নাকি সেকেন্ড ইন দি বাজেট। কিন্তু তা নয়, তাঁদের হিসেবে ভুল হয়েছে। এডুকেশনে খরচ হচ্ছে ১৪ কোটি ৪০

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 20th February, 1959, at 3 p.m.

PRESENT:

Mr. Speaker. (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 206 Members.

[3—3-10 p.m.]

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Construction of a bridge at Diamond Harbour

28. (Admitted question No. 1189). **Sj. Ramanuj Haldar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, চব্বিশপরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারস্থ লালপুল নামক সেতুটি বন্ধ করিয়া উহার কিছু পূর্বে একটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হইতেছে;

(খ) সত্য হইলে, কতদিনে উহা সম্পন্ন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ; এবং

(গ) উক্ত নতুন সেতু হইতে যে রাস্তা 'কাপাটের হাট' পর্যন্ত নতুনভাবে নির্মিত হইতেছে তাহা কতদিনে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে?

The Minister for Works and Buildings (The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) ও (গ) চলতি বৎসরের মধ্যে।

Sj. Ramanuj Haldar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন (খ), (গ), প্রশ্নের উত্তরে—'চলতি বৎসর'। এই চলতি বৎসর কি ইংরাজী বৎসর, বাংলা বৎসর, না, আর্থিক বৎসর?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এখন ওখানকার রাস্তা ও ব্রীজ দুই-ই কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে।

Sj. Ramanuj Haldar:

এখনও বাকি আছে। তার উপর দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছে না, এ কথা কি সত্য?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

গাড়ি যাতায়াত করছে না সত্য, তার কারণ, রাস্তার মুখে একটা স্ট্রাকচার আছে। সেই স্ট্রাকচার রিমুভ না করা পর্যন্ত গাড়ি চলতে পারবে না। এই নিয়ে হাই কোর্টএ কেস চলছে। তা এখনও ডিসাইড হয় নি।

Sj. Ramanuj Haldar:

এই আপত্তিকর জায়গা ছাড়া বাকি রাস্তা এই দীর্ঘ দিন যাবৎ সম্পূর্ণ না হবার হেতু কি?

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আপনি অবশ্য এটা স্ট্রাইক আউট করেছেন এবং অফিসার হলেও একজন মহিলা সম্পর্কে এইরকম বলা উচিৎ কি না নিশ্চয় সেটা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু একটা মুস্কিল হচ্ছে কি ঐদিক থেকে অনেক সময়, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, কম্যুনিস্ট পার্টি বা বিরোধী দলের কারুর নাম করে চোর থেকে আরম্ভ করে এমন কিছু নেই যা ও'রা বলেন না।

[Noise and interruptions.]

[3-30—3-40 p.m.]

Mr. Speaker: Let us hear him. Let there be no interruptions.

Sj. Jyoti Basu:

আমি বলছিলাম যে এগুলি পরিষ্কার হওয়া ভাল, কারণ তা না হলে আমাদের অসুবিধা হয়। সেদিন যেমন এখানে যিনি মেম্বার আছেন তিনি সেদিন জেলে ছিলেন তাঁর সম্বন্ধে বলা হল এবং তিনি এসে পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশন দিলেন। অর্থাৎ তিনি নাকি কাকে জিন্দাবাদ বলেছেন, চুরি করেছেন এবং ঐ সংগে আরও দুজন ইউ সি আর সি-র সেক্রেটারীকে জড়িয়েছেন। কিন্তু তাঁদের তো পাবলিক লাইফ আছে? আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শুনলাম যে অফিসারদের সম্বন্ধে বললে তাঁরা কি করে নিজেদের ডিফেন্ড করবে? কিন্তু এ বিষয়ে বললে অসুবিধা কি আছে; কারণ মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীরা আছেন ও'দের ডিফেন্ড করার জন্য। কাল পুলিস বাজেটের সময় অনেক নাম হয়েছে। সোমনাথবাবু এখন নেই, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করব—একজন এক্স-পুলিস অফিসার যার নাম উনি করেছিলেন তিনি আমাকে ফোন করে বললেন যে আমার নাম কাগজে দেখলাম যে আমি নাকি বাড়ি করেছি। এ'র নাম চন্দ্রশেখর বর্মন। এখন অসুবিধা কি আছে, কারণ যদি অফিসারের নাম করা হয় তা হলে তো কালীবাবু তাঁকে ডিফেন্ড করবেন। কিন্তু বাহিরের লোক যদি কেউ হন—যেমন প্রিন্সিপ্যালের নাম সেদিন হল—তা হলে কে তাকে ডিফেন্ড করবেন। আপনি জানেন একজন প্রিন্সিপ্যালের নামে অত্যান্ত অপমানকর সমস্ত কথা বলা হয়েছে; তাঁর নাম শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী। এগুলি অত্যান্ত ডিফিকাল্ট আমি জানি, কিন্তু আপনি তখন পুল আপ করেন নি। আর আজ আপনি এখন স্ট্রাইক অফ করছেন, বিশেষ করে একজন মহিলা যখন ইনভলভড্। আমারও ইচ্ছা নয় যে এইসব কথা হোক। কিন্তু ডিফিকাল্টি হচ্ছে যে মহিলাকে বাদ দিয়ে আপনি যদি জিনিসটা দেখেন তা হলে কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে সেটা দেখুন। যাই হোক অনেক টাইম চলে যাচ্ছে, এখন বক্তৃতা হোক, কিন্তু আপনি এটা কনসিডার করবেন।

Mr. Speaker: I will consider. Any member can raise a point of order so long as I am in the Chair, to say that he objects to certain allegations.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I would suggest most humbly that you stop any member, whether he is on this side or on that side, when he refers to any person who is not here to defend himself. Everything will depend on your judgment. If a man is going beyond his limit, whether he is on this side or on that, it does not pay because if I fling mud at them they may fling mud at me again. It is better that you use your judgment and stop any member when he refers to a person who is not here to defend himself.

Mr. Speaker: I shall make all endeavours and take assistance of the members as I have done in this case.

Sj. Jyoti Basu: But if it is connected with administration then it is very difficult for you to stop anybody if officials are referred to.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, if Sj. Manoranjan Hazra had referred to a male I.A.S. officer, would there be any objection? The language used by him was quite decent. Simply because 'Miss Rama

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

বাঁক রাস্তা হয়ে গিয়েছে।

Sj. Ramanuj Haldar:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এখানে যে জলপথ ছিল সেটা এই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে জল দিত, নতুন রাস্তা হবার জন্য সেই জলপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখানে কোন সেতু বা কালভার্ট করবার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

কালভার্ট করে দেবার কোন প্রস্তাব নেই।

Sj. Ramanuj Haldar:

এখানে এই বিস্তীর্ণ এলাকার শস্যক্ষেত্রের জলপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এতে শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি হবে।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এ রকম কথা আমার জানা নেই।

Sj. Ramanuj Haldar:

আমি জানাচ্ছি, এই বিস্তীর্ণ এলাকার শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি হবে।

Mr. Speaker: It does not arise out of this question.

Sj. Ramanuj Haldar:

এখানে যে লাল পুল আছে তা সংস্কার না করে তার কিছু দূরে একটা নতুন পুল তৈরি করা হয়েছে অনেক টাকা ব্যয় করে। তাহলে এই লাল পুলটা পরিত্যাগ করা হবে, না, সেটাও সংস্কার করা হবে?

Mr. Speaker: I can't follow you. Do you mean to say that the new bridge is situated far away from the old bridge—is that your contention?

Sj. Ramanuj Haldar:

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই লাল পুলটার এই অঞ্চলে বিপুল সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছে। এটা সংস্কার করা হবে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

লাল পুলটা সংস্কার করা হবে না, কারণ এই পুলটা সংস্কারের উপযুক্ত নয় বলে আমরা কিছুটা সরে নতুন পুল করেছি এবং এই পুলের উপর দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker: If so, there is nothing in future of reconstructing or restoring the old bridge. Finished.

Sj. Ramanuj Haldar: Supplementary question, Sir.

Mr. Speaker: I think we have come to an end. Next question.

Deteriorating condition of Jujursha-Sankrail Station Road, district Howrah

28. (Admitted question No. 1167.) **Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(*a*) whether Government are aware of the fact that the Jujursha-Sankrail Station Road of the Howrah district up to the newly-constructed national highway is in a state of deteriorating condition for long;

Majumdar' was mentioned, you have taken objection. But supposing Mr. R. Majumdar, an I.A.S. officer was referred to, I think there would have been no difficulty.

Mr. Speaker: Yes, there is difficulty.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Miss Roma Majumdar is an I.A.S. Officer. Replace the name of Miss Roma Majumdar by Mr. S. C. Majumdar he is an I.A.S. Officer—then what is the meaning of your ruling?

Mr. Speaker: I will not change my ruling. I can assure you that I try to discharge my duties to the best of my ability retaining the privileges of the members. You have put me in this Chair and you have given me the right to decide and I try to decide honestly. There it stands.

Sj. Subodh Banerjee:

অন এ পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, আপনি রুলিং ফরম্যালি না দিলেও ভার্চুয়ালি দিয়েছেন। কে কি বলতে পারবে না পারবে সে সম্পর্কে আপনি মোটামুটি মত দিয়ে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে আরও কতকগুলি কথা বিবেচনা করার আছে। এ জিনিস এই হাউসে আগেও আলোচিত হয়েছে—লাস্ট টার্মে দেখেছি, তার আগেও দেখেছি। মূল বিষয়টা হচ্ছে যে কোন অফিসারের নাম বলা যায় কি না, প্রথম নং, আর দ্বিতীয় নং হচ্ছে বাইরের লোককে কিছু বলা যায় কি না—দুটো জাম্বল আপ করবেন না। একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস, আর একটা হচ্ছে প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালস। এই দুটো সম্বন্ধে হাউসের অ্যাটিচ্যুড বিভিন্ন হতে বাধ্য। যখন আমরা গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালসদের সমালোচনা করি তখন তাঁদের এখানে উপস্থিত থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

The Minister-in-charge of that Department in which that officer is placed.

তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর অফিসারকে ডিফেন্ড করা। এটা কেবল আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও এ জিনিস হয়। আর যদি ইন্ডিভিজুয়ালস হয় সেখানে আমরা বলতে পারি না, কারণ তাঁদের ডিফেন্ড করার কেউ নেই। গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস সম্বন্ধে বললে তাঁদের ডিফেন্ড করার কেউ নেই একথা যাঁরা বলেন তাঁরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানেন না

it is for the Minister to defend his officers.

মিনিস্টার তার জবাব দেবেন—এটা হল নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট। সুতরাং এখানে কনফিউজ করার কোন ক্ষেত্র নেই অফিসারস এবং প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালস সম্বন্ধে। মিস মজুমদার, দ্যাট

লেডি, She is an officer of the Home Department

সুতরাং দি মিনিস্টার অব দি হোম ডিপার্টমেন্ট ইজ হিয়ার।

তিনি ডিফেন্ড করবেন তাঁকে। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল চক্রবর্তীকে ডিফেন্ড করার কেউ নেই সেখানে মেম্বারকে অত্যন্ত সংযতভাবে বলতে হবে—আগের ক্ষেত্রেও সংযতভাবে বলতে হবে কিন্তু এখানে একটু বেশি সংযতভাবে বলতে হবে এবং সুস্পষ্ট রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে বলতে হবে প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালসের ক্ষেত্রে। তার পরে নাম্বার ২ গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালদের নাম করবো না ডেজিগনেশন বলবো—

this point is being discussed not only this time but this point was discussed when Mr. Jalan, when Mr. Saila Kumar Mukherji, were speakers.

দুবার এ প্রশ্ন এই হাউসে ডিসাইডেড হয়েছে। জালান সাহেবের রুলিং নাল আপনি করতে পারেন না। নাল না করতে পারলে কোন এক অফিসারের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সে জিনিসটা পরিষ্কার হয় না এবং গভর্নমেন্টকেও কিছু সাহায্য করা হয় না। আমাদের যদি অন্য কোন মটিভ না ধরেন তাহলে আমি বলছি

not from any personal plane but to clean the administration. That is our duty.

আমি যদি বলি কোন একজন অফিসার এই কাজ করেছেন তাহলে আপনারা কি করে তাঁকে ধরবেন? সুতরাং জিনিসটা স্পেসিফিক করে দিয়ে বলতে হয়, আমাদের নাম করতে হয়। দ্যাট

(*b*) whether Government have any scheme for its reconstruction; and

(*c*) if so, when the scheme will be given effect to?

The Minister for Works and Buildings (The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta): (*a*) Yes, owing to inadequate maintenance by the District Board.

(*b*) No.

(*c*) Does not arise.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

এই যে মন্ত্রী মহাশয় বললেন—এটা কতদিন পর্যন্ত সত্য? কিছুদিন আগে পর্যন্ত সত্য?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

হ্যাঁ, ধুলিয়ানগড় সাঁকরাইল পর্যন্ত রাস্তা করে দিচ্ছি। সাঁকরাইল হতে জুজুরসা পরিকল্পনার মধ্যে নাই।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

আমাদের জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ১২ই ডিসেম্বর বৈঠক হয়েছিল এবং ১৩ই ডিসেম্বর আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল যে সাঁকরাইল-একদরপুর রাস্তা ৭ লক্ষ টাকায় পুনর্গঠিত হবে—আমরা ধরে নিয়েছি যে এটা সরকারপক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হবে। এ সম্বন্ধে সরকারের কি জানা আছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই রাস্তার একটা পোর্শন সাঁকরাইল হইতে ধুলিয়ানগড় ইমপ্রুভমেন্ট করার কথা আছে। বাকি পোর্শনটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থান পায় নি, অর্থাভাব হেতু নেওয়া যায় নি।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

সাঁকরাইল স্টেশন রাস্তা পুনর্গঠিত হচ্ছে, প্রশ্ন হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৬ থেকে জুজুরসা এটা নির্মাণ করা হচ্ছে কিনা?

Mr. Speaker: Deteriorating condition of the road.

নতুন কোন রাস্তা নয়, এক্জিস্টিং রোডস যা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন সে সম্বন্ধে হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয় কেন উত্তর দিচ্ছেন জানি না।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

রিকনস্ট্রাকশনএর কথা বলছি, রিপেয়ারএর কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা?

Mr. Speaker: Reconstruction of the old road. The question of new road does not come in. Whether Government has any scheme for reconstruction. That is part of your question.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

১৩ই ডিসেম্বর যে মিটিং হয়েছিল জেলা মেজিস্ট্রেটের সঙ্গে যে অমুক অমুক রাস্তা হবে সে সম্বন্ধে আপনার কাছে জানতে চাই।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

আমি আগেই বলেছি অর্থাভাবহেতু গ্রহণ করা হয় নি।

করলে হবে না, আপনারা বলে দেবেন কোন প্রফেসারকে রাখতে পারবেন কোন প্রফেসারকে রাখতে পারবেন না। কারণ তাঁরাই হতে চান সর্বময় কর্তা, টেনট্যাকেল করে রাখতে চান। কিছুদিন আগে ছাত্ররা ধর্মঘট করলে বললেন যে বড় বড় কলেজে মাইনে বাড়াচ্ছে আমরা কি করবো। তিনি বললেন যে মাইনে বাড়াবার আগে আমাদের জিজ্ঞাসা করে নি। তারপর দিন প্রফেসাররা কাগজে বের করলেন যে ১৯৫৩ সালে ও'রা সারকুলার দিয়েছিলেন, আপনাদের কলেজে যদি মাইনে বাড়াতে চান তবে বাড়াতে পারেন। তাহলে তার প্রতিবাদ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় করেন নি কেন? মিথ্যাবাদী কে? কলেজের প্রফেসার, না আমাদের ডাক্তার রায়? তারপর দেখা যাচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএর এমন অবস্থা হয়েছে, আপনি শুনুন, বহু গভর্নমেন্ট কলেজএ অনেক সাবজেক্টএর প্রফেসার নেই। পাঁচ মাস, ছয় মাস, সাত মাস, প্রফেসার নেই। কেন ছেলেরা ধর্মঘট করেছে।

ছেলেরা ধর্মঘট করেছে, কিন্তু যে মাইনে দিচ্ছে সে মাইনেতে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এবং আর একটা মজা শুনুন। হরেনবাবুর কাছেও একবার আপত্তি জানিয়েছিলুম।

Mr. Speaker: At the beginning of the debate, I have already reminded you that if there was any earmarked grant, that could be discussed.

Sj. Sisir Kumar Das: It is not an earmarked grant. I am discussing the educational policy.

Mr. Speaker: There was an earmarked grant for Education. All these would have been appropriate if you had discussed them under the grant.

Sj. Sisir Kumar Das:

একটা কথা বলছি শুনুন। যারা ফার্স্ট ক্লাস ম্যান যারা ১০ বছর আগে এ্যাপয়েন্টেড হয়েছে। তাদের যে পে স্কেল সেটা হল এক রকম, নতুন পে স্কেল হয়েছে যেটা ফার্স্ট ক্লাস ম্যান থেকে হাইয়ার। অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাস যারা তারা ফার্স্ট ক্লাসএর চাইতে বেশি পাবে। ফার্স্ট ক্লাসরা ঢুকেছে কম পেতে—সেকেন্ড ক্লাসরা পাচ্ছে বেশি। হরেনবাবুকে বলা হল সমস্ত এক করে দেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: On a point of order, Sir. May I request you to find out whether he expects me to answer these questions in my reply because I do not possess any information on these points?

Sj. Sisir Kumar Das: Rai Harendra Nath Chaudhuri can explain these things—we are paying the salary of the Education Minister under this grant.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: All I say is that I am helpless in this matter.

Mr. Speaker: I draw the pointed attention of the honourable members to the passage at page 714 of May's Parliamentary Practice. If you do not sick to it, I cannot help it.

Sj. Sisir Kumar Das:

তারপরে শুনুন, হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী—মুড়িমিশ্রীর এক দর হয়েছিল, কিন্তু এই সেকেন্ড ক্লাসদের গবুচন্দ্র মন্ত্রীর বেলায় মিশ্রীর দর মুড়ির চেয়ে কম দামে বিকোচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাস যারা তারা কম মাইনে পায়, সেকেন্ড ক্লাস যারা একই সঙ্গে পাশ করেছে বেশি মাইনে পায়।

তারপর এদিকে তো পাড়াগাঁয়ে খরচ করার টাকা নাই অথচ ফেভারিট লোক আছে, তাদের চাকরি দেওয়ার জন্য ডিপার্টমেন্ট করা হচ্ছে। এটা কি বলতে পারেন? শ্রীকান্তী মিত্তির হেল্থ ডাইরেক্টরেট থেকে রিমুভড হলেন। তাকে কি করতে হবে? চাকরি দিতে হবে। সেজন্য বিধানবাবু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরেট মস্ত বড় জিনিস করেছিলেন, ডাইরেক্টর করেছিলেন।

Want of roads in Sibdaspur Union of Barrackpore subdivision

30. (Admitted question No. 1125.) **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) বারাকপুর মহকুমার শিবদাসপুর ইউনিয়নে একটিও পাকা রাস্তা নাই,

(২) বর্ষার কয়েক মাস ইউনিয়নের প্রায় সমস্ত রাস্তা জলে ডুবিয়া যানবাহনের চলাচলের অযোগ্য হইয়া থাকে,

(৩) ভবাগাছি, কন্দপুকুর, বারিকপাড়া, হরিশপুর, রামচন্দ্রপুর, কুলিয়াগোড় প্রভৃতি গ্রামগুলি মহকুমা সদর হইতে একেবারে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং

(৪) গৌড়বঙ্গ-জাঙ্গাল ও মাঝিপাড়া রোড রাস্তাগুলি চলাফেরার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ অঞ্চলে পাকা রাস্তা তৈয়ারির এবং বর্তমান রাস্তাগুলি পাকা করার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা, এবং

(২) না হইয়া থাকিলে, এই বিষয়ে কোন পরিকল্পনা গ্রহণের কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Works and Buildings (The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta):

(ক) (১) হ্যাঁ।

(২) কাঁচা রাস্তায় বর্ষাকালে চলাচলের অসুবিধা হয়।

(৩) না, গো-যানাদি মারফত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

(৪) জেলা পরিষদ ঠিকমত মেরামত না করার ফলে রাস্তাগুলির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

(খ) এই অঞ্চলে নৈহাটী হইতে জিরাট পর্যন্ত রাস্তাটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাকা করার জন্য ইতোমধ্যে কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কোন রাস্তা অর্থাভাবের জন্য উক্ত পরিকল্পনায় গ্রহণ করা বর্তমানে সম্ভব নয়।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি বলেছেন জবাবে কাঁচ রাস্তায় বর্ষাকালে চলাচলের অসুবিধা হয়, আপনি কি ঐ অঞ্চলে কোনদিন গিয়েছেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

ঐ অঞ্চলে যাওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

Sj. Niranjan Sengupta:

তাহলে কাঁচা রাস্তায় বর্ষাকালে চলাচলের অসুবিধা হয় কোথা থেকে পেলেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে।

Sj. Niranjan Sengupta:

স্পষ্টই বলা হয়েছে যাতায়াতের অসুবিধা হয়। এই যে অসুবিধা ক্রিয়েটেড হয় এটা দূর করবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় একটি মাত্র রাস্তা করবেন, সমস্ত ইউনিয়নএ যে অবস্থা তাতে নতুন অন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

একটা নয়, তিন-তিনটা ডিপার্টমেন্ট একটা হচ্ছে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএ, আর একটা হল হোম ডিপার্টমেন্টএ, আর একটা যে কোথায় বিধানবাবুই জানেন। কোন ডাইরেক্টরেট কোথায় খুঁজতে খুঁজতে দিন কেটে যায়। ইট এ্যাডস কর্নাফিউসন টু কেয়স।

তারপর খগেন দাশগুপ্ত ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্টএর মিনিস্টার, কিন্তু কনস্ট্রাকসন বোর্ড, ব্রিক বোর্ড, হাউজিং ডাইরেক্টরেট তাঁর আন্ডারেএ নাই। শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঞ্জিনীয়ার বিধানবাবুর পেটোয়া লোক তাকে তাই চাকরি দিতে হবে ঐ কনস্ট্রাকসন বোর্ডএ। তারপর শৈলেশ চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পি এস সি-র সেক্রেটারী ছিলেন, তাকে দিয়ে কাজ হয়ে গিয়েছে, তাই জয়েন্ট সেক্রেটারীকে বসালেন সেক্রেটারী কারণ, তাঁকে চাকরি দিতে হবে। ইনি জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসাবে রিটায়ার করেছেন।

তারপর এস ব্যানার্জি, আপনি নন স্যার, মেম্বার, বোর্ড অব রেভিনিউ—রিটায়ার করার পর তাকে স্পেশ্যাল অফিসার করা হল, ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যেখানে ডাইরেক্টার হিরন্ময় ব্যানার্জী—এই স্পেশ্যাল অফিসার এক টাকা মাইনে পান স্যার, পেনসন প্লাস ওয়ান রূপি। কোন স্যাক্রিফাইজ নয়! কারণ হল, দেখা গেল ক্যামাক স্ট্রিটএ গভর্নমেন্ট রিকুইজিশনড হাউজে থাকেন—এই ভদ্রলোককে এক টাকা মাইনে দিয়ে স্পেশ্যাল অফিসার করে রেখেছেন। তারপর পি এম জি, কে পি সেন রিটায়ার করে গেলেন।

[4-10—4-20 p.m.]

তাকে চাকরি দিতে হবে। পি এম জি তিনি হলেন এসে স্পেশ্যাল অফিসার বায়নানামার রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে। নতুন পোস্ট ক্রিয়েটেড হয়েছে, পেন্সন। ১৪৩৭ টাকা তিনি পাচ্ছেন। টাকা নাই ফালতু হাজার হাজার টাকা যাচ্ছে এ টাকা কার পেটে কুমীরের পেটে চলে যাচ্ছে। তরপর মিঃ সুরিটা, ডেপুটি সেক্রেটারী হোম পুলিস ছিলেন, তাকে করা হল—বহু অফিসার দত্তগুপ্ত প্রভৃতিকে ডিঙিয়ে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার। কারণ তিনি শিবপুরে ছিলেন, শিবপুরের যে কেলেঙ্কারীর মামলা চলছে এনকোয়ারি হচ্ছে, সেইজন্য চলে গেলেন, তারপর স্যার ট্রেভর হ্যারিস তিনি হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস ছিলেন—বুড়ো মানুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়েরর পেসেন্ট তাঁকে প্রোভাইড করতে হয় সুতরাং ল কমিশনার হলেন তিনি মোটা মাইনে দিয়ে ব্যারাকপুরের বাড়িতে রাখা হয়েছে। এই এক নতুন পোস্ট ক্রিয়েট করা হল? কেন লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্ট রয়েছে ল মেকিং ডিপার্টমেন্ট জালান সাহেব প্রভৃতি রয়েছেন তার উপর আবার ল কমিশনার! তার আবার একটি সেক্রেটারি চাই। সেই সেক্রেটারীরও আবার একটা কেচ্ছা আছে—এ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী লেজিসলেটিভ ডিপার্টের যিনি তিনি সেখানে পার্ট-টাইম জব এতদিন করে আসছিলেন, পার্ট-টাইম সেক্রেটারী টু দি ল কমিশনার। এই জানুয়ারি মাসে দেখা গেল ওয়ান শ্রীঅরুণ দাস এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ তাকে পার্মানেন্ট সেক্রেটারী করা হল তিন মাসের জন্য। আবার তিন মাস পরে সে অফিসিয়েটিং মুন্সেফ থেকে চলে গেল ডিস্ট্রিক্ট জাজে ফর থ্রি মান্থস। গেজেটেড হয়ে এর মধ্যে এডিশানাল, বা ভাইস টাইস নাই। [**এ ভয়েসঃ** থাকবে কেন? সবই যে ভাচুর্য়!!] তারপরে শুনুন স্যার, গভর্নমেন্টের এমপ্লয়ি যারা ক্লার্ক প্রভৃতি আছে তাদের শতকরা জনের টেম্পোরারি সার্ভিস। টেম্পোরারি নেওয়ার কারণ আছে, তারা রিটায়ার্ড হলে পেনসন নাই। 'গ্রাচুয়িটি নাই, প্রভিডেন্ট ফান্ড নাই। যখন আমরা ট্রান্সপোর্টএর বাজেট নিয়ে ডিসকাশন করি তখন বলা হয়েছিল—কর্মীদের ওয়েলফেয়ারএর জন্য আমাদের ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে; আমরা কমার্শিয়াল লাইনে চলি না। কিন্তু এই যে ৬০ শতাংশ এমপ্লয়ি এদের জন্য কি করেছেন? তাদের বেলায় কি হয়েছে? এক মাসের নোটিস দিয়েই যখন খুসি ছাড়িয়ে দেওয়া চলে। যেমন তারা একটা এ্যাসোসিয়েশন করতে গেলে—অমনি এক মাসের নোটিস দিয়ে বিদায়। কোন কারণ দেখাতে হবে না। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এর ৩১০ ধারা ৩১১ ধারায় রয়েছে যদি কারো সার্ভিস নেওয়া হয় তাহলে শো কাজ নোটিস দিতে হয়—তার কন্সটিটিউশনাল রাইটস অ্যান্ড রেমিডিস রয়েছে। টেম্পোরারির বেলায় সুবিধা আছে এক মাসের মাইনে দিয়ে ভদ্রভাবে অহিংসভাবে শেষ করে দেওয়া চলে। ইচ্ছামতন মেটানো যায়—অথচ গায়ে দাগ থাকবে না, তাকে বলে অহিংস প্রহার। (হাস্য) তাই যতসব টেম্পোরারি সার্ভেন্ট এক মাসের নোটিস দিয়ে উইথআউট কাজ ডিসচার্জ করা হয়।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এখন নদীয়া বাংলাদেশে এমন অনেক রাস্তা আছে, গ্রামের রাস্তাগুলি নিতে পারি নি এই ...ল আগেই জানিয়েছি যে নৈহাটি থেকে জিরাট পর্যন্ত একটা রাস্তা খুলেছে।

Sj. Niranjan Sengupta:

অন্য কোন রাস্তার পরিকল্পনা নিয়েছেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

Sj. Niranjan Sengupta:

শীঘ্র হবার কোন পরিকল্পনা আছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না।

3-10—3-20 p.m.]

Sj. Niranjan Sengupta:

মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নের (২) উত্তরে বলেছেন—কাঁচা রাস্তায় বর্ষাকালে চলাচলের অসুবিধা হয় -এই কথা বিবেচনা করে সে দিকে অন্য কোন রাস্তা করার পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

কোন পরিকল্পনা সম্প্রতি নেই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

স্যার, প্রশ্নে আছে কতকগুলি গ্রাম বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় বর্ষাকালে, মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার রেছেন—চলার অসুবিধা হয় গো-যানে যাওয়া যায়—ইট ইজ অ্যান এ্যাডমিশন স্যার, দ্যাট য়ার ইজ গ্রেট ডিফিকাল্টিজ—এক্ষেত্রে উনি যে বলেছেন অন্য কোন পরিকল্পনা নাই এর কি ান পরিবর্তন করা যায় না? এ স্থলে কোন রাস্তার কি পরিকল্পনা নেওয়া একেবারেই সম্ভব ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

অর্থাভাবে পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হবে না।

Dr. Narayan Chandra Ray:

সেটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অঞ্চল সান্নিহিত এ অবস্থায়............

Mr. Speaker: You should have put, is it an industrial area and if the swer was 'yes' then having regard to its importance do you think of any ch scheme.

Sj. Niranjan Sengupta:

মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন জেলাবোর্ড রাস্তাটা মেরামত করে না সেজন্য সেটা খারাপ রয়েছে, আমি জিজ্ঞাসা করি এতে কি সরকারের কোন দায়িত্ব নাই?

The Hon'ble [illegible] Nath Das Gupta:

না, এ [illegible]

নাই। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে, এ ব্যাপারে খবরের কাগজে বেরুচ্ছে এবং সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে এবং এই এসেম্বলিতেও আমাদের এই সমস্ত কথা বলতে হচ্ছে—আমি ও'র কাছে চিঠি লিখে বলেছিলাম, ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে আছে, তার কোন রিপোর্ট আমরা পাব—তিনি কিছুই দিলেন না। তিনি তো হাউসের একটা সিক্রেট সেসন করেও আমাদের জানাতে পারতেন, কারণ অনেক অফিসার এতে ইনভলবড। এখানে এসব কথা বলতে গেলেই তিনি বলেন, স্ত্রী ঘটিত ব্যাপারে অমুকতমুক, ওসব এখানে তুলো না—তাহলে কোথায় আমরা আলোচনা করব? এগুলির দ্বারা এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর উপর রিফ্লেকশন হয়। এইরকম অফিসর থাকা উচিত নয়—আমি মনে করি, এইসব অভিযোগের মধ্যে যদি বিন্দু মাত্রও সত্য থাকে তাহলে তার একটা ব্যবস্থা করা ও'র এখনি উচিত, ভিতরে ভিতরে এই সমস্ত হাস আপ করে দিয়ে এখানে এসে বলবেন, আমরা স্যাটিসফাইড হয়েছি, সব ঠিক আছে। কিছু নাই—এ না করে একটা খোলাখুলি তদন্ত হবার প্রয়োজন আছে এবং এ্যাসেম্বলিতেও সব কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

তারপর জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর বাজেট সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী অনেক পরিসংখ্যান দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন যে, এটা মাথাভারী শাসন নয়; খরচ অনেক কমে গিয়েছে। হিসাব আমাদের কাছেও আছে সময় কম বলে সেসব আমি বলতে পারব না, তবে একটা হিসাব দিচ্ছি গভর্নর, মিনিস্টর, গেজেটেড অফিসারস এদের যদি আমরা একসঙ্গে ধরি তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে, যদিও তাঁরা যত সরকারী কর্মচারী আছেন তার শতকরা এক ভাগেরও কম তবুও মাইনে ও এ্যালাউন্স নিয়ে তাঁরা এই বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ পাচ্ছেন—এটাকে যদি মাথাভারী না বলে তবে মাথাভারী কাকে বলে আমি জানি না। তারপর, এতগুলি মিনিস্টার, ডেপুটি মিনিস্টার, পার্লিয়ামেন্টারি সেক্রেটারি, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি এতগুলি দরকার নাই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস যা আছে তাতেও কখনো এত দরকার হতে পারে না আমাদের এই ছোট স্টেটএ। আপনাদের পার্টি এ্যাপয়েন্টমেন্টস আছে আপনাদের মধ্যে নানা রকম গ্রুপিংস আছে তাদের স্যাটিসফাই করবার জন্য আপনাদের সেইভাবে ক্যাবিনেট তৈরি করতে হয়, কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা পর্যন্ত দেওয়া হয় না, ডেপুটি মিনিস্টার, স্টেট মিনিস্টারদের ফাইল দেখবারও ক্ষমতা নাই—তাহলে তাঁরা কাজ কি করেন? নানা কাজে আমার সরকারের যোগাযোগে আসতে হয়—আমি বুঝতে পারলাম না তাঁরা কাজটা কি করেন, কারণ, কোন জায়গায় আমরা তাঁদের হদিশ পাই না। মুখ্যমন্ত্রী কি করেন আমরা জানি, দুয়েকজন মন্ত্রী তাঁরা ভাল কাজ, খারাপ কাজ, যাই করুন, কি করেন, আমরা জানি, কিন্তু ও'রা কি করেন আমি বুঝতে পারলাম না। আমার কথা হচ্ছে, আমাদের যখন পয়সাকড়ি নেই ব'লে বারেবারে বলা হয় তখন সবচেয়ে ভাল হয় যদি কনসিডার করে দেখেন এই মাথাভারী শাসনব্যবস্থা কিছু মাথাপাতলা করা যায় কিনা এবং তাতে যে টাকাটা বাঁচবে সেটা অন্য কোন কাজে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা।

গতকাল কালীপদবাবু বললেন, নানা রকম কাট মোশন, দেওয়া হয়েছে, সেসবের জবাব দিতে হলে তাঁর তিন ঘণ্টা সময় লাগবে—আমি বলছি, তিন ঘণ্টা সময়ের কোন প্রয়োজন নাই। কাট মোশনএর কথা ছেড়ে দিলাম—পুলিস বিভাগ সম্বন্ধে কংগ্রেসঘেঁষা সংবাদপত্রেই অনেক কিছু কেচ্ছা বেরিয়েছে। হাওড়ার ওয়াগন ব্রেকিং থেকে আরম্ভ করে বেলঘরিয়া, চব্বিশপরগনার নানা জায়গায়, কলিকাতার আগেপাশে শ্রমিক ও শিল্পাঞ্চলে চুরিডাকাতি রাহাজানির নানা রকম অভিযোগ সব সময় শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু তার কোন তদন্ত হয় না। কারোর কোন অভিযোগ থাকলেও তারা নাম করতে চায় না, এতে বিপদের আশংকা আছে, কারণ যারা এই সমস্ত কাজ করে সেইসব গুণ্ডাদলের পিছনে আমরা শুনলাম বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাদের বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দিতে চায় না। তারপর, কালীপদবাবুর সম্বন্ধেও অভিযোগ আছে—তিনি অফিসারদের ডেকে ডেকে বলে দেন—সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে—তাঁর সম্বন্ধেও এরকম অভিযোগ আছে। তিনি তো চমৎকার উঠে বললেন, আমরা সব মানুষ, মানুষের মধ্যে দোষত্রুটি থাকতে পারে। আমি দেখব, কিন্তু তিনি কি দেখবেন?

[4-40—4-50 p.m.]

আমরা দেখেছি সংবাদপত্রে সরকারের সম্বন্ধে কিছু বেরুলে, ও'রা তার বিরুদ্ধে মামলা জুড়ে দিলেন, ফলে তারা অসুবিধায় পড়লো। অর্থাৎ এ'দের ক্রিটিসাইজ করবার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন।

Hawkers' Corner at Calcutta Maidan.

[illegible] (Admitted question No. 634.) Dr. [illegible] Chandra Ray: Will the Hon'ble Minister in charge of the Works and [illegible] Department be pleased to state—

(a) total amount of money spent by the Government for building "Howkers' Corner" on the Calcutta Maidan;

(b) how many stalls had been provided for in that Corner for the refugee shopkeepers:

(c) rent fixed for each stall;

(d) how many stalls were let out since the opening of the "Hawkers' Corner" in April, 1954; and

(e) how many stalls are under occupation at present?

The Minister for Works and Buildings (The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta): (a) Rs. 3,56,000 only.

(b) No stall had been reserved in the Corner for the refugee shopkeepers.

(c) Rs. 20 only per stall per month inclusive of electric charges.

(d) All the 450 stalls were let out in April, 1954.

(e) 238 stalls as reported on 28th February, 1958.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এখন ২৩৮টাতে ভাড়া রয়েছে আগে ছিল ৪৫০টাতে এতগুলি লোক ছেড়ে গিয়েছে কেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

হকার্স কর্নারের একটা দিক, চৌরঙ্গী সাইড বন্ধ থাকবার জন্য অসুবিধা ছিল, অল্পদিন হল ঐ ভাগে দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে এখন লোকেরা দরখাস্ত দিয়েছে ঘর নেবার জন্য।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে—আপনি (বি) জবাবে বলেছেন no stall had been reserved for the refugees আমি জানতে চাই রিফিউজিরা কোন স্পেশাল সুযোগ—কোন প্রেফারেন্স পাবে কিনা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না তাদের কোন স্পেশাল প্রেফারেন্স কিছু নাই।

Dr. Narayan Chandra Ray:

বেঙ্গলী নন-বেঙ্গলীতে কোন তফাত আছে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না কোন তফাত নাই।

Sj. Somnath Lahiri:

ভাড়া যখন কোন লোককে দেন তখন কি বিবেচনা করে দেন—কাহার দাবিদার কেমন দুঃস্থ ভাড়া দিতে পারবে তাই দেখে দেন—আপনারাও কি শুদ্ধ ভাড়া বেশি দিতে পারবে কিনা তাই দেখে দেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

ভাড়াটা দিতে পারবে কিনা—সেটা দেখে দেওয়া হয়।

সেখানে মালিকপক্ষ মজুরীর দাবি এড়িয়ে গেলেন, সাত্তার সাহেবও সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু আমি বলছি এড়িয়ে যাওয়াটা যে কিরকম অবস্থার সৃষ্টি করতো তা একটু পরেই আমি আপনার সামনে হাজির করবো।

[3-50—4 p.m.]

নিম্ন মজুরীর জন্য সর্বভারতীয় যে কমিটি আছে তারা যে ব্রাকেট ঠিক করে দিয়েছে সেদিক দিয়ে চা-শ্রমিকদের মজুরী অনেক কম রয়েছে এবং পরিষ্কার এটা নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে যে নিম্নতম মজুরী ঠিক করার সময় দেখতে হবে শ্রমিকদের প্রয়োজন। সেখানে অন্য কোন বিচার আসবে না—মালিকের লাভ লোকসানের কোন বিচার আসবে না। সেই হিসাবে এই দাবিকে উপেক্ষা করার কোন কারণ নাই। তারপর মালিক পক্ষের কাছে কিভাবে শ্রম দপ্তর আত্মসমর্পণ করে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। বোনাস সম্বন্ধে ত্রি-দলীয় চুক্তি হয় সারা ভারতবর্ষে। কয়েক বছর সে হিসাবে মালিকরা বোনাস দিয়ে যায়। সেই চুক্তিতে অনেক গলদ ছিল। গত বছর ১৯৫৬ সালের বোনাস দেওয়ার ব্যাপারে দার্জিলিংএর গোয়েঙ্কা কোম্পানি দিতে অস্বীকার করে। সর্বভারতীয় যে চুক্তি ছিল তা তারা অস্বীকার করার ফলে ভঙ্গ হল—অদ্ভুত একটা যুক্তি দিল। শ্রম দপ্তর কি করলেন? কনসিলিয়েশন ডাকলেন না কিছুই করলেন না, তারা ট্রিব্যুনালএ দিলেন এবং ট্রাইব্যুনালএর জজ তাদের সম্বন্ধে উইথ অল রেসপেক্ট বলতে হয় যে তারা মালিক পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই পরিচালিত হন, কেননা গোয়েঙ্কা কোম্পানির মালিক এই স্ট্যান্ড নিলেন যে আমরা হচ্ছি ডি বি আই টি এ-এর মেম্বার, চুক্তি যারা করেছেন তারাতো হল আই টি এ —আমরা ডি বি আই টি এ-র লোকেরা সে চুক্তি মানতে বাধ্য নই। এই অদ্ভুত যুক্তি ট্রাইব্যুনাল মেনে নিলেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল তা মানতে পারে তা বলে কি শ্রম দপ্তরের কোন কর্তব্য নাই? ট্রাইব্যুনালএর কাজ আইন ব্যাখ্যা করা, আইন প্রণয়ন করা নয়। ট্রাইব্যুনালএর জজরা যদি সময়ের সঙ্গে চলতে না পারে শ্রমিকদের যে দৃষ্টিভঙ্গী তা যদি তারা নিতে না পারে তাহলে শ্রম দপ্তরের কাজ হচ্ছে এমন আইন করা, এমন নির্দেশ দেওয়া যাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন করে শ্রমিকদের সমর্থন করা—যদি জজরা মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গী নেয় এবং শ্রমকদের দৃষ্টিভঙ্গী না নেয়।

ছাঁটাইয়ের ব্যাপার—আজও একথা হচ্ছিল—৫০০ লোকের ছাঁটাই আপহেল্ড করেছে—সাত্তার সাহেব বলেছেন আমি কি করবো ট্রাইব্যুনাল করেছে, আমি কি করবো। এখানেই কি শ্রম দপ্তরের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল? না তাদের এগিয়ে আসা উচিত, আইন করার জন্য যাতে ট্রাইব্যুনাল এরকম কাজ না করতে পারে। তেমনি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী আমি দিচ্ছি খড়িবাড়ি চা-বাগানে ১৯৫৩-৫৪ সালের বোনাস যেখানে দেওয়ার কথা ছিল ১৯৫৬ সালে, দিয়েছে ১৯৫৭ সালে। ১৯৫৮ সালের বোনাস দেওয়ার কথা ছিল। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বরএ চুক্তি সত্ত্বেও আজও তা দেওয়া হয় নি। বার বার কনসিলিয়েশন ডাকা হয়েছে, কনসিলিয়েশনএ এসে যা বলে কাজে তারা তা পরিণত করছেন না। তারা জানে কিছুই করতে পারে না—সাত্তার সাহেব এবং তাঁর শ্রম দপ্তর।

তারপর দ্বিপক্ষীয় চুক্তির কথা—এই চুক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছে, একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি সেই গোয়েঙ্কা কোম্পানি অউল চা-বাগানে ১৯৫৮ সালে একটা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি হল সেই চুক্তি তারা ভঙ্গ করলেন ২০ জন লোকে ইউনিয়নএর পার্মানেন্ট করার কথা ছিল—চুক্তি ভঙ্গ করেছে। বহুবার কনসিলিয়েশন ডাকা হয়েছে কিছুই হয় নি। সাত্তার সাহেবকে আমি বলেছিলাম—তিনি বললেন চুক্তি ভঙ্গ করলে তো প্রসিকিউশন হওয়া উচিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয় নি। বার বার চাপ দেওয়া সত্ত্বেও এখানকার শ্রম দপ্তর বলছে আমরা কিছু জানি না। দার্জিলিংএ যে সহকারী লেবার কমিশনার আছেন তাকে বলা হল তিনি বললেন আমি আর একবার মালিক পক্ষকে বুঝিয়ে দেখি, সে বোঝানর চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন শুনেছি ট্রাইব্যুনালএ দেবেন। কেন দেবেন ট্রাইব্যুনালএ জিজ্ঞাসা করতে চাই। যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনারা একটা কেসএ প্রসিকিউশন করুন না কেন? একটা নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন না করে এ জিনিস কেন ট্রাইব্যুনালএ দেবেন এই আমার প্রশ্ন। ত্রি-দলীয় সম্মেলনে মালিকরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শ্রমিকদের মাতা শিশু যদি অসুস্থ হয় তাদের দেখাশুনার জন্য

in the

32. (Admitted question No. 2229.) **Sj. Sitaram Gupta:** Will the on'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be leased to state—

(ক) জগদ্দল থানার অন্তর্গত ভাটপাড়া পৌরসভা এলাকা, হইতে শুরু করিয়া নারায়ণপুর, কাসপুর প্রভৃতি সুদূর গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত জীর্ণ অন্নদা ব্যানার্জী রোড দ্রুত সংস্কারের জন্য সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন কিনা ;

(খ) অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে, কবে সংস্কারের কাজ আরম্ভ হইবে; এবং

(গ) কত টাকা সংস্কারের জন্য ব্যয় হইবে ?

The Minister for Works and Buildings (The Hon'ble Khagendra Nath Gupta):

ক) না।

(খ) এবং (গ) প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Gopal Basu:

মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নের সবগুলি জবাবেই তো না বলেছেন— আবশ্যকমত মেরামতেরও কি কোন রিকল্পনা নাই ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এ রাস্তা গভর্নমেন্ট থেকে করা হয় নি, যে রাস্তা আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নেওয়া য় নি তার সম্বন্ধে এখন কিছু বলা সম্ভব নয়।

Sj. Gopal Basu:

এই রাস্তাটা ১৯২৫-২৬ সালে দেশবন্ধুর অনুগ্রহে ভিলেজ রিকনস্ট্রাকশন স্কীমএ দেশবন্ধুর রণায় হয়েছিল, মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

জানি না।

Sj. Gopal Basu:

এখন ত জানলেন। এই জানার পর কি চেষ্টা করবেন ? তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটা বেন কিনা জানাবেন কি ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

তা এখন বলতে পারি না।

Sj. Gopal Basu:

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নেবার জন্য চিন্তা করবেন কিনা ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

সে চিন্তা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় করা যাবে।

Sj. Gopal Basu:

সে রাস্তার কালভার্ট ভেঙ্গে যেয়ে গাড়ী চলতে পারে না বর্ষাকালে সেখানে গাড়ী চলতে [illegible]

সবাই আদিবাসী আর সবাই ক্ষেতমজুর। বর্তমানে তারা উপযুক্ত মজুরি না পাবার জন্য তার দরদ দিয়া কাজ করছে না। সরকার যতই সার, ঋণ, জলের ব্যবস্থা করুন-না-কেন, যদি এদের উপর সরকার বিশেষভাবে নজর না দেন—এদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া হয় না বলিয়া উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে। ইহাই খাদ্যসংকটের একটি কারণ। এদের অভাব মেটাবার কোন সরকারি ব্যবস্থা না থাকার ফলে অশান্তি দেখা দিয়াছে। বর্তমানে আদিবাসীদের স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া যাইতেছে। প্রতি বছরই কলেরায়, বসন্তরোগে হাজার হাজার আদিবাসী মারা যাইতেছে এবং এইসমস্ত আদিবাসীদের গৃহপালিত পশু পশুচিকিৎসকদের অভাবে মারা যাইতেছে থা সরকার দুই-একটা পশুচিকিৎসক রাখিয়াছেন, কিন্তু ৩-৪টি থানায় তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভবপর নয়। কমপক্ষে প্রতিটি থানায় একজন করিয়া পশুচিকিৎসক রাখা দরকার। এইজন্য মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আদিবাসীদের যেসমস্ত অভাব-অভিযোগ আছে তাহা অচিরে প্রতিকার করা উচিত।

[7—7-10 p.m.]

Sj. Jagatpati Hansda:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আট পৃষ্ঠা লিখিত মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ আর আমার ভাষণের অংশটা হচ্ছে মাত্র দু' লাইন, অত্যন্ত ছোট। কিন্তু ছোট হলেও সমগ্র পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যার তুলনায় আমরা ছোট নই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এখানে যত ভাষণ হ'ল তার মধ্যে কাউকে আদিবাসীদের জন্য দরদ দিয়ে কথা বলতে শুনলাম না। অবশ্য এটা ঠিক, গরিবের কেউ নেই। আজ দেশের মধ্যে যারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত হয়ে রয়েছে, তাদের প্রতি একটু দরদ দিয়ে কথা বলবার কারও অবকাশ হ'ল না।

যাই হোক, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে শুধু দু'টো বিষয় বলব, কারণ আমার সময় অত্যন্ত কম।

আমাদের পশ্চিম বাংলায় গভর্নমেন্ট প্রতি বছরই আদিবাসীদের জন্য কিছু টাকা ব্যয় ক'রে থাকেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে পশ্চিম বাংলা সরকার ২৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দেন এবং সেন্টার থেকে ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা দেওয়া হয় আদিবাসীদের কাজে ব্যয় করবার জন্য। এই অঙ্কটা দেখতে হয়ত খুব বিরাট, কিন্তু এই অঙ্কের সঙ্গে আদিবাসীদের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, আমরা দেখতে পাই, এই টাকা ব্যয় ক'রে প্রকৃত কোন কাজ হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয়রা লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা ব্যয় ক'রে থাকেন, কিন্তু তার দ্বারা আদিবাসীদের প্রকৃত কোন কল্যাণ সাধিত হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। অবশ্য কতকগুলি খাতে যেমন মেডিক্যাল, পাবলিক হেল্‌থ, এগ্রিকালচার, ইরিগেশন, রোড্‌স, কো-অপারেশন ইত্যাদিতে খরচ করা হচ্ছে; এবং বিশেষ ক'রে আদিবাসীদের সম্পর্কে এডুকেশন ও ওয়াটার সাপ্লাইএর জন্য কিছু টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু, এ ছাড়া অন্যান্য খাতে যা খরচ করা হচ্ছে সেটা অর্নাল ফর শো। বর্তমানে আদিবাসীদের একটা প্রধান সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা, তার উন্নতিকল্পে বা সমাধানের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। আমাদের মধ্যে জমির মালিক শতকরা ২৮, বর্গাদার শতকরা ২৯, কৃষিশ্রেণী শতকরা ২২ এবং অন্যান্য শ্রেণীও আছে তা মিলিয়ে হয় ৫৮ হাজার এবং অন্যান্য ৫ হাজার। সুতরাং এই ৩ লক্ষ ২৮ হাজারকে বাদ দিলে আর সবই ল্যান্ডলেস লেবারএ চলে যাবে। এই প্রবলেমকে যদি শেষ না করা যায়, যত কিছুই পরিকল্পনা গ্রহণ করুন-না-কেন গভর্নমেন্ট, কিছুতেই কিছু হবে না। দ্বিতীয় প্রবলেম হচ্ছে আমাদের এডুকেশন। প্রথম কথা হচ্ছে, যদি আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হয় তা হ'লে প্রথমেই আমরা গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করব, অন্তত আপাতত ল্যান্ড পারচেজএর ব্যবস্থা করুন, ব্যবসার জন্য কিছু টাকা আমাদের লোন দিন, কলোনি প্রতিষ্ঠা ক'রে অন্যান্য গরিব গ্রামবাসীদের উপকার করুন অথবা সবচেয়ে প্রশস্ত উপায়, এখানে অনেক শুনেছি যে, দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হচ্ছে রিফিউজিদের। তাঁরা সেখানে যেতে ভয় করেন অথবা বলেন যে, আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি সেখানে লোপ পাবে। সেখানে যদি আমাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তা হ'লে আমার মতে মনে হয়, খুবই ভাল হবে, কেননা বন্যেরা বনে সুন্দর, আমরাও বন্য, সুতরাং সেখানে হয়ত আরও একটু ভাল হ'ত। শিক্ষার জন্য যে টাকা খরচ করা হচ্ছে, বর্তমানে তার চতুর্গুণ টাকা খরচ করা যায়। রেসিডেন্সিয়াল বেসিক স্কুলগুলি এমনভাবে গড়তে হবে যাতে আমরা স্বাবলম্বী হ'তে পারি।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

না অবগত নই।

Sj. Gopal Basu:

এই অবস্থায় সেখানে এ্যাকসিডেন্ট হবার যেখানে সম্ভাবনা সেখানে ঐ রাস্তা মেরামতের জন্য কোন ব্যবস্থা কি অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন?

Mr. Speaker:

না, ড্যামেজ স্যুট যখন হবে সেদিন করবেন।

Want of communication facilities in Nandigram police-station

33. (Admitted question No. 280.) **Sj. Bhupal Chandra Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার পশ্চিমাংশের সহিত থানা কেন্দ্র ও থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জে এল আর অফিসের সংযোগ-রক্ষণ ও যাতায়াতের কোন পাকা রাস্তা নাই এবং স্থানীয় অধিবাসীরা যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

The Minister for Works and Buildings (The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta):

(ক) উল্লিখিত স্থানগুলিতে সংযোগকারী পাকা রাস্তা না থাকার অসুবিধা সরকার অবগত আছেন।

(খ) অর্থাভাবহেতু বর্তমানে কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

Sj. Narayan Chobey:

মন্ত্রী মহাশয় উত্তরে বলেছেন পাকা রাস্তা না থাকার দরুণ অসুবিধা হচ্ছে—ঐ রাস্তার মালিক কে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড—

Sj. Narayan Chobey:

আপনি কি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে বলবেন—পাকা করবার জন্য?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এ প্রশ্ন ওঠে না।

Sj. Narayan Chobey:

আপনারা কত টাকা ইয়ারলি ঐ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে দেন অথবা যে টাকা লাম্প গ্রান্ট সে কি রাস্তা করবার জন্য নয়?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

লাম্প গ্র্যান্টএর সঙ্গে রাস্তার কোরেস্চেন সম্পর্ক কি?

Sj. Chitto Basu:

অন এ পয়েন্ট অফ পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশন, স্যার। আপনি হয়ত শুনেছেন মাননীয় সদস্য শুক্লা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর বক্তৃতায় যে আমি এবং হেমন্তবাবু বেঙ্গল কেমিক্যালএর শ্রমিক পরিচালনা করতে গিয়ে অবাঙ্গালীদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করেছি।
I challange him to prove it because it is not proved.

Sj. Sitaram Gupta:

माननीय स्पीकर महोदय, मैं सबसे पहले अपने लेबर मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि इस सेशन में हमारे इलाके में चार कारखाने बन्द हो गए हैं। उसके बारे में एडजार्नमेन्ट मोशन भी लाया गया था। मेरा ख्याल था कि सत्तार साहब मौका निकाल कर इधर ध्यान देंगे मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने आज तक इधर ध्यान नहीं दिया। श्यामनगर में ए० आई० डी० के चार कारखानों में श्रीविजय सिंह नाहर की यूनियन ने हड़ताल कराया है। वर्क्स प्रेसिडेण्ड हैं हंसध्वज धरा महोदय। आज दो महीने से वहां हड़ताल, लाकआउट चल रहा है। इससे वहां के तमाम मजदूर बेकार हो गए हैं। वहां जल्द से जल्द काम शुरू कराने का बन्दोबस्त श्रम मंत्री को करना चाहिए। कर्मचारियों को बोनस दिलाने का प्रबंध करना चाहिए। आज तक कर्मचारियों के बोनस संबंधी मांग को ट्राइब्यूनल के पास नहीं भेजा गया। उसके बारे में हमारे श्रम मंत्री क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है।

आज पश्चिम बंगाल में चटकल के अन्दर लूम-आवर्स का खरीद-फरोख्त चल रहा है। एक मिल से दूसरे मिल में बदली हो रही है। नतीजा यह होता है कि चटकल के तमाम मजदूर तबाह हो रहे हैं। लूम-आवर्स के खरीद-फरोख्त होने और पहली मार्च से लूम बन्द होने के कारण चटकल उद्योग के तीन हजार चार सौ मजदूर बेकार हो रहे हैं। इनकी छंटनी मिलवालों ने कर दी है। और खरीद-फरोख्त होने के कारण करीब-करीब दस हजार व्यक्ति बेकारी में घूम रहे हैं। मैं सत्तार साहब से पूछना चाहता हूं कि वे इसके लिए क्या कर रहे हैं। क्या कम्पनी ने लेबर डिपार्टमेन्ट से कोई परमीशन ली है? क्या कोई ऐसा आर्डर नहीं निकाला जा सकता है जिससे चटकल के मालिक लूम न बन्द कर सकें?

[7-10—7-20 p.m.]

इसके सिवाय स्पीकर महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि आज जो लूमों का खरीद-फरोख्त हो रहा है उससे तमाम मजदूरों की हालत खराब हो रही है। चटकल मजदूरों पर मिल मालिक तरह-तरह के अत्याचार कर रहे हैं। क्या सरकार के पास इसका कोई हिसाब है? लूम-आवर्स को परचेज करना या एक मिल से दूसरे मिल में बदली कर देना या दूसरे मिल में कुछ तांत बन्द कर मजदूरों को निकाल बाहर करना और दूसरे मिल में बदली मजदूरों द्वारा काम करना, फिर उसे बन्द कर मजदूरों को चप देना इत्यादि कम्पनी की हरकतों पर अगर सरकार फौरन कदम नहीं उठायेगी तो मजदूरों में बहुत बड़ी विश्रृंखल अवस्था की सृष्टि हो जायगी। इसकी ओर सरकार जल्द ध्यान दे।

मैंने अपने कट मोशन के अन्दर लिखा है कि बारकपुर सबडिवीजन में जगद्दल थाना के अन्तर्गत कांकिनाड़ा जूट मिल, एलायेन्स जूट मिल, आलेमलेकरा जूट मिल तथा

Sj. Narayan Chobey:

প্রশ্নটা এই জন্য যে রাস্তাটা হচ্ছে না—লোকের অসুবিধা হচ্ছে সেইজন্য প্রশ্ন হচ্ছে—ঐ রাস্তাটা করবার কোন চেষ্টা করবেন কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে আর হতে পারে না।

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

Relief to cultivators, betel-leaf growers and artisans in Howrah district

***51.** (Admitted question No. *669.) **Sj. Tarapada Dey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(*a*) what are the different amounts of various kinds of loans and grants in the district of Howrah, thana by thana, given by the Government to agriculturists, betel-leaf cultivators and artisans after the last flood;

(*b*) what is the number of applicants for each kind of the grants and loans;

(*c*) how many of them were given the loans and grants; and

(*d*) the number of persons in Domjur and Bally thanas, union by union, who were given house-building grants and grants and loans for betel-leaf cultivation?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) to (*d*) Statements are laid on the Table.

Statement referred to in reply to clauses (a) to (c) of starred question No. 51.

Name of police-stations	Agricultural loans			Loans to betel-leaf cultivators		
	Amounts distributed	No. of applicants	No. of recipients	Amounts distributed	No. of applicants	No. of recipients
1	2	3	4	5	6	7
	Rs.			Rs.		
Amta ..	2,57,000	7,359	6,629	1,47,000	2,555	2,447
Uluberia ..	1,87,000	4,522	4,240	21,450	573	429
Bagnan ..	5,000	50	25	Nil	Nil	Nil
Shyampur ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Bauria ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Jagatballavpur	40,700	1,176	872	2,250	40	25
Panchla ..	48,360	1,296	1,000	12,450	720	202
Sankrail ..	21,970	648	472	2,225	170	37
Jagacha ..	4,550	112	96	150	3	3
Bally ..	1,520	48	32	675	10	8
Domjur ..	57,900	1,600	1,320	14,000	833	228

that no collection should be made till statutory *jamabandi* is made under section 41 of the Act and that is for the purpose of compensation and not for realisation of rents.

The next point that I would like to speak about is the payment to small intermediaries. Mrs. Anjali Khan and other members have raised this question on repeated occasions. Sir, I have a long table here. This gives us figures of payment made up to date to the different intermediaries. I do not wish to bother the House with the names of the intermediaries, but I will mention some of the figures. In Burdwan payment made up till now is about 21 lakhs 80 thousand of which 60 per cent. has gone to people having an income of not more than Rs. 2,000; in Midnapore the corresponding percentage is 90. An allegation was made by Sj. Saroj Roy that Midnapore Zemindary Company took away most of the compensations. These figures do not support that contention. Sir, 90 per cent. went to the income group of less than Rs. 2,000; the corresponding figures for Murshidabad is 80 per cent., 24-Parganas 69 per cent., Hooghly 57 per cent., Jalpaiguri 93 per cent., Cooch Behar 91 per cent., Nadia 64 per cent., West Dinajpur 62 per cent., Howrah 69 per cent. and for Bankura it is 90 per cent., and so on.

Sir, these figures amply prove that the compensation that is being paid is being paid mostly to the small intermediaries. As I mentioned in my opening speech, I have full sympathy for them and Government are too anxious to pay them off. I quite realize that sometimes hitches occur, sometimes there are administrative difficulties, sometimes records of rights have been found to be defective because settlement proceedings are still going on and sometimes even small intermediaries lose their papers and do not know how to make their applications correctly. All these difficulties are there. But as I have assured the members of the House times without number, we are only too anxious to pay them off and all the applications from small intermediaries that come to us—I have tried to look into them personally. Secondly, I would deal with very important points raised by Sj. Hare Krishna Konar. His speech deserves serious attention and I reserve it for the end of my speech. I would refer to the small points raised by some other members. I would like to inform Sj. Dasarathi Tah that the Boro Beel Settlement has been injuncted in part by an injunction of the High Court. Therefore, so long as that injunction is not vacated, it is not possible for the Government to go there and start settlement operations. About the rest of the land re-attestation has been ordered and re-attestation is going on. Sj. Kanailal Bhattacharjee raised one point. I am sorry to say that he did not listen to my opening speech and is not even here to listen to the replies that are being given to the points raised. He did not listen to the remarks that I made in my opening speech. I said that I assured the House last year that in revising the record of rights under section 44(2A) better officers would be placed. I quite appreciate the apprehension expressed by different members that if the same officer or officers of the same calibre and cadre are entrusted to revise the records which they themselves of their fellow officers have revised, perhaps justice would not be done. Therefore, that assurance was given and in pursuance of that assurance, in fulfilment of that promise we have placed S.R.Os.—they are the officers for the purpose of revising the record of rights. Sj. Kanailal Bhattacharjee, I am sorry to say again, should have better understanding of these matters. He utterly confused between L.R.Os. and S.R.Os. L.R.O. means Land Reform Officers who are in charge of collection, settlement being conducted by better officers. And he raised the question of L.R.Os. Sir, I think he should have made a better study of the situation before making such comments. He also raised certain points about the case of hats and bazars. He has mentioned one individual case

Name of police-stations	Artisan loan: Amounts distri-buted	Artisan loan: No. of appli-cants	Artisan loan: No. of re-cipients	Grants to betel-leaf growers: Amounts distri-buted	Grants to betel-leaf growers: No. of appli-cants	Grants to betel-leaf growers: No of re-cipients
1	8	9	10	11	12	13
	Rs.			Rs.		
Amta ..	Nil	288	Nil	87,000	1,850	1,825
Uluberia ..	700	132	11	21,450	573	429
Bagnan ..	Nil	72	Nil	Nil	Nil	Nil
Shyampur ..	50	59	1	Nil	Nil	Nil
Bauria ..	Nil	15	Nil	Nil	Nil	Nil
Jagatballavpur	Nil	Nil	Nil	750	40	15
Panchla ..	Nil	Nil	Nil	8,850	720	177
Sankrail ..	Nil	Nil	Nil	1,700	170	34
Jagacha ..	Nil	Nil	Nil	150	3	3
Bally ..	Nil	Nil	Nil	250	10	5
Domjur ..	Nil	Nil	Nil	10,050	833	201

Name of police-stations	House-repairing grant: Amounts distri-buted	House-repairing grant: No. of appli-cants	House-repairing grant: No. of re-cipients	House-building loan: Amounts distri-buted	House-building loan: No. of appli-cants	House-building loan: No. of re-cipients
1	14	15	16	17	18	19
	Rs.			Rs.		
Amta ..	49,700	1,869	1,201	Nil	Nil	Nil
Uluberia ..	30,000	1,711	865	Nil	Nil	Nil
Bagnan ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Shyampur ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Bauria ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Jagatballavpur	7,480	274	183	1,500	15	10
Panchla ..	16,210	568	391	3,600	33	20
Sankrail ..	8,640	319	253	2,400	27	16
Jagacha ..	2,535	105	70	Nil	Nil	Nil
Bally ..	3,240	116	78	Nil	Nil	Nil
Domjur ..	18,395	681	458	Nil	Nil	Nil

The motion of Sjkta. Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prosad that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine' be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Haldar that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharya that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine' be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

Statement referred to in reply to clause (d) of starred question No. 51

Name of union	No. of persons given house-repairing grants	No. of persons given grants for betel-leaf cultivation	No. of persons given loans for betel-leaf cultivation
Bally police-station			
Bally	27	1	1
Jagadishpur	51	4	7
Domjur police-station			
Domjur	32	41	45
Begri	27	30	35
Kolora	68	34	36
Uttar Jhapardah	95	40	45
Dakhin Jhapardah	96	20	35
Narna	66	25	27
Makardah	23	1	3
Bankra	38	Nil	2
Mahiari	13	Nil	Nil

Sj. Tarapada Dey:

আপনি যে এ্যাপ্লিকেন্টসদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন—সেই দরখাস্ত তাদের কার মারফত তে হয়? ইউনিয়ন বোর্ডের মারফত্ কিম্বা অন্য কারো মারফত?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ইউনিয়ন বোর্ডএ, বি ডি ও বা সার্কল অফিসারের কাছে পড়তে পারে।

Sj. Tarapada Dey:

এই তিনটি জায়গায়ই কি দরখাস্ত করতে হবে—মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সার্কল অফিসারের কাছে পড়তে পারে, বি ডি ওতে পড়তে পারে ইউনিয়ন বোর্ডএ পড়তে রে বা এস ডি ও-এর কাছে পড়তে পারে।

Sj. Tarapada Dey:

কাদের দরখাস্ত আপনারা গ্রহণ করেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা সবার দরখাস্তই গ্রহণ করি।

Sj. Tarapada Dey:

আর্টিশন লোন যারা পায় তাদের মধ্যে কি দর্জি ও তন্তুবায়ীদের ধরা হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বহু দর্জিকে দেওয়া হয়, তাঁতিকে দেওয়া হয়, জুতো তৈরি যারা করে তাদের দেওয়া হয় এবং ান্য যারা আছে তাদেরও দেওয়া হয়।

Sj. Amarendra Nath Basu: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Ray: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: I beg to move that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Sj. Amarendra Nath Basu: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি তমলুকে ২০০ জন দর্জির তরফ থেকে দরখাস্ত করা হয়, জে আফিস থেকে বলা হয় ঐ জেলায় আগেকার বাকি আছে সেই জন্য দেওয়া হয় নাই।

Mr. Speaker: That is the standing law.

Sj. Tarapada Dey:

যেক্ষেত্রে বাকি নাই সে স্থলেও দেওয়া হয় নাই—আমি নিজে দরখাস্ত করেছি—

Mr. Speaker: The question that has been put is although there is past indebtedness, even then no room has been given.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: They might have been consider not to be eligible.

Mr. Speaker: If you want to know the reasons for each of these case then put a separate question asking why the applications of the followin persons were rejected. I will allow you to put such a question.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

যদি কোন জায়গায় ঋণ বাকি থাকে বা ঋণ দিতে অপারগ হয় তাহলে সেখানে কি ঋ দেওয়া হবে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সাধারণত, এই হ'য়ে থাকে, তবে ডি এম-এর একটা ডিসক্রিসান এ বিষয়ে আছে।

Sj. Tarapada Dey: As regards the number of applicants for loan, yo have said Domjur—nil and Bally—nil, but my information is that there we 200 applications from Domjur and 100 from Bally.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: My information is that there we no applications.

Sj. Tarapada Dey:

৮৩৩টা পান চাষীর এ্যাপ্লিকেশন এসেছে বলে বলেছেন, কিন্তু ওদের মধ্যে যাদের গ্রা দিয়েছেন, তাদের কি লোনও দিচ্ছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সাধারণতঃ যাদের গ্র্যান্ট দেওয়া হয় তাদের আমরা লোন দিই না ক্রেডিট ওয়ারদি নয় বলে।

Sj. Tarapada Dey:

পান চাষীদের মাথাপিছু ৬২ টাকা করে লোন দিচ্ছেন, কিন্তু এক বিঘা জমি চাষ কর কত খরচ পড়ে হিসাব করে দেখেছেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এর সঙ্গে এই প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আগেই এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে দর্জির আর্টিজান মে ইনক্লুড করা হয়েছে, কিন্তু তিনি কি জানেন যে এবার হাওড়ার দর্জিদের আর্টিজান লো দেওয়া হয় নি এবং দর্জিদের এই সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা হয় নি?

হ'তে চলেছে। আমাদের জনপ্রিয় সরকার ভূমিহীন কৃষকদের জমি দেবার জন্য নানারকম আইন-কানুন প্রণয়ন করছেন—তাঁদের চেষ্টা হয়ত সফল হবে কিন্তু ইকনমিক হোল্ডিং করার জন্য যতই আইনকানুন করুন না কেন, তার ফলে কিছু কিছু ইকনমিক হোল্ডিং হ'লেও তাতে ইকনমিক হোল্ডিং আর ইকনমিক থাকবে না সেগুলি আনইকনমিক হোল্ডিং হ'তে বাধ্য। সেখানে একটা জিনিস হ'তে পারে ইনটেনসিভ কাল্টিভেশন—

[4-50—5 p.m.]

আমাদের দেশে ইনটেনসিভ কাল্টিভেশনএর প্রতি নজর দেবার জন্য আমি রাজ্যসরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আইনকানুন ক'রে ক্ষান্ত থাকলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না—কার্যক্ষেত্রে আমাদের সকলের এগিয়ে আসতে হবে। আমি এখানে একটা শিল্পের কথা উল্লেখ করব যা নাকি আমাদের দাশপুর অঞ্চলে অনেকেই জীবিকার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। যেমন, চিরুনিশিল্প, আমি সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি—তাঁরা বাজেটে এ শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থবরাদ্দ করেছেন। চিরুনি আমাদের অঞ্চলের প্রধান শিল্প—অবশ্য প্লাস্টিক দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতায় এই শিল্প বর্তমানে আশানুরূপ অগ্রগতি ও জনপ্রিয়তালাভ করতে পারছে না, তা হলেও এই শিল্পের প্রসারকল্পে সরকারও যে বরাদ্দ করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু একটা কথা না বললে আমার কর্তব্যহানি হবে—সেটার প্রতি আমি মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—চিরুনিশিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের একটা বড় অভিযোগ হচ্ছে এই যে, তারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাঁচামাল পান না এবং কাঁচামালের না পাওয়ার ফলে এইসব নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক—তাঁরা চিরুনিশিল্পের উৎপাদনের দ্বারা আশানুরূপ মুনাফা পায় না। এদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Haridas Dey:

মিঃ স্পীকার মহাশয়, কুটিরশিল্পে যে অর্থ বরাদ্দ ধরা হয়েছে আমি তা সমর্থন করছি। আমি মনে করি, আরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল। এই খাতে বলতে গিয়ে আমাদের একজন বন্ধু বলেছেন আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি শিক্ষা সেরকম হচ্ছে না। আমাদের ওখানে একটা উইভিং স্কুল চলে, সেটা যাতে ভালভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য এই বছর সরকার হাতে নিয়েছেন। আমি এজন্য মন্ত্রিমহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য নানাভাবে এই শিল্পকে সাহায্য করছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস উল্লেখ করা দরকার—আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছোট ছোট গ্রামীণ শিল্পগুলি যা লয়-প্রাপ্ত হচ্ছে সেগুলিকে এখনো সম্পূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয় নি। যেমন, মৃৎশিল্প—আগে আমরা দেখেছি পল্লীগ্রামে মাটির হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি ব্যবহার হ'ত—এখন উঠে গিয়েছে। তারপর, কৃষ্ণনগরের পুতুল—কুম্ভকার শ্রেণী এই ব্যবসাতে জীবিকানির্বাহ করত, এখন তারাও বেকার হয়ে যাচ্ছে। আমি আর-একটা শিল্পের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব—তাঁত-শিল্প—আমাদের দেশে যে বস্ত্র প্রয়োজন হবে তার এক-তৃতীয়াংশ এই তাঁতশিল্প থেকে উৎপাদিত হয়। সরকার এই শিল্পকে সাহায্য করছেন আমি জানি, কিন্তু শিল্পবিভাগের কর্মচারীদের গাফিলতির জন্যই হোক, ঔদাসীন্যের জন্যই হোক আর স্টাফ কম থাকার দরুনই হোক, বস্ত্রশিল্পীরা ঠিক সময়মত সাহায্য পায় না—যার জন্য টাকা স্যাংশন হ'লেও শেষ পর্যন্ত বরবাদ হয়ে যায়। আমি একটা উদাহরণ দেব—

আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইন্ডাস্ট্রিতে স্টেট হেল্প টু ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আছে। সেখানে যে সাহায্য করা হয় তা পাওয়ার জন্য আমাদের ওখান থেকে একটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯৫৬ সালে দরখাস্ত করেছিল, আজ পর্যন্ত তার কিছুই হ'ল না। অনেকবার তদন্ত করেছেন, লোক্যাল অফিসার কি করছেন না করছেন বুঝা যায় না। একজন অফিসার বদলে যাচ্ছেন তাঁর জায়গায় আর একজন আসছেন, নতুন যিনি আসছেন তিনি এসে বলছেন—আমি আবার সব তদন্ত ক'রে দেখব—এইভাবে সময় চ'লে যাচ্ছে। মন্ত্রিমহাশয়কে আমি অনুরোধ করব, তিনি যেন এটা দেখেন যে, যাঁরা সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেন তাঁরা সময়মত এই সাহায্য পান।

তাঁত শিল্পের জন্য এ বছর ১৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। মন্ত্রিমহাশয় একদিন বলেছিলেন আমাদের পশ্চিম বাংলায় যে সুতা লাগে তার শতকরা ৮০ ভাগ দক্ষিণ ভারত

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না, জানি না।

Repair of Najirpur-Bansabati Road under Test Relief Scheme in Murshidabad district

***52.** (Admitted question No. *1537.) **Janab Lutfal Hoque:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানায় ১৯৫৭-৫৮ সালে নজীরপুর-বংশবাটী পর্যন্ত কোন রাস্তা লওয়া হইয়াছিল কিনা ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) এই রাস্তা লওয়া হইয়া থাকিলে, সেই রাস্তায় কত টাকা খরচ করার ইমারজেন্সী পরিকল্পনা ছিল,

(২) পরিকল্পনার সব টাকা সেই সময় ব্যয় করা হইয়াছে কি, এবং

(৩) এই রাস্তাটি কি সমাধা করা হইয়াছে?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) (১) ১,৪০০ টাকা।

(২) এবং (৩) না।

Sj. Haridas Dey:

পরিকল্পনার সব টাকা খরচ হয় নি বা রাস্তার সমাধা হয় নি এইরকম টেস্ট রিলিফের কাজে যে রাস্তার কাজ বাকী আছে সেগুলি কি পরে হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য জানেন যে টেস্ট রিলিফ রাস্তার জন্য হয় না—যেখানে লোকের কাজের অভাব হয় সেখানে আমরা টেস্ট রিলিফের কাজ করি। আমার এটা পূর্ত বিভাগ নয় যে রাস্তা হচ্ছে না বলে রাস্তা করে দেব। বরং রাস্তার প্রয়োজন হলে আমরা নিশ্চয় রাস্তা করে দেবো।

Sj. Haridas Dey:

যদি রাস্তার সেখানে প্রয়োজন হয় তাহলে করা হবে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেখানে দুঃস্থ লোক থাকলে নিশ্চয় হবে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে টেস্ট রিলিফে রাস্তার কাজ করা যায় নি, তাহলে একথা কি সত্য যে ডেভেলপমেন্ট স্কীমে যেসমস্ত রাস্তা মঞ্জুর করা হয়েছিল সেই সমস্ত রাস্তা টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে করা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার জানা নেই, যদি দুঃস্থ থাকে তাহলে সেখানে হতে পারে।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

যে রাস্তাগুলি ডেভেলপমেন্ট স্কীমে টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে......

Mr. Speaker:

আপনারা তো জানেন যে টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে কোন এ্যাসেট ক্রিয়েট করতে পারেন না।

৮ ও ৯। ওল্ড ক্যালকাটা রোড ও রাজারহাট-পাতিপুকুর রাস্তার উন্নয়ন কার্যও গ্রহণ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত পশ্চিম বাংলার নানা জেলায় ছোট বড় কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উন্নয়ন কার্য এই সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড থেকে করবার প্রস্তাব মঞ্জুরীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরিত হয়েছে। কোন কোনটির মঞ্জুরী ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব থেকে দার্জিলিং জেলার গুরুত্বপূর্ণ পেশক রোডটিকে চওড়া করা হচ্ছে।

গড়িয়াহাটা রাস্তায় রেলওয়ের ওপর সেতু নির্মাণের ভার কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তা উন্নয়ন তহবিল থেকে এর ব্যয়ভার বহন করবেন। আগামী বৎসর কাজ করবার জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

গ্রাম্য ছোট ছোট রাস্তা বা সেতুগুলোর উন্নয়নকল্পে সরকারের দু'টি কনট্রিবিউটরি স্কীম বা সাহায্যদান পরিকল্পনা আছে। একটি ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের যার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দিয়ে থাকেন, বাকি এক-তৃতীয়াংশ, অর্থ অথবা শ্রম বিনিময়ে গ্রামবাসীদের দেয়। ১৯৫১ সাল থেকে শুরু হওয়া অবধি এ পর্যন্ত প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ৬০০টি রাস্তার জন্য এ প্রকার সাহায্য দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি আদর্শ গ্রাম্য রাস্তা উন্নয়ন সমবায় পরিকল্পনা ইংরেজিতে যাতে সংক্ষেপে বলে এম ভি আর স্কীম। কমবেশি ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়ে এক একটি রাস্তার উন্নয়ন এ পরিকল্পনা অনুসারে হতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় অনুমোদন সাপেক্ষ। ব্যয়ের অর্ধেক কেন্দ্রীয় সরকার, ও এক-চতুর্থাংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য বাবদ দান করেন। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ, অর্থ বা শ্রম বিনিময়ে গ্রামবাসীদের দেয়। এ পরিকল্পনায় এ পর্যন্ত মোট ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের, ২০০টি রাস্তার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বা হচ্ছে।

[6—6-10 p.m.]

এ সাহায্যদান পরিকল্পনা দুটোর সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে গ্রামবাসীদের উৎসাহ ও সহযোগিতার উপর। তাদের এ কার্যে উদ্বুদ্ধ করে সক্রিয় সাহায্য দানে মাননীয় সদস্যগণকে আহ্বান জানাচ্ছি। এ বিভাগের কার্য পরিচালনায় নানা বাধা বিঘ্নের মধ্যে সিমেন্ট ও স্টীলের অভাব উল্লেখযোগ্য। যার ফলে গত ক' বছর ধরে রাজ্যের গঠনমূলক কার্যের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছিল। সম্প্রতি সিমেন্ট সরবরাহের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত স্টীল বা ইস্পাতের সরবরাহ ব্যাপারে কোন উন্নতি দেখা যায় নি। এ কারণে এ দু'টি দ্রব্যের ব্যবহার যথাসাধ্য কম করার দিকেই ইঞ্জিনীয়ারগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বড় বড় ইমারত নির্মাণে, স্টীল ফ্রেমের পরিবর্তে রিইনফোর্সড কনক্রিট স্ট্রাকচার তৈরি করা হচ্ছে। প্রি-ট্রেসড কনক্রিট ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে সিমেন্ট ও স্টীল দু' এরই অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। মহাজাতি সদনের গম্বুজ ও ছাদ পাইকপাড়ার জোনাল ট্রান্সপোর্ট ডিপো বেলগাছিয়াতে নির্মিয়মান ডেয়ারী ফ্যাক্টরীটি, হাই কোর্টের নবনির্মিত সর্বোচ্চতলের ছাদটি এই প্রি-ট্রেসড কনক্রিট ব্যবহারের নিদর্শন। টালা ও মাঝেরহাট সেতুদ্বয় নির্মাণকল্পেও প্রিট্রেসড কনক্রিট-এর নকসা প্রস্তুত হয়েছে। পাইকপাড়ার জোনাল ট্রান্সপোর্ট ডিপোটির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পোস্ট টেনশনড কনক্রিট নির্মিত কেন্দ্রস্থলের সুদীর্ঘ বর্গা বা লং স্পান সেন্ট্রাল বীম সমগ্র ভারতে দীর্ঘতম বলা চলে। ইতালীয় ইঞ্জিনীয়ারগণ, যারা সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন, সকলেই গভীর আগ্রহ সহকারে এ কার্য পরিদর্শন করেন। ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে অন্যান্য পরীক্ষামূলক কার্যেও আমরা হাত দিয়েছি।

আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল হিস্টোরিক্যাল মনুমেন্ট অ্যান্ড এক্সক্যাভেশন অফ আর্কিওলজিক্যাল সাইটস অ্যাক্ট প্রণয়ন করেছি। সম্প্রতি তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যগণের নিকট থেকে এ সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ ও প্রস্তাব সাদরে আহ্বান করছি। এবার আমি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যপথ উন্নয়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। ভারতের ন্যায় একটি অনুন্নত দেশের পক্ষে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হলে, গোড়ার দিকে কতগুলি বাধা বিপত্তি, বিশেষত আর্থিক অসুবিধা দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু এই সমস্ত বাধাই দৃঢ়তার সঙ্গে ধীরে ধীরে জয় করতে হবে আমাদের। পথ উন্নয়ন কার্যে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী দ্রব্যের আশায় না থেকে, স্থানীয় দ্রব্য বা ইনডিজেনাস মেটিরিয়ালস নিয়েই কাজ করে চলেছি।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

ডেভেলপমেন্ট স্কীমে যেসমস্ত রাস্তা মঞ্জুর হয়েছে সেই সমস্ত রাস্তার কাজ টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়েছে মাটি কেনার ব্যবস্থা হয়েছে—সেগুলি যেখানে ইনকম্পিলট আছে তা কমপ্লিট করা হবে না বন্ধ রাখা হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যদি সেখানে বহুসংখ্যক লোক থাকে এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে টেস্ট রিলিফ প্রয়োজন আছে তো সে রাস্তা হতে পারে।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

এমন কোন জায়গা আপনার জানা আছে কি যে জায়গায় দুঃস্থ নেই?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ, জানা আছে।

Distress in Binpur police-station of Midnapore district due to crop failure

***93.** (Admitted question No. *1696.) **Sj. Sudhir Kumar Pandey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিনপুর থানায় ব্যাপক ফসলহানির ফলে জনসাধারণ দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন,

(২) ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত উক্ত থানার কোনও ইউনিয়নেই টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু হয় নাই এবং মডিফায়েড রেশন দোকান হইতে চাউল সরবরাহ করা হয় নাই, এবং

(৩) এখনও কোনও ইউনিয়নকেই দুঃস্থ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই, এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কতদিন নাগাত কোন্ কোন্ ইউনিয়নে টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করিবেন,

(২) কতদিন নাগাত কতগুলি মডিফায়েড রেশন দোকান চালু করিবেন,

(৩) কোন ইউনিয়নকে দুঃস্থ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইবে কিনা, এবং

(৪) হইলে, কোন্ কোন্ ইউনিয়নকে ঐরূপ ঘোষণা করা হইবে?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) (১) বিনপুর থানার সমস্ত এলাকার ব্যাপক ফসলহানি হয় নাই, তবে কতকাংশে ফসলহানিজনিত দুরবস্থা দেখা দিয়াছে।

(২) এবং (৩) হ্যাঁ।

(খ) (১) এপ্রিল মাসের প্রথমেই ৩, ১২ এবং ১৯নং ইউনিয়নে টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করা হইয়াছে। অতি শীঘ্রই ২, ৬,১৫ এবং ১৭নং ইউনিয়নে টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করা হইবে।

(২) উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই মডিফায়েড্ রেশন দোকান চালু করা হইবে।

(৩) এবং (৪) এখন ঐ প্রশ্ন উঠে না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কতকগুলিকে উন্নয়ন করা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তারা শর্ত পালন করলে উন্নীত করা যাবে। প্রশ্নঃ গত বৎসরে কতকগুলিকে উন্নীত করা হয়েছে? উত্তরঃ গত বছরে ৮০টা জুনিয়ার স্কুল উন্নয়নের জন্য প্রার্থনা করেছিল, তার মধ্যে ৩৬টাকে উন্নীত করা হয়েছে। এই বৎসরে এখন পর্যন্ত ৯১টা স্কুলের মধ্যে ২৫টিকে উন্নীত করা হয়েছে।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

আপনি আনট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েটস অর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এক্সজিস্টিং যা রয়েছে তাঁদের স্কেল সম্পর্কে বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত তাঁরা ট্রেন্ড না হবেন ততদিন তাঁরা পুরাতন স্কেলে থাকবেন—কিন্তু এই ক্যাটিগরীর মধ্যে কেবল আই এ ধরেছেন, না আই এ-র নীচে কাব্যতীর্থ পর্যন্ত ইনক্লুডেড হবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আমি কেবল আনট্রেন্ড টিচার্সদের সম্বন্ধে বলেছি।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

আপনি আনট্রেন্ড বলতে কি সবাইকে বোঝাচ্ছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আপনি সি উত্তরে দেখুন, মেট্রিকুলেট উইথ ভি এম ট্রেনিংএর (৩)এর উত্তরে দেখুন, আনট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েটস অর আন্ডার গ্র্যাজুয়েটস—এ'রা সকলেই।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

এই যে মেট্রিকুলেট উইথ ভি এম ট্রেনিং বলছেন, কিন্তু যারা ম্যাট্রিক অথবা ট্রেন্ড নন, কেবল কাব্যতীর্থ এইরকম ক্যাটিগরীর যে টিচার্স রয়েছেন তাঁরা এক্সজিস্টিং পজিশানএ থাকবে কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

মেট্রিকুলেট এবং কাব্যতীর্থ যাঁরা, তাঁদের এই গ্রেডে প্লেস করা হয়েছে। তা ছাড়া যারা দুটো তীর্থ পাশ তাদেরও স্কেল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা আনট্রেন্ড তাদের দেওয়া হয় নি, ট্রেনিংপ্রাপ্ত হলে তাঁদের স্কেল দেওয়া হবে।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আপনি 'ঙ' প্রশ্নের উত্তরে জুনিয়ার হাই স্কুলগুলির জন্য যে রিভাইজড স্কেল দিয়েছেন তাতে যেসমস্ত জুনিয়ার হাই স্কুল এই স্কেলে টিচার্স এ্যাপয়েন্ট করতে পারবেন না তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করবেন বলে কি কিছু ঠিক করেছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আর্থিক অবস্থার জন্য যদি কোন স্কুল ঐ স্কেলে বেতন দিতে না পারে তাহলে গভর্নমেন্ট থেকে কোন ব্যবস্থা করতে রাজী আছেন কিনা?

এই সঙ্গে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন করি যে যাঁরা ট্রেন্ড তাঁরাই স্কেল পাবেন, অন্যরা কি পাবেন না?

Mr. Speaker: I would be personally interested to know if there is any system of giving aid to junior high schools.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: There is such a system. The high schools are given on deficit basis and junior high schools are given lump sum grant.

Mr. Speaker: This question was put on the 3rd July, 1958. Whatever answer is given will not satisfy anybody because this is with reference to a point of time which elapsed months and months ago. So let us not pursue it. If you want to know something new please put a separate question. It is no use referring to the past.

Sj. Saroj Roy:

(ক)(১)-এ জবাব দিয়েছেন তবে কতকাংশে ফসলহানিজনিত দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। মি মিনিস্টার-ইন-চার্জ হ্যাজ এ্যাডমিটেড, তারপরে আর এক জায়গায় বলেছেন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই মডিফায়েড রেশন দোকান চালু করা হইবে'। ওখানে ফসলহানি হওয়া সত্ত্বেও রেশনের দোকান খোলেন নি—তারপরে বলছেন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে রেশনের দোকান চালু করা হবে। এটা বলতে কি বুঝাচ্ছেন আপনি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

টেস্ট রিলিফের কাজ করা হলেই রেশন পাবে।

Sj. Saroj Roy:

(৩) এবং (৪) প্রশ্নের জবাবে বলছেন 'এখন ঐ প্রশ্ন উঠে না'—অর্থাৎ কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল 'কোন ইউনিয়ন দুঃস্থ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইবে কিনা'। ও'র স্বীকৃতি আছে যে কতকাংশে ফসলহানিজনিত দুরবস্থা দেখা দিয়েছে—সেখানে অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটেছিল সেই সেই ইউনিয়নগুলিকে দুঃস্থ এলাকা বলে ঘোষণা করেন নি কেন?

Mr. Speaker:

দুঃস্থ এলাকা মানে ফেমিন কণ্ডিসন—

there may be such a condition which you do not exactly call 'famine condition'.

Adjournment Motion

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Panchugopal Bhaduri: My adjournment motion runs thus. This Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., dismissal from service of about one thousand workers of India Jute Company Ltd. of Serampore which is creating great unrest and unsettlement in the locality.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুখ্যমন্ত্রীও এখানে উপস্থিত আছেন। গতকাল লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বেরুবাড়ী সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সেই কথা, কিছুদিন আগে আমাদের এখানে যখন বেরুবাড়ী সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছিলেন তার বিরোধী অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরুর কথা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তিনি পরামর্শ করেছিলেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন আমাদের এখানে যে, আমাদের সরকারের সাথে কোন রকম পরামর্শ করা হয় নি—এ সম্পর্কে আমি জানতে চাই কোন্ কথাটা সত্য—মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, তিনি বলুন।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, I take it that what you are referring to now is what you and I, and all of us read in the newspaper, but don't you think it would be right for you to get the confirmation first and then take up the question.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

কেবলমাত্র সংবাদপত্র নয়, রেডিওতে পর্যন্ত আজকে এটা ব্রডকাস্ট করেছে।

Mr. Speaker: I have not heard it. You put in an adjournment motion.

Sj. Sunil Das:

কাল রাত্রে জলপাইগুড়ি প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির জেলা সেক্রেটারীর কাছ থেকে যে টেলিগ্রাম পেয়েছি তার প্রতি আমি খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি টেলিগ্রামটাই পড়ে দিচ্ছি—
"Rice disappeared from markets. Whole-salers and millers not releasing stocks at price fixed. Local authorities callous. Immediate opening of fair price shop and supplying rice to retailers by seizure of stocks from millers and whole-salers are necessary"

আজ ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখ জলপাইগুড়ির এই অবস্থা। মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে নেপাল থেকে চাল এসেছে, এবং জলপাইগুড়িতে প্রচুর পরিমাণে চাল পাওয়া যাচ্ছে—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেখানে আমাদের ৪০ হাজার মণ স্টক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আছে।

DEMAND FOR GRANT NO. 38

Major Heads: 57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 8,74,12,000 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account".

Sir, this is an item from which we give grants for various multipurpose projects. It contains an item of Rs. 2,63,25,000 under Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure", and Rs. 6,10,87,000 under "Capital Account". The main item under "Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure" is Rs. 66,32,250 under "Miscellaneous and Unforseen Charges" which includes Rs. 42,96,000 for West Bengal National Volunteer Force. This item also includes Rs. 4,90,000 for expenditure in connection with various Social Welfare Schemes, and Rs. 5,00,000 for meeting expenditure in connection with adoption of Metric System of weights and measures.

A provision of Rs. 9,39,000 has been made for the cost of maintenance of various Government buildings such as Writers' Buildings, Anderson House etc.

There is a provision of Rs. 82,56,000 for miscellaneous development schemes, viz., Rs. 25,00,000 for Village Panchayats, Rs. 1,00,000 for aid to Voluntary Organisations for Social Welfare Work, Rs. 3,00,000 for contribution to Howrah Improvement Trust, Rs. 15,00,000 for aid to Municipalities for improvement of municipal roads, Rs. 6,63,000 for Welfare Extension Projects, Rs. 1,00,000 for establishment of a Composite Reformatory, Industrial and Borstal School, and Rs. 2,00,000 for Establishment of a Care and After-Care Institution at Liloaah.

The total estimated expenditure for Slum Clearance Project is Rs. 1 crore 8 lakhs out of which Rs. 27 lakhs will be met by the State and will be debitable to the State Plan and the Centre's share of Rs. 81 lakhs is shown under the Centrally Sponsored schemes outside the State Plan.

There is also a provision of Rs. 9,81,000 for Scarcity Area Schemes (Permanent Improvement of Sunderban Area) under the Centrally sponsored schemes outside the Plan. I may mention to the House that this sum, although it is a small one, is not the total sum, and it may be that we may have to invest more money for improvement of the Sunderban area.

The main item under the head "82—Capital Account of other State works outside the Revenue Account" is the provision of Rs. 3,28,00,000 for development and administration of Industries at Durgapur. The Second biggest item is provision of Rs. 75,00,000 for the Subsidised Industrial Housing Scheme which envisages construction of tenements by the State Government for industrial workers. Fifty per cent of the cost will be received from the Union Government as subsidy and fifty per cent. as loan.

There is also a provision of Rs. 61,39,000 for the Greater Calcutta Milk Supply Scheme, Rs. 34,50,000 for the Salt Lake Reclamation scheme and Rs. 25,00,000 for the purchase of Orphanganj Market at Kidderpore from the Government of India.

A provision of Rs. 21,00,000 has been made for the expansion and establishment of T. B. Hospitals out of which Rs. 5,00,000 is to be met from grants from the Government of India from centrally sponsored schemes outside the State plan, and the balance of Rs. 16,00,000 is included in the State plan. A total provision of 20,80,000 has also been included for Village Housing Project scheme out of which Rs. 20,40,000 will be available as Central loan assistance from the Government of India which has been exhibited under the Centrally sponsored schemes and the State's share of Rs 40,000 is debitable to the State Plan.

A total provision of Rs. 20,25,000 has also been made for Kanchrapara Areas Development Scheme (Kalyani town), Gariahat Housing Schemes, Plantation Labour Housing Scheme, Fertiliser Plant and purchase of Oriental Gas Company.

This demand also includes a provision of Rs. 19,68,000 for Rural Housing—Model Village Scheme which is also known as "Build Your Own House Scheme".

With these words, Sir, I commend my motion for acceptance of the House.

Mr. Speaker: I am taking all the Cut Motions as moved.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82 Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Ramashankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Dr. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Janab Taher Hossain: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads 57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads 57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Accounts of other State Works outside the Revenue Account be reduced by Rs. 100."

3-40—3-50 p.m.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি স্লাম ক্লিয়ারেন্স খাতে ২৭ লক্ষ টাকা এ বছরের বাজেটে দাবী করা হয়েছে। স্লাম ক্লিয়ারেন্স হওয়া উচিত, একথা আমরা সব সময়ই বলেছি। এই সম্পর্কে সম্প্রতি যে একটা নতুন এ্যাক্ট হল সেই সময় আমরা আমাদের মত জানিয়েছি। গতকাল ডাঃ রায় শেষকালে যে কথাটা বলেছেন, আপনি নিশ্চয়ই সেইটা শুনেছেন। তাই যদি ওঁদের এ্যাটিচুড হয়, তাহলে ঐদিক থেকে মাঝে মাঝে যে কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন কিম্বা কো-অপারেশন-এর কথা বলা হয়, সেটাকে কি বলবো, তার বিশেষণ দিতে পারছি না—ক্যারাভান গোজ অন; এই যদি এ্যাটিচুড হয় যে ডাঃ রায় যা মনে করবেন সেইটাই হয়ে যাবে, ডাঃ রায়ের ক্যারাভান চলতে থাকবে, তাহলে কনস্ট্রাকটিভ সাজেশনএর কথা ওঠে না, তাহলে বলতে হয় উনি চান ডেস্ট্রাকটিভ সাজেশন। এটা আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে ডাঃ রায়ের এই সরকার যতদিন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবে, ততদিন পর্যন্ত দেশে চাল পাওয়া যাবে না, পশ্চিম বাংলার মানুষের নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট থাকবে। কোনদিনই স্টেডিয়াম হবে না, স্লাম ক্লিয়ারেন্সও হবে না, দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যান্টও ঠিকভাবে হবে না, কারণ সেখানে গ্রিডএর কোন বন্দোবস্ত করা হয় নি। কারণ কোক ওভেন প্ল্যান্ট যখন হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস তৈরি হবে, কিন্তু গ্রিডএর কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, ফলে সেই গ্যাস নষ্ট হবে। ডাঃ রায় খুব হিসাব রাখেন, কিন্তু তিনি তাঁর কালকের জবাবে, কত টাকা এর ইন্টারেস্ট হবে তা বললেন না। স্লাম ক্লিয়ারেন্স সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। ডাঃ রায় যখন একবার ঠিক করেছেন স্লাম ক্লিয়ারেন্স করবেন, সেটা তিনি করবেনই এবং এর জন্য ২৭ লক্ষ টাকা খরচ হতে চলেছে দমদম বি, টি, রোডে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

২৭ লক্ষ টাকা নয়। ১ কোটি ৮ লক্ষ, এবং এর মধ্যে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার আছে ৮১ লক্ষ।

Sj. Ganesh Ghosh:

দমদম বি টি রোডের জাংশনএর কাছে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৭০০টা টেনামেন্ট ব্লক তৈরি করবার জন্যে এবং তার খরচ পড়বে ৫৮ লক্ষ টাকা। তা ছাড়া দমদম রোডের উপর ৩৮৪টা টেনামেন্ট করবার জন্য ২৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা খরচ করে, কনস্ট্রাক্শন বোর্ডের উপর ভার দেওয়া হয়েছে। এর জন্য ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সাবসিডি পেয়েছেন, লোন পেয়েছেন, তা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলা গভর্নমেন্ট এত টাকা খরচ করছেন। এই যে বিরাট পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে, আমি জিজ্ঞাসা করি ডাঃ রায়কে সত্যি সত্যিই কি কলিকাতার যে কয়েক হাজার স্লাম ছিল এবং যা এখনও বর্তমানে আছে, তার বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে? সরকারী হিসাবে চার হাজার স্লামএ প্রায় ১০ লক্ষ লোক বাস করত। এই যে ৮২ লক্ষ ৮৩ হাজার এত টাকা দুটো স্কীমের জন্য খরচ করা হবে, এতে কয়টা স্লামএর ইমপ্রুভমেন্ট হবে, কয়টা বাড়ী তৈরি হবে। যা-ও ১১শোটি টেনামেন্ট তৈরির কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা কি বস্তি সমস্যার সমাধান হবে? বর্তমান গতিতে যেভাবে স্লাম ক্লিয়ারেন্সএর কাজ চলছে সেইভাবে যদি কাজ চলতে থাকে তাহলে ততদিন ডাঃ রায় বেঁচে থাকবেন না, এবং ডাঃ

রায়ের চেয়ে আমার বয়স কম হলেও, আমিও ততদিন থাকবো না ; কিন্তু কলকাতার স্লাম থেকে যাবে, ডাঃ রায় স্লাম ক্লিয়ারেন্স করতে পারবেন না। আমাদের নাতিপুতি, নেকস্ট জেনারেশন আসার পরও কলকাতার স্লামএ লোক বাস করতে থাকবে। সুতরাং যদি সত্য সত্যই স্লাম ক্লিয়ারেন্স করতে চান, তাহলে সকলের মতামত গ্রহণ করে, সেই রকম পন্থা অবলম্বন করে কাজে অগ্রসর হন। আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে, ডাঃ রায় বেঁচে থাকতে থাকতেই, কলকাতা থেকে স্লাম ক্লিয়ারেন্স করে দেখিয়ে দিতে পারবো বলে আশা করি। অতএব আপনি বিবেচনা করুন, আজ আপনার ক্যারাভান চলছে, আমরা অপোজ করছি, কিন্তু একদিন আপনার সেই ক্যারাভান থামবেই। নতুন ক্যারাভান আজ যাত্রা শুরু করেছে, মস্কো থেকে আরম্ভ করে আতলান্তিক, প্যাসিফিক হয়ে সে ক্যারাভান ভারতেও আসছে। সেদিন আপনি যদি এদিকে এসে বসতে পারেন তাহলে নিজেকে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলে মনে করবেন। যা বলছিলাম—এই যে টাকাটা এই টাকাটা সম্পূর্ণভাবে টেনামেন্ট স্কীমএ না খরচ করে এর কিছু একজিস্টিং স্কীমএ জল দেবার জন্য, রাস্তা করবার জন্য, আলো দেবার জন্য যদি খরচ করতেন ভাল হত। লং টার্ম লোন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টএর কাছ থেকে নিয়ে যেটা আপনি লোন ইনকাম গ্রুপ হাউসিং স্কীমএ খরচ করেছেন সেটা খুব পপুলার লোন হয়েছিল—আজকে কেন সেটা বন্ধ করলেন? তেমনি যারা বস্তীতে বাস করে তাদের কিছু টাকা স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী লোন হিসাবে দিন এবং সরকারের তরফ থেকে যদি কিছু টাকা খরচ করে তাদের জন্য রাস্তা তৈরি করে দেন আলোর ব্যবস্থা করে দেন, সেনিটারী লেট্রিন করে দেন তাহলে এই স্লামসএ যারা আছে তারা একটু সুখী হবে। কবে কোন ভবিষ্যতে টেনামেন্ট হবে, সেখানে মানুষ ২০-২২ টাকায় ভাড়া দিয়ে থাকতে পারবে বলে কি তারা আরও ২০-২৫-৩০ বছর বস্তীতে এইভাবে বাস করতে থাকবে? আপনার স্কীমগুলিও অদ্ভুত, প্রথম ঠিক করা হয়েছিল ৪,৭০০ ডুয়েলিং হাউস হবে। স্টেটসম্যানএ জুলাই এইটথএ বেরিয়েছিল এটা, সম্প্রতি সেটা বদলে ঠিক করা হয়েছে মাত্র ৯০০ ডুয়েলিং হাউস হবে। এতে এগারশ [illegible] বাসস্থান হবে, কিন্তু বেশির ভাগ স্লাম থেকে যাবে, উত্তর কলিকাতায় মধ্য কলিকাতায় যেসব স্লাম তার কিছু উন্নতি হবে না—সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। তাই বলছিলাম টাকা খরচ করবার আগে বিবেচনা করে দেখবেন কি স্কীম নেওয়া যেতে পারে কিসে বেশীর ভাগ মানুষের উপকার হতে পারে। সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আসুন ওই ক্যারাভান চালানর মনোভাবে কোন কাজ হবে না। আপনার যে সল্ট লেক রিক্লামেশন স্কীম সেটা একটা উদ্ভট স্কীম। ইতিমধ্যে নেপথ্যে এই উদ্দেশ্যে কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে তাতে কি হবে না ওখানকার জলো জায়গাটা রিক্লেমইড হবে সেখানে লোক বসবাস করতে পারবে। আপনারা ভেবে দেখুন প্রথম স্কীমে ব্যবস্থা হয়েছে গঙ্গা থেকে সিল্ট নিয়ে ওই নিচু জায়গা ভরাট করা হবে। কত হাত সিল্ট দিলে এবং কত লক্ষ কত কোটি কিউবিক ফুট সিল্ট আনলে তবে ওই জায়গা ভরাট করা যাবে। টোটাল স্কোয়ার মাইল নেবেন। কিন্তু আপনার ৩·৭ স্কোয়ার মাইল সিল্ট এখানে দিয়ে জায়গা উঁচু করে কত বছর ফেলে রাখতে হবে ভেবে দেখেছেন কি? আপনি ত কলকাতায় কত বাড়ী তৈরী করছেন, অনেক বাড়ী কিনছেন, আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ওই নিচু জায়গায় গঙ্গার সিল্ট পাম্প করে এনে ফেলে দিয়ে সেখানে বাড়ি তৈরি করতে হলে সেই বাড়ি কত বছর পরে হবে? ডাক্তার রায় ততদিন বেঁচে থাকেবেন কি? একদম তলা থেকে গেঁথে তুলতে হবে। আপনি তো মাটির নিচে সয়েল লাইন পাতবার চেষ্টা করেছিলেন তা হল না, হাওয়া লাইন হল না। এখন আবার সিল্টের উপর নগরী তৈরী করবেন বলছেন। যত উদ্ভট পরিকল্পনা ডাক্তার রায়ের মাথায় আসে।

[3-50—4 p.m.]

যত অদ্ভুত পরিকল্পনা সব ডাক্তার রায়ের মাথায় আসে এইটাই আশ্চর্যের কথা। ৯ কোটি টাকা খরচ করা হবে সিল্ট গঙ্গা থেকে তুলে আনবেন বলছেন। তারপর সেকেন্ড ফেইজ আরম্ভ হবে। সেকেন্ড ফেজএ ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা খরচ করে ডেভেলপমেন্ট হবে, আলো রাস্তাঘাট ইত্যাদি করা হবে। তারপর কি হবে? জমিগুলি ভাগ করা হবে প্লট বাই প্লট ডাক্তার রায় লক্ষা ভাগ করবেন। তিনি দাম ধরেছেন প্রথম বৎসর পার কাঠা ১,৪০০ টাকা ; দ্বিতীয় বৎসর জমির দাম বেড়ে যাবে স্বোয়েলি কারণ [illegible] হবে—১,৫৭৫ টাকা; থার্ড ইয়ারএ ১,৬৫০

টাকা; তার পরবৎসর ১,৭২৫ টাকা; এমনি করে নাইন্থ ইয়ারএ এক কাঠার দাম হবে ১,৯০০ টাকা। জবাবের সময় ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে শুনতে চাই যে এটা নাইন্থ ইয়ার ত দূরের কথা, টুয়েন্টিন্থ সেনচুরির মধ্যে হবে কি? আপনি সিল্টের উপর শহর করতে যাচ্ছেন। আপনার চেয়ে আমার বয়স কম, আপনি হয়ত থাকবেন না কিন্তু আমার থাকবার সম্ভাবনা আছে, আপনি বলে যাবেন ফার্স্ট ফেজ কয় বৎসর, সেকেন্ড ফেজ কয় বৎসর, এখানে টাইম ফ্যাক্টর আছে, জমির দাম এনহেন্সড হয়ে নাইনথ ইয়ারএ প্রায় দুই হাজার টাকা হবে, এই টাকা দিয়ে কি কেউ নেবে? স্পীকার মহোদয়, আপনি বুদ্ধিমান লোক আপনাকে দিলেও আপনি তা নেবেন না, ডাক্তার রায় অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক কিন্তু তাঁর মত বুদ্ধিমান লোকও তা কিনবে না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ততদিনে ত আপনারা রাজা হবেন।

Sj. Ganesh Ghosh:

রাজা হবো না তবে যেখানে আপনি আছেন সেখানে আপনি থাকবেন না এটা ঠিক। সেইজন্য এই যে অদ্ভুত স্কীম সল্ট লেক ডেভেলপমেন্ট করার জন্য—অবশ্য সল্ট লেক রিক্লেম করা দরকার—কিন্তু এইভাবে রিক্লেম হবে না। এইভাবে রিক্লেম করতে কত বৎসর লাগবে তার ঠিক নেই। শুধু শুধু আজকের দিনে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে টাকা, সেই টাকা অনেক ভাল কাজে ব্যয় করা যেতো, সেই টাকা এই অদ্ভুত বাস্তবহীন পরিকল্পনার জন্য ডাক্তার রায় ব্যয় করতে যাচ্ছেন। এখানে এই ব্যাপারে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট স্কীম দিয়েছে। আমরাও সকলে চাই যে এটা রিক্লেম করা হোক কিন্তু এইভাবে গঙ্গার সিল্ট তুলে তাই দেড় হাজার টাকায় বিক্রি করবেন তা হবে না। দেড় হাজার টাকায় কিনবে এমন কোন বোকা লোক আছে? এমন কি ডাক্তার রায়কে যারা পছন্দ করেন। ডাক্তার রাধাকৃষ্ণবাবুকে দিলেও তিনি তা নেবেন না। অলরেডি সেখান থেকে মানুষ তুলে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। সেইজন্য বলছি যে আপনারা একটা বাস্তব পরিকল্পনা নিন।

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার স্যার, ৮২ ক্যাপিটাল এ্যাকাউন্টস অফ আদার স্টেট ওয়ার্কস আউটসাইড দি রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট এই খাতে সাধারণভাবে দুই-একটি কথা বলে দুর্গাপুর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। তারপর আরও যদি সময় থাকে তাহলে অন্য বিষয়েও দুই-একটি কথা বলবো। Second Five-Year Plan, Salt Lake, Disposal of sewage and Production of sewage Gas, Coke Oven Plant, Gas Grid, ইত্যাদির জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এবং দুর্গাপুরের অরিজিনাল এস্টিমেটএ ছিল কোক ওভেনএর জন্য ৫ কোটি, গ্যাস গ্রিডএ ৩ কোটি, আর থারামল পাওয়ার স্টেশনএর জন্য ৪ কোটি, সব মিলিয়ে ১২ কোটি টাকা। কিন্তু এখনও গ্যাস গ্রিড আরম্ভ করা বাকি আছে। গ্যাস গ্রিডএর জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও কোন স্যাংশন এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার পান নি তা আমরা জানি। অথচ, গ্যাস গ্রিড সম্পর্কে বাজেটে টোকেন হিসাবে এক লক্ষ টাকা গ্র্যান্ট নেওয়া হয়েছে, কেন নেওয়া হয়েছে সেটা অর্থমন্ত্রী মহাশয় ভাল করে বলতে পারেন নি। তিনি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্যাংশন পাবেন আশা করছেন কি? না স্টেট রেভিনিউ থেকে এই গ্যাস গ্রিড পরিকল্পনা সার্থক করে তুলবেন সে বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাই। এখনও, থারমল পাওয়ার প্ল্যান্ট কিছু বাকি আছে, তবু এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্গাপুরে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে প্রায় ১৩ কোটির মত। সিওয়েজ ডিসপোজাল স্কীম-এর পাইলট প্রজেক্ট, এই যে সাদা বই ১৯৫৮-৫৯ সালের, তার ৮৮ পাতায় লেখা ছিল তার কাজ ১৯৫৮-৫৯ সালে শেষ হবে, তারপর আসল ডিসপোজাল স্কীমএর কাজ করা হবে কি হবে না সেটা স্থির করা হবে। এখন পর্যন্ত দেখছি ১৯৫৮-৫৯ সালে তো এক্সপেরিমেন্ট শেষ হয় নি ১৯৫৯-৬০ সালেও তার জন্য বরাদ্দ নেওয়া হচ্ছে এবং তাও এই সময়ের মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট শেষ হবে কিনা বলা হয় নি। সল্ট লেক রিক্লেমেশন সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে চাই না। শুধু

কেথস্তে পার্টিছ পার স্কোয়ার মাইলএ ২·৪ কোটি টাকা তাভার রায় খরচ করতে যাচ্ছেন এবং আমায় মনে হয় কল্যাণীর মত এখানেও আর চড়া দরে আর একটি কন্ট্রোল ফিউচার কর্ র জন্য আজও আয়োজন তাভার রায় পরিপূর্ণ করছেন।

তারপর ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টএর জন্য একটা টোকেন ডিমান্ড এনেছেন ১ লক্ষ টাকা। সেটা কেন আনছেন জানি না, ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট সেন্টার গভর্নমেন্ট থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানএ স্যাংশন করবেন—সে কারণেই কি আনছেন, না পশ্চিমবঙ্গের রেভিনিউ বেড়ে গিয়েছে যাতে থার্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর জন্য অপেক্ষা না করেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেভিনিউ থেকেই ১৮ কোটি টাকার ব্যবস্থা করে এটা গড়ে তুলতে পারবেন, সেটা আমি জানতে চাই। আজকে শুনছি প্রাইভেট সেক্টরএ ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত কি সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমরা এখন জানতে পারি নি। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম সম্বন্ধে পরে আসছি। দুর্গাপুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ কথাই বলবো যেটা আমি পূর্বেও বলেছি যে দুর্গাপুর কোক ওভেন ইতিমধ্যেই অত্যন্ত আনইকনমিক হয়েছে। এটা যেভাবে চলছে যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে ডিপ সি ফিশিং স্কীম যেমন একটা ফেইলিয়র হয়েছে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, বছর বছর এখানে লোকসানের মাত্রা বেড়ে চলেছে, এই দুর্গাপুর কোক ওভেনএও লোকসান ক্রমেই বেড়ে যাবে। কোক ওভেন কনস্ট্রাকশন শেষ হয়েছে। ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে, কোক ওভেনএর একটি ব্যাটারিতে আগুন জ্বালান হয়েছে তার ১০ সপ্তাহ পরে প্রডাকসন আরম্ভ হবে এবং ২০ সপ্তাহ পরে পূর্ণ প্রডাকশন আরম্ভ হবে। ১৯৫৯ সালের মার্চ থেকে ১৯৬০ সালের মার্চ পর্যন্ত যে বাজেট প্লেস করা হয়েছে তাতে দেখছি অপারেশনাল কস্ট ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং একজিকিউশন কস্ট খাতে ৬ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ বেড়েছে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টও ১ লক্ষ ৮৬ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজারে বেড়েছে। এই অপারেশন্যাল কস্ট, একজিকিউশন কস্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট বেড়েছে অথচ সেখানে ৬০০ লোকের বেশি এমপ্লয়মেন্ট পাবে না। এই যে ৩টি খাতে খরচ বেড়ে যাচ্ছে আমি অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি ১৯৫৮-৫৯এ একজিকিউশনএর খরচ দেখছি ৬ লক্ষ টাকা। অথচ একজিকিউশন সুরু হল ১৭ ডিসেম্বর থেকে এবং পরে অপারেশন শুরু হবে মার্চ মাস থেকে। সেটা কি করে হল? চলতি বছরে ১৯৫৮-৫৯ সালে অপারেশন্যাল খরচ তিনি দেখাচ্ছেন ৪৫ লক্ষ টাকা, আগামী বছর ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। আমার জিজ্ঞাস্য এই ৪৫ লক্ষ টাকা কি করে খরচ হলো তার জবাব দিন এবং একজিকিউশন কস্ট এত বাড়ে কেন?

[4—4-10 p.m.]

এই সংখ্যাগুলি ব্লু বুকের ৮৬৩-৮৬৫ পাতায় দেখতে পাবেন। আর একটা দেখতে পাচ্ছি—receipts and recovery on Capital Account

১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৫৯-৬০ সালে প্রতি বছর আড়াই লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকাটা কি ও'রা দুর্গাপুরের জমি বিক্রী করে সংগ্রহ করলেন—ক্যাপিটাল এ্যাকাউন্টএ—সেটা জানবার রয়েছে। তারপর কোক ওভেন বাই প্রডাক্ট থেকে রিভিনিউ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৮-৫৯ সালে ৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, আর ১৯৫৯-৬০ সালে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে অপারেশনই শুরু হোল না, কি কোরে ৬ লক্ষ টাকা আয় হলো? তার জন্য বলা হয়েছে কোক প্রডাকশন না হলে বাই প্রডাক্ট হয় না, অথচ রেভিনিউ আদায় হল—সেটা জানবার আছে। থারম্যাল পাওয়ার এখনও তৈরি হয় নি গ্যাস গ্রিড ত দূরের কথা, আর এ বছর ১ কোটি ৬০ লক্ষ এ কি থেকে আসছে? এই আয়ের জন্য কোক বিক্রী হবে, টার বিক্রী হবে, বেনজোল বিক্রী হবে, সারপ্লাস গ্যাস, ওভেনএর জন্য গ্যাস লাগবে, এমোনিয়া বিক্রী করবেন, সালফিউরিক এসিড, ন্যাপথা, ওপাশ অয়েল, বিক্রী হবে, সলভেন্ট ন্যাপথা বিক্রী করবেন এবং ন্যাপথালিন ইত্যাদি হাইড্রোকার্বন যা আছে সেগুলো বিক্রী করবেন। বছরে ৬৫০ ওয়ার্কিং ডেজ ধরে এবং দৈনিক ৮৫০-৯০০ টন কোক তৈরি হবে এই হিসাবে বছরে প্রায় তিন লক্ষ টন কোক পাওয়া যাবে। আমি বলছি ১৩০০ টন কোক থেকে এই যে ৮৫০৯০০ টন কোক হবে এবং সেই কোক কি দরে বিক্রী করবেন জানি না। আমি ১৪ই ফেব্রুয়ারির ইন্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৫৯ ভলিউম ২০৭, নং ৭ থেকে দেখছি ১৯৫৯ জানুয়ারিতে হার্ড কোকএর ক্যালকাটা

প্রাইস হচ্ছে ৬৫ টাকা এপ্রক্সিমেট—পার টন সে থেকে ফ্রেইট চার্জ বাদ দিলে যদি ৪০ টাকা পার টন কোকের বাজার দর হয়, তা হলে গড়ে ৩ লক্ষ টন যে কোক বছরে তৈরি হবে সেই ৩ লক্ষ টন কোকের দাম সরকার পাবেন ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, মোটামুটি এভারেজ একটা হিসাব করে দিলাম। তবে কোক ওভেনএর রাজস্ব এক কোটি ৬০ লক্ষ টাকা যা বাজেটে দেওয়া হয়েছে কি কোরে এল? তারপরে বাই প্রডাক্ট হিসাবে দৈনিক ৫০ টন কোল টার সরকার পাবেন। তারও একটা দর—সেটা মনগড়া দর নয়। ১৯৫৫ সালে

Durgapur Coke Oven Project Enquiry Committee

নামে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই

Enquiry Committee, Economics of Durgapur Coke Oven production

কষে বার করেছিলেন—তার আয় ব্যয় তা থেকে দেখতে পাচ্ছি তাঁরা একটা হিসাব করেছেন ৬ কোটি দৈনিক ৫০ টন কোলটার যদি হয়—সেটা বছরে ৩৫০ ওয়ার্কিং ডেজ ধরে যে প্রডাকশন হবে সেই প্রডাকশন-এর বাজারদর ১৫০ টন হিসাব ধরে তা থেকে প্রায় ২৫-২৬ লাখ টাকা পাবেন। তার পরে বেনজোল দৈনিক ১৪ টন ধরে বছরে প্রায় ৫ হাজার টন বেনজোল হবে, এবং তার দর ৬০০ টাকা টন হলে তা থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পেতে পারেন। বাকি রইল গ্যাস। কোক-ওভেন থেকে দৈনিক ১৫ মিলিয়ন কিউবিক ফুট অফ গ্যাস তৈরি হবে। এই ১৫ মিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাসের মধ্যে ৬ মিলিয়ন ওভেন হীট করতে লাগবে আর বাকি ৯ মিলিয়ন আদার পারপোজএর জন্য পাওয়া যাবে। সেখানে ফার্টিলাইজার হবে, গ্যাস সেখান থেকে কলিকাতায় এনে ব্যবহৃত হবে, আর কোনোভাবে যদি এই গ্যাস ব্যবহার করতে নাও পারা যায় পাওয়ার স্টেশনএ পাওয়ার জেনারেট করবার জন্য মানে গরম করে স্টিম তৈরি করতে সেটা ব্যবহার করবেন। আপাততঃ পাওয়ার স্টেশনএ জল গরম করা ছাড়া ঐ গ্যাস ব্যবহার করবার আর কোন ব্যবস্থা নাই। কারণ, গ্যাস গ্রিড ও ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট কল্পনামাত্র। কাজেই গ্যাস যা উৎপন্ন হচ্ছে তা ইকনমিকেলি ইউটিলাইজ হবার আপাতত কোন সম্ভাবনা নেই। এই গ্যাস ইকনমিক্যালি ইউটিলাইজড না যদি হয় তাহলে কোক ওভেন প্ল্যান্টএ ক্ষতি অনিবার্য। সেই গ্যাস জল গরমের জন্য, পাওয়ার প্ল্যান্ট স্টিম জেনারেট করবার জন্য ব্যবহৃত হবে। এবং নামমাত্র মূল্যে সেই গ্যাস ব্যবহার করতে হবে। ১ হাজার কিউবিক ফুটের জন্য জল গরম করতে চার-পাঁচ আনার বেশি দর পাবেন না। তাতে বছরে ৯-১০ লক্ষ টাকা পেতে পারবেন। এই একটা আয়ের আইটেম না ধরলেও হয়ত দেখব যে অন্যান্য আইটেম এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা আয়ের হিসাব মিলে গেল। তাহলে, আর যেসমস্ত বাই প্রডাক্ট উৎপন্ন হবে তার কি হবে? সালফিউরিক এ্যাসিড হবে দৈনিক ৯·৫ টন, এমোনিয়া ৪৩ টন এভারেজ হবে, ওয়াশ অয়েল, ন্যাপথ্যালিন, টলুইন, সলভেন্ট ন্যাপথা—এইসব হাইড্রোকার্বন যা হবে তার উপায় কি হবে? সেগুলি কি বিক্রি হবে না। দুর্গাপুরের সংকট, এবং সেই সংকট সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের আর একটু অবহিত হওয়া উচিত। আমি বলছি এই সংকট ভবিষ্যতে নাও হতে পারে, যদি এখনই সাবধান হওয়া যায়। কিন্তু দুর্গাপুরের পরিণতি 'ডিপ সি ফিশিং'এর মত না যেন হয়। আমাদের হাতে যে কটা ডেভেলপমেন্ট স্কীম আছে তার পরিণতি এবং দুর্গাপুরের পরিণতি এবং তার সম্বন্ধে যত আশা ভরসা সব যেন ধূলিসাৎ না হয়। সুতরাং রিসিটএর খাতে বলতে চাই যে এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা আয় ধরা হয়েছে, তা শুধু কোক, টার, সস্তায় সারপ্লাস গ্যাস ও বেনজোলএর কিয়দংশ থেকেই পাওয়া যাবে। অন্যান্য মূল জিনিসগুলি থেকে প্রডাকস থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। হয় তার ফলে রিকভারির ব্যবস্থা নাই. না হয় তা বিক্রী করতে পারবেন কিনা সে সম্বন্ধে গভীর সংশয় আছে। কোক ওভেন এনকোয়ারী কমিটিও আয়ের খাতে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দেখিয়েছে এবং তার উপরেও কোনটা থেকে উৎপাদিত উপজাত জিনিসের দর মিলিয়ে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার কথা বলছেন। সুতরাং বাজেটের হিসাবের ভিতর ৫০-৬০ লক্ষ টাকার মূল্যবান জিনিস বিক্রী করবার ব্যবস্থা নাই। সেই কথায় আমি আসছি, বেনজোলের কথায় বলছি যে বেনজোল বছরে তৈরি হবে প্রায় পাঁচ হাজার টন; সেই বেনজোল কি করবেন? এই বেনজোল আমাদের পুড়িয়ে দিতে হবে। আমি যতদূর শুনেছি দুর্গাপুর থেকে যে বেনজোল তৈরি হবে তার ৫০ শতাংশ ভাগ বিক্রি করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস প্লোমিয়ার যে এক্সপ্লোসিভ ফ্যাক্টরি করেছেন সেই ফ্যাক্টরি ৫০ পারসেন্ট বেনজোল নেবে। বাকী বেনজোল-এর যে কি হবে তা এখনও ঠিক হয় নি। তাই আমি বলছি যে এই সব বাই-প্রোডাক্ট যদি ইকনমিক্যালি ইউটিলাইজড না হয় তা হলেই সংকট। তারপর বলছি যে সমস্ত স্টীল প্ল্যান্ট হচ্ছে বা হবে সেই স্টীল প্ল্যান্ট-এর আঘাত দুর্গাপুরের উপর আসবে—সে কথা সংক্ষেপে আলোচনা করছি। আশা করি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমার কথাগুলি শুনবেন। দুর্গাপুরে দুটো ব্যাটারির প্রতিটিতে ২৯টা কোরে ওভেন আছে, অর্থাৎ মোট ৫৮টা ওভেন রয়েছে; দু ব্যাটারীরও বেশি দুর্গাপুর স্টীলের জন্য লাগবে—সেকথা সাইমন কার্ভেসের ৩টা ব্যাটারীর ওভেন সেখানে হবে। এই ৩টা ব্যাটারীর প্রত্যেকটিতে ৭৮টা ওভেন থাকবে। এই দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট ছাড়াও রাউরকেলায় তিন ব্যাটারীর প্রতিটিতে ৭০টি ওভেন এবং ভিলাইতে তিন ব্যাটারীর প্রতিটিতে ৬৫টি ওভেন থাকবে এবং তার উপর আই আই এস কো ফ্যাক্টরীতে মোট ২০০-র উপর ওভেন হবে। টাটাতে চার ব্যাটারিতে ২৩০টি ও একটি ব্যাটারীতে ২৬টি, মোট ২৫৬টি ওভেন হবে। আমি বলছি না যে দুর্গাপুর স্টীল প্রোজেক্ট-এর মত ওভেন করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কোক ওভেন প্রোজেক্ট-এ। আমার বক্তব্য হল দুর্গাপুর কোক ওভেন প্রোজেক্ট থেকে যে সমস্ত বাই-প্রোডাক্ট বেরুবে সেই বাই-প্রোডাক্ট-এর কমপিটিটর করা হবে? তার কমপিটিটর হল এই যে বড় বড় ৫টা স্টীল প্রোজেক্ট। এই সব স্টীল প্রোজেক্টের উৎপাদিত কোক এর কথা বলছি না; কোক যার যার মত স্টীলের কারখানায় ব্যবহার করবে এবং উদ্বৃত্ত বিক্রি করবে। ভিলাইতে ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার টন কোক হবে; আমি হিসাব কোরে দেখেছি তারা নিজেরা ১১ লক্ষ টন ব্যবহার করবে, আর ৪৫ হাজার টন মার্কেটিং করবে। আমি জানি না পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দুর্গাপুর প্রোজেক্ট সম্পর্কে যে বই আছে তাতে বলা হয়েছে কোন কোন ওভেন হার্ড কোক—বাই-প্রোডাক্ট কোক ৭।৮ লক্ষ টন-এর মার্কেট আছে। এটা ঠিক কি না জানি না। তার জন্য এই ৭।৮ লক্ষ টনের বাজার অ্যাসার্টেন করতে পারি নি।

[4-10—4-20 p.m.]

কিন্তু আমি বলতে চাই যে কোকে কম্পিটিশন আসছে। ২ হাজার ফাউন্ড্রিজ ভারতবর্ষে রয়েছে এবং তার চাহিদা আছে, কিন্তু এই যে সমস্ত স্টীল প্রোজেক্টগুলি হয়েছে তার থেকে কিছু কিছু সারপ্লাস কোক থাকবে। সেদিক থেকে কোকের সঙ্গে কম্পিটিশন আসছে কিন্তু তার চেয়ে কম্পিটিশন বেশি আসছে বাই-প্রোডাক্টগুলির সঙ্গে, বেনজোলের সঙ্গে কম্পিটিশন আসবে, ফলে তারা পারবেন না—স্টীল প্রোজেক্টগুলি অল্প দামে বাই-প্রোডাক্ট বিক্রি করবে। এই স্টীল প্রোজেক্টগুলি ওভারহেড এক্সপেন্স এবং কস্ট অব প্রোডাকশন স্টীলের উপর চাপিয়ে দেবে, বাই-প্রোডাক্ট সস্তা দরে বিক্রি করবে। আপনি ছোট্ট মুদীখানা খুলে বসে আছেন, আপনি কি করবেন? ওভারহেড বেশি পড়বে, দাম বেশি পড়বে, কম্পিটিশনে পারবেন না। রাউরকেলা থেকে কোক ওভেনের যে বাই-প্রোডাক্ট আসছে তার হিসাব সকলকে দিচ্ছি—মিঃ স্পীকার, স্যার, কোক ওভেন গ্যাসের কথা আমি ছেড়ে দিলাম—৬০শো মিলিয়ন কিউবিক মিটার। অ্যামোনিয়া ইন টার্মস অব নাইট্রোজেন ৪ হাজার টন, বেনজোল ১০ হাজার টন, টলউইন ২১শো টন, নাইলিন ১১শো টন, ফেনল ৬শো টন, নেপথলিন ৭ হাজার টন, ওয়াস অয়েল ১০ হাজার টন, টার ৫০ হাজার টন। মিঃ স্পীকার, স্যার, যদি স্টীল প্রোজেক্টগুলি কোক ওভেন-এর বাই-প্রোডাক্টগুলি বাজারে ছাড়তে আরম্ভ করে তা হলে আমাদের দুর্গাপুর কোথায় দাঁড়াবে? শেষ পর্যন্ত দুর্গাপুরকে হিন্দুস্থান স্টীলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে একথা আমি বলে দিচ্ছি। অর্থমন্ত্রী আমাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, দুর্গাপুর কোক ওভেন প্রোজেক্ট ডবল করা হবে. ভারত-সরকারের কাছে পারমিশন চাওয়া হয়েছে ডবল করার জন্য। কিন্তু ডবল করে কি হবে? দুটো ব্যাটারীর জায়গায় না হয় চারটে ব্যাটারী হল, ৫৮টা ওভেনের জায়গায় না হয় ১১৬টা ওভেন হল—তাহলেও হিন্দুস্থান স্টীল, রাউরকেলা, ভিলাই, টাটা, ইস্কো এদের বাই-প্রোডাক্টগুলির সঙ্গে পারবেন?—পারবেন না। যদি আজকে বেনজোল যেটাকে মাদার লিকার বলে, যে মাদার লিকার থেকে অ্যারমেটিক কম্পাউন্ড, ড্রাগ ও ডাই স্টাফ ম্যানুফ্যাকচার্ড হয়—সেই বেনজোল যদি ইউটিলাইজ করা যেত, যদি অ্যামোনিয়া ইউটিলাইজ করা যেত তাহলে হয়ত আজকে আপনারা সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হতে পারতেন; কিন্তু সেই পরীক্ষায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-সরকার অকৃতকার্য হয়েছেন এবং বাঙলাদেশকে আবার একটা দুর্গতির পথে নেবার ব্যবস্থা এই দুর্গাপুর

কোক ওভেনের কথা দিয়ে করছেন। ১৯৫৫ সালে কোক ওভেন প্রোজেক্ট ইনকোয়ারী কমিটির এস্টিমেটে দেখতে পাচ্ছি কস্ট এস্টিমেট হল ১১৭ লক্ষ টাকা এবং অ্যানুয়াল সেল প্রসিড-এ দেখছি ১৬৯ লক্ষ টাকা—এটা ফ্যালাসাস্‌ কারণ অনেক ভাল বাই-প্রোডাক্ট-এর মার্কেট নেই, সালফিউরিক অ্যাসিড কেউ নেবে না—অ্যামোনিয়া বিক্রি করতে পারবেন না এবং এই কম্পিটিশনে দুর্গাপুর হার মেনে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা আর একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হব। অতএব দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা বছর বছর গ্রান্ট দিচ্ছি এবং ভাবছি যে একটা নতুন স্বর্গ তৈরি হবে, দুর্গাপুরে রূঢ় তৈরি করবো কিন্তু সেই রূঢ় কুক্ষিগত হবে হিন্দুস্থান স্টীলের; এবং তা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের হাত থেকে ভারত-সরকারের হাতে অনিবার্য-ভাবে চলে যাবে।

তারপর মিঃ স্পীকার, স্যার, ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর খাতে দেখছি একটা টোটাল গ্রান্ট নেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি সরকার নেবেন বলে কি ঠিক করেছেন? সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই বলেন নি। যদি বলেন যে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী আমরা নেব তা হলে কিভাবে তা নেবেন সেটা আমরা জানতে চাই। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী তা নেবেন, না কনস্টিটিউশনের আর্টিকল ৩১এ অনুযায়ী তাঁরা নেবেন, না কি আউট রাইট ন্যাশনালাইজ করে ১৪ আনার জায়গায় ১৮ আনা ক্ষতিপূরণ দিয়ে নেবেন? আজকে এখানে ১ লক্ষ টাকা টোকেন গ্রান্ট নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীকে দেবার চেষ্টা করা এবং সেখানে স্বার্থসম্পন্ন লোকদের সুবিধা করে দেয়া সম্পর্কে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী সম্পর্কে ইনকোয়ারী করার জন্য যে একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল সেই কমিট কি রিপোর্ট দিয়েছেন সেটা আমরা জানতে চাই। সেই কমিটির রিপোর্ট দাখিল হয়েছিল আমি যতদূর জানি ১৯৫৮ সালের জুন মাসে। সেই কমিটিতে বোধ হয় ছিলেন চীফ সেক্রেটারী, মিঃ এ বি গাঙ্গুলী, ডাঃ লাহিড়ী, মিঃ এস সি রায়, সেরিফ, শ্রীঅশোক মিত্র, একজন রিটায়ার্ড কমার্শিয়াল ম্যানেজার গ্যাস কোম্পানীর। যতদূর মনে পড়ছে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একজন ভদ্রলোকও ছিলেন এই কমিটিতে। সেই রিপোর্ট এখানে হাজির করে তবে এই ডিমান্ড নিয়ে আসবেন—তারপরে আমরা বিবেচনা করে দেখবো এই ডিমান্ড আপনাদের ন্যায্য কি না। তার আগে কিছুতেই এই ডিমান্ড আসতে পারে না। তার পরে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর কত ভ্যালুয়েসন? ১৮৫৩ সালে এই গ্যাস কোম্পানীটা হয়েছিল বলে আমরা রেকর্ড যতদূর পেয়েছি—তারপরে ১০৫ বছর কেটে গেছে, ঝাঁজরা হয়ে গেছে মেনসগুলি, সমস্ত ইনস্টলেশনগুলি খারাপ হয়ে গেছে। রিটোর্ট হাউসে গিয়ে ডাঃ লাহিড়ী এবং শ্রী এ বি গাঙ্গুলী কি দেখে এসেছেন সেই সমস্ত তথ্য আমরা জানতে চাই। রিটর্ট হাউসের দুরবস্থার কথা আমরা সংবাদ-পত্রে পড়েছি, তার খবর কিছু কিছু রাখি। সুতরাং এই যে একটা ইনস্টিটিউশন এই ইনস্টিটিউ-শনকে কোন্‌ আইনে নিচ্ছেন, তার ভ্যালুয়েশন কি হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাচ্ছি। আমাদের সন্দেহ করার কারণ এই যে, ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীকে শিল্পপতি জালান সাহেবরা নিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে; যদিও তার ভ্যালুয়েশন অনেক বেশি করা হয়েছিল, প্রায় ৮২ লক্ষ টাকা—৪০ লক্ষ টাকায় সাহেবরা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল এবং নেবার পরে আর একটা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস যেটা করেন সেটা মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনাকে জানিয়ে রাখছি—বি এল জালান, লর্ড সিনহা, তুষারকান্তি ঘোষ, পি আর সরকার, সুকুমার রায় যাঁকে ডাঃ রায়ের নেফিউ বলে জানি, এ কে জৈন ইত্যাদি। এবং আর একটা কোম্পানী করেন ক্যালকাটা গ্যাস কোম্পানী—তার ডাইরেক্টর হলেন এম এল জালান, এন এল সাহা, আর কে কানোরিয়া, পি আর সরকার ইত্যাদি। এই ক্যালকাটা গ্যাস কোম্পানীকে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী সব শেয়ার বেচে দিল ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকায়, তারপরে দর হল ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। একবার শুনেছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার না কি দয়াপরবশ হয়ে ২ কোটি টাকা দিয়ে গ্যাস কোম্পানিটাকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন। কাজেই আমি বলবো ১০৫ বছরের পুরানো একটা গ্যাস কোম্পানী যার সমস্ত ইনস্টলেশন, মেনস খারাপ হয়ে গেছে, সেই গ্যাস কোম্পানীকে এত টাকা দিয়ে কেন কিনবেন? আমি বলছি সংবিধানের আর্টিকল ৩১এ ধারা অনুযায়ী আপনি কোম্পানীটা নিয়ে নিন, আর তা যদি না পারেন তা হলে ভারত-সরকারকে বলুন যে ইন্ডাস্ট্রীস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড

রেগুলেশন অ্যাক্টের সেকশন ১৮এ অনুযায়ী তাঁরা সেই গ্যাস কোম্পানী নিক, প্রাথমিক ইনকোয়ারী করে তাঁরা গ্যাস কোম্পানী নিক। বাঙলাদেশের জনসাধারণের স্বার্থের দিকে চেয়ে এটা এতদিন নেয়া উচিত ছিল। আমাদের আশঙ্কা হল ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী আপনি নিলেন ৪০ লক্ষ টাকা শেয়ার ক্যাপিটাল সেখানে ২ কোটি দিয়েছিলেন কি ১৸৹ কোটি দিয়েছিলেন কিন্তু মনোপলি করে আপনি কি করবেন? দুর্গাপুরের মত তার ভার চাপাবেন কোলকাতার লোকদের উপর। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর ম্যাক্সিমাম অউটপুট দৈনিক ৩ মিলিয়ন কিউবিক ফুট, আর দুর্গাপুরের গ্যাস যেটা আসছে সেটা যদি একটু প্রপাগান্ডা করা যায় তাহলে কলকাতার নাগরিকদের শতকরা ২০ ভাগ ফ্যামিলি তারা আজকে সেই গ্যাস ব্যবহার করতে রাজী হতে পারে, তার জন্য কলকাতার দৈনিক বিশ মিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস লাগবে। কারণ কোলকাতার মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন সুট একটা মস্তবড় মিনাস, পার স্কোয়ার মাইলে প্রায় ২ টন করে সুট প্রতি মাসে জমা হচ্ছে এবং তাতে মানুষের স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে। সেদিক দিয়ে যদি সস্তা দরে গ্যাস সাপ্লাই করা যায় তাহলে সত্যিকারের লোকের উপকার হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কি সেটা করবেন? দুর্গাপুর থেকে যে গ্যাস আসবে সেই গ্যাসটাকে ১৸৹ ১৷৹ আনায় বিক্রি না করে ৩৸৹-৪ টাকায় হাজার কিউবিক ফুট করে আমাদের কাছ থেকে দুর্গাপুরের খেসারৎ আদায় করবেন—তাদের মূর্খতা এবং অবিমৃশ্যকারিতার জন্য—তার খেসারৎ কলকাতার জনসাধারণের উপর চাপাবেন এ আশঙ্কা আমাদের রয়েছে এবং এ আশঙ্কা যে অমূলক তার প্রমাণ দিতে হবে এবং প্রমাণ দিয়ে এই গ্রান্টকে আমাদের সমনে হাজির করুন—তা হলে তাঁরা আমাদের সমর্থন চাইবার অধিকারী হতে পারেন, এই বলে মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই গ্রান্ট-এর বিরোধীতা করছি এবং আশা করি যে সমস্ত প্রশ্ন আমি উত্থাপন করেছি সেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব অর্থমন্ত্রী দেবেন।

Mr. Speaker: Mr. Das, I will only tell you this—three hours for the whole grant.

Sj. Sunil Das: I shall take not more than one and a half minutes.

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং সম্বন্ধে আমি বলবো—এই সাদা বইটাতে পাচ্ছিঃ স্যার, সাদা বইএর ১১১

[4-20—4-30 p.m.]

পাতায় যা পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৭-৫৮ সালে ১৩৩৬টা বাড়ি হয়েছে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ৬৮৮টা হবে। আর কাজ হচ্ছে ২৫৩৮টা বাড়িতে। আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর ২১২৬টার স্যাংশন-এর অপেক্ষায় আছে। মোট হচ্ছে ৮৬৮৮টা। মোট ১০ হাজার বাড়ি করবেন বলছেন। এর মধ্যে দুই কোটি টাকা খরচ হয়েছে আর পৌনে তিন কোটি টাকা পড়ে আছে। ১ বছর মোটে বাকী আছে। কিন্তু সেদিন ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আমাদের পাবলিক ওয়ার্ক-এর মিনিস্টার তিনি একটা প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, কমপ্লিটেড হাউস ১৩৩৬টা আর কাজ হচ্ছে ২৩১০টার, আর সেন্ট্রাল অ্যাপ্রুভাল পাওয়া গেছে ১৬২২টার, আর সেন্ট্রাল অ্যাপ্রুভাল-এর জন্য পাঠান হয়েছে ২১৮০টার জন্য। আর প্ল্যান তৈরি হচ্ছে ৮৮০ বাড়ি। মোট হিসেব হচ্ছে ৮ হাজার ৪০৮টা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই ৮ হাজার ৪০৮টা ঠিক না বাজেটে যেটা দেওয়া হয়েছে ৮ হজার ৬৮৮টা, কোনটা ঠিক? কারণ এই রকমের অসঙ্গতি থাকা ঠিক নয়। এই বলে আমি এই ডিমান্ড-এর প্রতিবাদ করছি এবং আশা করি মুখ্যমন্ত্রী এর জবাব দেবেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দুর্গাপুর কোক ওভেন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার পূর্ববর্তী বক্তা অনেক কথা বলে গিয়েছেন। দুর্গাপুর কোক ওভেন-এ সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান-এ ১৯৫৬-৫৭এ টারগেট প্রভিশন ধরা হয়েছিল ৬ কোটি টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮এ অ্যাকচুয়েল হিসাবে দেখছি যে, ৪৸৹ কোটি এবং ১৯৫৮-৫৯এ বাজেট এস্টিমেট ধরা হল ৪ কোটি ২০ লক্ষ। কিন্তু রিভাইজড এস্টিমেট-এ দেখতে পাচ্ছি ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ, অর্থাৎ রিভাইজড এস্টিমেট ১৸৹ কোটি বেড়ে গিয়েছে। তারপর যে টারগেট ফিগার ৬ কোটি, সেই ৬ কোটি শেষ হয়ে গেল। এই

বাজেটে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আমাদের অর্থমন্ত্রী চাচ্ছেন। আমি বলতে চাই যে, এই যে কস্ট হচ্ছে এই স্টোক ওভেন-এ; এটা কিন্তু আমাদের পক্ষে এমন কিছু এসেনশিয়েল নয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী এটাতে বিজিনেস প্রোপোজিশন হিসাবে দৃষ্টি দিয়েছেন যাতে করে আমাদের তার থেকে আয় হয় এবং সেই জন্যই আমরা মনে করি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এর পিছনে টাকা ঢালছেন। টারগেট ফিগার সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্লান-এ যা ছিল সেই ৬ কোটি টাকার পরও তিনি আরও ২৷৷৹ কোটি ৩ কোটি টাকা তিনি বেশি খরচ করছেন। কিন্তু বিজিনেস প্রপোজিশন-এর দিক থেকে এর কি ফলাফল হতে পারে আমার পূর্বে শ্রীসুনীল দাস মহাশয় সে কথা বলে গিয়েছেন। রেড বুক-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অপারেশন্যাল এক্সপেনসেস ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা এবং রিটার্নও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মত। এখন কথা হচ্ছে, একই টাকা যদি রিটার্ন হয় তাহলে বিজিনেস প্রপোজিশন হিসাবে এটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য আমি জানতে চাই যে, এই যে টাকা দাবী করেছেন খরচ করবার জন্য তাঁর স্কীমটা কি এবং কিভাবে হবে। এরপর দেখছি যে যেখানে তিনি টাকা চাচ্ছেন তার মধ্যে দেখছি ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা চেয়েছেন ফর ডেভেলপমেন্ট অফ দীঘা। দীঘা হচ্ছে কল্যাণীর মতই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সমুদ্রতীরবর্তী একটা বিউটি স্পট করবেন বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি। অথচ দীঘার জন্য সরাসরি এইভাবে কোন টাকা তিনি আমাদের কাছে বাজেট এস্টিমেট-এ চান নি। ১৯৫৮-৫৯এ দেখছি বাজেট এস্টিমেট ছিল ৪৭ হাজার টাকার, রিভাইজড এস্টিমেট সেটা বেড়ে ২ লক্ষ ৮৩ হাজার—আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা কি দীঘাকে ডেভেলপ করবার জন্য, না, অন্য কোন মতলব আছে? ডাঃ রায়ের অনেক আশ্রিত আছে, তিনি আশ্রিত বৎসল—একজন হচ্ছেন উপমন্ত্রী শ্রীচিত্ত রায় মহাশয়—তিনি তাঁর পোষ্য। দীঘার ডেভেলপমেন্ট হলেও অনেকে কমপ্লেন করেছেন যে, দীঘাতে কোন রকম ডেভেলপমেন্ট করা হয় নি, সেখানে কোন অ্যাকোমোডেশন-এর বন্দোবস্ত হয় না। সেখানে একটা কাফেটেরিয়া আছে, কিন্তু এই কাফেটেরিয়াতে আমরা জানি কোন জায়গা পাওয়া যায় না—হয় কোন অফিসার না হয় কোন মন্ত্রীর সুপারিশের লোক জায়গা দখল করে বসে আছে। এবং এই কাফেটেরিয়াতে এক্সরবিট্যান্ট রেট এবং জিনিসপত্রও ভাল পাওয়া যায় না। প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ যদি এনকরেজ করা হোত তাহলে এতদিনে অনেক ডেভেলপমেন্ট হতে পারত। কিন্তু তা না করে শ্রীচিত্ত রায় এবং কংগ্রেসের অন্যান্য লোকদের নিয়ে সেখানে একটা কো-অপারেটিভ করে তার উপর সেটার ভার দেওয়া হয়েছে। আমি জানতে চাই চিত্ত রায় মহাশয় সেখানে ল্যান্ড স্পেকুলেশন করছেন কি না যার জন্য যা উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে না। আজকে যদি বাঙলাদেশের বাইরের কোন লোক অতিথি হয়ে আসেন তাহলে তাঁদের দেখাবার মত দুটি তিনটি জায়গা আছে—তার মধ্যে দীঘা একটা। পুরীর [illegible] যাবার জন্য বাঙলাদেশের লোকের প্রচুর অর্থব্যয় হয়। এই দীঘা যদি উন্নত হত, ডেভেলপ করা হত তা হলে বাঙলাদেশের অর্থ বাঙলাদেশেই থাকত। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, যে একটা ডাকবাংলো আছে—সেটারও এই একই অবস্থা। সব সময় ও'দের মধ্যে কেউ না কেউ দখল করে বসে আছে। ম্যাসাঞ্জোরেও একটা ডাকবাংলো আছে, সেটাও তেমনি করে তাঁদের পরিচিত লোকের দ্বারা দখল করা থাকে। সুতরাং তিনি যে দীঘার উন্নতির নাম করে আমাদের কাছে থেকে ৪৭ হাজার টাকা চাচ্ছেন সেই টাকায় সত্যি সত্যি উন্নয়ন কিছু হবে, না আশ্রিত-বাৎসল্য দেখবার জন্য, এটা আমি আজকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তা না হলে এই টাকা চাইবার কোন অধিকার তাঁর নাই। আমার আরো একটা পয়েন্ট বলবার ছিল, অবশ্য সুনীল দাস মহাশয় সেটাও বলে দিয়েছেন। এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী—৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে জালান সাহেব এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা এবং তার সাথে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন, অর্থাৎ, তিনি মুখ্যমন্ত্রীত্ব নেওয়ার পর থেকে যে সমস্ত কোম্পানীর তিনি ডাইরেক্টর ছিলেন তাতেই তিনি শ্রীসুকুমার রায়কে বসিয়েছেন। আগের অধিবেশনের সময় আমি বলেছিলাম যে, এই ভদ্রলোক ন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পানীতে ডাইরেক্টর—সেখানে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ও জুলুম ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে যে ডিসপিউট হয় তাতে শ্রমবিভাগকে ডিঙিয়ে সেটা স্থগিত করার বন্দোবস্ত করা হয়।

[4-30—4-40 p.m.]

যেখানে ডাঃ রায় আছেন, সেখানেই সুকুমার রায় আছেন। আজকে মোটামুটি যেটা আমরা দেখছি, ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর ৪০ লক্ষ টাকার যে শেয়ার, সেটা ১ কোটি ১৬ লক্ষ ১৫

হাজার টাকার ওল্ড ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী—ক্যালকাটা গ্যাস কোম্পানীকে দিয়েছেন। তাঁরা হয়েছেন হোল্ডার অফ দি ইন্টারেস্ট। এবং শুনতে পাচ্ছি ২ কোটি টাকা দিয়ে নাকি আমাদের পশ্চিমবাঙলা সরকার সেটাকে কিনে নেবার চেষ্টা করছেন। আমি জানতে চাই এটা সত্য কি না? কারণ আমাদের দেশের জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসিয়ে তাদের কাছ থেকে নিয়ে, সেই টাকা দিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অধিকার সরকারের নেই এবং তাঁদের নিজের বন্ধুবান্ধবদের সেই টাকা পাইয়ে দেবার জন্য কোন অধিকার সরকারের নেই।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে এই বাজেট আলোচনায় বলতে উঠে আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে তা হল এই যে, আমাদের এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার কোন আবশ্যকতা আছে কি না। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বলেছেন—চাল পাওয়া যাচ্ছে না, তা হলে কি মানুষ না খেয়ে আছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন—যে যাই বলুক তার ক্যারাভান ঠিক চলবে। এ সব শুনে ইতিহাসের কথা মনে পড়ে—মেরী অ্যান্টিওনেথ বলেছিলেন—লোকে যদি রুটি খেতে না পারে তা হলে ওরা কেক খায় না কেন? অতি দর্পে হতা লঙ্কা—সে আমরা সব সময়েই দেখেছি, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। যাঁদের গদীতে এ'রা এসে বসেছেন তাঁরাও একদিন বলেছিলেন—দি ডগস্ বার্ক, বাট দি ক্যারাভান গোজ অন; আমরা হয়ত সত্যিই চেঁচামেচি করি, এ'রা বলেন আমরা গোলযোগ সৃষ্টি করি, রাস্তায় কোন লোক গাড়ি চাপা পড়ে, তারপর গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আজকে যখন রেলগাড়ি লেট করে আসে তখন নিরীহ ড্রাইভার, স্টেশন মাস্টার, গার্ড নিগৃহীত হয় সেখানে কিন্তু আমরা থাকি না। যদিও সেদিন শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় বলেছিলেন যে এসব জিনিস আমাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি প্রভৃতির বিরোধী; আমি বলব যে কৃষ্টি বা ঐতিহ্যেরও সহ্য সীমা একটা আছে। এরকম যখন অবস্থা দেখতে পাই তখন কোন কথা এখানে বলবার দরকার আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই যখনই শাসনের ভিতর এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তখন শাসকেরা ভগবানের নাম নিয়েছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও ভগবানের নাম নিচ্ছেন, মেজরিটির ভোটের কথা বলছেন। আমরাও জনসাধারণের একটা তরফ থেকে এখানে এসেছি। শাসক পার্টিকে ভেবে দেখতে বলি যে তাঁরা এখানে জনসাধারণের মেজরিটির প্রতিনিধি হয়ে আসেন নি, ইলেকশন-এ মেজরিটি অর্থাৎ শতকরা ৫২ জন কাদের উপর বিশ্বাস রাখে তা প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের কথা তাঁদের কানে শুনা উচিত। বিশেষ করে যখন গণতন্ত্রের বড় বড় বুলি ও'রা মুখে মুখে বলে থাকেন। তা যদি শুনবার আগ্রহ থাকত তাহলে ওই কথা বলতেন না—দি ক্যারাভান গোজ অন ইত্যাদি। আমাদের কনস্ট্রাকটিভ সাজেসশন হোক বা ক্রিটিসিজম হোক দেখতে পাই তাতে তাদের নীতির কোন পরিবর্তন হয় না। যাই হোক দু-একটা বলব বলে এখানে দাঁড়িয়েছি। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী সম্বন্ধে সুনীলবাবু পরিষ্কার বলে গেছেন। লোককে ফাঁকি দিয়ে এইভাবে আর কতদিন চলবে? তারপর দেখুন টাকা আমাদেরই খরচ হয় অথচ এমন অবস্থা যে এদেরই অডিট রিপোর্টে কল্যাণী সম্পর্কে বার বার বলছে সেখানে কি কারবার চলেছে। ১৯৫৭ সালে দেখা যাচ্ছে কল্যাণীতে ৭১টি বাড়ি বিক্রি আছে, বাকিগুলি গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে এবং ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ভাড়া দেখা যায় আদায় হয় নি। এ সত্ত্বেও একে নাকি আমাদের সাপোর্ট করতে হবে। আমি যতটুকু জানি ১০-১৫ হাজার টাকা ভাড়া বাকি পড়েছে বাইরের লোকের কাছে, গভর্নমেন্টই ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ভাড়ার টাকা দেয় নি। তা সত্ত্বেও এই টাকা স্যাঙ্কশন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা সেখানে নিয়ে গিয়াছিলাম—সেখানে আমাদের কথা শুনে একটি কথা তিনি বলে এসেছিলেন—কল্যাণী ক্লাবকে বলে এসেছিলেন যে, তোমাদের জমি দেওয়া হবে। তার পর আর কিছুই হয় নি। এখন একটা বি বি ক্লাবের কাছে গিয়েছে, তাতে একটা শর্ত করে বলা হয়েছে—৪০০, টাকা করে যদি খাজনা দাও তাহলে ওই জমি দেওয়া হবে। এমনিভাবে ডিপার্টমেন্ট কাজ চালাচ্ছে যে উনি বলা সত্ত্বেও সে কথায় কেউ কানে নেয় না। কল্যাণীতে জমি বিক্রি হচ্ছে না। বাইরের লোক সেখানে যাবে কেন? দেখা যায় সেখানে একটু বৃষ্টি হলে সিওয়ার-এ জল যাচ্ছে না। আমি দেখেছি জল টানে ঠিক কিন্তু এক ঘণ্টা পরে জল জমে যায়। ড্রেন তৈরি হয়েছে ছ' ইঞ্চি করে এবং তৈরি হবার ছ' মাসের মধ্যে কমপ্লিটলি ভর্তি হয়ে যায় মাটিতে—তাতে আর জল টানে না, জল সরে না। মজা হচ্ছে

সিস্টেম এমনই যে আজকে কল্যাণীতে প্ল্যান স্যাঙ্কশন করতে হলে বলা হয় যে সার্ফেস ড্রেন খুলে দাও তা না হলে প্ল্যান স্যাঙ্কশন করা হবে না। আর ডিপার্টমেন্ট-এর লোককে যদি ঘুষ দেওয়া হয় তাহলে প্ল্যান স্যাঙ্কশন করা হয়। এদিকে যা হয় তাতে জল টানে না—সামনে সেস-পুল ভিতরে সেসপুল, তা সত্ত্বেও দেখি বছরের পর বছর সেখানে খরচ করে যাওয়া হচ্ছে। কি সিস্টেমে কাজ হচ্ছে তা ভাল করে দেখুন। ফ্লাস লাইট ব্যাটারি বলে একটি কোম্পানী আছে সেখানে। ও'রা বললেন কতকগুলি ট্রেনার্স সেখানে নিচ্ছেন আই এস-সি, বি এস-সি পাস ছেলে। তাদের একটা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল আস্তে আস্তে সেই স্টাইপেন্ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফ্লাস লাইন কোম্পানি সেই স্টাইপেন্ড-এর টাকা নিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র কমতে কমতে এখন ২০।২৫ জন ছাত্র টি'কে আছে। আমি জানতে চাই এখানে পাস করবার পর ওই ট্রেনার্সদের কি কাজ হবে না, হবে না? ইতিমধ্যে কোম্পানী টাকা নিচ্ছে, ২০।২৫টি যা ছাত্র আছে তারা সেপ্টেম্বর থেকে স্টাইপেন্ড পাচ্ছে না। এ সব সত্ত্বেও বলবেন ক্যারাভান চলছে, হাঁ, এইভাবে চলছে—ক্যারাভান নিশ্চয়ই চলছে। দ্বিতীয় কথা হেল্থ ডিপার্টমেন্ট অনেক টাকা খরচ করে। সদর সাব-ডিভিশনাল হসপিটালের উন্নতি করবার জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা গত বছর দেওয়া হয়েছিল, এবছর ৪০ হাজার কমে গেছে। এক দল লোককে ধরে ধড়াধড় কন্ট্রাক্ট দিলেন, এখানে বোধ হয় তাদের সুবিধা আছে। সিস্টেম তা হলে কি দেখুন। কল্যাণীতে ১৪টা বেডের একটি হাসপাতাল হয়েছে, তাতে ৬টি বেড মেটারনিটির জন্য। ১৪টি বেডের হাসপাতাল সব সময় খালি বেড পাওয়া যায় না। আমাদের মায়েরা সেখানে মাটিতে প্রসব করেন।

[4-40—4-50 p.m.]

ব্যাচারি ডাক্তার সেখানে কাজের ভীড়ে বলেছিল যে জায়গা আছে সব আছে হাজার ২০।২৫ টাকা খরচ করে দিলে এটাকে সুষ্ঠুভাবে করতে পারা যায়। আমরা সে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে এসে দিয়েছিলাম ডাক্তার রায়ের কাছেও। একদিন কথাবার্তাও হয়েছিল এবং উনি অবশ্য খুব সহৃদয়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, হ্যাঁ হবে। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, ডাইরেক্টর সাহেব একদিন সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন, হম্বি, তম্বি চম্বি করে তারপর শুনলাম বলে এসেছেন যে একটা পয়সাও আর এখানে খরচ হবে না। ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা এখানে একটা স্পেশালিস্ট হসপিটাল করবো, সেটা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ আর একটা পয়সাও খরচ হবে না এখানে। ইতিমধ্যে আমাদের মায়েরা, বোনেরা ঐ মাটিতেই প্রসব করতে থাকুন। ধাইএর একটা থাকবার জায়গা হবে না, একটা কম্পাউন্ডার থাকবার জায়গা হবে না, তা সত্ত্বেও ও'রা আশা করেন যে আমরা এই সমস্ত বাজেট সাপোর্ট করবো এবং ও'দের ক্যারাভান চলবে আর আমরা বলবো না চুপ করে বসে থাকবো। আমার বলবার খুব সামান্য কথা এবং আমার মনে হচ্ছে বলটা আমরা বলেই যাবো, হয়ত ইতিহাস একদিন এর পরিচয় ও সাক্ষ্য দেবে যে আমরা ঠিক কথা বলছি কি না বলছি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই খাতে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেই সম্বন্ধে বলতে উঠে আমি প্রথমেই দুর্গাপুর স্টীল প্রোজেক্ট করতে গিয়ে যে সমস্ত ব্যক্তি উৎখাত হয়েছে তাদের ঘরদোর থেকে এবং যারা তাদের জমিজমা হারিয়েছে এবং জীবনের সম্বল যাদের দিতে হয়েছে তাদের রিহ্যাবিলিটেশন-এর জন্য আমরা এবার দেখছি যে সরকারপক্ষ থেকে এই বৎসরের বাজেটে এই খাতে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা স্যাংশন করা হয়েছে এবং আগামী বৎসরের বাজেট খাতে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা এবং এই বৎসরে রিভাইজড এস্টিমেট-এ ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে সমস্ত লোক, যাদের সংখ্যা ৫ হাজার এবং ১ হাজার ফেমিলি, যারা গোপালপুরের মাঠে উঠে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের রিহ্যাবিলিটেশন-এর জন্য—আমি জানি না—গত বৎসর তিন লক্ষ টাকার ভিতর কতখানি খরচ করা হয়েছে। কারণ আমাদের যা জানা আছে তার থেকে বলতে পারি যে এদের জন্য এখনও কোন জলের বন্দোবস্ত করা হয় নি, স্কুলের বন্দোবস্ত করা হয় নি, এখানে কোন রাস্তাঘাট নেই, তাদের জীবিকার কোন সংস্থান নেই। চাষীকে জমি দেওয়া হয় নি, যে সমস্ত কর্মক্ষম লোক তাদের মধ্যে হয়ত ২।৪ জন আসেপাশে চাকরী পেয়েছে কিন্তু বেশিরভাগ লোক আজকে কাজ পাচ্ছে না, বেকার, এবং তাদের অবস্থা অত্যন্ত চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। আমি মনে করি যারা আজকে দেশকে গ'ড়ে তোলবার

যারা তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছে তাদের অন্ততঃ, জীবন পথে যাতে তারা আবার চলতে পারে সেইভাবে তাদের বসিয়ে দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা তাদের জন্য অত্যন্ত কম বলে আমি মনে করি। এই খাতে আরো ব্যয় বাড়ান উচিত। এই সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই খাতে মিউনিসিপ্যাল রোডস-এর জন্য দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা। স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন পশ্চিমবাঙলায় প্রায় ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এই ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রায় এক কোটি লোক বাস করে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ⅓ অংশের চেয়েও বেশি। সাধারণ রাস্তার জন্য খরচ করা হয় প্রায় তিন কোটি টাকা এবং এর একটা পয়সাও মিউনিসিপ্যালিটিতে খরচ হয় না। এবং তদ্বারা রাস্তা সারানোর কাজ করার জন্য সরকার তাদের বলেছেন। অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি এলেকায় যে সমস্ত রাস্তা আছে তা সমস্তই সারানোর দায়িত্ব এদের উপর ফেলে দিচ্ছেন। আপনি জানেন স্যার, মিউনিসিপ্যালিটির অর্থনৈতিক অবস্থা যা তাতে ঠিকভাবে তাদের পক্ষে জল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে এই রাস্তা সারানো তাদের পক্ষে অসম্ভব। আর মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এটা প্রত্যেকেই জানেন। সেদিক দিয়ে এই ১৫ লক্ষ টাকা অত্যন্ত কম, এ বিষয়ে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং যাতে মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা খাতে আরও টাকা বাড়ান যায় সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আমার তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে—হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে সরকার পক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে, এটা আইনতঃ তারা দিতে বাধ্য এবং দেবেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রায় দু' বছর হল গঠিত হয়েছে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কোন কাজ শুরু হয় নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই দু' বছর ধরে হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পিছনে সরকার পক্ষ থেকে অনেক খরচ করেছেন, হাওড়ার লোকও ৩ পারসেন্ট বেশি ট্যাক্স দিয়ে যথেষ্ট অর্থ তাদের হাতে দিচ্ছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কাজ শুরু হয় নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমি এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৫৬ সালে পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়ে গেছে। আজ ৩ বছর হয়ে গেল কিন্তু পঞ্চায়েত আইন কার্যকরী করা হয় নি। এবার ২৫ লক্ষ টাকা এই পঞ্চায়েত আইন চালু করার জন্য ধার্য করা হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে এ বছর এপ্রিল মাস থেকে অন্ততঃ যেখানে এন ই এস ব্লক হয়েছে সেইসব জায়গায় এই পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। আমি জানতে চাই সেটা হবে কি না? আমি যতদূর জানি পঞ্চায়েত নির্বাচন আরও পিছিয়ে যাবে। ৪।৫ মাস পর সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে চলে যাবে। আমি জানতে চাই এটা সম্বন্ধে।

তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার সম্বন্ধে—এই খাতে টাকা দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রীকে অনেক সময় বলতে শুনেছি যে তারা এটা চিন্তা করছেন যাতে বেসরকারী শিল্পে যে নিয়োগ হবে তা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ যাতে হয় তার চেষ্টা হচ্ছে। আমি তাদের কাছে জানতে চাই—এই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এর ভিতর দিয়ে সত্যই লোক নিয়োগ করা হবে কি না এবং এ ধরনের আইন সরকার প্রণয়ন করছেন কি না, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট আশ্বাস আমি তাঁদের কাছ থেকে চাই।

Sj. Ranendra Nath Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের গভর্নমেন্টের কাজ সবই অদ্ভুত। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী নেওয়া হবে কি হবে না—তার ঠিক নাই কিন্তু তার জন্য একটা টোকেন বরাদ্দ করে রেখে দিলেন ১ লক্ষ টাকা। সেটা কিসের জন্য খরচ হবে সেসব কিছু লেখা নাই—কিন্তু একটা টোকেন বরাদ্দ হয়ে থাকল। কিন্তু যে জিনিসের পরিকল্পনা করা হল, যে জিনিসের জন্য টাকার বরাদ্দ করা হয়েছিল সে জিনিসের অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন রয়েছে আমাদের দেশে, এ রকম একটা জিনিস তার পেছনে কিছুদিন খরচ করে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল। আমি দেখছি একটা খাত রয়েছে

Capital Account of other State works outside the Revenue Account তাতে Housing accommodation for working girls

কর্তব্যে অবহেলার জন্য অভিযুক্ত করতে চাই। ১-২-৫ বছর আমরা অপেক্ষা করতে পারি, আমরা বুঝতে পারি যে প্রথম পরিকল্পনার নানা অসুবিধার জন্য হয়ত তাদের করা সম্ভব হয় নি, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কতদিন গেল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুই হল না। গভর্নমেন্ট একথা জানেন যে বাসস্থানের কিরকম অভাব। খগেনবাবু বা সাত্তার সাহেবের একথা জানার কথা নয় সমগ্রভাবে ক্যাবিনেটের এটা জানা আছে যে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের, শ্রমিকদের থাকবার কোন কোয়াটার্স-এর ব্যবস্থা নেই। গভর্নমেন্টের অসুবিধা জানার পরে জমির দামের কথা বিবেচনা করে সমস্ত কথা চিন্তা করার পর কোলকাতা শহরের জন্য বরাদ্দ বাড়ান হয়েছে। তাঁরা সমস্ত কথা জানা সত্ত্বেও মন্থর গতিতে চলছেন। তাঁরা প্রত্যেক বছর আমাদের কাছে এসে বলেন এই এই করেছি এবং এমনভাবে হিসাব দেখান যেন বহু কিছু দেশে হয়ে গেছে। অথচ আজ দেশের যা প্রয়োজন তার ১০০ ভাগের এক ভাগও তাঁরা করতে পারেন নি এবং তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আজ থেকে তাঁরা যদি অবহিত না হন তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্ল্যানের ছেদো কথা দেশের লোক বুঝতে রাজী হবে না এই সাবধান বাণী আমি করছি।

[The House was then adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[5-20—5-30 p.m.]

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: On the 23rd February, Monday, we have a major festival—Sab-e-Barat—and may I request you to please adjourn the business of that day to some other day so tht we may get a holiday for that day.

Mr. Speaker: I understand that even Dr. Prafulla Chandra Ghose has mentioned that the 23rd should be a holiday.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Yes, I have.

Mr. Speaker: I declare the 23rd February a holiday here and now. I am told by Mr. Mukherjea that the Council will be sitting on the 23rd February. I think there is yet time—the Chairman will consider it. I am declaring the 23rd February a holiday. The business of that day—Monday —will be taken up on the next day—Tuesday—and so on.

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এখানে উত্থাপন করেছেন আমি সেই দাবিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে দুই-একটা বিষয়ে আমার বক্তব্য বলব। একটু আগে বিরোধীপক্ষের বন্ধু ডাক্তার কানাইলাল ভট্টাচার্য মহাশয় গোপালপুরের মাঠের কথা বলেছেন—গোপালপুরের মাঠ আর উদ্ধারণপুরের ঘাট তাঁর কাছে এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি যে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন সে জায়গার নাম পর্যন্ত তিনি জানেন না। রাঁচী এবং করাচী যেন কাছাকাছি সেইভাবেই তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল থেকে যেসমস্ত মানুষকে উৎখাত করা হয়েছে তাদের কথা বলতে গিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে তাদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা যেন সৃষ্টি করা না হয়। কারণ এ সমস্যা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা। আজ সেখানে ৫ হাজার লোক নন। আমি আপনার মাধ্যমে ডাক্তার ভট্টাচার্যকে নোট করতে বলি যে সেখানে ১৪ হাজার লোকের বসতি। কাজেই তাঁর ৫ হাজারের তুলনায় যে সমস্যা সেখানে আছে ১৪ হাজারে গিয়ে এই সমস্যা আর বিরাট এটা নিশ্চয় তিনি অনুমান করতে পারছেন। স্পীকার মহোদয় আমি এখানে আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করব যে লৌহশিল্প এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে যে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে তার জন্য সেখানে যেসমস্ত মানুষকে গৃহহারা হতে হয়েছে আজ তাদের পুনর্বসতির দায়িত্ব যে সরকারের সে সম্বন্ধে সরকার যেন সচেতন হন। সেখানকার সাধারণ মানুষ যারা গৃহচ্যুত ও জমিচ্যুত হয়েছে তারা নিজেদের চেষ্টায় অন্য জায়গায় নতুন করে বসতি গড়ে চলেছে। সরকার তাদের জমি ও ঘরের দাম দিবেন মাত্র, কিন্তু সেখানে মানুষের উপযোগী করে নগর পত্তনের যে প্রচেষ্টা চলেছে তাতে

সরকার কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। আজ সেখানে কম করে হলেও ১০ হাজার লোকের বা সেই জায়গার নাম গোপালপুরের মাঠ, এই গোপালপুরের মাঠের কাছে বেনাচাটিতে কোন জলে সোর্স নাই। লোকের বসতি হবার পর তারা নিজ চেষ্টায় কিছু করেছে এবং সরকারও কয়ে জায়গায় কুয়ো করে দিয়েছেন। কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মে যখন জলের অত্যন্ত প্রয়োজন তখন অধি জলকষ্ট দেখা দেয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর কয়েকটা কুঁয়ো আছে, এবং দু-চার জায়গায় কয়েকা কুঁয়ো করে দিতে তাঁরা রাজী হয়েছেন। কিন্তু সরকারের এদিকে আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন আছে। তারপর যানবাহনের ব্যাপারে—এখানে আগে অল্প টাকা ব্যয়বরাদ্দ হয়েছিল কিন্তু কনস্ট্রাকসন বোর্ড এই জায়গা পরিদর্শন করে বললেন এত অল্প টাকায় রাস্তার কাজে হাত দেওয়া ঠিক হবে না, টাকার অঙ্ক বাড়ালে কিছু প্রয়োজন মিটতে পারে। এটা আমাদের রাজ্যসরকারের দায়িত্ব, তাঁরা তাই সেখানে আরও বেশি টাকা ধার্য করবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন। সেখানে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী করার কথাও অনেক কল্পনা করেছেন—এতে ডাক্তার রনেন সেনের মনে হয়েছে যে, এই ব্যাপারে নাকি বিড়লার সঙ্গে আমাদের সরকারের আঁতাত হবে তিনি এটাকে কলঙ্কের কথা, লজ্জার কথা, ধিক্কারের কথ বলে গিলেন—এবং এই ব্যাপারে নাকি ডাক্তার রায়ের সঙ্গে বিড়লার কথা হয়েছে আমেরিকায় বসে। আজ তাঁদের পিতৃভূমি যেখান ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁরা সরকার গঠন করেছেন শ্রীনাম্বুদ্রীপাদের অধিনায়কত্বে সেই কেরালায় তাঁরা যে কলঙ্কজনক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সেই কথা কি ডাক্তার রণেন সেনের মনে আছে? এই নাম্বুদ্রিপাদের অধীনে সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি কি লজ্জাজনক সর্ত চাপিয়ে দিয়েছে—সেখানে স্ট্রাইক হবে না, সেখানে লোকআওট হবে না, সেখানে রিট্রেন্সমেন্ট, এ্যাপয়েন্টমেন্ট ইত্যাদির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের মত ও খেয়ালই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হবে। তা ছাড়া একটা একটা করে লেবার লেজিস-লেশনএর ভাল ভাল জিনিস সেখানে আজ পদদলিত হচ্ছে। তাঁরা সেখানে আইনের নতুন পয়েন্ট গ্রহণ করেছেন যে, বোনাস ইত্যাদিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফিসিয়েন্সি কাউন্টেড হবে, এবং বোনাস বলে কিছু দেওয়া হবে না যারা প্রভুকে পদলেহন করে খুশী করতে পারবে তারাই বোনাস পাবে। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কোন রাজ্যের যেখানে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে কোন রাজ্যেই এত বড় কলঙ্কজনক ব্যাপার নাই। সেই সমস্ত রাজ্যে সঙ্গত ও ন্যায্য অধিকারের জন্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে পারে, স্ট্রাইক হতে পারে, লোকআউট হতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ডাক্তার রায় বিড়লার পদলেহন করে এরকম কোন সর্ত করেছেন কি? আজ ভারতবর্ষের বিরাট শ্রমিক আন্দোলনে কংগ্রেস একটা দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষ লজ্জার মাথা খেয়ে সেই কথা বেমালুম অস্বীকার করলেন এবং শুধু তাই নয়, বলে গেলেন ডাক্তার রায়ের সঙ্গে বিড়লার আঁতাত হয়েছে। যাই হোক, আজকে প্রাইভেট সেক্টরএ হোক, আর পাবলিক সেক্টরএ হোক, আমাদের একটা ফার্টিলাইজর ফ্যাক্টরী করার আশু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এই কাজকে তরান্বিত করবার জন্য প্রয়োজন হলে পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন জায়গায় এই ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী করার জন্য আমি সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। তবে আমি শুনেছি যে, এটাই নাকি বিশেষজ্ঞদের মত যে, যেখানে আজকে দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে সেখানেই এই ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী কম টাকায় হতে পারে অন্যান্য জায়গার চেয়ে। সরকার যদি অনতিবিলম্বে এই কাজে ব্রতী হন তাহলে জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হবেন।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আদর্শগ্রাম মডেল ভিলেজ স্কীম সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য আপনার কাছে হাজির করতে চাই। কালনা থানায় বিজয়নগর বলে একটা আদর্শগ্রাম হয়েছে। সেখানে টি টি কৃষ্ণমাচারী গিয়েছিলেন। তিনি যে হলটির উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন সেই হলটি অবশ্য বর্তমানে আর নাই, উড়ে চলে গিয়েছে। যাই হোক, যেসব কৃষকদের জমি নেওয়া হয়েছিল আজও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। সেই গ্রামে ঘর তৈরির ব্যবস্থা হলেও জানালাদরজা কিছুই হাজির হয় নি এবং সবই আধাভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং সেই গ্রামটিও জনশূন্য অবস্থায় থেকে গিয়েছে। তারপর, বানেতে যাদের ঘরদোর ভাঙ্গে নি বা ভাসে নি তারা অনেকেই

সাহায্য পেয়েছেন। আরো দেখেছি যে, একজন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তিনি ৬২ টাকা মাইনের কাজ করেন, কিন্তু তারও দোতলা বাড়ি হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সেইসব কৃষকেরা যাদের জমি গেল তারা টাকা পেল না। এই যে আদর্শগ্রাম হচ্ছে আমার মনে হয় গোল্ডস্মিথএর ডেজারটেড ভিলেজও বোধ হয় তার চেয়ে ভাল হবে।

তারপর পঞ্চায়েতের ব্যাপার—পঞ্চায়েত এখনো নির্বাচন প্রথায় গঠিত হয় নি, কিন্তু যেভাবে তার প্রস্তুতি চলছে, যেভাবে তার আইনকানুন তৈরি হচ্ছে সকলেই আতঙ্কিত হচ্ছেন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছেন। পঞ্চায়েত ডেলিমিটেশন করবার জন্য গ্রামগুলিকে ছিন্নভিন্ন করা হচ্ছে, খুসীমত বিভাগ করা হচ্ছে, এবং এই পঞ্চায়েতগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জীইয়ে রাখবার প্রচেষ্টা চলছে এবং যে পদ্ধতিতে করলে জনসাধারণের মঙ্গল হবে সেভাবে করা হচ্ছে না। যেসমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে তাতে গণমতের বিকাশ ব্যাহত করা হচ্ছে, এবং আইনের বিধান লংঘন করে জনগণের সমস্ত অধিকার নষ্ট ও ক্ষুন্ন করা হচ্ছে।

যা থেকে মনে হচ্ছে এই কথা যে শাসকদল খুব আতঙ্কগ্রস্থ হয়েছে পাছে জনসাধারণের হাতে শক্তি বেড়িয়ে যায় সেই জন্য এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর খুসীমত কাজ করবেন, পঞ্চায়েতের যেসকল রেজিলিউশন সমস্ত নাকচ করে দিয়ে তাঁর মত চালাতে পারেন। সেই একজিকিউটিভ অফিসারকে গভর্নমেন্ট এ্যাপয়েন্ট করবেন অথচ জনসাধারণ তার মাইনের টাকা দেবে, তা কখনও হতে পারে না। তিনি সেখানে সরকারের ও নিজের দলীয় স্বার্থের জন্য কাজ করবেন এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

দ্বিতীয়ত ন্যায় পঞ্চায়েতে যেভাবে তাকে অধিকার দিয়েছেন ফাইন করার, তাতে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে যে-কোন একটা ব্যাপারে তাঁর খুসীমত বিচার করবার ক্ষমতা থাকবে এবং সেখানে যদি প্রতিক্রীয়াশীলএর হাতে ন্যায় পঞ্চায়েতেরে শক্তি যায়, তাহলে সেখানে বিরোধীপক্ষ যাঁরা থাকবেন, তাদের মত চলবে না, সেইজন্য যেমন করে হোক ফাইন করে বা নির্যাতন করে তাদের পদানত করবার সুযোগ ন্যায় পঞ্চায়েতের পদ্ধতিতে দেওয়া আছে।

তারপর ট্যাক্সেশনএর ব্যাপার। এই ট্যাক্স নানা দিক দিয়ে আদায় করা হচ্ছে। সাইকেলের উপর ট্যাক্স, গরুরগাড়ির উপর ট্যাক্স, এমনকি বাড়ি তৈরি করতে গেলে তার উপরও ট্যাক্স, এত রকমের ট্যাক্স করেছেন যা শুনলে গ্রামের লোকের মাথা খারাপ করে ফেলে, তারা বিশ্বাস করতে পারে না, তারা বলে এ কি কখনও সত্য হতে পারে?আমি এখানে একটা জিনিসের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে যে রুলস দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রুল ১১০ দেখলে দেখতে পাবেন সেই ট্যাক্স বসানর ব্যাপারে—যেখানে কৃষির জন্য এগ্রিকালচারাল ইনকামএর কথা বলা হয়েছে. সেখানে কি হবে? না, যে কৃষিপণ্যজাত যা উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক খরচ এবং অর্ধেক আয় হিসাবে ধরা হবে। কিন্তু তা বাংলাদেশের কোথাও হয় নি। উল্টে তাঁরা কৃষির আয়ের উপর ট্যাক্স বসাবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি ২নং আইটেম পড়ে দেখেছি এগ্রিকালচারাল ইনকাম-এর উপর দেড় পার সেন্ট ট্যাক্স বসাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ শতকরা দেড় পার সেন্ট ট্যাক্স হবে কৃষির উপর। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন ধান কিম্বা পাটের মণ প্রতি খরচ পড়ে ২০ টাকা এবং সেটা বিক্রয় হয় ২৮ টাকায়, তাহলে সেখানে অর্ধেক আয় ও অর্ধেক খরচ হিসাবে ধরা কি সরকারের ন্যায়সঙ্গত নীতি হবে? এমন অনেক ফসল আছে যা বাংলাদেশে হয় না, সেটারও যদি অর্ধেক খরচ ও অর্ধেক আয় ধরা হয়, তাহলে অন্যায় করা হবে। তা ছাড়া আপনি জানেন আলুর ব্যাপারে শতকরা ৮০ ভাগ কস্ট অফ প্রডাকশনএর খরচ পড়ে। এই সমস্ত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সরকারের যে বিঘোষিত নীতি এগ্রিকালচারাল গুডসএর উপর এই ধরনের ট্যাক্স আদায়ের রুলস জারী করা উচিত কিনা সেটা একটু চিন্তা করুন। আমি বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ করছি। সবচেয়ে বড় কথা, ট্যাক্স আদায় করবার জন্য পঞ্চায়েতে যে নির্যাতনকারী পদ্ধতি শুরু করেছেন সেটা যাতে পরিবর্তন হয় তারজন্য ব্যবস্থা করুন।

[5-40—5-50 p.m.]

Dr. Golam Yazdani:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকের বাজেটের মধ্যে ৫৭-ছেড়ে যে টাকা ধরা হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি যে ভিলেজ পঞ্চায়ত-এর জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এর আগের বারে ধরা হয়েছিল ১০ লক্ষ ৫০ হাজার তার আগের বার ১০ লক্ষ। এখন বাংলাদেশে পঞ্চায়েত গঠিত হতে চলেছে, সুতরাং তার নির্বাচনে খরচ হবে এবং এগুলিকে সাহায্য করবার জন্য খরচ লাগবে এর জন্যে টাকার দরকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু টাকা দিয়ে যে সমস্ত পঞ্চায়েত গঠিত হতে যাচ্ছে তার রূপ যে কি হবে সেটা জানা দরকার। গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হোক এটা সবাই চায় এর মারফত গ্রামবাসীরা যদি দায়িত্বশীল পঞ্চায়েত গঠিত হোত তাহলে এখানে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। আমরা দেখেছি ইউনিয়ন বোর্ডগুলির যতটুকু গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ছিল এই পঞ্চায়েতে তার চেয়ে বেশি আছে এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, ব্যালট প্রথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এইভাবে এক দিকে কিছুটা গণতান্ত্রিক অধিকার দিলেও অন্যদিকে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যারা নির্বাচিত হবেন তারাই যে এখানে শুধু প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবেন তা নয়, সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিও থাকবেন সরকার কো-অপারেটিভ করে দেবেন। অঞ্চল পঞ্চায়েত, ন্যায় পঞ্চায়েত প্রত্যক্ষ ভোটে হবে না, পরোক্ষ ভোটে হবে। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েতকে গঠনমূলক কাজ করতে হবে কিন্তু ন্যায় পঞ্চায়েত, অঞ্চল পঞ্চায়েত যেগুলি উপরে আছে সেখানে গ্রামবাসীদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। দেখা যাচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা অঞ্চল পঞ্চায়েতে যাবেন তাদের ক্ষমতা খর্ব করবার জন্যে কতকগুলি লোককে মনোনীত করে দেওয়া হচ্ছে যাতে সরকারী কর্তৃত্ব সেখানে বজায় থাকতে পারে। তা ছাড়া, এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করবেন তা ওলটপালট করবার জন্য সরকারের নির্বাচিত সেক্রেটারী আছে এবং পঞ্চায়েত ইন্সপেক্টর আছে। তাদের এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে সত্যিকারের ভাল কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত, ন্যায় পঞ্চায়েত যা করতে চাইবেন পঞ্চায়েত ইন্সপেক্ট তা নাকচ করতে পারবেন। তারা যে বাজেট তৈরি করবেন সেই বাজেট পঞ্চায়েত ইন্সপেক্টরএর পছন্দ না হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংগে কোনরকম পরামর্শ না করে সেই বাজেটকে নাকচ করে দিতে পারবেন। অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যদি কোনদিন নো-কনফিডেন্স মোশন আসে বেশীর ভাগ প্রতিনিধিদের আস্থা তাদের উপর থাকলেও পাঞ্চায়েত ইন্সপেক্টর তাদের অপসারিত করতে পারবেন। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বলে সরকার একজন কর্মচারী নিয়োগ করছেন. তার ক্ষমতা অনেক. কারণ তাকে এক্জিকিউটিভ অফিসার করা হচ্ছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে সমস্ত গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেবার ভার থাকবে সেক্রেটারির উপর এবং তাকে সাহায্য করবে পঞ্চায়ত ইন্সপেক্টর, যে সমস্ত মনোনীত প্রতিনিধিরা থাকবেন তাঁরা এই পঞ্চায়েত ইন্সপেক্টর এবং সেক্রেটারীকে সাহায্য করবেন। এইভাবে গ্রামের লোকদের মনে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে তারা তাদের উন্নয়নমূলক কাজগুলি নিজেরা ঠিকমত করবার সুযোগ পাবে সে আশা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি আমাদের কংগ্রেস সরকার ধনিকের সরকার, তাদের স্বার্থ যাতে বজায় থাকে তাই তারা এই গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মধ্যে ঢুকে যাবার চেষ্টা করছে। এবং সরকারের যে নীতি তাকেও প্রভাবান্বিত করার জন্য এমন সুকৌশলে সেই আইনের মধ্যে ফাঁক রেখে দিয়েছে যে সে সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতাটাকে এই গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করে তুলবেন। সুতরাং নির্বাচিত হবে এই ভেবে গ্রামের লোকেরা যে উল্লাসিত হয়ে উঠেছে কিন্তু তাদের এই উল্লসিত হয়ে উঠার কোন কারণ নেই, কারণ আমরা জানি যদিও মুখে বলা হচ্ছে গণতান্ত্রিক উপায়ে এটা গঠিত হবে কিন্তু বাস্তবিক এটা আমলাতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক-ভাবেই ভোট হবে। নির্বাচন হবে এবং এইভাবে সমস্ত বাংলাদেশে পঞ্চায়েত গঠিত হবে। এতে সরকারের যে স্বার্থ, তাদের আমলাতান্ত্রিক যে মনোভাব সেটাই এতে ফুটে উঠবে এবং গ্রামে দলাদলির সুযোগ হবে। এর ফলে গ্রাম্য এলাকায় যে লোক স্বাধীন চিন্তা করে তাদের নিজেদের কাজ করতে চাইবে তারা প্রতি পদে পদে সেই কাজে বাধা পাবে। তাই এই সমস্ত [illegible] প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য, এই টাকা খরচ করার জন্য আমাদের সামনে আজকে যে বাজেট করা হয়েছে সেই বাজেট নিশ্চয়ই পাশ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা জানি যে টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন, যে টাকা খরচ করলে. আমরা যা আশা করেছিলাম সে আশা কিছুতেই সফল হবে না, এর দ্বারা কতকগুলি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আপনারা সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, before I proceed.....

Sj. Ganesh Ghose: Sir, we have another member to speak—Sj. Hemanta Ghosal.

Mr. Speaker: But his name is not in my list given by you. Yes, Dr. Roy.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, before I proceed to reply to the points raised by my friends I want to assure my friend Dr. Majumder that although I said the caravan will go on I never used the language which was used by previous people in the Assembly that let the dogs bark. I do not agree with that because I feel that I should listen to the various criticisms although some of them may be very unwise and very rash and yet I feel I derive great amount of information from the opposite side but at the same time I want to make it clear that if the demand is made today which in our opinion is intended to halt the progress of the State as we understand it, we shall certainly go ahead with our schemes. Sir, my friend Sj. Ganesh Ghose has raised the issue 'what will you do with 1 crore under slum clearance scheme' and he has also made an alternative suggestion why not start a watersupply for bustees. I may tell him that the two are not exclusive of one to the other. As a matter of fact, I may tell him also that I have sent to the Government of India sometime ago a demand for 300 tubewells to be supplied to the bustee people alone but the only difficulty that is standing in our way yet is that we have not got the motors—although we have pumps—to lift the water and just now a little while ago one friend placed in my hand a list of motors which may be available for supply—although their number is very little—10 or 12 and we want about 300. The difficulty is about foreign exchange and I have appealed to the Government of India to see that the foreign exchange can be released because in my opinion these units of water-supply will also go on supplying the new tenements when they will be built wherever they are built. Therefore they will not go waste. The question of making sanitary arrangements in bustee is a very difficult problem because in the bustees there are no sewers.

[5-50—6 p.m.]

Sir, the question of getting land for the purpose of constructing sewers will take a little time. Further it may be necessary, when we are building the tenement houses later on that the original sewer plan may have to be altered, but the water-supply plan or the electric supply plan does not militate against the plan of having tenement houses in the different areas.

Then the question has been raised—why have we provided only such a small amount and have a few bustees cleared on the north. The plan that we have envisaged is this. We cannot drive out a man who is living in a bustee wherever he may be—either in A or B or C area—until we erect some structures where we can ask them to move before that bustee area can be taken up for development. We have suggested three areas to be taken up first under this scheme. One area is in the north where we would have 1,200 or 1,300 tenements. After the tenements are constructed, we can ask the bustee-dwellers to go there. Then we can proceed to the next bustee. Then you have seen in my list of demands a demand for the purchase of Orphanganj Market where there is a fairly large area—about 10 bighas—which is not built upon and which can easily be converted into tenement houses for the neighbouring bustee areas. We are also trying to get some land in the middle of the eastern side so that we may have a three-front attack to start with and we might be able to replace the present bustees by the new tenements.

as to what price you will pay for it, I say this is not the time for that. The time to discuss all these things will be when the Bill is before the House. The Bill is at the moment in the Legislative Department and as soon as it is ready it will be brought before the House. The point is that I discovered that the average rate of supply of gas at the present moment is about Rs. 4.50 nP., whereas if you take this coke oven gas generated at Durgapur the cost will be between Rs. 3-4 and Rs. 3-8 on the average. I think I shall have done a great service to the people, firstly, by supplying sufficient quantity of gas, and secondly, if I can get that supply I desire to put an embargo, as they have done in Bombay, for use of open coal hearths for cooking purpose. (Sj. Ganesh Ghosh: Dr. Roy, will you please make it clear whether after spending Rs. 3 crores you will be able to sell it at that rate?). I am telling you, without that calculation I would not be speaking here. I was not able to do it earlier, as I said I say it again that the question of foreign exchange was there. Fortunately, I have got a Yugoslav Company to give us pipelines and to do the work for us on rupee basis. Government of India have not given the final sanction yet, but I hope thay will give it soon. I have calculated every item of the work—and I think it will be much less than 3 crores—construction, laying down pipes, using the pressure and also the maintenance of the pipe lines—all these things have been calculated very carefully. However, we shall deal with that matter when the Bill is before the House. I hope that my friends who are interested in the Gas Company will now realise that it is not a hide and seek item for me. I have got to pass a law in accordance with Article 31 in which the amount of compensation and the manner of paying the compensation will be laid down—it may have to be done in cash, I do not know.

I was very glad to hear—I do not know who it was—speaking about saving the people of Calcutta from the nuisance of soot and dust. I am inclined to think that the smog may be prevented by generation of gas within the town and if the gas can be brought from outside for use in the locality where there are private houses.

As regards industrial housing the number of houses that have been built and the houses that are being built are 8,000. I am not happy about that but the real difficulty was—I think it was mentioned several times before also—that the Central Government which pay half the money as subsidy and half as loan would not agree to the land value of West Bengal, and at the prices that they had laid down it was not possible to have things done. After a great deal of discussion—I think year before last—they have agreed to altering their figures.

Sir, as regards Digha, I do not know if my friend Shri Chakravarty had ever been to Digha. I want him to go there. The point is he said it is only to satisfy my pet, Chitta Roy. Everybody is my pet including Shri Chakravarty.

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Jatindra Nath Chakravorty: God save me.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: You cannot prevent me from petting you, although you may not like it. The point is there are two bodies which are working there. One is a Co-operative unit, who have taken over some land which they have paid for and are distributing these to different members of the Co-operative Society for building houses. There is another organisation of which, I think, Shri Shankar Mitra is the Chairman, which is for the purpose of putting up small houses for low income group people. Not only that. I have induced an Air Service Company to

have a plot of land to develop an air strip there so that people can go there. I am interrupting to say, my friend Shri Chakravarty does not mind coming to me for treatment; therefore, I say I am petting him. My friend Dr. Majumdar said about rent not being realised. I do not know how he got the figure of Rs. 1,37,000. The position is that from private parties Rs. 6,000 is to be recovered, but a lot of rent has not been adjusted because most of the houses are being occupied by our Officers by whom rent is payable at 10 per cent. of their salary, and therefore, this is awaiting adjustment. As regards trainees in the health centres and hospitals I would make enquiries, and I cannot say exactly what is happening. As regards Fertilizer plant, the position is again that it is not a question of money; people make a mistake. I feel, even from purely business and commercial point of view, a fertiliser factory, provided you have got raw materials available, is always a very paying proposition. Therefore, any corporation, even the West Bengal Development Corporation, or any other corporation, will be able to get money from the public. That is not the question. The question is to get foreign exchange. My friend Shri Ranen Sen has waxed eloquent, and I think he is rather irritated because he thinks that Mr. Birla and myself were in U.S.A. at the same time. Yes, we were there at the same time; not together of course; sometimes we were together. Surely it is not an iron curtain that I cannot get out of any particular place. All I say is that neither then nor afterwards have there been any arrangement as regards our getting into any contract or agreement as regards manufacture of fertilizer. My first impulse is to try and do it ourselves, because if there is a profit that profit would go to our credit balance. The only difficulty is. Today it seems a profitable concern because the pool price of fertiliser is fairly high. Now this pool price is controlled by the Government of India and where there is a sufficient supply of fertiliser it is possible that the pool price may come down. We have no control over it and, therefore, there is just the chance of our not being able to realise that profit or get that income as we expect. In any case the Planning Commission has said "we are very anxious that there should be development of fertiliser plant"—whether that fertiliser plant is in the private sector or partly private and partly public or even wholly public". At the same time they said that the difficulty is foreign exchange. We are still negotiating. Large number of countries have sent their representatives or sent their proposals. We have not accepted any one of them. We cannot accept until the Government of India agree to release the foreign exchange. It is possible that the Government of India may agree to relax their control over foreign exchange, because fertiliser is so important so far as this State as well as other States in India are concerned. I do not want to mention what Shri Ananda Mukherjee has mentioned about the arrangements made in Kerala for the operation of the Birlas. I have nothing to do with it. If I want to deal with a particular person whether he is Birla or he is Jalan or he is Ganesh Ghose or Ranen Sen it is same to me so long as they can give us a thing that we want at a price we want to pay and with control that we desire to exercise. It is said why I have put a token amount of Rs. 1 lakh. Sir, a token grant is necessary even for the purpose of making enquires, getting extra information and so on. Before we can take up a job of 18 crores we want to have as much information as possible, so that we may get well-equipped. Therefore a token grant is necessary for that purpose, whereas a token grant in the case of a Gas Company is on a different line, because, as I have said before, it would require an Act of the Legislature to get it through. The token grant in the case of fertilisers has a different meaning altogether. I hope, Sir, that my friends who are so curious to know about various things so far as development of the State is concerned have been satisfied more or less. I cannot say they are fully satisfied,

because their job is to oppose, but at the same time I feel rather interested about things they have spoken of on the basis that this State must go ahead, this State must develop, this State must spend more and more for the purpose of various development projects. It may be that the projects that we have mentioned may not appeal to them. It may be that the method in which we are doing things may not be liked by them, but the fact remains that they are satisfied that Bengal needs development and so long as that feeling is there, I feel that our future is practically assured.

Thank you.

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, on how many cut motions would you demand division?

Sj. Ganesh Ghosh: On cut motions Nos. 8, 24 and 29.

Mr. Speaker: I shall now put all the cut motions together. (All the cut motions except Nos. 8, 24 and 29 were then put to vote and lost.)

The motion of Dr. A M. O. Ghani that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ramashankar Prasad that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Janab Taher Hossain that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Mazumdar that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

[6-20—6-30 p.m.]

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 8,74,12,000, under Grant No. 38, Major Heads "57 Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—66

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan

Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hussain, Janab

NOES—140

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.

Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 66 and the Noes 140, the motion was lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 8,74,12,000 under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—66

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—140

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu

Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 66 and the Noes 140, the motion was lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 8,74,12,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works

outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—66

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—140

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed

Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharii, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Anardi Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 66 and the Noes 140, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 8,74,12,000 granted for expenditure under Grant No. 38, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" was then put and agreed to

Demand for Grant No. 16

Major Head: 28-Jails

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, on the recommendation of His Excellency the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,03,02,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28-Jails".

আমাদের কারাগারগুলি শোধনাগার বা সংশোধনাগারে আজ পরিণত হতে চলেছে। এ পক্ষের এবং ওপক্ষের অনেক বন্ধুদেরই জেলের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আমার মতনই আছে বা আমার চেয়ে বেশিও আছে। সকলেই তাঁরা জানেন যে বাংলাদেশের কারাগার এবং ভারতের কারাগার কিরকম ভয়াবহ জিনিস ছিল। আজকে কারাগার শাস্তি দেবার জন্য, সাজা দেবার জন্য আমরা করি নি, কারাগার করা হয়েছে মানুষকে শোধরাবার জন্য, সংশোধনের জন্য। আমরা তাদের চরিত্র যতটা পারি ততটা ভাল করবার ব্যবস্থা করেছি এবং তাতে আমরা অনেকটা সফলও হয়েছি। যে-কোন কারাগারের ভিতর যদি আমরা যাই তাহলে একথা ধারণা করা সহজ হবে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় পাঁচটি কেন্দ্রীয় কারাগার আছে, ৯টি জেলা কারাগার আছে—ডিস্ট্রিক্ট জেলস, আর ৩৩টি সাবসিডারি কারাগার আছে। যে-কোন কারাগারেই যাই না কেন গেলেই

বুঝতে পারি যে পূর্বে যে অবস্থা ছিল এখন আর সেই অবস্থা নেই। আমাদের কারাগারের অধিবাসীর সংখ্যা অগের তুলনায় কিছু হ্রাস পেয়েছে এটা একটা আনন্দের বিষয়। আমাদের দেশে আর্থিক উন্নতি যত বেশি হয়েছে, আমাদের উৎপাদন যত বেড়েছে আমাদের এখানে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা যত বৃদ্ধি পেয়েছে কারাগারে যাওয়ার লোক তত কম হয়েছে। সে জন্যে আমি পূর্বেই বলেছি যে আমাদের কারাগার এখন সংশোধনাগারে পরিণত হতে চলেছে। আমাদের পর পর কয়েকটি আইন হয়েছে সেইসব আইনের সাহায্যে আমরা যারা প্রথম অপরাধ করে এবং শাস্তি পায় তাদের কাউকে কাউকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি. প্রবেশনএ রেখেছি, আমরা তাদের তদারক করেছি. তাদের চরিত্র সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করেছি এবং যাতে তারা ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারে সে জন্যে মুক্তি দিয়েছি। আর একটি আইন আমরা করেছি যাতে করে আমরা লোককে দীর্ঘমেয়াদী কারাগার হলে পর কিছুদিনের জন্যে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি —সাময়িক মুক্তি দিয়েছি. তাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সুযোগ দিয়েছি. যাতে করে তারা সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে সেই ব্যবস্থা করেছি। তা ছাড়া আমাদের সমস্ত কারাগারে এখন লেখপড়া শেখাবার ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পুস্তকাগার পাঠাগার করেছি, সবাক চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি. তাদের আনন্দবর্ধনের জন্য সিনেমা দেখানর, গানবাজনা করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, এমনকি যারা সৎভাবে জেলখানায় আছে তাদের জন্য বাজনা শেখাবার প্রথম ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তারপর জেলখানাগুলিতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করবার ব্যবস্থা করেছি—বাইরে যখন শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করছি পঞ্চায়েত গঠন করে জেলখানাতেও সেই ব্যবস্থা করেছি। জেলখানায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে পঞ্চায়েতে লোক সেখানকার রান্নার ভার নিয়েছে, খেলাধুলার ভার নিয়েছে. এবং ছোটখাট গোলমাল যা তাদের নিজেদের মধ্যে হয় সেগুলিতে সালিশী করবার ভার নিয়েছে। কাজেই আজকে কারাগারের চেহারা বদলে গেছে। এজন্যে মাননীয় সদস্যদের কাছে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা চেয়েছি। আমি যতদূর শুনতে পেয়েছি তাতে মনে হয় এতে বেশি দেরী হবে না—অল্প সময়ের মধ্যেই এই দাবি মঞ্জুর হয়ে যাবে।

Mr. Speaker: I take it that I have the leave of the House to take all the cut motions as moved

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Ajit Kumar Canguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28-Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, হঠাৎ মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে জেল বাজেট—আমাদের সামনে উপস্থিত করতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। কারণ আমরা যে দু-একটা কথা উত্থাপন করবো শ্রী সেন তার কি জবাব দেবেন জানি না। হঠাৎ তিনি জেল সম্বন্ধে জবাব দিতে পারবেন কি? সুতরাং এটা খুব অসুবিধা হবে। আমি তবু দু-একটা কথা আপনার মাধ্যমে রাখছি। সেটা হচ্ছে প্রত্যেকবারই আমরা এই জেল খাতে কতকগুলি কথা মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে রাখি। সে কথাগুলি হচ্ছে—মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন যে জেলের চরিত্র বদলে গেছে, জেল আগের মত নেই, বৃটিশ আমলে যে রকম ছিল ঠিক তেমনি বর্তমান জেল নয়; সেখানে অনেক সুযোগসুবিধা এবং মানুষের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি বলবো নিশ্চয়ই জেলখানার কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে, কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু একটা কথা এখানে বলা দরকার যে বৃটিশ আমলে যে চেহারা জেলের ছিল, তার কিছু কিছু চেহারা এখনও জেলের মধ্যে রয়েছে। যেমন জেলের কোয়ার্টার্সগুলি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ভিতর যাঁরা জেলে গিয়েছেন তাঁরা জানেন এবং প্রফুল্লবাবু বললেন যে তিনিও জেলে গিয়েছিলেন, তাহলে তিনি কি বলতে পারেন জেলখানার চেহারা ও জেলের কোয়ার্টার্সগুলির যে চেহারা, তাতে বৃটিশ আমলে একদিন যে ভয় ও বিরক্তি এনে দিত, সেই কোয়ার্টার্সগুলির পরিবেশের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা?

আমি মেদিনীপুরের ইস্ট ও ওয়েস্ট সেল সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ সম্বন্ধে গেলবার আমি বহু আলোচনা করেছি। জেল কমিশনারের রিপোর্ট অনুসারে ঐ ইস্ট ও ওয়েস্ট সেল্স ভেঙ্গে দেবার কথা ছিল। এবং গেলবার মাননীয়া পুরবী মুখোপাধ্যায় মহাশয়া বলে দিলেন যে ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট সেলগুলিতে আমরা কোন কয়েদি রাখি না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমি জানতে পারলাম যে মেদিনীপুরের জেল ভিজিটর, সরোজ রায়, যিনি এই হাউসের সদস্য, তিনি মাননীয়া মন্ত্রী পুরবী মুখোপাধ্যায়ের কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে এখনও মেদিনীপুরের ইস্ট, ওয়েস্ট সেলে কয়দিদের রাখা হচ্ছে। এই ইস্ট-ওয়েস্ট সেল সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সকলেই জানেন যে এখানে কোন মানুষ থাকতে পারে না, এ স্থান পশু-বাসেও অযোগ্য। সেখানে আজও কয়েদী ভর্তি করে রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, আর একটা কথা বলছি মেদিনীপুর জেল প্রসঙ্গে। খালি জেল থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু মেদিনীপুরে জল কষ্টের জন্য যেভাবে কয়েদীদের ব্যবহার করা হয় সেটা ঘানির চেয়েও নিকৃষ্ট। জেলখানায় এখনও এর পরিবর্তন হয় নি। সুতরাং এই কথা বলতে চাই যে যত বড়াই মন্ত্রী মহাশয় জেল সম্বন্ধে করুন না কেন যে জেলের চেহারা অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তা হয় নি, জেলের মধ্যে এখনও কয়েদীরা অনেক অসুবিধা ভোগ করছে। তারপর আরও একটা কথা বলতে চাই এই জেলের ব্যাপার নিয়ে, গত ২১এ মে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কয়েকজন বিরোধীপক্ষের লোক নিয়ে মেসেস মুখার্জি সভা ডেকেছিলেন, তাতে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল অনেক রিকমেন্ডেশন করা হয়েছিল তার দুই-একটি পড়ে শুনাচ্ছি—

Short term prisoners may be permitted to move freely in day-time within certain specified area and work in that area under minimum restrictions.

Young prisoners or ex-student prisoners should be given all facilities for their studies and for appearing in the examinations.

In no way should the 'remission' of the prisoners be curtailed unless they commit a very serious offence.

The privilege of writing letters to his relations and friends should in no way be taken away from a prisoner for his jail punishments

For recreation the prisoners should be given one hour time for games etc. before the evening. Materials for games may be supplied to the prisoners.

এমন আরও অনেক রিকমেন্ডেশন করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম না জেলমন্ত্রী মহাশয় এইসব রিকমেন্ডেশন নিয়ে কি করলেন এবং আমাদের কোন খবরও দিলেন না। যাঁরা জেল ভিজিটর হন তাঁরাও সে রিপোর্ট পাঠান, যেমন আমি আগেই উল্লেখ করেছি, মেদিনীপুরের জেল ভিজিটর, আমাদের বিধানসভার সদস্য সরোজ রায়, তিনি একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন মেদিনীপুরের জেলের অবস্থা বর্ণনা করে মিসেস মুখার্জির কাছে কিন্তু সেই অনুসারে কোন পরিবর্তন বা সংস্কার হয় নি। সুতরাং প্রফুল্লবাবু যত বড়াই করেই বলুন যে জেলখানা পরিবর্তন হয়েছে কিম্বা এমন হয়েছে যে লোকে জেল বলে জেলকে মনে করে না আমি সেই কথার প্রতিবাদ করি। আমি বলছি জেলখানার ভিতর কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এমন কতকগুলি নোংরা জিনিস জেলের মধ্যে আছে যেটা মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্তন করা উচিত এবং যেটা না করলে তাঁরা জেল সংস্কারের যে দাবি করেন সে দাবি মিথ্যা, ভূয়া হবে। তারপর আমি আর একটা কথা বলবো যে জেলখানা এখন পর্যন্ত কি অবস্থায় আছে। এখানে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গণতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু জেলখানায় কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' নিতে দেওয়া হয় না। আমরা বার বার এর জন্য আবেদন করেছি, একটা কাগজ যা বাইরে চলে, সাধারণ লোক পড়ে, ডাক্তার রায় বললেন, না আমি কোন পার্টি পেপার সেখানে যেতে দেবো না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে যেখানে সব কাগজ যায় কিন্তু সেখানে স্বাধীনতার জন্য তাঁর এত অবিশ্বাসের নজর কেন? অর্থাৎ স্বাধীনতা জেলখানায় যেতে দিতে তাঁরা মনে করেন যে এমন কিছু হবে, যে বিপ্লব ঘটে যাবে—এই যদি স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা হয়

তাহলে সেটা ভুল ধারণা এবং এটা গণতন্ত্রের কথাও নয়। সুতরাং স্বাধীনতাকেও অন্যান্য কাগজের মত জেলে যেতে দেওয়া উচিত। আমাদের এই দাবি আশা করি নিশ্চয়ই সরকার মেনে নেবেন। এ জিনিস গণতন্ত্রবিরোধী এ কথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে জেলখানার জন্য বর্তমানে বাজেটে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা চেয়েছেন। আমার কথা হচ্ছে—আগে বাংলাদেশে সবসুদ্ধ ৯০টি জেল ছিল—এখন ৫০টি জেল আছে, ১৯৫২ সালের পর থেকে বহু নতুন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এই উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করার প্রয়োজন কি এবং এরা কি কাজ করছেন তার কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা কথা এই বাজেটের এই খাতে দেখান হয় নি।

[6-40—6-50 p.m.]

১৯৫২ সালে এ আই জি একজন নিযুক্ত করা হয়েছে। তার কি দরকার, কেন এত টাকা খরচ করছেন সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। জেলখানায় একজন স্পেশ্যাল অফিসার ফর ইন্ডাস্ট্রি রাখা হয়েছে, তাঁর কি দায়িত্ব, কি ইন্ডাস্ট্রি তিনি করেছেন, কি বাড়িয়েছেন, ইন্ডাস্ট্রির কোন পরিসর হয়েছে কিনা, কিভাবে হ'ল তার কোন খবর বিধানমণ্ডলীর কাছে মন্ত্রিমণ্ডলী জানান নি। সুতরাং আমি বলব যে, এইসব কারণে প্রফুল্লবাবু যে দাবি করেছেন সে দাবি তিনি করতে পারেন না এবং আমার মনে হয় এই জেলখানাকে যদি সুষ্ঠুভাবে গড়তে চান তা হ'লে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। পুরানো সেই ইংরেজ আমলের দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হবে। আমি শেষে একথাই বলব, যেসমস্ত সাজেসশন জেলখানা সম্বন্ধে দেওয়া হ'ল সেগুলি বিবেচনা ক'রে জেলখানাকে যাতে আরও ভালভাবে পরিচালনা করা যায় তার চেষ্টা করবেন।

Dr. Brindabon Behari Bose:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ জেল খাতে বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৬ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে জেলের বাজেট বেড়ে যাচ্ছে অথচ ইংরেজ আমলের কদর্য ব্যবস্থা এখনও বর্তমান আছে। কয়েকটি উদাহরণ আমি দেব। মন্ত্রিমহাশয় আজ জেলখানার সংশোধন করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু ইংরেজ আমলের কদর্য ব্যবস্থায় জেলখানা কোয়ার্টারএ ভেন্টিলেশনএর যে ব্যবস্থা ছিল এখনও সে ব্যবস্থা রয়েছে। তারপর পানীয় জলের ব্যবস্থা অতি সামান্য। জেলে ডায়েট স্কেল যেভাবে ছিল আজও সেভাবেই দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজের সময় থেকে জেলখানার কয়েদীরা যেমন ভিটামিনাস ডায়েট থেকে বঞ্চিত হ'ত সেরকম বর্তমানেও রয়েছে। এরকমভাবে আরও কয়েকটি কারণ দেখতে পাচ্ছি। জেলখানায় কয়েকদীরা থাকলেও সেখানে চিকিৎসার কোন সুযোগসুবিধা পায় না। কোন ওয়েল ইকুইপ্ড হসপিট্যাল নাই। যা আছে তাতে পাঠাতে হ'লেও রেসিডেন্সিয়াল ডক্টরএর সুপারিশে যেখানে হ'তে পারে সেখানে সামান্য অসুখেও সিভিল সার্জনএর অনুমতি প্রয়োজন হয়। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেলের সংস্কার যেটা করা হচ্ছে তাতে এগুলি কিছু হচ্ছে না, ডায়েট স্কেলও বাড়ান হয় নি। ফিমেল ওয়ার্ডএ যে ব্যবস্থা ছিল—পলিটিক্যাল, নন-পলিটিক্যাল, অর্ডিনারি ক্রিমিন্যাল কয়েদীদের একই সঙ্গে রাখা হয় এটা ঠিক নয়। আমাদের রাজনৈতিক মহিলা কর্মীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত। তারপর পঞ্চায়তের কথা মন্ত্রিমহাশয় বললেন, এটা একটা প্রহসনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। জেলখানার জেলর, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, এ'দের সামনে তাদের হাত তুলে ভোট দিতে হয়। আর কর্তৃপক্ষ রক্তচক্ষু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। কাজেই এই যে নির্বাচন এটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ কয়েদীদের নিজেদের প্রতিনিধিত্ব কিছু তাতে থাকে না। কাজেই যে স্কীম এ সম্বন্ধে ছিল তা মানা হচ্ছে না।

আমরা দেখেছি ১৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যারা বোর্স্ট্যাল স্কুলে পড়ে তারা সাধারণ ক্রিমিন্যালের মধ্যে পড়বে, ফলে তারা দাগী আসামী হয়ে চুরিচামারি বুদ্ধি শিখে বাহিরে আসে এবং ক্রিমিন্যাল ট্রেনিং নেয়। আর একটা জেলে ব্যবস্থা আছে— বাহিরে থেকে সাইকোলজিস্ট তাঁরা নেচার অফ ক্রাইম স্টাডি করেন। কয়েক বৎসর এই রকম হয়েছে, সাইকোলজিস্ট ক্রিমিনোলজিস্ট স্টাডি ক'রে কি তাঁরা পেলেন এটা জানতে পারলাম না। জেলখানায় বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ জন রাজনৈতিক বন্দী আছেন তাঁদের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এইরকম কয়েকজনের নাম আপনার সামনে রাখছি। শচীন ঘোষ—কোলাইটিস রোগে ভুগছেন। দমদম বসিরহাট কেসের

আসামী। দমদম বসিরহাট কেসের আসামীদের কথাই বলছি এখানে। বিন্ধ্যা সিং গ্যাস্ট্রিক আলসারে ভুগছেন। মুকুন্দ গুপ্ত—নিউরাইটিস রোগে ভুগছেন। সনৎ দত্ত—হাই ব্লাডপ্রেসার (একে কার্পেন্টারের কার্য করতে বাধ্য করা হচ্ছে।) দীনবন্ধু কুণ্ডু—ক্রনিক ডিসেন্ট্রিতে ভুগছে। প্রীতীশ দে, হিরন্ময় গাঙ্গুলী, ফটিক পান, কালিদাস চক্রবর্তী—পেপটিক আলসার। অমিয় চক্রবর্তী—কোলাইটিস। বিশ্বনাথ দাস—ক্রনিক ডায়োরিয়া। প্রসাদ মুখার্জি—নিউরাইটিস। বীরেশ্বর ভট্টাচার্য—অ্যাকিউট কোলাইটিস। অজিত সরকার—স্কিন ডিজিজেস। অমর রাহা—হাই ব্লাড প্রেসার। রামদেও সা—রিলিজড। বিক্রম সা—কোলাইটিস। নীরেন দাশগুপ্ত—রিলিজড। অহীন্দ্র ভট্টাচার্য—রিলিজড। শঙ্কর মণ্ডল—অ্যাকিউট কোলাইটিস। পান্নালাল দাশগুপ্ত—লাংগস ডিজিজ। রাজকৃষ্ণ চক্রবর্তী—অ্যাকিউট কোলাইটিস। রামরতন সিং—লো প্রেসার। মহম্মদ আমর আলি—গ্যাসট্রাইটিস আলসার। হরেরাম রাম—অ্যাকিউট কোলাইটিস। মাখন বোস—নিউরাইটিস। কার্তিকচন্দ্র ধারা—কোলাইটিস। এইভাবের রোগ ভোগ ক'রেও এঁরা আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না। জেল কর্তৃপক্ষ অনেক সময় ব'লে থাকেন যে, বাহিরের চিকিৎসা করাতে গেলে যথেষ্ট পরিমাণ পুলিস এসকর্ট পাওয়া যায় না। সেইজন্য তাঁরা বাহিরের চিকিৎসার সুযোগ পান না। এইজন্য মন্ত্রিমহাশয় যে বললেন যে, জেলখানা সংশোধনাগারে পরিণত হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখছি এই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ইঁহারা মেয়াদের অর্ধেক সময় অতিবাহিত করেছে, কাজেই জেলের মধ্যে এদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা যখন নাই তখন এদের ছেড়ে দেওয়া দরকার। আমরা দেখেছি ইংরেজ আমলে বহু রাজনৈতিক বন্দী জেলের মধ্যে যারা মেয়াদের অর্ধেক অতিবাহিত করেছে তাদের ছেড়ে দিতে আপত্তি করে নি। আমি মাদ্রাজে গিয়েছিলাম, তেলেঙ্গানায় গিয়েছিলাম, ইংরেজ আমলের বহু রাজনৈতিক বন্দী, এমন কি যারা আন্দামানে ছিল তাদেরও মেয়াদের অর্ধেক খাটিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে উদার দৃষ্টি নিয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি।

[6-50—7 p.m.]

Sj. Haridas Mitra:

স্পীকার মহাশয়, গত বৎসর এখানে যখন জেলের কথা আলোচনা করি তখন মাননীয়া মন্ত্রিমহাশয়া আমাদের বলেছিলেন যে, স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় যাঁরা বিভিন্ন জেলের ভিতরে আত্মবিসর্জন ক'রে গেছেন সেই সেই জেলে তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য ফলক করা হবে। আমি জানতে চাই এরকম কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা? এমনকি শ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায় মহাশয়া বলেছিলেন যে, সুদীর্ঘকাল জেলের মধ্যেও যাঁরা কাটিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ক'রে, তাঁদের নামেও ফলক দেওয়া হবে। স্পীকার মহাশয়, এ সম্বন্ধে এই এক বছরে কি হয়েছে না হয়েছে তা জানতে চাই। অন্ততপক্ষে শহীদদের স্মৃতিরক্ষার্থে কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা? মাননীয় প্রফুল্ল সেন মহাশয় কতকগুলি ফিগার দিলেন। তিনি ফিগার দিয়ে বলতে চান যে, আজ আগের চেয়ে কনভিক্টএর সংখ্যা কম। আমি বলতে চাই, স ফিগার ঠিক নয়। আজ পশ্চিম বাংলা আগেকার বাংলার এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৪৭ সালে কনভিক্টএর সংখ্যা সমগ্র বাংলাদেশে ছিল ৬৩৮৪ জন, কিন্তু ১৯৫৭ সালে ই বাংলায় সেটা হয়েছে ৬৯২৯ অর্থাৎ সংখ্যা বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার্স ছিল ৩২৬২ কিন্তু ১৯৫৭তে সেই আন্ডারট্রায়াল সংখ্যা হয়েছে ৯৩৫২। আমার বক্তব্য জেলে কয়েদীর সংখ্যা নানা কারণে বেড়ে গেছে। এখন জেলে এমন জায়গা নেই যাতে নতুন বন্দী এসে থাকতে পারে। কাজেই উনি যে সংখ্যা দিয়েছে সেটা একেবারেই ভুল। আজকে জেল বাড়ানোর প্রয়োজন। সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন তা জানতে চাই। তারপর ভবঘুরে ক্যাম্প তৈরি করতে অনেক খরচ হয়েছে। আমাদের সাজেসশন হচ্ছে যে, জেলগুলোর আরও এক্সটেনশন দরকার এবং এই ভবঘুরেদের যদি সেখানে রাখেন তা হ'লে খরচ অনেক কম হ'তে পারবে। বর্ধমানের গোলাপবাগে জেল হয়েছে। রসুলপুরেও জেল হয়েছে। সেখানকার ক্যাম্পগুলোয় জেল হয়েছে। কিন্তু কেন?

তারপর জেল অফিসারদের সম্বন্ধে গতবার অনেকে বলেছিলেন, কিন্তু তার খুব অল্পই কাজ হয়েছে। ওয়ার্ডারেরা বাড়ির জন্য কোন অ্যালাউন্স পান না, বাড়িও পান না, অথচ পুলিসের মত একই রকম কাজ করতে হয়। পুলিস ডিপার্টমেন্টের মত তাঁদেরও হয় বাড়ি

নয় অ্যালাউন্স হওয়া উচিত। যাঁরা জেলর এবং ডেপুটি জেলর তাঁদের নিউ স্কেলে মাহিনা অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুনিয়র সিভিল সার্ভিসএর মত যেসব সার্ভিস আছে তাদের স্ট্যান্ডার্ডও এক রকম, এবং তাঁদেরই মত জেলর ও ডেপুটি জেলরের মাহিনা হওয়া উচিত, এইটাই আমাদের বলবার কথা যা গতবারও বলেছিলাম।

তারপর মাননীয় প্রফুল্ল সেন মহাশয় হয়ত জানেন না, কিন্তু শ্রীযুক্তা পূরবী মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানতেন, যে বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন জেলর ও ডেপুটি জেলরকে 'অল ইন্ডিয়া ট্রেনিং'এ পাঠানো হয়েছিল লক্ষ্ণৌতে। আমাদের গর্বের বিষয় যে, অল ইন্ডিয়া ট্রেনিংএ এ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলা থেকে ৭ জন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন এবং বাংলাদেশ থেকেই একজন ফার্স্টও হয়েছেন। কিন্তু গত ৫ বছরের মধ্যে তাঁদের কোন একজনকেও এইজন্য প্রোমোশন দেওয়া হয় নি। এই যে অল ইন্ডিয়া ট্রেনিংএ যাঁরা ফার্স্ট ক্লাস এবং ফার্স্ট হয়ে যাঁরা বেরুলেন তাঁদের কাউকে কোন প্রোমোশন কেন দেওয়া হয় নি? এমনকি এই যে ১১ জন জেলর যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যিনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন তাঁর সম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। সেটা করবার জন্য অন্ততপক্ষে অনুরোধ করছি।

আর একটা কথা, জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট থেকে নেওয়া হয়। আমি বলতে চাই যে, ভাল অফিসারদের ভিতর থেকে প্রোমোশন দিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্ট করা হউক, হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট থেকে যেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট না করা হয়। কারণ তা হ'লে জেল ডিপার্টমেন্ট ও হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট—এই ডুয়াল কন্ট্রোলএর অধীনে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে কাজ করতে হবে। বোঝা দরকার যে, ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ প্রিজনসএর কাজের সংগে ডিরেক্টর অফ হেল্‌থ সার্ভিসেসএর কাজের কোনও সম্পর্ক নাই।

বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় জেলে কয়েক শ' পাগল আছে; আর অনেক পাগল আছে যাদের কোন ট্রিটমেন্টই হয় না। একমাত্র প্রেসিডেন্সি জেলেই ৫০ জনের থাকবার জায়গায় ১৭০ জন স্ত্রীলোক পাগল আছে। তাদেরও কোন ট্রিটমেন্টই হয় না। মাত্র ১৫ দিন অন্তর ডাক্তার আসেন সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টএর জন্য। এই পাগলদের যদি একটু চিকিৎসা হয়, তা হ'লে ভাল হয়। আর একটি জিনিসের কথা, যথা—হসপিট্যালে পাখা এবং নার্সের কথা গতবার সুদীর্ঘভাবে ২০।২৫ মিনিট ধ'রে বলেছিলাম। এবারও বলি, জেলের কনভিক্ট দিয়ে নার্সিং করানো হয়। কনভিক্ট নার্সিং সিস্টেম তুলে দেওয়া উচিত। মেয়ে কয়েদীদেরও মেয়ে কনভিক্ট দিয়ে নার্সিং করানো হয়—এ জিনিসটা চ'লে যাওয়া উচিত। তাই এবারও বলছি যে, বাহির থেকে অতি শীঘ্রই নার্স নিয়ে আসা উচিত।

জেলে লাইফ সেনটেন্স যাদের আছে—আমাদের সময় দেখেছি যে, কিংস রেমিশন, কিংস পার্ডন যা ছিল তাতে ৯।৯২ বছর ভদ্রভাবে থাকলে তারা বেরিয়ে আসতে পারত; আজকের দিনে ১৪।১৫ বছর জেলে থেকে তবে তাদের আসতে হয়। সাধারণ কয়েদী মানুষকে যদি আমাদের সমাজজীবনে বসাতে চাই, তা হ'লে এসব সিস্টেম চেঞ্জ করতে হবে। আর একটা কথা বলছি যে, ইংরেজ আমলে প্রথমে আমরা যখন জেলে গিয়েছিলাম, তখন জেলে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম যে, যারা ধনীর দুলাল, লম্পট, চরিত্রহীন, নৃশংস এবং নানারকম ঘৃণিত কাজ ক'রে জেলে এসেছে, ইংরেজরা তাদের ক্লাসিফিকেশন দিয়েছিল। এখনও দেখছি যারা রেপ কেসও করে তাদেরও বেলায় এই নীতি নেওয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ আলিপুর জেলের রাজঘরিয়া। যেহেতু তার আর্থিক অবস্থা ভাল, সেহেতু তাকে ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমি গতবার শ্রীমত পূরবী মুখার্জিকে বললে তিনি বলেন যে, ওটা ম্যাজিস্ট্রেট করেন। সেজন্য আমি বলি যে, একটা নতুন বিল নিয়ে এসে জেল কোড চেঞ্জ করুন। জেল কোড যদি বদলে দেওয়া যায় তা হ'লে সেখানে নিশ্চয় ক্লাসিফিকেশনের একমাত্র বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত—

type of offence not the economic condition of the convict outside

আমি আবার জোর দিয়ে সেজন্য বলছি যে, জেল কোডএর এই চ্যাপটারকে বদলে দিতে হবে। আপনারা বলেছেন যে, জেলেতে সংশোধনাগার তৈরি করছেন। আমরা এটা একশ'বার স্বীকার করব, অনেক ভাল ও উন্নতি আপনারা সেখানে করেছেন। অনেক নতুন সিস্টেম করেছেন এবং জেল রিফর্ম করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু যেগুলো করতে পারছেন না সে বিষয়ে আমাদের

সাজেসশনগুলো একটু দয়া ক'রে চিন্তা করবেন। আমাদের জেলের মধ্যে স্মল ইন্ডাস্ট্রি মোটেই নেই। অথচ একজন ডেপুটি ডাইরেক্টর সেখানে রয়েছেন। সেজন্য বলছি যে, সেখানে অম্বর চরকা, খেলনা তৈরি ইত্যাদি করা দরকার। আপনারা বললেন যে, একজন রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার এর ব্যবস্থা করেছেন এবং তার জন্য প্রোবেশন অফিসার করেছেন। কিন্তু আসল জায়গায় ভুল হচ্ছে। প্রোবেশন অফিসার, জেলে যাবার আগে কিছু লোককে যাদের টেন্ডেন্সি অন্যায় কাজ করবার তাদের চেক করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রবলেম সেখানে নয়। প্রবলেম হচ্ছে, জেল থেকে যখন তারা বেরিয়ে আসে, তখন তাদের সৎভাবে জীবনযাপন করাবার ব্যবস্থা করা। এই আসল সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই প্রবেশন অফিসার আপনারা ৮ জন করেছেন, আর একজন চীফ প্রবেশন অফিসার আছেন। ইউ পি-তে তাঁরা প্রবেশন হোস্টেল তৈরি করেছেন। অর্থাৎ জেল থেকে রিলিজ হবার পর একমাস তারা অর্থাৎ মুক্ত কয়েদীরা সেখানে বিনা পয়সায় থাকতে খেতে পারে। তারা যদি স্মল ইন্ডাস্ট্রি করতে চায়, তা হ'লে তার জন্য অর্থ দেওয়ারও বন্দোবস্ত আছে। এইসব প্রবেশন অফিসারদের ডিউটি হচ্ছে তাদের জন্য কাজ খুঁজে বের ক'রে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। আজকে এখানে প্রবেশন অফিসারদের পোস্ট-জেল-পিরিয়ডের দিকে নজর দেওয়া দরকার। জেলে যাবার আগে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, আলিপুর কোর্ট, বর্ধমান কোর্ট বা অন্য কোন কোর্টে গিয়ে তাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যাতে অপরাধপ্রবণ লোক জেলে না যেতে পারেন তার বন্দোবস্ত করতে। কিন্তু তাতে রিহ্যাবিলিটেশন হবে না।

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্ধমান জেলের কর্তৃপক্ষ কয়েক বছর ধ'রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে আসছে যে, বর্ধমান জেলে অ্যাকোমডেশন বাড়ানো দরকার, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও পর্যন্ত কিছুই হ'ল না। শুধু জেলের কর্তৃপক্ষ নয়, জেল অ্যাডভাইসরি কমিটি বার-বার এই অ্যাকোমডেশন বাড়াবার জন্য রেজলিউশন করেছে এবং সেই রেজলিউশন উপরে পাঠানো হয়েছে। বর্ধমান জেলার জেল হাসপাতাল ভেঙ্গে যাবার দাখিল, হাসপাতালটাকে একেবারে ভেঙ্গে নতুন ক'রে গড়তে পারলে ভাল হয়। সে বিষয়ে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কিছুই হয় নি। বর্ধমান জেলে খাটা পায়খানার ব্যবস্থা নেই, প্রাচীনকালের প্রথা সেখানে এখনও চলেছে। এখানে যাতে ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করা হয় জেল কর্তৃপক্ষ, জেল অ্যাডভাইসরি কমিটি বারবার সেই মর্মে রেজলিউশন করেছে, ক'রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছে, দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত কিছুই হ'ল না। তারপরে ওয়েজ সিস্টেম এটা হয়েছে কেবল কলকাতার সেন্ট্রাল জেলে, জেলার জেলগুলি তার কোন অ্যাডভান্টেজ পান না। জেলের কয়েদীরা এজন্য খুব আগ্রহান্বিত হয়ে রয়েছে—ওয়েজ সিস্টেম যাতে ডিস্ট্রিক্ট জেলেও ইন্ট্রোডিউসড হয় এই মর্মে জেল কর্তৃপক্ষ, জেল অ্যাডভাইসরি কমিটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছে কিন্তু কিছুই হয় নি। বর্ধমান জেলে অ্যাকোমডেশন বাড়ানো খুবই দরকার কেননা যা অ্যাকোমডেশন আছে তাতে উইদাউট টিকিটের যে প্রিজনার্স, সেই প্রিজনার্সদের দ্বারা তা ভর্তি হয়ে থাকে। অথচ বর্ধমান সদর ছাড়া কাটোয়া, কালনা এবং আসানসোল এই তিনটা সাব-ডিভিশনের প্রিজনার সেখানে আনতে হয়। আমি সেজন্য সরকারকে অনুরোধ করব যে, বর্ধমান জেলের কর্তৃপক্ষ এবং অ্যাডভাইসরি কমিটি বর্ধমান জেলের প্রয়োজন সংক্রান্ত যে প্রস্তাব তাঁদের কাছে এনেছেন সেই প্রস্তাব যেন বিবেচনা করা হয় এবং তদনুসারে যেন কাজ করা হয়।

[7—7-10 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে বিরোধীপক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে, জেলখানায় কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে। শ্রীযুত নিরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় দুঃখ ক'রে বলেছেন যে, 'স্বাধীনতা' সংবাদপত্র জেলখানায় দেওয়া হয় না। আমি তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কংগ্রেসের মুখপত্র 'জনসেবক' বা প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র 'লোকসেবক'ও সেখানে সাধারণত দেওয়া হয় না। জেলখানায় নানাবিধ শিল্পের উন্নয়নের জন্য আমরা একজন স্পেশ্যাল অফিসার অ্যাপয়েন্ট করেছি এবং বিরোধীপক্ষের অনেকে জানেন যে, দমদমে আমরা কম্বলের

একটা কারখানা করছি কয়েদীদের দিয়ে এবং প্রেসিডেন্সি জেলে ছাতার একটা কারখানা আমরা করছি। আমরা যে স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করেছি শিল্পের উন্নতির জন্য তাঁর কার্পেন্ট্রি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, উইভিং সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তিনি স্প্রে পেন্টিং শেখাবার জন্য ব্যবস্থা করছেন, অফিস অ্যাসিটিলিনের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করছেন, অ্যালুমিনিয়ামের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করছেন, কেন ওয়ার্ক শেখাবার ব্যবস্থা করছেন, ছাপাখানার কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করছেন এবং ডাইয়িং শেখাবার ব্যবস্থা করছেন। জেলখানায় আর একটা জিনিস আমরা করেছি—আমার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় সেটা বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম—আমরা মজুরির ব্যবস্থা করেছি কতকগুলি জেলে। যারা হার্ড ম্যানুয়্যাল লেবার করে তাদের ৬ আনা ক'রে মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেই টাকা তাদের নামে জমা হয় এবং যারা লাইট বা মিডিয়াম ওয়ার্ক করে তাদের জন্য ৪ আনা ক'রে মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। (ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যঃ ডিস্ট্রিক্ট জেলে হয়েছে কি?) আমাদের সেন্ট্রাল জেলগুলিতে করা হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট জেলে আস্তে আস্তে এটা এক্সটেন্ড করব। একজন বন্ধু বলেছেন যে, ওয়ার্ডারদের থাকবার ঠিক ব্যবস্থা নেই। এটা সত্য কথা, কিন্তু আমরা ইতোমধ্যে এই নীতি গ্রহণ করেছি যে, অন্তত শতকরা ৫০ জন ওয়ার্ডারের আমরা কোয়ার্টার্স তৈরি ক'রে দেব। কাজে কাজেই সেই অসুবিধা শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে। লক্ষ্ণৌএ যাঁরা ট্রেনিং পেয়েছেন এবং কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের প্রশংসা ওপক্ষ থেকে করা হয়েছে। তাঁদের আমরা ইতোমধ্যে প্রমোশনের ব্যবস্থা করেছি। তাঁদের মধ্যে ৭ জন ডেপুটি জেলার সেখানে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ৩ জনকে আমরা ইতোমধ্যে প্রমোশন দিয়ে জেলার ক'রে দিয়েছি।

শুধু ডাক্তার নয়, বেডাক্তারকেও আমরা জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট করেছি এবং ৫টা সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে ৩টার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাক্তার নয়। কাজে কাজেই হরিদাসবাবুর এ বিষয়ে দুঃখ করবার কিছু নাই। এখানে আরেকটা কথা উঠেছে এবং তার জবাব দেওয়া উচিত। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ক্লাসিফিকেশন কিভাবে হবে। ক্লাসিফিকেশনএর প্রথম কথা হচ্ছে, এটা ম্যাজিস্ট্রেটএর উপর নির্ভর করে—এটা তাঁর ডিসক্রিশন, কাকে তিনি কোন্ শ্রেণীভুক্ত করবেন। তারপর ক্লাসিফিকেশনএর নিয়ম হ'ল, বাইরের থাকা-খাওয়ার অবস্থা বিবেচনা ক'রে ক্লাসিফিকেশন করা হবে। কতগুলি জঘন্য অপরাধ আছে—কোন ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টএ যোগ দিয়েও যদি এসে থাকে তা হ'লে সেই অপরাধে অপরাধী হ'লে হাইয়ার ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয় না। সেদিন একজন বন্ধু আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন, তিনি গোপনে আমাকে ব'লে গেলেন, দাদা, জেলখানায় আপনার সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু এখন গিয়ে দেখেছি আমূল পরিবর্তন হয়েছে, বোঝাই যায় না জেলখানায় আছি না বাইরে আছি। তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন, গোপন ব'লে আমি তাঁর নাম করব না। যাই হোক, যেকথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম, জেলখানাকে আমরা দ্রুত সংশোধনাগারে পরিবর্তন ক'রে চলেছি—একথা মিথ্যা কথা নয়, এটা সত্যি কথা। সুতরাং যেসমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে আমি সেগুলির বিরোধিতা করছি এবং মূল প্রস্তাব যাতে বিনা তর্কে গৃহীত হয় তার জন্য অনুরোধ করছি।

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[7-10—7-13 p.m.]

The motion of Sj. Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 1,03,02,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—55

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sunil
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova

Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—122

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 55 and the Noes 122, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 1,03,02,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow and we will continue till 12.45 p.m. There will be no questions.

Adjournment.

The House was then adjourned at 7.13 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 21st February, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 21st February, 1959, at 9 a.m.

PRESENT:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 199 Members.

[9—9-10 a.m.]

Adjournment motion.

Sj. Saroj Roy: Sir, I have got an adjournment motion which runs thus:

"This Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., non-availability of rice at the control price in Garbeta and Keshpur P.S. areas of Midnapore district; illegal export of large quantity of rice from those P.S. areas to places outside".

এখানে এইরকম ব্যাপারটা হচ্ছে খবর পেয়েছি। এই অবস্থা আর কতদিন চলবে?

Mr. Speaker: Mr. Roy, I will have these remarks cut out. Don't think of publicity.

Sj. Haridas Dey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পরশুদিন আমি যে কথা বলেছিলাম, আমি সেটা পুনরায় উল্লেখ করছি। নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যাদের ফেরৎ দেবার জন্য কুষ্টিয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখেছিলেন, তাদের ফেরৎ দেওয়া হয় নি; উপরন্তু চার্জ করা হয়েছে যে, তারা পাকিস্তান এরিয়ায় প্রবেশ করেছিল। তাদের ফেরৎ দেবার জন্য যে প্রস্তাব নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কুষ্টিয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে করেছিলেন, সেটা প্রত্যাখান হয়েছে। এই সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন জানতে চাই।

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো তিনি নিজে ঐ এলাকায় গিয়ে দেখে আসুন সেখানকার সীমান্তবাসীদের পাকিস্তানের হামলায় কি দুর্ভোগের মধ্যে থাকতে হয়।

Mr. Speaker: Thank you. I will see.

DEMAND FOR GRANT No. 23

Major Heads: 40 Agriculture, etc.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 5,10,81,000 be granted for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account".

Sir, in introducing the budget for this year I beg to lay before the House some salient points with regard to agricultural development in our State. As you all know due to adverse seasonal conditions in 1958 we had late sowing of both *aus* and *aman* crops—due to drought and other causes—but even in spite of that our production, although it has fallen a little bit, has not been too short. The *aus* crop has been 3.30 lakh tons against 4 lakh tons

the year before, and the *aman* crop has been, as the Governor has put it, not unsatisfactory. There were floods in Midnapore and 24-Parganas which hindered the progress of our cultivation in those areas. In spite of that I have great pleasure in reporting to the House that cultivation of jute and mesta in our State has progressed very considerably. As a matter of fact we have produced 34.6 lakh bales of jute and mesta compared to 24 lakh bales the previous year. This to my mind is a great achievement. But of course, it has brought in its train difficulties, specially lowering of price about which some honourable members have given cut motions, and we shall discuss that at the appropriate time. Two most important points in agriculture in our State are small irrigation scheme and seeds and these, I think, are progressing very well. I shall just touch briefly on the main points. Small irrigation during the last three years has benefited 80 thousand acres of land; under tank improvement scheme, there are 833 projects benefiting about 22 thousand acres. With regard to seeds, we have been successful in having 94 Seed Multiplication Thana Farms all over the State and other 6 will be established during this year, thus making a total of 100 Seed Farms during this year which, to my mind, is a great achievement. Honourable members will realise, the distribution of good seeds is very important and we expect by the end of the Second Five-Year Plan we shall be able to saturate the State with the seeds that are required. Another new development is with regard to exploratory tubewells. This is an exploratory affair: 34 sites have been selected and construction have already started in 24-Parganas, Nadia, Murshidabad and Bankura. As far as the State is concerned, they are putting up 10 tubewells some of which are already excavated.

With regard to reclamation about which a great deal is being said, 3000 acres of reclamation has been done mostly in the Teesta chars as well as Keleghai region of Midnapore district, and it is worthwhile to note that in Rajnagar we have got a sisal cultivation farm on 1000 acres which is an important cash crop and will help augmenting income and help us in rehabilitating some of our refugees.

Regarding fertilisers, we are in short supply. In spite of that we have been able to give 15,000 tons of ammonium sulphate for general distribution as well as 10,000 tons, specially for jute cultivation. Besides that super-phosphate and bone-meal, although in short supply, we have been able to distribute about 3,500 tons.

In addition to all this, I wish to point out that we must put more stress on organic manures such as sludge, compost, night soil, green manure and local farm manure resources which are easily available. I wish to report that Compost Officers have been appointed in all N.E.S. and Community Development Blocks, and they will go into production of this manure in all these areas in an intensified way. They will also train farm leaders who will go all over the State and enthuse our farmers and cultivators with regard to the use of organic and compost manures which we can make use of without spending a large amount of money. If the chemical fertilisers are not sufficient we can make up our deficiency by using sludge and other organic manure, green manure, compost and so forth. For this we have got to get working and increase our manurial resources.

[9-10—9-20 a.m.]

About the demonstration plots which, I think, is a most important thing, we have got about 4,000 of them all over the State in two-acre plots. In these the farmers plough, and do their work, so that there is no question of giving them circulars or written pamphlets. These demonstrations will not only be shown in 4,000 plots, but also in Thana farms, State

farms and various agricultural school farms. We have got a Department of Information which gives the audio-visual information to the people in the various State fairs and melas and other places wherever opportunity occurs. As far as agricultural education is concerned, we have got two Basic Agricultural Schools, seven Training Centres and one State College of Agriculture which has been shifted from Tollygunge to Haringhata, and there also we are having the State Agricultural Research Station on a fairly big scale. As you know it is our policy that in Haringhata we propose to have a Rural University consisting of the Departments of Agriculture, Animal Husbandry, Veterinary, Home Economics, etc. which will benefit the State. The water requirements of crops are being studied by our Agricultural Engineering Department and they are finding out that sometimes when we have water we use too much or sometimes not sufficiently. So what is the exact requirements of a crop say, for example, wheat or even paddy? We are finding that out and some excellent reports have been published by our Department which have received recognition from outside bodies like F.A.O. Soil service maps, as I told you last year, are now ready. I was asked as to what should a farmer do when a soil is to be examined? We have got a research station at Tollygunge where the sample of soil may be sent and examined free with a report.

With regard to implements many new implements are being introduced as for example, wheel hoe, seed-drill and a new type of mould-board plough which two small bullocks can pull. These are being introduced all over the State and instruction is being given with regard to these to our cultivators.

One point which the honourable members will be interested is about plant protection. As far as plant protection is concerned, we have progressed fairly well. Last year in North Bengal we had a very bad attack of rice bug. Although we sent an aeroplane there, it met with a mishap. So we used land and power dusters. But by the use of 'Aldrene' a large portion of the crop was saved by plant protection measures. The year before we had in Plassey in the Nadia District a bad type of disease affecting cane and we treated this disease by means of aerial spray which was first used in our State with very good results and crops in that area were saved from destruction.

I want to report that as far as warehousing is concerned, due to the passing of the State Warehousing Act we have now a Statutory Body in our State. Now warehouses where the cultivators may keep their produce for some time and get a receipt which is negotiable in any bank are being established. One such warehouse in Jiagung in the district of Murshidabad has already been started and another is going to be started very soon in Bongaon in the District of 24-Parganas.

With regard to livestock and poultry centres I wish to report that we have already poultry centres at Ranaghat, Midnapore, Haringhata and we have also started one at Tollygunge. About 3,500 layers have been put in there and there will be a duckary near Gobordanga. From these various centres people will be able to get improved varieties of poultry birds and ducks. I need not go into details as regards Calcutta's milk supply scheme about which this House knows. We have just passed the Cattle Licensing Bill which will improve sanitary conditions of the city of Calcutta. I am glad to report that 4,500 animals have been voluntarily removed from the city without any force or persuasion and we have got space for another 5,000 more which I think will be occupied within a very short time because under the Act no new khatal will be allowed to grow up in the city. As regards milk supply no complaint for non-supply

f milk has been received from any part of the city. We have got a cold torage plant in Kidderpore for seed potatoes and this year we have been ble to distribute from the cold storage 20,000 maunds seed potatoes. The old storage is now a paying proposition. If you kindly look at the White Book—profit and loss account—you will see that we are getting good eturns. This has proved very helpful to us. By this we can improve ur production also. By the help of this seed increased yield of potatoes er acre has been obtained. But we hope to increase our potato production nore in course of time.

Mr. Speaker: Dr. Ahmed, may I suggest that as we have got only hours for this debate, you may reply to the charges later on without naking a long speech now.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: All right, Sir. With these words, commend my motion to the acceptance of the House.

Mr. Speaker: I take it that all the cut motions are moved.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: I beg to move that the demand f Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—0—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, e reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I beg to move that the demand f Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—0—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of gricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, e reduced by Rs. 100.

Sj. Amarendra Mondal: I beg to move that the demand f Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—0—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of gricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, e reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: I beg to move that the demand f Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—0—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of gricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, e reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: I beg to move that the demand f Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—0—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of gricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, e reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: I beg to move that the demand f Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—0—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of gricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, e reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: I beg to to move that the demand f Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—0—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of gricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, e reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: I beg to move that the demand of Rs 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: I beg to move that the demand of Rs 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: I beg to move that the demand of Rs 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Janab Elias Razi: I beg to move that the demand of Rs 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagadananda Roy: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sja. Labanya Prova Ghosh: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Mangru Bhagat: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Choboy: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sen Gupta: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchu Gopal Bhaduri: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Kumar Pandey: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: I beg to move that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads—40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account, be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের কৃষিমন্ত্রী মহাশয় তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেছেন আমাদের এখানে কি করে ফসল বাড়ে, জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে সে পথ আমাদের নিতে হবে। আমি সেজন্য একটা জিনিস এখানে উল্লেখ করতে চাই। গত বছর ১৯৫৮ সালে চায়নাতে এরকম ধরনের ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে রিপোর্ট উল্লেখ করে দিচ্ছি।

In 1958 most of the North East China had the worst drought in 30 years. In Kirin province there was no rain for 130 consecutive days. 5 million people responded by digging 7,00,000 wells and bringing water to 60 per cent. of the land. They saved the crop and at least achieved recorded yield estimated at 50 per cent. more than the year before.

[9-20—9-30 a.m.]

এখানে এটা বলতে চাইছি এই জন্যে যে, যদি সত্য সত্যই দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং প্রতিকূল হলেও তার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে লাগিয়ে সেই অবস্থায় ফসল ফলাবার প্রচেষ্টা করার মত সরকারের যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে সেটা সম্ভব হয় এখানে তা দেখছি না। আজকে আমাদের দেশে অর্থনীতি যখন এই রকম পশ্চাৎপদ সেখানে সমস্ত কিছু উন্নতির মূলে হচ্ছে কৃষির দ্রুত উন্নতি এবং কৃষির দ্রুত উন্নতি যদি করতে না পারা যায় তাহলে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসমূহ সম্ভব নহে এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভব নহে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধি পাবে না আর তার ফলে যে ধরনের খাদ্য সংকট স্থায়ী রূপ নিয়েছে তার সমাধান হবে না। এইজন্য এই সমস্ত দিক আলোচনা করে এখন তৎপর হওয়া দরকার। এই কথা বলা হয়েছিল এবং এই কথা আমরা দাবী করি যে, প্রথম পরিকল্পনা এই দিকে লক্ষ্য রেখে রচনা হয়েছে এবং প্রথম পরিকল্পনা শেষে এই ঘোষণা করা হয়েছিল কৃষি সমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বর্ষে পশ্চিম বাংলার খাদ্য উৎপাদনের কথায় দেখি যে পশ্চিম বাংলায় ১৯৫১ সালে যেখানে ৩৯ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল পশ্চিম বাংলায় সেখানে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এ বৎসরে উৎপাদন ৩৮ লক্ষ

৫০ হাজার টন হবে অর্থাৎ ৫১ সালের চেয়ে যখন একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে এবং আর একটা পরিকল্পনার তৃতীয় বার্ষিকী শেষে দেখা যাচ্ছে ১ কোটি টন উৎপাদন কম এটা একটা শোচনীয় বিপর্যয় অথচ সেক্ষেত্রে চীনের পাতায় দেখতে পাই যে, গোটা চীনে যেখানে ১৯৪৯ সালে ১০ কোটি টন উৎপন্ন হয়েছিল সেখানে ১৯৫৭ সালে ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন হয়েছে এবং ১৯৫৮ সালের শেষে দেখা যাচ্ছে ৩৯ কোটি টন হয়েছে। অর্থাৎ ১ বছরে ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে একেবারে ডবলের বেশী অর্থাৎ ৩৯ কোটি টন হয়েছে,—ইন ওয়ান সিঙ্গল ইয়ার। সেদিন গভর্নরের ভাষণের উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে বিরোধীদলের নেতা জ্যোতিবাবু এই কথা বলেছিলেন তখন এখানে লঘু পরিহাসের অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু চীনের এই খাদ্যোৎপাদন লঘু পরিহাসের বিষয় নয় এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একথা পশ্চিমের প্রত্যেক অর্থনীতিবিদ্ বলেছেন যে, ১৯৫৭ সালে যেমন সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা স্পুটনিক তেমনি ১৯৫৮ সালে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা চীনের খাদ্যোৎপাদন, এই জিনিস গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। ভারতবর্ষের যিনি কৃষি ব্যাপারের উপদেষ্টা আমেরিকার বড়কর্তা প্রফেসর চার্লস বেথলহেম্ তিনিও বলেছেন

Even if haste or optimism have led the Peking authorities to over-estimate this year's achievements somewhat, they will remain so extraordinarily impressive as to call for a complete revision of all Indian thinking and planning in the agricultural field. One western economist wrote this month that "the Chinese harvest is the event of 1958, as the Sputnik was of 1957".

এটা সত্যি অনুধাবন করার বিষয়। কি করে যে চীনে এটা হয়েছে সে বিষয়ে যদি অনুধাবন করা যায় তাহলে দেখতে পাব যে এটা ম্যাজিক নয়, বাস্তবে এরা কাজ করেছে, এক বছরের কাজ যদি দেখা যায় তাহলে ১৯৫৭-৫৮র ঐ অর্থাৎ ঐ এক বছরে সেখানে সেচে আনা হয়েছে ৮ কোটি একর জমি, সেখানে গভীরভাবে চাষ করা বা ডীপ প্লাউইং হয়েছে—২ ফুট পর্যন্ত গভীরভাবে চাষ করা হয়েছে প্রায় দুই কোটি একর জমি। এটা টেন পারসেন্ট অফ টোটাল এরাবল ল্যান্ড। সেখানে যে সার ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯৫৭ সালে গড়ে ৬ টন সেখানে হয়েছে ৫৮ সালে ৬০ টন অর্থাৎ দশগুণ বাড়ানো হয়েছে এবং খুব ঘন সন্নিবিষ্ট ক্লোজ ফারমিং ব্যাপকভাবে করা হয়েছে এবং যেগুলো এলকালিন জমি আমাদের এখানকার নোনা জমির মত সেই রকম ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি চাষযোগ্য করা হয়েছে তার ইমপ্রুভমেন্ট করে। এটা করা সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে, সেখানে ব্যাপকভাবে তাঁদের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে এবং দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের অনুপ্রাণিত করে এই কাজে নিয়োগ করার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। স্বয়ং শ্রী নেহরু বলেছেন যে, একটা নিউ ডিক্টেটোরিয়াল সিস্টেম এর ভিতর দিয়ে কাজ করেই এটা সম্ভব হয়েছে। গত ১৯৫১ সালে সেনসাসে দেখা গেছে পশ্চিম বাংলা জমির উপর নির্ভরশীল যেখানে ১ কোটি ৪১ লক্ষ সেখানে মাত্র ৪৭ লক্ষ লোকের হোল টাইম-এর এমপ্লয়মেন্ট ছিল বাকী লোকের ছিল না অথচ চীনে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, এত যেখানে জনসংখ্যা সেখানে ১৯৫৫ সালে যে কৃষক বৎসরে খালি ১৫৫ দিন কাজ করেছে এখন সে বৎসরে ৩০০ দিনের কাজ পাচ্ছে। কারণ সে দেখছে এই যে সেচের ব্যাপার, এই যে সারের ব্যাপার এইগুলির জন্য বড় সেচ পরিকল্পনা গড়ে ওঠেনি। এই সব বড় সেচ পরিকল্পনায় ৮ কোটি একরে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিটি জায়গায় অসংখ্য লোক সর্বরকম চেষ্টা কোরে এই বিরাট পরিমাণ জমিকে সেচের ভিতর এনেছে। অর্থাৎ, এই প্রক্রিয়ায় বহু লোককে কাজে লাগান হয়েছিল। সারের ব্যাপারেও ২০টা বড় বড় সারের কারবারের কথা আছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা না হওয়ায় সেখানে সকল রকম সার—'নাইট সয়েল' থেকে আরম্ভ কোরে যেখানে যা আছে প্রত্যেকটি জিনিস সেখানে বহু লোককে কাজ দিয়েছে। কাজেই তাতে কেবল খাদ্য উৎপাদন নয়, বেকার সমস্যারও সমাধান সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে। সমগ্র পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে, যাকে বলে নূতন জীবনের স্পন্দন এসেছে, নূতন জীবনের জোয়ার দেখা যাচ্ছে। সে জোয়ার এমনি আসে না, তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। সে জিনিস তারা করেছে। সত্যকার ভূমিসংস্কারের ভিতর দিয়ে। এ জিনিসটা আজ গভীরভাবে অনুধাবন করার বিষয়। এখানে বলা হয় খুব ইমপ্রেসিভ কাজ হয়েছে। একথা ঘোষণা করা হয়েছে ডি ভি সি থেকে ৪ লক্ষ একর জমিতে এবার জল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে ত দেখছি গত বৎসরের চেয়ে এ বৎসর

২ লক্ষ টন কম খাদ্য উৎপন্ন হয়েছে। এখন যে রকম ইরিগেশন ফিগার দেখাচ্ছেন সে রকম ধান উৎপাদন কি দেখাচ্ছেন? কাজেই কতকগুলি ইমপ্রেসিভ ফিগার দিলেই হবে না, ইমপ্রেসিভ রেজাল্ট দেখাতে হবে জনসাধারণের জীবনে। সেখানে সম্ভব হয়েছে যে সত্য সত্যই তারা জনসাধারণকে কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে। আমরা জানি গ্রামাঞ্চলে অনেক ছোটখাট ইরিগেশন স্কীম আছে, যেগুলো নিতে পারলে বহু এলাকায় চাষ হয়ত করা যায়। অথচ এ বছরের বাজেট ফিগার দেখলে দেখা যায় চাষের ব্যাপারে রেভিনিউ একাউন্টে এ বছর ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪,৭৫,২৯,০০০ টাকা। সেখানে সর্বরকম সেচের জন্য ধরা হয়েছে ৪৮ লক্ষ টাকা। স্মল ইরিগেশন স্কীম ১২ লক্ষ, ডেরিলিক্ট ট্যাঙ্ক রিনোভেশন ১২ লক্ষ ও লিফ্‌ট ইরিগেশনে ৬ লক্ষ এবং টিউবওয়েল ইরিগেশনে ১৮ লক্ষ টাকা। এই সব মিলিয়ে ৪৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে সেখানে ডাইরেকশন এ্যান্ড সুপারিনটেন্ডেন্স-এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৫০ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা অর্থাৎ প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা। অথচ ব্যাপক স্মল ইরিগেশন-এর জন্য তার চেয়ে কম খরচ ধরা হয়েছে। হয়ত বলবেন ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকেও সেজন্য খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট বড় বড় সেচ ইরিকল্পনা নিয়ে থাকে। আমরা বারে বারে বলেছি যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে গেলে বড় বড় যে সব স্কীম তাতে অনেক ত্রুটি থাকতে পারে, তার জন্য অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হতে পারে, নানাভাবের আলোচনার প্রয়োজন হতে পারে। সে সব বিবেচনা করলে স্মল ইরিগেশন-এর গুরুত্ব বোঝা যায়। কিন্তু এত কথা বলা সত্ত্বেও সে জিনিস হয় নি। সারের ব্যাপারেও আমরা জানি সরকার বলেন তাঁরা মোর ইন্টারেস্টেড ঐ বড় বড় লাভের কারখানা সম্বন্ধে। কিন্তু আমরা জানি ১৯৫৪ সালে যে ফসল ভাল হয়েছিল সে কেবল সুবৃষ্টি হয়েছিল বলে নয়, চাষীদের এগ্রিকালচারাল এ্যাসিসটান্স দেওয়া হয়েছিল, সার দেওয়া হয়েছিল।

[9-30—9-40 a.m.]

আমি মনে করি সার যেখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সেখানে এটাকে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার বিষয় না করাই উচিত। আমি জানি কয়েক বছরের ভেতর প্রতি পদে পদে সারের দর অসম্ভবভাবে বাড়ান হয়েছে। যেখানে সাবসিডাইজডভাবে দর কমান উচিত ছিল সেখানে দেখা গেছে গত বছর ৩৮৷৷৵০ দর করার পর ব্ল্যাক মার্কেটে সেটা ৫০-৬০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। আমি মনে করি এটা এই রকমভাবে চোরাকারবারীদের ক্ষেত্র হওয়া উচিত নয়। এই ব্যাপারে বিড়লাজীর কথা উঠেছিল, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা তাঁদের কৃষি ডিপার্টমেন্টের ভেতর থেকে হতে পারে। আর একটা কথা বলব। আপনারা জানেন যে নাগপুর অধিবেশন থেকে আরম্ভ করে নেহরু ইত্যাদি সবাই আজকে পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরের শেষে বুক চাপড়াতে আরম্ভ করেছেন যে কৃষির উন্নতি না হলে কিছুই হবে না। এ সম্পর্কে এগ্রিকালচারাল অ্যাডমিনিসট্রেশন কমিটি একটা সাজেশন দিয়েছেন। তাঁরা যে সাজেশন দিয়েছেন সেটা হচ্ছে—"Through its tour of the States the Committee was struck by the prevailing low morale among the agricultural service and frustration arising from the belief that agriculture hardly ever received the attention that it deserved; was treated in the past and is still being treated as a minor department only to be remembered in times of national emergency of food shortage arising partly from the ever increasing monsoon or uncharitable weather conditions তারপর তাঁরা আবার বললে, ". "Many persons who are competent have to struggle against the cumbersome and outmoded administrative machinery which not only makes it futile to strive to be competent but even encourages and promotes mediocrity; bestow on them responsibility without authority over either their budget or the individuals placed under them, wastes precious weeks and months for perfecting procedural niceties, relegates the field and the scientific worker to the domain of proper files and accounts and denies technical leadership and recognition in the field of his specialisation". The Committee states that it is a sad commentary that the recommendations made nearly 30 years ago in the report of the Royal Commission on Agriculture in India received only nominal attention.

তাঁরা একথা সাজেস্ট করেছেন যে ইরিগেশন এবং কৃষি দপ্তরকে একত্রিত করে দুটোর মধ্যে একটা কো-অর্ডিনেশন আনা উচিত এবং এতে কাজ ভালই হবে। টেকনিক্যাল পার্শোনেল সমস্ত রাখা উচিত। চীন প্রভৃতি দেশে যা হয়েছে তার টেকনিক্যাল নলেজ নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে কাদায় হেটে তাদের সাহায্য করা উচিত। সেখানে এই সমস্ত টেকনিক্যাল পার্শোনেল দিয়ে চাষীদের উন্নত-প্রথায় চাষ করবার সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা শুধু ফাইল দেখছেন এবং রিটার্ন দিচ্ছেন। আমরা জানি কিছুদিন আগে একজন প্যারিসের প্রফেসার ইউ এন ও থেকে এসেছিলেন এবং তিনি কম্যুনিটি প্রজেক্ট দেখে বলে গেছেন যে অফিসারদের পায়ে কোনদিন কাদা লেগেছে বলে মনে হয় না, জীপে করে তাঁরা ঘোরেন। অতএব এইভাবে সত্যি-কারের কিছু করা যায় না। এই অনুভূতি যদি এসে থাকে যে কৃষির উন্নতি করব, তাহলে সে উন্নতি যদি না করা যায় তাহলে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। অনেকে টেকনিক্যাল প্রবলেমের কথা বলেছেন, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে সোসিও-ইকোনমিক প্রবলেম। অতএব গ্রামাঞ্চলে যাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করা যায় সেজন্য ল্যান্ড রিফর্ম করা দরকার। এটা একমাত্র সোস্যালিস্ট চীনে সম্ভব হয়েছে। কারণ সেখানে প্রভূত সোস্যালিজম আছে, আর আমাদের এখানে সোস্যা-লিজমের খালি ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Provakar Pal:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে পশ্চিম বাংলার কৃষিমন্ত্রী তাঁর বিভাগীয় বায়বরাদ্দ মঞ্জুরীর জন্য যে দাবী উপস্থাপিত করেছেন তা সমর্থন করতে উঠে আমি আপনার কাছে কয়েকটা নিবেদন রাখবো। পশ্চিম বাংলার মত কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির গুরুত্ব যে খুব বেশী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, বিশেষ করে যে দেশে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে অনেক ঘাটতি অঞ্চল রয়েছে। স্যার, যদি স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিম বাংলা সরকারের কৃষিনীতি আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে পশ্চিম বাংলায় কৃষিনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। খাদ্যশস্যের উৎপাদনের দিক থেকে আমরা ১৯৪৭-এ যেখানে ছিলাম, তার চেয়ে আজ আমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছি। স্যার, পশ্চিম বাংলায় দুটো জিনিস বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে—একটা হচ্ছে পাট, আর একটা হচ্ছে চা। এই দুটো জিনিসের উৎপাদনের ব্যাপারে ১৯৪৭ সালে আমরা যেখানে ছিলাম, আজ তার চেয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি। ১৯৪৭ সালে পাটের বিষয়ে আমাদের অপর দেশের উপর নির্ভর করতে হত কিন্তু আজ আমাদের বাংলাদেশ গর্বের সঙ্গে একথা ঘোষণা করবে যে পাটের বিষয়ে আমরা স্বাবলম্বী হতে পেরেছি। পাটের সম্পর্কে একটা কথা আমি বলবো যে অগণিত পাটচাষীর সাহায্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সহযোগিতায় আমরা স্বাবলম্বী হয়েছি সন্দেহ নেই কিন্তু এ বছর পাটের দর অত্যন্ত পড়ে যাওয়ার ফলে পাটচাষীদের মনে একটু হতাশার সঞ্চার হয়েছে। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষিমন্ত্রীর কাছে আমি আবেদন জানাবো যে পাটের একটা সর্বনিম্ন দর বেঁধে দেয়া হোক যাতে করে চাষীরা পাটের ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এবং পশ্চিম বাংলার কৃষকদের ও পশ্চিম বাংলার আর্থিক উন্নতি যাতে অব্যাহত থাকতে পারে। আর একটা অর্থকরী ফসল আছে আলু। আলু পশ্চিম বাংলার, বিশেষ করে হুগলি জেলার প্রধান ফসল। আজকে আলুর উৎপাদন বেড়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু আলুর চাষীদের উন্নত ধরনের বীজ, সার ও পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয় না। এ বছর আলুর বীজ কেনবার সময় তার বীজের দর ছিল মণপ্রতি ৩০ থেকে ৪০ টাকা এবং আলুর দর ছিল ১২৸০ টাকা থেকে ১৬ টাকা কিন্তু আজকে বিক্রির সময় আমরা দেখছি ৬ টাকা থেকে ৮ টাকা দর—৮ টাকা এখনও হয় নি, মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রই হবে। কাজেই তাদের উৎপাদনের খরচের পড়তা হচ্ছে না। এ সম্পর্কে আমি কৃষিমন্ত্রীর কাছে নিবেদন করবো যে এ ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্যার, খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে পশ্চিম বাংলার কৃষি বিভাগ অনেক কাজ করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু আরো করবার আছে। কৃষি বিভাগ আমাদের বাংলাদেশে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা ৭৭ জন লোক বিভিন্নভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কাজেই কৃষির উন্নতি যদি আমরা করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের অধিবাসীদের কল্যাণ করতে পারবো। আজকে ইউনিয়নে ইউনিয়নে যে এগ্রিকালচারাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছেন, প্রত্যেক থানায় যে ইনস্পেক্টর আছেন, প্রত্যেক মহকুমায় যে এগ্রিকালচারাল অফিসার আছেন এবং প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট-এ যে সুপারিনটেনডেন্ট আছেন—তাঁরা যদি কেবল

ফাইলবাজী না করে গ্রামের কৃষকদের সংগে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন তাহলে কৃষির উন্নতি হবে। কাজেই স্যার, আমি এই প্রস্তাব করবো যে প্রত্যেকের উপর একটা কার্যের ভার দিন যাতে করে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে গ্রামের লোকের সংগে, কৃষকদের সংগে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। মহকুমায় যে এগ্রিকালচারাল অফিসারস আছেন তাঁরা যাতে ১ বছরের মধ্যে প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্ততঃ একটা করে মিটিং করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। থানার অফিসারস যাঁরা আছেন তাঁরা সেই থানায় যতগুলি গ্রাম আছে প্রত্যেক গ্রামে চাষীদের সংগে সংযোগ স্থাপন করে কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করলে দেশের কল্যাণ হবে, চাষের ফসল বাড়বে সেটা যাতে তাদের শেখান তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একথা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে পশ্চিম বাংলার কৃষকরা দরিদ্র হতে পারেন, অশিক্ষিত হতে পারেন কিন্তু তাঁরা বুদ্ধিহীন নন। তাঁদের যদি ভালভাবে এ সমস্ত জিনিসগুলি শেখানো যায় তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা তা গ্রহণ করবেন এবং বিভিন্ন কার্যের মধ্য দিয়ে সেটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন।

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. Ramanuj Halder:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষিপ্রধান আমাদের দেশের কৃষিখাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। কৃষির উন্নতি ব্যতীত আমাদের কোন রকম উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের বেতন ও সংখ্যা এবং তাঁদের যে বাস্তব এলেকায় কাজ করতে হয় এসব কথা বিবেচনা করলে আমার মনে হয় এটা একটা হতাশাব্যঞ্জক ও হাস্যোদ্দীপক বরাদ্দ মাত্র। তারপর, যে টাকা বরাদ্দ করা হয় সেটাও যদি উপযুক্তভাবে সততার সংগে, নিষ্ঠার সংগে খরচ হত তাহলে কৃষিকার্যের উন্নতি হতে পারত এবং পশ্চিমবংগের রূপ আজকে অন্য রকম হত। অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবস্থা ও অপরিসীম দুর্নীতি ও ফাঁকি এই দুর্গতির মূল কারণ বলে আমি বিবেচনা করি। উৎপাদনের কাজে কোনরকম ফাঁকি চলতে পারে না। কিছুদিন পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর নিজের উক্তিতে স্বীকার করেছেন যে, সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি বিভাগের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর না হওয়ার দরুন আমাদের দেশের এই খাদ্যঘাটতি হচ্ছে। তিনি বর্তমান কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চান। কিন্তু করবেন কেমন করে? আজকে সাধারণ মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে কৃষি উন্নতি করবেন? আজকে যারা এই কৃষিবিভাগের কর্মে নিযুক্ত রয়েছে এবং যে পদ্ধতিতে ও যে ব্যবস্থাপনায় তাঁরা কার্য-পরিচালনা করেন তার বাস্তব রূপ সম্পর্কে আমি, স্পীকার মহাশয়, কয়েকটা কথা এখানে রাখব। যাদের হাতে কৃষিকার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত রয়েছে তাঁরা যদি সন্দেহাতীত চরিত্রের দ্বারা জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করতে না পারেন তাহলে আমাদের দেশের কৃষক সমাজের কল্যাণ হতে পারে না। আমি গত অধিবেশনে একজন বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক সার প্রয়োগের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন তাঁর কথা উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু তার কোন উত্তর পাই নি। ভারতের মাটি অবিবেচনাপ্রসূত সার প্রয়োগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মাটির বাঁধন নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যতই বিজ্ঞানপ্রসূত বড় বড় পরিকল্পনা করি না কেন, যারা খাদ্যোৎপাদন করে আমাদের দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করবে তাদের বোধগম্য করে, তারা বুঝতে পারে, তাদের বুঝবার উপযোগী করে যদি ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে যন্ত্র, বিজ্ঞান ও বিভাগীয় কর্মচারীদের উদ্ভূত পরিকল্পনার দ্বারা আমাদের দেশে ফসল উৎপাদনে সাফল্যলাভ করবে এটা মনে হয় না। আমাদের মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন কৃষির ব্যাপারে উন্নত ধরনের কৌশল এবং আরো ব্যাপকতর ব্যবস্থাবলম্বন করা হবে এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার আরো ব্যাপকতর হলে আমাদের দেশের খাদ্যোৎপাদন বেড়ে যাবে। "আরো বাড়বে, আরো বেড়ে যাবে" এই কথার বার-বার পুনরুক্তির দ্বারা এবং উন্নত ধরনের কৌশলের প্রয়োগের কথা বলেই কৃষির উন্নতি হবে না। এতদিন এই কৌশল কেন প্রয়োগ করা হয় নি? এই ১১ বৎসর পরেও বাংলাদেশের ৩ কোটি লোককে খাদ্য দিতে পারলেন না এবং খাদ্য ঘাটতি ৯ লক্ষ টন বেড়ে গেল—এতেই আপনাদের বিজ্ঞানের কারিগরি ও আপনাদের কর্মচারীদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মায় বিনয়বাবু এখানে আরেকটা কথার উল্লেখ করেছেন যে, বার্মার মত দেশও ১১ লক্ষ টন খাদ্যোৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। আর আমাদের দেশে যেখানে ৩৫ লক্ষ বিঘা চাষযোগ্য ভূমি আছে সেখানে ভূমি-সম্পদ কিছু বেড়েছে বলে বলা যায় না এবং দীর্ঘদিন চেষ্টার পর সরকার মাত্র ১২ পার্সেন্ট

াড়াতে সমর্থ হয়েছেন। সেজন্য আমি কিছু বাস্তব ঘটনার কথার অবতারণা করতে চাই। ন্দরবনের কথা বলি—সুন্দরবনে যে বাঁধ সেটা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে—বছরের পর বছর াঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং বিস্তৃত অঞ্চলে লবণাক্ত জল প্রবেশ করে শস্যহানি ঘটাচ্ছে। খালের ংস্কার ইরিগেশনের জন্য খালের সংস্কার, এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট এবং ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয় এবং ৫০ পারসেন্ট লোকাল কন্ট্রিবিউশন হিসাবে দিতে হয়। আমি নে করি এই ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন দরকার। তারপর সারের ব্যাপারে আমরা বারবার একথা খানে বলেছি যে, সার যেন সময়মত দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সার দেওয়া হয়, ময়মত দেওয়া হয় না এবং পরীক্ষা করে দেওয়া হয় না। তারপর ঋণও সময়মত দেওয়া হয় না। ই সমস্ত কারণে চাষীরা, ভাগচাষীরা চড়া দামে সার কিনতে বাধ্য হলেও শস্যের দাম সেরকম ায় না এবং সস্তা দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। দেশে আজকে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করা চ্ছে, কিন্তু ছোট ছোট পরিকল্পনা সার্থক করার কোন রকম চেষ্টা করা হচ্ছে না। এর ফলে াজকে চাষীর মনে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারপর, ডাঃ আমেদেরই এটা উক্তি যে, ক একর ভূমিতে ১২৫ টাকা ব্যয় করতে হয়, তাঁদের নির্দেশিত পদ্ধতিতে চাষ করলেও; কিন্তু একর প্রতি ১১ মণের সামান্য বেশি ধান হয়। এর ফলে কৃষক সরকারী সার কিনে বাজারে ্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয় এবং ক্রেতা সাধারণও বেশি দাম দিতে বাধ্য হয়। এবং আজকে এই নাই আমাদের ৪-৫ বছর অন্তর একটা করে হেভক-এর সম্মুখীন হতে হয়। তারপর, আরো কদিক দিয়ে দরিদ্র চাষী নিপীড়িত হয় যেভাবে মূল্য নির্ধারিত হয় তাতে উৎপাদনের হারের ঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। সরকার দামের যে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের জন্য যে চেষ্টা রেন সেটা একটা প্রহসন মাত্র। এবং আজকে সরকারী ব্যবস্থায় আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ চেষ্টাও একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

9-50—10 a.m.]

Sj. Pijus Kanti Mukherjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কৃষি। ামাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজ থেকে জীবিকা অর্জন করেন এবং আমাদের জাতীয় ায়ের অর্ধেক এই থেকে হয়। শিল্পব্যবস্থায় অত্যন্ত উন্নত যেসমস্ত দেশ আমেরিকা প্রভৃতি শ তাদেরও জাতীয় আয়ের অধিক অংশ আসে কৃষি থেকে। শিল্পের উন্নতি যতই করি না ন কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে পরিসংখ্যান উন্নতি নিকটবর্তী ভবিষ্যতে কেন সুদূর বিষ্যতেও হবে না। এই জন্যেই কৃষির দিকে বিশেষভাবে আজ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কৃষির ন্য প্রয়োজন সার, জল, বীজ এবং কৃষকের চাষের ভাল জ্ঞান। এদিক থেকে বিবেচনা করলে খতে পাই কেবলমাত্র ঠিকমত জল যদি আমরা সরবরাহ করতে পারি তাহলে বর্তমানের ৎপাদনের চেয়ে দ্বিগুণ ফসল হবে। কিন্তু এই জল সরবরাহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ছোট াট সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তারপর জল ছাড়া সার বিশেষ দরকার। মিকাল মেনিওর ছাড়া অন্য সার তৈরি করবার মত অনুপ্রেরণা কৃষকের মধ্যে আজ নেই। অথচ মিকাল সার কিরকম জমিতে কি পরিমাণে দিলে কাজ হবে সে জ্ঞান চাষীর নেই। কৃষি ভাগ যারা পরিচালনা করেন তাদের সঙ্গে সাধারণ চাষীর কোন যোগাযোগ একেবারেই নেই। জ চাষের অবস্থায় আমরা যদি পরিবর্তন আনতে না পারি তাহলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ফল হবে, ব্যর্থ হবে। সার যা দেওয়া হয় তার পরিমাণও খুব কম। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে সার যায় তার অর্ধেক যায় চা-বাগানে এবং এর মধ্যে যথেষ্ট দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে। এই ষি বিভাগ যারা পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে আজ নতুন প্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজন—তা না রতে পারলে সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আজ সরকারকে চিন্তা করতে হবে কিভাবে মগ্রীকভাবে দেশের চাষের উন্নতি করা যায়। ইনডিভিজুয়াল চাষীকে উপদেশ দিয়ে সরকারের ক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়, এর জন্যে প্রয়োজন সমবায় প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করা। চাষীকে দি সমবায় প্রথা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা যায় তাহলে সমবায় মারফত সার, সেচ পরিকল্পনা ত্যাদির কাজও সম্ভব হবে। কবে চাষীরা নিজে থেকে এদিকে এগিয়ে আসবে তার উপর নির্ভর রলে চলবে না। চাষী স্বভাবতঃই সমস্ত দেশের কথা চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু জাতির বিষ্যৎ যে চাষের উপর নির্ভর করে সেটা তাদের বুঝান দরকার এবং সরকারেরও তাদের উপর

সেদিক থেকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয় আমাদের খাদ্যাভাব এইভাবে দূর করে আমরা উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারব। বর্তমান সরকার পাটের দাম বাঁধার চেষ্টা করছেন তার শুভ ফল সেটুকু তার চাষী কিন্তু পাবে না। যারা কিনে নিয়ে মিলে গুদামজাত করে রাখছে তারা এতে উপকৃত হবে। আমরা অবশ্য জানি এবছর পাটের দাম বেড়ে যাচ্ছে—যেমন চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মিলমালিক তত বেশি লাভবান হচ্ছে। সুতরাং আমরা যদি কৃষকের স্বার্থ রক্ষা না করতে পারি তাহলে পাটশিল্প যা আছে, পাটকল যা আছে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সামগ্রীকভাবে সমস্ত দেশের চাষীর দিকে আমরা দৃষ্টিপাত না করি তাহলে আমরা আমাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব বলে আমি মনে করি। স্পীকার মহোদয়, চাষের উপর খাদ্যশস্য বা শুধু পাট নয়, সুগারকেন—আক বা সরষে ফল ইত্যাদির উৎপাদনের কথাও ভাবতে হয়।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার স্যার, কৃষি খাতে যে ব্যয় মঞ্জুর করবার জন্য কৃষিমন্ত্রী মহোদয় আমাদের সামনে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তা দেখে, সামগ্রীক সমস্যার দিক বিবেচনা করে আমার মনে হয় এই সম্পর্কে তিনি অবহেলা করেছেন, কেন না, যেখানে মূল বাজেটের শতাংশ হিসাব করলে দেখলে পর দেখা যাবে যে গত বছর যা খরচ হয়েছিল ৪·৪ এবারে সেখানে দাঁড়িয়েছে ৩·৬। তাহলে পর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করতে পারছি সেটা হল গত বছরের যে রিভাইজড এস্টিমেট তার থেকে এবারের যে বাজেট এস্টিমেট তাতে ২৫ লক্ষ টাকার মত বেশি ব্যয় দাবি করা হয়েছে। কিন্তু এই বেশি দাবি যা করা হয়েছে তা ব্যয় করবার জন্য যে বরাদ্দ তিনি উপস্থাপিত করেছেন তার দিকে নজর দেওয়া দরকার। তাতে দেখা যাচ্ছে এর ভিতর ৪৪ লক্ষ টাকা ডেভেলপমেন্ট স্কিমএ ব্যয় করবার কথা বলেছেন কিন্তু সেগুলি করতে গেলে যেভাবে করা উচিত তা কি হচ্ছে? আমি এখানে ১১১ পাতার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—এখানে চব্বিশপরগনা জেলায় দুটি এগ্রিকালচার কলেজ স্থাপন করবার জন্য হিসাবমত প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ অফিস এস্টাবলিসমেন্টএর কাজকে পরিচালনা করবার জন্য বেশি খরচ করা হচ্ছে, গবর্নমেন্টের অন্যান্য ডেভেলপমেন্টএর কাজে বেশি খরচ করা হচ্ছে, অথচ এই কৃষি কর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটা নজীর দিলেই বুঝতে পারবেন সেখানকার কি অবস্থা। আপনি জানেন যে গত বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে আউস ধানের বীজ সরবরাহ করবার জন্য এই ডিপার্টমেন্ট ব্যবস্থা করেছিলেন।

[10—10-10 a.m.]

আমডাংগা থানাতে বিভিন্ন গ্রামে আউসের বীজ সরবরাহ করা হয়, দেখা গেল ধানগাছ হল, চারা হল কিন্তু তাতে ধান হল না এবং সমস্ত ধান চিটে হয়ে গেল। এবার কয়েক মাস আগে ঐ সরকারী দপ্তর থেকে যাদের ব্যয়বরাদ্দ বেশি করবার জন্য তিনি এখানে দাবি জানাচ্ছেন আলুর বীজ যা সরবরাহ করেছেন, বাইরে থেকে যে কৃষকরা আলুর বীজ সংগ্রহ করেছে সেখানে এক মণ আলুর বীজ থেকে ১৬ মণ আলু হয়েছে, আর সরকারী বিভাগ থেকে যে বীজ দিয়েছেন তার দ্বারা সাড়ে তিন মণের মত আলু হয়েছে। অথচ এই রকম ধরণের যেখানে কার্যকারীতা কর্মকুশলতা, সেই অফিসার স্ট্রেনদেন করবার জন্য তিনি যে মূল ব্যয়বরাদ্দ দাবি করেছেন তার একটা বেশিরভাগ অংশ এই খাতে খরচ করছেন। কাজেই এই দিক দিয়ে আপনার দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অপর পক্ষে আমার সদস্য বন্ধুরাও বলেছেন পাট চাষীদের দুরবস্থার কথা। আমি লক্ষ্য করলাম যে পাটচাষীদের দুরবস্থার কথা তিনিও একটু চিন্তা করেছেন, করে পাইলট স্কিম ফর জুট মার্কেটিংএর জন্য এখানে ৩৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ কৃষকদের ৩০-৩২ কোটি টাকা হানি হচ্ছে সেখানে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবার জন্য, বা তার ন্যায্য দর পাবার জন্য সরকারের যে পরিকল্পনা তাতে মাত্র ৩৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। অথচ এই কথা আমি জানি, আমার কাছে তথ্য আছে যে পশ্চিম বাংলার কৃষককে যদি তার পাটের ন্যায্য দর দিতে হয় তাহলে ঐ যে বিদেশী প্রভূত্বে পরিচালিত, বিদেশী মূলধনে পরিচালিত যাদের মনপলি রয়েছে, ঐ যে আই জে এম এ, ইন্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশন, তাদের উপরে যদি কোন রকম বাধা নিষেধ আরোপ না করা যায় তাহলে পর বাংলাদেশের চাষীকে বাঁচবার কোন সম্ভাবনা নেই। আমার সময় নেই আমি তথ্যের দ্বারা দেখাতে পারতাম আই জে এম এ, কিভাবে চক্রান্ত করছে। এই আই জে এম এ-এর অন্তর্ভুক্ত যেসমস্ত চটকল আছে তাদের হাতে

মজুত কাঁচামালের পরিমাণ কম একথা বলা যায় না বরং কাঁচা পাটের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে; একথাও বলা যায় না যে তাদের ঐ পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমে গিয়েছে; এবং একথাও বলা যায় না যে বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের দাম কমে গিয়েছে। এই তিনটি কারণ যেখানে নেই সেখানে বাংলাদেশের কৃষককে সর্বস্বান্ত করবার জন্য তাদের পাটের ন্যায্য দর না দেবার জন্য একটা বিরাট চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্ত কারা করে? যার একটা কৃত্রিম উপায়েতে পাটের বাজারে দর নাবিয়ে দিয়ে এবং একটা বিশেষ সময়েতে পাটের দর চড়া করে মুনাফা লুঠবার জন্য যে ফটকাবাজী করা হয় সেই ফাটকাবাজীই এর জন্য দায়ী। এই ফাটকাবাজীকে রোধ করে বাংলার কৃষককে তার ন্যায্য দাম দেবার জন্য যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সে ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের কৃষিমন্ত্রী কোন ব্যবস্থা করছেন না। অথচ কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার, কেন্দ্রীয় জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাঁরা এই সম্পর্কে পরিষ্কার বলেছেন যে স্টেট ট্রেডিং করা হোক, করপোরেশন করা হোক। সরকার তাদের ক্ষেসারত দিন, তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিন, তার মধ্য দিয়েই এই সমস্ত ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মিঃ স্পীকার, স্যার, এই সমস্ত ব্যবস্থা না হলে পরে এর কোন সমস্যার সমাধান হবে না। আর যেখানে নজর দেওয়া প্রয়োজন সেটা হচ্ছে প্লাণ্ট প্রটেকশন, সেখানে গত বৎসর যেখানে ছিল দশ লক্ষ টাকার মত এখানে তা কমিয়ে ৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা করা হয়েছে। আপনি জানেন গত বৎসর মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, ২৪-পরগনা জেলায় পাট চাষের কি ক্ষতি হয়েছে পাটে পোকা লাগার দরুণ। অথচ সেখানে যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল সে অতি সামান্য ব্যবস্থা, তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। যে সামান্য গ্যামেকসিন দেওয়া হয়েছিল এবং তা দেবার ক্ষেত্রে তার যন্ত্রপাতির যে অপ্রাচুর্যতা এবং সর্বপরি যারা সেই যন্ত্রগুলি ব্যবহার করতে পারেন সেই সব থেকে কম থাকার দরুণ একটা বিরাট পরিমাণ পাটের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু পাটে পোকা লাগা নয় ধানেও পোকা লাগে। সেই ধানে পোকা লাগার হাত থেকে ধানকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে আরও ব্যয় বরাদ্দ করা দরকার, সেই সম্পর্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যে সমস্ত কাজ হচ্ছে তা বিবেচনা করে আমার মনে হয় প্রকৃত পক্ষে কৃষকদের স্বার্থের দিকে নীতি পরিচালনা না করে, তার কি করে সুবিধা হবে তার দিকে দৃষ্টি না রেখে, সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি না রেখে শুধুমাত্র অবিবেকের খরচা বাড়িয়ে ফাইলএর সংখ্যা বাড়িয়ে আর ঐ জীপ গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়ে, অধিক খাদ্য বাড়াও ইত্যাদি প্রচারমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরা হয়ত এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চান। অপর পক্ষে কৃষকদের যে সারের কথা- আমি জানি গত বৎসর সারের জন্য টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল অথচ সার সেখানে কৃষক পায় নি —ওঁর যেসমস্ত এজেন্ট আছে তারা বলে সার আমরা পাই নি আমরা সার কি করে সরবরাহ করবো। টাকা তাদের ঋণ দেওয়া হল। জমিতে সার যাতে প্রয়োগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারলেন না। শুধু তাই নয়। এবং যে সমস্ত সার-এজেন্টরা কালোবাজারী করে, নির্দিষ্ট দরে তারা দেন না, বাজার তারা সারের ব্যাপারে খেয়ালখুশিমত নিয়ন্ত্রিত করে। এভাবে দুর্নীতি চলেছে, সারের ব্যবসা এভাবে তারা পরিচালনা করছে। আমরা দেখতে পাই বিশেষ একটি কোম্পানি শ' ওয়ালেস এবং আরামবাগের বলাই রায়কে সমস্ত সার বিতরণের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেখানে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে সেখানে এই ধরণের একটি বিশেষ কোম্পানিকে সার সরবরাহ ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া জাতীয় স্বার্থের বিরোধী, কৃষক স্বার্থের বিরোধী, খাদ্যনীতির বিরোধী সে কথা আমরা বারবার বলেছি—কাজেই এ সম্পর্কে কৃষিমন্ত্রী মহাশয়কে বিবেচনা করতে বলি। যাতে প্রকৃতপক্ষে কাজ করলে কৃষকদের উপকার হয় সেইভাবে করতে বলি। তারপর খারাপ বীজ সরবরাহের ফলে কৃষকদের ক্ষতি হয়েছে সে কথা আমি আগেও বলেছিলাম। আলুর বীজ খারাপ দেবার ফলে ভাল ফসল হয় নি ধান হয় নি। কাজেই তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা উচিত। আলুর বীজ খারাপ থাকাতে ন্যায্য মূল্য তারা পায় নি ফলে তারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা পূরণের ব্যবস্থা করা উচিত।

Sj. Bhawani Prasanna Talukdar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষির ব্যাপারে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে আমি সর্বপ্রথমে তা সমর্থন করছি। আমি পশ্চিম বাংলার সুদূর প্রান্ত কুচবিহার জেলা থেকে এসেছি। আমি শুধু কুচবিহার জেলার কৃষি বিষয়ে সামান্য কিছু কিছু কথা আপনার কাছে রাখতে চাই। এবারের বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে উপযুক্ত ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু যে জিনিসের উপর

পশ্চিমবাংলার প্রায় তিন কোটি লোকের জীবনধারণের ব্যবস্থা নির্ভর করে সেইখাতে যদি আরও কিছু বেশি ব্যয়বরাদ্দ ধরা যেত তাহলে খুব ভাল হত বলে আমার মনে হয়। রাজ্যপাল মহোদয়ার ভাষণে বক্তৃতার সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট চীনদেশের ধান্য উৎপাদনের হার যা শুনেছি তা সত্যই চমৎকার। কাজেই আমি বলি কিছু কিছু লোককে চীনদেশে পাঠিয়ে কৃষি উৎপাদনবিষয়ে শিক্ষা দিয়ে আনা যায় তাহলে আমার মনে হয় দেশের পক্ষে মঙ্গল হবে। কুচবিহারে ধানের জমি তিন লক্ষ ২০ একর, গড়ে সেখানে ১২ মনের বেশি ধান হয় না, সেখানে লোক সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজারের উপর। যে হারে শস্য উৎপাদন হয় তা অত্যন্ত অপ্রচুর। কাজেই কৃষির উন্নতি না করলে খাদ্য সংকট দেখা দেবে। চেষ্টা করলে কুচবিহারের মত জায়গায়ও প্রচুর ধান্য উৎপাদন হতে পারে। তার প্রমাণ, আমার জেলাতেই প্রথমে একরে ১৬২ মণ ধান উৎপন্ন করে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম পুরস্কার লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল তিন বছর আগে।

[10-10—10-20 a.m.]

কুচবিহারে ধানের জমি প্রায় তিন লক্ষ ২৩ হাজার একর, এবং গড়ে প্রতি বৎসর ১২ মণের বেশি ধান উৎপন্ন হয় না। বর্তমানে সেখানে জনসংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজারেও উপরে, কাজেই কৃষির উন্নতি দ্বারা সেখানে বহু পরিমাণে শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা না করলে খাদ্য সংকট অবশ্যই দেখা দেবে। চেষ্টা করলে কুচবিহারে প্রচুর ধান যে উৎপন্ন হতে পারে তার প্রমাণ মাথাভাঙ্গা মহকুমার শ্রীবসন্ত পাটোয়ারী প্রতি একরে ১৬২ মণ ধান উৎপাদন করে তিন বছর পূর্বে পশ্চিম বাংলার প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন। সরকার যদি যথোপযুক্ত উপদেশ, শিক্ষা ও আবশ্যক সাহায্য কৃষকদের দেন তাহলে কুচবিহারেও প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতে পারে। একেইত সেখানকার কৃষকগণ যথাসময়ে বীজধান পান না, তার উপর আবার কিছুকাল যাবত জেলার বিভিন্ন স্থানে গান্দি পোকার আক্রমণে বহু শস্য নষ্ট হয়ে থাকে, সমগ্র জেলায় স্প্রেয়ার সংখ্যা যৎসামান্য, সুতরাং আরও বেশি সংখ্যায় স্প্রে বন্দোবস্ত করে গান্দি পোকার আক্রমণ হতে শস্য রক্ষা করা এবং উপযুক্ত সময়ে জেলার সর্বত্র বীজ ধান সরবরাহ করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

কুচবিহারের আর একটি বিশেষ সমস্যা গো-সম্পদের স্বল্পতা। সেখানকার গোরুর অবস্থা শোচনীয়। গরুগুলি সব ছোট ছোট, তাদের দ্বারা চাষের কাজ ভালভাবে হওয়া সম্ভব নয়। তার উপর বার বার গো-মড়কের ফলে কেটল-এর সংখ্যাও খুব কমে গেছে। সেই জন্য সেখানকার কৃষকদের জন্য ভাল গরুর ব্যবস্থা এবং বিনা মূল্যে গো-চিকিৎসার বন্দোবস্ত আর রুগ্ন পালিত পশুর জন্য হাসপাতাল স্থাপন বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া সেখানে গোচারণ ভূমিও যথেষ্ট নেই তারও ব্যবস্থা করা দরকার। এতদিন ধরে কৃষকেরা ক্যাটল পারচেজ লোন ও এগ্রিকালচারাল লোন বার করে নিয়ে শুধু নিজেদের ঋণের বোঝাই বাড়িয়ে চলেছে তার ফলে উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের খাদ্য সংকট বৃদ্ধি ঘটাতে পারে নি। সেইজন্য আমি প্রস্তাব করি--পঞ্চায়েত ইলেকসানের পর প্রতিটি ইউনিয়নে ট্রাক্টরের জন্য ৫,০০০ টাকা করে লোন এবং আর ৫,০০০ টাকা গ্রান্ট দিয়ে সাহায্য করুন। এই সাহায্য পেলে পর সারা জেলাতে কৃষির প্রভূত উন্নতি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি সরকারকে আর একটি অনুরোধ করতে চাই, এবং সেটা হচ্ছে তাঁরা পাটের সর্বনিম্ন দর ২৫ টাকা করে বেঁধে দিন। তা না হলে পাট চাষের মজুরী তোলাও কৃষকদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ১২ লক্ষ মণ পাট ঐ জেলার কৃষকরা উৎপাদন করে।

খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান ছাড়াও কুচবিহারে ৮০-৮৫ হাজার মণ গম এবং রবিশস্য মুগ, মটর, খেসারী এবং ছোলাও কিছু কিছু হয়ে থাকে। সেখানে যে প্রতি বছর প্রায় দু লক্ষ মণ তামাক উৎপন্ন হয় সেই তামাকের বাবত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা কর আদায় করেন। তা ছাড়া পাটের জন্যও এক্সপোর্ট ডিউটি কুচবিহার অনেক টাকা দেয়, পশ্চিমবাংলা তার একটা অংশ পায়। সুতরাং কৃষি সম্পর্কে অধিকতর সাহায্য কুচবিহারকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। বিশেষত কুচবিহারের অধিকাংশ জমি ভাল নয়, জমিগুলি প্রায়শঃই বালি-মিশ্রিত ও লোনা। সেইজন্য শস্যের উৎপাদনও ভাল হয় না। তামাকের জমির জন্য প্রচুর

গোময় সার ও জল সেচের আবশ্যক হয়ে থাকে। ঐ গোময়ের জন্য যারা নাকি তামাক চাষী তাদের গোরু ও মহিষ যথেষ্ট সংখ্যায় রাখতে হয়। সুতরাং তামাক চাষীদের অল্প মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ সার সরবরাহ করা কর্তব্য।

কুচবিহার জেলায় ছোট নদীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু নদীগুলিতে বেশি বালি থাকার দরুন সেচের দরকারের সময় অধিকাংশ নদীই শুকিয়ে যায়। কাজেই ঐ নদীগুলি থেকে খাল কেটে জল নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়।

[At this stage the time alloted to the member being over he had to resume his seat.]

Sjta. Labanya Prova Ghosh:

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যার মূল বিষয় হ'ল কৃষি। এই কৃষিকে কেন্দ্র করে দেশের চেষ্টা, সাধনা, পরিকল্পনা এবং প্রাণশক্তি তার মহনীয়রূপে উৎসারিত হবে এটাই সার্বজনীন আশা ছিল। কিন্তু জাতির এই জীবন মরণের সমস্যা বিষয়ে আমাদের দেশের শাসন শক্তির যে চরম ব্যর্থতা যে অপরিমেয় অবহেলার পরিচয় ঘটেছে বিশ্বে বোধ হয় এর তুলনা কোথাও নেই। দেশের কোটি কোটি মানুষের অনাদৃত শক্তি হতের কাছে পেয়ে যে উদাম ও যোগ্যতায় নতুন ভারত গড়তে পারতো তার কোনো পরিচয় ঘটল না। মোহগ্রস্ত নেতৃত্বের আত্মবিস্মৃতিই এর কারণ। অন্য বহু দেশ কৃষি সংগঠনের কাজে দ্রুত অভাবনীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, তার পাশে নিজেদের এই ব্যর্থতার জন্য দেশের শাসন শক্তি লজ্জাবোধও করেন না চোখ মেলে কিছু দেখতে চান না। অপরিহার্য কৃষি শক্তিকে গড়তে হলে আজ অনুসৃত কর্মধারা ছেড়ে নিষ্ঠা এবং সদিচ্ছার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের কৃষিজীবনকে গড়তে হলে দেশের সমগ্র পরিকল্পনাকে আজ কাজের দৃষ্টিতে গড়তে হবে। দেশের কৃষিশক্তিকে সর্ববিধ সহায়তা দিতে হবে এবং বিরোধী শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করতে হবে। এখানে এই সমস্ত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করা হচ্ছে। সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে মহান কৃষির স্থান আজ নগণ্য। এর স্থান কি হবে তার ধারণা বা উপলব্ধিও আজ কিছুই নেই। আজ এখানে আমাদের শাসন শক্তিরা কৃষিশক্তির বিরোধী শক্তিগুলিকে লুণ্ঠনের সমস্ত সুযোগের ক্ষেত্র এবং সহযোগিতা দান করছেন এবং কৃষিশক্তিকে যারা গড়বে সেই কোটি কোটি কৃষিকর্মীদের আজ বিবিধ আঘাতে জর্জরিত করে দেশের শোষণের ধারাকে দেশের বৈষম্যের ধারাকে তাঁরা বজায় রাখতে চান। নিজেদের ব্যবস্থা ধারায় শোষক শ্রেণীগুলিকে পূর্ণ সহায়তা দিয়ে তাঁরা বিবৃতি দিতে থাকেন যে, "আমরা সব ব্যবস্থা করেছিলুম তাদের চক্রান্তে বাজারে আজ চাল নেই ওদের কৌশলে আজ দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়ে গেল।" উৎপাদনকারী চাষীর নিজের ধান চাল ধরে রাখবার মজুত করে রাখবার ক্ষমতা নেই। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ঋণ পরিশোধের জন্য, খাজনা দেবার জন্য এবং বহু প্রয়োজনীয় কাজ মেটাবার জন্য তারা ফসল ওঠার পরই কয়েক মাস ধান চাল বিক্রয় করতে থাকে। বাজারে একসঙ্গে বহু ধান চালের আমদানী হয়।

চাল ধানের দর কমে যায়। উৎপাদক চাষী কম পায়। আড়ৎদারেরা পুঁজির মালিকেরা এর পুরো সুযোগ গ্রহণ করে। সস্তায় কিনে দেশের কোটি কোটি মণ গোদামজাত করে। তারা জানে অন্য জায়গা থেকে সরকার কিছু ধান চাল গম আনলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য সুতরাং আমাদের এই আড়ৎ করা মালের নিত্যপ্রয়োজন আছে। একে তো সত্যকার চাহিদা তার ওপর মালিকে গোদামে ধরে রেখে চাহিদাকে আরও সৃষ্টি করার কৌশল অনুসৃত হচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা জানে সরকার আমাদের বন্ধু সরকার আমাদের নিজেদেরই। সুতরাং সরকার এই মজুত করার ধারাকে ব্যাহত করবেন না, এর বিরুদ্ধে অভিযানের অভিনয় অবশ্যই তাঁরা করবেন কিন্তু যথার্থ কাজে বাধা দেবেন না। এবং এই সমাজ বিরোধীরা আরও জানে যে, তাদের মজুত করার আসল যে শক্তি প্রয়োজনের তাগিদে চাষীর ধান বিক্রি করার হিড়িক। সেই হিড়িকে সস্তায় ধান চাল খরিদ করে তাদের মুনাফার ভবিষ্যত রচনা করার কাজে সরকার বাধা দেবেন না। তারা জানে সমস্যা সমাধানের আসল যে কাজ, বিরোধী শক্তির এই চক্রান্ত থেকে ধান রক্ষার যে কাজ, চাষীকে ন্যায্য মূল্য দেওয়ার যে কাজ, এ কাজের নামে সরকার সরকারী ব্যবসায়ের অভিনয় করবেন কিন্তু কাজে হাত সত্যই দেবেন না। সেজন্যই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারী

ব্যবসায়ের কাজ দাঁড় করাবার যে সময়টা আসল ছিল যে সময়টায় কাজ শুরু করবার একটা উদ্দেশ্য ছিল সেই সময়টা অর্থাৎ চাষীর ধান ন্যায্য মূল্যে কেনার সময়টা নিষ্ক্রিয়ভাবে পার করে দিয়ে সরকার এখন সরকারী ব্যবসায়ের তোড়জোড়ের অভিনয় করবেন সরকারের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। পুঁজির মালিক আড়ৎদারেরা জানে যে, সরকার তো আমাদের এই সুখের ব্যবসায়ে এইভাবে সাহায্য করবেনই, উপরন্তু দরিদ্র চাষীদের এমন বিপন্ন করবেন যাতে চাষীরা আতঙ্কিত হয়ে বাজারে চাল ধান বিক্রি করে দিতে থাকে তাতে দর সস্তা হবে মজুত করার আরও সুবিধা হবে। সেজন্য এই ব্যবস্থাও আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যে, সরকার আইন করেছেন ১০০ মণের ওপর, এমন কি ১০ মণের ওপর ধান ঘরে রাখলে চাষীকে বিক্রেতা বলে গণ্য করা হবে তাকে লাইসেন্স নিতে হবে। এর চেয়ে আজগুবি উদ্ভট, চিন্তাহীন ও যুক্তিহীন ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? একটা পরিবারের সারা বছরে ১০০ মণ ধানে সংসারই চলে না। এই ১০০ মণ ১০ মণের ওপরে লাইসেন্সের বিধানে চাষীকে আজ বহুভাবে হয়রানী ও দুর্নীতির ভেতর পড়তে হবে। অসাধু কর্মচারীরা আজ সুযোগ নিতে উদ্যত, অসাধু ব্যবসায়ীদের আজ তার সুযোগ নিতে ব্যস্ত এবং আতঙ্কিত নির্বোধ চাষীরা ধান বিক্রি করে লাইসেন্স থেকে বাঁচবার কথাই ভাবছে।

আমাদের জেলার চাষীরা আজ সরকারের এই জুলুমের উত্তর দেবে কৃষিকে পংগু করবার চাষীর প্রেরণাকে নষ্ট করবার চাষীকে শোষণ করবার এই আইনকে, আইনের নামে এই জুলুমকে তারা প্রতিরোধ করবে তাদের এই দৃঢ় সংকল্প। দুঃখের কথা কৃষি উন্নতির জন্য সরকারী প্রচেষ্টা আজ এই ধারায় চলেছে। তার পরিচয় আজ এই। যে সেচ ব্যবস্থা আজ কৃষির ভিত্তিভূমি প্রাণস্বরূপ তার জন্যও চেষ্টা কিছুই হল না। অথচ পরিকল্পনার মূল শক্তি এতেই ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল। সেচের নামে যা কিছু চলেছে পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থায় আজ অবাধ অপব্যয়ের রাজত্বই চলেছে। পরিকল্পনার অভাবে দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রাণশক্তির অপচয়ও ঘটেছে। আজ বলতে দুঃখ বোধ করছি বিগত দু' বছরে আমাদের জেলায় কৃষি প্রচেষ্টার কোনো কিছুই করা হয় নি। দুর্গত দেশের জাতীয় জীবনে দুবছর সময় কম নয়। কিন্তু দেশের জীবন নিয়ে খেলা করবার লোকেরাই আজ ক্ষমতার আসনে। তাঁরা কিছু শোনবার বা করবার লোক বলে আজও আমাদের উপলব্ধি হয় নি। সেজন্য আজ আমাদের স্থির ধারণা হয়েছে এই যে, এদের ক্ষমতার অবসানের ভিত্তি ভূমিতেই কৃষির নতুন সম্ভাবনার অঙ্কুর দেখা দেবে। তার আগে আর নয়।

Sjta. Sudharani Dutta:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কৃষি উন্নতির খাতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী করেছেন, আমি সেই দাবীকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। কৃষিপ্রধান দেশ আমাদের। এর অর্থনীতির মূলভিত্তি হচ্ছে কৃষি, তাই কৃষির উন্নতি না হলে দেশের আর্থিক মানের উন্নতি হবে না। দেশের প্রাণ সম্পদ ছড়িয়ে আছে গ্রামের মধ্যে, দেশের সম্পদ নির্ভর করছে কৃষকের সারা বছরের পরিশ্রমের ফসলের উপর। আমাদের অনেক জিলায় ফসল আনুপাতিকভাবে সন্তোষজনক নয় যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মত উষর মরুপ্রান্তর, যেখানে বিঘাতে সাধারণতঃ তিন মণের মত ফসল ফলে না এইরকম জমির অংশই বেশি। সেখানে কৃষক যতই পরিশ্রম করুক না কেন, সেচের সুবন্দোবস্ত না হলে এই পাথুরে ও কাঁকর জমিতে ফসল ভাল হবার কথা নয়। অবশ্য সরকার সে বিষয়ে অবহিত আছেন। সরকারের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে। ময়ূরাক্ষীর জল, চিরদরিদ্র বীরভূম জিলার চেহারা বদলে দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতোদিনকার অবহেলিত বাঁকুড়া জিলার ভাগ্য এবার সুপ্রসন্ন হতে চলেছে কংসাবতী পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করায়। পুরুলিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে এই পরিকল্পনার রূপায়নে। আমরা জানি নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করে আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর সবল নেতৃত্বে এই পরিকল্পনা সাফল্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার জিলাবাসীর পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলা সরকারকে এর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পরিকল্পনার কাজ ইতিমধ্যেই কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। সম্পূর্ণ কাজ শেষ হলে প্রায় ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া হবে খরিদের সময় ৮ লক্ষ একরে জল পাবে। আমার বাঁকুড়া জেলা ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৮১ একর জমিতে জল পাবে। এই পরিকল্পনার দরুণ যে বাড়তি ফসল হবে তার বাজার দর কমপক্ষে ১০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বাঁকুড়া জেলা এমনিতেই দরিদ্র যদি এই পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হতো আমরা

দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতাম না। সরকার ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার কথাও ভোলেন নি। যথাযথ তার জন্য টাকা বরাদ্দ করেছেন। আমার মনে হয় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় আরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা উচিত। জমিতে যদি জল না দেওয়া যায় তাহলে যত ভাল বীজই দেওয়া হউক না কেন ফসল ফলবে না। বিভিন্ন জিলায় সরকারকে প্রতি বছরেই, টেস্ট রিলিফ এর জন্য খরচ করতে হয়। কর্মের মাধ্যমে টেস্ট রিলিফ দেওয়া উচিত তাতে মনুষ্যত্ব অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচে, কাজের বিনময়ে সে অর্থ উপার্জন করতে পারে। যদি প্রতিটি জিলাতেই ক্ষুদ্র সেচের পরিকল্পনা সরকার টেস্ট রিলিফ এর মাধ্যমে গ্রহণ করেন আমার ধারণা ফল খুব ভালই হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমার বাঁকুড়া জেলায় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার ফলও আশাতীত হয়েছে। আমি সরকারকে অনুরোধ করব, টেস্ট রিলিফ-এর মাধ্যমে বাঁধ তৈরি এবং অগভীর মাটির কুয়া ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে করলে, দেশের জলের অভাব দূর করা হবে, আর চাষীর উপকার হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুস্থ সক্ষম লোকদেরও সাহায্য করা হবে। কৃষির কথা বলতে গেলে এর পরেই বীজের কথা বলতে হয়। সরকারের ভাল বীজ সরবরাহ করার পরিকল্পনা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সময় দেখা যায় চাষের কাজ হয়ে যাবার পরে বীজ গিয়ে পৌঁছায়। সুখের বিষয় সরকার সম্প্রতি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছেন। আমি সরকারকে অনুরোধ করবো সরবরাহ কেন্দ্র প্রত্যেক থানায় একটা না ক'রে আরও বেশি সংখ্যায় বীজ সরবরাহ কেন্দ্র খুলতে। কৃষি ঋণ যা দেওয়া হয় সেটা পেতে অনেক সময় দেরি হয়ে যায়। চাষের সময়ই যদি না পাওয়া যায় তবে সে বীজই হউক আর অর্থ সাহায্যই হউক কোনও কাজে লাগে না। আনন্দের কথা সরকার এদিকে নজর দিয়েছেন। ফসল বাড়াতে গেলে সারের প্রয়োজন কৃষকের অত্যন্ত বেশি। এই সার বিলি ব্যবস্থার আমি সমালোচনা না করে পারছি না। সরকার প্রচার করেন জমিতে সার ব্যবহার করবার জন্য কিন্তু চাষীর ঘরে তো পৌঁছনর সুবন্দোবস্ত নেই। আমি সরকারকে অনুরোধ করবো প্রত্যেক থানার পরিবর্তে প্রত্যেক ইউনিয়নে সার সরবরাহ কেন্দ্র খুলতে। চাষীকে অর্থের বিনিময়ে সার দিলে বেশি উপকার হয়। আমি সরকারকে এই বিষয়ে চিন্তা করবার জন্য অনুরোধ করছি। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কম্পোস্ট সারের প্রচলনের জন্য সরকার যেসমস্ত প্রচেষ্টা করছেন তার আমি প্রশংসা করছি আমার ধারণা রাসায়নিক সারের চেয়ে কম্পোস্ট সার জমির পক্ষে ভাল। রাসায়নিক সারের মত জমির উর্বরতা আস্তে আস্তে কমিয়ে দেয় না। কম্পোস্ট সার তৈরি ও তার ব্যবহার করার জন্য চাষীদের মধ্যে আরও বেশি প্রচার করার জন্য আমি সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করছি। সরকারের অধিক ফসল ফলাও পরিকল্পনায় আমার কয়েকটি প্রস্তাবের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাঁকুড়া জিলার শীলাবতী ও জয়পন্ডা নদী উপত্যকার ১৫ বর্গমাইল এবং মেদিনীপুর জিলার গড়বেতা থানার ঐরূপ বর্গমাইল জমি যেটা পাশাপাশি বেল্ট সেখানে জলের উৎস আছে প্রকৃতপক্ষে বাঁকুড়া জিলার এই অঞ্চলে প্রায় ৫০টি অটো ফ্লো টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে। সমস্ত অঞ্চলের জন্য সরকারের আরও এইরকম টিউবওয়েল খনন করার জন্য টাকা বরাদ্দ করা উচিত। কারণ তা হলে কংসাবতী পরিকল্পনার কার্য শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলে চাষ আবাদ হবে ও ফসল ফলন হবে। সরকারের উচিত চাষীদের এই অটো ফ্লো টিউবওয়েল খনন করার জন্য ঋণ দিয়ে উৎসাহিত করা। যদি সরকারের এই ঋণ দানে অর্থাভাব হয় আমি অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য চাইতে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাগুলিকে কৃষিবিভাগের অধীনে আনার জন্যও আমি সরকারকে অনুরোধ করব। যে সমস্ত জমি এই পরিকল্পনার মাধ্যমে চাষ হবে সারের জন্য তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমি আরও বলবো যে পূর্বে যেমন ছিল ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার খরচের ১-৩ অংশ যে ফল ভোগ করবে সে দেবে এবং ২-৩ অংশ সরকার বহন করবেন এই প্রথা পুর্ণবহাল করতে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় সরকারের অধিক ফসল ফলাও পরিকল্পনাকে আমি সর্বতোভাবে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলুম।

Dr. Dhirendra Nath Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয় কৃষিখাতে ব্যয় বরাদ্দ অন্য বছরের তুলনায় এবার কিছুটা বেড়েছে কিন্তু কৃষির গুরু দায়িত্ব সরকারের রয়েছে তা তারা পালন করতে সক্ষম হন নাই। কৃষির উপর

সমস্ত জাতির ভোগ্য বস্তু, পরিধেয়, শিল্প প্রভৃতি নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটার সুষ্ঠু ব্যয়ের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই বাজেট দেখলে তা বুঝা যাবে। কৃষিমন্ত্রীর ডিরেক্টরেট থেকে কৃষকদের জন্য যে জিনিস দেওয়া হয় তা কৃষকদের হাতে গিয়া অত্যন্ত দেরীতে পৌঁছায় যখন তাদের ফসল সব শুকিয়ে গেছে। কাজেই সেসমস্ত জিনিস তারা ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে না যার ফলে প্রতি বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেজন্য আজ গ্রামের কৃষকরা মারা যাচ্ছে এবং দেশের জনসাধারণ খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়, তারা আজকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, তাই আমি দাবী করবো যে এই টাকা যদি সদ্ব্যবহার করতে হয় তাহলে কৃষকদের সামনে রেখে তা করতে হবে। কৃষকদের সামনে রেখে যদি উন্নতি-মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তা হলে কাজ হবে। সার বীজ প্রভৃতি ব্যাপারে রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে যে কাজ করা হয় সেগুলি কৃষকদের মধ্য থেকে পরিকল্পনা নিয়ে যদি করা হয় তবে ভবিষ্যত উজ্জ্বলতর আমরা দেখতে পাবো। তা না করে কেবল হরিণঘাটা এবং কল্যাণীকে সামনে রেখে যাঁদের কৃষির ব্যাপারে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা পর্যন্ত নেই, যাঁরা কেমন অলীক স্বপ্নে মসগুল—তাঁদের উপর সমস্ত ভার দিয়া যদি টাকা অপব্যয় করা হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার হতে বাধ্য। প্রতি বছরের হিসাব থেকে দেখতে পাই যে ব্যয় বেড়েই চলেছে কিন্তু কাজ কিছুই হচ্ছে না—কেবল বলা হয় টন টন খাদ্য বেড়ে চলেছে। কাজেই এর যদি প্রতিকার করতে হয় তাহলে কৃষকদের সদিচ্ছা, তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে হবে—তাদের দুর্বলতা দূর করে তাদের হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি অকৃষি বিরোধী শক্তিগুলির হাতে, মুনাফাখোর ব্যবসাদারদের হাতে যতে ধান গিয়ে না পড়ে সেদিকেও আমাদের দেখতে হবে।

[10-30—10-40 a.m.]

কাজেই আমরা প্রথমেই চাই কৃষকেরা যাতে জমি থেকে উচ্ছেদ না হয় সেরূপভাবে জমি বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করা হোক। কৃষকদের হাতে জমি এলে যে ফসল উৎপাদনে উৎসাহ পায় এজন্য কৃষক যাতে যথাসময়ে কৃষিঋণ ও যথাসময়ে জল পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশে আরো ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার দরকার, বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার কি ফল হয়েছে তার আমরা হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছি। তারপর কৃষকদের সঙ্গে সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলব—সমস্ত বাধা অতিক্রম করে যখন কৃষক কিছু ফসল ফলায় তা পোকা-মাকড়ের আক্রমণে বহুলাংশে ক্ষতি হয়ে যাবার পর সরকারী সাহায্য কৃষকের কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং এভাবে কৃষক তার পরিশ্রমলব্ধ ফসল থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আমি আবেদন জানাব পোকা প্রতিষেধক ঔষধপত্র যাতে কৃষকদের প্রকৃত উপকারে আসতে পারে তার প্রতি যেন লক্ষ্য রাখা হয়।

Sj. Parimal Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, ফসল উৎপাদনে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহের ব্যাপারে আমাদের সরকার যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন এবং থানা সীড ফার্মিং-এর মধ্যে দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশের চাষীদের ভাল সীড সরবরাহের চেষ্টা করছেন। ফারটিলাইজার মিক্সচার সম্বন্ধে আমি দু-একটা কথা বলব। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, ২৫ হাজার টন ধানের এবং আলুর মিক্সচার দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় এতে বিশেষ কোন উপকার হয় না তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাস, পটাস আছে, কাজেই যদি নাইট্রোজেন দিতে পারা যায় তাহলে ফলন ভাল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি আমাদের কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টর-এর একটা উক্তি পড়ে শোনাচ্ছি, তিনি আমাদের দেশে সায়েন্টিফিক কাল্টিভেশন সম্বন্ধে বলেছেন—

'If Nitrogen alone is to solve the food problem, one more Sindri would be needed annually to supply the extra food required for feeding the rising population alone in India every year.'

তারপর আলুর ব্যাপারে মিক্সচার ডিস্ট্রিবিউশনএ কতকগুলি জিনিস সন্দেহ করার কারণ আছে—কারণ আমরা দেখতে পাই যে, ফারটিলাইজার ইউজ করা সত্ত্বেও যে পরিমাণ ফসল বাড়া উচিত সেই পরিমাণ বাড়ে না। তার কারণ হচ্ছে যেসমস্ত এজেন্ট-এর মারফত সার সরবরাহ করা হয় তারা ঠিকভাবে সরবরাহ দেয় না। তারপর বাজারে যে মিক্সচার চালু সেটা যদি এনালিসিস করা হয় দেখা যাবে যে মিক্সচার প্রয়োগ করা উচিত কাল্টিভেশনএ সেটা প্রয়োগ করা

হয় না। তার জন্য রেজাল্ট আমরা আশানুরূপ পাই না। তারপর স্মল ইরিগেশন-এর যে প্রভিশন করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে, ৩৭টি ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে। এবং আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট ১০০টি টিউবওয়েল করার পরিকল্পনা করেছেন—১০টা এরি মধ্যে হয়ে যাবে বলে আশা করি। তারপর স্যার, আমি এ সম্পর্কিত এডুকেশন সম্বন্ধে বলতে চাই যে, হরিণঘাটায় যে কলেজ হয়েছে সেই কলেজ থেকে কল্যাণীতে ছেলেদের যে হোস্টেল হয়েছে তার দূরত্ব ১০ মাইল। তাই আমি আবেদন জানাচ্ছি ওখানে যদি ইমিডিয়েটলি একটা হোস্টেল না হয় তাহলে ছেলেদের খুব অসুবিধা হবে।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে চাই যে, আমাদের সরকারের যে নিয়ম আছে তাতে জনসাধারণকে শতকরা ৫৫ ভাগ দিতে হয় এবং শতকরা ৪৫ ভাগ দেন সরকার। কিন্তু আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমি বলতে পারি যে, কোনক্ষেত্রেই চাষীর পক্ষে শতকরা ৫৫ ভাগ খরচ দেওয়া সম্ভব নয়। সরকারী কর্মচারীদেরও অভিজ্ঞতা আছে যে, কৃষকদের থেকে কোনক্ষেত্রেই এটা আদায় হয় না। আমরা পূর্বেই এ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারী নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি। তারপর, বাংলাদেশের ৩ কোটি বিঘা আবাদযোগ্য জমিতে যদি ছোট ছোট সেচ-ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে এই ৪৮ লক্ষ টাকার মধ্যে যে ১২ লক্ষ টাকা এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা প্রহসন বলেই মনে হয়। শুধু সেচ-ব্যবস্থা করলেই হবে না, জলকে নিয়ন্ত্রণ করাও দরকার, এজন্য স্লুইস গেট-এর দরকার আছে। এটা আজকের দিনের একটা জাতীয় সমস্যা—অথচ এ ব্যাপারে সরকার একটা তাচ্ছিল্যভাব দেখাচ্ছেন—এটা আলোচনার জন্য মাত্র ২ ঘণ্টা সময়ে কি হবে বুঝতে পারি না। তারপর, এক বিঘা জমি চাষ করতে যেখানে ৫০ টাকা খরচ লাগে সেখানে যদি সরকারী নিয়ন্ত্রিত দর ৩৫ টাকা হয় তাহলে চাষীরা চাষের কাজে কি করে উৎসাহ পেতে পারে?

[10-40—10-50 a.m.]

যাদের একটু হিসাব জ্ঞান আছে তারাই জানেন যে এর ফলে চাষী আজ তার সম্পত্তি ধীরে ধীরে বিক্রি করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। ১১ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু বিঘা প্রতি ফলন আজও ৩½ মণ। এই ফলন বাড়ানর দিকে সরকারের বিশেষ কোন দৃষ্টি নেই। সরকার চাষের উন্নতির জন্য বহু রকম পরিকল্পনা করছেন কিন্তু কোনটাই কার্যকরী হচ্ছে না। যদি সত্যই চাষের উন্নতি করতে হয় তাহলে কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া কর্তব্য। চিন্তা করা উচিত অন্তত বিঘা প্রতি দশ মণ ফলন হতে পারে। এর জন্য ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক, কমিটি হয়, আলোচনা হয়, কিন্তু কমিটির হাতে যদি টাকা দেওয়া হয় সরকার থেকে, কমিটির হাতে যদি খাল কাটার ব্যবস্থা দেওয়া হয় তাহলে তাদের সুবিধা হয়। কন্ট্রাক্টর-এর মাধ্যমে টেন্ডার কল করে সবচেয়ে বেশি দর যে দিতে পারেন তাকে দেওয়া হয়, কিন্তু কন্ট্রাক্টর যে রেট দিলেন কমিটি সেই রেটে কাজ করতে রাজী থাকলেও তাদের দেওয়া হয় না। আমরা দেখতে পাই কনস্ট্রাকশন এগ্রিকালচারাল অফিসার প্রভৃতির আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেই রয়েছেন, অবশ্য কমিটির সেক্রেটারির নামে টেন্ডার দেওয়া হয় না। গত বছর স্কীম হয়েছিল, কিন্তু নানারকম কায়দা করে কার নামে টেন্ডার দেওয়া হয়েছে সেই কমিটির হাতে খাল কাটার ভার দেওয়া হয় নি—শেষ পর্যন্ত কনট্রাক্টর-এর হাতে দেওয়া হয় এবং সেখানে ঠিকমত সেচ ব্যবস্থা হয় নি। এই ধরনের ব্যবস্থা কার্যত চলে আসছে।

Sj. Haridas Dey:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে খাদ্য ঘাটতি লেগেই আছে। উন্নততর কৃষি ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার আমাদের সরকার তা করেছেন। দেখা যাচ্ছে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪ হাজার ২৩১·৫ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছিল, এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে আমন শস্যের উৎপাদন হল ৩,৮০৭·৩ টন, কেন এই কম উৎপাদন হ'ল তার কারণ সরকার দেখিয়েছেন এবং এই ঘাটতি পূরণ করবার জন্য উপায় নির্ধারণ করেছেন এবং সেজন্যে বহু টাকা তারা ধরেছেন। কিন্তু এই বাজেটে দেখা যাচ্ছে যে টাকা তাঁরা ধরেছেন এই খাতে তা অপ্রচুর এবং তার মধ্যে যে যে বিষয় ধরা উচিত ছিল

সেগুলি ঠিকমত ধরেছেন বলে আমি বুঝতে পারছি না। তারা সিড অর্গানিজেশন-এর জন্য ৪৪ হাজার টাকা ধরেছেন। একটা দুঃখের কথা এই যে এক্সপানসন অফ হর্টিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন অ্যাট কৃষ্ণনগর-এর জন্যে এ বছরও কিছুই ধরেন নি; কেন তা বুঝতে পারছি না। অথচ তার পাশেই হরিণঘাটাতে, কল্যাণীতে বিভিন্ন খাতে টাকা ধরেছেন—কেন এর কারণ জানতে চাইছি। জুট ডেভেলপমেন্টএ ৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ধরেছেন এবং জুট আমাদের প্রচুর হয়েছে। কিন্তু আমাদের একজন যেমন বললেন যে জুটে পোকা লেগেছিল, আমি সেখানে বলব যে তার প্রতিকার ব্যবস্থাও সরকার করেছিলেন। কিন্তু জুট হয়ে গেলে তার জন্য যে জলের দরকার সেদিকে দৃষ্টি দিতে আমি সরকারকে অনুরোধ করব। আমি দেখতে পাচ্ছি যে সে আইটেমএ হওয়া দরকার সেইভাবে অফিস খরচা অনেক বেশি করেছেন—অথচ আমরা দেখছি এই ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক কাজ করেন তাদের মাইনে খুব কম। অন্য ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের মাইনে আরম্ভ হয় ৫৫ টাকা থেকে, এখানে আরম্ভ হয় ৫০ টাকা থেকে। এই তারতম্য কেন আমরা তা বুঝতে পারি না। এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর ডিপ টিউবওয়েল-এ সেচের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলব। এটা ভাল কাজ, কিন্তু সেগুলি হচ্ছে যেখানে বিদ্যুতের সুবিধা আছে সেখানে—এভাবে কাজ চললে গ্রামের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ যাবার সম্ভাবনা খুব কম। সেদিন বন্ধুবর শ্যামাপদবাবু বললেন ডিজেল-এর টিউবওয়েল নয় ছোট ছোট টিউবওয়েল-এর মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করা দরকার। সেটা যদি করা যায় তাহলে গ্রামের মধ্যে অল্প খরচে চাষের জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তার পর দেখা যাচ্ছে প্রাইজ অফ ডেস্ট্রাকসন অফ স্পয়েল্ড এ্যানিমেলস এতে একটা মোটা টাকা ধরা হয়েছে। আগে ছিল, ৭১ হাজার টাকা এবার ধরা হয়েছে ৮১ হাজার টাকা। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Renupada Halder:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ কৃষি খাতে ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রথমে এই কথা বলতে হয় বাংলাদেশ হল কৃষিপ্রধান দেশ এবং এই দেশকে উন্নত করতে হলে বাংলাদেশের কৃষি সম্পদকে বাড়াতে হবে। তা যদি না করা যায় তাহলে আমাদের দেশের চিরসাথী দুর্ভিক্ষকে দূর করা যাবে না এবং পশ্চিম বাংলার অন্যান্য অভাব অভিযোগও দূর করা যাবে না। সেইজন্য কৃষি উন্নতির ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার এবং সেটা যাতে তরান্বিত হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া দরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষি খাতে ব্যয়-বরাদ্দ অত্যন্ত কম পরিমাণ ধার্য হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত বরাদ্দ থেকে অনেক কম দেওয়া হয় এবং দেখা যায় প্রতি বছর খরচের পার্সেন্টেজ নেমে যাচ্ছে—কৃষি খাতে ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কে।

আজকে সেচ সম্পর্কে যদি ভাল ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয়, তাহলে আমরা যতই বলি না—আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবো, তা কখনই সম্ভবপর হবে না। সেচের ব্যবস্থার জন্য কেবলমাত্র বড় বড় পরিকল্পনা না করে, ছোট ছোট পরিকল্পনার কাজ করা দরকার। গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট পরিকল্পনার দ্বারা যাতে ফসলের উন্নতি হতে পারে তার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। অল্প কিছু খাল সংস্কার করে দেখান হচ্ছে কৃষির উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। কিন্তু সামান্য কয়েকটা খাল সংস্কার করে বেশি কিছু করা যায় না। যদি সত্যিকার চাষের উন্নতি করতে চান তাহলে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা উচিত এবং এর জন্য টেস্ট রিলিফ-এর দ্বারা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা উচিত। টিউবওয়েল বসিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করা উচিত, এবং পাম্পিং মেসিনারি বসিয়ে মাঠে জল তোলবার ব্যবস্থা না করলে সব ক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা হতে পারে না।

তা ছাড়া সুন্দরবন ও অন্যান্য এলাকায় যেখানে বড় বড় সেচ পরিকল্পনার দ্বারা কাজ করা সম্ভব নয়, সেখানে স্মল ইরিগেশন-এর দ্বারা ব্যবস্থা করা উচিত। সেখানে অন্তত ৬ ইঞ্চি ডায়েমিটার পাইপের টিউবওয়েল বসিয়ে জল সেচ করে চাষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ছাড়া

নিকাশ হতে পারে না। এ দিকে আমি বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুন্দরবন এলাকায় স্লুইস গেটের সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় এবং জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্তের অভাবে, সেখানে চাষের প্রভুত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করি সরকার এদিকে বিশেষ নজর দেবেন।

তারপর বলা হচ্ছে যে সরকারের তরফ থেকে বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৪টি বীজ কেন্দ্র স্থাপিত করা হয়েছে বীজ বিতরণের জন্য। কিন্তু গ্রামের সকল জায়গায় বীজ সরবরাহের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। আমি একটি ইউনিয়ন বোর্ডের কথা জানি, সেই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট গত বছর যে পরিমাণ বীজ চেয়েছিলেন তা দেওয়া হয় নি। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জানালেন এখানে বীজ না এলে চাষ হবে না। একটা ইউনিয়নে, যেখানে ১০ হাজার লোকের বাস সেখানে মাত্র ১০ সের বীজ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং একটু চিন্তা করে দেখুন এইভাবে কাজ চললে কৃষির প্রকৃত উন্নতি হতে পারে কি না? আমাদের মথুরাপুর থানায় একটা বীজ কেন্দ্র আছে, সেখানে যাদের তত্ত্বাবধানে বীজ তৈরি হয়, তারা বীজ কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা কিছুই জানে না।

[10-50—11 a.m.]

যে জমিতে যে পরিমাণ বীজ ধান দেওয়া দরকার তা না দিয়ে যেমন তেমন করে দিয়ে বহু বীজ ধান নষ্ট করা হচ্ছে। আজকে বলা হচ্ছে অন্যান্য ফসলও বাড়ান হচ্ছে কিন্তু সে খবরও মিথ্যা। অনেক এগ্রিকালচারাল এসিস্ট্যান্টকে বলতে শুনেছি যে ফলন বাড়ান দেখানো হয়েছে কিন্তু আদতে ফলন বাড়ে নি। আলুর ব্যাপারেও দেখেছি যে আলু রাত্রে পুতে দেওয়া হয়েছিল এইভাবে ফলন বাড়ছে দেখানোর জন্য। সেখানে এই রকম ব্যবস্থা চলছে। একজন কংগ্রেস সদস্য বললেন যে, ১৬৪ মণ ধান একরে ফলন হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ইরিগেটেড এরিয়াতে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ফলন এক একরে ৭৩ মণ হয়েছে, চুঁচুড়ার এক কৃষি সম্মেলনে দেখান হয়েছে। আজকের দিনে এই সমস্ত করতে হলে যাতে আমাদের প্রত্যেক জায়গায় প্রয়োজন মত সার দেবার ব্যবস্থা করতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এবং সার সম্পর্কে বহু অভিযোগ বিধানসভায় নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু তার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা হয় নি। এই সার সম্পর্কে বহু অভিযোগ কংগ্রেসী সদস্যরাও করেছেন কিন্তু তার কোন তদন্ত হয় নি। এই সার কেবলমাত্র চা-বাগানে দেওয়া হয় অন্যান্য জায়গায় দেওয়া হয় না। সুতরাং ফসল বাড়াবার বড় বড় কথা বললেই ফসল বাড়বে না। চাষীকে ফসল বাড়াতে হলে সার দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা দেখেছি গত বৎসর যে সার লোন দেবার কথা ছিল সেই সার লোন এখন পর্যন্ত সব জায়গায় দেওয়া হয় নি। চব্বিশপরগনার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি থানা সার লোন পায় নি। বিশেষ করে মগরাহাট থানায় সার লোন মোটেই দেওয়া হয় নি। যে লোন দিয়ে সার কিনে জমিতে দিয়ে চাষী জমির উর্বরাশক্তি বাড়াবে সরকার সেই ব্যবস্থা করলে আজকের দিনে চাষের উন্নতি হতে পারতো, দেশের অভাব অভিযোগ দূর করতে পারতেন কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে হয়নি বলে আমি এই ব্যয়-বরাদ্দের প্রতিবাদ করছি।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

স্পীকার মহোদয়, এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশের লোক মনে করেছিল যে আজ অন্তত জল এবং জনশক্তির দ্বারা মরুভূমিতে ফসল ফলাবে। কিন্তু বার বার দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে খাদ্যের ফলনে ঘাটতি, মরুভূমিতে চাষের উন্নতিও দূরের কথা উৎপাদন সেখানে মোটেই বাড়েনি। আমি শুধু দু'একটি বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই। প্রথম হচ্ছে জল। গতবার কৃষি মন্ত্রীকে আমি বলেছিলাম যে আজকের দিনে আকাশের দিকে তাকিয়ে কোন দেশ এখন চাষ করে না। কিন্তু এই বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে এখনও আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়। এখানে তিনি ইরিগেশন-এর সমস্ত দেশের জন্য ১২ লক্ষ টাকা ধরেছেন। সমস্ত দেশও দূরের কথা একটা জেলার পক্ষেও এই টাকা অত্যন্ত কম। আমি এখানে দেখাতে পারি আমার এলাকায় বিভিন্ন জায়গায়, যেমন নিউ দর্পণ কলোনীতে কৃষক তাদের জমিতে জল পেলে বেশি ফসল ফলাতে পারতো কিন্তু এখনও তার কোন বন্দোবস্ত হয়নি। বজবজ, ২৪-পরগনায় এই অবস্থা হয়েছে তারা একটু জল পেলেই আরো ফসল ফলাতে পারতো। দ্বিতীয় কথা, আমাদের জানা দরকার, সেটা হচ্ছে কৃষি ঋণ। আজকে কৃষককে ফসল বাড়াতে হলে তার আর্থিক প্রয়োজন অত্যন্ত

বেশি। কিন্তু আমরা দেখছি যে আজকে ঋণ দেবার যে ব্যবস্থা তাতে যারা বাস্তবিক কৃষক, চাষ করে, তারা কৃষিঋণ পাচ্ছে না। যাও পাচ্ছে তাতে তাদের যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের তুলনায় এত কম পাচ্ছে যে কৃষক সেটা নিয়ে কোন কাজে লাগাতে পারছে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে পরিমাণ ঋণের প্রয়োজন তা কৃষকরা পায় না। ঋণের পরিমাণ এত কম যে তাতে কৃষকরা কাজের বন্দোবস্ত করতে পাচ্ছে না। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করি তিনি যেন বাংলাদেশ ঘুরে দেখেন। তিনি কোথাও দেখবেন না জমির হিসাবে বা জায়গা হিসাবে ঋণের ব্যবস্থা। যখন আমাদের এখানে দাদনের ব্যবস্থা আছে, মহাজনরা যে টাকা দাদন দেয় তা ফসলের দিকে লক্ষ্য রেখেই দেয়, আমি বলি আপনারাও এই ফসলের এগেনস্ট-এ ঋণের ব্যবস্থা করুন তাহলে কৃষকের যে পরিমাণ টাকার দরকার সেটা তারা পেতে পারে।

এবার মেদিনীপুর ও ২৪-পরগনা অঞ্চলে বন্যায় ও অনাবৃষ্টিতে বহু ফসল কম হয়েছে, এ অবস্থা কৃষিমন্ত্রীরও জানা আছে। অথচ কৃষকদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারী করা হচ্ছে। আমার ঠাকুরনগরে বহু পরোয়ানা বেরিয়েছে। অথচ সরকারই বলেছেন অনাবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদির জন্য ভাল ফসল হয়নি। এই অবস্থায় অবিলম্বে টাকা আদায়ের বন্দোবস্ত বন্ধ করে কৃষকদের উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। এবং তা দিতে সেই অঞ্চলে আপনার যাওয়া উচিত। সেখানে গ্লোব নার্শারী ৫০০ বিঘা জমি নিয়ে রেখে দিয়েছে ফুলের চাষ করবার জন্য। হর্টিকালচার করছে না, কিছু করছে না অথচ গেলে পরে ফুল দেখিয়ে খুশি করে বিদায় করে দিচ্ছেন। আপনারা গুড়া দুধের ব্যবসা করছেন কত কিছু করছেন একবার কৃষকদের দিকে তাকালে, কৃষকরা যাতে উৎসাহ পায় সেদিকে নজর দিন। এবার সীড ফার্মের কথা বলি। দার্জিলিঙএ সীড ফার্মের ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে অনেক জমি পড়ে আছে, সব জমিটা কাজে লাগাচ্ছেন না—ইচ্ছা করে যে করছেন তা বলি না হয়ত কারণ আছে কিন্তু যদি সিকি ভাগ জমি কৃষকদের দেন তাহলে তারা সেখানে কাজ করতে পারে এবং উৎসাহিত বোধ করতে পারে। এ সমস্ত দিকে নজর দিতে অনুরোধ করি। তারপর হরিণঘাটা কলেজের কথা। সেখানে কলেজ থাকবে আর ১১ মাইল দূরে কল্যাণীতে ছেলেদের হোস্টেল রাখবেন এ কি রকম ধরনের ব্যবস্থা! আমি একটা কথা বলি ইচ্ছার উপর সব কিছু ঘটান যায় না। কল্যাণীতে হোস্টেল নিলেই লাভ হবে না আমাদের যে হিসাব তাতে ৩৪,৩৯৬ টাকা ক্ষতি হচ্ছে। কথা হল যাতে কৃষক সমাজের উন্নতি হয় ফলন বাড়ে সেদিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করাই দরকার।

[having reached the time limit the Hon'ble Member resumed his seat.]

Janab Elias Razi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, খাদ্যের দিক থেকে যদি আমরা স্বাবলম্বী না হই তাহলে কোন দিক থেকেই আমরা কিছু করতে পারবো না। স্বাধীন হওয়ার ১১ বছর পরেও দেশে খাদ্যের ঘাটতি যাচ্ছে। আমাদের মালদা জেলায় বোরো ধান উৎপন্ন হয়। এই ধান উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট জলের দরকার। এই জলের অভাব যদি দূর করা যায় তাহলে বোরো ধান খুব ভাল উৎপন্ন হতে পারে। বোরো ধান যখন উৎপন্ন হয় তখন খাদ্য সঙ্কট সবচেয়ে বেশি। চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে খাদ্যসঙ্কট বেশি হয়। বোরো ধানের উৎপাদন চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাওয়া যায়। এই চৈত্র-বৈশাখ মাসে জলের অভাবের দরুন বোরো ধান উৎপাদন সম্ভবপর হয় না। যদি ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা হয়, ছোট ছোট বাঁধ ও পাম্পিং মেসিন দিয়ে যদি জলের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে বোরো ধানের যথেষ্ট উৎপাদন হতে পারে। এই বোরো ধান যদি উৎপাদন হয় তাহলে অনেকগুলি লোকের অভাব মেটান সম্ভবপর হতে পারে।

আজ একটা জিনিস দেখছি বীজ এবং সার যা সরবরাহ করা হয় গভর্নমেন্ট থেকে সেটা সময়মত কোনদিন পাওয়া যায় না। যখন বীজের দরকার তখন তা পাওয়া যায় না, চাষের ৬-৭

[11—11-10 a.m.]

মাস পরে পাওয়া যায়। অ দ্বারা কোন কাজ হয় না সেইজন্য আমি মনে করি প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টের প্রত্যেক থানায় রেডি স্টোর রাখা দরকার—যাতে সহজে স্থানীয় সরকারী অফিস বা ব্লক অফিস

থেকে কৃষকেরা বীজ পেতে পারে, এই ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আমাদের মালদা জেলায় কমিউ-নিকেশনের অভাব যার জন্য বীজ এবং সার সময়ে পৌঁছে না। সেইজন্য রেডি স্টোরে বীজ এবং সার যাতে থাকে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য কৃষিমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে যখন আমন ধান হয় এবং কৃষকের যেসব ক্ষেতে ভাল ধান দেখা যায় যা নাকি কৃষকেরা নিজের চেষ্টায় উৎপন্ন করে—সেই সব ক্ষেতে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা বড় বড় প্ল্যাকার্ড বসিয়ে দিয়ে আসেন যাতে লেখা থাকে—"কৃষি প্রদর্শনী ক্ষেত্র" এর দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করতে চান—সরকারী অফিসারদের চেষ্টায় অমুক ক্ষেতে ভাল ফসল হয়েছে। অপর দিকে সাধারণ নিরক্ষর চাষীরা মনে করে—গভর্নমেন্টের অফিসার গিয়ে যখন কৃষিক্ষেত্রে প্ল্যাকার্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন তখন এটা বুঝি তাদের একটা মস্ত বড় সার্টিফিকেট। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐসব ক্ষেতে ভাল ফসল উৎপন্ন হওয়ায় সরকারের বা সরকারী কর্মচারীদের কোন কৃতিত্ব নাই, সে ফসল চাষীর চেষ্টাতেই হয়েছে। এই ভাবের প্রবঞ্চনা ও বিভ্রান্তি বন্ধ করতে হবে।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Sir, I shall be very brief in replying to the criticisms that have been made on the floor of the House. We are all very glad that China has made tremendous progress. China is a friendly country and no one is happier than myself at the progress that China has made. Sir, may I through you inform that some of the ways that China is pursuing are entirely different from ours. For example, will you tell me how many Sindris are there in China? They are all using night soil, compost tank-silt and green-manure extensively. I have heard my friends complaining that there is no chemical fertiliser available here. But China is not clamouring for ammonium sulphate and other chemicals that are available here. Sir, we only look to one side of the picture. Sir, our difficulties are not realised. I would answer Sj. Benoy Chowdhury by saying that in one of my meetings in West Bengal while I was addressing a farmers' meeting—I was telling them about the use of chemical fertiliser, etc.—when a young man got up on top of a mango tree and shouted through a bamboo *chonga* 'Don't listen to Dr. Ahmed, he is telling all lies'. Sir, can you just imagine that—anybody in China say to a Minister of the State? I am sure they cannot. So, I do not want to dilate on it. But the point is that we are working under different conditions and that is exactly the reason why our progress is slow. Naturally, I take upon my shoulders all the criticisms that have been levelled. You may rightly say: 'What have you done during the last ten years?' It is for me to answer that. During the last ten years our production has increased. If you look at the figures, you will find it. How much did we produce in jute and rice in 1950? 10 lakh bales and 32 lakh tons respectively. But this year we have produced in jute and mesta 30.6 lakh bales and 40 lakh tons of rice. Sir, is that no progress? If you do not see these figures and say that these figures are all wrong and that no progress has been made in production, then I am very sorry I have to keep quiet—I cannot argue. Again, you may take the figure of production of cane. Cane production has gone up in our State much more than even in U.P.. In U.P. the cane production is 350 maunds per acre, but in our State it is 460 maunds per acre. Is that no progress? Are we sitting idle? Of course, we have no reasons to be complacent. We have every reason to be alert and to be always conscious that we must make more progress. We should also take advantage of the processes that are being followed in China about which some of our members have waxed eloquent. We are going to take up this matter. As I said, our methods are different. Our method is persuasion and nothing can be done here by force. For example, this year we are trying to popularise the use of

night-soil manure all over the State. We are arranging to have removable latrines so that those latrines may be moved from place to place. Have I got the power to do it by force? And you expect me to get the same results although other methods are being adopted here?

Sir, with regard to the Nalagar Committee's report, I would like to say that on the 6th of this month all the State Agriculture Ministers met in Delhi. The recommendations of that committee are being forwarded to our Government and I am sure that the recommendations will be accepted by our Government. Of course, the financial implications of some of those recommendations will have to be examined by the Finance Department. I am sure that progress will be made along those lines here.

Sir, I would like to say something with regard to irrigation. One of the honourable members has said that for irrigation under different heads we are spending Rs. 48 lakhs whereas for superintendence we are spending Rs. 50 lakhs. Sir, this is absolutely incorrect. If you would kindly look in the Red Book, you will find that for superintendence we are going to spend Rs. 46.45 lakhs. This is for the whole department and not for irrigation alone. Direction also is included in that.

Some honourable member has said that in small irrigation we are going to spend Rs. 12 lakhs. This is also incorrect. If you will read the white book, you will find the correct figure, giving details.

Sir, I would like to mention one or two points with regard to seed multiplication farms.

[11-10—11-20 a.m.]

During last year we have had 94 seed multiplication farms. We will probably have 100 at the end of this year. It is our plan to have complete saturation in the State in three or four years' time. We had been under he British for about two hundred years. What seed did they give to the farmers of Bengal? Did they make any arrangement for them? No. We are trying to do in 10 years the work of a century. When we are short of chemical fertiliser, we ask them to make compost and take to green manure.

The other day Dr. Prafulla Chandra Ghose mentioned about a pamphlet published in 1952. Therein it is said that two maunds of oil-cake will give an increase of one maund of paddy. It was published in 1952 when the price of oilcake was Rs. 6 a maund. I am sorry for the fact that it was re-printed by the Publicity Department without making any change. That was not intentionally done.

A very important point was raised by honourable friends with regard to the running of deep tubewells by diesel engines. But I would like to point out that these exploratory tubeweels are not made by the West Bengal Government but under the joint auspices of the Government of India—the Geological Survey of India—and the Government of West Bengal. They are all involved in it. They decide it on certain principles. I feel these tubewells will be of great help to us in agriculture. One deep tubewell will work 350 acres of command area. To my mind it is one of the things that will solve a great problem. We are crying about deep tubewells. Look at China. Those who read regularly China To-day —I read it because it is interesting—know there is no pumping station in small irrigations there; they lift the water by foot work—by a sort of bicycle-like arrangement—20 feet up. If I ask my farmer to do it here he will ask the Government to do it for him.

The long and short of it is that we are progressing. We are not able to do any magic but the figures show that the production is increasing.

With these words, I oppose all the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amarendra Mondal that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab Elias Razi that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagadananda Roy that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjta. Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihir Lal Chatterji that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—56.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majt, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra

Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Chowdhury, Janab
Majhi, Sj. Sudhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 56 and the Noes 125 the motion was lost.

The motion of Sj. Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—56.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitta
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Banamali
Halder, Sj. Rampada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Shikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 56 and the Noes 125 the motion was lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 5,10,81,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of

Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—56.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes

Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 56 and the Noes 125 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 5,10,81,000 be granted for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 26

Major Head: 42—Co-operation.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,39,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation".

Sir, I personally like the word "Co-operation", but I must warn my friends here that "Co-operation" cannot necessarily be achieved merely through provision of funds. "Co-operation" as the word implies, requires a particular mentality, a particular homogeneity of interest, a particular approach by which all members belonging to a Co-operative Society should be imbued with one objective, viz. to develop the particular purpose for which the Co-operative has been formed.

We have put before us certain provisional rules for the formation of Co-operative Societies. I do not mean rules in the sense that they form part of any Act or of any law, but the approach of the Department regarding this particular proposition. First, therefore, is that a Co-operative should not be too big or cover too wide an area because it is essential, as I have said before, that members of a Society should as far as possible know each others point of view and understand the community of interest between them. Secondly, the Co-operative should be composed either of producers or of consumers, possibly of both, but not of middlemen—there have been applications reaching the department in which gentlemen have agreed to form a Co-operative for the purpose of buying in the market and selling it to some consumers. Members of the Co-operative must themselves either

produce or consume. Otherwise a Co-operative Society becomes only a middlemen's society and takes the middlemen's profit. Thirdly, that ordinarily members who form the Co-operative should be men of moderate means. We do not want capitalists to come into the "Co-operation". They have their own private field. It is only men of moderate means who will gather together their resources, their mind and body, their resources in wealth and mental approach, so that they may be able to produce there and also benefit thereby. Fourthly, as far as possible these men should have a common economic interest. We find, as a result of the timely and correct lead given by the Government, the weakness that had shaken the entire co-operative movement in this province before Partition has gradually been removed and the movement has been gathering strength since Partition. Not only has there been quantitative increase in the number of co-operative societies but also a considerable consolidation of the movement and wider ramification in those fields in which previously co-operatives were almost unknown. It is natural that we should think in terms of provision of agricultural credit at a reasonable rate. According to the recommendation of the Rural Credit Survey Committee the Co-operative movement has been trying to evolve sound and efficient system of institutional credit with a view to helping agricultural production, marketing and supply of implements to agriculturists. The integration of credit with marketing, which has been taken up, will undoubtedly help the cause of agricultural development in the State. In the year 1947, the total number of co-operatives in Bengal was 13,000. Last year, the total number was 18,337, and now it is 19,030 societies. The membership is more than 14.03 lakhs and the total aggregate capital has been 39.25 crores. Assuming that a family consists of 5 persons we might claim that 26 per cent. of the people of the State are covered by this movement. I don't think this is a very small achievement for this State. The volume of credit issued during the year comes up to Rs. 24.36 crores as against Rs. 18.94 crores last year and Rs. 15.79 crores a year before. Out of this, short-term crop loan issued by the West Bengal Provincial Co-operative Bank comes up to Rs. 1.5 crores while the total amount of credit advanced by Central Banks to Primary Credit Societies is Rs. 2 crores. Urban Credit Societies, one of the strongest wings of the Co-operative movement have a membership now of nearly 5.02 lakhs. Last year, the total number was 4.78 lakhs. The working capital last year was Rs. 13.67 crores. This year the working capital is Rs. 23.30 crores. Independent of Government assistance in the matter of finance, these Societies roughly account for about 50 per cent. of the total working capital of the movement, the total working capital of the movement being Rs. 40 crores. These urban societies have got the working capital of Rs. 23.30 crores. Provision of long-term credit which is closely linked up with the improvement of agricultural land is now being arranged through 12 primary Land Mortgage Banks—one is to be opened very soon—financed by the State Partnered Central Land Mortgage Bank. Steps are being taken by the Department for floating of debenture by the Central Land Mortgage Bank with a view to enabling it to provide more adequate long term loan for the improvement of agriculture.

[11-30—11-40 a.m.]

Grain Banks

There has been a significant increase in the number of grain banks in the State. You will remember that these grain banks are intended for the tribals of the State. Last year in 1958 there were 57 grain banks with Rs. 3.5 lakhs as the capital. Now we have got 89 grain banks with Rs. 4.82 lakhs as the capital, and against a grant from the Government also. While credit

co-operative have been providing finance in the field of agriculture, farming co-operatives have been providing better organisation and technique in the matter of agriculture. Members must have read in the papers the great discussion which is going on as to whether we should go in for farm co-operatives. If so, whether we should go on for collective farming. If not, whether there is any other method of joint farming. We in this State have organised 168 farming societies so far as against 133 last year. A provision of 1.13 lakhs has been made for 25 pilot projects and the construction of godowns for the farming societies, so that these societies may function effectively. A provision has been made for the training of personnel who will be in charge of farming societies as managers.

Co-operative Marketing Societies. While the provision of credit has an important bearing on increasing agricultural production, the provision of marketing facilities is essential for improving the economic condition of the agriculturists as a whole, and for successful working of an integrated scheme of linking up the producing loan that is given on the one hand and the marketing operation on the other. For this purpose marketing societies have been organised. There were 139 marketing societies last year and this year there are 223 marketing societies with a total membership of 40,000 and an aggregate working capital of Rs. 53 lakhs. These marketing societies are primarily meant for paddy, jute, pulses, oil seeds and chemical fertilisers. Mention may be made here of the recent deal between the State Trading Corporation and the West Bengal Co-operative Agricultural Marketing Societies for purchasing 50,000 maunds of raw jute from growers through marketing societies at Samshi in the Malda District, Dinhata and Kaliaganj as a means of keeping up the jute prices. Milk and dairy co-operatives and fishermen's co-operatives are also maintaining their pace of progress and are becoming of increasing advantage to both the producers and consumers in this State. There were 174 such milk societies with 12,138 members last year. This year there are 194 milk societies with 13,692 members. With regard to fishermen's co-operatives year before last there were 348 such co-operatives. It rose to 430 last year. This year the number is 457. The total number of members were 19,598 year before last, 24,198 last year, and 26,000 this year. The capital which was 5.42 year before last has become 11.51 this year. There is also development so far as the canteen, catering and consumers co-operatives are concerned. Last year there were 431 such co-operatives with 12,020 members, and the capital of 15.1 lakhs. This year there are 561 co-operatives with 17,500 members and the total capital is 27.41 lakhs. Sir, this type of co-operative society is very popular in the railways, in the merchant offices and in the factories. The co-operative movements are also playing their part in providing accommodation to middle class people through housing co-operatives. There are 166 housing co-operatives with a working capital of 97.52 lakhs and a membership of 21163. These co-operatives have helped their members in securing building sites, besides providing loans and supplying raw materials for building. Liberal loans are also being provided under the low income group housing schemes. There is an increasing tendency on the part of the skilled workers, artisans and handicraft men in taking to co-operative methods in solving their common problem and in developing their respective industries. There has been considerable increase in the number of members and working capital of industrial co-operatives. The general principles that we have been trying to follow in introducing these co-operatives are that there should be a service co-operative which will provide the producers co-operative of the same type with raw materials and will also market the finished goods from the producers co-operative, two co-operatives, namely, the service co-operative and the market co-operative being identical, the producers' co-operative remaining different consisting of only those persons who will

take part in producing the goods from the raw materials supplied to them. Largest number of societies of this type of course is weavers' societies. Last year there were 952 such societies—this year it is 1,030. Last year the total members were 68,549 and it has risen to 77,911; the working capital increased from 34 lakhs to 77 lakhs. These societies not only deal with weavers but they also deal with silk fabric, tussar, conch shells, cutlery, soap, bell metal, hand paper, etc., on the one hand and procuring raw materials for the production and disposal of finished goods on the other. Sir, it may be mentioned that the Malda Mango Processing Co-operative Society which has fulfilled the long-cherished aspiration of the mango growers of that district has raised over Rs. 20,000 share capital and was given a loan of Rs. 1 lakh in May 1958 for acquisition of land equipment. Another loan of Rs. 1 lakh for construction of a factory, installation of modern plant, etc., to run it on commercial basis has been given. Recently they have entered into an agreement with an outside party for sale and distribution of the production in England and in other overseas markets. The State Government proposes to purchase shares for the purpose of strengthening further the development of co-operative movement in the State. The Government have taken up comprehensive integrated items of developmnt on 8 schmes.

[11-40—11-50 p.m.]

Scheme No. 1.—Reorganisation of Central Banks. It will be realised that at the time of the Partition, both the Central Provincial Bank as well as some of the Central Banks which are on the border areas had given money on the basis of the security of lands which went to East Pakistan. Since then it was rather difficult for either the Provincial Bank or the Central Banks to recover from the shock which followed Partition. There were 44 Central Banks. We approached the Reserve Bank to give us help for reorganising the Central Banks as well as the Provincial Bank and also to recommend to the Government of India for giving us help in order that the banks that really came to grief, not because of their bad methods of transaction but because of causes or factors over which they had no control, might be restored to their old position. The Reserve Bank, after making careful enquiry, came to the conclusion that we should allow only 17 Central Banks to function with one Central Bank for each district and one more for the larger districts of Midnapore and 24-Parganas. This reorganisation, aiming at greater financial strength and stability for these financing agencies, is of vital singnificance to the movement as a whole as the Central Banks constitute the focal point of the credit structure in the co-operative sector. For the rehabilitation and reorganisation of the Provincial and Central Banks, the State Government, the Reserve Bank and the Government of India are working jointly and a Review Committee has been constituted for the purpose, consisting of representatives of the State Government and Reserve Bank officials and leading non-official co-operators. A grant of Rs. 12 lakhs has been sanctioned by the Government of India for meeting the shortfall in all Central Banks between their outside liabilities and good assets. Also, in order to enable these reorganised Central Banks to refund deposits and repay creditors, interest-free loan to the extent of Rs. 28.73 lakhs has been sanctioned by the Government of India. Share capital contribution by the State Government at the rate of Rs. 3 lakhs per Central Bank, subsidies in maintaining an adequate number of trained supervisors and trained managers, deputed free of cost from the Co-operative Directorate, have been provided under the scheme. Out of the proposed 17 reorganised Central Banks, 9 have already been reorganised and are ready for receipt of subvention and share capital participation. Another three are in different stages of reorganisation and their reorganisation is likely to be completed by June, 1959. The remaining five will be taken up for

reorganisation within March, 1960. The Reserve Bank of India has recently sanctioned a loan of Rs. 7 lakhs for the seven reorganised Central Banks at Barasat, Diamond Harbour, Uluberia, Purulia, Malda, Jalpaiguri and Cooch Behar at the rate of Rs. 1 lakh per Central Bank in order to make these banks eligible for participation in the share capital of the State Government.

Partition, as I have said before, has affected the Provincial Bank also. Along with the Central Banks, the Provincial Bank is also being rehabilitated and reorganised. There was a deficit of Rs. 1.38 crores which has been sustained by this Bank as a result of Partition, according to the assessment of the Reserve Bank. The Government of West Bengal have paid Rs. 90 lakhs to meet this deficit of Rs. 1 crore 38 lakhs. The Government of India have given the rest—nearly Rs. 48 lakhs—as subvention for placing the Provincial Bank on its feet. We at first gave to the Provincial Bank this 90 lakhs as loan, but we propose to convert that into subvention in order that the Provincial Bank may not be tied down or pulled down because of the interest on debt.

The second scheme is the re-organisation of primary credit societies. Altogether 1,100 large-sized and State-partnered primary credit societies with limited liability were originally proposed to be set up under the 2nd Plan. The State Government are supposed to purchase shares for Rs. 10,000 each in the large-sized credit societies, and grant another Rs. 10,000 as loan-cum-subsidy for the construction of godowns to each of 200 selected large-sized credit societies. Managerial subsidy under this scheme is given to all the societies on a sliding scale during the first three years to enable them to appoint and maintain trained whole-time managers. The programme of revitalization of small scale credit societies is also proceeding according to schedule.

The Reserve Bank of India have sanctioned a loan of 26 lakhs for the 261 large-sized credit societies at the rate of Rs. 10,000 for each. Meanwhile the National Development Council on Co-operative Policy has very recently adopted a new policy regarding organisation of village-level primary credit societies. Therefore the Plan that we had in the beginning of the 2nd Plan needs to be reoriented in the light of the latest policy decision taken by this Council. It is likely that the organisation of large-sized credit societies may not continue after 1958-59 and, in their place organisation of multi-purpose village credit societies, as suggested by the National Development Council, closely associated with village panchayets, will have to be organised all over the country. Details of the new scheme are awaited from the National Development Council.

Scheme No. 3.—With a view to providing long-term credit for improvement of land and agricultural operations, it has been proposed under the Plan to organise 5 more primary land mortgage banks in addition to the existing 9 primary land mortgage banks in the different districts. Therefore, each district will have land mortgage bank. Of the proposed 5, 2 have already been organised in Hooghly and Nadia districts, and it is expected that before 1958-59 is over, the third one will be organised in Cooch Behar. The remaining 2 will be organised before the close of the Plan period. A Central Land Mortgage Bank was organised in the year 1957-58 and it has already been provided with interim accommodation of Rs. 7.75 lakhs by the State Government which will also shortly purchase Rs. 5 lakhs worth of shares in this Bank. It is proposed to provide another sum of Rs. 8.25 lakhs to the Central Land Mortgage Bank in 1959-60 as interim accommodation so as to enable the Bank to acquire sufficient mortgages for floating debentures in suitable amounts.

The next scheme is scheme No. 4. With a view to providing training facilities to those who will be in charge of co-operative institutions to be organised during the plan period, it was proposed to organise 3 new training centres in addition to the already existing one at Uttarpara. The three new Training Centres have been started—one at Barsul near Burdwan, one at Jhargram in Midnapore district and one at Kalimpong in Darjeeling district. The target for training institution has been fully met, viz., in the last two years the number of trainees has been 741 for the different types of work.

Scheme No. 5.—It is suggested that two funds may be created for the purpose of helping the co-operatives for any debt that may occur.

[11-50—12 noon]

But I am told that the Central Government is not very particular about this scheme now.

Then we want to have a scheme for the creation of new posts of different levels for efficient and adequate supervision of societies.

Scheme No. 7.—We had originally provided 500 farming societies per year. At the meeting of the Development Seminar at Srinagar in 1957 it was decided that the target may be modified. At the present moment our objective is to set up two pilot projects in each district. The number of such farming societies now stand at 168.

Scheme No. 8.—With a view to making effective working of the co-operative marketing organisations possible, the State Government have recently transferred the administration of agricultural marketing co-operatives from the Agriculture Department to the Co-operation Department. Under this scheme 102 primary marketing societies are to be organized during the Plan Period in addition to the one Apex Agricultural Marketing Society. Of the 102 proposed primary marketing societies, 45 have already been organised. Most of these societies have received share capital contribution from the State Government ranging from Rs. 10,000 to Rs. 25,000. Share capital contribution by the State Government to these marketing societies already organised exceeds Rs. 4,44,000 and grants and subsidies to the extent of Rs. 1,75,000. It will thus appear from the progress made so far that co-ordinate and comprehensive attempts are being made with active participation by the State and Union Governments and the Reserve Bank of India to stabilise and consolidate the co-operative structure so that it may play its expected role in the country today towards fulfilment of our ultimate object of setting up a Co-operative Commonwealth.

With these words I move that the Demand be accepted.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramashankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়! এ বিষয়টার গুরুত্ব যথেষ্ট, সময় যা নির্দিষ্ট হয়েছে তাতে এ বিষয়ের উপর সুবিচার করা সম্ভব নয়। তারপরে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই অনেকটা সময় নিয়েছেন কাজেই এখন আর বিস্তৃত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। বর্তমানে কতকগুলি গুরুতর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় একটানা প্রগতির ছবি দিলেন। কিছুদিন আগে কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে দুখানা বই আমাদের দেওয়া হয়েছে। সরকারের কো-অপারেটিভ বিভাগ থেকে তা ছেপে দেওয়া হয়েছে। যা দেওয়া হয় নাই, সেই বইয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতাতেও বলা হয় নাই—যা নাকি মূল বিষয় সেই মূল প্রশ্ন বাদ দিলে এ সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় এবং ঐ বইয়ে রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটির কথা বলা হয়েছে এবং তাদের থেকে সুপারিশ গভর্নমেণ্ট নিয়েছেন তা বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ রিপোর্টের মূল কথাই নাই তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে—ভারতবর্ষে কো-অপারেটিভ আন্দোলন গ্রাম্য কৃষকদের মধ্যে ব্যর্থ হয়েছে। তা কেন হয়েছে? তার প্রধান কারণ, যাদের জন্য কো-অপারেটিভ করা তারা সুবিধ পায় না, যাদের শোষণের বিরুদ্ধে কো-অপারেটিভ আন্দোলন—যে বিত্তবানদের বিরুদ্ধে অল্প বিত্তদের রক্ষা করা হবে, কো-অপারেটিভের কাজ গভর্নমেণ্টের যা ব্যবস্থা তাতে সেই বিত্তবান

সেই কায়েমী স্বার্থ, গ্রামের যারা তারাই এতে এসেছে এবং বিভিন্ন জায়গা দখল করেছে। আর একটা কথা, রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটির রিপোর্টের ভিতর বলা হয়েছে, আমি তা থেকে উদ্ধৃতি ক'রে আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি—

Private banking and private trading particularly at the village level have a vested interest in the failure of co-operative credit. When local co-operation gets into the charge of the village money-lenders and specially the landlord-cum-moneylender, he becomes the society, the depositor and the borrower, all of them together or each in turn.

কাজেই আজকে যদি আমরা বিচার করতে যাই কতখানি উন্নতি হয়েছে তা হ'লে এই অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে, তার ছবি দেওয়া দরকার। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামে ব্যবসায়ী মহাজন, পঞ্চায়ত, প্রেসিডেন্ট, কোন জায়গায় অফিসার, পরস্পরের সংগে জড়িত। অতএব যা কিছু ক'রে নেওয়া তারাই কো-অপারেটিভের নাম ক'রে ক'রে নেয়। কাজেই যদি তার পরিবর্তন না হ'ল —তা হ'লে কতগুলি কো-অপারেটিভ সোসাইটি, কত টাকা এবং কত মেম্বার হয়েছে তার হিসেব দিলে হবে না। ঐ বইদুটো আমি ভালভাবে পড়েছি। তাতে রুরাল ক্রেডিট সার্ভে এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টে যে নতুন কিছু কিছু কথা বলা হয়েছে সে প্রসংগ একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা জানি—এ চিত্র বদলায় নি, বরং গ্রামে কায়েমী স্বার্থের উপর কংগ্রেসের ছাপ পড়ায় আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা সহকারে কো-অপারেটিভে উৎসাহ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ তারাই আজও সুযোগ-সুবিধা কো-অপারেটিভের ভিতর দিয়ে পেয়ে যায় যাদের শোষণ বন্ধ করবার জন্য কো-অপারেটিভ আন্দোলন। তাদের শোষণ বন্ধ করবার জন্য গভর্নমেন্ট যদি ক'রে থাকেন সেই কথা যদি বলতেন তা হ'লে বুঝতাম সত্য সত্যই কিছু করা হয়েছে।

অনেকগুলি সমিতির নাম দেওয়া হয়েছে ; তাঁরা দৈনন্দিন কিছু কাজ করেন না—ঋণ দেবার সময় আসেন, অন্য কোন সময় নয়, গ্রামে সেই সমিতিগুলি ঋণ দেবার সময় আসেন, এসে ঋণ দেন চড়া সুদে।' সে সম্বন্ধে ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে পরিষ্কারভাবে। পশ্চিমবংগ-সরকার যে বই প্রকাশ করেছেন, সেই বইয়ে বলা হয়েছে—আমি কোট করছি—

Government loans like co-operative loans are found to gravitate to the big and large landholders in preference to the small and medium cultivator.

এই অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে বা কতটুকু পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন এও যদি আমাদের না বলেন, না ব'লে যদি কতকগুলি হিসেব দেখিয়ে যান তা হ'লে কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে কিছুই বলা হবে না। কো-অপারেটিভের নাম ক'রে কায়েমী স্বার্থ আরও বেশি শক্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কো-অপারেটিভের গুণগান করেছেন, কো-অপারেটিভ সবাই চায়, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভংগির সংগে আমাদের দৃষ্টিভংগির পার্থক্য আছে। কো-অপারেটিভ মুভমেন্টকে শক্তিশালী রাখতে আমরা চাই কিন্তু সেজন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার সেটার কি করেছেন? সেই রিপোর্টে কমিটি পরিষ্কার বলেছেন—যদি সফল করতে হয় তবে উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করা দরকার। অর্থাৎ মূলে যে বাধা ছিল সে বাধা দূর করতে হবে ; এবং যাদের প্রকৃত সাহায্য পাওয়া দরকার তারা যাতে এর মধ্যে আসতে আকৃষ্ট হয় সেজন্য উৎসাহ সঞ্চার করা দরকার, তার কোন ব্যবস্থা হয় নাই, আমরা কি দেখি? বড় বড় বিত্তবান যারা তারা যে কো-অপারেটিভ ক'রে বসেছে তাদের দিকেই ঝোঁক বেশি। আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—আমার জায়গা থেকে দেখেছি—গ্রামের কৃষক বিধবা মেয়েরা ২০০১টা ঢেঁকি ঋণ পাবার জন্য দরখাস্ত করে। কিন্তু দেখা গেল কার কাছে কোথায় দরখাস্ত যাবে তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। তারপর অনেকদিন পরে মাননীয় ভূপতি মজুমদার মহাশয় হদিশ দিলেন, বললেন—অমুকের সংগে যোগাযোগ করুন—তাঁর কাছে জানতে পারবেন। তিনি বললেন—কো-অপারেটিভ করলে তবে ঋণ পাওয়া যাবে। কিন্তু তারা কো-অপারেটিভ করবে কি ক'রে? আমাদের ওখানে উদ্বাস্তুরা ঠিক করলে যে, তারা কো-অপারেটিভ করবে। কিন্তু করব বললেই তো আর হবে না—সেটা রেজেস্টারি হ'তে গেলে এক বৎসর—তারপরে ঋণ দেওয়া হবে। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা হ'ল, তিনি অবশ্য এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিলেন কিন্তু ঐ এক সপ্তাহের ভিতর জবাব দিলে কি হবে! কিন্তু পরে জানা গেল প্রতিপত্তিশালী লোক গিয়ে বললেন,

কো-অপারেটিভ করছ, তাতে কংগ্রেসের লোক নাও নি! বললেন—অমুককে নাও—এমন লোকের নাম করলেন, যিনি হচ্ছেন চালকলের মালিক ও মহাজন, তাঁকে কো-অপারেটিভের মধ্যে ঢোকাতে হবে! এই জিনিসের পরিবর্তন যদি না করা হয় তা হ'লে কিছুই হবে না।

[12—12-10 p.m.]

Sj. Gobinda Charan Maji:

অধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত ৫০ বৎসরের ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করি, তা হ'লে দেখতে পাই যে, আমাদের এই পশ্চিম বাঙলায় সমবায় আন্দোলন প্রধানত কৃষিঋণ দান খাতে সীমাবন্ধ। এই কৃষিঋণ দান ব্যাপারে আমরা অল ইন্ডিয়ার ক্রেডিট সার্ভের রিপোর্ট থেকে দেখতে পাই যে, মাত্র শতকরা ৩·১ জন লোককে আমরা এই ঋণ দিতে পেরেছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বহু প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে এই সমবায় আন্দোলন কেন সম্যকরূপে প্রসারিত হচ্ছে না তার কয়েকটা বিশিষ্ট কারণ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ তথা কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির জন্য যেসব ছোট ছোট স্কীম দায়িত্বসম্পন্ন সমবায় সমিতিগুলি আছে তাদের বৃহত্তর স্কীম দায়িত্বসম্পন্ন সমবায় সমিতিতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা সরকারের তরফ থেকে আরম্ভ হয়েছে। কয়েকটা গ্রামকে নিয়ে এক একটা বড় বড় ইউনিয়ন সমবায় সমিতি গঠন করার প্রচেষ্টা সরকারের তরফ থেকে চলতে আরম্ভ হয়েছে এবং এইভাবে ৪৩৯টা বড় বড় কৃষি সমবায় সমিতি এবং ২৬৪টা ছোট ছোট কৃষি সমবায় সমিতি পুনর্জীবিত করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মারফত এইসব ছোট ছোট সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণদান ক'রে থাকেন। কিন্তু শোষিত জনসাধারণের সুবিধার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শতকরা ২ টাকা হারে যে টাকা আমাদের প্রাদেশিক সমবায় সমিতিকে দেন, প্রাদেশিক সমবয় সমিতি সেই টাকা ৩৷৹ সুদে আমাদের যে জেলা ব্যাঙ্ক আছে তাকে টাকা দেন, জেলা ব্যাঙ্কগুলি অবার ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে ৬৷৹ হার সুদে টাকা দেন এবং ছোট ছোট সমবায় সমিতিগুলি আবার দেশের কৃষকদের সাড়ে আট টাকা পর্যন্ত সুদে টাকা দেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার শোষিত কৃষকদের সুবিধার জন্য যে আইনকানুন করেছেন প্রকৃত প্রস্তাবে চাষীরা সেই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দু' টাকা হার সুদে যে টাকা দিচ্ছেন সেটা চাষীদের হাতে গিয়ে পেঁছাচ্ছে সাড়ে আট টাকা সুদে। আমাদের মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া যখন দু' টাকা হারে সুদে টাকা দিচ্ছেন তখন আমাদের পশ্চিমবাঙলার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিগুলি কেন তিন টাকা চার আনা হার সুদে টাকা দেবেন? আমার মনে হয় এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কোন স্বার্থকতা নেই—তাদের শতকরা চার আনা পেলেই চলবে। জেলা ব্যাঙ্ক যা আছে তাদের এক টাকা ক'রে দিলেই চলবে। ত হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, চার আনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, জেলা ব্যাঙ্ক এক টাকা এবং সেটা তিন টাকা চার আনা হার সুদে যদি ছোট ছোট সমবায় সমিতিগুলি পায় তা হ'লে সমবায় সমিতিগুলি ম্যাক্সিমাম ছ' টাকা চার আনা সুদে কৃষকদের টাকা দিতে পারে। আমাদের সরকার বর্তমানে যে কো-অপারেটিভ রুলস করেছেন সেই কো-অপারেটিভ রুলসএ দেখা যাচ্ছে যে, ছোট ছোট সমবায় সমিতি ন টাকা বা সাড়ে ন টাকা পর্যন্ত সুদে চাষীদের টাকা দেবেন। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, চাষীদের ঘাড়ে সমস্ত টাকা পড়ছে—ছোট ছোট সমবায় সমিতিগুলি সাড়ে আট টাকার জায়গায় সাড়ে ন টাকা পাবেন। কিন্তু টাকা যোগাবেন কে—টাকা যোগাবেন দেশের কৃষক সম্প্রদায়। অতএব সরকার যে কো-অপারেটিভ রুলস করেছেন সেই রুলসের পরিবর্তন না করলে কোনদিন তাদের মধ্যে কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট পপুলারাইজ হবে না। আর একটা কথা, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার জমি মর্টগেজ রেখে টাকা দেন, কিন্তু জমির মূল্য নির্ধারণের বেলায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্যানেল এলাকায় জমির দাম একর-প্রতি মাত্র ৬০০ টাকা ধরা হয় এবং ক্যানেল বিহীন এলাকায় ৪০০ টাকা। আপনি চেষ্টা করলেই দেখতে পাবেন যে, ক্যানেল এলাকায় এক একর জমির মূল্য কমপক্ষে ৩ হাজার টাকা। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এই মূল্য বিবেচনা করার সময় যদি দেড় হাজার টাকা এবং ক্যানেলবিহীন এলাকার জন্য এক হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করেন তা হ'লে শোষিত কৃষক যারা অল্প জমির মালিক তারা কিছু বেশি টাকা পেতে পারেন। আমার আর সময় নেই

তা না হ'লে অনেক কথা বলার ছিল। যাই হোক সর্বশেষে বলছি যে, কো-অপারেটিভ রুলসের আশু পরিবর্তন দরকার এবং জমির মূল্য নির্ধারণের বেলায় যেন দরিদ্র কৃষকদের একটু বিবেচনা করা হয়।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, গত বছর বাজেট অধিবেশনে এই ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করার সময় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে ধরনের বিবৃতি এখানে রেখেছিলেন, এবারে তার থেকে কোন পার্থক্য আমরা দেখতে পেলাম না। তিনি শুধু কতকগুলি অঙ্কের কথা ব'লে বাঙলাদেশের গ্রামে সমবায় আন্দোলন প্রসারিত হচ্ছে—একথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমি এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে শুধু একটিমাত্র কথা বলি যে, এই সমবায় আন্দোলন বাংলাদেশের কৃষককে ঋণ সরবরাহ করার জন্য যদিও প্রধানত সীমাবদ্ধ তবুও সেই কাজে এই আন্দোলন যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি। এ সম্পর্কে ইকনমিক অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাডভাইজার টু দি ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার—তাঁর মত হ'ল এই যে, Professional and agriculturist money-lenders together supply 59.7 of the total credit and Government agencies, co-operative movements and commercial banks supply only 7.3 per cent.

এবং এই প্রসঙ্গে কো-অপারেটিভ আন্দোলনের কি ভূমিকা সে সম্পর্কে আমাদের রেজিস্ট্রার শ্রী এ কে দত্ত, আই এ এস, একটা পুস্তিকা প্রচার করেছেন—তার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সমবায়ের মারফত মাত্র ৩·১ জনকে তাঁরা ঋণ সরবরাহ করতে পারবেন। কাজেই এই কৃষি-ঋণ সরবরাহ করবার ক্ষেত্রে অতি সামান্য যে ভূমিকা সেই সামান্য ভূমিকা তাঁরা পালন করবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট রকম পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। যেসমস্ত প্রাইমারি সোসাইটি আছে তাঁরা যথাসময়ে ঋণ পান না, ঋণ যখন পান তখন চাষীদের কাজ শেষ হয়ে যায় এবং সেই ঋণ পাবার পরে তা আদায় করবার জন্য যে সার্টিফিকেট বা রসিদ আছে তার মাঝখানে ব্যবধান মাত্র এক বা দেড় মাস। আমার বেশি বলার সুযোগ নেই, কাজেই আমি এটুকুন অনুরোধ করব যে, গ্রামাঞ্চলে এই সমবায় সমিতি মারফত ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে গেলে এই বিভাগকে আরও তড়িৎগতিতে অগ্রসর হতে হবে। আর একটা কথা বলা দরকার যে, এই বিভাগে কো-অপারেটিভ আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির বাসা বেঁধে উঠছে সেগুলি অপসারণ করতে না পারলে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে এবং সমবায় মনোভাব সম্পর্কে যেকথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বললেন তা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আমি আমার অঞ্চলের একটিমাত্র কথা বলি—কল্যাণনগর কো-অপারেটিভ কলোনি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ডাইরেক্টর মিঃ ডি এন ঘোষ সেই সমিতির সভাপতি তিনি সেই সমিতিতে নিজের কয়েকজন ইয়েসমেন নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি ক'রে ১১ বছর ধ'রে সেই সমিতি পরিচালনা করছেন, মিসম্যানেজমেন্ট করছেন। আমার সময় নেই, আমার কাছে তথ্য আছে—আপনি খানিকটা আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, পশ্চিম বাংলা সরকারের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হয়ে এই ধরনের মিসম্যানেজমেন্ট ক'রে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা অপচয় করার সুযোগ তাঁর কি ক'রে হয়। এ সম্পর্কে সাধারণ সভ্যরা বারবার আবেদন করেছেন একটা এনকোয়ারির জন্য, কি ক'রে এই ধরনের কাজ বন্ধ করা যায়, কিন্তু এ সম্পর্কে কিছুই করা হয় নি। সেখানকার কো-অপারেটিভের বাই ল-তে বলা হয়েছে যে, সদস্য হ'তে গেলে সাধারণ লোকের একশ' টাকার শেয়ার কিনতে হবে কিন্তু ম্যানেজিং কমিটির ইলেকশনে দাঁড়াতে গেলে দুটো শেয়ার দু' শ' টাকায় কিনতে হবে। এই ধরনের রেসট্রিকশনের ফলে মাত্র ২৫ জনের মত লোকের সুযোগ আছে ইলেকশনে দাঁড়াবার এবং সেখানে ১৫ জনের বেশি লোক কোনকালে কোন সাধারণ সভায় উপস্থিত হন না। সেখানে তাঁর ভাই, ভাগনে, ভগ্নীপতি মিলে একটা স্বর্গ তৈরি ক'রে নিয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ আদায় করেছেন—সেই টাকা কিভাবে ব্যয় করেছেন সেটা একটু দেখুন। তিনি একটা কার্পেন্ট্রি করেছিলেন ১৫ হাজার টাকা দিয়ে।

[12-10—12-30 p.m.]

Sj. Haran Chandra Mondal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, আমাদের দেশে সমবায়ের উন্নতি হচ্ছে না। কিন্তু সমবায়ের কেন উন্নতি হচ্ছে না সেই সন্ধান কি তিনি রাখেন? তিনি যদি সেই তথ্য অনুসন্ধান ক'রে দেখেন তা হ'লে নিশ্চয়ই জানতে পারবেন দুর্নীতি কোথায় বাসা বেঁধেছে। দুর্নীতি তাঁর নিজের মধ্যে, তাঁর নিজের লোকদের মধ্যে। আমার কাছে একটা তথ্য আছে, আমি সেটা আপনার কাছে পরিবেশন করব। গোসাবা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের যাঁরা পরিচালক ছিলেন তাঁরা বহু টাকা লুণ্ঠন করেছিলেন এবং সেই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ সেই আই এস হ্যামিল্টন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাছে টাকা পাবে ব'লে জজ কোর্টে কেস করেছে, সেই কেসএর এখনও নিষ্পত্তি হয় নি। ডাঃ রায়ের একটা চিঠি—ডাঃ রায় তাঁকে চিঠি লিখছেন—জানি না তাঁর সঙ্গে তাঁর কি মিতালি কি আত্মীয়তা আছে—তিনি সেই হ্যামিল্টন সাহেবকে লিখছেন, এই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এখন একটা পলিটিক্যাল পার্টির হাতে আছে—সুতরাং তুমি যদি জিতে যাও, টাকা নাও পেতে পার। তুমি কেস উইথড্র কর, আমি এই সমিতি লিকুইডিশনে দিয়ে দিই—আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি মুখ্য-মন্ত্রী কি ক'রে এই চিঠি লিখতে পারেন। ১৯৫৪ সাল থেকে একটা পলিটিক্যাল পার্টি—আর এস পি দল—তাঁরা এটা পরিচালনা করতেন—ক্রমান্বয়ে তারা ১৯৫৪ সাল থেকে এভাবে টাকা লুণ্ঠন করেছেন, এভাবে তাঁরা এই সমিতিকে দেনাগ্রস্ত করিয়েছেন। ডাঃ রায়কে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কিনা, তিনি কি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন নি? তার পাশাপাশি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কএর উন্নতি হয়েছে, তার পাশাপাশি যামিনী রাইস মিলেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ডাঃ রায় যদি ভালভাবে অনুসন্ধান করেন তা হ'লে নিশ্চয়ই জানতে পারবেন কলিনগর মার্কেটিং সোসাইটি—তার সেক্রেটারি মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি শ্রীআদিত্য মণ্ডল এবং বারাসতের সার্বডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন তার প্রেসিডেন্ট—ডাঃ রায় যদি ভাল ক'রে অনুসন্ধান করেন তা হ'লে জানতে পারবেন কারা এই সমিতিকে উৎসন্নে দিয়েছিল এবং দুর্নীতি কারা করে তাও জানতে পারবেন। আজকের দিনে একজন বিদেশী বণিক—লন্ডনে তাঁর বাড়ি—এই দেশে তিনি বহু টাকা উপার্জন করেছেন স্থানীয় জনসাধারণের এবং সর্বোপরি আমাদের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন ক'রে—তিনি কেস হারবেন কি জিতবেন সেটা বিচার হওয়ার আগে ডঃ রায় কি ক'রে তাঁকে এই চিঠি লিখতে পারেন?

তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে, আজকে যদি সমবায়ের উন্নতি করতে হয় তা হ'লে সমবায়ের মধ্যে যে দুর্নীতি আছে সেই দুর্নীতি দূর করার সর্বাগ্রে চেষ্টা করা দরকার। আমরাও সমবায়ের উন্নতি চাই—গ্রাম্য জনসাধারণও সমবায়ের উন্নতি চায়—কারণ বেসরকারী সুদের হার ২৫ টাকা, সরকারী সুদের হার ৬।৯ টাকা বা এরকম। সুতরাং এর দ্বারা অনেক সুযোগসুবিধা পায়। কিন্তু আজকের দিনে ডাঃ রায়ের সঙ্গে যাদের মিতালী আছে কেবল তাদেরই মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সুযোগসুবিধা ক'রে দিয়ে দেশের সর্বনাশ করা হচ্ছে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সংক্ষেপে কয়েকটা কথা আলোচনা করব—আমি কোন নীতি-গত আলোচনার মধ্যে যাব না। আজকে সমবায় কৃষি খামারের উপর জোর দিচ্ছেন প্ল্যানিং কমিশন, অথচ আমাদের দেশে সমবায় কৃষি সমিতির পক্ষে প্রধান বাধা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স। এ সম্পর্কে ২-৩ বৎসর ধ'রে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কিছু করা হয় নি। আমি আগেও একবার উল্লেখ করেছিলাম যে, ছোট ছোট ২০।২৫ বিঘা জমির মালিক ৩০।৩৫ জন একসঙ্গে সংগঠিত হ'ল, কিন্তু তাদের মোট ৫০০।৬০০ বিঘা জমির মালিকের মতো একটা করপোরেট বডি হিসাবে ধ'রে অত্যধিক হারে বর্তমান আইন অনুযায়ী ট্যাক্স ধার্য করা হয়। আমি জানি ১৯৫৩।৫৪ সালে ৮।৯ হাজার টাকার মতো ধার্য করা হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাবে যে, ১৯৫০ সাল থেকে আরম্ভ ক'রে এই পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ টাকার মতো তাদের দিতে হবে। অথচ, প্রাথমিকভাবে যৌথপ্রণালীতে তারা যদি চাষ না করত তা হ'লে এই ট্যাক্স দিতে হ'ত না। এবং এটার যদি সংশোধন না করা হয় তা হ'লে বর্ধমান জেলায় যে কয়টি কৃষিসমিতি আছে তারা রেজলিউশন করেছে সরকার যদি এর

প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তা হ'লে কৃষি সমিতিগুলি তারা ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হবে। দ্বিতীয় কথা, স্যার, আমাদের মেমারিতে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে হিমঘর করা হয়েছে—সেখানে আলুর বীজ রাখা হ'ত, কিন্তু সমস্ত বীজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং সেখানে যে হচ্ছে এখনও খবরের কাগজে বেরিয়েছে—সকলেই দেখেছেন এটা। যদি কো-অপারেটিভএর মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে যাদের উপর কনস্ট্রাকশনএর ভার থাকে—এখানে বি ডি ঘোষ কোম্পানির উপর ভার ছিল—তাদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয় তা হ'লে কো-অপারেটিভ বিকাশের পথে নানা রকম বাধা সৃষ্টি হবে। বি ডি ঘোষ কোম্পানি, ভলকার্ট প্রভৃতি এক্সপার্ট থাকা সত্ত্বেও কেন এটা হ'ল তার এনকোয়ারি করা উচিত। তারপর, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির কথা—বিষ্ণুপুর উইভার্স সোসাইটি—তাদের কাপড় বিক্রির রিবেট সরকারের ঘরে জমা রয়েছে এবং সময়মত তারা পায় না এবং না পাবার জন্য সেই সমিতির অনেক অসুবিধা হয়। তারা কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না। আরেকটা কথা বলব, কো-অপারেটিভএর বিকাশ করতে হ'লে সরকারের নিজের দায়িত্ব বোঝা দরকার। মূল যে সমস্যা, যেটা রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটি উল্লেখ করেছেন ক্রেডিটএর যে সোর্স, অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যাঙ্কএর জামানতের টাকা থেকে ভেস্টেড ইন্টারেস্টরা যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটান—তাঁরা ক্রেডিট ফেসিলিটিজ পান, কিন্তু দরিদ্র চাষীকে সাহায্য করার জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে সেই সমস্ত ফেসিলিটিজ পাওয়া যায় না। কি ক'রে ফান্ড অ্যাভেলেবল করতে পারা যায় কো-অপারেটিভদের কাছে সেটাই আজ প্রধান কথা। আজকে মনে রাখা দরকার, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে চাষীকে সাহায্য করার পরিকল্পনাকে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে হ'লে এবং ভেস্টেড ইন্টারেস্টদের এক্সপ্লয়টেশন থেকে মাঝারি প্রোডিউসার ও কনজিউমার-দের বাঁচাতে হ'লে সর্বাগ্রে এটার কথা চিন্তা করতে হবে। আমি দেখেছি প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ধান উঠার পর শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ লোক বাধ্য হয় ধান বিক্রি করতে এবং সেটা নিয়ে প্রতি বৎসর বড় বড় জোতদার, মজুতদার, ক্যাপিটালিস্টরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে এই ধান হোর্ড ক'রে রাখে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, যে পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক থেকে এভাবে বের ক'রে নেওয়া হয় তার অন্তত শতকরা ৭৫ ভাগ যদি কৃষকদের দেওয়া হ'ত তা হ'লে দেশের খাদ্যসঙ্কটের কিছুটা সমাধান হ'ত।

[12-20—12-30 p.m.]

এই ফসল যদি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে তোলে এবং চৈত্র মাসের পরে যদি বাজারে আসার সম্ভাবনা থাকে তা হ'লে পর সেখানে কিছুতেই কোনরকমেই মরতে পারে না। এই টাকা না দেওয়ার দরুন এমন হয় যে, যেসমস্ত মহাজন টাকা ধার দেন আবার ধান-চা'লের কারবারও করেন তাঁদের খপ্পরে গিয়ে চাষীকে পড়তে হয়। অভাবের সময়, দুর্দিনের সময় নানা কারণে চাষীদের ঋণ সংগ্রহ করতে হয় এবং এই ঋণের যা শর্ত থাকে তাতে এই ব্যবস্থা থাকে যে মাঘ মাসের পয়লা তারিখে যে দর থাকবে সেই দরে চাষী এই মহাজনদের ফরোয়ার্ড সেলএ ধান দিতে বাধ্য থাকবে। এইভাবে মারাত্মকভাবে দরিদ্র চাষী এক্সপ্লয়টেড হয়। এ থেকে তাদের উদ্ধার করতে গেলে যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন সরকারের সেই দৃষ্টিভঙ্গি আছে কিনা এই প্রশ্ন সকলের মনে জাগে। কো-অপারেটিভএর নীতির কথা উঠেছে, কিন্তু কো-অপারেটিভএর উদ্দেশ্য কি? কো-অপারেটিভএর যাঁরা প্রথম প্রবর্তক তাঁরা সকলেই বলেছেন, মাঝারি ও দরিদ্র চাষীদের এক্সপ্লয়টেশনএর হাত থেকে বাঁচানো সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সরকারের সে দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

Sj. Tarapada Chaudhuri:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, আজকে শুধু নাগপুর কংগ্রেসে একটা ফার্ম ডিসিশন নেওয়া হয়েছে তা নয় তাকে কর্মে রূপায়িত করবার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ব'লে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার স্থির করেছেন। আমি আপনাদের কাছে এইটুকু এখন বলতে চাই যে, আজকে সমস্ত অর্থনীতি যেটা কৃষির উপর নির্ভর করছে এবং খাদ্য উৎপাদনের সমস্যা যে সবচেয়ে বড় সমস্যা তার যে সমাধান এবং আজকে শিল্প মারফতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে এ সমস্ত নির্ভর করছে সমবায় নীতির সাফল্যের উপর। কাজেই সমবায় নীতিকে সার্থক ক'রে তুলতে

হ'লে যে গুরুত্ব দেওয়া দরকার, যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার আমি বলব আজ সরকারের এবং জনসাধারণের সেই গুরুত্ব এতে দেওয়ার প্রয়োজন এসে পড়েছে। আমার মনে হয় আজকে আমরা যে আলোচনা করছি সামান্য সামান্য ত্রুটির ব্যাপার নিয়ে যে আলোচনা করছি তাতে সময়ের অপচয় হচ্ছে। আজকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার আরও হাইয়ার প্ল্যানএ। আজকে এই সমস্যা সমাধান করবার ব্যাপারকে যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান আমরা দিচ্ছি তা বাজেট থেকে ঠিক বোঝা যায় না। আজকে বাজেটে সত্যিকারের কো-অপারেটিভের জন্যে যদিও ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা দেদওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা কিছুই নয়, সমস্ত আয়ের ইভেন ওয়ান পারসেন্ট অফ দি রেভেনিউ হবে। যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা এদিকে চলতে যাই শুধু আরও টাকা বাড়ানো দরকার তা নয়, অন্যদিক থেকে আরও চিন্তা করা দরকার। একজন বিরোধীপক্ষের বন্ধু বলেছেন সত্যিকারের সুদের হার সেখানে ৮½, ৯ পারসেন্ট পাচ্ছে। এতে একটা কনফিউশন এর সৃষ্টি হয়েছে। আপনি যদি প্রকৃত অবস্থা না জানেন তা হ'লে সুবিচার করতে পারবেন না। আজ যে কেন্দ্রীয় ও প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক তারা সেখানে যে ১½ পারসেন্ট, ১½ পারসেন্ট চার্জ করেন তার মধ্যে মাত্র বারো আনা তা নয়। এবং ½ পারসেন্ট গ্যারান্টি ফান্ডএ রাখতে হয়, অর্থাৎ গ্যারান্টি কি, যখন কোন ড্রট ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ হচ্ছে, যখন ড্রট হচ্ছে এবং অন্যান্য কারণে টাকা আদায় হয় না তখন এই প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা কর্মকর্তাদের নেই। গত বছর ৩০ লক্ষ টাকা আদায় হয় নি, কিন্তু প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে ৩১ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে এবং আমরা প্রাদেশিক সরকারের কাছে, ডাঃ রায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম যে, আমরা এই ব্যাঙ্ককে চালাতে পারব না যদি ৩০ লক্ষ টাকা এককালীন দিতে হয় এবং এইভাবে যদি ডিপোজিটরদের চাপ পড়ে তা হ'লে কি ক'রে ব্যাঙ্ক চালাব? ডাঃ রায় সহানুভূতির সঙ্গে জানিয়েছেন যে, দুই বছরের মধ্যে যদি টাকা আদায় না করতে পারেন তা হ'লে ৩০ লক্ষ টাকা বা তার আংশিক যদি প্রয়োজন হয় তা হ'লে সে টাকা সরকার দেবেন। এই আশ্বাসের উপর আজকে ব্যাঙ্ক চলছে। দেড় কোটি টাকা আজ পর্যন্ত প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা এবারও আদায় হবে না। এটা মস্ত বড় সমস্যা, এই যে স্টেবিলিজেশন ফান্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছেন তা থেকে আমরা এই টাকা দেব। এক কোটি টাকা স্টেবিলিজেশন ফান্ডএ চেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমরা এখন থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কএর সঙ্গে যে করেসপন্ডেন্স করেছিলাম তার উত্তরে তাঁরা বলেছেন যে, এখন স্টেবিলিজেশন ফান্ড যে গঠিত হয়েছে সেই ফান্ড থেকে আমরা টাকা দিতে পারব না, তোমরা এটা সলিউশন কর, নতুন রাজ্যসরকার সলিউশন করুক। আমরা বলেছিলাম, কতবার আমরা রাজ্যসরকারের কাছে যাব, এর জন্যে একটা সুপরিকল্পিত নীতি গঠিত হওয়া উচিত। অল ইন্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে রিপোর্টএ বলা হয়েছে—তোমরা যে স্টেবিলিজেশন ফান্ড করছ, আমাদের যে ন্যাচারাল ক্যালামিটি আসে তখন সেই ফান্ড থেকে আমাদের টাকা দিয়ে হেল্‌প করতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয় নি। গত বছর এই ৩০ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে দিয়ে দিতে হয়েছে তাদের নিজেদের দায়িত্বে। এই যে অবস্থা এখানে সরকারের দুর্বলতা আছে, তাই পুরা জাস্টিস হ'ল না—সরকারের এই দুর্বলতা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কএর উপর চাপ দিতে না চাওয়া। এই চাপ দিতে না দেওয়ার ফলে এমন একটা পলিসি গৃহীত হয়েছে যার জন্যে সরকারকে এই টাকা দিতে হবে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই মহাজনের মত টাকা আদায় করতে চায়, সুদ এবং আসল টু দি পাই—এই অবস্থায় রুরাল ক্রেডিট মুভমেন্টএর রুরাল ক্রেডিট স্ট্রাকচার যেটা সেটা আমাদের প্রদেশে চলতে পারে না। এরকম কোন সংস্থা যদি সৃষ্টি না হয় যে, ন্যাচারাল ক্যালামিটি বা ড্রট হওয়ার কারণে চাষীরা যদি টাকা দিতে ফেল করে—সামলে নিতে পারবে তা হ'লে চলতে পারে না।

আর একটি জিনিস এক বন্ধুবর বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির বেশি আয়। সেখানে তারা যে মার্জিন পায় তা ৩ পারসেন্ট। আপনারা জানেন লোন দেওয়া, এনকোয়ারি করা, ক্রেডিট সুপারভাইজ করা, প্ল্যান করা, সব কিছু করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ, সেখানে আমরা হিসাব ক'রে দেখেছি অনেক সময় ৩ পারসেন্ট কভার করা ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে, ২½ পারসেন্ট, ২ পারসেন্ট ধরে তাতেও হচ্ছে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেজএ আমরা মুনাফা দিচ্ছি ২½ থেকে ৩½ পারসেন্ট। আপনারা ক্রেডিট রুলে দেখতে পাবেন সুদে সময়মত দিলে দেড়

বাদ যায়। কাজেই যেটুকু মার্জিন থাকে সেটা অত্যন্ত অল্প, তাতে খাতাপত্র করবার খরচ ছাড়া আর কিছু হয় না। এমন একটা অবস্থার মধ্যে প্রাথমিক সমিতিকে কাজ করতে হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I have nothing very much to add. I only want to give one or two informations to the members. One is that I hope Shri Majumdar recognizes that co-operative movement is on its march and in the beginning there is bound to be some confusion, particularly in respect of the society in which Dr. Narayan Roy is interested. It is difficult for our officers to get accustomed to the new scheme of things.

[12-30—12-40 p.m.]

Secondly, even the people that are to do the work must adjust themselves to the new order of things. It will take some time for them to do so.

Sir, it has been suggested that the rates charged from the actual growers are very high. There is one amendment which suggests that it is better that the Reserve Bank should pay directly to the cultivator. I may say, Sir, even that will not reduce the rate on the part of the actual grower. It is true that the action under co-operative system takes a little time more than I wish to do and I hope that the time-lag would be reduced.

As regards the question that has been asked by Shri Chaudhury about granting rebate, I may inform him that rebate is granted by Government of India. Government of India has given us the fund this month.

With regard to potato plants, the experts have seen the plants. Their report is that larger amount of potatoes has been crushed into the area.

As regards agricultural income-tax, I have explained to Shri Chaudhury, we are actively considering this matter and I hope when the time comes it will be possible for us to announce a substantial relief in this matter.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: I put all the cut motions to vote, save and except Nos. 30, 37 and 54, on which division has been claimed.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurbalal Majumdar that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head '42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ledu Majhi that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Panchugopal Bhaduri that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head '42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sisir Kumar Das that the demand of Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—47.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—119.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.

[illegible]dal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 47 and Noes 119, the Motion was lost.

The Motion of Sj. Ramashankar Prasad that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—47.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab

Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—119.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath

Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 47 and Noes 119, the Motion was lost.

The Motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 1,39,27,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100 was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—46.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—118.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra

Mahato, Sj. Satya Kinkar
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 46 and Noes 118 the Motion was lost.

The Motion of Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 1,39,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: As some Members are in doubt as to whether the House is going to sit on Monday next, I am now announcing, as I have already announced yesterday, that the House will not sit on Monday on account of the Muslim festival Sabee-barat. The House will sit on Tuesday at the appointed hour, viz., 3 p.m. The programme has been modified accordingly; in other words, it is just that every item will go one day ahead. No questions.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 12-40 p.m. till 3 p.m. on Tuesday the 24th February 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 24th February, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 204 Members.

Speaker's Observation regarding Questions

Mr. Speaker: On a last occasion before I rose I told the honourable members of this House that there would be no questions today, but I think I will take questions from tomorrow.

[3—3-10 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh: Yes, Sir.

Mr. Speaker: This was originally arranged with the members of the Opposition. The questions are piling up—good, bad or indifferent. As a matter of fact I have told you, Mr. Ghosh more than once that honestly speaking, I consider all this a sheer waste of time. Because if you do not get an answer to a question within a reasonable time, there is no good getting an answer regarding food and other things, for example, which are of consequence eight months thereafter.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আমরা ভেবেছিলাম যে এর মধ্যে রুলস কমিটি কোয়েশ্চেনস অ্যান্ড আনসারস সম্বন্ধে সব ঠিক করবেন।

Mr. Speaker: Rules have been finished, Mr. Chatterjee. In the Rules Committee although for various reasons I could not attend, Mr. Deputy Speaker attended and the meetings were regularly held.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

তাহলে আমরা জানতে পারি কি যে ১৫ দিনের মধ্যে এই কোয়েশ্চেনগুলির আনসার পাওয়া যাবে?

Mr. Speaker: The Leader of the House has to be consulted regarding the rules. The Committee was appointed for tackling the rules. They have done their part of the job and nothing remains to be done. Therefore, no sooner the Leader of the Opposition and everybody will be here, than I shall immediately arrange a meeting with the Leader of the House. Now iat the rules are finished, there is no reason why we should not finish he rules altogether. I have always felt that there are many rules which re obsolete. It is no credit of the House, neither it is of any assistance) the members either. Because there is a strong opposition—that does not iatter. The other side of the House is equally entitled to put questions.

Adjournment motions

Mr. Speaker: Three adjournment motions have come before me. One s Dr. Golam Yazdani. Kindly read it.

J 9

Dr. Golam Yazdani:

সম্প্রতিকালে ঘটিত এবং জনস্বার্থের দিক হইতে বিশেষ জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত বিষয়টি আলোচনা করিবার জন্য অদ্য আইনসভার অন্যান্য কার্য স্থগিত রাখা হউক, যথা—মালদহ জেলার খবরা থানায় সরকারী ঋণ অদায়ের জন্য ব্যাপকভাবে সার্টিফিকেট জারি হইতেছে। যাহারা সক্ষম তারা ঋণ পরিশোধ করিতেছে। কিন্তু থানাব্যাপী খাদ্যসংকট দেখা দিবার ফলে গরিব চাষীরা কিস্তির টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখ হইতে ঋণ আদায়ের জুলুম সুরু হইয়াছে। সেই তারিখে লোন অফিসার চৌকিদার সহ হানা দিয়া নিবলমারী গ্রামের বিলনু সেখ নামক চাষীর চাষের ২টি বলদ ক্রোক করেন এবং গোপালপুর গ্রামের আবদুল হাকিমের ৪টি গরু এবং একটি সিংগার মেশিন ক্রোক করেন। এই সমস্ত অত্যাচার দেখিয়া জনসাধারণের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি—সরকারী ঋণ আদায়ের জন্য সমগ্র জেলাব্যাপী সার্টিফিকেট জারী কিছুদিন পূর্ব হইতেই শুরু হইয়াছে—

Mr. Speaker: You are going into the statement. I disallow it. Let me tell you and I also draw the attention of the members opposite that a practice is developing that under the guise of reading the motion you bring in facts. I am not going to allow it. The whole thing will be edited and it would be deleted. Dr. Prafulla Ghosh, who is a senior member of the Opposition would realise what I am saying. However, I will not allow you to read the statement. The point is that you must eliminate facts.

Dr. Golam Yazdani:

তা হলে স্যার, আমি আর পড়ছি না।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: This House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, one worker of the Duplex Plant of the Indian Iron and Steel Company of Burnpur died on 22nd February 1959 as a result of a serious accident due to sudden failure of electric supply resulting in toppling over of the Mixture Furnace with 100 tons of molten iron on the worker working below.

স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—২০এ তারিখের 'দর্পণ' বলে একটি সাপ্তাহিক কাগজের যে কপি আমি আপনাকে দিয়েছি আমি জানি না আপনি পড়েছেন কি না, তাতে একটা খবর দেওয়া হয়েছে, ক্যাপশনটা হচ্ছে—

Mr. Speaker: What is it about?

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

এই যে আর্টিকেলটা বেরিয়েছে এই আর্টিকেলটায় আমার মনে হয়

it is a reflection on the Chair, it is contempt of the House.

Mr. Speaker: If it is a reflection on the Chair, the Chair would look into it and let you know the views. But there must not be any debate on it. If some newspapers attack the Chair it is not only the duty of the Chair to see that no such disrespect is shown but it is also the duty of the honourable members to see that the Chair is respected. I promise that I shall look into it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি আপনি পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন একটা প্রাইমা ফেসি কেস আছে, তাহলে

let it go to the Committee of Privileges......

Mr. Speaker: If a prima facie case is there I shall let you know it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্যার, আরেকটা কথা, শুক্রবার দিন আমি জানিয়েছিলাম যে, লোকসভায় ও রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বেরুবাড়ী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ভাষণ দিয়েছেন সেটা আমাদের এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী যেকথা বলেছেন তার বিরোধী, অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তিনি বলেছেন সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে কোন আলোচনা করা যায় না। আমি বলেছিলাম, রেডিওতে ব্রডকাস্ট হয়েছে—তিনি বলেছেন তার কপি আনিয়ে নেবেন। আজকের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও আনন্দবাজারে সংবাদ বেরিয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী অ্যাসেম্বলীর কংগ্রেসী মেম্বারদের এক বৈঠকে বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সঙ্গে নাকি কোন পরামর্শ করা হয় নি। আমি জানতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী এখানে নাই, প্রফুল্লবাবু আছেন—আমি পার্লামেন্টারী পার্টি

3-10—3-20 p.m.]

মিটিংএর একজন সদস্য হিসাবে জানতে চাই।......

Mr. Speaker: Are you thinking of Parliamentary Party meeting?

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আমি পার্লামেন্টারী পার্টি মিটিং-এর একজন সদস্য, এবং সেই হিসাবে আমি জানতে চাই যই যে কন্ট্রাডিক্টারী রিপোর্ট সেটা ঠিক কি না।

Mr. Speaker: You have made your point. The Chief Minister will be nformed about the reference you have made and, if necessary, he will inswer.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে নাই, প্রফুল্লবাবু উপস্থিত আছেন, উনি ত বলতে পারেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্রফুল্লবাবু মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন না। কাজেই তিনি কিছুই জানেন না।

DEMAND FOR GRANT No. 39

Major Heads: 57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons, etc.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 6,12,33,000 be granted for xpenditure under Grant No. 39, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons".

আজকে আমি এই যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী এখানে রাখলাম, আমি বিশ্বাস করি যে, এ কথা মাননীয় সদস্যরা স্বীকার করবেন যে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকের এই ব্যয়বরাদ্দের দাবী রাখা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা বললে ভুল হবে। ঠিক করে বলতে গেলে এই কথা বলতে হয় পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আজকের এই পুনর্বাসন সমস্যা। এর কারণ এই উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে অন্যান্য যে সমস্ত সমস্যা আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যয় করে তুলেছে, যেমন আমাদের এখানকার আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশন, বা আমাদের এখানে খাদ্যের যে অভাব, এর সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িত রয়েছে আমাদের উদ্বাস্তু সমস্যা। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ৩১ লক্ষ ৬০ হাজার উদ্বাস্তু আজ পর্যন্ত যা পশ্চিমবঙ্গে এসেছে, এই ৩১ লক্ষ ৬০ হাজার উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা ক্যাম্পএ রয়েছে, ট্রানজিট ক্যাম্পএ বা পার্মানেন্ট লায়াবিলিটিস ক্যাম্পএ রয়েছে, তাদের সংখ্যা যদি বাদ দিই, এবং যারা কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন নি, তাদের সংখ্যাও যদি বাদ দিই তাহলে দেখতে পাবো ৪ লক্ষ

২০ হাজার পরিবার এই উদ্বাস্তু বিভাগ থেকে সাহায্য লাভ করেছে—অর্থাৎ প্রায় ২১ লক্ষ লোক সাহায্য গ্রহণ করেছে। এবং তাদের মধ্যে আপনারা জানেন যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার পরিবারকে চাকরী বন্দোবস্ত করে দিতে পেরেছি। কিম্বা ট্রেড লোন দিয়েছি, বা বিল্ট হাউস দিয়েছি। তা ছাড়া ১ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারকে বিল্ড ইওর ওন হাউস স্কীমে টাকা দিয়েছি। আরবান নন-এগ্রিকালচারিস্টদের ৭৭ হাজার আর রুর‍্যাল নন-এগ্রিকালচারিস্টদের ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা দিয়েছি। অর্থাৎ সবসমেত ৪ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারকে বা ২১ লক্ষ লোককে আমরা সাহায্য দিতে পেরেছি। কিন্তু আজকের দিনে যে সাহায্য আমরা দিতে পেরেছি সেটার হিসাব করলে আমরা দেখতে পাবো—আজকে যদিও একশো কোটি টাকা উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য খরচ করা হয়েছে, কিন্তু সত্যি ক'রে ৪৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য এবং বাকি টাকাটা খরচ হয়েছে ক্যাম্পে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা ছিলেন তাদের ডোল, স্কুল, এডুকেশন, মেডিকেল, পাবলিক হেলথ প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য। যারা কৃষিজীবী পরিবার, তাদের পরিবার পিছু ২৩শো টাকা খরচ করা হয়েছে। এই সমস্ত খরচের অ্যাভারেজ করলে দেখা যাবে আমাদের এখানে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য ১১শো টাকা করে মাথাপিছু খরচ করতে পেরেছি। আজকে এই বাজেটে যখন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা নিয়ে কাজ করবে, তখন যেন আমরা এইটুকু মনে রাখি এখানে সরকার কত টাকা খরচ করতে পেরেছেন প্রত্যেকটি পরিবার পিছু এবং সেই টাকা খরচ করে আমরা কি উপকার পেয়েছি এবং কতটা তাদের উন্নত করতে অগ্রসর হতে পেরেছি—এইগুলি যেন মিলিয়ে দেখেন—এইটাই আমার অনুরোধ বন্ধুদের কাছে।

আমি এখানে আর একটি কথা বলতে চাই এই যে ২১ লক্ষ পরিবারকে সাহায্য দিয়েছি, তাদের পুনর্বাসন দিয়েছি, কিন্তু এর আগে পুনর্বাসন মন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় ঘোষণা করেছিলেন যে, এদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ পুনর্বাসন সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয়েছে বলা চলে না। কাজেই আমি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের তরফ থেকে ভারত-সরকারকে জানিয়েছি এবং দাবী করেছি এই সমস্ত উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা, যাদের উদ্বাস্তু বিভাগ থেকে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হয়েছে, যারা পুনর্বাসন কিছু পেয়েছেন। কিন্তু যেহেতু অর্থনৈতিক পুনর্বাসন তাদের হয় নি সেই হেতু তাদের নূতন করে সাহায্য দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেইভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।

কোন প্রভিন্সিয়াল ফিলিং নিয়ে বলছি না, কিন্তু একথা ঠিক যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু এসেছেন এবং পূর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। আমাদের এখানে মাথাপিছু উদ্বাস্তুকে যেখানে ১,১০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মাথাপিছু সেখানে ৩ হাজার টাকা সাহায্য করা হয়েছে এবং ৬০ লক্ষ একর বা দশ হাজার একর জমি এই ইভাকুইদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। শুধু টাকার হিসাবে এই জমির মূল্য নিরূপণ করা কঠিন—এর দাম ৫০ কোটিও হতে পারে, ১০০ কোটিও হতে পারে। দশ হাজার টাকা যদি একজনকে দেওয়া যায় আর দুই বিঘা জমি যদি অন্য একজনকে দেওয়া যায় যে জমি পেল তার সেই জমি থেকে একটা রিটার্ন চিরদিনই থাকবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা এসেছিলেন তারা সেই জমির সুযোগ পান নি। এখানে যে সমস্ত জমি ছিল এবং যে জমি আমরা তাঁদের দিতে পেরেছি—নোতুন করে সার্ভে করে দেখেছি যে জমি দিতে পেরেছি তার একটা বিরাট অংশ সাব-মার্জিনাল ল্যান্ড, কারণ, যাদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছে স্বভাবত তারা ভাল জমি ছাড়তে চান না। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা এসেছিলেন তাঁদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা এসেছেন তাদের তা এখনও হয় নি। যে অর্থ আমরা পেয়েছিলাম সে অর্থের সদ্ব্যবহার আমরা করেছিলাম। পুনর্বাসনের আর একটি দিক আছে—যেমন অর্থনৈতিক পুনর্বাসন আছে, তেমনি ফিজিক্যাল অ্যাডভানটেজএর দিকও রয়েছে। একটা কলোনী নোতুন করলাম, সেখানে টিউব-ওয়েল করলাম, উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করলাম বা যারা ওখানে আছে তারা অসুস্থ হলে তাদের মেডিকেল ফেসিলিটিস দেবার ব্যবস্থা করলাম। পুনর্বাসনের এই হল দুটো দিক। আপনারা বিচার করে দেখতে পারেন যে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দিক থেকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সফলকাম হইনি—অনেকটা সেদিকে এগিয়েছি এটুকু বলতে পারি। এডুকেশন সম্বন্ধে যদি দু-একটা কথা এখানে বলি সেটা অপ্রাসঙ্গিক

হবে না। প্রাইমারী এডুকেশনএর ক্ষেত্রে সবশুদ্ধ ১,২০০টি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল আমরা সমগ্র পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে দিয়েছি উদ্বাস্তুদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখবার জন্য। সেখানে এক লক্ষ ৯০ হাজার ছোট ছেলেমেয়ে বিনা মূল্যে শিক্ষা পাচ্ছে। এই যে ১,২০০ বললাম এটা ক্যাম্পএর বাইরের স্কুলের সংখ্যা, আর ক্যাম্পএর মধ্যে ১৭৫টি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল করা হয়েছে, সেখান থেকে ৬৫ হাজারের উপর ছোট ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখছে। এই হল আমরা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যা করেছি তার চিত্র। এখানে আমি আর একটি জিনিস ঘোষণা করতে পারি। ভারত সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে যে আমরা ৫০০টি প্রাইমারী স্কুল তৈরি করে দেব। এই যে ১,২০০টি হয়েছে এগুলি হয় ভাড়া বাড়ীতে হয়েছে অথবা কারও দান করা বাড়ীতে হয়েছে। আমরা পুনর্বাসন বিভাগ থেকে আরও ৫০০টি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল স্যাংশন করে দেব এবং এটা ভারত সরকার স্যাংশন করেছেন।

[3-20—3-30 p.m.]

আমাদের সবশুদ্ধ ১০১টি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবং ২১০টি আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে। সবশুদ্ধ করতে আমাদের খরচ হবে ৩৫ লক্ষ টাকা। সেকেন্ডারী এডুকেশনএ আমরা দেখতে পাচ্ছি ৫৫ হাজার ছেলেমেয়ে আজকে স্টাইপেন্ড পাচ্ছে এই মাধ্যমিক শিক্ষা পাবার জন্য এবং আজ পর্যন্ত ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা—প্রায় ৩ কোটি টাকা এদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। ২১টি স্কুল করেছি তাতে প্রায় খরচ পড়েছে ৬৩ হাজার টাকার বেশি। এ ছাড়া আরো ৩৪০টি সেকেন্ডারী স্কুলএ আমাদের পুনর্বাসন বিভাগ থেকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে যাতে করে এই সমস্ত বাস্তুহারা ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে। এরজন্য সবশুদ্ধ খরচ হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। কলেজএ হাইয়ার এডুকেশনএর জন্য যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে প্রতি বৎসর হাজার ছেলেমেয়ে কলেজে এবং টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউশনএ পড়বার জন্য সাহায্য পাচ্ছে। তার সবশুদ্ধ এ্যামাউন্ট হচ্ছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা ভাইবোনদের লেখাপড়া শিখবার জন্য বাস্তুহারাদের বিরাট এলাকাগুলিতে কলেজ স্থাপন করবার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবী করেছিলাম তার ফলে ৯টি কলেজ শুধু বাস্তুহারা বিভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হচ্ছে। এইগুলি স্থাপন করতে খরচ হচ্ছে ৬৪ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া আমরা প্রায় ২৫টি কলেজে সাহায্য করছি যাতে করে বাস্তুহারা ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেতে পারে। আর একটা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আমাদের কলিকাতা শহরে গড়ে তুলছি ময়ূরভঞ্জ হাউসে। তার জন্য ভারত সরকার ২৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। শিক্ষার জন্য এই বিভাগের মাধ্যমে আমরা ঘোষণা করতে পারি যে, বাস্তুহারা ভাই-বোনদের জন্য আমরা যে বন্দোবস্ত করতে পেরেছি তা নিশ্চয়ই কম নয়। বরং পশ্চিমবঙ্গের লোকদের জন্য যতটা করতে পারা যায় নি তা আজকে এই বাস্তুহারাদের জন্য করা হয়েছে। কেন করতে পেরেছি তারমধ্যে একটু যৌক্তিকতা আছে। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের লোকদের চেয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এসেছেন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ এবং তার জন্য তাদের যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছে তাই তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, মানুষ হতে পারে তার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এতে তারা ভবিষ্যতে বাংলাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারবে। সেইজনাই আমরা এডুকেশনএর দিকে এতটা জোর দিয়েছি। আমরা যদিও এই জিনিস করতে পেরেছি কিন্তু এটা ঠিক যে আরো বেশী করতে পারতাম যদি আরো বেশী খরচ করতে পারতাম এবং তাহলে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এই সুযোগ করে দিতে পারতাম।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

ঐ ৯টি কলেজ কোথায় কোথায় হচ্ছে?)

টা আমি উত্তর দেবার সময় বলবো। আমি এখন এদের মেডিকেল ফেসিলিটি সম্বন্ধে কিছু বলবো। সেটা হচ্ছে এই, আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য সাধারণত খারাপ এবং ম্যালেরিয়াগের বিস্তার খুব বেশী। এইজন্য সরকার যথেষ্ট ব্যয় করছেন। যদিও আমাদের যে প্রব্লেম তা এত বড় যে, যে টাকা ব্যয় করছি তাতে তার সঙ্গে খুব সমতা আনতে পারছি না, সত্ত্বেও আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। [illegible]

৫৯৭ তার মানে প্রায় ৬০০টি ফ্রি বেডএর বন্দোবস্ত করেছি বাস্তুহারাদের যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা করবার জন্য। এবং প্রত্যেক ফ্রি বেডএর জন্য বৎসরে দুই হাজার টাকা ব্যয় করার বন্দোবস্ত আছে। ৬০০ ফ্রি বেড আছে, প্রত্যেক বেডের জন্য দুই হাজার টাকা লাগে। এ ছাড়া আমাদের ক্যাম্পএ যেসমস্ত উদ্বাস্তু বাস করে তাদের যদি কারো যক্ষ্মা হয় তাদের চিকিৎসা ছাড়াও তারা যাতে ভাল খাওয়াদাওয়া করতে পারে তার জন্য সরকার থেকে তাদের পয়সা দেওয়া হয়। এবং ক্যাম্পএর বাইরে যারা আছে তাদের যক্ষ্মা হলেও তার বন্দোবস্ত রয়েছে। সাধারণতঃ মাথাপিছু ২ টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে। আর যদি দেখতে পাওয়া যায় যে এমন লোকের যক্ষ্মা হয়েছে, যে উপার্জনশীল, যার উপর ফ্যামিলি নির্ভর করে বা সে পরিবার মেইনটেন্ড করছে সেখানে ৩০ টাকা পরিবারপিছু দেবার বন্দোবস্ত আছে।

অতএব চিকিৎসার দিক থেকে আমি বলতে পারি ক্যাম্পএর প্রত্যেকটির চিকিৎসার জন্য সরকার বন্দোবস্ত করেছে। আমাদের এখানে যেসমস্ত কলোনী রয়েছে সে সম্বন্ধে একটা কথা বলে নিই উন্নয়ন সম্বন্ধে। আজ পর্যন্ত আমাদের এখানে যেসমস্ত কলোনি উন্নয়ন করা হয়েছে তার সংখ্যা হচ্ছে আরবান কলোনি ৫৪টি যা ডেভেলপ করতে পেরেছি। স্কোয়ার্টারস কলোনি করেছি ১২টি, রুরাল কলোনি ৫টি এবং টাউনশিপ ৪টি ডেভেলপ করা হয়েছে। এই যেগুলি করা হয়েছে তার মধ্যে ১৩টি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে ডেভেলপমেন্ট-এর কাজ আর বাকিগুলোর কাজ এখনও চলছে। আমাদের সবসুদ্ধ কলোনির সংখ্যা ১৬৩টি আরবান এবং ২২৩টি রুরাল। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আরবান কলোনি ডেভেলপ করার বন্দোবস্ত ভারত সরকার আগেই স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু রুরাল কলোনি ডেভেলপ করার জন্য যে স্যাংশন দিতে হয়, সেটা তারা আগে দেন নি। এ সম্বন্ধে সবে কাজ শুরু হয়েছে, তবে আমরা বিশ্বাস করি দ্রুতগতিতে আমরা কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবো। আজ পর্যন্ত যেসমস্ত কাজ করতে পেরেছি ডেভেলপমেন্ট করার জন্য তাতে খরচ হয়েছে দু-কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এ ছাড়া আমাদের এখানে সবসুদ্ধ যত স্কোয়ার্টার্স কলোনি আছে তার সংখ্যা ১৪৭। এর মধ্যে আপনি জানেন কিছুদিন আগে ঘোষণা করা হয়েছিল যে আমরা ১৩৭টি রেগুলারাইজ করবো কিন্তু আজকে আমি ঘোষণা করছি যে পাঁচটি বাদে নামও আমি বলে দিচ্ছি কল্যাণ নগর, পোদ্দারনগর, সূর্যনগর, বিবেকানন্দ-নগর এবং নেহেরু কলোনি—এই ৫টি ছাড়া ১৪৭টির সব কটিকেই রেগুলারাইজ করবো বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

Mr. Speaker: Where are these colonies, Mr. Ghosh?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh: Mostly in Tollygunge area.

বাকি পাঁচটিকে না করতে পারার কারণ হচ্ছে—ভারত সরকার থেকে সিলিং বেঁধে দেওয়া হয়েছে ১,৮০০ টাকার বেশি একটা পরিবার পিছু খরচ করতে রাজী নয়। এখন এই পাঁচটি কলোনিতে জমির যে দর তাতে পোষাচ্ছে না। অতএব ঘোষণা করছি যে এই ১৪২টিকেই রেগুলারাইজ করা হবে তা নয় এই ১৪২টিকে ডেভেলপ করার জন্য প্ল্যানও করবো রোডস, টিউবওয়েলক, ড্রেনেইজড, এডুকেশন। ডেভেলপ করার জন্য ভারত সরকার রাজী হয়েছে এবং এই ডেভেলপমেন্ট এখানে হবে। এই যে ১৪২টি স্কোয়ার্টার্স কলোনি তার মধ্যে ৮১টিকে রেগুলারাইজ করে দিয়েছি-কমপ্লিটলি। ১৪টিকে পার্টিয়ালি রেগুলারাইজ করা হয়েছে এবং আস্তে আস্তে এগুলো করা হবে। অতএব আমি যে কথা বলছিলাম আজকে যদি চিন্তা করে দেখেন তাহলে দুটো দিক আছে দেখবেন ফিজিক্যাল সাইড আর ইকনমিক সাইড। ফিজিক্যাল সাইডএ আমাদের নিশ্চয়ই করণীয় অনেক কিছু আছে বিশেষ করে ডেভেলপমেন্ট করার ব্যাপারে। রুরাল কলোনিগুলিকে যেভাবে ডেভেলপ করতে পারি নি যদিও আরবান কলোনিগুলো অনেকটা করতে পেরেছি ১৬৬টির মধ্যে ৫৪টি আমরা করতে পেরেছি, কিন্তু রুরাল কলোনি ২২৩টির মধ্যে ৫টি করতে পেরেছি। অতএব রুরাল কলোনির জন্য আমাদের দ্রুতগতিতে এগুতে হবে। তবে আমি একথা বলতে পারি ফিজিক্যাল সাইডএ আমরা যতটা উন্নতি করতে পেরেছি ইকনমিক সাইডএ ততটা উন্নতি করতে পারি নি। তা সত্ত্বেও সদস্য মহাশয়দের জ্ঞানবার জন্য জানাই ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশনএর জন্য কি করেছি। যে ৪ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারের রিহ্যাবিলিটেশন চলেছে তার সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি। এক লক্ষ ১৭ হাজারকে প্রায় চাকরি বা ট্রেড লোন দিতে পেরেছি, আর যাদের এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড দিতে পেরেছি সে হচ্ছে ৭৮ হাজার পরিবার

৯ বিঘার বেশি জমি দিতে পেরেছি। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ফুলি রিহ্যাবিলিটেড হতে বাকি আছে দুই লক্ষ পরিবার, যারা হচ্ছে—আরবান নন-এগ্রিকালচারিস্ট বা রুরাল নন-এগ্রিকালচারিস্ট এদের ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন পুরোপুরি হয় নি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[3-30—3-40 p.m.]

তাদের আজ পর্যন্ত যে জিনিস করতে পেরেছি তার মোটামুটি হিসাব দিচ্ছি। আজ পর্যন্ত সরকার থেকে এই এডুকেশনএর সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিছু ট্রেনিংএর বন্দোবস্ত করেছি। বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্ত ছেলেমেয়ে টেকনিক্যাল ট্রেনিং পেয়ে তারা নিজেরাই কিছু ব্যবসায় স্টার্ট করতে পারে কো-অপারেটিভ লাইনে বা বিভিন্ন ব্যবসায়ির কাছে চাকরি পেতে পারে। আজ পর্যন্ত ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৩৪ হাজারকে। আর একটা জিনিস যেটার কথা আমি নিজে উপলব্ধি করি, এবং যেটা করা হয় নি, করতে হবে, সেটা এই যে দশটা লোককে ট্রেনিং দিয়ে দিলেই কাজ হল, তা নয়, তাতে সরকারের অর্থের অপব্যয়ই হতে পারে। তিনটা পথে করা যায়। একটা হচ্ছে ট্রেনিং দেওয়া, ট্রেনিং দেবার পরে সমস্ত লোক যাতে কো-অপারেটিভ স্টার্ট করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা—

to help them in establishing co-operatives

তারপরে কো-অপারেটিভ থেকে যা জিনিস উৎপন্ন করবে, কিছুদিন অন্ততঃ সরকার থেকে তার মার্কেটিংএর বন্দোবস্ত করা। এই পথে করলে এই যে ৩৪ হাজার লোককে ট্রেনিং দিয়েছি তারা কো-অপারেটিভ করে কাজ করতে পারলে এদের সম্পূর্ণভাবে পুনর্বাসন হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমরা ২০টা প্রডাকশন সেন্টার করেছি, যাতে সব সময় ১৬৬০ জন ছেলেমেয়ে কাজ পেতে পারে। এই সমস্ত প্রডাকশন সেন্টার থেকে এ লোকেরা যা প্রডিউস করেছে তার আর্থিক ভ্যালু ৮৪ লক্ষ টাকারও বেশি। আমরা আজকে যে কো-অপারেটিভ করতে পেরেছি তার সংখ্যা ৫৯টা, তার জন্য সরকার তাদের ২৪ লক্ষ টাকা লোন দিয়েছেন। মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে ১৭টা স্কীম স্যাংশন্ড হয়েছে। তার জন্য ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। তারা যখন ফুল প্রডাকশনএ আসবে, যখন পুরোপুরি কাজ করতে পারবে, তখন তারা তাতে ৮৫৬২ জন লোককে এমপ্লয় করতে পারবে। যদিও এখন পর্যন্ত দু হাজারের বেশি লোক এমপ্লয়েড হয় নি। কেননা এখনও মেশিনারি এসে পড়ে নি, বা এখনও

they have not gone into full production

আরও ৭টা স্কীম আছে তার জন্য ভারত সরকারের স্যাংশনের জন্য পাঠিয়েছি। তাতে ৫ কোটি টাকা লোন হিসাবে নেওয়া হবে। সে জিনিস এখনও আসে নি। সেটা স্যাংশনড হলে আরও ২৭ হাজার লোক এমপ্লয়েড হবে। কিন্তু তা সঙ্গে সঙ্গে হতে পারে না। এ জিনিসগুলো ফুললি এসট্যাবলিসট হলে পর তাতে ২৭ হাজার লোক এমপ্লয়েড হতে পারবে। তা ছাড়া কিছুদিন আগে এখানে ছোটখাট ইন্ডাস্ট্রিকে ধার দেওয়ার জন্য একটা কমিটি করা হয়েছে। সেই কমিটির সভাপতি আমি, এবং তাতে রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশনএর কমিশনার আছেন, এবং ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ আছেন। তাঁরা ভারত সরকারের কাছে লিখেছেন দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ কটেজ ইন্ডাস্ট্রির জন্য মঞ্জুর করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ চাইলে কো-অপারেটিভে বা ব্যক্তিগত হিসাবে ব্যবসাদারকে দিতে হলে যাতে উদ্বাস্তুদের চাকরী দেবে—এই ভাবের জায়গায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ ভারত সরকারের কাছ থেকে রেকমেন্ড হতে পারে এবং তাঁরা স্যাংশনও করতে পারেন। আরও ভালভাবে করবার জন্য জি ডি বিড়লার সভাপতিত্বে ভারত সরকার একটা কর্পোরেশন তৈরি করেছেন, এ সংবাদ কাগজে দেখেছেন। তাঁদের হাতে আপাততঃ ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই দশ কোটি টাকা দিয়ে তাদের পার্শাল রিহ্যাবিলিটেশনএর জন্য বা পূর্ণ রিহ্যাবিলিটেশনএর জন্য ব্যয় করা যেতে পারবে (শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী: জি ডি বিড়লার হাতে কেন?) এখানে যতীনবাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন তার উত্তরটা দিই। শ্রী জি ডি বিড়লা একজন সাকসেসফুল বিজনেসম্যান কাজেই ব্যবসায়ের ব্যাপার তাঁর পরামর্শ পাওয়ায় আমরা মনে করি আমরা লাভবানই হব। এ ছাড়া আর একটা কথা জানিয়ে রেখে দিই। আমরা প্রায় ৩ হাজার ইউনিট পাওয়ারলুমএর ব্যবস্থা করেছি। এক-একএটা ইউনিটে ৪টা কোরে পাওয়ার লুম থাকে। এই ১২ হাজারের জন্য

আমরা ভারত সরকারের কাছে লিখে জানিয়েছি যাতে এরা লাইসেন্স পেয়ে যায়। এই ১২ হাজারে প্রায় ২৪-২৫ হাজার লোক কাজ পাবে। ক্যাম্প রিফিউজিদের সম্বন্ধে বলতে পারি আজকে আমাদের ক্যাম্পে ৫২,৪০০ পরিবারেরও বেশি বাস করছে ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে। ভারত সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল—যে ভারত সরকার ৩৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করবেন। আর আমরা প্রায় বিশ হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব। তার মধ্যে কয়েক হাজার সেই সাইটএ চলে গেছে। বাকি ৭,৫০০ সম্বন্ধে আশা করি জুলাই মাসের মধ্যেই করতে পারব। এখানে বলতে চাই আমাদের এই পুনর্বাসনের জন্য বাহিরে দেবার যে বন্দোবস্ত এটা নতুন কিছু নয়। আপনারা জানেন আজকে আন্দামানে প্রায় দুই হাজারের ক্যাম্প রিফিউজী পরিবার সেখানে গিয়েছে, নন-ক্যাম্প রিফিউজীর ২,৭০০ পরিবার গিয়াছে, ইউ পি-তে গিয়েছে। ১,০০০ উড়িষ্যায় গিয়েছে এবং বিহারে ১৩,৭৬৩ পরিবার গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশে গিয়েছে ১,৫৭৮, রাজস্থানে গিয়েছে ২৩৮টা পরিবার, সৌরাষ্ট্রে ২৫৭টা পরিবার—সবসুদ্ধ ২৭,৪৮২টা পরিবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাহিরে গিয়েছে। আরও ৩৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে বাহিরে পাঠাবার প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কিছুই নয়। ভারতবর্ষ আমাদের একটা দেশ, পাঞ্জাবের লোকেরা যেমন পশ্চিমবঙ্গে পর্যন্ত এসেছিল—তেমনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের যেখানে সুবিধা সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। জমি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা উঠেছে আমি তার মধ্যে যেতে চাই না, কারণ ইউ সি, আর সি যে কথা বলেছেন তাতে এই কথা বলব যে আজকের দিনে যদি অর্থনীতির দিকে দেখি তাহলে দেখতে পাই যে সারা ভারতে প'র ক্যাপিটা ইনকাম—২৪ টাকা, সেখানে পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এসেছেন তাঁদের পার ক্যাপিটা ইনকাম ৮ টাকা থেকে ১৪ টাকা এবং কোথাও কোথাও ৬-৭ টাকা মাত্র। এভারেজে সেটা ১৪ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং এই সমস্ত উদ্বাস্তুরা পশ্চিম বাংলায় আছে। একথা যাঁরা উদ্বাস্তু অঞ্চলে যাওয়া আশা করেন তাঁরা বলতে পারেন। অতএব নতুন কোরে ২ লক্ষ পরিবারকে এখানে বসান যায় কিনা, এই প্রশ্নই ওঠে। আগে চিন্তা করা উচিত এই ২১ লক্ষ পরিবার এরা পুরাপুরি অর্থনৈতিক পুনর্বাসন পেয়েছেন কিনা। দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে একটা তথ্য রাখতে চাই—তাতে বুঝতে পারবেন যে দণ্ডকারণ্যে গেলে সহজ হবে কিনা। প্রথম যারা কৃষক ফ্যামিলি তারা দণ্ডকারণ্যে গেলে যেখানে ৭ একর বা ২১ বিঘা জমি পেতে পারবে এখানে পুনর্বাসন নিয়ে যাঁরা খুব বেশি ইনটারেস্ট নিয়েছেন যেমন ডাক্তার সুরেশবাবু বা হেমন্তবাবু তাঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করব এখানে ২১ বিঘা জমি কোন উদ্বাস্তু পরিবার পেয়েছেন যেটা দণ্ডকারণ্যে পাওয়ার সুযোগ তাঁদের রয়েছে। (শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষাল: চাষের জমি?) চাষের উপযুক্ত জমি।

you can go and find it out.

হেমন্তবাবুকে এ কথাও বলব যে সেটা একটা ভার্জিন সয়েল এবং ৮০ হাজার বর্গমাইল তার এলাকা। এই জায়গায় উন্নতি কোরে সমস্ত ভারতের এবং বিশেষ কোরে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু অঞ্চলের জন্য যারা ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের জন্য করা হয়েছে। এই বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আজকের দিনে এখানে প্রত্যেকটি মানুষের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। সে করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর বিশেষ চাপ পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে ২১ লক্ষের মধ্যে আরও ১০ লক্ষের পুনর্বাসন পাওয়া দরকার। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের যে বেকার সমস্যা রয়েছে—এখানে যখন ১২ লক্ষের উপর বেকার রয়েছে তখন এই বেকার সমস্যার সমাধান হয়—ইন্ডাস্ট্রির দিক থেকে হউক বা অন্য রকমে হউক সে রিফিউজি হউক বা পশ্চিমবঙ্গের লোক হউক এ আমাদের করতে হবে। অতএব এই সুযোগ আমরা যা পেয়েছি তার সদ্ব্যবহার কেন করব না?

[3-40—3-50 p.m.]

অতএব এই বিরাট সমস্যার সমাধান ইন্ডাস্ট্রির মধ্য দিয়ে হয়। নূতন কোন ল্যান্ড পাই তাহলে আমাদের একজিস্টিং পপুলেশন তা রিফিউজি হোক বা পশ্চিমবাংলার হোক তা আমাদের করতে হবে। এই সুযোগ যখন আমরা পাচ্ছি তখন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাদের করতে হবে। আজ উড়িষ্যা র মধ্যপ্রদেশকে যদি জমি দিতে না হয় তাহলে তাদের কিছুমাত্র এসে যাবে না, কিন্তু পশ্চিমবাংলার পক্ষে খুব অসুবিধা হবে। অতএব আজ এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় আমি বক্তাদের অনুরোধ করব যে তাঁরা এমন উপদেশ দিন যাতে তাদের সত্যিকারের অর্থনৈতিক

পুনর্বাসন হতে পারে। কারণ, রাস্তা, টিউবওয়েল, কলেজ, স্কুল যাই করা হোক না কেন তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ হবে যদি আমরা কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দিতে পারি। অতএব এ বিষয়ে যদি তাঁরা কোন গঠনমূলক উপদেশ দেন তাহলে সত্যিই আমরা উপকৃত হব এবং তাতে এদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

Mr. Speaker: I take it that I have the leave of the House to take all the cut motions as moved.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagat Bose: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads '57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sen Gupta: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Basu: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয় যেসব কথা বলেছেন তার সব কথা না মানতে পারলেও তার কিছু কথা আমরা মানি। আজ একথা ঠিক যে ১০০ কোটি টাকার বেশী খরচ হয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য, কিন্তু তার অর্ধেক টাকা খরচ হয়েছে ডোল, আর বাকী টাকা খরচ হয়েছে বাজে কাজে। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তাঁদের একটা অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কল্পনা দিতে, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা অনেকবার অনেক পরিকল্পনা ডাঃ রায়, প্রফুল্ল সেনকে দিয়েছি। আপনারা বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট জমি নেই। কিন্তু জমি না থাকলে তো শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে তাদের এখানে ব্যবস্থা করা যেতে পারত। আপনারা স্বীকার করেছিলেন যে—লিখিত দলিল আমার কাছে আছে—হারভয়, গয়েশপুর, তাহেরপুর ইত্যাদি জায়গায় একটা স্পিনিং মিল করা হবে এবং একজন মন্ত্রী ফাউন্ডেশন স্টোন লেড আউট করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু হল না। সত্যিকারের যদি একটা সুতাকল বা অন্য কিছু করে দিতেন তাহলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থা কবে শেষ হয়ে যেত। আপনারা খালি কয়েকটা স্কুল, কলেজ, টিউব-ওয়েল, রাস্তা ইত্যাদির জন্য টাকা খরচ করলেন আর ইঞ্জিনীয়াররা সে টাকা খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। গয়েশপুরে গিয়ে দেখুন যে সেখানকার মেটাল রোডের অবস্থা ৩ বছরে কি হয়েছে? ইঞ্জিনীয়ার, কন্ট্রাক্টাররা সব টাকা খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। এসব কথা আমরা কতবার লিখে জানিয়েছি, কিন্তু আপনারা কিছুই করেন না। আপনি আজ যে কথা বললেন সেকথা ৭।৮ বৎসর আগে বলা উচিত ছিল যে স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট করার চেয়ে আগে এদের জন্য অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দরকার। যখন ফরেন ডিফিকাল্টি ছিল না, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনা যেত তখন আপনারা এই ব্যবস্থা করতে পারতেন। আমি ডাঃ রায়কে বলেছিলাম কল্যাণীতে শহর না গড়ে এখানে একটা শিল্পনগরী করুন। এখানে ২৫ কোটি টাকা খরচ করে যদি কয়েকটা কাপড়ের কল করেন তাহলে অনেক উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আপনারা কোন কথাই শোনেন নি। বরং আপনাদের যাঁরা তাঁবেদার আছেন তাঁরা যে স্কীম দিয়েছেন সেই স্কীম অনুসারে আপনারা কাজ করছেন। আমি কতবার প্রফুল্ল সেনকে গিয়ে বলেছিলাম যে আপনি লিচুতলায় গিয়ে দেখুন যে সেখানে কিভাবে ৩ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। গতবার বলেছিলাম কাঁটাগঞ্জে স্পিনিং মিল করার জন্য আপনারা ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, কিন্তু ৩।৪ বছর হল এক এক খানা করে ইট গাঁথা হচ্ছে। অতএব যেখানে আপনাদের কথার ঠিক সেখানে দণ্ডকারণ্য করে কি হবে। আমি রায় সাহেবের বক্তৃতা শুনেছিলাম এবং বলেছিলাম যে দণ্ডকারণ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশনের মাধ্যমে রিফিউজিদের রিহ্যাবিলিটেশন করা যদি সম্ভব হয় ১০০ কোটি টাকা খরচ করে, তাহলে বাংলাদেশে তা করুন না কেন —বাংলাদেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জায়গায় অভাব নেই, লোকের অভাব নেই, জলের অভাব নেই, ইলেকট্রিসিটির অভাব নেই। কিন্তু আপনারা কিছুই করবেন না ঠিক করে নিয়েছেন-- আপনারা চান না যে পূর্ববঙ্গের লোকেরা বেঁচে থাকুক। যদি আপনাদের সত্যিকারের ইচ্ছা থাকতো যে পূর্ববঙ্গের লোকেরা পুনর্বাসন পাক তাহলে কবে তাদের পুনর্বাসন হয়ে যেত। স্কোয়াটার্স কলোনিতে রেফিউজিরা জোর করে জমি দখল করলেন—আপনারা লাঠি গুলি চালিয়ে, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করে এসেছেন নিজেদের রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য। কতকগুলি কলোনি আপনারা করেছেন কিন্তু সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই, পায়খানার ব্যবস্থা নেই। ৪ কাঠা ৫ কাঠা জমিতে কলোনি করে দিলাম, বাড়ী করে দিলাম কিন্তু পায়খানার কোন ব্যবস্থা করলাম না। গিয়েছেন সেখানে কোনদিন? দুর্গন্ধে সেখানে মানুষ থাকতে পারে না। কতবার মেহেরচাঁদ খান্নার কাছে, প্রফুল্ল সেনের কাছে, রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনারের কাছে পিটিশন করেছি। আপনার বক্তৃতা শুনে মনে হল যে কতকিছু আপনারা করেছেন কিন্তু শেষকালে সত্য কথা বললেন বলে এত কথা আমার মুখ থেকে বেরুলো। এঁদের জন্য আমার অন্তরে কত দুঃখ তা জানেন? আমি এঁদের জন্য ডাঃ রায়ের কাছে, প্রফুল্ল সেনের কাছে, রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনারের কাছে কত ঘোরাঘুরি করেছি কিন্তু এতটুকু সুবিধা পাই নি। যে ৩১ লক্ষ রিফিউজি আছে তাঁদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গেই হতে পারে যদি আপনারা একটু সহানুভূতির চক্ষে এঁদের দেখেন, যদি টাকা একটু হিসাব করে খরচ করেন। কটেজ ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেছেন—আপনারা জানেন যে গত ১৮ মাসের মধ্যে চাকদহে আমি নিজের চেষ্টার দ্বারা ৪শো লোকের আয়ের ব্যবস্থা

করে দিয়েছি। গভর্নমেন্ট কি তা জানেন না? কি না জানেন আপনারা? আপনাদের বুদ্ধির অভাব নেই, বিবেকের অভাব নেই—শুধু নেই আপনাদের প্রাণ, সহানুভূতি, নেই সত্যকারের ইচ্ছা। এসব কথা বলবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনে আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছে বলে আমি এসব কথা বললাম। আমার দশ বছরের পুঞ্জীভূত ব্যথা আজ ফেটে পড়ছে আপনাদের কথা শুনে। আমি দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলবো কিন্তু তার আগে আবার বলি দয়া করে এঁদের একটু দেখবেন। স্যানিটারী ল্যাট্রিন, পায়খানা ছাড়া এক একটা কলোনিতে ৩।৪ হাজার পরিবার কি করে থাকতে পারেন? কতবার এবিষয়ে আপনাদের চিঠি লিখেছি—করেছেন কিছু? যদি এঁদের হাতে টাকা দিলে এই সমস্ত বুভুক্ষু লোক খেয়ে ফেলে তো আপনারা নিজেরাই করে দিন না কেন। এরপরে দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আমি বলবো যে আমরা দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার বিরোধী নয় কিন্তু আমরা বলপ্রয়োগের বিরোধী। আমরা গতবার মার্চ-এপ্রিল মাসে যে সংগ্রাম করেছিলাম সেটা জোর করে ডোল বন্ধ করে দিয়ে তাদের সেখানে পাঠাবেন—এই বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের দাবী মেনে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন আর বলপ্রয়োগ করা হবে না।

[3-50—4 p.m.]

এখন শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বলেছেন ক্যাম্প তুলে দেবেন। তখন আপনারা বলেছিলেন, কোনপ্রকার বলপ্রয়োগ করা হবে না—

you are carrying out your agreement in letter but not in spirit.

আপনারা তুলতে পারবেন না আমরা জানি—শুধু ভীতিপ্রদর্শন করে কিছু হবে না। ৬ই জানুয়ারি কলকাতায় যে প্রেস কনফারেন্স করেছেন তাতে তিনি বলেছেন, তারা দণ্ডকারণ্যে গেলে ভাল, তা না হলে সবাইকে ক্যাম্প থেকে রিমুভ করবেন। আমরা যখন বেঙ্গল পার্টিশন করি তখন আমরা তাদের বলেছিলাম, যারা এখানে আসবে তাদের পুনর্বাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা আমরা করব। সমস্ত কথা এখানে বলার সময় নাই। শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না সেই প্রেস কনফারেন্স-এ আরো বলেছেন

he was overwhelmed with the numbers of applications from those who are willing to go to Dandakaranya.

কিন্তু

on the 3rd February night only 39 families left for Dandakaranya

এবং

majority of this people were colony people and very few belong to the camp.

আমরা তাদের না করিনা যে, তোমরা যেও না—তবে বাংলাদেশের লোকের বাংলাদেশের জন্য প্রাণ কাঁদে—তারা চায় পশ্চিমবাংলায় তাদের পুনর্বাসন হোক। যদি আপনাদের মনোভাবের পরিবর্তন না হয় তাহলে তাদের পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না। আপনাদের মনোভাবের পরিবর্তন করতে হবে। আমরা চাই আপনারা কোন রকম ডিসক্রিমিনেশন করবেন না—কলোনি পিপল এবং ক্যাম্প পিপল সকলকে আপনারা পাঠান। ব্যাচ করে তাদের পাঠান যাতে তারা সেখানে সত্যিই পুনর্বাসন পায়। যেমন, যারা আন্দামান ও চিলকা গিয়েছে তারা আমাদের লিখে জানিয়েছে এখানে আমরা সুষ্ঠু পুনর্বাসন পেয়েছি—কিন্তু আমি পুনরায় বলছি বলপ্রয়োগের দ্বারা, থ্রেট দিয়ে কিছু হবে না। আপনারা দেখিয়ে দিন যে,

example is better than precept

আপনারা যদি তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করে দেন তাহলে তারাই আপনাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও মেসিনারী হবে—কিন্তু কোন রকম ডিসক্রিমিনেশন করবেন না। তারপর, রিক্লামেশন অফ ওয়েস্ট ল্যান্ড সম্বন্ধে শ্রীখান্না ৬ই জানুয়ারি বলেছেন, ৩টা স্কীম স্যাংশন করা হচ্ছে—একটা মেদিনীপুরে, একটা হেরোভাঙ্গা, আরেকটা তিস্তা নদীর তীরে। আমরাও অনেক লিস্ট দিয়েছি, কিন্তু আমাদের কথা কেউ গ্রাহ্য করে না। আপনাদের রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনারকে আমি বললাম, তিনি বলেন, আমি কি করব? পিটিশন দিলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। আপনারা

মুখেই খালি বিরোধীপক্ষের সহযোগিতা চান। আমি আপনাদের বলছি, আমরা এখানে যাঁরা বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি আছি—আমাদের সঙ্গে যদি আপনারা সহযোগিতা করেন, পরামর্শ করেন তাহলে বহু জায়গা বার করা যেতে পারে। আপনাদের অ্যাটিচিউড আনসিমপ্যাথেটিক, জেলায় জেলায় আপনাদের ইররেসপনসিবল অফিসার—তাঁরা আমাদের কথা গ্রাহ্য করে না। আপনাদের এ আর ও-রা কিছু না দেখেশুনেই ঘরে বসে রিপোর্ট দেন। বাংলাদেশের মধ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বহু স্কীম হতে পারে—আমার বিশ্বাস, সত্যকাটার কাজের মাধ্যমে সমস্ত উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হতে পারে—এ নিয়ে আমি চিন্তা করেছি, অনুশীলন করেছি, গবেষণা করেছি—আমি বিশ্বাস করি এটা হতে পারে। কিন্তু দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা আপনাদের পেয়ে বসেছে। এখানে মিডিয়াম সাইজ ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে। আপনাদের প্রোডাকশন-কাম-ট্রেনিং সেন্টারএ যেসমস্ত লোক যায় তারা শিক্ষার পরে কোন কাজ পায় না, অথচ আমাদের ওখানে যারা শিক্ষা পায় তারা পারে, কারণ তারা কাজ জানে। আপনাদের ট্রেনিং পেয়ে তারা কোন্ কাজের উপযুক্ত হয়? তারা কোন্ কাজ করে খেতে পারে? আমাদের ট্রেনিং পেয়ে প্রত্যেক মেয়ে ১০।১৫।২০।২৫ টাকা এই রকম উপার্জন করতে পারে। আমাদের প্রোডাকশন-কাম-ট্রেনিং সেন্টার-এ বহু ছেলে কারপেন্টার-এর কাজ, দর্জির কাজ শিখে জীবিকার্জন করছে।

উদ্বাস্তুদের আমি ভালবাসি—বিশেষ করে তারা সবচেয়ে বেশী নিপীড়িত ব'লে আমি তাদের মধ্যে কাজ করি। বেঙ্গল পার্টিশন-এর সময় আমি পার্টিশনের পক্ষে ছিলাম—কিরণশঙ্কর রায় আমাকে নিষেধ করেছিলেন—আজকে বুঝতে পারছি তাঁর কথা—

Kironsankar Roy was a wiser man than me.

আমি বিশ্বাস করি আপনারা যদি একটু চেষ্টা করেন তাহলে সহজেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হতে পারে।

Sj. Gopal Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, তরুণবাবুর বক্তব্য শুনলাম। তিনি কি করেছেন না করেছেন এসব কথাই বলেছেন তাঁর বক্তৃতার মধ্যে নিজেদের কার্যকলাপের ঢাক পেটান ও গুণকীর্তন করা ছাড়া অন্য কিছু আমরা দেখতে পেলাম না এবং তার বক্তৃতার মধ্যে কোন পলিসির সন্ধানও আমরা পেলাম না। এবং এর আগেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যাপারে বামপন্থী পক্ষ থেকে অনেক কথা বলা হয়েছে, অনেক পথ দেখান হয়েছে, অনেক কংক্রিট সাজেশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তরুণবাবু কোন কথার জবাব দেন নি। তাঁরা শুধু একটা কথা বলছেন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা কেন করছেন তা বুঝি। বাজেটের দিকে তাকালে দেখা যায় রিফিউজি রিলিফ থেকে ৩ কোটি ৬৫ টাকা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

[4—4-10 p.m.]

এঁদের মতলব হচ্ছে ক্যাম্পগুলি তুলে দিয়ে টাকা বাঁচাবেন। তাঁদের এই কথা ছিল যে অক্টোবর থেকে তাঁরা ক্যাম্প রিফিউজিদের ডিসপার্স করতে শুরু করবেন। কিন্তু তা পেরেছেন কি? তাঁরা গত জানুয়ারি মাসে মাত্র ২০০ জন রিফিউজিকে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়েছেন। তাঁরা গত তিন, চার বছরের মধ্যে ছয় হাজারের বেশী পরিবারের ডিসপোজালের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এই যে বই তাঁরা সার্কুলেট করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, তাঁরা ঠিক করেছেন ৪৮ হাজার জন উদ্বাস্তু ডিসপোজালের ব্যবস্থা করবেন এই বছরের মধ্যে। কিন্তু এ বছর শেষ হতে আর চার মাস বাকী আছে; এর মধ্যে এটা হওয়া কি সম্ভব? এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না, এবং এটাকে একটা মস্তবড় ধাপ্পা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এই ৪৮ হাজার উদ্বাস্তু, পি এল ক্যাম্প বাদ দিয়ে, পুনর্বাসন করা হবে। তার মধ্যে দশ হাজার পরিবারকে বাংলায় স্থান দিয়ে বসাবেন এবং বাকী পরিবারগুলিকে বাইরে পাঠাবেন। অবশ্য এখানে একটু টিপ্পনি করে বলা হয়েছে যে ইউ সি আর সি ৫৫ হাজার পরিবার দেখিয়েছেন। কিন্তু ইউ সি আর সি বলেছেন ফাইভ-ম্যান ফ্যামিলির কথা। ওটা যে ফোর-ম্যান ফ্যামিলি নয় এটা দেখলেন না। তাঁরা

বলেছেন যে দশ হাজার এগ্রিকালচারিস্ট ফ্যামিলি যারা, তাদের বাংলাদেশে রাখতে হবে। তারা বলছেন

providing 10,000 families in developed land......

তারপরেই আবার বলছেন যে বাংলাদেশে

we can only afford to put in not more than 10,000 families

তারপর আর এক জায়গায় বলেছেন ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন, সেখানে বলা হচ্ছে যে

15,000 agriculturist families can be settled alloting to each family 6 acres of such land provided we spend money for developing and irrigating the land.

আপনারা এখানে যে ১৫,০০০ এগ্রিকালচারিস্ট ফ্যামিলির কথা বলেছেন, সেটা একটু যোগ করে দেখবেন, ১৫,০০০ হয় না, সেটা হচ্ছে ১৭,৩৫০; কিন্তু তাদের জন্য কি ব্যবস্থা আপনারা করেছেন? এবং ঐ দশ হাজার পরিবার যাদের বাংলাদেশে রাখবেন বলছেন, তাদের জন্যই বা কি ব্যবস্থা করেছেন? আপনারা যে বলেছেন ১০ হাজার পরিবারকে বাংলাদেশে ডেভেলপড্ ল্যান্ডএ রাখবেন, এবং ১৫ হাজার পরিবারকে আনডেভেলপড্ ল্যান্ডএ বসাবেন, কিন্তু কোথায় সেই পরিকল্পনা করেছেন বলুন? ইরিগেশন প্রভৃতির দ্বারা আনডেভেলপড্ ল্যান্ডকে ডেভেলপড্ করে, তারপর বলতে পারেন যে চার মাস পরে ক্যাম্প বন্ধ করে দেবেন। আজ সারা বাংলাদেশ জানতে চায় আপনাদের কোথায় সেই পরিকল্পনা? আপনি বলছেন উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবেন। কিন্তু কোথায় সেই পরিকল্পনা? ১০ পৃষ্ঠায় লেখা হচ্ছে—

it is reported that the Government of India will make arrangements.

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর যে রিপোর্ট তার উপর শুধু আপনারা নির্ভর করতে চান, নিজেরা বিশেষ কিছু করতে চান না। অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে সেন্ট্রাল পার্লামেন্ট-এ প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে দণ্ডকারণ্যে কতগুলি ট্র্যাক্টর পাঠান হয়েছে? সেখানে মেডিকেল অ্যারেঞ্জমেন্টস-এর উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে কি না? আপনারা বলেছেন ২০০ জন উদ্বাস্তু পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যুগান্তর পত্রিকায় বেরিয়েছে সেখানে মেডিকেল অ্যারেঞ্জমেন্টস নেই। কাজেই আপনারা বাংলার বাইরে যে পরিকল্পনা নিচ্ছেন, সেটা যে সহজ নয়, এটা আপনাদের বোঝা দরকার। বাংলাদেশে যেমন পরিকল্পনা নেওয়া কঠিন, তার চেয়ে বেশী কঠিন তাদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা। আপনারা বাংলার বাইরে বেথিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন ডাইরেক্টলি রিহ্যাবিলিটেশন দেবার জন্য বহু উদ্বাস্তু পরিবারকে। কিন্তু এখনও ৫০ পারসেন্ট উদ্বাস্তু পড়ে আছে বিভিন্ন ক্যাম্পে। চর-বেথিয়া ক্যাম্প আজও রয়েছে, আপনারা অ্যাবলিশ করতে পারেন নি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাদের পূর্ণ পরিকল্পনা থাকছে ততক্ষণ আপনারা কখনই ক্যাম্প অ্যাবলিশ করতে পারবেন না। আগে যেমন কোন পরিকল্পনা ছিল না, এখনও নেই। আপনার মাথায় শুধু ঘুর ঘুর করছে যে বাংলাদেশে জমি নেই, এখানে ল্যান্ড রিক্ল্যামেশন করে উদ্বাস্তুদের বসান যায় না, সুতরাং তাদের ঐ দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দাও। এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে ব্যবস্থা করছেন।

যদি ল্যান্ড রিক্লেমেশনএর কোন বন্দোবস্ত থাকত তাহলে এরকম পরিকল্পনা আপনারা কখনও করতেন না। সেখানে ডেভেলপমেন্টএর কোন ব্যবস্থা নেই। কৃষি পরিকল্পনা নেই, কিছুই করেন নি। তারপর উদ্বাস্তুদের আর একটি পন্থা ছিল—বায়নানামা স্কীম তাতে সেলিং স্থির করলেন ১০০ টাকা বিঘা, হালে করেছেন ৩৫০ টাকা বিঘা এবং বায়নানামাতে ৩৫২টি পরিবার বায়নানামা করে বসে আছেন। আপনারা স্টেটমেন্ট দিলেন—মোস্ট এক্সপেডিশসলি করব, কিন্তু তারপর ছ' মাস, দশ মাস পার হয়ে গেল, এবং ওই যে বায়নানামা তারা করেছিলেন তা বাতিল করে দিতে হচ্ছে। নিজেরা কিছু করতে পারবেন না, জমিদাররা যা করেছিল তা বানচাল করছেন, বাস্তুহারারা যে বায়নানামা স্কীম নিয়েছিল তা বানচাল করছেন। তারপর ৩৫০ টাকা বিঘা করছেন। সেদিন হেড়ে'ভাঙ্গার কথা উঠেছিল সেখানে যে দুর্গতি এবং যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা ধারণার অতীত। এই স্কীম যেমন বিলম্বিত করা হয়েছে তাতে আমরা চাই একটা এনকোয়ারি সেখানে হোক—নেপালবাবুও সেই

এনকোয়ারির দাবী করেছেন। কুপারস ক্যাম্পএ ১৯৫৬ সালে ঠিক করেছেন টাউনশিপ গড়ে তুলবেন, কিন্তু তা হয়েছে কি? কল্যাণী সম্বন্ধে সিনেমা এ্যাকট্রেস পোজএ বিভিন্ন ধরণের পাবলিসিটি করতে পারেন, কিন্তু কুপারস ক্যাম্পএর জন্য কি করেছেন? এতদিন বলেছেন বাংলাদেশ সেচুরেশন পয়েন্টএ এসে গেছে—এখন বলছেন বাংলাদেশের পোটেনশিয়ালিটি নেই, কারণ, বোধ হয় সেচুরেশন পয়েন্ট কথাটার বৈজ্ঞানিক অর্থ বুঝতে পারেন নি। বাংলাদেশের পোটেনশিয়ালিটি এগ্রিকালচারাল লান্ড ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স কি আছে সেটা কি আপনারা বিচার করে দেখেছেন। এ সম্বন্ধে একটা মন্তব্য পড়ে শুনাই—

"For a state like West Bengal the scope for such expansion is very vast. We have already many major industries in the State and we are also blessed with abundance of raw material and skilled labour. In the coming months, opportunities for expansion will be immense in view of the increased supply of pig iron, steel, coal, electricity and other raw materials. All these should facilitate the expansion of existing industries and also the establishment of a number of new industries either as independent units or as ancillaries to the higher industries. I believe that if this process can be accelerated it will greatly contribute to the solution of many difficulties confronting our State at present".

এটা কিন্তু বিরোধীদলের নেতা জ্যোতিবাবুর বক্তৃতা নয়—কিছুদিন আগে এক বিজিনেস কনভেনশনে, শ্রীবীরেন মুখার্জী লিখিত ভাষণ। আর এক ভদ্রলোক শ্রী বি পি সিংহ রায় বলছেন—

"Fortunately for us, West Bengal is rich in natural resources and over a period of years of number of industries have been built up within the State. In recent years, the engineering industry, particularly, has made greater strides and ventured into new lines of production."

এরকম আরও অনেক কথা আছে, পড়ে দেখবেন। আর একজন শ্রী এন এন ল, তিনি বলছেন—

"We feel at the same time that the Government should even now explore the feasibility of utilising as many displaced persons for the further development of the economy of West Bengal as possible, having regard to their experience and qualifications."

[4-10—4-20 p.m.]

আপনারা তার কি করেছেন, আপনারা যখনই তাদের পোটেনশিয়ালিটির কথা বলা হয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টএর কথা যখন বলা হয় আপনারা তখন এই বইর বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন যে—

starting of medium industry is not against the policy of the Government.

তারপর লিখেছেন

high priority for setting up cottage, small and medium scale industries for creating more employment for the refugees

একথাও লিখেছেন—আবার লিখেছেন

emphasis was shifted to the promotion of small scale and medium scale industries

তারপর আর এক জায়গায় লিখেছেন

rehabilitation of non-agriculturists can be best secured by enlarging the scope of employment through new industries, medium and small scale.

কাজেই কতগুলি ইন্ডাস্ট্রির ডেভেলপমেন্টএর কথা বলল। আপনারা কি করলেন—বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টএর জন্য, বলেছেন এই কথা ২০ পাতা, খুলে দেখতে পারেন—

"Before a new industrial unit is set up a number of points have to be taken into consideration. The Cotton Textile Industry is undergoing a slump at the moment. The raw material for a new rolling mill is at the moment scarce and there is not enough of it to go round for the existing rolling mills some of which have closed down and others are running not to their full capacity. A new sugar mill will require import of machinery for which foreign exchange would be required. A mill for the manufacture

of wood pulp and newsprint is long-term major industry which from experience gathered at the one of Nepanagar, Madhya Pradesh, will require a long period to secure stability so as to provide substantial and steady employment. These and other matters are receiving the attention of Government.

এই কথা আপনারা বলেছেন। আপনারা বলেছেন একদিকে স্লাম, একদিকে বলেছেন ফরেইন এক্সচেঞ্জ একদিকে বলছেন টাইম ফ্যাক্টর, এই তিনটি হার্ডলএর কথা বলেছেন। বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রির কথা বলতে গিয়ে, আপনারা বলেছেন স্লাম হয়েছে কটন টেক্সটাইলএ, কটন টেক্সটাইলএ যদি স্লাম হয়, গত তিন বৎসরে আপনারা তিন কোটি টাকা আপনারা বিভিন্ন সংস্থায় দিয়েছেন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসাবে। এই তিন কোটি টাকা দিয়েছেন কোথায়, দিয়েছেন ঐ সূর্যনগরে কটন টেক্সটাইলএ, স্লাম যদি হয় তাহলে সেখানে আপনাদের কে টাকা দিতে বলেছে। আপনারা বলেন রোলিং মিলএর চাহিদা নেই, অথচ এখান থেকে যখন যাই সোদপুরে বেঙ্গল রোলিং মিল বলে নতুন রোলিং মিল খুলেছে এবং রোলিং মিলএর চাহিদা নেই একথা আপনাদের কে বলেছে? আমি বলছি এটা সম্পূর্ণ বাজে এবং মিথ্যা কথা। ভারতবর্ষে রোলিং মিলএর প্রয়োজন এখনও ঢের বেশি আছে। তারপরে আপনারা বলেছেন কটন টেক্সটাইল স্লাম্প, সেখানে যদি স্লাম্প হয় তাহলে আপনারা সাড়ে বার হাজার স্পিন্ডলএর একটা স্পিনিং ফ্যাক্টরি খুলবার পরিকল্পনা কেন নিয়েছেন। কাজেই আপনাদের এই সমস্ত কথা, স্লাম্পএর কথা একেবারে ভাঁওতা ছাড়া এবং স্লাম্প এবং এই কথা বলে বাংলাদেশের উন্নতিকে ছোট করে দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনারা ফরেইন এক্সচেঞ্জএর কথা বলেছেন। বাংলাদেশে শিল্প গড়বার বেলায়, আপনারা ফরেইন এক্সচেঞ্জএর কথা বলেন, অথচ নন-এগ্রিকালচারিস্ট ফ্যামিলিকে যদি দন্ডকারণ্যে দিতে হয় তাহলে সেখানে কি আপনাদের কারখানা গড়তে হবে না, সেখানে কি ফরেইন এক্সচেঞ্জএর দরকার হবে না, এই ফরেইন এক্সচেঞ্জ পাবেন কোথায় আপনারা, বাংলা সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকার এই দুটো কি আলাদা সরকার। একই সরকারের অধীনে থেকে দন্ডকারণ্যে ফরেইন এক্সচেঞ্জ পাবে আর বাংলা সরকার পাবে না এটা কি অদ্ভুত কথা, আর টাইম ফ্যাক্টরএর কথা বলেছেন, বাংলাদেশে যদি টাইম ফ্যাক্টর হয় তাহলে সেই টাইম ফ্যাক্টর তো দন্ডকারণ্যেও। কাজেই একথা বলে বাংলাদেশের মানুষকে আপনারা কি বোঝাতে চান। আপনাদের কোন পরিকল্পনা এই সম্পর্কে নেই। আপনারা বলেছেন যে এই তিন কোটি টাকা বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন এবং আমাদের মাননীয় স্পীকার মহাশয় যে কম্পোনির ডিরেক্টর তাকে আপনারা ৫৬ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, এবং আপনারা বলেছেন যে এই সমস্ত কম্পোনিতে আপনারা এত টাকা দিচ্ছেন তাতে করে রিফিউজিদের রিহ্যাবিলিটেশন এবং এমপ্লয়মেন্ট হবে। এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে? সব জায়গায় খবর নিন দেখবেন মালিকরা তাদের টেম্পোরারি করে নিয়েছে। ৬ মাস কাজ করেছে, তারপর ২ সপ্তাহ, ৩ সপ্তাহ বসিয়ে রেখে তাদের ছাটাই করে দিয়েছে এবং এইভাবে তারা বেকার হতে চলেছে। কাজেই পার্মানেন্ট এমপ্লয়মেন্ট কাহাকেও আপনারা দিতে পারেন নি। তারপর আপনারা এর মধ্যে মারাত্মক একটা ল্যান্ডএর হিসেব দিয়েছেন, ল্যান্ডএর হিসেব যখন দিয়েছেন তখন জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের কথা এর মধ্যে বলেন নাই। আপনারা সেখানে দেখিয়েছেন ফরেস্ট ল্যান্ড, ফরেস্ট ল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার একর ফরেস্ট ল্যান্ড আপনাদের আছে। কিন্তু আপনাদের এই ডাইরেক্টরস রিপোর্টএর বইর মধ্যে এক জায়গায় আছে যে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর সেখানে দেখিয়েছেন—

much of these forest lands contained no forest and should be considered as cultivable waste.

কাজেই যেটাকে আপনারা ফরেস্ট ল্যান্ড বলে বাতিল করে দিয়েছেন সেখানে আপনাদের ডাইরেক্টরস রিপোর্টএ বলে ফরেস্ট সেখানে নেই সেটা কালটিভ্যাবল ওয়েস্ট, আর ফরেস্ট সম্পর্কে আপনারা কথা বলেন অথচ একথা জানেন দুর্গাপুরে ৬ মাইল ব্যাপী সেই ফরেস্টকে আপনারা উজাড় করে দিলেন এবং সেখানে এক্সপার্টরা বলেন যে ডিফরেস্টেশন হবার জন্য ডি ভি সি-র প্ল্যান আপনাদের বানচাল হবে, সিল্টেড হতে পারে—সে কথা আপনারা ভাবলেন না। সুন্দরবনের রিক্লামেশনএর কথা যখন হয় আপনারা এফরেস্টেশন, ডিফরেস্টেশন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন একটা এক্সপার্ট বেসরকারী বা সরকারী এক্সপার্টএর কথা কিছু নাই। এভাবে মন্তব্য দেবেন না। আপনারা হিসাব দেখুন ফিশারি ল্যান্ড বাদ দিয়েছেন মাননীয় হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় বুঝে

বয়সে আঘাত লগে তাই তাঁরা ফিশারির কথা কিছু বলেন নি। আর আনকালচারেবল ওয়েস্টএর কথা বলেছেন তার সম্বন্ধে কি করে কি করতে পারি? আর এক জায়গায় বলেছেন উইদআউট রিক্লামেশন অ্যান্ড ইরিগেশন নাথিং ক্যান বি গ্রোন—রিক্লামেশন ছাড়া আর কিছু করা যায় না, আবার আর এক জায়গায় লিখেছেন—

> "if we reclaim danga waste land or any swampy areas which are not vested in Government or is not owned by the Government, the West Bengal owner may ultimately object to such lands being occupied by the refugees".

আপনারা একদিকে বলছেন যে রিক্লেমেশন ছাড়া কোন জমির উন্নয়ন করা যায় না। পরবর্তীকালে একথা বলেছেন যে পশ্চিম বাংলার লোক রিফিউজিদের জমি ছেড়ে দেবে না এটাই কি রিফিউজি-দের প্রতি পশ্চিম বাংলার মৈত্রীবন্ধনের কথা? এই যে কায়দা এটা অত্যন্ত মারাত্মক—এই কালচারেবল ওয়েস্টএর কথা যেটা। প্রফুল্লবাবুর পকেটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংখ্যা থাকে তিনি হলেন সংখ্যাবিশারদ জানি না, তাঁর পকেটে আজ কিছু আছে কিনা, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে যা দেখছি—ডাক্তার রায়ের বাজেট স্পীচ ১৯৫৫-৫৬তে তিনি বলেছেন আমাদের কালচারেবল ওয়েস্ট ল্যান্ড ১১ লক্ষ একর তারপর ১৩ই অক্টোবরএর স্টেটমেন্ট ১০ লক্ষ একর। এগ্রিকালচারাল জিওগ্রাফি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলএ তিনি বলেছেন ১৩ লক্ষ একর আর ডাক্তার রায় ৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৮, স্টেটমেন্ট দিলেন—১ লক্ষ ২৯ হাজার একর, লেটেস্ট রিপোর্ট ফেব্রুয়ারিতে ১ লক্ষ ৪ হাজার—দেখা যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে কমে আসছে, বাংলাদেশের সম্ভাবনা ক্রমশঃ ক্রমশঃ কমে আসছে। জানি না আজকে ও'র শ্রীমুখে কি বার করবেন সেটা অবশ্য আমার জানা নাই। অবশ্য ১০ লক্ষ একর বলে ফেলেছেন কিন্তু এটা হিসাব করে দেখুন যে বাংলা দেশের যাই হোক জমির পরিমাণ যাই হোক, বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন কথা বলেন। কিন্তু এই তদন্ত সম্বন্ধে যাই হোক আমি বলতে চাই—বাংলাদেশে ৭ লক্ষ ভাগচাষী আর ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ভূমিহীন কৃষক পরিবার আছে। সেই জায়গায় ৩৫ হাজার রিফিউজি পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবেন কত পার্সেন্ট তরুণবাবু? অনলি দুই পারসেন্ট যদি বাংলাদেশের ১৪ লক্ষ লোকের জন্য জমির বন্দোবস্ত না করতে পেরে থাকেন, তাদের সমস্যা যেভাবে দেখবেন রিফিউজিদের সমস্যাও সেইভাবে দেখবেন, দুই পারসেন্টএর জন্য কোন পরিকল্পনা করবেন? আপনাদের ভূমি সংক্রান্ত নীতিতে সাংঘাতিক কিছু আশা করছি না কিন্তু যে নীতিতে জমি কিনছেন কেনার পরে আপনারা তিন লক্ষ একর জমি পাবেন বলছেন, কিন্তু যা শুনতে পাচ্ছি ৬০ হাজার একর জমি পেয়েছেন আর বাকি জমি আপনারা পাননি যা পেয়েছেন তা'ও দেবার কোন বন্দোবস্ত নাই তার কোন ব্যবস্থার কথা নাই। সমস্ত ইনডিভিজুয়েল সিলিংকে বানচাল করে দিয়ে জমি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে, পাচার হয়ে গেছে, রিফিউজিদের এই ল্যান্ড ডিসট্রিবিউট কর'র। কৃষি-যোগ্য জমির উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা নাই। বাংলাদেশের সর্বহারা কৃষকদের জমি কি আপনারা দেবেন? দেবেন না, সুতরাং এটা ডিসেপশন ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলাদেশে সাধারণ বেকারের সংখ্যা ১৮ লক্ষ। সে জায়গায় ৪৫ হাজার রিফিউজি নন-এগ্রিকালচারিস্ট, ৫০ হাজারই ধরুন —বাংলাদেশের বিপুল বিরাট বেকার সমস্যার মধ্যে বাস্তুহারা হল ২·৭ পারসেন্ট।

[4-20—4-30 p.m.]

কাজেই বাংলাদেশের সার্মগ্রিক পরিকল্পনা করা উচিত, এবং সেই সার্মগ্রিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের সঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অনেকটা হতে পারে। স্টেটসম্যানের নোটে তাই কংসাবতী পরিকল্পনার কথাও বলা হয়েছে। সেটা বাতিল করবার জন্য নানা রকম যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের সমস্ত এক্সপার্টরা বলেন যে পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া, এবং বাঁকুড়া থেকে কংসাবতী, দুর্গাপুর পর্যন্ত যে বেল্ট ঐ বেল্টএর যে খনিজ সম্পদ এবং ভূমিজ সম্পদ তা আহরণ করতে পারলে বাংলাদেশ একটা সমৃদ্ধশালী এলাকা হতে পারে। তার কোন পরিকল্পনা করেছেন। আপনারা বলেন চলে যাও দণ্ডকারণ্যে, কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পসম্পদ বাড়াবার কোন ব্যবস্থাই আপনারা করেন নি। আপনারা এই লোকদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার জন্য উস্কানী দিয়েছেন, তাই বলতে চাই—

> "Dandakaranya can exploit mineral wealth why not West Bengal? The only answer to such questions is that if West Bengal develops

her industries they will be primarily for the benefit of West Bengal, whereas the industries in Dandakaranya would be primarily for the refugees of East Bengal".

কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে উস্কানীর পথে যাবেন না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্রিটিশেরা লাগিয়েছিল, তাতে শক্তি ক্ষয়ই হয়েছে। যদি ব্রিটিশের আঙ্গুলি হেলনে আপনারা ঐ পথে যান, যদি পূর্ব-বাংলার এবং পশ্চিম বাংলার মধ্যে উস্কানী দিয়ে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করেন তাহলে আপনারাও টিকতে পারবেন না। বাংলাদেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন বাংলাদেশে আগুন জ্বালালে সেই আগুনে আপনাদের পুড়তে হবে। তাই বলি ইউ, সি, আর সি যে নোট দিয়েছিল—

the note exibited certain amount of constructive approach to the very intricate problem

আমি বলি আপনারা ঐ পার্টির সঙ্গে বলুন, আলোচনা করুন। যদি অন্ততঃ একমত না হতে পারেন এই সরকারী এবং বেসরকারী এক্সপার্টরা বসে এই সমস্যা সমাধানের সহায়তা হতে পারে, কিন্তু আপনারা তা করেন নি। কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন বিশ্বাস অপনাদের নাই।

আর একটা কথা শেষকালে বলতে চাই—বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাই। বাংলাদেশের পোটেন-শিয়ালিটি নাই, এই কথা বোলে আপনারা বাংলাদেশে পেসিমিজম ছড়াবেন না। জানবেন পেসি-মিজম ইজ ডেথ, অপটিমিজম ইজ লাইফ, বাংলাদেশের সাম্নে থেকে আলো সরিয়ে নিয়েছেন এবং সারা দেশে আজ ব্ল্যাকমার্কেটার দিয়ে ছেয়ে দিয়েছেন। বাংলার ভবিষ্যৎ নাই, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নাই এই কথা বোলে সমস্ত দেশের ভিতর একটা ফ্রস্টেশন আনবার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশ এর বিরুদ্ধে লড়বে পন্ডিত নেহরু ওখান থেকে বলেন কলিকাতা একটা ডেড সিটি। তার কোন পোটেনশিয়ালিটি নাই। আপনারা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আনুন। বাংলা-দেশে সম্পদের প্রাচুর্য গড়ে উঠুক, সে পথে যান না। তাই বলছি বাংলাদেশকে এইভাবে মারবার চেষ্টা করবেন না। যদি করেন বাঙ্গালী আপনাদের ক্ষমা করবে না। বাঙ্গালী অজেয়, অমর। সেই যে অমর মানুষ সে আপনাদের ক্ষমা করবে না।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, আজ ১১ বৎসর ধরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে। বঙ্গদেশে প্রতি বৎসরই এই এসেম্ব্লিতে এবং এর বাইরে আমরা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে আসছি, এবং উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য ন্যুনাধিক প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকার যাতে সুষ্ঠু পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করেন সেই চেষ্টা আমরা করে থাকি। গত জানুয়ারি মাস থেকে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল—সে আন্দোলন দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে নয়, দণ্ডকারণ্যের উন্নতি হোক, দণ্ডকারণ্যে লোক যাক এবং সেখানে শিল্প বাণিজ্য গড়ে উঠুক সে সম্বন্ধে আমাদের কারো আপত্তি নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যে দুরবস্থা তা দূর করার জন্য এখানে শিল্পের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার ৩১ লক্ষ মানুষের বেকার সমস্যার সমাধান ও উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান দেখতে চাই। উদ্বাস্তু সমস্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার মধ্যে আজ সরকারী নীতির মধ্য দিয়ে যে বিরোধের সৃষ্টি করা হচ্ছে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়, যেখানে ১৪ লক্ষ লোকের জমি নাই সেখানে দশ হাজার কি ২৫ হাজার লোকের যে জমির জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হতে পারে না এটা খুব ছেলেমানুষী কথা। উদ্বাস্তু ভাই-বোনদের বাংলাদেশের বাইরে পাঠাতে পারলেই যেন আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল—যেন পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, এই রকম ছবি সরকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন! উদ্বাস্তুর কথা ছেড়েই দিলাম, বাকি যে সমস্যা রইল,—সে সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কি করেছেন সে সম্বন্ধে একটা কথাও নাই! সরকার আমাদের সম্বন্ধে বলেন—আমরা খালি সভা করি, আন্দোলন করি কিন্তু আমরা কার্যকরী কোন প্রস্তাব দিতে পারি না। সেইজন্য ইউ-সি-আর-সি থেকে বিশেষভাবে চিন্তা করে সরকারের কাছে একটা লিখিত প্ল্যান দিয়েছি আমরা, যাতে আমরা যা বলেছি—যদিও সরকার তা স্বীকার করেছেন যে এর খানিকটা মূল্য আছে,—এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকার বলেছেন—

ইউ সি আর সি একটা প্রস্তাব আমাদের কাছে দিয়েছে কিন্তু তা কার্যকরী সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার যে কথা প্রচার করছেন এবং তারা যে সার্ভে করেছেন যদিও তাঁদের জমির সেই সার্ভের ফল আমরা চ্যালেঞ্জ করতে চাই না, কিন্তু তার মধ্যেও যে ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয় একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বিশেষত এই হাউসে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব সম্পন্ন মন্ত্রীরা বাংলা-দেশের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে নানা ভাবের—নানা কথা বলেছেন কখনো দশ লক্ষ একর কখনো ৫ লক্ষ কখনো ১ লক্ষ আবার কখনো বা ১।। লক্ষ একর, কাজেই আমাদের সরকারের কথায় সন্দেহ হয়। এখন দেখা যাচ্ছে যে কালচারেবল ও আনকালচারেবল ল্যান্ড—দেড় লক্ষ একরের বেশি নাই। সেইজন্য আমরা বলতে চাই সরকার যখন আমাদের প্রস্তাবটা কনস্ট্রাক্টিভ বলে গ্রহণ করেছেন তখন আমরা চাইছি মনোভাব যার যাই থাক,—এ বিষয়ে আমরা এবং সরকার এক সঙ্গে মিলে যাতে পশ্চিম বাংলার কয় লক্ষ উদ্বাস্তুর পশ্চিম বাংলার লোকদের সকলেই পুনর্বাসন হয়—সে বিষয়ে একটা প্ল্যান যাতে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতে পারা যায় সেদিক দিয়ে ইউ সি আর সির প্রেসিডেন্ট হিসেবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা দিতে চাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথা তাঁদের জানাতে চাই—যে তাঁরা যে নোট দিয়েছেন সে নোটটা আমরা পুরাপুরি অগ্রাহ্য করতে চাইনি এবং আমরা যে নোট দিয়েছি সেটাও সরকার একেবারে অগ্রাহ্য যখন করেন নি কাজেই দুটি নোট এক সঙ্গে বসে বিবেচনা করে যাতে আমরা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারি সেই দিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

[4-30—4-40 p.m.]

পশ্চিম বাংলার সমস্ত চাষী জমি পায়নি তাহলে কি তাদের সবাইকে পশ্চিম বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেবেন? আমাদের কাছে যে সংখ্যা তথ্য এসেছে তাতে ১৪ লক্ষ লোকের জমির সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কাজেই ইন্ডাস্ট্রির সাহায্যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। এখন উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমরা যে প্ল্যান দিয়েছি—ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান সেটাকে প্রিজামশান বলে সে কথার কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। আমরা সেখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেছি। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য যে সরকার যেসমস্ত ইন্ডাস্ট্রি করেছেন সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলি যে সম্পূর্ণ প্রিজামশান একথা কেউ বলতে পারবে না। আমরা বলেছি সুগার মিল নিয়া ধুবুলিয়া ক্যাম্প করতে, কারণ সেখানে যে হাজার হাজার রিফিউজি আছে তাহার অর্থনৈতিক পুনর্বাসন তার দ্বারা হতে পারে। এ ছাড়া Newsprint wood pulp factory in North Bengal, caffine factory in North Bengal, paper mill in Garbeta, a factory for manufacture of pulp etc.

করার জন্য আমরা প্ল্যান দিয়েছি। আমাদের এই প্ল্যানগুলি দেখে কেউ বলবেন না যে এইগুলি প্রিজামশান। আমরা ইউ সি আর সি থেকে জমি ও ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে নোট বা প্ল্যান দিয়েছি তাতে খালি উদ্বাস্তুরাই লাভবান হবে না, পশ্চিম বাংলার জনসাধারণও লাভবান হবে। উদ্বাস্তু আসার আগে পশ্চিম বাংলায় গ্রামের অবস্থার কথা একবার চিন্তা করুন—সেখানে ম্যালেরিয়া, বাঘের ও সাপের আড্ডা ছিল। উদ্বাস্তুরা আসার পর থেকে আমি নিজে পশ্চিম বাংলায় প্রত্যেকটি গ্রাম ঘুরে অনেক জায়গায় উদ্বাস্তুদের বসিয়ে দিয়েছি। নদীয়া জেলায় পাটকেবাড়ী বলে একটা জায়গায় যেটা বহুদিন ধরে জলের মধ্যে ডুবেছিল সেই জায়গায় আমি আর তারকবাবু গিয়ে সেখানে উদ্বাস্তুদের বসিয়ে দিয়ে এসেছি এবং এখন তারা সেখানে সোনার ফসল ফলাচ্ছে।

Mr. Speaker:

কোথায়?

Sj. Hemanta Kumar Basu:

নদীয়া জেলায় পাটকেবাড়ী। আমার আর সময় বেশি নেই বলে এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলতে পারলাম না। অনেক স্কোয়াটারা মুসলিম হাউসে বসতেন তাঁদের অনেক জায়গা জমি নিয়েছেন এবং রেজিস্ট্রি করেছেন। কিন্তু খড়দহে দেশগৌরব বলে একটা কলোনী হয়েছে—কিন্তু সরকার থেকে এখনও পর্যন্ত তাদের পুনর্বাসনের জন্য কোনরকম ল্যান্ড পারচেসিং লোন বা হাউস বিল্ডিং লোন কোন কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। নদীয়া জেলায় কন্ট্রিবিউটারী স্কীমে অনেকে বাড়ী তৈরি করেছেন কিন্তু হঠাৎ সেই কন্ট্রিবিউটারী স্কীম বদলে দেওয়াতে শক্তিনগরে

বাড়ীগুলো অর্ধেক হয়ে পড়ে রয়েছে। টি বি গ্রান্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এক্সজামিন করে মেডিক্যাল বোর্ড থেকে টি বি গ্রান্ট দেবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। আমাদের আন্দোলনে কার একটা ছেলে জেলে গিয়েছে অমনি তার ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা কি চাপ দেওয়া নয় যাতে তারা দণ্ডকারণ্যে যায়। কাজেই এই সমস্ত নীতি যা আমরা দেখছি তাতে আমরা এর সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা করছি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্যার, পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হল কিন্তু তাদের সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন আজও হল না। পুনর্বাসন দপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের দুটোরই ঔদাসীন্যের জন্য, মানবিকতাবোধের অভাবের জন্য এবং দুর্নীতির জন্য এই সমস্ত হতভাগ্যদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান আজও হল না। একদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি, তাঁদের প্রতি মন্ত্রীদের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব, পরোক্ষে তাঁদের উৎসাহদান এবং প্রশ্রয় দান, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার রাজ্যসরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব, সহযোগিতার অভাব এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি তিনি এই অবস্থাকে তারো জটিল করে তুলেছেন। শ্রী খান্নার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের নজির আমি বহুবার দিয়েছি এবং পূর্ব বাংলায় উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর বৈষম্যমূলক ব্যবহারের নজিরও আমি দিয়েছি। পশ্চিম বাংলা সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের যিনি এখন সেক্রেটারী এবং কমিশনার শ্রীশম্ভু ব্যানার্জী তাঁর সঙ্গে যোগসাজসে উদ্বাস্তুদের জন্য হালে যে একটি ক্ষতিকারক কাজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করেছেন তার একটা নজির আপনার কাছে রাখতে চাই। আগে পূর্ণ বয়স্ক উদ্বাস্তুদের অ্যাডল্টদের ১২ টাকা এবং নাবালকদের—মাইনরদের ৮ টাকা করে দেওয়া হত। মাইনরদের মধ্যে সেগুলি বর্ন চাইল্ডদেরও ধরা হত কিন্তু খান্নাজীর মনে হল এটা বন্ধ করে দেওয়া দরকার এবং সেই সময় শ্রীশম্ভু ব্যানার্জী মহাশয়, অ্যাডিসনাল কমিশনার ইন চার্জ অব ক্যাম্পস, যেটা তিনি এখন বন্ধ করে দিলেন। প্রফুল্ল সেন মহাশয় এখন হস্তক্ষেপ করলেন এবং হস্তক্ষেপ করার পর ফল হল এই যে সেটা নিয়ে ৮ টাকা হল না—সেটা কমিয়ে ৫ টাকা হল এবং তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ডোল, গ্রান্ট দেওয়া মঞ্জুর হয়েছে। এ টাকা খান্নাজী বাঁচালেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যসরকারকে অপদস্থ করবার জন্য। শ্রী খান্না এক সময় ওৎ পেতে থাকেন আমি স্যার, তার একটা নজির দিচ্ছি। ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে ডাঃ রায়ের ঘরে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পুনর্বাসন ব্যাপারে বোধ হয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন, শ্রী খান্না, প্রফুল্লবাবু এবং ডাঃ রায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তরুণবাবু বা উপমন্ত্রী মায়া ব্যানার্জী ছিলেন না, তাঁরা এটা শুনে রাখুন। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য শ্রীশম্ভু ব্যানার্জী মহাশয়কে কয়েকজন অফিসারসহ উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। মোরারজী দেশাই ডাঃ রায়ের কাছে জানতে চান রেগুলারাইজেশন অব কলোনীজ সেটা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কটা কলোনীকে ডেভেলপ করা হয়েছে এবং তিনি খান্নাজীকে প্রশ্ন করেন যে রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে কোন ডেভেলপমেন্ট স্কীম দেওয়া হয়েছে কিনা? খান্নাজী সরাসরি সেটা অস্বীকার করেন যে রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে তিনি কোন স্কীম নাকি পান নি।

[4-40—4-50 p.m.]

খান্না সাহেব সরাসরি অস্বীকার করেন যে, রাজ্যসরকার থেকে তিনি কোন স্কীম পাননি। ডাঃ রায় শম্ভুনাথ ব্যানার্জির কাছ থেকে তথ্য জানতে চাইলেন, কিন্তু তিনি কোন তথ্য দিতে পারলেন না, আমতা আমতা করে চুপ করে বসে রইলেন। অথচ ৫ই জুলাই পর্যন্ত রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে ৫০টি কলোনী ডেভেলপমেন্ট স্কীম যার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা সেটা খান্না সাহেবের কাছে দাখিল করা হয়েছিল। ৩টা উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রী খান্না সেই সত্য গোপন করলেন, এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যদি টাকা না দেন, দ্বিতীয়তঃ, ডাঃ রায় ও প্রফুল্লবাবুকে অপদস্থ করবার জন্য, এবং তৃতীয়তঃ, নিজেকে বাঁচাবার জন্য। যে স্কীমগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে কিছু হল না। শম্ভুনাথবাবুর অপদার্থতা—তিনি কোন তথ্য পেশ করতে পারলেন না।

হয় তিনি নিজে খবর রাখেন না কিম্বা খান্না সাহেবকে সমর্থন করবার জন্য। অবশ্য পরে ডাঃ রায় সমস্ত তথ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেন।। এবং তাতে সেই স্কীম-এর টাকা মঞ্জুর হয়। এখানে আমি প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই যে, খান্নাজী আমাদের রাজ্যসরকারকে থোড়াই কেয়ার করেন। এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বর্তমান কলিকাতায় যে মার্কিন হলিডে অন আইস হচ্ছে তার অন্যতম অংশীদার হচ্ছেন চোপরা। ময়দানে এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমে পুলিস অনুমতি দেয়নি। অথচ চোপরাকে সাহায্য করবার জন্য রাজ্যসরকারকে ডিঙ্গিয়ে দিল্লী থেকে অনুমতি আনিয়েছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি কার স্বার্থরক্ষা করবার জন্য আমি বলতে পারি কি এটা নিজেদের পুনর্বাসনের জন্যই করা হয়েছে? আমাদের সরকারের এই বাস্তুহারা নীতি হাফ হারটেড এবং তা কিরকম দেখুন—রানাঘাটের কীর্তিনগর কলোনীতে সরকারী নীতি অনুযায়ী এবং অফিসারদের পরামর্শক্রমে বাস্তুহারারা বায়নানামা করে ঋণের জন্য প্রার্থনা করে—তার মধ্যে কাউকে কিছু টাকা দেওয়া হল, কাউকে কাউকে দুয়েকটা ইন্সটলমেন্ট দেওয়া হল—কিন্তু পুরাপুরিভাবে কখনো দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপার নিয়ে বাস্তুহারারা অনশন ধর্মঘট করে—এবং তখন সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে, টাকা দেওয়া হবে। টাকা এল, কিন্তু জানি না কার ইঙ্গিতে সেই টাকাও ফেরত গেল, এবং কীর্তিনগরের সেই হতভাগ্যদের পুনর্বাসন হল না। তারপর, টাকার কথা তুলছেন তরুণবাবু—আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি শ্রীরামপুরের বাস্তুহারা উপনিবেশ—সেখানে ২১ একর জমি সেই ভাঙ্গরের যেখানে রিফিউজি ডিপার্টমেন্ট থেকে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা দিতে চেয়েছিল। ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছিল, এর দাম ৪৯ হাজার টাকার বেশি হতে পারে না—এবং এটার জন্য ১৯৪৬-এর প্রাইস দিতে হবে। প্রেজেন্ট প্রাইস ৩ লক্ষ টাকা হবে—আমি জানতে চাই এখানে রিফিউজিদের জন্য এত দরদ কেন? আমাদের ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেছেন যে, আজকে যদি ভাঙ্গরের টাকা দিতে হয় তাহলে ইট উইল বি ইন আইসোলেশন অফ দি কন্সটিটিউসন এবং ডিসক্রিমিনেসন করা হবে। আমি যতদূর জানি, এ নিয়ে মন্ত্রীসভার মধ্যে মতবিরোধও দেখা দিয়েছে। আমাদের রাজ্যসরকারের পুনর্বাসন দপ্তরে একটা ঘুঘুর আড্ডা ও দুষ্ট চক্র আছে এবং তার চূড়ায় বসে আছেন শম্ভু ব্যানার্জি মশাই এবং এই পুনর্বাসন দপ্তরের উদ্বাস্তুদের প্রতি কোন সহানুভূতি নাই, কোন দরদ নাই, উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের মত কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গি নাই—বহুকাল লক্ষ লক্ষ টাকা এজন্য বরাদ্দ হলেও সেই টাকা দুর্নীতির গোপন সুড়ঙ্গপথে আজকে অন্তর্ধান হচ্ছে। আর সুড়ঙ্গপথেই বা বলব কেন, স্পষ্ট দিবালোকেই এইসব জিনিস হচ্ছে। তারপর, হেড়োভাঙ্গা স্কীম-এর কথা বলা হয়েছে—সেখানে ৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা লোপাট হয়ে গিয়েছে। তিনি এই প্রসঙ্গে শ্রী এ এন রায়ের কথা বলেছেন কিন্তু একটা কথা বলতে নেপালবাবু ভুলে গিয়েছেন—সেটা হচ্ছে, এই এ এন রায় শম্ভু ব্যানার্জির দুষ্ট চক্রের লোক। নেপালবাবু বলেছেন তিনি প্ল্যানিং অফিসার। তিনি প্ল্যানিং অফিসার নন, তিনি প্ল্যানিং অফিসার কাম এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার—এই দুটো পোস্ট করেছেন যাতে করে মাইনের টাকা বাড়ান হচ্ছে। আমি প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—তরুণবাবু জবাব দিন—এ এন রায় আসলে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, অথচ হেড়োভাঙ্গার এগ্রিকালচারাল স্কীম-এর ভার কেন তাঁকে দেওয়া হল। যেদিন হেড়োভাঙ্গা থেকে নেপালবাবু ফিরে এলেন নেপালবাবু এটা জানেন কি—এই এ এন রায় শম্ভু ব্যানার্জি মহাশয়কে বলেছেন, আমার অফিসে নেপালবাবুকে ঢুকতে দিইনি, এবং শম্ভু ব্যানার্জি তাতে সায় দিয়ে বলেন, ঠিক করেছেন, এইসব রিফর্যাফকে পাত্তা দেবেন না। একজন এম এল এ সম্বন্ধে এই উক্তি—হতে পারেন তিনি কংগ্রেস এম এল এ, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা লাগে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এ এন রায়কে শম্ভু ব্যানার্জি মহাশয় ইউনিয়ন মিনিস্ট্রির অফিসিয়াল এবং ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার এস কে দের সঙ্গে দেখা করে স্টেট গভর্নমেন্টের রিফিউজি সংক্রান্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ঠিক করবার জন্য পাঠিয়েছেন কিনা। আপনি জানেন, স্যার, ১লা মার্চ স্টেটসম্যান কাগজে সালামপুর স্কীমে ২০ লক্ষ টাকা অপচয়ের কথা তাদের ফ্রন্ট পেজ লিখেছেন—স্টেটসম্যান তো বিরোধী কাগজ নয়, তাঁরা তো আমাদের সমর্থক নন। তাঁরা লিখেছেন,

more than Rs. 20 lakhs already spent in this much publicised refugee rehabilitation scheme, the Government cannot claim to have re-settled a single family.

এই সালামপুরের স্কীম এবং ১৯৫৮ সালের জুন মাসে এ জি এস অডিট রিপোর্ট বেরিয়েছে। আমি ডাঃ রায়কে এবং প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—তাঁরা এই অডিট রিপোর্ট দেখেন নি কেন, এই অডিট রিপোর্ট আমার কাছে আছে। সাপপ্রেস করে রেখেছেন কেন? শম্ভু ব্যানার্জি এ এন রায় এই সালামপুর স্কীমের সংগে জড়িত আছেন বলে তাঁকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে এটা চেপে রেখেছেন। তারপর এখানে ন্যাশন্যাল সুগার মিলের কথাও উঠেছে, এবং এই প্রসঙ্গে আপনার নামও টেনে আনা হয়েছে। আমি সেদিনও বলেছিলাম যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন-এর ৫০-৫০ বেসিস আছে, কিন্তু যেখানে অ্যাসেট ছিল মাত্র ৮ লক্ষ টাকা, সেখানে ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই দিয়ে দেবার ব্যাপারে কে আছেন? মনীন্দ্র মিত্র যিনি ঢাকেশ্বরীকে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন, এবং ডিরেক্টরস বোর্ডে ছিলেন—এই মনীন্দ্র মিত্র তার ১০৩ নং পার্ক স্ট্রীটের নিচের তলায় অফিস ছিল, এ এন রায়ের কাছে বহুবার যাতায়াত করেছেন এবং তাঁর যোগসাজসে সেই টাকা বের করে নিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এ এন রায়ের মিঃ শীল বলে যে ক্লার্ক ছিলেন এবং যিনি এই টাকা লেনদেন করতেন সেই ন্যাশন্যাল সুগার মিলে আজকে তিনি একটা বড় চাকরি পেয়েছেন কিনা পুরস্কারস্বরূপ এবং তাঁর মারফত এ এন রায় এই টাকায় ভাগ বসিয়েছেন কিনা। শ্রীনেপাল রায় এই এক্সপোজ করবার পর শম্ভু ব্যানার্জি বা এ এন রায় তাঁরা মোটেই ঘাবড়ান নি। অ্যাডিসনাল এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার দেবরায়কে ডেকে ডিকটেট করা হয়েছে—নেপালবাবুর যে অ্যালিগেশন তা হোয়াইটওয়াস করার জন্য ডিকটেশন ও ইন্‌সট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। এইসব অফিসারদের পিছনে মন্ত্রীসভায় একটা অংশ যদি প্রশ্রয় না দিতেন তাহলে কি করে তাঁদের এই দুঃসাহস হয়, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? শ্রীশম্ভু ব্যানার্জি একটা রিং অফ ইয়েসম্যান করেছেন। এখানে জীবানন্দ ভট্টাচার্যর কথা বহুবার বলা হয়েছে। তিনি ১৯৫৪-৫৫-৫৬ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর সামনে হাজির হন নি। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই পোস্টএ একজন হাইলি টেকনিক্যাল ম্যান কোয়ালিফাইড ফর দিস পোস্ট বলে পাঠান, এবং রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট কর্তারাও অ্যাপ্রুভ করেছেন, কিন্তু হঠাৎ ১৯৫৭ সালের ১১ই বা ১২ই নবেম্বর তারিখে যেসময় এ ডি খান বদলী হয়ে যাচ্ছেন সেই সময় সেই চিঠিটা চাপা পড়ে গেল—এবং আজকেও শম্ভুবাবু মিনিস্টারকে দিয়ে স্যাংশন করিয়ে নেবার ফলে জীবানন্দবাবু গোইং অন মেরিলি, তারপর, বিজলী ব্রহ্ম,

Director, Camp Dispersal and Transport (C.D.T.)

এই পোস্টটা অ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছিল এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন একজন ভাল লোকের বন্দোবস্ত করেছিলেন, কিন্তু যে ভদ্রলোককে পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে নির্বাচিত করা হয় শম্ভুবাবু এখন পর্যন্ত তাঁকে জয়েন করতে দেন নি এবং বিজলী ব্রহ্মকে শম্ভুবাবু পরম ব্রহ্মের মত অভয় দিয়ে বলেছেন আমি যতদিন আছি আপনি নির্ভয়। এখানে মায়া ব্যানার্জি আছেন, তাঁকে আমি সাক্ষী মানছি, তিনি বলুন, এই বিজলী ব্রহ্ম ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে এই দণ্ডকারণ্য স্কীম যা সার্থক করতে চাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে শম্ভুবাবুর নির্দেশে প্রচার করেছেন—

[4-50—4-55 p.m.]

তার পর শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের কথা—ইনি জোনাল অফিসার। অকল্যান্ডএ থাকলে জোনাল অফিসার পোস্ট থাকবে না, কিন্তু আজকেও অকল্যান্ডএ রয়েছেন হয়ত সেই জোনাল অফিসারএর পোস্টএ। এইসব ব্যাপারের লিস্ট আমার কাছে আছে, কিন্তু আমি সেসব বলবার সময় পাব না। বলছিলাম যে, এই জোনাল অফিসএ তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন দিয়ে ভর্তি ক'রে ফেলছেন। এই হ'ল পুনর্বাসন বিভাগের চেহারা। আর একটি এখানে বলতে চাই—রিফিউজি হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট ফর উওমেন যেটা আছে সেখানে তারা পি এম জি অর্ডারএ নানারকম জিনিস আনেন এবং পোস্ট মাস্টার জেনারেলএর কাছে বিল সাবমিট করেন। দরিদ্র অসহায় মহিলারা যেসমস্ত জিনিস তৈরি করেন তাঁদের সংগঠন মারফত এবং ঐ ডিপার্টমেন্টে পাঠান তার জন্য ১৯৫৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পি এম জি-র কাছে কোন বিল দেওয়া হয় নি। একজন মিসেস নীহার গুপ্তা আছেন এর মধ্যে, কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে এইসব অসহায় মহিলাদের টাকা বাকি পড়ে আছে। এ খবর স্টেটসম্যান কাগজে বেরিয়েছে—সেটা বিরোধীদলের কাগজ নয়।

আর একটি কথা এখানে আমি বলব—সেটা হ'ল ন্যাশনাল সুগার বিল সম্বন্ধে। আমরা বার বার বলেছি বাংলাদেশে কোন চিনিকল নেই—একটিমাত্র ছিল বেলডাঙগায়, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ২৩ লক্ষ টাকা দিয়ে সেই মেসিনারি নাকি কিনে নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে। মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে আর কয়েক লক্ষ টাকা দিলে সেই মিলটি বাঁচতে পারে। রামনগর পলাশীতে যে সুগার মিল সেটা অবাঙালীর হাতে এবং শ্রমিকদের উপর সেখানে যে জুলুম চলে তাও জানি এবং ইন্ডিয়ান অফিসার সব সেখান থেকে সরানোর চেষ্টা হচ্ছে। আজকে যদি সরকার ২১ লক্ষ এবং ১৪ লক্ষ টাকা ন্যাশনাল সুগার মিলএর পিছনে ঢেলে তাকে প্রাইভেট সেক্টর থেকে পাবলিক সেক্টরএ আনতেন তা হ'লে বহুদিক থেকে সুবিধা হ'ত। বিহার থেকে যে মোলাসেস আজ ১।০ হিসাবে দাবি করা হচ্ছে সেটা এড়ানো যেত। পুনর্বাসন দপ্তরের টাকা নিয়ে সেই মিলটি যদি নিজেদের অধীনে আনতেন তা হ'লে বাঙালী ছেলেদের চাকরির সুবিধাও হ'ত। স্যার, যখন ইন্ডাস্ট্রিজ কাট মোশনসএর উপর আলোচনা হবে তখন এ সম্পর্কে বিশেষভাবে বলব। আজকে শুধু এইটুকু বলব যে, যদি ও'দের আন্তরিকতা থাকে, সত্যি সত্যিই যদি চান, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হোক তা হ'লে তাঁরা দাবি তুলুন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসনমন্ত্রী যতদিন শ্রী খান্না আছেন ততদিন কিছুই হবে না—আমি তাই দাবি করছিলাম—আই ডিম্যান্ড হিজ উইথড্রয়াল ফ্রম দ্যাট পোস্ট। ঠিক আজও আমি দাবি তুলছি—আই ডিম্যান্ড হিজ উইথড্রয়াল ফ্রম দ্যাট পোস্ট। এখানে পশ্চিম বাংলা সরকারের যেসমস্ত মন্ত্রী আছেন তাঁরা আরও দায়িত্বপূর্ণভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে টাকা আসছে এবং এখানে যে টাকা মঞ্জুর করা হচ্ছে তাই দিয়ে এই যে দুর্নীতিচক্র চলছে সেই চক্রকে ভেঙে দিন। শ্রী খান্না এবং অকল্যান্ড মিলিয়ে যে অ্যাক্সিস গড়ে উঠেছে তাকে ভেঙে দিতে না পারলে পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান হ'তে পারে না। আমার মনে সন্দেহ আছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার চান না যে, এই পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে হোক—তাঁরা চান বাংলাদেশ নানাভাবে বিব্রত থাকুক সেজন্যে তাঁদেরই প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রী খান্না পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নানা-রকম বাধা সৃষ্টি করছেন। আমি তাই রাজ্যসরকারের কাছে আবেদন জানাব একদিকে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রীকে ওই পদ থেকে সরানোর দাবি তুলুন অন্যদিকে ওই যে দুর্নীতির চক্র, দুষ্ট চক্র তাকে দুর্নীতিমুক্ত ক'রে পুনর্বাসন দপ্তর যাতে ভাল ক'রে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। এ না হ'লে পুনর্বাসনের কাজ কোনদিন সম্পন্ন হ'তে পারে না।

Point of privilege

Sj. Nepal Ray:
Mr. Speaker, Sir, on a point of privilege
মাননীয় সদস্য যতীন চক্রবর্তী মহাশয় আমার সম্বন্ধে একটা কথা বলেছেন যে, এস এন ব্যানার্জি এবং এ এন রায় আমাকে রিফ র‍্যাফ করেছেন। তাঁরা যদি সত্যি এই কথা ব'লে থাকেন তা হ'লে ঐ দুইজন ভদ্রলোককে প্রিভিলেজ কমিটির সামনে নিয়ে আসা উচিত এবং তাঁদের বিচার করা হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত না তা করা হচ্ছে, ততক্ষণ আমি মনে করব এই হাউসের একজন মেম্বারের রাইট কার্টেল করা হচ্ছে। কারণ, কোন সরকারী অফিসারের এতবড় সাহস হয় যে, একজন এম এল এ-র বিরুদ্ধে এইভাবে কথা বলা? আমি আগে বলেছি, এবং এখনও বলছি এ'দের ধ'রে লিপ্ত করা উচিত।

Mr. Speaker: May I tell you something? Just listen to me. Mr. Jatin Chakravorty has repeated what I take it to be heard something from somebody. He further says that this conversation, when this remark was made, was between certain officers and Mr. P. C. Sen. I will check up with Mr. Sen and find out. Certainly, I do not wish you......

[5—5-20 p.m.]

Sj. Nepal Ray:
Sir, it is serious matter.
আমাদের এখানে ডিসকাসান সম্বন্ধে আমরা যাই বলি বা করি এবং বিরোধীদল যাই বলুন বা করুন, সেটা এনটায়ারলি হাউসের প্রপার্টি এবং এখানেই থাকবে। একটি পেটি অফিসারের এতবড় সহস হয় যে, সে আমাদের বিরুদ্ধে আলোচনা ক'রে এইরকম মন্তব্য প্রকাশ করবে?

Mr. Speaker: Did not I tell you that I will check it up?

This is for the honourable members of the House. If a ruling is sought on this point I am quite willing to give one, but I would rather warn you not to provoke me to give a ruling for one simple reason, if a man in the street says that such and such member of the Assembly is a worthless man or use stronger language, certainly we cannot haul him up for his trial. What I think is if certain officers repeated certain things in front of the Minister it is for the Minister to pull him up if he says something which is really insulting to the members of the House. If I were the Minister I would certainly do so and not allow him to talk in this slipshod fashion. Can we really haul him up before the House? Supposing instead of in Writers' Buildings in the Cornwallis Square it is said by somebody that Mr. so and so or Shri so and so is a most worthless, uneducated fellow we have ever met, can we haul him up before the House? So there must be some limits.

Now, Sj. Saroj Roy will speak.

Sj. Saroj Roy:

স্যার, রিসেসের সময় হয়েছে

Mr. Speaker: Very well, the House stands adjourned for 15 minutes.

[At this stage the House was adjourned for 15 munites.]

[*After adjournment*]

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমত যেটা বলছি সেটা হচ্ছে তরুণবাবু যে বক্তৃতা দিলেন এবং কয়েক বৎসর ধরে রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যে নীতি ও কার্যকলাপ দেখছি তাতে মনে হয় আজকে যে সমস্যা এ'রা সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে প্রধানত কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হিসাবে বলা চলে যে, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকার সাধারণ মানুষ যে উদ্বাস্তু তাদের প্রতি এ'দের কোনরূপ সহানুভূতি নেই। তাঁরা হাজার ভাইবোন বলুক। দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার এবং বাঙালীর বিরুদ্ধে যে একটা বিমাতাসুলভ মনোভাব আছে তাকে এ'রা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে এ'রা কোন কথাই বলেন না। তৃতীয় কথা হ'ল সরকারী টাকা যে পরিমাণ এখানে খরচ হয় তাতেও দেখা গিয়েছে যে, সরকারেরও একটা কার্যকলাপ আছে সুবিধাবাদী লোকেরা যাতে ঐ টাকা থেকে একটা অংশ নিয়ে নিতে পারে সেই ব্যবস্থাই তাঁরা করেন। উদ্বাস্তুদের কতটুকু সাহায্য হ'ল সেদিকে এ'রা লক্ষ করেন না। তৃতীয় প্রশ্ন এ'দের কাছে যে, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এ'রা যে ব্যবহার করছেন বর্তমানে তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, বাঙালীর যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, তাদের যে সংগ্রাম তার মাঝখানে এরা একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে চায়, একটা ডেসট্রাকশন ক্রিয়েট করতে চান, একটা অনৈক্য তাঁরা সৃষ্টি করতে চান তার প্রমাণ হিসাবে আমি কয়েকটি জিনিস এখানে রাখতে চাই। প্রথম কথা হ'ল যে, বর্তমানে যে ব্যাপারটা এসেছে যেটা হ'ল ২৫ বা ২৬ হাজার যে উদ্বাস্তু ফ্যামিলি তাদেরকে বাঙলার বাইরে বিশেষ ক'রে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার সম্পর্কে এ'দের একটা নীতি আছে এবং ১০ হাজার ফ্যামিলিকে এ'রা বাংলাদেশে পুনর্বাসন দেবেন। স্পীকার, স্যার, আপনি দেখেছেন, দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে আমাদের যে ছবির বইটি দেওয়া হয়েছে তার একটি পাতাকে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে, কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ির ছবি সেখানে দেওয়া হয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল যে, উদ্বাস্তুরা সেখানে যাবার আগেই তাদের জমি বাড়ি প্রভৃতির একটা সুব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখানে বাংলাদেশে যে ১০ হাজার উদ্বাস্তুকে তাঁরা পুনর্বাসন করতে যাচ্ছেন, অবশ্য যেটা তাঁরা রাজী হয়েছিলেন, গত মার্চ মাসে উদ্বাস্তুদের যে আন্দোলন হয়, তাতে আমি বলব যে, বাংলাদেশে যে তাঁরা ১০ হাজার উদ্বাস্তুকে মেদিনীপুর জেলায় এবং ২৪-পরগনা জেলার বিভিন্ন জায়গায় তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন সেখানে অবস্থা হয়েছে এই, মেদিনীপুর জেলায়

তথ্য আপনার সামনে নিতে চাই যে, বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ১৯৫৫ সালের ২০এ নবেম্বর বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের জমি সম্পর্কে, তিনি বলেছিলেন যে, পশ্চিম বাংলায় ৩৩ লক্ষ একর অনাবাদী পতিত জমি আছে।

[5-20—5-30 p.m.]

এর মধ্যে ৬ লক্ষ একর কৃষিযোগ্য জমি আছে এবং ৩০ লক্ষ একর পতিত জমিকে কৃষিযোগ্য করা যায় কিন্তু কত টাকা সেখানে খরচ করতে হবে? সেদিক থেকে আমি আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের বিধানসভায় আলোচনার সময় কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আমেদ বলেছিলেন, বেসরকারী অনাবাদী পতিত জমি আছে যা তাড়াতাড়ি ক'রে আজকে চাষযোগ্য করা যায় কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আমাদের সামনে আজকে বাংলাদেশে জমির প্রশ্ন তুললে সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোন তথ্য আমাদের সামনে দিতে পারেন নি অথচ তিনি বলেছেন যে, জমির উন্নয়নের জন্য দণ্ডকারণ্যে বহু টাকা সরকার খরচ করতে যাচ্ছেন, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় জমির উন্নয়নের জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর উপর চাপ দিয়েছেন কিনা, সেখান থেকে কোন টাকা নিয়েছেন কিনা—এটা জানতে চাই। ১১০ কোটি টাকা খরচ ক'রে জংগল কেটে জায়গা সাফ করতে যাচ্ছেন অথচ কিভাবে সেটা হবে তার কোন প্ল্যান দেশবাসীর কাছে নাই। বাংলাদেশের জমির উন্নয়নের জন্য সুযোগসুবিধা করার জন্য কোন কিছুই করছেন না। এ সম্পর্কে যখনই কোন প্রশ্ন উঠে তখনই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে শুনতে পাই টাকা নাই। সেজন্য বলছি, বাংলাদেশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা মনোভাব আছে যেটা বাংলার বিরোধী—এ বিষয়ে কি তাঁরা কোন ফাইট করেছিলেন? অথচ বাংলার বাইরে জমি উন্নয়নের জন্য যে খরচ হয় রাজস্থানের যে একটা সংবাদ বেরুল তাতে দেখছি সেখানে উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ৩৩ লক্ষ টাকা প্রায় খরচ করা হবে। দেখছি সেখানে অনেক কম টাকা খরচ, সেদিকে কোন নজর দিচ্ছেন না, এবং সেটার সম্পর্কে পরিষ্কার ক'রে কোন কথা বলেন নি।

তার পরে আর একটা জিনিস, বার বার ক'রে যেকথা মন্ত্রিমহাশয়কে বলা হয়েছে—পাঞ্জাব থেকে যেসমস্ত উদ্বাস্তু, যেসমস্ত রিফিউজি এসেছে, তাদের যে সংখ্যা এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে রিফিউজিরা এসেছে তাদের সংখ্যা হিসাব করলে প্রায় ডবলের মত, অথচ পাঞ্জাব হ'তে আগত যারা তাদের জন্য খরচ করা হয়েছে ৪০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানের রিফিউজিদের বেলায় ২৪০ কোটি। রিফিউজিদের প্রতি দরদের কথা শুধু মুখে স্বীকার করলেই হয় না, এ নিয়ে স্টেট গভর্নমেন্টের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনার যে প্রয়োজন আছে সে আলোচনা তাঁরা কি করবেন না? না করার একমাত্র কারণ পশ্চিম বাংলার সাধারণ কৃষকদের প্রতি যেমন তাঁদের দরদ নেই, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রতি যেমন তাঁদের দরদ নাই, উদ্বাস্তুদের প্রতিও তেমনি তাঁদের দরদ নাই। আমাদের কথা হচ্ছে—ইউ সি আর সি থেকে যেসমস্ত পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত পরিকল্পনা তাঁরা বলছেন—আংশিক সত্য। আমরা চাই—সরকার বিরোধীপক্ষের লোকদের সংগে একত্র বসুন এবং ব'সে যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, বাংলাদেশে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের মতন এক ছটাক জমিও নাই বা এখানে আর কারখানা স্থাপন করা যায় না তখন তাদের অন্যত্র প্রেরণের কথা চিন্তা করা যাবে। এখানে যদি কারখানা করা সম্ভব নাই হয় এবং জমি যদি নাই থাকে একথা যদি সত্যিই প্রমাণিত হয় তা হ'লে দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য স্থির করা যাবে। দণ্ডকারণ্যের যখন প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল, খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি ক'রে সেখানে কুটিরশিল্প স্থাপন করা হবে। দণ্ডকারণ্য ফার্টাইল কান্ট্রি যদি না হয় তা হ'লে বাংলাদেশে যেসব অনুর্বর জমি আছে সেগুলিকে ফার্টাইল ক'রে তুলুন না। এসব বিষয় স্থির করবার জন্য আমাদের সঙ্গে জয়েন্টলি বসুন এবং আমাদের সঙ্গে এই প্ল্যান সম্বন্ধে আলোচনা করুন, তার পরে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন মনে হয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Haridas Mitra:

স্পীকার মহাশয়, মাননীয় তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়কে আপনার মারফতে একটা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। গত বৎসর ১৯৫৮ সালের ১০ই জুন তারিখে—এই হাউসের

মধ্যে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম সৌরাষ্ট্র সম্বন্ধে, বলেছিলাম ৯৬ জন বাঙ্গালী উদ্বাস্তু মহিলার কলকাতায় ফেরবার পথে, তাঁদের রাস্তা থেকে সৌরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়—তারপর তাদের আর কি হল কিছু জানা যায় নাই, তরুণকান্তিবাবু এই এসেম্ব্লির ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আমাদের এ্যাসিউরেন্স দিয়েছিলেন যে তিনি এ সম্বন্ধে এনকোয়ারি করবেন। তাই আমরা এবার আশা করেছিলাম—বাংলাদেশের মা-বোনদের সেই সংবাদটা, বাঙ্গালী মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে শুনতে পাব। কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। বাংলাদেশের ঐ ৯৬টি মা-বোনের সংবাদ দেওয়া তাঁর পক্ষে কি উচিত ছিল না? সে সম্বন্ধে কোন জবাব দেওয়ার আগে, তাঁর কাছ থেকে আমরা অন্য কোনও কথা শুনতে চাই না।

স্পীকার মহাশয়, আজকে দেশ পার্টিশনের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, শুধু আমাদের ভারতবর্ষই পার্টিশনড হয় নি, এই পার্টিশন এই বিভাগ জার্মেনীতে হয়েছে, প্যালেস্টাইনে হয়েছে, কোরিয়াতে হয়েছে। আর সেসব জায়গায় উদ্বাস্তু সমস্যা তারা বহু পূর্বে সমাধান করেছে। কিন্তু আমাদের মন্ত্রীরা সে সমস্যায় সমাধান এই ১০-১১ বছরেও করে উঠতে পারলেন না। আশ্চর্য, পারবেন কেন? আমাদের বেলায়, বাংলাদেশের বেলায় টানাটানি, অন্যের বেলায় নয়। পাঞ্জাবের বেলায় যেখানে ২৫০ কোটি খরচ করা হয়েছে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনান্তে সেখানে আমাদের বেলায় ১০০ কোটি টাকা খরচ, আর সে টাকা কি কোন স্থায়ী পুনর্বাসন বাবত সুষ্ঠুভাবে খরচ হয়েছে? টাকা জলের মতন খরচ হয়ে যায় অথচ কাজের মতন কোন কাজ হয় না। বিভিন্ন ক্যাম্পে ডোল দিয়ে দিয়ে এই সমস্ত টাকার বেশির ভাগ উড়ে গিয়েছে অথচ সম্পূর্ণভাবে পুনর্বাসন ও'রা কতটি লোকের করতে পেরেছেন। এর আগের বিধানসভার বক্তৃতায় মাননীয় প্রফুল্লবাবু স্বীকার করেছেন—১৯ লক্ষ লোকের পুনর্বাসন কতকটা দিয়েছেন, সব দিতে পারেন নাই। (এ ভয়েসঃ আংশিক পুনর্বাসন) হ্যাঁ আংশিক পুনর্বাসন, আমিতো বুঝতে পারি না কেন তারা যাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন তাদের পুরোপুরি পুনর্বাসন দিতে পারেন না। এ বিষয়ে কেনই বা তাঁরা আমাদের সবার সাহায্য নেন না। আজ এসেছেন দণ্ডকারণ্যের প্রস্তাব নিয়ে। সেই দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের যাবার তারিখ পাল্টালেন। দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে আমরা বলেছি—একটা কমিটি করুন, আমরাও তাতে আমাদের সাজেশন রাখব, বক্তব্য রাখব; কিন্তু সেই কমিটি আপনারা করলেন না বা আমাদের কাউকে ডাকলেন না। সুতরাং দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা আপনাদের দ্বারা কতদূর কিভাবে সফল হবে জানি না। উদ্বাস্তুদের এখানে অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায় রাখা যায় কিনা সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা নিয়ে, সকলে মিলে যে চেষ্টা করে দেখা দরকার সে পথে আপনারা যেতে চান না। অথচ আমরা দেখেছি উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসার পর থেকে এখানকার উৎপাদন বেড়েছে। প্রফুল্লবাবুও স্বীকার করেছেন পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তুরা আড়াই লক্ষ একর জমিতে ১০ লক্ষ মণ পাট করেছে, আগে যেখানে ৮ কোটি গজ কাপড় হত সেখানে তারা এসে ১৬ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন করেছে, এত বেশি পাট ও কাপড় উৎপাদনের ফলে নিশ্চয়ই আমাদের ফরেইন এক্সচেঞ্জএর ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হয়েছে; তা সত্ত্বেও তাদের আপনারা আজ বাংলার বাইরে পাঠাবেন। সেখানে পাঠাতে আমরা নীতিগতভাবে আপত্তি করি না, কিন্তু একটা কথা বলি, দণ্ডকারণ্যে যে পাঠাতে চাচ্ছেন আমাদের যা এক্সপিরিয়েন্স আছে উড়িষ্যায় ও অন্যান্য জায়গায়, তার জন্যই প্রশ্ন তুলে বলেছিলাম এই এসেম্ব্লির ফ্লোরে আমরা আগে গিয়ে দেখতে চাই সেই দণ্ডকারণ্যে, সেখানে কিরকম কি বন্দোবস্ত হচ্ছে। শুনেছিলাম নবেম্বরে, পরে শুনলাম ডিসেম্বরে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প থেকে নিয়ে যাবেন, তা নিতে পারলেন না, জানুয়ারিতেও নেওয়া হলো না। দণ্ডকারণ্য মাননীয় তরুণবাবু কি দেখে এসেছেন, মাননীয়া মায়া ব্যানার্জি কি দেখে এসেছেন—প্রফুল্লবাবু তো ও পথ মাড়ানই না। সেখানে গিয়ে একবার দয়া করে দেখে আসুন দেখি।

Mr. Speaker:

আপনি কি বলতে চান উদ্বাস্তুরা বাংলার বাইরে যেতে রাজী নয় বা জনমত তাদের বাইরে পাঠানোর পক্ষপাতী নয়?

Sj. Haridas Mitra:

আমরা বলছি এই যে সেখানে ৩৫ হাজার পরিবারকে যে রিহ্যাবিলিটেশন দেবেন এই সমস্ত করা যে বলেছেন সেই জন্য জিজ্ঞাসা করি, ঐ ৩৫ হাজার পরিবারকে যে সেখানে বসানো হবে বাড়ী ও জমি দিয়ে, সেখানে জমিতে তারা মালিকানা স্বত্ব পাবে কিনা? আমরা যা শুনতে পাই এরই মধ্যে নাকি সেখানে কর্ষণযোগ্য জমির অভাব, অন্তত যতটা পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ৩৫ হাজার পরিবারকে যেখানে পাঠান হবে, সে জায়গায় সে জন্য কাজের কি ধরনের এক্সিলেরেশন হয়েছে, আমরা তার তো কিছু দেখছি না। সেই জন্যই আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি—সেখানে গেলেই তারা যে রিহ্যাবিলিটেটেড হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

পার্টিশনের পর থেকেই আমরা দেখেছি শহরের আশেপাশে একের পর কলোনি সব গড়ে উঠল সব স্কোয়াটার্স কলোনি সরকারি রিপোর্ট বইয়ে আছে দেখছি ৩২৬টা টোটাল স্কোয়াটার্স কলোনি। তার মধ্যে আজ পর্যন্ত রিকগনিশন পাবে মাত্র ১৩৭টা আরগুলি সব বাকি আছে। এই যে সব কলোনিগুলি এদের জন্য সরকার কি করেছেন? কলোনির মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের চেষ্টায় এইসব উপনিবেশগুলি গড়ে তুলেছেঃ সেখানে নিজেরাই তারা রাস্তাঘাট বানিয়েছে, বাজার বসিয়েছে, স্কুল কলেজ, ক্লাব হাসপাতাল এবং মেটারনিটি হোম সব কিছু নিজেদের চেষ্টায় গড়ে তুলেছে; এসব করা সত্ত্বেও তাদের কোন রকম সাহায্য তো সরকার থেকে করা হয়ই নাই, উপরন্তু ঐসব কলোনি ভেঙ্গে দেবার জন্য পুলিসের দল নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জমিদারের লাঠিয়াল গিয়েছে, কিন্তু পারে নাই তাদের উঠিয়ে দিতে। সরকারের আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে কলোনিগুলি স্থায়ী হয়। নৈলে এই ৮ বৎসর ধরে তাদের রিহ্যাবিলিটেশনএর কেন ব্যবস্থা হয় নি? এত দিনের মধ্যে সরকারী বইয়ে ছেপেছেন যে ৯২টা কলোনিকে ওঁরা রেগুলারাইজ করেছেন। কিন্তু এই ৮ বছরে কেমন রেগুলারাইজ করেছেন দেখুন, স্পীকার মহাশয়, টালিগঞ্জ এলাকার বিদ্যাসাগর কলোনিতে ৮০০টা প্লট আছে তার মধ্যে মাত্র ৯০টাতে অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে। গান্ধীনগর কলোনিতে ২০৩টা প্লট আছে, তার মধ্যে মাত্র ৮৬টাতে অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে। বাঘাযতীন কলোনিতে ১,৪১৩টা প্লট আছে তার মধ্যে মাত্র ১৪৭টাতে অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে। শ্রী কলোনিতে ৭০০টা প্লট আছে তার মধ্যে মাত্র ৬২টাকে অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে। বিধান কলোনিতে ২১১টা প্লট আছে তার মধ্যে মাত্র ৭৫টাকে অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে। নেতাজী কলোনিতে ৮৬৪টা প্লট আছে তার মধ্যে ২৫টাতে অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছিল, পরে তারও ১৮টা ফেরৎ নেওয়া হয়েছে। দেওয়া হোল মাত্র তাহলে ৭টা ৮৬৪ প্লটের মধ্যে। শহীদনগর কলোনিতে ৩১৮টা প্লট আছে তার মধ্যে মাত্র ৪৪টাকে অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে। শক্তিগড় কলোনিতে ৪৯টা প্লট আছে তার মধ্যে মাত্র ১৮টাকে অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে।

[5-40—5-50 p.m.]

এ ছাড়া শহীদনগর কলোনির ৩১৮টা প্লটের মধ্যে ১৪টা প্লটে এলিজিবেল লেটার দিয়েছেন, শক্তিনগর কলোনির ৪৯ প্লটের মধ্যে ১৮টাতে এলিজিবেল লেটার দিয়েছেন।

Mr. Speaker: এক-একটা প্লটে কত লোক আছে?

Sj. Haridas Mitra:

তার কোন ঠিক নেই—এ্যাভারেজে ওয়ান প্লট ওয়ান ফ্যামিলি। আপনারা আজ যে অর্পণপত্র দিচ্ছেন সেই অর্পণপত্রে কোন মালিকানাসত্ত্ব লেখা নেই। তাদের কি রিকগনিশন, কি লিগ্যাল স্টেটাস সেসব কিছুই বলছেন না। মালিকানা সত্ত্ব যদি না হয় তাহলে এইসব কলোনির রেগুলারাইজেস'ন কথার মানে কি? এইমাত্র তরুণবাবু ঘোষণা করেছেন তাঁরা ৯২টা কলোনির রেগুলারাইজ করেছেন। অথচ আমরা দেখি একদিকে রেগুলারাইজেশন চালান হচ্ছে, অন্যদিকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। একদিকে কলোনি রেগুলারাইজেশানের নোটিশ আসছে, আবার অন্য দিক থেকে পুলিসের মারফত উচ্ছেদের নোটিস আসছে। আজাদগড় কলোনিতে এইরকম রেগুলারাই-জেশনের কথা বলছেন আবার কতকগুলি প্লটে উচ্ছেদের নোটিস দিচ্ছেন। রিজেন্ট কলোনিতে একদিকে রেগুলারাইজেশন অন্যদিকে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে কয়েক লরী পুলিস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নারকেলবাগান কলোনির কিন্তু ঐ একই অবস্থা—একদিকে বলছেন কলোনি রেগুলারাইজেশন অন্য দিকে বলছেন উচ্ছেদ। আমি ওঁদের সরকারী রিপোর্ট পড়ে দেখলাম

মাস্টার যে প্ল্যান স্কীম হচ্ছে তাতে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। টালিগঞ্জ গলফ ক্লাব আর টার্ফ ক্লাব এতদিন ধরে ইংরাজরা দখল করে বসে আছে, এদের মধ্যে গলফ ক্লাবে ৪০০ বিঘা এবং টার্ফ ক্লাবে ৮০০ বিঘা জমি আছে। কিন্তু এই অকেজো গলফ ক্লাব তুলে দিয়ে, তাকে দখলে নিয়ে সেখানে খেলার মাঠ তৈরি করছেন না কেন যাতে সেখানে উদ্বাস্তু মানুষ এবং সাধারণ মানুষের বসবাস খেলবার, বেড়াবার হাঁটবার একটু জায়গা হয়। মনে হয় যেন আজও ইংরাজের লাল মুখের ভয় আপনাদের রয়েছে। আপনাদের সরকারী লইটাতে দেখলাম স্কীম আপনারা করেছেন জবর দখল কলোনি উন্নয়নের জন্য। সেই স্কীম দেখলাম আপনারা নেহেরু কলোনি, সূর্যনগর কলোনি, বিবেকানন্দ নগর কলোনি, পোদ্দারনগর কলোনি কাটজুনগর কলোনির উন্নতি আপনারা করবেন। কিন্তু তরুণবাবু ঘোষণা করেছেন যে পোদ্দার-নগর, নেহেরু কলোনি, বিবেকানন্দ নগর, সূর্যনগর, কাটজুনগরকে রেগুলারাইজেশন থেকে বাদ দেবেন—এগুলি সবই আমার এলাকা টালিগঞ্জের মধ্যে আপনারা এই যুক্তি দিচ্ছেন যে জমির মূল্য অর্থাৎ সেলিং প্রাইস, সর্বাধিক ১৮৭৫ টাকা, পৌনে ৪ কাঠার জন্য। এই যে দাম ধরেছেন তাতে বলছেন এই এলাকার জমি আপনাদের সিলিং প্রাইসের মধ্যে আসছে না। আমি পোদ্দার-নগর সম্বন্ধে আগে বলব। আমাদের মাননীয় বন্ধু আনন্দীলাল পোদ্দার মহাশয়ের ১০০ বিঘা জমি যে পোদ্দারনগর, কাটজুনগর প্রভৃতি কলোনির মধ্যে আছে একথা সকলেই জানেন। তিনি সেই জমিগুলো নিয়ে ক্যালকাটা ক্রেডিট কর্পোরেশন নামে যে কোম্পানি করেছিলেন তার সঙ্গে শ্রী এ পি জৈনের, যিনি তখন সেন্ট্রাল রিহ্যাবিলিটেশান মিনিস্টার ছিলেন, তাঁর সঙ্গে একটা আলোচনা হয়েছিল যে, ঐ জমিগুলি থেকে তিনি রিফিউজিদের তুলে দেবেন এবং সেই কারণে আনন্দীবাবু তাঁকে ১০ বিঘা জমি ছেড়ে দেবেন। এখন সেই ১০ বিঘা জমিতে পোদ্দার টেনামেন্ট স্কীমে প্রকান্ড প্রকান্ড সব বাড়ী হয়েছে; সরকার নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে ঐ রিফিউজিদের তুলে এই টেনামেন্ট স্কীমে নিয়ে আসবেন। ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করে টেনামেন্ট স্কীমে বাড়ী তৈরি করলেন এবং তার নাম দেওয়া হল পোদ্দার পার্ক। কিন্তু সরকার কলোনি থেকে একটি উদ্বাস্তুকে তুলতে পারলেন না। এখন জমির দাম শুনুন, দেখুন সিলিংএ আসে কিনা। আমরা বলেছিলাম যে জমির দাম ১৯৩৯ সালের প্রাইস নির্ধারণ করা হোক, কিন্তু আপনারা বলেছিলেন যে ১৯৪৬ সালের মূল্য হবে। আমি আর্গুমেন্টস সেকএ ধরে নিচ্ছি যে ১৯৪৬ সালের প্রাইস। কিন্তু তাহলেও দেখুন, ক্যালকাটা ক্রেডিট কর্পোরেশান একটি জমি ২১-১১-৪৬ তারিখে ৯৭ টাকা করে কাঠা বিক্রি করেছেন। ২০-১১-৪৬ তারিখে ৯১ টাকা করে কাঠা এই কলোনি এলাকায় বিক্রি হয়েছে। এর সংলগ্ন জমি ১৮-১২-৪৬ তারিখে ২০০ টাকা করে বিক্রি হয়েছে। আবার ৯-৫-৫৮ তারিখে অর্থাৎ মাত্র ৯ মাস পূর্বে ৩৮১ টাকা করে কাঠা জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কিনেছেন, এটা পোদ্দারনগরের পাশের জমি। এই সবই রেজিস্ট্রার অফিসে গেলেই দেখা যাবে। ১৮৭৫ টাকা যদি পৌনে ৪ কাঠা জমির দাম সরকারি সিলিং প্রাইস হয়, তার মানে হিসেব মত সেখানে ৪৫০ টাকা কাঠা দাঁড়ায়। তাহলে এ সব জমি কি সিলিং প্রাইসের মধ্যে আসে না? আমি জানতে চাই। আপনারা কি ঐ ক্যালকাটা ক্রেডিট কর্পোরেশনের প্রোপ্রাইটারের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন এবং তারজন্য কি আপনারা পোদ্দারবাগানের ১০০ বিঘা জমি রেগুলেরাইজড হতে দেবেন না? তারপর জানতে চাই পলিটেকনিক ইন্স্টিটিউটে রিফিউজিদের জুনিয়ার কোর্স তুলে দেওয়া হচ্ছে কেন? যদি পলিটেকনিক স্কুলের জুনিয়ার বিভাগের জায়গা যাদবপুরের বাড়িতে না হয় তাহলে পোদ্দার টেনামেন্ট স্কীমের বাড়িতে সেই স্কুল নিয়ে আসুন—এই আমার সাজেসসান। মাননীয় শ্রীপ্রফুল্ল সেন গতবারের বক্তৃতায় বলেছিলেন যে আপনার এলেকায় যেখানে আপনি বহু ভোট পেয়েছেন সেই বিজয়গড়ে আমি গিয়েছিলাম সেখানে ৫ হাজার লোক হাততালি দিয়েছিল আমার বক্তৃতার পর। আপনি বিশ্বাস না করেন আপনারই আত্মীয় অরবিন্দ বোসের সাক্ষী নেবেন। চমৎকার কথা, আমার অত্মীয়ের সাক্ষ্যের কথা বলেছেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না বলে। কিন্তু আমি বলবো ঐ বিজয়গড়ে যে মেটারনিটি হোম আছে প্রফুল্লবাবু তা একাধিকবার দেখে এসেছেন। ১৯৫৫ সালে সেখানে ৪টা বেড নিয়ে মিলিটারি পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়িতে ওটা শুরু করা হয়েছিল স্থানীয় লোকদের দ্বারা। আজ সেখানে ১৪টা বেড হয়েছে, নার্সেস কোয়াটার্স তৈরি হয়েছে, মিনিয়ালস্ কোয়াটার্স তৈরি হয়েছে কয়েকজন নার্স যা ছিল, ডাক্তার আছেন সেখানে সেটার জন্য সরকার একটা পয়সাও এখন পর্যন্ত খরচ করেন নি অথচ প্রফুল্লবাবুর সেখানে এসুরেন্স

দিয়ে এসেছিলেন অর্থ সাহায্যের, উদ্বাস্তু বিভাগ থেকে তাই সেখানে গিয়ে তিনি হাততালি পেয়ে এসেছিলেন এবং সেটা আমাদের জানিয়েছিলেন এই জোরে বসে; কিন্তু একটা পয়সাও সেখানে মাননীয় প্রফুল্লবাবু সাহায্য করেন নি বা রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা পয়সাও তাদের দেওয়া হয় নি। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারি নিশাপতি মাঝি মহাশয়ের স্ত্রীও একটা সুস্থ সন্তান প্রসব করেছিলেন সেই বিজয়গড় মেটারনিটি হোমএ এবং প্রফুল্লবাবু সেদিন সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই ১৪টা বেডই আছে তেমনি দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে। কিছুদিন আগে ঐ মেটারনিটি হোম সম্বন্ধে সরকার বলেছিলেন, ট্রেজারার যদি সরকারী লোক হয় তাহলে আমরা টাকার সাহায্য দেব। সঙ্গে সঙ্গে মেটারনিটি হোমের আমরা কনস্টিটিউসান বদলে ট্রেজারার সরকারী লোক করে দিয়েছি। কিন্তু আজও পর্যন্ত তাঁরা সাহায্য পান নি, আমি বহুবার গিয়ে এ ব্যাপারে ও'দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছি। আমি জানাচ্ছি এই মেটারনিটি হোম শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের জবর দখল কলোনির মধ্যে জনসেবায় নিয়োজিত একমাত্র মেটারনিটি হোম, আই সে ওনলি ওয়ান অফ ইটস কান্ড ইন ইন্ডিয়া। তারপর কমপেনসেসনের ব্যাপারটা আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন ১৯৫১ সালে জবর দখল আইন পাশ হল তখন থেকে ও'রা যদি একোয়ার করে নিতেন এই সমস্ত কলোনির জমিগুলি, তাহলে আজকার এই কমপেনসেসনের প্রশ্নটা আমাদের ঘাড়ে এসে জমিদারকে কমপেসেসনের টাকা আমরা কেন দেব? যদি আপনারা সেই সময় ল্যান্ড একোয়ার পড়ত না। এ অবস্থায় এখন সরকারের উচিত সমস্ত কমপেনসেসনের টাকা তাঁদের দিয়ে দেওয়া। করে আমাদের পজেসন দিতেন, মালিকানাস্বত্ব দিতেন, তাহলে সেই প্রশ্ন একেবারেই উঠতো না। আজকে কমপেনসেসন এক এক জায়গায় এমন অদ্ভুত হয়েছে যে আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। যেমন ১১৫০ টাকা হচ্ছে জমির মোট দাম—কমপেনসেসন একটা পার্টিকুলার জমিতে আমি খবর নিয়েছিলাম, ৭৬২ টাকা দাঁড়িয়েছে এই ক বছরে। সরকার এ সমস্ত জমি একোয়ার করলেন না ধনী জমিদারদের, মালিকদের ইনটারেস্ট আছে বলে। আজকে পোদ্দার, লায়লকা, ভায়লকা, সমস্ত গিয়ে টালীগঞ্জে জমি কিনে রেখে দিয়েছেন তার জন্যই কি জমি একুইজিসন সরকার করলেন না এবং একুইজিসন না করার ফলে সমস্ত দুর্গতি আজ রিফিউজিদের ভোগ করতে হচ্ছে। আমি আর একটা কথা বলে শেষ করবো। সেটা হচ্ছে ঋতায়ণী মহিলা সমিতি। ৩ হাজার টাকা দিচ্ছেন। ঐ জমিটি ছেলেদের খেলার মাঠ। আমায় কাছে রিপোর্ট আছে, রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ তাদের একটা জমি এবং অন্য একটি আধা সরকারী সংস্থা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডাইরেক্টরেট অফ ইন্ডাস্ট্রিজএর নং ২০৯৬৯টি,আর,জি, ৫৬ মেমোতে এই ঋতায়ণী সমিতি সম্বন্ধে ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিখছেন—কনফিডেন্সীয়াল, তাদের সেক্রেটারিকে—

I am directed to inform you that the working of the Institute is not to our satisfaction. A copy of the inspection report of Sm. A. Bose, Lady Inspector, is enclosed herewith for your guidance.

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই রিপোর্টে দেখছি এখানে কোন ট্রেনিং হয় না, মেয়েদের সংখ্যাও ৭।৮ জনের বেশি নয়—এ সবই ইন্সপেকশন নোটএ রয়েছে—এসব সত্ত্বেও কেন তাদের তিন হাজার টাকা দেওয়া হ'ল, এ টাকা দেবার কারণ কি, কার রেকমেন্ডেশনএ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত খবর না নিয়ে কেন দেওয়া হয়েছে? এসবের জন্য কি টাকা আপনারা আমাদের কাছে চাইবেন না, এজন্য কি দেশের লোককে টাকা দিতে হবে না—এজন্য কি জমির মূল্য এবং তার কম্পেনসেশন দিতে হবে না? সমস্ত খবর না নিয়ে এ সমস্ত দেওয়া চলবে না, এই আমাদের দাবি। এই সমিতির সেক্রেটারি রাতারাতি তাঁর বাড়িতে ঘর তুলে ৯০ টাকা ক'রে ভাড়া নিচ্ছেন সমিতির নাম ক'রে। এ সবই ইন্সপেকশন রিপোর্টএ আছে—তবুও এই সমিতিকে তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং দশ কাঠা জমি দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হবে। এর কারণ কি? একটু আগেই মন্ত্রিমহাশয় বললেন, তাঁরা ৫০০ প্রাইমারি স্কুলের বাড়ি তৈরি করছেন। আমি তাঁকে বলছি পশ্চিম বাংলায় আরও ১০৪টি প্রাইমারি স্কুল আছে যা রেকগনাইজড হয় নি। তাতে অন্তত ৫৫০ জন প্রাইমারি শিক্ষক আছেন যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দেন এবং এখানকার মোট ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে ৮,০০০। চার বৎসর হয়ে গেল এসব স্কুল হয়েছে—তাদের আপনারা কেন স্পনসর্ড স্কীমএ রেকগনিশন দিচ্ছেন না—আমার এলেকা টালিগঞ্জে ও সারা পশ্চিম বাংলায়

এইরকম স্কুল ১০৪টি আছে। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন উক্ত ১০৪টি স্কুলকে তাড়াতাড়ি স্বীকার করেন। এইসব দাবি নিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[5-50—6 p.m.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে এই দপ্তরের অযোগ্যতা ও অপদার্থতার কথা। বহুবার এই সভায় দাঁড়িয়ে উদ্বাস্তুদের প্রতি এই সরকারের নীতিহীন ব্যবহার ও অবহেলাসূচক মনোভাবের আমরা তীব্র নিন্দা করেছি এবং গত দশ বৎসরে সরকার এই উদ্বাস্তু সমস্যা যে পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছেন তাতে তাঁরা অদূর-ভবিষ্যতেও যে এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারবেন এমন ভরসা পাই না লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল দিশাহারা উদ্বাস্তুরা প্রথমে একথা ভেবেছিল যে, আর কিছু না হোক, অন্তত মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই এই সরকার ক'রে দেবেন। ১৯৫০ সাল থেকে তারা মুসলমানদের পরিত্যক্ত জীর্ণ, ভগ্ন ও ভগ্নপ্রায় বাড়ির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এর আগেও আমি এ সম্পর্কে এখানে প্রশ্ন তুলেছি, কিন্তু তরুণবাবু আমার প্রশ্নের কোন জবাব দেন নি। হাওড়ায়..............অঞ্চলে সাড়ে তিন হাজার পরিবার অর্থাৎ ১৫ হাজার মানুষ আজ অবধি ওখানে বাস ক'রে আসছে—তারা আশা করেছিল, আশপাশের কলোনিগুলিতে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এ সম্বন্ধে কম্পিটেন্ট অথরিটির রায় ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও গত দশ বৎসরের মধ্যে সরকারের ঘুম ভাঙ্গল না। আমি বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরেও এ সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার জন্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। গত মাসে হাওড়ায় বালি থানা শহরের আশপাশে ৫০০ লোক জোর ক'রে জমি দখল করে ব'সে গিয়েছে—হতাশায় ও নিরাশায় এইসব উদ্বাস্তুরা এখন যদি নিজের হাতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসে এবং জোর ক'রে জমি দখল ক'রে বসে পড়ে তা হ'লে অশান্তির আশংকা দেখা দেবে এবং সরকারও সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে এগিয়ে আসবেন আমরা জানি। চব্বিশপরগনায় ইতিমধ্যে সিকিউরিটি অ্যাক্টএ অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি সরকারের কাছে জানতে চাই, হাওড়ার আশপাশে, কলকাতা ও শহরাঞ্চলের আশপাশে যেসব পতিত জমি আছে, যেসব মুসলমান পরিত্যক্ত গৃহাদি আছে, সেখানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে কি ক্ষতি হ'ত। আমি তরুণবাবুর কাছে জানতে চাই, কত দরখাস্ত পড়ে আছে সরকারী দপ্তরে হাউসবিল্ডিং লোনএর জন্য—কেন সরকার এগুলি এতদিন বিবেচনা করেন নি? আমি জানতে চাই, যেগুলির টাইটেল নিয়ে কোন প্রশ্ন নাই বা যেগুলির মূল্য নিয়ে কোন গোলমাল নাই সেগুলিরও কোন ব্যবস্থা কেন করা হয় নি? আমি হাওড়া জেলা সম্পর্কে ববলতে পারি যে, যেসমস্ত লোন স্যাংশন করা হয়েছে, এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যেসমস্ত ল্যান্ড পারচেজ লোন স্যাংশন ক'রে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টএ দুই বৎসর আগেই পাঠিয়েছেন সেসমস্ত টাকাও এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয় নি—এই অপদার্থতার, এই অযোগ্যতার জবাব দেবেন কি? শুধু তাই নয়, শুধু সরকারী গাফিলতিই নয়, যে উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত ছিল যাতে ক'রে স্যাংশন্‌ড কেসএর টাকা পাওয়া যেতে পারে এই সরকারের তাও নেই। আমরা জানি, যেসমস্ত জমির দাম ২০০ কাঠা ছিল আজকে জমিদাররা সেই সমস্ত জমি বেনামীর মাধ্যমে ৪০০ টাকায় বিক্রি করবার ব্যবস্থা করছে ও অতিরিক্ত মুনাফা লুটছে। ৩ বৎসর আগে যেসমস্ত উদ্বাস্তু বায়নানামা করেছে স্যাংশন্‌ড টাকা তাদের হাতে না আসার দরুন আজকে তাদের এভাবে সর্বনাশ হচ্ছে। বহুলোক এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কারণ তারা তখন পকেট থেকে টাকা ব্যয় করেছিল ভবিষ্যতে সরকার থেকে টাকা দেওয়া হবে এই আশায়। গত বছরের বাজেটে হাউসবিল্ডিং লোন সম্পর্কে ছিল। ·৬৯ কোটি, পরে রিভাইজড বাজেট হয়েছিল ৯৯ লক্ষ—আমি জিজ্ঞাসা করি, এই টাকাও কেন দিলেন না স্যাংশন্‌ড কেসেসএ! মন্ত্রিমণ্ডলী বলবেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে টাকা পাওয়া যায় নি। আমি বলব, কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কেন আপনারা আপনাদের বক্তব্য রাখেন না? আপনারা যদি এত স্ত্রৈণ হন, আপনাদের যদি ক্ষমতা না থাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে নিজেদের পাওনা আদায় করার তা হ'লে দেশশাসনের অধিকারও আপনাদের নাই। আমি বলব, প্রয়োজন হ'লে খাস্নাজীর নীতির প্রতিবাদ ক'রেও বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Ananga Mohan Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে উম্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য যে দাবি করা হয়েছে, তার জন্য বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা যেসমস্ত সমালোচনা করেছেন তা আমি লক্ষ্য করেছি।

প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, পূর্ববঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করুক, তা সরকার চান না। তাঁর কথা যদি সত্য হ'ত, সরকার যদি সত্যই তাঁদের এখানে রাখতে না চাইতেন তা হ'লে এই বাজেট এল কেন? এই বাজেটে মন্ত্রিমহাশয় চেয়েছেন ৬,১২,৩৩,০০০ টাকা কিন্তু আসলে খরচ হচ্ছে ১০,৪৭,৬০০ টাকা, এই বেশি টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এনে খরচ করা হচ্ছে। এই যে ১০,৪৭,৬০০ টাকা ব্যয় করবার জন্য ধরা হয়েছে, তার একমাত্র কারণ কি যে, সরকার চান না পূর্ববঙ্গের উম্বাস্তু ভাইবোনেরা এখানে থাকুক? সুতরাং তিনি একথা কোথা থেকে পেলেন? পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার সরকার আরও ১০ হাজার উম্বাস্তুকে এখানে বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করেছেন; এর দ্বারা কি বোঝায় আমাদের সরকারের ইচ্ছা নেই যে, পূর্ববঙ্গের উম্বাস্তু ভাইবোনেরা পশ্চিম বাংলায় না থাকুক? তিনি কেন এই ধরনের মনোভাব গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে পোষণ করছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। তিনি আরও বলেছেন—এখানে যেসমস্ত উম্বাস্তু কলোনি রয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে নি, এতে অনেক অসুবিধা আছে। আমরাও একথা স্বীকার করি। কিন্তু যখন এক দল লোক কোন একটা স্থানে বাস করতে চায়, সেই বাসের ব্যবস্থা করতে গেলে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের বাসস্থান, তাদের জলের ব্যবস্থা, তাদের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, তাদের আয়ের ব্যবস্থা, তাদের শিল্পের ও কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এইসকল ব্যবস্থা একদিনে করা সম্ভব নয়, তা ধীরে ধীরে করতে হয়। সরকার তাই এই ২১ লক্ষ লোকের পুনর্বাসনের জন্য ধীরে ধীরে ব্যবস্থা করতে অগ্রসর হয়েছেন।

মেজর হেডএ বলা হয়েছে ডাইরেক্ট বিল্ডিং প্রোগ্রাম ফর হাউসিং ডিসপ্লেস পার্সনস করা হবে এবং তার জন্য তিন লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তারপর আর একটা ব্যাপারে লোনস টু ডিসপ্লেসড পার্সনস ছেড়ে কনস্ট্রাকশন মেটিরিয়ালস ইত্যাদির জন্য আরও টাকা ধরা হয়েছে। সেটা হচ্ছে ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। তারপর মেজর হেড (৫২), যেটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আউটসাইড রেভেনিউ অ্যাকাউন্ট, এতে ধরা হয়েছে লোনস ও অ্যাডভান্সেস বাবত ৩,২৪,৬০,০০০ টাকা। এর মধ্যে ঘর তৈয়ারির জন্য আরও টাকা ধরা হয়েছে, এই যে কনস্ট্রাকশন অফ হাউসেস ফর ডিসপ্লেসড পার্সনস হেডএ হাউস বিল্ডিং লোন ধরা হয়েছে—১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে উম্বাস্তু ভাইবোনদের ঘর তৈয়ারির ব্যবস্থা করা হয়েছে, কতকটা গ্রান্ট ও কতকটা লোন দিয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছে। উম্বাস্তুদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হচ্ছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। তারপর তাদের শিক্ষার জন্য যে আয়োজন করা হয়েছে, যা মন্ত্রিমহাশয়ের বক্তৃতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, বোধহয় বিরোধীদলের সদস্যগণ সেদিকে ভালভাবে দৃষ্টি দেন নি, তাই তাঁরা বলছেন, যেসমস্ত উম্বাস্তু এখানে বাস করছে, তাদের থাকা, খাওয়া, পরা, লোন প্রভৃতির জন্য ভালরূপ ব্যবস্থা হচ্ছে না। আমি তাঁদের অনুরোধ করব উম্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য লোনস প্রভৃতি দেবার জন্য সরকার যেসকল ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন সেগুলি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখুন। মেজর হেড (৮২)-তে বলা হচ্ছে, লোনস ফর এগ্রিকালচারিস্টস, তাতে ৩৯ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে যে, যারা প্রফেসনাল মেন, বিজনেসমেন, ক্র্যাফটস্‌মেন অ্যান্ড আর্টিজানস, তাদের সাহায্যের জন্য ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং তাঁরা যে বলেছেন, উম্বাস্তুদের জন্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জল-সরবরাহ প্রভৃতির ভাল ব্যবস্থা করা হয় নি, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। তারপর তাঁরা যে বলেছেন, এখানে যেসমস্ত উম্বাস্তু ভাইবোনেরা বাস করছেন, তাদের এখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা সরকার করছেন, এটা তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং বিরোধীদল সদস্যদের মধ্যে থেকে অনেকে একথাও বলেছেন যে, পশ্চিমবাংলায় যথেষ্ট চাষোপযোগী জমি আছে। এটাও তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পশ্চিম বাংলায় সেরকম জমি নেই। এখানে যে জমি আছে, সেই সমস্ত জমিতে চাষাবাদ হ'তে পারে না। তা যদি সম্ভব হ'ত, তা হ'লে পশ্চিম বাংলায় যে ভূমিহীন ১৪ লক্ষ কৃষক পরিবার বাস করছে, তাদের জমির সংস্থান সম্ভব হ'ত।

[6—6-10 p.m.]

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় যেসমস্ত অনাবাদী জমি পড়ে আছে, তাকে আবাদযোগ্য ক'রে তোলা যেতে পারে ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু তা যদি হ'ত তা হ'লে সরকার সাহায্য না করলেও স্থানীয় লোকেরা সেগুলিকে আবাদযোগ্য করতে চেষ্টা করত। পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, জমির দাবিও বেড়ে চলেছে, গোচারণের জায়গায় অভাব রয়েছে, কোথাও ফাঁক নেই, যদি ফাঁক থাকত, জায়গা থাকত, চাষের জমি থাকত তা হ'লে নিশ্চয়ই পশ্চিম বাংলা থেকে উদ্বাস্তুদের অন্যত্র সরাতে সরকার মত করতেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে সরকারকে আজ বলতে হচ্ছে, এখানে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিম বাংলায় যেসমস্ত উঁচু জমি তা রিয়ালাইজ ক'রে আবাদযোগ্য করা হোক, তার পর যেসমস্ত সল্টি জমি আছে তা আবাদ করা হোক, একথা একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন। কিন্তু নদীর ধারে যদি আবাদ হয় তা হ'লে গরু চরবে কোথায়? এই যদি করাই হয় তা হ'লে কতটুকু জমি পাওয়া যাবে? যা পাওয়া যাবে তাতে পশ্চিম বাংলায় যে ১৪ লক্ষ পরিবারের জমি নেই, বা অল্প জমি আছে তাদের দুঃখ ঘোচানো যাবে কি ক'রে? এখানে আর এক বন্ধু বলেছেন যে, পশ্চিমবাংলায় ১৪ লক্ষ পরিবার যাদের জমি নেই তার মধ্যে বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আর কিছু লোক না হয় রইল। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? পশ্চিম বাংলায় নানা সমস্যা রয়েছে সেটা আরও বাড়িয়ে লাভ কি কিছু হবে? যেসমস্ত উঁচু জমি এখানে আছে তা রিক্লেম করা হ'লেও পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কোন সুবিধা হবে না। কারণ, তাঁরা বাংলা নিম্নভাগে থাকতেন এরকম জমির চাষের অবস্থা সম্পর্কে কোন জ্ঞান তাদের নেই, তাদের এগুলি দিলে কিছুই তারা করতে পারবে না। নিম্নের কর্দমাক্ত জমিতে তাঁরা চাষ করতেন, উঁচু জমি দিলেও তাঁরা সেখানে চাষ করতে পারবেন না। এসমস্ত কথা বিবেচনা ক'রে সরকার দেখেছেন। প্রস্তাব হয়েছিল—আন্দামানে পাঠানো হবে উদ্বাস্তুদের। সেখানে যাঁরা গেছেন তাঁদের সুবিধা হয়েছে। তার কারণ সেখানকার জলহাওয়া ইত্যাদি অনেকটা বাংলাদেশের মত ছিল, কিন্তু বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে অনেক উদ্বাস্তু সেখানে গেলেন না। সেখানে পাঞ্জাব থেকে লোক গেল, বাস করতে লাগল, অথচ আমরা আশা করেছিলাম সারা আন্দামান আমাদের কলোনি হিসাবে আমাদেরই থাকবে। দণ্ডকারণ্যে ৮০ হাজার বর্গমাইল জায়গা পড়ে আছে, সেখানে যদি পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের বাস করাতে পারা যায়, তা হ'লে মনে হয় ৮০ হাজার বর্গমাইল জায়গা নতুন ক'রে বাংলাদেশের জায়গা হবে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বানচাল করতে এ'রা চলেছেন। তাঁরা কি দেখেছেন যে, দণ্ডকারণ্যের জমির যে টাইপ সেটা আমাদের বাংলাদেশের জমির মতই? সেখানে বৎসরে যে রেনফল হয়, আমাদের এখানেও সেই রকম, তা ছাড়া দণ্ডকারণ্যে খনিজ সম্পদ যথেষ্ট আছে তাতে শিল্প গ'ড়ে উঠতে পারে। বলা হয়েছে, দেশে জঙ্গল রেখে লাভ কি? যদি জঙ্গল কেটে চাষবাস করা যায়, শিল্পের ব্যবস্থা করা যায়? আর এক বন্ধু বলেছেন—তোমাদের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা যা নিয়েছ, ও কোন পরিকল্পনাই নয়, তোমাদের কোন পরিকল্পনাই সত্যিকার নেই। পরিকল্পনা তো সকলের সামনেই তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে কোথায় রেল লাইন হবে, কোথায় রাস্তা হবে, কৃষিক্ষেত্র হবে—সব তো পরিষ্কার ব'লে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পরিকল্পনা হয় নি, পরিকল্পনা নেই একথা বলা যায় না। যাঁরা পশ্চিমবাংলায় সকলকে রাখতে চান আমার মনে সন্দেহ হয় তাঁরা চান যে, সকলে এখানে থেকে আরও কষ্টভোগ করুক। উদ্বাস্তুরাও আরও কষ্ট পাবে এইরূপ সন্দেহ যদি আমাদের হয় তা হ'লেও ভুল বলা যায় না। তারপর পশ্চিম বাংলায় শিল্পের কথা বলা হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় শিল্পের ব্যবস্থা করা হোক। পশ্চিম বাংলায় যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, পশ্চিম বাংলায় যে পরিমাণ জমি আছে, লোকসংখ্যা যা আছে তাতে তো এদেশে কিছুতেই কৃষিজাত আয়ের দ্বারা চলতে পারে না। সারা বাংলা একত্রে থাকলে কৃষিপ্রধান দেশ হ'তে পারত কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গ যে অবস্থায় চলেছে তাতে তো তাকে আর কৃষিপ্রধান দেশ বলা যাবে না। সেখানে শিল্পের ব্যবস্থা হওয়া উচিত, শিল্পের ব্যবস্থা হ'লে ঐ উদ্বাস্তু ভাইদের সেইসমস্ত শিল্পে রাখা হবে, না পশ্চিম বাংলায় যেসমস্ত লোক জমি পাচ্ছে না, খেতে পাচ্ছে না, তারা অনশনে, অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে, তাদের উপকার করা হবে এটাও ভেবে দেখা উচিত। যদি শিল্পের উন্নতি হয় তবে আগেও তাদের ব্যবস্থা করতে হবে এটাও চিন্তা করতে হবে। তা ছাড়া যখন কেন্দ্রের সাহায্যে নূতন শিল্প গড়তে যাব কেন্দ্র থেকে যে পরিমাণ টাকা পেতাম উদ্বাস্তুদের অন্য জায়গায় পাঠালে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সুযোগ যদি আমরা গ্রহণ করি, কেন্দ্রের টাকার দ্বারা কেন্দ্রের সাহায্যে আমাদের

সাহায্য ছাড়া নূতন একটা দেশ গ'ড়ে তুলব, নূতন ক'রে বাংলা গ'ড়ে তুলতে পারব এবং আস্তে আস্তে যদিও দণ্ডকারণ্য ২।৩টি প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত আছে কালক্রমে ঐ জায়গাটিকে আমরা বাংলাদেশের অংশ একটা ছোটখাট বাংলাদেশে পরিণত করতে পারব। কাজেই এদিক থেকে বিচার করলে দণ্ডকারণ্য প্রস্তাবকে কিছুতেই বাধা দেওয়া যায় না এবং আমার মনে হয়, তার বিরুদ্ধে কোনরকম সমালোচনা না করা উচিত এই হাউসএ। বহু উদ্বাস্তু পরিবারের আমার সংগে দেখা হয়েছে এবং কলিকাতাতেও বহু উদ্বাস্তুদের সংগে আমার আলাপ হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, আমরাও দণ্ডকারণ্যে যেতে আপত্তি করি না, তবে কতকগুলি অসুবিধা আছে সেগুলি দূর হওয়া দরকার। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, দণ্ডকারণ্যে যাওয়া ভাল কিন্তু সেখানে ঘর নেই, জল নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, তা হ'লে কি ক'রে যাবে। কিন্তু মানুষ যদি না যায়, তা হ'লে কি ক'রে তার ব্যবস্থা হবে। ডাক্তারখানা খুলে বসা হবে কিন্তু মানুষ নেই। আমি বলি মানুষ গেলেই তো ডাক্তারখানা হবে। মানুষ পেঁাছে গেলেই তো ডাক্তারখানা এবং অন্যান্য সবকিছুর ব্যবস্থা হয়। আমাদের হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট তো প্রস্তুত হয়েই রয়েছে, তাদের যত রকম সাহায্যের প্রয়োজন হোক না কেন তার আয়োজন ঠিক হয়েই আছে, কিন্তু সেখানে এখনই ডাক্তারখানা খোলা যাবে কি ক'রে? কতগুলি লোক যাবে, কতগুলি পরিবার যাবে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারখানার ব্যবস্থা করতে হবে। কিংবা স্কুলঘর বলুন বা অন্য কিছুই বলুন সবকিছুর ব্যবস্থা হবে। তারপর শিল্পের কথা তুলেছেন। আগে তো চাষের জমি স্থির করা হোক, সেখানে যে চাষের আয়োজন হবে, যে জমি পাওয়া যাবে, যে চাষের ব্যবস্থা করলেই তো তা হ'লে তো তাদের সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে কিন্তু সেখানে চাষের জমির থেকেও যদি বেশি লোক যায় তা হ'লে আমাদের শিল্পের ব্যবস্থা করতেই হবে। অথচ ওখানে যে খনিজ সম্পদ আছে, সেই সম্পদের ব্যবহার করার জন্য নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হয়েছে এবং তার একটা পরিকল্পনাও দেখতে পাচ্ছি। কাজেই যখনই আমরা উদ্বাস্তুদের এখান থেকে পাঠানো এবং তারপর তাদের যে অসুবিধা হবে মনে করছি তা তো হয় না, সেখানে জলের ব্যবস্থা নেই একথা আমরা কি ক'রে বলি। সেখানে জল বেশ ভালই পাওয়া যায় আমাদের দেশের মত। আমাদের দেশের মত ব্যবস্থা আছে। কাজেই সেখানে যে জলের অসুবিধা হবে তা মোটেই সত্য নয়। বরং মেদিনীপুর জেলার উত্তর অংশ এবং বাঁকুড়া বা পুরুলিয়াতে জলের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন। এইসকল স্থানে জল সহসা পাওয়া যায় না, বহু দূরে গিয়ে কুয়া না খুঁড়লে জল পাওয়া যায় না। কাছাকাছি কোন জলের ব্যবস্থা নেই। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে করা উচিত যে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা পুরুলিয়াতে বসবাস করা অপেক্ষা দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সেইটাই তো আমাদের গ্রহণ করা উচিত। তার উপর বলা হয়েছে, একজন বন্ধু বললেন যে, মেদিনীপুরে যে দশ হাজার পরিবারকে ঐ জেলার কেলেঘাই নদীর তীরে রাখা হয়েছে তাদের কোন জমি দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু জমি পাবে কোথায়, জমি তো নেই। আমরা যতদূর জানি, সেই অঞ্চল সম্বন্ধে যতদূর ওয়াকিবহাল আছি তাতে মনে হয় জমি পাওয়া অত সস্তা নয়, বড়ই কঠিন ব্যাপার। জোর ক'রে লোকের কাছ থেকে জমি নিতে হবে, যদি কারও বেশি জমি থেকে নেন আপত্তি নেই, কিন্তু বেশি জমিওয়ালা লোক ওখানে নেই। কোন এক জায়গায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণে বেশি জমি পাওয়া যাবে তা সম্ভব নয়। যদিও এস্টেট অ্যাকুইজিশনএর ফলে কিছু বেশি জমি পাওয়া যাবে এটা সত্য কথা, কিন্তু সে জমি ছড়িয়ে ছড়িয়ে পাওয়া যাবে। কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া যাবে না। যে পরিমাণ জমি পাওয়া যাবে সেই পরিমাণ জমি আবার ঐ দেশের যেসমস্ত গরিব লোক আছে, যারা ল্যান্ডলেস এগ্রিকালচারিস্ট তাদের দিতেই তো কুলিয়ে উঠবে না। কাজেই সেখানে আবার একটা বাঁধন দিয়ে আবার একটা চাপ দিয়ে আবার কতকগুলি লোককে হাজির ক'রে সেখানে একটা বিরোধের সৃষ্টি হবে মাত্র।

[6-10—6-20 p.m.]

ফলে হবে কি উদ্বাস্তু ভাইরা যারা আসবে তাদের সংগে স্থানীয় লোকের বিরোধ সৃষ্টি করা হবে। আমাদের একদল বন্ধু বিরোধিতা করতে চাইলেও সরকার তা চান না। স্থানীয় লোকের সংগে যাতে বিরোধ না ঘটে এটাই সরকার চান। আর একটা কথা বলা হয়েছে যে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান ১১ বছরেও হয় নি। কি করে হবে? এটা ত আন্দাজ করা যায় নি। ১৯৫২

সাল থেকে তারা দলে দলে এসেছে। তারা যেমন এক সঙ্গে আসে নি সরকারও তেমনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ কোন পরিকল্পনা করতে পারে নি, তারা সময়ে সময়ে এসেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে তারা খেয়াল করে আসে নি, তারা পাকিস্তানে বসবাস করতে পারছে না, সম্ভ্রম রক্ষা হচ্ছে না সেইজন্যই ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসছে। পশ্চিম বাংলায় যদি তাদের বসবাস করান যেত তাহলে নিশ্চয়ই তা করা হত কারণ তারা আমাদেরই ভাই-বোন তারা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবে এটা আমরা দেখতে পারি না। আজকে ক্যাম্পের সম্বন্ধে কথা হয়েছে ক্যাম্পে যে অবস্থা তাতে জীবনযাপন করা যায় না উচিতও নয়। সেজন্যই ক্যাম্প বন্ধের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বন্ধতো একদিনে হবে না—তার প্রমাণ পাই বাজেটে। বাজেটে মেজর হেড ৫৭ যদি দেখেন দেখবেন তাতে রিলিফ খাতে ধরা হয়েছে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। তার মধ্যে ডোল দিতে হবে। স্পষ্টই লেখা আছে ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৬২ হাজার। এই টাকা ডোল দেওয়া হবে এবং যে পরিমাণ ধীরে ধীরে পুনর্বাসন হবে যে পরিমাণ পুনর্বাসন দণ্ডকারণ্যে হবে সেই পরিমাণ বাদ যাবে ডোল থেকে। অবশ্য একথা সত্য যে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়, সাহায্য দেওয়া হয়, সেটা উপযুক্ত নয় একথা আমরা জানি। কিন্তু এটাও ঠিক যে সরকার দীর্ঘসময় ধরে এত লোককে ক্যাম্প রাখতে পারেন না, পারবেন না। এবং আমি যতদূর জানি তারাও চিরকাল ডোল নেবে সেটাও উদ্বাস্তুরা চান না, তারাও জায়গা চায়, ঘর চায়, কাজ চায়, এই সমস্ত কিছুর আয়োজন আছে দণ্ডকারণ্যে প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম বাংলায় যদি জায়গা থাকত নিশ্চয়ই তাদের পশ্চিম বাংলায় রাখা হত। আর একটা কথা স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি—তাঁরা যেন উবাস্তুদের ভিতর ভীতির সঞ্চার না করেন এই বলে যে দণ্ডকারণ্যে গেলে সমস্ত বড় মুস্কিল হবে সেখানে যেয়ে এই সুবিধা হবে ঐ অসুবিধা হবে। আর বাইরে যেতে এত ভয় কেন? বাংলাদেশ একদিন সিংহল জয় করেছিল, বাঙ্গালী গিয়ে সিংহলে রাজ্য স্থাপন করেছিল। আর আমরাওতো এদেশে ছিলাম না চিরকাল। ককেশাশ থেকে মাইগ্রেট করে এসেছি। এখানে যখন জায়গা নাই তখন পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা করতে হচ্ছে বাইরে। আজকে কাজেই এরূপ সমালোচনা করে মিছামিছি দুঃখ বাড়াবেন না। যেমন আমরা আন্দামানকে নিজের দেশ করতে পারলাম না তেমনি দণ্ডকারণ্যকে যেন আমরা না হারাই। দণ্ডকারণ্যের ৮০ হাজার বর্গমাইল স্থান যেন না হারাই একথা বলে আমি এই বাজেট সমর্থন করছি এবং কাটমোশনএর বিরোধিতা করছি।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

একটু আগে দপ্তরের হৃদয়হীনতার কথা শুনলাম। কিন্তু কেবল হৃদয়হীনতাই নয়, অনেক কথাই মনে আসে। কয়েকদিন আগে গভর্নরের স্পীচের উপর ভাষণ দিতে গিয়ে বাস্তুহারা মা-বোনের সম্পর্ক নিয়ে একটা কথা বললেন। আমি সে সম্বন্ধে আলোচনা না করে শুধু একটা কথাই বলি—

man's speech betrays his origin

ইটাই মূল কথা, আজ যে সমস্যা দেশের উপর এসে পড়েছে তাকে না দেখে এইভাবের যে মন্তব্য সেই মন্তব্য প্রমাণ করে এঁরা কোন দিকে নিয়ে যেতে চলেছেন। তরুণবাবু বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন। সব আলোচনা করছি না, কেবল দুটো কথাই বলব। একটা কথা হল যে মুসলমানেরা কি অস্পৃশ্য হয়ে গেল? কত মুসলমান বাস্তুহারা আমাদের দেশে রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে কি কাজ করেছেন তার বিবরণ একটা জায়গায়ও পাই না। কি ঘটনা ঘটছে এ সম্পর্কে আমি উল্লেখ করব না। শুধু মাত্র তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কলোনি সম্পর্কে তিনি বলেছেন। তিনি ত্রুটি স্বীকার করেছেন। কিন্তু ত্রুটির কারণ কোথায় তা বললেন না। কলোনিগুলো আজকে এ অবস্থায় এল কেন? এল এইজন্য যে কোন নীতি নির্ধারণ করা হয় নি। এস টি ফ্যামিলিজ তাঁরা তিন মাসের ডোল পাবেন, এবং যারা এগ্রিকালচারিস্ট তাঁরা ছয় মাস ও তিন মাসের মেনটিন্যান্স পাবেন, কিন্তু তাদের মেনটিন্যান্স পাওয়ার পরে আপনারা কতকগুলো হাউস বিল্ডিং লোন দেন। তার নিজের অঞ্চলে গোবরডাঙ্গার যমুনার ধারে যে কলোনি তাঁরা মেনটিন্যান্স শেষ হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত এস্টাব্লিস্ট হওয়ার কথা—হাউস বিল্ডিং লোনও পেলেন না। কি কোরে তাদের রিহ্যাবিলিটেশন করবেন? কি কোরে তাদের পুনর্বাসনের পথে নিয়ে যাবেন। বনগাঁ খয়রনগর কলোনি এবং চাঁদপাড়া

কলোনি হাউস বিল্ডিংএর দরুণ কিছু কিছু পাওনা আছে. কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন না। বরং পুনর্নির্বাসনের ব্যবস্থা করছেন। এখানে ৬৭টা পরিবারের কথা আছে, আরও প্রায় ৪০ জনের কাহিনী আছে। তাদের অর্ধেক ঘর হয়ে পড়ে আছে, তারা ঘর বাঁধতে পারে নি, বা শেষ করতে পারে নি, তাদের লোকেশন পর্যন্ত দেওয়া আছে। তাদের কি অবস্থায় নিয়ে গেছেন। খয়রামারার নিশিকান্ত একজন ব্যবসায়ী ছিল, আজকে সে জন খাটছে। রাজমিস্ত্রী ছিল, আজ তার বাড়ির মেয়েরা বাসন মাজছে। ঠাকুর মহাশয় হয়ত মনে করেন মেয়েরা বাসন মাজছে, তাতে কি, একজন ফার্মাসিস্ট যে মিউনিসিপ্যালিটির ইট বইছে। তা ছাড়া নিবারণ মালাকার, ননীগোপাল দাস এরকম আরও অনেক নাম আছে, তারা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। গতবারে বাজেটের সময় প্রফুল্লবাবু নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে আংশিক পুনর্বাসন হয়েছে পার্শ্যাল রিহ্যাবিলিটেশন। ১৯৫৪ সালে মিনিস্টার্স কমিটির যে রিপোর্ট বেরিয়েছে সে রিপোর্টে তাঁরা একটা ডেভেলপমেন্ট করার কথা বলেছিলেন। তরুণবাবু ডেভেলপমেন্ট কমিটির কথা বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করি একটা রাস্তা কি দুটো স্কুল করা এই কি ডেভেলপমেন্ট। ইকনমিক ডেভেলপমেন্টএর কথা ভাবেন না। তিনি বললেন আমরা ইকনমিক ডেভেলপমেন্টএর দিকে নজর দিতে পারি না।

[6-20—6-30 p.m.]

সেখানেই আসলকাজ। ডেভেলপমেন্টএর কথা বলেছেন, সেখানে দেখতে পাই মোট স্কীম ৩৫টা রুর‍্যাল এগ্রিকালচারাল কলোনির কথা বলেছেন, ২০০ রুর‍্যাল কলোনি, তার মধ্যে ৫টার কথা যে বলেছেন সে কি উল্লেখ করবার বিষয়? এখানে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একটা ছেলে বারবার অংক ফেল করে থাকে। একবার পরীক্ষা দিয়ে এসে বললে এবার আমি শিওর পাস করব। তাকে বলছেন এ বার কি কোরে বললি যে পাশ করবি? সে বললে এবার পাশের ছেলের নকল করেছি। তাকে তখন বললে যে হুবহু নকল করলে ত তুই ধরা পড়বি। সে বললে না। এক লাইন বাদ দিয়ে দিয়ে টুকেছি। এ'রা বাস্তুহারাদের ঐ রকম বাদ দিয়ে দিয়ে করেছেন। শুনেছি ক্ষীরোদ চৌধুরী শিশু চিকিৎসক তিনি প্রভাব বিস্তার করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করেছেন, জানিনা তরুণবাবু এ খবর রাখেন কিনা। এই অবস্থা ও'দের সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখানে শুধু দেখতে পেলাম একটা কমিটি কোরে ভোকেশন্যাল ট্রেনিং খোলার ব্যবস্থা করেছে। আমরা ১০ হাজার পরিবারের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার করতে বললাম। বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে হুগলী জেলায়, ২৪-পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে, বনগাঁ মহকুমায় ৪৩টা কলোনি আছে. একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলোনিও সেখানে গড়ে উঠল না, এ ছাড়া রুর‍্যাল যে অঞ্চল—ট্যাংরা, হেলেঞ্চা, কামারখোলা—এইসব বড় বড় কলোনি বনগাঁয় রয়েছে। যিনি রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার তিনি তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে ট্যাংরা কলোনিতে রাস্তা হবে, স্কুল হবে, পুকুর হবে, পার্ক হবে। সেসব চুলোয় গিয়েছে। আজ সেখানকার কলোনির লোকে ভিক্ষাপত্র হাতে বাহিরে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা হয় নি। হেলেঞ্চা কলোনি একটা বিরাট কলোনি, সেখানেও পাকা রাস্তা হয় নি। বহু পরিবার সেখানে একটা ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্পের ব্যবস্থা হয় নি, রুর‍্যাল কলোনি সম্বন্ধে প্রফুল্লবাবু উত্তরের মারফত স্বীকার করেছেন যে সেখানে পুনর্বাসন হয়েছে, ৯ বিঘা করে জমি পেয়েছে। কিন্তু তা পায় নি। তারা ৩-৪-৫ বিঘা ম্যাক্সিমাম জমি পেয়েছে। আজ ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত এই ৯ বছরেও তাদের পুনর্বাসনের দিকে তাকান নি। তারা চাইছে আমরা এই কলোনি থেকে বাহিরে বায়নানামা করে জমি পেতে পারি কিনা। যেখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলছেন জমি দেব না। জানি প্রফুল্লবাবুর কথা হল—'আমি যেতে দেব না, কিন্তু কিল মারবার গোঁসাই'—এই রকম। ও'রা অনেক রিপোর্ট দিয়েছেন, অনেক টাকার কথা বলেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত জমির সুরাহা করলেন না। আমরা চিঠির উল্লেখ কোরে দেখিয়েছি এখানে জমির উন্নয়ন করা যায়, রিক্লেম করা যায়। মরালডাঙ্গা, গাইঘাটা থানায় জমির বায়নানামা করেছে কিন্তু টাকার থলি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ক্যাম্প বাস্তুহারা হলে আপনারা বলেন দেখতে রাজী আছি। কিন্তু আপনাদের ক্যাম্প বাস্তুহারার লিস্টএ দেখি সেখানেও আপনারা আজ পর্যন্ত বায়নানামার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন দাম নিয়ে। অথচ আপনারা সিলিং দিয়েছেন ৩৫০ টাকা, আমি বলি বাংলাদেশের সর্বত্র ৫৫০ টাকা চালু করুন। কৃষক জমি খুঁজে

নিতে পারে কিনা দেখুন। আপনারা একটা কাজ করেন, সেটা এই যে কি কোরে তাদের বেকায়দার অবস্থায় ফেলে শাস্তি দেওয়া যায় সেই কাজ করেন। এ কায়দা ইংরাজ করেছিল। আপনারাও তাই করছেন। আপনারা জেনেশুনে মনে করছেন শাস্তি দিয়ে তাদের শিরদাড়া ভেঙ্গে দেবেন। এতে কেবল ঘৃণার সৃষ্টিই হবে। আপনারা যে পথে যাচ্ছেন তাতে প্রতিটি বাস্তুহারা আপনাদের ঘৃণা করছে। তারা ভাবছে আমরা লড়াই করেছিলাম, কিন্তু আমরা শিক্ষা ও অন্ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আপনারা সার্কুলার দিচ্ছেন এবং এই সার্কুলার দিয়ে সরকারের বিপক্ষতার সৃষ্টি করছেন। তারা কি কোরে সভ্যজগতের মানুষ হয়ে থাকবে, আর না কোরে দেশের লোককে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা করছেন। তাই বলি শাস্তি দিয়ে কোন রকমে বাগে আনা সম্ভব হবে না। গতবারে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন এদের আংশিক পুনর্বাসন হয়েছে। তার জন্য মিনিস্টার্স কমিটি বলেছিলেন, প্রফুল্লবাবু তাতে রাজী হয়েছিলেন যে, স্ট্যাটিসস্টিকস দেবেন। সে, কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে কোরে সুরাহার পথে নিয়ে যেতে পারেন। এবার বাজেটে কোথাও সেই ৬০ কোটির উল্লেখ খুঁজে পাচ্ছি না। ঐ নোটে যা বলেছেন তাতে দেখছি ৫৫·১ কোটি টাকার কথা আছে। কিন্তু বাজেটে তার উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি না। এক পাতায় লেখা হয়েছে যেহেতু বাস্তুহারারা চলে যাবে, সেইহেতু ডিক্রীজ দেখান হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করি তারা যে যাবে এর জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে? কোন ব্যবস্থা ত দেখছি না। ফ্লেচার সাহেব অবিলম্বে সেখানে নিয়ে যাবার কথায় বলেছেন যে আমরা এখনও সব গড়ে তুলতে পারি নি। সেইজন্য আমরা তা স্বীকার করতে পারি না। তা যদি হয় তাহলে তাদের দুর্ভাগ্য সৃষ্টির ফলে যে আন্দোলনের চাপ পড়বে তাতে তাদের জেলে পাঠাতে হবে, পুলিস দিয়ে সায়েস্তা করতে হবে, কিন্তু এতে সুরাহা করা যাবে না।

বাস্তুহারাদের যাতে সত্যিকারের কিছু হয় সেদিকে একটু নজর দিন। তৃতীয় কথা হচ্ছে যে আপনারা বেনিফিটের কথা বলেছেন, কিন্তু এই বেনিফিটের কথায় জিজ্ঞাসা করি যে, টি বি রুগীদের আপনারা যে টাকা দিতেন তাও দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা কি মনুষ্যোচিত কাজ হয়েছে? আপনারা বলছেন যে টি বি-তে ভুগছে না অছিলা করে মিথ্যা টি বি কেস বলে টাকা নিচ্ছে। সেজন্য আপনারা বললেন স্ক্রিনিং কমিটি হবে, বোর্ড হবে এবং সেই বোর্ড থেকে পরীক্ষা করে দেওয়া হবে। তার মানে এইভাবে টি বি রুগীকে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখতে চান। অনেক জায়গায় ৬ মাস ধরে টি বি রুগী টাকা পায় না এবং কবে যে টাকা পাবে তার কোন স্থিরতা নেই। আর একটা সার্কুলারের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি দিতে বলি। এখানে অনেকে ডাক্তার আছেন, আপনারাই বলুন যে ২৪ মাস কেটে গেলে কি আর টি বি হবে না? অর্থাৎ ২৪ মাসের বেশি তাদের গ্রান্ট দেবার নিয়ম নেই—এটা কোন পদ্ধতি? এদিকে আমি আপনাদের নজর দিতে বলছি। এবং এডুকেশান গ্রান্টের কথা বলব। অপূর্ববাবু এ সম্বন্ধে বলেছেন যে আপনাদের কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হবে। উনি ল' ইয়ার হিসাবে এইসব কথা বলতে পারেন। আপনারা টাকা স্যাংশন করেন, বন্ড রেজিস্ট্রি করলে তারা তার এগ্রেমেন্টে যা কিছু সম্পত্তি ছিল সেসব এবং স্ত্রীর গায়ের গয়না বন্ধক দিয়ে বাড়ি অর্ধেক করল, কিন্তু আপনারা টাকা দিতে পারেন না। যারা সর্বস্ব খুইয়ে সমস্ত বিক্রি করে দিলে তাদের অর্ধেক বাড়ি করে আপনারা পথে বসিয়ে দিলেন। এটা যদি চিটিং কেস না হয় তাহলে কাকে যে চিটিং কেস বলে আমরা তা জানি না। এটা চিটিং চার্জ হোক বা না হোক আপনাদের কাঠগোড়ায় উপস্থিত করা হবে। অর্থাৎ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের কাছে কৈফিয়ৎ না দিয়ে আপনারা পথ পাবেন বলে কি আপনারা মনে করেন। এটা কি আপনাদের বেনিফিটের নমুনা, এটা কি আপনাদের ডেভোলাপমেন্টের নমুনা? টি বি রুগীর ২৪ মাস বলে কিছু নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না সারছে ততক্ষণ তাদের সাহায্য দিন। আপনারা বেডের কথা বলেছেন। আমাদের বনগাঁয় ৮০০ জনের মত টি বি রুগী আছে, কিন্তু একটা লোকও হাঁসপাতালের বেনিফিট পাচ্ছে না। এইভাবে ২৪-পরগনায় কয়েক হাজার রিফিউজি টি বি রোগী আছে।

এবার আমি ইন্ডাস্ট্রির কথা বলব। আমি মাননীয় ভূপতিবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি উনি বলেছেন যে, প্ল্যাস্টিকের গুড়া পাওয়া যায় না। কারণ এক্সচেঞ্জের জন্য নটবল্টু, প্ল্যাস্টিকের ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য তাদের কোন সাহায্য করা হয় না। আমরা সহযোগিতা করতে চাই, কিন্তু

সহযোগিতা সম্বন্ধে যদি মনে করেন যে, আপনাদের কাছে সারেন্ডার করা তাহলে আমরা তাকে কো-অপারেশান বলি না। ইন্ডাস্ট্রি কোথায় সম্ভব, কোথায় ম্যান পাওয়ার আছে, পোটেনসিয়ালিটি আছে, পসিবিলিটি আছে, সেসব দেখে সেই পসিবিলিটিকে রিয়ালিটিতে পরিণত করার জন্য কি করা যায় সেসব দেখতে হবে। শুধু কথায় সহযোগিতা কর বললেই ইন্ডাস্ট্রি হয় না। স্মল ইন্ডাস্ট্রি হবার সম্ভাবনা এখানে রয়েছে এবং সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন তাহলেই আমরা সহযোগিতা করব। এখানে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির পোটেনসিয়ালিটি যথেষ্ট রয়েছে। এই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে এ্যাডমিনিস্ট্রেশান সম্বন্ধে কিছু বলব। আপনারা ঐ যে জোনালের গেড়াকল করেছেন সেটা সেন্ট্রালাইজড নয় বরং কমপ্লিকেটেড সেন্ট্রালাইজেশান বলতে পারেন ডিসেন্ট্রালাইজেশান করে নি। অর্থাৎ একবার ডি এম এর কাছে যেতে হবে, একবার জোনালের কাছে যেতে হবে, আর একবার এস ডি ও-র কাছে যেতে হবে। এইরকমভাবে রাউন্ড এবাউট ওয়েতে একটা ভিসাস সার্কেল সৃষ্টি হচ্ছে। বারাসাতের বহু জায়গায় দালালের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ রিলিফ অফিসে গেলে অফিসার তার কথা শোনেন না, বলেন অমুকের মারফত এসো। বারাসাতে এর একটা ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দালাল ছাড়া সেখানে যাবার উপায় নেই। আপনাদের সেক্রেটারীয়েটে ব্রেন ওয়েভ আছে—অফিসিয়াল ক্লিক বহু রকম আছে। এক-একটা অর্ডার এক-এক সময় আসছে—সেই অর্ডারগুলি বন্ধ করতে হবে—এসব ব্যাপারে যাতে একটা কনসিস্টেন্ট পলিসি থাকে সেদিক নজর দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করবো এবং সাথে সাথে এই সাজেসান দিয়ে যাবো যে আপনারা অবিলম্বে স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ছড়িয়ে দিন, আর সিলিং যেটা করেছেন ৩৫০ টাকা তার বেনিফিট যাতে লোকে পায় তার ব্যবস্থা করুন এবং অন্যান্য বেনিফিটগুলো আপনারা কার্টেল করবেন না।

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Mahananda Halder:

মিঃ স্পীকার, স্যার, উদ্বাস্তু সমস্যা সম্বন্ধে উভয়পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয়েছে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে তা শুনলাম। বাস্তবিকই এই উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিম বাংলায় একটা জাতীয় সমস্যা, শুধু জাতীয় সমস্যা বললে শেষ করা হয় না—এই উদ্বাস্তু সমস্যাটা পশ্চিম বাংলায় একটা প্রধান সমস্যা। উদ্বাস্তুদের কিভাবে পুনর্বাসন করা যায় এই চিন্তা বা এদিকে আমাদের যত কিছু চেষ্টা হয়েছে তা সম্পূর্ণতালাভ করে নি, সরকারের পক্ষ থেকে সেকথা এখানে বলা হয়েছে। শুধু আজ নয়, যখন থেকে উদ্বাস্তুরা এদেশে আসতে আরম্ভ করে, তখন থেকে এই সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে—উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দিক দিয়ে সরকারের চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে, পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু অব্যাহতগতিতে আসতে থাকায় এ সম্বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় নি। আজ পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তুরা তেমনভাবে আসছে না ব'লে যেসমস্ত উদ্বাস্তু এখানে আছে তাদের পুনর্বাসন কিভাবে করা যায় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য বেশি ক'রে দিতে পারছি কিন্তু একথা আমরা জানি যে, তাদের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসন করা এখন সম্ভব নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্যাম্পে উদ্বাস্তুর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২ লক্ষ—এই ২ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে, বাংলা সরকার থেকে, দৈনিক ডোল বা অন্যান্য জিনিস বাবত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এই দু লক্ষ লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যদি বাংলার ভেতরে বা বাহিরে যে-কোন উপায়ে করা যায় তবে যাঁরা এখানে নিজেদের চেষ্টায় পার্টলি রিহ্যাবিলিটেটেড হয়েছে তাদের দিকে আরও বেশি দৃষ্টি দেওয়া যায়। এই বিধানসভায় আমরা সর্বসম্মত একটা নীতি বা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, দন্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু ভাইবোনদের পাঠাতে হবে। যখন আমরা এটা নিয়েছিলাম তখন আমরা জানি যে, নিশ্চয়ই তার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল সেটা আজও শেষ হয় নি। আজ পশ্চিম বাংলায় যে ভূমিসমস্যা, তাতে আমরা জানি যে, পশ্চিম বাংলার ভেতরে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের আর রাখার স্থান নেই—একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বিরোধীপক্ষ থেকে বলেছেন যে, এখানে শিল্পোন্নতি ক'রে বা এখানে এমন কিছু জমিও আছে যেখানে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং তাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সরকারের দিকে। সরকার তাঁদের সহযোগিতার

নীতিকে কখনও প্রত্যাখ্যানও করেন নি। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের আহবান করা হয়েছে যে, আসন একত্রে ব'সে এই জাতীয় সমস্যার সমাধান আমরা করি কিন্তু সহযোগিতা করার অর্থ আমরা যেটা বলব সেটা মানতে হবে তা নয়—সরকার গিভ অ্যান্ড টেক, এই পলিসি নিয়ে আমরা অগ্রসর হ'লে নিশ্চয়ই এর সুষ্ঠু সমাধান হবে ব'লে আমি বিশ্বাস করি। মাননীয় সদস্য হেমন্ত বসু মহাশয় এ বিষয়ে আজকে যে ইঙ্গিত দিলেন সত্যই তা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি—উভয়পক্ষ একত্র ব'সে এই ছিন্নমূল হতভাগ্য নরনারীদের কিভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে সম্বন্ধে সমস্ত পক্ষ মিলে ব'সে যদি একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থার কথা আমরা চিন্তা করি, তা হ'লে নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটা শুভদিন আসবে।

বস্তুতঃ আজকে এই বিষয়ে একটা সুচিন্তিত কর্মপন্থা নিয়ে কার্যে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিরোধীপক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দণ্ডকারণ্যে না পাঠিয়ে পশ্চিম বাংলার ভিতর উদ্বাস্তুদের রাখা হোক। আমি বিশ্বাস করি যে, পশ্চিম বাংলার ভিতর আর উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা করার কোন উপায় নাই। দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে সরকারপক্ষ থেকে বলা হচ্ছে —এই করা হবে, ঐ করা হচ্ছে ; আর বিরোধীপক্ষ থেকে ঠিক তার উলটো জিনিস দেখানো হচ্ছে। সরকারপক্ষ থেকে আমাদের এক বন্ধু শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস মহাশয় বলেছেন, কোন জায়গায় না গিয়ে আগে থেকে কি ক'রে বলা যাবে উন্নতি করা যাবে কিনা, আগে মানুষ গেলে তবে সেখানে উন্নতির প্রশ্ন উঠে। সুতরাং বিরোধীপক্ষ থেকে যেকথা বলা হচ্ছে, ক্যাম্পের ভিতর রেখে তাদের জীবনের উন্নতি করা ঠিক হবে না এবং বিরোধীপক্ষ যদি এভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন এই ব'লে যে, তোমাদের ওখানে যাবার দরকার নাই তা হ'লে সরকার কি ক'রে সেখানকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে পারেন? সেখানে ২০ লক্ষ লোক নিয়ে যাবার কথা—আমার বিশ্বাস, আমাদের সরকার নিশ্চয়ই সেখানে ২০ লক্ষ লোক নিয়ে গিয়ে তাদের সুষ্ঠুভাবে থাকবার ব্যবস্থা করতে পারবেন। অবশ্য একদিনে তা সম্ভব হবে না—ধীরে ধীরে এই কাজে অগ্রসর হ'তে হবে। বিশাল দণ্ডকারণ্য—সেখানে যে জঙ্গল রয়েছে সেই জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে আস্তে আস্তে মনুষ্যবাসোপযোগী ক'রে তুলতে হবে—এর জন্য অবশ্যই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কারুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলার বাইরে পাঠানো হবে না। তারা যদি নিজেরা ব্যবস্থা করতে পারে সরকারের তাতে আপত্তি হবার কোন কারণ নাই। আমি জানি এমন অনেক আছেন—শুধু ক্যাম্পবাসী নয়—বাইরেরও অনেক উদ্বাস্তু—যারা দণ্ডকারণ্যে যেতে রাজী আছে—শুধু বাংলার উপর ব'সে থেকে বাংলাদেশকে পীড়িত ও ভারগ্রস্ত না ক'রে তারা পশ্চিমবাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে যেতে প্রস্তুত আছে। সুতরাং লোকে যে যেতে চায় না তা নয়। তবে আমরা একথা জানি যে, লোকে যাতে দণ্ডকারণ্যে না যায় তার জন্য পর্দার আড়ালে একটা আন্দোলন কোন কোন পক্ষ থেকে চালানো হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি সরকারকে বলব, প্রয়োজন হ'লে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রধান তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোককে আগে সেখানে নিয়ে যাওয়া হোক। এই প্রসঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই—বিরোধীপক্ষ থেকে অনেকেই একথাটা বলেছেন—আমি জানি, অনেক উদ্বাস্তু ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছেন এবং বন্ড রেজিস্টার্ড ক'রে ব'সে আছেন হাউস বিল্ডিং লোনএর জন্য—সরকার থেকে তাঁদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। উদ্বাস্তুরা যদি সেইসব টাকা শীঘ্র শীঘ্র পান তা হ'লে সত্যিকারের কাজ হ'তে পারে। এদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি সরকারকে বলছি। দণ্ডকারণ্যে যেখানে উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাবার কথা হচ্ছে সেখানে যদি বাঙ্গালী অফিসার নিযুক্ত হয় তা হ'লে আমার বিশ্বাস উদ্বাস্তুরা উৎসাহিত হবে এবং তারা সেখানে যেতে রাজী হবে—এদিকেও আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরেকটা কথা এখানে বলতে চাই এগ্রিকালচার সম্পর্কে —আমার ধারণা পশ্চিম বাংলায় আর কর্ষণযোগ্য জমি পাওয়া সম্ভব নয়। তারপর পূর্ব বাংলার জমি পশ্চিম বাংলার জমি থেকে উৎকৃষ্টতর হওয়ার দরুন উদ্বাস্তুরা এখানকার জমি পছন্দ করে না। আমাদের বীরভূমে বহু উদ্বাস্তু নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারা সেখানকার জমি পছন্দ করে না। দণ্ডকারণ্যের সংবাদ আমরা যা পেয়েছি তাতে আমাদের বিশ্বাস সেখানে চাষোপযোগী ভাল জমি আছে। তা না হ'লে খবরের কাগজে অন্য রকম প্রচার হ'ত। সুতরাং সেখানে কৃষিজীবীদের সর্বাগ্রে যাওয়া দরকার। যারা অকৃষিজীবী তাদের জন্য শিল্পের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রধান কথা হচ্ছে, এই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে সকলের সমবেত

প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু শুধুমাত্র উদ্বাস্তু-দেরই নয়, পশ্চিম বাংলার অধিবাসী সকলেরই জীবনধারণের মান উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যাতে ক'রে আমাদের দেশ সমৃদ্ধিশালী হ'তে পারে। এই পশ্চিম বাংলায় ভূমিহীন কৃষক আছে ১৪ লক্ষ। প্রয়োজন হ'লে এই ভূমিহীন কৃষকদেরও দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যেতে হবে।

[6-40—6-50 p.m.]

সুতরাং আমি আবেদন করব, আসুন, আমরা সকলে মিলে দলমতনির্বিশেষে এই হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করি এবং শুধু উদ্বাস্তুই নয়, ভূমিহীন কৃষক, বেকার, কর্মহীন সকলের কথাই আজকে আমাদের চিন্তা করা দরকার—আমাদের উপর তাদের দাবি আছে—তারা আমাদের এখানে ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে—সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে এই দণ্ডকারণ্য প্রস্তাব আমাদের সকলেরই সমর্থনযোগ্য।

Sj. Somnath Lahiri:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি রিডিং পড়ার মত খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটি কথা আপনাকে ব'লে যেতে চাচ্ছি। বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন স্বভাবতই তাদের বাস্তু দেওয়ার সমস্যাটা সকলের আগে বাস্তুহারাদের সামনে এসে হাজির হয়। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, সেই এলাকার উদ্বাস্তুদের কি অবস্থা, সেইটা আমি মন্ত্রিমহাশয়কে জানাতে চাই। ঐ আলিপুর এলাকায় নিউ আলিপুরের সাহাপুর, দুর্গাপুর এবং মাঝেরহাট ক্যাম্প ও ৮নং চেতলা রোডের গুদামে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক বাস্তুহারা উপনিবেশ স্থাপন করেছে। সেখানকার অবস্থাটা কি, একটু অনুধাবন করুন। ৮নং চেতলা রোডে যে বস্তি আছে—এটা দশ বছর আগে গুদাম ছিল। সেই গুদামে প্রায় ১০০ ঘর বাস্তুহারা এসে বাস করছিল। সেই গুদামে তারা কিছুদিন থাকার পর, ঐ পুরানো গুদামের চালটা ভেঙ্গে প'ড়ে যায়, শুধু মেঝেটা থাকে। তারপর সেই খোলা আকাশের নিচে তাদের ছোট ছোট ছেলেপিলে নিয়ে কিছুদিন বাস করবার পর, তারা তাদের নিজেদের চেষ্টাচরিত্রে কুঁড়েঘর ক'রে বাস করছে। দয়া ক'রে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যদি সেখানে একবার পদার্পণ করেন তা হ'লে দেখতে পাবেন তাঁরা বর্তমানে সেখানে কি অবস্থায় বাস করছে। তাদের এই সমস্ত ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলি দেখলে সেই আদিম যুগের মানুষ এস্কিমোর কথা মনে পড়ে। তারা যেমন ছোট কুঁড়েঘরে বাস করত, হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকত, ঠিক তেমনি এই সকল বাস্তুহারাদের ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলিতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। কারণ ঘরের মাথাগুলি সামান্য উঁচু। এই ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘরে যে ১০০টি পরিবার বাস করছে, তাদের প্রত্যেকটি পরিবার সরকার কর্তৃক যথার্থ বাস্তুহারা ব'লে স্বীকৃত হয়েছিল; এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু ও ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি—এ'রা একথা অনেকবার বলেছেন যে, এইসকল বাস্তু-হারাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, কারণ এইভাবে কোন মানুষ সেখানে বাস করতে পারে না। কিন্তু আজ দশ বছরের মধ্যে সেখানকার একটি পরিবারও পুনর্বাসন পায় নি। তাদের বাসস্থান, হাউস লোন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয় নি। আমার এই সকল কথা বলার পরে যদি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখেন তা হ'লে সেখানকার লোকগুলি বাঁচতে পারে। আপনি দয়া ক'রে সেখানে গিয়ে দেখে আসবেন সেখানকার কি অবস্থা, মানুষ সেখানে বাস করতে পারে না।

তারপর আমি দুর্গাপুর ক্যাম্প সম্বন্ধে বলতে চাই। সেখানে প্রায় ২০০ পরিবার বাস করে। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ নানাবিধ চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সেখানকার একটি পরিবারেরও পুনর্বাসন হয় নি। প্রত্যেকবারই রিপোর্ট হারিয়ে যাচ্ছে। স্ক্রুটিনির পর স্ক্রুটিনি হচ্ছে, আবার রিপোর্ট হারিয়ে যাচ্ছে। ফের আবার রিপোর্ট হচ্ছে, আবার নতুন ক'রে স্ক্রুটিনি হচ্ছে। ফলে প্রত্যেকবারেই কিছু না কিছু পরিবার বাস্তুহারা সংজ্ঞা থেকে বাদ প'ড়ে যায়। অফিসাররা কিছু কিছু বাস্তুহারা প্রমাণপত্র সঙ্গে নিয়ে যান এবং অবলীলাক্রমে সেগুলি হারিয়ে ফেলেন। এইরকমভাবে বার বার স্ক্রুটিনি হ'লে পর, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে সেখানে আর বাস্তুহারা নেই। সুতরাং এইভাবে ব্যবস্থা করা ঠিক নয়। তিন বছর আগে দুর্গাপুর ক্যাম্পের কিছু বাস্তুহারা পোস্টমাস্টার জেনারেল অফিসের কিছু কর্মচারীর সহযোগিতায় সিরিসিতে, যেটা আমার এলাকা, সেখানে কিছু জমিজায়গা করে তাদের নিজেদের

গাঁটের টাকা খরচ ক'রে। সরকার পরে সেই জমিটা অ্যাকুইজিশন করেন। অ্যাকুইজিশন করবার সময় সরকার মেনে নেন যে, ঐ জমি যারা বায়না করেছিল, তাদের উক্ত জমিতে বসবাস করবার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেই অনুসারে অনুসন্ধান চলে এবং কয়েকটি পরিবার পুনর্বাসনযোগ্য ব'লে স্বীকৃতও হয়। কিন্তু তারপর তাদের কেস ফাইলের সমুদ্রে ঢুবে গেছে। আজ পর্যন্ত তারা বাসস্থানের কোন জায়গা পেল না। ২৫-৩০টি পরিবার তিন, চার বৎসর আগে বায়নাপত্র করা সত্ত্বেও তাদের পুনর্বাসন ঋণ দেওয়ার কাজ এক পাও এগোয় নি। আলিপুরের দুর্নীতির চক্রে তা ডবে গিয়েছে। আমি আশা করি মন্ত্রিমহাশয় এদিকে একটু নজর দেবেন।

তারপর সাহাপুর ক্যাম্পে প্রায় দুইশত পরিবার হয় গভর্নমেন্ট স্কীমে কিম্বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বায়নাপত্রের মাধ্যমে গত দু বৎসর আগে সরকারী প্লট অথবা জমি কেনার জন্য ঋণ পেয়েছেন। কিন্তু তারপর দুই বৎসর যাবৎ বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি পরিবার কোনরকম গৃহনির্মাণ ঋণ পান নি। অধিকাংশ পরিবারই কন্ট্রিবিউটরি স্কীমে ঋণ পাবার জন্য এমনকি ভিত ও জানালা পর্যন্ত স্ট্রাকচার তৈরি করিয়ে রেখেছেন, নিজেদের শেষ সম্বলটুকু তাতে খরচ করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁরা গৃহনির্মাণ ঋণ পেলেন না। ফলে সেই স্ট্রাকচার ধ্বসে পড়ে যেতে বসেছে। ঝড়ে, জলে, উড়ে যেয়ে ঐ স্ট্রাকচারগুলি নষ্ট হ'তে চলেছে এবং সরকারী জমি ক্রয় ঋণ ও বাস্তুহারাদের নিজস্ব অর্থের একটা বিরাট অংশ, সমস্ত টোটাল নিয়ে প্রায় গড়ে দেড় লক্ষ টাকা নিষ্ফল হয়ে রয়েছে। এদিকে যদি সরকার নজর দেন ঐ টাকার সদ্ব্যবহার হবে, এবং তারাও বেঁচে যাবে।

[6-50—7 p.m.]

আপনি এর জবাব হয়ত এখন দিতে পারবেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি তাঁর দপ্তরে গিয়ে যদি একটু খোঁজ করেন তাহলে উপকৃত হব। এই ক্যাম্পেরই ৭০টি পরিবার বড়িয়া মৌজায় জমিদার আনুবালা দেবীর সঙ্গে বায়নাপত্র করে, সাড়ে তিন বছর আগে ৪৫টি পরিবারের কেস স্যাঙ্কসন হয়। তাও দেড় বছর আগের কথা। কিন্তু সরকার ঋণদান না করায় গরীব বাস্তুহারা-দের বায়নার জন্য অগ্রিম ১,৭৫০ টাকা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ জমিদার সরকারী দীর্ঘসূত্রী নীতির সঙ্গে পাল্লা দিতে রাজী হননি। এর ফলে দেখা যায় প্রায় শতাধিক পরিবার যথার্থ বাস্তুহারা হওয়া সত্ত্বেও তারা বাস্তুহারা বলে স্বীকৃত হননি।

তারপর মাঝেরহাট রিফিউজি ক্যাম্প সম্বন্ধে আমি বলতে চাই। সেখানে ২০০টি পরিবার বাস করে, তার মধ্যে ১৩৭টি পরিবার কম্পিট্যান্ট অথরিটি যথার্থ বাস্তুহারা বলে স্বীকৃত হয়েছে। সন্তোষপুরে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত তা পালন করা হয়নি। মাত্র ৪৫টি পরিবার জমি কেনবার ঋণ পেয়েছেন বেহালার বিভিন্ন জায়গায় বায়না পত্রের মারফত। কিন্তু গৃহ নির্মাণ ঋণ তাঁরা পাননি। সুতরাং তাদের বায়নার টাকা নষ্ট হয়ে যাবে। আর বাকি উদ্বাস্তু পরিবারের ভাগ্য শূন্যে ঝুলছে। সরকার ভাল করতে না পেরে, মন্দ করছেন। সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে না পারলেও এই সমস্ত বাস্তুহারাদের বিরুদ্ধে নোটীস জারী করে ক্যাম্পগুলি দখলের জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা করছেন। তাঁরা ঠিক করেছেন যেহেতু তারা কোর্টের মারফত না এসে নিজেরাই জমি দখল করে বসবাস করছেন, সুতরাং তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাদের বাস্তুহারা বলে স্বীকার করলেন, তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে স্বীকার করলেন, অথচ তাদের জায়গা না দিয়ে, টাকা না দিয়ে, তারা যেখানে কোনরকমে মাথা গুঁজে আছে, যেখান থেকে তাদের তাড়াবার ব্যবস্থা করছেন। তরুণবাবু যদি সেখানে একবার দয়া করে যান, তাহলে দেখতে পাবেন সেটা গোয়ালেরও অধম, যেখানে এই মানুষগুলি বাস করছে। আপনারা যদি সেখান থেকে তাড়ান, তাহলে তারা যাবে কোথায়? কোথায় তাদের সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ভাল জায়গায় বসাবার ব্যবস্থা করা উচিত, না, সেখানে কেবল উৎখাত, ক্ষতিপূরণ, নোটীস জারী প্রভৃতির ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করছেন। আমি বলি তাদের ভাল যদি করতে না পারেন, অন্তত মন্দ করবেন না। তাদের উপর যে নোটীস জারী হয়েছে সেটা প্রত্যাখ্যান করবার ব্যবস্থা করুন।

তারপর আমি ৬৬ নং শীল ঠাকুরবাড়ী রোড সম্পর্কে বলছি। সেখানে ৩০টি বাস্তুহারা পরিবার পরিত্যক্ত মুসলিম বস্তীতে বাস করে। কমপিটেন্ট অথরিটি তাদের প্রায় সকলকেই বোনা ফাইড রিফিউজি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তার মধ্যে ১০টি পরিবার সরকারী প্লটে জমি অথবা বায়না পত্রের ফলে জমি কেনবার ঋণ পেয়েছেন। এখানেও সাহাপুর ক্যাম্পের মত কেহই গৃহ নির্মাণ ঋণ পাননি। ১৫টি পরিবার বাস করছে একটি ভাঙ্গা বাড়ীর ধ্বংস স্তূপের মধ্যে। তিন বছর আগে বাড়ীটা ধ্বসে পড়ে যায়। এই পরিবার কয়টি যেখানে বাস করছিল সেটাও সম্প্রতি ধ্বসে পড়ে যায়। সরকার মেহেরবানী করে তাদের মাথায় একটা তাঁবু দিয়ে দেন এবং সেই তাঁবুটা ছাদের কাজ করছে। কিন্তু তাও আজ তিন বছরের রোদ্দুরে, বৃষ্টিতে ফুটি-ফাটা হয়ে গিয়েছে। আমার অনুরোধ তাদের সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র বাসস্থানের বন্দোবস্ত করুন। নইলে সেখানকার মানুষগুলি মারা যাবে।

আর একটা জিনিস হচ্ছে—তাদের মধ্যে কয়েকটি পরিবার মাঝেরহাট ও সাহাপুর ক্যাম্পের কয়েকটি পরিবারের একত্রে জমিদার ননীবালা দেবীর সঙ্গে তিন বছর আগে বায়নাপত্র করে এবং তিনটা কেসও স্যাংশন হয়। কিন্তু তাদের টাকা না দেওয়ার নীতির ফলে তাদেরও প্রায় ৫০০ টাকা নষ্ট হয়ে যাবে।

এটা একটু আপনাদের চিন্তা করা দরকার যে বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সোদপুর পশ্চিম ও পূর্বে যে সমস্ত প্লট বাস্তুহারারা পেয়েছে তারা সেখানে নিজের খরচায় বা লোন পেয়ে বাড়ী করবেন কিন্তু তাদের বাড়ীর প্ল্যান মঞ্জুর করার ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটি অত্যন্ত টালবাহানা করছে। মিউনিসিপ্যালিটি আপত্তির কারণটা কি দেখাচ্ছেন তারা বলছেন যে জমির জন্য প্রাপ্য বকেয়া ট্যাক্স সরকার না দিলে অর্থাৎ যে ট্যাক্স সরকার অ্যাকুইজিশন করার পরে ধার্য হয়েছে তা না দিলে মিউনিসিপ্যালিটি মিউটেসন করতে রাজী নয়। কিন্তু ট্যাক্স সরকারের দেবার কথা। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে সরকার একটা ব্যবস্থা করে এদের অন্ততঃ বাড়ীর প্ল্যানটা গভর্নমেন্ট ট্যাক্স ঠিকমত না দেবার অজুহাতে মঞ্জুর না হয় এই বিষয় একটু দৃষ্টি দেবেন। এই সমস্ত কথা আমি শেষবার তরুণবাবুকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এই কয়েকটি ক্যাম্পের ব্যাপার নিয়ে আমি যে দিন থেকে এম এল এ হয়েছি সেদিন থেকে প্রতি বৎসরে বার তিনেক করে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে এবং রিলিফ অ্যান্ড রিহাবিলিটেশন কমিশনার-এর সঙ্গে মিটিং করেছি। মিটিং করতে প্রফুল্লবাবু খুব রাজী হন এটা তাঁর প্রধান গুণ কিন্তু মিটিংএর ফল প্রসব করতে এই এত দিনেও আমি কিছু দেখলাম না এবং কত বৎসরে যে হবে তাও বলতে পারি না কিন্তু আমি করজোড়ে অনুরোধ করবো যে দয়া করে আপনারা দুইজন এর ব্যবস্থা করে এদের বাঁচান নইলে কাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি এই রকম হামেসা রোদে বৃষ্টিতে পুড়ে অপঘাতে মারা যাবে এবং তাতে আপনাদেরই পাপ হবে।

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই এই উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে ঐ একটা কোম্পানীর লালবাতি জ্বালার খবর দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি—সেই কোম্পানিটা হচ্ছে এইচ বি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। এই কোম্পানিটার উপর দায়িত্ব ছিল যে সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কীমএ যে টাউনশিপ গড়ে তোলার কথা ছিল, সরকারের তরফ থেকে জমি অ্যাকুইজিশন করা হবে আর এরা সেই সমস্ত জমি ডেভেলপ করে সেই জায়গায় যাতে পুনর্বাসন হয় তার বন্দোবস্ত করবেন। এখন তারা সেখানে সরকারের তরফ থেকে যে অ্যাকুইজিশন ল্যান্ড সেই জমি তারা পেয়েছেন, কিছু কিছু ডেভেলপমেন্ট করেছেন অর্থাৎ রাস্তা খানিকটা হয়েছে খানিকটা হয়নি, জলের বন্দোবস্ত হয়েছে কিন্তু সাপ্লাই করা হয়নি, ড্রেনটা ভাল করে হয়নি, এ হেন সময়ে কোম্পানি লালবাতি জ্বাললো, অর্থাৎ কোম্পানি লিকুইডেশনএ গেল। সেই কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডএর চেয়ারম্যান হোল আমাদের এক্স-কংগ্রেস এম এল এ ফণিভূষণ মুখার্জী। এখন অবস্থাটা হোল এই যে সেখানকার যারা প্লট হোল্ডার তারা টাকা দিয়ে দিয়েছে, কোম্পানি এদিকে তো ডকএ উঠলো অথচ তাদের ডিড পাবার কোন বন্দোবস্ত হল না। রাস্তাঘাট ঠিকমত হল না, জলের ব্যবস্থা হল না এবং অন্যান্য জায়গায় বিশেষ করে 'সি' ব্লকএ যেখানে উদ্বাস্তুদের বসার কথা ছিল সেখানে ঘরবাড়ী এখনও তৈরি হল না। আমরা বুঝতে পারি না এই কোম্পানিকে কি করে সরকারের যে দেয় টাকা তা কি করে পরিশোধ করে

দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে সকারের এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার কথা। ও'রা বারবার বলেন যে দণ্ডকারণ্যে কাউকে জোর করে পাঠানো আমাদের নীতি নয়। আমরা গণতান্ত্রিক সরকার এই গণতান্ত্রিক কায়দায় আমরা আমাদের বক্তব্য রাখি এবং গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে আমরা সকলকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে চেষ্টা করছি। কিন্তু ও'রা গণতান্ত্রিক কায়দায় দণ্ডকারণ্যের বিরুদ্ধে যে মনোভাব ব্যক্ত করার পথে গণতান্ত্রিক উপায়ে যে ল্যাং মারছেন সেটা একটু আপনাদের বলি। সেই গণতান্ত্রিক কায়দায় বাধা দেবার প্রথম হচ্ছে অনেকেই বলেছেন, ডোল কেটে দেওয়া অর্থাৎ সেই পরিবারের একজন যদি জেলে যায় তার ডোলটি বন্ধ করে দিলেন.—ওটা গণতান্ত্রিক উপায়েই হয়। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে, কেউ যদি দুপুর বেলায় না থাকে অর্থাৎ কোন মিটিং বা সভায় যোগদান করতে যায় তাহলে তিনি গর হাজির বলে প্রমাণিত হলেন। তারপর আরও সাংঘাতিক হচ্ছে যে ওমেনস ক্যাম্প নামে একটা ক্যাম্প আছে। যেখানে স্ক্রিনিংএর নামে যাদের কেউ নেই বলে ধরা হয়েছে বা স্বামী অথর্ব বা খুব অল্প রোজগার করে এরাই তাদের আগে সেই সব ক্যাম্পএ নিয়েছেন। কিন্তু আজকাল যেহেতু এইসব গণ্ডগোল হচ্ছে তখন স্ক্রিনিংএর নামে যদি কাহারও স্বামী জীবিত থাকে অথচ ইনভ্যালিড বা কম রোজগার করে তাদেরও ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে দেবে বলা হচ্ছে।

[7—7-10 p.m.]

এবং তার ফলে হয়েছে কি? সেটা হচ্ছে সিঁদুর মুছা সধবা—সিঁদুর মুছার একটা কমপিটিশন চলেছে কারণ সিঁদুর যদি মুছে না ফেল এবং স্বামী বেঁচে আছে এটা যদি প্রমাণ হয় তাহলে ক্যাম্প থেকে বার করে দেবে। তাই মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তাদের আত্মীয়-স্বজনকে যদি সধবা অবস্থায় সিঁদুর মুছতে বলা হয় তাহলে কি রকম লাগে? কিন্তু স্ক্রিনিংএর নামে এই জিনিস চলেছে, গণতান্ত্রিক কায়দা চলেছে অথচ এদের বলা হয় দণ্ডকারণ্যে যারা যাবার বিরোধী তাদের তো আমরা কিছু করছি না? বাধা দিচ্ছি না? আজও কি করেছেন? বলা হয়েছে ৬ মাসের ডোল দেওয়া হবে—অর্থাৎ ৩০০ টাকা অথচ অন্যান্য রিফিউজিদের ৩ হাজার করে টাকা দেন পুনর্বাসনের জন্য খরচ করেন, রাজস্থানে গেলে ৪½ হাজার টাকা খরচ করছেন কিন্তু যেহেতু তারা দণ্ডকারণ্যে যেতে চাচ্ছে না তাই ৩০০ টাকা দিয়েই তারা বিল্বপত্র শুকিয়ে দিলেন। একটু আগে তরুণবাবু রিফিউজীদের অনবরত ভাই ভাই বলছিলেন যেন নিজের মার পেটের ভাই কিন্তু দণ্ডকারণ্যে যাবার বিরোধী যারা তাদের কি অবস্থা? সোনারপুর ৫ নং ক্যাম্পএ আমি যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেই গোড়ায় যেহেতু তারা দণ্ডকারণ্যে যেতে চায় না সেই হেতু টি বি রোগীর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয়নি, মারা গিয়েছে সুখবালা ভাকুয়া—ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে। গৌরাঙ্গ রায়ের ছেলে মারা গেছে ৫ নং ক্যাম্পএ ৯ তারিখে। এদের অপরাধ কি? এদের চিকিৎসা করা হয়নি কেন? যেহেতু তারা দণ্ডকারণ্যে যেতে চায় নি। এই ক্যাম্পএ ৬৪টি পরিবারের মধ্যে ৪৬টি পরিবারের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা শেষ ডোল পেয়েছে ২৬এ জানুয়ারি এর পর আর কোন ডোলের ব্যবস্থা নাই। কম্বল বিলি করা হয়েছে কিন্তু ৪৬টি পরিবারকে দেওয়া হয়নি কারণ দণ্ডকারণ্যে যেতে চায় নি। আপনারা অন্ততঃ একথা বলুন যে যারা আপনাদের মতের বিরোধিতা করার, যারা দণ্ডকারণ্যে যেতে চায় না অরণ্যে প্রবেশ করতে চাইবে না—তাদের একেবারে টাইট করে দেবার জন্যই চেষ্টা করবেন। একদিকে বড় বড় কথা বলবেন গণতন্ত্রের কথা বলবেন, রিফিউজিদের ছোট ভাইবোন বলবেন আর একদিকে ডোল বন্ধ করে দিবেন ৮ টাকার জায়গায় ৬৪ নয়া পয়সা করে দেবেন ক্যাম্পএ ডোল বন্ধ করে দিবেন, ডাক্তারের ব্যবস্থা করবেন না কম্বল দিবেন না—যারা যেতে চায় না, আর মুখে ভাই ভাই রোজ রোজ বলবেন—এটা আর করবেন না

দ্বিতীয় কথা—স্কোয়াটার্স কলোনি সম্পর্কে এরা এখনও বার রেখেছে ১৯৫০ সালের আগে কারা এসেছে আর পরে কারা এসেছে—আগে যদি মনে থাকতো ভাল নইলে কোন্ কোন্ কলোনী রেগুলারাইজ করবে কি করবে না—তার লিস্ট দিয়েছেন। ১৯৫০ সালের পরে যদি এসে থাক, কোন প্লট যদি দখল করেও থাক উদ্বাস্তু হলেও সরকারের কিছু করার নাই। এই প্লট থেকে তোলার ব্যস্ত কি জন্য? এই প্লট থেকে তোলা কি জন্য? একটু আগেই বলেছেন যে বেশি টাকা পাইয়ে দেওয়া যায় তারই বন্দোবস্ত করে দেওয়ার জন্য। এবং এই রেগুলারাইজ ঠিকমত হচ্ছে না বলে দিনের পর দিন টেনে চলেছেন বলে একটি ডিপার্টমেন্ট রেখেছেন স্কোয়াটার্স

কলোনী ডিপার্টমেন্ট তাতে খরচ হচ্ছে ৭।৮ লক্ষ টাকা বছরে। ১৯৫০ সালে এসেছে কি পরে এসেছে এসব তারতম্য না করে যারা জমি দখল করে আছে তাদের যদি স্বীকৃতি দেন তাহলে কোন হাঙ্গামা থাকে না—কিন্তু ওরা গোঁ ধরে আছেন, এর মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করতে চান এবং এই করে মালিককে কিছু বেশি পাইয়ে দিতে চান।

তারপর ওখানে কিছু কিছু ডেভেলপমেন্টএর কাজ আরম্ভ হয়েছে কিন্তু অন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা উদ্বাস্তুদের দেওয়া যায় যেমন হাউস বিল্ডিং লোন থেকে আরম্ভ করে আরও যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় পুনর্বাসনের সেসব কিছু তাদের দেওয়া হয় না। আপনারা বার বার বলেন সহযোগিতা করুন তো সহযোগিতা করবো? এদের ডোল কাটতে সহযোগিতা করবো? এরা বিনা চিকিৎসায় যাতে মারা যায় তাতে সহযোগিতা করবো? আপনাদের কিসের জন্য সহযোগিতা করবো?

তার পর সর্বশেষে, নেপালবাবু কয়েকদিন আগে এখানে হেরোভাঙ্গার কথা তুলে অনেক মিথ্যার অবতারণা করেছেন—হেরোভাঙ্গায় নাকি হাড় ভাঙ্গার অবস্থা হয়েছে। ঠিকাদার নাকি বামপন্থীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বামপন্থী কাগজ 'স্বাধীনতা'য় অনেক টাকা দিয়েছেন। আমরা খবর নিয়ে দেখলাম—তিনি বামপন্থীদের ধার কাছ দিয়েও ঘেঁষেন না, তিনি পুরাপুরি কংগ্রেসের সমর্থক। শুধু তাই নয়, ঠিকাদারের সঙ্গে তাঁদের টাকার বখরা আছে।
[a voice from the Congress, open enquiry
করা হোক।]
এনকোয়ারি ক'রেই বলছি—একথা সকলেই জানে—ঠিকাদারী পেতে হ'লে টাকার একটা বখরা দিতে হয়। আজ টাকার সেই বখরায় গণ্ডগোল হয়েছে ব'লেই ঠিকাদারকে বামপন্থী দলে ঠেলে দেওয়ার এই অপচেষ্টা। গ্রাম্যভাষায়ঃ

দিলে থুলে বড়দি,
আর তা নইলে ঠেঙা দি।

আসল কথা, ঠিকাদারের সঙ্গে বখরায় মিলে নাই, সেজন্য এনকোয়ারি যদি হয় এবং তাতে যদি উল্টোটা প্রমাণ হয় আমি (অঙ্গুলিনির্দেশে কংগ্রেস বেঞ্চকে দেখাইয়া) আপনাদের পক্ষে ভোট দিব। [হাস্য] আপনারা জেনে রাখুন ঐ অফিসারের আপনারা কিছুই করতে পারবেন না, তিনি এখন যে বেঞ্চে আছেন সেখান থেকে উপরের বেঞ্চে উঠবেন, তাঁর বরং উন্নতিই হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দুর্নীতির কথা তুলে বলা হয়েছে, ৩০ লক্ষ টাকা হেরোভাঙ্গায় অপব্যয় হয়েছে, ঐ রকম সর্বত্রই তো হচ্ছে। সোদপুর কলোনিতে দেখেছি বহু টাকা ব্যয় হয়েছে কাজ কিছুই হচ্ছে না। সেইজন্য বলি, দণ্ডকারণ্যে যদি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় তা হ'লেই কি ভাল কাজ হবে? দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে ও'রা যেসমস্ত যুক্তি খাড়া করেছেন সেসমস্ত যুক্তির মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে চাই দণ্ডকারণ্য পরে হবে, এখন এই বাংলাদেশের মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্বন্ধে যতটুকু করা সম্ভব সেইটুকু আগে করুন। নেপালবাবু যে বলেছেন, হেরোভাঙ্গায় দুর্নীতি—দুর্নীতি কি শুধু হেরোভাঙ্গায়—দুর্নীতি সর্বত্র—কর্বাঙ্গেই ঘা। এই দুর্নীতি যদি বদলাতে হয় তবে গভর্নমেন্টকে পাল্টাতে হবে, নইলে এ দুর্নীতি রোধ করবার কোন সম্ভাবনা নাই। সর্বশেষে বলছি, দণ্ডকারণ্যের যে পরিকল্পনা আপনারা করেছেন, যদি সত্যিকারের পুনর্বাসন সেখানে আপনারা চান এবং সে সম্পর্কে যদি বিরোধীদলের সহযোগিতা ও সাহায্য চান তা হ'লে একত্র বসুন, ব'সে দেখুন কি ক'রে কি করা যায়। তা নইলে মাঠে, বাজারে, সভায় ছুটে ছুটে উদ্বাস্তুদের ভাইবোন ব'লে ডাকা শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু তাদ্দ্বারা উদ্বাস্তুদের কোন কিছু করা যায় না।

[7-10—7-20 p.m.]

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আজকে যেসমস্ত বক্তৃতার মাধ্যমে সদস্যগণ কর্তৃক যেসব অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটার উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু যেসমস্ত তথ্য আজকে আমার কাছে রয়েছে তা থেকে কিছু কিছু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রথমে সোমনাথবাবু যেসমস্ত কথা বলেছেন, তার কয়েকটা জিনিসের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। আলিপুর ক্যাম্প, সাহাপুর ক্যাম্প বা নিউ আলিপুর ক্যাম্প যেটাকে বলে—সেখানে ৪১১ জন অকুপ্যান্টএর মধ্যে ২৩৩ জন তাঁদের রিফিউজি ক্যারেকটার প্রুভ করতে পেরেছেন, বাকি যাঁরা তাঁরা পারেন নি। তাঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। সেই ২৩৩ জনের মধ্যে ১৫০ জনের অল্টারনেটিভ অ্যাকোমডেশনের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়েছে, ৬ জন নিজেরা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছেন, আর ৭৭ জনের ফ্যামিলি ল্যান্ড পারচেজ লোন পেয়েছেন গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড স্কীমে। তারপর চেতলা রোড গোডাউনএর কথা যে বলেছেন—সেখানে ১৪৬টি ফ্যামিলি লেজিবল্ ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, রিফিউজি ব'লে প্রমাণিত হয়েছে—তাদের সম্বন্ধে যা যা দেবার তা দেবার চেষ্টা করছি। কলিকাতা শহরের কাছাকাছি ল্যান্ড পাওয়ার বিষয়ে আমাদের চেষ্টা থাকবে সব সময়ে যাতে তাদের কলিকাতার কাছে দিতে পারি; কিন্তু কলিকাতার কাছে পাওয়া শক্ত ব'লে দেরি হবে। দুর্গাপুর ক্যাম্পের সম্বন্ধে তাদের ১৯৫ জন অধিবাসীর মধ্যে ৭৫টি ফ্যামিলির ডিসপ্লেসড ক্যারেকটার প্রুভ করেছে। গড়িয়া গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড স্কীমে কয়েকজন কলিকাতার আশপাশে চাইছেন। তাতে দেরি হবে। আর তিনি একটা বলেছিলেন যে, রিফিউজিদের উপর কেস করা হয়েছে। এই ব্যাপার নিয়ে বলছি সেখানে ১৫২ জনের মধ্যে ১২৯ জন রিফিউজি। একটা হেল্‌থ সেন্টার করার ব্যাপারে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের রিকুইজিশন করা একটা বাড়ি দখল ক'রে বসেছিল—

under the mandatory provision of section 4 of Act XVI of 1951, Competent Authority has started enquiries for fixing rates of Compensation for unauthorised occupation of the premises, and the next date of hearing is 5th March 1959.

এই ব্যাপারে আমাদের সরকারের তরফ থেকে ও রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে কিছু করবার নেই। আজ তিনি যা বলেছেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে যদি কিছু সম্ভাবনা থাকে তা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

অজিতবাবু মুসলমান বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। এ সম্বন্ধে কিছু উত্তর দরকার। আমাদের পশ্চিম বাংলায় সবসুদ্ধ ৩৫,৩৪৯টা ক্লেম ফাইল করেছে মুসলমান—যারা পশ্চিম বাংলায় ফিরে এসেছে। তার মধ্যে ১২,৫৫৪টা বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ২২,৫৪৭টা কেস রিজেক্ট করা হয়েছে এবং এর একটা কারণ তারা এক্সচেঞ্জ ক'রে চ'লে গিয়েছিল। অতএব মুসলমান বাস্তুহারা যারা এখান থেকে চ'লে গিয়েছিল বা পরে ফিরে এসেছে তাদের দখল সম্বন্ধে যে কিছু করা হচ্ছে না একথা বললে ভুল বলা হবে। বার হাজারের উপর রেস্টোর করা হয়েছে—১২,৫৫৪টা ফ্যামিলিকে রেস্টোর করা হয়েছে।

অজিতবাবু আর একটা কথা বলেছেন যাদের ক্যাম্প থেকে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র রাখা হয়েছে তারে তিন মাসের বেশি ডোল দেওয়া হয় না। তিনি গোবরডাঙ্গার কথা উল্লেখ করেছেন। আমার কাছে গোবরডাঙ্গার লোকেরা এসেছিল, হয়ত কোন কোন জায়গায় হয় নি। ৩ মাসের পরে যদি তাদের লোন পাওয়ায় বাকি থাকে—এস টি লোন, ল্যান্ড পারচেজ লোন পাওয়ায় বাকি থাকে—তা হ'লে তাদের ডোল দেওয়া হয়। অতএব যদি তিন মাসের মধ্যে লোন পাচ্ছেন না জানালে তার বন্দোবস্ত করা হবে। তিনি ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে যা বলেছেন সে সম্বন্ধে বলতে পারি যে, ডেভেলপমেন্ট ৫টা রুর‍্যাল কলোনির নিশ্চয় পুরোপুরি হয়েছে

according to development committee prescribed form

রিফিউজি বসবার আগে সাধারণ ডেভেলপমেন্ট প্রত্যেকটি কলোনির করা হয় জলের বন্দোবস্ত করা থেকে আরম্ভ ক'রে। তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে আমাদের রুর‍্যাল কলোনির ডেভেলপমেন্ট অনেক করা দরকার এবং এখন পর্যন্ত সে কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে।

তারপর টি বি রোগীর টাকা বন্ধ করা সম্বন্ধে যা বলেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে একমত। টি বি রোগীদের কোন কারণে টাকা বন্ধ করার মানে হয় না। যদি সরকারের যে মেসিনারি তাতে অনেক সময় দেখি যে, machine has no heart

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে, স্ক্রীনিং হউক বা যে-কোন কারণেই হউক টাকা বন্ধ হওয়া তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক। তবে এটা জানেন যে, ভারত-সরকার থেকে স্ক্রীনিং

কমিটি ক'রে দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত টি বি রোগীদের স্ক্রীনিং কমিটি ব্যবস্থা টাকা যাতে পাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত হবে।

খগেনবাবু যে কথা বলেছেন—টি বি রোগীদের মৃত্যুর সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের যোগাযোগ করা ঠিক নয়। দণ্ডকারণ্যের নূতন টি বি রোগীদের নেওয়ার পরিকল্পনা নাই। অতএব টি বি রোগী মারা গেলে তার খবর নেওয়ার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।

এর পর আমি আর একটা কথা বলব। (শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেনঃ গ্রান্ট কবে পাবে?) স্ক্রীনিং ক'রে গ্রান্ট যত শীঘ্র হয়ে যাবে তত শীঘ্র গ্রান্ট দেবার ব্যবস্থা হবে এবং এ সম্বন্ধে যাতে আরও ত্বরান্বিত হয় সে সম্বন্ধে চেষ্টা করা নিশ্চয় হবে। স্যাংশনের টাকা দেওয়া হয় না এবং বায়নানামা সম্বন্ধে অপূর্ববাবু বলেছেন, হরিদাসবাবুও এ সম্বন্ধে বলেছেন। তাঁদের দুজনের উত্তর একসঙ্গে দিতে চাই। আজ পর্যন্ত ৩৯ হাজার বায়নানামার অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে ১০ হাজার অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট করা হয়েছে। ২১ হাজার অ্যাপ্লিকেশন যা রিজেক্ট করা হয় নি তার মধ্যে ১৬ হাজার অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে এবং বাকি ৫ হাজারের মতন কনক্লুড করা হয় নি—
it is under investigation
১৯৫৮-৫৯ সালে ৩ হাজারের উপর বায়নানামা কেস স্যাংশন করা হয়েছে এবং ২ হাজার ১০০টা বায়নানামা করার পর তারা ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে মুভ ক'রে সাইটএ চ'লে গেছে। অতএব বায়নানামা কেস সম্বন্ধে যে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই যে, এ সম্বন্ধে আমরা একটা জিনিস ঠিক ক'রে রেখেছি যে, বায়নানামা চাইলেই আমরা সেটা স্যাংশন করি না। কারণ বায়নানামা নিয়ে যেখানে উদ্বাস্তুভাইরা যাবেন সেখানে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হ'তে পারে কি না পারে সেসব অনুসন্ধান না ক'রে আমরা স্যাংশন করছি না। অর্থাৎ আজ আমাদের নীতি হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত যদি না থাকে তা হ'লে আমরা বায়নানামা কোন স্যাংশন করি না। এই সঙ্গে আমি আর একটা কথা বলব যে, বাড়ি করবার জন্য কন্ট্রিবিউটরি স্কীমে সরকার কিছু টাকা দেন। এ সম্বন্ধে বলতে চাই যে, ১৯৫৮-৫৯ সালে কন্ট্রিবিউটরি স্কীমে কোন টাকা আমাদের ছিল না বা নন-ক্যাম্প রিফিউজিদের জন্য কোন টাকা আমাদের ছিল না। এখানে সোমনাথবাবু যেকথা বলেছেন তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, অর্ধেক বাড়ি ক'রে ফেলে রাখা উচিত নয়। এখন টাকা স্যাংশন করা হচ্ছে না ব'লে এই অবস্থা হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা যে জিনিস চিন্তা করেছেন, আমরাও সে বিষয়ে ভারত সরকারকে জানিয়েছি। ১৯৫৯-৬০ সালের যে বাজেট অর্থাৎ এই বাজেট তার মধ্যে কিছু টাকা নন-ক্যাম্প রিফিউজি এবং কন্ট্রিবিউটরি স্কীমএর জন্য ভারত-সরকার বলেছেন যে, তাঁরা দেবেন। অতএব আমরা আশা করি যে, এই জিনিসগুলি আমরা ভবিষ্যতে করতে পারব। এখানে স্কোয়াটার্স কলোনি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হরিদাসবাবু বলেছেন, এক-সঙ্গে কতকগুলি জায়গায় অর্পণপত্র দেওয়া হচ্ছে। আবার পুলিস থেকে লোকও আসছে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, যাঁরা স্কোয়াট করেছেন তাঁরা রিফিউজি প্রমাণ করতে পারেন নি।

[7-20—7-30 p.m.]

তাদের এগেনস্টেও যাচ্ছে। সেজন্য তিনি যা বলেছেন তা নয়। আমি একথা বলতে চাই যে, যেসমস্ত স্কোয়াটার্স কলোনি আমরা রেগুলারাইজ করেছি ঐ সিলিংএ থাকার ফলেতে সেখানে যদি এইরকম কোন কেস হয়ে থাকে তা হ'লে নিশ্চয় সে সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করা হবে। (শ্রীনিরঞ্জন সেনঃ এখনও যে ৫টা স্কোয়াটার্স কলোনি বাকি আছে।) সিলিংএর মধ্যে তারা পড়ছে না। সরোজবাবু কেলেঘাই, মেদিনীপুরের চান্দীপুর সম্বন্ধে অনেক বলেছেন। কেলেঘাই সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, এখানে সমস্ত জমি সরকার থেকে নেওয়া হয় নি, কারণ যে জমিটা আমরা পেয়েছি তার মধ্যে বেসরকারী জমি থাকার ফলে এখনও কিছু বন্দোবস্ত করা হয় নি। তবে আমি বলব যে, যত শীঘ্র সম্ভব সমস্ত জমি নিয়ে একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। চান্দীপুরে একটা সাইক্লোন হয়েছিল সেই সাইক্লোনে যেসমস্ত বাড়ি ড্যামেজড হয়েছে তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার চেষ্টা হচ্ছে। এখানে যতীনবাবু যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তাঁকে কীর্তিনগর কলোনি সম্বন্ধে জানাই যে, ৪০০টা স্কোয়াটার্স করেছিল—তার মধ্যে ১০০টা এল পি লোন নিয়ে চলে গেছে এবং বাকি ৩০০টা যারা রয়েছে

তাদের সেখানে জমি অ্যাকোয়ার ক'রে বসাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সালানপুর সম্বন্ধে আমি বলতে পারি, সেখানে যে তিনটি রিফিউজি ক্যাম্প ছিল সেই ক্যাম্পে ডোল হিসাবে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেখানের জমির উন্নতি করার জন্য এবং সেখানে একজনও রিফিউজি নেই একথা বললে ভুল বলা হবে —৫৪ জন রিফিউজি সেখানে আছেন তাঁরা পেয়েছেন। জীবানন্দ ভট্টাচার্য এবং মেজর ব্রহ্ম সম্বন্ধে যেকথা বলেছেন সে সম্বন্ধে আমি জানাতে চাই যে, জীবানন্দ ভট্টাচার্য is one of the most efficient officers সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি আশা করি শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার, তাঁর সম্বন্ধে সবাইএর একটা আইডিয়া আছে যে, তিনি কি ধরনের অফিসার। তিনি নিজে অন্য কোন লোকের সম্বন্ধে বিশেষ বলেন না—জীবানন্দবাবুর সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, যদি সম্ভব হয় তা হ'লে তাঁকে ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টএ নিয়ে আসতে পারা যায়। একটা কথা আমি বলতে চাই—পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাঁকে রেকমেন্ড করেছিলেন he did not conform to all the requisite things that we wanted from them অতএব আমরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানিয়েছিলাম যে, আমরা যেরকম লোক চাই সেরকম লোক যদি পাওয়া যায় তা হ'লে আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে গ্রহণ করব এবং তাঁরা যাঁকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। আর মেজর ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলতে চাই যে, তিনি আমাদের ওখানে অনেকদিন ধরে রয়েছেন এবং তাঁর বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর একজনের নাম রেকমেন্ড করেছিলেন কিন্তু যেহেতু আমাদের ডিসিসন হয়েছে জুলাই ৩১এর মধ্যে ক্যাম্প বন্ধ ক'রে দেওয়ার সেহেতু মেজর ব্রহ্মকে আর আমরা সরাতে চাই না। তাঁর এ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। এখানে রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার শ্রীশম্ভুনাথ ব্যানার্জির সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আমি একটা কথা বলব যে, শ্রীশম্ভু ব্যানার্জি নবেম্বর ১৯৫৭ সালে এই ডিপার্টমেন্টের অ্যাডিশনাল আর সি রূপে জয়েন করেছিলেন। এক বছর ধরে তিনি যে কাজ করেছেন ঐ ডিপার্টমেন্টের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, তাঁর কার্যে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি, যার ফলে আমাদের রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার আগে যিনি ছিলেন মিঃ রায়চৌধুরী, তিনি ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টে চ'লে গেলে আমরা এঁকে রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার করি। তাঁর সম্বন্ধে যেসমস্ত কথা ভেগলি বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলব যে, যেসমস্ত কর্মচারীরা এখানে উত্তর দিতে পারেন না তাঁদের সম্বন্ধে এসমস্ত কথা বলার প্রয়োজনীয়তা কি আছে? আপনাদের প্রোটেকশন আছে, এই হাউসে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন কিন্তু আমি অনুরোধ করব যে, আপনাদের এখানে একটা প্রোটেকশন সেফটির অ্যাডভান্টেজ আছে। অতএব আপনারা এসমস্ত জিনিসগুলি আরও পরিষ্কার ক'রে, ২।১টা কেস যদি পাঠান তা হ'লে আমরা নিশ্চয়ই সেগুলি অনুসন্ধান করব। এখানে হেমন্তবাবু, সুরেশবাবু এবং গোপালবাবু যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার অনেক উত্তর আমার এ সমস্ত গুলির মধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। একটা জিনিস আমি শেষকালে বলতে চাই যে, দুটো কথা এখানে উঠেছে—একটা হচ্ছে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো সম্বন্ধে, আর একটা স্কোয়াটার্স কলোনি সম্বন্ধে। আজকে আমি একথা বলতে চাই যে, স্কোটার্স কলোনিতে যেসমস্ত উদ্বাস্তু আছেন টালিগঞ্জেই হোক বা কলকাতার আশেপাশে যে-কোন জায়গায় হোক—যাঁরা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন সরকার সব সময়েই তাঁদের উপর সন্তুষ্ট আছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা সরকারের উপর ভার হিসাবে না থেকে নিজেরাই চেষ্টা ক'রে তাঁদের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন —তাই জন্য সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে আছেন ব'লে যেকথা উঠেছে এবং তাঁদের পুলিসের লোক দিয়ে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে ব'লে যেসব কথা বলা হয়েছে আমি বলব এটা ঠিক নয়। তার কারণ হচ্ছে, সরকারের যা আইন তাতে একজন লোকের বাড়িতে যদি আর একজন লোক ব'সে বসবাস করতে আরম্ভ করে তা হ'লে স্বভাবতই সেটা আইনের কোর্স ধরেই যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটামুটিভাবে আপনারা বলতে পারেন কি স্কোয়াটার্স কলোনিতে যারা বসেছে তাদের মধ্যে কোথাও কোন জায়গা থেকে কাউকে উৎখাত করা হয়েছে? তাদের দিয়ে আমরা নানারকম ডেভেলপমেন্ট কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।

তারপর, দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আমি দু-একটা কথা বলব—আপনাদের বক্তৃতার মধ্যে এই একটা কথাই ফুটে বেরিয়েছে যে, এবং একথাটা আপনারা অনেকই বারে বারে উল্লেখ করেছেন এবং

আমি একথাটা বুঝতে পারলাম না, আপনারা কেমন ক'রে একথাটা বললেন যে, পশ্চিম বাংলায় যখন এমনিতেই এত জায়গার অভাব যেখানে আমরা ১৪ লক্ষ কৃষিজীবীকেই জমি দিতে পরাছি না, সেক্ষেত্রে এই ৩৫ লক্ষ লোক যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই কি ক'রে আমরা এখানে রাখতে পারি। আপনারা যেভাবে নেগেটিভ সমালোচনা করেন তাতে কোন প্রব্লেমই সলভ্‌ড হবে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের বিফলতা রয়েছে, আমরা জানি বিভিন্ন ক্যাম্পে রিফিউজিরা অসুবিধার মধ্যে রয়েছে, কিন্তু নতুন ক'রে আবার ৩৫ লক্ষ লোককে এবং তাদের ফ্যামিলিকে ভার হিসাবে এখানে কি ক'রে আমরা রাখতে পারি—আপনারা তো সেটাই চাচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, উম্বাস্তুরা যদি দণ্ডকারণ্যে যান এবং তাঁরা সেখানে গিয়ে যে সুযোগসুবিধা পাবেন এখানে থাকলে তা পাবেন না। সেখানে তাঁরা অনেক ভাল-ভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। আমি এই অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, অ্যাসেমব্লি হবার পর, আপনারাই ঠিক করুন, আপনাদের মধ্যে কে কে যাবেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি—দণ্ডকারণ্য আপনারা ঘুরে দেখে আসুন, দেখে এসে বলবেন খারাপ কিনা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না ক'রে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পথে বাধা সৃষ্টি করবেন না। আসামে ১৬ লক্ষ বাঙ্গালী রয়েছে, ৮-১০ লক্ষ বাঙ্গালী বিহারে রয়েছে, বাঙ্গলাদেশেও কত অবাঙ্গালী রয়েছে, আমরা তো এমন কোন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করছি না যেখানে বাংলাদেশের লোক শুধু বাংলাদেশেই বাস করবে আর বিহারে শুধু বিহারী—সেটা যখন সম্ভব নয়, আমি তা হ'লে মনে করি এই যে, জায়গাজমি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা যা দেবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে দণ্ডকারণ্যে, তা যদি উম্বাস্তু ভাইএরা গ্রহণ করেন তা হ'লে তাঁদের মঙ্গলই হবে। আমি আশা করি, তাঁরা এই সুযোগ গ্রহণ করবেন। যেসমস্ত উম্বাস্তুরা এখানে এসেছেন তাঁরা যে শুধু ভারস্বরূপ তা নয়, আমি বিশ্বাস করি, যদি পূর্ণভাবে তাদের শক্তিকে কাজে লাগানো যায়, তা হ'লে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উন্নত ক'রে আমরা বাংলাদেশের সমৃদ্ধি করতে পারব।

যেসমস্ত কাট মোশন আছে তার আমি বিরোধিতা করছি এবং এই যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছি সেটা গ্রহণ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagat Bose that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Majhi that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharjee that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[7-30—7-37 p.m.]

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—62

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—130

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Dr. Ranjit Kumar Ghosh Chowdhury
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda

Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—130

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Dr. Ranjit Kumar Ghosh Chowdhury
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananoa
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 61 and the Noes 130, the motion was lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 6,12,33,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—62

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—130

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra

Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Dr. Ranjit Kumar Ghosh Chowdhury
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Samadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 62 and the Noes 130, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh that a sum of Rs. 6,12,33,000 be granted for expenditure under Grant No. 39, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances to Displaced Persons" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: Tomorrow there will be questions for half an hour.

The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-37 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 25th February, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 25th February, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 213 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Distribution of steel quota of scrap and defective

***54.** (Admitted question No. *2113.) **Sj. Suhrid Mullick Chowdhury:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Supplies Department be pleased to state—

(a) if it is a fact that out of the quarterly State quota of nearly 64 wagons of scrap and defective iron and steel as much as 32 wagons are distributed to mofussil stockists; and

(b) if so, what is the reason for diverting such huge stocks to mofussil areas where there is no industrial demand?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): No Allotment of steel quota of scrap and defective is made on yearly basis and not on quarterly basis. About 74 per cent. of the quota is distributed to stockists in Calcutta and Industrial Area and the rest to the mofussil stockists.

Rise in prices of essential commodities in Calcutta during June, 1958

***55.** (Admitted question No. *2081.) **Dr. Ranendra Nath Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(a) whether prices of essential commodities have registered sharp increase in Calcutta during the last three weeks of June, 1958;

(b) what are the retail prices per seer in Calcutta of ordinary variety of rice, pulse, sugar, potato, mustard oil and vegetables during the weeks ending 7th, 14th and 21st June, 1958;

(c) what steps, if any, have been taken by the Government to bring down the prices of these commodities; and

(d) what is the result so far achieved by Government effort to bring down the prices?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) and (*b*) There has been some increase in the prices.

A statement is laid on the Library Table.

(*c*) Under notified rationing rice and wheat are being made available to consumers at fair price.

(d) The scheme has been successful in arresting the upward trend in prices but for which the prices would have been much higher.

Dr. Ranendra Nath Sen:
এটা কবেকার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:
এটা অতি প্রাচীন।

Stock position of wheat and rice for modified rationing in Darjeeling district on 24th February, 1958

***56.** (Admitted question No. *1376.) **Sj. Bhadra Bahadur Hamal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state what is the present (24th February, 1958) stock of rice and wheat in the Darjeeling district for modified rationing?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): Stocks held in the Darjeeling district in District Reserve Centres at different places in the district meant for modified rationing on 24th February, 1958, was: rice—10,411 maunds and wheat—22,982 maunds.

Besides these quantities, the following quantities were in the Government Food Depot, Siliguri, on 24th February, 1958, specifically allotted for modified rationing operations in the district of Darjeeling, rice—10,259 maunds and wheat—16,371 maunds.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

मंत्री महोदय ने उत्तर में लिखा है कि २४ फरवरी १९५८ को दार्जिलिंग में १०,४११ मन चावल था। लेकिन वह तो आज एक वर्ष एक दिन हो गया। दार्जिलिंग फूड एडवाइजरी कमेटी की तरफ से जनवरी १९५७ में कोई आपको प्रस्ताव मिला था क्या जिसमें लिखा गया था कि दार्जिलिंग के माडिफाइड राशन शाप्स में चावल नहीं है?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

१९५७ की बात बहुत पुरानी हो गई है।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या १९५८ में मिला था कि वहाँ के माडिफाइड राशन शापों में कार्डों पर चावल नहीं दिया जाता है, दुकान में चावल नहीं है, उसे जल्दी मेहरबानी करके भेजवा दीजिए?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

दार्जिलिंग में हमेशा स्टाक रहता है।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय मंत्री बतलायेंगे क्या यह बात ठीक नहीं है कि १०,४११ मन चावल दार्जिलिंग के गोदाम में रहने के बाद भी माडिफाइड राशन शापों से राशन कार्डों पर राशन बिलकुल नहीं दिया जा सका?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

यह बात बिलकुल गलत है।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

यह जो १०,४११ मन चावल का स्टाक है, वह दार्जिलिंग में कितने हफ्ते तक चल सकता है?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

तीन हफ्ते के लिए हो सकता है।

Mr. Speaker: From 1958 lot of water has flown down the river.

(१९५८ से आज तक नदी के बीच से बहुत सा पानी चला गया है)।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

पानी तो चला ही गया है सर, नदी में बालू ही बालू हो गया है। फूड डिपार्टमेन्ट मरुभूमि हो गया है।

Test relief work in Contai police-station

***57.** (Admitted question No. *1604.) **Sj. Natendra Nath Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(ক) কাঁথি থানায় সবগুলি ইউনিয়নে এ-বৎসর (১৯৫৮) টেস্ট রিলিফ কার্য হইবে কিনা;

(খ) হইলে, কোন্ কোন্ ইউনিয়নে হইবে এবং সেই বাবত কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে; এবং

(গ) উক্ত কার্যগুলি কবে আরম্ভ হইবে?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) প্রয়োজন হইলে প্রতি ইউনিয়নেই এ-বৎসর টেস্ট রিলিফের কাজ হইবে।

(খ) এবং (গ) কাঁথি থানার ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৮, ১৯ এবং ২০নং ইউনিয়নে বর্তমানে টেস্ট রিলিফের কাজ চলিতেছে। কোন নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ মঞ্জুর করা হয় নাই। প্রয়োজনমত ব্যয় করা হইবে।

Distress in certain unions under Binpur and Salboni police-stations of Midnapore district

***58.** (Admitted question No. *1471.) **Sj. Sudhir Kumar Pandey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিনপুর ও শালবনী থানার যে-সমস্ত ইউনিয়নে ব্যাপক ফসলহানির দরুন জনসাধারণের দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সেই সমস্ত ইউনিয়নকে দুর্গত এলাকা বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন কিনা;

(খ) করিয়া থাকিলে, কোন্ কোন্ ইউনিয়নকে দুর্গত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি;

(গ) উক্ত দুইটি থানায় কোন ইউনিয়নে বর্তমানে টেস্ট রিলিফের কার্য চলিতেছে কিনা, এবং

(ঘ) চলিয়া থাকিলে, ঐ সকল ইউনিয়নের নাম কি এবং না চালু হইলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) এবং (খ) বিনপুর ও শালবনী থানার কোন এলাকাই দুর্গত বলিয়া ঘোষণা করিবার মত অবস্থা হয় নাই।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) বর্তমানে বিনপুর থানার ৩, ১২ এবং ১৯নং ইউনিয়নে এবং শালবনী থানার ১, ২, ৯, ১২ এবং ১৩নং ইউনিয়নে টেস্ট রিলিফের কাজ চলিতেছে।

Distribution of agricultural loan in Siliguri subdivision

***59.** (Admitted question No. *954.) **Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(a) the amount of agricultural loan sanctioned for and distributed to agriculturists in the Siliguri subdivision during the years 1954-55, 1955-56 and 1956-57;

(b) how many agriculturists applied for the said loan during the said years;

(c) the total number to whom the said loan was distributed and the amount that was sanctioned to the applicants per head;

(d) the amount which has been sanctioned for the current year (1957-58);

(e) whether any estimate of the loan requirement of the agriculturists of the said subdivision for this year was made; and

(f) if so, whether the estimate was taken into consideration while sanctioning the amount of the loan?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (a) to (c) A statement is laid on the Table.

(d) Rs. 2,00,000.

(e) and (f) Yes.

Statement referred to in reply to clauses (a) to (c) of starred question No. 59

Year.	Agricultural loan sanctioned.	Agricultural loan distributed.
	Rs.	Rs.
1954-55	15,060	15,060
1955-56	77,400	77,400
1956-57	1,25,000	1,25,000

Year.	No. of agriculturists who applied for agricultural loans.
1954-55	600
1955-56	2,300
1956-57	3,700

Year,	Total No. to whom loan was distributed.	Amount sanctioned per head on an average (approximately).
		Rs.
1954-55	570	26
1955-56	2,300	34
1956-57	3,650	34

Distress in certain police-stations of Purulia district

***60.** (Admitted question No. *1618.) **Sj. Nepal Bouri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(ক) সরকার অবগত আছেন কি যে—

(১) এই বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য পুরুলিয়া জেলার, বিশেষতঃ সাঁতুড়ি, নিতুরিয়া, রঘুনাথপুর ও কাশীপুর থানা এলাকাভুক্ত অধিবাসীদিগকে চরম খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে,

(২) এই এলাকার দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণ কৃষিঋণ পরিশোধে সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা জানাইয়া জেলা-শাসকের কাছে বহুবার আবেদনপত্র দিয়াছে, এবং

(৩) ঐ এলাকায় ঐ ঋণ আদায়ের জন্য চাপ দেওয়া হইতেছে, এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, ঐ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণকে এ-বৎসর ঐ কৃষিঋণ পরিশোধের চাপ হইতে অব্যাহতি দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) (১) অনাবৃষ্টির দরুন ফসল কম উৎপন্ন হইয়াছে, তবে কোন অঞ্চলেই চরম খাদ্যসংকট দেখা দেয় নই।

(২) এবং (৩) অক্ষম ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ আদায় করা হইতেছে না, কাজে কাজেই আদায়ের জন্য চাপের কথা উঠে না।

(খ) দুঃস্থ জনসাধারণকে প্রয়োজনবোধে কৃষিঋণ পরিশোধের চাপ হইতে অব্যাহতি দিবার ব্যবস্থা আছে।

Distribution of agricultural loan since April, 1957

***61.** (Admitted question No. *746.) **Dr. Dhirendra Nath Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(a) the amount of money spent or distributed as agricultural loans during the year since April, 1957, districtwise with special reference to Cooch Behar, Jalpaiguri, Malda and West Dinajpur; and

(b) the number of persons who applied for agricultural loan and the number that received or were granted it in each district since April, 1957?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): Statements are laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (a) of starred question No. 61.

District.	Amount spent or distributed as agricultural loans.
	Rs.
Nadia	18,00,000 (up to 10-12-57)
Purulia	2,41,475 (up to 11-12-57)
Jalpaiguri	1,29,500 (up to November, (1957).
Burdwan	9,34,250 (up to 16-12-57)
Hooghly	7,10,000 (up to 16-12-57)
Darjeeling	1,53,700 (up to 16-12-57)
24-Parganas	9,88,000 (up to 16-12-57)
Cooch Behar	46,690 (up to 30-11-57)
Murshidabad	19,02,150 (up to 19-12-57)
Birbhum	5,50,000 (up to 20-12-57)
Bankura	6,90,000 (up to 21-12-57)
Malda	21,43,230 (up to 11-12-57)
Midnapore	7,40,000 (up to 24-12-57)
West Dinajpur	2,88,746 (up to 26-12-57)
Howrah	5,06,750 (up to December, 1957).

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 61.

District.	Number of persons who applied for agricultural loans.	Number of persons who received or were granted agricultural loans.
Nadia	96,545	43,310
Purulia	No application was necessary as the loans were issued under Special Rules.	8,872
Jalpaiguri		3,464
Burdwan	42,035	37,441
Hooghly	21,100	18,466
Darjeeling	No application was necessary as the loans were issued under Special Rules.	3,626
24-Parganas		51,567
Cooch Behar		1,869
Murshidabad		93,818
Birbhum		18,337
Bankura		36,971
Malda	1,08,004	85,731
Midnapore	No application was necessary as the loans were issued under Special Rules.	34,034
West Dinajpur	27,385	13,945
Howrah	13,550	11,483

Cordoning of Kandi subdivision

***62.** (Admitted question No. *1341.) **Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) ১৯৫৮ সালে যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিনা পারমিটে জেলার বাহিরে ধান ও চাউল রপ্তানি করা নিষিদ্ধ ছিল, সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র কান্দী মহকুমাতেই বিনা পারমিটে মহকুমার বাহিরে ধান ও চাউল রপ্তানি করা নিষিদ্ধ করা হয়, এবং

(২) কান্দীতে ধান ও চাউলের দর চাষীর পক্ষে ক্ষতিকরভাবে কমিয়া যায়; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) সম্পূর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলাকে কর্ডন না করিয়া মাত্র কান্দী মহকুমাকে কর্ডন করা হইয়াছিল কেন, এবং

(২) ধান ও চাউলের দর যাহাতে ক্ষতিকর সীমায় না নামিয়া যায়, তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) (১) ১৫-১১-৫৭ তারিখ হইতে সমগ্র নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কর্ডন প্রবর্তিত হয়। পরে ধান ও চাউল সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ৭-১-৫৮ তারিখ হইতে কান্দী মহকুমাকে স্বতন্ত্রভাবে কর্ডনভুক্ত করা হয়। ১১-২-৫৮ তারিখ হইতে কলিকাতা অঞ্চল বাদে পশ্চিমবঙ্গের এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ধান-চাউলের চলাচলের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) না।

(খ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Realisation of loans in Garbeta and Keshpur police-stations

***63.** (Admitted question No. *1280.) **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ও কেশপুর থানায় গত বৎসর ব্যাপকভাবে ফসলহানি হয় এবং বর্তমান বৎসরেও ঐ অঞ্চলের আলু প্রভৃতি অর্থকরী ফসল ভাল হয় নাই,

(২) ঐ অঞ্চলের গরীব কৃষকদের গত বৎসরের কৃষিলোন আদায় করার জন্য সার্টিফিকেট জারী ও এমনকি বহু কৃষকের উপর ক্রোকী পরওয়ানা জারী করিয়া তাহাদের হালের বলদ পর্যন্ত ক্রোক করা হইতেছে, এবং

(৩) খাদ্য ও রিলিফ মন্ত্রি পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, যে-সকল অঞ্চলে অজন্মা হইয়াছে সেই-সব অঞ্চলের কৃষকদের উপর হইতে সরকারী ঋণ আদায় না করা সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করিবেন; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন কি, বর্তমানে গড়বেতা ও কেশপুর থানায় কৃষকদের উপর সরকারী ঋণ আদায়ের জন্য যে-সব ক্রোকী পরওয়ানা জারী করা হইতেছে ও তাহাদের মাল ক্রোক করা হইতেছে তাহা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) (১) গড়বেতা ও কেশপুর থানায় গত বৎসর আংশিকভাবে ফসলহানি হয়। বর্তমান বৎসরে গড়বেতা থানায় আলু প্রভৃতি ফসল স্বাভাবিকভাবে উঠিয়াছে এবং কেশপুর থানায় উহার চাষ নগণ্য।

(২) ঋণ পরিশোধে অক্ষম কৃষকদের নিকট হইতে ঋণ আদায় করা হইতেছে না।

(৩) ক্ষেত্রবিশেষে ঋণ আদায় স্থগিত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে।

(খ) ঋণ আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। দুঃস্থ লোকের অসুবিধা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কেবলমাত্র ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করা হইতেছে।

Sj. Saroj Roy:

এই যে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন—এটা হ'ল বাংলা ১৩৬৪ সালে যে ফসল সেটা সম্পর্কে—১৩৬৪ সালে ফসল কেমন হয়েছে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটিস চাই।

Sj. Saroj Roy:

ঋণ আদায় সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে বলেছেন এবং বলেছেন, যারা ঋণ দিতে অক্ষম তাদের কাছ থেকে ঋণ আদায় করা হবে না কিন্তু এটা কি সত্য যে, লোকাল রেভেনিউ অফিসার এর কাছে.........

Mr. Speaker: You are suggesting questions which should be clear for all purposes. The question should be like this: Is the Government still proceeding with the measure of issue of certificates for the money which the peasants are unable to pay?

Sj. Saroj Roy:

এই তো জানতে চান?

লোকাল রেভেনিউ অফিসারএর কাছে এমন কি কোন সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যে, বেশির ভাগ ঋণ আদায় করতে না পারলে চাকরি যাবে?

Mr. Speaker: With great respect to the member, the department must be lunatic to carry out the wishes of the member.
এরকম কি কোন সার্কুলারএ লিখতে পারে?

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

যেসমস্ত এলাকায় ফসলহানি হয়েছে এবং সরকার যেসমস্ত এলাকায় রেশন বা রিলিফ দেওয়া উচিত ব'লে মনে করেছেন সেসমস্ত এলাকায় কৃষিঋণ আদায়ের জন্য গরুবাছুর ধরার যে নীতি সে নীতি কি স্থগিত রাখবার ব্যবস্থা করেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখানে ২নং উত্তরের অর্থই এই যে, যারা ডিস্ট্রেসড তাদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে না।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রিমহাশয় ৩(খ) প্রশ্নের উত্তরে যে বলেছেন—দুঃস্থ লোকের অসুবিধা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে ইত্যাদি, সেটা কি কেবল কৃষিঋণ, নাকি সর্বপ্রকার ঋণ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সর্বপ্রকার ঋণ।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

আপনি তো বলছেন, যারা অক্ষম বা দুঃস্থ তাদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে না—আপনি কি অনুসন্ধান করবেন যে, বাংলাদেশের অনেক জায়গায় কৃষিঋণ আদায়ের জন্য উৎপীড়ন হচ্ছে এবং তা বন্ধ করা হবে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা ডিস্ট্রেসড তাদের কাছ থেকে ঋণ আদায় করা হবে না।

Sj. Saroj Roy:

আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখেছি—দুঃস্থ যারা তাদের কাছ থেকেও ঋণ আদায় করা হচ্ছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করা সত্ত্বেও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই, নোটিস জারি করা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয়কে জানালে কি কোন কাজ হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখানে একটা কথা বলবার আছে, সেই জিনিসটা জানা দরকার। তামাদির প্রশ্ন আছে, সে জন্য নোটিস জারি হবে, কিন্তু ক্রোক করা হবে না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই—বকেয়া ঋণ আদায় করবার জন্য গোরু-বাছুর ক্রোক করা হয়েছে—এরকম সংবাদ তাঁর কাছে এসেছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না, এরকম সংবাদ আসে নাই।

[3-10—3-20 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Sen, is cattle at all attachable?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: No, it is not.

Mr. Speaker: It is not attachable under the Civil Procedure Code. Therefore, if for the purpose of recovery of this loan, cattle or likes of it is being attached, that would be an illegal attachment.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I am talking only of the agricultural loan. I am not talking of other loans.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

একটা বিষয়ের প্রতি এখানে আমি স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—উনি যে জবাব দিলেন তার উপর ভিত্তি ক'রে আমি বলছি—দু' দিন হ'ল একটা এলাকা থেকে আমি ঘুরে এসেছি—আমি লিগ্যাল পয়েন্টেই বলছি, গোরু অ্যাটাচ করা হয়েছে এবং কৃষকেরা গোরু ছিনিয়ে নিয়েছে—এই অজুহাতে কৃষকদের নামে মামলা রুজু করা হয়েছে—

Mr. Speaker: I think you better write to the Minister. You have heard the Government's policy today. There may be officers who have gone out of the way not to follow the Government policy, but to take law in their own hands.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Distress warrants have not been issued.

Mr. Speaker: The Minister concerned says that so far no distress warrant has been issued. Unless distress warrant is issued, you cannot effect attachment on any property whatsoever whether animals or other properties or *lotas* or *gamchas*. Therefore, if such a wrongful thing happens, you write to the Government pointing out the case or cases where law has been disregarded and wrongful attachment has been made.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I will enquire into the specific cases.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্যার, আমি রুলএর ভিত্তিতে আপনার কাছে একটা অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন পুট করব—আমি নিজে দেখেছি গোরু ক্রোক ক'রে নিয়েছে, তারপর—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কিসের জন্য ক্রোক করেছে?

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

এগ্রিকালচারাল লোন আদায় করবার জন্য তাদের গোরু ক্রোক ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা নিতে দেয় নি, তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কেস ক'রে তাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে গোরু ছিনিয়ে নিয়েছে ব'লে।

Mr. Speaker: Your purpose will be more than served if you inform the Minister concerned about those cases.

Sj. Saroj Roy:

স্যার, আপনি যেভাবে জিনিসটা ক্লারিফাই করছেন সেভাবে জিনিসটা চলে না। লাস্ট ইয়ারে যখন এ নিয়ে গোলমাল ক'রে শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয়ের কাছে গড়বেতা থানার ৯নং ইউনিয়ন থেকে স্পেসিফিক কেস দেওয়া হয়েছিল—কিছুই হয় নাই। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার কাছে কেস দিলে আপনি হয়ত আনিয়ে দিতে পারেন।

[No reply.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

বর্তমানে যে ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত তা আশা করা যেতে পারে।

[No reply.]

Opening of modified ration shops in Garbeta and Keshpur police-stations

***64.** (Admitted question No. *1931.) **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, আজ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানা ও কেশপুর থানার কোথাও একটিও সস্তার চাউল ও গমের দোকান খোলা হয় নাই;

(খ) সত্য হইলে, কতদিনে ঐ-প্রকার দোকান খোলা হইবে ও প্রতি ইউনিয়নে কয়টি করিয়া বা কয়টি ঘরপিছু কয়টি দোকান খোলা হইবে; এবং

(গ) মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমায় কি কোন খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) এবং (খ) কেবলমাত্র কেশপুর থানার তিনটি ইউনিয়ন ব্যতীত উক্ত থানার ও গড়বেতা থানার প্রতিটি ইউনিয়নেই একটি করিয়া মডিফায়েড রেশনিং-এর দোকান খোলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, গড়বেতা থানার ২১নং ইউনিয়নে কদমডিহী রিফিউজী ক্যাম্পের জন্য স্বতন্ত্র একটি দোকান খোলা হইয়াছে। কেশপুর থানার উক্ত তিনটি ইউনিয়নেও মডিফায়েড রেশনিং চালু করার জন্য ইতিমধ্যেই ডিলার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

Statement referred to in reply to clause (b) of starred question No. 65.

(Figures in maunds.)

Quantities of foodgrains made available to consumers at economic price during—

	1957.		1958 (up to May).	
	Rice.	Wheat/ wheat products.	Rice.	Wheat/ wheat products.
Under modified rationing ..	32,28,098	51,84,241	13,89,238	27,73,375
Under test relief operation ..	77,986	7,27,412	..	10,61,659
Under gratuitous relief operation ..	23,156	4,60,944	..	1,84,554
	33,29,240	63,72,597	13,89,238	40,19,588

Sj. Sunil Das:

আপনি এই যে বলেছেন জানুয়ারি ১৯৫৭ থেকে মে ১৯৫৮ পর্যন্ত দাম কমানো হয়েছে—কত থেকে কত কমিয়েছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: I have said the schemes have been successful in arresting the upward trend.

দাম কমিয়েছি—একথা তো আমি বলি নি।

Sj. Sunil Das:

দাম বাড়ছিল, সেই অবস্থায় আপনারা দামটা অ্যারেস্ট করেছিলেন—কতটা থেকে কতটা আপওয়ার্ড ট্রেন্ড হ'ত আপনারা যদি ব্যবস্থা অবলম্বন না করতেন, বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কতটা থেকে কতটার প্রশ্ন নয়। আমরা মনে করেছিলাম দাম আরও বাড়ত যদি আমাদের ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ত, আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরুন দাম বাড়ে নি।

Modified ration shops in Asansol subdivision

***66.** (Admitted question No. *999.) **Janab Taher Hossain:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(a) how many modified ration shops have been sanctioned in the Asansol subdivision;

(b) how many of them are functioning at present;

(c) what are the numbers of modified ration shops unionwise in the Asansol subdivision;

(d) how many families are being served by these modified ration shops; and

(e) how much wheat and rice has been distributed up till the end of November, 1957?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (a) There is no prescribed quota of modified ration shops for any area. Shops are opened as and when necessary. Between April, 1957, and November, 1957, the number of shops functioning was 281.

(b) Two hundred and thirty-seven as on 31st May, 1958.

(c) and (d) A statement is laid on the Library Table.

(e) There being no demand for rice, 91,750 maunds of wheat were only distributed between April and November, 1957, in the entire Asansol subdivision.

Distribution of different kinds of loans in the flood-affected areas of Birbhum district

***67.** (Admitted question No. *1200.) **Sj. Durgapada Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৬-৫৭ সালে বীরভূম জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কৃষিঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ বা অন্যান্য ঋণ বাবত মোট কত টাকা কোন্ কোন্ ইউনিয়নে দেওয়া হইয়াছে;

(খ) ইহা কি সরকার অবগত আছেন যে, ১৯৫৭-৫৮ সালের অনাবৃষ্টির জন্য শস্যের ক্ষতি হইয়াছে এবং কৃষকগণ উক্ত নানাপ্রকার ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেছে না; এবং

(গ) অবগত থাকিলে, এই-সমস্ত ঋণ আদায় এই বৎসর বন্ধ রাখা বা প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত ঋণ মকুব করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

(ক) একটি বিবরণী লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) এবং (গ) ময়ূরাক্ষী খালগুলি দ্বারা উপকৃত অঞ্চলের বহির্ভূত এলাকায় অনাবৃষ্টির জন্য শস্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত ঋণ আদায় স্থগিত রাখিবার মতন অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ঋণ আদায় বন্ধ রাখা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Modified ration shops in Wards Nos. 65 and 72 of Calcutta

34. (Admitted question No. 1767.) **Sj. Somnath Lahiri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(ক) কলিকাতার ওয়ার্ড নং ৭২ ও ওয়ার্ড নং ৬৫-তে যথাক্রমে কতগুলি মডিফায়েড রেশনের দোকান বর্তমানে (২৫-৩-১৯৫৮) চালু আছে;

(খ) ঐ দুইটি ওয়ার্ডে রেশনকার্ডপ্রাপ্ত পরিবার ও তাহাদের রেশন ইউনিটের সংখ্যা কত;

(গ) দুই ওয়ার্ডের সমস্ত রেশন দোকানে বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে মোট কত চাউল ও কত আটা বা গম সরবরাহ করা হইতেছে;

(ঘ) উহার মধ্যে কত চাউল সাত আনা সের দরের;

(ঙ) তাহাতে মডিফায়েড রেশনিংয়ের প্রাপ্য অনুযায়ী কতগুলি পরিবার ঐ চাউল পাইতে পারে;

(চ) দুই ওয়ার্ডে যে চাউল প্রতি সপ্তাহে সরবরাহ করা হইতেছে তাহার মধ্যে কত চাউল নয় আনা সের দরের; এবং

(ছ) তাহাতে কতগুলি পরিবার ঐ চাউল পাইতে পারে?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen):

একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to unstarred question No. 34

ওয়ার্ড নং	গত ২৫-৩-৫৮ তারিখে মডিফায়েড রেশনের দোকানের সংখ্যা।	রেশনকার্ড প্রাপ্ত পরিবার ও তাহাদের রেশন ইউনিটের সংখ্যা।		গত মার্চ মাসে গড়ে সাপ্তাহিক মণ হিসাবে চাউল ও গম সরবরাহের পরিমাণ।			মডিফায়েড রেশনিংয়ের বরাদ্দ অনুযায়ী কত পরিবারকে পূর্বোক্ত পরিমিত বিভিন্ন দরের চাউল বণ্টন করা যাইত তাহার সংখ্যা।
		পরিবার।	রেশন ইউনিট।	চাউল।		গম।	
				সাত আনা সের দরে।	নয় আনা সের দরে।		
							পরিবারস্থ লোকসংখ্যার কোন নির্দিষ্ট মাপ নাই। সেই কারণ, কত-সংখ্যক পরিবারকে পূর্বোক্ত পরিমিত বিভিন্ন মূল্যের চাউল বিলি করা হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা কঠিন। তবে গত মার্চ মাসে গড়ে সাপ্তাহিক নিম্নোক্ত-সংখ্যক পরিবারকে খাদ্যশস্য বণ্টন করা হইয়াছিল:
৭২	৯	৯,৮৮২	৪৬,১৯২	৭৪	৬৬	১৯৬	১,৯০২
৬৫	১৫	৭,৮৫১	৩৯,৪৯৯	১০৮	৭২	১৯২	২,০৩৮

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Narendra Nath Sen:

৭২ ওয়ার্ডে ২৫-৩-৫৮ তারিখে ৯টা মডিফায়েড রেশন শপ ছিল বলেছেন, এখন সেখানে কটা আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি নোটিস চাই, তবে এখন অনেক বেড়ে গেছে।

Sj. Narendra Nath Sen:

রেশন ইউনিটে চা'লের কোটা কি ছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

চালের কোটা আগে বোধহয় এক সের ক'রে ছিল।

Sj. Narendra Nath Sen:

৭২ ওয়ার্ডে ৪৬ হাজার ৯৯২টা রেশন ইউনিট ছিল, সেখান থেকে চাল প্রতি সপ্তাহে ৭৪ মণ এবং ৬৬ মণ—অর্থাৎ ১৪০ মণ বা ৫২ হাজার ৬০০ সের মাত্র—দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ৪৬ হাজার ১৬২টা ইউনিটে এক সের হিসাবে অনেক কম দেওয়া হয়েছে কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

রেশন কার্ডভুক্ত সবাই ড্র না করতে পারে, কিন্তু এ বছর খুব বেশি ড্র হয়েছে।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

কারণ কি এই ছিল যে, সেই সময় চা'ল যা দিতেন তা অত্যন্ত খারাপ ছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তা সত্য নয়।

Sj. Ganesh Ghosh:

গত বছরের প্রথম দিকে ৭ আনার চা'ল অনেক রেশন শপে প্রায় পাওয়া যেত না, এ খবর কি জানেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা সত্য নয়।

Number of petitions for different kinds of loans from flood-affected persons of Burdwan district

35. (Admitted question No. 187.) **Sj. Phakir Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(a) the total number of petitions for gratuitous relief from homeless persons in the flood-affected areas in the district of Burdwan;

(b) the total number of loan applications from flood-affected persons in the flood-affected areas in the district of Burdwan;

(c) the total number of group loan applications in the flood-affected areas in the district of Burdwan; and

(d) the total number of individual applications for house-building loan in the flood-affected areas in the district of Burdwan?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (a) Nil.

(b) 92,742.

(c) 69,836.

(d) 22,906.

Sj. Phakir Chandra Ray:

মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন কি যে, খণ্ডঘোষ থানাতে গ্রুপ লোনের জন্য অনেক দরখাস্ত হয়েছিল, দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছিল, কিন্তু তার পরে তারা টাকা পেল না কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

টাকা পায় নি, এটা ঠিক নয়, টাকার পরিমাণ কমিয়ে আমরা ২০০ টাকা ক'রে দিয়েছিলাম। আগে বলা হয়েছিল দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত স্পেশ্যাল লোন দেওয়া যেতে পারে হাউস বিল্ডিং এর জন্য কিন্তু এখন টাকার অভাবে কমিয়ে সেটা ২০০ টাকা করেছিলাম।

Sj. Phakir Chandra Ray:

এর জন্য তাদের যে খরচ হয়েছে সেটা কি সরকার ফেরত দেবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সবই ঠিক, অ্যাপ্লিকেশনের সংখ্যা এত বেশি যে, আমরা টাকার পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছি।

Sj. Radhanath Chattoraj:

যারা ঋণ পান নি তাঁদের দলীল কি ফেরত দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেটা খোঁজ করে দেখব—ঠিক বলতে পারি না।

Prices of paddy and rice in each district from January to June, 1958

36. (Admitted question No. 1964.) **Sj. Niranjan Sengupta:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state the average retail price per maund of paddy and clean rice in each district of West Bengal, month by month, from January to June, 1958?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): Two statements showing the average minimum wholesale prices of paddy and the average minimum retail prices of rice during the period from January to June, 1958, are laid on the Library Table. Average retail prices of paddy are not available.

Sj. Niranjan Sengupta:

এটা এত দেরীতে জবাব দেওয়া হল কেন?

Mr. Speaker:

এটা তো 'মামুলি' ডিলে

Sj. Niranjan Sengupta:

ভয়ে কি এত দেরীতে জবাব দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: It was received in June and the answer was given on the 4th of August.

Mr. Speaker: That is why I said *mamuli* delay has been made.

Sj. Niranjan Sengupta:
who is responsible for this?
তাহলে কে দোষী এর জন্য—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি কোয়েশ্চেনের উত্তর দেবার জন্য সব সময় আগ্রহান্বিত, কিন্তু আপনারা তো সব সময় নিয়ে নিচ্ছেন—কাল কোয়েশ্চেন হ'ল না, পরশু হ'ল না।

Mr. Speaker: I was not minded to give questions today. But Mr. Sen approached me and said that it is becoming a scandal as so many questions are held up and asked me to allow these questions. That is why the questions have been allowed today.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, there was an agreement that half-an-hour should be allowed for questions today.

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন লাইব্রেরি টেবিলে—এটা কারা সংগ্রহ করেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমাদের সমস্ত পরিসংখ্যান সরকারী কর্মচারীরা সংগ্রহ করেন।

Sj. Niranjan Sengupta:

বাস্তব যা মূল্য তার সংগে এর কোন সাদৃশ্য আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বাস্তব যা মূল্য তাই বলা হয়।

Sj. Niranjan Sengupta:

আপনি জানেন কি যে, ১৯৫৮ সালের জুন মাসে কোচবিহার, মালদা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙে চা'লের মূল্য ৩৫ টাকার উপর ছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি মাননীয় সদস্যের চেয়ে বেশি জানি যে, কোচবিহারের কোন কোন অঞ্চলে কয়েকদিনের জন্য ৪৫ টাকা পর্যন্তও মূল্য হয়েছিল। তবে এখানে যা সংবাদ দেওয়া হয়েছে সেটা সত্য।

Sj. Niranjan Sengupta:

জুন মাসের মূল্যটা আমি লাইব্রেরি টেবিল থেকে নিয়েছি—তাতে আপনি দেখিয়েছেন, কোচবিহারে ২৭·৯৫ নয়া পয়সা এবং মালদায় দেখিয়েছেন ২৮·৭ নয়া পয়সা। তখনকার বাস্তব দামের সাথে কি এর কোন সাদৃশ্য আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নিশ্চয় আছে। যদি আমরা ৪৫ টাকা দেখিয়ে থাকি তা হ'লে এটা কেন দেখাব না?

Adjournment motion.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I have got an adjournment motion which runs thus:

"This Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., the support extended by the subdivisional authorities at Siliguri to the *jotedars* in the latters' illegal offensive against the bargadars of lands already vested in Government or illegally transferred by arresting a large number of such bargadars where they had stored paddy in *panchayat khamars* pending ascertainment of the claim of the *jotedars* to the share of such paddy."

আমি অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন সম্বন্ধে কিছু বলব না, তবে একটা ব্যাপার এবং সেটা খুবই জরুরি যে, উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় কৃষকদের উপর ব্যাপকভাবে দমননীতি শুরু হয়েছে. এবং শুধু তাই নয়, পুলিস, আমরা খবরের কাগজে দেখেছি—

Mr. Speaker: I know it. Mr. Mazumdar, you know very well I treat with respect what you say. Don't try to get the better of it.

DEMAND FOR GRANT

Major Head: 37—Education.

[3-30—3-40 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 13,47,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education".

In presenting the Budget, Sir, the Hon'ble the Chief Minister was pleased to draw the attention of the House to the Budget provision for Education under Head—37 and to remark that it was going to reach the record figure of Rs. 14 crores. If we include the Budget provision for capital works under the Head—81 then the total expenditure provided for Education in the Budget before us will exceed Rs. 14 crores, to be precise Rs. 14 crores 13 lakhs and 71 thousand as against the budget provision of Rs. 12,93,52,000 for the current year under the same heads. Honourable members must have noticed that we are going to make good the entire grant that was placed at our disposal last year, in fact, we propose to spend Rs. 35 lakhs 53 thousand more in the expiring year under Head—37 alone. If Head—81 shows that we are going to spend less, viz., Rs. 45.99 lakhs against Rs. 66.04 sanctioned for the current year that is due to the inclusion of certain Centrally sponsored schemes in the State Plan which has necessitated reduction of provision under Head-81 to the extent of Rs. 12.95 lakhs and also it may be due to the fact that some of the expenditure incurred in building construction may not have been booked in time. However, on the whole our performances have been better as the revised estimates will show than what was expected of us when the estimates were sanctioned last year by this House.

Expansion programme—under the Second Five-Year Plan programme there has been an all round progress in the field of elementary education including basic.

From the Budget estimates which have been laid before the House Hon'ble members will see that in persuance of the directive principle of the Constitution the target that has been set by the Planning Commission to make Primary Education compulsory and free for all children up to the age of 11 years by the end of the Third Five-Year Plan, a scheme has been prepared to cover 28,52,000 pupils of the estimated total child population of the State by the end of the Second Five-Year Plan, i.e., 1960-61. A phased programme of setting up 1,181 schools with 2,362 teachers has been drawn up under the programme. 841 teachers were appointed in the current year and a similar number of teacher is proposed to be appointed next year for which Rs. 6.05 lakhs has been provided in the Budget.

Expansion of Basic Education—Against the plan target of 2,415 Basic Schools, 373 schools were sanctioned during the first two years of the Second Plan period. During 1958-59 as many as 236 Basic Schools have been sanctioned and it is proposed to provide 240 Basic Schools during 1959-60. For further expansion of Basic Eudcation Rs. 40.01 lakh has been provided in the next year's Budget and 240 schools are proposed to be set up during the next year.

During the first two years of the Second Plan period, improved accommodation in 299 primary schools was provided under the Scheme. There is a provision of Rs. 3 lakhs for expenditure during the current year for improvement of accommodation of 143 primary schools.

To provide for improved accommodation of primary schools in rural areas there is a plan provision of Rs. 28.50 lakhs against which 33 lakhs had been spent during 1956-57 and 1957-58 much of which had to be spent for reconstruction of primary schools in flood affected areas. A sum of Rs. 5 lakhs has been provided for improving the accommodation of existing primary schools in rural areas during the next year.

Under the Plan provision of Rs. 14.27 lakhs for essential accommodation for women teachers in rural areas during the first two years of the plan period 58 quarters had been sanctioned. During the current year 43 twin quarters are being sanctioned and it is proposed to sanction 50 quarters next year.

Under the Centrally sponsored scheme to relieve educated unemployment in connection with expansion of Primary Education there was a provision of Rs. 9.17 lakhs for 1958-59 and there is a provision of Rs. 16.02 lakhs for the next year.

69. New Primary Schools have been set up with 1,000 teachers during 1958-59. Eighty-one lady Teachers' quarters have been sanctioned for different districts and 20 Sub-Inspectors of Schools have been appointed for implementation of the Scheme.

831 teachers have been allotted to the State for 1959-60 and it is expected that similar number of lady teachers' quarters and administrative staff will be appointed during the next year for implementation of the scheme.

To further develop Basic Training Institutions one Senior and three Junior Basic Training Institutions providing 420 seats are going to be set up next year, and additional seats for 100 trainees have been provided in four existing colleges. Thus by next year we shall have 2,675 seats as against the plan target of 4,500.

To provide for increase of salaries of Primary teachers Government sanctioned Rs. 61 lakhs during 1958-59 as against budget provision of Rs. 53.24 lakhs.

Further, Government has accepted the principle of extending the benefit of Provident fund to the Primary School teachers and a scheme is under consideration of Government. It is likely to involve the Government in an extra expenditure of about Rs. 32 lakhs.

[3-40—3-50 p.m.]

So far as Secondary Education is concerned notable progress has been made. During the current year (1958-59) 24 Senior Basic Schools have been sanctioned with the result that we have now 92 Senior Basic Schools in the State.

We went beyond the Five-Year Plan-target of upgrading 65 High Schools already in 1957-58. Under the Budget provision of Rs. 12.50 lakhs for the current year for upgrading 10-year schools into 11-year schools applications of 47 schools have been sanctioned this year and 45 additional schools are to be taken up during the next for which a Budget

provision of Rs. 18 lakhs has been made. Similarly the Plan-target for converting 144 schools into multipurpose schools was exceeded and we had 294 schools with 727 diversified courses by the end of 1957-58 and 97 more schools have been sanctioned in the current year (1958-59).

In pursuance of the scheme for providing financial assistance to schools for improvement of accommodation and facilities for teaching Science, Geography, Craft, etc. in order to raise the standard, financial assistance was given to 599 schools in 1958-59 out of the Budget provision of Rs. 14.00 lakhs. 558 more schools are to be covered under the scheme in 1959-60 for which a provision of Rs. 22.50 lakhs has been made in the budget.

Similarly with a view to improving school libraries and providing reading room facilities to students, financial assistance was given to 162 schools in 1958-59 and another 150 schools are proposed to be given the benefit in 1959-60 out of Rs. 6.00 lakhs provided in the budget.

As to the housing of students and teachers of Secondary Schools the plan-target was for providing 800 students with accommodation in hostel during the plan period. Thirty-three units of hotel with accommodation for 660 students were completed by the end of 1957-58 while 25 more units for 500 students (allotted to 18 schools) have been provided in 1958-59 and 40 units of hostels for 800 students are to be sanctioned next year for which a provision of Rs. 10.40 lakhs has been made in the Budget. Therefore it will be seen that in three years we are going to reach the plan target.

As against 20 units of twin quarters to accommodate 40 teachers, 39 units have been sanctioned in 1958-59 and 35 more units are proposed to be set up next year for which a Budget provision of Rs. 3.50 laks has been made.

Like those of the primary teachers secondary teachers' Training facilities were inadequate in this State. Efforts are being made to expand such facilities. During 1958-59 additional facilities were provided for training 360 graduate teachers in three new Post-Graduate Training Colleges and 300 undergraduate teachers in three Senior Basic Training Colleges started during the year.

Apart from that three Seminars were held in 1958-59 attended by 120 teachers and Headmasters. The aim was to acquaint the teachers with the latest trends in teaching Biology, Home Science, etc. and to help the Headmasters to make full utilisation of the new courses introduced in the multipurpose schools.

As a result of revision of pay scales of certain categories of teachers and head masters of aided secondary schools nearly 1,300 will be entitled to enhanced pay for which a budget provision of Rs. 21 lakhs was made in 1958-59 and on this account a provision of Rs. 26 lakhs has been made for the next year.

In pursuance of the recommendations of the University Grants Commission the educational institutions at collegiate level are being improved and developed with a view to provide for three year degree courses. Up to 1957-58, 61 colleges have been given financial assistance for their improvement. In 1958-59 ten more colleges have been taken up for development. Altogether 71 colleges are in the process of improvement and 38 colleges are proposed to be improved during the next year. Up to 1957-58 under the same scheme 9 new colleges have been sanctioned with an enrolment

of one thousand in each of the 8 colleges and an enrolment of 600 in remaining one i.e., with a total enrolment of 8,600. The total number of sponsored colleges has come to be 40 of which 30 are for men and 10 for women. 11 colleges have been taken up for improvement up to 1957-58 by providing additional facilities for teaching accommodation, libraries, laboratories, etc. Improved teaching accommodation equipments, etc. are being provided for honours and post-graduate research studies at the Presidency College. Schemes for development of the Calcutta University and Jadabpur University are being implemented with contribution from the University Grants Commission and matching grants from the State Government.

A college of Education has been set up at Kalyani and construction work of a college of science and humanities will be taken up shortly.

The Maharaja of Burdwan has handed over his palace with its compound for the establishment of the Burdwan University. The land adjoining Golapbagh Palace is also being acquired for the development of the new University.

In 1957-58 additional 1,100 stipends were sanctioned for post-matric, post-intermediate and post-graduate stages, over and above 540 stipends already existing.

Besides 20 additional stipends for Science and 16 for Arts are proposed to be sanctioned during the current year. Provision for 6 stipends is also proposed to be made for post-graduate Diploma Course of the Indian Institute of Social Welfare and Business management.

Under Post-war reconstruction plan the Bengal Engineering College was taken up for reorganisation and development to meet the requirements of the country for trained technical personnel. On the recommendations of the Higher Engineering Committee set up by Government a Development Plan for the Bengal Engineering College was formulated and began to be implemented in 1948-49. The intake of students in the college was then fixed at 140 with a total capacity for 560 students. Under this scheme improved facilities for teaching and accommodation were provided. After this Plan was worked for five years, the outturn of the college having proved inadequate to meet the growing requirements for technical personnel another Committee was set up to review the position and to make recommendations for further improvement. The recommendations of this Committee were duly considered and implemented increasing the intake to 190 and total enrolment to 760.........

[3-50—4 p.m.]

At the instance of the Government of India Postgraduate courses were also introduced with an intake of 30 students to give an impetus to young engineers for research work.

On the recommendation of the All India Council for Technical Education and at the instance of the Government of India, the following two centrally sponsored schemes have been accepted and implemented:—

1. Mining Engineering Course.

2. Expansion of training facilities for undergraduate studies.

The Mining Engineering Course has been implemented in 1957-58 with an annual intake of 30 students.

The expansion scheme as has been implemented has doubled the existing intake and capacity for enrolment to 430 and 1,680 respectively.

As in the Bengal Engineering College so in this College the student ody has been doubled under the Central schemes, the State Government roviding for the matching grant. The present student body of the College 1,480. In this college also additional teaching accommodation, work-iops and laboratories have been provided.

The Central Government in consultation with the Planning Commission ıve recently approved the setting up of a new Engineering College at urgapur with an annual intake of 250 students.

Cent. per cent. of the non-recurring cost would be met by the Central overnment by way of grants and loans and 50 per cent. of the ·curring cost would also be met by them.

With the help of the Central Government it has been possible to improve ıd expand facilities for technical education not only in Degree but in iploma Courses.

The intake in 8 polytechnics has been doubled. Four new polytechnics ere set up last year. Provision has been made for Mining Diploma Course the Asansol Polytechnic and is also going to be made in another new ›lytechnic to be set up at Raniganj.

A new Polytechnic is being set up at Mayurbhanj House during the ırrent year.

Three more polytechnics have been recently sanctioned by the Govern-ent of India for this State which will start functioning from the next year.

A new Foreman Training Institute has also been sanctioned which will art functioning at the Emarald Bower.

For the promotion of Social Education, 2,682 centres of different tegories have been established so far in which 1,34,101 persons are tending. It is proposed to establish 100 such centres in the next year ıd to train 200 teachers for the purpose.

It is noteworthy that for the improvement and expansion of library rvices apart from 19 District Libraries and 24 Area Libraries, 120 Feeder ibraries and 264 Rural Libraries, the State Central Library has been arted at the Emerald Bower, in the current year. It is proposed to tablish 50 Subdivisional Libraries and 20 Area Libraries and 100 more ural Libraries during the next year.

Apart from the recurring grant of Rs. 2,000 Bangiya Sahitya Parishad ıs been provided with a further recurring grant for maintenance of quisite staff, viz., one Librarian, four Assistant Librarians and one ccountant of which 50 per cent. of the cost will be borne by this State, ıd with a non-recurring grant of Rs. 1,00,775 for cataloguing and book-nding to be paid over a period of 3 years on 50 : 50 basis. Sir, these are e salient points of the Education Budget and I commend my motion for e acceptance of the House.

Mr. Speaker: All the cut motions are taken as moved.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: I beg to move that the demand of s. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—ducation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Amarendra Nath Basu: I beg to move that the demand of s. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—ducation" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. A. M. O. Ghani: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basantalal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Janab Elias Razi: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobardhan Pakray: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Chosal: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagadananda Ray: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Janab S. A. Farooquie: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jamadar Majhi: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sjta. Labanya Prova Ghosh: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sjta. Manikuntala Sen: I beg to to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Natendra Nath Das: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chatteraj: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Roy: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Haldar: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satkari Mitra: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sisir Kumar Das: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Banarashi Prosad Jha: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: I beg to move that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Sir, as I rise to speak on the Education Budget, I feel I am up against two heavy walls—one, the constitutional make-up of our Education Minister, and two, the astounding logic of some members on your right. Sir, whenever our Education Minister opens his mouth he invariably uses offensive or abusive language against the critics of his educational system and its administration.

I will only give two illustrations from his speech of February 19 last. Referring to Dr. Hirendra Kumar Chatterjee he said—I have taken a copy of his speech from the Legislative Assembly Secretariat—"Dr. Chatterjee evidently could not distinguish between two things because he is incapable of understanding matters like education". Dr. Chatterjee was a brilliant student of the Medical College; he stood first. We also know what has been said by Sj. Subodh Banerjee about the educational qualifications of our

Education Minister. Remember that. It appears to me that probably it is the contention of the Education Minister that academic qualifications and intelligence vary in an inverse ratio. Referring to myself he said, "When Dr. Ghose left the Ministry the amount spent on education was between 2 and 3 crores—more 2 crores than 3 crores. Now it is 14 crores. It is quite natural that after seeing the figures Dr. Ghose would develop some allergy". So according to the Education Minister Dr. Chatterjee is a fool and Dr. Ghose is perverse. My upbringing and the little education that I have does not allow me to use the language which our Education Minister has done. If every member of this House would have followed him, I shudder to think what would be the condition of this House. If the students in the University take cue from him I do not know what will be the condition of education in West Bengal. Then I shall have to say—

ভগবতি বসুন্ধরে, দেহি মে বিবরম্

In my last speech on February 19, 1959, I referred to the unanimous resolution on language passed by this House to which every one of us was a party—not merely my party, the Education Minister and everybody was a party—that Bengali should be the medium of instruction up to the highest stage is a part of that resolution. But when I referred to that and asked what had been done to implement that there came a remark from the other side, "Why don't you speak in Bengali". Sir, may I ask, is that the logical corollary of that resolution? If so, after that resolution was passed the Leader of the House, Dr. Roy, spoke several times in English. Why was not any question asked then? I know, Sir, that it will never be asked from that side so long as Dr. Roy speaks. There is one logic with Dr. Roy and another logic with the Opposition. "Bengali should be the medium of instruction" does not mean that we should not learn English or speak in English. It will be an astounding logic to say that you should not speak in English if you accept Bengali as the medium of instruction. In my last speech I referred to some fundamental questions on education and wanted a reply from the Education Minister so that I could speak in greater detail today. I said that our standard of education is too low. Even now we put more stress on English than Bengali. We want to make Bengali the medium of instruction. There was no reply.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: On a point of order.

Sj. Somnath Lahiri: Can a Minister rise on a point of order?

Mr. Speaker: The Minister can rise on a point of order.

Sj. Somnath Lahiri: You are making a discrimination.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: It is deliberate interruption of the Speaker. It is not a point of order.

Mr. Speaker: The objection of Sj. Somnath Lahiri was that the Minister cannot rise on a point of order. I am told by my Secretary that it is within the competence of the Minister to do it.

[4—4-10 p.m.]

Thereafter Mr. Lahiri said I am discriminating. I have not heard the Minister yet. If the point of order raised is frivolous then it could be taken as an interruption.

Sj. Somnath Lahiri: That is exactly the point. On a similar occasion previously when I rose on a point of order you ruled that a point of order could not be raised......

Mr. Speaker: Let me first hear the Hon'ble Minister on his point of order.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I submit that at this stage of the budget no general speech can be made. Only a speech can follow after moving a cut motion. Therefore, at this stage without moving a cut motion Dr. Ghose cannot make a speech.

Mr. Speaker: Apart from the cut motion the main motion is before the House and on the main motion criticism can be made.

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri: Now, Sir, you realise that the Minister took to his legs only to interrupt Dr. Ghose. It is most unbecoming of a Minister.

Mr. Speaker: After the decision let there be no post mortem examination.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I used the word "discrimination" which I withdraw.

Mr. Speaker: Thank you, Mr. Lahiri. Dr. Ghosh will kindly speak now.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: In my last speech, Sir, I wanted a reply from the Education Minister so that I could speak in greater detail today. I feel our standard of education is too now. Even now we put more stress on English than Bengali. We want to make Bengali the medium of instruction. There is no reply. The Education Minister even tried to put something into my mouth which I never said. I say he does not answer those points that I raised but tried to put something into my mouth which I never said.

I see even now our educational standard is too low. Our Union Public Service Commission said in detail I have reliable information......that in he I.A.S. examination one candidate wrote in answer to question "what s hormone" 'hormone was the inventor of harmonium'. In the Railway Service Commission in answer to a question "Who is Lal Bahadur Shastri", in examinee said "He is the Animal Minister of Bihar". I have consulted nany educationists during the last few days. They are unanimous on one point—educational standard of our average student is too low. Our Chief Minister said in his budget speech of 1957-58, I quoted the other day in Bengali because I had not the English copy then, I now quote from the English copy—"It looks as if we have got as many jobs as we have got nen but the main reason which is causing unemployment is that the men re very often not psychologically suited nor trained for the jobs." That neans that the educational pattern of West Bengal is not suited to meet equirements of the country. But when we say this we are perverse, when is Chief says then he is silent. I pointed out his attention to this, and he s discreetly silent. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Discretion is he better part of valour). I wanted to know what has been done to foster hat kind of education which the Chief Minister wants; I got no reply but nly abuse.

In education, the most important thing is the medium of instruction. We are all unanimous on this point that Bengali should be the medium of nstruction upto the highest stage, even in science subjects. How can we

do it unless we take steps from now on to write books, specially on science subjects, for the B.Sc. and M.Sc. standard? May I make one suggestion? Government should form a Committee with Professor Satyendra Nath Bose as Chairman for arranging production of scientific books so that we may have all the books necessary within the next five years. I am making this suggestion in spite of the fact which came to my knowledge last night. Last night I received a telephone call from a gentleman, whom I did not know personally, to the effect that the Bigyan Parishad, an organisation whose life and soul is Professor Bose which has been created for dissemination of scientific knowledge in Bengali, was formerly getting a grant of Rs. 6,000 annually, but now gets only Rs. 3,000 for the last two years or so. I telephoned to Professor Bose this morning to ascertain if it was true. He told me that the information was correct. I may tell this House, through you, Sir, that thousands of Prafulla Chandra Ghose, Rai Harendra Nath Chaudhuri or Pannalal Bose, three Education Ministers after independence would be forgotten, but Professor Satyendra Nath Bose would shine like a star of the first magnitude in the firmanent so long as science exists.

[4-10—4-20 p.m.]

Education is an integrated whole. Primary, secondary and University education should be thoroughly integrated. There must be a co-ordinated syllabus. Teachers must be properly qualified and they should receive proper emoluments. Unless the elementary conditions are fulfilled, there is bound to be a chaos and we have that chaos in the educational field today. Our Education Minister says significantly *ad nauseum* that our Education Budget today is 14 crores as if we have not seen that before. He thinks that we suffer from xerophthalmiaor, day blindness. If you give 14 crores more money he will mismanage that with greater skill. What is the percentage of money that is spent here? My friend, Sj. Bankim Mukherjee said that in Kerala greater percentage is spent. I am sure if greater percentage is given to the present Education Minister, he will ruin education completely. That is why I do not support this 14 crores education budget which has failed to solve the problem of educated unemployment. The educated unemployed have been dumped as primary teachers. Why does he not dump them in his Secretariat? Even he does not understand where our students are. But not merely that. The vast number of teachers are temporary and these temporary teachers depend on the grace of somebody. Therefore they have to dance to the tunes of somebody. My friend, Sj. Chatterjee said that some of the temporary staff worked as election teachers. I know that. If the standard of primary education is low, secondly education is bound to be low and if secondary education is low, collegiate education is bound to be low. That is the position we are in. While I was coming, I was told by Dr. Pabitra Roy that there is no syllabus for primary education. Students have been asked to appear in an examination in one place under one condition but there is no complete syllabus. There should be one syllabus and every school must follow that syllabus. This shows that examination in one place is unsuitable till there is common syllabus. We have been crying hoarse that education should be made compulsory up to the age of 14, i.e., up to eight years course. But really we find that it is made up to five years course. Not merely that. Even with five years course, the number of students in Class IV form only one-fourth of the number of students in class I. That is the figure that I got from 1952-53 Educational Pamphlet from the Government of West Bengal. That means huge and colossal waste of the money that is spent and those people will lapse into illiteracy.

Coming to the field of secondary education, what do we see here? Formerly the University of Calcutta used to manage secondary education. Then our present Education Minister passed the Secondary Education Bill which was considered to be a very novel and grand thing. But not long after he had to dissolve the Secondary Education Board and appoint Administrator after Administrator. That is the position, Sir. We have no representative Secondary Education Board. The Government do not take the responsibility, they appoint an Administrator. It is a kind of

ব্যতিরেকী বিবাহ।

The Multi-Purpose School Scheme has come from the Centre. It is sponsored from the Centre, it is true and only the execution is in the hands of the Government of West Bengal more or less because I know education is a State subject, but the Centre is too much interfering in the matter, and we do not know where we are—whether the Centre is the controlling factor or the State is the controlling factor. I know it is the finance which is the controlling factor and the Government of India give the finance and they want to control everything. That is the position we are in and therefore this tug of-war, this tussle is taking place in the educational field. For the multi-purpose school we have built a building, but—

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Who is the contractor?

Dr. Prafulla Chandra Ghose: I am not going into those things. But I have consulted many head masters in South Calcutta of multi-purpose schools. They said "there is dearth of teachers at least in the Science Department, and more so in the mafassal".

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Everywhere.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: In Calcutta at least those schools can have professors of colleges as part-time teachers, but for the mafassal schools there is no such scope. I carefully went through the syllabus that was more or less recommended by the Government of India, and then I went through the syllabus which is the latest one published by the Board of Secondary Education, West Bengal for Class XI. You will see what the Chemistry course is —I dabbled in Chemistry at one time. It is this: "Products of distillation of coal tar. Peculiarity of Benzene and its homologues the Ring and chain compounds. Some derivations of benzene; some dyes; anti-septics, medicinals, etc. prepared from them". That means synthetic dyes, synthetic drugs and synthetic anti-septics. Unless one is an M.Sc. in organic chemistry one cannot teach these things.

Mr. Speaker: Dr. Ghose, if you only dabbled in Chemistry how do you know? I think you had delved into it and knew much more.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: No, Sir. I only dabbled in it, because whatever I might know, I did not make first class research. Therefore, I said I dabbled in it, but other people did first-class research like my friend Sj. Satyen Bose. There it is stated "some dyes, anti-septics, medicinals —synthetic drugs, etc.". I ask the Education Minister—probably he is innocent of Chemistry— I ask him and I ask the Education Secretary also —probably he is also innocent of these things—whom do they want to bring as teachers? Unless one is an M.Sc. in organic chemistry, one cannot teach these things—and in how many schools it is possible to do this? I have seen also the Physics course. Unless one is an M.Sc. in physics, one cannot teach those things. Therefore, this is an important thing. But what are you doing? You are putting the cart before the horse. You have not the trained teachers, but you have the building. I was told by some Government officials about the condition of even the Hindu School. I would ask

the Education Minister to go and see for himself what the position is. If he had taken the humble advice or suggestion that I gave to him—if poor but meritorious students were given stipends at the rate of Rs. 75 to 100 per month and all meritorious students were sent for honours course—in Government colleges, they practically would have been teachers in five or six years—then there would have been no dearth of teachers.

[4-20—4-30 p.m.]

But they won't accept that because it comes from Opposition members. Sir, it is useless to make concrete suggestions. If we give concrete suggestions then they will try to find excuses in them. Therefore, I say so long as the present Education Minister continues there is no hope for education in West Bengal. Sir, I think—I suggested some time ago—that all colleges—whether Government or non-Government—must be put on the same level. There should be no class distinction just as the herrenvolk and the common people. My honourable friend the Education Minister has a feeling of herrenvolk and the ordinary people and that is why the Principal of the Sibpore Engineering College gets a salary which is more than that of the Director of Public Instruction and the Principal of the Teachers' Training College gets barely 1/3 of that salary. Even the Principal of the Presidency College gets a much less salary. That means that you are introducing a Neo-Brahmin feeling and I am against it. There must be equal pay for equal qualification. A professor who will teach Humanities will get the same salary as a professor who will teach Science otherwise who will come to teach Humanities subject and the country will suffer in the long run. Sir, the University syllabus and the multi-purpose syllabus must be co-related, but there is no co-ordination. Sir, we do not know where we are. But even for the subjects the teachers teach there are no books. The teachers have to read many books before they can teach—before they can deliver lectures but they cannot buy books cheap because of sales tax on books. There is no sales tax on books in Bombay, Madras and other provinces but here they have got the tax on books so that the professors and teachers cannot buy books and read them. So this is tax on knowledge.

Then, Sir, I hear a lot about basic education also. I do not want to enter into a discussion over the basic education which is now imparted in West Bengal—whether they follow the pattern of Mahatma Gandhi or not, but the thing is that after completion of the basic education where will the students go? Will there be any opening for them in the higher education? So basic education and the higher education also must be co-related otherwise very few will go for basic education. Sir, I object to this step-motherly affection for basic education. If you really want basic education the door must be opened for higher education otherwise there is no hope. As I said all colleges must be given research facilities. My honourable friend knows that while I was in the Ministry I took the initiative—a little initiative—of making an available research grant of Rs. 1 lakh, but during the last 11 or 12 years there has been not a pie increased in the research grant and instead of that we get a list of so many students in the primary schools, so many students are in the colleges. Then he will probably say that in one college in Calcutta there are 14,000 students which is the total number of students in the University of London and so that college is equal to the University of London. Sir, this is a logic which I am afraid of. You know, Sir, that Napoleon boycotted Germany and Germany was not in a position to get sugar. The German scientists came to the rescue of Germany. The Botanists increased the percentage of sugar in sugar beet. The Chemists found out a cheaper method of extraction and because beet sugar cheaper

than cane sugar. Thus they made beet sugar cheaper than cane sugar. During the first German war when the sources of Chilean nitre were stopped Frits Haber discovered a method of preparation of nitric acid from air. During the last war also Germany had not got enough petrol and therefore before Herr Hitler started the war the German scientists discovered a method known as Fischer Traubb method for preparation of petrol from coal. Our prophets said many times that Germany will not be able to continue the war because of want of petrol but Germany did not suffer from want of petrol; it may be comething else. Will our Education Minister see that our scientists solve our problems? I want our Education Minister to stand up like Professor Emil Fischer and say that in our country we have produced chemists like Baeyer and Will-Statter, medical men like Von Behring and Ehrlich and physicists like Rontgen and Einstein. We want him to say that our country has got Nobel prizes for so many years. He wants 25,000 primary schools and instead of 60 colleges 150 colleges. That does not satisfy us. Therefore, in the interest of West Bengal, in the interest of education I oppose him. It is nothing personal.

My friend Dr. Radhakrishna Pal used some panegyrics. He may quote even from

মৃচ্ছকটিক

about Education Minister.

"স্থিরদেন্দ্রগতি চকোরনেত্র পরিপূর্ণেন্দুমুখ স্থিতমুখ্যতম অগাধসত্ত্ব"!

I won't object to that. I object because the education is suffering. I say that this Budget, however good it is, is not in the interest of education of West Bengal.

Then I would say a few words about the examination system. The present examination system is bad. Only on one test performance you assess the value of a person; it is no good. Therefore, in the school stage I say that the headmaster's certificate should be enough. If he wants to enter the University the University may examine him. On merit he should be admitted and on merit if he is admitted, if he is a poor student you should give him sufficient stipend so that he can carry on education; otherwise what is happening today is a huge wastage. You see in the examination the great percentage of failure and that shows where we are. If we really solve this problem we shall solve everything.

Then about administration, every time you keep in the Budget D.P.I.'s salary Rs. 21,600, but the D.P.I. is not appointed, for the last two years that is happening. I do not know what is in the mind of the Education Minister—whether he wants to appoint him or simply to carry on with one man. I can tell him—

সংশয়াত্মা বিনশ্যতি

He does not know his own mind. Therefore I want a clear explanation of the education system and proper administration then I shall be the first man to congratulate the Education Minister and to offer my hand of co-operation.

With these words I oppose the Education budget.

[4-30—4-40 p.m.]

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose the budget. I do so as a common man who is interested in education as a guardian, as a father. I think what I shall say will be the opinion of most of the guardians in this country. What I feel with regard to education is that our friends on the Congress side have times without number said

that education has increased quantitatively and that this is due to their policy. Yes, Sir, I feel that our people are wanting more to be educated but that is the contribution of the brilliant intelligentsia that West Bengal has and had and it is in spite of our Government whose caravan, I am afraid, is the same old caravan of the British bureaucrats; and that the caravan is not running even as smoothly as it did even during the British regime. Sir, in this small time, 15 minutes I will draw your attention to the fact that the system of education that is being run in West Bengal today is halting, is wrecking the desire of the people to be educated. It is not helpful to the people to be educated. I will draw a few facts from the budget demands and budget grants. Sir, we have been times without number told that we are spending a larger amount, a larger quantity of money, yes, Sir. But the major portion of that quota is under developmental schemes and as the members on this side and other side are well aware this sum is used in the developmental schemes for building purposes where buildings are of no use. Sir, in sociology it is said that beautiful college buildings do not go to make good colleges; it is the human beings there in the college who make good colleges. There has never been the occasion to look after the human beings from the side of the government because like out Education Minister they do not think that human beings count. Our Education Minister the other day while criticising Dr. Chatterjee said that in 1960 the University will accept the Degree Course and he has been informed that the Vice-Chancellor had written to the Senate to do so, and the Senate had accepted a resolution to this effect. Sir, I went into the matter and I find that he has not studied even the Calcutta University Act. The Vice-Chancellor has not any opportunity of writing to the Senate. He draws up the agenda. So, when he was making that statement he was just acting as a puppet of the Director of Public Instruction and did not understand what he was saying. Then again, the meeting was not of the Senate, the meeting was of the Academic Council. I am sorry, Sir, the Minister of Education does not know the difference even of the provisions University Act.

Sir, the budget itself is divided into (1) portions regarding University Education, (2) Secondary, (3) Primary Education and (4) Special Trainings, (5) Developmental Schemes. I will take one by one and show that it is acting as a brake to education. That in the University, our Education Minister the other day spoke, they had a balanced budget and therefore Government did not feel it was necessary to have more money being sent to the University, and for the last three years they have only given the statutory grants. Sir, it is a fact that they had given some ad hoc grants before, but I would draw the attention of the Hon'ble Education Minister that no progressive institution can continue to be progressive if it has a balanced budget and as such it is only,

না, আমরা বাংলায় বলি, "দ্‌কুড়ি সাতের খেলা"

the University is going along with that. There is no progress in the Calcutta University and we are having other Universities. If the oldest University has no progress I shudder to think, Sir, what will happen to the other universities. Sir, even in the university stage you will find that the amount of money that is being spent throughout whole education the same propertion is there throughout whole education barring the developmental schemes, scientific schemes—we spent only Rs. 7 crores. Out of this 20.4 per cent. goes in administration so that actually for running education the figure is only Rs. 4 crores, and we talk big about spending of money in education. Again, Sir, of this 20.4 per cent which is being spent as administrative expenditure, if you look at the figure it is the same top heavy administration—the Inspectorate and the Directorate draw away Rs. 16 lakh in salaries and another Rs. 16 lakh which is very cunningly put in under Establishment Charges, under Honoraria and Allowances.

Then, Sir, if you look at the lower grade you will find the same difficulty. They cannot feed their children; they cannot have their children educated; and you expect that there will be co-operation with the lower people and the top people.

Sir, when we come to the University stage we find that the Teachers' Training has minimum amount of allotment and in this Teachers' Training also the non-professional side—I do not know what it is—or the non-Government Professional Colleges get about Rs. 54,000. Even there, Sir, we find that the Jadavpur University gets Rs. 41,000. I was under the impression that after the Jadavpur Engineering College has become a University it should be receiving money from the Centre. I do not know how that has become a non-Government Professional College under the State Budget and how that Rs. 41,000 is being given to the Jadavpur University. So that when the amount of money spent on the teaching staff of teachers is so insignificant comparatively to the amount of money spent on the General Administration how can we expect that we will have any education of any sort—because trained teachers are not being produced in any sufficient number.

Sir, I now come to the most wonderful system that we are having for the last three years in West Bengal, that is the system of Secondary Education. It has been touched upon by plenty of people. In all aspects secondary education has been criticised. Our Hon'ble Minister had a bill rushed through the Upper House. Two sessions have passed, and he has not the audacity to bring that bill in this House because he knows that Opposition from this side of the house and probably from the other side also, will be too much. What we find when we look at Secondary Education? We find that in the secondary education under the head Government Schools, there are only 26 in number, and they are spending a lakh of rupees per year per school. They are only 26 in number. Unfortunately, non-Government Schools are 1,676 and the average annual grant per school that is given to them is about Rs. 8,000 a year. So if they think that to run a model school it requires Rs. 1 lakh a year, how is it that only Rs. 8,000 is supposed to be the contribution of our brilliant Government for fostering education? If anybody is to be given credit for the large number of students that are going for the secondary education, it is our brilliant intelligentsia, it is our brilliant teachers, it is our brilliant teachers who have given up all and are serving the cause of education in spite of starvation and semi-starvation conditions. Government cannot definitely claim that they have given any help to secondary education. It is not even Rs. 8,000 per school, as out of a total of 1,676 schools on the Government books 1,050 gets Government aid. Out of this 1,050, I am sorry to say, 250 aids are nil; so that actually less than half of the secondary schools get Government aid.

That is the financial aspect. I now come to the aspect of hotch-potch that is existing in our secondary education. We have the old 'Matric' now changed to School Final and the Multipurpose Schools, higher secondary schools. I have a small list which I have tried to collect as a man interested in education who have children and grand-children to education. I might be a little incorrect, and I shall be glad if I am corrected. We have about 280 upgraded schools, not all of them are multi-purpose; there are only 100 multipurpose schools. These multipurpose schools have core subjects and stream subjects. Two batches are generally taught in the stream education in the multipurpose schools science and technology. They have in science in only 60 out of 380 upgraded schools. There are only 15 tehnology streams, 2 agricultural streams, and 15 Commerce streams in the

multipurpose schools. I draw your attention to one thing. Times are such that with the development of science and with the development of industries it is only those subjects which contain science, technology, agriculture and commerce that can really give an upper grade of living. But you will find out of 280 multipurpose schools only 100 are so upgraded, and I have given the ratio. So, only 9 per cent. of our boys will have the opportunity of doing something which would give them a decent standard of living. The other 91 per cent. of our boys will have to continue to be hewers of wood and drawers of water. That is why I said it is a brake to have education of a productive type. It is an attempt to create classes in society who will be all the time antagonistic to each other. Not only that. There is a profile drawn for the admission into the paying streams at the age of 13 of a child. It is unparliamentary language, but it is rather silly. To ask a question to decide what your child is going to do when he is only 12 or 13 would be tantamount to folly. But I draw your attention to the fact, I am a guardian, one of my boys is in a multipurpose school, in that profile the first question that is put to the guardian is "Can you afford to give your son expensive education after 11 year course"?

[4-40—4-50 p.m.]

That has given clue to every thing. It is only there that can afford to bear expensive education for our children will be continuing to have opportunities for expensive style of living and the other 90 per cent. of our countrymen will continue to be hewers of wood and drawers of water and study Humanities. Sir, at the same time I may tell you that I wonder what will happen when these 10 years' schools will come to the last stage and I have a shrewd suspicion that in lower secondary education up to the VIIIth class there will be another examination. Sir, in a socialistic pattern of society, in a socialistic society—what our friends on the opposite say—you will expect that there should be opportunities for everybody. There should be opportunity of going from one stage to the other stage. But I am afraid it is just the other way round. Sir, in the case of primary education the same thing happened—not only the same thing, but still worse in the primary stage of education. There are 27,000 schools. The number of schools have increased, but the amount of money for the training of primary teachers for the Guru Training School, for the Madrassah is so insignificant that for decades to come the boys of these 27,000 schools will be taught by people who are not properly trained to be teachers. At the same time I may tell you that not only there are untrained teachers, but the inspectors from the Directorate are functioning in such a way that even where there are three teachers in a school, you will find one is absent, one does not come and one does not take his class. This is the way how primary education is going on. At the same time I tell you that one of the fundamental things that I do not find in our educational Budget is that our minorities have a brilliant language, viz. Urdu which is one of the sweetest language and there is no provision in the Budget for increase and development of this language in our country. There are a large number of minorities still in this side of the border.

Now I come to another peculiar condition of education viz. medical education. Here also our Ministry, our Government have gone the same way. Sir, in medical education two lakhs of rupees were to have been spent in the Second Five-Year Plan by the Government of India for having one department completely manned by whole-time staff in the colleges in the clinical subjects. Our authorities never informed the medical colleges regarding this and West Bengal has lost this money in the First Five-Year Plan as also in the Second Five-Year Plan and now that they have come

in, I am afraid if the matching grant of two lakhs of rupees will be coming or not. Again there is the grant of 20 lakhs of rupees for post-graduate education which is due to the University. Thanks to our authorities, this has been transferred to the Presidency General Hospital. One of the members of Lok Sabha, Prof. Hirendra Nath Mookerji, had asked a question about this. They are in a dilemma, they do not know whether it is illegally appropriated. Similarly in R. G. Kar Medical College recently taken over by Government there was a strike. Students could not prosecute their studies during the strike period and I wonder whether they have reasons to ask how they will be able to complete their course if the strike goes on. I know there will be troubles. I forewarn the Education Directorate regarding this. The officials only finish their duty while something goes on.

With regard to Purulia, Purulia has come back to West Bengal. It is really one of the most wonderful things that during the last three years and a half the schools are not being given aid. The school teachers who had agitated to come to West Bengal, are not getting any Government aid even now. The rules of Bihar Government with regard to teachers' salaries still continue to be there and the wage scales of the West Bengal Government have not been applied there.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

স্যার, শিক্ষামন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকার জন্য জনসাধারণের মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

Mr. Speaker: I want to inform the members of the House about something—the time table given to me by Whips on both sides. It is not possible to complete the debate by half past seven. Therefore, I shall apply my own judgment. So long I will find that the speech is in order—doesn't matter from whom it comes—I will allow that; otherwise I shall not allow that.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই যে গলদ এবং নীতিহীন ব্যবস্থা তার সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে বিরাট নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। প্রথমত প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলছি। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার এখন পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রচার করেন নি—যার ফলে আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রকম প্রাথমিক শিক্ষা চালু আছে। যেমন জিলা স্কুল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, সাহায্যপ্রাপ্ত গভর্নমেন্ট এইডেড উদ্বাস্তু বুনিয়াদী, ব্যক্তিগত মালিকানা স্পেশ্যাল কেডার ইত্যাদি ৮-৯ রকম প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রিমহাশয় অনেক সময় গর্ব অনুভব করছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় যে বিরাট ওয়েস্টেজ সে সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সে ওয়েস্টেজ বন্ধ করার জন্য তার কোন চেষ্টা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় করেন নি। দেখা যায়, যে হিসাব পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে দেখতে পাই ১০০ জন ছাত্রের মধ্যে যারা ক্লাশ ওয়ানএ ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ক্লাশ ফোরএ মাত্র ৪৩ জন পেঁছুতে পারে এবং পথে ৫৭ জন শতকরা ছাত্র ওয়েস্টেজ হয়ে যায়। বলা হয়েছে রিপোর্টএ

school being ill equipped, poorly housed and with dull and depressing environment, etc. etc.

এজন্য গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় আজকে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে অপব্যবস্থা চালু আছে তাতে ওয়েস্টেজ দিন দিনই চলেছে কিন্তু সেটা শোধরাবার কি ব্যবস্থা সে সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আজও আমাদের কিছু বলেন নি। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা খাতে মোট ১৩ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করেন ব'লে তিনি গর্ব করেছেন, অবশ্য তিনি গর্ব করতে পারেন কিন্তু এত টাকার মধ্যে অপব্যয় দুর্নীতি খাতে কত টাকা যায় তা তাঁর চোখের সামনে প্রকাশ ক'রে দেওয়ার পরও আমরা দেখি শিক্ষামন্ত্রী চুপ ক'রে থাকেন এবং সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা, কোন এনকোয়ারি

অবলম্বন করেন না। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাখাতে যে ব্যয় হয় তার ৫৮·৮ ভাগ গভর্নমেন্ট ব্যয় করেন বটে কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার বাকি ৪২ ভাগে জনসাধারণ পকেট থেকে ব্যয় ক'রে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দেখি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষায় অভিভাবকরা যে টাকা ব্যয় করেন তার পরিমাণ এত বেশি যে, ভারতবর্ষের কোন দেশের শিক্ষাখাতে শতকরা এত টাকা ব্যয় করেন না অর্থাৎ অভিভাবকদের কাছ থেকে, ছাত্রদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করা হয় এই পশ্চিমবঙ্গে, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এত পার্সেন্টেজ আদায় করা হয় না। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা দেখি মাথাপিছু কত টাকা ব্যয় হয়। পশ্চিমবঙ্গে একজন প্রাথমিক ছাত্রের পেছনে ২২·৬ অর্থ ব্যয় হয়। অন্যান্য প্রদেশে—বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজে কিংবা পাঞ্জাবে দেখি প্রাথমিক ছাত্রের মাথাপিছু অনেক বেশি পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। এই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে কতখানি গলদ আছে সে সম্পর্কে হাওড়া জেলায় এ সম্পর্কে যে দুর্নীতির সংবাদ পাওয়া গেছে তা আপনার সামনে উত্থাপন ক'রে দিই। বেলুড়ে কোন বিদ্যালয় ছিল না অথচ সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখি প্রত্যেকটি মাস্টারমহাশয়কে মাইনে দেওয়া হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, স্কুলের পরিদর্শিকা পরিদর্শন করতে গিয়ে শহর থেকে ৪।৫ মাইল দূরে রাত্রিযাপন করেন কিন্তু তার জন্য বিল পাশ হয়। টি এ বিল পাশ করেছে ব'লে আনন্দবাজার পত্রিকায় ডবল কলাম যে খবর বার হয়েছে তার প্রতি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু তিনি নীরব রয়েছেন।

[4-50—5 p.m.]

এবং শুধু তাই নয়, যে ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলসএর আমলে এই ঘটনা ঘটেছিল তাঁকে রাইটার্স বিল্ডিংসএ এনে আরও বড় পোস্টে বসানো হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও বলতে চাই যে, আমাদের দেশে যারা সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরের অর্থাৎ যারা সিডিউল্ড কাস্ট বা সিডিউল্ড ট্রাইবস-এর এক কথায় ডিপ্রেস্‌ড ক্লাসের তাদের শিক্ষার মান—এমনকি প্রাথমিক শিক্ষার মানও মন্ত্রিমহাশয়ের আমলে মোটেই উন্নততর হয় নি। সিডিউল্ড কাস্টএর মধ্যে মোট শিক্ষাপ্রাপ্তের সংখ্যা ০·০৩৩—এই তাদের শতকরা হিসাব। সিডিউল্ড ট্রাইব্‌সএর পার্সেন্টেজ ৫·০৫০। আদার ডিপ্রেস্‌ড ক্লাস অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ০·০৫৩। কাজেই পশ্চিম বাংলায় যারা প্রায় ৬০ শতাংশ তাদের ভিতর শিক্ষিতের হার যদি ০·০ দিয়ে হয় তা হ'লে শিক্ষার দিকে কি উন্নতি হয়েছে? কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার দিক থেকে বুর্জোয়া আমলে ১৯১৯ সালে বা ১৯৩০ সালে যে রকম ছিল এবং যেটা আজ অব্‌সলিট হয়েছে বলেন—তখনকার চেয়ে আজকের দিনে যখন গণতান্ত্রিক উপায়ের উপর ভিত্তি ক'রে সব কিছু করা হচ্ছে বলেন—তাতে আজ যে শিক্ষা চালু রাখা হয়েছে তার যদি পরিবর্তন না হয় তা হ'লে সত্যই বলতে হয় প্রাথমিক শিক্ষায় ভীষণ ওয়েস্টেজ হচ্ছে। এই ওয়েস্টেজ বন্ধ করা সম্ভব নয়। এই ওয়েস্টেজ বন্ধ করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় কি ব্যবস্থা করবেন, আশা করি তা আমাদের সামনে বলবেন।

তারপর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। এ সম্বন্ধে প্রথমেই বলা দরকার যে, আমাদের দেশে ট্রেন্ড টিচার কতজন আছেন। শেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পশ্চিম-বঙ্গে ট্রেন্ড টিচার ২৬·৯ পারসেন্টএর সঙ্গে তুলনা করলে দেখি অন্ধ্রে আছে ৭৮ পারসেন্ট, আসামে এবং বিহারে আছে ৪৫ পারসেন্ট, বম্বেতে ৬৪ পারসেন্ট, কেরালায় ৭২ পারসেন্ট, এবং মাদ্রাজে ৮৭ পারসেন্ট অর্থাৎ সমস্ত জায়গাতেই ট্রেন্ড টিচার বেশি হয়েছে। প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখছি এখানে অনেক কম, অন্ধ্রে ৭৮ পারসেন্ট, ইউ পি-তে ৩৪ পারসেন্ট, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মাধ্যমিক স্কুলকে মাল্টিপারপাস করার জন্য যেভাবে চেষ্টা হয়েছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকায় বাস্তবিকপক্ষে অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে একটা চরম কেয়সএর সৃষ্টি করেছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন না কিভাবে অগ্রসর হ'তে হবে। কোন্ নীতি অনুসারে এই স্কুলগুলি আপগ্রেডেড হবে সে সম্পর্কে সরকারের নীতি নাই। আমি জানি অনেক ভাল ভাল স্কুলকে মাল্টিপারপাস স্কুলের চান্স দেওয়া হয় নি, যেসব স্কুল বহু-দিনের পুরাতন, যাদের ক্লেম বেশি. তাঁদের না দিয়ে নতুন স্কুলকে দিচ্ছেন। যেমন, বলাগড় হাই স্কুল, যে স্কুল ১৮৫৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল, যে স্কুল থেকে স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং এখানকার নামকরা সাহিত্যিক

মোহিতবাবু, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেছিলেন, সেই স্কুলকে আপগ্রেডেড না ক'রে নতুন একটা স্কুল এবং যে স্কুল এক বছর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার পারমিশন পেয়েছে, সেটাকে মাল্টিপারপাস স্কুলে রূপান্তরিত করা হ'ল; আর যে স্কুল একশত বছর ধ'রে পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছাপ রেখে গেছে সেইরকম স্কুলের ক্লেম আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর আমলে রিজেক্ট করা হবে। আমরা জানি, চারটে হাই স্কুলের যেখানকার সভাপতি গভর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাদের উপর স্পেশ্যাল ফ্যাসিনেশন দেখাচ্ছে। এইভাবের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ক'রে ভাল ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা হোক তারপরে আমরা দেখছি যে, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিরাট খরচ হয় তার ২৭·২ পারসেন্ট গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ব্যয়িত হয়, আর বাকি সমস্ত ব্যয়ই সাধারণ মানুষের পকেট থেকেই যায়। আর মাধ্যমিক স্কুলের যারা ছাত্র তারা খরচ করে ৬১·৪ পারসেন্ট। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এত অধিক নয়। এখানে মাধ্যমিক শিক্ষার বেতনের হার বাড়িয়েই চলেছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি। আমরা যদি আর্টস এবং সায়েন্স কলেজের দিকে তাকাই তা হ'লে দেখতে পাই, পশ্চিম বাংলায় ছাত্রপিছু যা খরচ হয় তা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

[Here the member having reached his time limit resumed his seat.]

Sj. Khagendra Nath Bandyopadhyay:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়! মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দের যে দাবি করেছেন সেটা সম্পূর্ণ সমর্থন ক'রে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। সময় অত্যন্ত কম। তবুও বুনিয়াদি এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আমি কিছু বলবার চেষ্টা করব।

শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় ডাঃ ঘোষ বলেছেন, আজকে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সেখানে ট্রেন্ড টিচার নাই। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, র‍্যাপিড এডুকেশনএর যদি ব্যবস্থা করতে হয় তা হ'লে স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হয়; সেজন্য হাতের কাছে যা শিক্ষক পাওয়া যাবে—মিনিমাম কোয়ালিফিকেশনএর হ'লেও তাই নিয়েই কাজ চালাতে হবে। তাই ১৯৪৭ সালে ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার যেখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল সেখানে এখন ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ থেকে ১০ বছরের ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। এর জন্য ট্রেন্ড টিচার যেখানে ১৩ হাজার ছিল সেখানে আজ সেইসংখ্যা ৩৩ হাজার হয়েছে এবং ৭৪ হাজার শিক্ষকের মধ্যে আজ ৪০ পারসেন্ট ট্রেন্ড টিচার।

স্পেশ্যাল কেডার টিচার সম্পর্কে নানাকথা বলা হয়েছে। এই স্পেশ্যাল কেডার স্কীম সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম। তাই এর মধ্যে থাকার জন্য তার সংখ্যা ৩০ পারসেন্ট যেখানে ট্রেনিংএর ব্যবস্থা আছে নন-বেসিক সেখানে বেসিক ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রতি বছর আড়াই হাজার শিক্ষক শিক্ষিত হচ্ছে। কাজেই আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, এ বছরের বাজেটে যে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা চাওয়া হচ্ছে তার মধ্যে ৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা প্রাথমিক এবং বুনিয়াদির জন্য খরচ করা হবে। যেখানে ১৯৪৭-৪৮ সালে খরচ হ'ত ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, সেখানে আজ বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। ডাঃ ঘোষ যে বললেন যে, কোন সামঞ্জস্য নাই কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে খবর নিয়ে দেখেছি যে, পশ্চিম বাংলায় বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন একটা কো-অর্ডিনেটেড প্ল্যান নেওয়া হয়েছে যাতে রুর‍্যাল এরিয়ায় কোন চাষীর ছেলে টেকনিক্যাল কলেজে পড়বার সুযোগ পাবে। আজ দেশের যেখানে যেখানে জুনিয়র বেসিক স্কুলে এরা পড়ছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ১০৫৯টা। বিরোধীপক্ষের হীরেন চ্যাটার্জি মহাশয় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের নামে বললেন যে, বিদ্যালয়গৃহ খুঁজে বার করা যায় না। তিনি খোঁজ করলে দেখতেন ১০৫৯টার মধ্যে ৮৫৬টায় কাজ চলছে। অনেক জায়গায় স্থানীয় লোকের জমি দেবার কথা আছে। ময়মত দলিল আসে নি ব'লে বিদ্যালয়গৃহ হয় নি। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদির কাজ চলছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শোনালেন, টোট্যাল সিনিয়র স্কুল হচ্ছে......গত বছর পর্যন্ত। এবার সেখানে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী আজ সিনিয়ার বেসিক স্কুলে পড়ার সুযোগ

পেয়েছে এবং আরও বেশি পাবে। জুনিয়র বেসিক স্কুল থেকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে আসবার যে কো-অর্ডিনেটেড প্ল্যানএর কথা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষাবিভাগ দু' বছর আগে যেসব জুনিয়ার ট্রেনিং স্কুল খোলেন, তার সংখ্যা ছয়টি।

[5—5-10 p.m.]

আজ জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল দেখে অত্যন্ত আনন্দ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে ২ বছর আগে একে ইমপ্লিমেন্টেশন দিয়েছেন, কিন্তু আজকে চলতি বছরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সমস্ত প্রদেশে সার্কুলার দিয়েছেন সমস্ত জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুলের জন্য প্রত্যেককে স্কিম দিতে। কাজেই জুনিয়ার বেসিক পাঠ সমাপন্তে রুরাল এরিয়ার চাষীদের ছেলেরা সিনিয়ার বেসিক স্কুলে যেতে পারবে। সিনিয়ার বেসিকের পর জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুলে ১৪ থেকে ১৭ বয়স পর্যন্ত পড়তে পারবে। জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল থেকে মিলেও লেবার হয়ে তারা পলিটেকনিকে আসতে পারে। পলিটেকনিক থেকে সুপারভাইজার হয়ে বেরিয়ে টেকনিক্যাল কলেজে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসতে পারে। জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল থেকে ভাল ছাত্রছাত্রীরা এক বছরের জন্য হাইয়ার সেকেন্ডারীতে ক্লাস এক্স আই তারা ভর্তি হতে পারে এবং সেখান থেকে ভালভাবে উত্তীর্ণ হতে পারলে টেকনিক্যাল কলেজে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আসতে পারবে। কাজেই ডাঃ ঘোষকে চিন্তা করতে বলি যে সমস্ত শিক্ষার মধ্যে সুসামঞ্জস্য রেখে একটা কো-অর্ডিনেটেড প্ল্যান একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারই গ্রহণ করেছেন। একথা নিশ্চয় সকলেই জানেন যে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা বিভাগে খামখেয়ালীর কোন স্থান নেই। আমরা বারবার শুনি যে শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিব খামখেয়ালী করেন, কিন্তু আজকে দেশের যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তাতে কোনও স্টেটের কোন বিভাগের খামখেয়ালীর স্থান নেই। আজ দেশের সমস্ত উন্নয়নই ন্যাশন্যাল প্লানিংএর আওতায় চলছে। আজ এটা সর্বজন স্বীকৃত যে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংএর অনুমোদন নিয়ে যা কিছু বরাদ্দ টাকা তা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ স্টেটের শিক্ষা বিভাগ ঠিক ঠিক খরচ করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এটা স্বীকার করেছেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলার শিক্ষা বিভাগ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়ে চলেছেন অন্য কোন স্টেটের পক্ষে সেইভাবে এগিয়ে আসা সম্ভব হয় নি। আমি বিরোধীপক্ষের বন্ধুদের বলব—আমি আজ বীরভূম জেলার বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি—সেখানে গিয়ে দেখবেন যে আজ হয়ত সমস্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নি, কিন্তু যেখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় হয়েছে সেখানে সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর লোক সেই বিদ্যালয় গৃহকে ব্যবহার করছে। এ ছাড়া ছাত্ররা সেখানকার কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এমনভাবে নিজেদের তৈরি করছে যার ফলে আমরা জেলা থেকে জনসাধারণের চাপে পড়ে যে সংখ্যা আমরা সরকারের কাছে প্রার্থনা করি অন্ততঃপক্ষে তার ½ অংশও মঞ্জুরী পাই না। বীরভূম জেলার ১১১টা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০৪টাতে ইতিমধ্যে কাজ চলছে এবং দেখছি যে সেই সমস্ত কাজ দেখে আশেপাশের লোকের আগ্রহ দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমরা সমালোচনা নিশ্চয় করব, কিন্তু যেটুকুন ভাল জিনিস হয়েছে তার কথা অকপটে স্বীকার করবার মত সাহস থাকা চাই। এসেম্বলী হাউসে একথা স্বীকার করব যে ডাঃ ঘোষের মতন লোক এডভাইস দেবার জন্য যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আমাদের পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার নিশ্চয় উন্নতি হবে। কিন্তু যে কাজ হচ্ছে তার বাস্তব রূপ পরিবেশন করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমার সময় কম বলে আমি আমাদের জেলা শিক্ষা পর্ষদের ২।৩টি অসুবিধার কথা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে নিবেদন করব। জেলা শিক্ষা পর্ষদের কেরানী নিয়োগ সম্বন্ধে বলব যে সরকারের অন্যান্য ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক টাইপিস্ট হলেই হয় সেখানে কেন ইন্টারমিডিয়েটের বাঁধা রয়েছে জানি না। আশা করি তিনি এদিকে দৃষ্টি দেবেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নতির জন্য তাদের ছেলেদের বিনা বেতনে পড়বার ব্যবস্থা হয়েছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা পর্ষদের স্টাফএর সংখ্যার দিকেও যেন তিনি একটু নজর দেন। একটু আগে শুনলাম যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের বিশেষত স্পেশাল কেডার শিক্ষকদের নাকি কংগ্রেসের ইলেকশনের কাজ করবার জন্য রাখা হয়েছে কিন্তু একথা ঠিক যে কয়েকদিন আগে আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা তাদের এসেম্বলী অভিযান করতে নিয়ে এসেছিলেন। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাথমিক শিক্ষকদের যাদের ৬ থেকে ১০ বছরের ছেলেদের নিয়ে কারবার—তাঁদের দলে ঝান্ডা হাতে দিয়ে বিদ্যালয় থেকে টেনে আনতে পিছু না নন আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা। বিগত সপ্তাহে আমি আমার জেলায় গিয়েছিলাম,

সেখানে দেখলাম যে বিরোধীপক্ষ থেকে পুনরায় সেইরকম সেদিন গেছে। সেখানে অবশ্য খুব শীঘ্র, ৩৮৭ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৬।৩৭ জন শিক্ষক সেই হুজুকে মেতেছেন যে আবার এ্যাসেম্বলী ঘেরাও করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। কাজেই আমি একথা বলবো যে টিচার দেব ট্রেনিংএর জন্য ট্রেনিং সেন্টার বাড়ানো প্রয়োজন। বিদ্যালয় আমরা নিশ্চয়ই চাই—আজকে বিদ্যালয় যদি তাড়াতাড়ি না করি তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট রিপোর্টএ স্বীকার করেছেন যে ৮৭ পার্সেন্ট অবধি স্কুল গোয়িং সেগুলোতে আমরা এনরোল করতে পেরেছি। স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চয় খারাপ আছে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড উন্নত করতে হলে শিক্ষকদের আজকে রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে বিরোধীপক্ষ নেতাদের এটা বোঝা দরকার। স্পীকার মহাশয় একথা বলে আমি এই বাজেটকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছি।

Sj. Subodh Banerjee

স্পীকার মহাশয়, পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থা এক গুরুতর সংকটের দিক ক্রমশঃ এগুচ্ছে—হাজার হাজার ছাত্র স্কুল কলেজে ভর্তি না হতে পেরে লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে, শিক্ষকরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, শিক্ষার মান উত্তরোত্তর অচলও হচ্ছে এবং পশ্চিমবাংলায় ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে। এই বাস্তব অবস্থাকে সরকার অথবা কংগ্রেসপক্ষ কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অবস্থার কারণ কি এবং কেমন করে এই অবস্থাকে কাটান যেতে পারে। সেটাই যে বিবেচ্য বিষয়। মন্ত্রীমন্ডলী এবং ওখান থেকে কংগ্রেসের জনৈক সদস্য বললেন যে, যেহেতু রাজনীতিতে ছাত্রদের টেনে আনা হচ্ছে, তাই এই অধঃপতন। এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভুল, এ অভিযোগ অসত্য। কারণ ছাত্রেরা রাজনীতিতে নামলে শিক্ষার মান যদি অবনত হত তাহলে বিদেশী শাসনের যুগে জাতীয় আন্দোলনের সময় শিক্ষার ঐরকম উন্নত ধরনের স্ফুরণ অসম্ভব হত। তখনকার দিনে ছাত্রেরা সক্রীয়ভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে লিপ্ত ছিল; তা সত্ত্বেও সেখানকার ফলাফল দেখুন। এখন যে সমস্ত প্রতিভার বিকাশ হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে সে বিকাশ আজ লক্ষ্য করা যায় না। কেন? তাই স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে। সুতরাং রাজনীতিতে ছাত্রেরা গিয়েছে বলেই এই অধঃপতন হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থায় সংকট দেখা দিচ্ছে এ বিশ্লেষণ ভ্রমাত্মক বিশ্লেষণ। এই সংকটের কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে; সে কারণ ব্যক্তির মধ্যে খুঁজলে চলবে না, সমাজের মধ্যে তা খুঁজতে হবে। সামাজিক ব্যাপার। প্রকাশ হিসাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় আজ সমস্ত দিকে সংকট—কি উৎপাদন ব্যবস্থায় কি বণ্টন ব্যবস্থায়, কি কর্মসংস্থানে সমস্ত দিকে সংকট। এই আর্থিক সংকটের অংশ হিসাবে শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও সংকট দেখা দিয়েছে। এ অবস্থা শুধু আমাদের দেশে নয়, পুঁজিবাদী দেশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন প্রত্যেকটি দেশে সংস্কৃতি নিম্নমুখী; রক অ্যান্ড রোল কালচারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে গুন্ডাবাজী, টেকসাস মার্কা কালচার বিস্তারলাভ করছে। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে এ জিনিস দেখা যাচ্ছে কেন? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ঘুনেধরা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সর্বত্রই সংকট; শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না, পেতে পারেও না।

[5-10—5-20 p.m.]

তাই আমাদের দেশেও এই অধঃপতনের সামাজিক কারণটা দেখতে হবে। আমরা যদি বলি যে, শুধু ব্যক্তিগত কারণে এই অধঃপতন হয়েছে তাহলে ভুল করা হবে। এই সামাজিক কারণটা আমরা দূর করতে না পারলে শিক্ষার মান আমাদের দেশে উন্নত হবে না সংকটও কাটবে না। কিন্তু সরকার ও তার মন্ত্রীরা ছাত্রদের উপর পুরা দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের কর্তব্য শেষ করছেন এবং এই অধঃপতনকে দূর করার জন্য এক নয়া শিক্ষাপদ্ধতির দাওয়াই বাতলাচ্ছেন। কি সে পরিকল্পনা? ১১ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা আর ৩ বছরের ডিগ্রি শিক্ষা—একেই তাঁরা সর্বরোগহর ওষুধ হিসাবে নির্ধারণ করছেন। কিন্তু এতে হবে না। আমরা মনে করি, এই পরিকল্পনা দ্বারা আমাদের দেশের শিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে না, বরং আমাদের দেশের শিক্ষা সংকটকে আরো তীব্রতর করা হবে। এ সম্বন্ধে একটা একটা করে উদাহরণ রাখব, আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দশ বৎসর মাধ্যমিক কলেজে দুই বৎসর ইন্টারমিডিয়েট এবং দুই বৎসর ডিগ্রি এই মোট চৌদ্দ বৎসরের শিক্ষণ সময়ের প্রথা প্রচলিত। তার বদলে সরকার করতে চাচ্ছেন, তিন বৎসরের ডিগ্রি এবং এগারো বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা; মোট চৌদ্দ বৎসর।

যদি চালু করতে হয় তাহলে অন্ততঃ আগে তার নজীর স্থাপন আপনারা করুন। তারপর মাস্টার মশাইদের বলবেন। বুনো রামনাথের মত মাস্টারমশাইরা সব তেঁতুলপাতার জল খেয়ে অধ্যাপনা করবেন আর আপনারা সব চোষ্য চোষ্য লেহ্য পেয় নিয়ে মশগুল থাকবেন এবং তারপর প্লেইন লিভিং এ্যান্ড হাই থিংকিংএর কথা বলবেন—এটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্পীকার মহাশয়, তারপর নয়া পরিকল্পনার স্কুলের হচ্ছে ইকুইপমেন্ট আজকে ইন্টারমিডিয়েট পাঠ্য পাঠনের জন্য কলেজগুলিতে লেবরেটরি আছে। একই বিষয় আজ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলএ পড়ান হবে। শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে স্কুলের লেবরেটরিগুলি কি মোর বেটার ইকুইপড হওয়া দরকার নয়? তাই কি হচ্ছে না, ঠিক তার উল্টোটাই হয়েছে এবং আরও বহুকাল তাই থাকবে? লাইব্রেরীর কথা ধরুন, কলেজের লাইব্রেরী যা আছে সেগুলিই আদর্শ-স্থানীয় নয়; স্কুল লাইব্রেরীগুলির অবস্থা কি তার চেয়ে ভাল? এই যেখানে বাস্তব অবস্থা সেখানে সরকার বলছেন যে, নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নত হবে। এটা একটা অদ্ভুত জিনিস। মন্ত্রীরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিয়ে জুয়া খেলছেন। জুয়ায় হার হলে কে দায়ী হবে?

সর্বশেষ আমি কয়েকটি দাবী জানাব। পরিকল্পনার কথা ছেড়ে দিন, যা পারেন তাই করবার চেষ্টা করুন। প্রথম জিনিস আমরা দাবী করি উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হোক। য়ুনিভারসিটি পর্যন্ত বিনা পয়সায় পড়ানর ব্যবস্থাটা করুন। দ্বিতীয় জিনিস বর্তমানে কতকগুলি স্কুলে এবং কলেজে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করেছে—গভার্নিং বডি এবং ম্যানেজিং কমিটি সেখানে যা আছে সেগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গণতান্ত্রিক অবস্থার প্রচলন সেখানে করুন। পরীক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে পদ্ধতি চলছে তাকে আমরা বলতে পারি গ্যামবেল লাক—যে পদ্ধতির বদলে অবজেকটিভ টেস্ট তার ব্যবস্থা করুন। চতুর্থতঃ পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপারে চরম বিশৃংখলা চলছে—এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সমস্ত বই রাখা হয়েছে তা দেখলে মাথা ঘুরে যায়। সেই সব বইতে দেখা যায় আজও ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন চলছে তারপর ইংরাজী বই, গ্রামার, ভূগোলের বই। এ অব্যবস্থা দূর করে উপযুক্ত লোক দিয়ে ভাল পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব নিন। শিক্ষণ ও পরীক্ষা ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমে করুন।

Mr. Speaker:

এক বছরের বই যদি পাঁচ বছর করে পড়ান হয় তাহলে তো রেভলিউসান হয়ে যাবে।

মোট কথা শিক্ষার ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন না হলে শিক্ষার মান কোন দিনই উন্নত হবে না। অথচ সেটা করা এই সরকারের দ্বারা অসম্ভব বলে মনে করি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[5-45—5-55 p.m.]

Sj. Syamadas Bhattacharyya:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুবোধ ব্যানার্জী এইমাত্র তাঁর অভ্যস্ত বাগ্মীতার সঙ্গে বিশেষ জোরের সঙ্গে একটা গবেষণার কথা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন এই যে বহুমুখী এগার বছরের বিদ্যালয় স্থাপনার ব্যবস্থা হয়েছে এবং তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স হতে চলেছে—তার একথা ও উদ্দেশ্য হল শিক্ষাকে সংকোচ ও সংহার করা। শিক্ষার সংকোচ তিনি কোথায় লক্ষ্য করলেন এবং শিক্ষা সংহারই বা তিনি কোথায় আবিষ্কার করলেন, তা আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনে বুঝতে পারিনি। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার ঘোষ বলেছেন যে বেশী টাকা বরাদ্দ করার মানে বেশী টাকা অপচয় হওয়া। ডাক্তার ঘোষকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি, তাঁর সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি না, শুধু একটা কথা বলবো যে আজকে বেশী টাকা যে বরাদ্দ হচ্ছে সেই বরাদ্দ টাকা কিভাবে খরচ হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত কিভাবে খরচ হয়েছে এবং তার ফল কি হয়েছে সেটা সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ করে যদি তাঁরা বলতেন তাহলে আমাদের উপকার হোত। আজকে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার ঘোষ বলেছেন ১৪ কোটি টাকা খরচ

হবে একথা শুনতে শুনতে তিনি বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেছেন দি মিনিস্টার হ্যাজ রিপিটেড দিজ এড নসিয়াম, কথাটা হচ্ছে শুধু ১৪ কোটি টাকা নয় ১৪ কোটি টাকার চেয়েও বেশী খরচ হচ্ছে। এই বাজেট শিক্ষা খাতে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। তা ছাড়া রিলিফ এবং রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টএর শিক্ষা বিভাগে যে ব্যয় হচ্ছে সেটাও এই সম্পর্কে উল্লেখ করা ভাল, তার পরিমাণ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তা ছাড়া কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টএ শুধু শিক্ষার ব্যাপারে যে টাকা খরচ হচ্ছে তার কথাও উল্লেখ না করে থাকা যায় না। তাতে দেখতে পাচ্ছি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং ন্যাশন্যাল এক্সটেনশন সার্ভিসএর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলির উন্নতির জন্য, সমাজশিক্ষা কেন্দ্রগুলির জন্য এবং শিক্ষার অন্যান্য ব্যাপারে মোট খরচ হচ্ছে এই বৎসর ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। এই সমস্ত যদি যোগ দেওয়া হয় তাহলে দেখতে পাচ্ছি মোট ব্যয়ের পরিমাণ শিক্ষার জন্য হচ্ছে ১৬ কোটি টাকার বেশী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে এবং এতদিন ধরে ধীরে ধীরে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে তার ফলে কি হয়েছে সেটা সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা দরকার। কিছুক্ষণ আগে আমাদের পক্ষের জনৈক বন্ধু খগেনবাবু, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে বলে গেলেন আমি সেই সম্পর্কে আর কিছু বলছি না; আমি শুধু বলতে চাই জুনিয়র হাই স্কুল, হাই স্কুল এবং কলেজ, এইগুলির দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছে। এবং যে টাকা খরচ হয়েছে এই সমস্ত বিদ্যালয় বাবত তার পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছে। এবং সেই সমস্ত শিক্ষক যারা শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের সংখ্যা এবং তাদের আর্থিক মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি অবশ্য একথা বলছি না যে আর্থিক মর্যাদা যতখানি দেওয়া দরকার ততখানি আমরা দিতে পেরেছি কিন্তু তাদের আর্থিক মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে একথা স্বীকার করা কর্তব্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু একটি কথা বলবো স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জুনিয়র হাই স্কুলএর সংখ্যা ১ হাজার ৯৩ থেকে ১৮৩৩এ দাঁড়িয়েছে। হাই স্কুলএর সংখ্যা ৯৯৪ থেকে ১৬৯৪এ দাঁড়িয়েছে। কলেজ ৭৩টি থেকে ১০৯টিতে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র সংখ্যা জুনিয়র হাই স্কুল, হাই স্কুল এবং কলেজগুলিতে অনেক বেড়েছে। জুনিয়র হাই স্কুলেএ ১ লক্ষ ৪০ হাজার ছাত্র ছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৭-৫৮ সালের হিসাবে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার হয়েছে। হাই স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩৮৪৬৩৯ আর ১৯৫৭-৫৮ সালে দেখতে পাচ্ছি সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৪৪৭০; কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪২১৯৯ সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০৯০৩৮। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষক সংখ্যার ব্যাপারেও এইরকম উন্নতির পরিমাণ লক্ষ্য করবো। শিক্ষক সংখ্যা কলেজগুলিতে ছিল ১৯৪৯-৫০ সালে ২০৪৬ আর ১৯৫৭-৫৮ সালে এই শিক্ষক সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৩৮; হাই স্কুলগুলিতে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৩৩৩১ ১৯৪৮-৪৯ সালে, সেই সংখ্যা বেড়ে ১৯৫৭-৫৮ সালে হয়েছে ২৩১৭৬।

জুনিয়র স্কুলগুলিতে ৬ হাজার শিক্ষক ছিলেন, সেই শিক্ষকের সংখ্যাও ১৯৫৭-৫৮ সালে ৮৪৪৬এ দাঁড়িয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাব যে ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির সংগে সংগে শিক্ষকের সংখ্যা এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে এবং সেই সংগে শিক্ষক মহাশয়দের আর্থিক মর্যাদাও কিছু নিশ্চয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি একথাই বলতে চাই—শ্রদ্ধেয় সুবোধবাবু সেকথা বলেছেন যে শিক্ষা সংহার এবং শিক্ষা সংকোচই বাজেটের একমাত্র উদ্দেশ্য—তা কি আমার দেওয়া এই হিসাবগুলি দ্বারা এবং উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আনন্দের কথা যে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার সেদিকে সরকার এবং জনসাধারণ সচেতন আছেন। আমি ছাত্রছাত্রীর বৃদ্ধির যে হিসাব পেশ করলাম তা থেকে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগ্রগতি দেখা গিয়েছে তার জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই। আমি একথাও জানাই অগ্রগতির পক্ষে যে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে এবং দেশের যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলি বিবেচনা করলে এই সরকারের শিক্ষা বিভাগের উন্নতির জন্য অভিনন্দন না করে কেউ পারবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার মান এবং পরীক্ষা গ্রহণের মান যে নীচে নেমে গিয়েছে সে সম্পর্কে আমিও ডাঃ ঘোষের সংগে একমত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজ আমি শিক্ষাবিদদের কাছে শুনি বৃটিশ বা

আমেরিকা বা অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির য়ুনিভারসিটি ডিগ্রী তুলনায় আমাদের দেশের ডিগ্রী উচ্চ বলে গণ্য হয় না। এর অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে। বহুদিন আগে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন এ সম্পর্কে বলেছিলেন

all those interested in education deplore the deterioration in the standard of teaching and of discipline in colleges and in the Universities.

কারণ সম্পর্কে......

[At this stage red light was lit and the Hon'ble Member resumed his seat.]

[5-55—6-5 p.m.]

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

স্পীকার মহোদয়, শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে কথা মনে হচ্ছে তা এই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় জীবনকে নূতন পথ, নূতন অগ্রগতি, নূতন প্রেরণা দেওয়া দূরে থাক আমাদের সরকার শিক্ষা জীবনের সমস্ত কিছুর দায়িত্ব হাতে নিয়ে পুরোনো ধারার সাধারণ শৃঙ্খলাটুকুও আজ বজায় রাখতে পারছেন না। শিক্ষাধারা ও শিক্ষানীতি বিষয়ে যেমন চূড়ান্ত বিভ্রান্তি তাঁরা সৃষ্টি করেছেন তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিচালন ব্যাপারেও অপরিসীম বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থার দুঃখজনক পরিচয় দিয়ে চলেছেন। কিন্তু সব চেয়ে পরিতাপের কথা এই শাসনে কোনো কিছু শোনবার, বোঝবার মত মন নিয়ে কেউ নেই। দু'বছরের শাসনের ভেতর দিয়ে আমাদের জেলায় আমরা উপলব্ধি করেছি পশ্চিম বাংলার সমগ্র শাসনক্ষেত্রের কী অব্যবস্থা। এই সর্বাঙ্গীণ অব্যবস্থার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য নিয়েই প্রদেশের শিক্ষা বিভাগও চলেছে। বঙ্গভুক্তির সঙ্গে বিহারের আইন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে বাংলার কর্মপরিচালনা দেখা দিল। কিন্তু এই দু' বৎসরের মধ্যেও বাংলার আইন প্রবর্তিত হবার কোনো ব্যবস্থা হল না। অথচ বাংলার আইন রক্ষকের দল কিন্তু আইন মানবার লোক নন। বিহারের আইন চালু রয়েছে কিন্তু তাতে শ্রদ্ধা করে চলবার তাঁদের ধৈর্য্য নেই। বিহার আইনের চতুঃসীমার অভ্যন্তরেই জুলুমের উপযোগী বাংলার আইন ও আদেশ সুবিধা অনুসারে গায়ের জোরেই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথচ বিহার আইনের সুযোগ সুবিধাও যথাযথ দেওয়া হচ্ছে না বাংলার আইন হতে যাচ্ছে বলে। জেলার ভার হাতে নেওয়ার পর থেকে আজও পর্যন্ত বিহারের আইন অনুযায়ী জেলার শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্ল্যানিং কমিটি করা হয় নি পরামর্শদাতা কমিটিও করা হয় নি, এর সুযোগে অফিসারদের আইন বহির্ভূত জুলুম এবং অরাজকতা চলেছে। অভিযোগ করেও প্রতিকার হয় নি। অথচ বাংলার আইন প্রবর্তিত করবার কোনো বাধা না থাকা সত্ত্বেও আজও বাংলার আইন প্রবর্তিত হচ্ছে না। দরিদ্র পল্লী-শিক্ষকেরা বাংলার বর্দ্ধিত হারের বেতনের সুযোগ আজও দু'বছরের মধ্যে পেলেন না। ওদিকে আইন বহির্ভূতভাবে বাংলার আইন অনুযায়ী পরীক্ষার ফিও আদায় করা হচ্ছে। অর্থাৎ জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি আজ অব্যাহতরূপে চলেছে। শিক্ষা বিভাগের অফিসারদের বিরুদ্ধে দুষ্ট ব্যবহার ও অন্যায় আচরণসমূহের বহু অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, আবেদন নিবেদনের ফল হয় নি। গুরুতর অভিযোগ ঘটলে সত্য কি মিথ্যা অবিলম্বে সরকারের দেখা উচিত। অন্যায় ঘটে থাকলে জনসাধারণ প্রতিকার পেতে অধিকারী। অন্যায় না ঘটলে কর্মচারীর সুনাম রক্ষা করাও শাসনের দিক থেকে প্রয়োজন। কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই যাঁর ধর্ম এবং লক্ষ্য সুবিচারের আবেদন তাঁর কানে পেঁছুবে কি করে?

বাংলাভাষার দাবী ও মর্য্যাদা রক্ষায় যে স্কুলগুলি লড়েছিল যাদের সংগ্রাম ও দুঃখবরণের দৌলতে বাংলা সরকার আজ পুরুলিয়ার ওপর কর্তৃত্বের অধিকার পেয়েছেন অত্যন্ত দুঃখের কথা মঞ্জুরী বঞ্চিত সেই স্কুলগুলি বাংলা সরকারের হাত থেকে আজও মঞ্জুরী পায়নি। এর কারণ আর কিছু নয়, কারণ রাজনীতি।

ঐ সব স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি যাদের নিয়ে গঠিত, যারা ভাষার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল তারা অন্যায়ের তাঁবেদারী করার লোক নয় আজ কর্তৃপক্ষ এটা উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইএর দৃষ্টিতে এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে বিহার আমলের মত পঙ্গু করেই রাখতে হবে এ আর এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

এই সূত্রে ঐতিহাসিক বান্দোয়ান ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠের কথাই বলি। স্কুলটিকে মঞ্জুরী না দেবার উদ্দেশ্যে জেলা শিক্ষা বিভাগ কতকগুলি উদ্ভট কুযুক্তির অবতারণা করে আইন বহির্ভূত শর্ত আবিষ্কার করেন। দীর্ঘ দুটি চিঠিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের অন্যায় অভিসন্ধির স্বরূপ উদ্ঘাটিত ক'রে স্কুলের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও যোগ্যতা প্রতিপাদন করেন। শিক্ষা বিভাগের এই চিঠির উত্তর দেবার ক্ষমতা আজও পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু তথাপি শিক্ষা বিভাগ গোপনে ষড়যন্ত্র চালিয়ে বিদ্যাপীঠের ক্ষতিসাধন করার বহু অপচেষ্টা করেন এবং মঞ্জুরী আটক রেখে দেন। এবং ঐ বিদ্যাপীঠের ক্ষতি করার জন্য তার পাশে একটি বেআইনী জাল স্কুলকে অন্যায়ভাবে সংগঠিত উৎসাহিত ও পরিচালিত করেন ও অন্যায়ভাবে সহায়তা দেন। উপযুক্ত তথ্যাদি সহ এই অভিযোগের সত্যতা দাবী ক'রে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সকলকে আহবান জানানো হয়েছে কিন্তু তদন্তের সাহস কারু হয় নি। শিক্ষা বিভাগের যে অফিসারেরা এই বেআইনী রাজনীতির পরিচালক তাঁরা আজও পর্যন্ত মুক্ত। কারণ সরকারই এই রাজনীতির স্রষ্টা এবং বিধাতা। বিহার আমলের জের নিয়ে যেসব ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ ও দাবী রয়েছে তার কথাও বহুবার বলে ফল কিছু হয় নি। শিক্ষাক্ষেত্র সম্পর্কিত আরো বহুবিধ অভিযোগ নিয়ত জেলাবাসীর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে কিন্তু ফল কিছু হচ্ছে না। হয়তো আজকেও ফল কিছু হবে না তবু কর্ত করে যেতে হবে। আজও তাঁরা উপেক্ষা করে যেতে পারেন তবে আমরা জানি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে এই স্বৈরাচার চলতে থাকলে এই শিক্ষা বিভাগকে এবং তার সঙ্গে সমগ্র শাসন বিভাগকে একদিন শিক্ষা পেতে হবে এ অবধারিত।

Sj. Amarendra Nath Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কলকাতায় ৬—১১ বৎসরের বালক বালিকাদের জন্য ব্যবস্থা করা হোক—একথা আমি আজ পাঁচ বৎসর বলে আসছি। আজকে দেখছি শিক্ষার খাতে খরচ—২॥ কোটি থেকে ১৪ কোটিতে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু প্রত্যেক সময় এই কথা শুনি যে অর্থের অভাবে আমরা কাজ করতে পারছিনে। জানিনে কতদিনে সম্ভব হবে। ৬ থেকে ১১ বৎসর পর্যন্ত বালক বালিকাদের শিক্ষার যেমন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে হবে—তেমনি তাদের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শুধু লেখাপড়া শিক্ষা দিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হল এই যদি মনে করি তাহলে ঠিক হবে না। তাদের শরীর যাতে ভাল থাকে স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত, নৈলে, পরে তারা সত্যিকারের সুস্থ নাগরিক হয়ে দেশ সেবা করতে পারবে না। আমাদের দেশে যে বিরাট সম্পদ আছে যদি আমরা দেশের জনশক্তিকে শিক্ষিত ও শক্তিশালী করে তুলতে না পারি তাহলে সে সম্পদ আমরা ভালভাবে কাজে লাগাতে পারব না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা যত শীঘ্র সম্ভব প্রবর্তন করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকে খুব বেশী নজর দেওয়া উচিত।

দিনকতক আগে সংবাদপত্রে দেখেছি—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালী বলেছেন—যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যাতে সমস্ত দেশে চালু হয় তার জন্য তাঁরা একটা খসড়া আইন তৈরি করেছেন এবং সেটা বিভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়ে মতামত গ্রহণ করছেন। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মন্ত্রীদের কাছেও সেটা নিশ্চয়ই এসেছে এবং সেটাকে তাঁরা অনুমোদন করেছেন। কিন্তু মোট কথা তার পরে জেনেছি আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষদিকে তাঁরা এই কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে—এজন্য যদি ৭ বৎসর বাকি থেকে থাকে যদি ৭ বৎসর বাদে এটা চালু হয় তাহলে এই সাত বৎসরে দেশের কত শত ছোট ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারবে না—সেটা কি চিন্তা করে দেখেছেন? আমার মনে হয় এই ৭ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেই যাতে বাংলাদেশে এটা চালু করতে পারেন তার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। আমি শুনে একটু আশ্চর্য হই এদেশের ১—১৫ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকারা শতকরা ৪০ জন মারা যায়। ১—১৫ বৎসর এই রকম মৃত্যু হলে সত্যই পাঠাবস্থায় যারা থাকে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে যদি আপনারা ভালভাবে নজর না দেন, তারা যদি মরেই যায় তাহলে এই শিক্ষা ব্যাপারে অর্থব্যয় করে কি লাভ হবে—আমি ত বুঝতে পারি না। গত বাঁচ বৎসর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে আসছি। দেশের যে সম্পদ আছে তাকে কাজে লাগাবার জন্য যদি জনশক্তির স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধি না করেন তাহলে দেশের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি হবে না। ৭ বৎসর অপেক্ষার দরুন আমাদের দেশের বহু বালক-বালিকারা যে শিক্ষার সুযোগ পাবে না এবং তার ফলে যে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে সরকার কি সে কথাটা ভাববেন না। শিক্ষা জাতীয় সম্পত্তি, শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের, পিতা-মাতার নয়। সুতরাং শিক্ষা না হওয়ার ক্ষতি জাতীয় ক্ষতি—একথা বিবেচনা যদি আমরা না করি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য তৎপর না হই তাহলে সত্যসত্যই দেশের গুরুতর ক্ষতি হবে। সেইজন্য আমি মনে করি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা অবিলম্বে চালু করা হোক।

[6-5—6-15 p.m.]

তারপর বর্তমানে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি কলকাতায় চালু আছে তার সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলছি—

ছেলেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কলকাতায় বর্তমানে কিছু বেশী হয়েছে—কয়েক বৎসর আগে ৭০১টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে ভবন তার অধিকাংশ ভবনই স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিদ্যালয় ভবন হবার উপযুক্ত নয়। খেলাধুলার মাঠ সংলগ্ন ভবন যাতে হয় সেদিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। আমি মনে করি এই বিদ্যালয় ভবনগুলি সরকার নিজে তৈরি করে—যাঁরা বিদ্যালয় চালায় তাঁদের কাছ থেকে ভাড়া কিম্বা কিস্তিবন্দী হিসাবে তাঁদের হাতে বিদ্যালয় ভবনগুলি দেন, তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। আজ আমরা দেখি যে কোলকাতা সহরে ছোট ছেলেমেয়েরা মাঠ নেই বলে রাস্তায় খেলে বেড়ায়। সেজন্য আমার অনুরোধ যে প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে একটা করে মাঠ করে দেওয়া উচিত।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আজ এই শিক্ষখাতে বরাদ্দের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আজ ডাঃ ঘোষ তাঁর আক্রমণাত্মক যে বক্তৃতা করেছেন তার পরে আমি আর ভূপাতিত প্রতিদ্বন্দ্বিকে আঘাত করতে চাই না, কারণ আমার একটু মমতাবোধ আছে। তিনি সেদিন বাজেট ডিসকাশনের উত্তর দিতে গিয়ে যেকথা ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে বলেছিলেন তাতে ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টই প্রমাণ করে যে সে সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা কতদূর আছে। অবশ্য তিনি একথা বলেছিলেন যে আই অ্যাম ইনকেপেবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যাটারস্ রিলেটিং টু এডুকেশন। সেদিন তিনি বলেছিলেন ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলার সিনেটকে লিখেছেন এবং আজকে সিন্ডিকেট ডিসিশন র‍্যাটিফাইড হচ্ছে। তাঁকে একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি অ্যাক্ট ব স্ট্যাটুট যা আছে তাতে ভাইস-চ্যান্সেলার সিনেটকে কিছু লেখেন না। দ্বিতীয় কথা ছে যে ১৪ই তারিখে যে মিটিং হয়েছিল সেটা সিন্ডিকেটের নয় সেটা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং হয়েছিল। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের যে মিটিং হয়েছিল তার ইনিসিয়েটিভ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দেন নি সেটাকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তাঁদের চিঠি লিখেছিলেন বলে এটা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যদি এতে ক্রেডিট নিতে চান নিন আমাদের আপত্তি নেই। তিনি আর একটা কথা বলেছিলেন যে ইউনিভার্সিটির বাজেটে উদ্ধৃত হয়েছে। আমি সেখানকার যিনি ট্রেজারার এবং এক্স মেয়র সতীশবাবুর বাজেট স্পীচটা নিয়ে এসেছি তাতে তিনি দেখে নেবেন যে তাদের ৯½ লক্ষ টাকা ডেফিসিট হয়েছে ইন দি এস্টিমেট ১৯৫৮-৫৯ এ সংবাদ হয়ত তিনি রাখেন না বা তাঁর সচিব যিনি আছেন তিনি তাঁকে বৃদ্ধ লোক দেখে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন—এতে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই না। সেদিন সময় নিয়ে যে কথা শেষকালে বলেছিলাম ইংরাজ রাজত্বে যা চলছিল তার চেয়ে দমননীতি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট চালাচ্ছেন। অর্থাৎ মাস্টার, প্রফেসারদের নিগ্রহ করা হচ্ছে, দূরী-ভূত করা হচ্ছে। এর উত্তর তিনি দেন নি তার কারণ হচ্ছে ডিসক্রিশন ইজ দি বেটার পার্ট অফ ভেলার। আমি তাঁকে কার্জনী আমলের একটা সার্কুলার পড়ে শোনাচ্ছি—

> "A Professor is dealing with more advanced and more responsible material than a school master, and it is everywhere recognized that he may claim a larger discretion in respect of the expression of opinion.........and if the governing body of the college fail to check such abuse, then it is clearly the duty of the University to interfere in the interest of the educational efficiency of which it is

the constituted guardian. If the University were to refuse to control its affiliated colleges in this respect, if it would fail to carry out the educational trust with which the law has invested it, would be the duty of the Government to intervene".

অর্থাৎ যদি কোন মাস্টার বা প্রফেসর বা শিক্ষক কোন কাজ করে সেই কাজ করলে প্রথমে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি তাঁরা সেই কাজ দেখবেন, তাঁরা না করতে পারলে ইউনিভার্সিটি দেখবেন এবং তার পর গভর্নমেন্ট দেখবেন। ইংরাজ আমলে এই নিয়ম ছিল। কিন্তু আমাদের সোস্যালিস্ট প্যাটার্ন কংগ্রেস সরকার যে জিনিস করছেন তার তুলনা মুসোলিনী, হিটলার বা গেস্টাপো বাহিনীকেও হার মানাচ্ছেন। আজ দেখা যাচ্ছে হিমলারী কনস্টেবল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের উপরেও রয়েছে। অর্থাৎ সবার উপরে রয়েছেন কালীপদ মুখার্জি। সেজন্য আজ বলতে ইচ্ছা হয় "সবার উপর কনস্টেবল সত্য, তাহার উপরে নাই"। সমস্ত চাকরীর ক্ষেত্রে তাঁরা এ জিনিস করছেন। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি—আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে—মুরলীধর কলেজ বলে একটা কলেজ আছে, সেই কলেজে বহু বাস্তুহারা ছেলে পড়াশুনা করে। তারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে দরখাস্ত করেছিল এবং ১ লক্ষ টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আগের বছর দিয়েছিলেন, সেই আগের বছরে বাড়ী এক্সটেনসনের সময় শেষ হয় নি—তারপরে তারা আবার দরখাস্ত করেছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা পাঠান রাষ্ট্র সরকারের ভেতর দিয়ে, রাষ্ট্র সরকার তার ভেতর একটা কন্ডিশন ঢুকিয়ে দিলেন। সেই কন্ডিশন কি, না গভর্নিং বডি এবং টীচার অদল-বদল যদি করতে হয় তাহলে তাঁরা সেটাতে রাজী আছেন কি না সেকথা বলুন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এরকম কোন কন্ডিশন দিয়েছিলেন কি না? সেই মুরলীধর কলেজের গভর্নিং বডি—সেই কলেজের কর্তৃপক্ষ যখন রাইটার্স বিল্ডিংসএ যান তখন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের নির্লজ্জ অফিসার তাঁদের কাছে বলেন—এই মুরলীধর কলেজের গভর্নিং বডিতে আমাদের স্নেহাংশু আচার্য মহাশয়, আপনার হাউসের মেম্বার, তিনি সেখানে মেম্বার ছিলেন—তাঁকে অপসারণ কর, একথা বলেন এবং সে কথা শুনে স্নেহাংশুবাবু পদত্যাগ করেন। এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে? এই মন্ত্রী দেশবন্ধু সি আর দাসের সময় থেকে অ্যাসেমব্লীতে আছেন, তিনি কতদূর নীচে নেমে গেছেন সেটা বুঝতেই পারছেন। আজকে এই শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ১৯২৩ সালের অ্যাসেমব্লির স্পীচ যদি দেখেন এবং সাথে সাথে আর্শিতে নিজের মুখ দেখেন তাহলে তিনি আজ নিজের চেহারা দেখে হয়ত আতংকে শিউরে উঠবেন—এই অবস্থা হয়েছে। তারপরে সেদিন আমার বন্ধু হংসধ্বজ ধাড়া মহাশয় পার্সোনাল এক্সপ্লানেশনে বলেছিলেন যে দর্পণে অন্য কথা লেখা আছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি তারপরে আপনার কাছে গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে সমস্ত কাটিং আমার কাছে আছে—তার মধ্যে অনেক জিনিস আমি বাদ দিয়ে বলছি। সেখানে একজন মহিলা উপমন্ত্রীর নাম আছে, একজন মন্ত্রীর নাম আছে। যদি কোন বন্ধু এটা দেখতে চান তাহলে আমি তা দেখাতে পারি। হেডিং হচ্ছে কেন তদন্ত হবে না, জেলা স্কুল বোর্ড সম্পর্কে অডিট রিপোর্টে গুরুতর অভিযোগ এবং হিসাবের গরমিলের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একজন উপমন্ত্রীর নাম দেয়া আছে বলে এবং তাঁর বাড়ীর ফার্নিচারের কথা লেখা আছে বলে আমি তা বাদ দিয়েছি এবং আপনিও বলেছিলেন যে এটা বলা ঠিক হবে না। সেদিন আমি আপনার কাছে বলেছিলাম যে পার্সোনাল এক্সপ্লেনেশন দেব, আপনি বলেছিলেন যে তার দরকার নেই। আমি তাঁকে জানাচ্ছি যে তাঁর কাছ থেকে অভিযোগ অস্বীকার শুনতে চাই নে, আমি শুধু জানাই যে গত বিধানসভায় কংগ্রেসপক্ষ থেকে দুজন ইউনিভার্সিটির সভ্য হয়েছিলেন—একজন হচ্ছেন মীরা দত্তগুপ্তা আর একজন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, কিন্তু এবারে যে দুজন আকাডেমিসিয়ান সেখানে পাঠানো হয়েছে তাঁদের একজন হচ্ছেন হংসধ্বজ ধাড়া এবং আর একজন হচ্ছেন বিজয়সিংহ নাহার মহাশয়। তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞানলাভ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করে যে জিনিস লাভ করলাম তা কোন ভদ্রলোকের কাছে পরিবেশন করা যায় না। আপনি স্যার, একজন সিনেটের মেম্বার, আপনি দেখেছেন—শিক্ষা সম্বন্ধে যখন আলোচনা করা হয় তখন এই দুজন রিপ্রেজেনটেটিভস অফ দি অ্যাসেমব্লীর মুভমেন্ট। ইউনিভার্সিটির বড় বড় অফিসার তাঁরা ঠাট্টা করেন—তাঁরা মনে করেন আমরা অ্যাসেমব্লীর মেম্বার, আমরাই যেন এঁদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছি। তাঁরা বলেন যে সেখানে তাঁদের দুজনের শুধু আইডিলস মুভমেন্ট

দেখা যায়—ওনলি মাসকুলার মুভমেন্ট ইজ দি মুভমেন্ট অফ দি আইলিডস। সেকথা আমি বলবো না, আমি শুধু বলবো আমি সেকেন্ডারী বোর্ডের দুর্নীতির কথা বলেছিলাম, তাতে মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন ওটা সেকেন্ডারী বোর্ডের দুর্নীতি, ওটা গভর্নমেন্টের নয়। তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বৃদ্ধ বয়সে অনেক সময় সন্তানতুল্য লোকের কাছেও অনেক-কিছু শিখতে হয়।

[6-15—6-25 p.m.]

একটা স্টেটুটরী বডি করেছিলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে একটা এনকোয়ারী করা হয়েছিল যার ফলে সেখানকার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী অ্যান্ড ফিনান্স মিনিস্টারএর মধ্যে গাঁটছড়া ভেঙ্গে গেল। তাই আমি আমার ওপক্ষের কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছে অনুরোধের সঙ্গে ডিমান্ড করব চব্বিশপরগনা জেলা বোর্ডের কেলেঙ্কারীর ইতিহাস তা আপনারা অডিট রিপোর্ট থেকে বার করুন, দেখুন, তারপর, আমার বিশ্বাস আপনারা কিছুতেই বলতে পারবেন না যে তাঁদের দোষ নাই। একটা স্ট্যাটুটরী বডি করুন, আমি বলছি যে-রকম জন মাথাইএর বেলায় হয়েছিল। সেকেন্ডারী বোর্ডএর যদি কোন দোষ না থাকে, আমরা আনন্দিত হব, কিন্তু একটা এনকোয়ারী করতে আপনাদের ভয় কেন? পশ্চিমবাংলায় ফুড এনকোয়ারীর বেলায় কি হয়েছিল? এ ব্যাপারেও পরে আপনারা একটা কনসালটেটিভ কমিটি করেছিলেন, কিন্তু কোনদিন এই কনসালটেটিভ বডির মত নিয়েছেন? বিনা কাজে এই কমিটি বসে আছে। এখানে একটা কমিটি আছে বটে, কিন্তু সেই কমিটি ইনসালটেটিভ কমিটিরই নামান্তর মাত্র। আপনারা শেষ পর্যন্ত তাতে অপজিশন মেম্বার নিয়েছেন, কিন্তু কোন ডকুমেন্ট তাঁদের সামনে উদ্ঘাটন করেছেন কি? সেকেন্ডারী বোর্ডএর জন্য তিনি বলেছেন, আমরা অন্য বাড়ী চেয়েছিলাম, ১০০ স্কোয়ার ফিট, ৫০।৬০ টাকা ভাড়া। কিন্তু বেন্টিক স্টিটএ যে বাড়ীটা দেখেছিলেন, সেটা নাকি ৫৯ স্কোয়ার ফিট, তার জন্য ভাড়া নেওয়া হয়নি। তারপর ১।১, সার্কুলার রোডএ মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, ২০ টাকায় ১০০ স্কোয়ার ফিট একটা সস্তার বাড়ী পেয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ৮ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হলে সেটা কি সস্তায় হয়। কিন্তু এটাও সত্য নয়; ডি ও নং ৭৬এ সেই বাড়ী ভাড়ার পরে একটা চিঠি লিখেছেন ডেপুটি সেক্রেটারী, তাতে আছে, ২৮,০০০ স্কোয়ার ফিট, এবং ভাড়া ৫,৬০০ নয়, ৮ হাজার। কিন্তু ৬ তলা বাড়ীতে লিফ্‌ট নাই, ইলেকট্রিক ইনস্টলেশন, স্যানিটারী ফিটিংস নাই। এতে কি লেখা আছে, ৩১ লক্ষ টাকা খরচ করে গভর্নমেন্ট তুলসী কালোয়ারের বাড়ী রিপেয়ার করে দেবেন? জনসাধারণের কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে আপনারা সেই বাড়ী রিপেয়ার করে দেবেন। আমি শিক্ষা-মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, দুর্জনকে কোন রকম আশ্রয় দেবেন না। এডুকেশনএর ব্যাপারে কার্জন সার্কুলার অনুযায়ী যে এনকোয়ারী করা হয়েছিল সেই রকম এনকোয়ারী না করে যদি এই এনকোয়ারী কমিটি তুলে দেন তাহলে আপনাকে নমস্কার করব—নতুন এনকোয়ারী কমিটি বসিয়ে অপরাধীদের তাড়িয়ে দিন, তাহলে আপনাকে নমস্কার করবো—তা যদি না করেন এডুকেশনএর ক্ষেত্রে আপনার নাম লর্ড কার্জন না হয়ে যায়।

Sj. Umesh Chandra Mandal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শিক্ষামন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। আমাদের অপর পক্ষের বন্ধুরা যেসমস্ত সমালোচনা করেছেন তা আমি গভীর মনোযোগসহকারে শুনেছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষানীতি খুব পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট। আমরা পূর্বে শুধু থিওরেটিক্যাল নলেজএর শিক্ষা দিতাম। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলন করতে গিয়ে আমরা আজ প্র্যাকটিকাল অ্যান্ড থিওরেটিক্যাল দুটো একসঙ্গে শিক্ষা দিচ্ছি। এতদিন পর্যন্ত মাল্টিপারপাস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল থেকে বেসিক এডুকেশনএর কোন মূল্য ছিল কি না তাতে আমাদের সন্দেহ ছিল, কিন্তু এখন [illegible]। এডুকেশন ও মাল্টিপারপাজএ কনেকশন করার ফলে আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-পদ্ধতিতে একটা সামঞ্জস্যবিধান করা হয়েছে। আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, যেসমস্ত স্কুলকে মাল্টিপারপাজ করা হচ্ছে এবং যে পাঠ্যতালিকা নির্ধারিত হচ্ছে তাতে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না—স্কারসিটি অফ টিচারস এই স্কারসিটি অফ টিচারস এটা পয়েন্ট আউট [illegible]

তাঁরা বলছেন এতে নানা রকম ডিফিকালটির কথা বলছেন। আমি বলতে চাই, যখন স্যার আশুতোষ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস ওপেন করেন তখনো এই প্রব্লেম ছিল, এই স্কারাসিটি অফ টিচার্স এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আজকেও আবার আমরা এই জিনিস অনুভব করছি। ইকনমিক্সএর একটা প্রিন্সিপল আছে হোয়ার দেয়ার ইজ ডিমান্ড দেয়ার ইজ সাপ্লাই। এতদিন আমাদের ছাত্রেরা এম এ, এম এস সি-এর জন্য চেষ্টা করেন নি—এখন যদি ডিমান্ড হয় আমরা অনেক এম এ বা এম এস সি পাব। তারপর সেকেন্ডারী স্কুলস অফ এলেভেন ইয়ার্স কোর্সএ যেসব সায়েন্স সিলেবাস দেওয়া হচ্ছে সেই সাবজেক্টস পড়াবার জন্য আমাদের সরকার সায়েন্স টিচিংএর ট্রেনিং কোর্স খুলছেন। যে-সমস্ত বি এস সি টিচার্স বর্তমানে আছেন তাঁদের স্টাইপেন্ড দিয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং এভাবে কিছু সংখ্যক সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটদের মাল্টিপারপাস স্কুলএর সায়েন্স সিলেবাসএর জন্য উপযোগী করে তোলা হবে। তা ছাড়া, কতগুলি কলেজে বি এ (অনার্স) ক্লাস করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও আবার বি এস সি (অনার্স) ক্লাস করা হচ্ছে এবং অধিকাংশ মফঃস্বল কলেজের অভাব এইভাবে পূর্ণ করা হবে। সুতরাং এই স্কীম যদি আমরা গ্রহণ না করতাম তাহলে বাংলাদেশের ক্ষতি হত। আজ আমি আপনার মাধ্যমে সদস্যবর্গকে জানাতে চাই যে, আমাদের অভাব নিশ্চয়ই পূরণ হবে এবং অদূরভবিষ্যতে আমরা অধিক সংখ্যায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস খুলতে সমর্থ হবে। ডাঃ ঘোষ আমাদের শিক্ষার স্ট্যান্ডার্ড লো বলেছেন। আমাদের ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন লো সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন লো হয়েছে কেন তার কারণ ডাঃ ঘোষ উল্লেখ করেন নি। তার কারণ উল্লেখ করা তাঁর মতো একজন বিজ্ঞব্যক্তির উচিত ছিল। খগেনবাবু বলেছেন ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের ফলে স্ট্যান্ডর্ড লো হয়েছে—আর সুবোধবাবু বলেছেন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার জন্য স্ট্যান্ডার্ড লো হয়েছে। আমি বলতে চাই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এই লো স্ট্যান্ডর্ডএর কারণ নয়—কারণ, স্যার আশুতোষের মতো শিক্ষাবিদ্, আচার্য পি সি রায়ের মতো আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিক, এঁদের মতো লোক তাহলে আমাদের মধ্যে হতেন না। যদি সত্যি লো হবার কারণ থেকে থাকে তাহলে তা অনুসন্ধান করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Bhakta Chandra Roy:

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শিক্ষা খাতে যে ১৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করেছেন, সেটা একদিক দিয়ে খুব আশাপ্রদ বটে, কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে টাকার প্রয়োজন আছে, সেখানে এই ১৪ কোটি টাকা যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া আমি বলতে চাই, অবশ্য সে-কথা ডাঃ ঘোষ বলে গিয়েছেন যে টাকার অংকটাই আমাদের সার্মধিক জিনিসের একমাত্র ক্রাইটেরিয়ন নয়। আমি দেখাবো এই ১৪ কোটি টাকার কতটা প্রকৃত [illegible] খরচ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি পাই কিভাবে সদ্ব্যবহার করা হয়, তার উপর শিক্ষা বিস্তারের তাগিদ নির্ভর করে। গ্রামাঞ্চলে এই টাকা কিভাবে সদ্ব্যবহার করা হয়েছে এবং সহরাঞ্চলেই বা কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে তা সবাই জানেন। এই ১৪ কোটি টাকার কত অংশ এবং কিভাবে সেটা খরচ করা হয়েছে সে খবর সেখানকার লোকেরা জানেন, এবং তাঁরা কি ওপিনিয়ন দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই।

গ্রামাঞ্চলে সর্বপ্রথম যাদের শিক্ষার প্রয়োজন সেই সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইবস তাদের অবস্থা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখা যাবে এই ১৪ কোটি টাকার একটি পয়সাও তাদের জন্য খরচ করতে পেরেছেন কি না জানি না। কোন কোন জায়গায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেন্টার করে কয়েকটা স্কুলকে চালু করা হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার জন্য কি সার্মগ্রিক প্রয়োজন সেটা বুঝিয়ে বলা হয় নি। সত্যি করে বলতে গেলে শিক্ষার দ্বারা সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া যায় এবং তারা সক্ষম হলে পর আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ যে হেভী অ্যামাউন্ট খরচ করতে হয়, এই টাকার আর প্রয়োজন থাকবে না। সমস্ত জাতিকে যাতে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায়, সেইভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আমরা নজর দিই নি। এবং এইটাই বিশেষ করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল গলদ বলে আমি মনে করি।

গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলি আছে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় নি। কোথাও কোথাও দু-একটা স্কুল হয়েছে সত্য, কিন্তু সেখানে যেভাবে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করছে তাতে মনে হয় সেখানকার শিক্ষকরা ঠিকভাবে পড়াতে পারছেন না। সকলকে হাইয়ার এডুকেশনএর দিকে নিয়ে যেতে হবে বলা হচ্ছে। কিন্তু সেখানে জনসাধারণ কতটা অনগ্রসর আছে সেটা দেখতে হবে। কারণ এর সাফল্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতির শিক্ষা নির্ভর করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব এখনও দেওয়া হয় নি। তারপর আমরা দেখেছি নির্দিষ্ট সময় শিক্ষকরা মাইনে পান না এবং তাঁরা যা মাইনে পান তা অত্যন্ত অল্প। যে সমস্ত অ্যাডভাইসরি কমিটি হয়েছে, তারা তাদের কথা শোনেন না। এ'রা মনে করেন সরকর যে মাইনে দেন এ'দের সুপারভিশন ও ইন্সপেকটিং স্টাফদের, তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং যে রকম ভাবে তদন্ত করা দরকার, তা তাঁরা করেন না। গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারী স্কুলগুলির অব্যবস্থা, দুরবস্থা এবং সেখানকার ছেলেমেয়েদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা সকলে জানেন। আমি তাই সরকারকে বলবো এ বিষয়ের দিকে বিশেষ নজর দেবার জন্য। সহর অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট হৈচৈ আছে, পাবলিসিটি আছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তার পাবলিসিটি নেই বলে, তাঁরা সেখানে বিশেষ কিছু করছেন না। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সরকার স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বলেছেন যে ক্লাস ইলেভেন্থ স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হবে গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্ত কি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন? সুতরাং এই ফাঁকা কথা বলে কোন লাভ নেই। গণ্ডক গ্রাম বলে একটা গ্রাম আছে, দেখলাম সেখানকার লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতি, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে স্ত্রীশিক্ষা দেবার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার মত সেখানে কোন শিক্ষিকাও নেই। পল্লীগ্রামে, সেখানে কোথায় তারা শিক্ষিকা পাবে? এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তথা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার যদি স্ত্রীশিক্ষার অভিলাষী ও পক্ষপাতি হন, যদি স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি করতে চান তাহলে সমস্ত জায়গায় শিক্ষিতা শিক্ষিকা পাঠানর প্রয়োজন আছে এবং অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করার আবশ্যকতা আছে, নতুবা সরকারের এই প্রচেষ্টা ফাঁকী বলে পরিগণিত হবে। অন্ততঃ সেখানকার লোকেরা এই কথাই চিন্তা করছে। আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের স্কুল বোর্ডের আন্ডারএ রেখে, নানাভাবে অত্যাচার, অবিচার ও জবরদস্তি করে, তাদের অসুবিধা ঘটিয়ে, তাদের প্রতি হিংসামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে যেখানে সেখানে তাদের বদলি বা ট্রান্সফার করা হয়। এই অভিযোগ আমি কাট্ মোশনএ দেখেছি বই খুলে—মালদহ, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের তদন্ত করা উচিত। ডাইরেক্টর বলেন আমাদের এ বিষয়ে কিছু করবার নেই। কিন্তু আমি বলব ডাইরেক্টরেরই তো এ বিষয় করবার আছে। সুতরাং তিনি এ বিষয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। কারণ ডাইরেক্টর এ'দের টাকা দেন, অতএব তাঁদের কোন অভিযোগ থাকলে ডাইরেক্টরেরই দেখা উচিত।

Sj. Natendra Nath Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেসমস্ত ছাত্রছাত্রি শিক্ষা নিয়ে বেরিয়ে আসবে তাদের কিভাবে কর্ম সংস্থান হবে সে বিষয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করেছেন কিনা, তা আমরা বুঝতে পারছি না।

স্পীকার মহাশয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রথমত কৃষি প্রধান দেশ এবং এখন থেকে শিল্প প্রধান করবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে যেসমস্ত শিক্ষিত লোক বেরিয়ে আসবে, তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা কমাতে হলে কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্প ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা কমাতে হলে কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্পক্ষেত্রে তাদের এবজরব্ ক'রে নিতে হবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা কি সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বৃত্ত জমি যা আছে, তা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কাজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লোককে হাতেকলমে কৃষিকার্যে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, সেটা ব্যক্তিগতভাবেই হোক, বা যৌথ খামার সমবায় প্রথায়ই হোক। কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং কলাকৌশলে তাদের অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। আমাদের কৃষি স্কুল কলেজে কেবলমাত্র কৃষি কর্মচারী সৃষ্টি করা হচ্ছে। বুশ কোট, হাফ প্যান্ট পরে জিপ

গাড়ি চড়ে সেইসমস্ত কৃষি অফিসাররা শুধু কৃষি অফিসের শোভাবর্ধন করে আছেন। সেইজন্য আমি বলতে চাই যে, বোম্বে প্রভৃতি অঞ্চলে যেমনভাবে কৃষকের ছেলেকে হাতেকলমে উন্নত ধরনের কৃষিকার্য শেখান হয়, তেমনি আমাদের এখানেও সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ প্রাথমিকও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে যারা বেরুবে, তাদের অনেককে এই কৃষিকার্য করে জীবন কাটাতে হবে। কাজেই তাদের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যদি কৃষিকার্যের প্রতি আকৃষ্ট করাবার জন্য কোন ভাল কৃষি পুস্তক পড়ান ও হাতেকলমে কাজ শেখাবার জন্য যদি একটা ছোটখাট কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হয়। তাহলে আমার মনে হয় যে প্রকৃত কৃষিকার্যে তারা উন্নতশীল হতে পারে। আর শিল্প ক্ষেত্রে যে সময় শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করছে, সেসময় তাদের অধ্যয়নের সঙ্গে কিছু কিছু হাতে কলমে কাজ করবার সুযোগ করে দেওয়া যায়, যেমন বিজ্ঞানের ছাত্রদের তাদের বিজ্ঞান কলেজের সামনে একটা ফ্যাক্টরি করে দেওয়া হয়, তাহলে সেখান থেকে হাতেকলমে কাজ করতে তারা অভ্যস্ত হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষাটা শুধু থিওরেটিকাল না করে যদি প্রাকটিকাল করা হয়, তাহলে স্কুল থেকে বেরিয়ে তারা নিজেরাই একটা ফ্যাক্টরি গড়ে তুলতে পারে। সেইভাবে যাতে শিক্ষা দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। এক কথায় ব্রেইন ওয়ার্ক ও ম্যানুয়াল লেবার, এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করতে হবে। বিজ্ঞান কলেজের সংলগ্ন যদি একটা ফাক্টরি থাকে তাহলে হয়ত রসায়নের ছাত্ররা সেখানে সালফিউরিক এসিড তৈরি করলো, পদার্থ বিজ্ঞানের পাত্র যারা, তারা রেডিও তৈরি করলো, গণিতের ছাত্র, তারা হিসাবনিকাশের যন্ত্রপাতি তৈরি করলো, এইভাবে ব্রেইন ওয়ার্ক ও ম্যানুয়াল লেবার, একত্রে পরিবেশন করতে হবে।

আর একটা বিষয়, যা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গিয়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্বন্ধে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতি প্রভাব মুক্ত করতে হবে। আজ যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন শুধু সরকার থেকে দেওয়া হয়, তখন সরকারী কর্মচারীদের যেভাবে নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যেমন তাঁরা যোগ দিতে পারেন না, ঠিক সেইরকমভাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া উচিত। আজকে যখন মাধ্যমিক শিক্ষকদের ঘাটতি বেতনের অধিকাংশটাই সরকার দেন, তখন তারাও যাতে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করতে না পারে সেটা দেখা উচিত। তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত বা রাজনৈতিক মতামত যাই থাকুক না কেন, যাতে করে তারা নিজেরা রাজনীতিতে যোগ দিয়ে কাজ না করে, সেদিকে নিষেধ করে দেওয়া উচিত। আমি দেখেছি আমার জেলায় গত নির্বাচনের সময় বহু শিক্ষককে রাজনৈতিক কাজে যোগদান করতে। দেশের বহু লোক শিক্ষকদের রাজনৈতিক কাজে নিয়োগ করেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত সুবিধাজনক। এমনকি জেলা স্কুল বোর্ড-গুলিকে তাঁরা সেইভাবে ব্যবহার করেছেন। সে কথা আমার পূর্ববর্তী বক্তাও বলে গিয়েছেন। আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্কুল কলেজ, থেকে বেরিয়ে যে সকল ছাত্ররা পুলিস বিভাগ, সাপ্লাই বিভাগ বা অন্যান্য বিভাগে যোগ দেয়, তারা সেখানে যোগ দিয়েই এত ঘুষখোর, দুর্নীতিপরায়ণ হয় কেন? কাজেই তাদের জন্য নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের এই সেকুলার স্টেটএ মরাল প্রিন্সিপলস, নৈতিক জিনিসগুলি যাতে শিক্ষায়তনে শিক্ষা দেওয়া যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। নৈতিক পুস্তকাবলি তাদের পড়াতে হবে এবং সেইভাবে তাদের কাজে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে। নৈতিক শিক্ষা না থাকলে কোন কাজেই ভালভাবে করা সম্ভব নয়। আগেকার দিনে আমরা চানক্য শ্লোক স্কুলে পড়তাম, আজকাল স্কুলে তা পড়ান হয় কিনা জানি না। আমার মনে হয় সেইরকম একটা নৈতিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রত্যেক স্কুলে রাখা উচিত।

[6-35—6-45 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বলছি, আমাদের দেশে কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীস্টান, বহু মহাপুরুষ এসেছেন, নানা রকম বাণী দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে এইএ স্বামী বিবেকানন্দ এবং সেদিন মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বহু নৈতিক আদর্শ এবং বহু শিক্ষণীয় জিনিস রেখে গিয়েছেন আমাদের সামনে সেগুলিকে যদি ছেলেদের মধ্যে পড়ান হয়, সেগুলি দিয়ে যদি ছেলেদের অনুপ্রাণিত করান হয় তাহলে তাদের মধ্যে ধর্মের সহনশীলতা হবে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করবে না। আমি একটা ছোট ঘটনা,

মাননীয় স্পীকার মহাশয় বলতে চাই, আমাদের কাঁথিতে চন্দ্রামণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ৬০ বৎসর হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে কোনদিন সেই প্রাঙ্গণের মধ্যে সরস্বতী পূজা হয় নি। এইবারে সেখানকার মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট, তিনি কতকগুলি হিন্দু ছাত্রীকে উসকিয়ে সেই প্রাঙ্গণের মধ্যেই সরস্বতী পূজা করতে হবে এই বলে ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট পিকেটিং এইসব শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, সেখানে একটা দেওয়ানী মামলা করে নিষেধাজ্ঞা জারী করে ঠিক সরস্বতী পূজার আগের দিনে মামলা হল, সেই দিনই নিশেধাজ্ঞা জারী হল তারপর দিন পূজা করা হল, কিন্তু তাতেও কেউ বাধা হেয় নি। কিন্তু যাই হোক আমি এই কথাটা বলতে চাচ্ছি যে সে বিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম ছাত্রীরাও পড়ে মুসলমান ছাত্রীরাও পড়ে এবং হিন্দু ছাত্রীরাও পড়ে। হিন্দু ছাত্রীরা সংখ্যাধিক্য বলে তারা মাইকে অন্যান্য স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রচার করতে লাগলো যে আমরা সংখ্যায় বেশি যখন তখন আমাদের কথা মানতে হবে। এই যে জিনিসটা হয়েছে যেটা আমাদের সংবিধান বিরোধী, যেটা সমস্ত ধর্মের বিরোধী, সেটা কেন ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, যে পরস্পরের ধর্মমত নিরপেক্ষতা রাখতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এইরকম সাম্প্রদায়িকতা দোষমুক্ত যাতে না করা হয় দিদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের সরকারের। এই যে জিনিসটা ঘটেছে, সেই রায়ের একটা জিনিস, যদিও সেটা সাবজুডিসে আছে, তবুও স্পীকার, স্যার আপনার অবগতির জন্য তুলে ধরছি আলোচনা করছি না, ইনজানসনে যে আদেশ হয়েছে তাতে বলেছে যে এই সেখানে রায় হয়েছে। এবং ছাত্রছাত্রীরা বলে বেড়িয়েছে, আমাদের যেখানে সংখ্যা বশি তখন জোর করে আমাদের ওখানে পূজা করতে হবে এবং মণ্ডল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সেটা উশকানী দিয়ে করাচ্ছেন। আমি জানি সেখানকার যারা বড় বড় কংগ্রেস তাঁরা যে সেটাকে সমর্থন করেন তা আমি বলছি না কিন্তু নিন্দাও তারা করছেন না। এবং তাঁরা নিন্দা করলে, আমার বিশ্বাস, মণ্ডল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট যিনি এটা করাচ্ছেন তিনি এটা করতে পারতেন না। এখন সেটা গড়িয়ে সেই স্কুল ভাঙ্গবার চেষ্টা করছেন, সেই দিকে দৃষ্টি আকৃট করে এই নৈতিক শিক্ষা যাতে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার আসন গ্রহণ করছি।

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কনক্রিট কেস শুনতে ভালবাসেন, তিনি যদি কেউ জেনারেল ডিসকাশন করেন তাতে তিনি আপত্তি করেন তাই তাঁর অবগতির জন্য কতকগুলি কনক্রিট ফ্যাক্টস রাখছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং আমাদের কংগ্রেস পক্ষীয় যাঁরা আছেন তারা বলেছেন যে আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসার হয়েছে, আমরাও মানি যে হয়েছে। শিক্ষার প্রসার আমরা মূলতঃ মনে করি যে আমাদের দেশের লোকের শিক্ষার যে আগ্রহ সেটা এখন নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে এবং তার জন্যও শিক্ষার প্রচার বেড়েছে কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বলবেন যে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯১৯ সাল এবং ১৯৩০ সালের যে আইন তা এখনও কেন আছে এবং কতদিন থাকবে তা তিনি দয়া করে জানাবেন। তিনি জানাবেন আজ পর্যন্ত শহরাঞ্চলে, এমন কি মিউনিসিপ্যাল এলাকাতে পর্যন্ত কেন প্রাইমারী শিক্ষা কমপালসরি হয় নি তা নিশ্চয়ই তিনি বলবেন আমরা আশা করি। তিনি বলবেন যে এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের একটা বড় অংশ উর্দু ভাষায় কথা বলে কিন্তু উর্দু ভাষা শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষামন্ত্রী এবং আমাদের সরকার উর্দু শিক্ষা প্রসারের জন্য এবং উর্দু প্রাইমারী শিক্ষার জন্য কি করেছেন বা কেন করেন নি তা জানাবেন কারণ আমরা জানি এই বিষয়ে সরকার একটা নীতি নিয়ে চলেছেন যার মানে হচ্ছে উর্দু ভাষার সংহার এবং উর্দু ভাষা যাতে প্রসার লাভ না করে তার জন্য চেটা করা। এই ক্ষেত্রে আমি আর একটি কথা বলতে চাই, আমাদের যারা বিরোধী পক্ষ তারা বললেন যে তারা গ্রামের শিক্ষকদের দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করান না বরং লালঝাণ্ডা নিয়ে তারা আজকে আসছে এটা তাদের অসহনীয় হয়ে উঠছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি এ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, মেদিনীপুর জেলার কেশপাল গ্রামের শিক্ষক খড়্গপুর থানার ১৩ মাস মাইনে পায়নি। আমি নিজে তাকে কেস দিয়েছিলাম। তিনি কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ কনটিনিউয়াসলি ১৩ মাস মাইনে পান নি, কারণ হচ্ছে বিগত নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের [illegible] পরিবাহক হন নি, তিনি কংগ্রেসের সমর্থকদের হয়ে কাজ করেন নি। ১৩ মাস তিনি মাইনে

পার্নান। ডিসেম্বর মাসে আমি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম তার কেস নিয়ে, ১৩ মাসের জায়গায় অ জকে ১৫ মাস হয়ে গিয়েছে, জানতে চাই তার কি করেছেন এই কনক্রিট কেস তাকে দিচ্ছি, ১৩ মাস একজন শিক্ষক মাইনে প'ন না এ কেমন রাজত্ব এ কেমন সরকার তা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

তের মাস একজন শিক্ষক মাইনে পায় না এটা কেমন সরকার জিজ্ঞাসা করি? কাজ করছে যে আমি তাঁর সামনে কেস দিতে পারি। বীরপুর থানার এস আই এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষকরা কমপ্লেন করেছিলেন এবং ডিমান্ড করেছিলেন যে এটা এনকোয়ারি করা হোক —সেই এস আই এর নাম সন্তোষ রাও। ডি আই এনকোয়ারি করলেন না, না করে শিক্ষককে ট্রান্সফার করে দিলেন। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি রঘুহরিপতি, সম্পাদক নির্মলকৃষ্ণ কারক, ধনঞ্জয় দাস মেম্বার, গোলকনাথ মহাতো মেম্বার। ট্রান্সফার করা হল বহু দূরে। এমনকি এত বড় ধৃষ্টতা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লক্ষ্য করবেন এত বড় ধৃষ্টতা যে ৩০-১-৫৯ তারিখ মেমো দিচ্ছেন এবং তার উত্তর চাইছেন ৩১-১-৫৯ তারিখে। আর সেই চিঠি পেঁছুচ্ছে তিন তারিখে। বলছেন কারণ দেখাতে হবে কেন অর্ডার মানছেন না। আমাদের কাছে চিঠি আছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে মালদহ জেলা থেকে, গ্রাম থেকে শিক্ষকরা চিঠি দিয়েছে শিক্ষকের নাম সুখেন রায় চৌধুরী সেই শিক্ষককে এক বৎসরের মধ্যে তিনবার ট্রান্সফার করা হয়েছে কারণ হচ্ছে ৮-১-৫১ তারিখ ডি আই এবং এস এস আইয়ের নাম হচ্ছে অজিত ভট্টাচার্য, এই ভট্টাচার্য মশাই তারা যখন টুরে এসেছিলেন তখন ডিমান্ড করেছিলেন যে আমাদের রাহাখরচ দিতে থাকার খরচ খাওয়ার খরচ দিতে হবে শিক্ষকদের তারা তা দেন নি এবং দেন নি বলেই একজন শিক্ষককে বছরে তিনবার ট্রান্সফার করা হয়েছে। কনক্রিট কেস দেওয়া হচ্ছে। এনকোয়ারী করুন তিনি। তিনি যে চিঠি ২৪-১-৫৯ তারিখের চিঠি পেয়েছেন তার কি করেছেন? মাননীয় স্পীকার মহাশয় শুধু তাই নয় তারা শিক্ষক মহাশয়দের উপর এ রকম হামেশাই করে থাকেন, তার ডিপার্টমেন্ট করে থাকে।

Mr. Speaker:

কেসটা কি?

Sj. Narayan Chobey:

৮-১-৫৮ তারিখে মালদহ জেলার ডি আই এবং এস আই টুরে গিয়ে এস আই এর নাম হচ্ছে অজিত ভট্টাচার্য টুরের রাহাখরচ চেয়েছিলেন বললেন না দিলে তোমাকে ট্রান্সফার করে দেবো, যেহেতু তিনি দেন নি সেইহেতু এক বছরে তিনবার ট্রান্সফার। আমি আর একটি কথা বলবো ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের গ্রামাঞ্চলের সমস্ত প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের মাইনা পাঁচ টাকা করে বাড়ল, কিন্তু আজ পর্যন্ত নয় মাসেও মেদিনীপুরের প্রাইমারী শিক্ষকদের কোন বর্ধিত বেতন পায় নি, কেন পায় নি? বার বার বলা হয়েছে, বলা সত্ত্বেও উত্তর পাই নি। আজকে তিনি উত্তর দেবেন। কনক্রিট কেস। আর একটা কথা বলবো এই যে আই বি বৃত্তি স্পাইং বৃত্তি এ কেবল শিক্ষকদের মধ্যেই হয় না। আমি বলছি মফঃস্বল কলেজে, এমন কলেজ আছে যেসমস্ত কলেজের গভার্নিং বডির মধ্যে কংগ্রেসের অনেক মাতব্বর বসে রয়েছেন। তা ছাড়া কলেজের প্রিন্সিপালরাও মাতব্বর কংগ্রেসী নেতা। তারা এমন সব ফরম করেছেন যাতে লিখে দিতে হবে আমি কোন পলিটিক্স করব না। আমি খড়্গপুর প্রিন্সিপাল, এইচ বি সরকার মশাইয়ের কথাই বলছি। তিনি ওদের পিয়ারের লোক, যার ঘরে কংগ্রেসের মিটিং হয়, যিনি কংগ্রেসের জন্য ভোট ভিক্ষায় বেরোন। তিনি বন্ড ফরম করেছেন তাতে লিখে দিতে হবে পলিটিক্স করবো না। ১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালেও বন্ড নিয়েছেন মন্ত্রী মহাশয় তা জানেন না নয় কিন্তু কিছুই করেন না। শুধু তাই নয়। এঁরা যখন স্কুল করেন তার কোন মাথামুণ্ডু থাকে না। রিসেন্টলি ঝাড়গ্রাম মহকুমায় এড়োগোড়া গ্রামে একটা সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল হয়েছে। সেই গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা নাই, ট্রেন যায় না, বাস ট্রেন থেকে তিন মাইল দূরে; সেই গ্রামে ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৬৪, তবুও সেখানে বড় বিল্ডিং হাঁকিয়ে পাকাবাড়ী করে একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল করলেন।

[6-45—6-55 p.m.]

যেখানে শিক্ষক আছে বিল্ডিং আছে সেখানে স্কুল করবার জন্য দাবী গ্রামবাসীরা করে এবং সেজন্য যতকিছু সাহায্য দরকার তা গ্রামবাসীরা দিতে প্রস্তুত যেখানে যাতায়াতের পক্ষেও সুবিধা সেখানে করলেন না করলেন গিয়ে সুদূর এক প্রান্তে, যেখানে কেউ যায় না, কোন কমিউনিকেশন নাই, সেখানে গিয়ে সিনিয়র বেসিক স্কুল করে দিলেন। (ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ পাল: সেখানেই ত দরকার।) আমার মাননীয় কংগ্রেসী বন্ধুরা যেখানে জঙ্গলে বাস করেন সেখানেই দরকার, যেখানে মানুষ বাস করে সেখানে ও'দের মতে স্কুলের দরকার নাই! সরকারকে আমি সেইজন্য বলছি আমাদের কাছে যে কো-অপারেশন চান কি করে কো-অপারেশন করব? আর একটা দেখুন স্যার, মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার খাড়িগ্রামের স্থানীয় লোকেরা তাদের স্কুলের বাবত দীর্ঘদিন ধরে বারবার করে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করছে কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের সে সাহায্য দেন নাই। তাই বলি যেখানে খুশি সেখানে দেন, যেখানে আবশ্যক সেখানে দেন না, এই যদি নীতি থাকে এই নীতির ফলে গভর্নমেন্টের শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় তা উদ্দেশ্যহীন ছাড়া কি হতে পারে?

Sj. Bijoylal Chattopadhyay:

স্যার, আমার ছ'মিনিট মাত্র সময়, এর ভিতর শিক্ষার মতন একটা ভাইটাল সাবজেক্টস নিয়ে কথা বলতে যাওয়া দুঃসাহসের ব্যাপার, তবে এই গুণী লোকের সভায় কয়েকটা কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ডক্টর ঘোষের বক্তৃতা আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনেছি এবং তাঁর বহু কথা আমি সমর্থন করি। তিনি ঠিকই বলেছেন—আমাদের উচ্চশিক্ষার বাহন বাংলা হওয়া উচিত। এ ব্যাপার নিয়ে অনেক দিন আগেই রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন তাঁর শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে। বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টায় আমরা বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দেশী খাঁড়া পুরি। আমরা ২৫এ বৈশাখ নিয়ে যে মাতামাতি করি তা করার চেয়ে তিনি যে কথাগুলি বলে গেছেন সেগলি যদি শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করি তাহলে ভাল হয়।

দ্বিতীয় কথা, আজকে যাঁরা বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছেন এবং যাঁদের কথা শোনবার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ উন্মুখ হয়ে থাকে তাঁরা যদি বাংলা ভাষায় এখানে বক্তৃতা করেন সে আমি এ পক্ষের বন্ধুদেরও বলছি ওপক্ষের বন্ধু যাঁরা তাদেরও বলছি, তাঁরা যদি বাংলায় ভাষণ দেন তাহলে যে বাংলাকে সম্মান দিতে চেষ্টা আমরা করছি সেই বাংলা ভাষারই মর্যাদা হয়। তৃতীয় যেসমস্ত কথা টিচার সম্পর্কে বলা হয়েছে, টিচারদের মাইনে বাড়ানোর এবং তাঁদের যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরদের তৈরি করবার জন্য যে মন তৈরি করার দরকার যে সংস্কার তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার তার জন্য যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন। যে কথা জওহরলাল বলেছেন, এবং বহুদিন আগে গুরুদেব বলেছেন—এই ঘর বাড়ীর উপর এত টাকা খরচ না করে যাতে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায় তার চেষ্টা করা উচিত, রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন—উই স্কোয়ান্ডার মনি অন বাইং মনিব্যাগস। আমরা যদি মনিব্যাগ কেনবার জনাই সব টাকা খরচ করে ফেলি তাহলে তাতে রাখব কি? আমরা ইঁট কাঠের পেছনেই যদি সমস্ত টাকা ব্যয় করে ফেলি তাহলে শিক্ষকদের মাইনে দেব কোথা থেকে। সেইজন্য আমার মনে হয় যোগ্য শিক্ষক রাখবার আজ প্রয়োজন বেশি। তাই বেসিক এডুকেশন সম্পর্কে আমি বলতে চাই—বেসিক এডুকেশনের অনেক স্কুল হয়েছে বটে, বহু স্কুল দেখেছি চরকা কাটা ব বাগান করা বা কোন রকম শরীরের প্রোডাকটিভ কিছু করা হয় না। আমার মনে হয় বেসিক এডুকেশনে যদি আমরা বিশ্বাস না করি আমরা যদি কর্মের ভিতর দিয়ে যে শিক্ষা সে নীতিতে বিশ্বাস না করি তাহলে যে রকম পুরাণ শিক্ষা চলে আসছে সেই রকমই হওয়া উচিত। নৈলে যেরকম চলছে তাতে এডুকেশন বেসিক করা একটা প্রহসন মাত্র। তবে একটা কথা বলতে চাই ডাক্তার ঘোষকে তিন যে বলেছেন কেয়স এডুকেশনের ক্ষেত্রে কিছুই হচ্ছে না—তা আমি মনে করি না। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে যে স্কুল চালানো হয় এবং কোড়াগ্রামে বিজয় চট্টোপাধ্যায় যে স্কুল চালান সেই রকম স্কুল বাংলা দেশে যেগুলি হয়েছে সেগুলি যদি তিনি পরিদর্শন করেন তাহলে নিশ্চয়ই বুঝবেন বাংলাদেশের টাকা অপব্যয় হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে টাকা সদ্ব্যয় হচ্ছে। আপনাদের বলছি বেলুড় মঠে যেতে পারেন, হাওড়ায় যেতে পারেন, শরিষায় যেতে পারেন

-আমি ডাক্তার ঘোষকে বলছি—তিনি যে বলেন শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্তই অপব্যয় হচ্ছে, কিছু হচ্ছে না—কি হচ্ছে সেসমস্ত জানবার জন্য এইসব প্রতিষ্ঠান তাঁকে দেখতে বলি (ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়: কিছু কিছু দেখেছি) তা যদি দেখে থাকেন তাহলে বলব—ডাক্তার ঘোষ কথামালার সেই এক চক্ষু হরিণের মতনই দেখেছেন।

Sj. Rama Shankar Prasad:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সরকারের শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয়বরাদ্দের খাতে যে টাকা শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয় মঞ্জুরি চেয়েছেন তার বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি কেন তা যদি জানতে চান তা হলে আমি আপনাকে বলব একটা জিনিস দেখতে সেই জিনিসটা দেখলে পরে আপনার আর অসুবিধা হবে না বুঝতে যে-কেন আমি বিরোধিতা করছি। আমি শুধু একটা ফ্যাক্ট আপনাকে দিচ্ছি: ১৯৫৫ রিপোর্ট অফ দি কমিশনার অফ দি সেডিউল্ড কাস্ট অ্যান্ড সেডিউল্ড ট্রাইবসএর পার্ট আই-এর পেজ ১২১-এর লাস্ট প্যারাগ্রাফ দেখুন:

> "Exemption from payment of fees of students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes—In order to overcome their economic difficulties in obtaining education, it is necessary that Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are exempted from payment of tuition fees. The latest position in this respect as obtaining in the various States is indicated in the statement at Appendix XXXI of this Report. It will be seen therefrom that as many as 20 State Governments have now agreed to grant exemption from payment of fees to students belonging to these communities as early as possible".

তারপরে মিঃ স্পীকার, স্যার, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারদের একটা কনফারেন্স ১৯৫৮এর জানুয়ারি মাসে হয়েছিল দিল্লীতে। সেখানে বাংলাদেশের যেসব সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব আছে তাদের ফ্রি এডুকেশন দেওয়া হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে তদন্ত হল। সেখানে আমাদের কেন্দ্রীয় হোম মিনিস্টার গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেছিলেন বাংলাদেশে এটা চালু করা উচিত। এই পয়েন্ট যখন ওপেন কনফারেন্সএ রেইজড হয়েছিল, তখন এম পি শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী প্রভৃতি যাঁরা যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন—

They were surprised to know that West Bengal Government did not introduce this freeship for these Communities.

তারপরে অবশ্য বেহার পুরুলিয়ার যে ভাগটা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

[6-55—7-5 p.m.]

কিন্তু অন্য জায়গাতে নেই। এই যে এ্যানোমেলি এক্সজিস্ট করছে এটা আনকনস্টিটিউশন্যাল। আমি তাই আপনার মারফৎ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং যে এ্যানোম্যালি, একটা আনকনস্টিটিউশান্যাল ব্যাপার এখানে হচ্ছে সেটা যেন তিনি বন্ধ করেন। নেক্সট এই এ্যারেঞ্জমেন্ট তাঁরা করতে পারছেন না। তার কারণ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যা দেখান হয় সেটা হচ্ছে

a considerable portion of the people of West Bengal are from the Scheduled Castes and they enjoy the fruits of the development activities This is far from the realities.

এই সিডিউল্ড, তপশীলী সম্প্রদায়ের লোক দে আর ল্যান্ডলেস লেবারার এদের ইনকাম খুব কম। এরা যে টাকা পায় সেই টাকা থেকে নিজেদের ছেলেকেই এডুকেশান দিতে পারে না। এদের মেজরিটি অফ স্টুডেন্টস যে এডুকেশান পায় না তার জন্য কোন ব্যবস্থা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে হচ্ছে না। একটা ঘটনা আমি আপনার কাছে রাখতে চাই সোস্যাল এডুকেশান স্কীম বোধ হয় ১৯৪৯-৫০ সালে আরম্ভ হয়েছিল। এর আন্ডারে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা এখনও পর্যন্ত পার্মানেন্ট হন নি। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী এই ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আছে। ভিলেজ লাইব্রেরীর এমপ্লইজরা আজ ৫-৬ মাস ধরে বেতন পান না। এই বেতন না পাওয়াতে তাদের সংসারের অবস্থা কি হয়েছে সেটা আপনি বুঝুন। মন্ত্রী মহাশয়ের তলব যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে তাঁর কি অবস্থা হবে সেটা তিনি নিজে ভাল করেই বোঝেন। নেক্সট হচ্ছে দার্জিলিং

ডিস্ট্রিক্ট যেটাকে ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও সেখানে ১১ বছর কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে একটাও গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল হল না। এই হিল সাবডিভিশানে এডুকেশনের ব্যাপারে মোটেই কিছু নেই। তারপর নেপালী ভাষা সেটাকে ইউনিভারসিটি মেনে নিয়েছেন একটা মেজর ল্যাংগোয়েজ হিসাবে কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ এই ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব রয়েছে। এ সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। এই ব্যাকওয়ার্ড এলাকা থেকে যেসব ছাত্র মেডিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে পড়তে আসে তাদের জন্য সিট রিজার্ভেশনের প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে সরকারের নজর দেওয়া দরকার।

Sj. Subodh Chandra Maiti:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণ থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই কথাই শুনে আসছি যে পশ্চিম বাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন নীতি নেই, আছে নাকি দুর্নীতি। আজ এই বিতর্কে শুনলাম যে ডাক্তার ঘোষ বলেছেন আমরা যে কোয়ালিটি চাই সেই কোয়ালিটি এই শিক্ষার দ্বারা তৈরি হচ্ছে না। আবার আর একজন সদস্য সুবোধবাবু বললেন যে কোয়ালিটি চুলোয় যাক আমরা কোয়ানটিটি চাই। এর থেকেই বোঝা যায় যে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা যে সমালোচনা করছেন সেই সমালোচনার কোন মূল্য নেই। বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে সেই নীতির দ্বারা কোয়ালিটি যেমন হচ্ছে কোয়ানটিটিও তেমনি বিস্তার করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা সংকোচ করার কোন ব্যবস্থা এই শিক্ষা বাজেটের মধ্যে দেখতে পাই না। ১৯৪৭-৪৮ সালের চেয়ে আজ প্রাইমারী বিদ্যালয় দ্বিগুণ হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আজ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দ্বিগুণ হয়েছে, কলেজের সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়েছে অতএব শিক্ষা সংকোচের কথা আমরা কিছুতেই বলতে পারি না বরং একটা প্যাটার্ণ অফ এডুকেশান যেটা বৃটিশ আমলে ছিল আজকে স্বাধীন যুগের অবহাওয়ার সেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার জন্য আজ চেষ্টা করা হচ্ছে।

সেই চেষ্টাকে এক্সপেরিমেন্ট বলে যদি আজকে আলোচনা করেন তাহলে আমি বলবো যেসমস্ত ভাল জিনিস ল্যাবরেটরীর এক্সপেরিমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে তাই আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিরাট এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে, যাতে শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের সংগে খাপ খাওয়াতে পারা যায়। ব্রিটিশ আমলে একমাত্র দরজা খোলা ছিল যে, কলেজ এডুকেশন, ইউনিভার্সিটি এডুকেশন নিতে হবে, আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। আজকে প্রাইমারী এডুকেশন থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত এডুকেশনের স্তর ভাংগতে একটা কো-অর্ডিনেশন বা সমন্বয় হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাইমারী এডুকেশনকে বেসিক এডুকেসনে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, হয়ত গতি শ্লথ কিন্তু সেকেন্ড প্ল্যানের আগে এক-একটা বিদ্যালয়কে বেসিক এডুকেশনে রূপান্তরিত করা যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাধামিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিদ্যালয়কে আপগ্রেড করে ইলেভেন ইয়ার্স কোর্সএ রূপান্তরিত করা হচ্ছে। আজকে ডাক্তার ঘোষের মত একজন শিক্ষাবিদ সমালোচনা করে বলছেন যে এটা ঠিক হচ্ছে না তার কারণ উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। এই স্কীম যে ভাল সে সম্বন্ধে তিনি একমত তা না হলে এই স্কীমের বিরুদ্ধে তিনি বলতেন। তিনি শুধু বলেছেন, উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে কোন ভাল স্কীম চালু করার ক্ষেত্রে দেরী করা চলে না। আজকে অনেক বিদ্যালয়ের যেসমস্ত শিক্ষক বর্তমানে আছেন তাঁরা প্রাইভেটে এম, এ, বি, এ, পরীক্ষা, অনার্স পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা বাড়াবার চেষ্টা করছেন। অর্ডিনারি কোর্সএ তাঁরা হয়ত এ বিষয়ে যোগ্যতা বাড়াবার জন্য চেষ্টা করতেন না, আজকে ইলেভেন ইয়ার্স কোর্স করার ফলে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতা বাড়াবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন এবং ভাল শিক্ষা যাতে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করছেন। তাই ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না এই অজুহাতে এরকম একটা সুন্দর স্কীম ফেলে রাখা যায় না। ডাক্তার ঘোষ নিজে আজকে পল্লীর সমাবেশের মধ্যে একটা সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন। সেখানে শিক্ষকের অভাব তিনি কয়েক বছর ধরে অনুভব করছেন, তা বলে কি তিনি সেটা পরিত্যাগ করেছেন? তাই আজকে আমাদের স্কুলগুলিকে আপগ্রেড করা হচ্ছে এবং তার দ্বারা পিসফুল সিটিজেন তৈরি করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে সমস্ত ছেলেদের মধ্যে যে পোটেনসিয়াল এনার্জি রয়েছে তার স্ফুরণ, তার বিকাশ দেখা যায়—যাতে করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অনেক ডাক্তার ঘোষ, অনেক

সত্যেনবাবু, অনেক আচার্য রায় সৃষ্টি হতে পারেন—এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আজকে এই রূপান্তরিত করা হচ্ছে যাতে করে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। এটা শুধু কলেজের প্রবেশদ্বার হিসাবে নয়, এখন থেকে ছেলেরা নিজেদের রুচি, সামর্থ্য এবং পোটেনসিয়াল এনার্জির ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যাতে বিভিন্ন শিক্ষা পেতে পারেন তার জন্য এই ডাইভার্সিফায়েড সেকেন্ডারী এডুকেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এই ব্যবস্থাকে আজ আমাদের সকলের মেনে নেওয়া উচিত এবং যাতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় তার জন্য শুধু অপোজিসন নয়, একে সার্থক করে তোলবার জন্য আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। আমার সময় অল্প আমি আর দুই-একটা কথা বলতে চাই। এখানে নারায়ণ চোবে মহাশয় কেশপুর স্কুলের কথা বলেছিলেন, সেই স্কুল মাত্র ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে......

[7-5—7-15 p.m.]

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা এখানে শিক্ষা খাতে আলোচনা শুনলাম, কিন্তু আজ পরিস্কারভাবে বলতে হচ্ছে যে উত্তর বাংলা কিভাবে অবহেলিত হচ্ছে। আমি কয়েকটা নির্দিষ্ট এলাকার খবর দেব তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি রকম অবস্থা সেখানে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার লোকসংখ্যা হচ্ছে ৮০ হাজার কিন্তু সেখানে একটা হাই স্কুল নেই। বংশীহারী থানায় প্রায় ৫৮ হাজার লোকসংখ্যা মাত্র সেখানে একটা হাই স্কুল আছে। এবং গোয়ালপুকুর থানায় এক লক্ষর উপর লোকসংখ্যা অথচ একটা হাই স্কুল সেখানে নাই। ইসলামপুরে মাত্র একটা হাই স্কুল আছে। অথচ মন্ত্রী মহাশয় শিক্ষা বিস্তারের কথা বলছেন, আমরা যদি সমস্ত রিপোর্ট পাই তাহলে আমরা জানতে পারি কোথায় কোথায় এই সমস্ত স্কুলগুলি হচ্ছে। উত্তর বাংলার উন্নতি আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যাতে অন্তত ইটাহার থানা জুনিয়র হাই স্কুলকে এই বছরই হাই স্কুলে পরিণত করেন। এবং গোয়ালপুকুর জুনিয়র হাই স্কুলকেও এই বছরই হাই স্কুলে পরিণত করা হউক। এইসব জায়গায় যদি হাই স্কুল হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলে কিছু শিক্ষা বিস্তার হতে পারে। আপনি স্যার, শুনে আশ্চর্য হবেন যে তপন থানায় যেখানে ৭০ হাজারের বেশি লোকসংখ্যা সেখানে একটা স্কুলও নাই। এখানে আবগারী মন্ত্রী মহাশয় আছেন তার এলাকাতেও একটাও হাই স্কুল নাই। শহর অঞ্চলে স্কুল থাকলেও গ্রামাঞ্চলে আজকে স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং আজকে যেসমস্ত জুনিয়র স্কুল আছে সেগুলিকে হাই স্কুলে পরিণত করা এবং আরও স্কুল বাড়ান একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তা ছাড়া আমরা দেখি যে জুনিয়র স্কুলগুলিতে যে গ্র্যান্ট দেওয়া হয় তার পরিমাণ খুবই কম। এই সমস্ত স্কুলের ডেফিসিট বাজেটের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন না। সরকার কেবল পূর্ণ হাই স্কুলের ডেফিসিট বাজেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এখানে দেখান হচ্ছে অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার সাহায্য বাবত ১১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু স্যার, আপনার কাছে জানতে চাই পশ্চিম দিনাজপুর ৮ লক্ষ ২৩ হাজার তফসীলভুক্ত বাসিন্দা আছেন তাদের জন্য কিছুই সাহায্য দেওয়া হয় না। আর আদিবাসী ছাত্র যা আছে তাদের কেবল বইএর দাম এবং স্কুলের মাহিনা বাবত ৮০০ টাকা মাত্র বছরে দেওয়া হয়। এই টাকা আরও বাড়ান সরকার গ্রহণ করেন না। অথচ জুনিয়র হাই স্কুলে এই সমস্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না এবং একটি টিচার রাখতে হবে এবং বি এস-সি টিচার রাখতে কিন্তু এদের সরবরাহ করবার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন না। অথচ জুনিয়র হাই স্কুল এই সমস্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না এবং সেজন্য তারা কন্ডিশন পূরণ করতে অপারগ হন। এদিকে সরকারের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তারপর উত্তরবঙ্গে টিচারস ট্রেনিংএর সেন্টার জলপাইগুড়িতে মাত্র একটা আছে। আমি বলতে চাই যে পশ্চিম দিনাজপুরে ইসলামপুরের যে অংশ এসেছে সেখানে রামগঞ্জ বলে জায়গায় বিহারের শিক্ষণ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল—সেখানে এখন বাড়িঘর সবই আছে সেখানে প্রাথমিক বেসিক ট্রেনিং কেন্দ্র করা উচিত। তারপরে স্যার, আপনি দেখছেন যে, বাজেট বক্তৃতার ছয় পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সরকার উদাসীন নহে। ভারত সরকারের সহায়তায় সকল পর্যায় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে। এটা

বক্তৃতায় আছে। অথচ কয়েকদিন আগে মাধ্যমিক শিক্ষক নন এবং প্রাথমিক শিক্ষকগণ তাদের দাবি আদায়ের জন্য রাজপথে বসেছিলেন এবং তখন শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে বাজেট অধিবেশনের পর কথাবার্তা তিনি বলবেন। অথচ এই বক্তৃতার মধ্যে লেখা আছে তারা শিক্ষকদের সমস্ত দাবীদাওয়া পূরণ করে দিয়েছেন। শিক্ষকদের বেতন, বাসস্থান এবং চাকরির দায়িত্ব এই সমস্ত যে দাবী তা পূরণ করা সরকারের অবিলম্বে উচিত। তারপরে এর আগে মন্ত্রী মহাশয় দার্জিলিং, কল্যাণী ও বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় হবে এই কথা বলেছিলেন, কিন্তু এবারে দেখছি দার্জিলিং তারা বাদ দিয়ে দিলেন—এর কারণ কি বুঝতে পারলাম না। পরিশেষে আমি বলব যে সেনসাসএ পাওয়া যাচ্ছে উত্তরবঙ্গে মাত্র শতকরা নয় জন শিক্ষিত। এবং স্ত্রীশিক্ষা কিম্বা এ্যাডাল্ট এডুকেশনএর সংখ্যা অতি নগণ্য। কাজেই এ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

Sj. Sishuram Mondal:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উপস্থাপিত ব্যয়বরাদ্দ সমর্থন করতে উঠে আমি বলব, যেসমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম, একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে আমি বলতে চাই, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যা মনে করছেন তাতে দেখা যাচ্ছে সব বিদ্যালয়ের গৃহ, সাজসরঞ্জাম ও লেবরেটরী তিন বৎসরের ভিতর সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন। শিক্ষা-সংস্কার করতে হলে সেই সংস্কার যাতে বাস্তবানুগ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের দেশে শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা চলছে সেই পরিস্থিতির কথা কেউ বিবেচনা করলেন না, দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আজকে যে সংখ্যক অনার্স গ্রাজুয়েট বা এম এস-সি শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে তাতে সকলকে সমানভাবে একটা সুসমঞ্জস পরিকল্পনায় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে না—আজকের দিনে এম এসসি, বা ডিষ্টিংশন গ্রাজুয়েট-এর সংখ্যাল্পতার দরুন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এই সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রথা প্রবর্তন করাই আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। অনেকে বলেছেন শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এটা অস্বীকার করবার উপায় নাই। শিক্ষাকে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে একদিকে যেমন ভাল বিদ্যালয় গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে, মাল্টিপারপাস স্কুল হলে যেমন উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম বিশিষ্ট ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা থাকা দরকার, অন্যদিকে তেমনি উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও দরকার। আজকে আমাদের দেশে যে লোক একেবারে পাওয়া যায় না তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আজকে যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ, এম এস-সি, ও ডিস্টিংশন গ্রাজুয়েট হয়ে বেরোচ্ছেন তাঁরা উচ্চতর সুযোগসুবিধা পেয়ে শিল্পক্ষেত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলে যাচ্ছেন সারস্বত মন্দির ত্যাগ করে। তাই সরকারের নিকট আমার এই অনুরোধ যে এ'দের যাতে উচ্চতর বেতন দিয়ে মাল্টিপারপাস বিদ্যালয়ে রাখা যায় তার ব্যবস্থা যেন করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতায় শুনেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনের জন্য ব্যবস্থাবলম্বনে অগ্রসর হচ্ছেন এবং বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক হবে সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিন্তা করছেন। একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা প্রবর্তিত হলে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে একটা বহুমুখী রূপান্তর সংঘটিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা সমালোচনা করেছেন এই বলে যে, প্রাইমারি স্কুল জুনিয়র হাই স্কুল এবং উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে তাঁরা শিক্ষা-সমন্বয়ের কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছেন না। আমি আগেই বলেছি, আমাদের ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে, তবেই যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হতে যাচ্ছে তার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারা যাবে। অনার্স গ্রাজুয়েট তৈরির জন্য ১২টা কলেজ ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা হয়েছে গেছে এবং এই বৎসরের বাজেটে আরও বেশি কলেজে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

[7-15—7-25 p.m.]

আবার মাল্টিপারপাস স্কুলের সময় অট্টালিকা করতে যাওয়া হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে অট্টালিকা হচ্ছে, অট্টালিকা হচ্ছে। কাজেই সেখানে সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে, কাজ করবার জন্য

সেখানে লোক আছে, এবং এই কাজগুলি এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একজনকে গ্রাজুয়েট অনার্স কোর্স পাশ করতে হলে, এম এস-সি, সাইন্স পাশ করতে হলে, যথেষ্ট সংখ্যক বিষয় পড়তে হলে, তারও একটা সময় চাই। যে সময়টা অন্তত দরকার সেই সময়টা দিতে হবে। তা ছাড়া আর একটা জিনিস হচ্ছে—এমন বিভিন্ন ক্ষেতে উন্নয়ন আরম্ভ হয়েছে যেমন, শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমনি শিল্প ক্ষেত্রেও উন্নয়ন আরম্ভ হয়েছে। যারা বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র, তারা আজ শিল্পের ক্ষেত্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে শিক্ষা দপ্তরকে, শিক্ষা বিভাগকে এ বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে। যে সমস্ত ছাত্র সাইন্সএ ভালভাবে পাশ করছে তাদের উচ্চতর বেতন দিয়ে আমাদের মাল্টিপারপাস স্কুলে যাতে রাখা যায়, তার ব্যবস্থা করবার জন্য, বিবেচনা করতে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করি।

তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স করা হচ্ছে। এই ডিগ্রি কোর্সএর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক হবে, একটা নতুন জিনিস, সেটা ইউনিভার্সিটি চিন্তা করছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় আমরা সেটা শুনেছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এইরকম একটা বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন অতি শীঘ্র। কাজেই এখানে এগার শ্রেণীর বহুমুখী বিদ্যালয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেই ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করা হবে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া নিচের দিক থেকে প্রাইমারী স্কুলগুলিকে বনিয়াদি বিদ্যালয়ে এবং সেই সকল নিম্ন বনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের উচ্চতর বনিয়াদি বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার একটা ব্যবস্থা হচ্ছে, তার ভিতরেও কি শিক্ষার সমন্বয়ের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন না? আমার মনে হয় কিছুদিন ধৈর্য ধরে বিবেচনা করলে তবে এই শিক্ষার যে পদ্ধতি নতুন করে প্রচলন হচ্ছে, সেই পদ্ধতির বিচার সম্পূর্ণরূপে করা যাবে।

অনার্স গ্রাজুয়েট তৈরি করবার জন্য ১২টা কলেজে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের জন্য গভর্নমেন্ট থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এ বৎসর আরও বেশি করে কতকগুলি কলেজে অনার্স কোর্স-এর ব্যবস্থা করবার জন্য এ বছরের বাজেটে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রসংখ্যা যেমন বাড়ছে সেই অনুসারে ছাত্রদের একমোডেশন করা দরকার। ছাত্ররা যাতে হোস্টেলএ থাকতে পারে তার জন্য যা হোস্টেল একমোডেশন বাড়াবার জন্য এই বাজেটে বিশেষ করে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন পূর্বেকার চেয়ে উন্নত করা হয়েছে বটে, কিন্তু আরও উন্নত করা দরকার। অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে যাতে ভাল ভাল উপযুক্ত লোক শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমরা পল্লীগ্রামে হাতেনাতে এইসব কাজ নিয়ে আছি সেইজন্য আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে শিক্ষকদের বেতনের হার আরও কিছু বৃদ্ধি করতে পারলে তবে অনেকটা শিক্ষক সমস্যার সমাধান হবে।

Sj. Somnath Lahiri:

মিঃ স্পীকার মহাশয়, আমার এই ক্ষুদ্র সময়ের ক্ষুদ্র কাট মোশান, কিন্তু তারচেয়েও অতি ক্ষুদ্র মানুষ সম্বন্ধে আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। ১৯৫৮ সালের ১৯এ জুলাই তারিখে ওয়েস্ট বেংগল এডুকেশন বোর্ড থেকে একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যেসমস্ত সেকেন্ডারী স্কুলে যত নন-ম্যাট্রিক, যত ভি এম, যত আনট্রেইন্ড ম্যাট্রিক টিচারস আছেন, তাঁদের ১৯৫৯ সালের মধ্যে কোয়ালিফিকেশনস ইমপ্রুভ করতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের সকলকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করতে হবে, এবং যদি তারা পাস না করতে পারেন তাহলে তাদের চাকরী যাবে, অথবা গভর্নমেন্ট যদি সেইসকল স্কুলে কোন গ্রান্ট দিয়ে থাকেন, সেই গ্রান্ট বন্ধ করা হবে। এই হল তার মানে। স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মারফত শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে, এবং বিশেষ করে কেবিনেটএর কাছে আবেদন করতে চাই যে, এখানে তাঁরা একটা জিনিস বিবেচনা করুন। অনেক বুড়ো মাস্টার মশাই আছেন যাঁদের ৪০-৫০ বৎসর বয়েস হয়ে গিয়েছে। তাঁরা যখন প্রথম চাকরীতে ঢোকেন তখন এই সমস্ত নিয়মকানুন ছিল না। তাঁরা স্কুল মাস্টারীর চাকরিতে ঢুকে কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন করছেন। আজকে তাঁরা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পেঁৗছেছেন, এখন যদি এই সমস্ত ৪০-৫০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ মাস্টার মশাইদের বলা হয় যে তোমরা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ কর, তাহলে এটা কি তাদের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয়? তা হয়

না। কাজেই তাঁরা যদি পাস না করতে পারেন তাহলে, তারজন্য তাদের চাকরি যাবে, কিম্বা গভর্নমেন্ট গ্রান্ট বন্ধ করে দেবেন—এটা কি উচিত বিবেচনা হচ্ছে? আমি যতদূর জানি এ'রা বহু আবেদন নিবেদন করেছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের সংগে দেখা করেছিলেন, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছেও এসেছিলেন। বিধানবাবু তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন তাদের বিষয় বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন সার্কুলার জারি করা হয়েছে ১৯৫৮ সালে। সুতরাং এই সমস্ত বুড়ো বা আধা বুড়ো মাস্টার মশাইরা এখন খুব দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। কারণ তাঁদের পক্ষে এই বয়েসে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি অনুরোধ করি অন্ততপক্ষে যেসকল আনট্রেনড ম্যাট্রিকুলেট বা নন-ম্যাট্রিকুলেট বা ভি এম পাশ মাস্টার মশায়ের ৪০ বৎসর বয়েস হয়ে গিয়েছে, সেই সকল শিক্ষকদের সম্বন্ধে এই সার্কুলার প্রত্যাহার করে একটু মানুষের মতন, শান্তিতে তাদের বাকি কয়টা দিন জীবনযাপন করতে দিন। এই আমার অনুরোধ।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে— আমার যে এলাকা সেটা কলিকাতার মধ্যে একটা মস্ত বড় এলাকা, সেখানে লক্ষাধিক লোকের বাস, সেখানে ভাল ভাল বহু হাই স্কুল আছে, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বা আমাদের শিক্ষা দপ্তর আজ পর্যন্ত সেই এলাকার একটি স্কুলকেও আপ-গ্রেড করবার বা মাল্টিপারপাস স্কুলে পরিণত করবার অনুমতি দেন নি। এর কারণ কি আমি জানি না। সেখানের একটা স্কুল, চেৎলা বয়েজ হাই স্কুল দরখাস্ত করেছিল। এটা খুব প্রাচীন স্কুল, তার প্রকাণ্ড বাড়ি, তার অনেক ঘর আছে এবং তার অনেক জমিও আছে, কিন্তু তাকে আপগ্রেড করা হল না। অনেক দিনের এই স্কুলটি, তাদের সাইন্স ল্যাবরেটরি আছে, তাদের লেকচার থিয়েটার আছে, তাদের সাইন্স পড়াবার ব্যবস্থা পর্যন্ত আছে। আমাদের শ্রমমন্ত্রী সাত্তার সাহেবকে আমি সংগে নিয়ে গিয়ে সেই স্কুল দেখাই, তিনি খুব তারিফ করেছিলেন এবং বলেছিলেন এইরকম একটা স্কুল সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু এই সমস্ত বলা সত্ত্বেও সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের দপ্তর থেকে জানান হয়ে হয়েছে যে তাকে আপগ্রেড করা সম্ভব নয়। স্পেশিযাল অফিসার সেকেন্ডারি এডুকেশন, চিঠি লিখে তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন যে

"Your case can only be considered if you agree to reduce the roll strength to 750".

অর্থাৎ ৭৫০ জনের এর চেয়ে বেশি ছাত্রসংখ্যা তোমাদের রয়েছে, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তার থেকে কমাচ্ছ, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের কেস কনসিডার করা হবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করি কেন তাদের কেস কনসিডার করা হবে না? একথা যদি হত যে কোন স্কুলকেই, যার ৭৫০ জনের নিচে ছাত্রসংখ্যা নয়, তাকে হাইয়ার সেকেন্ডারি স্টেজএ প্রমোশন দেওয়া হয় নি বা হবে না, তাহলে আমি তাঁর বক্তব্য মেনে নিতে রাজী হতাম। কিন্তু তাঁর নীতিটা কি, বুঝতে পারলাম না। নিজেদের বেলায় ফাঁকটুকু ঠিক রেখে গিয়েছেন। তাঁদের সার্কুলার অনুসারে অপরের বেলায় হয়ে গেল—

We "generally" consider those schools whose roll strength is not exceeding 750.

কিন্তু ঐ স্কুলটির বেলায় হল ক্যান ওনলি বি কনসিডারড। কেন এইরকম নিয়ম হল? অন্য স্কুলের বেলায় জেনারেলি কথা ব্যবহার করা হচ্ছে, আর ঐ স্কুলের বেলায় ওনলি কথা ব্যবহার করা হচ্ছে। কেন এই নিয়ম? কলকাতার আশেপাশে বহু স্কুল আছে, আমরা খবর নিয়ে দেখেছি এবং তারা লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে তাদের ছাত্রসংখ্যা ৭৫০ জনের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও আপগ্রেড হয়েছে। ধরুন পার্ক ইনস্টিটিউশন: তার ছাত্রসংখ্যা প্রায় এক হাজার, তাকে আপগ্রেড করেছেন। সরস্বতী ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ শৈলেন সরকার ম্যামোরিয়াল স্কুল—তার ছাত্রসংখ্যা বোধ হয় দেড় হাজার হবে, তাকে আপগ্রেড করেছেন। সেখানে জেনারেলি কন্সিডার নিয়মটা হল না। অথচ আমার এলাকায় একটিমাত্র বৃহত্তম স্কুল, সবচেয়ে ভাল স্কুলের বেলায় এই জেনারেলি কন্সিডার আইনটা খাটলো না। যদি সবার বেলায় এই নিয়ম করতেন যে ৭৫০ জনের চেয়ে বেশি ছাত্রসংখ্যা হলে, তাদের আপগ্রেড করা হবে না, তাহলে বুঝতাম এবং সেটা উচিত না হলেও, বুঝতে পারতাম। কিন্তু অন্য কোনও স্কুলের বেলায়, যেখানে দুর্নীতির

অভিযোগ শোনা যায়, সেই দুর্নীতি এই ছিদ্র পথে প্রবেশ করবার জন্য তাঁরা সুযোগ দেবেন যদি এই জেনারেলি নিয়মটা রেখে দেন। সুতরাং এই নীতিটা বদলে বলে দিন যে সকল স্কুলের ক্ষেত্রেই, যেখানে ৭৫০ জনের বেশি ছাত্রসংখ্যা রাখা হচ্ছে সেখানে কন্সিডারেশন করা হবে না। এডুকেশন দপ্তর থেকে স্পষ্ট করে বলে দিতে পারেন কি যে, যেখানেই ৭৫০ জনের চেয়ে বেশি ছাত্রসংখ্যা, সেখানে হাইয়ার সেকেন্ডারি বা মাল্টিপারপাস স্কুল করবার অনুমতি দেওয়া হবে না? কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে, শুধু ছাত্র সংখ্যার উপর জোর না দিয়ে, স্কুলের অন্যান্য যোগ্যতা দেখে, যথা সেখানে কিরকম মাস্টার মশাইরা আছেন, সেখানে ইকুইপমেন্ট কি আছে, ইত্যাদি সবকিছু দেখে, এক-একটা এলাকার স্কুল নিয়ে বিবেচনা করা উচিত তারা প্রমোশনের উপযুক্ত কিনা? এবং তাহলে দুর্নীতি ধরা পড়বে।

আমি সেইজন্য আমাদের শিক্ষামন্ত্রীকে এটা আগেই নিবেদন করে জানিয়েছি, কিন্তু তাঁর পক্ষপাতগ্রস্ত মন টলাতে পারি নি। এখনও চেষ্টা করছি যদি তাঁর মন টলাতে পারি যাতে এই স্কুলকে পুরোপুরি সেকেন্ডারি এডুকেশন স্কুলএ পরিণত করতে রাজি হন।

[7-25—7-35 p.m.]

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ১৯৪৭ সনের বিদ্যালয়গুলির সহিত, বর্তমান বিদ্যালয়গুলির অনুপাত দেখাইয়া বলিতে চান যে তাঁরা পশ্চিম বাংলার শিক্ষা সমস্যা প্রায় সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বাড়াইয়া দিয়াছেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেক বাড়াইয়াছেন, এইভাবে তাঁরা বাংলাদেশে লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা ত করিয়াই ফেলিয়াছেন, অপর পক্ষে শত শত ছেলেকে স্পেশিয়াল কেডারএ চালাইয়া দিয়া শিক্ষিত বেকারের সমস্যাও আধা-আধি সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন। এইভাবে সরকার পক্ষ এক তরফা হিসাব দিয়া এক তরফা সংখ্যা তথ্য দিয়া দেশের আসল সমস্যাকে, দেশের প্রকৃত সমস্যাকে চাপিয়া দেবার চেষ্টা করেন। আসলে তাঁরা বৃটিশ শাসনের সময়কার পুরাতন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কায়েম রাখিতেছেন। এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাঁদের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া, তাঁহাদের দৃঢ়মুষ্টির মধ্যে আনিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাহত করিতে, খর্ব করিতে চেষ্টা করিতেছেন, শিক্ষার কণ্ঠ রোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি তার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কম্পালসারি প্রাইমারি এডুকেশনএর ব্যবস্থা করেন নি। কনস্টিটিউশনএ ১০ বৎসরের মধ্যে কম্পালসারি প্রাইমারি এডুকেশন দেবার ব্যবস্থার কথা বাললেও সরকার তা করিতে পারেন নি বরং গ্রাম্য এলাকায় বহু স্কুল উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্ল্যানিং কমিশন সেখানে বলেছেন যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জনসাধারণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাইবার চেষ্টা করা উচিত, সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার জনসাধারণের থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, জনসাধারণের সহযোগিতাকে অস্বীকার করিতেছেন এবং তাহাকে পরিহার করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পূর্বে স্কুল কমিটিতে ছিল একজন শিক্ষক ও ১১ জন অভিভাবক, সেটা বদলিয়ে বর্তমানে স্কুল কমিটি করা হইয়াছে দুইজন অভিভাবক দুইজন সরকারী মনোনীত এবং একজন প্রধান শিক্ষক, এইভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জনসাধারণের প্রতিনিধি যাহাতে কম আছে, জনসাধারণকে যাহাতে পরিহার করা যায়, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা যায়, তার ব্যবস্থা করিতেছেন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও কংগ্রেস সরকার কদর্য স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইয়াছেন। কয়েকজন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে সিলেকশন কমিটি তৈরি হইয়াছে। তাঁরা কংগ্রেসের ভাড়াটে হিসাবে শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা করেন। বহুবার এই কথা আইনসভায় আলোচনা হয়েছে কিন্তু আজো কংগ্রেস সরকার তাঁর সেই নীতির পরিবর্তন করেন নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর হাওড়ার রঞ্জিত মুখার্জি তার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে কংগ্রেসে কার্য করতে বাধ্য করেছেন। এইরকম বহু উদাহরণ আছে। এই অবস্থার পরও দেখা যায় যে, কংগ্রেস সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করিতেছেন। ৪-৫ বৎসর চাকরি হওয়া সত্ত্বেও স্পেশিয়াল কেডারএর শিক্ষকদের চাকরি স্থায়ী করা হয় নাই। তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডএর কোন ব্যবস্থা নেই, অসুস্থ হলে ছুটির ব্যবস্থা নেই বরং বেতন কাটার ব্যবস্থা আছে। আর আই এ, বি এ, ও এম এ, প্রভৃতি স্পেশাল কেডারের শিক্ষকদের

একটু বেশি হারে মাইনে দেবার ব্যবস্থা ছিল, তা এখন সব বন্ধ করে দিয়ে সকলের জন্যই মাসে সাড়ে বাষট্টি টাকা রেট করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের এইভাবে অবজ্ঞা করে, তাদের ভিক্ষুকের জীবন বরণ করতে বাধ্য করে শিক্ষা সংস্কার করা যায় না, শিক্ষা সংহার করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। সরকার বলেছেন যে থ্রি-ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স করা হবে এবং সেকেন্ডারি স্কুলগুলিকে আপগ্রেড করা হবে। কিন্তু তার লক্ষণ কোথায়? পশ্চিম বাংলায় স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে ২,৩৬৮টি, এতগুলি স্কুলের মধ্যে আন্দাজ ২৫০টি স্কুলকে আপ-গ্রেডেড করা হয়েছে। বাকি কবে হবে, কিভাবে হবে, কিংবা হবে কিনা তার কিছুই স্থিরতা নেই। কলিকাতার বহু বড় বড় স্কুলকে আপগ্রেড করা হয় নি। আবার এদিকে এগার ক্লাস ও দশ ক্লাশ স্কুলএর পৃথক পৃথক সিলেবাস করায় অভিভাবকদের মহা সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। সবচেয়ে বেদনার কথা হচ্ছে শিক্ষক সম্প্রদায়ের উপর সরকারের ব্যবহার। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষকরা খুব বড় আশা করেছিলেন, জাতি গঠনের নবীন স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন স্বাধীনতার উদীয়মান নতুন সূর্যের আলোতে তাদের সমস্ত কিছু বেদনা শিক্ষাজীবনের যাবতীয় লাঞ্ছনা সব কিছু অপমান ধুয়ে মুছে ম্লান হয়ে গিয়ে নতুনভাবে, নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু তা কোথায়?

১৯৫৪ সালে শিক্ষক সমিতি ১৪০টি স্কুল থেকে ১,৬৩৭ জন শিক্ষককে পরীক্ষা করেছিলেন, তাতে দেখা গেল প্রতি শিক্ষকের গড় মাহিনা ৪০-৬০ টাকা, প্রতি শিক্ষকের গড় প্রতিপাল্য ৬ থেকে ৮ জন, প্রতি শিক্ষকের গড় ঋণ ৭৬৪ টাকা, ঋণগ্রস্ত শিক্ষক ৮৬ পারসেন্ট। এইভাবে পশ্চিম বাংলার শিক্ষক আজ মানুষের মত বাঁচতে পারছেন না। অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক মহাশয়রা যা সই করেন সে টাকা মাইনা পান না। স্কুল ডি এ তাদের না পেয়েই সই করতে হয়। আর যা পান তাতে তাঁদের সংসার চলতে পারে না। দুজন লোকেরই চলতে পারে না ভালভাবে অথচ তাঁদের ভরণপোষণ করতে হয় ৬ থেকে ৮ জনকে। এইভাবে বাংলা-দেশের শিক্ষকদের অকথ্য দৈন্যদশার মধ্যে, অকথ্য আত্মনিগ্রহের মধ্যে সমাজের নিকৃষ্ট জীবের মত বাস করতে হচ্ছে। তাঁরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন না, তারা ভিক্ষুকের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন, তারা পশুবৎ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন আর শিক্ষকবৃত্তির শেষে তাঁদের অবসর জীবনে, তাদের জীবনের শেষ দিকে কি অবস্থা? নিঃস্ব শিক্ষক, নিঃসম্বল শিক্ষক, অসহায় শিক্ষক সমাজের অবহেলিত উপেক্ষিত বার্ধক্যভারে অবনত ভিক্ষাপাত্র হাতে জীবনযাপন করতে করতে কোন অজ্ঞাত, কোন অপরিচিত, কোন নিভৃত অজানা স্থানে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন তার খবর কেউ রাখেন না। এই ব্যবস্থা বেশি চলতে পারে না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Mr. Speaker, Sir, many speakers have spoken on the subject of education and comprehensive criticisms have been offered by the Opposition. Some of the points have been answered by friends on this side of the House and they have relieved me to some extent. But I shall try to answer the principal points that have been raised one by one. The protagonist of Bengali, Dr. Ghose, has himself spoken in English. Therefore, I am called upon to reply in English.

The first point raised by Dr Ghose is: What has been done to introduce Bengali as the medium of instruction. So far as it lay in the power of the Government Bengali has been made the medium of instruction in schools. But his point is that Bengali should be the medium of instruction in the higher stages, and in the highest stage also. That is not for this Government to do but for the University. He absolutely forgets that. It is for the University to decide what should be the medium of instruction in the University stage—whether it should be Bengali or whether English should continue or not. He must be aware—as a learned man—of the Kunzru Committee's Report. That Committee was appointed by the Centre and their recommendation was that English should not be changed within a few years. It is only after the State language develops sufficiently

text books are produced for higher studies and a stage is reached when all the subjects can be taught through the State language that that language should be introduced as the medium of instruction. Those who were on the Kunzru Committee may not be as learned as Dr. Ghosh but that was the opinion of our Vice-President Shri Sarvapalli Radhakrishnan also when he deposed before the Committee; he deposed to that effect. After all it is for the University to consider—not for the Government—what should be the medium of instruction in the degree courses or the Post-Graduate stages.

[7-35—7-45 p.m.]

The second point that was raised by him was about the employment of the educated unemployed. How can we improve education by employing teachers who are not trained even if they be educated? That was his question. Now, Sir, if large scale expansion is to take effect should we wait for trained teachers to come out—the requisite number of trained teachers. On the one hand their plea is that we are not expediting the progress of education to the extent of making education compulsory and free according to the directive of the Constitution and on the other they will urge that no teacher should be appointed who is not a trained teacher. The inconsistency of the argument must be apparent to any and everybody.

His next point is about the Multi-purpose schools which he says is a Central scheme. Sir, as it is as much a Central scheme as every other Government project is. But so far as this State is concerned it appointed a Committee of educational experts in 1948 after Dr. Ghosh left office and that Committee reported in 1949. It was the first to recommend that the ten-year schools should be upgraded into 11-year schools. No other Committee in any other State could think of it at that stage. On one occasion I said it was really a matter in respect of which it might be said "What Bengal thinks to-day the whole of India thinks tomorrow". The Mudaliar Commission was appointed years after by the Centre and so the Dey Commission by the State Government and both of them recommended diversification of secondary education. Diversification of secondary education may not be a good thing in the opinion of Dr. Ghosh but everybody knows that diversification of secondary education has gone on apace in most progressive countries. It was first undertaken after the first world war by Germany and France and then the idea crossed over to England and it was in 1928 that the Haddow Committee was appointed there. It recommended the diversification of secondary education and England took about two decades to complete it with all her resources. According to Dr. Ghosh it may not be a good thing for us to learn from England but we ought to learn from Balarampur!

As regards the secondary syllabus, he says that it is not good. But, Sir, who are responsible for framing the secondary syllabus? The Centre suggested or rather offered suggestions that the syllabus for higher secondary education should be recast in certain ways. They suggested a model syllabus and that was taken into consideration by the Secondary Board and the Secondary Board in consultation with the University teachers and the school teachers framed the syllabus in respect of each and every subject. And who framed the syllabus of Chemistry condemned by Dr. Ghosh? The Chemistry syllabus was framed by the Secondary Board in consultation with a Committee consisting of Shri Ramani Mohan Roy, Principal, Surendra Nath College, Dr. Nirmalendu Roy, Professor, Presidency College, Dr. Ram Gopal Chatterji of the Calcutta Medical College and Shri Bireswar Chakravarty, M.Sc., Headmaster of the Howrah Zilla School. That syllabus was later examined by Dr. S. K. Mitra himself, who may not be as eminent a scientist as Dr. Ghosh! Sir, his next point

was about the Honours courses—we have done nothing to promote Honours Science teaching. Nothing can be farther from truth. I said the other day that it was unfortunate that Dr. Ghosh was guided by his preconceived ideas and without going through the budget, would come to the House and argue airily. It is most unfortunate. Sir, more Honours courses in Science subjects were introduced in 1958-59, in 12 colleges in 24 subjects, and it is proposed to help 14 more colleges to undertake Science Honours teaching in 14 subjects in this coming year—and we are doing nothing, in Dr. Ghosh's opinion, in that direction!

Sir, as regards Basic Education he questions whether it is of the Gandhian type or not. Time and again I had opportunity to answer the question but Dr. Ghosh will refuse to listen to that. Basic education is here promoted under that scheme which was approved by the Kher Committee on which there was Dr. Zakir Hussain. That Committee was appointed by the Centre. It is in the light of the recommendations of that Committee that we are promoting basic education here in West Bengal. Further Dr. Ghose may have forgotten that we appointed an Advisory Committee here presided over by Dr. Zakir Hussain, to guide us and advise us in matters concerning the promotion of basic education. Sir, there is even now a special Basic Education Committee composed of persons who are really carrying Basic Education and who may be considered as experts in that line.

Dr. Ghose alleged without any factual basis that normal grant to the Bangiya Bijnan Parishad has been reduced. It is not a fact. The normal grant to the Bijnan Parishad is Rs. 3,600 and from Development budget, for publications in 1954-55 they were paid Rs. 2,500; in 1955-56 Rs. 1,500; in 1956-57 again Rs. 1,500, and so on and so forth. We have not reduced the grant. (Sj. Sunil Das: What about the current year?) In 1958-59 they were paid Rs. 4,000—that is for the current year. Therefore, Sir, without any factual basis he alleged here that we have reduced the grant to the Bangiya Bijnan Parishad.

Then again, Sir, he made much of the fact that the provision for research work as contained in the budget is what he was pleased to initiate when he was the Minister. He should not have said so.

[7-45—7-55 p.m.]

Sj. Sunil Das: On a point of Order, Sir The Hon'ble Minister is misleading the House. He is equating Rs. 6,000 with Rs. 4,000.

Mr. Speaker: You can say, wrong; don't say he is misleading the House.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I would stand corrected. I omitted to mention that in 1958-59—the total grant to Bagyan Parishad in 1958-59 was Rs. 7,686.

Now, Sir, he alleged that research provision stands at Rs. 1 lakh which he had the privilege to initiate. This again is not a fact. In the normal budget at present provision for research work is Rs. 1,75,000 and besides that from development budget we make grant of Rs. 7,61,000 to such bodies as Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta Mathematical Society, Physics Society, etc. Again for research scholarship, we spend Rs. 25,000. To Jadavpur University for development of research we make a grant of Rs. 35,000, to the Bengal Engineering College Rs. 10,000. All told, we make a grant of Rs. 8,31,000 and besides that, for the U.G.C. scheme of research work we contribute Rs. 5,11,000. In

all, Rs. 15,77,000 is spent for promotion of research. We have not adhered to one lakh which he in his mercy provided for in the year of grace 1947-48.

Now, I come to the criticism of Sj. Apurba Lal Majumdar. His first point was what was being done to prevent wastage? Sir, I am sorry, I have got to repeat the same answer over and over again. I said on former occasions that an Act was passed in the year 1950 providing for compulsory continuance of the boys who are admitted in the Primary Schools. Sir, it is quite true that there was laxity in the enforcement of that Act because the local committees fought and fight shy of proceeding against those who withdraw their boys from the schools. I told on a former occasion that we were going to enforce that Act, but in the hope that when that would be enforced a counter-movement might not be started under the leadership of the Opposition.

Then, Sir, to prevent wastage I put this question to Mr. Mazumdar. What has been done to prevent wastage in the higher stages. Take for instance the secondary stage and the college stage. Fifty per cent. of the students get plucked in the School Final Examination. Who will prevent that wastage? Next in the University stage about 50 per cent. get plucked in I.A. and I.Sc. and 50 per cent. again get plucked in B.A. and B.Sc. Who is responsible for that? Who are going to teach the boys properly? Mr. Mazumdar questioned the conditions under which upgrading is effected. Here I repeat, again, that a school is upgraded on the following conditions: First, on regional consideration, secondly, having regard to the stage of the school; thirdly, considering the staff in that school; fourthly, the accommodation in the school and fifthly, having regard to the results achieved by the school. It is on these considerations that a school is upgraded.

As regards Balagai and Zirat schools, two specific points that have been raised are that Balagai is a century-old school, but it has not been upgraded while Zirat has been. Unfortunately, Sir, Balagai has not got the requisite number of students. It has got only about 250 students and 8 or 10 students in class X. A member of the School Committee approached me and I told him to wait, get enrolment bettered and then apply and we shall consider. So far as Zirat is concerned, Mr. Mazumdar is entirely mistaken. Zirat school has not been upgraded.

Now, Sir, coming to Dr. Hirendra Nath Chatterji. He said that I stated on a former occasion that University has informed the Senate that three-year degree course will commence from 1960. It did not say that. Here is the Amrita Bazar Patrika report. It says that I observed that "the scheme of three-year degree course". "That was also as a new programme. It was true that the Calcutta University had taken a decision that the three-year degree course should be introduced from 1961. But he had just been informed that the University had written to the Centre", and not to the Senate, Senate is a misquotation—"for necessary assistance to enable the University to start the three-year degree course in 1960."

Sj. Bankim Mukherjee: The Hon'ble Minister has spoken for 20 minutes. We are not going to hear him any more.

[Noise and uproar]

Dr. Radha Krishna Pal:

ও'রা উত্তর শুনবেন না।

Mr. Speaker: If you go on like this, the only alternative for me is to adjourn the House. There is some amount of dislocation partly due to my fault and partly due to too many members taking part in the debate. I will request the Hon'ble Minister to make a short speech.

[7-55—8-8 p.m.]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, Dr. Hiren Chatterjee again raised the question of 77 Park Street. I said "I shall look into the matter". Sj. Naten Das said teachers should not have any concern with politics". I entirely agree with him. Let the Opposition declare that they are prepared not to bring the teachers into their fold. So far as the Government is concerned, I shall be too glad to see that teachers do not mix in politics. About moral education I should say "yes, it should be given"; who will deny that?'. But the point is who will give it? Again and again I have been told that the primary schools are not functioning well, teachers are not working well, and at the same time we are told that moral education should be given. Who will give moral education unless the teachers work well and give such instruction? As regards Saraswati Puja in the Contai Brahmo Cirls School it is very difficult for Government to understand who is fomenting the students to agitate in this matter. The Opposition said that the Congress members were exciting the students The Congress members are of the opinion "no, it is the Opposition members who are exciting the students". After all, that is a *sub-judice* matter and I will not go into it.

[Noise and uproar]

Sir, each and every point that has been raised by the Opposition I can answer fully and show that all the criticisms have no factual basis.

[Noise and uproar]

Mr. Speaker: I will request the honourable members to take their seats. I shall now put the cut motions to vote.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Basantalal Chatterjee that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Dr. A. M. O. Ghani that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20. Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Janab Elias Razi that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagadananda Ray that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab S. A. Farooquie that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jamadar Majhi that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Banarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitta
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani

Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 55 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra

Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra

Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of Sj. Satkari Mitra that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
[illegible], Sj. Dhirendra Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima

Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar

Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 52 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that a sum of Rs. 13,47,95,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", was then put and agreed to.

Mr. Speaker: Tomorrow there will be questions for half an hour.

Adjournment

The House was then adjourned at 8-8 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 26th Feebruary 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 26th February, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 207 Members.

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Proposal for level crossing at Naihati Station

***68.** (Admitted question No. *1090.) **Sj. Gopal Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) নৈহাটি রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিমদিকে স্কুল, বাজার, পোস্ট অফিস, মেয়েদের স্কুল প্রভৃতি রহিয়াছে এবং পূর্বদিকে রহিয়াছে পশ্চিম বাংলার মফঃস্বল কলেজগুলির অন্যতম ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, রেলওয়ে কলোনি, স্কুল এবং উদ্বাস্তুসহ প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের বাস,

(২) এই উভয় অংশে যাতায়াতের ও যান চলাচলের রাস্তা শহরের উত্তর-দক্ষিণে তিন মাইলের মধ্যে নাই, এবং

(৩) পূর্বে এই দুই অংশে যোগাযোগের জন্য নৈহাটি স্টেশনের উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি লেভেল-ক্রশিং ছিল ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) একটি লেভেল-ক্রশিং তৈরি করা বা পুনঃ খোলা অথবা রেললাইনের নিচ দিয়া একটি আন্ডারগ্রাউন্ড পথ তৈরি করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা,

(২) এ বিষয়ে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

(৩) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কিনা, এবং

(৪) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বিষয়টি গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা?

The Chief Minister and Minister for Home (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy):

(ক) (১) এবং (২) হ্যাঁ।

(৩) জানা নাই।

(খ) এরূপ কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করা হয় নাই, এবং এরূপ কোন পরিকল্পনাও বর্তমানে নাই। বিষয়টি রেলওয়ে বোর্ডের অধীন।

Sj. Sitaram Gupta:

আপনি (খ)-তে বলেছেন, জানা নেই। এটা জানবার কিছু চেষ্টা করেছিলেন, রেলওয়ে বোর্ডএর কাছে কোন খোঁজ নিয়েছিলেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আমি একটা কথা বলতে চাই, এই প্রশ্নটার উত্তর যখন দেখছিলাম তখন আমিও খানিকটা আপনার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম। অতএব এখানে প্রশ্ন না ক'রে আমার মনে হয় এই সম্বন্ধে আর একটা ফ্রেস অ্যাপ্লিকেশন করুন, এটা রেলওয়ে বোর্ড যাতে টেক আপ করে তা আমরা দেখব। বাস্তবিক যেখানে ৪০ হাজার লোক বাস করে সেখানে যাতায়াতের একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইউ বেটার সেন্ড অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড উই স্যাল সার্টেনলি লুক ইন্টু ইট।

Allegations against Government officials of Uluberia subdivision

***69.** (Admitted question No. *1831.) **Sj. Panchugopal Bhaduri:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state if it is a fact—

(i) that Shri Amal Kumar Ganguli, M.L.A., Bagnan, sent recently a memorandum to the Hon'ble Minister containing allegations of serious nature against the Government officials of Uluberia sub-division of Howrah district;

(ii) that the Special Officer, Chief Minister's Secretariat, was deputed to investigate into these allegations of Shri Ganguli; and

(iii) that the Special Officer has recently submitted his report to the Government?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what action Government have taken on the report?

The Chief Minister and Minister for Home (The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (a) Yes.

(b) None of the allegations against the officials was proved. One case of obtaining house repairing grant by false personation was, however, substantiated and in this connection the police have already started a case against the persons concerned under sections 419/420, I.P.C. The departments concerned have also been asked to tighten up the system of distribution of relief.

Number of permits issued for taxis and buses during last two years

***70.** (Admitted question No. *742.) **Sj. Amarendra Nath Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(a) the number of persons who have been granted big taxi, baby taxi and bus permits during the last two years; and

(b) how many of these permit-holders are owner-drivers?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (a)—

Big taxi	118
Baby taxi	426
Bus	247
	791

(b) Four hundred and seventy-seven.

Sj. Amarendra Nath Basu:

লাইসেন্সগুলি কি হিসাবে দেওয়া হয়েছে, যারা নিজেরা চালায় তাদেরই কি দেওয়া হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সাধারণত ট্যাক্সির বেলায় তাই।

Sj. Amarendra Nath Basu:

নির্যাতিত কেউ যদি এ কাজ করতে চায় তারা পায় কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কথা হচ্ছে, তিনটি জিনিস সাধারণত দেখা হয়, যদি তার নিজের লাইসেন্স থাকে, কিংবা তার মোটর মেকানিজম কিছু কিছু জানা আছে, কিংবা তারা যে টাকা দিয়ে বাস বা ট্যাক্সি কিনবে তার বন্দোবস্ত আছে। সুতরাং নির্যাতিতরাও পেতে পারে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

যার একটা ট্যাক্সির লাইসেন্স আছে সে কি আরও ট্যাক্সি পেতে পারে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

কোনরকম বাধা নেই, যদিও সরকারের নীতি হচ্ছে ডিসবার্স ক'রে দেওয়া। কারণ এই ট্যাক্সির ব্যাপারটা মধ্যবিত্ত বেকারদের জন্য করা হয়েছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এই ৭৯১টির মধ্যে এমন কোন কেস জানাতে পারেন কিনা যে, একজন মানুষ একটার বেশি পেয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

তা জেনে বলতে পারি।

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, is taxi licence transferable?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: No, Sir, it is not.

Mr. Speaker: Is it non-transferable?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Yes.

Mr. Speaker: By your rules? Do not say 'yes' now. I think it is transferable. Will you check it up? I will not pursue it now but if it is transferable then a man can surely have four taxis.

Sj. Amarendra Nath Basu:

প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন কতদিন আগের? তারপর কিছু দেওয়া হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপনি চেয়েছিলেন লাস্ট টু ইয়ারসএর—তার আগেকার দু' বছর দেওয়া হয়েছে—১৯৫৬-৫৭-এর দেওয়া হয়েছে।

Sj. Amarendra Nath Basu:

আর বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ইমিডিয়েটলি বলতে গেলে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে জেনে বলতে হয়, এই হচ্ছে ডিফিকাল্টি—অতএব ইট উইল টেক সাম টাইম।

Sj. Ganesh Ghosh:

একজন একাধিক বেবি ট্যাক্সি পেতে পারেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

উত্তরে আগেই বলেছি যে, কোনরকম বাধা নাই, তবে সরকারের নীতি হচ্ছে একজনকে একটি ক'রে দেওয়া, এটা হয়েছিল যারা মিডিল ক্লাস বেকার আছে তাদের জন্যই, কাজেই একটির বেশি পাওয়া উচিত নয় তবে আমি বলতে পারি না, এরকম আছে কি না আছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এরকম অনেক কেস আছে যেখানে একাধিক ট্যাক্সির ওনার একই মানুষ।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এটা আমার জানা নাই।

Mr. Speaker: I will pursue this question. The question is "how many of these permit-holders are owner-drivers?". The answer is "Four hundred and seventy-seven". You deduct 477 from 791; it is 314. Who are these people?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা দরকার, কিন্তু সেটা ডেফিনাইটলি না থাকলে দেওয়া হবে না, এরকম কোন রুলস নাই।

Mr. Speaker:

সুতরাং ব্যবসা করবার জন্য দেওয়া চলতে পারে।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

একজন মিডিল ক্লাস আনএমপ্লয়েডএর ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকলেও পরে শিখে নিতে পারবে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই যে ফিগার দিয়েছেন তার মধ্যে কতগুলি বাঙ্গালীর ট্যাক্সি বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, নোটিস না দিলে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনারা যে এই ট্যাক্সি দেন, যে নীতি গ্রহণ করেছেন মধ্যবিত্ত বেকারদের দেওয়া, আমি জিজ্ঞাসা করছি, কতজন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

জেনে বলতে পারি, কারণ এ প্রশ্ন ছিল না।

Mr. Speaker: The difficulty is this. Although these questions are pertinent and I can put at least twenty questions but they do not strictly arise out of it. Of course it would have been better if we had known how many taxis, after the permits had been issued, have changed hands. I am disallowing this question because if you put any question today the Hon'ble Minister is quite in a position to say "I want notice".

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই যে পারমিট দিয়ে থাকেন, এই পারমিট দেওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ পেয়েছি পরে যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে তাদের দেওয়া হয়েছে, এরকমভাবে যে সুপারসিড করা হয় তাতে নীতিটা কি?

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, the question is about the number of permits issued for taxis during the last two years. If you had just put one other sentence, viz. "what is the procedure adopted for the purpose of granting such permits" I would have allowed it.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেইজন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে—পারমিট দেবার জন্য যখন দরখাস্ত করে তখন সেই পারমিট দিতে আপনারা কি পদ্ধতি গ্রহণ করেন?

Mr. Speaker:

দ্যাট কোয়েশ্চেন, অলসো রেলিভ্যান্ট, ইজ নট অ্যালাউড।

Sj. Saroj Roy:

যাঁরা ড্রাইভার রেখে চালাচ্ছেন তাঁদের সম্বন্ধে আপনাদের কি চেক আপ করবার.........

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Mihirlal Chatterjee:

রাজপরিবারের রাজমহিষীকে ট্যাক্সির লাইসেন্স দিয়েছেন—এরকম খবর আপনার আছে কি?

Mr. Speaker:

ইউ হ্যাভ টু গিভ নোটিস।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

পারমিট দেয় কোন্ অফিসার?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আর টি এ।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

গভর্নমেন্টের নীতি যা সেই নীতির বিরুদ্ধে আর টি এ-রা কাজ করেন এখবর জানেন কিনা?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Chitto Basu:

নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীরা পারমিটএর জন্য দরখাস্ত করলে তাদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয় কিনা জানাবেন কি?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Ganesh Ghosh:

ট্যাক্সি এবং বাসের পারমিট যা দেওয়া হয় তা কতখানা দেওয়া হবে, কিছু ঠিক করা আছে, না, অ্যাপ্লিকেশনএর উপর দেওয়া হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

অ্যাপ্লিকেশন পেলে পর বিভিন্ন জায়গার আর টি এ-রা তা ঠিক করেন।

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, I think first of all the police, or whoever authorities they may be, come to a conclusion as to the number of vehicles for which permits would be issued, and then applications are invited.

Sj. Ganesh Ghosh:

কলকাতার উপর পুলিস কমিশনার বা ট্রাফিক পুলিসের ডেপুটি কমিশনার এবং মফঃস্বলের সংশ্লিষ্ট যাঁরা আছেন তারা আগে একটা কোটা ঠিক করেন না কেবল অ্যাপ্লিকেশনএর উপর দেওয়া হয়?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

বাংলাদেশে যেখানে যত আর টি এ তাঁরাই তাঁদের নিজের নিজের এলাকায় ঠিক ক'রে দিয়ে থাকেন।

Sj. Nepal Ray:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলবেন কি, কলকাতায় আর কতটি নতুন ট্যাক্সি দেওয়া হবে?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Sj. Sunil Das:

এটা কি সত্য যে, গত সাধারণ নির্বাচনের আগে এবং অব্যবহিত পরে অনেক সংখ্যায় বেবি ট্যাক্সির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Cinema film entitled "Rock Club"

***71.** (Admitted question No. *1708.) **Sj. Subodh Banerjee:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Publicity) Department be pleased to state if the film entitled "Rock Club" has been produced by the State Government?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) the amount spent by Government for the purpose;

(ii) the name of the director of the said film;

(iii) if Government officials of Police Department have been given major roles in it; and

(iv) the amount realised, if any, from show of the film?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (a) Yes.

(b) (i) Rs. 17,671.50 nP.

(ii) Shri Probodh Sarkar of Messrs. Aurora Film Corporation Ltd.

(iii) Yes.

(iv) Nil. This is for non-commercial exhibition.

Sj. Subodh Banerjee: With reference to answer (b)(iii), who are the officials of the Police Department? I want to know the names and designations of the Police Officers concerned.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Some Police Officers, including D. C., Anti-Rowdy Section, have featured in the film.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Who was the D.C.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I will have to find out the name.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

একথা কি মন্ত্রিমহাশয় জানেন যে, রায়বাহাদুর সত্যেন মুখার্জি তখন ডি সি ছিলেন? যাঁর নির্দেশে হ'ত?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

আপনি তো নিজেই জানেন।

in State buses on routes Nos. 33 and 35 in Calcutta

*[illegible]. (Admitted question No. *460.) **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state whether the Government are aware of the fact that the buses on routes Nos. 33 and 35 are always overcrowded resulting in inconveniences to travelling public and frequent accidents?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what measures the Government are going to adopt to relieve overcrowding in buses on these two routes?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (a) There is overcrowding during the peak periods of the day on these routes, as in trams and buses on other routes in Calcutta.

(b) With the recent replacement of practically all old buses by new buses on route No. 35, no further addition of buses is necessary.

To relieve overcrowding in buses of route No. 33, another service through Entally area has been introduced with effect from 1st October, 1957, which has practically eliminated overcrowding on this route.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: How many buses are there in route No. 35?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Normally the number of private buses was 75 and State Transport has 36 buses on Beliaghata, Sealdah and Howrah and there is another route, viz., 35A also running simultaneously. There are only 75 big buses and only 2 or 3 small buses.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: What is the increase in the passenger capacity?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: You should take also 35A into consideration, because one route is from Beliaghata to Sealdah and the other route is from Beliaghata to Howrah. So in calculating the number of passangers you should take both 35 and 35A.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: If the Hon'ble Minister says that the question does not arise, I shall limit myself to route No. 35 only.

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister says that there are two buses for the same route and both the buses travel on the same road. Therefore you cannot take one bus into consideration.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: What is the increase in the percentage?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Previously when it was being plied by private parties, the capacity was between 27 and 28; now the capacity is 36 on route No. 35.

[3-20—3-30 p.m.]

Dr. A. A. M. O. Ghani: Please refer to last part of answer (b) where it is stated that in route No. 33 there has been a new service introduced from 1st October, 1957. Do you know whether the number of buses put on this road on the 1st October, 1957, has increased or decreased?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: I want notice.

Sj. Niranjan [illegible]:

একটা কি মন্ত্রিমহাশয় জানাবেন যে, কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে যে বাস যাতায়াত করে তাতে সর্বত্র যে ওভারক্রাউডিং হয় সেই ওভারক্রাউডিং রিলিফ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

[No reply.]

Mr. Speaker: Next question.

Present state of health of persons involved in the State bus accident on the Railway Bridge at Tala on 20th June, 1956

***73.** (Admitted question No. *2.) **Dr. Narayan Chandra Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(a) whether the Government keep any information about the present state of health of the persons involved in the bus accident on the Railway Bridge on Barrackpore Trunk Road on 20th June, 1956;

(b) if it is a fact that many of them have sent representations to the Government for help; and

(c) what action Government have taken in general about the persons concerned and particularly about the persons who have represented their case before the Government?

The Minister of State for Development (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh): (a) Yes, of those who have asked for assistance. (There is now only one person, Haridhan Banerjee, who has been claiming relief or further treatment now and then. The number injured including two killed was 29.)

(b) Representations were received from the families of the two passengers killed for help. Seven others asked for reimbursement of the cost of special medicines and diet. All cases were settled except of two injured persons who have made fresh claim for cost of medicine. They are under inquiry.

(c) Each case has been considered on its own merit. Assistance to the families of the deceased has been given in the shape of a lump grant and allowances to the other members. In other cases only cost of special medicine and diet was claimed and has been paid on verification. In one case a lump grant has also been sanctioned in addition to the above.

Sj. Narayan Chandra Ray: Assistance to the families of the deceased at লাম্প গ্রান্ট কি রকম সেটা জানতে চাই।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: In the case of the two deceased passengers in one case a lump sum of Rs. 1,500 to the widow together with a monthly stipend of Rs. 30 per month for three years for meeting the expenses of the technical education of the sons of the deceased and Rs. 25 per month each to the two daughters till they attain 15 years of age and a monthly maintenance allowance of Rs. 20 per month for three years to the mother of the deceased have been sanctioned. In the other case the son of the deceased has been given employment under Government and Government have also sanctioned an ex-gratia grant of Rs. 2,000 to the legal heirs of the deceased.

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, on a point of information. Has the State Transport Department anything to do with the third party insurance same as we have to do?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: No.

Mr. Speaker: Next question.

Formation of National Volunteer Corps for Purulia c

***74.** (Admitted question No. *1645.) **Sj. Bhim Cha**
Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Defence)
pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গভুক্তির পর হইতে এ পর্যন্ত
পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশনাল ভল্যান্টিয়ার্স ফোর্সের অধীনে লোক নিযুক্ত
হয় নাই ;

(খ) ইহা কি সত্য যে, গত ডিসেম্বর মাসে স্টেট কম্যান্ডান্টকে এ
ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল ;

(গ) সত্য হইলে, তাহা কার্যকরী হয় নাই কেন ;

(ঘ) ইহা কি সত্য যে, এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করার জন্য পুরুলিয়ার
মাস পূর্বে হইতে আবেদন করা হইয়াছিল এবং পুরুলিয়ার বহু
ফোর্সে যোগদান করার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন; এবং

(ঙ) সত্য হইলে, পুরুলিয়া জেলায় শীঘ্র কাজ আরম্ভ করার কথা সরব
কিনা ?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pad

(ক) এবং (ঘ) হ্যাঁ।

(খ) না।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঙ) ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ভল্যান্টিয়ার্স ফোর্স অ্যাক্ট, ১৯৪৯, আইনে
মতে পুরুলিয়া জেলায় প্রবর্তিত হইলেই এ বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে।

Sj. Narayan Choboy:

আপনি (ঙ) কোয়েশ্চেনের জবাবে যেটা বলেছেন সেটা কবে বিবেচনা ক

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

শীঘ্র হবে।

Sj. Narayan Choboy:

পুরুলিয়া কতদিন বাংলায় এসেছে ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

যতদিনই আসুক আপনারা যবে থেকে আইন পাশ করেছেন তার পর

Sj. Narayan Choboy:

১৯৪৯ সালে তো আইন পাশ হয়েছে ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

বাংলাদেশের আইন পুরুলিয়ায় প্রবর্তিত হয়েছে মাত্র কয়েকমাস আগে।

Number of persons arrested for criminal offences in the police-stations of Beliaghata, Entally and Beniapukur

***75.** (Admitted question No. *1786.) **Sj. Jagat Bose:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) কলিকাতার বেলিয়াঘাটা, এন্টালি ও বেনিয়াপুকুর থানা এলাকায় বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধে পুলিস ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে কত লোককে গ্রেপ্তার করেছিল;

(খ) গ্রেপ্তার-করা লোকদের ভিতর কতজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল (থানা ও সন অনুযায়ী); এবং

(গ) ঐসব মামলায় কতজনের শাস্তি হয়েছিল?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to starred question No. 75

	বেলিয়াঘাটা থানা।		এন্টালী থানা।		বেনিয়াপুকুর।	
	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৬	১৯৫৭
গ্রেপ্তার-করা লোকদের সংখ্যা ..	২,৬৯৯	২,৫১৬	৩,০৯৯	২,৬৪৭	২১৪	১৭৮
গ্রেপ্তার-করা লোকদের বিরুদ্ধে মামলায় সোপার্দকরার সংখ্যা। ..	২,[illegible]৭৮	২,৩২২	২,[illegible]৬৭	২,৩১৯	৭৪	৬০
মামলায় শাস্তিপ্রাপ্তের সংখ্যা ..	২,২৩৫	২,২৩০	২,৩৪৯	২,২৬৮	৩২	৩১

Theft and illegal production of hinges in the Kharagpur Workshop

***76.** (Admitted question No. *1853.) **Sj. Narayan Chobey:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state whether the Government is aware of the fact that last year West Bengal Police had detected a big case of theft and illegal production of hinges in the Kharagpur Workshop?

(b) If the reply to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Ministe be pleased to state—

(i) how many persons were arrested in this connection;

(ii) whether any searches were made in this connection;

(iii) whether any material was recovered from these searches, if made

(iv) whether the West Bengal Criminal Investigation Department had taken up the case for investigation;

(v) if so, what has been the result of such investigation; and

(vi) whether it is a fact that the case has been dismissed from the court at Midnapore due to non-submission of any charge-sheet in time?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) Yes.

(b) (i) Three persons.

(ii) to (iv) Yes.

(v) and (vi) The case is still under investigation.

Sj. Narayan Chobey:

সেটা কি এখনও ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে না, এখন তারা কোর্টে কমিটেড হয়েছে এবং মামলা সাব-জুডিস আছে।

Sj. Saroj Roy:

এই যে তিনজন লোককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এর ভেতর চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার আছেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তিনজন নয়, ইনভেস্টিগেশনের ফলে আরও অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

এই অনেক লোকের ভেতর চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার আছেন কি?

Mr. Speaker:

তা কি ক'রে বলবেন উনি?

Police officers provided with cars at Government cost

***77.** (Admitted question No. *1118.) **Sj. Somnath Lahiri:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) designation of the police officers, if any, who have been provided with cars at Government cost;

(b) how many cars are used by each of such officers at Government cost; and

(c) what is the approximate yearly expenditure for providing free cars to the police officers?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) No police officers have been provided with cars at Government cost.

(b) and (c) Do not arise.

Sj. Narayan Chobey: How many officers have got jeeps?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: No one is given a jeep except on Government work.

Arrests in connection with the railway strike at Kharagpur in May, 1956

***78.** (Admitted question No. *604.) **Sj. Narayan Chobey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) what is the number of wqrkers arrested in connection with the railway strike at Kharagpur in May, 1956; and

(b) how many of them have been released and against how many cases are still pending?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) Two hundred and fifty-eight.

(b) Two hundred and thirty-six workers have been released. One case against 16 wrokers and two outsiders is pending trial.

Sj. Narayan Chobey:

এই কোয়েশ্চেনটা কবেকার, আর উত্তরটাই বা কবেকার বলবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আপনি আসামী ছিলেন, আপনি জানেন তো মামলা এখন শেষ হয়ে গেছে।

Street accidents at the crossing of Grand Trunk Road and Chinsura Station Road

***79.** (Admitted question No. *1004.) **Sj. Tarapada Dey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) the number of street accidents that took place at the crossing of Grand Trunk Road and Chinsura Station Road at Chinsura during the years 1955, 1956 and up to 15th November, 1957;

(b) the number of them that caused fatal injuries and the number of persons dead; and

(c) whether Government have any scheme to demolish the corner structures to enable the drivers of one road to get a wider view of the other road?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a)

1955—Two.

1956—Five.

1957 (up to 15th November)—Five.

(b) One person died in one case of November, 1957.

(c) The structures were not responsible for any accident and the Government have no scheme to demolish them.

Sj. Tarapada Dey:

ক্রসিংএর কাছে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেখানে কি কোন ট্রাফিক পুলিস থাকে এবং থাকলে কতক্ষণ থাকে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

পুলিসের যেখানে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে, তারা ডিউটিতে থাকে এবং সেখানে অন্যান্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে।

Sj. Tarapada Dey:

অ্যাক্সিডেন্টগুলি কোন্ সময়ে হয়েছে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

বলতে পারি না।

Sj. Tarapada Dey:

এই যে ভদ্রলোকটি মারা গেছেন তাঁর নামটা বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

একজন লোক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এবং সে সম্বন্ধে তদন্ত..। আসামী ধরা হয়েছে—এখন সেটা বিচারাধীন আছে।

Sj. Tarapada Dey:

কোন পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর এখানে মারা গেছেন কিনা জানেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমার জানা নেই।

Sj. Tarapada Dey:

ঐ যে ক্রসিং আছে তার উত্তর-পূর্ব কোণে পুলিস ফাঁড়ি আছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দোকান আছে, গভর্নমেন্টকে জানানো হয়েছিল যে, এটা ডিসান অবস্ট্রাকশন করে; এ সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট কি কোন তদন্ত করেছিলেন এবং তদন্ত ক'রে থাকলে তার ফলাফলটা কি বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

গভর্নমেন্ট তদন্ত করেছেন এবং এজন্য একজন ট্রাফিক ইঞ্জিনীয়ার—এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে তিনি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার কাজ করেন।

Adjournment motion

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: This Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence:—

চব্বিশপরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানায় বাটগাছি বয়ামারী ইউনিয়ন এবং ক্যানিং ও হাসনাবাদ থানা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক ফসলহানি এবং কৃষিঋণ আদায়ের জন্য বেআইনিভাবে বলদ ক্রোক প্রভৃতি যেসকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে তাতে কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

Mr. Speaker: Thank you.

Sj. Hemanta Kumar Ghoshal:

আমি একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ে দিচ্ছি—যদিও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে যে, সন্দেশখালি এবং ক্যানিং থানার অধিকাংশ অঞ্চলে ফসলহানি হইয়াছে তথাপিও—।

Mr. Speaker: Government cannot attach unattachable goods—goods which have been made unattachable under section 60 of the Code of Civil Procedure. If there is wrongful attachment you complain.

Sj. Hemanta Kumar Ghoshal:

স্যার, সেজন্যই জিজ্ঞাসা করছি মন্ত্রী অন্তত এটুকু বলুন এগুলি বন্ধ করবেন কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার কাছে তালিকা পাঠিয়ে দেবেন, আমি দেখব।

Sj. Tarapada Dey:

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে রিলিফ মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—তিনি বলেছিলেন, এক টাকার কম রেট দেওয়া হবে না, কিন্তু গত কয়েকমাস ধরে আমরা দেখছি ৬ আনা ক'রে রেট দেওয়া হচ্ছে।

Mr. Speaker: I cannot allow a speech.

Messages from the Council

Secretary to the Legislative Assembly (Sj. A. R. Mukherjea): Sir, the following messages have been received from the West Bengal Legislative Council, namely:—

(1)

"*Message*

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 24th February, 1959, adopted the following Special Motion, namely:—

'This Council concurs in the recommendation of the Legislative Assembly that the Council do join in the Joint Committee of the Houses on the West Bengal Khadi and Village Industries Board Bill, 1958, and resolves that the following members of the Council be nominated to serve on the said Joint Committee, namely:—

(1) Sj. Annada Prosad Chowdhuri,

(2) Sj. Kali Charan Ghosh,

(3) Sj. Basanta Kumar Das,

(4) Sj. Chitta Ranjan Roy, and

(5) Sja. Abha Chatterjee.'

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 24th February, 1959.

(2)

"*Message*

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 24th February, 1959, agreed to the West Bengal Closing of Canals Bill, 1959, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 24th February, 1959.

(3)

"*Message*

That the West Bengal Legislative Council at its meeting held on the 24th February, 1959, agreed to the West Bengal Cattle Licensing Bill, 1959, without any amendments.

SUNITI KUMAR CHATTERJI,
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

CALCUTTA:
The 24th February, 1959.

Point of personal explanation

Sj. Hirendra Kumar Chatterjee: On a point of personal explanation. I was not present when the Minister was replying to the debate on Education yesterday. While replying to the debate he said that he was misquoted—I quoted something from his speech wrongly. I have gone through his speech; I have seen his speech. I have not misquoted him. He has made a statement and he has misjudged everything.

Mr. Speaker: You say you are right and he says he is right. That is all. There are certain rules and procedures. Under what rule you are mentioning it, I shall be happy if you can say that. I have said so hundred times in this House that I do not approve that questions should remain unanswered. You have read about it in the papers; repetition everyday does not improve matters at all.

DEMANDS FOR GRANTS No. 21

Major Head: 38—Medical

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 5,84,49,000 be granted for expenditure under Grant No. 21, Major Head 38—Medical.

On the recommendation of the Governor, Sir, I beg also to move that a sum of Rs. 2,67,46,000 be granted for expenditure under Grant No. 22, Major Head 39—Public Health.

Sir, over and above the budget grants moved, provision has also been made under 50—Civil Works, 81—Capital Account and 82—Capital Account and Loans and Advances. The total budget provision amounts to Rs. 11,44,55,500 as against Rs. 8,38,36,000 of the current year.

Although the budget grants have been moved under two different heads, the curative and preventive sides of our programme have been co-ordinated into a comprehensive plan, starting from the village level and going uuwards to the Block, Subdivision and District levels and finally concentrating at the State level.

An important step towards fulfilment of our aim was the introduction of the unified cadre of Health Services during the year 1958. The officers under this cadre will devote their whole time for their services and are debarred from private practice. The specialists in the outlying areas will be allowed controlled private practice. A few have opted for the old scale.

We have also sanctioned a new set up of staff for different hospitals other than Health Centres and teaching hospitals proportionate to the number of beds in each of these institutions. According to this set up, specialist services will be provided in Medicine, Surgery and Gynaecology in all district and subdivisional hospitals.

For co-ordinating the public health activities in the rural areas we have from the 1st of January this year taken over the Public Health Services of District Boards throughout the State.

We are now co-ordinating our Health Centre programme closely with the programme of establishment of Development Blocks. There are at present 152 Primary Health Centres and 312 Subsidiary Health Centres with a total bed strength of 3,920 functioning in different parts of the State. Opening of 12 more Health Centres has already been sanctioned

and these will start functioning as soon as the staff join. Nineteen Health Centres are under construction, and work order has been issued for the construction of another 36 Health Centres. The work of construction of Health Centre has to a great extent been hampered by difficulties in procurement of steel materials within the normal quota allotted to the State. The total provision for Health Centres during the next year is rupees one crore, including Rs. 70 lakhs for new construction. During the next year 90 new Health Centres are expected to be started.

The programme of upgrading the District and Subdivisional Hospitals is also being pursued as quickly as possible within the limitations of funds, and availability of materials. It is also proposed to expand the Sagar Dutta Hospital at Kamarhati, which is going to be taken over under Government control with effect from the 1st March next. There is a proposal for adding 200 beds more to the R. G. Kar Medical College Hospitals and additions and alterations to the buildings to accommodate additional beds are in progress.

Measures for expansion of T.B. beds along with other measures for control of the disease are being pursued as quickly as possible. Progress in number of hospital beds cannot cope with the increase in demand for tuberculosis patients. It has, therefore, been proposed to augment the provision of domiciliary treatment; five new chest clinics were opened this year at district and subdivisional levels, raising the total number of chest clinics to 41 during the year.

[3-40—3-50 p.m.]

Nine Domiciliary T.B. treatment units are at present functioning within the State.

The scheme for supplying drugs free of cost to the indigent T.B. patients from the Outdoor of Government Hospitals and Health Centres is also being continued. Sir, we propose to start 2 Mass Miniature Mobile X'ray Units for detection of T.B. cases on a wider scale. We have provided Rs. 33,43,000 in the next year's budget for establishment of T.B. Hospitals and Rs. 4 lakhs for establishment of Chest Clinics.

The proposed Tuberculosis Demonstration Centre at the Medical College, is also likely to be started early next year.

Side by side with the curative programme we are continuing the preventive programme of B.C.G. vaccination as before. We have provided Rs. 4 lakhs in the budget for B.C.G. vaccination campaign.

The Malaria Control Programme, which was continuing from the First Five-Year Plan period has now been switched on since 1958 to Malaria Eradication Programme consisting of intensification of spraying operation in known malarious areas for 3 years up to the end of 1960-61, to be followed by surveillance organisation specially including the border areas.

The budget provision for the Eradication Programme is Rs. 43,65,000 excluding the cost of equipments and D.D.T. obtained in kind through the Government of India.

Leprosy is yet another important problem in the State particularly in its western belt. The problem has become greater with the addition of the district of Purulia to this State. We are continuing to maintain the Leprosy Colony at Gouripore in the district of Bankura for isolation and medical treatment for 500 infectious cases of leprosy. Considering the large number of infective cases, it has been decided in consultation with

the Government of India to start Mobile Leprosy Treatment Centres in the endemic areas for intensive mass treatment with sulphone therapy. Pilot project work has been started in the districts of Bankura and Purulia.

We are also continuing to pay capitation grant to 6 Leprosy Institutions managed by the Missionaries and Local Committees. We have recently decided to increase the capitation grant from Rs. 8 to Rs. 10 per head per month. Hind Kusth Nibaran Sangh is also given a grant-in-aid.

During the Second Five-Year Plan, great importance has also been placed on the scheme of Family Planning. We are pursuing the Family Planning with Maternity and Child Welfare under a combined plan from the beginning of the Second Five-Year Plan period. During the Second Plan period, we have so far started 50 Maternity and Child Welfare-cum-Family Planning Centres, and are expecting 20 more this year and 20 more such centres within the current year.

A Regional Training Centre for giving in-service training on Family Planning of Medical Officers, nurses, senior social workers and Lady Health Visitors has also been started in Calcutta.

School Health work is another important item. In Calcutta we are running a School Health Demonstration Project with two Medical Officers, one Public Health Nurse, and two School Health Nurses. Their activities are, however, confined at present to some selected schools.

In the rural areas School Health work is mainly carried out through the rural Health Centres. We have recently sanctioned 8 School Health Units at the district level. A vehicle will be provided by the UNICEF for each unit.

We have sanctioned four Dental Units which will be attached to the District Hospitals at Jalpaiguri, Burdwan, Midnapore and Murshidabad. Another Mobile Dental Unit named after Kumar Debendralal Khan has been started with a van equipped with up-to-date requisites. The former Union Health Minister, Rajkumari Amrit Kaur, donated Rs. 15,000 and Kumar Amarendralal Khan of Narajole, Midnapore, donated Rs. 13,000 for this Dental Unit. A Dental Surgeon will be in charge of the Dental Unit to give mobile dental service to the school children in addition to institutional service. For executing our health programmes under different heads we require a large number of medical officers and other technical and auxiliary personnel at different levels. So far as medical officers are concerned, we have not only the required number, but also a surplus to spare for the different areas in the eastern zone. We are however still short of trained experts and specialists in different subjects. We are availing of the opportunity offered in the shape of fellowship in foreign countries for post-graduate training of our medical graduate. But the scope for such training being very limited, the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research has already been started in the premises of the Seth Sukhlall Karnani Memorial Hospital.

We are also continuing to help the School of Tropical Medicine, Calcutta, in conducting post-graduate medical education and research as well as to continue its training of different categories of Medical and Health personnel.

The cadre of Nursing Services has been rationalised and provision has been made for employment of one trained Nurse for every 5 beds in Hospitals and Health Centres. There is, however, yet a great shortage in the number of trained Nurses. We have started Nurses' Training Centres.

We are continuing to send Nurses to the College of Nursing, New Delhi, every year in order to train up Nurses for taking up administrative and teaching jobs in the Nursing Services. Last year 10 scholarships were awarded for B.Sc. Nursing.

We are still short of Lady Health Visitors. Training of Lady Health Visitors has been arranged in Dr. H. C. Mookerjee Memorial Health School (formerly known as Sir John Anderson School) at Singur with 30 seats. This course takes two years and a half. We are now giving three months public health orientation course to our existing trained Nurses in this school to enable them to take up duties assigned to Lady Health Visitors. Similarly 90 Public Health Nurses will be trained in the Singur H. C. Mookerjee Memorial Health School. For the improvement of Nursing Services a sum of Rs. 3,80,000 has been provided in the budget.

A Training Centre is also proposed to be opened at Bongaon for field training of under-graduate medical students in preventive and social medicine.

For training of Laboratory Technicians we have started a centre at the Institute of Post-Graduate Medical Education and Research.

A co-ordinated Department of Preventive and Social Medicine has already been sanctioned for the 3 State Medical Colleges in Calcutta.

For expanding and improving dental education, the Dental College with the existing buildings has been acquired by Government at a total estimated cost of Rs. 5,57,000. Fresh constructions estimated to cost Rs. 3,16,700 have also been sanctioned for expansion of the College and the work is in progress. We have provided Rs. 6 lakhs in the next year's budget.

Regarding water supply and sanitation, we are pursuing our programme of providing one source for every 400 persons. The problem of water supply is most acute in the district of Purulia where sinking of tube-wells is not possible on account of rocky nature of the soil. For this district the current year's programme includes sinking of 259 masonry wells and ring wells at a total cost of Rs. 8,90,000. The work is in progress.

In the urban areas, 10 water supply schemes have been completed. This year we have taken up 6 new water supply schemes, at a total estimated cost of Rs. 74,57,000. Eleven more urban water supply schemes at a total estimated cost of Rs. 1,09,24,000 are awaiting sanction of the Government of India.

A provision of Rs. 1 lakh has been made in the budget for 1959-60 for payments to non-Government Ayurvedic institutions. Homeopathic institutions are also receiving financial help. For Ayurvedic education and practice a Bill is at present under preparation and is receiving active consideration by the Government.

Sir, I have dealt in brief with some of the important items of the Health Budget and our activities therein. It was already mentioned before the House during the introduction of our last Budget that our activities during the current year would be curtailed due to limitation of funds.

[3-50—4 p.m.]

For the next year, however, we have been able to provide additional funds to the extent of about Rs. 8 crores and we hope to be able to accelerate our progress towards achievement of the target set in the Second Five-Year Plan. We are also looking forward now for the Third Five-Year

Plan about which a discussion has already been held with the representatives of the Government of India at the secretariat level. Sir, our problems are many and varied and they need steadfast and strenuous work beset with difficulties at every stage. The robust optimism of the Hon'ble Chief Minister guiding us in our ways and means and the valuable support and help of the House will carry us to reach our goal.

With these words, Sir, I commend my motions for Budget Grants under 38—Medical and 39—Public Health to the acceptance of the House.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. A. M. O. Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jamadar Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihir Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Punchugopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benarashi Prosad Jha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chaitan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100.

Sj. Amarendra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. A. M. O. Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No, 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. [illegible] Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagadananda Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jamadar Majhi: Sir, I beg move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Janab S. A. Farooquie: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sja. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Manoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihir Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benarashi Prosad Jha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100.

Tuition fees for Calcutta and Mafassal Colleges.

Sj. Monoranjan Hazra:

আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি যে, এখানে বলা হয়েছে যে, কলিকাতার কলেজে বেতন বাড়ানো হয় নি, কিন্তু মফঃস্বল কলেজে যেমন উত্তরপাড়ায় এই বেতনের হার বৃদ্ধি রাখা হয়েছে এবং এইজন্য বহু ছাত্র...............

Mr. Speaker: I won't hear you on this topic in the middle of the Budget speech.

Sj. Monoranjan Hazra:

মন্ত্রিমহাশয় তাদের কোন অ্যাসিওরেন্স দিন।

Mr. Speaker: I won't allow you to do it now. Mention it afterwards. will allow it then, but not in the middle of the Budget speech.

Dr. Rabindra Nath Roy will now speak.

Dr. Rabindra Nath Roy:

স্পীকার মহোদয়, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের ব্যয়বরাদ্দ একদিকে যেমন বাস্তব সমস্যার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে নি ঠিক তেমনি অন্যদিকে যে ব্যয়বরাদ্দ করা হয় সাধারণভাবে তা দেখতে গেলে মনে হবে যে, প্রয়োজনের থেকে এটা অতি অল্প। আর একদিকে ঠিক তেমনি মোটা বেতনের কর্মচারীদের চাপে তা ভারাক্রান্ত। স্বীকৃত দুর্নীতি, অপচয়, আত্মীয়স্বজন পোষণ এবং তার সঙ্গে চোরাকারবারীদের, বড় বড় ব্যবসায়ী মহল ঔষধপত্রের চোরা ব্যবসা করে

এবং খাদ্যে ভেজাল দিয়ে মুনাফা করে তারাই এই টাকা পাচ্ছে। যে সামান্য অংশ জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, চিকিৎসার জন্য ব্যয় হচ্ছে বা হবার জন্য ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হ'তে চলেছে তর বিষয় দেখতে পাচ্ছি যে, একদিক থেকে দ্বিতীয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে, একভাবে আমরা সমস্ত দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তারা যাতে স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারে তার সুযোগ তাদের আয়ত্তাধীনে আনতে হবে এবং দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছিল যে, আমরা এমন প্ল্যান করিবো যাতে আগামী দিনে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বাস্থ্যর দিক থেকে সমৃদ্ধশালী হবে। এই দুই দিক দিয়ে যদি আলোচনা করি তা হ'লে দেখব, সর্বপ্রথম আমার মনে হয়, রুরাল হেল্‌থ সেন্টারএর ইউনিট থেকে শুরু ক'রে কলিকাতার বড় বড় হাসপাতলে যে শাসনপদ্ধতি চলেছে তা যদি আমরা দেখি তা হ'লে দেখব রুরাল হেল্‌থ সেন্টারএ কোন জায়গায় ৪টা, কোন জায়গায় ১০টা, থানা হেল্‌থ সেন্টারএ ১৫টা সিট আছে, সাবডিভিশন্যাল হেল্‌থ সেন্টারএ ৫০টি সিট আছে, সেখানে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি সেখানে কেউ চিকিৎসার জন্য যায় না, যারা সেখানে যায়, তারা কিছুটা খেয়ে বেঁচে থাকবে এই অজুহাতে ভর্তি হয়, চিকিৎসার কোন ব্যাপারই নেই। এখানে ইনডোরএর জন্য চার আনা বরাদ্দ এবং আউটডোরএর জন্য দুই আনা বরাদ্দ। কলিকাতা হাসপাতালে ডায়েট রোগীপিছু দুই টাকা ক'রে দেওয়া হয়, আর মফস্বলে এক টাকা ক'রে দেওয়া হয়—এই সেখানে ব্যবস্থা। ডাক্তারদের সেখানে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন যে, আমরা বহুবার এই সম্বন্ধে কলিকাতা এবং দেশের অন্য সব হাসপাতালের সমতা রক্ষা করবার জন্য জানিয়েছি কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয় নি।

এটা আজকের দিনে খুব লজ্জার কথা, দুঃখের কথা যে, একথা বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলাদেশের, পশ্চিমবঙ্গে পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার মাথাপিছু কত অংশ জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে সেটা আলোচনার বিষয়। এতগুলি ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিসেসএর মধ্যে দেখছি ৩৫ জন ডাইরেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, জয়েন্ট ডাইরেক্টর আছেন, যেমন ৩৫ জন মন্ত্রী—এরকম অবস্থা কোন ডিপার্টমেন্টএ নাই, কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরে রয়েছে, এ ছাড়া আর কোন ডিপার্টমেন্টএ নাই, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে ৩৫ জনের ব্যবস্থা নাই। এদিকে তো ডাইরেক্টরদের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছে আর আমরা দেখছি দেশের মধ্যে টি বি, কলেরা, টাইফয়েড মহামারী আকার ধারণ করছে। বলি ডাইরেক্টররা করেন কি? দেশের মানুষের টাকা এভাবে যে অপব্যয় হচ্ছে, ডিরেক্টররা কি কৈফিয়ত দেবেন? কি কৈফিয়ত গভর্নমেন্ট দেবেন? ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এরকম নাই। রাইটার্স বিল্ডিংসএ ডিরেক্টরদের বসার জায়গা নাই। এত ডিরেক্টর কেন এ প্রসঙ্গে কিছু নাই, একদিকে কংগ্রেসী রাজনৈতিক উপদলীয় লড়াইয়ের চাপে অন্যদিকে ধনিকশ্রেণীর সহায়ক সমর্থকরূপে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এতগুলি ডিরেক্টরএর জন্য সাধারণ মানুষের টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। একটা জিনিস চিন্তা ক'রে দেখা দরকার। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ডিজিজএর কথা আছে কিন্তু আজকে যেটা প্রথম আমাদের মনে পড়ে সেটা হ'ল নিউট্রিশন —আজকে দেশের মানুষের রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা, সে জীবনীশক্তি কোথায়? আজকে ইন্ডিয়ান ডায়েটএ দেখবেন ১,৭০০ ক্যালরি অ্যাভারেজ পায় অথচ আমি মনে করি ২,৫০০ —৩,৫০০ ক্যালরি দরকার। আজকে এই যে ইন্ডিয়ান ডায়েট ১,৭০০ ক্যালরি—এতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিনের প্রচুর অভাব, এগুলি কমপেনসেট করতে পারেন না, চেষ্টাও করতে পারেন না, অন্যদিকে খাদ্যে ভেজাল নিবারণের জন্য যে প্রচেষ্টা সেটাও সরকারের তরফ থেকে কিছু নাই। সুতরাং জনসাধারণের রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা যদি না থাকে, জীবনীশক্তি যদি না থাকে, সে ব্যবস্থা যদি না করেন তা হলে তো কিছু হবে না। অন্যদিকে বলা হয় হাসপাতালে বেড করা হয়েছে এবং এইসমস্ত প্রচার ক'রে বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে নিউট্রিসনএর ব্যবস্থা করা যাতে হয়, অ্যাডাল্টারেশন ইন ফুড প্রতিরোধের ব্যবস্থা যাতে হয়—জনসাধারণের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যদি বাড়ে, জীবনীশক্তি যদি যথেষ্ট বেশি হয় তা হ'লে রোগ কম হবে, সরকারের সেদিকে চেষ্টা দিতে হবে। অ্যাডাল্টারেশন ইন ফুড যাতে না হয় সেদিকে আশু লক্ষ্য দিতে হবে। তারপর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন—রুরাল এরিয়াতে জলের যে ব্যবস্থা আছে সরকারপক্ষ থেকে ঘোষণা করা

হয়েছে, গভর্নমেন্টের যে স্ট্যাটিসটিকস তাতে দেখছি ১ হাজার লোকের উপরে একটি ক'রে টিউবওয়েল করা হয়েছে—এর ৫০ পারসেন্ট চোক্‌ড হয়ে আছে, ফ্লাসিং হয় না। এখানে সরকারী মহল থেকে ঘোষণা করা হয় প্রত্যেক সাবডিভিসনএ মেশিনারি আছে, চোক্‌ড হ'লে ফ্লাসিংএর ব্যবস্থা করবে, কিন্তু জনসাধারণ মাসের পর মাস আবেদন-নিবেদন ক'রেও কিছু করতে পাচ্ছে না। পাবলিক থেকে ৫০ পারসেন্ট না দিলে টিউবওয়েল হয় না, বহু লোক তা দিতে চাচ্ছে তাতেও তা করতে পাচ্ছে না।

[4—4-10 p.m.]

এক একটি থানার মধ্যে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং দুইজন ক'রে ভ্যাক্সিনেটর দেওয়া আছে এবং এই দু'জন ক'রে ভ্যাক্সিনেটর এবং একজন ক'রে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর যে থানার পপুলেশন ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ সেখানকার জনসাধারণের পক্ষ হ'লে তাদের ভ্যাক্সিনেশন এবং কলেরা হ'লে ইনোকুলেশন এবং টাইফয়েড দেখা দিলে সেখানে তাদের অ্যান্টি-টাইফয়েড ইনোকুলেশন মোটেই দেওয়া হয় না এবং তা কখনও সাপ্লাই করা হয় না এবং হবে ব'লেও মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, এই সরকার থাকতে তাঁরা কোনদিন টাইফয়েডের জন্য অ্যান্টি-টাইফয়েড ইনোকুলেশন প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা করবেন এটা আমরা বিশ্বাস করি না। তবু বলছি যে, এর জন্য ২ জন ক'রে ভ্যাক্সিনেটর দিয়ে কি পক্সকে বা অন্যান্য ব্যাধিকে নিবারণ করা যায় না? এর আগে ১৯৪৯ সালে আশা করি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের মনে থাকবে যে, ডায়মন্ড হারবার থানার ১ নম্বর ইউনিয়নে পক্সএ মারা গেল ৩৫০ জন লোক। আপনি একটা প্রেস কনফারেন্সএ রিপোর্ট দিলেন যে, ১০০-র মত লোক মারা গিয়েছে। এইরকম ধরনের ভুল তথ্য আপনারা পরিবেশন করেন এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিয়ে আসেন। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন প্রভৃতি বড় বড় কথা বলেন। কলকাতার মফস্বল টাউনগুলোতে আপনারা করতে পারেন নি এবং মিউনিসিপ্যাল টাউনএ এবং ক্যালকাটা সিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, ৫০ পারসেন্ট লোকের সিউয়েজ ফেসিলিটি নেই। আর মফস্বলের মানুষ তারা যেখানে বাস করে, সেখানেই রান্না করে, সেখানেই তাদের গরুবাছুর বাঁধে, সেখানেই তারা পায়খানা করে। এইভাবেই তো রোগের জীবাণু জন্মাচ্ছে এবং এই জীবাণুকে নষ্ট করবার জন্য যে প্রাথমিক চেষ্টার দরকার ছিল সেইসব কিছুই নেই। অথচ আপনারা বলছেন যে, ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর ক'রে নিতে হবে। কিন্তু এ কি ক'রে হ'তে পারে, ড্রেনেজ সিসটেম—মফস্বলের কথা ছেড়ে দিলাম আমি, শহরের কথাই যদি ধরি, তা হ'লেও দেখব যে, মিউনিসিপ্যাল টাউন ও ক্যালকাটা সিটির মধ্যেও আজকে আপনারা ড্রেনেজ সিসটেমের কোন ব্যবস্থা করেন নি, মফস্বলের তো প্রশ্নই ওঠে না। এইভাবে যে রোগের জীবাণু তৈরি হচ্ছে এবং তাকে প্রতিরোধ করবার দিক থেকে প্রাথমিক যেটা দরকার—মানুষের খাদ্য, সেই খাদ্য আপনারা দিতে পারছেন না। রোগের জীবাণুর জন্ম যেখানে বেড়ে যাচ্ছে সেই জন্মবৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করবার কোন পাল্টা ব্যবস্থা আপনারা করতে পারতেন। তারপরে অন্যদিকে যদি যাই এবং সেটা হচ্ছে এই যে, কলকাতার অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে আপনারা বলেছেন যে, অর্থ নেই, টাকা নেই, কাজেই কি ক'রে ভ্যাক্সিনেটর বাড়াব বা কি ক'রে আরও হাসপাতাল করব, আরও সিট বাড়াব। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে এই যে, যেখানে ৩৫ জন ডাইরেক্টর দিয়ে এই স্বাস্থ্য-বিভাগের ব্যয়বরাদ্দের একটা বিশিষ্ট অংশ খরচ করছেন সেখানে এই অংশের কিছু অংশ যদি আপনারা খরচ করেন তা হ'লে হাসপাতালগুলোতে অন্তত রেসিডেন্সিয়াল করার ব্যবস্থা হ'ত। নীলরতন সরকার কলেজে অরুণ রায় ব'লে একটি ছেলে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অ্যানাস্থেটিক অভাবে ৫ ঘণ্টা দেরি হয়েছে ব'লে সেই ছেলেটি মারা গেল। সার্জনরা বললেন, স্পেশালিস্টরা বললেন যে, যদি ৫ ঘণ্টা আগে অ্যানাস্থেটিক পাওয়া যেত তা হ'লে ছেলেটি বাঁচত। এই তো আপনাদের হাসপাতালের অবস্থা। ডেন্টাল কলেজএর অপব্যবহারের একটা উদাহরণ দিয়ে বলি যে, ডেন্টাল কলেজএ যে ডেন্টাল ইউনিটগুলো আছে তার এক একটা যন্ত্রের দাম হচ্ছে দেড় হাজার টাকা। সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু সেগুলো মরচে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে জনসাধারণের অর্থের আপনারা অপচয় করছেন, অপব্যবহার করছেন। আর এই যে ৩৫ জন ডাইরেক্টর রয়েছে এদের না আছে কোন বুদ্ধি, না আছে কোন নীতি, না আছে কোন চিন্তাধারা। এরা সমস্ত 'রিটায়ার্ড অফিসার' আর দুই-একজন এসেছেন সামরিক বিভাগ থেকে। স্বাধীন দেশের মানুষের স্বাস্থ্য যে কি ক'রে গড়ে তুলতে হ'বে সে

ধারণা এ'সব নেই এবং তাঁরা সেই ব্রিটিশ আমলের বড় বড় আমলাতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে চিন্তা করেন। তাঁদের সঙ্গে বাস্তব জগতের বাস্তব মানুষের অবস্থার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। সেইজন্য আজকে একথা আমাদের ভাবতে হবে যে, সমগ্র জাতীয় জীবনকে আজ যদি সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলতে হয় তা হ'লে আমাদের প্রাথমিক যে দরকার সেটা হচ্ছে রুরাল হেলথ ইউনিটগুলো থেকে আগে শুরু করতে হবে। আমি কয়েকটা সাজেসশন এখানে রাখতে চাই। রুরাল হেল্‌থ ইউনিটগুলোতে সেখানে প্রত্যেক ইউনিয়নএ বা থানাতে আমরা দেখব যে, সেখানে রেজিস্টার্ড মেডিকেল ম্যান পাওয়া যায়, তাদের আমরা সেই স্যানিটারি ইন্সপেক্টর এবং ভ্যাক্সিনেটরের সঙ্গে দু'একজন ক'রে জুড়ে দেই। তারা সময়মত ভ্যাক্সিনেশন দিতে পারবে, ইনোকুলেশন দিতে পারবে এবং যেসমস্ত টি বি রোগী সেই এরিয়াতে আছে তাদের ইনজেকশন দিতে পারবে এবং ডোমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্টও তারা করতে পারবে এবং মাঝে মাঝে স্কুলে গিয়ে ছেলেদের স্বাস্থ্যপরীক্ষাও তারা করতে পারবে। ডাঃ রায় গত বাজেট সেসনএ বলেছিলেন যে, ৬০ হাজার ৭০ হাজার লোকের মধ্য দিয়ে একটা ক'রে ব্লকএর অন্ডারএ ১০টা ক'রে বেড দিয়ে একটা ব্যবস্থা করব—কিন্তু সে তো আরও দু' শত বৎসর লাগবে। কিন্তু এই আশু যেটা করা দরকার—সেই টি বি রোগ, তাকে যদি সারাতে চান, টাইফয়েডকে যদি দেশ থেকে সরিয়ে দিতে চান, কলেরা, পক্সকে যদি তাড়িয়ে দিতে চান তা হ'লে রুরাল ইউনিট এবং ইউনিয়নএ যেসমস্ত রুরাল ইউনিট আছে বা যেসব থানা বা ইউনিয়নে এসব নেই সেখানে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও ভ্যাক্সিনেটরদের সাথে যেসমস্ত রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার আছে তাদের জুড়ে দিন। তাদের জুড়ে দিয়ে পার্ট টাইমার হিসেবে ব্যবহার করুন। তারা সময়মত ভ্যাক্সিনেশন দিতে পারবে, ইনোকুলেশন দিতে পারবে এবং প্রয়োজন হ'লে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডোমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্ট করতে পারবে। এইভাবে তাদের পার্ট টাইমএর ব্যবস্থা করুন। যতদিন পর্যন্ত আপনারা কল্পনারাজ্যে বাস করার মনোভাব ছেড়ে দিতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত মানুষ কোন সুযোগ-সুবিধা পাবে না, এমনকি আশু সুযোগ-সুবিধা পর্যন্ত নয়। অন্যদিকে যদি দেখেন, যদি মেডিকেল কলেজএর অবস্থা দেখেন, তা হ'লে একটা কথা না ব'লে পারছি না যে, মেডিকেল কলেজএর মত জায়গায় যেখানে আজকের দিনে ডাইরেক্টর অব সার্জারি নেই, কার্ডিওলজির ডাইরেক্টর নেই, ই এন টি সার্জন নেই, কেননা তাদের কন্ট্রাক্ট সার্ভিস। কাজেই আজকে জনসাধারণ এবং ছাত্র উভয়ই সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং জনসাধারণ সেখানে ট্রিটমেন্ট করাতে পারছে না। এই হচ্ছে মেডিকেল কলেজএর অবস্থা। এ ছাড়া যদি অন্যান্য কলেজএর কথাও বলি তা হ'লে বলব সেখানে এত রাস, এত ভীড় যে, সেখানে এক একটা ডিপার্টমেন্টএ, চেস্ট এক্স-রের কথাই বলুন, বোন এক্স-রের কথাই বলুন আর হার্টএর কথাই বলুন, বিভিন্ন রকম ডেট আছে—কোনটা ফ্রাইডে, কোনটা মন্ডে—সেদিন পেসেন্টরা যাবে—অবশ্য তারিখ অনুসারে—সেদিনই যাতে তাদের এক্স-রে বা অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করুন। প্যাথলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে এমনিভাবে তৈরি করুন যাতে ক'রে যেদিনই পেসেন্ট যাবে সেদিনই যাতে তার ব্লাড, স্টুল, স্পুটাম প্রভৃতি পরীক্ষা হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করুন—এই ব'লে বক্তব্য শেষ করছি।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, গত বৎসর বাজেট বক্তৃতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যা বলেছিলেন এবং এই মাত্র তাঁর বক্তৃতায় তিনি যা পেশ করলেন তাতে তিনি আমাদের এখানে স্বাস্থ্যের ও চিকিৎসা বিভাগের যে অগ্রগতি চলেছে সেইটে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের সামনে তিনি যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন, এবং বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে যে কথা বলেছেন তার সবগুলি নিয়ে আলোচনা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়, আমি শুধু তিনি যে টিউবারকুলোসিস এবং অন্যান্য দু'-একটি বিষয়ের উপর জেনারেল ডিসকাশন হিসেবে যা বলেছেন তার উপর আমার যা বক্তব্য তা আপনার সামনে রাখছি। তিনি যে বলেছেন—তাঁদের ব্যবস্থার গুণে স্বাস্থ্যের অগ্রগতির কথা সেটা আমরা মোটেই স্বীকার করতে রাজী নই, তাঁদের দেওয়া নানা রকমের কাগজপত্র ও বই থেকে যা দেখা যায় তাতে দেখি সব সময় অগ্রগতি হচ্ছে না। মাথাপিছু তিনি দেখিয়েছেন—

১৯৫৬-৫৭ সলে ৩·১৬ দেয়া হয়েছে

১৯৫৭-৫৮ কালে ৩·৪০ " "

কিন্তু ১৯৫৮-৫৯ সালে ২·৫৯ " "

এটাকে ঘাড়তি নিশ্চয়ই বলব না—নেমেই আসছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জেনারেল ডিস্‌কাশনের উপর যে বক্তৃতা তাতে দেখানো হয়েছে ৯টা টেম্পোরারি ট্রিট্‌মেন্ট সেন্টার আছে এবং আজ পর্যন্ত এই ফেব্রুয়ারি মাসে হেলথ্‌ অন দি মার্চ—যে বই সরকার থেকে তাতে দেখা যায় ভ্যাক্সিনেটেড উইথ বি সি জি—১৩·৫. এতে দেখা যাচ্ছে আগামী ৪০ বৎসরে বাংলার সমস্ত লোককে যক্ষ্মার টীকা দেওয়া যাবে। ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী, গত বৎসর বাজেটের সময় বলেছিলেন—যক্ষ্মা বাংলাদেশের একটা সমস্যা। এবং যক্ষ্মা হাসপাতালে বেডএর সংখ্যা বাড়ানোর কথা তিনি বলেছেন। এবং তিনি বলেছেন—

Tuberculosis was a most complex issue so far as the State of West Bengal is concerned.

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক, এবং তিনি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিভাবে চিন্তা করেন তিনি সেটা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর কিভাবে চিন্তা করছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন—কমপ্লেক্স ইস্যু অথচ স্বাস্থ্য দপ্তরের ১৯৫৯ সালের যে চিত্র তাতে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক-এ স্বাস্থ্য খাতে যা খরচ হচ্ছে তা ০·৮ পারসেন্ট! যক্ষ্মা এবং তার আনুসঙ্গিক যে ব্যাপার—যেখানে এতবড় একটা ব্যাপার সেখানে ০·৮ পারসেন্ট খরচ হচ্ছে। অথচ এখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন—এটার উপর সব চেয়ে নজর দিতে হবে।

[4-10—4-20 p.m.]

এইভাবে কোন প্রতিকার চলে না। এই যে ০·৮ পারসেন্ট খরচ করা হচ্ছে এই রকম একটা জাতীয় সমস্যার উপর সেই সময় এই ডিপার্টমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট কি হচ্ছে সেটা আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই। আমার নিজের ধারণা যে ৬ গুণ বেশী খরচ হচ্ছে এটা সত্য কিনা তিনি আজ আমাদের বলবেন। আজ এই অবস্থা কেন দাঁড়াচ্ছে? এই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই জন্য যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালনা আজ যাদের হাতে তাঁদের নিজেদের কোন রকম কল্পনা নেই, দরদ নেই, মমতা নেই। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই ডাইরেক্টার অফ হেলথ্‌ সার্ভিসেস-এর অধীনে যে সমস্ত লোক আছেন তাঁদের কি কোন দরদ আছে বাংলার এই সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোকের অবস্থার উপর। তাঁরা মোটা বেতনে ১½ হাজার থেকে ২ হাজার টাকা বেতনে অফিসার নিযুক্ত করে থাকেন, আর সেখানে আমাদের স্বাস্থ্যখাতে, যেটা সবচেয়ে বেশী দরকারী জিনিস, সেকথা তাঁরা ভাবেন না। অর্থাৎ দিস ইজ দি সোস্যালিসটিক প্যাটার্ন অফ কংগ্রেস। এই প্যাটার্ন, সোস্যালিসটিক প্যাটার্ন অন্য কোথাও চলে না। অথচ আমাদের এখানে বেশীরভাগ লোক দরিদ্র। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত রেভিন্যু খাতের সমস্ত খরচের মধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে খরচ হচ্ছে ১৫·৫ পারসেন্ট—আপনাদের কাগজপত্র থেকে এগুলি আমরা পেয়েছি। ১৯৫৮-৫৯ সালে এটা নেমে এল ১২·২ পারসেন্ট—এর ভেতর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ খরচ রয়ে গেছে। অর্থাৎ সব-কিছু যে স্বাস্থ্য খাতে খরচ হচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্টও পড়ে। আমার এখানে সৈন্যদল থেকে আমদানি করা লোকের পেছনে বেশীর ভাগ খরচ হয়ে যাচ্ছে। ডাইরেক্টার অফ হেলথ্‌ সার্ভিসেস তাঁর সৈন্যদলের লোকেদের এখানে নিয়ে আসেন। সৈন্যদলের যারা অপাংক্তেয় তাদের আজকে পশ্চিমবাংলায় রাখবার জন্য এই দপ্তর তৈরি হয়েছে। আমাদের প্রায় বলা হয় যে, আমরা কেন কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন বলি না, কিন্তু জনগণ বিশ্বাস করে যে আমরা তা রাখি। আজ আমাদের পশ্চিমবাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগে যাকে ডাইরেক্টার অফ হেলথ সার্ভিসেস রাখা হয়েছে তিনি একজন স্বৈরাচারী কর্মচারী, তিনি যা মনে করবেন তাই হবে। আমি জিজ্ঞাসা করি এটা বন্ধ করার সময় হয়েছে কি না? এ সম্বন্ধে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জবাব দিন। তাঁর কি অসুবিধা আছে তা যদি তিনি আমাদের বলেন আমরা তাহলে এই অ্যাসেমব্লী থেকে, জনসাধারণের পক্ষ থেকে বলতে পারি যে আর এ'কে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আজ মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী চুপ করে কেন বসে আছেন জানি না। বর্তমানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শুধু নন, এ'র আগে যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তাঁর সঙ্গেও এই ডাইরেক্টার অফ হেলথ সার্ভিসেসের সম্পর্ক মধুর ছিল না। আমরা জানি তিনি আমাদের [illegible] অস্বীকার করবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন যে আমরা যখন [illegible] আমি এখন বলতে [illegible] যে দি ক্যারাভান উইল গো অন। সত্য কথা [illegible]

ক্যারাভান চলবে, কিন্তু আমি বলছি যে তিনি যত বড় নেতাই হোন না কেন মানুষের প্রতি তাঁর এই যে অবজ্ঞার সুর তাতে তাঁকে আমি একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে

He should not forget that a diseased caravan cannot go on for ever.

আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ সুন্দর সুন্দর রচনা এবং প্রোগ্রাম লোকের সামনে ছেপে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। লাইসেনসিয়েট মেডিক্যাল অফিসারদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হেলথ সার্ভিস কাডারের যে প্রোগ্রাম তার সঙ্গে তুলনা করে দেখি লাইসেনসিয়েট মেডিক্যাল অফিসার প্রায় ১,১০০ মতন আছেন এবং তাঁরাই নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের সেবা করে থাকেন এবং বড় বড় অফিসারদের চেয়ে এ'রাই গ্রামেতে কাজ করেন। অথচ এদের সমস্যা দেখবার কেউ নেই। তাঁদের পার্মানেন্সী সম্বন্ধে আমি বলছি। গত বাজেট আলোচনায় যতটা জানা গিয়েছিল, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, শতকরা ৯২ জন তখন পর্যন্ত পার্মানেন্ট হতে পারেন নি। তারপর আমরা জানি ৫৫৭ জনকে স্থায়ী করা হয়েছে কিন্তু বাকী অর্ধেকের বেশী লোকের জন্য এই এক বছরের মধ্যে কিছুই করা হয় নি। ৬১২ জনকে স্থায়ী কাজে নিতে পারতেন, আইনত নেওয়া উচিত ছিল, সেরকম ডিক্লারেশন দেওয়া হয়েছিল। ৭৯ পারসেন্ট পার্মানেন্ট পোস্ট খালি পড়ে আছে কিন্তু লোক নিচ্ছেন না। লাইসেনসিয়েট মেডিক্যাল অফিসার ৮৬ পারসেন্ট অস্থায়ী কাজে আছে যদিও স্থায়ী কাজে শতকরা ৭৯টা শূন্যপদ পড়ে আছে। ৩১-১-৫৮ তারিখের ক্যালকাটা গেজেট খুলে দেখবেন সেখানে যেটা আছে ইউনিফায়েড হেলথ্ সার্ভিস কাডার সেটা এমনি পড়ে আছে, কিছুই করা হয় নি। শুধু পাবলিশ করা হল, বড় বড় বক্তৃতা দেয়া হল। সেখানে আবার বলা হয়েছিল যে সবাইকে গেজেটেড অফিসার করে নেওয়া হবে কিন্তু সেখানে গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড এই দুটো ক্যাটাগরী করে রেখে দেওয়া হয়েছে। লাইসেনসিয়েট মেডিক্যাল অফিসারদের ইউনিফায়েড হেলথ সার্ভিস কাডারে নিয়ে যাওয়া হয় নি এবং তারজন্য কোন প্ল্যানও স্থির করা হয় নি। নিউ স্কেল অফ পে—গ্র্যাজুয়েটদের দুশো থেকে হাজার টাকা যে স্কেলটা ছিল সেটা পরিবর্তন করে ২৫০ টাকা থেকে ১৬শো টাকা করা হয়েছে। লাইসেনসিয়েট মেডিক্যাল অফিসারদের ১শো টাকা থেকে ২৫০ টাকা যে স্কেল ছিল তার পরিবর্তন হয় নি, নীচের দিকে যাঁরা থাকেন তাঁদের খাওয়াপরার চিন্তা আছে বড় বড় অফিসার ডিরেক্টার অফ হেলথ সার্ভিস সেকথা ভাবা দরকার বলে মনে করেন না। ২৫০ টাকা বেতন পান লাইসেনসিয়েট মেডিক্যাল অফিসার, যিনি সবচেয়ে বেশী বেতন পান, আর ডিরেক্টার অফ হেলথ্ সার্ভিসেস বেতন পান ২,২৫০ টাকা। প্রমোশন সম্বন্ধে আমি বলবো আজ পর্যন্ত লাইসেনসিয়েট মেডিক্যাল অফিসারদের উপর দিকে নেওয়া যাবে কি না সে সম্বন্ধে ৬৩ জনের কাগজপত্র তলব করা হয়েছিল এখনও পর্যন্ত তার কিছুই করা হয় নি, বোধ হয় তাঁদের অফিসে এত কাজ করতে হয় যে ২ বছরের মধ্যে কিছু করার সময় তাঁরা পান নি। অফিসে কতজন লোক কাজ করেন সেটা একটু আপনি শুনে রাখুন—আমার আগে এ সম্বন্ধে রবীনবাবু বলে গেছেন যে ৩৫ জন কাজ করেন—তার ভেতর ৪জন ডেপুটি সেক্রেটারী, একজন জয়েন্ট ডাইরেক্টার, ৪ জন ডেপুটি ডাইরেক্টার, ১১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টার ডি এইচ এস-এর আন্ডারে কাজ করেন, আরো আছে। সুন্দর জিনিস ছাপিয়ে বের করলেন যে তাঁদের চাকরী স্থায়ী করা হবে কিন্তু সব ডাক্তাররা অস্থায়ী থেকে গেল এবং ১-১-৫৮ তারিখে সকলকে গেজেটেড অফিসার করা হবে বলা হয়েছিল কিন্তু লাইসেনসিয়েট মেডিক্যাল অফিসারদের ভেতর গেজেটেড হল না, কাডার ইউনিফায়েড করা হবে বলা হয়েছিল কিন্তু কিছুই হয় নি। বড় বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্ট এই ডিপার্টমেন্টে বেড়েই চলেছে কিন্তু ফাইল সব চাপাই পড়ে থাকে। ধাপ্পা দেয়ার জন্য এত বড় প্ল্যান করে আমরা টাকা নষ্ট করতে পারি না। স্যার, এর পর আমি স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলবো। এদের পরিচালনায় অত্যন্ত গলদ আছে যার ফলে সকল স্তরে আজ একটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এখানে যে গভর্নিং বডি আছে সেই গভর্নিং বডির প্রতি মাসে একবার করে মিটিং করার কথা—আমি যতটুকু খবর পেয়েছি তাতে জানি মাসে ত দূরের কথা, বছরে একবারের বেশি মিটিং করা হয় না এবং মিটিং যখন হয় তার আগে নাকি এজেন্ডা দেওয়া হয় নি, এজেন্ডা দেওয়া হয় মিটিংএর টেবলে। ফলে ডাইরেক্টর মহাশয় যা কিছু বিষয়ে তাঁর বক্তব্য বলে যান, অন্যের সেটাকে মেনে নিয়ে রবার স্ট্যাম্প করে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু কর্তব্য থাকে না।

আজ এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে সেখানে অসন্তোষ বাড়বে। কিন্তু স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের উপর আমাদের দরদ আছে—এটা আমাদের জাতীয় সম্পদ, কাজেই এটা ভালভাবে ম্যানেজ করার জন্য সরকারের সমস্ত দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

[4-20—4-30 p.m.]

এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স স্কিম সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখতে চাই। এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স স্কিমএর মেডিক্যাল বেনিফিট পরিকল্পনায় হাওড়া এলাকায় হাসপাতালে বেড খুব কম—বর্তমানে গভর্নমেন্ট হাসপাতালের বেড দিয়ে কাজ চালান হচ্ছে। সাধারণ বেড ১৯০, টি আর ১২০, কিন্তু এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স করপোরেশন তাদের হিসাব মত বেড সংখ্যা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বোম্বেতে যা আছে সেই ব্যবস্থা করবেন বলে বলেছিলেন। ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের প্রতি ৮০০ জনে একটা করে যদি বেড রাখা দরকার হয় তাহলে সাধারণ বেড ৩২৫ এবং যক্ষ্মার জন্য ৩২৫ এইভাবে করা উচিত ছিল। এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনএর জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে, কিন্তু তাদের হিসাবমতো কেন হচ্ছে না—আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে ও অন্য একটা বিভাগের গাফিলতির জনই এই অব্যবস্থা চলছে বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি। হয় মন্ত্রী মহাশয় বলুন একথা সত্য নয়, অথবা কেন হচ্ছে না আমাদের বুঝিয়ে দিন। আজকে যদি বেডের সংখ্যা বাড়ত এইসব বিভিন্ন হাসপাতালে তাহলে বাইরের হাসপাতালে সাধারণ মানুষের এত অসুবিধা ভোগ করতে হত না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবহেলা ছাড়া এর আর অন্য কোন কারণ দেখি না। সাবসিডি সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার করতে পারছেন না বা করছেন না। আজকে পশ্চিমবাংলায় শুধু কলকাতায়ই নয়, বাইরে, বিশেষ করে হুগলী চব্বিশপরগনা প্রভৃতি জায়গায়ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে এই স্কীমটা এক্সটেন্ডেড হওয়া উচিত; কিন্তু কর্পোরেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এই প্রস্তাব রাখা সত্ত্বেও কেন যে শ্রম দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তর এই ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছেন না বুঝতে পারি না। এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স স্কীমে এক্সটেনশন অফ দি মেডিক্যাল বেনিফিট টু দি ফ্যামিলি এই জিনিসটা ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই মেনে নিয়েছে—পাঞ্জাবে কাজ শুরু হয়েছে, বোম্বেতে হয় হয়েছে না হয় ২।১ মাসের ভিতর হবে—তবু আমাদের পশ্চিমবাংলায় করবেন না। তাঁরা কারণ দেখাচ্ছেন, এমনিতেই আমাদের হাসপাতালে বেড নাই, এক্সটেনশন করে কি আরো অসুবিধা করবো? এক্সটেনশন অফ দি মেডিক্যাল বেনিফিট ফর দি ফ্যামিলি দেওয়া হবে এটাই লেবার মিনিস্ট্রীদের নৈনিতাল কনফারেন্সএ চুক্তি হয়েছিল। তারপর, আরো একটা সমস্যা দেখুন—কোন কর্মচারী হঠাৎ দেখলেন তার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, তার মালিক কেন কারণে টাকা জমা দেয় নি। তাই ডাক্তার তাকে সেই বেনিফিট দিচ্ছেন না। এজন্য অশান্তির সৃষ্টি হয়, কারণ তাঁরা ডাক্তারকেই সামনে পায়। সব কিছুই ডাইরেক্টর অফ পাবলিক হেলথ্ করবেন, কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর মুখের দিকেই আমরা চেয়ে রয়েছি, অথচ তাঁর কিছু করবার শক্তি নাই, ইচ্ছাও নাই।

এবার আমি হেলথ্ সেন্টার সম্বন্ধে বলবো। সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানএ ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা খরচ করা হবে এই কথা ছিল—১৯৫৭-৫৮ সালে ৬১ লক্ষ ছিল, রিভাইজড এস্টিমেটে সেটা করে দিয়েছিলেন ৫৩ লক্ষ ৪৪ হাজার, আশ্চর্য যে, কত খরচ হয়েছে মন্ত্রিমহাশয় তাও জানেন না—১৯৫৮-৫৯ সালে ধরা হয়েছে ১ কোটি। আমাদের ব্যারাকপুর সাবডিভিশনএর কথাই বলি একজাম্পল হিসাবে—সেখানে মাত্র একটা ইউনিয়ন হেলথ্ সেন্টার আছে এবং তাও আবার ৪টি বেডের। যেখানে মাত্র ৬।৭ হাজার লোকের জন্য ব্যবস্থা হতে পারে সেখানে ৬০।৭০ হাজার লোকের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। যথেষ্ট জমি পড়ে রয়েছে সেটা নিয়েও আপনারা কিছু করতে পারছেন না—টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে বুঝতে পারি না। তারপর জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগ সরকার হাতে নিয়েছেন—সুতরাং তাদের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীরা সকলেই সরকারী কর্মচারী হয়ে গেল—কিন্তু এটা সত্যি কি না মন্ত্রী মহাশয় খবর নিয়ে আমাদের বলবেন যে, তাদের যোগ্যতা নির্ধারণ ও প্রমোশনের জন আজকে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে—তাদের এভাবে বসিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে—এভাবে যদি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার জন্য তাদের বসে থাকতে হয় তাহলে সত্যিকারের অসুবিধা হবে কাজকর্মের। মন্ত্রী মহাশয় এই মাত্র বললেন বিভিন্ন সাবডিভিশনাল হাসপাতালের কথা। এসম্পর্কে আমি বলতে চাই, যেখানে সাবডিভিশনাল এবং এ জি

গ্রামীণ অঞ্চলের প্রায় ৪০।৫০ লাখ রোগীর চিকিৎসার জন্য একটিমাত্র এক্স-রে যন্ত্র রয়েছে। আর একটা নতুন প্ল্যান্ট করবার কথা ছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। নতুন প্ল্যান্ট না করার ফলে চেস্ট আউট-ডোরএ এবং এক্স-রে আউট-ডোরএ কোন নতুন রোগী এলে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা তিন-চার মাসের আগে হয় না। আমি দেখেছি হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে কোন হোলটাইম প্যাথলজিস্ট নেই, এবং সেখানে স্থায়ীভাবে কোন অ্যানাস্থেটিস্ট নেই, এবং একজন ডাক্তারকে দিয়ে সব কাজ পরিচালনা করা হয়। যার ফলে সেখানে একটা বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে।

তারপর আমি ইউনিয়ন হেলথ্ সেন্টারগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রতিটি হেলথ্ সেন্টারের সঙ্গে ছয়টি করে মেটারনিটি বেড যোগ করে দেওয়া হোক, এবং সপ্তাহে একদিন মেটারনিটি স্পেশ্যালিস্ট দিয়ে অ্যান্টি-নাটাল একজামিনেশনএর জন্যে, একদিন চিলড্রেন স্পেশালিস্ট দিয়ে চিলড্রেনদের একজামিনেশনএর জন্য ও একদিন টি বি স্পেশালিস্ট দ্বারা টি বি পেসেন্ট পরীক্ষার জন্য রেখে সপ্তাহে এই তিনদিন স্পেশ্যালিস্টদের জন্য পৃথকভাবে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক। থানা হেলথ্ সেন্টারে করা সম্ভব না হলেও, সাবডিভিশন্যাল হেলথ্ সেন্টারএ অন্তত ক্লিনিক প্যাথলজি ও এক্স-রে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত।

তারপর রুর্যাল ওয়াটার সাপ্লাই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে প্রতিটি চারশো মানুষের জন্য একটি করে টিউব-ওয়েলের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু দেখা যায় আজ পর্যন্ত প্রতি দু-হাজার লোকের জন্য একটি করে টিউব-ওয়েলেরও ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন আগে কয়েকটি নলকূপ খনন করা হয়েছিল, কন্ট্রাক্টারের দৌলতে সেগুলি অচল অবস্থা হয়ে পড়ে আছে।

ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসদের এরিয়াতে, সিডিউল কাস্ট এরিয়া এসব জায়গায় ফ্রি ওয়াটার ইত্যাদি দেবার কথা ছিল, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ দেখছি কন্ট্রিবিউশনএর কথা বলেন, এবং এরই জন্য সরকারের পরিকল্পনাগুলি আজ ব্যর্থ হতে চলেছে। ইনফেকশাস ডিজিস প্রিভেনশনএর কোন দ্রুত ব্যবস্থা কোথাও অবলম্বিত হয়নি। কোন কোন জায়গায় যতক্ষণ কিছু লোক মারা না যায় ততক্ষণ সেখানে ভ্যাক্সিনেশন এবং ইনকুলেশনএর ব্যবস্থা হয় না। শ্রীভোলানাথ মুখার্জি বলে একজন মডার্ন হেলথ্ সেন্টারএ হেলথ্ অ্যাসিস্ট্যান্টএর পোস্টে কাজ করেন, কিন্তু দরকার হলেও সিডিউল কাস্ট এরিয়াতে তিনি যেতে চান না; মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় যেতে চান না; বিশেষ বিশেষ পাড়ার মধ্যে তিনি তাঁর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেন। কয়েক সপ্তাহ হতে ওই এলাকার লোক স্মল পক্সএ ভুগছে, কিন্তু সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। এই ব্যক্তি কার অনুগ্রহ-ভাজন জানতে ইচ্ছা করে। এঁকে অবিলম্বে ওই স্থান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করা দরকার।

শিলিগুড়ি সদর হাসপাতালে মিসেস বিশ্বাস বলে একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর কার্যকলাপের সঙ্গে হাসপাতালের দৈনন্দিন কার্যকলাপের কোন মিল নেই। সেখানকার স্থানীয় লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সত্ত্বেও সরকার এখনও পর্যন্ত তাঁকে সেখানে বহাল রেখেছেন।

১৯৫৭ সালে বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলনে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে স্টেট মেডিকেল ফেসিলিটির মধ্যে আনবার প্রস্তাব হয়েছিল এবং তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিকর্তা মহাশয়েরা সম্মেলনে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রসারকল্পে প্রত্যেক জেলায় একটি করে রিসার্চ ল্যাবরেটরী সহ এক্সপেরিমেন্টাল হসপিটাল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে ইউ পি, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে আয়ুর্বেদ স্বীকৃতি পেয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু আমাদের এখানে এক্সপেরিমেন্টাল হসপিটাল এবং রিসার্চ সেন্টারএর কথা বলা হচ্ছে।

ডাক্তারদের সম্বন্ধে দেখেছি পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ কোয়ালিফায়েড ডক্টরস যেতে চান না, নন্-রেজিস্টার্ডদের হাতে পল্লীবাসীদের জীবনমরণ নির্ভর করে। এদের সম্বন্ধে বক্তব্য কোন একটি নূতন সিলেবাস করে তাতে উত্তীর্ণদের স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করা উচিত। নতুবা অন্ততপক্ষে এদের ফার্মাসিস্টদের পাওয়ার দেওয়ার সুযোগ রাখা উচিত।

পরিশেষে বলব—এক মাস পূর্বে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের কর্মচারীরা তাঁদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে যে আন্দোলন করেছিলেন ডাঃ রায়ের আশ্বাসে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে তাঁরা হরতাল উইথড্র করেছিলেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের দাবী বিবেচনা করা হয়নি—এমন কি জানুয়ারী মাসের বেতন আটকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে হাসপাতালের কর্মচারীদের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-40—4-50 p.m.]

Dr. Dhirendra Nath Banerjee:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমাদের মেডিকেল অ্যান্ড হেলথ্ এই দুই বিষয়ে বলতে যেয়ে দেখতে পাই যে রেভেনিউ থেকে মাথাপিছু দুই টাকা আর কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য প্ল্যানএর মারফৎ মাথাপিছু ২ টাকা, এই মোট ৪টি করে টাকা মাথাপিছু খরচ হচ্ছে এই হেলথ্ মিনিস্টারের কৃতিত্বে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এখানে দাঁড়িয়ে, সামান্য ২।১ বৎসর অভিজ্ঞতা যা আমার হয়েছে তাতে বলতে পারি এর নেতৃত্বে আমরা যেখানে আছি সেখানেই আমরা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ধ্বংস হবো। এক পা যে এগিয়ে যাবো সে ব্যবস্থা এই সরকার করতে পারে না। যদিও আমাদের সেক্রেটারিয়েট দেড় ডজন মোটা মোটা মাইনের কর্মচারী নিয়ে মন্ত্রী মহাশয় সপরিষদ কাজ করছেন। আমি আমার বালুরঘাটকে কেন্দ্র করে, পশ্চিম দিনাজপুরকে কেন্দ্র করে বলতে পারি যে সেখানে গত দুই বৎসরে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাফ এ ডজন টাইমস ঘুরে এসেছেন, কিছু টি এ-ও খরচ হয়েছে কিন্তু সামান্য ২½ শত টাকা খরচ করে বালুরঘাট হাসপাতালে ইলেকট্রিফিকেশন সেটা তিনি দুই বৎসরে করতে পারেন না। আর পারলেন না সামান্য একটা কর্মচারী ২-২½ বৎসর আগে তিনি রিটায়ার করেছেন রানাঘাট থেকে ৫৫ বৎসরে, একজন কম্পাউন্ডার, সামান্য মাইনেতে সে চাকরী করতো, এই দুই বৎসরে, তাঁর সেক্রেটারী তাদের মন্ত্রীমন্ডলীকে বারে বারে ধাক্কা দিয়েও জানতে পারা গেল না যে এই কম্পাউন্ডারএর পরিস্থিতিটা কি। তাকে ফোর্সড করে রিটায়ার করাচ্ছেন কিন্তু রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট কি পাবে এ কথাটার এতদিন ধরেও উত্তর পাওয়া গেল না। এই যে কর্মক্ষম একটি যন্ত্র তাঁরা, আমাকে যাঁরা আমার কনস্টিট্যুয়েন্সী থেকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে, তাদের কি কৈফিয়ৎ দেবেন? শুধু এই ব্যাপারেই বোঝা যায় যে এত বড় একটা অক্ষম সংগঠন এই সেক্রেটারিয়েট যেখানে দেয়ার ইজ নথিং টু প্রোডিউস, কেবল দুর্বল কর্মচারী, তারা যদি কোন বিক্ষোভ জানায় তাহলে তাদের মাথায় কি করে শাবল মারা যায় সেই যুক্তিই সেখানে হয় এ ছাড়া দেয়ার ইজ নথিং টু প্রোডিউস। আজকে বালুরঘাটের যে হাসপাতাল, যার অ্যাকোমডেশন এখনই করা দরকার, যেখানে হাজার হাজার রোগীর স্থান হয় না হাসপাতালে তার জন্য হাসপাতাল খোলা দরকার এই আবেদন জানাচ্ছি।

[At this stage the honourable member having reached the time limit resumed his seat.]

Dr. Ranjit Kumar Ghosh Chowdhury:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবার যে বাজেট দিয়েছেন সেই মেডিকেল এবং পাবলিক হেলথ্এর বাজেটকে সমর্থন করতে উঠে আমি প্রথমেই বলছি যে গতবার যে বাজেট ছিল তাতে ১২·২ পারসেন্ট অফ দি টোটাল বাজেট এই খাতে খরচ করা হয়েছিল, এবারে আমরা শুনেছি যে আরো তিন কোটি বেশী টাকা এই বাজেটে খরচ করা হচ্ছে। একটা কথা ডাক্তার পবিত্র রায় বলেছেন যে ২·৯৫ পার ক্যাপিটা খরচ করা হয়েছে যেটা ১৯৫৭-৫৮এর তুলনায় কম। একথা আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে গতবারে কম খরচ করা হয়েছিল; এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে "ভোর কমিটি"র রেকমেন্ডেশনএ ১·৮৭এর কথা লেখা আছে তার তুলনায় ২·৯৫ নিশ্চয়ই বেশী।

শুধু তাই নয়, ২·৯৫ খরচ এবং ১২·২ পারসেন্ট অফ দি টোটাল বাজেট এটা সেকেন্ড হাইয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া, এটা গতবারের তুলনামূলক বাজেটে ছিল। এখন প্রশ্ন হল এই—কত টাকা খরচ হল, দেশের স্বাস্থ্য কতখানি উন্নত হয়েছে তার সেটা পরিচায়ক নয়। যদি সে পরিচয় নিতে চাই তাহলে দেখবেন ১০ বছরে ডেথ রেট বা মৃত্যুহার যা ছিল সেটা শতকরা ৫০ পারসেন্ট কমে গিয়েছে। তার ভিতর মেটারনাল এ্যান্ড ইনফেন্ট মরটালিটি শতকরা ৫০ কমে গিয়েছে। টি বি

·৪ থেকে ·২তে নেমে এসেছে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি টি বি বেড়েছে বটে—টি বি-র অকারেন্স বেড়েছে ঠিক কথা কিন্তু সেখানে বিচার করে দেখলে দেখতে হবে কেন বেড়েছে? ম্যালনিউট্রিশনএর কথা যেটা বলা হয় সেটা আসল প্রশ্ন নয়। একটা কথা হচ্ছে গ্রামের লোকের শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে এটাও একটা বড় প্রশ্ন—এটা হয়ত নন-মেডিক্যাল সভ্য যারা তাদের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে কিন্তু প্রশ্ন হল—

[Noise.]

Sj. Siddhartha Shankar Roy: He is a new Member, Sir, and should not be interrupted in this way.

Mr. Speaker: This is his maiden speech and nobody has the right to interfere.

Dr. Ranjit Kumar Ghosh Chowdhury:

প্রশ্ন হচ্ছে এই এটা টেকনিক্যাল ব্যাপার—সুতরাং এতে বুঝতে অসুবিধার সম্ভাবনা বেশি। যারা শহরে বরাবর বাস করে তাদের টি বি-র এগেইনস্টএ গ্রেজুয়াল ইমিউনিটি ডেভেলপ করার চান্স থাকে কিন্তু যারা গ্রামের লোক, ট্রাইবাল এরিয়ার লোক তাদের এই সম্ভাবনা কম থাকে। আপনারা জানেন বি সি জি টিকা দিবার আগে টিউবারকুলিন টেস্ট করা হয়, স্ট্যাটিস্টিকস নিয়ে দেখা গেছে শহরবাসীর টিউবারকুলিস টেস্ট অনেক বেশি পজেটিভ হয়, যারা গ্রামে বাস করে বা ট্রাইবাল এরিয়ায় বাস করে তাদের চেয়ে, (আমি দেখছি গত বৎসর পর্যন্ত পার থাউজেন্ড পপুলেশনএ বেড নাম্বার ছিল ·৮৮ এবং এটা হাইয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া—বি সি জি সম্পর্কে ডাক্তার পবিত্র রায় বলেছেন যে, ১৪·৮ পারসেন্টকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। কথা হচ্ছে কতজনকে বি সি জি টিকা দেওয়া হয়েছে তা দেখে বি সি জি স্কীমএর কাজ বুঝা যাবে না, দেখতে হবে কতজনের টিউবারকুলিস টেস্ট করা হয়েছে। যাদের পজেটিভ হয় তাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হয় না। এই হিসাবে দেখা হলে দেখা যাবে ৩৬·৬ পারসেন্টএর টিউবারকুলিন টেস্ট করা হয়েছে। ম্যালেরিয়া সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নাই কারণ দেশ থেকে এটা প্রায় উঠেই গেছে। তারপর রিগার্ডিং টিউবওলেস—গ্রামের লোক শতকরা ৮৩ জন সেফ ওয়াটার সাপ্লাই পাচ্ছে—থ্রু দিজ টিউবওয়েলস। কাজেই আমাদের অগ্রগতি নিশ্চয়ই হচ্ছে। কিন্তু আমি কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—প্রথম কথা হল রিসার্চ। ভারতবর্ষ আড়াই হাজার বৎসর আগে ডাক্তারী ব্যাপারে যে উন্নতি করেছিল তার রিক্যাপিচুলেশনএর কথা আমি বলছি, আড়াই হাজার বৎসর আগে আমাদের এখানে ব্রেন সার্জারী উইথ সাকসেস করা হত যখন পাশ্চাত্য দেশ তথা বৈজ্ঞানিকরা সভ্য হয় নি বললেই ভাল হয়। তারপর থেকে আমাদের মেডিক্যাল সাইন্সএ বিশেষ উন্নতি হয় নি, বহু কারণও ছিল। যদি আমরা একটা রিসার্চ কাউন্সিল করে, একটা বডি করে, রিসার্চএর ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে রিনেইসাঁস নিয়ে আসতে পারি। বর্তমানে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে যদি বেশি নজর দিতে হয় তাহলে যেহেতু বাংলাদেশের বেশির ভাগ জনসাধারণ গ্রামে বাস করে সেইহেতু গ্রামের স্বাস্থ্যের কথাই চিন্তা করতে হবে। এবং সেই চিন্তা করতে গিয়ে আমি সাবডিভিশন্যাল হাসপাতাল যেগুলি আছে সেখানে যদি একজন স্পেসিয়ালিস্ট ইন মেডিসিন এবং একজন স্পেসিয়ালিস্ট ইন সারজারির ব্যবস্থা করা যায় তাহলে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে যে সুবিধাগুলি আছে সে সুবিধা সেখানেও লোকে পাবে, শহরের হাসপাতালে ভীড়ও কম হবে। কলকাতা শহরে যারা অনেক বেশি মাইনে পান তাদের নিয়ম করে যদি সাবডিভিশনাল হসপিটালএ পাঠানোর ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ ডিসেন্ট্রালাইজেশন করলে সবারই চিকিৎসার সুবিধা হবে।

[4-50—5 p.m.]

সাবডিভিশনাল হাসপাতালে এক্স-রে এ্যাপারেটাসের বন্দোবস্ত করতে এখন কোন অসুবিধা নাই কারণ ইলেকট্রিসিটি যখন আমরা এখন বহুল পরিমাণে সাপ্লাই পেতে যাচ্ছি তখন এই জিনিস বন্দোবস্ত অনায়াসে করা যেতে পারে। তারপর ডাক্তারদের গ্রামে যাওয়া সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়—ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না। এ সম্বন্ধে আমার একটা কনক্রীট সাজেশন আছে—

যাঁরা গ্রামে যাবেন তাদের ৫০০ টাকা করে সাবসিডি দেওয়া হোক। তাহলে তাদের পক্ষে গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করতে সুবিধা হবে। যাঁরা হয়ত হঠাৎ গ্রামে যেতে অসুবিধা বোধ করেন তাঁরা ঐ সুযোগ পেলে গ্রামে যেয়ে প্র্যাকটিস করতে রাজী হবেন।

তারপর যখন হেলথ সেন্টার গভর্নমেন্ট করছেন এবং থানা হেলথ সেন্টারে দুজন করে ডাক্তার না করা হলে ভালভাবে কাজ চলতে পারে না। এবং ৫০০ টাকা করে মাইনে দিতে হবে। এখানে আমি আর একটা কনক্রীট সাজেশন দিচ্ছি, দুজন ডাক্তারের জায়গায় একজন নন-প্র্যাকটিসিং ডাক্তার নেওয়া হোক, এবং আর একজনের বদলে দুইজন লোকাল ডাক্তারকে রাখা হোক, যারা পার্ট-টাইম কাজ করবেন। এবং যে টাকা একজন নন-প্র্যাকটিসিং ডাক্তারকে দিচ্ছেন ঐ টাকা দুজন লোকাল ডাক্তারকে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হোক যাঁরা পার্ট-টাইম কাজ করবেন, তাঁদেরও পুষিয়ে যায় আর যিনি নন-প্র্যাকটিসিং ডাক্তার থাকবেন তাঁরও কোন আপত্তির কারণ না থাকে। এইভাবে করলে ডাক্তারের সার্ভিস বেশি পাওয়া যেতে পারে, অথচ বরাদ্দ অর্থেই কুলিয়ে যাবে। দুইজনের জায়গায় তিনজন প্রভাইডেড হবেন।

তারপর পল্লীতে যেসব মাল্টিপারপাস স্কুল হচ্ছে তাতে যদি একজন করে হেলথ ভিজিটর করা হয় তাতেও ডাক্তারের সার্ভিসের দরকার হবে। আর বর্তমানে লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনে যেভাবে টাকা দেওয়া হয়—সেইভাবে না দিয়ে অর্থাৎ তাদের যে কমিশন দেওয়া হয় সেইভাবে না দিয়ে তাদের যদি ২৫০ টাকা করে ফিক্সড মাইনে পার মান্থ দেওয়া হয় তাহলেও সুবিধা হতে পারে। আর যেমন করা হয়েছে, মোবাইল এক্স-রে প্লেট আই টি এ করা হয় সেইরকম মোবাইল ডেন্টাল ক্লিনিক এবং মোবাইল আই ক্লিনিকও চালাতে হবে তাহলে শহরে অপারেশন করাবার জন্য গ্রামের লোকদের এলে যে অসুবিধা ভুগতে হয় এবং শহরের হাসপাতালে যে রোগীর ভিড় হয় উভয় দিক থেকেই অনেকটা রেহাই হবে। এখানে আর একটা বিষয়ের উল্লেখও আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। আমাদের দেশের স্কুল চিল্ডরেনদের স্বাস্থ্য বেশির ভাগেরই ভাল নয়। তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যদি একটা হেলথ ইনস্যুরেন্স স্কীম করা যায়, যেমন এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স স্কীম করা হয়েছে সেইরকম একটা স্কীম যদি করা যায় এবং তাতে যা খরচ পড়বে তার একটা অংশ গভর্নমেন্ট দেবেন আর বাকিটা দেবেন গার্জিয়ানরা তাহলে আমাদের স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্যের আমরা উন্নতি করতে পারব।

আর একটা কথা জনৈক মাননীয় সদস্য এল এম এফ আর গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ডিফারেনটিয়েট করেছেন। আমি এটার প্রতিবাদ করি। এই রাজ্যের পূর্বতন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবশ্য এল এম এফ ছিলেন।

আর একটা কথা বলেই আমি শেষ করব। অনেকেই বলে থাকেন এত বৎসর স্বাধীনতার পরও দেশে তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না। আমি তাঁদের বলতে চাই ১১ বৎসর অনেক সময় যেমন দুইলক্ষ টাকা অনেক টাকা, দুইলক্ষ মাইল রাস্তা অনেক রাস্তা কিন্তু ১১ বৎসর একটা জাতির জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে যে জাতির ২৮০ বৎসর পরাধীন থাকায় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে সে জাতির উন্নয়নের পক্ষে ১১ বৎসর কিছু নয় যেমন দুই লক্ষ পেনিসিলিন কিছু নয়, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে।

Sj. Ledu Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সরকারী কাজ কিরকম চলছে পুরুলিয়া জেলাই তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই জেলায় কুষ্ঠ রোগের প্রসার ভয়াবহ। এবং এই জেলা এ বিষয়ে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রধান। কিন্তু এই বিরাট সমস্যা বিষয়ে সরকার যেভাবে সম্পূর্ণ উদাসীন তাতে সরকারী কর্মধারা কি প্রকার তা প্রকাশ পাচ্ছে। যেসব কারণে রোগ প্রসারিত হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অজ্ঞতা। ব্যয়বহুল ব্যবস্থার চেয়েও আজ জনশিক্ষার বেশি প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে কোনো কাজই নেই, জনস্বাস্থ্যের নামে ব্যয় হচ্ছে, ব্যয়ের উপযোগী আদৌ কাজ হচ্ছে না। অপব্যয় হচ্ছে। জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের ধারা নেই। সেজন্য জরুরী অবস্থায় দ্রুত সাহায্য নেই, বহু ক্ষেত্রে কোনো সাহায্যই নেই।

Sj. [illegible] Haldar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে বলতে গেলে এই কথা বলতে হয় যে আজকের দিনে সরকার থেকে যেসমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলি ঠিকভাবে কার্যকরী করা হয় না। বিভিন্ন জায়গায় যে থানা হেলথ সেন্টার করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সরকার থেকে আজ পর্যন্ত অনেক জায়গায় তা কার্যকরী করা হয় নাই। এমনকি জনসাধারণের পক্ষ থেকে যেখানে সরকারকে জায়গা দেওয়া হয়েছে, টাকা দেওয়া হয়েছে, সেখানেও পর্যন্ত হেলথ সেন্টার করবার ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা হয় নি। আর এমনও দেখা গেছে যেখানে হেলথ সেন্টার তৈরি হয়েছে অথচ ডাক্তার বা ঔষধপত্র পাঠানোর কোন ব্যবস্থা হয় নি। এই অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলছে, এ নিয়ে কয়েকবার আলোচনাও আমরা করেছি কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে না। তারপর ২-৪টা হেলথ সেন্টার যা করা হয়েছে সেখানে যেসমস্ত রোগী পাঠানো হয় তাদেরও ভাল রকম চিকিৎসা হয় না, কারণ সেখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নাই, যে ডাক্তার আছে তার দ্বারা ভাল চিকিৎসা না হবার দরুণ রোগীদের কলকাতায় বা অন্যত্র শহরাঞ্চলে বাধ্য হয়ে আসতে হয়। এবং সেজন্য রোগীর ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। সেইজন্য আজ দাবী করি পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি থানায় হেলথ সেন্টার খোলার ব্যবস্থা এক্ষনি করা হোক এবং সমস্ত জায়গায় স্পেশালীস্ট চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হোক। তা যদি করা হয় তাহলে শহরাঞ্চলের হাসপাতালে যে ভীড় হচ্ছে তা আর হবে না এবং পল্লীর জনসাধারণেরও চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হবে। আর আমরা দেখেছি বর্তমানে যে হেলথ সেন্টার আছে তাতে অনেক ঔষধ ও ইঞ্জেকশন পাওয়া যায় না, তা অনেক দূর থেকে নিজের পয়সায় কিনে নিতে হয়। সেগুলি সরকারের তরফ থেকে দেবার ব্যবস্থা করা হোক, নৈলে শুধু হেলথ সেন্টার করলেই যে জনসাধারণের কল্যাণ হবে তা আমরা বিশ্বাস করি না। তারপর, আমি সরকারের টিউবওয়েল ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলব। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে প্রতি ৪০০ লোকের মধ্যে একটা করে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করার কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত যা দেখছি তাতে হাজার দু হাজার লোকের মাঝখানেও একটা টিউবওয়েল নাই, এমনকি চার-পাঁচটা গ্রাম পেরুলেও একটা টিউবওয়েল পাওয়া যায় না। যেসব জায়গায় পুকুরের জল অল্প দিনের মধ্যেই শুকিয়ে যায় সেসব জায়গায় অধিবাসীদের যে দারুণ অসুবিধায় পড়তে হয়, স্পীকার মহাশয়, আপনি তা সহজেই বুঝতে পারেন। সেই জন্য বলছি আজ প্রত্যেক গ্রামে যাতে অন্তত একটা করে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা হয় তারজন্য তৎপর হওয়া উচিত। যেসমস্ত জায়গায় নন-সাকসেসফুল বলে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানেও যদি ভালভাবে চেষ্টা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে করা গিয়েছে। যথেষ্ট চেষ্টা না করেই বলে দেওয়া হল এটা আনসাকসেসফুল এরিয়া। তাই আবারও বলি সেসব এলাকায় পুনরায় বসানোর চেষ্টা করতে হবে। এবং যদি দেখা যায় যে একেবারেই সেখানে টিউবওয়েল করা সম্ভব নয় তাহলে পুকুর খনন করে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আর একটা কথা টিউবওয়েল করার জন্য যখন আমরা মিটিং ইত্যাদি করে ঠিক করি। সাইট সিলেক্ট ইত্যাদিতে প্রায় এক বৎসর কেটে যায়, সেদিক দিয়ে এ কাজ যাতে তাড়াতাড়িতে করা যায় সে ব্যবস্থাও সরকারের তরফ থেকে করা উচিত বলে মনে করি। আর বিভিন্ন জায়গায় লোকাল কনট্রিবিউসন নিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় ৫০০ টাকা আর আলিপুর মহকুমা এলেকায় ২০০ টাকা করা হয়েছে এই নীতিরও পরিবর্তন হওয়া উচিত। সমস্ত এলাকায় লোকাল কনট্রিবিউশন দুই শত টাকা হওয়া দরকার।

[5—5-20 p.m.]

রি-সিঙ্কিং করার ব্যাপারে আমরা দেখছি যে, যেসব টিউবওয়েল খারাপ হয়ে গেছে সেগুলি সম্পর্কে সরকারের কাছে বারবার জানিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন বিশেষ ব্যবস্থা হয় নি। রি-সিঙ্কিং করায় সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে পাবলিক কন্ট্রিবিউশান লাগবে। এটা কিরকম ধরণের নীতি তা আমরা বুঝতে পারি না। কারণ যেখানে তারা কন্ট্রিবিউশান দিয়ে বসিয়েছে সেখানে আবার খারাপ হয়ে যাবার জন্য তাদের কেন যে পয়সা দিতে হবে তা বুঝতে পারি না। সেজন্য এই টিউবওয়েলগুলি যাতে তাড়াতাড়ি বিনা পয়সায় বসে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এ যদি না হয় তাহলে সরকারের তরফ থেকে যত বড় বড় কথাই বলা হোক না কেন, কিন্তু আমরা বলব যে গ্রামাঞ্চলে কিছু হয় নি। এই টিউবওয়েল বসানোর ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে যত দেরি করা হবে ততই জনসাধারণের অসুবিধা ভোগ করতে হবে।

হেলথ সেন্টারগুলির উন্নতির দিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার, ঔষধপত্র, চিকিৎসক যাতে সবসময় পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। আর একটা কথা বলতে চাই যে ম্যালেরিয়া আমাদের দেশ থেকে চলে গেছে, কিন্তু আমি বলব যে কোলকাতা শহরে বিভিন্ন জায়গায় মশার উপদ্রব খুব বেড়ে গেছে। ম্যালেরিয়া বিভাগ থেকে ডি ডি টি স্প্রে করার ব্যবস্থা যেমন গ্রামাঞ্চলে আছে এখানেও সেইভাবে ড্রেনগুলোতে যেখানে মশার জন্ম হয় সেখানেও যাতে এই জিনিস দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই ব্যবস্থা করলে কোলকাতার লোক দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[5-20—5-30 p.m.]

Students' procession—Uttarpara College.

Sj. Monoranjan Hazra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, উত্তরপাড়ার কলেজের ছাত্ররা বর্ধিত বেতনের হারে ডিমনস্ট্রেশান নিয়ে এসেছেন, শিক্ষামন্ত্রী যদি এদের সংগে দেখা করেন তাহলে ভাল হয়।

Mr. Speaker:

আপনি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গিয়ে বলুন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমি, মনোরঞ্জনবাবু এবং নিরঞ্জনবাবু সেখানে গিয়েছিলাম, আমরা শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে পাচ্ছি না।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, am I right if I say that already a decision has been taken for not increasing the fee.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেটা খালি ৭টা কলেজের ব্যাপারে, কিন্তু উত্তরপাড়া কলেজে অলরেডি এটা বাড়িয়েই রেখেছে এবং আমরা আশা করেছিলাম এটা কমান হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষরা কিছুতেই কমাতে রাজী হচ্ছে না বলে উত্তরপাড়া থেকে পায়ে হেটে প্রায় ৩০০ ছাত্র এখানে এসেছে।

Sj. Subodh Banerjee:

শুধু উত্তরপাড়া নয়, হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজেও এই জিনিস হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদিও বলেছেন যে মাইনে বাড়ান হবে না, কিন্তু হাওড়ার নরসিং দত্ত কলেজ এর বিরোধিতা করছে। সুতরাং এইসব আজ দেখার প্রশ্ন আছে।

Mr. Speaker:

নিশ্চয়, যদি এক জায়গায় কমে তাহলে অন্য জায়গাতেও কমান উচিত।

Sj. Turku Hansda:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের বীরভূম জেলাতে দেখা গেছে যে সেখানে তফসীলি কিম্বা আদিবাসীদের গ্রামে কোন জলের ব্যবস্থা তেমন হয় নি। ভাল ভাল গ্রামে কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু গরীব তফসীলি বা আদিবাসীদের গ্রামে খুব কম হয়েছে। সব থানার কথা বলতে অনেক সময় লাগবে, কাজেই আমি কিছু কিছু জায়গার কথা বলবো। সব জায়গায় দেখা গেছে যে লেবার ক্লাস লোকের গ্রামে পানীয় জল নেই। মহম্মদবাজার থানা ভারকাটা ইউনিয়ন, আগোয়া হাযুইহর গ্রামের লোকেরা এই ব্যাপারে অনেক দরখাস্ত করেছে যে সেই জায়গায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক। সিউড়ী মহকুমায় আমাদের আদিবাসীদের জন্য স্পেশাল অফিসার একজন গভর্নমেন্ট থেকে রাখা হয়েছে। আগোয়া গ্রামের লোকেরা তাঁকে বলেছেন যে সেখান পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই করা হল না। সেদিন আমাদের

মন্ত্রী [illegible]কান্তিবাবু বলেছেন যে, হেলথ সেন্টারে টি বি রোগীদের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দুটো মহকুমার কোন জায়গায় দেখতে পেলাম না যে টি বি রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিউড়ী মহকুমায় ১০টা টি বি রোগীর সিট আছে, সেখানে সব বড় বড় লোকেরা ভর্তি হয়ে থাকেন, কিন্তু আমাদের আদিবাসীদের টি বি চিকিৎসা করার কোন ব্যবস্থা করেন নি। গ্রামে গ্রামে টি বি রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে না বলে এই রোগটা খুব ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মহকুমার খানিকটা দূরে হেতমপুর, দুবরাজপুরে নিরাময় বলে একটা হেলথ সেন্টার আছে। সেখানে টি বি রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। গভর্নমেন্ট থেকে কিছু সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের আদিবাসীদের সেখানে ভর্তি করার কোন ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করেন নি।

Mr. Speaker: Mr. Hansda, your time is up. I am sorry to ask you to sit down but I can't help it. I find some members have been given only three minutes. I do not understand how can you make out a case in three minutes.

Sj. Chaitan Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের জেলায় জনস্বাস্থ্য কিভাবে অবহেলিত হচ্ছে তার কথা আমি বলবো। আমাদের ওখানে যে হাসপাতাল আছে তাতে গত দুই বৎসর যাবৎ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। এই হাসপাতালটা সম্পর্কে বহুবার জনসধারণ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে গুরুতর অভিযোগ করেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যবিভাগ একেবারে নীরব। কিন্তু আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোকের কথা শোনবার কেউ নাই। আমাদের পল্লীগ্রামের কোন লোকের অসুখ হলে শহরে যেতে হয়, কিন্তু শহরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর মত গরীব লোকের অর্থ নাই। এদিকে আমাদের কংগ্রেসী সরকার ও মন্ত্রীরা বলছেন দেশের উন্নতি হচ্ছে। কোথায় উন্নতি হচ্ছে? আমাদের আদিবাসী হরিজন কৃষিজীবী লোক আজকে যাযাবরের মতো রয়েছে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? আমাদের আদিবাসীর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা কি করেছেন, তাদের খাওয়াপরা, জলের জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? আমাদের কিছুই নাই। সমস্ত মিথ্যা কথা বলেন, দেশের লোককে আপনারা মিথ্যা কথা বলেন এটা লজ্জার কথা, এটা কত বড় দুঃখের কথা। মন্ত্রীরা বলেন, জলের ব্যবস্থা হয়েছে, রাস্তা হয়েছে, শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে; মুখে এসব বড় বড় কথা না বলে গিয়ে দেখে আসুন কি ব্যবস্থা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে ১১ বৎসর, কিন্তু এই ১১ বৎসরে দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে একবার চিন্তা করে দেখবেন।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, it will be no hyperbole to describe the state of our Medical administration as the phantasmagoria of a feverish dream and when we find that the budget for this year for Public Health and Medical seeks to perpetuate the present state of affairs we are compelled to say that the peoples' cup of misery is full. I, therefore, protest against this budget and I cannot congratulate the Hon'ble Minister for having introduced this. But perhaps it is not the Hon'ble Minister who was really responsible for the budget; perhaps there are those unseen eyes of the puppet masters who sit behind the Treasury Benches and who show us every day one of the finest puppet shows that one could think of. Perhaps it is that unseen hand who had been responsible for this budget-making. In fact, I am sorry to say that the Hon'ble Minister for Health has succeeded in joining that ever increasing body of Ministers, powerless but self-satisfied, who think that the inanimate and imbecilic occupation of the Treasury Benches is one of the highest forms of human achievement. Sir, I shall prove it to the hilt—I have facts and figures from which I shall show conclusively that this budget of the Medical administration has been framed and is being caried on in such a way that we cannot but protest. The entire administration has gone to the hands of a capricious individual. That

capricious individual does things as he pleases and the Hon'ble Minister is perpetually in reverential fear of his Director-Secretary. What is the result? Disaster. The entire administration has been over-centralised and power has been concentrated in the hands of a very few. What are the *modus operandi*? The *modus operandi* are three-fold. Firstly, the Director —this is usual all over India—the Director gets hold of his own men whom he knew in the past. In this case the Director happens to have come from the Army. Therefore, he had to find out what are the important posts for the purpose of administration of that Department. He found out that the Stores Department, the Planning Department and the Research Department were the three Departments which he must grab, and therefore, he gets hold of two Army officers who are not permanent officers, they were temporary Commissioned Officers, to be appointed as Assistant Director, Health (Stores), and as Deputy Director, Health (Planning). There is another venerable gentleman—I have nothing to say against him—an old man of over 60, appointed as the Director, Institute of Post-graduate Medicine and Research. Sir, I can tell you that this gentleman may be a good and honest man but his relationship with research is as distant as the relationship of the earth with the moon. That is the sort of person who has been placed in charge of research. The second *modus operandi* is this: He has surrounded himself and plagued the department with numerous superannuated officers. Sir, it is a very important subject because if you have superannuated officers in charge of the important posts, the superannuated officers, firstly, are not virile, secondly, not young, and their mortal fear is of their not getting a future extension. These superannuated gentlemen are appointed for six months or one year and their continuance in Government service depends upon the sweet will of the head of the department. So, if there is any protest alleged against the head of the department, or any grouse made, the superannuated officer found himself in disposition when he did not get any further extension. Poverty is one of the reasons, no doubt, economic dependence, no doubt, that is what is happening. Taking advantage of the economic dependence of the retired officers the Director has surrounded himself and plagued the department with numerous retired officers. My time is short, but even then, I can reel off a few posts held by superannuated officers: Deputy Director of Administration, Deputy Director of Public Health, Assistant Director, Evaluation Officer, Principal, R. G. Kar Medical College, Principal, Nilratan Sircar Medical College, Drug Licensing Officer, Assistant Director, Leprosy, Deputy Secretary, Assistant Secretary, Inspector of Drugs. All these important posts are held by officers whose service depends upon the caprice and whim of one individual and one individual alone. The result is this that all power is in the hand of the person with whom even the Hon'ble Minister cannot quarrel as I shall show presently. What happens under such circumstances? Under such circumstances you have a top heavy administration. That is proved by the document published by the Director of Health Services called. "Health on the March in West Bengal." I would say that health is not on the march in West Bengal, it is not marching along, but it is ambling along. From this book what do we find? We find that the total proportion of headquarters cost, that is to say, salary and other things paid for superintendence is 5.6. I beg your pardon, I made a mistake, I think it is a little higher. And, for positive health the total cost is only 3.3, epidemic charge 1.1, national water-supply and sanitation nil, maternity and child welfare 1.3, BCG and anti-T.B. measures 0.8, School Hygiene scheme 0.1. The total expenditure on positive health is only 3.3 of the total budget, whereas the total expenditure for superintendence, for keeping these officers at the top is 5.6. This is something unheard of, and I have before me a letter from

the British Medical Association written only on the 17th February, 1959. In England, the country where the total medical budget is £690 millions, total expenditure for national health service is only 4 per cent. to 5 per cent. This statistics is eloquent testimony of the worthlessness of this department. There cannot be any doubt about it. Even as far as these calculations are concerned in this book, the calculations are wrong. Total number of beds shown is 25,488, and that is made up of 15,066, 6,388 and 2,562. If anybody knows how to add correctly, he will find that the correct total should be 24,016 whereas this book loudly proclaims that the total number of beds is 25,488.

As against this top heavy administration—which has 52 officers in the Writers' Buildings for whom they cannot find room, there are not even seats—has corruption been removed, corruption in the city of Calcutta, at the Central Store at 144 Lower Circular Road? There is a Tender Selection Committee of which the Deputy Minister is the Chairman. This Tender Selection Committee accepts tenders for the purchase of stores and medical equipment by this particular department.

[5-40—5-50 p.m.]

In February-March, 1958, one of the proteges of the Director of Health, the Assistant Director in charge of Stores, purchased goods worth lakhs of rupees from favoured firms without placing these matters before the Tender Committee or indeed before even placing these matters before the Minister and the Deputy Minister,. Challenge me if you dare. Then what happened? Coming to illegalities and irregularities, it is detected from the report that 1,000 c.c. of TABC vaccine has completely been wasted and deteriorated. Russian equipments for eye surgery have been completely damaged and cannot be used. Coming to know of these irregularities and illegalities on the 2nd and 3rd May, 1958, the Hon'ble Minister and the Deputy Minister went to the Central Stores. They demanded inspection of the documents. They wanted details from the officers concerned. The Assistant Director of Health, Stores Department, amongst other things told the Minister concerned, "I am not responsible to you, I am responsible to the Director, you go back." The Hon'ble Minister quietly went out. Fortunately his Private Secretary was present. His Private Secretary told the Hon'ble Minister, "Sir, what are you doing? The officer under you is insulting you." So the Hon'ble Minister turned back, gathered sufficient courage, went to the officer and told him in Bengali.(দেখুন মহাশয় আপনার মত অভদ্র লোক আর কখনও দেখিনি) After saying this, he turned round and went back in his car. He tried to do something. He passed order for the transfer of the same officer and action to be taken against him and he directed that a special audit be conducted to ascertain the loss which the Government have suffered due to the callousness and negligence on the part of the officer concerned. Has anything been done? I ask the Hon'ble Minister to frankly tell the House. It is no use the Hon'ble Minister's quietly telling the members of the medical profession, quietly telling them (আমি তো আর কিছু করতে পারছি না).
You will lead your country to ruin if you do that. If you think you have no power, Dr. Anath Bandhu Ray need not care for a State Ministership in the State of West Bengal. You are a man who can stand on your legs. Therefore, if you resort to these tactics, if you show weakness, Bengal will never forget you and in future the posterity will remember you not as a famous surgeon of Bankura, but as a meek helpless Minister that once used to adorn the Treasury Benches in the Assembly and nothing more. Sir, there is a Committee called the Amenity Committee under Health Department Notification No. Medical 928465/27/57, dated 26th October

1957. That must be a non-official committee. No official can be included in this committee and this Amenity Committee is entrusted with the work of selling condemned goods before which the value thereof is written and these goods are to be sold by auction. The sale proceeds are to be deposited with the Treasurer of the Committee and out of those sale proceeds amenities are afforded to the patients in the hospitals. Sir, an auction was held in the Chitpur godown by the Secretary alone. And who is this Secretary of the Amenity Committee? The Secretary is the same Assistant Director, Supply. He held this auction without telling any other member of the Amenity Committee. What did he do? He sold 1,797 pieces of mattresses তোষক 1,049 pieces of pillows, 35,632 empty bottles, 15,594 pieces of bedsheets, 11,956 empty tin containers and 1,817 pieces of empty drums. What did he get in return? He got a sum of Rs. 3,365 for all this. After having got this money what did he do? Under the rules he was to pay it to the Treasurer, but he did not do that. He deposited the money in his own account in the Park Street Branch of the State Bank. And then someone went to the Minister to tell him all this. All that the Minister could do was to ask the officer বাবা, টাকাটা ফিরিয়ে দিও। The Minister is there. Nothing has happened to the officer concerned. This is how the administration is going on. I know the name of the person to whom these goods were sold. If the Hon'ble Minister wants, I can give him the name. I have got the name—the name is not of a Bengalee These are the conditions.

Then, Sir, about the Kanchrapara T. B. Hospital—some patients came to me the other day and told me "we have caught hold of a thief who was removing medicine from the hospital". I said "have you got any evidence?". They said "yes". (Showing a peper). Here it is. The man being caught writes that he has stolen it on the personal direction of someone. It was placed before the police authorities but nothing was done.

Mr. Speaker: You ought to know, Mr. Ray, what a confession of the thief to the police means.

Sj. Siddhartha Sankar Ray: I know no action could be taken. Action could be taken only upon complaint made, but no complaint was made by the Government. My point is why Government on this admission which I hold in my hand did not complain to the Police. Why was not this done, the Health Minister perhaps will tell us.

Then, Sir, about the appointment of medical officers, clerks, nurses, etc., without any advertisement or consultation with the Public Service Commission, I shall cite an example. Regarding the appointment of clerical staff, etc., the statutory rules vest powers in the Principal, and the Superintendent of the Colleges concerned, but these powers are, in fact, exercised by the Director concerned. I do not know whether the Ministry knows it. Six persons were appointed by the Director in the Medical College. Superintendent of the Medical College protested. He said "you cannot do it; it is I who could appoint; why have you done so?" Of those six persons two assistants were promoted to Writers' Buildings by an Order No. 1718, dated 10th February, 1958. The Superintendent protested. He said "I may point out that these two assistants did not apply for such transfers nor were recommended by me. So I fail to understand why such and such of my staff have been selected for such promotion". In spite of this protest nothing has been done.

Sir, I refuse to support this Budget which provides for these iregularities.

[5-50—6 p.m.[

That Director says that he has changed the entire structure—why? Because in the Medical College the percentage of pass is only 45 per cent. and immediately thereafter the authority of the college points out that this is not so but the percentage of pass is nearly 85. Nonetheless, Sir, the Government is interested in showing that the administration is going down and that therefore the Director must resume all powers and by assumption of such powers must properly administer the hospital in the alleged name of good administration. Sir, a new cadre has been sought to be introduced as regards the recruitment of professional men and, Sir, you would be surprised to learn that it has been stated that persons over the age of 45 cannot come into the scheme. I would have thought the most glorious years of a medical man is between the ages of 40 and 50 but the Department thinks otherwise. Again there is no difference between a specialist and non-specialist staff. Sir, there are vacancies everywhere in important posts but nothing has been done nor the posts are being advertised as if there is no properly trained or qualified medical man in Bengal for appointment to these posts. Sir, you have heard what happened to the Mysore Minister when he went to the Medical College, no cardiologist could be found and mind, Sir, this is as regards the Medical College. Sir, these are things which point out to one direction and one direction only. I have numerous facts and figures but I have no time. I would appeal to the Hon'ble Health Minister that if he has any sense in him he must either protest against all these or in the name of honour, in the name of everything that he holds dear to him, he sholud come out of the Treasury Bench and tell his party, disclose to them what is happening around and not merely whisper his protest to the men of the medical profession.

Sj. Nepal Ray:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বিরোধী দলের বক্তৃতায় আমরা আজকে প্রীত হতে পারি নি। কারণ আমরা আশা করেছিলাম আরও কিছু শুনতে পাব। কারণ বিরোধীদলের বক্তৃতাই হচ্ছে সরকারকে হুঁশিয়ার করার জন্য। অবশ্য সিদ্ধার্থবাবু কতকগুলি ঘটনা তুলে ধরেছেন, আমরা আশা করি এ সত্য হলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার করবেন। আমি শুধু আজকে এই হাউসের সদস্যদের কাছে দু-একটি কথা রাখতে চাই। কারণ আজকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে নতুন করে বলতে হবে না। কারণ বড় বড় ডাক্তার আছেন যারা বাংলাদেশের নাড়ীর খবর রাখেন, তারা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে হেলথ ডাইরেক্টরেটএর কাজ বাকি আছে। সেগুলি করার জন্য নিশ্চয়ই মন্ত্রীমহাশয় পরামর্শ করবেন। আর আমাদের এখানে শুধু হেলথ মিনিস্টারই নয়, আমাদের চীফ মিনিস্টারও একজন ডাক্তার এবং তিনি সাধারণ ডাক্তার নন এশিয়ার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। অতএব বাংলাদেশের স্বাস্থ্য দপ্তর আরও উন্নত ধরণের হবে এটা আমরা আশা রাখি। এবং বাংলাদেশে যেসমস্ত বড় বড় ডাক্তার আছেন তাদের পরামর্শও হেলথ ডাইরেক্টর নিলে আমার মনে হয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে। কারণ যে দেশের চীফ মিনিস্টার একজন শ্রেষ্ঠ ডাক্তার সে দেশের অভাবতো নাই! অন্য দেশের হেলথ মিনিস্টার একজন সাধারণ ডাক্তার হন, কিন্তু এরকম একজন প্রতিপত্তিশালী ডাক্তার অন্য প্রভিন্সের ভাগ্যে হয় নি। যাই হোক সে বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। শুধু বিরোধী দলের বন্ধুদের এই কথা বলতে চাই যে, আপনারা একবার দেখুন এই যে আমরা এতগুলি লোক আমরা এই হাউসে এসেছি বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে আমরা জানি এমন জায়গা বাংলাদেশে ছিল যেখান থেকে মানুষ ম্যালেরিয়ায় কেঁপে পালিয়ে যেত, এবং মানুষ গ্রামে যেতে চাইত না। কিন্তু আজ বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া শূন্য হয়েছে। আমার মনে আছে ছোট বেলায় একবার কোচবিহারে গিয়াছিলাম, সকলে বলেছে এখানে এসেছ মারা যাবে, পেট জোড়া পিলে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আজকে ঐ বাংলাদেশের যত জঙ্গলে জায়গা, যেগুলো ম্যালেরিয়ার ডিপো ছিল, কোচবিহারের মত সেসব জায়গাও আজ ম্যালেরিয়া শূন্য হয়েছে। এ কার দৌলতে হয়েছে? এ হয়েছে পশ্চিমবাংলা সরকারের দৌলতে, হেলথ ডিরেকটরেটএর দৌলতে হয়েছে। এর জন্য

বলতে পারি যাঁরা সরকারের মধ্যে কাজ করেছেন সেই বিভাগীয় কর্মচারীদেরও প্রশংসা করতে হয়। আমি একটা বড় খবর আপনার কাছে রাখছি। আমার বন্ধুদের আমেরিকার টাকা না হয়ে রাশিয়ার টাকা হলে আপত্তি নাই, তাতে তাঁরা খুশিই হন। আমেরিকার টাকা হলেই রেগে যান। এই যে গ্রেটার ক্যালকাটা, গঙ্গা নদীর দুপাশে যেসব মিউনিসিপ্যাল শহর আছে তাদের জলের অভাব চারিদিকে। এই গ্রেটার ক্যালকাটায় হাওড়াও পড়ে। এই অঞ্চলে যে কলেরা ভীষণভাবে হয়, এপিডেমিক হয়, তা থেকে রক্ষা করা যায় যদি জলের ব্যবস্থা ভাল করা যায়। আমাদের হেলথ ডিরেক্টরেট আমেরিকার যে টি সি এম বা টেকনিক্যাল কো-অপারেটিভ মিশন আছে তাদের কাছে আবেদন করেছে এবং তাদের কমিটি বাংলাদেশে এসেছেন কি জোরে এই স্কীমটা ওয়ার্ক আউট করা যায় তা দেখতে। হেলথ ডিরেক্টরেট যেভাবে এর পিছনে লেগেছেন তাতে মনে হয় এই স্কীমটা ১০০ কোটি টাকার হবে। এই টি সি এম একটা বিরাট আমেরিকান প্রতিষ্ঠান, আমরা তাদের অনুরোধ জানিয়েছি যে ৭০ কোটি টাকা তোমরা দাও—ওয়ার্লড হেলথ এসোসিয়েসন যদি এটা এপ্রোভ করেন তাহলে এত বড় একটা শহর কলিকাতা এবং এই নদীর দুপাশ দিয়ে যে মিল এরিয়া গড়ে উঠেছে সেখানকার কলেরা যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে দরকার এই ১০০ কোটি টাকার স্কীমের। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকারের এই টাকা খরচ করেন এমন অবস্থা তাদের নাই। এইজন্য আমরা তাঁদের কাছে আবেদন করেছি এবং আশা করছি যে, ৭০ কোটি টাকা তাঁদের কাছ থেকে পাব, আর বাকি ৩০ কোটি টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ও ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কোন রকমে যদি যোগাড় করতে পারেন তাহলে এই স্কীমটা সাকসেসফুল হবে এবং কিছু দিনের মধ্যেই গ্রেটার ক্যালকাটার জলের অভাব মিটবে। এখন টিউবওয়েল দিয়ে অনেক কাজ মেটাচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু টিউবওয়েলএর জল হার্ড ওয়াটার, তাতে সাবানের ফেনা হয় না ভাল, এবং ঐ জলের জন্য নানা রকম আপত্তি উঠছে। কিন্তু আমরা যদি ভাল জল এই গ্রেটার ক্যালকাটাকে দিতে পারি তাহলে এইসব সমালোচনা নিশ্চয়ই আর হবে না। সরকারী কর্মচারীরা অন্যায় করলে নিশ্চয়ই আমরা ক্রিটিসাইজ করব। কেননা এ টাকা আমাদেরই টাকা, জনসাধারণের টাকা। আমি বলব না যে তাঁর অন্যায় করলেও প্রশ্রয় দিতে হবে। হতে পারি আমি কংগ্রেস বেঞ্চে বসেছি, হতে পারে আমি কংগ্রেস দলে আছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যায় দেখলে আমরা নিশ্চয় সমালোচনা করব। ভাল কাজ করলে পূর্ণ সমর্থন দিতে হবে যাতে তাঁরা কাজে এগিয়ে যেতে পারেন, নইলে অকারণ সমালোচনা করলে তাঁরা ডিপ্রেসড হন। আমি মাত্র এই কয়টি কথা বলেই আসন গ্রহণ করতে চাই।

[6—6-10 p.m.]

Sj. Rash Behari Pal:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে সেটা সমর্থন করতে উঠেছি। বিরোধীপক্ষের বন্ধুদের তরফ থেকে সরকারী কর্মচারীদের এবং সরকারী যে পরিকল্পনা আছে তার ভিতর নানারকম গোলমাল এবং কল্পনার অভাব আছে, দরদের অভাব আছে ইত্যাদি অনেক রকম কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সত্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম বাংলায়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ জনস্বাস্থ্যে অধিক মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। সেগুলি আমি তথ্যের সাহায্যে উপস্থাপিত করছি।

১৯৪৭ সালে সমগ্র ভারতে যেখানে মৃত্যুহার ছিল হাজারে ১১·৭, সেখানে ১৯৫৪ সালে সেটা কমে হয়েছে ১২·৯ এবং পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৮ সালে যেখানে মৃত্যুহার ছিল ১৮·১ সেখানে ১৯৫৫ সালে সেটা কমে হয়েছে ৮·৯। শিশু মৃত্যুর হার সমস্ত ভারতবর্ষে গড়পড়তা হাজারে ছিল ১৪৬—১৯৪৭ সালে, সেটা ১৯৫৪ সালে হয়েছে ১১৩। সেই জিনিস পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৮ সালে ছিল ১৩৬, ১৯৫৬ সালে সেটা ৮৬·১ হয়েছে। আর, আমাদের দেশে এক্সপেকটেন্সি অব লাইফ ২৬ বছর থেকে ৩২ বছর হয়েছে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রদেশে জন্ম এবং মৃত্যুর হারের তুলনায় বাংলাদেশে মৃত্যুহার অনেক কমে গিয়েছে আর শিশু মৃত্যু, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাধিতে মৃত্যুহার [illegible] তুলনামূলকভাবে অন্য প্রদেশের চেয়ে কম হয়েছে। একটা কথা বিশেষভাবে বলা দরকার যে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত যে অঞ্চল আছে সমগ্র ভারতবর্ষে সেখানে ২০ কোটি লোকের বাস।

[6-10—6-20 p.m.]

এখানে ১৯৫৭ সালে ১৩½ কোটি লোককে ম্যালেরিয়া কন্ট্রোলের আওতায় আনা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোককে ম্যালেরিয়া কন্ট্রোলের আওতায় আনা হয়েছে। টি বি প্রতিরোধের জন্য বি সি জি ভ্যাকসিনেশন দেবার ব্যবস্থা আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৭ সালে ১ কোটি ৬ লক্ষ লোককে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ৪২½ লক্ষ লোককে বি সি জি প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষেধকপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শতকরা সর্বাধিক। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিতে মৃত্যুর হার কমলেও বাংলাদেশে যক্ষা রোগের প্রসার যে বেড়েই চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর প্রতিকারের জন্য বি সি জি টীকার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৫০ সালে ১,৪১৭টি শয্যা বিভিন্ন হাসপাতালে ছিল সেটা ১৯৫৮ সালে ৩ হাজার ১১৩তে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাহলেও দেখা যাবে যে শতকরা একজন মাত্র রুগীকে এই সমগ্র হাসপাতালে স্থান দেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ শতকরা ৯৯ জন রুগীকে তাদের বাড়ীতে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিছুদিন যাবত এই ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু ঠিক মত সময়ে যথাযথভাবে ঔষধ প্রত্যেক রুগীর কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা এখনও সুষ্ঠুভাবে হয় নি। এ ছাড়া বিভিন্ন মহকুমায় চেস্ট ক্লিনিক স্থাপন করে এবং মোবাইল এক্স-রে ইউনিট রেখে যদি সেগুলিকে বিভিন্ন হেলথ সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া যায় এবং আর্লি মেসেজ ডায়গনোসিস করা যায় তাহলে যক্ষ্মা যেভাবে বেড়ে চলেছে তার প্রতিকার হতে পারে। আমাদের দেশে পানীয় জল সরবরাহের জন্য আরও বেশী পরিমাণে টিউবওয়েল ইত্যাদির ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এই কথা বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রীমহাশয় যে বাজেট এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি।

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মহাভারতের কথা অমৃত সমান। আমাদের এই স্বাস্থ্য বিভাগ এবং তার যিনি অধিকর্তা তার উপর নৈবেদ্য কলার মতন আমাদের যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন তাঁদের সম্বন্ধে বলবার জন্য যদি এক সপ্তাহের ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে হোত, কারণ ২।১ দিন বা ২।৪ ঘণ্টায় কিছুই বলা যায় না। এখানে যেমন বলা যেতে পারে আমাদের বাংলাদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে চিরকাল আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় অগ্রণী ছিল। এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত বলেছেন যে নির্ভেজাল আয়ুর্বেদ শেখান হবে অর্থাৎ অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি বাদ দিয়ে। আমরা জানি যে বৃদ্ধ বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়রা প্রসেসান করে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন, ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলেছিলেন, তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলে নেই। তাঁদের মধ্যে ৭০।৭৫ বছরের প্রতিষ্ঠাবান কবিরাজ ছিলেন। তাঁরা এইসব আন্দোলনের পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন জেলায় জেলায় একটা করে চ্যারিটেবেল আয়ুর্বেদিক ডিসপেন্সারী হবে। এ ছাড়া কলেজ, হাসপাতাল, গবেষণাগার ইত্যাদি করার কথাও তিনি বলেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আয়ুর্বেদ স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি যেটা আছে সেটার আজ ৩ বছর ধরে কোন নির্বাচনই হয় না, মনোনীত কমিটি দিয়ে তাঁরা কাজ চালাচ্ছেন। তাঁদের রেজিস্ট্রার পদের জন্য বাংলাদেশের একজন কবিরাজও খুঁজে পাওয়া যায় না, এখানে যাকে নেওয়া হয়েছে তিনি একজন জনৈক মিঃ বোস—নাম বললাম না কর ওবলিভিয়াস রিজনস—তিনি সম্পর্কে সেখানে কাজ করে যাচ্ছেন। এর কারণ কি তা পরে বলছি। বাংলাদেশে আয়ুর্বেদের জন্য যা ব্যয় হয় উত্তরপ্রদেশে তার জন্য ব্যয় হয় ১৫ গুণ, বিহারে ১০ গুণ এবং অন্যান্য রাজ্যের কথা ছেড়েই দিলাম। আমাদের এখানে আয়ুর্বেদের জন্য যা নির্দিষ্ট করা হয় তাও ব্যয় হয় না। ঠিক এই রকম উদাহরণ হোমিওপ্যাথির বেলায় পাওয়া যায়। সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আমার মনে হয় ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটা পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় হোমিওপ্যাথির উন্নতির জন্য এক আধলাও ও'রা ব্যয় করতে পারেন নি। এ ছাড়া আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল তার সিকি ভাগও ব্যয় হয় নি। কিন্তু যে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে তার একটা নজির আমি এখানে দিচ্ছি। একটা নার্সের মাইনে বাড়ানো সম্বন্ধে—সেই নার্সটা আই জি-র স্ত্রীর শালা বলল যে এইরকম কাণ্ড কারখানা হচ্ছে। এই নিয়ে যখন — সম্বাদ আরম্ভ হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে তার মাইনে বাড়ান হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী খোঁজ নিয়ে দেখুন যে সেই নার্সের বেতন নিয়ে অডিট বিভাগ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছে কিনা এবং তার মাইনে আটক রাখা হয়েছে কিনা। আর একটু অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন যে তাঁর যিনি অধিকর্তা তিনি বৎসরে, মাসে, সপ্তাহে এবং পক্ষে যখন নয়াদিল্লী বা অন্যান্য জায়গায় যান তখন প্রতি বারে তাঁর সঙ্গে একজন করে নার্স যায়। কি জন্য একজন করে নার্স তাঁর সঙ্গে যান সেটা একটু অনুসন্ধান করলে অনেক রহস্য সম্বাদ তিনি পাবেন কিন্তু অনুসন্ধানের কথা বলে লাভ নেই, উনি হয়ত বলবেন যে মন্দ লোকেরা নানা কথা বলে। এরকম নানা কথা আমাদের কানে এসেছে—স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ছেলেকে চাকরী দিয়ে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীরও মুখ বন্ধ করেছেন। বেশী দিনের কথা নয়; আগের বছর কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল এবং সেই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী যাঁরা দরখাস্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিম্নতম কোয়ালিফিকেসন ছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ছেলের। আমার এখানে এইচ জি ওয়েলসের একটা কথা মনে আসছে যে হি টিপড এভরিবডি। হঠাৎ বড়লোক হয়ে একজন লোক সকলকে টিপ দিতে আরম্ভ করলেন, লণ্ডনের সবচেয়ে বড় একটা হোটেলে গিয়ে; তিনি পিসিমার সম্পত্তি পেয়ে he tipped everybody including an absent-minded diamond merchant who was waiting for his wife.

আমাদের এখানকার স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা সকলকে টিপ দিতে অভ্যস্ত, মন্ত্রীকেও পর্যন্ত টিপ দিতে ছাড়েন নি তিনি। জানি না এর উপরে আর তিনি উঠবেন কি না। আমি বাজেটের জেনারেল ডিসকাসানের সময় বলেছিলাম আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী যদি অনুসন্ধান করেন তাহলে আমরা সমস্ত দলিল উপস্থিত করে কাগজপত্র দিয়ে প্রমাণ করবো যে দরিদ্র নার্সদের দারিদ্র্যের সুযোগ কিভাবে নেয়া হয়, কিভাবে আয়ুর্বেদীয় স্টেট ফ্যাকাল্টির রেজিস্ট্রার তিনি চিকিৎসক না হয়ে, খাতাপত্রের হিসাব রাখার লোক হয়ে রেজিস্ট্রার হয়ে বসে আছেন, কেন হোমিওপ্যাথী স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির কাজ কিছুই হয় না—এসমস্ত জিনিস যদি অনুসন্ধান করেন তাহলে অনেক কেলেঙ্কারী, রহস্য বের্ফাস হয়ে যাবে কিন্তু দুঃখের বিষয় সেরকম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আর একজন লোকের কথা বলি মাগনীরাম বাঙ্গুর হাসপাতালের। সেখানে ২৪-পরগনার ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার তিনি হয়েছেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট—আউটডোরে তাঁর রোগী দেখার কথা কিন্তু আউটডোর ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হবার পর তিনি আসেন। তাঁর নামে চীফ মেডিক্যাল অফিসার নালিশ করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তার একজন প্রিয়পাত্র সেহেতু তাঁর কিছুই হচ্ছে না, হওয়ার কোন আশাও নেই। আমরা দেখেছি যে পশ্চিম বাংলায় শুধু আর জি কর কলেজেই নয়, সমস্ত হাসপাতালে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন এই স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা। সমস্ত কাগজপত্র ও'র কাছে পাঠানো হয়েছিল—তার যেসব জবাব উনি দিয়েছেন সেগুলি পড়ে আমার মনে হয়েছে যে ঐ ভদ্রলোকের ড্রাফট করবার সময় বা কোন কিছু সই করবার সময় বোধহয় মাথা সব সময় ঠিক থাকে না এবং তা না থাকার কারণটা আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুসন্ধান করতে বলি—কার্যরত থাকাকালীন তিনি কতক্ষণ সামাল অবস্থায় থাকেন এবং কতক্ষণ বেসামাল অবস্থায় থাকেন এটা যদি জানা যায় তাহলে বুঝা যাবে যে অনেক অন্যায়ের কারণ কোনখান থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে এরকম কাণ্ডকারখানা যদি না হত তাহলে বাংলাদেশের অনেক উন্নতি হত। স্বাস্থ্য বিভাগে ব্যয় বৃদ্ধির কথা এবং আরো অনেক বড় বড় কথা আমরা বলে থাকি কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে গত ১০ বছরে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বেড়েছে, আমরা ভুলে যাই যে গত ১০ বছরে অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৩৩ ভাগ বা তারও বেশী ইনফ্লেসন হয়েছে, আমরা আরো ভুলে যাই যে ওভারঅল রাইজ ইন প্রাইস হয়েছে টাকায় ৪ আনা। সুতরাং এসব ভাল বাদ দিলে দেখা যাবে যে স্বাস্থ্য বিভাগে মাথা প্রতি আসলে ব্যয় ১ পয়সাও বাড়েনি। এই কৃতিত্ব নিয়া এবং আগেকার দুটো কৃতিত্ব নিয়ে নেপালবাবু বলে গেলেন যে ম্যালেরিয়া আরাম হয়েছে, কিন্তু বি সি জি টীকার কথা বললেন না। বি সি জি টীকা দেয়ার কাল বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে এবং আমরা শুনতে পাই বি সি জি টীকার মধ্যে ভেজাল আছে এবং স্বাস্থ্য বিভাগেরও তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

Sj. Jamadar Majhi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের জেলায় পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। আমি এই ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সরকারী অফিসারের কাছে যাতায়াত করেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা সরকার করেন নি। তারপর হাসপাতালের অভাবে গরীব লোকের অনেক

কষ্ট হচ্ছে—ডাক্তাররা বলেন, কোথায় রাখব, সীট নাই, বহু লোককে এভাবে ফিরে আসতে হয়। প্রায় হাসপাতালেই এই অবস্থা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি একটা কিছু করবেন, কিন্তু কার্যত কিছুই করেন নি। বহু লোক মারা যাচ্ছে চিকিৎসার অভাবে। তারপর, গ্রামের টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গিয়ে সাঁওতাল মেয়েদের অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—অনেক সময় মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়াঝাটি হয়ে যায়। সেজন্য আমি সরকারের নিকট আবেদন জানাব, টিউবওয়েল সংখ্যা বাড়াতে পারলে খুব ভাল হয়।

Sj. Panchugopal Bhaduri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির যে চিত্র আমাদের সামনে রাখা হয়েছে ত তে আমরা খুব আশ্বস্ত হতে পারছি না। একটা বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী দাবী করেছিলেন যে, আমরা ম্যালেরিয়া সাবড়ে নিয়েছি, টি বি রোগের সঙ্গে আমরা সন্তোষজনকভাবে লড়ছি। এ সম্বন্ধে আমি একটা ছোট্ট কথা এই হাউসের সামনে রাখতে চাই—এই ম্যালেরিয়া কতখানি আমেরিকানরা সামলেছে আর কতখানি আমাদের চেষ্টায় সামলান হয়েছে এবং কতখানি ন্যাচারাল ইমিউনিটি গ্রো করার জন্য এগুলি বিচার্য বিষয়। একটা কথা আমরা শুনেছি, পূর্ব পাকিস্তানেও ম্যালেরিয়া কমে গিয়েছে সেখানে তো আর আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ ম্যালেরিয়া ধ্বংসের কাজে নিযুক্ত ছিলেন না। তারপর, জনস্বাস্থ্যের উন্নতির কাজ আরম্ভ করার কথা বলার অর্থ কি—যখন আমাদের এই রাজ্যে অধিক গ্রামের লোককে এখনো বিশুদ্ধ পানীয় জল দিতে পারেন না এবং যখন এই কলিকাতা শহরের উপর পর্যন্ত প্রতি বৎসর কলেরা ও বসন্তের এপিডেমিক লেগে থাকে তখন আরম্ভ করার কথা বলার অর্থ কি বুঝতে পারি না। যাই হোক, একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই, যে টাকা সামান্য চিকিৎসার জন্য এডমিনিস্ট্রেটিভ খাতে ব্যয় করা হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা হাসপাতালের ভিতরের চেহারা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। একথা আমি বলতে পারি, কারণ হাসপাতালের রোগী হিসাবে আমি ইনডোর পেসেন্ট হয়ে থেকেছি—কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২½ বৎসর এবং বিদেশে ৩½ বৎসর—মোট ৬ বৎসর আমি হাসপাতালের রুগী হিসাবে থেকেছি। একটা হাসপাতালে কিভাবে টাকা খরচ হয় সেটা আমি আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করব। গত বৎসর আমি ৬ মাস—শেষ ৬ মাস নীলরতন সরকার হাসপাতালে ছিলাম—ব্যক্তিগতভাবে আমি সেখানে খুব ভাল ব্যবহার পেয়েছি—প্রিন্সিপ্যাল থেকে আরম্ভ করে জমাদার পর্যন্ত সকলের কাছেই ভাল ব্যবহার পেয়েছি—সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন অভিযোগ বা নালিশ নাই। কিন্তু আপনাকে বলি, সেখানে যেসমস্ত কনট্রাকটর আছে তারা কিভাবে কাজ করে। সেখানে ২৮ মণ দুধের মধ্যে ১৪ মণ হরিণঘাটা আর ১৪ মণ ক্যালকাটা কো-অপারেটিভ থেকে নেওয়া হয়। এখানে অবশ্য একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন হরিণঘাটার দুধের পাউডারেও নাকি ভেজাল দেওয়া হয়। যাই হোক, আমরা সকলেই হরিণঘাটা গভর্নমেন্ট কো-অপারেটিভকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্যালকাটা কো-অপারেটিভ থেকে দেওয়া হয় এই প্রশ্ন আমি এখানে করেছিলাম, কিন্তু কোন সদুত্তর পাইনি। এবং এই দুধের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয় বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এবং সেখানে ফ্রুট, মিট, রাইস ইত্যাদি ব্যাপারে যদি অনুসন্ধান করেন দেখতে পাবেন সেখানে এসব জিনিস কিভাবে সাপ্লাই চলছে। এসমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ডেকে বলেছি, কেন, মশাই, এরকম হয়? তাঁরা বলেছেন, আমরা ভয়ে কব, না নির্ভয়ে কব,—তাঁরা বলেছেন, এই সমস্ত কনট্রাকটর-এর পিছনে ২ জন মন্ত্রী ও ১ জন উপমন্ত্রী আছেন।

[6-20—6-30 p.m.]

দেখুন যখন আগস্ট, সেপ্টেম্বর মাসে দর বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন প্রত্যেক পেসেন্টএর ডায়েট কার্ডএ ১৬ নয়া পয়সা করে কমিয়ে [illegible] মণ পিছু ২ টাকা বোনাস দেওয়া হল, কারণ দর বৃদ্ধির জন্য কনট্রাকটরদের তো রিলিফ দেওয়া দরকার। কনট্রাকটরদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য রোগীদের প্রাপ্য কাটা গেল। সেইসব কর্মচারীরা আরো বলেছেন, রাইটার্স বিল্ডিংসএর এডমিনিসট্রেটিভ অফিসাররা কোথায় কি কলকাঠি নাড়েন আমরা জানি না এবং আপনারা হাসপাতালের সর্বত্র এই অভিযোগ শুনতে পাবেন, এই কনট্রাকটরদের পিছনে, ক্যালকাটা মিল্ক সাপ্লাই কো-অপারেটিভএর পিছনে মন্ত্রীরা আছেন। তারপর, হাসপাতালে ঢুকবার দুটো দরজা

আছে—হয় এমারজেন্সির পথ দিয়ে, না হয় আউটডোরএর পথ দিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে নীলরতন সরকার হাসপাতালে আমাকে একজন হিন্দুস্থানী পেসেন্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাবুজী

आप क्या बैक रके आये हैं ?

আমি তো একথা শুনে ঘাবড়ে গেলাম। অর্থাৎ, ডাঃ প্রাইভেট চেম্বারে ২টা ভিজিটের ফি দিতে হয়। আমি বললুম, না আমি সেভাবে আসিনি। তখন সেই লোকটি বলল

बबूजी आप किस रास्ते से आये हैं ? क्या चौसठ के रास्ते से आये हैं ? मैंने कहा कि मैं इसका माने नही समझा फिर उस मरीज ने कहा कि मैं अब रास्ता पहचान लिया हूँ। अब जब भी मुझे आना होगा मैं आसानी से आजाऊंगा।

চৌসাৎ কি রাস্তা। হাসপাতালে আপনারা বোধহয় জানেন, সামন্ততন্ত্রের মত লিজ দেওয়া থাকে। এক একজন সার্জনের পিছনে দু-শো, আড়াইশো লোক রাখা হয়। ভিজিটিং সার্জন বা ডাক্তারদের হাসপাতালে ডিফারেন্ট বেড লিজ দেওয়া থাকে। এর ফলে দেখা যায় বহু জায়গায় ঠিক সময়মত অপারেশন বা চিকিৎসা হয় না। তাদের ওয়েটিং পিরিয়ডএ রাখা হয়। ধরুন একজন লোকের জরুরী অপারেশন করতে হবে, তাকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, বলা হল তাকে এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। আবার ধরুন কারও কানের ভিতর ফোঁড়া হয়েছে, সে মারা যাবার উপক্রম হয়েছে, সে ই এন টি এমারজেন্সি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে শুনলো—সেখানে মাত্র ১২টা বেড আছে, তা সব অকুপায়েড, তার সেখানে এ্যাডমিশন হবার কোন উপায় নেই, আপাতত এখন পেনিসিলিন দিয়ে ঠেকিয়ে রাখুন, সামনের সপ্তাহে এসে চিকিৎসা করাবেন। তা ছাড়া এখানে আর একটা ব্যাপার আছে—কোন ডাক্তারের পেছনে রোগীর জরুরী কতখানি, কোন রোগীকে কি করা উচিত, কোন রোগীকে ইমপরট্যান্স দেওয়া উচিত, সেই হিসাবে বিচার করা হয় না এবং ওয়েটিং টাইমএ এতদিন ধরে থাকতে হয়, যার ফলে সময়মত সেখানে চিকিৎসার সুযোগ মেলে না। তারপর আর একটা কথা হচ্ছে সার্জন ও ফিজিসিয়ান তাঁরা সবাই বাইরে প্র্যাকটিস করেন, ফলে দেখা যায়, অনেক সময় এ্যাট্রোফিন, মরফিয়া ইনজেকশন দিয়ে রোগীকে অপারেশন থিয়েটার নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে গিয়ে শোনা গেল সার্জন আসেন নি। রোগীকে ফিরিয়ে আনা হল। ইনভ্যারিয়েবলী দেখা যায় সার্জন ইনডিসপোজড, কাজ করতে পারবেন না, অথচ খোঁজ করলে ইনভ্যারিয়েবল। দেখতে পাবেন সেই সার্জন ডাক্তার সেই সময় কোন নার্সিং হোমএ অপারেশন করছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে ঠিক ডাক্তারদের দোষ দেওয়া যায় না, কারণ গভর্নমেন্টের এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার, ও আই এ এস অফিসার, তাদের পে স্কেল অনেক বেশী এই সমস্ত ভাল ভাল ডাক্তারদের চেয়ে। একজন ফার্স্ট রেট সার্জন, বা ফার্স্ট রেট ফিজিসিয়ান, তারা যখন পিক অফ দি ক্যারিয়ারএর স্টেজএ থাকে, তখন তাঁরা মাত্র আট, নয়শো টাকা মাইনে ভিজিটিং সার্জন হিসাবে পান। সেইজন্য তাঁরা বাইরে প্র্যাকটিস না করে পারেন না। সেইজন্য তাঁরা এই সমস্ত পেইং চেম্বারএ ফি নিয়ে দেখেন এবং বাইরে প্র্যাকটিস করতে বাধ্য হন। বাইরে নার্সিং হোমএ একটা অপারেশন করলে তা থেকে ৩০০ টাকা পেয়ে থাকেন এবং এইভাবে হয়ত বছরে চার-পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন। ক্রমশঃ এই রকম অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে ফার্স্ট রেট ফিজিসিয়ান ও সার্জনদের হাসপাতালের কাজে সময়মত পাওয়া যায় না। যদি আমরা সত্য-সত্যই চাই যে ফার্স্ট রেট ফিজিসিয়ান ও সার্জন, রিসার্চ, অপারেশন-এর ক্ষেত্রে ইননোভেশন করবেন এবং কমন ম্যানএর চিকিৎসা করবেন এবং বাইরে শুধুমাত্র কোটীপতিদের চিকিৎসায় লিপ্ত থাকবেন না, তাহলে তাদের যোগ্য বেতন দিতে হবে। তারপরেতে কথা হচ্ছে—চিকিৎসকের চিকিৎসা ক্ষমতা বা পারদর্শিকতা সম্বন্ধে। অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পারদর্শিকতা যথেষ্ট আছে আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছুই থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন নি হয়, তাঁর ভুল হতে পারে। কারণ অনেক সময় বিদ্যান, জ্ঞানী লোকেরও ভুল হতে পারে। সেইজন্য একটা ইনমোভেশন করা দরকার।

[6-30—6-40 p.m.]

সেজন্যে আমি দেখেছি ভারতবর্ষের বাইরে যত দেশে এই জয়েন্ট কনসালটেশনএর ব্যবস্থা আছে—বিভিন্ন এক্সপার্টস রোগীকে নিয়ে বসলো—ইনভেস্টিগেশান রেজাল্টস বের হল, যিনি

সিটিং ফিজিসিয়ান বা সিটিং সার্জন তিনি তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি উপস্থিত করলেন, তা নিয়ে তর্ক হল, কনসালটেশান হল। সেখানে সিটিং ফিজিসিয়ান বা সিটিং সার্জনকে স্ট্যাবলিশ করতে হবে যে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি সঠিক। এই ব্যবস্থায় অপমৃত্যু থেকে বহু লোককে বাঁচান সম্ভব হয়। আমাদের হাসপাতালে তো বেশি লোক বেঘোরে মারা যায়।

তারপর হাউস স্টাফ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখব। এদের ইনডিফারেন্সএর কথা নিয়ে বহু নালিশ করা হয়। আমি বলব এ'দের হাসপাতালের কার্যকলাপকে যদি নিন্দা করতে হয় তার আগে এ'দের নির্দিষ্ট ভাল বেতন দেওয়ার কথা ভাবতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের বাইরের কোন ক্লিনিক বা অন্য দিকে এ্যাটাচড থেকে রোজগার করতে হয়। আমি জানি খুব ভাল হাউস সার্জন কিছুসংখ্যক হাসপাতালে আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায় সার্জনদের কোন ইনসেনটিভ নেই। যা তাদের দেওয়া হয় তাতে তাদের ট্রাউজার ইত্যাদি পোষাক কাচানর খরচেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাই বলছিলাম হাউস স্টাফএর বেতন বাড়ান একান্ত দরকার।

হাসপাতাল ব্যবস্থায় নার্সদের স্থান হবে গুরুত্বপূর্ণ। সার্জেন অপারেশন করলেন, ফিজি-সিয়ান প্রেসক্রিপশন দিলেন, কিন্তু সবকিছুর জটিলতা নির্ভর করে নার্সিংএর উপর। কিন্তু যারা ট্রেইন্ড নার্স তারা সেখানে নার্সিং করেন না, তারা এ্যাডমিনিসট্রেশনএর কাজ করেন, অনেক সময় চাবি বাগিয়ে একবার ঘুরে গেলেন তাতেই কাজ হয়ে গেল। আসলে নার্সিং করে ট্রেইনি নার্সেস—যারা ছাত্রী। তারা পড়াশুনা করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, পড়ার চাপ যখন বাড়ে তখন স্বভাবতই নার্সিংএ ভুল করে তখন পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতে গিয়ে খুব ভাল মেয়ে, আমাদের মত পরিবারেরই মেয়ে তাদের দোষ দিতে পারি না। তাদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার উপযুক্ত তারা হয় নি। কাজেই ট্রেইনড নার্সদের সংখ্যা আমাদের বাড়াতে হবে—দিনে রাত্রে সব সময়ে স্টাফ নার্সেসএর অধীনে তাকে রাখতে হবে। জমাদার................আজ সকলেই অসন্তুষ্ট। আমরা শ্রমিক আন্দোলনের লোক—আমাদের বুঝা দরকার যে হাসপাতালের জমাদারদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। তাদের নিম্নতম দাবী, বেতন সম্পর্কে যেটা সেটা পূরণ না করে চিরস্থায়ীভাবে একটা ধর্মঘটের অবস্থা হাসপাতালের রোগীদের মাথার উপর রাখা হয়েছে। গত বছর যখন আমি হাসপাতালে ছিলাম তখন স্ট্রাইক হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হ'ল না বলে জমাদাররাও খুশী হল, কিন্তু তাদের দাবী আজও মিটল না। তাদের কর্তব্যবোধ আছে এবং তাদের বেতন সম্পর্কে কিছু করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা।

Sj. Sitaram Gupta:

माननीय स्पीकर महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो ग्रान्ट सदन के सम्मुख उपस्थित किया है, मैं उसी ग्रान्ट के संबंध में कुछ बोलूंगा। सरकारी बैंचों की तरफ बैठनेवाले सदस्यों ने बार बार यह दिखाने की चेष्टा की है कि हमारे प्रदेश से मलेरिया का खात्मा हो गया है। लेकिन इसका जवाब हमारे दोस्त श्री भादुड़ी ने दे दिया है। फिर भी मैं कहूंगा कि अब भी हमारे देश में स्वास्थ्य की बहुत ही कमी है। आज तक इस प्रदेश में स्वास्थ्य की तरक्की नहीं हो पाई है। स्पीकर महोदय, आप जानते हैं कि आज खास करके एण्टीबायटिक की वजह से ही मृत्यु संख्या में कमी हुई है। मगर आज भी लोग घुट घुट कर मर रहे हैं। और जो लोग बच रहे हैं वे तड़प तड़प कर बच रहे हैं। मगर हेल्थ डिपार्टमेन्ट स्वास्थ्य को ऊंचा नहीं उठा पा रहा है। आप जानते हैं कि यदि किसी राष्ट्र को बलवान बनाना हो तो स्वास्थ्य में तरक्की करना बहुत ही जरूरी है। अतएव मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि देश को प्रगति-शील बनाने के लिए जन-साधारण के स्वास्थ्य की उन्नति की ओर ध्यान दे। परन्तु दुख है कि सरकार ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

मैं इसके लिए एक मिसाल देना चाहता हूं। बारकपुर सब-डिवीजन में आज तक कोई अस्पताल नहीं हो पाया है। वहां के रहनेवाले शहर में आते हैं। विधान सभा में मैंने कई बार मंत्री महोदय की दृष्टि आकर्षित किया है और निवेदन किया है कि बारकपुर के

उत्तरी हिस्से में ६/७ लाख लोग वास करते हैं। उस इलाके में कोई भी अस्पताल नहीं है। अस्पताल न रहने की वजह से वहां के रहनेवाले असहाय हैं। अतएव उनके हेल्थ की ओर दृष्टि देना बहुत ही जरूरी है। फिर भी आज तक उस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। आश्वासन दिया गया था कि अगर जमीन वहां पर मिले तो अस्पताल बना दिया जायगा। गत साल भाटपाड़ा म्युनिस्पिल्टी के कमिश्नरों ने बोर्ड की मिटिंग में साठ बीघा जमीन देने के लिए राजी हो गए। और वह प्रस्ताव हेल्थ डिपार्टमेन्ट के पास भेज दिया गया, किन्तु अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। भाटपाड़ा म्युनिस्पिल्टी को एक एम्बुलेन्स कार की बहुत ही आवश्यकता है। म्युनिस्पिल्टी उसका दाम भी देने को तैयार है। किन्तु अभी तक सरकार ने उसे प्रदान नहीं किया। परिणाम यह है कि एम्बुलेन्स कार न होने की वजह से वहां के निवासियों को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके सिवाय भाटपाड़ा म्युनिस्पिल्टी के पास कोई चेस्ट क्लिनिक नहीं है। बारकपुर में चेस्ट क्लिनिक का उद्‌घाटन अवश्य किया गया है मगर उत्तरी इलाके के टी० बी० के रोगियों को कलकत्ता आना पड़ता है या गंगा के उस पार जाना पड़ता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और साथ ही साथ इसकी व्यवस्था प्रत्येक म्युनिस्पिल्टी में करें।

साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि टी० बी० के रोगियों को जो दवाइयां, इन्जेक्शन आदि चैरिटेबुल डिस्पेन्सरी में दी जाती है उसे उस इलाके के म्युनिस्पिल डिस्पेन्सरी से भी दिलाने की व्यवस्था करें। इसके सिवाय आउट-डोर के रोगियों को जो दामी दवाइयां, इन्जेक्शन वगैरह देने की आवश्यकता रहती हैं वे सब वहां नहीं दिए जाते हैं। अगर पेन्सिलिन की आवश्यकता रहती है तो वह भी आउट-डोर ट्रिटमेन्ट में नहीं पाया जाता है। इसलिए वहां के ट्रिटमेन्ट से रोगियों को कोई लाभ नहीं होता है। आज के जमाने में असल फायदा तो पेन्सिलिन वगैरह से ही होता है फिर भी वे सब आवश्यक और जरूरी दवाइयां अस्पतालों में नहीं मिलती हैं। परिणाम यह होता है कि जन-साधारण इन अस्पतालों से कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। स्पीकर महोदय, स्वास्थ्य के बारे में मुझे इतना ही कहना है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि भाटपाड़ा म्युनिस्पिल्टी की आबादी लगभग डेढ़ लाख के है। वहां पर पीने के पानी की सुन्दर व्यवस्था न होने के कारण जन-स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। इस तरह से किसी दिन भी जन-स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। सरकार ने म्युनिस्पिल्टी को आश्वासन दिया था कि वाटर-सप्लाई की नई स्कीम में रुपया देगी। फिर भी वह आज तक नहीं दिया। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि यह पीने के पानी का सवाल है। इसमें असावधानी करना या विलम्ब करना उचित नहीं है। म्युनिस्पिल्टी को जितना रुपया खर्च करना था, उतना उसने खर्च कर दिया, परन्तु सरकार को जो देने की बात थी, उसने उसे आज तक भी नहीं दिया। इसलिए वहां पानी का अभाव आज तक है। सरकार से रुपया न मिलने के कारण वहां पर सेवरेज सिस्टम का नवीन-करण नहीं किया जा सका है। वहां का सेवरेज सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। यदि

जल्द से जल्द कदम नहीं उठाया गया तो वह किसी दिन भी फेल हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे ताकि वहां की वाटर-सप्लाई की नई स्कीम पूरी हो जाय।

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি হাওড়া জেলার ডোমজুড় কন্সটিটিউয়েন্সীর জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ অব্যবস্থার কথা আলোচনা করছি। সর্বপ্রথম (১) তীব্র পানীয় জলের অভাব ও সরকারী টিউবওয়েল দেওয়ার খামখেয়ালী ব্যবস্থা, (২) নপট্টী, সাঁপুই পাড়া প্রভৃতি গ্রাম ও কলোনীগুলির সামনে বালী মিউনিসিপ্যালিটির নোংরা অবৈজ্ঞানিক ট্রেন্চিং গ্রাউন্ড ও তা পরিবর্তনে সরকারী অক্ষমতা, ফলে প্রায় ৫০ হাজার লোকের নোংরা, কদর্য, পুতিগন্ধময় নরককুণ্ডের মধ্যে জীবনযাপন, (৩) বৈজ্ঞানিক প্রথায় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পচা জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া হাওড়া ড্রেনেজের মধ্যে দিয়া ঐ পচা জীবাণু সংক্রামিত জল নিকাশের ব্যবস্থা এবং ফলে ঐ ড্রেনেজের ৫২ বর্গমাইল অববাহিকার সমূহ ক্ষতি ও প্রায় ২৫ হাজার জনসংখ্যা সম্বলিত গ্রামসমূহকে বাসের অযোগ্য স্থানে পরিবর্তন, (৪) ডোমজুড় ও বালীতে যক্ষ্মারোগের ব্যাপক আক্রমণ এবং সেখানে হেলথ সেন্টারএর অব্যবস্থা ও পানীয় জলের সল্পতা। ডোমজুড় ও বালী থানার গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েলএর ব্যবস্থা জনসংখ্যার প্রয়োজনে দরকার ৬০৩টি, আছে ২৭৪টি এবং আরো প্রয়োজন ৩২৫টি। এ ছাড়া যদি দেখেন—

[6-40—6-50 p.m.]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩২০এর মধ্যে প্রায় ২৪০টি জায়গায় সিডিউলড কাস্ট এবং গরীব মুসলমান এলাকায় অবস্থিত। মুসলমানরা দর্জি—তাদের পয়সা কড়ি নাই। সিডিউলড কাস্টরা গরীব সুতরাং এদেরও পয়সা নাই। এইসব জায়গায় ফ্রি টিউবওয়েলএর ব্যবস্থা না করলে টিউবওয়েল কোনক্রমেই এখানে হতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ বালী থানার যে কথা বলছিলাম, বালি থানার অন্তর্গত চারবারি নামক স্থানে বেলুড় স্টেশনএর অর্ধ মাইল পশ্চিমে ফাঁকা মাঠে ময়লা ফেলা হয় আর সেই জায়গার অনতিদূরে বসতি এবং কলোনী। এবং ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলির যদি হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে তাতে প্রায় ৫০ হাজার অধিবাসী। যখন সেখানে সরকারী কলোনী প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ট্রেন্চিং গ্রাউন্ডকে হয় অপসারণ করা হবে, নয়ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিবর্তিত করা হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেটা তো অপসারণ করা হয়ই নাই এবং বর্তমানে সেখানে নাকি কম্পোস্ট প্রথায় ট্রেন্চিং গ্রাউন্ড করার ব্যবস্থা হচ্ছে। যখন এই ট্রেন্চিং গ্রাউন্ড আগে এখানে হয়, তখন এই কথা বলা হয়েছিল মাটিতে পুতে ফেলা হবে, তোমাদের কোন ভয় নাই—কিন্তু দুচার বছর যাবার পরেই তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে। সেখানে মানুষ বাস করতে পারে না। আবার সেইভাবে সেই এলেকার লোকগুলোকে এভাবে ট্রেন্চিং গ্রাউন্ডএর মধ্যে নোংরা জায়গায় বাস করতে বাধ্য করার জন্য আপনারা চেষ্টা করছেন। দয়া করে যদি বর্ষার সময় সেখানে যান দেখতে পাবেন কিভাবে সেখানে অধিবাসীরা বাস করছে। সেই নোংরার মধ্যে প্রায় ১।২ মাইল জায়গায় যদি কেহ যায়, তাহলে বোধহয় তার মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত উঠে আসবে—এই হচ্ছে সেখানকার অবস্থা অথচ তার কোন ব্যবস্থা আপনারা করছেন না। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার হিসাব দিচ্ছেন, কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করলেই এগুলো ব্যবস্থা করতে পারেন তাও আপনারা করেন নি। ঠিক একই কথা হাওড়া ড্রেইনেজএর কথায় বলা যায়। বলা হয় নূতন করে সিডিমেনটেশনএর ব্যবস্থা করে নূতন করে জল খালে ফেলা হবে কিন্তু সেই খালে নোংরা জল ফেলে সেখানে প্রায় বহু চাষীর জমি নষ্ট করেছেন। গ্রামগুলিকে নষ্ট করেছেন অথচ হাওড়ার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট রয়েছে। নূতন করে সেখানকার যদি ব্যবস্থা করেন তাহলে গ্রামের অধিবাসীরা বেঁচে যায়। সেখানে যে সমস্ত গ্রাম আছে তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, জগদীশপুর, বাখরা, জগাছা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তারপর আর একটা কথা বলবো। যক্ষ্মারোগ ব্যাপক বিস্তারলাভ করছে। ডোমজুড় থানায় যে হাসপাতাল আছে, হেলথ সেন্টার আছে তাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা কিছু করা হয় নি এবং এখানে প্রথম দিকে যারা চিকিৎসার জন্য যেতেন তাদের কিছু কিছু চিকিৎসা হত, কিন্তু তারপরে বন্ধ হয়ে যায়। এই সমস্ত রোগীর জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি বি মণ্ডলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা

হয় কিন্তু কিছুই করেন নি। বহু বাগ, হিজলী পার একরকম বহু লোক প্রায় ২৫।৩০ জন মরে গেছে। সত্য সত্যই যেসমস্ত যক্ষ্মারোগী ঐ খনা হাসপাতালে যাওয়া আসা করছে তাদের প্রকৃত চিকিৎসা হচ্ছে না, তারা মৃত্যুমুখে অপেক্ষা করছে। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে একথাই বলবো যে হাওড়া ড্রেইনেজএর পরিবর্তন বৈজ্ঞানিকভাবে হতে পারে। এই পূতিগন্ধময় ড্রেনগুলির সুব্যবস্থা করে যক্ষ্মারোগ বিস্তার প্রতিরোধ করুন, তা না হলে এই রোগ আচিরে মহামারী আকারে দেখা দেবে এবং ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। শুধু মুখে বড় বড় কথা বললে হবে না—যক্ষ্মারোগ যাতে বিস্তারলাভ করে সমাজকে পঙ্গু করে না ফেলতে পারে তার ব্যবস্থা করুন।

Sj. Radhanath Chattoraj:

স্পীকার মহাশয়, বহু জায়গা থেকে টাকা ও জমি নেওয়া হয়েছে অথচ সেইসব স্থানে আজ পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয় নি,—কেন হয় নি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় জবাবে বলবেন। সাহাপুর, থানা-দুবরাজপুর থেকে ৪,২০১৷৷, (২) উচ্চকরণ-থানা-নানুর ১,০০০ টাকা, (3) Jalundi, P.S. Nanur—Rs. 3,000, (4) Batikar, P.S. Ilambazar—Rs. 1,899-12, (5) Bhabanipur, P.S. Rajnagar—Rs. 4,000, (6) Jamuna, P.S. Labpur—Rs. 2,800, (7) Murarai, P.S. Murarai—Rs. 650, (8) Chatra, P.S. Murarai—Rs. 4,000, (9) Mullarpur, P.S. Moureswar—Rs. 1,000-11-6, (10) Dabuk, P.S. Moureswar—Rs. 3,500, (11) Dekka, P.S. Moureswar—Rs 1,000, (12) Dunigram, P.S. Rampurhat—Rs. 4,000

এতগুলি জায়গা থেকে একটি জেলায় টাকাজমি দেওয়া আছে কয়েক বছর হল অথচ সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মিত হয় নি। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বীরভূম জেলায় ৩৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হবে। এখন আরম্ভ হয়েছে মাত্র দুটি, ৩৬টি হতে কত বছর লাগবে তা সহজেই অনুমেয়। এখন আমাদের এলেকায় লাভপুরে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেখানে প্রসূতিরা মাটিতে পড়ে থাকে এবং বিছানা কিংবা শয্যা সেখানে নাই। সেখানকার লোক আমাকে বলেছে যদি সরকার বেড নাই করতে পারে, যদি কতকগুলি কেবিন তৈরি করে দেয় তাহলে পরেও অনেক সুবিধা হয়। তাতে তারা কেবিনএ ভাড়া দিয়ে থাকবে। আর একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে ওখানে বীরপুটিগুড়ি, সেখানে কোন লেবার রুম নাই, একটি টিন দিয়ে ওয়ার্ড করা হয়েছে, সেখানেই সন্তান প্রসব করে, এই হল গিয়ে অবস্থা। এই হ'ল অবস্থা। যেখানে এক লক্ষের উপর অধিবাসী বাস করে সেখানে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয় না। এবং হবে যে তার কোন পরিকল্পনা পর্যন্ত নাই। মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেই বা লাভ কি? মন্ত্রীরা টাকাই খরচ করেন কিন্তু কোন কাজই কি তাঁরা সুষ্ঠুভাবে করতে পেরেছেন? তা তাঁরা করতে পারেন নি। তবু বলতে হয় তাই বলি। সিউড়ি সদর হাসপাতালের কথা বলব—দু' বৎসর হয় বিল্ডিং হ'ল, হাসপাতাল তাতে এখনও খোলা হয় নাই। রামপুরহাট সদর হাসপাতালে যে অ্যাম্বুলেন্স আছে সেটা কোন বেসরকারী ডাক্তার রোগী আনার জন্য টাকা জমা দিয়েও আনতে পারেন না অথচ কলকাতার অ্যাম্বুলেন্স যে-কোন লোক ব্যবহার করতে পারে। সেইজন্য মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যাতে ঐ অ্যাম্বুলেন্স প্রত্যেক ডাক্তার ব্যবহার করতে পারেন, তিনি যেন তার ব্যবস্থা করেন। তারপর সিউড়ি হাসপাতালের যে কমিটি আছে, সেই কমিটিতে একজনও এম এল এ নাই। সেখানে কংগ্রেস-পক্ষীয় এম এল এ না থাকার দরুন হাসপাতালের অ্যাডভাইসরি বোর্ডে একজন এম এল এ-কেও নেওয়া হয় নাই। এই পক্ষপাতিত্বময় আচরণের আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। তারপরে সেখানকার সিভিল সার্জনের ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ, নার্সদের সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার ভাল নয়। তা ছাড়া তিনি হাসপাতালের ও বেড ইত্যাদি সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। এই রকম ব্যাপার সেখানে চলেছে। তারপর সিউড়ি হাসপাতালে কোন স্পেশালিস্ট অ্যানাস্থেশিয়ান নাই।

আমাদের জেলায় দুবরাজপুর থানার বক্রেশ্বরের নিকট একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেই প্রস্রবণের জলে নানা রকমের চর্মব্যাধি এবং আলসার প্রভৃতি সেরে যায়, বহু দূর দূরান্তর থেকে অনেক যাত্রী সেখানে আসে এবং সেখানকার জলের দ্বারা রোগের চিকিৎসা করে আমরা কিছুদিন যাবত শুনে আসছি—সেখানে নাকি একটা স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি হচ্ছে। প্রায় দু' বৎসর হ'ল যাদবপুর কলেজের ফিজিক্সের যিনি হেড—শ্যামাদাস ভট্টাচার্য—তিনি ঐ প্রস্রবণের জল নিয়ে

গিয়েছিলেন এবং সেই জল অ্যানালিসিস ক'রে তাতে কি আছে না আছে তার একটা রিপোর্ট গভর্নমেন্টে দাখিল করেছেন। আজও পর্যন্ত আমরা তার সম্বন্ধে কোন খবর পাই নাই। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক যাতে একটা স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করা হয় সে বিষয়ে স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা কথা না ব'লে পারছি না, আমাদের জেলায় হেতমপুরে যে যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে সেখানে শুধু রিফিউজিরা স্থান পায়, অন্য কেউ পায় না, যাতে অন্য লোকও, যারা আমাদের জেলাবাসী, তারা স্থান পায় সেদিকে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[6-50—7 p.m.]

Dr. Golam Yazdani:

আমাদের পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী গভর্নমেন্ট এমন কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করেছেন যাতে লোকে ধাঁধায় পড়ে যায়। তাঁরা কতকগুলি ফিগার তুলে দেখাচ্ছেন যে, আমরা পশ্চিম বাংলায় কিরকম স্বাস্থ্যের এবং চিকিৎসার উন্নতি করেছি। তার দুই-একটির বিষয় উল্লেখ করছি। তাঁরা ভোর কমিটির কতকগুলি তথ্য তুলে ধরে দেখাচ্ছেন যে, পশ্চিম বাংলায় স্বাস্থ্যের ও চিকিৎসার অগ্রগতি হচ্ছে। তাঁরা দেখাচ্ছেন যে, পার ক্যাপিটা ১·৮৭ নয়া পয়সা খরচ হচ্ছে —অর্থাৎ ভোর কমিটির রেকমেন্ডেশনএর চেয়ে বেশি খরচ করা হচ্ছে। এটা যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা হ'লে দেখা যায় যে, এটা কত বড় একটা ধাপ্পাবাজী। কেননা ভোর কমিটির রিপোর্ট যখন তৈরি হয় ১৯৪০ সালে তখন কস্ট অব লিভিং যা ছিল তা থেকে আজকাল চার-পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। সে হিসাবে দেখলে দেখতে পাই ৭।৶১৫ পার ক্যাপিটা খরচ হওয়া উচিত। যেখানে পশ্চিম বাংলায় হচ্ছে ২·৮৭ নয়া পয়সা—তুলনা করতে গেলে দেখি যেখানে ৭।৶১৫ হওয়ার কথা সেখানে পশ্চিম বাংলায় পার ক্যাপিটা খরচ হয় ২·৮৫ নয়া পয়সা—এই-ভাবের তথ্য ভালভাবে পেশ করার প্রচেষ্টা চলেছে।

তারপরে আমাদের বাংলাদেশে প্রত্যেক পাঁচ হাজার লোকের জন্য একটি ক'রে ডাক্তার হওয়ার কথা ঐ ভোর কমিটির রিপোর্ট অনুসারে। কিন্তু সত্যকার বাংলাদেশে রয়েছে ১৫,৯২০ জনে একজন ডাক্তার। কিন্তু ভোর কমিটির রিপোর্টে যা আছে তার চেয়ে বেশি করা হয়েছে এই দেখিয়ে তাঁরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন, কিন্তু এটা যে তাঁদের পক্ষে কলঙ্কের বিষয় একথা বিবেচনা করছেন না। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যের জন্য, চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন, যাতে সে কাজের আরও উন্নতি হয়। অনেক প্রভিন্সএ ডাক্তার নাই। অথচ আমাদের বাংলাদেশে এত ডাক্তার রয়েছেন। ডাক্তারের সংখ্যায় আমাদের দেশ অগ্রগণ্য, অথচ আমরা ডাক্তারদের কাজে লাগাতে পারছি না। ভোর কমিটি অনেক রেকমেন্ডেশন করেছিলেন। মাত্র দুটো কথা আপনার সামনে তুলে ধরছি। অন্যগুলি সম্বন্ধে চুপ ক'রে যাচ্ছি। যেমন বাংলাদেশে ১,১৩৩ জনের জন্য একটা ক'রে বেড রেকমেন্ড করেছেন সেখানে ৯৭১ জনের জন্য একটা বেড দরকার। রুরাল এরিয়ায় বেড হওয়া দরকার। ভোর কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ১৬,৬২০ জনে একটি ক'রে বেড, সেখানে ৯৫,৫৮৫ জনে একটি ক'রে আছে। যেখানে হাজারে ১·০৩ সেখানে হচ্ছে ·৮৮। এতেই গর্ব করছেন যে, আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা করেছি অথচ ভোর কমিটির রিপোর্টে যা আছে তার কাছে ১০ বছরেও পৌঁছাতে পারি নি। অথচ আমরা গর্ব ক'রে বলছি আমরা বেডএর সংখ্যা সবচেয়ে বাড়িয়েছি। এইভাবে বিকৃত ক'রে আমাদের সামনে এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে যে, তাতে যেন মনে হচ্ছে যে, ভোর কমিটির রিপোর্ট মেনে নিয়েছেন এবং সারপ্লাস হেল্‌থ সেন্টার করেছেন। কিন্তু সত্যকার ব্যাপার তা নয়।

আমাদের এখানে প্রায় ২২ হাজারের মতন ডাক্তারকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না, গভর্নমেন্ট কাজে লাগিয়েছেন মাত্র দুই হাজার ৫০ জন ডাক্তারকে। অথচ আমাদের সামনে কত রকম সমস্যা রয়েছে। হেল্‌থ সেন্টার বাড়িয়ে, স্টানডার্ডাইজেশান অফ দি হসপিট্যাল ক'রে, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ওয়ার্ক অ্যান্ড রিসার্চ, ফ্যামিলি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে আরও বাড়িয়ে, স্কুল হেল্‌থ, মেটারনিটি ওয়েলফেয়ার, হেল্‌থ এডুকেশান, এ্যান্টি টি বি ইত্যাদি কত রকমের কাজ আমরা করতে পারি। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশান গভর্নমেন্টকে সাজেশান দিয়েছেন এবং আমাদেরও হিসাব করা আছে যে ইমিডিয়েটলি আমরা প্রায় ১১ হাজার ডাক্তারকে এমপ্লয়

করে দিতে পারি। সত্যিকারের যদি দেশের স্বাস্থ্যের এবং চিকিৎসার উন্নতি চান তাহলে আমাদের দেশের ১৯ হাজার ডাক্তারকে এখনই এমপ্লয় করে দেওয়া যেতে পারে। অথচ তাঁরা এখানে মত্র দুই হাজার ৫০ জনের মত ডাক্তারকে এমপ্লয় করে বলেছেন যে, আমরা চারিদিকে স্বাস্থ্যের উন্নতি করে ফেলেছি। এইসমস্ত লজ্জার কথা। কোলকাতর হাসপাতালগুলির কনজেশসানের কথা সর্বজনবিদিত। আমরা যদি সত্যিকারের সিনসিয়ারিটি নিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে ডবল নাম্বার অফ পেসেন্টের চিকিৎসা করতে পারি। সেটা কিভাবে হবে তার একটু আভাষ আমি দিচ্ছি। সেটা হল এই যেসমস্ত পেসেন্ট ভর্তি হয় তাদের সাতদিন থেকে পনেরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় এক-একটা অপারেশানের জন্য। অথচ যদি এই সমস্ত পেসেন্টকে ভর্তি করার আগে সমস্ত ইনভেস্টিগেশান করে ভর্তি করে তারপর যদি অপারেশান করতে হয় তাহলে তাদের স্টে ইন দি হসপিট্যাল অনেক কম হয়ে যায়। আমরা জানি নার্সিং হোম, যেগুলি প্রাইভেট অরগানাইজেশন সেগুলি ঠিক এইভাবে কাজ করে এবং যারা সেখানে যায় তারা ভর্তি হবার আগে ইনভেস্টিগেশান, এক্স-রে করে নার্সিং হোমে যায় এবং তারপর অপারেশান হলেই তারা সাত-আটদিন পরেই বেরিয়ে আসতে পারে। এইরকমভাবে আমরা পেসেন্টদের স্টে ইন দি হসপিট্যালকে কাটসর্ট করতে পারি এবং হাসপাতালে আমরা ডবল নম্বরকে চিকিৎসা করতে পারি। গভর্নমেন্ট হয়ত বলবেন যে আউটডোরে পেসেন্ট এক্স-রে করলে টাকা দিতে হবে, সেটা হয়ত জলে যাবে। কিন্তু আপনারা যদি একটু তলিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই টাকাটা জলে যাবে না। কারণ একটা পেসেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সাতদিন থাকার পর যদি এক্স-রে হয় তাহলে একটা পেসেন্টকে হাসপাতালে সাতদিন থাকতেই ৭০ টাকা খরচ হয়ে যায় এবং বেরিয়াম মিল ইত্যাদিতে এক্স-রে করতে প্রায় ৫০-৬০ টাকা খরচ হয়ে যায়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে একটা পেসেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে আমরা যদি কিছু খরচ করিয়ে নিই তাহলে তাদের হাসপাতালে থাকার সময়টা অনেক কমে যায় এবং হাসপাতাল থেকে তাড়াতাড়ি সে চলে গেলে আমরা সেখানে অন্য পেসেন্ট ভর্তি করে অপারেশান করতে পারি। সেদিন মন্ত্রী মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন যে একটা পেসেন্টকে অপারেশানের জন্য অপেক্ষা করতে গেলে ৭·৬ ডেস অপেক্ষা করতে হয়। সেজন্য বলব যে ভাল একটা প্রোগ্রাম করে যদি পেসেন্টদের ভর্তি করা হয় তাহলে এ জিনিস হয় না। তারপর আমাদের কনভালেসেন্ট হোমের প্রয়োজন। এমন সব রোগী হাসপাতালে আছে যাদের হাসপাতালে থাকা উচিত নয়। কনভালেসেন্ট হোম যদি হয় তাহলে হাসপাতাল থেকে সেই কনভালেসেন্ট হোমে যদি এদের পাঠান হয় তাহলে অনেক ফাঁকা হয়। এমনকি ক্রনিক নেফ্রাইটিজ ইত্যাদি মেডিক্যাল কেসকেও আমরা কনভালেমেন্ট হোমে রাখতে পারি। সুতরাং যখন আমরা খুব বেশি হাসপাতাল গড়াতে পারছি না তখন কনভালেসেন্ট হোম যদি কিছু করা যায় তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমি আশা করি সরকার এদিকে নজর দেবেন। আজকাল হসপিট্যালগুলিতে ক্রনিক নেফ্রাইটিজ কেস ভর্তি হয়ে থাকে। টিচিং ইনস্টিটিউশনে হয়ত সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যেগুলো টিচিং ইনস্টিটিউশান নয় সেখানে অনর্থক একটা পেসেন্ট ৩-৪-৫-৬ মাস পর্যন্ত একটা বেড অকুপাই করে রেখে দেয়। সুতরাং পেসেন্টকে কিভাবে কমদিন হাসপাতালে রাখা যেতে পারে তার একটা পরিকল্পনা করতে হবে। এই সংগে আমি বলব যে, আপনারা হয়ত বলবেন যে টাকা কম, কিন্তু আমি বাজেট থেকেই দেখাব যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকা খরচ না হয়ে জমা হয়ে গেছে, আবার তার আগেরবারে ৩২ লক্ষ ২ হাজার টাকা জমা হয়ে গেছে—অর্থাৎ এইগুলি খরচ হচ্ছে না। সুতরাং টাকার দোহাই দেওয়া ঠিক নয়। তারপর আর জি কর মেডিক্যাল হাসপাতাল গভর্নমেন্ট নিয়ে নেবার পর যতগুলি গভর্নমেন্ট এমপ্লইকে টাকা দিচ্ছেন তার মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের দুই হাজার টাকা বহাল করেছেন এবং সেক্রেটারীকে ৫০০ টাকা। এই প্রিন্সিপ্যালের দুই হাজার টাকার মধ্যে নন-প্র্যাকটিসিং এ্যালাউন্স আছে এবং তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রাইভেট পেসেন্টদের অপারেশান করতে দেওয়া হয়। হাসপাতালগুলিকে যদি ভালভাবে ম্যানেজ করা যায় তাহলে কনজেশশানের সমস্যার সমাধান অনেকটা হয়। আগে মেডিক্যাল কলেজে তিনজন করে হাউস সার্জেন ছিলেন ৭৫ টাকা করে মাইনেতে আর এখন ৬০ জন রোগী হয়েছে, কিন্তু সেই তিনজন হাউস ফিজিসিয়ান রয়ে গেছেন। সেজন্য বলব যে বাহিরে অনেক ডাক্তার রয়েছেন তাদের যদি ৭৫ টাকা মাইনেতেও এমপ্লয় করা হয় তাহলে তাঁরা ঠিকমত কাজ করতে পারেন।

[7—7-10 p.m.]

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি গ্রামের কথা কয়েকটা বলবো, মন্ত্রী মহাশয় সেগুলি শুনলে বিশেষ কাজে লাগবে। আমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে চাই ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সালে যে বাজেট বরাদ্দ হয়েছে তাতে গ্রান্ট ফর পাবলিক হেলথ পার্পাজএ বরাদ্দ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৪৩ লক্ষ টাকার উপর এবং তার যুক্তি হিসাবে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ডেভেলপমেন্ট স্কীমে আমরা একটু বেশি টাকা বরাদ্দ করেছি। সুতরাং এদিক থেকে কিছুটা কম হলেও কিছু আসে যাবে না। বাজেটে ওয়াটার সাপ্লাই, চেস্ট ক্লিনিক, স্কুল হাইজিনিক স্কীমে এবং লেপ্রোসি ইত্যাদিতে টোট্যাল ২৩ লক্ষ টাকার কাছাকাছি আছে, সুতরাং বাড়তি টাকাটা কিভাবে খরচ হচ্ছে সেটা মন্ত্রী মহাশয় বললে আমরা ঠিকমত বুঝতে পারি। দ্বিতীয় কথা আমাদের জেলায় পানীয় জল সম্পর্কে বলবো—আমাদের জেলা দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, লবণাক্ত জলের এলাকা, সমুদ্রের তীরবর্তী জায়গা। চারিপাশে যেসমস্ত নদীনালা রয়েছে লবণ জলের জোয়ার-ভাটায় সেগুলি প্লাবিত হয় গ্রীষ্মকালে, এমনকি পশুপক্ষীরা পর্যন্ত ডোবা বা পুকুরের জল সেসময় খেতে পারে না। সুতরাং সেখানে টিউবওয়েলের অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে সমুদ্র তীরবর্তী বা নদী তীরবর্তী এলাকায় যেসমস্ত গৃহপালিত পশু আছে তাদেরও পর্যন্ত রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। সংগে সংগে আমি বলতে চাই যে আমাদের কাঁথি মহকুমা সরকারের দিক থেকে এসিয়াটিক কলেরা এলাকা বলে চিহ্নিত। প্রতি বছর এসিয়াটিক কলেরা প্রায় মহামারীরূপে দেখা দেয়। ঐসব অঞ্চলে পানীয় জলের অবস্থা এমন সাংঘাতিক রকমের যে তা কল্পনা করা যায় না। শুধু তাই নয়, আমাদের জেলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল যেটা প্রধানতঃ ডিহিভাঙ্গা এলাকা সেই এলাকায় পানীয় জলের অবস্থা আরও সংকটজনক। দুই-তিন মাইল দূর থেকে মানুষকে পানীয় জল সংগ্রহ করবার জন্য আসতে হয় একথা সকলেই জানেন। এই এলাকায় সাঁওতাল এবং আদিবাসী তপসিলির সংখ্যা অনেক বেশি—সেইসব গ্রামগুলির অবস্থা খুব সংকটজনক। ইতিপূর্বে জমাদার মাঝি মহাশয় বর্ধমানের কথা বলেছেন। আমি উল্লেখ করতে চাই যে খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে এক লক্ষাধিক লোক বাস করে, সেখানে পানীয় জলের জন্য মানুষকে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, গ্রীষ্মকালে সেখানে হাহাকার দেখা দেয়—এই অবস্থা সেখানে বিদ্যমান। সুতরাং এথেকে বুঝতে পারা যায় যে পানীয় জলের ক্ষেত্রে হেলথ সার্ভিসেসএর কাজ কতখানি কার্যকরী হয়েছে। আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হল সংক্রামক রোগ সম্পর্কে। সংক্রামক রোগের জন্য টাকা বরাদ্দ করলেই সংক্রামক রোগ দূরীভূত হয় না। সংক্রামক রোগের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা, কি কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন সেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমি আপনার কাছে একটা খবর বলতে চাই যে মেদিনীপুর জেলায় অনেক থানায় দুই-তিনটা ইউনিয়নে একজন করে ভ্যাকসিনেটর নিযুক্ত আছে। যখন মহামারী আকারে কলেরা দেখা দেয়, বসন্ত দেখা দেয় তখন কি করে একই ভ্যাকসিনেটর দিয়ে এই দুটো গুরুতর রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভবপর হতে পারে? আমি এদিকে হেলথ সার্ভিসেস কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, অন্ততঃ প্রতি ইউনিয়নে একজন ভ্যাকসিনেটর নিয়োগ করা দরকার এবং এই সমস্ত ভ্যাকসিনেটরদের কাছে লিম্প যথাসময়ে পৌঁছান দরকার। গত বৎসর নন্দীগ্রাম থানায় শতাধিক লোক মারা গিয়াছে যথাসময়ে লিম্প না পৌঁছানোর জন্য। তারপর, কুষ্ঠরোগ। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মত এই রোগ মেদিনীপুরেও ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। ওখানে একটা কুষ্ঠাশ্রম রয়েছে, সেটা নিয়ে নেবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা সত্ত্বেও সরকার এটা গ্রহণ করছেন না। তারপর, আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, মেদিনীপুরে যক্ষ্মা রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। এই রোগ যাতে প্রসারিত না হতে পারে তারজন্য স্থানীয় ডাক্তারদের কাছে স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নির্বাচনকেন্দ্রের একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বারাসত মহকুমায় তিন লক্ষ সাড়ে তিন লক্ষ লোকের বাস, অথচ সেখানে একটিমাত্র হাসপাতাল আছে ১২ বেডের। এই হাসপাতালে গড়ে ২০০—২৫০ রোগী দৈনিক আউটডোরএ আসে। সুতরাং এই হাসপাতালটির অবস্থা

সম্পর্কে যত কম বলা হয় ততই ভাল। আমি নির্বাচিত হবার দেড়মাস পরে রাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এ সম্পর্কে একটা লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। যদিও এই বিভাগে ১১ জন ডিরেক্টর আছেন তবুও অনেকদিন পরে জবাব পেয়েছি যে, যদিও হাসপাতালের জন্য জমি অ্যাকোয়ার করা হয়েছে, তথাপি হাসপাতালের গৃহ তৈরি করা হবে না, কেননা সরকারের হাতে টাকা নাই। আপনি বুঝুন, স্যার, যে কয়েকজন কৃষকের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল, আমরা তাদের তখন বুঝিয়েছিলাম, শহরে হাসপাতাল হবে, কিন্তু এখন সরকার বলছেন হাসপাতালের গৃহ তৈরি করা সম্ভব নয়, অজুহাত দেখাচ্ছেন টাকা নাই। অথচ আপনি দেখুন ১৯৫৭-৫৮ সালে বাজেটে বিরাট পরিমাণ টাকা খরচ করা যায় নি। গত বৎসর ২৬এ ডিসেম্বর তারিখে আমাদের দলের নেতার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম এই ব্যাপারে—সর্বোপরি আমার নির্বাচকমণ্ডলীর ৫ হাজার লোক—তার মধ্যে ছাত্র, ছাত্রী, কৃষক, শ্রমিক সকলেই আছেন। সকলে একটা সম্মিলিত গণ-দরখাস্ত সই ক'রে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করবার জন্য—সেটা আপনার মাধ্যমে আমি তাঁর কাছে পেশ ক'রে এই অনুরোধ জানাতে চাই যে, রোগীদের ও প্রসববেদনাকাতর মহিলাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁরা যেন এটা করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

[7-10—7-20 p.m.[

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Sir, I have listened to the discussions that have taken place with all attention. If I have to do justice to all the issues and the points that have been raised it will take a long time. Therefore, I am sorry to tell the honourable members that it will not be possible to give the answers for want of time.

Sir, in the very beginning I must say that the allegations and the complaints made by Sjkta. Turku Hansda and Sj. Chaitan Majhi that the tribal interest is not being looked to is far from being a fact. May I ask those honourable members whether there was any improvement of their conditions in the hands of the then Tribal Minister? From the facts and records which are before me I can tell them that we have never charged the tribals for any contribution nor have we put forward any argument or shown vacillation regarding the selection of health centres or the source of water supply. In fact, Sir, as you can see from the budget provision that Rs. 24 lakhs have been granted for water supply to the Scheduled Tribes. Of course this includes the quota from the Scheduled Castes also. It has also been settled that 626 wells will be provided in the tribal areas. Provision has also been made for 557 masonry wells in the areas where the Scheduled Castes, specially the Scheduled Tribes live.

Sir, during the several months of my taking over charge I have travelled all over West Bengal and have seen, e.g., in Darjeeling and other places, the arrangement of health centres has somewhere gone beyond the target and so also the schemes of water supply. So regarding the Health Centres, I might say that the original plan, which has been repeated often times during giving answers to questions which are put by the honourable members, that the plan of arrangement of Health Centres have been changed by the Centre; so there are some difficulties, just to accommodate those cases where the money or land donated and money was contributed. If I have to dilate on that it will be very difficult for me to finish. The only thing I can say is that the principle that has been adopted, the policy is known to all the members of the House. During the First Five-Year Plan period, Health Centres were first planned to be located in every union. That plan has changed afterwards and now in each N.E.S. Block or Development Block where it has been started there is a primary health centre with certain subsidiary health centres all round—in the first instance at least two will be added with beds for maternity cases. So, I need not dilate on this point. All that I should say is this, that 417

proposals have been received and on account of these 30 lakhs 50 thousand 935 rupees were available as contribution. Of these 417 proposals we have already given effect to 242 health centres. Rest 91 fall within our orbit of the programme which we have taken, and the remaining 36 will be considered favourably where the land or money has been donated, or both. Now, there are 4 cases where the land has been donated, but no contribution has been forthcoming. So, there are only 4 cases remaining. This is the account of the Health Centres over which sometimes very scathing remarks are made and storms set in. So, instead of dilating on these health centre arrangements I can tell you that we are going according to programme and we can say that it is only the State of West Bengal which is progressing in India as there has been the largest number of health centres within the last decade of our tenure after the freedom. As a medical man practising in the rural areas, in the villages, I may tell you, Sir, I had seen days when even a patient had to be brought to the town, could not be brought to the town within two or three days. Now, thanks to our Government and development of the communications, that has been made by the Ministers, you can see that we are in a position to carry patients to the town within a couple of hours. Sir, the other day I travelled over whole of Birbhum, and I can tell you that even in almost all cases this is possible—I have just heard a woman was suffering from labour pain, and the patient could be brought to the town within a couple of hours. This is no exaggeration of fact which must be accepted by everybody who has got an open mind to see things for himself.

[7-20—7-30 p.m.]

Now, Sir, regarding the per capita expenditure I need not dilate, because my friend on this side, Dr. Ranjit Ghose Chaudhury explained about these figures. So I need not enter into detail. I may tell my friend, Dr. Ghose Chaudhury that regarding the contributory system, the introduction of the contributory system is being considered and may in the near future be introduced.

Regarding the arrangement of other measures, I might say that it is want of resources without which we cannot go ahead very fast and so during 1958-59 on account of the ceiling for expenditure being fixed by the Government of India it was not possible to make a remarkable progress. But during 1959-60 with the extra amount of provision in the Budget, viz. 3.95 crores—that amounts to 4 crores in round figures—we can make headway in a much better way and with much greater speed and success also. Three crores extra in the Budget, if you see things with open mind, if you see things with your own eyes, you can detect these 3 crores. There are 3 crores of rupees in the Budget.

Sj. Siddartha Sankar Roy: It is 59 lakhs 20 thousand.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy: This budget exceeds by 3 crores than previous budgets.

Mr. Speaker: He got into the jungle of figures.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Now dealing with the remarks which were made by Sj. Panchanan Bhattacharyya, last time also during my budget discussion he brought in the name of my kith and kin with allegations. Now I see Sj. Narayan Chobey of Kharagpur fame also made allegations that I was trying for my son a permit for the motor transport. Sir, he has got more popularity than I command in my district and in the neighbouring district. That is why he could know the name of my son in Kharagpur who does not require to shine in my brighter light, but who can prosper with his own abilities.

Sj. Panchanan Bhattacharjee has said that the Director-Secretary of my Department has propitiated or rather gratified me with the post of my son. Nothing can be farther mean than this. This is the meanest of things that I can conceive of. He is a qualified man. He applied for a post which was not known to me as it was a temporary one. He got this because of his qualifications. (A voice: There are many competent doctors; why your son?) [Noise and uproar.] Sir, this is a very eventful day and I have got an opportunity to meet all the allegations which have all along been put forward. Sir, about the milk incident it has been interpreted in various ways specially by the newspapermen, I should say. It has been published in such a way that it created an impression that I went there just on a police action. Sir, it is far from truth. It was just a token gesture in the beginning at the time of my taking up the reins of the Government which was entrusted to me (noise and uproar). Yes, reins of the Government I should say, as a Minister I was entrusted with. Now, what I did was just to open the eyes of others that in spite of the amenities which we have got in the Medical College—while the incident took place I shall remind you, Sir, that there was a Principal, there was a Superintendent, there was a Deputy Superintendent, there was a Resident Surgeon, there was a matron, there were staff nurses, house-surgeons, resident surgeons and physicians—if in spite of all these things disappear like this—and as I said before it was published in the newspapers both in Statesman and Amrita Bazar Patrika that the National Government have provided with amenities for the amelioration of the sufferings of our countrymen—if in spite of this, things disappear then it is our duty to see and keep a vigilant eye and watch over all the things that are entrusted with the authorities of the hospital. I could tell my friends through you, Sir, that things have changed now. As a Superintendent in a hospital which was run by public munificence for five years at least, and with my 30 years' experience in medical profession I should say that I had occasions to know where the loopholes could possibly remain. Now, Sir. . . [noise and interruptions ..noise .]

Mr. Speaker: I would request the honourable members not to disturb him.

[7-30—7-40 p.m.]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: As a medical man and also as a man who has worked in medical line and who was nurtured in the craddle of patience we are not so easily wheeled away or get defeated. We can work from morning till night standing, without any food or without a call of nature. Only doctors can say whether this is true or not, laymen cannot realise this. Doctors from mofussil realise this but I find they are unsympathetic. They are saying so many things to the discomfiture of one person, namely, myself.

Sir, Sj. Siddhartha Shankar Ray wanted to throw a bomb-shell in the House by making allegations which are fabricated, which are unfounded and which are in his own imaginations and dreams. Sir, I have practised surgery for 30 years and I am not afraid of bloodshed. . . .. [noise .....] He has shown great animosity towards me. I think he has been briefed as a lawyer by some interested persons for their own self-interest. It is a pity for a lawyer like him to be briefed in this way......(Sj. SIDDHARTHA SHANKAR RAY: Sir, I object to the remarks.........) [......noise......] Sir, my presence in the Ministry at the end of a long journey as a medical practitioner is due to the fact that I wanted to serve my country and I think, Sir, that is a good

consideration. Sir, many people come here and after coming here they come to the lime-light and, Sir, in this way, by putting such arguments he wants to become famous. It is a pity.

[Noise and interruptions]

He has cited the incident. I will finish in a short time. He has mentioned two things; one of them is an incident in which I went to the Central Medical Store and I wanted to go through the record and also the accounts. It is very far from being a fact. I go there to see how work is being done. The allegations which have been made against the officer, Lt. Colonel S. C. Banerjee, have no foundation in fact. He has the greatest respect for me.

[Noise and interruptions]

These are the allegations made by a lawyer. I do not propose to be a lawyer. I am a village doctor and as a village doctor I have to reply when baseless allegations are made against a person.

[Noise and interruptions]

He has said that the officer refused to show me the record. That is very far from being a fact. Even sitting in Writers' Buildings if I want some paper from him, he has to bring it to me. There is no question of not showing me the record. There is nothing more perverse than this.

The other thing which he cited is also ridiculous—before knowing anything he makes some assertions which are unfounded. He cited the case of the Mysore Minister. He came here on his way to Shillong. He fell ill; he had a mild heart attack. He had to be taken to Medical College Hospital. I enquired about his health in that night and he was making progress, I knew. Dr. Konar was consulted along with the other doctors of the Medical College Hospital and they declared that it was not a serious case. I went to see the Health Minister in the morning. I was also to go to Shillong on that day and I had a couple of hours left before I could start for Shillong. I asked one of the Directors—Sj. Bhattacharya was with me —I gave him direction. I am giving an elaborate narration because this thing has appeared in the paper—in the paper anything and everything is published without verification of the facts. Similarly this thing was published in the paper. I did not take any notice of it. There was no necessity. As a doctor one has not to be reminded that it was not necessary to have electro-cardiograph at that very night. Electro-cardiograph should be done afterwards. He was telling me that he required a bed in a quiter hospital. I asked Sj. Bhattacharya to tell my Director just to arrange for a bed either in the School of Tropical Medicine or in the S.S.K.M. Hospital. To the S.S.K.M. hospital he was sent. It has been said that the electro-cardiam was not in order. Now every doctor knows very well that every specialist has got an electro-cardiam in Calcutta; it is not such a costly thing that a doctor cannot afford it. This point is not important.

[7-40—7-50 p.m.]

This Health Minister, when I saw him off in the station, told me that he was very glad to see that even in the congested Medical College where the doctors work from morning till night without proper rest and food, yet they do their work wonderfully well and he has sent a letter of appreciation of their work. If you like you can corroborate this by reference to him, if my lawyer friend thinks that this is not a fact.

I will not tax the patience of the House any longer at the fag end of the discussion of the day and I thank all the members to give me a chance to speak before them.

With these words I oppose all the cut motions, with all the force which I command, and commend my motion for the acceptance of the House.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Sir, on a point of personal explanation.

The Hon'ble Health Minister was pleased to make an aspersion that in placing my case before the House today I had been briefed by certain outsiders and that I acted as their lawyer. I forgive the Hon'ble Minister for not being courteous or for being totally ignorant of the rules of the House. I was here through nobody's patronage. I was replying to the debate as a Member from Bhawanipur Assembly Constituency and I was fully justified in placing facts before the House and incidentally he has not replied to those facts.

Mr. Speaker: Dr. Ray said what he was entitled to say and the only error that I find in his speech is "he has been briefed by some outsider." He may not be in the know of the rules of the House. Let it stop here.

Dr. Prafulla Chandra Ghosh: Will you kindly expunge those remarks from the proceedings?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: If I said anything unparliamentary, I beg to be apologised.

Mr. Speaker: It is not unparliamentary but this should not have been said.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I hope the House will forgive me.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: I have no quarrel with Dr. Ray and I forgive him with all my heart.

Mr. Speaker: I think it was very decent on the part of Dr. Ray to have stood up and apologised. His attitude was 'if I have slipped, it is just a slip'. That is the just type of thing which I expected from a first class gentleman like him.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. A. M. O. Ghani that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the motion of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—. Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj Durgapada Das that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of . Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand . of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jamadar Majhi that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihir Lal Chatterjee that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Panchugopal Bhaduri that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chaitan Majhi that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No 21—Major Head: 38—Medical, be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—62

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—124

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan

Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 62 and the Noes 124, the motion was lost.

[7-50—7-56 p.m.]

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—62

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindaban Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal

Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive

Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 62 and Noes 125, the Motion was lost.

The Motion of Dr. Narayan Ray that the demand of Rs, 5,84,49,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head: "38—Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—61

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—124

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand

Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 61 and Noes 124, the Motion was lost.

The Motion of Sj Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under Grant No 21, Major Head: "38—Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—61

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada

Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb

Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 61 and Noes 125, the Motion was lost.

The Motion of Sj. Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 5,84,49,000 for expenditure under grant No. 21, Major Head: "38—Medical" be reduced by Rs. 100 was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—61

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—123

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 61 and the Noes 123, the Motion was lost.

The Motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy that a sum of Rs. 5,84,49,000 be granted for expenditure under Grant No. 21, Major Head: "38—Medical" was then put and agreed to.

(All the Cut Motions under Grant No. 22, except Nos 89 and 99 were then put and lost)

The motion of Sj. Amarendra Mondal that the demand of Rs 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. A. M. O. Ghani that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherjee that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dargapada Das that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagadananda Ray that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jamadar Majhi that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab S. A. Farooquie that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ledu Majhi that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sja. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihir Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and a Division taken with the following result:

AYES-60

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES-123

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Kazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi

Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhowani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

Ayes being 61 and Noes 123 the Motion was lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Roy that the demand of Rs 2,67,46,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head: "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and a Division taken with the following result:—

AYES-60

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu

Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mohatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra

Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 60 and the Noes 125, the Motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy that a sum of Rs. 2,67,46,000 be granted for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: There will be questions tomorrow for half an hour. The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-56 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 27th February, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 27th February, 1959, at 3 p.m.

PRESENT:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 205 Members.

[3—3-10 p.m.]

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

Village headmen at Kharagpur Town

***80.** (Admitted question No. *792.) **Sj. Narayan Chobey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) what are the towns in West Bengal where the system of village head is in vogue;

(b) what are the reasons for having such a system in town;

(c) what is the reason for having village headmen in the town of Kharagpur under Kharagpur police-station;

(d) how many village headmen are there at present at Kharagpur;

(e) what are their functions and how they are appointed;

(f) whether Government have received any complaints from leading citizens of the town against the conduct of such village headmen;

(g) if so, whether Government have enquired into the complaints;

(h) whether Government have any scheme of retaining the posts of village headmen; and

(i) if so, what are the reasons for the same?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) Only in Kharagpur Town police-station which comprises the Railway settlement, two Union Boards and the Kharagpur Municipality.

(b) I refer the honourable member to section 45 of the Criminal Procedure Code.

(c) Kharagpur Town police-station has mixed population with a very large Telegu-speaking element. Village headmen from the Telegu-speaking community are, therefore, very useful in discharging functions of the nature described in section 45, Cr.P.C.

(d) Two.

(e) Their functions are described in section 45, Cr.P.C. They are also useful in conducting miscellaneous enquiries of an administrative nature in respect of the Telegu-speaking population of the area. They are appointed by the Subdivisional Magistrate.

(f) A complaint was received by the District Magistrate, Midnapore, from only the honourable member against one of the headmen.

(g) The matter has been duly enquired into by a local officer.

(h) and (i) The appointment is made in exercise of statutory powers by the Subdivisional Magistrate in his discretion. Government have no scheme in this respect nor can they interfere with the Subdivisional Magistrate's discretion.

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র খড়্গপুর শহরে এই সিস্টেমটা চালু রাখা হয়েছে কেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তার কারণ, আমি ত আগেই বলেছি। অন্য কোন জায়গায় এত তেলেগু নেই।

Sj. Narayan Chobey:

আপনি বলেছেন আন্ডার সেকশন ৪৫, সি-আর, পি-সিতে কাজ করতে লাগে। তাহলে কি তেলেগু স্পিকিং লোক যেখানেই থাকে, সেখানেই এইরকম ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ঠিক তা নয়। যেখানে প্রয়োজন মনে করা হয়, সেখানে এইরকম ব্যবস্থা আছে।

Sj. Narayan Chobey:

খড়্গপুর শহর ছাড়াও কি আর কোথাও আছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হ্যাঁ, আছে।

Sj. Narayan Chobey:

এদের সাধারণ কে কাজে নিযুক্ত করে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া আছে, যদি তিনি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে করতে পারেন।

Sj. Narayan Chobey:

এদের ফাংকশন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি ত আগেই বলেছি। এদের ফাংশন অনেক কিছু আছে। যেটা আন্ডার সেকশন ৪৫ সি-আর পি-সি ইন্ডিকেট করে।

Mr. Speaker: Mr. Chobey, when you came to me to find out I myself was not aware that the village headmen are still there. I gave you the section. This is an extraordinary thing—I agree, but it is a thing which is permitted under the law and it is there. The reason they give is because there is a lot of Telegu-speaking men and their language is different. Normally the policemen cannot tackle them and, therefore, these headmen—a sort of special constable—are there.

Sj. Narayan Chobey:

এদের নাম কি বলতে পারেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

একজনের নাম বীরভদ্র রাও, আর একজনের নাম জানি না।

Sj. Narayan Chobey:

এদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট কে দেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এস ডি ও এ'দের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন এবং প্রয়োজন হলে এ'দের ডিসমিসাল-এর নোটিশও দেন।

Sj. Narayan Chobey:

এদের বিরুদ্ধে একজন এম এল এ যে অভিযোগ করেছিলেন, সেই অভিযোগটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তাদের চরিত্র সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল, এবং অন্যান্য আরও কতকগুলি অভিযোগ করা হয়েছিল, তদন্তের ফলে প্রমান হয়ে গিয়েছে সবগুলি ভিত্তিহীন।

Sj. Narayan Chobey:

তদন্ত কে করেছিলেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সারকেল অফিসার।

Sj. Narayan Chobey:

আপনি কি জানেন এই সার্কেল অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে এবং তাঁর সম্বন্ধেও তদন্ত চলছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমার জানা নেই।

Sj. Narayan Chobey:

স্যার, আমি বলতে চাই, এত অভিযোগ করার পরে এবং যে সারকেল অফিসার তদন্ত করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়া সত্ত্বেও, আপনি কি তাঁকে ঐ পোস্ট রাখা উচিত বলে বিবেচনা করেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি তাঁর সম্বন্ধে বিচার করে দেখেছি।

Sj. Ram Shankar Prosad: It is a fact that Bir Bhadra is a railway employee?

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: I do not know.

Sj. Narayan Chobey:

আপনি কি রেলওয়ে এমপ্লয়িজদের এই পোস্টএ নিয়োগ করেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এস, ডি, ও, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর স্ট্যাটিউটরি পাওয়ারএ যদি মনে করেন কাউকে কর্মঠ ব্যক্তি তাহলে তাকে নিয়োগ করে কাজ করান হয়।

Mr. Speaker: It is a sinecure.

Sj. Niranjan Sen Gupta:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষির লোক আছে, অথচ খালি বাঁকুড়া টাউনে এই সিস্টেমটা চালু রাখা হয়েছে, এবং মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে সার্বডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন, তাহলে যে-কোন ব্যক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করতে পারবেন। সত্যি এই সিস্টেমটা তুলে দেবার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

শম্ভুপুর ছাড়াও, হুগলি প্রভৃতি আরও অনেক জেলাতে এটা চালু আছে।

Mr. Speaker: You are missing the point. The Criminal Procedure Code arms the Government with certain powers. The powers may be exercised, the powers may not be exercised. There is no hard and fast rule that you must exercise the powers but if you do exercise it is within your competence to do so.

Sj. Niranjan Sen Gupta:

আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে বিধানসভার একজন সদস্য যখন আপনার কাছে একটা কমপ্লেন পাঠিয়েছেন, আপনি সেই কমপ্লেনএর উপর গুরুত্ব দেন নি বোঝা গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে গুরুত্ব দেবেন কিনা, আমি জানতে চাই।

Mr. Speaker: He admits that complaint has been made. He also admits that complaints against him have been investigated into. Mr. Narayan Chabey's further question is whether the people have not asked for the transfer of the man and the Hon'ble Minister says he is not aware of that.

Sj. Niranjan Sen Gupta:

একজন এম এল এ, যখন তাঁর কনস্টিটিউয়েন্সিতে এই ধরনের কোন ঘটনা সম্পর্কে কমপ্লেন করেন, এখন মন্ত্রীমণ্ডলী সেদিকে নজর দেন কিনা, এবং সেই কমপ্লেনইন্টএর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বোধ করেন কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

নিশ্চয়ই, এ সম্বন্ধে গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানের পরে যদি সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ হয়, তখন তার বিরুদ্ধে কিছু করবার নেই।

Sj. Narayan Chobey:

আপনার দপ্তরে সার্কেল অফিসারএর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এবং এনকোয়ারি চলছে, এ খবর আপনি জানেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

না।

Mr. Speaker: That shows that the Minister is vigilant.

Sj. Niranjan Sen Gupta:

আপনি যে ভিত্তিহীন বললেন অভিযোগকে, সেটা কি, আপনি কোন রিপোর্ট পেয়ে বলছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রিপোর্ট পেয়েছি।

Sj. Niranjan Sen Gupta:

আপনি তদন্ত চলছে বলেছেন।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি কখনও সে কথা বলি নি।

Sj. Narayan Chobey:

আপনি কি জানেন বীরভদ্র রাওএর বিরুদ্ধে চুরি, মদ খাওয়া, ওয়াগন ভাঙ্গা, বেশ্যাবাড়ি যাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন, কিন্তু সেই অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষ। সেটা যখন ভিত্তিহীন হয়েছে তখন তার বিরুদ্ধে আর কিছু করবার নেই।

Sj. Narayan Chobey:

বীরভদ্ররাওএর ছেলে কি সেই পোস্ট পাবে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তা আমি জানি না। তার ছেলে আছে কিনা, তাও আমি জানি না।

Strength of West Bengal Police from the rank of Head Constables downwards and number of non-Bengalees therein

***81.** (Admitted question No. *1159.) **Sj. Dhirendra Nath Dhar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) what is the strength of West Bengal Police from the rank of Head Constables downwards;

(b) how many among them are non-Bengalees;

(c) how many of them have been recruited after 1947; and

(d) how many of them are matriculates?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) 40,496.

(b) 16,255.

(c) 27,683 out of 40,496.

(d) 1,412.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আপনি (সি)র উত্তরে বলেছেন যে ১৯৪৭ সালের পর ২৭,৬৮৩ জন রিক্রুট করা হয়েছে। এর মধ্যে বাঙ্গালী কতজন আছে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এটা থেকে বাদ দিলেই পাওয়া যাবে, ৭,৮১৫ জন অবাঙ্গালী।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

বর্তমানে বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে বেকার সমস্যা রয়েছে সেটা মনে রেখে ভবিষ্যতে যখন রিক্রুটমেন্ট করা হবে তখন তাতে আরও বেশি সংখ্যক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে এই চাকরি দেওয়া হবে কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সেইসব বিচার করে যখন নিয়োগ করা হয় তখন অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী যাতে নেওয়া হয় সেই পটভূমিকার উপর দাঁড়িয়েই তা বিচার করা হয়।

Sj. Somnath Lahiri:

এখানে বলা হয়েছে যে ৪০ হাজার হেড কনস্টেবল ডাউনওয়ার্ডস আছে, তাহলে হেড কনস্টেবল কতজন আছে বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তা এখন বলতে পারি না।

Sj. Somnath Lahiri:

এই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস ফোর্সএর মধ্যে কি ক্যালকাটা পুলিসও আছে?

Mr. Speaker: Calcutta Police about 14,000.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Including all ranks.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এখানে ম্যাট্রিকুলেট বলা হয়েছে ১৪ শত। বি, এ, পাশ গ্রাজুয়েট কন্‌স্টেবল আছে কিনা, বা গ্রাজুয়েট কোয়ালিফিকেশন থাকলে তাদের কনস্টেবলএ নেওয়া হবে কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

গ্রাজুয়েটস সাধারণতঃ নেওয়া হয় না এবং সাধারণতঃ দরকারও করে না। তবে এমন কোন বাধা নেই। গ্রাজুয়েটস যদি স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ এবং দুঃস্থ হয়, তবে তাকে নেওয়া হতে পারে তাতে কোন বাধা নেই।

Mr. Speaker: One of the Superintendents of Police rose from the ranks; he is a Graduate.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আমাদের পুলিস মন্ত্রী মহাশয় বললেন নেওয়া হবে না কেন? কিন্তু আপনি দেখেছেন যে কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্য দপ্তরে পিয়নের পোস্টএ একজন গ্রাজুয়েট বি, কম, চাকরির জন্য গিয়েছিল, তাকে ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হয়েছে।

[No reply]

Goondaism in Nimdighi village under Uluberia police-station

***82.** (Admitted question No. *1856.) **Sj. Pramatha Nath Dhibar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত নিমদীঘি গ্রামে কিছুকাল যাবৎ গুণ্ডাদের দ্বারা গুণ্ডামী চলিতেছে এবং গ্রামবাসীদের এবং ঐ অঞ্চলে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে; এবং

(খ) অবগত থাকিলে, সরকার প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee):

(ক) হ্যাঁ। স্থানীয় দুষ্টপ্রকৃতি কিছু লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত কয়েকটি অপরাধজনক ঘটনা সরকারের গোচরে আসিয়াছে।

(খ) অপরাধিগণের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তরে বলেছেন, কয়েকটি অপরাধজনক ঘটনা সরকারের গোচরে আসিয়াছে। এই ঘটনাগুলির সংখ্যা বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: More than one.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে কিনা, তার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তাহলে এই যে কিছু কিছু অপরাধজনক ঘটনা ঘটছে যার ফলে লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই আতঙ্ক দূরীভূত করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এখানে দুইটি পরস্পর বিবাদমান দল আছে। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে থানা আদালত করে থাকে। এবং সুবিধা পেলেই একে অন্যের বিরুদ্ধে ১০৯, ১১০, এই রকম মামলা করে থাকে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

পুলিস মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নোত্তরে যা লিখেছেন এবং যা বলছেন তাতে কন্ট্রাডিক্টরি বলে মনে হচ্ছে তাই একটু ক্লারিফিকেশন চাচ্ছি—তিনি লিখেছেন স্থানীয় দুষ্ট প্রকৃতির কিছু লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত কয়েকটি অপরাধজনক ঘটনা সরকারের গোচরে আনিয়াছে, এখন বললেন দুইটি বিবদমান দলের মধ্যে ঝগড়ার ফলে একজন আর একজনের বিরুদ্ধে ১০৯ ধারা, ১১০ ধারা করছে, অর্থাৎ গ্রামেও লোকের আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে।:

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

পরস্পর ঝগড়া করে কিন্তু ১১০ ধারা যদি করতে হয় তাহলে সরকারকেই করতে হয় এবং সরকারই ১১০ ধারা করছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি কাদের বিরুদ্ধে ১১০ ধারা নেওয়া হচ্ছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মনসুর, রোস্তম, পচা, নিয়ামতউদ্দিন ইত্যাদি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এটা কি সত্য যে

One Taseruddin Mollah - vice President of Uluberia Mondal Congress Committee

এর পেছনে আছে এবং উস্কানি দিচ্ছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমার জানা নাই।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই কংগ্রেস নেতার জন্যই কি তাদের সাজা দেওয়া হয় নি বা হচ্ছে না?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এরকম ঘটনা জানা নাই।

Equipments supplied to Village Defence Parties

***83.** (Admitted question No. *1675.) **Sj. Haridas Dey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) গ্রামরক্ষিবাহিনীর সভ্যদের সরকারের তরফ হইতে কি কি সাজ-সজ্জা

(খ) ইহা কি সত্য যে, টর্চলাইটের অভাবে রক্ষিবাহিনীর কর্মীদের কাজ করার অসুবিধা হয়; এবং

(গ) সত্য হইলে, প্রত্যেক গ্রামরক্ষিবাহিনীকে উপযুক্ত টর্চলাইট সরবরাহ করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee):

(ক) গ্রামরক্ষিবাহিনীর সভ্যদের কিছু সাজ-সরঞ্জাম যথা হুইসেল, টর্চ ও লাঠি প্রভৃতি দেওয়া হয়।

(খ) ও (গ) টর্চের অভাবে কাজের কিছু অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বর্তমানে সরকার রক্ষিবাহিনীর জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা সকল সভ্যকে টর্চ সরবরাহ করা সম্ভব নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ টর্চ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

Sj. Haridas Dey:
এই যে রক্ষীবাহিনীর সদস্য, তারা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কিনা, তাদের কোন ভাতা দেওয়া হয় কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:
একেবারে স্বেচ্ছাসেবক।

Sj. Haridas Dey:
এই রক্ষীবাহিনী নিজের পয়সা খরচ করে টর্চ লাইট ব্যবহার করছে, এটা কি রকম? এ বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম দিয়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হবে কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:
তাদের মাঝে মাঝে টর্চ লাইট দেওয়া হয়, ভাল কাজ করলে বর্শা, লাঠি এমন কি পুরস্কার-স্বরূপ বন্দুকও দেওয়া হয়।

Sj. Narayan Chobey:
এই রক্ষীবাহিনী কাকে রক্ষা করে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:
সমাজকে রক্ষা করে।

Sj. Narayan Chobey:
চোরকে রক্ষা করে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:
নিশ্চয়ই।

UNSTARRED QUESTIONS
(answers to which were laid on the table)

Improvement of bus routes in Galsi and Sadar police-stations of Burdwan district

37. (Admitted question No. 609.) **Sj. Pramatha Nath Dhibar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Transport) Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, গলসী থানায় গলসী-আদ্রাহাটী ও রামগোপালপুর এবং সদর থানায় মির্জাপুর-কলিগ্রাম নামে বাস-চলাচলের রাস্তা আছে;

(খ) ইহা কি সত্য যে, বর্ষার সময় নিত্য বাস-চলাচল বন্ধ হইয়া যায় ও যাত্রীদের অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়;

(ঘ) এই রাস্তাগুলি সংস্কার করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং

(ঙ) থাকিলে, কখন হইতে ইহা কার্যকরী করা হইবে?

The Minister of State for Development (the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) গলসী-আদ্রাহাটী রাস্তায় বর্ষার সময় বাস-চলাচল ব্যাহত হয় না। মির্জাপুর-কলিগ্রাম রাস্তায় মধ্যে মধ্যে বন্ধ থাকে। কেবলমাত্র বর্ধমান-রামগোপালপুর রাস্তায় বর্ষার সময় বাস চলাচল বন্ধ থাকে।

(গ) এবং (ঘ) মির্জাপুর-কলিগ্রাম রাস্তাটি সংস্কারের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তভুক্ত করা হইয়াছে এবং সংস্কারকার্য শুরু করা হইয়াছে। অপর রাস্তা-দুইটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা নাই।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

বর্ধমান রামগোপালপুর রাস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

এই প্রশ্ন করে লাভ কি

You better come to me I shall let you know.

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

থার্ড ফাইভ ইয়ার প্লেন-এ ইনক্লুড্ করা হবে কিনা?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: We shall try to do so.

Number of murder cases in Labpur police-station, district Birbhum

39. (Admitted question No. 1575.) **Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) গত পাঁচ বৎসরে লাভপুর থানায় কয়টি খুন হইয়াছে;

(খ) পুলিস কয়টি ক্ষেত্রে চার্জশীট দিয়াছিল;

(গ) কয়টি ক্ষেত্রে ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়াছিল;

(ঘ) কয়টি ক্ষেত্রে আসামীদের সাজা হইয়াছিল;

(ঙ) লাভপুর থানায় জামনা ইউনিয়নে গত পাঁচ বছরে কয়টি খুন হইয়াছে; এবং

(চ) আসামীদের সাজা হইয়াছে কিনা?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee):

(ক) সাতটি।

(খ) এবং (ঘ) একটি।

(গ) ছয়টি ক্ষেত্রে।

(ঙ) দুইটি।

(চ) না।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Radhanath Chattoraj:

এই যে ৭টা খুন হয়েছে তার মধ্যে ৬টাতে ফাইন্যাল রিপোর্ট হয়ে গেল—এর কারণ কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ফাইন্যাল রিপোর্ট হয়েছে মানে প্রমাণযোগ্য কোন সাক্ষীসাবুদ পাওয়া সম্ভব হয় নি।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

এটা কি পুলিশের যোগ্যতা বলে মনে করেন?।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: It is a matter of opinion.

Sj. Narayan Chobey:

তাহলে যোগ্যতা অযোগ্যতাটা কি?

Mr. Speaker: This is law of evidence.

Village Resistance Groups in Hirapur police-station, district Burdwan

40. (Admitted question No. 1053.) **Janab Taher Hossain:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) in how many villages within Hirapur police-station under Burdwan district Village Resistance Groups have been formed;

(b) how these Resistance Groups have been formed; and

(c) how many groups have been formed on the basis of election and how many have been nominated by the Thana Officers?

The Minister for Home (Police) (the Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) Thirty-seven.

(b) Resistance Groups are formed by the villagers themselves either on their own initiative or on that of the Thana Officer. The members of each group are to be approved primarily by the Officer-in-charge of a thana and finally by the Superintendent of Police of the district. Any able-bodied and public-spirited young man with good character, on volunteering his service for the cause, can become a member of the local Village Resistance Group.

(c) Does not arise.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Flood Control Scheme in Harischandrapur and Kharba police-stations of Malda district

***84.** (Admitted question No. *1169.) **Dr. Golam Yazdani:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(i) whether Government have any plan to control flood in Harischandrapur and Kharba police-stations in Malda district; and

(ii) whether Government have any plan to take up minor irrigation schemes in Harischandrapur and Kharba police-stations of Malda district?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) details of these plans; and

(ii) places where these projects are going to be taken up and when?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):(a)(i) At the present moment Government have in view a scheme for protecting low areas in police-station Kharba from the rivers Mahananda and Mora Mahananda. Investigations to ascertain the technical feasibility of this scheme are expected to be taken up in due course. Government have also in view Joyrampur Weir Scheme on the river Marakankar in Harishchandrapur police-station. This scheme has an element of flood control. Survey of the river within the limits of West Bengal has already been done. Survey of another 18 miles of the river falling within the territory of Bihar will be taken up soon.

(ii) At the present moment Government have in view the Malior Beel Drainage Scheme in Harischandrapur police-station. Survey in respect of this scheme has been completed and the scheme is under preparation. There is at present no plan for any minor irrigation or drainage scheme in police-station Kharba.

(b) Details of the schemes have not yet been worked out, nor has it been ascertained whether they are technically feasible.

***84. Dr. Golam Yazdani:**

আপনি "এ"(আই)-তে বলেছেন খরবার নিচু জায়গা রক্ষা করার জন্য আপনাদের স্কীম আছে—স্কীমটা কি ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেই জায়গার ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্ট দিলে আমি স্কীম সম্বন্ধে বলতে পারব।

Dr. Golam Yazdani:

আপনি বলেছেন ডিউ কোর্সে নেওয়া হবে ইনভেস্টিগেশনের পর; এই ডিউ কোর্স কেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ইনভেস্টিগেশনের পর রিপোর্ট দিলে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী টাকা স্যাংশান করা হয় এবং টাকা স্যাংশান হলেও আবার ইনভেস্টিগেশন হয়।

Dr. Golam Yazdani:

কতদিনে এই ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেটা ইঞ্জিনিয়ারদের উপর নির্ভর করে।

Dr. Golam Yazdani:

ইনভেস্টিগেশন করার কথা কি বলা হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ।

Dr. Golam Yazdani:

মহানন্দায় যে সার্ভে হয়েছে সেই সার্ভের রিপোর্টে ফ্লাড কন্ট্রোল সম্পর্কে কি তথ্য পাওয়া গেছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

রিপোর্ট এখনও পাই নি।

Dr. Golam Yazdani:

urvey within the limits of West Bengal

ক সারভে হয়ে গেছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
বিহারের সার্ভে কমপ্লিট করে জানাব।

Dr. Golam Yazdani:
মালিওর বিল ড্রেনেজ স্কীম, সেটা কি টেকনিক্যালি ফিজবল বলে মনে হচ্ছে এবং কত টাকা খরচ হচ্ছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji: Survey has been completed and the Scheme is under preparation.

Dr. Golam Yazdani:
টেকনিক্যালি ফিজবল বলে কি মনে হচ্ছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
স্কীমটা প্রিপেয়ার করে চীফ ইঞ্জিনিয়ার দেখবেন ফিজিবল কিনা।

Dr. Golam Yazdani:
খরদার কোন ইরিগেশন স্কীম নেই, এর কারণ কি যে সেখানে কোন ইরিগেশন করবার দরকার নেই?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
মাইনর ইরিগেশন করা যাবে, কিন্তু আপাততঃ নয়।

Dr. Golam Yazdani:
আপনার হাতে কি কোন প্ল্যান আছে মাইনর ইরিগেশন স্কীম সম্পর্কে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
আমি তো বলছি যে মাইনর ইরিগেশন স্কীম করা যাবে, কিন্তু আপাততঃ আমাদের হাত নেই।

Dr. Golam Yazdani:
আপনি বলেছেন কোন প্ল্যান নেই তাহলে কি সেখানে করতে চান না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
বর্তমানে নয়।

Dr. Golam Yazdani:
আপনি বলছেন কোন প্ল্যান নেই, কিন্তু সেখানে করার দরকার আছে কিনা সে বিষয়ে কি ইনভেস্টিগেশন করবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
এগুলি আগে করা হোক, তারপরে অন্যগুলি দেখা যাবে।

Dr. Golam Yazdani:
আপনি বলছেন স্কীম নেই, কিন্তু এখানে কোন স্কীমের প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে একটা ইনভেস্টিগেশান করবেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:
প্রয়োজন হলে সার্ভে করব।

Alleged damage to Damodar and Mayurakshi Canal Systems by 1957 flood

***85.** (Admitted question No. *1318.) **Sj. Phakir Chandra Ray:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact—

(i) that the flood in 1957 caused widespread damage to the Damodar and Mayurakshi Canal Systems;

(ii) that the damaged canal systems failed to supply water for the purposes of irrigation, as and when demanded;

(iii) that remission of canal rate was prayed for by many persons from the affected areas?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what amount, if any, has been remitted for the flood-affected area, district by district?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji): (a)(i) No. There was no flood in 1957 and as such the question of widespread damage to the Damodar Canal System and Mayurakshi Canal System does not arise.

(ii), (iii) and (b) Do not arise.

Resuscitation of Baor Khal within Santipur Municipality

***86.** (Admitted question No. 866.) **Sj. Haridas Dey:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, নদীয়া জেলার শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বাঁওর খালটির সংস্কারের অভাবে প্রতি বছর বর্ষাকালে প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হইয়া যায়;

(খ) উক্ত খালটি সংস্কার করার পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের আছে কিনা;

(গ) থাকিলে, তাহা কতদিনে কার্যকরী হইবে; এবং

(ঘ) না থাকিলে, কেন এখনও উক্ত সংস্কারের পরিকল্পনা হয় নাই?

The Minister for Irrigation and Waterways (the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) হ্যাঁ, প্রায় ১,০০০ বিঘা জমি সেচের সুবিধা পায় না।

(খ) না।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) কারণ খালটি সংস্কারের খরচ অনুপাতে সেচের সম্ভাবনা কম। কাজেই সেচবিভাগের দ্বারা উক্ত পরিকল্পনা রূপায়নের প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Haridas Dey:

আপনি বলেছেন খালটি সংস্কারের খরচ অনুপাতে সেচের সম্ভাবনা কম—কত টাকার এস্টিমেট করা হয়েছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ইঞ্জিনিয়ারেরা এরকম রিপোর্ট দিয়েছেন, টাকার এস্টিমেট না দিয়ে তারা বলেছেন টু কস্টলি।

Sj. Haridas Dey:

এটা কোন্ ডিপার্টমেন্ট করবেন—সেচ বিভাগ না এগ্রিকালচার বিভাগ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার মধ্যে আছে, খানিকটা মিউনিসিপ্যাল ড্রেনেজের মধ্যে পড়ে। এটা পাব্লিক হেলথের কাজ।

Sj. Jagannath Majumdar:

প্রশ্নটা ছিল দেড় হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হইয়া যায়, আপনি বলছেন হাজার বিঘা জমি সেচের সুবিধা পায় না—এই দুটোর ভেতর একটু অসংগতি দেখা যাচ্ছে না কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেচ না পেলেই শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

Sj. Jagannath Majumdar:

শুকিয়ে যায়, না ওভার ফ্লাডেড হয়ে যায়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ওভার ফ্লাডের কথা নেই, শুকিয়ে যাবার কথা আছে।

Mr. Speaker: What is intended by the question is that there is no dearth of water, but inundation.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ও'রা বলছেন ফসল নষ্ট হয়ে যায়, ফসল পচে যায় একথা বলছেন না।

Sj. Jagannath Majumdar:

দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় এক লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট হয়ে যায়—তাহলে খালটি সংস্কারের খরচ অনুপাতে সেচের সম্ভাবনা কম, এটা কি করে বলছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ফসল কতটা নষ্ট হয়ে যায় সেটা বড় কথা নয়—আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, এক একর জমির পেছনে খরচ যদি বেশি হয় তাহলে আমরা স্কীম তৈরি করলেও সেন্টার সেই স্কীম এ্যাকসেপটেড করেন না।

Sj. Haridas Dey:

আপনি কি জানেন যে নদীয়াতে সেচ বিভাগ থেকে সার্ভে করা হয়েছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররাই বলেছেন যে এটা টু কস্টলি।

Sj. Haridas Dey:

তাহলে এটা আপনারাও করবেন না, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টও করবেন না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তা আর আমি কি করবো?

Sj. Haridas Dey:

আপনারাত সার্ভে করেই বলছেন যে হাজার বিঘা জমি সেচের সুবিধা পায় না। সঠিক করে যদি বলেন কোন্ ডিপার্টমেন্ট করবেন তাহলে তাদের বলা যায়।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা যখন তৈরি হয়ে আসবে তখন আমার কাছে আসবেন, আমি সব বলে দেব।

Sj. Haridas Dey:

তৃতীয় পরিকল্পনায় এটাকে নেবার কোন পরিকল্পনা আপনাদের আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তৃতীয় পরিকল্পনা এখনও আমরা তৈরি করি নি। এই স্কীমটা তৈরি হয়ে এলে যদি ইকনমিক হয় তবে আমরা তৃতীয় পরিকল্পনায় পাঠাবো। তারপরে সেটা গৃহীত হওয়া না হওয়া দিল্লীর কথা।

Sj. Haridas Dey:

এটাকে তৃতীয় পরিকল্পনায় নেওয়া দরকার বলে কি আপনারা মনে করেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হতে পারে—দেখতে হবে স্কীমটা ইকনমিক কিনা। এমন হতে পারে এই হাজার বিঘা জমি বাঁচাবার জন্য যে টাকা খরচ হবে সেই টাকায় অন্যত্র দুই হাজার বিঘা জমি বাঁচানো যায়।

Sj. Somnath Lahiri:

আগে এই বাঁওর খালে বর্ষাকালে অন্ততঃ গঙ্গা থেকে জল আসতো—এটা কি জানেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

জানি না।

Sj. Somnath Lahiri:

এটা কি জানেন যে বর্ষাকালেও ঐ খালটির মধ্যে জলপ্রবাহিত হয় না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

উল্টো জিনিস তো শুনলাম—সেখানে নাকি বেশি জল এসে ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

[3-30—3-40 p.m.]

Adjournment Motion

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, you can read your Adjournment Motion.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the proceeding of the Assembly House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, flooding of an area within the South Suburban Municipality due to the filling up of the outlet of the Nikashi drain by the Executive Engineer, Calcutta Division, Construction Board.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Heads: XVII—Irrigation, etc.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 5,68,34, 000 be granted for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account."

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদিও প্রধানতঃ কৃষির সহায়তার জন্যই সেচ ও নিকাশের প্রয়োজন, তথাপি এই কাজের এত গুরুত্ব আছে যে এর জন্য একটি পৃথক বিভাগ ও মন্ত্রী দফতর রাখতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গে হিমালয় থেকে নেমে এসেছে ছোট বড় অনেকগুলি নদী।

মধ্যবঙ্গের পূর্বাঞ্চলে আছে গঙ্গার প্রায় মজে যাওয়া কয়েকটি শাখা। মধ্যবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে আছে বিহারের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে আসা কয়েকটি নদী। দক্ষিণবঙ্গ তৈরি হয়েছে গঙ্গার বয়ে আনা পলি বালি দিয়ে। এই বদ্বীপে আছে সমুদ্র থেকে লোনা জলের জোয়ার ভাঁটা খেলে এমন ছোট বড় বহুসংখ্যক নদী পশ্চিমবঙ্গের মাঝখান দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে নেমে এসেছে গঙ্গার প্রধান শাখা—ভাগীরথী হুগলি। এককালে এই ভাগীরথীর খাতেই আসল গঙ্গা বয়ে যেত, আজ সে পদ্মার পথে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীমাতৃক এই পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য নদী নালা মানুষের দেহের রক্তবাহী শিরা উপশিরার মত সর্বাঙ্গ ছেয়ে আছে। একদিক থেকে দেখলে এই নদীগুলিই এই রাজ্যের প্রানস্বরূপ আবার অপর দিকে এই নদীগুলিই সৃষ্টি করেছে ও করে অনেক কঠিন সমস্যা তাই পশ্চিমবঙ্গ লোক সংখ্যায় ও আকারে ছোট হলেও এর সেচ সম্পর্কিত সমস্যা ভারতের অনেক বড় বড় রাজ্যের চেয়ে কম নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসরকারও সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত আছেন। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতা লাভের পর এই রাজ্যের সেচ বরাদ্দ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। পরাধীনতার শেষ বছরে ১৯৪৬-৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে সেচ বরাদ্দে যত টাকা ছিল ৯ বছর পরে, ১৯৫৫-৫৬ সালে, হয়েছিল তার প্রায় ২১ গুণ, ডি ভি সির খরচ ধরে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব বৎসর পশ্চিমবঙ্গের অংশগত সেচ বরাদ্দ ছিল ঐ বছরের মোট বরাদ্দের শতকরা মাত্র ৪·৯৭ ভাগ স্বাধীনতার প্রথম বছরে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে ১৯৪৭-৪৮ সালে সেচ বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয় মোট বরাদ্দের শতকরা ৬·৩৬ ভাগ। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীমণ্ডলী এই হারকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলেন। ১৯৫২-৫৩ সালে ঐ হার দাঁড়ায় শতকরা ২৩·১১ ভাগ ডি ভি সি-র হিসাব ধরে। এটি ঘোষ মন্ত্রীমণ্ডলীর সেচ বরাদ্দের আট গুণেরও বেশি। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ডি ভি সি-র খরচ সহ পশ্চিমবঙ্গে সেচ বরাদ্দ অপর যে-কোন বিভাগের বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালের সেচ বরাদ্দ ঐ বছরে পুলিস বরাদ্দের আড়াই গুণ ছিল, পর বৎসর হয় তিন গুণ। ভারত যখন স্বাধীন হ'ল তখন, বিদেশী শাসনের ফলে সে ছিল নিঃশেষে শোষিত রিক্ত, নিঃস্ব, অসংখ্য সমস্যাসমাকুল। জীবনের প্রতিটি দিকেই সমস্যা থেকে গেছে, প্রতিটি সমস্যা বিরাট আকারের। প্রত্যেকেরই অবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন, তাই সবদিক থেকেই জনগণের দারুণ চাহিদা ও চাপ বেড়েছে। এদিকে এই গরীব দেশে সরকারের ব্যয় করার শক্তি খুবই সীমাবদ্ধ। তাই অপেক্ষাকৃত স্বল্প টাকায় সবদিক সামলে চলে ব্যয়বরাদ্দর ফর্দ তৈরি করা সরকারের পক্ষে খুবই কঠিন হয়েছে। অনেক অতি প্রয়োজনীয় এবং আশু করণীয় কাজের ও টাকা বরাদ্দ করা সময় সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন পেটের খোরাক না হলে চলে না, তেমনই মনের খোরাক তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। বরং স্বাধীন দেশে শিক্ষার স্থান সর্বোচ্চ। তাই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে সেচের চেয়ে শিক্ষার বরাদ্দ বেশি করে ধরা হচ্ছে। তার পূর্ব পর্যন্ত কৃষি বরাদ্দের হিসাব না ধরে শুধু সেচের বরাদ্দই প্রথম স্থান পেয়ে আসছিল।

আলোচ্য বর্ষের, ১৯৫৯-৬০ সালের জন্য, সেচ বিভাগে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে ১০নং গ্রান্টে ২২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, ১১নং গ্রান্টে ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকা এবং ৩৮নং গ্রান্টের মধ্যে সল্টলেক বাবত ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং সিউয়েজ গ্যাস স্কীম বাবত ৬০ হাজার টাকা এই তিনটি যোগ করলে দাঁড়ায় ৭ কোটি ২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। এর সঙ্গে যদি আবার ডি ভি সি-র পশ্চিমবঙ্গে সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণের বরাদ্দ ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা যোগ করা যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সেচ সম্পর্কিত বরাদ্দ দাঁড়ায় ১০ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকায়। সি ডি পি ও এন ই এস ব্লকের বাজেটে ৪০নং গ্রান্টে সেচের খাতে যে বরাদ্দ আছে তার মধ্যে ১৬ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হবে সেচ বিভাগকে; ঐরূপ ব্লক অঞ্চলে সেচ সংক্রান্ত কাজ করার জন্য। ঐ বাবত বাকি টাকা খরচ করবেন কৃষি বিভাগ তা ছাড়া কৃষি বিভাগের ব্যয়বরাদ্দে, ২৩নং গ্রান্টে, ট্যাঙ্ক ইরিগেশন স্মল ইরিগেশন, লিফট ইরিগেশন এবং ডিপ টিউবওয়েল ইরিগেশনে মোট ৫০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ধরা আছে। এ টাকা ঐ বিভাগই খরচ করবেন। (৩) স্বাধীনতা লাভের বছর, অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে আলোচ্য বর্ষ অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শুধু সেচ বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৬৮ কোটি ৭৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকায়। আবার ডি ভি সি-র প্রথম থেকে এই ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের

জন্য সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ খাতে খরচ বা বরাদ্দ হয়েছে ৫৫ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। এই দুটি হিসাব যোগ করলে দাঁড়ায় ১২৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকায়। এ ছাড়া কৃষি বিভাগ এবং উন্নয়ন বিভাগ সেচ ও নিকাশ এবং ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য বহু কোটি টাকা ব্যয় করেছেন ও করছেন। এই সম্পর্কে যে যে কাজে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ হয় সেসবগুলিই কৃষি বিভাগ করেন, তার বেশি টাকার কাজগুলি করেন সেচ বিভাগ। এই অঙ্কগুলি থেকে মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারবেন ছোট এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অন্যান্য বিষয়ের অনুপাতে সেচ বিষয়ে রাজ্যসরকার কত বেশি টাকা খরচ করেন। তথাপি এই রাজ্যের সেচ বিভাগ সম্পর্কিত সমস্যা সংখ্যায় এত বেশি, সমাধানে এত কঠিন, এমনই সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল যে এত বছর ধরে এত বেশি টাকা খরচ করা সত্ত্বেও এখনও অনেক সমস্যার সমাধান বাকি আছে। আরও দীর্ঘকাল এবং বহু কোটি টাকা লাগবে ঐগুলি শেষ করতে। (৪) সেচ বিভাগের কাজের মধ্যে আছে ১। চাষের জন্য সেচের জলের ব্যবস্থা করা, ২। জলবদ্ধ এলাকার জল নিকাশের ব্যবস্থা করে তাকে চাষের উপযোগী করা, ৩। পতিত জমির উদ্ধার করা, ৪। ভূমিক্ষয় নিবারণ করা, ৫। বন্যানিয়ন্ত্রণ করা, ৬। নদীর ভাঙ্গন বন্ধ করা, প্রভৃতি। (৫) জল সেচের জন্য দামোদর, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলি হ'ল বৃহত্তম। এইরকম কাজে বড় বড় নদী বেঁধে মস্ত মস্ত জলাধার তৈরি করে, সেই জলে লাখ লাখ একর জমিতে সেচের জল যোগান হয়, সেই সঙ্গে নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, নকল জলপ্রপাত তৈরি করে তারই সাহায্যে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়, জলাধারে মাছের চাষও করা চলে, আবার ডি ভি সি একটি ৮৫ মাইল নব্য খাল তৈরি করেছেন, নৌকাযোগে সস্তায় মাল চলাচলের জন্য। ময়ূরাক্ষীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাতে আপাততঃ সাড়ে চার লক্ষ একরে খরিফ চাষের জল দেওয়া যাবে, আরও ৮০-৯০ লক্ষ টাকা খরচ করে আশা করা যায় ৭৫,০০০ একর নতুন এলাকায় সেচ দেওয়া যবে দামোদরের কাজ আগামী বর্ষার পূর্বে প্রায় শেষ হয়ে যাবে, তখন পশ্চিমবঙ্গে মোট দশ লক্ষের একরের বেশি জমিতে খরিফ চাষের জল দেওয়া যাবে। কংসাবতীর কাজ শেষ হলে প্রায় ৮ লক্ষ একরে খরিফ চাষের জল দেওয়া যাবে। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে এই সেচ বিভাগ ৪০টি মাঝারি সেচের কাজে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা খরচ করেছেন ও করবেন। তাতে ৭৪,৬৩০, একর জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে ও হবে। এ ছাড়া, কৃষি বিভাগ ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত ছোট ছোট সেচের ও নিকাশের ৩৭৩১টি কাজে ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করেছেন ও করবেন, তাতে ১১ লক্ষ ১৭ হাজার একর জমি উপকৃত হবে, এর মধ্যে ট্যাঙ্ক ইরিগেশন ধরা নেই। আবার উন্নয়ন বিভাগও সাহায্য বিভাগ কিছু কিছু সেচ ও নিকাশের কাজ করছেন, বিশেষতঃ সুন্দরবনে টেষ্ট রিলিফে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করা হচ্ছে। (৬) বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার দিকে নজর নেই, কেবল বড় বড় নদী বাঁধা পরিকল্পনার দিকেই ঝোঁক আছে এখনই যে পরিকল্পনার সংখ্যা ও টাকার হিসাব এবং উপকৃত এলাকার পরিমাণ দিলাম, তাতে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই প্রমাণিত হবে। বড়, মাঝারি ও ছোট সেচ ব্যবস্থার মধ্যে কোন বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসতে পারে না, এরা পরস্পরের পরিপূরক, সকলেরই সমান প্রয়োজন আছে।

[3-40—3-50 p.m.]

বছর বছর সরকার থেকে আবাদী এলাকার ও সেচ এলাকার যে পরিমাণ প্রকাশ করা হয় তাতে কখন কখন দেখা যায় যে, পূর্ব বৎসরের চেয়ে পরের বৎসরে সেচ এলাকা কমে গেছে। এই নিয়ে কোন কোন বিরোধী সদস্য খুব উল্লসিত হয়ে সেচ বিভাগের কাজ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে বক্রোক্তি করতেও ছাড়েন না। তাঁরা যদি হিসাবগুলি একটু তলিয়ে দেখতেন তাহলে অন্ততঃ সেচ বিভাগের বিরুদ্ধে বলার কিছু খুঁজে পেতেন না। শুধু সে বিভাগের কাজের হিসাবে দেখতেন যে এই বিভাগ প্রতি বছর সেচের এলাকা বাড়িয়েই চলেছেন। প্রতি বছর বিভিন্ন শস্যের আবাদী এলাকার এবং সেচ এলাকার পরিমাণ প্রকাশ করেন কৃষি বিভাগ। তাতে সেচ ও কৃষি বিভাগের সরকারী প্রচেষ্টার হিসাব তো থাকেই তার সঙ্গে বেসরকারী প্রচেষ্টার হিসাবও থাকে এবং উভয়ের মিলিত চেষ্টার ফলই দেখান হয়। এই বেসরকারী ব্যবস্থার সবগুলিই হল ছোট ছোট সেচের কাজ, সাধারণত ছোট ছোট নদী বা খালকে সাময়িকভাবে বেঁধে অথবা খাল, বিল, দিঘী ও

পুকুর থেকে এই সেচ দেওয়া হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম ও খরচ করে নানা রকম সেচন যন্ত্রের সাহায্যে এই জল তুলতে হয়—যাকে বলে লিফ্‌ট্‌ ইরিগেশন। এইভাবে বেসরকারী সেচ এলাকার পরিমান নেহাৎ অল্প নয়। যে বছর বর্ষার পরে শীত ও গ্রীষ্মে আদৌ বৃষ্টি হয় না বা অতি সামান্য হয় সে বছর এইসব ছোট ছোট খাল, নালায় এবং পুকুরগুলিতে জল শুকিয়ে যায়। পরের বছর বর্ষাকালের অর্থাৎ খরিফ চাষের মরসুমের প্রথমেই যদি প্রচুর বৃষ্টি না হয় তাহলে এইসব সেচের ব্যবস্থা কোন কাজেই লাগে না। যে বছর বর্ষাকালেও অনাবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টি হয় সে বছরও এইসব ছোট সেচ ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যায়। এইভাবে মস্ত বড় এলাকা সেচের বাইরে চলে যায়। তাই কোন কোন বছরের মোট সেচ এলাকা পূর্ব বছরের চেয়ে কমে যায়। এটা ঘটে ছোট ছোট বেসরকারী সেচে, যেমন পুকুর, ইন্দারা প্রভৃতি থেকে সেচ। এজন্য সেচ বিভাগকে নিন্দা করা চলে কিনা মাননীয় সদস্যগণকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। বৃষ্টি না হলে অথবা কম হলে নদী বাঁধা পরিকল্পনাতেও অসুবিধায় পড়তে হয়, কিন্তু বেসরকারী ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার মত পূর্ণ ব্যর্থতা স্বীকার করতে হয় না। এইখানেই বড় সেচ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব। দামোদর অথবা ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা প্রতি বছর পূর্ব থেকে যে বর্ধিত লক্ষ্য বা টার্গেট ঠিক করে দেন কোন কোন বছর বৃষ্টির অভাবে বা অন্য নানা কারণে হয়তো শেষ পর্যন্ত সেই লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। কিন্তু কোন বছরই পূর্ব বছরের চেয়ে সেচের এলাকা কমে যায় না। সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগের কাজে বছরের পর বছর এই সেচ এলাকার একটানা বৃদ্ধিই দেখা যাবে। কোন কোন বছর এই বৃদ্ধির পরিমাণ বা হার খুব বেশি না হতে পারে, কিন্তু কোন বছরই পূর্ব বছরের চেয়ে মোট সেচ এলাকা কমে যায় না। নদীর অবস্থান প্রকৃতি এবং ঐ নদী থেকে বড় সেচ ব্যবস্থা করার সম্ভাব্যতা প্রভৃতি বিচার করলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র নদী বাঁধা পরিকল্পনায় সেচ দেওয়া সম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে সম্ভব মত অন্য ব্যবস্থা করতেই হবে। এখানে ছোট ছোট সেচের ব্যবস্থাই করা হয়ে থাকে। (৭) যেখানে কোন নদী বা জলাশয় থেকে সেচ দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে ভূগর্ভ থেকে নলকূপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই গভীর নলকূপের সেচ কৃষি বিভাগের হাতে আছে, সেচ বিভাগের হাতে নেই। তবুও এই নলকূপের সেচ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষা-মূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গে ২০টি বড় ব্যাসের গভীর নলকূপ বসাবার ব্যবস্থা করাচ্ছেন। যেগুলি কাজের উপযোগী হবে তার সমস্ত খরচ পশ্চিম বাংলার উপর পড়বে, যেগুলি অকেজো হবে তার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতি কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন। সাধারণতঃ এই নলের ব্যাস হবে ৯ ইঞ্চি। কত গভীরে যথেষ্ট জল পাওয়া যাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া সে কথা বলা যায় না। যদি ৪০০ ফুট ধরে নেওয়া হয়, তাহলে পাইপ, বাষ্প, ইঞ্জিন প্রভৃতি সহ একটি নলকূপ বসাবার খরচ পড়ে ৩৬,০০০ টাকা। এতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ৩৬,০০০ গ্যালন জল পাওয়া যেতে পারে। এই জলে ১০০ একরে খারিফের চাষ ও ২৫০ একরে রবির চাষ হতে পারে। মূলধন ফিরে পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু সুদ ও ডিপ্রিসিয়েশন সহ চালু রাখার খরচ ওঠাতে গেলে এক একর জমিতে এক ইঞ্চি জল দিবার জন্য অন্ততঃ ২ টাকা জলকর ধার্য করতে হবে। বর্ষা বেশি হলে চাষের জন্য নলকূপের জল কম লাগে আবার বর্ষা কম হলে নলকূপের জল বেশি লাগে। সাধারণতঃ গড়ে খরিফ চাষের জন্য ১২ ইঞ্চি ও রবি চাষের জন্য ৯ ইঞ্চি জল লাগে। তাহলে প্রতি একরে খরিফের জলকর ২৪ টাকা এবং রবির জলকর ১৮ টাকা এবং একই জমিতে দুই প্রকার ফসল করলে প্রতি একরে বছরে ২৪ টাকা জলকর ধার্য করতে হবে। নতুবা সরকারকে এই পৌনঃপৌনিক চালু খরচেরও মধ্যে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে অর্থাৎ সাবসিডি দিতে হবে। তা ছাড়া রাজ্যসরকারকে এইসব কাজ ধার করে করতে হয়—সুদ সমেত সেই ধার কিস্তিমত শোধ করতেই হবে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ মধ্য ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েক হাজার গভীর নলকূপ হয়েছে। তাঁদের অভিজ্ঞতাও এই কথাই বলে। চালু খরচে সরকারের ক্ষতি না করে, আখের চাষ বা আলুর চাষের মত মূল্যবান ফসল ছাড়া ধান প্রভৃতির ন্যায় ফসলে এই প্রকার সেচ দেওয়া চলে না। কারণ জলকর অত্যধিক পড়ে যায়। তবুও যেখানে অন্য কোন উপায়ে জলসেচ সম্ভব নয় এবং সেচের অভাবে প্রায় প্রতি বছর চাষের ক্ষতি হচ্ছে, সেখানে হয়তো সরকারকে ক্ষতি স্বীকার করেও নলকূপের ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষামূলকভাবে যেসব নলকূপ বসান হচ্ছে তার ফলাফলের উপর এই ধরনের সেচের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। (৮) কোন কোন বিরোধী সদস্য কএক বছর ধরে বলে আসছেন যে এমনকি দামোদর ও ময়ূরাক্ষী এলাকাও নদীতে বাঁধ বেঁধে সেচের ব্যবস্থা

না করে গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ দিলে ভাল হ'ত। কএকদিন পূর্বে মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কের সময় বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এই নলকূপের সেচের কথা তুলেছিলেন। তাঁর কাছে আমি একটি লিখিত পরিকল্পনা চাই। তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে তা দেন এবং বলেন যে, কোন বিশেষজ্ঞের দ্বারা ওটি করিয়েছেন। আমি ঐ সম্বন্ধে সেচ ও কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়েছি। তাতে দেখা যাচ্ছে জ্যোতিবাবুর প্রদত্ত হিসাবের চেয়ে এঁদের হিসাবে খরচ অনেক বেশি। উভয় হিসাবেই ৪০০ ফুট গভীর নলকূপ ধরে ধরা হয়েছে। জ্যোতিবাবু ৩ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপের পক্ষপাতি। ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ৪০০ ফুট গভীর একটি নলকূপ বসাতে জ্যোতিবাবুর হিসাবে ৪,৫০০ টাকা মূলধন লাগে, কৃষি ও সেচ বিভাগের বিশেষজ্ঞদের হিসাবে লাগে ৮,০০০ টাকা জ্যোতিবাবুর হিসাবে বিস্তৃত বিবরণ বা ব্রেক আপ নেই। বিশেষজ্ঞরা পূর্ণ ব্রেক আপ দিয়েছেন। তাঁদের এই অঙ্ককে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না। উভয়েই বলেছেন এই রকম একটি নলকূপে ১০ থেকে ১২ একর আউস বা খরিফ চাষে জল দেওয়া যাবে, ধরে নিলাম ১১ একরে। শুধু খরিফ চাষের হিসাব ধরলে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় এক লক্ষ একরের জন্য ৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। জ্যোতিবাবুর হিসাবেও নলকূপের সাহায্যে এক লক্ষ একরে ঐ পরিমাণ টাকাই লাগতে পারে কিন্তু কৃষি ও সেচ বিভাগের বিশেষজ্ঞদের হিসাবে একই পরিমাণ জমির জন্য এইভাবে নলকূপের খরচ সওয়া সাত কোটি টাকা লাগবে, অর্থাৎ কিছু কম দ্বিগুণ। আর একটা কথা, উভয় হিসাবেই এইরূপ জল সেচের জন্য এক লক্ষ একরে ৯,১১১টি নলকূপ লাগবে, তার জন্য ৩৬,৪৪,৪০০ ফুট পাইপ লাগবে পশ্চিমবঙ্গে যদি মাত্র ১০ লক্ষ একরে নলকূপের সেচ দেওয়া হয় তাহলে সাড়ে তিন কোটি ফুটেরও বেশি পাইপ লাগবে। এত পাইপ কি ভারতে পাওয়া যাবে? ১০ লক্ষ একরে সেচ দিলেই কি বিরোধী পক্ষরা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন? বিশেষজ্ঞদের হিসাব ধরলে ১০ লক্ষ একরে ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বেশি লাগবে। এত বেশি টাকা খরচ করাও কি বাঞ্ছনীয়? বিরোধী দলের বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সদস্য শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর হিসাবে দেখিয়েছেন যে ৮টি নলকূপের বাৎসরিক পৌনঃপৌনিক বা চালু রাখার খরচ হবে মাত্র ২৫০০ টাকা অর্থাৎ তাঁর মতে, টাকার সুদ, ডিপ্রিসিয়েশন মেকানিকের বেতন যন্ত্রপাতির মেরামত প্রভৃতি খরচ ধরে প্রতি নলকূপে প্রতি মাসে ২৬ টাকা খরচ করলেই চলবে। এই হিসাবে যে বাস্তবের চেয়ে কত কম সেটা এমনই স্পষ্ট যে আমাকে প্রমাণ করে দিতে হবে বলে মনে হয় না। এত কম হিসাব ধরেও জ্যোতিবাবু লিখেছেন প্রতি একরে ১০ থেকে ১২ টাকা জলকর ধার্য করতে হবে। যদি ধার্য হিসাব ধরা হত তাহলে জলকরের পরিমাণ বিশেষজ্ঞদের অঙ্কের কাছাকাছিই যেত। আমাদের প্রতিবাসী রাজ্যগুলির অভিজ্ঞতাও তাই বলে। পাশাপাশি এক লক্ষ একরে অর্থাৎ ১৫৬·৩ বর্গমাইল ৯ হাজারের বেশি ৩ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ বসিয়ে পুরাদমে জল টানলে ভূগর্ভে অত জল পাওয়া যাবে কিনা সেটাও ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। জ্যোতিবাবু সুন্দর বন অঞ্চলেও এইরূপ নলকূপ বসাবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর নিশ্চয় জানা আছে যে পানীয় জলের দেড় ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ অন্তত এক হাজার ফুট গভীরে বসাতে হয়েছে। একটি দুইটি নয়, এই রকম বহু নলকূপই বসেছে। তাঁর ৩ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ এক হাজার ফুট গভীরে বসাতে হলে মূলধন, চলতি খরচ এবং জলকর কত বেশি পরিমাণে লাগবে সেটা তাঁকেই অঙ্ক কষে নিতে বলি। হুগলি নদীর জল লোনা হওয়ার ইঞ্জিন চালান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল বলে রেলের কর্তৃপক্ষ কলকাতার কাছাকাছি কএকটি বড় ব্যাসের গভীর নলকূপ বসিয়েছেন। তাঁদের এই স্বল্পকালের মধ্যে অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এইরূপ নলকূপে বেশি পরিমাণের জল টানলে শেষের দিকে লোনা জল উঠতে থাকে। সুন্দরবনে এই সম্ভাবনা আরও বেশি হওয়াই সম্ভব লোনা জলে চাষের উপকার না হয়ে ক্ষতিই হয়। আমরা নলকূপের সাহায্যে সেচের বিরোধী নই। ইতিপূর্বে বলেছি যে আমাদের কৃষি বিভাগ সেচের নলকূপের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও নলকূপ নিয়ে এত কথা বললাম তার কারণ অনেক বিরোধী সদস্য এক বছর ধরে এই মত প্রকাশ করে আসছেন যে পশ্চিমবঙ্গের অতি কঠিন ও জটিল সেচ সমস্যার বুঝি খুব সহজ সমাধান হল নলকূপের সেচ। ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজ নয়। (১) অনাবাদী জমিকে আবাদী করে তোলা এবং আবাদী জমির ফলন বাড়ানর জন্যই সেচের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে বহু ছোট বড় জলবদ্ধ এলাকা আছে যেখানে শুধু জল নিকাশের ব্যবস্থা করলেই অনেক অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য হয়ে ওঠে এবং আবাদী জমির ফলন অনেক বেড়ে যায়। স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে আলোচ্য

বর্ষ অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যে ১৬টি জল নিকাশের কাজে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ও হবে যার ফলে ৮ লক্ষ ৬ হাজার একর জমির উপকার হবে। জল নিষ্কাশের বড় বড় কএকটি কাজের উল্লেখ করছি। ৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাগজলা ঘুনি-যাত্রাগাছি পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে। তাতে ২,৫৬০০ একর জমি উপকৃত হয়েছে। ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সোনারপুরে

[3-50—4 p.m.]

সোনারপুর আরাপাঁচ মাতলা পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় ১৯৫৫-৫৬ সালে শেষ হয়েছে, তাতে ২০,৩৬০ একর জমির উপকার হয়েছে। এখানে এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম দমকলের সাহায্যে জলনিকাশ করা হচ্ছে, যাতে প্রতি সেকেন্ডে ১,০০০ ঘনফুট জল পাম্প করা যায়। ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঐ পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এ বছরে শেষ হবে যাতে ২৩,০৪০ একর জমি উপকার পাবে। গত বছরই আংশিক উপকার হয়েছে। ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে হাওড়া জেলায় আমতা বেসিন জল নিকাশ পরিকল্পনার কাজ এ বছর আরম্ভ হয়েছে, আগামী বছর শেষ হবে, এতে ২১,৪৫০ একর জমি উপকৃত হবে। ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের আউট ফল চ্যানেল দুইটির সংস্কার করা হবে, যাতে শহরের জল নিকাশ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের বড় একটি এলাকার উপকার পাবে। ২৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে টালিগঞ্জ পঞ্চান্নগ্রাম জলনিকাশ পরিকল্পনার কাজ আলোচ্য বর্ষে সুরু করার কথা আছে। (১০) ভূমিক্ষয় নিবারণ, নদীর ভাঙ্গন বন্ধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ ভালভাবেই চলেছে। তবে চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে এই কাজ ভালভাবে ধরা হয়েছে। এইসব কাজে ১৯৫৯/৬০ সাল পর্যন্ত ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে ও হবে। তাতে অনেক বড় বড় শহর, বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল এবং বহু চাষীর ও চা-বাগানের জমির উপকার হচ্ছে। (১১) ঠিক সেচ বিভাগে করণীয় না হলেও এই বিভাগ আরও একটি বড় কাজ করার মনস্থ করেছেন। বাজেটে এই সম্পর্কে টাকাও ধরা আছে। সেট হ'ল নর্থ সল্ট লেক এলাকার প্রায় ১৮ বর্গমাইল বন্ধ জলার সংস্কার। এই পরিমিতির মধ্যে প্রায় পৌনে চার বর্গমাইল এলাকা হুগলি নদীর বুক থেকে পলি ও বালি এনে গড়ে প্রায় সাড়ে ছয় ফুট উঁচু করা হবে। এক বিশেষ ধরনের ড্রেজারের সাহায্যে হুগলির নদীর বুকের পলি কাটা হবে, যন্ত্রের সাহায্যে এই পলিকে জলের সঙ্গে মেশান হবে, সেই ঘোলা জল নলের মধ্যে দিয়ে প্রায় তিন মাইল দূরে লেক এলাকায় দমকলের সাহায্যে পাঠান হবে। সেখানে পলি বসে যাবে, জল বেরিয়ে যাবে। এইভাবে প্রায় ৭ বছর ধরে ভরাটের কাজ চলবে। লেক এলাকার বাকি জমিতে নতুন ধরনে ফসল ও মাছ চাষের ব্যবস্থা হবে। নেদার ল্যান্ডসের একটি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ১৯৫৩ সাল হতে তথ্যানুসন্ধান প্রভৃতির পর সম্প্রতি পরিকল্পনা তৈরি করে দিয়েছেন। ঐ কাজকে রূপায়িত করার জন্য সারা দুনিয়ার বাজারে কন্ট্রাক্টের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। যাতে এই কাজে বিদেশী মুদ্রার অংশ এখনই না দিয়ে এক বছর পরে দেওয়া যায় সেই শর্ত থাকবে। শহরগড়া সমেত নর্থ সল্ট লেকের কাজে মোট ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। যে জমি ভরাট করা হবে তাতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ কলিকাতা শহরের সম্প্রসারণ হবে। আধুনিক ধরনের সুন্দর একটি পল্লী বা শহরতলী গড়ে উঠবে। (১২) সুন্দরবনের বিশেষ সমস্যার জন্য সরকারও বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব বছরের বাজেট আলোচনার সময় বিস্তৃতভাবে বলেছি। এখানে আর বেশি বলতে চাই না ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৫৮ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে সেচ বিভাগের ২ কোটি ৪ লক্ষ ২২ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এ ছাড়া ১৯৫৮-৫৯ সালে ভূমি ও রাজস্ব বিভাগ থেকে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দ আছে এবং আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগ প্রায় ৩২ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করেছেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ফুট নতুন বাঁধ হয়েছে। ১৬,৬৪০ ফুট রিভেটমেন্ট হয়েছে। ৪৫২টি স্লুইস মেরামত ও ৬৭টি তৈরি হয়েছে। দুটি খালের মুখ বন্ধ করা হয়েছে। আলোচ্য বর্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে ২৮০টি স্লুইস তৈরি হবে, ২টি নতুন বাঁধ তৈরি হবে, একটি খাল কাটা হবে, ২৩টি স্থানে রিভেটমেন্ট করা হবে, ১১টি খালের মুখ বন্ধ করা হবে, বহু মাইল বাঁধ মেরামত হবে। এ ছাড়া সাহায্য বিভাগ থেকে সুন্দরবনে বাঁধ মেরামত প্রভৃতি কাজে ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৭ লক্ষ

২৯ হাজার টাকা এবং ২ লক্ষ ৭৯ হাজার মন খাদ্যশস্য খরচ হয়েছে। বর্ষে আরও বেশি খরচ হবার সম্ভাবনা আছে। নেদারল্যান্ডে সমুদ্র তীরবর্তী কিছু অঞ্চলকে উদ্ধার করে চাষ ও বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের সুন্দরবন অঞ্চলে অনুরূপ কিছু করার সম্ভাবনা আছে কিনা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে সেখানকার সরকার তাঁদের একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডক্টর জানসেনকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়েছেন। তিনি দুজন সুযোগ্য সহকর্মী নিয়ে সম্প্রতি সাতদিন ধরে সুন্দর বন অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। এখনও কোন রিপোর্ট দেন নি। (১৩) গঙ্গা ব্যারেজ সম্বন্ধে এই বিধানসভায় বহুবার বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, অনেক প্রশ্নোত্তর হয়েছে, বিশেষ প্রস্তাবও পাশ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে রেখেছেন। এর প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান সার্ভে প্রভৃতির খরচের অর্ধেক দিতে হয় এই রাজ্য সরকারকে। পরিকল্পনার রূপায়নের খরচের একটা মোটা অংকও এই রাজ্যসরকারকে দিতে হবে। (১৪) সেচ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির আনুমানিক সমাধানের উপর নির্ভর না করে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা সুষ্ঠু ও নির্ভুল সমাধান বার করার জন্য আমাদের নদী বিজ্ঞান গবেষণাগার আছে। এইখানে অনেকগুলি সমাধান পাওয়া গেছে। (১৫) সেচ ও নিকাশের ব্যাপারে কোন সমস্যা সমাধানের পূর্বে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তারপরে কোন পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণভাবে কতকগুলি তথ্য পূর্ব হতে সংগ্রহ করে রেখে দিতে পারলে ভবিষ্যতে যে-কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানে ঐগুলি কাজে লাগান যেতে পারে। তাতে শীঘ্র কাজও করা যায়। এই রাজ্যে ব্যাপকভাবে এইসব তথ্য সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও টাকার অভাবে কাজকে স্থানে স্থানে সীমাবদ্ধ করে নিতে হয়েছে। আলোচ্য বর্ষের ব্যয়বরাদ্দ কন্টুর সার্ভে ও হাউড্রলজিক্যাল অবজারভেশনের জন্য ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বরাদ্দ আছে এই কাজে, এ ছাড়া পুরুলিয়া জেলার জন্য ৮ লক্ষ টাকার বরাদ্দ আছে।

(১৬) পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগ সম্পর্কে যেসব তথ্য ও পরিসংখ্যান বলা হল, আশাকরি সেগুলি শুনে মাননীয় সদস্যগণ আমার এই সেচবরাদ্দ সম্পূর্ণ মঞ্জুর করবেন।

(All the cut motions were then taken as moved.)

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes 68 Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurbalal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhuban Chandra Kar Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Janab Elias Razi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihir Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchanan Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Major Head: 80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 6,90,04,000 be granted for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project."

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ১০ বছর কেটে গেছে একাদশ বর্ষের ব্যয়বরাদ্দ উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই ১৯৫৯-৬০ সাল হল ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৪র্থ বর্ষ। ডি ভি সি-র দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আনুমানিক নিট ৭২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর চলতি কাজগুলির জন্য ২৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। নতুন কাজের জন্য ধরা আছে ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে দুর্গাপুরে একটি নতুন তাপ বিদ্যুতের কারখানার জন্য ১৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, বোকারোতে চতুর্থ তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের জন্য ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা, চন্দ্রপুরায় আর একটি নতুন বিদ্যুৎ কারখানার জন্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎ পরিবহণ প্রসারের জন্য ৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং আর কয়েকটি কাজের জন্য বাকি টাকা। এ ছাড়া সুদের জন্য ধরা আছে ২৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। আর পরিচালনা ও কার্যনির্বাহন ব্যয় খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ১২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট খরচ দাঁড়াবে ৯৬ কোটি ২১ লক্ষ। এই ব্যয়ের পরিমাণ লাঘব হবে ২৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয়ের দ্বারা। এইভাবে মোট নিট খরচ হবে ৭১ কোটি ৯১ লক্ষ বা মোটামুটি ৭২ কোটি টাকা। চন্দ্রপুরায় নতুন কারখানা ও আনুমানিক পরিবহণের জন্য যে ৪ কোটি টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়ে ধরা হয়েছে তা পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ব ব্যয়বরাদ্দে ধরা ছিল না। আলোচ্য বর্ষের জন্য যে ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে তার মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তির জন্য ৯

কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, জলসেচের জন্য ৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা এবং বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা। এই টাকার ভাগ দেবেন ভারত-সরকার ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, বিহার-সরকার ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। মোট বরাদ্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশে পড়েছে শতকরা ২৩·১১ ভাগ, বিহার সরকারের অংশে ২৪·৬২ ভাগ ও পশ্চিমবঙ্গের অংশে ৫২·২৭ ভাগ। প্রথম থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত ডি ভি সি-র খরচ ও বরাদ্দের মোট হিসাব দাঁড়ায় ১৪৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৭১৮ টাকা, তার মধ্যে ভারত-সরকারের ভাগে পড়ে ৩৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৭৯ টাকা, বিহার-সরকারের ভাগে পড়ে ২৮ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার ৫১৮ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাগে ৮৩ কোটি ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ২১ টাকা। এই টাকা শতকরা হারে ভারত-সরকারের অংশে পড়ে ২৩·৬৭ ভাগ, বিহার-সরকারের অংশে ১৯·৩২ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশে ৫৭·০১ ভাগ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জলাধারগুলির খরচের মধ্যে সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচের অনুপাত সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা চলছে, এর ফলে হয়তো উপরি-উক্ত টাকার পরিমাণের ও শতকরা হারের কিছু পরিবর্তন হবে।

ডি ভি সি-র প্রধান তিনটি কাজ হল জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ। জলসেচের খরচে ভারত-সরকারের কোন ভাগ নেই। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের যে পরিমাণ জমি উপকৃত হবে সেই অনুপাতে ঐ দুই রাজ্যকে টাকা দিতে হবে। ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত সেচের মোট ৩৯ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৯৬ টাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অংশে ৩৮ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪২ হাজার ১৫৬ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৯৮·৪ আর বিহারের অংশে মাত্র ৬৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৪০, টাকা অর্থাৎ শতকরা ১;৬ ভাগ মাত্র। বন্যা নিয়ন্ত্রণের খরচের কোনও ভাগ বিহারকে দিতে হয় না। এই বাবদে ভারত-সরকার ৭ কোটি টাকা পর্যন্ত দেবেন, বাকি সবই এই রাজ্যের দেয়। প্রথম থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত বন্যানিয়ন্ত্রণের মোট ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮৬ টাকা ধরা হয়েছে তার মধ্যে ভারত-সরকারের অংশে আছে ৭ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ২৯·৩৩ ভাগ, বাকি ১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮৬ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৭০·৬৭ ভাগ হল পশ্চিমবঙ্গের অংশে। বিদ্যুৎশক্তির জন্য মোট যে ৮২ কোটি ৪০ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৩৬ টাকা ধরা আছে, সেটি তিন সরকারের প্রত্যেকের শতকরা ৩৩·৩৩ ভাগ।

[4—4-10 p.m.]

ডি ভি সি-র জলে পশ্চিমবাংলার ১০ লক্ষ ২৬ হাজার একর খরিফ চাষের জমিতে সেচ দেওয়া যাবে, আর বিহারের ১৫ হাজার ৫০০ একরে খরিফের জল দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ডি ভি সি এলাকায় ১১,২৭১ একর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়েছিল। তারপরই অভূতপূর্ব প্রবল বন্যায় অন্যান্য অঞ্চল সহ ঐ এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে যায়, যদিও সে বন্যা দামোদর বাঁধ ভেঙ্গে হয় নি। এই বন্যায় ডি ভি সি-র নতুন কাটা খাল-গুলিরও বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। সেগুলি মেরামত করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার স্থির করেন যে, ডি ভি সি-র ক্যানেলগুলিতে জল ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে দেখবেন কোন্ কোন্ অঞ্চল পর্যন্ত জল দেওয়া যাবে এবং কোথায় কি অসুবিধা ও বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এই জল যাতে কৃষকরা নিজেদের চাষের ক্ষেতে লাগাতে পারেন তার জন্য এইসব নতুন এলাকার ঐ বছর জলকর নেওয়া হয় নি। ঐ সালে ডি ভি সি-র ব্যারেজ থেকে মোট ১৪৬,০০৮ একর জমিতে জল দেওয়া হয়েছিল তন্মধ্যে ৬৯,৯১৮ একর জমি পুরাতন দামোদর ক্যানেলের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৮ সালে নতুন ও পুরাতন এলাকা মিলে ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত কুড়ি একর জমিতে জল দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে চূড়ান্ত হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। আশা করা যায় ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি ডি ভি সি-র খাল খননের কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তারপর প্রায় সমুদয় ১০ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হবে। মাইথন ও পাঞ্চেটে যে দুটি জলাধার আছে সেখান থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজের মারফতে কয়েকশত মাইল ক্যানেলের ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আবাদের জন্য জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এইগুলি তৈরি করেছেন ডি ভি সি এবং এদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও তাঁদেরই। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যে পুরাতন দামোদর ও ইডেন ক্যানেল আছে, যার সাহায্যে প্রায় দুই লক্ষ

২০ হাজার একরে সেচের ব্যবস্থা ছিল—সেগুলিকে নতুন ডি ভি সি সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই থেকে গেছে। ডি ভি সি দুর্গাপুরে ব্যারেজ থেকে জল ছেড়ে দেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ সেই জল মাঠে মাঠে পৌঁছে দিবার ব্যবস্থা করেন। এইসব কাজের জন্য ডি ভি সি-র ছোট বড় একদল কর্মচারী আছেন, আবার পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের ও সমপর্যায়ের আর একদল কর্মচারী আছেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে তাঁদের নিজের খরচ বহণ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে সেচের জন্য ডি ভি সি মূলধন হিসাবে এবং বছরে বছরে পৌনঃপৌনিক হিসাবে যে টাকা খরচ করেছেন ও করছেন তার সমস্ত দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যসরকারেরই। যদিও ডি ভি সি-র এবং এই সেচ বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিগণ পূর্ণ সহযোগিতায় কাজ চালাবার চেষ্টা করেন, তবুও, এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য বাস্তব কার্যক্ষেত্রে নানা অসুবিধা এসে পড়ে, তাতে দেরী হয়, ক্ষতি হয় এবং দুইটি প্রতিষ্ঠানে সমশ্রেণীর দুইদল কর্মচারী থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ও বেশি হয়। ডি ভি সি ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দুপক্ষই এইগুলি অনুভব করেছেন। তাই আলাপ-আলোচনার ও চিঠিপত্রের মারফতে এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের অবসানের জন্য উভয়েই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন। কথাবার্তা অনেকটা এগিয়েছে, তবে এখনও শেষ হয় নি। আইন ঘটিত এবং অর্থ সংক্রান্ত কতকগুলি অসুবিধা অতিক্রম করতে হচ্ছে। বহু কোটি টাকা ব্যয়ে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার পক্ষে ডি ভি সি একটি এ্যাক্টে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে এই সম্বন্ধে একটি পৃথক আইন করতে হয়েছে। বহু ব্যক্তি এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে জেলা ও শাখা কংগ্রেস কমিটিগুলি সেচের ব্যাপারে সরকারকে সাধ্যমত সাহায্য করছেন। কিন্তু দুঃখের কথা, অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই আইনের অপব্যাখ্যা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও করছেন। এমনকি, যদিও আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে খরিফ ও রবি চাষের জলকরের সর্বাধিক পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে মাত্র, এবং আইন প্রণয়নের সময় সরকার থেকে একথা বলা হয়েছিল যে প্রথম থেকেই এই সর্বোচ্চ হার ধার্য হবে না। গত বর্ষায় এবং আগামী বর্ষায় সরকার কত টাকা হিসাবে জলকর ধরবেন তা এখনও স্থির পর্যন্ত করেন নি, কাজেই কোন ঘোষণাও করেন নি। তবুও, ইতিমধ্যে প্রতি একরে সাড়ে বার টাকা খরিফের এবং ১৫ টাকা রবি চাষের জন্য জলকর ধার্য হয়ে গেছে বলে প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য এই রকম চেষ্টা দেশের ও জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। ডি ভি সি থেকে দশ লক্ষ একরে জল সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে। এমন একটা মস্ত বড় ব্যাপারে প্রথম প্রথম কিছু কিছু অসুবিধা হবেই। ইচ্ছাকৃত না হলেও কতকগুলি অনিবার্য ত্রুটি থাকবেই। গত আমন চাষের প্রথম দিকে বৃষ্টির খুবই অভাব ছিল। চিন্তান্বিত জমির মালিকরা ও কৃষকগণ তাড়াতাড়ি ও বেশি পরিমাণে জল পাবার আশায় অতি অন্যায় ও অবৈধভাবে ক্যানেলের জলপ্রবাহে নানারূপ বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। কয়েকশত স্থানে ক্যানেলের বাঁধ কেটে এবং বহুস্থানে ক্যানেলের বুকে শক্ত বাঁধ দিয়ে জলের স্বাভাবিক গতি রোধ করেছিলেন, এমনকি তাঁদের প্রয়োজনেরও বেশি জল নিজেদের মাঠে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কোথাও কোথাও কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের ওপর জুলুম পর্যন্ত করেছিলেন। তাঁদের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে সহানুভূতিশীল সরকার কোন কড়া ব্যবস্থা না করে যতটা সম্ভব বুঝিয়ে অবস্থাটা আয়ত্বে আনার চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু এই অনাচারের ফলে নিম্ন এলাকার কৃষকরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। জনগণ যদি নিজেদের খেয়াল খুসীমত ব্যবস্থা না করে জল সরবরাহের ভার সবটাই সরকারের হাতে ছেড়ে দিতেন তাহলে অপরিহার্য অসুবিধা ও ত্রুটিগুলির মধ্যেও সরকার যতটা সম্ভব সুষ্ঠুভাবে আরও প্রায় এক লক্ষ একরে জল দিতে পারতেন।

যার ফলে অন্নাভাবগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গে আরও প্রায় ১০।১২ লক্ষ মণ বাড়তি ধান ফলত। যার আনুমানিক মূল্য এক থেকে দেড় কোটি টাকা। জাতির এই বিরাট ক্ষতি সাধন যাতে ভবিষ্যতে নিবারিত হয় সেজন্য এই রাজ্যসরকার উপরোক্ত নতুন আইনে শাস্তিমূলক নিরোধ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন। আগামী চাষের মরসুমে যাতে এই ভাবের অনাচার না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং আবশ্যক হলে ঐ আইন ছাড়াও সাধারণ দণ্ডবিধি আইনের আশ্রয় নেবেন। আমি অতি বিনীতভাবে সেচ অঞ্চলের প্রতিনিধিগণকে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অন্যান্য

প্রতিষ্ঠানকে এবং বিশেষ করে জনসাধারণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে দুই আনাচারের পুনরাচরণের প্রতিরোধে এবং সুষ্ঠুভাবে সেচের জলের পরিবেশনে সরকারকে আন্তরিক সাহায্য করেন। সরকারকে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বাধ্য হতে না হয় তিলাইয়ার জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন ঠিক মত চলেছে। এই বছর মাইথনের জল-বিদ্যুৎ যন্ত্র চালু হয়েছে। আগামী বছর পাঞ্চেতের জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে বলে আশা করা যায়। বোখারোতে ১,৫০,০০০ কিলোওয়াট তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে, সেখানে আরও নতুন ৭৫,০০০ কিলোওয়াট বাড়ান হচ্ছে। দুর্গাপুরে নতুন ১,৫০,০০০ কিলোওয়াট তাপ বিদ্যুতের কারখানা তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে। এই সব কাজ শেষ হলে ডি ভি সি মোট ৩,৫২,০০০ কিলোওয়াট শক্তি যোগাতে পারবেন। সব কেন্দ্রগুলিকে পুরো দমে চালিয়েও চাহিদা মিটান যাচ্ছে না, খরিদদারের বরাদ্দ যোগান কমাতে হচ্ছে। নতুন যে উৎপাদনের আয়োজন হয়েছে ইতিমধ্যে নতুন চাহিদা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ডি ভি সির বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করছে বড় বড় লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, কয়লা, তামা ও অভ্রের খনি, রেলের ইঞ্জিন তৈরি ও টেলিফোনের কেব্‌ল তৈরির কারখানা, প্রভৃতি। আবার এই শক্তি কিনছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিহার সরকার, ভারতীয় রেলওয়েজ, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন প্রভৃতি। এই শক্তির সাহায্যে চলছে ছোট বড় বহু সংখ্যক কুটীর ও ক্ষুদ্র-শিল্প। বাংলা ও বিহারের বহু স্থানে এই বিদ্যুৎ শক্তিকে জমিতে সেচের কাজেও লাগান হচ্ছে। এই শক্তি বিক্রয় করে ডি ভি সি ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা আয় করেছেন, চলতি বছরে ১৯৫৮-৫৯ সালে ঐ আয় ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ হতে পারে। ১৯৫৯-৬০ সালে ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং ১৯৬০-৬১ সালের শেষে বার্ষিক ৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আয় হবে বলে অনুমান করা যায়। আশা করা যাচ্ছে যে ডি ভি সি-র নাব্য খালটির কাজ এই বৎসরের মাঝামাঝি নাগাদ শেষ হবে। এবং তাহার পর হতে এখানে নৌ চলাচল এবং মালবহন করা সম্ভব হবে। নৌ চলাচল ও মাল বহনের কোন পাকা-পাকি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সময় লাগবে। কিন্তু যতে সঙ্গে সঙ্গেই এই নতুন খালটিকে কাজে লাগানো যায় সেজন্য ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন যে প্রথম ৫ বৎসর তাঁরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনা মাশুলে এই খালে মাল বহনের সুবিধা দিবেন। আর কি উপায় অবলম্বন করলে জনসাধারণ এই খালকে কাজে লাগাবার জন্য আকৃষ্ট হন, তাহা এখন ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে। ডি ভি সি-র নাব্য খাল দামোদর ভ্যালিকে কলিকাতার বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। ফারাক্কায় গঙ্গা ব্যারেজ তৈরি হলে এই অঞ্চল নদী পথে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। কলিকাতা বন্দর থেকে জলপথে ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতর দিয়েই উত্তর-পূর্ব আসাম পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপনের তথ্যানুসন্ধানও শুরু হয়ে গেছে। ডি ভি সি থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎউৎপাদন ও জলসেচ ব্যতীত ভূমিক্ষয় নিবারণ, বন সৃজন, মাছের চাষ, মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বহু প্রকারের যে সব কাজ হচ্ছে ও হবে তার বিশদ বিবরণ গত কয়েক বৎসরের বাজেট আলোচনায় বলেছি, তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ এক বাক্যে বলেছেনে যে দামোদর উপত্যকার উন্নয়নের যে সম্ভাব্যতা আছে তাতে এই অঞ্চল একদিন ভারতের রূঢ়ে পরিণত হতে পারবে। সেই কল্পনাকে সার্থক করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন ডি ভি সি। পশ্চিম বাংলার মধ্যে দুর্গাপুর অঞ্চলের জঙ্গল এলাকা অদূর ভবিষ্যতে শব্দমুখর কর্মচঞ্চল বিরাট এক শিল্পাঞ্চলে পরিণত হতে চলেছে।

কতকগুলি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শ্রমিক কর্মচারীদের ছাঁটাই বা কর্মচ্যুত করার প্রয়োজন হয়। অংশীদার সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মচ্যুত অধিকাংশ কর্মচারীরই কর্ম সংস্থান করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪,৫৭৭ জন কর্মচ্যুত কর্মচারীর মধ্যে ৩০০ কর্ম সংস্থান করার কাজ বাকী ছিল।

আমি আশা করি এই বিধান সভা ডি ভি সির এই ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করবেন।

(All the cut motions were then taken as moved.)

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head '80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head '80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that demand of Rs. 6.90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head '80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand f Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head '80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand f Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head '80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Sj. Khagendra Kumar Roy Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand f Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head '80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Sj. Pravash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand f Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head '80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand f Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head '80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir I beg to move that the demand f Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head 0A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100.

Mr. Speaker: There are nearly 17 speakers on the Opposition side, and on the Government side and I would request the honourable members not o ask for extra time as otherwise they would have to sit late.

4—10—4-20 p.m.]

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সময় কম বলে আমি আমার বক্তব্য প্রধানতঃ ডি ভি সির উপর কন্দ্রীভূত রাখব। আমি আশা করেছিলাম যে গত বছর ডি ভি সি যে বছর প্রথম দুর্গাপুর ্যারেজ থেকে সেচ ব্যবস্থা চালু করে তার শোচনীয় ব্যর্থতা যা সেখানে প্রকাশ পেয়েছে—যেটা াজকে বর্ধমানের ব্যাপক এলাকার লোকের কাছে বাস্তব অভিজ্ঞতা—সে সম্বন্ধে এইখানে বায়-রাদ্দ উত্থাপন করতে গিয়ে মন্ত্রী মহাশয় খানিকটা মডেস্ট হবেন। কিন্তু আশ্চর্য তিনি তা না রে [illegible] ভাবে সেই শোচনীয় ব্যর্থতাকে তাঁর ভাষার লালিত্য দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেছেন

এবং এ বিষয়ে সমস্ত দোষ তিনি অসহায় জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে একটা জিনিস তাঁকে অনুভব করতে হবে যেটা আজ প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ অনুভব করেছেন যে They have made too many commitments on too little work.

কথাটা হচ্ছে এই যে বর্তমানে যে বারিপাত আছে সেই বারিপাতে যেটুকু জল তাঁরা পেতে পারেন তার দ্বারা সারা বছর হাইড্রো-ইলেকট্রিকের জন্য জল ধরে রাখতে হবে, ন্যাভিগেশনের জন্য জল রাখতে হবে. সেচের জন্য জল দিতে হবে, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাবলিশমেন্টকেও জল দিতে হবে। কিন্তু এতগুলি দেওয়া সম্ভব কি না সেটাই আজ সেখানে প্রশ্ন। এবং সেদিক থেকে আমরা মোটেই চিন্তা করিনি। দ্বিতীয়তঃ আজ তাঁদের এটা স্মরণ রাখা উচিত যে কতটা জল তাঁরা ১৯৫৮ সালে দিতে পেরেছেন। আমি জানি যে সঠিক তিনি এ বিষয়ে বলতে পারবেন না, কারণ এ সম্পর্কে কোন তথ্য তাঁর কাছে নেই। এসম্পর্কে ৩টা তথ্য তিনবার এখানে পরিবেশিত হয়েছে। ডি ভি সি প্রথম ঘোষণায় বলেন যে পুরানো যে সেচ এলাকা ছিল পুরানো দামোদর ও ইডেন তাতে প্রায় ২ লক্ষের মতন জমিতে জল দিত এখন তার উপর প্রায় ৪২ লক্ষ একর জমিতে জল দিতে হবে। কিছুদিন আগে ডি ভি সির বর্তমান চেয়ারম্যান মিঃ সেনোয়, একটা প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে গত ১৯৫৮ সালে তাঁরা নাকি ৪ লক্ষ ৮০ একর জমিতে জল দিয়েছেন কিন্তু এবার মুখ্যমন্ত্রীর বাজেটে বক্তৃতা খুলে দেখলেই দেখবেন যে সেখানে আছে অতিরিক্ত ২ লক্ষ ১০ হাজার একর জল দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ২ লক্ষ ১০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৮০ হাজার পর্যন্ত ভ্যারি করছে, সঠিক কোন ভিত্তি নেই। দ্বিতীয়তঃ জল কি পরিমাণে দেওয়া হয়েছে এবং কখন দেওয়া হয়েছে? একটা কথা একজন বলতেন যে আমার মর্নিং ওয়াক করার অভ্যাস আছে—সেই মর্নিং ওয়াক সকাল ৬টায় হোক আর দুপুর ১২টায় হোক। সেই রকম জল আষাঢ় মাসে দেওয়া এক জিনিস, শ্রাবণের মাঝামাঝি দেওয়া এক জিনিস আর শ্রাবণের শেষে দেওয়া এক জিনিস। সেজন্য জল কখন দিয়েছেন এবং কি পরিমাণ দিয়েছেন এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আগস্ট মাসের ১লা থেকে আরম্ভ করে ৩১এ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে কত কিউসেক জল দিয়েছেন তার হিসাব আমার কাছে আছে। যেখানে অন্ততঃপক্ষে এক কিউসেক জলে ৯০ একরে সেচের ব্যবস্থা হয় সেখানে তাঁদের ঘোষিত ৪॥ লক্ষ একরের জন্য ৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া দরকার কিন্তু ১৫শো, ১৬শো, ২০শো, ২১শো, ২২শো পর্যন্ত ছাড়া হয়েছে, মাত্র একদিন ২৫এ আগষ্ট তারিখে ৫.০০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল। সেজন্য বলছি যথাসময়ে ও উপযুক্ত পরিমাণে. সুষ্ঠুভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার কিন্তু সেদিক দিয়ে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া গেছে এটা অস্বীকার করলে চলবে না। প্রথম যখন ডি ভি সি জল ছাড়ে—প্রথমে যে ব্রেক অফ্ হয় সেটা কোন লোকে করে নি, তাঁদেরই জলের চাপে ভেঙ্গে গিয়েছিল তাঁদের ব্যাঙ্ক কনসলিডেটেড হয়নি বলে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনারা কি করলেন মার্চ থেকে আরম্ভ করে মে পর্যন্ত—একথা বলার প্রয়োজনীয়তা আছে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত মোস্ট ভাইটাল মানথস। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে ডি ভি সি এবং আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের ইরিগেশন ইঞ্জিনীয়ারেরা ইমারজেন্সী ওয়ার্ক করার দিকে মোর ইন্টারেস্টেড কারণ তাতে অনেক সময় সুবিধা হয় কিন্তু নর্মাল টাইমে সময় থাকতে সেখানে যাতে এই সমস্ত ব্যাঙ্ক কনসলিডেটেড হয়, রেগুলেটরগুলি ঠিকমত চলে, ডিস্ট্রিবিউটরী পাইপগুলি যাতে ঠিকমত চালু হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য করা হয় নি। আমি ক্যানেলের ধারে ধারে ঘুরে দেখেছি জল যে জমিতে যাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটরী পাইপ দিয়ে—সেই ডিস্ট্রিবিউটরী পাইপ জলের থেকে অনেক উঁচু লেভেলে রয়েছে।

[4-20—4-30 p.m.]

ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ এখানে অনেকে আছেন. তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে এসে বলুন—যে ডি ভি সি যখন তাঁরা পুরানো দামোদর ক্যানেলের রিমডেল করে ডি ভি সির সথে ইনটিগ্রেট করেছেন তখন কি তাঁরা প্রতি বৎসর যেমন যেমন কিউসেক বাড়িয়ে যাবেন তেমন তেমন অ্যাডজাস্ট-এবল ডিস্ট্রিবিউটরী পাইপএর ব্যবস্থা করেছেন, না ডিস্ট্রিবিউটরী পাইপ শেষকালে যে ১১ হাজার কিউসেকএর মত জল দেবেন সেই অনুযায়ী সেই কোল্ড ডিসচার্জ অনুযায়ী তার ডিস্ট্রিবিউটরী পাইপ সেট করেছেন? তা যদি হয় তা হলে তার চেয়ে কম জল কম ডিসচার্জ দিয়ে কেমন করে

যেতে পারে? এই হল একটা কথা। এই সূত্রে একটা প্রশ্ন আছে ডি ভি সি চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছিলেন প্রেস কনফারেন্সে যে এই বছর ১৯৫৯-৬০তে তাঁদের প্রস্তাবিত ১০ লক্ষ একরে জল দেবেন। অথচ বাজেট বক্তৃতায় দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে, এই বছর অতিরিক্ত ৩ লক্ষ ১০ হাজার একরে জল দেওয়া যেতে পারে—কোনটা সত্য? প্রশ্ন হচ্ছে, কোন রকম ভুল ধারনা সৃষ্টি করবেন না—যা পারবেন না তা আগে থেকে ঘোষণা করে রং এক্সপেকটেশন সৃষ্টি করবেন না—সেটা আরো মারাত্মক জিনিস হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বড় ঘোষণার চেয়ে বরং মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করুন, সমস্ত লোক লাগিয়ে কাজ করান, প্রয়োজন হলে কন্ট্রাক্টর ছেড়ে দিয়ে ডিপার্টমেন্টএর লোক এনগেজ করে কাজ করুন। আজকে ডিলায় কারখানাতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, ডিপার্টমেন্টএর লোক দিয়ে কম খরচে কাজ তাড়াতাড়ি হতে পারে। এসব করে এব্যারে যাতে ম্যাক্সিমাম পসিবল ইরিগেটেড ওয়াটার দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন—এসব ব্যবস্থা করে তারপর ঘোষণা করুন এতদিতে পারলাম। তা না হলে আগে ঘোষণা করবে তারপর কোন ব্যবস্থা করবেন না, শেষে টেন্ডার কল করবেন, টেন্ডার মত কাজ করবেন—এসব করলে হবে না। এই হচ্ছে একটা প্রধান জিনিস—এটা লক্ষ্য করা দরকার। আমি সেখানে নিজে দেখেছি কত জল সেখানে ওয়েস্টেজ হয়েছে—আপনাদের ফিল্ড চ্যানেল নাই। কিছুদিন আগে কমিউনিটি প্রজেক্টএর ব্যাপারে আলাপ করার জন্য ইউ এন ও থেকে কয়েকজন এগ্রিকালচারাল এক্সপার্ট এসেছিলেন—তাঁরা অল্প সময় থেকেও এই জিনিস লক্ষ্য করে গিয়েছেন যে, সাফিসিএন্ট ফিল্ড চ্যানেল না থাকার জন্য এই জিনিস হচ্ছে না। এদিকে কোন লক্ষ্যই দেওয়া হয় নি সেজন্য এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ঘোড়ায় চড়া শিখতে হত, যাতে তাঁরা সুদূর পল্লীতে যেতে পারে—আর আজকে আমাদের দেশবাসী অফিসাররা জীপ ছাড়া একপা যেতে চান না— এবং জীপ যেখানে যায় না, তাঁরাও সেখানে যান না। এসব করলে হবে না সেজন্য আজকে প্রতিটি জায়গায় গিয়ে দেখতে হবে, শুধু এখানে এসে বললে হবে না দুর্গাপুরে জল ছেড়েছি, জল সব জায়গায় গিয়ে পৌছাবে। আপনাদের জলের অনুসরণ করে দেখতে হবে কোথায় ওয়াটার লগিং হচ্ছে, কোথায় জল ওয়েসটেড হচ্ছে, কেন হচ্ছে এবং কি তার রেকটিফিকেশন। কোন নোট নিয়েছেন আপনি—৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ডি এম-এর ওখানে যে মিটিং হয়েছিল তাতে আমি অনেকগুলি কনক্রিট সাজেশন দিয়েছিলাম—সেখানে আমি বলেছিলাম এ বছর কোথায় আপনাদের ডিফেক্ট এবং কি করে রেকটিফিকেশন হবে, এসব জিনিসের আগে ব্যবস্থা করা দরকার—তার কি কোন কিছু করা হয়েছে। এ জিনিসগুলি যদি না করেন তাহলে কোন-কিছুই হবে না। আজকে শুধু আকাশের জল দেখালে হবে না। আমি টিউব-ওয়েলএর কথা বলছি না। আমি এখানে বলতে পারি উত্তর চীনে হোয়াংহু নদীর পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন তাঁরা সেখানে ফ্লাড প্রুফ অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য এলাবরেট নেট ওয়ার্ক অব চ্যানেল সিসটেমএর সাথে সাথে ইন্টিগ্রেট করেছেন পুকুর, ওয়েলকে এবং তাঁরা সেখানে দেখিয়েছেন ২৭০ দিন জল হয় নি [illegible] এবং সেই পরীক্ষায় তাঁরা পাস করেছেন এবং ১৯৫৮ সালে জল না হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আপনাদের মতো প্রোডাকশন কমেনি, ক্যানেল অঞ্চলে ৫০ পারসেণ্ট প্রোডাকশন বেড়েছে—এই রকম ভাবে তাঁরা ইন্টিগ্রেট করেছে। ডি ভি সিতে যদি ৩৮ কোটি টাকা খরচ করে থাকেন, আপনার কম্যান্ড এরিয়ায় ডি ভি সি-র কর্তব্য সেখানে আরো ৮।১০ কোটি টাকা খরচ করে গ্রেটার সুটেবল পুকুর হোক, কুয়া হোক, এই সমস্ত জিনিস করতে হবে। সুন্দরবনের কথায় জ্যোতিবাবু বলেন নি যে, বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে—কেউ একথা বলেন নি। সেদিন যখন সারের কথা বলেছিলাম—তাঁরা সিন্দ্রির মত কারখানাও করছে, তার সাথে সাথে নাইট সয়েল থেকে আরম্ভ করে গারবেজ প্রত্যেকটা জিনিস করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে গ্রামাঞ্চলের এমপ্লয়মেন্টের সঙ্গে ইরিগেসন ইনটিগ্রেট করতে হবে। আমাদের যে জমি আছে তাতে ডবল উৎপাদন করা যায় যদি সেচের ব্যবস্থা থাকে এবং সারের ব্যবস্থা করা যায়। সেদিক থেকে অনেক লোককে এমপ্লয়মেন্ট দিয়ে এনগেজ করতে পারেন। সেজন্য বলছি, আজ যদি সেই সমস্ত এলেকায় হাজার হাজার লোককে এমপ্লয়মেন্ট দিতেন, যদি পরিপূরক হিসাবে কমপ্লিমেন্টারী হিসাবে যদি ব্যবস্থা করতে পারতেন তা হলে আকাশের জল না হলেও পাতালে যে জল আছে তা দিয়ে রক্ষা করতে পারতেন। এইটাই হওয়া উচিত—আমি যে কম্যান্ড এরিয়া নিয়েছি আজকে বিজ্ঞানের যুগে আকাশের হোক, পাতালের হোক, যে জল আছে সেই জল নিয়ে স্থানীয় লোককে জলের ব্যাপারে অ্যাসিওর করব—এই মনোভাব নিয়েই কাজ করা উচিত। কিন্তু

ক্যানাল করবার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। তারপর যে প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে সেটা হচ্ছে ১২ কোটি টাকা খরচ করে ৮৪ মাইল এই নেভিগেশন ক্যানাল করার কি যৌক্তিকতা আছে। এটাকে নেভিগেশন-কাম্-ইরিগেশন করা হয়েছিল, কিন্তু ইরিগেশনএর দিক থেকে এটা ডিফেক-টিভ। আজকে এটা যে কোন লোক স্বীকার করতে বাধ্য। এবং সেদিক থেকে মিঃ সেনানায়ক বলেছেন এবং ডি ভি সি অথরিটিও এটুকুর উপরি ব্যাঙ্ক করছেন যে, নেভিগেশন চ্যানেল থেকে পেজেন্টরা ইরিগেশন ওয়াটার নেবে না। অতএব তাদের সম্মান রক্ষা হয়ে যাবে। নেভিগেশনএর দিক থেকে অসুবিধা হচ্ছে কি, প্রত্যেকটা স্লুইস গেট অপারেট করতে অন্ততঃ দশ মিনিট সময় লাগে এবং সেখানে এমনভাবে ৩টা স্লোপএর ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং একটা স্লোপ থেকে আরেকটা স্লোপএ এত তাড়াতাড়ি নামান হয়েছে যে, সেখানে যদি আপস্ট্রিমএ কোন নৌকা নিয়ে যেতে হয় তাহলে তার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যেটা প্রধান জিনিস, যেখানে জি টি রোড হয়েছে, যেখানে ইলেকট্রিফিকেশন হয়েছে, যেখানে এক্সপ্রেস ওয়ে হওয়ার জন্য টাকা খরচ হচ্ছে সেই এলেকায় কার জন্য করছেন—একমাত্র হতে পারে যেখানে ওয়াগন সর্টেজ আছে সেখানে কয়লা ট্রান্সপোর্টএর জন্য—কিন্তু কয়লার মালিকদের সংগে কি পরামর্শ করেছেন। আমি তাঁদের সংগে আলাপ করেছি—তাঁরা বলেছেন, কয়লার যা খরচ লোডিং অ্যান্ড আনলোডিংএ সেই খরচ হবে এবং যতবার লোডিং অ্যান্ড আনলোডিং করতে যাবেন ততই কয়লা ভাংগবে এবং নষ্ট হবে। কোল মাইনস থেকে কয়লা ওয়াগন করে অন্ডালে চলে আসে, অথচ দুর্গাপুরে একবার বোঝাই করবার জন্য আরেকবার নামাবার জন্য—এই ধরনের পরিকল্পনা কে করল? এবং ওয়ান অফ দি বেস্ট ল্যান্ডস এবং তার জন্য যে হিউজ অ্যামাউন্ট খরচ এবং ভাল জমি কেন আপনারা নষ্ট করছেন? আমি জিজ্ঞাসা করি সাইমালটেনিয়সলি এতগুলি কাজ আপনারা কিভাবে করবেন? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আজকে সকলেই স্বীকার করছেন ভুড্উইন সাহেবের যে পরিকল্পনা ছিল সেই একটি জিনিসই করা উচিত—আমি একথা অ্যাসেমব্লীতে বারবার বলেছি এবং যোগেনবাবু তাঁর আর্টিকলএ এটা স্বীকার করেছেন। গত বছর যখন ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার কিউসেকএর মতো বৃষ্টি হয়েছিল তখন আপনারা কোন মতে রক্ষা পেয়েছেন।

ডি ভি সিতে অনেক লোক দীর্ঘদিন কাজ করেছে, তারা কুশলী লোক, দক্ষতা অর্জন করেছে আজ তাদের মাথার উপর ছাঁটাইয়ের খড়্গ ঝুলছে। ড্যামএর কাজটা ইমিডিয়েটলি হাতে নিন, অন্ততপক্ষে তাতে ওয়াটার সাপ্লাইএর দিক থেকে সুবিধা হবে, ফ্লাড কন্ট্রোল কাজটা মোর অ্যাসিওর্ড হবে এবং এতগুলি লোকের এমপ্লয়মেন্টএর সুবিধা হবে। এখানে অ্যাফর্স্টেশন-এর কথা আসে, কিন্তু সে কথায় আমি নাই বা গেলাম। আর একটি কার্য বড় জিনিস—হোল বেলট্ যেটা সেখানে একবার যদি বৃষ্টি হয় তাহলে অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য আজ ইরিগেশন এবং ড্রেনেজ এ দুটোকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে এবং টোপোগ্রাফির দিক থেকে সেটা আপনারা করতে যাচ্ছেন এবং যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সেদিক থেকেও এবিষয়ে কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না। লোয়ার দামোদর রিজিয়নএর যে সমস্যা রয়েছে সে সম্বন্ধে অন্ততঃ একজন শ্রী হাতি লোকসভায় বলেছেন—

"It is well-known that several problems arise in the lower reaches of the river after construction of the dams. In the present case the problems are further complicated by the tides in the lower reaches. It is, therefore, difficult to forecast the actual problems that would crop up in this area after the completion of the Damodar Valley Project. It would, therefore, be necessary, to have a proper control so as to co-ordinate the activities of the different authorities concerned.

A Board to be called the 'Lower Damodar Conservancy Board' be set up with the representatives of the Government of West Bengal, Calcutta Port Commissioners and the Damodar Valley Corporation. The functions of this Board will be".

এখনও এই বোর্ড কেন হচ্ছে না, কবে এটা হবে। এই কাজটা তো এখুনি সিরিয়াসলি টেক আপ করা উচিত এবং তা যদি না করা হয় সব দিক থেকেই অত্যন্ত ক্ষতি হবে।

আর একটি প্রশ্ন এই সূত্রে বলে যাচ্ছি। মোটা [illegible] ড্রেনেজ সমস্যার সব চেয়ে ব কথা গঙ্গার সমস্যা, কারণ, গঙ্গা হচ্ছে দি আলটিমেট আউটফল অফ অল্ রিভার্স। কিন্তু সে গঙ্গা ব্যারেজ কোথায় গেল, কোন সমুদ্রে তলিয়ে গেল? তা ছাড়া আর একটি কথা বলি—ব্রী সম্পর্কে অনেকে মনে করছেন এটা অহেতুক করা হচ্ছে, কিন্তু মোটেই তা নয়। বহু জায়গা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দেখবেন মাঠ এক জায়গায় গ্রাম এক জায়গায়—সেখানে ব্রীজ করবার কথা হে ছোট ছোট ছেলেদের প্রতিদিন স্কুলে যেতে হবে। সেখানে এই প্রশ্ন উঠল—

D.V.C. Engineer, District Magistrate, Development Council, Developmen department, Development Commissioner

বর্ধমানে বসে দীর্ঘ ৩।৪ ঘণ্টা আলোচনা করে কয়েকটা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, কিন্তু তার প ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বলল আমাদের টাকা নেই, কি করে হবে। মন্ত্রী মহাশয়কে একথ জানালে তিনি বললেন ডেভেলপমেন্ট কমিশনারএর একথা বলা উচিত হয়নি। তাহলে হবে কি ভরতপুরে যে সত্যাগ্রহ হচ্ছে তার কারণ কি? সেখানে পাঁচ ফুট চওড়া ব্রীজ করা হচ্ছে, চাষীর বলছে আট ফুট চওড়া করে কেটে বের কর নতুবা চাষের সময় অসুবিধা হয়, ধানের গাড়ী ঘুরি আনতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু কিছুতেই তা এরা করবেন না। তাই বলছি ডি ভি সি আমাদে জীবনে যেখানে যেখানে ডিসরাপশন এনেছে সেই ডিসরাপশন বন্ধর চেষ্টা করতে হবে। তা ছাড় সেখানে সেচের সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে, করের দিক থেকে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় ইন্ডিয়ান কমিটি অফ রিসার্চ যা বলেছেন সেটা লক্ষ্য করেছেন—তাঁরা বলেছেন যে মোট খরচ তুলে নিতে হবে এটা কখনও হওয়া উচিত নয়। আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেচমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের নদী, নালা, খাল, বিল জলা জায়গা, বাঁধ প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ বিবরণী পেশ করেছেন এবং সেই প্রসংগে তিনি একথাও বলেছেন যে বড় বড় নদী পরিকল্পনা করার জন্য অনেক ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনা এবং জল নিকাশের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। বাংলাদেশের যে কয়েকটি জেলাতে বড় বড় সেচ-পরিকল্পনার দ্বারা সাহায্য পাওয়া যাবে, সেই সমস্ত এলাকার লোকেরা আংশিকভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত এলাকায় কোন রকম জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, কোন রকম খাল সংস্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, কিম্বা বাঁধ সংস্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, কিম্বা জমিতে জল সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে না, সেই সমস্ত এলাকার লোক সেচমন্ত্রী মহাশয়ের এই বাজেটে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। অধ্যক্ষ মহাশয়, যদি আপনার এলাকার কোন লোক ব্যাধিতে ভুগতে থাকে এবং সেই ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা না পায় তাহলে সে যেমন সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে না, ঠিক তেমনি যে সমস্ত এলাকার লোক জলের অভাবে জমির সদ্ব্যবহার করতে পারে না তারা সেচমন্ত্রী মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কখনও সন্তুষ্ট হতে পারে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সেচ সংক্রান্ত বহু সমস্যা রয়েছে। এক এলাকার সমস্যা সমাধান হচ্ছে বলে আর একটা এলাকার সমস্যাগুলি উপেক্ষিত হতে পারে না। যদি উপেক্ষিত হয় তাহলে সেই এলাকার লোক কখনও সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারে না।

আমার মনে হয় বাংলাদেশে, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলাতে ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার যে সমস্ত দাবী নিয়ে এই বিধানসভায় বিভিন্ন সময় প্রশ্নের মারফতে কিম্বা বাজেট বরাদ্দের সময় কাট মোশনএর মাধ্যমে মেম্বাররা আলোচনা করেন, সেই সমস্ত দাবীগুলির পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে এবং সেই দাবীগুলি অত্যন্ত জরুরী। এই সমস্ত জরুরী দাবী অনেক সময় অগ্রাহ্য করে, অগ্রাধিকার না দিয়ে, বড় বড় সেচ-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, এই আশায় যে, বড় বড় সেচ-পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে হয় ত বাংলাদেশে কৃষির সমৃদ্ধি ও ফসল উৎপাদন করার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কথা আপনার সামনে উত্থাপন করতে চাই। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাতে প্রায় ১৬ কোটি টাকা খরচ করা হয়ে গিয়েছে। এই পরিকল্পনা করার সময় বলা হয়েছিল যে

খারিফের সময়, অর্থাৎ ধান চাষের সময় প্রয়োজন মত যথেষ্ট জল পাওয়া যাবে। ১৯৫৭ সালে ২৭এ ফেব্রুয়ারি এই বিধানসভায় বাংলার গভর্নর যে অভিভাষণ দেন, সেই অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাতে এক বছরে সাড়ে তিন লক্ষ একর জমিতে জল সেচ দেওয়া হয়েছে আর সেই সময় গভর্নরের অভিভাষণ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করে বলেছিলাম এই স্বল্প পরিমাণ সেচ অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক এবং যে আশা নিয়ে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল, সেই আশা পূর্ণ হয়নি। স্যার, আবার এ বছর গভর্নর ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর অভিভাষণে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন এই ময়ূরাক্ষীতে এ বৎসর খারিফ সিজনএ মাত্র ৩ লাখ ৬২ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া হয়েছে। গত বছর জল দেওয়া হয়েছিল ৩ লাখ ৫০ হাজার একর জমিতে আর এ বছর জল দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ৬২ হাজার একর জমিতে। স্যার, কি শোচনীয় রেকর্ড, কি নৈরাশ্যজনক রেকর্ড। ছয় লক্ষ একর জমিতে জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও আশা দিয়ে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে এবং তার জন্য বহু টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে। সেখানে বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ ছয় বছর পরে শুনতে হচ্ছে—এই পরিকল্পনার দ্বারা যে পরিমাণ জমিতে জল দেবার কথা ছিল তার শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র জমিতে দেওয়া হয়েছে—আর বাকী জমিতে জল সেচ কিছুই দেওয়া হয়নি। স্যার, এত গেল ধান চাষের সময়ের কথা। রবিশস্যের সময় জল দেবার কথা যদি বলি তাহলে হাসি সম্বরণ করতে পারবেন না। আমরা বরাবর শুনে আসছি সরকারের তরফ থেকে যে ১ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমিতে রবিশস্যের জল দেওয়া হবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখছি মাত্র ৫০০ একর জমিতে তাঁরা জল দিতে সক্ষম হয়েছেন। স্যার, আমি যতদূর সম্ভব খবর নিয়ে জানতে পেরেছি—এ বছরও ৫০০ একরের বেশী জমিতে জল দেওয়া হয় নি। এই যদি সেচ বিভাগের কৃতিত্ব হয়, তাহলে সব জায়গায় ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনাকে স্থগিত রেখে বৃহৎ পরিকল্পনার জন্য এত অর্থ ব্যয় করার কি সার্থকতা আছে? বাংলার বিভিন্ন জেলাতে চাষের সুবিধার জন্য ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার অগ্রাধিকার কেন দেওয়া হবে না? যে পরিমাণ টাকা বড় বড় সেচ পরিকল্পনায় ব্যয় হচ্ছে সেই তুলনায় রিটার্ন অত্যন্ত কম পাওয়া যাচ্ছে।

স্যার, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ৫০০ একর জমিতে মাত্র রবিশস্যের জন্য জল দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ শতকরা একভাগেরও অর্ধেক পরিমাণ জমি রবিশস্যের জন্য জল পায় না। স্যার, এইটা যদি সেচ বিভাগের কৃতিত্ব হয়, মাননীয় অজয়বাবু যদি এতে সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি থাকতে পারেন কিন্তু আমরা কখনও এই পরিকল্পনার গুণগান করতে পারি না। আমরা জানি যে উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল এবং যে সকল ইঞ্জিনীয়ার্সরা এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা কোন দিক দিয়ে নিজেদের কাজের ত্রুটি রাখেন নি বা কাজের গাফিলতি করেন নি কিন্তু সেচের জলের ব্যবহার সম্বন্ধে সেচ বিভাগ যে অপদার্থতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে আসছে সেটা বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত আতঙ্কের বিষয়। আমরা জানি না আরো কতদিন লাগবে যখন আমরা বাংলা সরকারের কাছ থেকে শুনতে পাবো যে, নদী পরিকল্পনায় জলের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে। আমরা জানতে চাই সেচমন্ত্রীর কাছ থেকে আজ যে রেটএ বৃহৎ নদী পরিকল্পনার সেচের জলের সদ্ব্যবহার হচ্ছে এই রকমভাবে যদি কাজ চলতে থাকে তাহলে, স্যার, ৫০ বৎসরের মধ্যেও কি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাতে যে পরিমাণ সেচ দেবার কথা ছিল সেই পরিমাণ সেচে আমরা পৌঁছাতে পারবো? স্যার, গভর্নরের অভিভাষণে আমরা অত্যন্ত চতুরতার লক্ষণ দেখি যে, রবিশস্যের সেচের কথার কোন উল্লেখ থাকে না। অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় কি পরিমাণ রবিশস্যের জন্য সেচ দেওয়া হচ্ছে আমাদের জানবার কোন উপায় নেই। মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় যে দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করলেন সেই বিবৃতির মধ্যেও আমরা জানতে পারলাম না যে সত্যি সত্যি এই সমস্ত বড় বড় নদী পরিকল্পনার জল কত একরে কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে। স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এই দুঃখের কথা আগেও আমাকে এই বিধানসভায় প্রকাশ করতে হয়েছিল এবং আমি ময়ূরাক্ষী এলাকার লোক হিসাবে আজও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই কথাই প্রকাশ করতে চাই। কেন জলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয় না এই কৈফিয়ৎ আমরা চাই। টাকার মঞ্জুরী ব্যাপারে বিধানসভা কোনদিন কার্পণ্য করেনি, বছরের পর বছর যে টাকা মন্ত্রী মহাশয় মঞ্জুরী চেয়েছেন এই বিধানসভা সেই টাকা মঞ্জুরী দিয়েছে। জনসাধারণ সহযোগিতা করবার জন্য প্রস্তুত। আমি অত্যন্ত খুশি হবো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিধানসভায় বলতে

পারেন যে ময়ূরাক্ষী অঞ্চলের লোক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয় এবং যদি তিনি বলতে পারেন যে কোন্‌ক্ষেত্রে তিনি সহযোগিতা চেয়েছেন এবং কোন্‌ক্ষেত্রে তিনি সহযোগিতা পান নি। আমি যতদূর জানি, স্যার, এই এলাকার লোক জলের জন্য লালায়িত। আমি যতদূর জানি স্যার, ঐ এলাকার লোক জলের জন্য সকল রকম সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত; কিন্তু সহযোগিতা চাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। সরকার নিজের কতকগুলি কর্মচারী দ্বারা কাজ করেন গতানুগতিক পদ্ধতিতে। জনসাধারণের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ করলে, জনসাধারণকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করলে ময়ূরাক্ষীর সেচের জলের সদ্ব্যবহার হতে পারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলি তিনি অবিলম্বে সেই কাজে মনোনিবেশ করুন। তা না হলে জনসাধারণের অর্থের এবং সেচের জলের এতবড় অপচয় আমরা কল্পনাও করতে পারি না। স্যার, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ঋণের সম্বন্ধে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ১৬ কোটি টাকা এই পরিকল্পনার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ৫ কোটি টাকা ক্যানাডা সরকার সম্পূর্ণরূপে দান হিসাবে দিয়ে দিয়েছে। যে ৫ কোটি টাকা ক্যানাডা সরকারের দান হিসাবে দান করেছে বাংলা সরকার সেই ৫ কোটি টাকাও ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করতে চান। ক্যানাডা সরকার ৫ কোটি টাকা দান করলো, এই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার জন্যে আর সেই দানের টাকা ঋণ আদায়ের ন্যায় বাংলা গভর্নমেন্ট ঐ অঞ্চলের লোকদের কাছ থেকে আদায় করতে চাচ্ছেন। এই প্রবৃত্তি বাংলা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক।

[4-40—4-50 p.m.]

আমরা চাই যে বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই ৫ কোটি টাকা সম্বন্ধে বোঝাপড়া করুন। আমরা শুনতে পাই যে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ টাকা আদায় করতে চান বাংলা সরকারের কাছ থেকে। স্যার, আমি এটা জানতে চাই যে ময়ূরাক্ষী নদীর জলে ৬ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচ দেওয়া হবে বলে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি সরকার রাখতে পারবেন কি না? বহু ইঞ্জিনীয়ারএর কাছ থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি যে ৬ লক্ষ একরে সেচ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অতিরঞ্জিত এবং কোনদিনই এই ৬ লক্ষ একর জমিতে সরকার জলসেচ দিতে পারবেন না। এই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ ধাপ্পা এবং এর মূল গলদ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে ব্যাড্ ক্যালকুলেশন। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ পরিমাণ যে জল দেওয়া যেতে পারে তাতে সেচ হতে পারে ৪½ লক্ষ একর জমি। তার বেশী সম্ভবপর হতে পারে না। সেচের এলাকা বাড়ানর জন্য ময়ূরাক্ষী অঞ্চলে বহু ছোট ছোট খাল খননের কাজ সরকারকে করতে হবে এবং শুনতে পাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমস্ত কাজে হাত দেবেন। অনেক জায়গায় বর্তমানে ক্যানেলের জল পৌঁছে না। নানা স্থানে ছোট ছোট ক্যানেলের অল্প টাকা খরচ করে কাটা হলে সেচের এলাকা অনেক বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার আর একটা দিক উল্লেখ করি। অনেক দিন হয় পরিকল্পনার বড় বড় কাজ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এই পরিকল্পনা বাবত এখনও অকারণ বহু খরচ বহন করা হচ্ছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রাখার আর কি প্রয়োজন আছে? ময়ূরাক্ষী অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিস রাখার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বর্তমানে নাই, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ারএর যে কাজ ময়ূরাক্ষীতে আছে, সে কাজ অনায়াসে চলে যেতে পারে ইরিগেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা। ময়ূরাক্ষী অ্যাডমিনিস্ট্রেটরএর মাইনে তিন হাজার টাকা। ইনি রিটায়ার্ড লোক। তাঁর কোনই প্রয়োজনীয় কাজ নেই। অকারণ এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরএর মাইনের জন্য জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের চাপ বাড়ছে। স্যার, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার আর একটি কথা উল্লেখ করি। অনেক জমি রিক্লামেশন করা হয়েছে সাঁওতাল পরগনার মধ্যে, সেই সমস্ত জমিতে কোন রিসেটেলমেন্ট হচ্ছে না। সেখানে কর্মচারীরা বসে বসে মাইনে খাচ্ছে এবং অকারণ এই পরিকল্পনার টাকা নষ্ট হচ্ছে। স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে এই রিক্লামেশন ওয়ার্কএ যারা নিযুক্ত লোক তাদের কাজ যখন শেষ হয়েছে তখন অকারণ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার হিসাবে যেন এ খরচের বোঝা চাপান না হয়। একটা কথা ট্যাক্স সংক্রান্ত ব্যাপারে বলা প্রয়োজন। আমরা দেখছি যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সফল হবার পথে মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে অত্যধিক হারে ট্যাক্স নির্ধারণ। [illegible] ট্যাক্স সংগ্রহের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। [illegible]

ক্যানালগুলো ঠিকভাবে 'মেনটেন' করেন না। [illegible] এলাকার লোক এবং বর্ধমান এলাকার লোক জানেন যে, গত বৎসর 'মেন ক্যানাল' ঠিকভাবে 'মেনটেন' করা হয় নি বলে ভরতপুর থানার লোক জল পায় নি। বর্ধমানের কেতুগ্রাম এবং বীরভূমের নানুর প্রভৃতি এলাকার জমি জলসেচ পায়নি। গেল বছর ভরতপুর, কেতুগ্রাম, বোলপুর, নানুর প্রভৃতি থানার লোক সেচের জল থেকে বঞ্চিত হয়েছে ক্যানাল থাকা সত্ত্বেও, ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও এবং সেই সমস্ত এলাকা ডেভেলপমেন্ট এল কাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও। সরকার সেই ডেভেলপমেন্ট এরিয়ার লোকদের উপর জলের ট্যাক্স ধার্য করবেন কি? সেই অঞ্চলের লোকেরা আমাদের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছে বার আনার স্ট্যাম্প দিয়ে দরখাস্ত করেছে যে তাদের যখন ফসল হল না, তখন সেই এলাকার জলের ট্যাক্স যেন মকুব করা হয়। আমি অনুরোধ করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেই সব এলাকার লোকদের জানিয়ে দেবেন যে যখন সরকার জলসরবরাহ করতে অক্ষম হয়েছেন তখন ঐ সব এলাকার লোকদের সেচের ট্যাক্স দিতে হবে না।

Dr. Brindabon Behari Bose:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় সারা পশ্চিমবঙ্গের নদীনালার ভৌগোলিক ম্যাপ, ধারাবাহিকভাবে এবং তুলনামূলকভাবে কোন মন্ত্রীর আমলে কত টাকা বাজেট হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে বাজেটের অঙ্ক বেড়ে চলেছে—সেই সব দেখিয়ে তাঁর বিভাগের কৃতিত্ব অর্জনের কথা বলেছেন। আমি হাওড়া জেলার পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী হিসাবে স্পষ্টভাবে বলতে পারি দামোদর কম্যান্ড এরিয়া এবং ময়ূরাক্ষী কম্যান্ড এরিয়ার কতক অংশ কাজ দিয়ে অন্য কোন এরিয়ায় এই বিভাগের উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি। সেচ বিভাগের উপর সারা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-উৎপাদন নির্ভর করে। সে বিষয়েও কোন উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অঙ্ক দেখতে পাই না। হাওড়া জেলার এক বিরাট অংশে কানা দামোদর নদীর প্রবাহ জলে চাষের কাজ হয়, কিন্তু উপর্যুপরি কয়েক বৎসর ১৯৫০ সাল থেকে এই নদী স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সরকারী কর্মচারীদের যোগসাজসে নানা প্রকার অবৈধ কাজ চালিয়ে যাওয়ায় এই নদীর প্রবাহ জল হাওড়া জেলা সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গেছে এবং তা হাওড়া জেলার চাষীদের কোন উপকারে আসে নি। তার দৃষ্টান্ত আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখব। কানা দামোদর নদীর জল তারকেশ্বর, হরিপাল ও জাঙ্গীপাড়া এই তিন থানা এলাকায় নানা প্রকার শস্য উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে, ধান, আলু প্রভৃতি নানা প্রকার ফসল উৎপাদনে স্থানীয় চাষীদের যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে কিন্তু গত বৎসর তারকেশ্বর থানার আদমগাছি গ্রামে একটা 'ক্রস ব্যারাজ' দেওয়া হয়। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী, থানার দারোগা এবং এস ডি ওর সহায়তায় ক্রস ব্যারাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তার ফলে জলের গতিরোধ করা হল এবং জাঙ্গিপাড়া থানার দিকে প্রবেশ করতে পারল না। এর ফলে কম করে ৪০।৫০ হাজার একর জমি চাষের যে সুবিধা পেত তা থেকে বঞ্চিত হল, এবং তার ফলে চাষীরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হল।

[4-50—5-20 p.m.]

স্থানীয় কৃষক, সাধারণ মানুষ সেচমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যখন আবেদন করেছিলেন তখন তাঁরা তাদের ভগবান দেখিয়েছিলেন এবং ব্যারেজ দেখিয়ে কাজ হাঁসিল করার চেষ্টা করেছিলে কিন্তু তা সম্ভব হল না যখন তখন তারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করেছিল—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কুশারী। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগরের এস ডি ও-কে অর্ডার দিলেন জলের বাঁধ ভেঙ্গে দিতে যাতে জলের গতি ঠিক ভাবে চলে। কিন্তু ইরিগেশন এস ডি ও তাঁর সেই অর্ডার অগ্রাহ্য করেন। এর ফলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং ধীরে ধীরে তারা দুর্দশার সম্মুখীন হল। স্যার, এইভাবে আমরা দেখছি যে এই বিভাগের দুর্নীতিপরায়ণ অফিসাররা স্থানীয় প্রভাবশালী লোকের সহযোগিতায় কিভাবে চাষীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। আমি এখন নিম্ন দামোদর সম্বন্ধে কিছু বলব। নিম্ন দামোদরের এক বিরাট অঞ্চল হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে নিম্ন দামোদরে সম্পূর্ণভাবে পলি পড়ে মজে যাওয়ার ফলে ২০।২৫ হাজার কৃষকের সর্বনাশ হচ্ছে। এই নদীর দুই পাশে তারা যে চাষ-আবাদ করে আসছিল তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ এই সমস্ত এলাকাতে অন্যভাবে জলসেচের ব্যবস্থা সম্ভব ছিল। কয়েক বৎসর ধরে স্মল ইরিগেশনের জন্য স্থানীয়

চাষীরা সরকারী প্রাতাদাধদের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কোন কাজ হয় নি। এ বৎসর চালের পূর্বে কয়েকটা পরিকল্পনা সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো এক্সিকিউট করার কোন ব্যবস্থা হয়নি। আমার মনে হয় যে মাসের মধ্যে যদি কাজ না হয় তাহলে হাওড়া জেলা ঘাটতি অঞ্চল হিসাবেই থেকে যাবে। এবার আমতা-বোশন ড্রেনেজ স্কীম সম্বন্ধে কিছু বলব। মন্ত্রী মহাশয় কিছুদিন পূর্বে উলুবেড়িয়ায় এই বেসিন স্কীমের উদ্ঘাটন করেছিলেন। কেঁদুয়া স্কীমের কথা পূর্বে এই সভায় বহুবার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সামান্য অর্থের অজুহাত দেখিয়ে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হচ্ছে না। এখানে কেন স্লুইস গেট বা লক গেট রাখা হবে না। মন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করেছিলেন যে স্লুইস গেট এবং লক গেট ছাড়া হয়ত চাষের সুযোগ মানুষ পেতে পারবে। ২৫ থেকে ৩০ হাজার একর জমি এই কেঁদুয়া ক্যানেলের মারফৎ সেচের ব্যবস্থা পেতে পারে। কিন্তু লক গেট ও স্লুইস গেট ছাড়া এই পরিকল্পনা যে সরকার নিয়েছেন তা ব্যর্থ হবে। কারণ লক গেট ছাড়া লোনা জল এবং প্রতি বছর যে সিলট পড়বে তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সেজন্য একথা মন্ত্রী মহাশয় পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন যে অর্থ থাকা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা সংকোচ করা মানে চাষীদের ক্ষতি করা। পূর্বেকার ইঞ্জিনীয়ার যে কথা বলে গেছেন সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। হাওড়া জেলার মধ্যে কয়েকটা মাঠ প্রতি বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য বিনা চাষে পড়ে থাকে। এইসব মাঠের নিকটে কোন নদী-নালা নেই। আমরা দেখেছি হাওড়ায় ডিপ টিউব-ওয়েল ১৭টা করা হয়েছে—এর মধ্যে মাত্র ৯টা কার্যকরী আছে, বাকীগুলো সব খালি পড়ে আছে। এইগুলো যদি পড়েই থাকে তাহলে এতগুলো টিউব-ওয়েল কনসেন্টেট করার কি প্রয়োজন আছে জানি না। জেন্য সরকারকে অনুরোধ করব যে হাওড়ায় যেসব বড় বড় মাঠ জলাভাবে পড়ে থাকে সেখানে যদি ডিপ টিউব-ওয়েল করা হয় তাহলে চাষের সুবিধা হয় এবং তাতে যথেষ্ট উপকার হতে পারে। আমি আপনার মাধ্যমে সেচমন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ করে কানা নদী, রাজাপুর ড্রেনেজের সংস্কারের কথা বলব এবং আরও অন্যান্য ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা কাজ যাতে মে মাসের মধ্যে শেষ করা হয় এবং তার দ্বারা যাতে স্থানীয় অধিবাসীরা আগামী বর্ষে চাষ করে সেদিকে যেন উনি দৃষ্টি দেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমিহির চ্যাটার্জী মহাশয় ময়ূরাক্ষী প্রজেক্টের একটা দিক দেখিয়েছেন যে অনেক গলদ ত্রুটি রয়েছে কিন্তু ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের যে বইটা প্রচার করা হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাঁর বাজেট সম্পর্কে তার মধ্যে যে হিসাবের কারচুপি আছে সেটা আমি দেখাতে চাই। ১৯৫৮-৫৯ সালের সংশোধিত বাজেটে মূলধনের খাতে ৯ কোটী টাকা খরচ বাড়ানো হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়েছেন। এই ৯ কোটীর মধ্যে ৯৮ লক্ষ টাকা মাল্টিপার্পাস স্কীমে দেয়া হয়েছে এবং কৈফিয়ৎ হিসাবে বলা হয়েছে যে প্রসঙ্গতঃ ময়ূরাক্ষী প্রজেক্টে জমি সংগ্রহের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিহার সরকারকে ঐ টাকা দিতে হবে—এটা একটা অবান্তর ধাপ্পা। মূল বাজেট ঐ প্রজেক্টে ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, সংশোধিত বাজেটে সেই টাকা দাঁড়িয়েছে ৭৫ লক্ষ—তাহলে ময়ূরাক্ষীর মোট বরাদ্দ বেড়েছে ৫৯ লক্ষ টাকা। এই টাকা খরচের পরিষ্কার কোন বিস্তারিত হিসাব আমাদের দেয়া হয় নি। যতদূর বোঝা যায় এই টাকায় শতকরা ৪০ ভাগ অন্যান্য ব্যাপারে খরচ করা হয়েছে। ময়ূরাক্ষী প্রজেক্টে বিহার সরকারকে দেবার জন্য এবারকার বাজেটে আমরা দেখছি ১॥ কোটী টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু বিহার সরকারকে কত টাকা দেয়া হবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সেটা কিন্তু আমাদের জানানো হচ্ছে না। এদিকে দেখছি ১ কোটীর উপর টাকা এ বছরের বাজেটে সাসপেন্স য়্যাকাউন্টে দেখানো হচ্ছে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের সংশোধিত বাজেটে ৩৯ হাজার টাকা সাসপেন্স য়্যাকাউন্টে দেখানো হচ্ছে—এর থেকে কি বিহার সরকারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে? আর কোন খাতে যে বিহার সরকারকে টাকা দেয়া হবে সেটা দেখতে পাচ্ছি না সাসপেন্স য়্যাকাউন্টে। এরকম করে চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করায় কি প্রয়োজনীয়তা আছে? খোলাখুলিভাবে বলে দিলেই ত পারেন যে আমাদের প্ল্যানিংএ ভুল হয়েছিল, সেই প্ল্যানিং-এর ভুলের জন্য আজকে আমাদের কিছু টাকার প্রয়োজন। আসলে গতবার ময়ূরাক্ষীর হিসাবে কিছু গোঁজামিল ছিল এবং কারচুপির সাহায্যে সেটা সামলাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপর ময়ূরাক্ষীতে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল আউটলে ১৯৫৮-৫৯ সালের সংশোধিত বাজেটে রয়েছে ৬১ লক্ষ টাকা এবং এ বছর ৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মেন্টেন্যান্স

এবং [illegible] দেখছি ১৯৫৮-৫৯ সালের সংশোধিত বাজেটে ২৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, এবারের বাজেটে ২৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। তাহলে সুদ এবং মেনটেনান্সের এ দুইয়ের ব্যাপারে মোট দাঁড়াচ্ছে ৯৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা অথচ রিসিপ্ট খাতে আমরা দেখছি এ বছরের বাজেটে ধরা হয়েছে ৪৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা—তাহলে ৫০ লক্ষ টাকা ডেফিসিট দাঁড়াচ্ছে এই এক বছরের বাজেটে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ২ বছর হল ময়ূরাক্ষী প্রজেক্ট শেষ হয়েছে, প্রথম প্ল্যান শেষ হয়ে যাবার পর ১৯৫৬ সালে, দু বছর কেটেছে এবং এ বছরের বাজেট নিয়ে ১৬ কোটী টাকা খরচ হচ্ছে ঐ ময়ূরাক্ষী প্রজেক্টে—এক বছরে যদি ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি হয় তাহলে ১৬ কোটী টাকা শোধ করা হবে কি করে? গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারকে ঋণের প্রথম কিস্তী শোধ দেবার কথা ছিল কিন্তু ডাঃ রায় দিল্লী গিয়ে অনুনয় বিনয় করে সময়টা বাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। এই হারে যদি ঘাটতি হয় ৫০ লক্ষ টাকা বছরে—সময় ত ডাঃ রায় বাড়িয়ে নিয়ে এলেন, তিনি যতদিন আছেন ততদিন পর্যন্ত ঋণের বোঝা তিনি হয়ত ঐ করে কাটিয়ে যাবেন—কিন্তু তারপর যিনি আসছেন তাঁর ঘাড়ে তো ঋণের বোঝা চাপবে। ডাঃ রায় হয়ত ভাবছেন আফটার মি দি ডিলিউজ, কিন্তু অজয়বাবুর কাছ থেকে আমরা সেটার জবাব পেতে চাই এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এ সম্পর্কে যে ওয়াটার রেট বা জলকর হিসাবে ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে ধরা হয়েছিল ৩৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু সংশোধিত বাজেটে দেখছি সেটা কমে গিয়ে ২ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই ৩৩ লক্ষ টাকা আজকে যে উবে গেল, কি করে উবে গেল এবং কেন গেল সেটা আমরা জানতে চাই। এই লাল বইএ একগাদা হিসেব দেখিয়ে বলা হয়েছে যে ডিক্রিজ ইজ ডিউ টু স্মলার কলেকশন অফ ওয়াটার রেটস। এ বছরে যে ৪০ লক্ষ টাকা ওয়াটার রেট বা জলকর বাবদ পাওয়া যাবে বলে ধরা হচ্ছে, জিজ্ঞাসা করতে চাই সেইরকমভাবে ওটা আবার যে নন-রিয়ালিজেশন জন্য বা ডিক্রিজ ইন কলেকশন জন্য কম হবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? এই ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে গত বছরে যে আনরিয়ালাইজড ৩৩ লক্ষ টাকা আছে সেটাকে যদি ধরা হয় তাহলে এ বছরের পাওনা হবে মাত্র ৭ লক্ষ টাকা। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত ব্লাফ না দিয়ে সোজাসুজিভাবে আমাদের কাছে পেশ করা হোক যে ময়ূরাক্ষী প্ল্যানিংএর সময় যে কারচুপি করা হয়েছিল সেটা সামলাবার জন্য আজকে ঘোরালো পথে সেইভাবে টাকা বায় করার জন্য যেন চেষ্টা না করা হয়।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মিঃ স্পীকার, স্যার বাজেট গ্র্যান্টএ বলতে গিয়ে সেচমন্ত্রী মহাশয় আমাদের এই কথা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর সেচবিভাগ যেরকম উন্নতি করতে পেরেছে এরকম উন্নতি আর কেউ করতে পারেনি। একটা সংবাদ পত্রিকায় আপনারাও পড়েছেন আমরাও পড়েছি—সেই সংবাদটা হচ্ছে ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে—এই পত্রিকার মত হচ্ছে যে, এই ব্যাপারে সার্ভে কার্যে বহু টাকার অপচয় হচ্ছে। আমরা যখন এই প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করেছিলাম তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি আদার ব্যবসা করি আর তিনি জাহাজের কারবার করেন—সুতরাং এসব খবর নিয়ে আমাদের দরকার নাই। তিনি এই হাইপারবলিক্যাল অবজারভেশন করেছিলেন এবং এরিয়াল সুপারভিশন ইত্যাদি ইন্সপেকশন করে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করলেন, কিন্তু তাতে বাংলাদেশের কতটুকু উন্নতি হয়েছে? তারপর সল্ট লেক কন্সট্রাকসনএর ব্যাপারেও তাঁরা কি করছেন না করছেন জনসাধারণ কিছুই বুঝতেও পারছে না, জানতেও পারছে না। তারপর ড্রেনেজ সেচবিভাগের একটা খুব বড় জিনিস। আজকে ১৬টি মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থার বিষয় বাংলাদেশের সকলেই জানেন। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এবং তার আশেপাশে অঞ্চলে ড্রেনেজের অভাবে দূষিত পচা জল জমে গিয়ে সেইসব জায়গায় লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে। এ সম্পর্কে সেচবিভাগের নিশ্চয়ই কর্তব্য আছে। আমি এখানে দমদম মিউনিসিপ্যালিটির কথা বলব—

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মিউনিসিপ্যাল ড্রেনেজ আমাদের সম্পর্কে দায়িত্ব নয়—

Mr. Speaker:

এটা তো ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কাজ—

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

ইংরাজ আমল থেকেই বাগজোল ইত্যাদি কয়েকটা সম্পর্কে সব ঠিকঠাক করা হয়েছিল এবং রিপোর্টও প্রস্তুত হয়েছিল—সেই রিপোর্ট অনুযায়ী যে স্কীম হয়েছিল তা কার্যকরী করা হলে শুধু দমদম নয়, দমদমের আশেপাশের অঞ্চলের উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষা করা যাবে। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যাল এলেকায় ড্রেনের জল যেভাবে ফেলা হচ্ছে এবং যে উপেক্ষা দেখান হচ্ছে তা চলতে থাকলে পাবিলিক হেলথএর সমস্যা কখনো সমাধান হতে পারে না। আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাই, যদি বাংলাদেশের পাবলিক হেলথএর উন্নতি আপনাদের কাম্য হয় তবে মিউনিসিপ্যাল এলেকার ড্রেনেজ সম্পর্কে আপনাদের সকলের আগে নজর দিতে হবে। গভর্নমেন্ট যখন সার্কুলার ক্যানাল বন্ধ করবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তখনই আমরা একথা উল্লেখ করেছিলাম যে, এই কাজটা হিসাব করে করবেন, ভাল করে একটা প্ল্যানিং করে করবেন, এবং একমাত্র তাহলেই কলকাতার উন্নতি হতে পারে। টালীর নালা—এটাও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে। এসব খালের মধ্যে সব কয়টারই বিদ্যাধরীর সঙ্গে সম্পর্কিত—এবং এই একই কারণে আজকে কালিঘাটের গঙ্গার এই দুরবস্থা। এইসব কয়টা খালের অবনতির জন্যই আজকে গ্রীষ্মকালে এপিডেমিকএর সময় কলেরা ও পকসে একটা বৃহৎ অঞ্চল জর্জরিত হয়। আমি আশা করি সেচবিভাগ এদিকে নজর দেবেন, কারণ এ সম্পর্কে তাঁদের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। তারপর, ক্যালকাটা ড্রেনেজ সম্পর্কে বলব,—এই ব্যাপারে তাঁদের যে দায়িত্ব—মানিকতলা থেকে কুলটী পর্যন্ত এই অঞ্চলটা অন্তর্ভুক্ত করার কথা—এই ফেব্রুয়ারি মাসেও এটা তাঁরা ফরমালি নিয়ে নিলেন না;—কাজকর্ম হচ্ছে শুনেছি এবং আমার দেখবারও সুযোগ হয়েছিল—কিন্তু ফরমালি নিচ্ছেন না—১৯৫৯ সালের এখন পর্যন্ত তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করতে পারলেন না। এভাবে ক্যালকাটা পাবলিক হেলথ নষ্ট হচ্ছে, মিউনিসিপ্যালিটির পাবলিক আজকে সেচবিভাগের উপেক্ষার জন্য নষ্ট হচ্ছে সেকথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমি সরকারের কাছে আবেদন করব, এই ব্যাপারে আর যেন তাঁরা টালবাহানা না করেন, কারণ তাহলে ক্যালকাটা এরিয়ার পাবলিক হেলথ উত্তরোত্তর নষ্ট হবে।

তারপর বিগ ডায়ামিটার টিউবওয়েল সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। এ সম্পর্কে আমাদের জ্যোতিবাবুর সাজেশান মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে। তিনি এই প্রস্তাবটা স্টাডি করছেন বলেছেন। এটা ঠিক এই ব্যাপারটা স্টাডি করে দেখতে হবে। বিগ ডায়ামিটার টিউবওয়েলএ যে জল উঠবে সেই জল জমিতে দিলে ফসল উৎপাদনে সহায়তা হতে পারে কিনা এবং অল্প খরচে মানুষকে জল দেওয়া যায় কিনা এসব কথা বিবেচনা করার আছে। এই জলের কেমিক্যাল টেস্ট হওয়া দরকার। এই টেস্ট হওয়ার পরই জল ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তা না হলে আপনাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা খরচ করেও বিগ ডায়ামিটার টিউবওয়েল বসিয়ে কোন কাজ হবে না। কলকাতার সঙ্গে তুলনা করলে হবে না, কারণ এখানে লেবার কস্ট অনেক বেশী। আমার মনে হয় গ্রামে একই মেটিরিয়াল দিয়ে তার ½ কস্টএ বিগ ডায়ামিটার টিউবওয়েল বসান যেতে পারে।

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দামোদর পরিকল্পনা সম্পর্কে সেচমন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছিলেন তাতে আমরা আশা করেছিলাম যে, এবারকার তাঁর বাজেট বক্তৃতায় তিনি আমাদের কিছু সুখবর দেবেন। কিন্তু তাঁর ভাষণে ভাষার লালিত্য থাকলেও সেই খবর আমরা পাই নি। আমাদের এই বিধানসভা থেকে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কাছে যে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল তাতে ডি ভি সির ব্যাপারে আমাদের কিছুটা কন্ট্রোল থাকবে এই খবর আমরা তাঁর কাছে আশা করেছিলাম। যাই হোক, আমি এখানে পরিষ্কারভাবে এই কথাই বলতে চাই যে, ডি ভি সি প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আমি প্রথমে 'প্রায়' শব্দটা ব্যবহার করছি একারণে যে লোকে এখনো আশা করছে তারা জল পাবে। ৫৫ কোটি টাকার ৮টি ড্যাম করবার কথা—সে জায়গায় ১৫০ কোটি টাকা খরচ করে ৪টা ড্যামও সম্পূর্ণ হল না। দামোদর পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য যেটা সেই বন্যা নিয়ন্ত্রণও ব্যর্থ হয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয় নি। বাকি ড্যামগুলি কার্যকরী হতে হলে

বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে। এই তো গেল বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্বরূপ। এইবার সেচের ব্যবস্থা কিরূপ দেখা যাক। ডি ভি সির সব কাজ সম্পূর্ণ হোলো না—কিন্তু তাড়াতাড়ি দুর্গাপুর ব্যারেজ উদ্বোধন হয়ে গেল। এটা ঠিক এরকম হল যে, রান্নাবান্নার আয়োজন উদ্যোগ কিছু না করেই লোককে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করা। দুর্গাপুর ব্যারেজ উদ্বোধন করার জন্য মহা সমারোহে স্যার রাধাকৃষ্ণণকে আনা হোলো এবং জোর প্রচারকার্য চালান হল এই বলে যে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান দুর্দান্ত দামোদরকে বন্দী করিয়াছে দামোদরে আর বন্যা হইবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। আমার পরিষ্কার বক্তব্য, এই দামোদর পরিকল্পনায় মানুষের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়েছে, কারণ দামোদরের জল পেয়ে যেসব অঞ্চল, যেমন হুগলীর আরামবাগ মহকুমা, বর্ধমান জেলায় খণ্ডঘোষ, রায়না, জামালপুর থানার নদীর তীরবর্তী যে সমস্ত জায়গা উপকৃত হত সেইসব জায়গাগুলিকে সম্পূর্ণ মেরে দেওয়া হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে দামোদরের উচ্ছ্বাসকে সংযত না করে মূলে দামোদরকে সংহার করা হয়েছে। ফলে দামোদরের মোহনায় সমস্ত বালি জমে যাচ্ছে এবং ভাগীরথী ও অন্যান্য নদীর সমূহ অনিষ্ট হচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে ফারাক্কা ব্যারাজের কথা—ফারাক্কা ব্যারাজ কবে হবে ঠিক নাই। তারপর, দুর্গাপুর থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত একটা নাব্য খাল কাটা হল। কিন্তু এই নাব্য খাল থেকে কত টাকা আয় হবে, কখন আয় হবে,—মন্ত্রী মহাশয় অন্য সব কথা বলেছেন এ সম্পর্কে, কিন্তু একথাটা বলেন নি। তিনি বলেছেন, লোককে উৎসাহ দেবার জন্য আমরা এটা করছি। কিন্তু দামোদরের জন্য মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আগে করুন।

[5-30—5-40 p.m.]

অন্য সব জিনিষেরই তিনি আয়ের একটা আন্দাজ করছেন এবং নাব্য খালের জন্য কত টাকা আয় হবে এবং এই যে ডি ভি সির এই যে অপব্যয় বিরাটভাবে হয়েছে তার টাকা কোথা থেকে তোলা হবে তা বলা হয় নি। সমস্ত গিয়ে চাপ পড়ছে চাষীর উপর সেচ ট্যাক্সের উপর দিয়ে। তাই আমি তাঁকে একথা বলি দামোদর পরিকল্পনার জন্য মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আগে করুন এবং দামোদরের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যে সব জায়গা মরুভূমি সদৃশ হচ্ছে সেই জায়গায় সেচ ব্যবস্থা করুন। তিনি যে সেচ নলকূপের হিসেব দিয়েছেন সেই টিউবওয়েল যদি করা হয় তবে বহু পয়সা খরচ হবে। কিন্তু লিফট ইরিগেসনের কথা কোথাও বলা হয় নি। যে জায়গায় পাশ দিয়ে ক্যানেল বয়ে যায় এবং যে অঞ্চল দিয়ে দামোদরের খাত প্রবাহিত তার ধারের জমি-গুলিরই এই সমস্যা। সেজন্য তৈলচালিত অথবা বিদ্যুৎশক্তি চালিত পাম্প দিয়ে সেচের কথা তিনি বলেন নি। দামোদরের বহু সঞ্চিত জল জলাধারে থাকে, কিন্তু চাষের কাজে তা সময়ে পাওয়া যায় না। কিন্তু একটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি সময়ে অসময়ে হঠাৎ দামোদরে এই ডি ভি সির জল ছাড়ার অত্যাচার হতে মানুষকে কি বাঁচাতে পারেন? আগে এরকম একটা সময় ছিল যখন বর্ষাকালে নদী পার হওয়া যেত না, লোকে জানতো গো-গাড়ী পার হবে না। সমস্ত গ্রীষ্মকালে দামোদর অতিক্রম করে দামোদরে উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের লোক গরুর গাড়ীতে করে যাতায়াত করতো। কিন্তু এই ডি ভি সি হয়ে এই স্বাভাবিক যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রীষ্মকালে দামোদরে জল ছাড়িবার পূর্বে কোন নোটিস বা সাবধানতা-সূচক সংবাদ দেওয়া হয় না। বহু দূর হইতে গাড়ী আসিয়া দামোদর তীরে আসিয়া দেখিল দামোদরে ডি ভি সি জল ছেড়েছে—তাতে তুফান বইছে। শত শত গাড়ীকে তখন নানারূপ হয়রান হয়ে আবার ফিরে যেতে বাধ্য হতে হয়। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, যখন দক্ষিণ দামোদর অঞ্চল যাবার জন্য ঠিক করলেন বর্ধমান দিয়ে সদরঘাটে পার হবেন। সেই সময় সদরঘাটে দামোদর বক্ষে সাময়িক পুল নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ প্রায়। ডাঃ রায় পার হবার পর হতেই ঐ ব্রীজ চালু করা হবে ঠিক হোল। মুখ্যমন্ত্রী যাবার আগে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় হঠাৎ জল না ছাড়িতে ডি ভি সিকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও ডি ভি সি হঠাৎ জল ছেড়ে দিল এবং টেম্পোরারি ব্রীজও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রীর আর ঐ পথে যাওয়া হোলো না। তাঁকে তারকেশ্বর চাঁপাডাঙ্গা হয়ে বাবা তারকনাথের কল্যাণে আরামবাগ ও রায়না থানার শ্যাম-সুন্দর কলেজে যেতে হোলো। এই বিধানসভায় এই নিয়ে যখন প্রতিবাদ ও চিৎকার করা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কর্ণকুহরে একথা গেল না কিংবা হয়ত তিনি বলতে পারেন আমি জগন্নাথ, ডি ভি সির উপর হাত চালাইবার হাত আমার নাই। উহা একেবারে ব্রহ্ম, আমার এক্তিয়ারের বাহিরে।

অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা এ কথা বলতে চাই যে যেসমস্ত জায়গায় দামোদর পরিকল্পনার জন্য মরুভূমি হয়ে গিয়েছে এর সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে আমরা মনে করি। সেটা বর্ধমান, জামালপুর অঞ্চলে আর একটা ইরিগেশন ব্যারেজ যদি করা হয় তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাহলে নদীর জলকে খানিকটা উপর দিকে তুলে বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ, রায়না, এবং জামালপুরের যে অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে এবং আরামবাগ মহকুমার সমস্ত অঞ্চলে এই জল দিতে পারা যায় এবং হাওড়া অঞ্চলে আমতা এলাকা পর্যন্ত এই সমস্ত জায়গায় বহু জল দিতে পারা যায় এই আমাদের ধারণা এই আমাদের দাবী। সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয় এই সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করছেন কিনা সেটা জানালে আমরা খুশী হব।

এর পর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কথা। মন্ত্রী মহাশয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলেন। তিনি বারবার বলছেন বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। জল-বিদ্যুতের প্রচার খুব হয়েছিল জলের মত তার দাম হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এ পর্যন্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কত? জল-বিদ্যুৎ কতটুকুই বা হয়েছে, সবই তো কয়লা পোড়ানো বিদ্যুৎ, যাও বা হয়েছে শোনা যায় নাকি সেখানে ১ পয়সা কিংবা তার কম ইউনিটে উৎপাদন খরচা পড়ে কিন্তু জনসাধারণকে সে জায়গায় কি হারে দেওয়া হচ্ছে সে কথা আমরা জানি। ডি ভি সির কাছে অল্প মূল্যে বিদ্যুৎশক্তি কিনে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সাড়ে পাঁচ আনা ইউনিটে তা বিক্রি করছেন। আর সরবরাহের গোলমান তো লেগেই আছে। সরকারী বা আধা সরকারীভাবে বলুন এই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অধীনে গিয়ে প্রায় অধিকাংশ সময় তারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছে না এবং নূতন সংযোগ দেওয়া বন্ধ করেছেন।

লিফট ইরিগেশন সম্বন্ধে তাঁরা কি করতে চান সেটা বললে আমরা খুব খুশী হব। বারবার তাঁকে আমরা একথা বলি দামোদরের এবং দেবখালের মধ্যবর্তী অঞ্চল মরুভূমি হয়ে গেছে, তার ব্যবস্থা করুন। এই কথা নিয়ে উনি গতবার জবাব দেন যে উনি ভদ্রলোকের ছেলে বারবার বলেন আমিও ভদ্রলোকের ছেলে জবাব দিই তা হতে পারে না—এখানে লিফট ইরিগেশন হতে পারে না। কিন্তু মানুষের আপনারা ভাল করতে পারবেন না, মন্দ করে দেবেন এ কেমন কথা? এ হতেই পারে না। আমি একথা বলতে চাই যে আপনারা কেবল টাকার কথাই বলেন কিন্তু কয় বছর দুর্গাপুর ব্যারেজের দক্ষিণ দিকে খাল কাটা হয়ে পড়ে আছে তা আপনারা জানেন? দক্ষিণ দামোদরে আজ পর্যন্ত জল দিলেন না বর্ষা আরম্ভ না হলে জল দেওয়া হবে না এইরকম কথা বলেন আমরা দেখে আসছি। তিনি এ কথা পরিষ্কার করে ঘোষণা করতে পারেন যে এ বৎসর বর্ষার আগে দক্ষিণ দামোদরে জল দেবেন? তা তিনি বলেন না। তিনি বলছেন বিরোধী দলরা আমাদের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, আমাদের নানাবিধ এই সমস্ত উন্নয়ন ব্যবস্থা দেখে তারা লোকের কাছে অপপ্রচার করছে। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই তিনি কেন পরিষ্কার করে বলে দিন না যে বর্ধমানে যেখানে দামোদর ক্যানেলের জল-কর ছিল দুই টাকা নয় আনা একর এবং তা বাড়িয়ে পাঁচ টাকা আট আনা করা হয়েছে। এইরূপ পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা আট আনা করই ডি ভি সি ক্যানেলেরও কর হবে। তা হলেই তো আমাদের 'অপপ্রচার' বন্ধ হয়ে যায়। আমরা ক্যানেল জানি—তার জলকর দিয়েছি। যেখানে ক্যানেল নেই সেখানে আপনারা ভাঁওতা দিতে পারেন, কিন্তু এখানে তো চালাকি চলবে না আমাদের বাঙাল বুঝোলে তো চলবে না। আমাদের পরিষ্কার সেখানে অনুরোধ রয়েছে, আমরা দেখিয়ে দিতে পারি আগে ইডেন ক্যানেল ছিল। তারপর এল দামোদর ক্যানেল এখন সেটা সকলকে নিয়ে হোল "ডি ভি সি ক্যানেল।" একই দামোদরের জল সেই জায়গায় যদি ইডেন ক্যানেলে দুই টাকার কমে 'রেট' হয় এবং একই জায়গায় যদি দামোদর ক্যানেলে দুই টাকা নয় আনা রেট হয় এবং একই দামোদরের জল সেই দুর্গাপুরের মুখ দিয়ে বেরুলে কেন সেখানে বার টাকা আট আনা এবং পনের টাকা একরে 'রেট' হয় সেটা যদি মন্ত্রী মশাই আমাদের জলের মত বুঝিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমরা কৃতার্থ হব। তাই আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে বলতে চাই যে যেখানে তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে, অন্য জায়গায় বোঝাতে পারেন যে ক্যানেল কখনও দেখ নাই, এবারে দেখ—যে ক্যানেল তৈরি করতে কত খরচ হয়। সেজন্য আমরা বলি যে বর্ধমানে ওখানে ইডেন এবং দামোদর ক্যানেল তৈরি করে জল সাপ্লাই করতে দুই টাকা নয় আনার বেশী লাগে না। কিন্তু আজ সেখানে চট করে 'জাম্প' করে দুই টাকা নয় আনার জায়গায় পনের টাকা সাড়ে বার টাকা করা হয়েছে। সেখানে যদি বিরোধীপক্ষের সমালোচকরা আপনাদের সমালোচনা করে তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ

হয়ে যায়। আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে দেন যে পাঁচ টাকা বা সাড়ে পাঁচ টাকার বেশী জল-কর হবে না সেকথা আলাদা। তা ছাড়াও যখন বলেন যে টাকা কোথায় পাব—হ্যাঁ, টাকা তো নিশ্চয়ই পাবেন, বহু টাকা বছর বছর খরচ করছেন এতো দেখতেই পারছি। আমরা তো আয়ের পন্থা খুলে দিতে চাই। আপনারা ক্যানেলগুলি পরিষ্কার করে যদি কম দামে বেশী লোককে জল দেন তাহলে তো অনেক আয় হতে পারে। কিন্তু আপনারা তা না করে বেশী দামে কম লোককে জল দিবেন এবং বেশী টাকা তাদের ঘাড়ে চাপাবেন এই যে আপনাদের ভ্রান্ত নীতি এটা অত্যন্ত মারাত্মক। কাজেই আপনাদের আমি আজ পরিষ্কারভাবেই বলি যে লোকের উপর অযথা অত্যাচার করে তাদের কাছ থেকে বেশী টাকা নিয়ে একথা বলেন যে আমরা এই টাকা নিয়ে অন্য জায়গায় বাঁধ করব তাহলে সেকথা মোটেই সাজে না। আমরা একথা বলি যে মানুষকে আজকে খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুপ্রাণিত করবেন কেন না তারা খাদ্য উৎপাদন করতে চায়। কিন্তু তা না করে এই জল-করের হার দুই টাকা নয় আনার জায়গায় যদি সাড়ে বার টাকা এবং পনের টাকা দিতে বাধ্য করেন তাহলে মানুষ কিছুতেই আপনাদের সমর্থন করতে পারে না। কাজেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ তা'ও আপনাদের হোল না, সেচের যে ব্যবস্থা করেছেন তা'ও হোল না এবং যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করেছেন তাও সস্তা হবে কিনা বা সহজভাবে পাওয়া যাবে কিনা তাও বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া এই যে আপনি বললেন যে দুর্গাপুর মহানগরী হবে সেখানে কি সব কলকল তান, কোকিলের কুহু কুহু ডাক ইত্যাদি সব কিছু দেখতে পাওয়া যাবে, শুনতে পাওয়া যাবে, কিন্তু সেখানে কি দেখেছেন যে ঐ মহানগরী করতে গিয়ে ১৪টি ১৫টি গ্রামকে উচ্ছেদ করে যে গোপাল মাঠের পত্তন হয়েছে, সেই গোপাল মাঠে বিদ্যুৎ যাবে কিনা এবং সেখানে নন্দন কানন হবে কিনা বা সেখানে কলকল তান হবে কিনা এসব কথা কিছুই বলেন নি। আপনারা কেবল এক চক্ষু হরিণের মত একদিক দেখেছেন। কল্যাণ রাষ্ট্রে কল্যাণ করতে গিয়ে যে কত অকল্যাণ করেছেন সে কথা বলে শেষ করা যায় না। আপনারা বিরোধীপক্ষ এবং অপরের কাছে সাহায্য চানিন যে কোন পথে এর কিনারা হবে। তাই আমি আজ আপনাকে বলি যে যেসমস্ত সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে সেইগুলোকে ভাল করে বিশ্লেষণ করতে বলি এবং কাজ করতে বলি, শুধু এখানে জবাব দিয়ে গেলেই হবে না। কাজেই আমি বলতে চাই যে এবারে বর্ষার আগে দক্ষিণ দামোদরে নিশ্চয়ই ক্যানেল সম্পূর্ণ হওয়া চাই। যদি ক্যানেল সম্পূর্ণ না করেন তাহলে বাকি ক্যানেল বুজিয়ে দেওয়া হোক। এসব ব্যবস্থা করুন, এইভাবে সব ফেলে রাখবেন না। অর্ধেকটা করে আর অর্ধেকটা ফেলে রাখবেন না—তারকনাথের মাথা কামানোর মত অবস্থা করলে আমরা কিছুতেই তা বরদাস্ত করব না। তা ছাড়া আর এক জিনিসের জন্য আপনাদের বারবার বলি যে দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে যে সমস্ত হানা এখনও খোলা রয়েছে সেই হানাগুলোই মানুষের সর্বনাশ করে থাকে। আমরা বলি অল্প পয়সা খরচ করে তার মুখে একটা করে স্লুইস করে দিন। বারাসত হানা সম্বন্ধে আপনাকে ৪।৫ বছর ধরে বলছি, যখনই বলি তখনই বলেন যে হ্যাঁ, ঠিক হবে, তারপরে দেখি কোন কিছুই করা হচ্ছে না। আরেকটা কথা ডি ভি সির সার্বজনীন অত্যাচার থেকে বাঁচান। সেটা হচ্ছে এই যে দামোদর ক্যানেলের উপর প্রয়োজন মত ও চাষীদের সুবিধা মত ব্রীজ এমনভাবে চওড়া করে তৈরি করবেন যাতে করে গরুর গাড়ী যেতে পারে। অন্যান্য স্থলে ঘন ঘন ফুট ব্রীজের ব্যবস্থা করুন। বর্ধমান জেলায় একটা জায়গায় এই পুলের জন্য সত্যাগ্রহ হচ্ছে। কিন্তু আপনারা তাদের দাবী না মিটিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিলেন। দামোদর ক্যানেলের কর আদায় করবার অত্যাচারের পূর্বেই আমাদের অজয় মুখোপাধ্যায়ের ডিপার্টমেন্ট এমন একটা কান্ড করলেন যে ইতিমধ্যেই বর্ধমান জেলার কয়েকটি জায়গা থেকে প্রায় ৫০ জনের উপর নর এবং নারীকে বর্ধমানের জেলে আটক করলেন। উরতপুরের মত জায়গায় তারা যে দাবী করেছিল, অন্ততপক্ষে তাদের বলতে পারতেন যে তোমরা শান্ত হও, আমরা চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখি কি করা যায়। কিন্তু তা না করে তাদের জেলে আটক করে রেখেছেন। আমি আপনাকে পুনরায় বিশেষ করে অনুরোধ করতে চাই যে দামোদরের বিভিন্ন জায়গায়, ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের প্রস্তাব মত আবশ্যকীয় পুল দিবার ব্যবস্থা করুন। সেখানকার যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তাঁরা জানেন যে কোথা দিয়ে ব্রীজ করলে কি হয়, শুধু শুধু একটা নেভিগেবল ক্যানেল এমনভাবে করে দিলেন—তাতে আমাদের পড়শী—পাকিস্তানে যাওয়া বরং সহজ কিন্তু সেই নেভিগেবল ক্যানেল দিয়ে এপার থেকে ওপারে যাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য বিশেষভাবে চিন্তা করে সে জায়গায় যাতে ব্রীজ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন এবং কি পরিস্থিতিতে কিরূপে করবেন সেইটেই হোল কথা।

কার সঙ্গে কার ভাব আছে, সে আপনাদের দপ্তরে এসে মঞ্জুর করে নিয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানকার যে লোক্যাল অথরিটি, ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর যে কমিটি আছে সেই কমিটির সঙ্গে কোন পরামর্শই করলেন না। আপনারা গণতন্ত্র প্রভৃতি বড় বড় কথা বলেন এবং বারবার করেই বলেন। আমরাও সেই গণতন্ত্রের কথাই বলি এবং বারবার করেই বলি যে এই যে সমস্ত ক্যানেল হয়েছে সেগুলি তো বুজিয়ে দেবার নয়, জলেই যখন নেমেছেন তখন তো উদ্ধার পেতেই হবে। কাজেই বাকি যে কয়েকটা ড্যামের প্রয়োজন—বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং বিশেষ করে দক্ষিণ দামোদরের যে মরুভূমি অঞ্চল এবং আরামবাগ-আমতা অঞ্চল সেই অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করবার ব্যবস্থা করুন।

[5-40—5-50 p.m.]

Sj. Phakir Chandra Roy:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাকা মঞ্জুরী চাওয়া হচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে জল নিকাশ এবং সেচের যে গুরুত্ব সেই গুরুত্বের দিক থেকে সেচের জন্য একটা আলাদা মন্ত্রীর প্রয়োজন আছে। একথা ঠিক যে আলাদা মন্ত্রীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেচ হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের জন্য। সেচের কাজে দেখতে পাচ্ছি কিছুটা মাইনর ইরিগেশন স্কীমএর ভিতর, কিছুটা ডেভেলপমেন্টএর মধ্যে আর বাকিটা ইরিগেশনএর মধ্যে। সমস্তটাই যখন ইরিগেশনএর কাজ তখন এটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টএর আন্ডারে আসে না কেন সেটা বুঝতে পারি না, এটা আসা উচিত। তারপর কৃষি বিভাগের একটা ডিরেকটরেট আছে, ইরিগেশনএর আবার একটা ডিরেকটরেট আছে। আমার মনে হয় দুইটি ডিরেকটরেট যদি কমবাইন্ড করে একটা জয়েন্ট ডিরেকটরেট করে একটা সেক্রেটারির আন্ডারে নিয়ে আসা হয় তাহলে কাজ ভাল হবে। পাট ও মেস্তার ফলন ভাল হয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে একটা সেক্রেটারির আন্ডারে এই দুইটি ডিপার্টমেন্ট কমবাইন্ড ছিল। এই ব্যবস্থা করা উচিত। দুইটি ডিরেকটরেট যদি কমবাইন করা হয় তাহলে খরচ কম হয় এবং কাজও ভাল হয়।

এইবার আমি বর্ধমানে বাঁকা নদী বলে একটা ছোট নদী আছে সেই সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয়কে নিবেদন করবো। বর্ধমানে দামোদরের প্লাবনের জল নিয়ে চাষীরা চাষবাস করতো এবং তার জন্য কৃত্রিম নদী রচনা করতো। এই বাঁকা সেই কৃত্রিম নদীর মধ্যে একটা নদী। ১৯১৩ সালের বান, যেটা দামোদরের বিখ্যাত বান, সেই বানে বাঁকা নদীর খুব ক্ষতি হয়। বাঁকা সংস্কারের জন্য ১৯১৩ সালের পর থেকে বহু আবেদন নিবেদন করা হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে বাঁকা সংস্কার করার কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মহাযুদ্ধ এসে গেল বলে সেই পরিকল্পনা তখন পরিত্যাগ করা হল। তারপর যখন ডি ভি সি পরিকল্পনা হল তখন সেখানে প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে দুর্গাপুরে ব্যারাজ করা হবে না এই বাঁকাকে সার্ভে করে নেভিগেশন ক্যানেল হিসাবে ব্যবহার করা হবে। পরে এই স্কীমও পরিত্যাগ করা হয়। জনসাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন জানিয়েছে, জনসাধারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আবেদন জানিয়েছে, সেচ দপ্তরে বাঁকা পরিকল্পনা পেশ করেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পরিকল্পনা পেশ করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার কিছু হয় নি। একটা হাসির কথা হচ্ছে—এটা বর্ধমান সদর ও গলসী থানার মাঝামাঝি। সদর থানায় এন ই এস ব্লক আছে, দামোদর সদর থানার মধ্যে বলে সেখানে ডেভেলপমেন্ট থেকে কিছু টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু যেহেতু গলসী ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে নয় সেইজন্য বাঁকা ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে আসতে পারে না। বাঁকা সংস্কার করলে সেচের অনেক উপকার হবে। অনেক কাজও হবে। আমি সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো যে তাঁর দপ্তরে বাঁকাকে সংস্কার করার জন্য যে পরিকল্পনা আছে সে পরিকল্পনা পূর্ণ করছেন না। পরিকল্পনা অনুসারে তিনি ময়ূরাক্ষী বাঁধ করলেন, কংসাবতীর কংস হলেন দামোদরের কণ্ঠরোধ করলেন কিন্তু বাঁকাকে সোজা করতে পারলেন না। ডি ভি সি সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন—আমি সেসব আর পুনরুল্লেখ করবো না। তারপর যে যে জায়গায় পুল করা দরকার সেইসব জায়গায় পুল করা হচ্ছে না। ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিটি যেখানে বলেছে পুল করতে বা পুল করতে সুপারিশ করেছে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও বলেছে পুল করতে ডি ভি সি সে পুল করেনি, কেন করা হয় নি জিজ্ঞাসা করলে বলা হয় এত টাকা নাই, পুল করার টাকা নাই। মন্ত্রী মহাশয়কে যদি বলা যায় মশাই ডেভেলপমেন্ট কমিশনার বলে পুল করার টাকা নাই, ডি ভি সি

বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিচ্ছে না। উনি বলছেন কে বললে টাকা দিচ্ছি না, ডি ভি সি যত টাকা চাচ্ছে তত টাকা দিচ্ছি। এই যদি হয় তাহলে কার কথা সত্য বলে ধরবো। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কথা, ডেভেলপমেন্ট কমিশানেরর কথা না সেচমন্ত্রী মহাশয়ের কথা? অনেক সময় তাই মনে হয় জনসাধারণের দুঃখের কথা বলার বুঝি জায়গা নাই। এই যে অবস্থা এর প্রতিকার করার জন্য অনুরোধ করি তা না হলে বিভিন্ন জায়গায় যে আন্দোলন হচ্ছে সেই আন্দোলন বাড়তে থাকবে।

Sj. Renupada Halder:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনেক কিছু বলে গেলেন। আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আমি ঘুরে দেখেছি তাতে দেখেছি যে বাঁধ বাঁধা সম্পর্কে আমরা বার বার বলেছি যে বাঁধ বাউন্ডারী মেরামতের কোন বন্দোবস্ত হয় নি। আমরা এ সম্বন্ধে সরকারের কাছে বার বার অনুরোধ জানিয়েছি কিন্তু আমাদের পরামর্শ নেওয়া হয় নি। ছোট ছোট যেসব নদী আছে সেগুলিকে যদি বাঁধ দিতে পারতেন তাহলে মেন্টেন্যান্স কস্ট অনেক কমে যেত। সরকারের তরফ থেকে বাঁধ মেরামতের এবং ছোট ছোট নদীগুলি বাঁধার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। এই কারণে দেখেছি গত বছর বর্ষার পরে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, ধান সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি—সুন্দরবন এলাকায়, জয়নগর থানার কিশোরীমোহনপুরে বাঁধ দেওয়া হয় নি বলে অনেক ক্ষতি হয়েছে। দেবীপুর মৌজায় যেখানে রিফিউজীদের রাখা হয়েছে সেখানে লোনা জল ঢুকে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া নলগোড়া ইউনিয়নে প্রায় ৩।৪ হাজার বিঘা জমির চাষ একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

[5-50—6 p.m.]

তা ছাড়াও গোপালগঞ্জ ইউনিয়নের দেড় হাজার থেকে দু হাজার বিঘার চাষ নষ্ট হয়েছে। কাজেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকার যে অপারক হয়েছেন তা বোঝা যায়। কয়েক বৎসর ধরে বিভিন্ন পরিকল্পনা কোরে বাঁধ বন্দীর কথা সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে সত্যকার কাজ করা হচ্ছে, কিন্তু যেভাবে করলে বাঁধ বন্দীগুলি শক্ত করা যায়, তার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। নদীর ধারে বাঁধ দেওয়ার ব্যাপারে ইট বা পাথর দিয়ে বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া দরকার; তা না হলে প্রতি বৎসরই বাঁধ ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বন্যার ফলে একদিকে চাষের ধান নষ্ট হচ্ছে, আবার অন্যদিকে দেখি খাজনার রেহাই হয় না। চাষীদের এই অভাব অভিযোগের দিকে দৃষ্টি নাই, অথচ বাঁধবন্দী ভাল না হাওয়ায়—ভেঙে এই ক্ষতি হচ্ছে। সুন্দরবন এলাকার সেচ ব্যবস্থার জন্য অল্প দুই একটা খাল কাটান হলেও সেখানে ভালভাবে জমি জল দেবার ব্যবস্থা আজও করা হয় নি। সেখানে মাঠে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া জল নিকাশের কথাও বার বার বলেছি। প্রত্যেক ইউনিয়নে ৪।৫টি কোরে স্লুইস গেট দিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি জল নিকাশ করতে পারা যায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। গত বৎসর একই সময় বেশী বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে ধানের চারা তৈরি করতে পারে নি। এর ফলে গত বৎসর ১৫ হাজার বিঘা জমির চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেরীতে চাষ আবাদ করায় ফসল ভাল হয় নি। কাজেই স্লুইস গেট কোরে যাতে জল নিকাশ করা যায় তা করা দরকার। সুন্দরবন এলাকার সমস্যা সমাধান তাড়াতাড়ি করা না হলে যে পরিকল্পনাই নেওয়া হউক না কেন, ঐ বিরাট এলাকার জল নিকাশ ও জল সেচের ব্যবস্থা না হলে বাংলার অভাব দূর হবে না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় শুনেছি যে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জল দেওয়া হবে, এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন দিতে পারবে। কিন্তু আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি—যে তাঁর দপ্তর বা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন আজ পর্যন্ত খবর নিয়েছেন কিনা—যে এই দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য দামোদর নদ শুকিয়ে যাচ্ছে বলে কত লক্ষ একর জমি আজকে অনাবাদী হয়ে গেছে। একথা সত্য যে দামোদর নদের বন্যা আমাদের দেশে বিশেষত হাওড়া জেলায় অনেক দুঃখ বহন করে এনেছে। কিন্তু আমি তার সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানি যে তার একটা আশীর্বাদও যে ছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

দামোদরের বন্যায় হাওড়ার—বিশেষতঃ আমতা অঞ্চলের বহু ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু একথাও সত্য যে এক একটা বন্যা চলে যাবার পর—যে পলিমাটি পড়েছে তাতে সেই অঞ্চলের জমিকে যেভাবে উর্বর করেছে তার জন্য তারা যা কিছু দুঃখ সব ভুলতে পেরেছে। কিন্তু আজকে নিম্ন দামোদর এলাকায় বিশেষতঃ হাওড়া জেলার বিশেষতঃ আমতা ও বাগনান থানা অঞ্চলে যদি আপনারা একবার গিয়ে দেখেন বর্ষাকালে যে দামোদর নদের কি অবস্থা তাহলে দেখবেন যে সেখান দিয়ে একটা ক্ষীণ জলধারা বয়ে চলেছে। সেই দামোদর নদ হাওড়া জেলার অন্ততঃ ৫০ হাজার একর ন্যাচুরাল ইরিগেশন করত, সেই সমস্ত জমি জায়গা আজ অনাবাদী ও অনুর্বর হয়ে পড়েছে। হাওড়া জেলার ঐসব অঞ্চলের কৃষকের আর্থিক অবস্থা খারাপ পর্যায়ে এসে গিয়েছে। সেইজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো যে এ সম্বন্ধে একটু হিসাব নিকাশ করা দরকার। যে ১০ লক্ষ একর জমিতে জল দিতে গিয়ে কত লক্ষ একর জমিকে অনুর্বর করা হয়েছে। সে জিনিসটা যেন হিসাব কোরে খতিয়ে দেখেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে চাই যে গত বছর বর্ষাকালের শেষে যখন সমস্ত জায়গার চাষ আবাদ শেষ হয়ে গেছে তখনও এই নিম্ন দামোদর নদের যে সমস্ত এলাকা আছে—অর্থাৎ হাওড়া জেলার আমতা ও বাগনান থানার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলাম যে এই অঞ্চলে সেচের কি বন্দোবস্ত হবে। ওখানকার জনসাধারণ দামোদর নদীতে বস্তা ও মাটি দিয়ে পারাপারের জন্য যতটুকু জল সেই জল দিয়া সেচের বন্দোবস্ত করেছিল। মন্ত্রীমহাশয় জানেন এবং আমরাও জানি যে সেটা কতটা বিপজ্জনক ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও চাষীরা সেই বিপদ জেনে অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে বন্যা এসে যেতে পারে এই বাঁধের ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চল ভেসে যেতে পারে তারা এই কাজে এগিয়ে এসেছিল। তার কারণ সমস্ত অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। আমি যখন মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই অঞ্চলের হাজার হাজার বিঘা জমি যে অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে তার জন্য জলসেচের বন্দোবস্ত আপনারা কি করছেন তখন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন যে এ সম্বন্ধে তাঁরা এখনও পর্যন্ত কিছু চিন্তা করেন নি। পরিকল্পনা যে তাঁরা করছেন তার দ্বারা কোন কোন এলাকা উপকৃত হবে তা তাঁরা জানেন, কিন্তু পরিকল্পনার দ্বারা যেসব অঞ্চলের ক্ষতি হবে সেই ক্ষতিটা কিভাবে পূরণ করা যায় সে সম্বন্ধে আজ ১০ বছর হয়ে গেল এখনও তাঁরা চিন্তা করার সময় পান নি। তিনি আমাকে বলেছেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় কিছু করা যায় কি না সেটা তাঁরা চিন্তা করে দেখছেন। এই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীমহাশয়কে একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের হাওড়া জেলায় আমতা বেসিন স্কীমের জন্য জমি দখলের নোটিশ তাঁর ডাইরেক্টরেট দিতে আরম্ভ করেছে এবং নোটিশ বেশীর ভাগ গরীব মানুষের উপর গিয়ে পড়ছে এদের বেশীরভাগই হচ্ছে বাগদী শ্রেণীভুক্ত। সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে বলব যে সত্যিই যদি উচ্ছেদ করতে হয় তাহলে তাদের জন্য যেন বিকল্প বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়, আর তা যদি না হয় তাহলে তাদের যাতে কম্পেনসেসান তাড়াতাড়ি দেওয়া হয় সেদিকে যেন মন্ত্রীমহাশয় দৃষ্টি দেন।

[6-6—6-10 p.m.]

Sj. Parbati Hazra:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, মাননীয় সেচমন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন তার সমর্থনে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমাদের পশ্চিমবাংলা কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষির উন্নতির উপর আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করছে। এই কৃষির উন্নতির মূল হচ্ছে সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা। এই সেচ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে কৃষির উন্নতি যেভাবেই চেষ্টা করা হোক না কেন জমিতে যত বেশী পরিমাণে সার প্রয়োগ করা হোক না কেন কিংবা যত ভাল বীজ আমরা ব্যবহার করি না কেন এসবে তেমন ভাল কিছুই হবে না যদি তার পেছনে সুপরিকল্পিত সেচব্যবস্থা না থাকে সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেচ ব্যবস্থার উন্নতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এজন্য যেসব সেচ পরিকল্পনা লওয়া হয়েছে তার অধিকাংশ কার্যকরী করা হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যদি আমরা হিসাব নিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে বছরের পর বছর আমাদের সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এই সেচ বিভাগ থেকে বিপুল অর্থ যেমন খরচ করা হচ্ছে কাজও তেমনি বিরাট হচ্ছে। এই বিরাট কাজের মধ্যে কোন কোন জায়গায় হয়ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে

আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা কোথায় সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সেটাই তারা অনুসন্ধান করেছেন কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত যেসমস্ত সেচ ব্যবস্থা হয়েছে তার কোন স্বীকৃতি তাদের বক্তৃতার মধ্যে কোথাও দেখা গেল না। আজকে এখানে যে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় উল্লেখ করেছেন সেই সমস্ত কাজের হিসাব যদি আমরা নিই তাহলে দেখবো যে আমাদের সেচ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। একটু আগে মাননীয় দাশরথিবাবু বলে গেলেন যে এই দামোদর পরিকল্পনার পক্ষে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ আদৌ হয় নি। আমি স্যার, বন্যা অঞ্চল থেকে এসেছি আমি জানি পূর্বে আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার প্রাদুর্ভাব ছিল, দামোদর পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে ঐসব অঞ্চল বন্যার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে কিন্তু তার আশেপাশে সেখানকার সেচের জলটা পর্যন্ত একেবারে নিরশন হয়ে গেছে। সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে এদিকে মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে যে অঞ্চল এক সময় দামোদরের বন্যায় প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছে, আজ দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ায় সেখানের জমি সেচের জলের অভাবে অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যে অঞ্চল একসময় নানারূপ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে এসেছে আজ সেখানে সেচের জল নিংড়ে নিয়ে তার অপর পার্শ্বে যে জল দেয়া হচ্ছে সেটা সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে সত্যই খুব দুঃখের বিষয়। সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি যে আরামবাগ অঞ্চলের যেসব জায়গায় আগে বন্যা হত বর্তমানে সেখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে সেচের জলটুকু পর্যন্ত নিরশন করে দেয়া হয়েছে। কাজেই সেসব অঞ্চলে যাতে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং দামোদর পরিকল্পনায় উপকৃত অঞ্চল যাতে বর্ধিত করা হয় সেদিকে মন্ত্রীমহাশয় যেন একটু দৃষ্টি দেন। আর একটা কথা—গতবারে বর্ষার সময় হুগলী জেলাতে কানানদী এবং ডি ভি সি ডিস্ট্রিবিউটারীর ১ নং খালের মধ্য দিয়ে যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় তাতে যেসব অঞ্চল ঐ জল পায় সেখানে বেশ ভাল ফল পেয়েছে বটে কিন্তু সেই জল সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমতঃ জল সরবরাহ অত্যন্ত দেরীতে হয়েছে এবং সেই জল আসার পথে খালের এবং নদীর বিভিন্ন জায়গায় বে-আইনীভাবে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে বা দুই পারের বাঁধ কেটে যথেচ্ছভাবে জল নেয়ার চেষ্টা হওয়ায় বহু জায়গায় সেচের ক্ষতি হয়েছে—এ বিষয়ে সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। আমি আশা করি সামনের বারে সরকার এদিকে যথেষ্ট নজর দেবেন। তারকেশ্বর থানার চাঁপাডাঙ্গা ইউনিয়ন এবং জাঙ্গিপাড়া থানার অধিকাংশ অঞ্চলে জল দেয়ার কথা ছিল কিন্তু সেসব জায়গা আদৌ জল পায় নি। সেজন্য সেসব অঞ্চলের প্রায় সমস্ত জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এমন কি সেই অঞ্চলের চাষীরা পাট পচানোর জন্য জল বা আলু চাষের জন্য জলও আদৌ পায় নি। সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি যে সামনের চাষের সময় যাতে ঐসব অঞ্চল সুষ্ঠুভাবে সেচের জল দেবার ব্যবস্থা করা হয় এবং বেআইনী বাঁধ দেয়ার কাজ যাতে নিরোধ করা হয় সেদিকে তিনি যেন একটু লক্ষ্য রাখেন। পরিশেষে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করেছেন তার প্রতি আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমরা এটা প্রত্যেকেই জানি যে, পশ্চিম বাংলার খাদ্যসংকট দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে এবং এই খাদ্যসংকট থেকে পশ্চিম বাংলাকে বাঁচাতে গেলে দ্রুতগতিতে প্রচুর পরিমাণে সেচব্যবস্থার প্রয়োজন। বাংলাদেশের শুধু নয়—ভারতবর্ষের সেচব্যবস্থার তথ্য —ওয়েস্ট বেঙ্গল ব'লে যে পত্রিকা আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৪৯-৫০ সালে সারা ভারতবর্ষে চাষযোগ্য জমির মাত্র ৫৩·৭ পারসেন্ট জমিতে সেচ দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে সারা ভারতবর্ষে চাষযোগ্য জমির মাত্র ৫৩·৭ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল অর্থাৎ গত ৪ বৎসরের মধ্যে মাত্র ৪·২ অতিরিক্ত সেচব্যবস্থা করতে পেরেছেন। বর্তমান সেচ পরিকল্পনার হিসাব ক'রে দেখলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের সরকার এই ব্যবস্থা ক'রে ১৯৪৯-৫০ সালে মাত্র ৫৩ লক্ষ একর জমিতে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার দ্বারা সেচব্যবস্থা করেছেন এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৫৩ লক্ষ একর জমিতে সেচব্যবস্থা করেছেন এবং তার দ্বারা দেখা যায় যে, মাত্র ৪ লক্ষ বিঘা অতিরিক্ত জমিতে চার বৎসর ধ'রে ক্ষুদ্র সেচ-ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। সুতরাং সরকার যদি দ্রুতগতিতে সেচের ব্যবস্থা না করেন তবে সমস্ত চাষযোগ্য জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে একশ' বছর লাগবে। যদি কোন দেশের খাদ্য সমস্যা

বাড়িয়ে খাদ্যসংকটের সমাধান করতে হয় তবে সেই দেশে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা দুটোর উপরে অতিরিক্ত সমান জোর দিতে হয়। চীনদেশে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার উপর সমানভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল ব'লে আজকে চীন দ্বিগুণ ফসল ফলিয়ে খাদ্যসংকট সমাধান করেছে এবং উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য অন্যদেশে বিক্রি করবার ব্যবস্থা করছে। আমরা আমাদের পশ্চিম বাংলার সেচমন্ত্রীর কাছে এই কথার জবাব চাই যে, আজকে পশ্চিম বাংলায় কেন খাদ্যসংকট দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে—কেন তাঁরা খাদ্যসংকটের সমাধান করতে পারেন নি? আজকে সরকার দামোদর পরিকল্পনায় ২২৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ১৬ কোটি টাকা খরচ করেছেন, অথচ ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কেন এইভাবে অবহেলিত হচ্ছে এটার আমি উত্তর চাই। আপনারা বাজেটে দেখুন, সেই বাজেটে মেজর হেডএ আদার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচারএ যা লিখেছেন—সেখানে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা এ বছরে বরাদ্দ করেছেন অর্থাৎ মোট ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা যেখানে খরচ করা হচ্ছে সেখানে মাত্র ২৬ ভাগের ১ ভাগ ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য খরচ করা হচ্ছে এবং সরকারী পুস্তকে আপনারা লিখেছেন যে, বাংলাদেশকে খাদ্যসংকটের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার উপর জোর দিয়ে বাংলাদেশকে এই খাদ্যসংকটের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমরা আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে সরকারের কাছে বারবার দাবি করেছি, কিন্তু তাঁরা সেকথা অগ্রাহ্য করেছেন। আজকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, দেশকে দ্রুতগতিতে এবং আশু খাদ্যসংকটের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার প্রয়োজন—দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। এতদিন পরে আপনাদের নেতা নেহরু যখন স্বীকার করেছেন আমাদের সেই দাবি ও যুক্তি তখন আপনাদের কেউ কেউ আজকে সেকথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেকথা স্বীকার করলেও বাজেটের মধ্য দিয়ে আপনারা তার বিরুদ্ধ কথাই প্রমাণ করেছেন—মাত্র ২০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ করেছেন—তার কৈফিয়ত আপনাদের কাছে চাই। আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেই বিষ্টুপুর বজবজ থানায় বিশেষ ক'রে বিষ্টুপুর থানায় চলাচলের প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ যে তিনটি বড় বড় খাল আছে সেই খালের সংস্কার করবার জন্য আমরা ইরিগেশন বিভাগের ডি পি মুখার্জির কাছে বার বার জানিয়েছি। সেখানে যদি ১ লক্ষ টাকার মত খরচ করা হয় তা হ'লে অনাবৃষ্টির জন্য যেখানে চাষবাসের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হয় সেখানে চাষের কাজ সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে এবং চড়ুয়া ও ষষ্ঠীতলা ইত্যাদি খালের সংলগ্ন ৫০।৬০ হাজার বিঘা জমির উপকার হ'তে পারে এবং এই খালগুলির সংস্কারের কথা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক স্কীমএ গ্রেটার ক্যালকাটা স্কীমএর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে দাবি উত্থাপন করেছিলাম কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বারবার টাকার অভাবের কথা বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ১২৫ কোটি টাকা যখন তাঁরা খরচ করেছেন তখন এই কয়েকটা ছোট ছোট খাল করতে কেন সরকার টাকা দিতে পারবেন না? এইভাবে হাওড়া, হুগলি জেলায় যেসমস্ত ছোট ছোট খাল আছে সেগুলির সংস্কার দ্বারা খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হ'তে পারে এবং সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট কমিটি ব'লে যে কমিটি হয়েছে সেই ডেভেলপমেন্ট কমিটির মিটিংএ গৃহীত সাজেসশন কেন কার্যে পরিণত করা হয় না তার কৈফিয়ত আশা করি সরকার দেবেন।

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Ledu Majhi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের ধারণা ভারতের সর্বপ্রধান সমস্যা আজ সেচ। স্বাধীনতা লাভের পর ১১ বৎসর উত্তীর্ণ হ'ল। আজও লোকে না খেয়ে মরে। দেশের মানুষের বাঁচবার মত প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভিত্তি আজ চাই। সেই ভিত্তি আজ সম্ভব কৃষিতে এবং সেই কৃষি আজ সম্ভব সেচে। যত বড়ই পরিকল্পনা হোক, দেশের কোটি কোটি মানুষের শক্তি যদি কাজে না লাগে তবে পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। গ্রামে গ্রামে সমস্ত ভারতব্যাপী সেচব্যবস্থাই দেশের কোটি কোটি মানুষকে সারা বছর কাজ দিতে পারে এবং এই শক্তিই দেশকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু এই সেচ পরিকল্পনার কোন ধারণা এ সরকারের হয় নি। চিন্তাহীনভাবে সামান্য যে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা করা হচ্ছে তাতে অপব্যয়ের স্রোতই বইছে। এ বিষয়ে

আমাদের কাছে বহু অভিযোগ আছে। তদন্ত করার সাহস যদি সরকারের থাকে—তবে অগ্রসর হোন। অধিকাংশক্ষেত্রে সেচের নামে, রাজনীতি হচ্ছে। অনুগ্রহভাজনদের পোষণ এবং পালন। রাজনীতিই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সেচের অভিনয়ে দেশ বাঁচবে না।

Sj. Radhanath Chattoraj:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকাল প্রায়ই বলা হয় যে, বিরোধীপক্ষরা বিভ্রান্তিকর প্রচার করেন। আমরা ময়ূরাক্ষী এলাকার লোক এবং এখানে এত ত্রুটিপূর্ণ কাজ হয়েছে এবং একথা আমরা বহুবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং সুপারিন্টেডেন্ট ইঞ্জিনীয়ারএর কাছে বহুবার অভিযোগ পেশ করেছি কিন্তু কিছুই করা হয় নি। এক্ষুণি ময়ূরাক্ষী এলাকাতে শাখা ক্যানেল কাটা প্রয়োজন। এমন এমন জায়গায় ক্যানেল কাটা হয়েছে যে, যেখান থেকে সমস্ত জমিতে জল যাওয়া অসম্ভব। আমি একটা ইনস্ট্যান্স দিচ্ছি যে, বীরভূম জেলায় লাভপুর থানায় ভাদ্রা মৌজার উত্তর সীমায় যে ক্যানেল কাটা হয়েছে তা ঠিকমত না কাটার ফলে এবং ক্যানেলের শেষ প্রান্তের গতিপথ ঠিক না থাকার ফলে মাঠের অধিকাংশ জমি সেচ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ক্যানেলের জল গ্রামের মধ্যে ঢুকে সারা গ্রাম ভেঙ্গে যাচ্ছে। এইরকম ধরনের ঘটনা আমাদের জেলায় অনেক আছে। আপনাদের ৬ লক্ষ একর যে টার্গেট সেটা কখনই পৌঁছানো সম্ভব হবে না—একথা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। আমি বলি, অন্ততপক্ষে ৫ লক্ষ একর যদি হয় তা হ'লে আমাদের পক্ষে মঙ্গল হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি যাতে ত্বরান্বিত হয় সেদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা ছাড়া মেন ক্যানেলের জল দিয়ে যেসমস্ত জমি আছে তাতে সেচের ব্যবস্থা নেই। সেখানে আমরা বরাবর ব'লে আসছি ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে হোক বা অন্য কোন পাম্প মেসিন দিয়ে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। সেটা সম্ভবপর কারণ, ময়ূরাক্ষীর ইলেকট্রিক পাম্প আছে এবং সেই পাম্প দিয়ে ব্যাপকভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি নেই। তা ছাড়া চাষীদের এমন কতকগুলি অসুবিধা আছে, যেমন সাঁকোর কথা অনেকে বলেছেন। লাভ থানার কাদারিয়া ইউনিয়নের সাঁকোর ব্যাপারে মাননীয় সেচমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন এসেছিল, কিন্তু আজও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নেই। সাঁকোর জন্য খাল পারাপার ইত্যাদির যেসমস্ত অসুবিধা সেখানে আছে তার কিছুই দূর হ'ল না। অনেক ইউনিয়ন বোর্ডে যেমন নানুর, পদ্মার পাড়, ছাউরা—এখানে এখনও পর্যন্ত ক্যানেলের উপর সাঁকো হয় নি এবং না হওয়ার জন্য জনসাধারণের যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে। তা ছাড়া আর একটি বক্তব্য আছে—বিরিপাড়া ব্রীজ থেকে ময়ূরাক্ষীর নিম্ন অংশ পর্যন্ত একটা বিরাট অঞ্চল—সেই অঞ্চল ময়ূরাক্ষীর জল থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ব্যারাজ করার পর সেই অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা না করতে পারলে চাষের সমূহ ক্ষতি হবে। সেই অঞ্চল উর্বর এলাকা হ'লেও এ বছর একেবারে ফসল হয় নি। সেজন্যে মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করি, সেখানে যদি একটা ব্যারাজ নির্মাণ করা হয় তা হ'লে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ফসল হওয়া সম্ভব হয়, না করতে পারলে ঐ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবে। আর একটি কথা বলব—এই সমস্ত ক্যানেলের জল নানুর বিলে নামছে এবং সেই জলকে ড্রেনেজ করবার ব্যবস্থা আমরা বহুদিন ধ'রে ব'লে আসছি। সেচ বিভাগ কাজটার অর্ধেক সম্পন্ন করেছেন, অর্ধেক বাকি আছে। এটা সম্পূর্ণ না করতে পারলে ঐ এলাকায় দুই ফসল করা সম্ভব হবে না। সেখানে আপনার বোরো ধানের চাষ চলছে, যাতে সেই বোরো ধানের চাষীরা জলের সুবিধা পায় সেই ব্যবস্থা অবিলম্বে দরকার। তার পর জলসেচ হওয়ার পর যদি সাঁকোগুলি ঠিকমত তৈরি করা যায় এবং জায়গায় জায়গায় গেট ক'রে দেওয়া যায় তা হ'লে বীরভূমের বহু এলাকায় দুই ফসল করা যেতে পারে। এ বিষয়ে তদন্ত ক'রে দেখবার জন্যে মাননীয় সেচমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। তা ছাড়া আর একটা মেন জিনিস হচ্ছে ময়ূরাক্ষী সাউথ মেন চ্যানেল যেটা সেটা ৫-৭-৫৮ তারিখে ভেঙে যায়। সেটা মেরামত হয় ২৮-৮-৫৮। তার পর ৩১-৮-৫৮ তারিখে জল যায়। যখন ভেঙে যায় তখন জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছিলাম তাড়াতাড়ি মেরামতের জন্য, তাঁরা বলেন, তাঁদের হাতে কোন ফান্ড নেই এর ফলে লাভপুর থানা এবং বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার বিরাট এলাকায় এবার শস্যহানি ঘটেছে। জেলা কর্তৃপক্ষ বললেন—আমাদের হাতে ফান্ড নেই—এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, ৪।৫ দিনে মেরামত করতে পারতেন, কিন্তু দুই মাস সময় লাগিয়ে দিয়ে বিরাট এলাকায় শস্যহানি ঘটালেন, এটা কর্তৃপক্ষের খুবই অপদার্থতার প্রমাণ বললে ভুল হবে না। যাই হোক এ সম্পর্কে একটা রিজার্ভ ফান্ড জেলা কর্তৃপক্ষের বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরএর হাতে থাকা উচিত

ব'লে আমি মনে করি। এখন সেই এলাকার সমস্ত চাষীরা সন্ত্রস্ত, তারা ভাবছে তাদের উপর দিয়ে জলের ট্যাক্স আদায় করা হবে। যাতে ট্যাক্স সেখানে আদায় করা না হয় সেজন্যে আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করছি। এখনও ব্যারেজ মেরামত আরম্ভ হয় নি, যাতে বর্ষার পূর্বে সেই পুলটা মেরামত করা হয় সেই অনুরোধ করছি। তারপর জলের ট্যাক্স নিয়ে যা হচ্ছে তাতে চাষীরা ভীত হচ্ছে। পনের টাকা ক'রে রবিশস্যের ট্যাক্স, আপনি সাড়ে সাত টাকা করলেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে এবারও রবিশস্যের চাহিদা নেই—লোকে সেচ নিতে ভয় পাচ্ছে। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বলেছে—

The National Council of Applied Economic Research which examined criteria for the fixation of charges for irrigation water has rejected the existing system as unscientific and has made a number of recommendations which the authorities should follow as guiding principles.

[6-20—6-30 p.m.]

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় ব্যয়বরাদ্দ উত্থাপনকালে সরকারের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সরকারের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই আছে, কারণ আমরা জানি, যে বছর সুবৃষ্টি হয় এবং ফসল উৎপাদন বেশি হয়, সে বছর সরকার বলেন সরকারের সেচবিভাগের দৌলতে দেশে ফসল উৎপাদন খুব ভাল হয়েছে ; আর যে বছর অনাবৃষ্টি হয় এবং জলের অভাবে ভাল ফসল হয় না, সে বছর সরকার বলেন, প্রকৃতির দোষে ও দৈবদুর্বিপাকের জন্য ফসল উৎপাদন ভাল হয় নি। আমরা এইভাবে দেখছি, বর্তমানে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি পতিত হয়ে পড়ে রয়েছে। এমনকি, বীরভূম জেলায়, যেখানে ময়ূরাক্ষী কার্যকরী হয়েছে, সেখানে মহানন্দপুর থানায় হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত হয়ে পড়ে রয়েছে জলের অভাবে। অতএব এই জলসেচের ব্যবস্থাকে একটি জাতীয় কর্তব্য হিসাবে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা দেখছি সরকারী উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা। আজকে ছোটখাট ও মাঝারি পরিকল্পনাগুলিকে উপেক্ষা ক'রে কংসাবতী প্রভৃতি বড় বড় পরিকল্পনাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবেন ব'লে ঠিক করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার জন্য মাত্র চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, এবং এইভাবে যদি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর টাকা নিয়ে কাজ চলে, তা হ'লে এই পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করতে তিরিশ বছর সময় লেগে যাবে। কিন্তু এই তিরিশ বছরের মধ্যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় কৃষকদের অবস্থা কি হবে সেটা ভেবে দেখুন। তাদের দারুণ দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশার সম্মুখীন হ'তে হবে। অতএব আপনারা এই যে বড় বড় পরিকল্পনার দিকে বিরাট টাকা খরচ করছেন এবং ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার দিকে উদাসীনতা দেখিয়ে বছর বছর খাদ্য-সঙ্কট চালিয়ে যাচ্ছেন, এতে কখনও দেশের মঙ্গল হ'তে পারে না। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা কি করা সম্ভব নয়? সরকার কি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা করেন না? নিশ্চয়ই করেন। কিন্তু কিভাবে করেন? যেমন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কিছু সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার উত্তরে যে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৫৯ সালের সংশোধনী বাজেটে ৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। তার মধ্যে মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর তমলুক ও পাঁশকুড়া এলাকায় বেশির ভাগ খরচ করা হয়েছে আর ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এই দুই জায়গা বাদ দিয়ে মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য জায়গায় খরচ করা হয়েছে। আমরা ১৯৫৯-৬০ সালে দেখতে পাচ্ছি, মেদিনীপুর জেলায় ১০ লক্ষ ১৭ হাজার ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় তাঁরা খরচ করবেন তার মধ্যে ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তমলুক ও পাঁশকুড়াতে খরচ করা হবে এবং ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা অন্যান্য থানায় খরচ করা হবে। মন্ত্রিমহাশয় ছোটখাট সেচ পরিকল্পনা করছেন কারণ নির্বাচনে জয়লাভ করতে হবে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাতে হবে, কাজেই কোথায় পরিকল্পনা দরকার সেদিকে দৃষ্টি নেই, আগে তাঁর নিজের এলাকায় নির্বাচনে জয়যুক্ত হবার জন্য মেদিনীপুর জেলার শতকরা ৬০ ভাগ থেকে ৯০ ভাগ টাকা নিজের এলাকায় খরচ করবেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শুধু তাই নয়, আমরা জানি এই বিধানসভায় মাননীয় এম এল এ সুরেন্দ্রনাথ মাহাতো প্রশ্ন করেছিলেন, তখন অজয়বাবু উত্তর দিয়েছিলেন যে, মন্না থানায় ১০ বৎসর যাবৎ কোন সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি। দীর্ঘ দশ বৎসরে হয় কি

... একটি হবে না। যখন আমরা প্রশ্ন করলাম তখনকে হবে তখন তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ... হবে। সুতরাং আমরা দেখছি মন্ত্রিমহাশয়েরা গত দশ বছরের মধ্যে অন্যান্য জায়গায় ... না করে তাঁর নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য নিজের এলাকায় বহু অর্থ ব্যয় ক'রে পরিকল্পনা করছেন। আজকে দেশের স্বার্থের চেয়ে তাঁদের দলের স্বার্থ বড় এবং দলের স্বার্থ থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পীকার মহাশয়, যখন নন্দীগ্রাম এলাকায় সাইক্লোন হয় সেপ্টেম্বর মাসে, তখন মাননীয় অজয়বাবু সেখানে সফরের জন্য গিয়েছিলেন, সেখানে জনসাধারণ তাঁকে বলেছিলেন যে, কেউয়ার খালে একটা স্লুইস গেট ক'রে দিন। তখন মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন যে, তোমরা কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দিয়েছ আর আমার কাছে স্লুইস গেট চাইছ। যখন হাজার হাজার মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত বিপদাপন্ন হয়ে স্লুইস গেট চাইছে তখন মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই কথা বললেন। এই হ'ল কংগ্রেসী মার্কা গণতন্ত্রের পরিচয়। তাই আমরা গতবার মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে বলেছি যে, জনপুর থানাতে ৫০ হাজার বিঘা জমি পতিত আছে। পর পর ৪ বৎসর ধরে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টএ দরখাস্ত করা হচ্ছে, মন্ত্রিমহাশয়কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। হাজার হাজার মানুষ দুরবস্থার চরমে উঠেছে, এইসব জমিগুলি উদ্ধার হ'লে অনেক উপকার হ'ত কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই, লক্ষ্য আছে শুধু কি ক'রে নিজের এলাকা রক্ষা করা যায়।

Sj. Surendra Nath Mahata:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় ১৯৫৯-৬০ সালের ব্যয়বরাদ্দের জন্য যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন আমি তা গভীর মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করেছি। ইহা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আপনি জানেন স্যার, পশ্চিমবঙ্গ একটি সমস্যাসংকুল প্রদেশ, তন্মধ্যে খাদ্যসমস্যা প্রধান।

স্বাধীনতার পূর্বেও এ দেশে খাদ্যাভাব ছিল। পূর্ববঙ্গ যখন এর সঙ্গে জড়িত ছিল, পূর্ব বাংলার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধানী জমি ফসল এর সঙ্গে জড়িত ছিল তখনও ১৯৩৯ সালে বিদেশ থেকে এদেশে ৪৪ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য এদেশে আনা হয়েছিল। ১৯৪২ সালে খাদ্যাভাবে অনাহারে ৩০ লক্ষ লোক মারা যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হ'লে দেশ ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব বাংলার ভাগে ভাল ভাল ধানী জমি পড়ে আর আমাদের ভাগে বেশির ভাগ পতিত অনাবাদী জমি পড়ে। দেশভাগ হওয়ার ফলে পূর্ববাংলা থেকে বিভিন্ন সময়ে ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাই-বোন পশ্চিম বাংলায় আসেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তাঁর বিভাগের ফলে আমাদের দেশের লোকের গড় পরমায়ু বেড়ে গেছে, মৃত্যুহার কমে গেছে, জন্মহার বেড়েছে। এইসব নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এখন এখানে প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৮০০ ভাগ ক'রে হয়েছে। যেখানে রাশিয়ায় প্রতি বর্গমাইলে ২৩ ভাগ, চীনে প্রতি বর্গমাইলে ১২৩ ভাগ আর পাকিস্তানে প্রতি বর্গমাইলে ২১০ ভাগ। আর এইসব কারণেই পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ও খাদ্যাবস্থা অত্যন্ত চরমে উঠিয়াছে। তাই আবার অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অনিয়মিত বৃষ্টি, ঝড়, ঝঞ্ঝা, প্লাবন, কীটপতঙ্গের উৎপাত লেগেই আছে। আর, বিরোধী বন্ধুদের উৎপাতটাও কম নয়। এ'রা আবার ভাগচাষীদের উসকিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে আবাদী জমিতে ভাগ ক'রে চাষ করা সম্ভব হয় নাই। বহু জমির কাঁচা ধান কেটে নেওয়া হচ্ছে। এইসব নানা কারণে আমাদের খাদ্যাভাব ঘটেছে। তৎসত্ত্বেও আমাদের সেচবিভাগের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আবাদী জমির পরিমাণ বেড়েছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে। তা না হ'লে খাদ্যাভাবে ইতোমধ্যে অনাহারে বহু লোক মারা যেত আপনি জানেন স্যার, দেশের এই দুর্দিনে ... সঙ্কটময় মুহূর্তে অনাহারে একটিও লোক মারা যায় নাই। ইহা কি সেচবিভাগের কম কৃতিত্বের কথা নহে। গত কয়েক বছরে সেচখাতে কিরূপ ব্যয়বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে, তাই আমি বলছি স্যার।

[6-30—6-40 p.m.]

স্বাধীনতার পূর্বে সেচের জন্য অর্থ বরাদ্দ হ'ত, ঐ বছরের মোট বরাদ্দের শতকরা ৪·৯৭ ভাগ। স্বাধীনতার প্রথম বছরে তাহা বাড়িয়ে শতকরা ৬:৩৬ ভাগ করা হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে এ হার দাঁড়ায় ২৩·৯৯ ভাগ। সেচের অধীনে জমির পরিমাণ কিরূপ ক্রমশ বেড়েছে তাই বলছি স্যার। স্বাধীনতার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের আবাদী জমির শতকরা ১৪·৮ ভাগ সেচের অধীন

ছিল। ... লক্ষ বা ... ইহা দাঁড়ায় ২১·৯১ লক্ষে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ইহা দাঁড়ায় ৩১·৭ লক্ষ আর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ইহা ৪৬·৬ লক্ষে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। উৎপাদনের হার কিরূপ ক্রমশ বেড়েছে তাই আমি বলছি স্যার। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৫ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪২ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪৩ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ২০৬টি ছোট বড় সেচের কাজ হয়েছে। ২২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তাতে ১২ লক্ষ একর জমিতে ভাগ সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। আমার মহকুমায় চাঁপাখাল, কুয়াঁড়ী খাল, পুংরণ্ডী প্রভৃতি খালে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বহু জমিতে ভাল সেচ হচ্ছে। এ ছাড়া ৬নং নদী, দেবনদী, রাংড়ো খাল, সীতাখাল, পাটবন্ধা খাল, সারিয়া খাল, তাড়কি খাল, মুরলী খাল, সীতা খাল, কৃষ্ণমী খাল, নহড় খাল, স্বাগরা খাল, পল্পলা প্রভৃতি খালের জরিপকার্য সমাপ্ত হয়েছে। এগুলিতে শীঘ্রই বাঁধ দিবার জন্য সেচবিভাগকে অনুরোধ জানাই। কংসাবতী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। বাঁকুড়া, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ উপকৃত হবে।

আমার শেষ কথা, স্যার, মাতৃভূমিকে গ'ড়ে তোলার যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, শিল্পে, সেচে সর্বদিক দিয়ে শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য যে সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা চলেছে, তাতে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব এসে পড়েছে। এ দায়িত্ব পালনে আমরা যেন পরাঙ্মুখ না হই। আশা করি এ কাজে সকলে সহযোগিতা করলেন। এই ব'লে আমি বাজেট সমর্থন করি।

Sj. Bijoy Krishna Modak:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়! সেচমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেট বক্তৃতার সময় একটু আত্মপ্রশংসা করেছেন। খাদ্য ও সেচ খাতে ব্যয়বরাদ্দের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে—একথা তিনি বলেছেন। কিন্তু এই প্রশংসার তিনি যোগ্য নন—তার প্রমাণ বাজেটের অঙ্ক। বাজেটটা যদি খুলে দেখতেন অজয়বাবু খুব ভাল ক'রে দেখতে পেতেন যে, সমগ্র সেচখাতে যা খরচ করা হয়েছে অর্থাৎ সাড়ে ছয় কোটি টাকা—তার মধ্যে ১৮নং হেডএ 'ফর ফুড প্রোডাকশন'—এক লক্ষ এবং মাইনর স্কীমে ২৪ লক্ষ টাকা—এই ২৫ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় খরচ করা হয়েছে। যদি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট যার কথা আমেদ সাহেব বলেছেন, তাঁরা যা খরচ করেন সেটা যদি তার সঙ্গে যোগ করা যায়, তা হ'লে 'স্মল ইরিগেশন'এ ১২ লক্ষ টাকা, 'ডীপ টিউবওয়েল'এ ১৮ লক্ষ টাকা, 'ডেরেলিক্ট ট্যাংক ইরিগেশন'এ ৬ লক্ষ টাকা এবং লিফ্‌ট ইরিগেশনএর টাকা—এইসব যোগ করলে ৭৩ লক্ষ টাকা হয়। তার মধ্যে ক্ষুদ্র সেচ খাতে যা খরচ করা হয়েছে এর সঙ্গে আরও কিছু কিছু যোগ করতে চেয়েছেন। সেটা হচ্ছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এরিয়া এবং এন ই এস এরিয়ায় নানারকম ক্ষুদ্র সেচ খাতে খরচ করেছেন—বেসরকারী প্রচেষ্টা ক'রে অনেক কিছু। কিন্তু আমরা জানি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট এরিয়ায় বা এন ই এস প্রোজেক্ট বা, সেচখাতে যে খরচ হয় সেটা কিভাবে ব্যয়িত হয়। বলাগড় থানা এন ই এস ব্লকে ৫৫ হাজার টাকা সেচখাতে বরাদ্দ ছিল। সারা বছরে সেচখাতের সেই টাকা বি ডি ও খরচ করতে পারলেন না। তার কারণ উপর থেকে কিভাবে খরচ হবে তার কোন স্পেসিফিকেশন ঠিক করা হয় নি। বেসরকারী খাতে যেসব প্রচেষ্টা করা হয়েছে—তাতেও আমি হুগলি জেলার যেখানে গিয়েছি তাতে এই বেসরকারী প্রচেষ্টায় কোথাও কিছু সেচব্যবস্থা হয়েছে তা চোখে পড়ে নি। বরঞ্চ এর আগে যেসব ব্যবস্থা ছিল অর্থাৎ সরকার দেবে অর্ধেক এবং জনসাধারণ দেবে অর্ধেক—অথবা ওয়ান-থার্ড টু-থার্ডস স্কীম যখন ছিল তখনও দেখেছি জনসাধারণের সাধ্য ছিল না টাকা দেবার, যার ফলে দেখেছি সেইসব প্রচেষ্টা কোথাও কার্যকরী হয় নি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বৃহৎ পরিকল্পনার খাতে যে টাকা খরচ করা হয়েছে মূলত যেটা বৃহৎ পরিকল্পনা, দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা যা বহুদিন পরে ফল দেবে—এই তাদের পরিকল্পনা। কিন্তু আমাদের মত অনুন্নত দেশে উচিত ছিল শুধু দীর্ঘস্থায়ী কোন পরিকল্পনা নয়, ক্ষুদ্র পরিকল্পনার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা 'ইন্টিগ্রেট' করা, যোগ করা উচিত ছিল। এই পদ্ধতি নিয়েছে চীন, কিন্তু এখানে ভারত-সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার যে পদ্ধতি নিয়েছেন তা বৃহৎ পরিকল্পনার—তাঁরা বৃহৎ ছাড়া—ছোট পরিকল্পনার কথা ভাবতে পারেন না। আমরা দেখেছি চীন ১৯৫৭-৫৮ সালে এক বছরে মাইনর ইরিগেশন ক'রে ৮ কোটি একরের সেচ

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে—কুয়া, পাম্প, লিফ্‌ট ইরিগেশনএর দ্বারা সম্ভব করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এখানে যে হিসাব দিয়েছেন তাতে পাওয়া যাচ্ছে যে, এন ই এস ব্লক এরিয়ার-Total area of land benefited by large irrigation measures so far as have aggregated over 5.42 lakhs.

৩।৪ বছরে এই জিনিস হয়েছে যেখানে সারা চীনে একটা বছরে ৮ কোটি একর তারা সেচযোগ্য করতে পেরেছে এখানে বাংলাদেশে আমরা আশা করেছিলাম যে, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হবে এবং ১৫।২০ লক্ষ একর সেচযোগ্য করতে পারব। এরকম ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এখানে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হয় নি বৃহৎ পরিকল্পনার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বৃহৎ পরিকল্পনার বহির্ভূত যেসব অঞ্চল রয়েছে সেইসব অঞ্চলে, হুগলি জেলার কথায় বলা যেতে পারে এবং সেকথা মাননীয় সদস্য কানাইবাবু এবং পার্বতী হাজরা মহাশয় বলেছেন যে, আমতা এবং আরামবাগ অঞ্চল যেখানে দামোদরের জলে সেচ দেওয়া হ'ত, সেখানকার প্রচুর জমি আজ চাষযোগ্য নয় সেচযোগ্য নয়। আজ আরামবাগ মরুভূমিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। একথা কাগজে বহুদিন আগেই লিখেছে। তা ছাড়া হুগলি জেলার বলাগড় থানার যেটা ডি ভি সি কমান্ড এরিয়ার বাহিরে সেখানে দামোদর এলাকার বাহিরে হওয়ার ফলে সেখানে কোন ব্যবস্থা নাই এবং বলাগড় অঞ্চলে সেচের কোন ব্যবস্থা নাই। শুধু তাই নয়, গঙ্গার পাশে কাটোয়া পূর্বস্থলীতে অনাবৃষ্টি তো লেগেই আছে।

[6-40—6-50 p.m.]

এখানে প্রায় অনাবৃষ্টি লেগেই আছে। সেজন্য এখানে যদি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কোন ব্যবস্থা না করা হয় তা হ'লে চাষীরা মারা যাবে। আমি জানি, বলাগড়ের মধ্য দিয়ে দামোদর হাসিম স্কীমের দু'টি নদী গেছে—বেহুলা ও কানা নদী। চিরকাল এইসব জায়গা থেকে জল নিয়ে ওখানকার লোকে চাষ করত। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু সেটা হাসিন স্কীমের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু তারা বার বার বলেছে যে, এখানে একটা কোনরকম লক-গেট ক'রে দেওয়া যাতে তারা সেচের জন্য জল নিতে পারে। এটা যেহেতু দামোদর হাসিম স্কীমের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ হুকুম দিয়েছেন যে, ঐখানে লগ-গেট হ'তে পারে এবং ঐ জল তারা ব্যবহার করতে পারবে না। সেজন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, যেসব অঞ্চল বৃহৎ পরিকল্পনার বহির্ভূত অঞ্চল—যেমন আরামবাগ, আমতা, বলাগড়, কালনা, পূর্বস্থলী—সেসব জায়গার দিকে নজর দেওয়া দরকার। আমি জানি গত ৩ বছর ধ'রে বলাগড়ের মানুষরা তখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, এম পি-র মারফত বাংলা গভর্নমেন্টের কাছে চিৎকার করেছে যে, কোনরকম একটা পরিকল্পনা নেওয়া হোক, কিন্তু তা আজ পর্যন্ত কার্যকরী হ'ল না। দেখা যাচ্ছে, সরকার সম্প্রতি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার ফলে লক্ষ লক্ষ টিউবওয়েল খোঁড়বার পরিকল্পনা করেছেন—যেমন তাঁরা বলেছেন যে, সারা বাংলাদেশে ৪০টা ডীপ টিউবওয়েল করবেন। কিন্তু ৪০টা যে ডিপ টিউবওয়েল করবেন তার মধ্যে বলাগড়ে হয়ত ১টা কি ২টা হবে। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে না। এখানে মাননীয় জ্যোতিবাবু টিউবওয়েল ইরিগেশন সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছিলেন তার বিরোধিতা ক'রে তিনি এক্সপার্টদের কতকগুলি যুক্তি দিয়েছেন। মাননীয় জ্যোতিবাবু যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে তিনি একথা বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকার যে ডীপ টিউবওয়েলের পরিকল্পনা করছেন তাতে রানিং চার্জ সেখানে পড়বে সাড়ে ষোল টাকা পার একর আউশে এবং সাড়ে বার টাকা পার একর রবিতে, কিন্তু ১ ইঞ্চি ডায়মেটার টিউবওয়েলে মাত্র সাড়ে দশ টাকা পড়বে। আপনারা এক্সপার্টদের বহু ওপিনিয়ন নিয়েছেন, কিন্তু আমি বলছি যে, এক্সপার্টদের সেসব মত নিয়ে একত্র ব'সে একটা কিছু ঠিক করুন যাতে সত্যিকারের কাজ হয়। শেষে একটা কথা বলছি যে, চন্দননগর সম্পর্কে ঝা কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্ট সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু লোকসভায় বলেছেন যে recommendation of the Commission accepted from 1 to 3.

সেই ঝা কমিশনের রিপোর্টের ৩এর পাতায় বলছেন

protection of the river and the embankment thereof should be executed with the aid of the Central Government.

কিন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমানকালে নদীর বাঁধ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে একথা নেই যে, এই ব্যবস্থা যেন করা হয়।

[At this stage the hon'ble member having reached his time limit resumed his seat.]

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি হাওড়া জেলা সম্বন্ধে সেচমন্ত্রীকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। হাওড়া জেলা ঘাটতি অঞ্চল, সেখানে মাত্র ৪।৫ মাসের খাদ্য উৎপন্ন হয়, বাকি খাদ্যের জন্য হাওড়া জেলাকে বাইরের খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় খাদ্য-দপ্তরের ভার গ্রহণ করার পর থেকে প্রায় প্রত্যেক বছর এই জেলাটা দুর্ভিক্ষ এলাকা হিসাবে পরিগণিত হয় এবং এই জেলাকে সম্পূর্ণভাবে চোরাবাজারের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। সেজন্য হাওড়া জেলায় বৎসরের পর বৎসর অনাহার, অর্ধাহার এবং অনশনে বহু লোকের মৃত্যু হয়। কাজেই এই জেলায় বেশ ভাল একটা সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যাতে সেখানকার লোকেরা দুবেলা একটু খেতে পায়—হাওড়া জেলার অধিবাসীরা সেচমন্ত্রীর কাছে এই আশা করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই করা হয় নি। হাওড়া জেলার ধানের জমির পরিমাণ ২ লক্ষ একরের মত—এই ২ লক্ষ একরে সেচের ব্যবস্থা ক'রে, নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা ক'রে অধিক ফসল উৎপাদন ক'রে হাওড়া জেলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারতেন কিন্তু আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় সেসব কিছুই করেন নি বরং বৃটিশ আমলে যেসব সেচব্যবস্থা ছিল. যে ব্যবস্থা ভালর উপর নির্ভর ক'রে হাওড়া জেলায় অন্তত ৪।৫ মাসের ফসল উৎপাদন হ'ত, যে নদী-নালার সাহায্যে অন্তত বর্ষায় জলনিকাশ হবার ব্যবস্থা ছিল সেগুলিকে পর্যন্ত নষ্ট ক'রে তিনি হাওড়া জেলার আপামর জনসাধারণের দুর্গতির কারণ হয়েছেন এবং হাওড়ার অধিবাসীদের খাদ্যমন্ত্রীর শিকারে পরিণত করিয়া হাওড়ার জেলার প্রতি তিনি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন।

প্রথমত বালী গ্রামাঞ্চলের কথা বলি—বর্তমানে এই এলাকা সমগ্র বর্ষায় পর্যন্ত জল-নিকাশের অভাবে গলিত, পূতিগন্ধপূর্ণ আবর্জনারাশির সহযোগে মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। পূর্বের যে শেওড়াপোতা খাল. সেই শেওড়াপোতা খাল দিয়ে জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তার সামনে জনৈক ব্যবসায়ীকে ইটখোলা করবার সুযোগ দিয়ে এখানে জলনিকাশের ব্যবস্থা একদম নষ্ট করা হয়েছে এবং এই এলাকায় খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাবনাকে লোপ করা হয়েছে। বর্ষার সময় বালী মিউনিসিপ্যালিটির ভাগাড়ের ময়লারাশির সহিত বর্ষার জল ও আবর্জনারাশি মিশ্রিত হয়ে বালী গ্রামাঞ্চলের আপটী, সাপুইপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলিকে নরককুণ্ডে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত হাওড়া ড্রেনেজের কথা—হাওড়া ড্রেনেজের জন্য আপনার কাছে ডেপুটেশনে যাওয়া হয়েছিল। এই ড্রেনেজের ৫২ বর্গমাইল অববাহিকার জমিসমূহ প্রতি বৎসর শস্যপূর্ণ হ'ত এবং প্রতি বৎসর এই এলাকার জনসাধারণকে একবেলা একসন্ধ্যা খাইবার আহার সংগ্রহ ক'রে দিত কিন্তু সেই ড্রেনেজের মধ্যে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পচা ক্লেদপূর্ণ জল প্রবেশ করাবার ব্যবস্থা ক'রে এই এলাকার সমস্ত সম্ভাব্য শস্য নষ্ট করবার ব্যবস্থা করেছেন এবং এই এলাকার জনসাধারণকে নানারকম রোগের মুখে ঠেলে দিয়ে হত্যা করবার ব্যবস্থা করেছেন। যে ড্রেনেজ জনসাধারণের অর্থে কাটা হয়েছে. যে ড্রেনেজ কেবলমাত্র চাষের সুযোগ দেবার জন্য কাটা হয়েছিল এবং যে ড্রেনেজ কাটার জন্য কৃষকদিগের নিকট হ'তে ড্রেনেজ কর নেওয়া হয়েছিল সেই ড্রেনেজের মধ্যে এইভাবে ময়লা জল প্রবেশ করিয়ে সেটাকে নষ্ট করবার কোন অধিকার সেচমন্ত্রীর নেই—এ বিষয়ে তিনি অপরাধী, ক্রিমিনাল।

দামোদরের কথা আপনি বলেছেন—দামোদর পরিকল্পনা হওয়ার পূর্বে হাওড়ার ও হুগলির ব্যাপক অংশে এবং বর্ষমানে দামোদরের যে জল আসত সে জল আসিবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। এই [illegible] ব্যাপক অংশে বৎসর বৎসর জলের অভাবে অজন্মা হচ্ছে, ফলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কৃষক শস্যহানির ফলে মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে। দিনের পর দিন তারা কোন

মজুরী পায়েন না, তবে ঠেস্ট রিলিফে ৪ আনা, ৬ আনায় কাজ করতে তারা কথা হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টী স্কীম বা অন্য কোন স্কীম ক'রে করবে যে এই লক্ষ লক্ষ কৃষকদের উদ্ধার করবেন জানি না। এই ক'রে সেচমন্ত্রী মহাশয় দেশের ... মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

শেষে কেন্দুয়া পরিকল্পনার কথা বলি—এক্ষেত্রেও সেচমন্ত্রী মহাশয় হাওড়া জেলার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কথা ছিল যে, উলুবেড়িয়াতে স্লুইস এবং লক গেট সমেত পরিকল্পনা করা হবে—সেজন্য ১৯৫৬ সালে খালের মুখে অবস্থিত জমিকলা মালিক জগবন্ধু ... নোটিস দেওয়া হয়েছিল, সরকার কর্তৃক তাঁকে নীজ দেওয়া জমি ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কোন অদৃশ্য হাতের স্পর্শে আপনার মাথা ঘুরে গেল, লক ও স্লুইস গেট আর করা হবে না আপনি জানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এটা আপনার মাথায় এলনা যে, লক এবং স্লুইস গেট না করলে জোয়ার জল ঢুকে সমস্ত ফসল নষ্ট ক'রে দেবে।

[6-50—7 p.m.]

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি সেচমন্ত্রীকে কয়েকটা কথা জানাতে চাই। প্রথমে আমি বলতে চাই, পশ্চিম দিনাজপুর সম্পর্কে তিনি কোন প্ল্যান এখনও দিলেন না। সেচ-কার্যের ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু তিনি আমাদের বিষয় একটুও চিন্তা করলেন না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন রায়গঞ্জে গিয়েছিলেন তখন ২৭-৯-৫৮ তারিখে মহা-নন্দার বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছিল। এই মহানন্দার বন্যায় প্রতি বৎসর ইটাহার থানায় ১০০ বর্গমাইল এরিয়া ফ্লাডেড হয়, ১১৩টি গ্রাম বিধ্বস্ত হয় এবং ৮৭ হাজার লোকের জমির ফসলাদি নষ্ট হয়—শতকরা ৭৫ ভাগ পাট এবং শতকরা ৩০ ভাগ আমন ধান নষ্ট হয়। গত ৩-৪ বৎসর ধ'রে ক্রমান্বয়ে এভাবে বন্যায় মানুষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করলেন না বন্যানিয়ন্ত্রণ করার জন্য। মন্ত্রিমহাশয় প্রশ্নোত্তরে একবার জানিয়েছিলেন যে, সাইথিয়ায় স্লুইস গেট করা হবে—তার কি হ'ল আজ পর্যন্ত আমরা কিছুই জানতে পারি নি। এই অঞ্চলে মোট ৮টি স্লুইস গেট করা দরকার। এগুলি না হওয়ার জন্য প্রতি বৎসর রায়গঞ্জ, তপন, গঙ্গারামপুর এবং আরও কয়েকটা থানায় প্রতি বৎসর বন্যায় ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের সারা জেলায় ৬টি থানায় মোট ১৯৫ বর্গমাইল প্লাবিত, ২০৬ খানা গ্রাম বিধ্বস্ত, এবং সরকারী হিসাবে ৭৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার শস্যহানি হইয়াছে। আমি আমার কাট মোশনে ১০টা স্লুইস গেটএর জন্য বলেছি—এ বৎসর ২টি আরম্ভ করার কথা। আমি সরকারের কাছে জবাব চাই কবে এগুলি আরম্ভ করা হবে। তারপর, আমাদের জেলায় নদীনালা ছাড়াও অনেক পুকুর আছে —এই পুকুরগুলির সংস্কার করলেও অনেক জমির জলসেচের ব্যবস্থা হ'তে পারে। মধুবন মহকুমায় ২৯ হাজার পুকুর আছে। পুকুর ও দীঘির সংস্কার করলেও অনেক জমির সেচের ব্যবস্থা হ'তে পারে। তারপর, পাম্পিং মেশিন দিয়ে জলসরবরাহ করারও কোন ব্যবস্থা করবেন না। আমি আপনাদের কাছে বিশেষভাবে জানাচ্ছি, আমাদের জেলায় প্রতি আপনারা যেরকম অবহেলার মনোভাব দেখাচ্ছেন তাতে সেখানে অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের ইটাহার থানায়ই ৮৭ হাজার লোক। এই ইটাহার থানায় ভীষণভাবে বন্যা হওয়ার দরুন ব্যাপক-ভাবে শস্যহানি হয়েছে। লোকে কোনপ্রকার কৃষিঋণ বা খয়রাতি সাহায্য পায় নি। এভাবে আপনারা চরম অবহেলা দেখিয়ে এসেছেন। আমি আবেদন করব এইরকম অবহেলা করবেন না।

Sj. Provakar Pal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেচমন্ত্রী সেচবিভাগ এবং ডি ভি সি-র জন্য যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি উপস্থিত করেছেন তার সমর্থন করতে উঠে আমি কয়েকটা কথা বলব। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম বাংলা সরকার পশ্চিম বাংলার কল্যাণের জন্য যেসমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধন করেছেন কৃষি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেসব কথা ৫ মিনিটে বলা সম্ভব নয়। দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা আলোচনার মধ্যে বিরোধীপক্ষ কেবল সরকারের দোষের কথাই বলেছেন, বিভিন্ন সেচব্যবস্থা ও ডি ভি সি দ্বারা পশ্চিম বাংলায় যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে তার কথা উল্লেখ করেন নি। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর পরিকল্পনার মারফত লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হচ্ছে, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে, ভূমিক্ষয় নিবারণ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে—এসব জিনিস ও'রা

উল্লেখ করলেন না। এবারের মতো অনাবৃষ্টি গত দশ বৎসরের মধ্যে হয় নি, কিন্তু তথাপি পশ্চিম বাংলায় ফসল খুব খারাপ হয় নি ময়ূরাক্ষী ও দামোদরের কল্যাণে। আজকে পশ্চিম-বাংলার [illegible]—আমাদের সেচবিভাগকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। হুগলি জেলার মাননীয় সদস্য হুগলি জেলার বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেছেন। হুগলি জেলার হরিপাল থানা ও সিঙ্গুর থানাতে দামোদরের জল না পেলে এক বিঘা জমিতেও চাষ হ'তে পারত না। সেজন্য আমি আবেদন করব, বিরোধীপক্ষের বন্ধুদের কাছে

(as the time was over,—Mr. Speaker did not allow him to proceed further)

[7—7-10 p.m.]

Sj. Gangadhar Naskar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, গত সাত বৎসরেও সেচমন্ত্রী মহাশয় আমাদের দেশের কৃষিকার্যে উন্নতির জন্য যেসমস্ত সেচপ্রথা অবলম্বন করেছেন তাতে আমাদের সেচসমস্যার কিছুই সমাধান হয় নি। আমাদের সোনারপুর বারুইপুরে ৪৪ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে যে পাম্পিং স্টেশন করলেন জলনিকাশের জন্য তাতে কি কোন সমস্যার সমাধান হয়েছে? আমাদের ওখানে জমির অবস্থা কি? শতকরা ৭৫ ভাগ উঁচু জমি আর ২৫ ভাগ নিচু জমি—এই কারণে উঁচু জমির জল নিচু জমিতে প্রবেশ করে, শতকরা ৫০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

আর একটি কথা বলি, পাম্প মেসিন সম্বন্ধে। সেখানে বাঁধ যদি না হয় তাতে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ১৯৫৬ সালে যেখানে প্লাভ হয় পাম্প মেসিন চালু করতে করতেই তার কারণ তার পাশে যেসমস্ত বাঁধ সেগুলি ঠিকভাবে তৈরি হয় নি এবং তার ফলে পাম্প মেসিনও চালু হয় নি। তা ছাড়া সেখানে যেসমস্ত অফিসার আছেন তাঁদের দুর্নীতির কথাও না ব'লে পারি না। যখন ধান কাটার সময় তখন মাছ ধরবার লোভেতে এই সমস্ত অফিসাররা পাম্প মেসিন বন্ধ ক'রে দেন যাতে যেসময় বেশি মাছ খালে হাজির হয় মেসিন বন্ধ ক'রে মাছ ধ'রে নিয়ে আবার মেসিন চালু করা হয়। এইভাবে মাছের লোভে ফসল নষ্ট করেন।

হালতু ইউনিয়নে যে খাল স্যাংশন হবে বলেছিলেন সেটা শীঘ্রই করা দরকার। এর অধীনে প্রায় দুই লক্ষ লোক। ১৯৫৬ সালে এই ইউনিয়নে বহু টাকা গভর্নমেন্ট ঘরবাড়ি করবার জন্য দিয়েছেন। এই যে খাল এটা অবিলম্বে স্যাংশন করা দরকার। যদি না করেন, যদি এর সংস্কার না করেন তা হ'লে এন্টায়ার বালিগঞ্জ এরিয়া থেকে আরম্ভ ক'রে ঐ এরিয়া পর্যন্ত দুই লক্ষের মত লোক জলে ডুববে, ঘরবাড়ি পড়ে যাবে। এই সমস্ত কারণে এই খাল তাড়াতাড়ি সংস্কারের চেষ্টা করতে হবে। এই নিয়ে আপনাদের বার বার বলা সত্ত্বেও আপনারা সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। আমরা বলেছিলাম এই খাল সংস্কার ক'রে ওখানে দুই ফসল চাষ করবার ব্যবস্থা করা যায়, এবং বাংলাদেশকে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাতে গেলে প[illegible] কিছু জমিতে দুই ফসল চাষ করবার ব্যবস্থা করতে পারেন। সেজন্যে কসবার খাল সংস্কার করুন, সেখানে গঙ্গার জল রাখুন যাতে আমন ধান তুলে নেবার পর আমরা বাঁদ চাষ চাষ করতে পারি। যদি আমরা দুই ফসল না করতে পারি তা হ'লে বাংলাদেশের লোককে বাঁচানো যাবে না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি শুধু কয়েকটা প্রশ্ন সেচমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে সুন্দরবন সম্বন্ধে তিনি গ্র্যান্ট রাখবার সময় যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে আমি তাঁর কাছে চারটা প্রশ্ন করতে চাই এবং তার জবাব চাই।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, সুন্দরবন অঞ্চলে ২২শ মাইল বাঁধ বাঁধবার জন্য যে টাকা ব্যয় করেছেন তার কত অংশ টাকা গত বছর এই বাঁধগুলিতে ব্যয় করেছেন? এবং তিনি কি এই খবর জানেন যে, তার প্রত্যেকটি জায়গায় 'হোক' শুরু হয়ে গিয়েছে, এবং তার মধ্য দিয়ে লোনা জল মাঠে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে? তা বন্ধ করবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং যদি না ক'রে থাকেন, তা হ'লে কবে করবেন? কারণ ও'রা যখন কাজ আরম্ভ করেন তখন ঘটনাটা অনেকদূর এগিয়ে যায়। সুতরাং এখন থেকে যদি ব্যবস্থা অবলম্বন না করা যায়, তা হ'লে বর্ষা নেমে গেলে, সেই সময় ঐ টাকা ব্যয় ক'রে কোন লাভ হবে না এবং চাষের প্রভূত ক্ষতি হবে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—স্লুইস গেট সম্বন্ধে। গত দু' বছর ধরে দু'-তিন হাজার টাকা খরচ ক'রে যেসমস্ত কাঠের বাক্স দিয়েছিলেন, সেইসকল কাঠের বাক্সের জন্য কি কাঠ ব্যবহার হয়েছিল, এই সংবাদ কি তাঁর জানা আছে? কারণ দেখা যাচ্ছে, এই দু' বছরের মধ্যেই বাক্সগুলি ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোনটার ডালা ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছে—কোনটা একেবারেই কার্যকরী নয়। কেন এই অবস্থা হ'ল? এর জন্য কত টাকা ব্যয় করেছিলেন? এবং কি কাঠ ব্যবহার করেছিলেন জানতে চাই, যার জন্য এই পরিণতি হয়েছে?

আমার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—বর্তমানে যে পাইপ দিয়ে স্লুইস গেট করেছেন, তাতে জলনিকাশ করবার জন্য যে ঘেরটা, সেই ঘেরের পরিধিটা এত কম, যার জন্য নোনা জল মাঠে প্রবেশ করছে এবং যে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তার অনেক পরিমাণ নোনা জল মাঠে পড়ে থাকছে। জলনিকাশ করবার জন্য যে পাইপ তাঁরা বসিয়েছেন তার পরিধিটা এত ছোট কেন হ'ল? পরিধিটা আরও বড় না করলে জল বেরিয়ে যেতে পারে এ চিন্তা না ক'রে, সমস্ত দিক ভেবে-চিন্তে না করার জন্যই এই অবস্থা হয়েছে। এর প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে জানতে চাই।

আমার চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট কমিটি সম্পর্কে। সেই কমিটি তৈরি হবার পর, জীবনে একটিবার মাত্র তার বৈঠক হয়েছিল। সেই কমিটির কি হ'ল, রইল না মরে গেল? এর অবস্থাটা কি জানতে চাই। একটা কমিটি করলেন, তার একবার বৈঠক হ'ল, তারপর আর তার দেখাসাক্ষাৎ নেই, সেই কমিটি কোথায় গেল? সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য যেটুকু ব্যবস্থা করেছিলেন, তা নষ্ট ক'রে দিয়ে, খামখেয়ালিভাবে এতগুলি টাকা নষ্ট করবার কি কারণ আছে আমি তা জানতে চাই।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিরোধী সদস্যগণ, আমাদের সেচের অগ্রগতি সম্বন্ধে নানাভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি তাঁদের কাছে কয়েকটি অঙ্ক উপস্থিত করতে চাই। আমি এইটা দিচ্ছি শুধু তাঁদের বোঝাবার জন্য যে শুধু সেচ বিভাগের চেষ্টা ধরলে সেচ এলাকা ক্রমশঃ বেড়েছে। কারণ, আমি যেটা আগে বলেছি সেটা হচ্ছে সাধারণভাবে বাংলাদেশে যে মোট সেচ এলাকা আছে তার খবর। এর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পুকুর ইত্যাদি করে যেসব দেওয়া হয় তা'ও জুড়ে দেওয়া হয় বলে, হিসাবে অনেক তফাত হতে পারে। আমি পশ্চিম বাংলার সেচ বিভাগের সেচ এলাকার একটা হিসাব দিতে চাই।

প্রথমে ১৯৫২-৫৩ সালে ৩,০৯,২৩০ একর জমিতে সেচ দিয়েছি। তারপর ১৯৫৬-৫৭ সালে, তিন বছর পরে ৫,৮৯,৭০০ একর জমিতে সেচ দিয়েছি। আবার তিন বছর পরে, ১৯৫৮-৫৯ সালে ৯,১৭,৩৪৭ একর জমিতে সেচ দিতে পেরেছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে ছয় বছরে তিনগুণ সেচ এলাকা বেড়েছে। আর আলোচ্য বছরে ১৯৫৯-৬০ সালে যেটা আমাদের টার্গেট, সেই টার্গেটএ পৌঁছাতে পারবো কিনা জানি না, তবে আশা করি যে পারবো। সেই টার্গেট হচ্ছে ১৩,৭০,৮০০ একর। অতএব সাত বছরে সাড়ে চার গুণ সেচ এলাকা বাড়বে, এটা তুচ্ছ বলে মাননীয় সদস্যরা মনে করতে পারেন না।

বিরোধী সদস্যরা কথায় কথায় চীন ও রাশিয়ার আদর্শ দেখান। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে চীনের সমালোচনা করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, সেইজন্য আমি সেদিকে যাবো না। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি সেখানের শাসন প্রণালীতে দরকার হলে বল প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা আছে, এবং সেখানে, এখানকার মত বিরোধী দলরা সরকারের প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিতে পারেন না। এই দুটা কারণই যথেষ্ট বলে মনে করি। তা ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে, যা আমাদের খাদ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী আমার আগে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, আমি সেগুলি আর উদ্ধৃত করতে চাই না। এখানে একজন সদস্য বললেন খাওয়াবেন মানুষকে বলছেন, কিন্তু তার অনুপাতটা কি? আমি তাঁর অবগতির জন্য বলতে চাই ১৯৫২ সালের লোক গণনায় দেখা যায় চীনে প্রতি বর্গমাইলে ১২৩ জন লোক, আর সেই বছর ভারতবর্ষে

হচ্ছে ২৪৬ জন, এবং আমাদের পশ্চিম বাংলার ৮০৬ জন। কাজেই আমাদের এখানে কতগুণ বেশি লোককে খাওয়াতে হয়, সেটা চিন্তা করবার বিষয়। চীনের মত যদি আমাদের লোকসংখ্যা হত, তাহলে আমরা জাহাজ, জাহাজ মাল বিদেশে বিক্রী করতে পারতাম।

বিনয়বাবু বলেছেন চীনের লোকেরা গত বছরে অনাবৃষ্টির জন্য, সেখানে ইঁদারা, কুয়া ইত্যাদি করে সেচের ব্যবস্থা করেছেন। এটা ঠিক কথা। কিন্তু চীনারা তাঁদের কায়িক পরিশ্রমে এটা করেছেন। আমাদের ভারতবর্ষে সেটাত নিষিদ্ধ ছিল না কিন্তু তা তাঁরা করতে প্রস্তুত নন। তাঁরা কেবল বলবেন চীনেত হল জনপ্রিয় সরকার, সোসালিস্ট সরকার—আর আমাদের ভারতবর্ষ হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট সরকার, গরীবের শত্রু সরকার, তাই এখানে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই তারা প্রেরণা পাচ্ছে না। এটা ঠিক কথা প্রেরণা পাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের এখানে জনপ্রিয় না হলেও, জনদরদী অনেক পার্টি আছে, তাঁরা যদি একটু চীনের মত প্রেরণা দিতে পারতেন, তাহলে তাঁদের এই ধরনের লম্বাচওড়া কথা বলবার অধিকার থাকত।

[7-10—7-20 p.m.]

বিনয়বাবু বলেছেন চীনে সোসালিস্ট সরকার তাই সম্ভব হল, আমি তাঁকে দেখাবো, ইটালী এবং স্পেনেও চীনের মত ফলন হয় এবং জাপানে চীনের চেয়ে অনেক বেশি ফলন হয় বরং অনেক বেশি। এর কোনটাই সোসালিস্ট সরকার নয়। বিনয়বাবুদের মতে হয় ক্যাপিটালিস্ট, না হয় ফাসিস্ট। কাজেই ফলনটা শুধু সোসালিস্ট সরকারের উপর নির্ভর করে না। বিরোধী দলের বন্ধুরা কথায় কথায় চীন এবং রাশিয়ায় যান, কিন্তু আমার ত অত দৌড় নেই তবে না হয় ও'দের সঙ্গে একবার কেরেলায় যাওয়া যাক। কেরেলায় কম্যুনিস্ট সরকার তাঁদের শাসনের প্রথম বৎসরে ১৯৫৭-৫৮ সালে সেচের জন্য ব্যয়বরাদ্দ করেছিলেন দুই কোটি তের লক্ষ টাকা; ঐ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে সেচ বিভাগ এবং ডি ভি সি মিলিত খরচ সেচ ব্যাপারে ১০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ কেরেলার মাত্র পৌণে পাঁচ গুণ। পর পর বছর এই দুইটি রাজ্যের সেচ বরাদ্দ তুলনা করলে অনুরূপ দেখতে পাবেন। আমরা ছোট সেচ পরিকল্পনায় বেশি খরচ করছি না বলে তাঁরা বলেছেন, কিন্তু দেখবেন কেরেলার ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে মাইনর ইরিগেশনএর জন্য ১০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আর আমরা ২৪ লক্ষ টাকা ধরেছি,—যদিও এটা হয়ত খুব বেশি টাকা নয়, তবুও কেরালার ১০ হাজার ২৪০ গুণ মাত্র। কেরালায় আয়ের দিক থেকে কি করেছে শুনুন। ওয়াটার রেট ধরা হয়েছে ৫-লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং তার উপর আবার ধরা হয়েছে ওয়াটার ট্যাক্স ৪ লক্ষ টাকা, তা ছাড়া বেটারমেন্ট লেভি ৫০ হাজার টাকা, আমাদের পশ্চিম বাংলায় ওয়াটার ট্যাক্স বলে কিছু নেই। বেটারমেন্ট লেভি বলেও কিছু নেই। কাজেই সেদিক থেকে আমরা কেরালার চেয়ে কিছু পশ্চাৎপদ আছি একথা স্বীকার করি। আর বাজেটের যদি মোট টাকাটা দেখেন তাহলে দেখবেন কেরেলায় ৫০ কোটি ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল আর আমাদের পশ্চিমবাংলা ১০১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ দ্বিগুণের কিছু বেশি। তবুও কেরেলায় সেই বৎসর দুই কোটি ৩২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা নতুন ট্যাক্সের বরাদ্দ করেছিলেন, কিন্তু আমাদের পশ্চিম বাংলায় এক পয়সাও বাড়াবার প্রস্তাব আসে নি। ১১-১-৫৯ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখুন সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ারএর পরামর্শ অনুসারে কেরেলার সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ৩০ বৎসরের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছেন। অর্থাৎ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করে ৯ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা হবে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় আট বৎসরে ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সাড়ে চার লক্ষ একরে সেচের ব্যবস্থা করেছেন, কংসাবতী পরিকল্পনায় ১০ বৎসরে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ লক্ষ একরে সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি ডি ভি সি-র কথা ছেড়েই দিলাম, তবু দেখা যাবে যে কেরেলায় প্রতি একরে খরচের যে প্রস্তাব হয়েছে তাতে ময়ূরাক্ষীর আড়াই গুণ এবং কংসাবতীর তিন গুণ খরচ হবে শুধু প্রতি একরে। ফারাক্কা বাঁধের কথা বলেছেন, আমি সে কথায় যাবো না, কারণ ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে এখানে একটা প্রস্তাব এসেছিল তখন তা নিয়ে এখানে খুব আলোচনা হয়েছে; প্রশ্ন উত্তরেও আলোচনা হয়েছে কাজেই এ নিয়ে আর সময় নষ্ট করবো না। ময়ূরাক্ষী সম্বন্ধে আরও এলাকা বাড়াবার কথা বলেছেন, মিহিরবাবু বলেছেন যে ৬ লক্ষ একর কোথায় গেল? তখন আমরা মনে করেছিলাম যে ছয় লক্ষ একর মোট গ্রস কমান্ড এরিয়ার শতকরা ৭৫ ভাগে সেচ

দেওয়া যাবে সেইজন্য বলা হয়েছিল কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৬০-৬৫ ভাগের বেশি উঠছে না। কাজেই সাড়ে চার লক্ষ হয়েছে এটা ঠিক। তা আমরা একটা হিসাব করছি তাতে আরও ১০ লক্ষ টাকা খরচ করলে আরও ৭৫ হাজার একরে জল দেওয়া যাবে বলে আশা করছি। লিফট ইরিগেশনএর কথা বলেছেন সেই লিফট ইরিগেশনএ আরও সেচ এলাকা বাড়ান যায় কিনা এইজন্য তিনজন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে একটা কমিটি করে দিয়েছি তাঁরা সেটা পরীক্ষা করে দেখছেন। মিহিরবাবু রবিচাষের কথা বলেছেন, একথা আমি হাজার বার স্বীকার করি যে ওবিষয় আমরা বিশেষ কিছু এগুতে পারছি না তার বহু কারণ আছে এবং আমি কৈফিয়ৎ দিয়েই যে খালাস হবো তা মনে করি না, তবে এটা ঠিক যে রবিচাষ যে বাড়ছে না এর একটা বড় কারণ হল পর পর দুই-তিন বৎসর অনাবৃষ্টি বা অল্প বৃষ্টি হবার জন্য। তারপর আমাদের ড্যামে যে জল আছে তা খারিফ চাষের জল দিয়ে আর রবি চাষের বিশেষ জল থাকছে না।

কিন্তু একমাত্র কারণ এটা আমি বলি না। মিহিরবাবু যে কয়টি কাট মোশন এনেছিলেন সেটা বোধ হয় চেপে গেলেন। তিনি এটা দেখে থাকবেন এই যে বাজেট ওয়ার্কস অ্যান্ড বিল্ডিংস বাজেট সেখানে গ্রান্ট নং ৪৪ হেড লাল বইয়ের ২৫১ পৃষ্ঠায় সে ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। যতীনবাবু ক্ষতিপূরণের কথা বলেছেন। বিহারের অনেকগুলি গ্রামের ১৭ হাজার একর জমি আমাদের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার জলাধারে ডুবে যাচ্ছে—এই যে ক্ষতিপূরণ ব্যাপার এটা ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন কালেকটর যা বলে দেবেন সবাইকে মানতে হবে বিহার সরকার এবং বাংলা সরকার সবাইকে মানতে হবে তাঁর যে রায় হবে তাতে আমরা কখনো না করতে পারি না, আইনে যা ব্যবস্থা আছে, তবে প্রজারা জজের কাছে আপীল করতে পারেন জজ নতুন করে রায় দিতে পারেন। কাজেই তাঁরা যে টাকাটা ধরেছেন পর পর এ্যাকুইজিশন যে ফিগার পাচ্ছি সেই মত টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আর একটা কথা বলেছেন অন এ্যাকাউন্ট টাকা ফেলে রেখেছো কেন? কারণ হচ্ছে, তাঁদের আমরা থোক টাকা দিয়ে দিই তাঁরা সেই টাকা প্রজাদের দেন, প্রত্যেক প্রজার কাছে রসিদ করেন, পরে সেই রসিদগুলি সাজিয়েগুছিয়ে একটা রিপোর্ট আমাদের কাছে পাঠান তখন আমরা আমাদের খাতায় জমা করে নিই। তবেই সেটা এ্যাকুইজিশন খরচ লিখতে পারি। এ পর্যন্ত তাঁদের শেষ দাবি পাই নি—এ পর্যন্ত দু'কোটি ২২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা তাঁদের দিয়েছি। সোনারপুরের কথা গঙ্গাধরবাবু বললেন। ঠিক কথা যে, উঁচু নিচু জমির ভাগ করে জলনিকাশ করে দিলে ডাঙ্গা জমি শুকিয়ে যায় আবার ডাঙ্গা জমি কম করে জলনিকাশ করলে নিচু জমি হেজে যায়। এই একটা বিরোধী সমস্যা আছে। তিনি সমাধান হিসাবে বললেন ছোট ছোট বাঁধ করে দাও। এ করতে হলে তাঁরা এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টএ যান ৮-১০ হাজার একরকম ছোট ছোট কাজের জন্য তারা এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট সাথে যোগাযোগ করুন। কেন্দুয়ার কথা উঠেছে তারাপদবাবু কিছুতেই ছাড়বেন না এক বুলি ধরে রেখেছেন "সর্বনাশ করে দিলেন আর টাকা কেটে দিয়ে আমাদের মেরে দিলেন, আমরা লোনাজলে মরে যাবো" একথা নিয়ে তাদের আমার ঘরে বুঝিয়েছি, এখানে বলেছি প্রশ্নোত্তরে বলেছি, তাদের থানায় গিয়ে মিটিং করে বলেছি, কয়েকটি জনসভায় বলেছি কিন্তু কিছুতেই বুঝাতে পারলাম না, আমি আমাদের নেতা ডাঃ রায়ের কথায় বলতে পারি অবুঝেরে কি বুঝাইমু—এ ছাড়া আর কি বলবো। তবে জনগণকে যা বুঝিয়েছিলাম তা তাঁরা বুঝেছেন এবং তার ফল দেখা গেছে নির্বাচনের ভোটে। সুন্দরবনের কথা উঠেছে বলা হয়েছে সুন্দরবনে ছোট ছোট সেচব্যবস্থা করে দাও। সুন্দরবনে এক-একটা দ্বীপ আছে এবং তার চারপাশে লোনাজল। সেখানে ছোট সেচ ব্যবস্থা কখনো হতে পারে। সেখানে টিউবওয়েল ইরিগেশন ছাড়া আপাততঃ আর কিছু সম্ভব নয়। এই টিউবওয়েল ইরিগেশন সম্বন্ধে আর বলতে চাই না, এটা আবার এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টএর কাজ।

[7-20—7-30 p.m.]

টিউবওয়েল ইরিগেশন সম্বন্ধে বলেছি, আর বলতে চাই না। এটা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কাজ।

হেমন্তবাবু সুন্দরবন সম্বন্ধে বললেন যে বাঁধে যোগ পড়ে, সুন্দরবনের দায়িত্ব ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের। জমিদারী উচ্ছেদের পর জমিদারের এই সম্পত্তি ল্যান্ড রেভিনিউ

[illegible] হতে গিয়েছে। তাঁরাই বেসরকারী নিজেরা কোরে যোগ দাঁড়ায় ব্যবস্থা করেছেন। সেচ বিভাগকে দিয়ে যা যা কাজ করার দরকার পড়ে, তাঁরা আমাদের বলেন। এই কাজ তোমরা কর। আমরা সেইমত কাজ করি।

স্লুইস গেটের কথা বলেছেন, কাঠের বাক্স সম্বন্ধে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে কাঠের বাক্স করেছিলাম, তাতে ভাল ফল পাই নি। সেইজন্য কাঠের বাক্স বন্ধ করেছি এবং পাইপ স্লুইস দিচ্ছি। যেখানে পাইপ স্লুসএর আউটলেট ছোট সেখানে দুটো পাইপ স্লুইস দিয়েছি, যা ভেড়ীতে আর একটা নতুন স্লুইস করা হয়েছে। এইসব বড় সমস্যা আসবে মাননীয় সদস্যরা দয়া কোরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট কমিটি আমাদের বিভাগের তৈরি নয়, তার জবাব দিতে পারব না। ডি ভি সির কর্মচারীরা মাঠে মাঠে যান কিনা, দেখেন কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডি ভি সি এবং ইরিগেশন—দুইএর কর্মচারীরা [illegible] সেচের দেখাশুনা করেন, তবে যেখান দেড় বা দুহাজার মাইল বাঁধ আছে, তার যদি কোথাও ভেঙে যায় বিশেষত নতুন বাঁধে যেখানে মাটি জমাট হয়ে বসে নি—সেটা যেকোন সেচ ব্যবস্থার প্রথম প্রথম হয়েই থাকে—সে অবস্থায় আমাদের কর্মচারীরা কিছু করেন নি বলা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য হরেকৃষ্ণ কোনার মহাশয় চিঠি লিখেছেন আমাদের কর্মচারী এস ডি ও ও সাতগাছি ডিভিসনএর কাছে—আমি কয়েক দিন আগে কাকুড়িয়া ইউনিয়নে গিয়েছিলাম, আপনার উদাম উদ্যোগে ওখানে কৃষকেরা যে জল পেয়েছে তাতে ফসল বেঁচেছে। এবং তার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে। ইরোশন বা ভূমিক্ষয় নিবারণ সম্পর্কে কথা উঠেছে। সেজন্য আমরা কত টাকা খরচ করেছি এবং কি করতে চাই তা প্রথম বক্তৃতায় ভাল কোরে বুঝিয়ে দিয়েছি। তবে একথা ঠিক এত বেশি সমস্যা আছে যেমন সাধারণ সেচ বিভাগে, তেমনি বন্যার ব্যাপারেও এত বেশি সমস্যা আছে যে আমরা এজন্য ৮০ লক্ষ টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু পেয়েছি ৩৫ লক্ষ, এবারেও আমরা চেয়েছিলাম এক কোটি টাকা শুনছি পাব ৫০ লক্ষ কি ২৫ লক্ষ। কাজেই আমরা সব কাজ করে উঠতে পারি না। ওয়াটার রেট বড় বেশি একথা অনেক সদস্য বলেছেন। আমরা বেশি নেব না। জ্যোতিবাবু যা বলেছেন ১০-১২ টাকা হলেই তাঁরা খুসী। তার বেশী টাকা হবে না। এবার ছোট সেচের সম্বন্ধে জবাব দিচ্ছি। ছোট সেচের কথা বিজয়বাবু বলেছেন মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা সেকথা ঠিক নয়। মাইনর কটা আছে তা দেখেছেন ত—বাগজলা, সোনারপুর, করতোয়া, তালদা, ইত্যাদির উপর বহু টাকা আছে। আর যেগুলি বড় প্রজেক্ট—সেগুলি হল ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী এবং ডি ভি সি। ওখানে ময়ূরাক্ষীর উপর ৭৬ কোটি টাকা যোগ করলে পাবেন।

এন, ই এস এবং সি, ডি, ব্লকে—

এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের মারফত কাজ করা হয়। আমরা সেচ বিভাগ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ঋণ হিসাবে টাকা নেব, এবং সেচ বিভাগ যে কাজ করে দেবে তার জন্য জনগণের কাছ থেকে তার অংশ নেওয়া হবে না। এটা ক্ষুদ্র ব্যাপার নয়।

[7-30—7-40 p.m.]

টালিগঞ্জ পঞ্চান্ন গ্রামের কথা বলেছেন, বাজেটে দেখবেন তার জন্য টাকা ধরা আছে। চুড়িয়াল খালের কথা বলেছেন—কলকাতার কোর্টকে কেন্দ্র করে ৩০ মাইল র‍্যাসার্ধ নিয়ে যদি একটা অর্ধ-গোলাকার টানা যায় সেই এলাকাকে আমাদের ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট গ্রেটার ক্যালকাটা বলে। তার জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়েছে, তাতে ২১টা বেসিন আছে—সেই বেসিনগুলির এস্টিমেট যোগ করলে খরচ ১৫।২০ কোটী টাকা হয়ে যাবে। আমরা তার বাগজোলা, সোনারপুর ফাস্ট স্কেজ, সোনারপুর সেকেন্ড স্কেজ এই ৩টা বেসিন করতে পেরেছি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও [illegible] দিয়েছিলাম, উপর থেকে কেটে দিয়েছেন, আমরা কি করবো? ট্যাঙ্ক ইরিগেশন, টিউবওয়েল ইরিগেশনের কথা বলেছেন—হাজার হাজার পুকুর, বড় বড় দীঘি আছে বলেছেন এগুলি কৃষি বিভাগকে বলবেন। [illegible] সম্বন্ধে দামোদরের কথা তুলেছেন আমাদের দাশরথিবাবু বিশেষ করে বলেছেন যে কিছুই হয় নি, কিছুই হচ্ছে না, কিছুই হবে না। [illegible] সেচের কোন উপকার হয় নি, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোন উপকার হয় নি, কিম্বা তার বাঁধের কোন উপকার হয় নি—জলের টাকা জলেই গেছে। [illegible]

ডুবে মরলুম—ডুবে মরলুম। আর যখন বন্যা নিয়ন্ত্রণ হল তখন বছরের শুকিয়ে মরলুম, খরে ফেটে মরলুম। এখন কথা হচ্ছে দুদিকের মরণকে বাঁচাই কি করে—এতো শিবেরও অসাধ্য। ফ্লাড কন্ট্রোল ত আর নিক্তি ধরে হবে না যে এত ভরি এত আনা ফ্লাড কন্ট্রোল হল। কথা তুলেছেন নেভিগেশনে কি উপকার হবে, কোথায় পাবেন এত টাকার মাল? আমার মনে পড়ছে ৩।৪ বছর আগে ঐ মাননীয় সদস্যই বলেছিলেন এত যে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করছেন, কে আপনার ইলেকট্রিসিটি নেবে, কোথায় বিক্রি হবে? আজকে দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটির যা চাহিদা তাতে কারটা কেটে কাকে দিই তাই ঠিক করতে পারা যাচ্ছে না। আবার ২।৩ বছর পরে যদি বেঁচে থাকি এবং দুজনে যদি দেখা হয় তাহলে দেখাবো এত নৌকা ঢুকেছে যে আমরা ভিতরে নৌকার থাকার জায়গা আর দিতে পারছি না। কো-অর্ডিনেশনের কথা বলেছেন—সেচবিভাগ এবং ডি ভি সির সঙ্গে। আমি বলেছি যে পরিপূর্ণ সহযোগিতায় আমাদের কাজ হয় তবে দুজনের ভেতর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একটু অসুবিধা হচ্ছে বলে আমি আমার প্রথম বক্তৃতায় জানিয়েছি যে আমাদের উভয়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে যাতে এটা একজনের হাতে চলে আসে। ডি ভি সির উপর দোষারোপ করা হয়েছে বেচারী দামোদর পরিকল্পনার জন্য ট্রান্স দামোদর, হাওড়া, হুগলী, বঙ্গোপসাগর সব মরে গেল। আমাদের দামোদর পরিকল্পনায় গত বর্ষায় দুটো বাঁধ দিয়ে উপকার পেয়েছি, তার আগের বর্ষায় একটা বাঁধ মাইথনে ছিল, তার আগের বর্ষায় কোন বাঁধ হয় নি দূরের ছোট বাঁধ দুটো ধরছি না। কাজেই, এই দু বছরের মধ্যে কি সব ভরাট হয়ে গেল? ১৫ ফুট মাটি পড়ে গেল? তা নয়, ভরাট হচ্ছে অনেকদিন ধরে। যেদিন দামোদর বেগড় হানা দিয়ে রূপনারায়ণে ঘুরে গেছে সেদিন নিম্ন দামোদর শেষ হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে মরছে, তার জন্য ডি ভি সিকে দায়ী করলে হবে কেন? দামোদর পরিকল্পনার কোন প্রতিক্রিয়া এখনও নিম্ন দামোদরে হয় নি, তবে হবার সম্ভাবনা আছে বলে বহু আগে থেকে ডি ভি সি নিজেরা এবং সরকারী ও আধা সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে এক্সপার্ট কমিটি বসিয়েছিলেন, তাঁরা রিপোর্ট করেছেন এবং সেই রিপোর্ট অনুসারে কিভাবে কাজ করতে হবে সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, বিহার গভর্নমেন্ট এবং পশ্চিম বাংলা গভর্নমেন্ট বিচার করে দেখছেন ডি ভি সি মোটেই অবহেলা করেন নি। দামোদরের সমা[illegible] পুলের কথা বলা হয়েছে। একথা ঠিক যখন মাঠের পর মাঠ ছিল যেখান সেখান দিয়ে সোজা পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ী নিয়ে যেতে পারা যেত। আজকে ১॥ হাজার ২ হাজার মাইল ক্যানেল কাটলে সেই দিক থেকে কিছু অসুবিধা হবেই, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু সেচের উপকার নেব দেড় ডবল ফসল নেব আর পারাপারের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করবো না এ দাবী চলে না। অনেকে বলেছেন আপনারা ট্যাক্স করে সমস্ত খরচের টাকা তুলবেন—ট্যাক্স করে দামোদরের টাকা উঠবে, না ময়ুরাক্ষীর টাকা উঠবে? আমাদের বাৎসরিক যা রেকারিং এক্সপেণ্ডিচার, আমরা যদি সমস্ত এলাকায় সর্বোচ্চ হারে ট্যাক্স করি এবং ষোল আনা আদায় করিতে পারি তাহলেও আমাদের রেকারিং খরচই উঠবে না—ক্যাপিটাল খরচ তুলবো কি করে? বারে বারে আমি একথা বলেছি, কেউ খেয়াল করেন না, মনে রাখেন না বা ইচ্ছা করেই বিস্মরণ হন। ডেভেলপমেন্ট লেভী, যা কেরাণীরা করেছে, সেটা যদি আমরা কোনদিন বসাই তবে কিছু ক্যাপিটাল উঠতে পারে কিন্তু এখন আমাদের সেরকম কোন পরিকল্পনা নেই। মিহিরবাবু ময়ুরাক্ষীতে যে য়্যাকুইডাকট ভেঙ্গে গিয়েছিল তার কথা তুলেছেন। য়্যাকুইডাকট ভেঙ্গে যাবে, কোথাও বাঁধ ভেঙ্গে যাবে এটাত অস্বাভাবিক কিছু নয় তার জন্য বিভাগকে দোষ দেওয়া চলে না। য়্যাকুইডাকট ভেঙ্গে গিয়েছিল। একজন মাননীয় সদস্য বললেন তখনই ঝুড়ি, কোদাল, কর্ণিক, সিমেন্ট নিয়ে গিয়ে তো সেটা মেরামত করা যেত। কাজটা এত সোজা নয়। এটা একটা য়্যাকুইডাকট, নীচ দিয়ে নদী যাচ্ছে আর পুলের উপর দিয়ে ক্যানেল যাচ্ছে। কাজেই সেটা মেরামত করতে চীফ ইঞ্জিনীয়ারদের মাথা খাটাতে হয়। সেজন্য চীফ ইঞ্জিনীয়ার, সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়াররা সব বসে চিন্তা করে কি করতে হবে তা ঠিক করেছেন। কেবল ঝুড়ি কোদাল নিয়ে আর মাথায় গামছা জড়িয়ে এ কাজ হয় না। মিহিরবাবু বলেছেন যে আপনারা সমস্ত টাকা ট্যাক্স করে তুলে নিচ্ছেন। মিহিরবাবু যদি দয়া করে এই ব্যবস্থাটা করে দেন যে আমরা ক্যাপিটাল কস্ট নেব না তবে রেকারিং কস্টটা ষোল আনা নেব তাহলেই আমি স্বর্গে যাব—আমি তাঁকে কমিশন দিতেও রাজী আছি। যতীনবাবু বলেছেন—আপনারা বলেছিলেন এত টাকা আদায় করবো বাজেটেও দেখিয়েছিলেন পরে আদায় এত কম হয়ে গেল কেন? এর দুটো কারণ আছে—একটা কারণ হচ্ছে ঐ বছরে দেখবেন বন্যা হয়েছিল বলে আমরা পরের বছর আদায় বন্ধ করে [illegible]। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ময়ুরাক্ষী

এলাকায় এরকম আইন রয়েছে—ইরিগেশন য়্যাক্ট আর ডেভেলপমেন্ট য়্যাক্ট। ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্টের ট্যাক্স আদায় এখনও শুরু হয় নি—কোর ইয়ার, কাইক ইয়ার, কপ কাটিংএর যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট এখনও আমার কাছে ফাইনালি পেশ করা হয় নি—আমরা মনে করেছিলাম এটা বুঝি পারবো। দাশরথিবাবু বলেছেন প্রথম যখন ডি ভি সি পরিকল্পনা হয় তখন বলা হয়েছিল ৫৫ কোটী টাকায় ৮টা ড্যাম হবে, এখন ১৫০ কোটী টাকা খরচ করে মাত্র ৪টা ড্যাম করেছেন কেন? ভুড়ুইন সাহেব রিপোর্ট দেন ১৯৪৭ সালে; তারপর প্রতিটি জিনিসের দর ৪।৫ গুণ হয়ে গেছে—কাজেই ৫৫ কোটি টাকাটা ২ শো ২॥ শো কোটী টাকা হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া তিনি পরিকল্পনার মধ্যে যেসব জিনিস রাখেন নি সেসমস্ত অনেক য়্যাডিশন অল্টারেশন করে বাড়ানো হয়েছে সেজন্য টাকাটাও বেড়েছে, এই হিসাবটা তিনি একটু দেখলে পারতেন। আমার শেষ কথা হল গোড়াতে আমি যা বলে শুরু করেছিলাম—যে বহু সমস্যা আছে, অনেক সমাধান করা হয়েছে, অনেক বাকি আছে। আজকে অনেকে সেথায় নিজের এলাকার খাল নালা এমনকি নিজেদের খিড়কীর ড্রেন পর্যন্ত সমালোচনার মধ্যে ঢুকিয়েছেন। আমি বলবো যতটা কাজ করেছি তা তুচ্ছ নয় বলে আমরা মনে করি, আমি হাওড়া জেলার কথা আলাদা করে বলবো না, আমি ওখানে গিয়ে দেখে এসেছি যে কত লক্ষ টাকার কাজ করা হয়েছে এবং তার ফলও ভোটে দেখা গেছে। কাজেই সমস্ত কাটমোশানের আমি বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker: I shall now put the cut motions to vote.

[7-40—7-49 p.m.]

Point of Personal Explanation

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমি একটা পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন কিছু বলতে চাই, আপনি হয়ত শোনেন নি, কিন্তু এটা শুধু ক্রিটিসিজম নয়, যে কোন মন্ত্রী যত খুশী ভাঁড়ামি করতে পারেন, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু মুস্কিল হল, তিনি এসব করতে গিয়ে হঠাৎ আমার নাম করে বললেন, আমি নাকি বলেছি ১০, ১২, ১৪, ১৫, ২০ টাকা ওয়াটার ট্যাক্স ধার্য করুন। আপনি জানেন আমি এ সম্পর্কে বক্তৃতা দিইনি—তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হল, আমি যখন গভর্নরএর বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিই তখন তাঁকে বলেছিলাম, এইরকম একটা স্কীম একজন এক্সপার্ট দিয়েছেন—এটা আপনারা বিবেচনা করে দেখতে পারেন—৩ ইঞ্চি ডায়ামিটার টিউবওয়েল দিয়ে এরকম করা যায় কিনা কম খরচে। আপনারা চেষ্টা করে দেখুন না কম খরচে বেশী জায়গায় জল দেওয়া যায় কিনা। এটা হচ্ছে এক্সপার্টদের মতামত, এটা আমার কোন রেকমেন্ডেশন নয়। আমার বক্তৃতার পর তিনি ওখান থেকে উঠে এসে আমাকে বলেন, আপনার যদি কিছু তথ্য থাকে আমাকে দিয়ে দেবেন। আমি ভেবেছিলাম এটা সিরিয়াস ম্যাটার, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে মোটেই সিরিয়াসনেস নাই।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমি কি সিরিয়াসনেস নিয়ে বলিনি?

Sj. Jyoti Basu:

যাই হোক, আমি তাকে কিছু তখন দিলাম। তিনি তখন বলেন, ডাঃ আমেদের ডিপার্টমেন্টএর মধ্যে আছে—আমরা আলোচনা করে দেখব কতদূর কি করা যায়। এই হল আসল ব্যাপারটা, আর তিনি এখানে দাঁড়িয়ে বললেন আমি যত খুশী ট্যাক্স করতে বলেছি। আমি বলছি, এটা মিথ্যা কথা, এটা অন্যায়। অন্ততঃ একজন মন্ত্রীর পক্ষে এইরকম বলা যে, আমাদের বেঞ্চ থেকে আমি বলেছি ১০, ১২, ১৫ টাকা ট্যাক্স আপনারা ধার্য করতে পারেন। আমরা বরাবর ট্যাক্স কম করতেই বলি—

Mr. Speaker: Mr. Basu, what I understand from Secretary is that your name was mentioned, that you had given a scheme and so on and so forth. He criticised your speech,

Sj. Jyoti Basu:

আমি বলছি, তিনি সমস্ত [illegible] ভেঙে শুধু একেবারে অসত্য কথা বলেছেন আমার সম্বন্ধে। আমি [illegible] করতে চাই যত খুশী [illegible] করুন, কিন্তু মিথ্যা কথা বলবেন না।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji:

[illegible]—annual recurring. Cost including depreciation, interest and attendance of 8 No. 2 tube-wells is Rs. 2,500 and running charge will be Rs. 10 and Rs. 12 per acre.

Sj. Jyoti Basu:

আমি আবার বলছি—তখন আমরা রেকারিং কস্ট ইত্যাদি কোন তথ্য আলোচনা করিনি। যেসমস্ত বিষয় আপনি আপনার ডিপার্টমেন্ট-এ আলোচনা করবেন। যাই হোক, তিনি কংগ্রেসের নাড়ার হয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন।

Mr. Speaker: I shall now put the cut motions to vote.

The motion* of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurbalal Majumdar that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Janab Elias Razi that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ledu Majhi that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihir Lal Chatterjee that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj Narayan Chobey that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharya that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Chandra Maji that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—53

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhubar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Moneranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Pakray, Sj. Gobardhan
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—126

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed

Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. B[illegible]
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 5,68,34,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII —Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—53

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharyya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravarty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Birendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan

Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Pakray, Sj. Gobardhan
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna

Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji that a sum of Rs. 5,68,34,000 be granted for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I now put all cut motions under Grant No. 43 except cut motion No. 6 of Sj. Bijoy Krishna Modak.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Khagendra Kumar Roy Chowdhury that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 6,90,04,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

Ayes—53

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Manoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Pakray, Sj. Gobardhan
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—126

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Halder, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Sudhan
Majhi, Sj. Nishapati

Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandr
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji that a sum (Rs. 6,90,04,000 be granted for expenditure under Grant No. 43, Major Hea "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenu Account—Damodar Valley Project", was then put and agreed to.

Mr. Speaker: There will be no questions tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-49 p.m. till 9 a.m. on Saturday, th 28th February, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 28th February, 1959, at 9 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 12 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 199 Members.

ADJOURNMENT MOTION

[9—9-10 a.m.]

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহোদয়, আজকে কোয়েশ্চেন নেই। তবে আমার একটা এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন ছিল তা আপনি আলোচনা করতে দেবেন না বলে রেখেছেন। আমি সেটা পড়ে দিচ্ছি, মোশনটা হচ্ছে—

The proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion of urgent public importance and or recent occurrence, namely, the decision of the Government of India to reduce by 75 per cent. the quantity of fertiliser for West Bengal.

এটা কাগজে বেরিয়েছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Agirculture Minister would make a statement.

Mr. Speaker: Although I refused permission, yet I thought that this Province should get an adequate supply of fertiliser.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: I want to say that everything that is published in the Press is not gospel truth. As a matter of fact we have got the amount of fertiliser that we require for April and May, the same quantity as last year. We are in communication with the Government of India. The official allocation has not been made for the months of June to October. This will be done later on. Sir, I can assure the House that I will do my best to see that we get an adequate quantity of fertiliser because it is absolutely essential. We all agree with that.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহোদয়, উনি যে বিবৃতি দিলেন তাতে বললেন যে খবরের কাগজের কথা গস্‌পেল ট্রুথ নয়, সেটা বুঝলাম। আমাদের কথা হচ্ছে যে এই কি নিয়ম যে সারের জন্য মান্থ বাই মান্থ কোটা ঠিক করা হয়? এবং এইরকম কোন কথা হয়েছে কিনা? গস্‌পেল ট্রুথ না হোক, এই রিউমারসএর মধ্যেও কোন সত্যতা আছে কিনা এটা আমরা জানতে চাই।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed:

আমার কথা হচ্ছে এই বৎসর কত দরকার এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জানা আছে। এইভাবে অন্যান্য প্রদেশেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের দাবী রাখে এবং তারাও কত দিতে পারবে সেই-ভাবে কোটা ঠিক করে। বৎসরে কত প্রডাকশন হবে, কত পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাবে সেটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আগেই ঠিক করে দেন।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: We had it according to season, kharif season, rabi season. The present quota is the same as that of last year.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As far as I understand there are different quotas for different periods from January to April one quota for jute and from April and May for Kharif. Then again from June to October also for Kharif and it is true as far as I have gathered the total production or import of fertiliser is not as much as we would like to have. But there is no question of its being cut down.

Sj. Deben Sen:

মন্ত্রী মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করি এটা কি সত্য যে বাংলাদেশে যে সার আসে বিতরণের জন্য সেটা টি গার্ডেনএ, বিহারে এবং পাকিস্তানে চলে যায়। কাগজে এই খবর বেরিয়েছে, সেটাই হল প্রধান কারণ, যার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কমিয়ে দিয়েছে, যেহেতু ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সার ব্যবহার করতে পারে না, ইউজ করতে পারে না।

Mr. Speaker: Mr. Sen, the adjournment motion is founded on some other ground—because there was a statement to the effect that 75 per cent. of the fertilisers was going to be cut down. That is a matter of urgent public importance.

Sj. Deben Sen:

এটা স্যার একটা ম্যাটার অফ পাবলিক ইমপরটেন্স—আমি এটা জানতে চাই যে সার টি গার্ডেনএ, পাকিস্তানে চলে যায় এটা সত্য কিনা?

Mr. Speaker: That is a different question. As a matter of fact such a thing does not appear even in the statement.

Sj. Deben Sen:

আমি বলছি স্যার, এটা একটা স্কেন্ডাল যে সার পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে।

Mr. Speaker: We have had enough discussion on this. Mr. Chatterjee will please read his motion.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: The proceedings of the House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, certificates are being widely issued to the poor people of Itahar police-station in West Dinajpur for realising loans advanced during flood and drought in previous years in spite of scarcity days being still prevalent.

Itahar police-station in West Dinajpur is a......

Mr. Speaker: No statement, Mr. Chatterjee.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখানে ৬ লক্ষ টাকা পাওনা এগ্রিকালচারেল লোন। তার মধ্যে ৫ লক্ষ ১৯৫৩-৫৪ সনের পুরাণো, কারেন্ট হচ্ছে দু লক্ষ। আমরা আপোষে ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা আদায় করেছি, আর বাকি যেটা আছে সেটার জন্য সার্টিফিকেট জারী করতেই হবে নইলে বার্ড বাই লিমিটেশান হয়ে যাবে, সেটা আপনি ভালই জানেন স্যার। ডিসট্রেসড এরিয়াতে করতে চাই না।

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, it was made perfectly clear by the Food Minister—there are technicalities—the time bar—but money will not be recovered from any person in a distress area by issuing certificates. I am quite sure Government is going to abide by that.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Heads: 63B—Community Development Projects, etc.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 2,74,81,000 be granted for expenditure under Grat No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects".

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন ১৯৫২ সালে প্রথম পশ্চিমবাংলায় এবং সারা ভারতবর্ষে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। এবং এই ৭ বৎসরে আমাদের প্রথম যেখানে তিনটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট শুরু হয়, আজকে সেখানে ১৩৫টি এলেকা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৫টি জায়গা আমরা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টএর অন্তর্ভুক্ত করেছি। ২২টি প্রি-এক্সটেনশন ব্লকও নির্দিষ্ট করেছি। ১৯৫২ সালে সমাজ উন্নয়ন কাজ যখন শুরু হয়েছিল তখন খরচ হত এক-একটা ব্লকএ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। সেটা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিসএর আর একটা পর্যায়ে কাজ করবার জন্য তারা ব্যয় কমিয়ে দিয়ে কাজ শুরু করে। একটা হচ্ছে —প্রি ইনটেন্সিভ স্টেজ, আর একটা হচ্ছে এক্সটেন্সিভ স্টেজ, পোস্ট এক্সটেন্সিভ স্টেজ এই তিনটি স্টেজএ তারা সমাজ উন্নয়ন কাজ চালু করার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন আগে পার্লামেন্টে একটা কমিটি বলবন্ত রাও যার সভাপতি কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট থেকে এ্যাপয়েন্ট করেছিলেন সমগ্র-ভাবে এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ কিভাবে কার্যকরী হচ্ছে সে সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করে সরকারকে তারা জানাবেন। তারা তা জানাবার ফলে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ এবং আরও কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে।

[9-10—9-20 a.m.]

একটা পরিবর্তন হচ্ছে এই যে যেখানে আগে এক একটা ন্যাশনাল এক্সটেনশন সার্ভিসের জন্য খরচ করা হত ৪ লক্ষ টাকা, আর তার পরে সেটায় যখন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হত, তখন সেজন্য খরচ হত আরও ৮ লক্ষ টাকা। এখন তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত-সরকারের কথা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মেনে নিয়েছেন যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য এক ধরনের কাজ সকল জায়গায় চালু হবে এবং প্রত্যেকটা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। আর একটা জিনিসের কথা তারা বলেছেন যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করবার আগে একটা প্রি-এক্সটেনশন প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করার পর সমস্ত কর্মচারী নিয়োগ করতে ব্লক ডেভেলপমেন্ট কর্মচারী অ্যাপয়েন্ট করার দেরী হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ থাকা উচিত সেই উৎসাহে খানিকটা ঘাটতি পড়ে। হয়ত কোন কর্মচারী আসছেন, কেউ হয়ত আসেন না, বা জীপে করে একটু ঘুরে বেড়ান। কাজ তেমন কিছু হয় না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এখন যে কোন জায়গা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করব,—তাকে এক বছর প্রি-এক্সটেনশন ব্লক হিসাবে পরিগণিত করতে হবে, তার পরে পরিপূর্ণভাবে কাজ শুরু হবে। এই প্রি-এক্সটেনশন যখন করব—তখন সে জায়গায় বি ডি ও একজন, একজন এগ্রিকালচার অফিসার, এবং ৫ জন গ্রামসেবক—এই ৭ জন রাখা হবে। তাঁরা এই এক বছর সামগ্রিকভাবে তথ্য অনুসন্ধান করবেন, তারপরে এক বছর পরে যখন কাজ পরিপূর্ণভাবে শুরু হবে তার বন্দোবস্ত থাকবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক। পরিকল্পনার প্রথম দিকে বলবন্ত রাও মেটা কমিটির কথা ছিল যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালের মধ্যে সমগ্র রুরাল এরিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে। বলবন্ত রাও মেটা কমিটির জন্য প্রত্যেকটা ব্লকে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোটা ট্রেনড পার্সনেলএর অভাবে আমরা সমস্ত গ্রামাঞ্চল সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিতর আনতে পারছি না। যা বন্দোবস্ত করেছি তাতে ঠিক হয়েছে যে ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে

সমগ্র গ্রামাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হবে। পশ্চিম বাংলায় সবশুদ্ধ ৩৪১টি ব্লক হবে, যখন সম্পূর্ণভাবে সমস্ত এলাকা সমাজ উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আমাদের ১৩৫টা রয়েছে আর ২২টা প্রি-এক্সটেনশন ব্লক আমরা গ্রহণ করেছি ১৯৫৮।৫৯ সালে। যেটা শুরু হবে ১৯৫৯।৬০ সালে এবং ১৯৫৯।৬০ সালে ৩০টা প্রি-এক্সটেনশন ব্লক গ্রহণ করব। ১৯৬০।৬১ সালে ৩০টা ব্লক এবং ৬১।৬২ সালে ৪০টা ব্লক গ্রহণ করব। তা ছাড়া ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে আরও ৬০টা ব্লক গ্রহণ করব। এই কোরে ১৯৬৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে সমগ্র গ্রামাঞ্চল সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এক একটা ব্লকের জন্য আমাদের এখন যে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। যে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে। ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে কর্মচারীদের বরাদ্দ বাবত, বিভিন্ন আনুসঙ্গিক খরচ, জীপ বা গাড়ী চালান ইত্যাদির জন্য ৩ লক্ষ ১৫ হাজার যে ব্যয়বরাদ্দ মোটামুটি যে হেড এ করা হয়েছে—এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইরিগেশন এবং রিক্ল্যামেশনএর জন্য ৩ লক্ষ ৯০ হাজার, প্রায় অর্ধেক ছিল। আপনারা জানেন সমাজ উন্নয়নের মূল লক্ষ্য কৃষি উন্নয়ন,—সেখানে মোটা মোটা টাকা ধরা হয়েছে। হেলথ্ অ্যান্ড রুর‍্যাল স্যানিটেশনএর ১ লক্ষ টাকা, এডুকেশনে ৫০ হাজার টাকা, সোস্যাল এডুকেশনএর জন্য ৭০ হাজার টাকা, কমিউনিকেশনএর জন্য ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, রুর‍্যাল আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফট্সএ ৩৫ হাজার টাকা এবং হাউসিংএর জন্য ১ লক্ষ টাকা। এই মোটামুটি ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে আগে যে নিয়ম ছিল একটা সমাজ উন্নয়ন কাজ শেষ হবার পর যে পোস্ট কমিউনিটি প্রোজেক্ট বা ব্লক অনুযায়ী হবে তাতে বাৎসরিক ২৫ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু মেটা কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক পোস্ট এক্সটেনশন ব্লকের জন্য ৪ লক্ষ টাকা পরের ৫ বছরের জন্য খরচ কোরে প্রথম ৫ বছরে খরচ হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা, পরে ৪ লক্ষ টাকা। এই ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৮৫ হাজার টাকা যাবে জীপ এবং অন্য আনুসঙ্গিক খরচ হবে এবং ৪ লক্ষ ১৫ হাজার উন্নয়নের বিবিধ খরচের জন্য (জনৈক সদস্য: হাউসিং কাকে দেবেন? স্টাফের হাউসিংএর কি হল?) হাউসিংএর খরচ স্টাফএর খরচ নয়, স্টাফএর খরচএর জন্য সাধারণ গ্রামের লোকেরা বাড়ী করবার জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করেছে। অতএব এই টাকা শুধু অফিসারের জন্য ধরা ভুল হবে। (ডাঃ হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়: অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি অফিসারের জন্য?) অ্যাপয়েন্টমেন্টএর কথাটা যখন তুলেছেন তখন সেটা বক্তৃতা মধ্যেই বলে দিই। সাধারণভাবে যেখানে যেখানে সেন্ট্রাল কমিউনিটি প্রোজেক্টের হেড্ কোয়ার্টার হয়েছে, আবার একটা এলাকার মধ্যে বড় বড় জায়গা থাকে তাদেরও সেখান থেকে দাবী আসে আমাদের এখানে হেড্ কোয়ার্টার করা হউক—আমরা হেড্ কোয়ার্টারের ব্যাপারে গ্রামের লোকের সহযোগিতা চাই। তাদেরও নিজেদের কতকটা এগিয়ে আসা উচিত। কোথায় আমরা হেড্ কোয়ার্টার স্থাপন করব সে ব্যাপারে আমরা দেখতে পেয়েছি যে অনেক জায়গায় তাঁরা জমি দিয়েছেন অফিস করবার জন্য, আবার অন্যত্র অনেকে বাড়ীও দান করেছেন। কিছুদিন আগে আমি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যে কনস্টিটিউয়েন্সি সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের যে সি ডি পি স্থাপিত হবে সেই সি ডি পির জন্য তাঁরা জমি দান করেছেন, তা নয়, বাড়ীও দান করেছেন। এটা নির্ভর করে কতটা জনসাধারণের কাছে সাহায্য পাচ্ছি। অতএব যেখানে জমি পেলাম, সেটাও কি অবস্থায়, সেজন্য বেশী খরচ কোরে আরও উন্নত করতে হবে কি না, সে দেখতে হবে। সেগুলো বাদ দিলে যে টাকা থাকবে সেই টাকা ব্যয় করতে পারি সামগ্রিকভাবে সেখানকার উন্নতির জন্য।

(ডাঃ হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়:

what is the ceiling for officers' quarters?

এ প্রশ্নগুলো পরে তুললে ভাল হয়। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল কথা হচ্ছে—এই পরিকল্পনা জনগণ গ্রহণ করবে, জনগণ এই কাজে অগ্রসর হবে; তখন সরকারী কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্য করবার চেষ্টা করবে। পরিষ্কার কোরে জিনিসটা বুঝতে হবে। সরকার একটা কাজ ক'রে গেলেন; এবং জনগণের সাহায্য চাইলেন—এইভাবে চিন্তা করলে ভুল হবে। আমরা সমাজকে উন্নত করতে চাই। সমাজ-চেতনার মানকে উপ-পর্যায়ে নিতে চাই। সমাজের সকলে

নিজেদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উন্নতি করবার চেষ্টা করবে। গ্রামের সম্বন্ধে এস ডি ও, দারোগা বা সার্কেল অফিসার যাঁরা আছেন তাঁরা সেখানে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করছেন। আমরা বিভিন্ন কর্মচারীও দিয়েছি। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ কোরে এবং তাঁদের সহযোগিতা গ্রহণ কোরে গ্রামের সব রকম উন্নতির চিন্তা তাঁরা করতে পারেন।

এই সমাজ উন্নয়নের যে কাজ তাকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। সমাজের যা বেসিস্-- জনগণের সামগ্রিক উন্নয়ন--তার দুটো ভাগ রয়েছে--একটা অর্থনৈতিক, আর একটা সামাজিক উন্নয়ন। দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে কৃষির উন্নতি. আর কৃষিজাত শিল্পের উন্নতি, ছোটখাট কুটিরশিল্পের উন্নতি। আর সামাজিক উন্নতির মধ্যে প্রথম ধাপ শিক্ষার প্রসার, রাস্তাঘাটের বন্দোবস্ত করা, জলকষ্ট নিবারণ করা বা স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা। এই দুটো মোটামুটি দিক। এই দুটো দিক দিয়ে যদি চিন্তা করি--তাহলেই জবাব পাব যে আজ এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মারফৎ যে কাজ করতে পেরেছি, মোটামুটি তার ফিরিস্তিটা সংক্ষেপে দিলে দেখতে পাবেন যে যেদিন থেকে এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা শুরু করেছিলাম, সেই থেকে ৩১।১২।৫৮ পর্যন্ত বলতে পারব--তার পরের যা তা আমার কাছে এখনও আসেনি। তার মধ্যে আমরা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউট করতে পেরেছি ১৬ লক্ষ মণ, আমরা গ্রীনম্যানিওর দিয়েছি, আর যে জমির জন্য গ্রীনম্যানিওরএর ব্যবস্থা করতে পারিনি তার জন্য ২৩,৪৫৭ একরের জন্য ইম্প্রুভড্ সীড্ ডিস্ট্রিবিউট করতে পেরেছি প্রায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার মণের বেশী, কম্পোস্ট পীট্ করেছি ১ লক্ষ ২১ হাজারের বেশী। আর এগ্রিকালচারাল ডেমনস্ট্রেশনএর জন্য সাধারণ একটা গ্রামে গিয়ে আমরা ছোট এগ্রিকালচারাল ডেমনস্ট্রেশন সেন্টার করেছি, যেটা দেখে গ্রহণ করলে সেটা প্রসারলাভ করবে।

[9-20—9-30 a.m.]

সেদিক দিয়ে আমরা প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজারের বেশী এগ্রিকালচারাল ডিমনস্ট্রেশন করতে পেরেছি, আমরা ইমপ্রুভড্ বার্ড সাপ্লাই করেছি যাতে করে পোলাট্রির উন্নতি হতে পারে এবং তার সংখ্যা ৩৮ হাজারের বেশী। আমরা অনেক জায়গায় ইরিগেশন দিয়েছি এবং এর ফলে ৬ লক্ষ ২৩ হাজার একরের বেশী জমিকে আমরা ইরিগেশনের মধ্যে নিয়ে এসেছি। আমরা আজ পর্যন্ত ২৪ হাজারের বেশী ল্যাট্রিন বিভিন্ন জায়গায় করতে পেরেছি। আমরা যে টিউব-ওয়েল দিতে পেরেছি তার সংখ্যা ৮ হাজারের বেশী এবং যে টিউব-ওয়েল আমরা সারিয়েছি তার সংখ্যা ৫½ হাজারের বেশী। আজ পর্যন্ত আমাদের এডাল্ট লিটারেসী সেন্টারের সংখ্যা হচ্ছে ৪ হাজার এবং ঐ সমস্ত এডাল্ট লিটারেসী সেন্টার থেকে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার জনকে আমরা লিটারেট করতে পারছি। আমরা এই সমস্ত এলাকায় প্রায় ৬ হাজারের মতন রিডিং রুম করেছি কমিউনিটি সেন্টারে। আমরা পঞ্চায়েত সেন্টারের উদ্বোধন করেছি। এই সমস্ত জায়গায় কমিউনিকেশনের কথায় যদি আসি তাহলে দেখব যে প্রায় ৯½ হাজার মাইলের বেশী রাস্তা তৈরি করেছি--এখানে কাঁচা রাস্তার কথা বলছি। আমরা যে সমস্ত কালভার্ট করেছি তার সংখ্যা ৩½ হাজারের বেশী। কো-অপারেটিভ যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে আমরা সবসমেত ৯ হাজারের বেশী কো-অপারেটিভ করেছি এবং এই সমস্ত কো-অপারেটিভের সদস্য সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৯ হাজারের বেশী। আজ পর্যন্ত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের সহযোগিতার ক্ষেত্রে টাকার অংক যদি দেখি তাহলে দেখব যে ২ কোটিরও বেশী টাকা তাঁরা দিয়েছেন। এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে গতবার যে ডিসকাসন হয় সেই ডিসকাসনে একটা কথা অনেকে বলেছিলেন যে জনগণের সহযোগিতা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার বন্দোবস্ত হয়নি। এই কথা হয়ে যাওয়ার পর বাজেট সেসনের পরে আমি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং এম পিদের নিয়ে একটা বৈঠক আহ্বান করেছিলাম সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করার জন্য। সেই বৈঠকে ১০০ জনেরও বেশী সদস্য দয়া করে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং সেই বৈঠকে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তার দ্বারা আমরা আশা করব যে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। আমরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি তাতে মোটামুটিভাবে বলতে হয় যে প্রথম জিনিস আমরা করেছি যে প্রত্যেকটা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার যে বাজেট আমরা পেশ করছি তাতে আমরা বন্দোবস্ত করেছি যে আমরা যেটা স্কিমেটিক বাজেট করে দেব সেটা

প্রত্যেক ব্লককে গ্রহণ করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। আমরা প্রত্যেকটা ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটিকে জানিয়ে দিয়েছি যে আপনাদের এলাকার চাহিদা অনুযায়ী এই বাজেট পরিবর্তন করতে পারবেন। এই পরিবর্তনের ব্যাপারে কয়েকটা শর্ত রয়েছে। একটা শর্ত হচ্ছে মেজর হেডগুলির মধ্যে যেগুলির মাইনর হেড রয়েছে সেগুলির যদি পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের কাছে রেফার করতে হবে না। কিন্তু মেজর হেড যদি পরিবর্তন করতে চান তাহলে সেগুলো আমাদের ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে রেফার করতে হবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে প্রোডাকটিভ স্কীম থেকে নন-প্রোডাকটিভ স্কীমে নিয়ে যেতে দেব না। অর্থাৎ কৃষির জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে সে টাকা নিয়ে যদি বলেন যে স্কুল বা রাস্তা করব তাহলে আমরা তা করতে দেব না। কিন্তু কৃষির জন্য যে বরাদ্দ রয়েছে—ধরুন ২ লক্ষ টাকা ইরিগেশন এবং এক লক্ষ টাকা রিক্লামেশনের জন্য খরচ করব না আপনারা সেটা করতে পারেন। কিম্বা হয়ত রয়েছে এক লক্ষ টাকা রাস্তার জন্য আর ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এডুকেশনের জন্য সেখানে আপনারা যদি সমস্ত টাকাটা এডুকেশনের জন্য খরচ করতে চান তা আপনারা করতে পারেন। কিন্তু যেটা লোন রয়েছে সেটাকে গ্রান্টের খাতে আনতে পারবেন না বা যেটা গ্রান্ট রয়েছে সেটাকে লোনের খাতে আনতে পারবেন না। এ ছাড়া আমাদের সমাজ উন্নয়নের বাজেট পরিপূর্ণভাবে আমরা সেখানে জনগণের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যে এতদিন পর্যন্ত ব্লক উপদেষ্টা কমিটি ছিল তার নাম ছিল ব্লক অ্যাডভাইসরী কমিটি। ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি এবং ডেভেলপমেন্ট কমিটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে একটা হচ্ছে অ্যাডভাইসরী কমিটি এবং আর একটা হচ্ছে একজিকিউটিভ কমিটি—তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করবেন।

এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরো কয়েকটা জিনিস ঠিক করেছি—অনেক মাননীয় সদস্য আমাকে অনেক সময় জানান যে কখন মিটিং হবে, কখন মিটিং হবে না সেটা জানতে পারি না এবং অনেক সময় আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় মিটিংএর জন্য আমরা সেই মিটিংএ উপস্থিত থাকতে পারি না। সেজন্য প্রত্যেক ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা প্রত্যেকটা মিটিংএর শেষে যেন এটা ঠিক করে নেন যে পরের মিটিং কখন হবে এবং সেটা যখন ঠিক করবেন তখন তাঁরা যেন বিশেষ করে আমাদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং লোকসভার সদস্যদের সুবিধার কথা চিন্তা করে সেটা ঠিক করেন, কারণ আমরা চাই পিপলস্ রিপ্রেজেনটেটিভরা ফুললি পার্টিসিপেট করুন এই ব্যাপারে। তা ছাড়া এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণ যাতে আরো বেশী করে সহযোগিতা করতে পারেন তার ব্যবস্থাও আমরা করেছি—যে ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটি আছে সেটা একটা বড় বডি, তার সদস্য সংখ্যা ৩০ জন, ৩৫ জন, বা ৪০ জন। অনেক সময় আমার কাছে কমপ্লেন এসেছে যে একটা সভা ডাকা হল, এস ডি ও সাহেব এলেন—একটা টাইপ করা লিস্ট আছে কি হবে, না হবে, তারপর এক ঘণ্টার মধ্যে চাবিস্কুট খেয়ে সব চলে গেলেন যাতে করে সেই সমস্ত সদস্যরা বলেন যে তাঁরা তাঁদের পরিষ্কার মতামত সেখানে ব্যক্ত করতে পারেন না এবং তার ফলে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করতে পারছেন না। সেজন্য আমরা এখন বন্দোবস্ত করেছি যে, প্রত্যেকটা ডেভেলপমেন্ট কমিটির ৩টা করে সাব কমিটি করে দেব—একটা সাব-কমিটি হচ্ছে এগ্রিকালচার সম্বন্ধে, একটা সাব-কমিটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রী সম্বন্ধে আর একটা সাব-কমিটি হচ্ছে সোস্যাল অ্যামিউনিটি সম্বন্ধে এবং এই ৩টা যে সাব-কমিটি হবে তারা ঘনঘন বসবেন, সমগ্র এলাকা হিসাবে তাঁরা চিন্তা করবেন যে কি করলে কৃষির উন্নতি হয়, কোথায় কোথায় কি কি করা যায়—এইভাবে বিভিন্ন সাব-কমিটি বিভিন্নভাবে চিন্তা করবেন, করে তাঁদের রেকমেন্ডেশন ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটির কাছে পেশ করবেন এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটি সেগুলি কার্যকরী করার চেষ্টা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও বলেছি যে ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিটি অন্ততঃ ২ মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই একবার মিট্ করবে এবং হেড কোয়ার্টার্স অফিস যেখানে হবে সেখানে প্রত্যেক বার মিট্ না করে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা মিট করবেন। অতএব আজকে সমাজ উন্নয়ন কমিটি সম্বন্ধে আমরা যে ব্যবস্থা করেছি আমি বিশ্বাস করি তাতে মাননীয় সদস্যদের সক্রিয়ভাবে ইন্টারেস্ট নেবার সুযোগ এসে গেছে। কোথাও কোথাও হয়ত এখনও পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে নি কিন্তু এরকম জিনিস মাননীয় সদস্যরা যদি আমাদের জানান তাহলে আমরা নিশ্চয়ই যাতে তা পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করবো। আমাদের সমাজ উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটি ছাড়া আমি এখানে আরো ২।১টা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো—

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিসের ব্যয়বরাদ্দ আমি উত্থাপিত করেছি—সেটা হচ্ছে লোকাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস স্কীম। এই লোকাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস স্কীমের জন্য ৭০ হাজার টাকা ধরা ছিল তার কারণ যখন বাজেট পরিকল্পনা তৈরি হয় তখনও স্থির ছিল যে ভারত-সরকার আর লোকাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কসএর জন্য টাকা দেবেন না কিন্তু তার পরে আমরা জানতে পেরেছি যে আরো ৩ কোটি টাকা সারা ভারতবর্ষের জন্য তাঁরা লোকাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কসএর জন্য খরচ করবেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ৩ বছর গেছে তাতে প্রতি বছরে তাঁরা প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন—সেই তুলনায় আমাদের পশ্চিম বাংলা পেয়েছে ৩২ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। আমাদের পপুলেশন অনুযায়ী আমরা ১৯।২০ লক্ষ টাকা পাবো—সেই টাকা তাঁরা দেবেন ওয়াটার ওয়ার্কসএর জন্য একথা জানিয়েছেন। আমি মনে করি স্কুল বাড়ী নির্মাণের ব্যাপারে ৫০ : ৫০ স্কীমে যথেষ্ট কাজ হচ্ছিল—সেজন্য আমরা ঠিক করেছি প্ল্যানিং কমিশনকে বলবো এটাকে শুধু জলের জন্য খরচ না করে স্কুলের জন্য ব্যয় করার বন্দোবস্ত করুন। আমার শেষ কথা হচ্ছে আমরা নাগপুর কংগ্রেসে ল্যান্ডের ব্যাপারে যে রেজলিউশন গ্রহণ করেছি, আনন্দের কথা যে কমিউনিস্ট পার্টি সেটাকে সমর্থন করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা দেবেন বলেছেন। আমি বিশ্বাস করি প্রজা সোস্যালিস্ট বা অন্যান্য যে সমস্ত বামপন্থী দল আছেন তাঁরাও আমাদের ল্যান্ড রিফর্মএর যে রেজলিউশন সেটাকে সমর্থন করবেন। আমি মনে করি অন্ততঃ সিলিং বাঁধার ব্যাপারে আমরা পশ্চিমবঙ্গে তা আগেই করেছি।

[9-30—9-40 a.m.]

আমার কথা হচ্ছে সার্ভিস কো-অপারেটিভ ও কো-অপারেটিভ ফার্মিং এই দুটো জিনিস আমাদের এখানে কার্যকরী করবার বিরাট সুযোগ রয়েছে। এবং এই ব্যাপারে আমরা সমস্ত দল যদি কোঅপারেট করি এবং কমিউনিটি প্রোজেক্টএ আমাদের যে কার্যসূচি রয়েছে তার যদি পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারি তাহলে কো-অপারেটিভ ফার্মিং এবং সার্ভিস কো-অপারেটিভ দ্বারা আমাদের কৃষিব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করতে পারব এবং আমাদের পশ্চিমবাংলায় বিশেষকরে যেটা ক্রনিক ডিজিস হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ফুড ডেফিসিটএর অনেক উন্নতি করতে পারব। সমাজ উন্নয়নের ব্যাপারে এবং কো-অপারেটিভ ফার্মিংএর ব্যাপারে যদি আপনাদের সহযোগিতা আমরা পাই তাহলে আমাদের গ্রামাঞ্চলের সত্যিকারের উন্নতি করতে পারব এবং এই ভরসায়ই আমি আজকে এই বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করেছি।

(All the cut motions were then taken as moved).

Sj. Ajit Kumar Ganguly: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advanees under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhuban Chandra Kar Mahapatra: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Janab Elias Razi: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagadananda Roy: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ledu Majhi: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benarashi Prosad Jha: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: I beg to move that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

মিঃ স্পীকার, স্যার, কমিউনিটি প্রজেক্টএর কার্যকুশলতা এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং কংগ্রেসনেতাদের বক্তৃতায় দেখতে পাই যে, এর দ্বারা আমাদের গ্রামে গ্রামে নাকি সায়লেন্ট রেভোলিউশন হয়ে যাচ্ছে, অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যদি দেখা যায় তাহলে এটাকে নেহাৎ অতিরঞ্জিত ও অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমরা একথা বলি না যে, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট দ্বারা গ্রামে কোন কার্যই হয় নি। কিন্তু তাঁদের বক্তৃতার মধ্যে যে আত্মসন্তুষ্টি ও উল্লাসের মনোভাব ফুটে উঠে সেটা সত্যিই অগ্রগতির পক্ষে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ও এন ই এস ব্লক সম্বন্ধে অনেক সময়ই সহযোগিতার কথা বলা হয়। কিন্তু জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করা হলেও যদি জনসাধারণকে উৎসাহিত না করতে পারা যায় তাহলে কখনো কমিউনিটি ডেভেলপ-মেন্টএর ফল পাওয়া যাবে না। প্রথম কথা হচ্ছে, আপনাদের এই পদ্ধতির পরিবর্তন করা দরকার। এই সম্পর্কে ফোর্থ ইভালুয়েশন রিপোর্ট, মে, ১৯৫৭, এ যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে.

The people grew critical about the way the project went ahead with the constructional activities through contractors as this did not give the people scope to work unitedly

এবং তাতে লেখা আছে—

With the handing over of a large number of works to contractors the possibilities of joint participation by the project staff and village leaders in construction works have not been utilised.

আমি গতবার এখনে বলেছিলাম যে, কন্ট্রাক্টরএর পরিবর্তে যদি পিউপলস কমিটির দ্বারা এবং গ্রাম কমিটির দ্বারা কাজ করা হয় তাহলে একদিকে যেমন কম টাকায় কাজ হয়, অন্যদিকে তেমনি তাতে জনসাধারণের মধ্যেও উৎসাহ সৃষ্টি হয়, এবং তারা আগ্রহসহকারে এইসব কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় সে বিষয়ের কথা কিছুই শুনলাম না। পানীয় জলের ব্যাপারে মাত্র এটুকু পরিবর্তন হয়েছে যে, যেখানে ৪১ ফুট পর্যন্ত ডিপ হবে সেখানে গ্রাম কমিটি টেন্ডার দাখিল করতে পারে কুঁয়া করতে পারবে না, টেন্ডার দাখিল করতে পারবে

এবং তাদের টেন্ডার যদি লোয়েস্ট না হয় তাহলে কন্ট্রাক্টরই পেয়ে যাবে—অর্থাৎ বিশেষ কোনই পরিবর্তন হল না। ব্লক এ্যাডভাইসরি কমিটি সম্পর্কে আমি পূর্বপর বলেছি যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট বা এন ই এস ব্লকএ যেন কোন দলীয় স্বার্থ না থাকে এবং আমি আরেকটা কথা বলেছিলাম যে, এই যে সব বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হবে তবে যেন প্রত্যেক পার্টির লোক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নেওয়া হয়। মন্ত্রী মহাশয় এখানে প্রায়ই বলে থাকেন যে এসব কাজে আমাদের স্বার্থ নাই, আমরা সমস্ত দলের নিয়ে কাজ করি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা এর বিপরীত জিনিসই লক্ষ্য করে থাকি। ব্লক এ্যাডভাইসরি কমিটিতে যেখানে এম এল এ আছেন তাকে তার পার্টির মতানির্বিশেষে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিরই হোন, প্রজা স্যোসালিস্ট পার্টিরই সদস্য হোন নেওয়া উচিত। অথচ আমরা প্রায়ই দেখতে পাই কংগ্রেস সদস্যদেরই নির্বিচারে নেওয়া হচ্ছে। আপনাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন করুন। আরেকটা কথা হচ্ছে, ব্লক এ্যাডভাইসরি কমিটি কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত একজিকিউট করার সময় তাতে তার কোন হাত নাই। এক-একটা ইউনিয়নকে এক-একটা কমিটি গঠন করে তার কাজকর্ম একজিকিউট করার ভার দিন। এবং শুধু কমিটি গঠন করলেই হবে না—কন্ট্রাক্টর এর মারফত কাজ করালে হবে না। তারপর, স্কুল বিল্ডিং, পানীয় জল ইত্যাদি ব্যাপারে টাকার স্যাংকশন অনেক দেরিতে আসে—৩১শে মার্চএর কয়েকদিন আগে এত কম সময়ে তারা বলেন গ্রামে খবর দিতে পারি না—এত কম টাইমের মধ্যে তারা তাদের সমস্ত কন্ট্রিবিউশন ফুলফিল করতে পারে না—তাই সময়মত স্যাংকশনএর টাকা না পাওয়ার দরুণ অনেক কাজ বাকি থাকে অনেক স্কুল বিল্ডিং হয় না, অনেক কুয়ার কাজ হয় না। এই বৎসর এখন পর্যন্ত কুয়ার টাকা পাওয়া যায় নি। তাই আমি অনুরোধ জানাব সময়মত যাতে স্যাংশন হয় সেদিকে মন্ত্রী মহাশয় দৃষ্টি দেবেন। মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, সাধারণ মানুষের উন্নতিই কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টএর লক্ষ্য। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ যাদের আর্থিক সঙ্গতি খুবই অল্প তারা বিশেষ কোন সুফল পায় নি—হয়তো কতগুলি কুয়া হওয়ার জন্য পানীয়জলের কিছুটা সুবিধা হয়েছে কোন কোন অঞ্চলে, হয়তো কয়েকটা স্কুলঘর হয়েছে, কিন্তু আসলে জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি হয় নি। এবং একথা আপনাদেরই ফোর্থ ইভাল্যুয়েশন রিপোর্টএ স্বীকৃত হয়েছে—

"The major portion among the under-privileged groups is constituted by the agricultural labourers and no improvement is noticed in their economic or social conditions. There has been no activity in the C.D.P. movement for the specific benefit of these people".

অর্থাৎ, গ্রামের যারা মেজরিটি সেই গরিব কৃষক সমাজেরই বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। আরেকটা কথা মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন; কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টএর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য কৃষির উন্নতি। কিন্তু কৃষির উন্নতির পথে যেসমস্ত প্রতিবন্ধক আছে সেগুলি দূরে করবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। কৃষির উন্নতি শুধু কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টএর দ্বারা হবে না—কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টএর সঙ্গে যদি ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টএর ঘনিষ্ট সম্পর্ক না থাকে তাহলে গ্রামের উন্নতি কি করে হতে পারে? এখনো আমাদের দেশে কত জমি ফ্যালো ও অনাবাদী পড়ে আছে। এখানে অনেকে টিউবওয়েল ইরিগেশনএর প্রস্তাব করেছেন। তারপর, যদি কো-অপারেটিভএর ব্যবস্থা হতো তাহলে গ্রামবাসী অনেক কৃষকই কো-অপারেটিভএর মাধ্যমে চাষ আবাদ করতে পারত। তারপর ল্যান্ড রিক্লেমেশন—ল্যান্ড রিক্লেমেশনএর জন্য বোধ হয় আপনারা এন ই এস ব্লকএ এক লক্ষ টাকা স্যাংশন করেছেন।

[9-40—9-50 a.m.]

কিন্তু সেই এক লক্ষ টাকা খরচ হল কি করে? যেখানে দেখছি কো-অপারেটিভ মেথডএ ল্যান্ড রিক্লেমেশন করে প্রডাকশন বাড়ান সম্ভব, সেখানে ল্যান্ড রিফরম করা হয় নি। অথচ সরকার ঘোষণা করেছেন যে ল্যান্ড কো-অপারেটিভএর আওতায় আসবে না যেখানে ইরিগেশনএর ব্যবস্থা বা ল্যান্ড রিফরম করা সম্ভব নয়। অতএব এখানে যদি ল্যান্ড রিফরম ডিপার্টমেন্টএর সঙ্গে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টএর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতা না থাকে তাহলে এগ্রিকালচারএর প্রকৃত উন্নতি হতে পারে না।

আমি আর একটা কথা এখানে বলতে চাই—আপনারা এগ্রিকালচারএর উন্নতি করতে চাচ্ছেন। কিন্তু তা যদি করতে চান তাহলে প্রত্যেকটি এন ই এস ব্লকে একটি করে পাম্পিং মেশিন রাখা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন আছে। আমি আশা করি সরকার এই পাম্পিং মেশিনএর ব্যবস্থা করবেন।

Mr. Speaker:

আপনি এই যে পাম্পিং মেশিনএর কথা বলছেন, সেটা ছোট হবে না বড় হবে? আপনার প্রস্তাবটা কি?

Sj. Sudhir Kumar Pandey:

বড় সাইজ পাম্পিং মেশিন চাই। বীরপুর থানায় হাজার হাজার বিঘা জমি পতিত হয়ে পড়েছিল, সেটা সম্প্রতি এন ই এস ব্লকের মধ্যে নেওয়া হয়েছে। সেখানকার কৃষকরা বলে আমরা কো-অপারেটিভ মেথডএ চাষ করতে চাই, আমরা ভাড়া দিতে প্রস্তুত আছি, আমাদের জন্য একটা পাম্পিং মেশিন ব্যবস্থা করুন, আমরা সেই মেশিন দিয়ে কংসাবতী নদী থেকে জল তুলে চাষ করবো। কিন্তু সেখানকার বি ডি ও বললেন আমাদের এখানে কোন পাম্পিং মেশিন নেই। কৃষকরা তখন বলে এগ্রিকালচার অফিস বা যেখান থেকে হোক নিয়ে এসে আমাদের দেবার জন্য ব্যবস্থা করা হোক। অফিসারটি বলেন এগ্রিকালচার অফিসে দুটি পাম্পিং মেশিন ছিল, ভাড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এইভাবে যদি এগ্রিকালচারএর ব্যবস্থা চলে, এইভাবে যদি টপ-হেভি এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর ব্যবস্থা হয় তাহলে তার দ্বারা কোন দিনই দেশের প্রকৃত উন্নতি হতে পারে না। সেখানে ইরিগেশনএর ফেসিলিটি রয়েছে, শুধু একটা পাম্পিং মেশিন হলেই জল দেওয়া যায় কিন্তু তা আপনারা করতে পারেন না। আমি এদিকে গভর্নমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুধু তাই নয়, ঐ নদীর আশেপাশে যেসমস্ত এলাকা পড়ে আছে, সেগুলি চাষোপযোগী কিনা দেখবার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি বিভিন্ন জায়গায় এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছে কোথায় চাষ হতে পারে বা না পারে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে—এই সমস্ত জায়গা রিক্লেমেশন করে জায়গায় জায়গায় টিউবওয়েল বসিয়ে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, এবং তা যদি করা যেত তাহলে অনেক জায়গা রিক্লেমেশন হয়ে ফসলযোগ্য হয়ে উঠত। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

Sj. Jagadananda Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে আমাদের সামনে যে তথ্যগুলি রাখলেন তা আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলাম। সুতরাং আজকে এই খাতে আলোচনা-কালীন এই সি ডি পি ও এন ই এস ব্লকগুলিকে যদি এক কথায় কল্পতরু নামে অভিহিত করি তাহলে বোধ হয় কিছু অত্যুক্তি হবে না। কারণ এর মধ্যে না আছে এমন কোন জিনিসই নেই। যেমন সেচ, কৃষিব্যবস্থা, সামাজিক শিক্ষা, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, সমবায় প্রথা, ভেটারনারি, অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর প্রভৃত পরিকল্পনা ইত্যাদি। তা ছাড়া কল্পতরু মানেইত হল, যখন যে যাহা চাইবে, তখন সে তাহা পাইবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে গ্রামবাসীদের যতরকম অভাব এবং অসুবিধা, সেসব এই ব্লকগুলির মাধ্যমে পূরণ করা বা সাহায্য করা হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এইসব খাতে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলেও যদি এতে সুপরিকল্পিত কোনরূপ ফল না পাওয়া যায়, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এত আশা ভরসার কথা কি করে বিশ্বাস করতে পারি। এর উদ্দেশ্য যে মহৎ সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মহত্বের পিছনে যদি বিরাট আকারের অসত্য লুকিয়ে থাকে, তাহলে জনসাধারণকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। আমি বলবো শুধু ব্লকগুলির উদ্বোধন সংখ্যাই আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন নয়। দেশের ও দশের উন্নতি চরমে উঠেছে কি শর্তে নেমেছে, তার মাপকাঠি যদি নির্ণয় করতে হয়, তাহলে দেখা দরকার সারা বাংলা দেশের কৃষক সমাজ ও সর্বসাধারণ, তারা এই দীর্ঘ দিনের ভিতর এইসমস্ত সরকারী পরিকল্পনার দ্বারা কতখানি উপকৃত হতে পেরেছে।

স্যার, কত টাকা খরচ হয়েছে এবং নতুন নতুন কত ব্লক হবে বা হচ্ছে, এসবত আমরা সরকারী তথ্যের মধ্যে দিয়েই জানতে পেরেছি। কিন্তু কোথায় কি কাজ করা হয় বা কেন করা হয় নি, এইসব গ্রামীণ তথ্য যদি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পেতাম তাহলে আমরা অধিক খুসী হতাম।

স্যার, এবারকার বাজেটে অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তা ছাড়া কতকগুলি ব্লককে স্টেজ ওয়ানতে পরিণত করে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায়, জলপাইগুড়ি সদর, ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি, কুমারগ্রাম ও ফালাকাটি থানায় মোট পাঁচটি ব্লক অফিস স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আজ হিসাব করে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট যদি জানতে চাই, তাহলে নিশ্চয়ই এতে কিছুই অন্যায় হবে না, যে কোন কোন এলাকায় কিরকম পরিমাণে জনসাধারণেরা নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সাহায্য পেয়ে তারা নিজেদের সম্প্রসারণ করতে পেরেছে? স্যার, এই ব্লকগুলিকে পরামর্শ দেবার জন্য এক-একটি এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এদের সরকারী নির্দেশিত পরিকল্পনাগুলির রদবদলের কোন ক্ষমতা নেই। এই জেলায় ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে ১৮-২০টা করে সাব-কমিটি করা হয়েছে। আমি প্রত্যেকটির সদস্য আছি, আমি দেখেছি সেখানে দু-একটি সাজেশন গ্রহণ করে শুধু লোকদের জানান ছাড়া আর কোন কাজের নামগন্ধ নেই। মোট কথা, জনসাধারণের কথা উপেক্ষা করা হয়, এবং কাউন্সিলের সদস্যরা কোথায় কোথায় এন ই এস ব্লক হবে ঠিক করবার পূর্বেই সরকার নিজের খুশিমত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। তা ছাড়া বেশির ভাগ সরকারী কর্মচারীদের গাফিলতি ও স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ গণসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সেখানে আছে শুধু কতকগুলি স্বার্থপর লোকদের আনাগোনা।

গাড়ি খরচের জন্য ১০,০০০ হাজার টাকা, বরাদ্দ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় বি ডি ও ছাড়তে পারে না গাড়িকে, আর গাড়ি ছাড়তে পারে না বি ডি ও-কে। এই টাকার যে সদ্ব্যবহার করা হয় না, সে বিষয় নিঃসন্দেহ।

ধুপগুড়ি ও ফালাকাটা থানায় ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থার অভাবে প্রত্যেক বছর ফসল কমে যাচ্ছে, অথচ দশ হাজার টাকার নিচে খরচ হয়, এইরকম বহু পরিকল্পনা বা ব্যবস্থার কথা স্থানীয় অফিসারদের নিকট আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও, আজ প্রায় তিন, চার বছর হয়ে গেল তার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। তা ছাড়া সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও ডাগ-ওয়েল লেট্রিন, কাঁচা, পাকা রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণ সম্বন্ধে উক্ত অফিসারদের বলা হয়। কিন্তু ঐসকল অফিসারগণ এইসকল ব্যাপারের প্রতি যে ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছেন, এর চেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে। তারপর সরকারী স্কীমগুলি এমন অদ্ভূত যে একটা সাড়ে তের শত টাকার কুয়ার জন্য, তার ওয়ান-থার্ড গ্রামের লোকদের দিতে হবে। এইরকম অন্যান্য কাজের ব্যাপারেও ঠিক তাই। কাজেই স্যার, আজ গ্রাম্য সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা যদি আপনার জানা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এগুলি সরকারের প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। ফালাকাটা থানায় সার সরবরাহ সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে করা হয় নি। ছয় মাস আগে ভেটেরিনারি অফিসারগণ ঐসকল স্থান পরিদর্শন করে এসেছেন, কিন্তু আজও সেখানে ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি গিয়ে পৌঁছাল না। কি আশ্চর্য, এত টাকা ধ্বংস করে গাড়ি, বাড়ি, পে, আর টি, এ দিয়ে শুধু কর্মচারীদের পোষণ করাই কি সরকারের উদ্দেশ্য, না, সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সংস্থাকে দৃঢ় করে জনগণের মঙ্গল করতে চান? সরকারের নীতির ভাব ধারাটা কোন দিকে আমি জানতে চাই। এইসব কেন্দ্র পরিকল্পনার প্রথম জিনিসই হচ্ছে শিক্ষা। সুতরাং জনসাধারণ আজ এইসমস্ত দেখেশুনে তাদের ভবিষ্যতের জন্য কিরূপ শিক্ষা পাচ্ছে, সেটা আজ ভাববার বিষয়। আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এদিকে বিশেষ নজর দেবেন।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার স্যার, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টএর আসল উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, এবং সেই কাজ করতে গেলে, যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত, সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকার অগ্রসর হয়েছেন বলে আমি মনে করি না। সেটা আমি একটিমাত্র কথার দ্বারাই আপনার কাছে প্রমাণ করতে চাই। আমরা দেখেছি বলবন্তরাও মেহটা

কমিটি ল্যান্ড রিফরম ও সি ডি পি সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই সেই মেটা কমিটির রিপোর্ট পড়েছেন, তাতে এই কথা পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয়েছে যে—

land reform and C.D.P. are inter-linked. They are both agencies for bringing about social changes and can not be worked in isolation.

এবং এই সম্পর্কে আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মিঃ ভি, টি কৃষ্ণমাচারী ঐ একই মত প্রকাশ করেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, এই কাজ করতে গেলে গ্রামের কৃষি সেবক বা গ্রামের এজেন্সীর মাধ্যমে যে ধরণের কাজ হয়, সেই সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ এভাল্যুয়েশন রিপোর্ট আছে, তার থেকে একটু উল্লেখ করে আপনার সামনে দেখাতে চাই। সেই রিপোর্টে বলা হচ্ছে—

"The Gram Sevak's activities do not at present extend to all fields and the service they render to villages which are not their headquarters is extremely limited. 45 per cent. of these villages do not receive a visit by him even once a month."

[9-50—10 a.m.]

শতকরা ৪৫ ভাগ গ্রামে মাসে একবার করে গ্রামসেবকরা উপস্থিত হতে পারেন না। একথা এভাল্যুয়েশন রিপোর্ট বলেছে। আর একটা উল্লেখযোগ্য ফাইন্ডিংস এও আপনার জানা দরকার সেটা হচ্ছে পিউপিলস পার্টিসিপেশন সম্পর্কে......

the value of people's participation in works programmes works out to an average of Re. 1 per person per year in the case of N.E.S. blocks and Rs. 1.8 in the case of C. D. Blocks. Larger contributions could be mobilised from the people in the C.D. Blocks because of the larger funds available to them.

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা আছে—

In the case of both C.D. and N.E.S. blocks the value of people's participation declines as block period moves towards the end.

আশা করি এটার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। যতই ব্লক পিরিয়ডএর কার্য সমাধান হচ্ছে ততই পিউপিলস পার্টিসিপেশনএর যে মনিটারি ভ্যালু তা কমে যাচ্ছে। এর দ্বারা আমি যা অনুসন্ধান করে দেখতে পেয়েছি এবং আমি যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি সেই কেন্দ্র ঘুরে এবং সেখানকার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারএর রিপোর্ট আমার কাছে আছে তার দ্বারা আমি একথাই প্রমাণ করতে পারি, মিঃ স্পীকার স্যার, সময় আমার নেই, মোটামুটিভাবে এই ব্লক ডেভেলপমেন্ট-এর কার্য সীমাবদ্ধ আছে, ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন, এগ্রিকালচার লোন ডিস্ট্রিবিউশন এবং এই ধরনের যা নাকি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টএর কাজ সেই কাজের উপরেই সীমাবদ্ধ। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি একথা চিন্তা করতে পারেন যে এক-একটি ব্লক এলাকায় ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ বসবাস করে কৃষিজীবী, তাদের কৃষিকার্যে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য একজন মাত্র টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সেখানে থাকে এবং সেই টেকনিক্যাল এক্সপার্টএরও—আমি এই বইটা পড়ে যতদূর দেখতে পেলাম—যে বছরে পাঁচ মাসও তারা এইরকম কাজে হাজির হন না, অন্য কোন কাজে তারা যান। হয় তারা ট্রেনিং বা অন্যা কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন। আমরা এখন দেখছি যে বি ডি ও-কে সার্কল অফিসার-এর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এইভাবে সি ডি পি এবং ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক যদি এইভাবে এক সংগে ইন্টার মিংগল করা হয় তাহলে ডেভেলপমেন্টএর আর্জ জনসাধারণের মধ্যে উপস্থিত হতে পারে না। আমার কাছে সংবাদ আছে যে একটি স্কুল কমিটি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ এবং তার জন্য একটা এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করা হোল বি ডি ও-কে এবং বি ডি ও যদি কোন না কোন পক্ষ সমর্থন করেন তাহলে নিশ্চয়ই ডেভেলপমেন্টএর কাজে অপর পক্ষের গ্রামবাসীদের সহযোগিতা তিনি পাবেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার কাছে আর একটা কথা বলা দরকার সে হচ্ছে এই যে কিছুকাল আগে আমাদের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগত-ভাবে বলেছিলেন যে গণতন্ত্র প্রসার করবার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছেন, এবং যে স্কীমেটিক বাজেট আছে সেই স্কীমেটিক বাজেট পরিবর্তন করবার জন্য কিছু কিছু ব্লক ডেভেলপমেন্ট এ্যাডভাইসরি কমিটি আছে। কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি যদি লক্ষ্য

করেন তাহলে দেখবেন যে ব্লক ডেভেলপমেন্ট বাজেট যে আছে ১২ লক্ষ টাকা সেখানে ৪ লক্ষ টাকা হচ্ছে আপনার লোন এ্যাকাউন্টএ, নন-রেকারিং হচ্ছে ৪০ হাজার টাকা এবং আদার রেকারিং ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং যে সার্কুলারটি আমি পেয়েছি ইনফরমাল কনসালটেটিভ কমিটি যেটা হয়েছে বোধ হয় ২১-৭-৫৮ তারিখে তাতে পরিষ্কার করে কতগুলো লিমিটেশনএর কথা বলা হয়েছে। সেখানে

loan fund cannot be converted into grant fund and ceiling for non-recurring and recurring items of expenditure as indicated in the schemetic budget had to be adhered to.

এই গুটিকয়েক কথা মনে রাখলে আমার মনে হয় এই স্কীমেটিক বাজেট পরিবর্তন করবার কোন সুযোগ আমাদের নেই। মাত্র কয়েক হাজার টাকার উপরেতে এই ধরণের মত নির্ণয় করবার সুযোগ আছে এবং আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা যেখানে রুরাল ওয়াটার সাপ্লাইএর জন্য টাকা বরাদ্দ আছে, আমি বারবার প্রস্তাব করেছিলাম যে আমাদের এই অঞ্চলেতে অনেকগুলি টিউবওয়েল রি-সিঙ্কিং করার প্রয়োজন, অনেকগুলি টিউবওয়েল চোকড আপ হয়ে আছে, এই টাকার একটা অংশ যদি রি-সিঙ্কিংএর জন্য ডাইভার্ট করা হয় তাহলে আমার মনে হয় যে গ্রামবাসীরা হয়ত তার কিছুটা সুযোগ পেতে পারে। আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই তথ্য সংগ্রহ করেছি, বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগের মারফত যে টিউবওয়েলগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলির শতকরা ২০ ভাগ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। অথচ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমএর মারফতে সেগুলোকে যদি আমাদের মেরামত করতে হয়, বছরের পর বছর কেটে যায় সে সংবাদ আমার কাছে আছে। নির্বাচনের আগে আমি এইসব কেন্দ্রে গিয়েছি, সেখানকার লোকেরা দরখাস্ত করেছিল ৪ বৎসর আগে টিউবওয়েল মেরামত করতে হবে। নির্বাচনের পরে এই দপ্তরে ঘোরাঘুরি করেও আজ পর্যন্ত সেইসব টিউবওয়েল মেরামত করা যায় নি। কাজেই আমার আবেদন হচ্ছে এই যে ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ঐ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমএ তারই একটা অংশ ঐ ব্লক এ্যাডভাইসরি কমিটিকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় ঐ রি-সিঙ্কিং পারপাসএ তাহলে আমার মনে হয় অনেকগুলির ব্যবস্থা হতে পারে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আর একজন কংগ্রেস নেতার বক্তব্য রাখতে চাই। এই ব্লক ডেভেলপমেন্ট এরিয়া তার নির্বাচন কেন্দ্র, তিনি হচ্ছেন অরুণচন্দ্র গুহ মহাশয়, পার্লামেন্টের সদস্য, এই সম্পর্কে তিনি ১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৮এর এ আই সি সি ইকনমিক রিভিউএ একটা প্রবন্ধ লিখেছেন—

planning according to physical or money target has a tendency to encourage window dressing. At least the CDP Ministry should not appear as a window dressing. It should contain an element of criticism so that officials spread over about 3 lakhs villages may not feel complacent about the duties and responsibilities.

আমার নিজের কথা বলি। এই যে উইনডো ড্রেসিং দেখতে পাচ্ছি।

Mr. Speaker:

উইনডো ড্রেসিং বাংলা করে বলুন।

Sj. Chitto Basu:

সাজিয়েগুছিয়ে এই যে রাখেন, বহিঃসজ্জা এতে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই যে দুটিভঙ্গীর পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে। আমার কাছে সংবাদ আছে খানাকুল, আরামবাগ খানাকুলের যে বি ডি ও ১৯৫৫ সাল থেকে আছেন তার আজও পরিবর্তন হয় নি। এবং কারণ হচ্ছে তার একজন বিশিষ্ট আত্মীয় ডেভেলপমেন্ট কমিশনারএর অফিসএ চাকরি করেন। তার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আছে। আদর্শ গৃহনির্মাণ করার ব্যাপারে গ্রামসেবক মুরারীর বিরুদ্ধে এন্টি-করাপশন ডিপার্টমেন্ট হতে কেস করে, তার সঙ্গে অমূল্যবাবু ঐ বি ডি ও জড়িত। তারপর ১৯৫০ সালে একটা কেসএ তিনি অভিযুক্ত হন কেস নং সি,আর, ৬৫৮ অফ ৫০ নং আন্ডার সেকশন ৪৬৫ ১এল,সি, ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির সভ্য মনোনয়ন ও তাহাকে পে মাস্টার বি ডি ও করেছেন।

আর একটা কথা বলি বি ডি ও-র জীপগাড়ী খারাপ কাজে ব্যবহৃত হয়। জনৈক বিশিষ্ট মহিলাকে কলকাতা থেকে খানাকুলে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবহৃত হয়—আশা করি এসমস্তের ব্যবস্থা করা হবে।

Sj. Renupada Halder:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সমাজ উন্নয়ন ব্যাপারে সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে যেয়ে আজকার দিনে এটাই বলবো সমস্ত বাংলাদেশে যেসমস্ত ব্লক তৈরি করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তৈরি হয় নি, ১৯৬৩ সালের মধ্যে করবেন বলছেন, কিন্তু আমাদের মনে সন্দেহ আছে। এজন্য যে, তারা সাত বৎসরের মধ্যে ১৫৩টি ব্লক করতে পেরেছেন আর পাঁচ বছরে বাকি ২০৬টি ব্লক করতে পারবেন বলে আশা করতে পারি না। সেজন্য মনে করি সরকারের এই কাজগুলি অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলেছে, দ্রুতগতিতে করতে গেলে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্লকগুলিকে যাতে উন্নতি করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার। সরকারের তরফ থেকে ব্লক উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি কাজ ঠিকভাবে চলছে না। বিভিন্ন জায়গায় জনসাধারণের মধ্যে একটা অসন্তোষ রয়েছে। ব্লকগুলি যে যে কাজ করলে গ্রামের উন্নতি হতে পারে সে কাজগুলি করা হচ্ছে না। গ্রামের মধ্যে টিউবওয়েল সমস্যা রয়েছে, রাস্তাঘাটের সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা রয়েছে। এ সম্বন্ধে অবস্থা আগে যা ছিল এখনও সে ধরণেরই রয়েছে। পাশে বারুইপুর থানার ব্লক আছে। সেখানকার সম্পর্কে আমরা জানি যে সাবডিভিশনাল যে কমিটি আছে সেখানে সেই অঞ্চলের সদস্যরা অভিযোগ করেছে যে ব্লকগুলির কাজ দ্রুত এগুচ্ছে না, উন্নতির কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের মানুষের মধ্যে মনোমালিন্যহেতু যেখানে যেভাবে কাজ হওয়া উচিত সেভাবে হচ্ছে না। রাস্তাঘাট, শিক্ষা কোন কিছুরই উন্নতি হচ্ছে না। কাজ যতখানি এগুনো দরকার তা হচ্ছে না কাজেই জনসাধারণের মনে কোন উৎসাহের সঞ্চার হচ্ছে না। সেইজন্য আমি মনে করি যতখানি করবার ছিল ততখানি করা হয় নি। গ্রামের সম্বন্ধে যে যে দায়িত্ব যা যা করণীয়ের ভার নিয়েছেন সেগুলি করুন, তাহলে ব্লকের কাজ এগোবে। তা ছাড়া ব্লকের মধ্যে গ্রামে সাধারণ লোকদের জন্য যে টিউবওয়েলগুলি করা উচিত, তার ব্যবস্থা করা হয় নি, যেগুলি করা হয়েছে তা বড়লোকদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই হয়েছে। সুতরাং টিউবওয়েল সম্বন্ধে যে অভিযোগ গ্রামবাসীদের আছে তা দূর করা প্রয়োজন।

[10—10-10 a.m.]

Sj. Radhanath Chattoraj:

মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বক্তৃতা করলেন তা মন দিয়ে শুনেছি এবং তিনি যে ব্যবস্থা করেছেন—বললেন, তাও ভাল। কিন্তু সে কাজগুলি ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখবার কোন ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন বলে মনে হয় না। আমি যে এলেকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি সেখানে দুটো ব্লক আছে তার মধ্যে লাভপুরে গত বন্যায় যেসমস্ত গ্রাম বিধ্বস্ত হয়েছিল, সেখানে একটা আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই আদর্শ গ্রাম গঠন করবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছি। জনসাধারণের সহযোগিতার কথা সরকার থেকে বলা হয় কিন্তু সেই সহযোগিতার ব্যাপারে কংগ্রেসের নামে যে চক্রান্ত সেখানে চলছে তার একটু নমুনা এখানে রাখছি। আমাদের ওখানে সেই আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনার যে এ্যাডভাইসরি কমিটি হয়েছে তাতে সর্বশেষ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেখানে জনৈক ভদ্রলোক তিনি কংগ্রেস মেম্বর হলেও বলে ওঠেন এই যে আদর্শগ্রাম পরিকল্পনা এটা একটা ডেড পরিকল্পনা এটা হবে না কেন এ সমস্ত নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন, মিথ্যা চেষ্টা করছেন। এমনি করে গ্রামবাসীদের মনে তাঁরা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

তারপর সেখানে ফ্যালো ল্যান্ড ১০০ বিঘা পরিমাণ জায়গা একটা সেখানে আদর্শগ্রাম করবার জন্য সরকার মনস্থ করলেন এবং ২৫টা বাড়ি এ পর্যন্ত করাও হয়েছে, আগে যিনি বি ডি ও ছিলেন তিনি ভাল করে কাজ করতেন তিনি বাইরের গ্রামের কাউকে—তিনি কংগ্রেস সদস্য হলেও আপিসে বিনা কাজে ঢুকতে দিতেন না এবং বিনা কাজে কোন কংগ্রেস সদস্যকে নিয়ে জীপে করে বেড়াতে যেতেন না সেই অপরাধে তাঁকে ঐ ব্লক থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে। এখন

যিনি বি ডি ও এসেছেন তিনি তাদের দলে মিশেছেন, এবং গ্রামে গ্রামে দল পাকিয়ে বেড়াচ্ছেন, গঠনমূলক কাজ যাতে না হয় সেই চেষ্টাই তিনি করছেন, গত বৎসর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই সভায় আশা দিয়েছিলেন যে বিল্ড ইউর ওউন হাউস এই স্কীমটা চালু থাকবে, কিন্তু তিনি রুরাল হাউসিং স্কীম সম্বন্ধে অর্দ্ধ সত্য একটা রিপোর্ট দিয়ে সে কাজটা বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন। এমনকি সিমেন্ট ইট পাঠানো সত্ত্বেও তা তিনি গ্রামবাসীদের দেন নি—এ কথা যখন আমি জানতে পারলাম যে এখান থেকে সেই সমস্ত জিনিস গিয়েছে—তখন আমি গিয়ে বি ডি ও-কে ধরলাম এবং বললাম তারা খুব কষ্ট করে বাড়ি তৈরি করছে তাদের সরকারী সাহায্য কেন ঠিকমত দেওয়া হচ্ছে না। তাতে তিনি বলেন এ সমস্ত অপব্যয়। গত ১০-১০-৫৮ তারিখে আদর্শ গ্রামে গৃহনির্মাণকারীগণ লাভপুরে বি ডি ও-র নিকট গৃহনির্মাণ বাবদ টাকা আনতে যায় আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। আংশিক টাকা তারা পায় টাকা দেবার পর তিনি বলেন—এ টাকা সরকার অন্যায়ভাবে খরচ করছেন, অপব্যয় করছেন। এই আদর্শগ্রাম, যাতে না হয় সে বিষয়ে আমার যতটুকু করার ততটুকু করব। তাঁর এই কথায় আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের লোক বহু কষ্টে বাড়ি তৈরি করছে তাদের আংশিকভাবে পেমেন্ট করেছেন, তার উপর আবার কেন এরকম কথা বলছেন এই আদর্শগ্রাম যাতে না হয় তার চেষ্টাই আপনি করবেন। এই পরিকল্পনা সরকার যা গ্রহণ করেছেন এটা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজের পরিকল্পনা। কেন আপনি বলছেন যে এর বাবদ যে ব্যয় হচ্ছে সেটা সরকার অপব্যয় করছেন? এই ঘটনার বিবরণ আমি যথাসময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট করি কিন্তু আজ পর্যন্তও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। আমরাত সর্বতোভাবে সহায়তা ও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কিন্তু সেই সহযোগিতার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। তার প্রমাণ যেসমস্ত কমিটি সেখানে তারা করেছেন সেই কমিটিতে এম এল এ-দের নেওয়া হয় নি।

Sj. Gobardhan Pakray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাজেট বিতর্কে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক অঞ্চলের বিভিন্ন ডিমান্ড ও গ্রিভেন্স মাননীয় সদস্যগণ এখানে উপস্থাপিত করেছেন। আমরা আশা করি সপরিষদ মন্ত্রীমণ্ডলী উপস্থাপিত দাবিদাওয়া ও অভাব অভিযোগের প্রতিবিধানকল্পে যথাযথ সচেষ্ট হবেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সহযোগিতা চেয়েছেন, কিন্তু সেই সহযোগিতা কার্যতঃ গৃহীত হয় না। এ বিষয়ে আমি দৃষ্টান্ত দিতে পারতাম, কিন্তু এই অল্প সময়ে বেশি বলা সম্ভব নয় সেজন্যই বিরত হলাম। তবে আমাদের উন্নয়ন ব্লক সম্বন্ধে দুচারটা বিষয়ের উল্লেখ করব।

গ্রামসেবকই হচ্ছেন সি ডি পি ও এন ই এসের প্রধান ব্যক্তি। তাঁকে বিশেষভাবে গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সুতরাং গ্রামসেবক নিয়োগের বেলায় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। তার ব্লক এ্যাডভাইসরি কমিটি—ব্লক এ্যাডভাইসরি কমিটি শুধু গঠন করলেই চলবে না—এই কমিটির যথেষ্ট ব্যাপকতা থাকা দরকার। এবং সেই জন্য প্রত্যেক গ্রামের প্রতিটি পাড়ার প্রতিটি শ্রেণীর লোক নিয়ে গ্রামসেবককে সাহায্য করবার জন্য কমিটি গঠন করা দরকার।

তারপর উন্নয়ন ব্লকসমূহের সর্বত্র পানীয় জলের ব্যবস্থা আজ পর্যন্তও হয় নাই। কারণ এই বাবদ সমগ্র খরচের অর্ধাংশ গ্রামবাসীদের দিতে হয় কিন্তু তপশীলি সম্প্রদায় ও তপশীলি উপজাতিগণ দরিদ্র ও অসহায়, সুতরাং তাঁদের পক্ষে অর্ধেক ব্যয় বহন করা সম্ভবপর নয় কাজেই যে গ্রামের তপশীলি সম্প্রদায়ের সমষ্টিগতভাবে বা অধিক সংখ্যায় বাস করেন, সেখানেও তাঁরা পানীয় জলের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। এই অবস্থাটার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এন ই এস বা সি ডি পি-র মানে কি যদি টিউবওয়েল করে পানীয় জলের ব্যবস্থাই না হয়।

এখানে আমি আর একটা বিষয় উল্লেখ করছি, সহযোগিতা চাইলেও দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে এ্যাডভাইসরি কমিটি যা রয়েছে সেগুলিতে আরও ব্যাপকভাবে গ্রামসেবকদের সহযোগিতার জন্য প্রতি গ্রামে সকল শ্রেণীর লোকদের নেওয়া উচিত।

[10-10—10-20 a.m.]

Sj. Ledu Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ প্রভৃতির কেন্দ্রগুলি আমাদের অভিজ্ঞতায় একেবারে রাজনীতির আখড়া। যাঁরা আজ আসনে আছেন তাঁদের আসন বজায় রাখবার অন্যতম যন্ত্র। এগুলি আবার কর্মীদলের আড্ডা, তবে ভাল কাজের বিষয়েই কর্মহীন দেশের ক্ষতিকর কাজে এরা তৎপর। বি ডি ও প্রভৃতির পদ সৃষ্টি হয়েছে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করতে। কিন্তু আমাদের বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, এই অফিসারেরা জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন—শোষণ ও পীড়নের জন্য যেটুকু এ'দের জনগণের সঙ্গে যোগ বিকেন্দ্রীত শাসনই বাঞ্ছিত শাসন। যে কাজ স্থানীয় জনগণ করতে পারতেন সেই কাজের নামে জনক্ষেত্রে আজ এক পরগাছা শাসন সৃষ্টি করা হচ্ছে—এই শাসনধারা বাঞ্ছিত নয়, এ আমলাতান্ত্রিক ধারা ঈশ্বর শাসনেরই উপযুক্ত। এই ব্যবস্থাগুলির দ্বারা সরকারী খাতায় কাজ হয়ত এগুচ্ছে কিন্তু জনগণের জীবনে কাজ কিছুই এগুচ্ছে না। এই বিভাগগুলির বিষয়ে বহু অভিযোগ এবং তথ্যপ্রমাণ আছে, কিন্তু তা সরকার শুনতে চান না—আমরা অনেক বলেছি জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছে কিন্তু সরকার গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নতুন জমিদার বসিয়েছেন—এই ধারার অবসান দরকার।

Janab Elias Razi:

মিঃ স্পীকার, স্যার, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট করার মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা মানে কৃষির উন্নতি করা। যদি কৃষির উন্নতি করতে হয় তা হ'লে ভাল বীজ, সার, ফার্টিলাইজার সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং স্মল ইরিগেশন ক'রে ফসল বাড়ানো প্রয়োজন। তা হ'লে এগ্রিকালচারের উন্নতি সম্ভবপর হ'তে পারে। স্মল ইরিগেশনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের মধ্যে লোনের মারফত ইরিগেশন করার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তা থেকে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক ব্লক এরিয়ায় প্রতি বৎসর এই টাকার অতি অল্প সংখ্যক টাকা খরচ হয়। কারণ এই লোনের টাকা নেওয়ার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা আছে যার ফলে এই লোনের টাকা নিয়ে স্মল ইরিগেশন ক'রে ফসল বাড়াবার কোনরকম সুযোগ সাধারণ লোকে পায় না। ফলে প্রতি বছর লোনের টাকা যথেষ্ট পরিমাণে বেঁচে যায় সেটা খরচ হয় না। আর একটা জিনিস দেখতে পাই যে, কমিউনিটি প্রোজেক্টের মধ্যে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার এবং রোডস এই সমস্ত স্কীমে টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার খাতে যে টাকা খরচ করা হয় তা দ্বারা কোন কাজ হয় না এবং রোডসএ যে টাকা খরচ করা হয় সেটা ঠিকই কিন্তু তাকে মেনটেন করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই বা সেই রকম কোন বরাদ্দও নেই। কাজেই এই সমস্ত টাকা খরচ ক'রে বিশেষ কোন লাভ হয় না, সেই সমস্ত সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বা রোডস খাতে টাকা খরচ না ক'রে যদি এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্টএর জন্য ঐ সমস্ত টাকা খরচ করা হয় তা হ'লে সেইদিক দিয়ে এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্টের কাজ অগ্রসর হ'তে পারে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা দরকার, যেসমস্ত গ্রামসেবকদের নিযুক্ত করা হয়—আমাদের দেশে বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন রকমের জিনিস উৎপন্ন হয়, কোন জায়গায় ধান ভাল হয়, কোন জায়গায় পাট ভাল হয়, কোন জায়গায় সিল্ক ভাল হয়, কোন জায়গায় স্মল ইন্ডাস্ট্রি হ'তে পারে, কোন জায়গায় হটি কালচারের উন্নতি করা যেতে পারে। কাজেই সেই সব জায়গায় বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোককে বিভিন্ন এলাকা থেকে নিযুক্ত করা দরকার, যাতে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা দিয়ে সেই সমস্ত জিনিসের উন্নতি করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। আর একটা জিনিস দেখা যায় যে, একই ডেভেলপমেন্ট ব্লকে, একই ব্লক অফিসে, বি ডি ও এবং গ্রামসেবক অনেকদিন ধ'রে থাকার ফলে তাঁরা স্থানীয় রাজনীতিতে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেন এবং তাতে ডেভেলপমেন্টের কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা যায় যে, রুলিং পার্টির লোক্যাল ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকেরা এসে তাঁদের ইচ্ছামত কাজ করান। তাঁরা জনসাধারণের উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেন না—গভর্নমেন্টের এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যাতে এই সমস্ত গ্রামসেবক এবং বি ডি ও-রা এবং তাঁদের স্টাফেরা কোনরকম লোকাল পার্টি পলিটিক্সে নিজেদের জড়িয়ে না ফেলেন এবং তাঁরা যাতে স্বতন্ত্রভাবে ইন্ডিপেনডেন্ট মাইন্ড নিয়ে কাজ করতে পারেন। এই সমস্ত ডেভেলপমেন্ট কাজে

যে প্রচেষ্টা চলেছে তা যদি সঠিকভাবে চালানো যায় তা হ'লে আমাদের দেশের উন্নতি সম্ভবপর হ'তে পারে, কিন্তু আজকে সরকার যে নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্ত ডেভেলপমেন্ট কাজ করার চেষ্টা করছেন এবং এগ্রিকালচারকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করছেন তাতে আমাদের দেশের উন্নতি করা সম্ভব নয়। কারণ আমরা জানি, গভর্নমেন্ট ১০ বছরের মধ্যে ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করবেন, ইতিমধ্যে যথেষ্ট টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি, যদি এভাবে কাজ চলতে থাকে তা হ'লে সেটা সম্ভবপর নয়।

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যেসমস্ত জায়গায় কংগ্রেস জিতেছেন সেই সমস্ত জায়গায় এন ই এস ব্লক বা অন্যান্য ব্লকে বামপন্থী প্রতিনিধি নেওয়া হয় নি ব'লে বলেছিলেন। আর যেখানে কংগ্রেস হেরেছে তার একটা চিত্র দিই। সেটা হচ্ছে সোনারপুর থানা যেখান থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি—সেখানকার ব্লক কমিটির মেম্বার হচ্ছে ৫৮ জন, এই ৫৮ জনের মধ্যে ২৮ জন হচ্ছেন অফিসার, এস ডি ও থেকে আরম্ভ ক'রে সব, আর বাকি যে ৩০ জন রইলেন তার মধ্যে সব কংগ্রেসের যাঁরা সদস্য কেউ সোস্যাল ওয়ার্কার ইত্যাদি ক'রে আছেন, বামপন্থীদের মাত্র ২ জন এম এল এ রয়ে গেলেন। হেরে যাওয়া এলাকায় এই তো অবস্থা। তরুণকান্তি-বাবু খুব সহযোগিতার কথা বললেন, কিন্তু যেখানে কংগ্রেস হেরে গেল ১৪ হাজার ভোটে সেখানে সব কংগ্রেস প্রতিনিধি কমিটিতে এলেন যে কমিটির মারফত ব্লক ডেভেলপমেন্টের কাজ করা হবে। তারপরে উনি বাজেট পড়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খরচ দেখালেন, হাউসিংটা এর মধ্যে বললেন না—তা যদি বলেন তা হ'লে দেখবেন দেড় টাকা বিলি করতে এক টাকা অ্যাড-মিনিস্ট্রেশনেই খরচ হচ্ছে। তারপর বললেন, এগ্রিকালচারের উপর খুব জোর দিতে হবে। আপনাদের কনজারভেটিভ এস্টিমেট অনুযায়ী যদি এক মৌজায় সিডস বিলি করতে হয় তা হ'লে পাঁচ শ' মণ ক'রে সিডস দিতে হবে, কিন্তু কত ক'রে দেওয়া হয়েছে, সোনারপুর থানা ব্লক ডেভেলপমেন্টে ৩২ মণ ক'রে—প্রায়ই কাছাকাছি ৫০০ মণ আর ৩২ মণ।

[10-20—10-30 a.m.]

তারপর রিক্লামেশন এবং পতিত জমি উদ্ধারের জন্য লোন এখানে রেখেছেন কিন্তু ঐ লোন আর কখনও আপনাদের খরচ করতে হবে না। কেননা জমি বন্ধক দিয়ে আর সিকিউরিটি দিয়ে তারা লোন নেবে এরকম অবস্থা তাদের নেই। সুতরাং ঐ টাকা খরচ হবে না আর পতিত জমিও উদ্ধার হবে না। তারপরে আপনারা পোলট্রি করছেন তাতে শুনেছিলাম যে, আপনারা ডিম বিলি করেন। অথচ ইনকিউবেটর দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর কল দেন না তার ফলে ও'রা বলেন যে, অমুক সময় দিলে তাদের মুরগি তা দেবে, কিন্তু সেই সময় তাদের ডিম দেওয়া হ'ল না। সুতরাং মুরগি ঠিক সরকারের সার্কুলার মত তা দেয় না ব'লে দেখা যায়, ২০ পার্সেন্টএর বেশি ডিম ফুটে না। তারপরে এই ৩৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে যে, ফিল্ম দেখাবার জন্য—এটা একেবারে বাজে খরচ হচ্ছে। এই টাকাটা এইভাবে খরচ না ক'রে অন্যভাবে কাজ করলে কিছু সত্যিকারের কাজ হ'তে পারে। আপনারা সহযোগিতার কথা বলেন—সবচেয়ে প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা যে ডেমনস্ট্রেশন করেন কিন্তু সেই ডেমনস্ট্রেশনএর পরীক্ষার ফলটা লাগাবেন কোথায়? কে লাগাবে, কোথায় লাগাবে, কার জমিতে লাগানো হবে? সেদিন বিমলবাবু বলছিলেন যে, আমাদের পশ্চিম বাংলাতে ৭ লক্ষ ভাগচাষী আর ৭ লক্ষ ক্ষেতমজুর পরিবার—এদের বাদ দিয়ে কি আপনারা অন্য লোককে দেবেন? এরা যে ক্ষেতে কাজ করে এবং আপনাদের এই ডেমন-স্ট্রেশনএর ফল যদি কাজে লাগাতে হয় তা হ'লে জমি যে এদের দিতে হবে। আর জমি বাদ দিয়ে যদি পরিকল্পনার কথা ভাবেন তা হ'লে অন্য কথা। যদিও এর মধ্যে অনেক ভাল ভাল কথা আছে। কিন্তু এখনই যেটা প্রয়োজন সেইদিকে একটু নজর দিন। সেজন্য আমরা যেটা বলি যে, আপনারা যে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন, সেই পরীক্ষাকে যদি কার্যকরী করতে চান এবং এর পেছনে যদি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চান এবং যদি কৃষির উন্নতি চান তা হলে সবচেয়ে প্রথম হচ্ছে যে, তাদের জমির মালিক করতে হবে তারপরে সীডটা ভাল ক'রে দিন। তারপরে আপনাদের টাকা সময়মত স্যাংশন হয় না। এ বছরের টাকা ও বছর ফেব্রুয়ারি মাসে যাবে। এতে ভালভাবে কাজ হয় না। তারপর যদি সত্যিই কাজ করতে চান তা হ'লে আপনাদের [illegible] খরচটা একটু কমান। পাকা রাস্তা যা করছেন তাও বাদ দিতে পারেন—প্রথমে কিছু টিউবওয়েল

দিন, পাম্প বসান, সীড ফ্রি দিন এবং সময়মত দিন। এই সমস্ত কনস্ট্রাকটিভ সাজেসশন দিচ্ছি কিন্তু জানি আপনারা এর একটাও কার্যকরী করবেন না। আপনারা পার্টিবাজিটা একটু ছাড়ুন। আপনাদের কাজ দেখে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে এটা ব'লেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। একজন চন্দননগরে মদ খেতে গিয়েছিল, তারপর ফেরবার পর সারা রাত্রি নৌকা চালিয়ে সকালে দেখল সেই একই জায়গায় নৌকা আছে—কি হয়েছিল, না, নোঙরটা তোলা হয়েছিল না। সেইরকম আপনারা খুবই চেষ্টা করছেন কিন্তু কাজ কিছুই হচ্ছে না।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে আলোচনা হয়েছে তাতে একটা জিনিস সকলেই স্বীকার করেছেন যে, আমরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেটা যে ভাল সে সম্বন্ধে কারও দ্বিমত নেই এবং আমরা সকলের সহযোগিতা নেবার জন্য যেসমস্ত বন্দোবস্ত করেছি সেটাও সবাই সমর্থন করেছেন সে বিষয়েও কারও সন্দেহ নেই। তবে সব জায়গায় কার্যকরী হয় নি সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছু হয়ত বলেছেন। এখানে প্রথমে খগেনবাবুকে একটা কথা ব'লে রাখি যে, তিনি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর খরচ সম্বন্ধে বলেছেন তাঁকে একটা কথা দয়া ক'রে মনে রাখতে বলি যে, কিছু টাকা বিতরণ করবার জন্য কিছু অফিসারকে আমরা নিই নি। তার কারণ, শুধু দুটো স্কুলের জন্য যদি কিছু কর্মচারী থাকত কিংবা সীড ডিস্ট্রিবিউশনএর জন্য যদি কিংবা রাস্তা করবার জন্য তা হ'লে আপনারা যেকথা বলছেন তা হ'লে হয়ত ঠিক হ'ত। কিন্তু এটা যে এক্সটেনশন্ সার্ভিস, এর মানেই বিশেষজ্ঞ কিছু লোককে গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে ক'রে গ্রামের মানুষ তাদের দৈনন্দিন এগিয়ে যাওয়ার পথে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেতে পারে এবং তাদের যে nucleus fund
রয়েছে তা নিয়ে যাতে তারা কাজ করতে পারে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আজকে 40 P.C. of the rural area of West Bengal is under the community Development Project.

তার মানে কি এই ধরে নেব যে, আমাদের এখানে যে কৃষিমন্ত্রী আছেন ডাঃ আমেদ সাহেব, তাঁর এই এলাকাগুলিতে খরচ করবার কোন দরকার নেই? না, আমাদের ইরিগেশন মিনিস্টার অজয়বাবু, তাঁরও এইসব এলাকাগুলিতে খরচ করবার কোন দরকার নেই? তা নয়। আমাদের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাতে এই যে ব্যয়বরাদ্দ রয়েছে, এই ব্যয়ের উপরে বিভিন্ন কাজের বিভাগ যেসমস্ত রয়েছে, তাদের খরচ তো হবেই, উপরন্তু এই টাকাগুলি দেওয়া হয়েছে এক্সটেনশন সার্ভিসগুলিকে হেল্প করবার জন্য। যাঁরা এই সমস্ত কর্মচারী, তাঁরা যখন গ্রামের ভিতর কাজকর্ম করতে যাবেন সামনাসামনি যেগুলি দেখবেন সেখানে পরামর্শ ক'রে কাজ করতে পারেন। অতএব খগেনবাবু যে কথা বললেন, যে, ১ টাকা দিতে ১৷৷৹ টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা ঠিক না। আর এখানে ইরিগেশন সম্বন্ধে তিনি যেকথা বলেছেন, আমি তাঁকে জানাই যে, আমাদের এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ঐ এগ্রিকালচারাল আর ইরিগেশন প্রায় সমগ্রভাবে সমাজ উন্নয়নের মধ্যে খরচ করা হবে। আপনারা সকলেই একথা জানেন, যদিও এখানে কেউ এ বিষয়ে উল্লেখ করেন নি, তবুও আমি আপনাদের জানাই যে, ইরিগেশনএর কাজে আমরা সত্যিই খুব বেশি অগ্রসর হ'তে পারি নি। তার কারণ এতদিন ধ'রে একটা নিয়ম ছিল যে, ৭৫ পারসেন্ট জনসাধারণকে দিতে হবে আর ২৫ পারসেন্ট গভর্নমেন্ট সাবসিডি থাকবে যদি ইরিগেশনএ লোন নিতে চায়। কিন্তু গ্রো মোর ফুডএ যা আমাদের খাদ্যবিভাগ থেকে ছিল তা হচ্ছে ৫০ পারসেন্ট সাবসিডি আর ৫০ পারসেন্ট জনগণ টাকা ধার দিত। এই পার্থক্য থাকার ফলে কাজটা হ'ত না। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা সেটাকে একই লেভেলএ এনে ফেলেছেন এবং এখন যা বন্দোবস্ত করেছেন তা হচ্ছে......

Sj. Apurba Lal Majumdar:

৫০ : ৫০ স্কীমএর কথা বলছেন?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

হ্যাঁ, ৫০ : ৫০ কথা বলছি। এবং আমরা আরও যা করেছি যে দশ হাজার টাকার উপরে যে স্কীম হবে তার জন্য আমি দেড় কোটি টাকা অজয়বাবুকে দিয়েছি তাঁর বিভাগ থেকে খরচ

করবার জন্য। এবং আমাদের দশ হাজার টাকার তলায় যে গ্রো মোর ফুড থেকে যেটা হবে তার জন্য আমরা রেখেছি এক কোটি টাকা সেটা আর আহমেদ সাহেব তাঁর বিভাগ থেকে খরচ করবেন। এবং সেখানে ৫০ : ৫০ স্কীমে কাজ হবে। অতএব ইরিগেশনএর জন্য আমরা যা করেছি তাতে আমরা বিশ্বাস করি, এই সুযোগ যদি তাঁরা গ্রহণ করেন তা হ'লে তাঁরা অনেক কাজ করতে পারবেন। কিন্তু এখানে একটা কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন, ল্যান্ড রিফর্মসএর কথা। আমি বুঝতে পারি না, সমাজ উন্নয়নের বাজেটে বক্তৃতা দিতে উঠে কি ক'রে ল্যান্ড রিফর্মসএর প্রশ্নের উত্তর দেব। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে, আমরা ল্যান্ড রিফর্মসএর ব্যাপারে যদি সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করা যায় তা হ'লে আমরা এগিয়ে রয়েছি, কারও থেকে পেছিয়ে নেই। এখানে চিত্তবাবু যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার মধ্যে একসময় বলেছিলেন, এরা যদি সব সময় ট্রেনিংএ থাকে তা হ'লে এদের দ্বারা কি কাজ হবে? আমি তাঁকে জানাই যে, ট্রেনিং কোন লোককেই ছয় মাসের বেশি ট্রেনিং নিতে হয় না। পাঁচ বছর হচ্ছে তাদের কাজের সময়, স্টেজ নং ১—তারপর পাঁচ বছর স্টেজ নং ২—এই দশ বছর এবং তার এক বছর আগে আমরা স্টার্ট করেছি, এই এগারো বছরের মধ্যে, যদি ছয় মাস সে বাইরে ট্রেনিং নেয় তা হ'লে নিশ্চয়ই সেটাকে বলা যেতে পারে না যে, তারা সব সময় ট্রেনিংএ থাকে, কাজ করে না। এদিকে আপনারা বলবেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর জন্য খুব খরচ হচ্ছে, আর একদিকে বলবেন একটা লোক কেন প্রত্যেকটা গ্রামে গিয়ে হাজির হচ্ছে না—এটা কি ক'রে সম্ভব?

[10-30 -10-40 a.m.]

একটা ইউনিয়নের জন্য একজন ক'রে গ্রামসেবক আছে। কিন্তু একটা ইউনিয়নে যদি ১০।১৫টা ভিলেজ থাকে, তা হ'লে একজন গ্রামসেবকের পক্ষে কি ক'রে সেই সমস্ত ভিলেজএ গিয়ে কাজ করা সম্ভব হ'তে পারে। মনে রাখতে হবে যেখানে গ্রামসেবক রয়েছে সেখানে বিশেষ ক'রে কৃষির জন্য সাহায্য করবার সুযোগটা যাতে গ্রামের লোকেরা গ্রহণ করতে পারে সেটার দিকে বিশেষ ক'রে তার লক্ষ্য দিতে হবে। কিন্তু তাই ব'লে সে সব জায়গায় গিয়ে হাজির হবে, সেটা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তারপর রিসিঙ্কিং করা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য চিত্তবাবু যেকথা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমি পরিষ্কার ক'রে ঘোষণা করতে চাই, টিউবওয়েল ইত্যাদির জন্য যে টাকা ধার্য রয়েছে তা থেকে রিসিঙ্কিংএর কাজ করতে কোন বাধা নেই। আপনারা যদি এই কাজ করতে চান তাতে কেউ বাধা দেবে না।

[এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশন বেঞ্চ: ব্লকে তা হয় না।]

ব্লকে যদি না হয় তা হ'লে, আমি ব্লক ডেভেলপমেন্টএ এর বন্দোবস্ত করব।

মাননীয় সদস্য রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বি ডি ও-র ট্রান্সফারএর কথা বলেছেন। তিনি যে গ্রাউন্ড দেখিয়েছেন সেই গ্রাউন্ডএ কোন বি ডি ও-কে ট্রান্সফার করা হয় নি। মাননীয় সদস্য 'বিল্ড ইওর ওন হাউস স্কীম' সম্বন্ধে যেকথা বলেছেন, আজ আমি যে ব্যয়বরাদ্দ উত্থাপন করেছি, এর মধ্যে এটা আসে না; তা হ'লেও আমি বলব, বি ডি ও-রা এ বিষয়ে যথেষ্ট ইন্টারেস্ট নিয়েছেন এবং সেই বীল্ড ইওর ওন হাউস স্কীম নিয়ে আমরা অনেকটা এগুতে পেরেছি। লাস্ট ইয়ারএ ১৪ হাজার বাড়ি ক'রে ফেলেছি এবং এ বছর ৬ হাজার বাড়ি বিল্ড ইওর ওন হাউস স্কীমে করতে যাচ্ছি। তিনি আমাকে আরও অন্যান্য যেসব অসুবিধার কথা জানিয়েছেন, সে সম্বন্ধে আমি দেখবার চেষ্টা করব।

আমাদের পাম্পিং মেসিন সম্বন্ধে বলেছেন শ্রীসুধীর পান্ডা মহাশয়। আমি তাঁকে জানাতে চাই—প্রত্যেকটি ব্লকে একটি ক'রে পাম্পিং মেসিন দেবার জন্য একটা ব্যয়বরাদ্দ রয়েছে। তিনি ব্লক ডেভেলপমেন্টএর এই টাকা থেকে যদি কিনতে পারেন খুব ভাল হয়। কারণ বর্তমানে ফরেন এক্সচেঞ্জ ক্রাইসিসএর জন্য পাম্পিং মেসিন কেনা অসম্ভব, সেইজন্য দিতে পারি নি।

তারপর একজন মাননীয় সদস্য আমাদের কন্ট্রাক্টর সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। স্টেজ টুএতে সম্পূর্ণভাবে কন্ট্রাক্টর দিয়ে কাজ করানো হয় না। স্টেজ ওয়ানতে যেসকল সরকারী বাড়ি হয়

সেখানে কন্ট্রাক্টর দিয়ে কাজ করাবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অন্য যেসমস্ত কাজ, যেমন টিউব-ওয়েল, অফিসঘর প্রভৃতি সেগুলি ১লা এপ্রিল ১৯৫৯ থেকে জনসাধারণের মাধ্যমে করানো হবে। কমিটি থেকে টাকা স্যাংশন করাতে দেরি হয় বলা হয়েছে। নিশ্চয়ই এ বছর কিছু দেরি হয়েছে বটে। কিন্তু সেটা কমিটির যে রিপোর্ট পেয়েছিলাম, তারপর একটা গুরুতর পরিবর্তন হয়েছিল; এবং ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা স্যাংশন আনতে হয়েছে যার জন্য একটু দেরি হয়েছে। কিন্তু ঐ দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেলে পর, অন্য কাজ হবে, এটা ঠিক নয়। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিকে লক্ষ্য রেখে সমগ্রভাবে তাঁরা কাজ করতে চেষ্টা করবেন। আগে বাজেট থেকে যে টাকা পাবেন সেটা নেবেন এবং তারপর অন্যান্য বাজেট থেকেও টাকা নেবেন। সমস্ত ব্লক ডিপার্টমেন্টএর লোকের ব্লক কমিটিতে যোগদান করার ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করি। এই ব্লক কমিটি নিশ্চয়ই জনসাধারণের সুবিধার জন্য হয়েছে এবং সেই কমিটিতে এম এল এ, এম এল সি-দের নেওয়া হয়েছে এবং এম পি-রাও থাকেন; অতএব সেখানে ইউনিয়ন নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে না। ৩০ জনের মধ্যে যদি সরকার ৪ জন সোস্যাল ওয়ার্কারকে পছন্দ করেন আপনারা সেখানে যে-কোন সময়ে বলতে পারেন ওই চার জন ছাড়া বাকি লোকদের মধ্যে আরও চারজন ভাল ছিল। আমি এই ব্যাপারে কোনদিনই রাজনীতি করি নি এবং করবও না। আমি শুধু আর একটা তথ্য এখানে পেশ করতে চাই—আমাদের এই কার্যের সঙ্গে যাতে মহিলাদের কিছু কাজ হয় তার জন্য ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে আমরা ঠিক করেছি, প্রত্যেক ব্লকের সঙ্গে একজন ক'রে সংযুক্ত-ভাবে মহিলার কাজের বন্দোবস্ত হবে এবং তার জন্য দু' লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এবছর যে ১৫টি ব্লক খুলেছি তাতে মহিলাদের কাজের বন্দোবস্ত আছে।

আর সময় নেব না—যেটুকু আলোচনা এখানে হয়েছে তা থেকে বুঝতে পেরেছি, আমাদের কাজের মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু থাকলেও আমাদের কাজটা ঠিকমত ধারায় চলেছে। এ কাজে আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করব। আমি আর একটি জিনিস ঠিক করেছি—এই অ্যাসেমব্লি হয়ে যাবার পর যত শীঘ্র পারি আমাদের এম এল এ এবং এম পি-দের নিয়ে একটা সেমিনার করব—সেখানে ব'সে আমরা দু'-তিন দিন ধ'রে সমগ্র জিনিসটা পর্যালোচনা করতে পারব—বিশেষ ক'রে আমরা যাতে অর্থনৈতিক দিকে থেকে উন্নতি করতে পারি তার চেষ্টা করব। আমি সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা করছি।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Janab Elias Razi that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of S . Jagadananda Roy that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ledu Majhi that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and L[illegible] Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. [illegible] was then put and lost

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of S. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 2,74,81,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar

Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath

Saha, Sj. Dhaneswar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 54 and the Noes 103, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh that a sum of Rs. 2,74, 81, 000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances under Community Development Projects" was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 45

Major Heads: XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes, etc.

[10-40—10-50 a.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,79,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account".

Sir, at the first sight one may wonder how is it that we have asked for a grant for expenditure on an item which is shown as "Receipts from Road and Water Transport Schemes". Sir, amongst all the demands that are being made by the Government there are only two demands in which we express the receipts side as part of the demand. For instance, the Grant that we have passed yesterday, viz. "Irrigation-Working Expenses—", "Major Head XVII", is mainly a receipt item. Similarly, the grant that is now placed before the House, viz. XLVIA, is also ordinarily a receipt head. Sir, I mention this because it may be difficult for some people to follow exactly what is the meaning of putting this on the Demand for Expenditure.

These two items as against other items in the budget show receipt and expenditure of a more or less commercial nature. Take the Grant that I am moving today; you will find that estimated receipt is Rs. 3 crore 4 lakhs and the working expense is almost the same, viz., Rs. 3 crore 8 lakhs. That is with regard to general transport. If you take the Central Workshop together then we are left with a minus of 2.9.

Sir, it was possible that we might have put the receipt on the receipt side and the expenditure on the expenditure side. That is to say, we could have put 3 crores on the receipt side and we could have put 3 crores on the expenditure side. The only difference would be that if we did that, it would be more or less an artificial budget and there would be inflation both on the receipt side and the expenditure side. Therefore, with regard to this particular item, if you look at the revenue account you will find that we have taken credit on the revenue side of only minus 2.09 on receipt on road and water transport scheme. That is to say, we have deducted working expense from the receipt and it shows minus 2.09 and that is only by way

of explanation of this particular point. This demand that I am making consists of two parts: One part which I have just mentioned refers to the working expense of receipts on tickets, etc., and the other part is with reference to the different types of capital expenditure which we have kept up for development of service—regular transport service, purchase of buses, purchase of land, development of buildings, etc., for which that demand is made under 82B.

Sir, the Road Transport Department was started in July, 1948 with 25 petrol buses at that time. Soon after partition it was found that there were about 169 persons who had temporary license most of whom had gone to Pakistan and many of them left their license to be used by some of their substitutes. Their licenses came for renewal some time in June or July, 1948. It was then considered necessary to weigh the matter—whether we should allow the owners of these permits to continue owning the buses and remaining in Pakistan or whether we should not go in for at any rate partial transport operations. There are two reasons which made us think about it. One was the re-employment of some youths and secondly we wanted to develop the amenities of passengers. The very fact that the budget head under which income and expenditure of running these buses are shown and the very fact that it shows that the total income is practically used up by expenditure showed in the beginning that it was not intended to make any profit on this issue or to carry such profit to the general revenue of the State. I know there are many other States which have increased their transport rates—for instance, I know Kerala has increased its transport rates,—although their bus service was running fairly satisfactorily because they wanted more revenue for the State. I want to make it clear that so far as transport service is concerned, our first duty is to increase the employment potential of our people and secondly to increase the amenities of the passengers as also of the employees.

[10-50—11 a.m.]

At that time we did not have, to start with, any workshop or depot where we could clean the buses and make them ready for use the day after. We started first with an arrangement with some of the local workshops, but they did not satisfy our requirements. Therefore we had to think about establishing a Central workshop and we have established an workshop in Belghoria nearly 6/7 years ago, and it is more or less in a stabilised form today. With the Workshop, there is also a depot. In that workshop we not only undertake heavy repairs, but we are actually building bodies. In fact, the present system we follow is that we import chassis from abroad, or from other parts of India where they are manufactured and then build our own bodies. This saves great deal of cost and increases receipt from the workshop.

In 1954, when we had a fairly good experience of 5/6 years' running of buses, we decided to take up the whole of the transport service in the metropolis of Calcutta. The idea was that, we found that until then that our receipts were not up to the mark because we were then trying to fill up the gap left by those 159 permit holders and we found that we had practically chosen very unproductive and unremunerative routes, but then we said we should take up a phased programme in taking over the buses run by private operators. There were 322 operators owning 552 vehicles. Our arrangement was that we should take per year roughly the routes covered by 100 vehicles. The number would not exactly correspond because the ordinary routes taken over were run by vehicles which were one-storied whereas ours were mainly double-decker or big single-decker buses. Therefore the number may vary, but we decided to take over these

routes from the private owners. But, at the same time, we also gave these owners the opportunity of taking over the bus service roundabout the city of Calcutta.

The Planning Commission accepted this as part of the First Five-Year Plan at the tail-end and they agreed to continue it in the Second Five-Year Plan period.

Upto December 1958, there are 350 buses—private buses—which have been replaced, and 20 more will be replaced by 31st March, 1959 which means that we shall be replacing 370 buses out of 552 buses. As I said, the number really would not tally because our buses have got much larger capacity than the buses which we have replaced. In many cases employees of the private owned buses whom we have displaced have been given employment in our transport service. Upto 31st March 1959 we will have 583 buses all of which except 29 are heavy diesel engines. These 29 buses were purchased in 1952 and will complete their five-year period of usefulness, in fact they have completed and are due to be scrapped next year.

We have at the present moment 20 chassis ready for buses and 47 new chassis have been ordered and are expected to come very soon. This means that we will have another 67 buses within the course of the year. Terefore, we will have 650 vehicles during the ensuing year. At the end of 1954 and beginning of 1955 the Refugee Rehabilitation Department, Central Government, came to us and asked us to put in refugees provided they give us money help for putting in more vehicles. From time to time they gave us at three lumps Rs. 75 lakhs, provided we appointed 2,000 refugees of which 80 per cent. must be camp refugees. That was the arrangement with them. We have employed 1,750 already of which 1,443 are camp refugees, the rest 250 or so will be employed in the course of the next few months. Sir, with regard to this help from the Refugee Department there is something to be said. They gave us this money but that Rs. 75 lakhs could not give us the number of buses that we wanted to purchase or the number of chassis that we wanted to purchase or the bodies that we wanted to have. For that we also contributed something from our own fund. Up till now of this Rs. 75 lakhs we have drawn about Rs. 56 lakhs from the Government of India and we had to find Rs. 42 lakhs from our own exchequer. The difficulty was that we had to go up to the Planning Commission for giving us permission to include that within the planned scheme. The Planning Commission suggested, however, that instead of putting it in that way this Rs. 42 lakhs could be borrowed, as it were, from the accumulated depreciation fund. Sir, at the present moment of the 5 crores invested roughly the total amount of money in the depreciation fund would amount to nearly 1 crore 89 lakhs and the suggestion of the Government of India or the Planning Commission was "you borrow Rs. 42 lakhs from this fund and you pay it back again later on". If you look at this book which is called "Financial Results of Important Schemes of Government" you will find that this year we have put in Rs. 9.57 lakhs being part of arrear depreciation charges for 1955-56 and 1956-57 and part recoupment of amounts withdrawn from the Depreciation Reserve Fund for meeting capital expenditure. If you think that this is an outside expenditure which is not the year's expenditure—I shall come to that later on—if you take that into account that this is not a minus figure, this is a plus figure, the point was that they suggested that we should take the money from our own depreciation fund which is now, at the present moment, a part of the Consolidated Fund of the State, and then pay it back to the depreciation fund account. The Government of India has also promised in the Refugee Department to give

us Rs. 25 lakhs if we take in 666 more refugees. This will mean that we will have to find another Rs. 20 lakhs in order to utilise Rs. 25 lakhs to be given by the Government of India......

[11—11-10 a.m.]

When we have received and utilised the money from the Refugee and Rehabilitation Department, that is to say, after using the remnant of Rs. 75 lakhs plus the new 25 lakhs plus 20 lakhs we shall be getting 120 more buses and they will be added to our 650. The Refugee Department also suggested that we should introduce a training scheme for motor drivers and motor mechanics. They wanted to give 200 refugees for this purpose. They would get 30 rupees per month as stipend and would be given a training for two years. They have given money for a school building and for equipment amounting to Rs. 1 lakh. This has been arranged for. We found that it would be better that instead of taking drivers and conductors we should get our own men trained. Therefore we started with an apprenticeship training for 125 persons. 69 of them have already undergone some training in some polytechnic and they are paid Re. 1-8 daily during the first year and Rs. 2-8 during the second year. The course is for two years; they will be absorbed in the State Transport Department. We have started with 125 such persons. For the drivers those who possess heavy vehicle licence but have no bus licence they are given two months' training and paid Rs. 2 a day for the training period. 116 such persons have been trained and 68 have been absorbed. Then there are drivers who have ordinary bus licence but need be given a training in diesel bus, they will get training for 15 days and they will receive Rs. 5 a day during the training period. 156 drives have been trained of which 88 have been absorbed. Not satisfied with merely giving training to the apprentice drivers we have also taken up the training of higher supervisory personnel. Seven Engineering graduates either from Kharagpur I.I.T. or from Sibpore or from Jadavpur have been taken up for training. They are paid Rs. 250 a month during the training period and those who have diploma they will get Rs. 100. Senior mechanics and foreman will receive further training from Messrs Leyland whose bus we are taking.

Sir, I now want to describe here the amenities for passengers. We have 24 shelters erected along the routes. Three bus stations have been completed —Jadavpur, Garia and Ballygunge and there will be three more—Behala, Esplanade and Dum Dum Railway Station. Secondly we also give service for late hours, particularly for the convenience of the cinema and theatre goers. We arrange for conducted tours during holidays, namely, to places like Masanjore, Durgapur, D.V.C. and so on. During Ganga Sagar Mela alone we had carried 13,000 passengers to and from Calcutta.

There is a cry—and a very legitimate cry—that there is overcrowding in the buses, particularly during the peak period. Here we are facing two difficulties. If we increase the number of buses to give relief to the passengers, the peak period being only an hour and a half or two hours in the morning and in the evening, for the rest of the day the extra buses would have very little function. That is one difficulty; the other difficulty is whether the roads in Calcutta will take in more buses. We are considering these two points and we shall see whether relief can be given. On the other hand, I may mention that on the 31st March 1951 the total number of seats in Government buses were 4,294 and in private buses 12,456—total 16,750. On the 31st December 1958 the total number of seats in Government buses were 20,729 and in private buses 6,500—total 27,229 seats as

against 16,750. Although the number of seats have increased mainly because we have got a greater holding capacity, yet the problem is not quite solved yet.

As regards accidents I find that the total number of fatal accidents in 1955-56 were 78, in 1956-57—65, in 1957-58—60 and in 1958-59 (up to December 1959) 47. In order to avoid such accidents we have appointed five route inspectors whose duty it is to watch the movement of our buses and prevent them from travelling at a greater speed than they should. Secondly, we have felt that perhaps in some cases the drivers have not yet learnt the technique of driving heavy buses, particularly diesel oil ones. Therefore, we have a course of training and also a refresher course.

Regarding amenities for the staff—the fare structure of bus services here is admittedly low compared to other places where they have nationalised the services. The prices of raw material—tyre, diesel oil, etc.—are increasing. Then there is increased taxation on vehicles—both diesel oil and petrol—by the Central as well as the State Government. Regular pay-scales for the staff have been introduced which compare with those of corresponding employees of other States. I have got here figures of other States—probably I will give them when I reply. This has meant an increase of expenditure to the extent of 6 lakhs. Each driver driving a double-decker or a long single-decker diesel oil bus gets Rs. 1-4 per day extra and the other drivers each get 78 nP. a day extra. Drivers and conductors get a reward if collection reaches a particular figure. In 1957-58 we gave 1 lakh 40 thousand as such reward and in 1958-59 (up to December) we gave 1 lakh 50 thousand.

[11-10—11-20 a.m.]

Special awards were given during the last tramway strike for the splendid work done by the drivers. Rs. 70,000 were given to the drivers. Extra allowances were given for extra work. Tiffin allowance of Rs. 5 for meals to be taken in approved canteens was given. Canteens and rest rooms in some terminal stations have been provided where there are tube-well water as well as water-coolers.

Provident fund contribution is 6¼ per cent. We are considering the matter of having a gratuity scheme if our finances allow.

Medical benefit scheme has been introduced last year on the lines of the Health Insurance Scheme. Free treatment including mdicines are given to an employee if he comes to the doctor. Free treatment at a subscription of four annas has been introduced. Over 4,000 of the 7,000 workers have joined this scheme. Three doctors have been employed and four more are going to be appointed. The Director of Health Services has been given power to give ex-gratia treatment to employees suffering from chronic diseases to the extent of 250. If a particular employee dies ex-grtia payment is made to the family of such deceased.

We have encouraged the formation of a co-operative society mainly for the purpose of encouraging thrift. Nearly half the members have joined this Co-operative. We have given them Rs. 2.10 lakhs at a very low interest to start with and I am glad to say that the members themselves have raised Rs. 1 lakh 75 thousand.

The Government pays contribution to the clubs and cultural associations started by the employees. Last year Rs. 10,000 were given.

Now, I will refer for a short while to the financial position. The table that is given in this book is not drawn up on a commercial basis. The reasons are the following. There are no details given here for any stock

that remained unused at the end of the year. No account is kept for an amount which is not realised then and there during the year. Depreciation on interest has been charged for the back period. And as I have said before we are drawing upon the depreciation fund showing it as our fund belonging to the Transport Department, as a loan and paying back the loan through the year's collection which is wrong. I have got these figures calculated by a very renowned Auditor and his view is that on a commercial calculation the yield should be plus 8.52 year before and 14.5 last year and 24.78 this year that is to say the yield on the capital would be 2.03 per cent., 3.04 per cent. and 4.85 per cent. As I have also said before the total depreciation amounts to Rs. 186 lakhs. I am approaching the Accountant-General to tell me how this Transport Department would utilise this depreciation fund which belongs to the Transport Department for the purpose of this Department, for the purchase of buses and so on. It is for the Accountant-General to decide that.

Profits are on the increase. The receipts are increasing but I may tell you that the expenditure is also increasing. As I said before, increase in the pay scale certainly means more expenditure. There has also been increase in the cost of materials; for instance, we have used 25 lakh gallons of diesel. In January, 1956, cost of diesel was Rs. 1.03 nP. Now it is Rs. 1.06 nP.—an increase of .03 nP. If you multiply 25 lakh gallons by .03 nP. you will get the figure.

Sir, we are trying to reduce our cost, if possible. For instance, instead of getting tickets printed outside we have got our own ticket printing press. This has saved last year, i.e., 1957-58, Rs. 1 lakh 57 thousand. We have also got tyre-tube retreading plant which has given us a saving of Rs. 1 lakh 25 thousand. We are also getting the worn out spare parts reconditioned and it means a saving of Rs. 1 lakh 28 thousand.

Sir, the Finance Commission has recommended that the commercial activities of the State Governments should be so managed as to make substantial contribution towards the funds for the development of the States. Last year, as I said just now, the Kerala Government increased fares of the State Government by 10 per cent. for obtaining revenue for their development works, although from the very beginning the State Transport there was making a substantial profit. State Transport here has not so far been a major source of revenue. It has been recognised that in a public utility service of this nature the fare should be kept as low as possible and on this ground the Commission that was appointed by the Government of India recommended that we should see that we get at least six per cent. return on the capital investment. It is also necessary to remember that if we get more income later on we will have to use it either for the benefit of the passengers or for the benefit of th employees.

The State Transport has provided employment to a large number of Bengali youngmen of a class for whom it was almost impossible to secure employment of a comparative nature. So far this venture of the State Government in the field of commercial activities has been according to the conception of a Welfare State. This also has shown that Bengali youngmen, if they are given opportunity and properly led, can do hard manual work under strenuous conditions and will conform to discipline. During the last tram strike, for one and a half months they had to work under conditions of severe strain.

Sir, I did not refer to the other items in the demand. One is fixing of tram tracks in the Dalhousie Square. We have seen growing up on all sides of the Dalhousie Square big offices with big people having big cars who keep their cars on the road side and the tram track on the other side—in-between the two. It is difficult to find enough space for ordinary pedestrains to move.

[11-20—11-30 a.m.]

It is therefore necessary that there should be some arrangement by which we should leave the whole road for our pedestrains and set free the tram track which covers the path. Therefore if the tram track is taken within Dalhousie Square, that will satisfy part of the demand. The other demand that I have been trying to meet is that we find place for the big car owners to put their cars in parks as they do in all other parts of the world so that the main road is left over for ordinary pedestrains. There is a proposal which has got some technical difficulty, proposal to have underground passage from the corner of Clive Street across Netaji Subash Road and Dalhousie Square South just across that. The only difficulty is that there are big sewers and it is difficult to negotiate them. But one of the items that we have got in this budget is the improvement of Chowringhee-Dharamtolla crossing. We have there the construction of car park as well as a sub-way costing about 3.96 lakhs at the crossing of Chowringhee-Dharamtolla so that the people can travel, go across from one side to the other side of the road without getting involved in accidents. This has taken place in Bombay, in two places I have seen and I do not see why it cannot be done in Calcutta also. With these words, Sir, I move the motion that stands in my name.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মন্ত্রিমহাশয়ের কথা যেমন শোনা দরকার তেমনি আমাদের সুযোগ দেওয়া দরকার যাতে আমরা আমাদের কথা মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে রাখতে পারি। আমি আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিমহাশয়কে বলব, কলকাতা শহরে অন্য বাসের জায়গায় আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিবহণের এই বাঘ-মার্কা বাস হয়েছে। এ দেখতে সুন্দর, যেতে সুন্দর এবং আমার চেয়ে আপনি ওর বেশি অনুরাগী নন। কাজেই আমি এই পরিবহণ সংস্থার রূপ ও গুণের প্রশংসা ক'রে তার নীতি সম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলব। যে পরিবেশে এর জন্ম, যে নীতিতে এর বৃদ্ধি সেটা আপনাকে আজ স্মরণ করিয়ে না দিলে আপনি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টএ যেমন মনস্টার তৈরি করেছেন সেই মনস্টার মন্ত্রী মানে না, কেবিনেট মানে না —আপনারা সেই জিনিস সেখানে করবেন। আজকে যে মন্ত্রী রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে। ইংরাজ আমলের অফিসার, ইংরাজ আমলের মনস্তত্ব,

ইংরাজ আমলের কাজ এবং কর্মদক্ষতা নিয়ে দাঁড়াবার পর আজ ডাঃ রায় যদি গদিতে না থাকেন এমন কোন একটা লোক নাই, যাকে পাপেট শো করাবে না। আজকে তাই নীতির মধ্য দিয়ে আপনাদের সেই দিকে সজাগ হ'তে হবে। আপনি তিনবার বলেছেন যে, এটা একটা কমার্সিয়াল কনসার্ন এবং আরও তিন-চার বার বলেছেন যে, কমার্সিয়াল ব্যাপারে তার হিসাবনিকাশ হয় না। এ কথার অর্থ অত্যন্ত গুরুতর। আপনি মনোপলি সৃষ্টি করছেন। এ যুগের মনোপলির রূপ কাকে বলে সে কি কেউ জানে না? মনোপলি যখন রাষ্ট্রের রূপ নিয়ে রাষ্ট্রের সহায়তায় কোন নীতি বিগর্হিত পথে সে যখন বাড়তে থাকে—মানুষের কাছে জবাবদিহি করার প্রয়োজন নেই—অন্যান্য পথের বাস-মালিক তাঁদের প্রতি কর্তব্য পালন করার কোন দায়িত্ব নেই, শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একটার পর একটা রাস্তা সে দখল করে, সে তো অর্থনৈতিক বলে করে নি, কম্পিটিশন ভাল ব'লে করে নি, মানুষকে সেবা ক'রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নি, সেটা রাষ্ট্রীয় ব'লে করেছে। একটা মনোপলি কনসার্ন দেশে গজিয়ে উঠছে যার পিছনে রাষ্ট্রশক্তি আছে—যা খুশি তাই করার সুযোগ আছে—আজকে এই রাস্তা কালকে ঐ রাস্তা দখল করছে। মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয় বলেছেন, কতকগুলো সিট বাড়ানো হয়েছে। মানুষের কষ্ট হচ্ছে, একথা সত্যি, কিন্তু সিটের সংখ্যা দিয়ে তা বুঝানো যায় না। সিটের সংখ্যাতত্ত্ব এই বিধান সভায় আমরা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু মানুষের তাতে সুখ বা শান্তি হয়েছে বা মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে একথা শুনি নি। আপনার মাধ্যমে এই প্রশ্ন রাখছি যে, বাস কটা বেড়েছে ও বাস কটা রাস্তা নিয়েছে। এই যে একখানা বইএর ১১৩ পাতায় যেখানে লিখেছেন, এ বছরে ১০৫টা নতুন বাস হবে এবং ৫৮৩ জন লোক কাজ করবে। সে সব এ বছরে হবে। অর্থাৎ আপনার যা বাস ছিল তার উপর ১৮টা বাস বাড়ছে। আপনি দুটো রাস্তা নিচ্ছেন, কিন্তু সেখানে মাত্র ১৮টা বাস বাড়াচ্ছেন। আপনি কোন সংখ্যা দিয়ে বুঝতে চাচ্ছেন এইসব কথা? যতখানি দায়িত্ব নিয়েছেন তা করবার ক্ষমতা আপনার আছে? আপনি আমাদের মাত্র ২।৩ মিনিট সময় দিয়ে আপনার এবং আপনার ডিপার্টমেন্টএর বক্তব্য ব'লে যান কিন্তু মানুষের যে আসল বক্তব্য তা আপনার কাছে পেঁছায় নি। যদিও বা পেঁছায়, তার আপনি কিছুই করতে পারেন না। আপনার কাছে বলবার পর ৭৬, ৭৬এ এবং ৮৩ এই তিনটি রুটে আপনি ভাড়া কমাবেন বলেছিলেন এবং আপনি কয়েকটা জায়গার রুট বদলাবার কথা বলেছিলেন কিন্তু আপনি তা পেরেছেন কি? আমার বক্তব্যের মধ্যে আমি মূল কথা বললাম এই যে, আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে, এটা মনোপলি সর্বগ্রাসী। আমি জানি, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের এই বাসগুলি সুন্দর হ'তে পারে কিন্তু একটা অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যখন রাজশক্তির যোগাযোগ, সেখানে সে অপর মানুষের কাছে জবাবদিহি করবার প্রয়োজন বোধ করে না। অ্যাসেমব্লিতে তারা কয়েকটা বিবৃতি দিয়ে ক্ষান্ত কিন্তু মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ তাঁরা বোধ করেন না। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে যে, আপনি দু' জায়গায় বলেছেন, কমার্সিয়াল কনসার্ন হিসাবে এর হিসেব দেওয়া হয় নাই। আপনি ক্রমেই গুরুতর দুর্নীতির দিকে চলে যাচ্ছেন। এই বাজেট এইভাবে দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাড়া বাড়ানো। আমি অর্থনীতি কম বুঝি, কেননা আমি ডাক্তারি ক'রে খাই। মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিই এবং বাজেটগুলো দাগ দিয়ে ভাল ক'রে পড়ি। আমি অল্পবুদ্ধি দিয়ে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি না যে, আপনার যখন আয় বেড়ে যাচ্ছে তখন যে বছর আপনার কোন উদ্দেশ্য না থাকে সে বছরে হঠাৎ ইন্টারেস্ট চার্জও বেড়ে যাচ্ছে। আমি বুঝছি ক্যাপিটাল আউটলে বাড়ছে। কিন্তু যে রেটএ ক্যাপিটাল আউটলে বাড়ছে সে রেটএ তো ইন্টারেস্ট চার্জ বাড়ে নি। ইন্টারেস্ট আপনি অত্যন্ত ভারি ভারি স্তরে দিয়েছেন। এবং এই ১৯৫৭-৫৮ সালেই আপনি ইন্টারেস্ট দিয়েছেন ৪·৫৪, কিন্তু আপনি অ্যাকচুয়ালি দেখিয়েছেন ১১·৮৩। আপনি এখানে কন্ট্রিবিউশন টু দি ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড, এই রিভাইজড বাজেটএ দেখিয়েছিলেন ১৪·২২ কিন্তু আবার পরে দিয়েছেন ৩০·২০। আমি যদি বলি, এর পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য আছে যে, মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া এটা একটা লুজিং কনসার্ন। আপনি বললেন, ফেয়ার স্ট্রাকচার বাড়াতে হবে, কিন্তু এর কোন পটভূমিকা করলেন না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এটা অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেলের অর্ডার।

[11-30—11-40 a.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি বলছি, আপনার যে জায়গায় অ্যাকচুয়ালস লাস্ট ইয়ার থেকে আস্তে আস্তে আপনি যখন এই বৎসরে—১৯৫৭-৫৮এর কথা বলছি—আপনি লাভ দেখিয়েছিলেন, পরে আবার মাইনাস অর্থাৎ লোকসান দেখালেন ৭·৮৮ লাখস। আপনি এ বৎসর দেখাচ্ছেন ৪·৫, আরও কত দেখাবেন জানি না। আমি বক্তব্য বেশি দীর্ঘ করব না, আপনার কাছে অনুরোধ রইল যে, ভাড়া বাড়াতে হবে এইজন্য আপনি এইভাবে বাজেট পেশ করেছেন, আপনি সাফাই গেয়েছেন যে, এটা কমার্সিয়াল লাইনএ করা হয় নি। কিন্তু এ কি কথা, ব্যবসা করতে নেবেছেন, ব্যবসার রীতিনীতি পালন করবেন না, ব্যবসার নীতি অনুসারে তার হিসাব দাখিল করবেন না, এটাকে রাষ্ট্রের ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কি বলতে পারি। আপনি কমার্সিয়াল কনসার্ন বলেছেন, কমার্সিয়াল কনসার্ন, রাষ্ট্রীয় কমার্সিয়াল কনসার্নএর আদর্শ মালিক হওয়া কর্তব্য আপনার, কিন্তু আপনি কি করেছেন। আপনি জানেন টিকেট সেল কত বেড়েছিল আমি আপনাকে হিসাব দিয়ে বলছি যে, পার ওয়ার্কার টিকেট সেল তারা আপনার বাড়িয়েছে ৩৩৭ টাকার জায়গায় তারা পার হেড করেছে ৩৬৯, ৪৬ লক্ষ টাকা তারা বেশি তুলে দিয়েছে আপনাকে। আপনি তাদের সম্বন্ধে কি করেছেন। আমি একটা অত্যন্ত ঘৃণ্য কথা আপনার সামনে রাখছি। আপনি আদর্শ মালিক, আপনি পাবলিক ইউটিলিটি, এইসব কথা ব'লে এড়িয়ে যাওয়া য'য় না, আপনাকে আমি আজ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আপনি আদর্শ রাষ্ট্রের মালিক, আপনার মনে পড়ে কি যখন নন্দলাল সাধুখাঁর কথা বলেছিলাম যে, একটা মনুষ, মাননীয় স্পীকার, স্যার, সে বাড়ি থেকে রাত ৪টার সময় বেরিয়েছে! সে বাস চালাতে এসেছে, সীটএ বসতে হয়েছে, স্টিয়ারিং ধ'রে এসেছে, এর প্রত্যেকটি কথা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় স্বীকার ক'রে গেলেন। আমি যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম, ডিড হি ডাই অন ডিউটি? তিনি বললেন, নো। তা হ'লে বলুন যে, আর কাকে ব'লে ডিউটি। বাড়ি থেকে এসেছে ইয়ার্ডএ ঢুকেছে। গাড়িতে ব'সে স্টিয়ারিং ধ'রে মারা গেল, মন্ত্রিমহাশয় বললেন যে, সে চালাবার সময় তো মারা যায় নি। বামাপদ দাস ব'লে একটি লোক কাজের সময় মারা গেল। প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, সে তার আগের দিন ড্রিংক করেছিল। আরে মহাশয়, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, অপমন্ত্রী তাদের যদি সকালবেলায় স্টমাক পাম্প দেওয়া যায় তা হ'লে কি যে বেরোবে তা ভগবান জানেন, এই লোকটা যে তার বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হ'ল সকালবেলায় একটু ড্রিংক পাওয়া গিয়েছিল ব'লে। আমি আপনাকে নাম ক'রে একটা নূতন কথা বলছি। সম্প্রতি অনন্ত মণ্ডল নামে একজন কন্ডাক্টর মারা গেল। সেখানে যদি কম্পেনসেশন হিসেবে ধরা হ'ত তা হ'লে দিতে হ'ত সাড়ে তিন হাজার টাকা, তাকে আপনি ৫০০ টাকা এক্সপায়ার বেনিফিট দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন।

Mr. Speaker. Does it not come under the Workmens Compensation Act?.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি আর একটা নাম ক'রে বলছি, কন্ডাক্টর সুধীর দাস, সে মারা গেল। তবু এখানে অনন্ত মণ্ডলকে ৫০০ টাকা দিয়েছেন, কিন্তু এ মানুষটা পেল না কেন? আপনি বললেন যে, সে বদলি ছিল ব'লে। আপনি মিনিস্টার-ইন-চার্জ, একজন বিখ্যাত লোক, বড় ডাক্তার, আপনি সেই গরিব লোকটাকে বিমুখ করলেন যে, সে কোন কমপেনসেশন পাবার যোগ্য নয়। কাজেই আজ যদি মাথা তুলে এখানে দাঁড়াতে হয় তা হ'লে দুর্নীতির উপর দাঁড়ানো যায় না, মানুষের সম্মান অর্জন না ক'রে দাঁড়ানো যায় না। সুন্দর বাস যদি তার গায়ে কাদা লেগে থাকে তা হ'লে আপনাকে বুঝতে হবে, ভাবতে হবে, এটাকে সম্মানের স্তরে তুলতে হবে। আমি পাশা-পাশি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি অভিযোগ করছি না। আমি এটা দিতে বারণ করছি না, আমাদের গাঙ্গুলী মারা গেলেন ডিরেক্টর অফ অপারেশন, আপনি তাকে কি দিয়েছিলেন, আমি একটা একটা ক'রে বলছি। নন্দলাল সাধুখাঁকে কিছু দেওয়া হয় নি। সেই সময় ডাক্তার রফি আমেদ কিদোয়াই মারা যান, সে যখন মারা গিয়েছিলেন তখন দেশ সুদ্ধ লোক বলল, হি ডায়েড অন ডিউটি, তবুও মন্ত্রিসভায় ব'সে চিঠি লেখার সময় বা সই করার সময় তো তিনি মারা যান নি। আর এই নন্দলাল সাধুখাঁ গাড়িতে ব'সে সে পেল না। কিন্তু সামান্য ২-৪ হাজার টাকা —ডাক্তার রায়কে আমি বাল্যকাল থেকে চিনি, বহুদিন থেকে চিনি—আজ তাঁকে আমি অপবাদ

দিচ্ছি। তিনি যেমন অন্যান্য মন্ত্রী আছেন, ডিপার্টমেন্টএ ক্রীড়নক, তেমনি ক'রে তিনিও ডিপার্টমেন্ট যা বলছেন তা শুনছেন। আমি সেই লোকটার সংকারের সময় ছিলাম। মিস্টার মুখার্জি কৃপা ক'রে ১০০ টাকা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তাই দিয়ে তার সংকার হ'ল। আজকে বলুন, তাকে কি দিয়েছেন, অনন্ত দাশকে কি দিয়েছেন, সুধীর দাশকে কি দিয়েছেন......

আমাদের ডাইরেক্টর অফ অপারেশন গাঙ্গুলিকে কি কি দিয়েছেন ঠিক করে বলুন। এই রকম বৈষম্যমূলক নীতি এক জায়গায় নয় বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে। উপরের মানুষের নীচের মানুষ সম্পর্কে এই রকম যে নীতি আছে সেখানে তার মাথা উচু করে দাঁড়াবার সাহস নাই, ক্ষমতা নাই, অধিকার নাই। আপনি ভাড়া বাড়াবার কথা বলছেন, আপনি ভাড়া বাড়াবার আগে আপনাকে আমি দিচ্ছি একটা জিনিস করুন। আপনি নাম করে বলেছেন—কতকগুলি ডিপার্টমেন্টএ টায়ার রিপেয়ারিং, রিসোলিং, টিকেট ওগুলো সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে সত্যিকারের পয়সা বাঁচে তার হিসাব আগে দেখুন। আপনি এখানে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে, সমস্ত সংঘটনের মধ্যে উপরতলার নীচের তলার মধ্যে অপারেশন বাড়ার সংগে সংগে, মানুষের সেবা বাড়ার সংগে সংগে আপনার এই যে খরচ উপরে কত করছেন, নীচে কত করছেন এটা হিসাব করে উপরটা কমান—ব্যবসায়ে নেমেছেন, খরচ কমে গেলে আয় বাড়ে এ নীতি তো আপনার অজান নাই, আপনি শ্রেষ্ঠ ডাক্তার বাংলার, শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী আপনি—খরচ কমিয়ে আয় বাড়ান যায় কি না সেটা দেখুন। আর একটা প্রশ্ন দিচ্ছি আপনার সামনে, হিসাব করুন পেট্রোলে যেখানে ক্রমবর্ধমান খরচ রয়েছে সেখানে হিসাব করে নিন, কতটা পেট্রোল প্রোডাকটিভ খরচ, কতটা অফিসারএর খরচ তাদের বেড়াবার জন্য সেটা হিসাব নিন। আপনি এখানে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান করেছেন, লাভের কথায় বারে বারে বলেছেন অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে বলেছেন রেভিনিউ আনতে পারে, সেজন্য অপব্যয় নিবারণ করা আপনার একান্ত কর্তব্য।

আমি এখানে আর একটা কথা বলছি। বক্তব্য শেষ করার আগে ফের হুঁশিয়ারী দিচ্ছি, আপনি চিরকাল থাকবেন না, আপনার ব্যক্তিত্ব চিরকাল ওখানে থাকবে না, আপনি এমন জিনিস করে যাবেন না যাতে এ ডিপার্টমেন্টএ আপনার পরে যারা আসবে তারাই পুতুল-নাচ নাচবে। অন্যান্য মন্ত্রীদের যাতে সে রকম পরিস্থিতিতে পড়তে না হয় সেরকম ব্যবস্থা করুন, প্রতিষ্ঠান করুন, যদি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান করতে চান, আশা করি আমি যে দু'একটা প্রশ্ন করেছি তার জবাব পাবো।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: you were so excited that I could not catch all your speech. You may give me a list of your suggestions and I shall look into it.

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে যে ব্যয়বরাদ্দ মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উপস্থাপিত করেছেন সেই খাতের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় উনি বললেন যে ন্যাশনালাইজড স্টেট আন্ডারটেকিংগুলি প্রফিটএর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে না, অন্ততঃপক্ষে পশ্চিমবাংলায়, এবং উনি একথা বলেছিলেন যে সাধারণ রেভেনিউ খাতে স্টেট ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিংএর উদ্বৃত্ত অর্থ ওরা নিয়ে যাবে না যদিও একথা বলা হয়, যতই বিজিনেস প্রিন্সিপলএ এই স্টেট আন্ডারটেকিং—স্টেট ট্রান্সপোর্ট চালাবার কথা বার বার আমাদের শুনান হোকনা কেন, আজও সেটা অমীমাংসিত রয়েছে। স্টেট ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিংএর এই ১০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল—প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ক্যাপিটাল যাতে বিনিয়োগ করেও এই প্রতিষ্ঠানকে এ-পর্যন্ত ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি বহন করতে হচ্ছে এবং আজও ১০ বৎসর পরে আমাদের শোনান হচ্ছে যে স্টেট ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং বিজিনেস প্রিন্সিপল অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে, প্রফিটএর ভিত্তিতে নয়। ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং এটা কি ইন্ডাস্ট্রি? সত্য কথা কিন্তু অন্যান্য শিল্পের মত নয়।
It is more a service than an industry.
এবং এটা আরও বড় সত্য কথা এবং ট্রান্সপোর্টএর ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়েছে এই চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারেন না, সৃষ্টি করতে পারেন না। তা না পারলেও একে চাহিদা মেটাতে হবে
It can not create any demand but it has to satisfy certain demands.
এজন্য সত্য কথা।

[11-40—11-50 a.m.]

আমরা যখন সোস্যালিজমএর দিকে যাচ্ছি তখন প্রফিটএর ঝোঁক থেকে সার্ভিসএর ঝোঁকের দিকে রাষ্ট্রীয় পরিবহন পরিচালিত করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নীতিগতভাবে একথা যদিও এঁরা স্বীকার করছেন, কার্যতঃ প্রয়োগের দিক থেকে আজ পর্যন্ত এই দশ বছর পরেও তার কোন উদ্যোগ দেখছি না। আমি জানি না আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই মতবাদের লোক কি না। এঁরা মনে করেন ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিংএ ঘাটতি যখন কিছু রয়েছে, হলই বা। সেটা সোস্যাল ওভারহেডসএ বলে ধরে নিতে হবে, সমাজ কল্যাণের ব্যয় ধরে নিতে হবে। এই যুক্তি দিয়ে এরা নানা রকম দুর্নীতি, অযোগ্যতা, অপদার্থতাকে আড়াল করে একটা কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করতে চাইছেন। ট্যাক্সপেয়ারদের ঘাড়ে অযোগ্যতার দায়িত্ব চাপিয়ে সমাজ কল্যাণকারী সাজা খুব সোজা কাজ। সেই প্রশ্ন এসে পড়ছে ১০ বছর বিজনেস প্রিন্সিপলএর পরেও এই—মিঃ স্পীকার, স্যার, ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং কে দাঁড় করান, আন্ডারটেকিং কমিটিকে তার সমস্ত খরচ মেটাতে হবে, ওয়ার্কিং এক্সপেন্স যা কিছু মেটাতে হবে, এবং উইয়ার অ্যান্ড টিয়ার মেটাতে হবে, ইকুইটি ক্যাপিটাল এবং বরোড ক্যাপিটাল এবং সুদ মেটাতে হবে, অবসোলেন্সএর দরুন ক্ষীয়মাণ ক্যাপিটালএর যা ডিপ্রিসিয়েশন তা মেটাতে হবে এবং রিপ্লেসমেন্টএর জন্য একটা রিজার্ভ ফান্ড সৃষ্টি করতে হবে, এই সমস্ত ব্যয় বহন করে কিছু বেশী উদ্বৃত্ত থাকবে। হয়ত এক বছর না থাকতে পারে। যে বছর থাকবে না সে বছর রিজার্ভ থেকে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে। আর যে ডিপ্রিসিয়েশন ফন্ড হয়েছে তা থেকে রিনিউয়ালএর প্রয়োজন হলে নূতন বাস কেনার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু একথার আলোচনা আজকে এই ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিংএ পরিচালনার ভিতর দেখছি না। ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্টএর আর একটা দিক আছে। প্রাইভেট ওনারেরা লাভ না হলে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, কিন্তু ন্যাশনালাইজড আন্ডার-টেকিং হাত গুটাতে পারেন না। সার্ভিস একবার যখন শুরু করেছেন তখন দিতেই হবে। সেজন্য নৈরাশ্য বা ক্ষোভের কিছু নেই। আর ঘাটতি যে রয়ে যাচ্ছে সে বিজনেস প্রিন্সিপলএর ভিত্তিতে দাঁড় করাবার চেষ্টা নাই বলে।

আমরা কিন্তু মিঃ স্পীকার, স্যার, দেখতে পাচ্ছি এক দিকে যেমন পশ্চিমবাংলায় আজও এটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারা গেল না, 'সেলফ পেইং' করা গেল না, অপর দিকে দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা রাজ্য—বোম্বাই, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ এই সমস্ত রাজ্য এই কয়েক বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ একটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। উত্তর প্রদেশে তারাও ডিপার্টমেন্টালী এই রাষ্ট্রীয় পরিহবন পরচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। বম্বেতে অবশ্য স্টেট রোড্ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে এবং তারা তা পরিচালনা করছেন। এখন কর্পোরেশন হবে না, ডিপার্টমেন্টাল স্টেট ট্রান্সপোর্টএর পরিচালনায় হবে—সে বিতর্কের ভিতর যেতে চাই না। আমার বক্তব্য হল—কর্পোরেশনের পরিচালনাই হোক আর ডিপার্টমেন্টাল স্টেট ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিংএর পরিচালনায়ই হোক—আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্যান্য রাজ্যে ডিপার্টমেন্টাল আন্ডারটেকিং অথবা কর্পোরেশনএর পরিচালনায় খুব ভাল লাভ হচ্ছে। উত্তর প্রদেশে তাঁরা কয়েক কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করেছে। কত সেটা আমার এখন ঠিক মনে আসছে না, তাঁরা রিটার্ন পেয়েছিলেন প্রায় এই ক্যাপিটাল আউটলের উপর শতকরা ১৮ টাকা; আর বোম্বাইতে তাঁরা প্রায় ১৫ কোটি বা কিছু বেশী লাগিয়েছেন—১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ১৭ কোটি টাকা হতে পারে তাতে তাঁরা ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা রিটার্ন হিসাবে প্রায় ৭ পারসেন্ট তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যে হিসাব আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন তা দেখে বোঝাবার উপায় নেই কত পারসেন্ট রিটার্ন এখানে পাওয়া গেছে নিয়োজিত মূলধনের ওপর। উনি বললেন প্রফিট অ্যান্ড লস্ অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয়নি। আমার বক্তব্য তাই যে প্রফিট অ্যান্ড লস্ অ্যাকাউন্ট কেন দেওয়া হয়নি? এই স্টেট ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিংকে বিজিনেস প্রিন্সিপলএ পরিচালিত করতে যদি আয় ব্যয়ের খরচ না দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে কনজাম্পশনএর জন্য কি খরচ করেন, তা কি কোরে বুঝতে পারব? পারচেস করলেন কত, কনসিউমড হল কত, স্টোরএ কত গেল এবং ডিপ্রিসিয়েশনএর পুরাপুরি হিসাব কি কোরে বুঝতে পারব? যদি প্রফিট অ্যান্ড লস্ অ্যাকাউন্ট আমাদের কাছে হাজির না করেন, বা একটা ইকনমিক মেমোরানডাম আমাদের বাজেটের সঙ্গে না দেওয়া হয়, তাহলে আমরা এই কথাই বুঝব যে সরকার বুঝতে দিতে চান না, সমস্ত

ইকনমিক পিক্‌চার কি, আসল সম্পত্তি কি—সে ছবি আড়াল করে রাখতে চান। যদিও তাঁরা স্বীকার করেন যে প্রফিট অ্যান্ড লস্‌ অ্যাকাউন্ট হাজির না করলে সব বোঝা যায় না। কার ভয়ে এটা করা হয় না। কোন একটা কস্টিং অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দিয়ে সেটা করে দিলে কি ক্ষতি ছিল? এই সংগে বলছি যদি ৮ পারসেন্ট ক্যাপিটাল রিটার্ন না পেয়ে থাকেন ত ভয় কিসের? আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখবার কি দরকার?

মিঃ স্পীকার, স্যার! আমি এখানে একটু তুলনামূলক আলোচনা করতে চাই। মাদ্রাজে ৪৫০টা ফ্লিট ১৯৫৭ সালে ছিল। তাতে অ্যাভারেজ নামবার অফ বাসেস অপারেটিং সেটা হচ্ছে ৩২২টা; গ্রস্‌ মাইলেজ প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ, আর প্যাসেঞ্জার ক্যারেড ১২ কোটি। কিন্তু আমাদের এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে ফ্লিট স্ট্রেনথ্‌ ৪৯৩, মাইলেজ ১৬ মিলিয়ন, প্যাসেঞ্জার ক্যারেড ১৯ ক্রোরস—এটা ১৯৫৬।৫৭ সালের কথা বলছি। তাতে দেখছি মাইলেজ কিছু বেশী, প্যাসেঞ্জার অনেক বেশী ক্যারি করেছে—অথচ আমাদের ক্ষতি হচ্ছে, মাদ্রাজের লাভ হচ্ছে। আর বোম্বাইয়ে দেখছি—এফেকটিভ মাইলেজ ৫৯ মিলিয়ন হবে, আর প্যাসেঞ্জার ক্যারেড ১৬০৪ লক্ষ, এখানেও আমরা প্যাসেঞ্জার বেশী ক্যারি করেছি। অথচ তাদের ১৯৫৯।৬০ সালে নেট সারপ্লাস হবে ৪০ লক্ষ টাকার আর আমাদের ১৯৫৯।৬০ সালে ৬০ লক্ষ টাকা ডেফিসিট হবে। (শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার: আমাদের রেট যে কম) তাহলেও ১৯ কোটি লোক ক্যারি করছে কি না?

[11-50—12 noon]

তারপর, স্যার, আমি এখানে একটা হিসাব দিয়ে যাচ্ছি যে আমাদের এখানে মাইলেজ পার ভেহিকল ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩১ হাজার ৭৩৩ মাইল, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩১ হাজার ২৯১ মাইল, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩১ হাজার ৬৩৪ মাইল। সিভিল বাজেট এস্টিমেটের ৭৩ পাতায় যদি দেখেন তাহলে দেখবেন অপারেশন খাতে পেট্রোল এবং ডিজেল এই দুটো মিলিয়ে যে খরচ দেখান হয়েছে সেই খরচ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে ডিজেলএর পেট্রোল পার মাইল কত খরচ হয়েছে সে খরচ আমি বার করেছি। অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে ·১৫৯ টাকা—একটাকে আর একটা দিয়ে ভাগ করলেই এই হিসেব পাওয়া যাবে—১৯৫৬-৫৭ সালে ·১৭৩ টাকা, ১৯৫৭-৫৮ সালে ·১৯৪ টাকা। আমার বক্তব্য হল এই যে গাড়ী পিছু মাইলেজ সমান রয়েছে, সামান্য রদবদল আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ক্রমশঃ গাড়ীপিছু কস্ট অফ পেট্রোল এবং ডিজেল বাড়ছে। এই সংগে আর একটা যদি হিসাব আমি করি ডিজেলের জন্য যে খরচ হচ্ছে তাকে যদি এফেকটিভ মাইলেজ দিয়া ভাগ করি তাহলে কস্ট অফ ডিজেল পার হেভি ভেহিকল আমরা বার করতে পারি। কারণ হেভি ভেহিকলএর হিসাব আপনারা এই সাদা বইটাতে দিয়েছেন। অর্থাৎ যেখানে স্টেটমেন্ট অফ ডেভেলাপমেন্ট প্রোজেক্ট বলেছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি যে পার হেভি ভেহিকল ডিজেল অ্যান্ড পেট্রোলের জন্য খরচ হয়েছে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩ হাজার ৪০৪ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪ হাজার ৬৩৩ টাকা, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৫ হাজার ৬৫৩ টাকা। গ্যালনপ্রতি ডিজেলের দর বাড়েনি যে এই পার্থক্য হতে পারে। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার যে ডিজেলে ওভারঅল খরচা ৬০ পারসেন্ট কম হয়, কারণ ডিজেলে ভলুম টু ভলুম ৩০ টু ৪০ পারসেন্ট কম লাগে। ডিজেলের দাম কম। কাজেই ওভারঅল ডিজেলের দাম প্রায় ৬০ পারসেন্ট কম হয়। অথচ সেখানে ক্রমশঃ প্রতি বছর আমাদের পার হেভি ভেহিকল ডিজেলের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এই থেকেই বাঝা যাচ্ছে যে ডেড মাইলেজ খুব বেশী আবোলতাবোল গাড়ী ঘোরে, আর না হয় তেলের দাম খাতায় লিখিয়ে সেই অর্থ কোথাও অন্যত্র চলে যাচ্ছে, তা না হলে এই খরচা কিছুতেই বাড়তে পারে না। এই সবের হিসাব বার করা এমন কিছু কঠিন নয়, প্রাথমিক যোগ, ভাগ, গুণ করেই ফল পাওয়া যায় এবং এর জন্য ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলেশন বা ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলেশন করতে হয় না। মেন্টে-নেন্সের ব্যবস্থাও যে অত্যন্ত খারাপ তার পরিচয় এখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এবং তার যে ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্ট ১৯৫৩-৫৪ সালের পর আর কোন রিপোর্ট বের হয় নি যে রিপোর্ট থেকে একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে যে ডিপার্টমেন্ট কিভাবে চলছে এবং ডিপার্টমেন্টকে কিভাবে চালান হচ্ছে। সেখানে আমরা বলছি যে মেন্টেনেন্স পার ১০ হাজার মাইলে ব্রেকডাউনে ইউ পি-র বেলায় সেটা যেমন ১৯৫৬-৫৭ সালে ·৬৫, বম্বের

বেলায় ১·৩৭, কিন্তু পশ্চিমবাংলার বেলায় কত সেটা আমরা কোথাও খুঁজে পাই না। এবিষয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও এখানে কিছু বলেননি এবং আমরা ডাইরেক্টরেট থেকেও এ খবর পাই না

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার আর একটা বক্তব্য হল যে ট্রান্সপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বদলাতে হবে। ট্রান্সপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পশ্চিমবাংলায় যেভাবে রয়েছে সেইভাবে যদি চলে তাহলে ট্রান্সপোর্টের উন্নতি হবে না। ট্রান্সপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আগে ১৯৪০ সালের মোটর ভেহিকল অ্যাক্টের প্রয়োগের দিক থেকে এর রেগুলেশনের দায়িত্ব ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন ট্রান্সপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শুধু রেগুলেশন নয় তার ডেভালপমেন্ট ও প্ল্যানিং আছে। সুতরাং এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। রোড্ ট্রান্সপোর্ট রিঅর্গ্যানিজেশন কমিটি যেটা গত মাসে গঠিত হয়েছিল এবং মাসানী যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই রোড ট্রান্সপোর্ট রিঅর্গ্যানিজেশন কমিটি যে কোয়েশ্চেন পাঠিয়েছিলেন সেই কোয়েশ্চেনের উত্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দিয়েছেন—পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কি দিয়েছেন তা আমরা জানি না। সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ইন্ডিয়ান রোড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ডেভালপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, যা রোড ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে খুব বড় একটা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান, তাঁরা আজকে এই কথা বলেছেন যে ট্রান্সপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে কিছুই হবে না। আমাদের এখানে কি আছে? আমাদের এখানে যিনি ট্রান্সপোর্ট কমিশনার তিনি স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির চেয়ারম্যান এবং ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সেক্রেটারী। অথচ এই স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির কর্তা একজন জুডিসিয়াল অফিসার হওয়া দরকার, তাঁর ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকা দরকার। কিন্তু তা না হয়ে আজ এস টি এ-কে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কুক্ষিগত করা হয়েছে। আজ যেমন ডাঃ রায় ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সংগে জড়িত তেমনি অন্য ডিপার্টমেন্টের সংগেও জড়িত রয়েছেন। ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট হল কন্ট্রোলিং ডিপার্টমেন্ট, আর সব হল স্পেন্ডিং ডিপার্টমেন্ট। আজ যেমন তিনি স্পেন্ডিং ডিপার্টমেন্ট এবং কন্ট্রোলিং ডিপার্টমেন্ট একাকার করে ফেলেছেন ঠিক তেমনি স্টেট ট্রান্সপোর্ট অর্গ্যানিজেশনেও সেই ঘটনা ঘটছে। সেখানে স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটিকে এক্সিকিউটিভের কুক্ষিগত করা হচ্ছে স্টেট ট্রান্সপোর্ট ডাইরেক্টরেটে আমরা দেখছি যে সেখানে সুপারিন্টেন্ডেন্স অ্যান্ড অপারেশনের ভাগ পৃথক করা হয়নি—যিনি সুপারভিশন করছেন, তিনিই অপারেট করছেন। এজন্য সেখানে রেকলেসনেস দেখা দিয়েছে। আজ যেমন মুখ্যমন্ত্রী ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট ও স্পেন্ডিং ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী এক সংগে হওয়ার দরুন নিজেই প্ল্যান করে নিজেই খরচা করেন—সেখানে কোন চেন নেই। ঠিক তেমনি ডাইরেক্টরেট এবং সেক্রেটারিয়েট, সুপারিন্টেন্ডেন্স এবং অপারেশন একই ডিপার্টমেন্টের হাতে থাকার ফলে স্টেট ট্রান্সপোর্টের আজ এই ধরনের অবনতি হচ্ছে ইউ পিতে পৃথক ট্রান্সপোর্ট মিনিস্ট্রি আছে, বম্বেতে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্ট্রির আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে। সুতরাং আমি বলতে চাই যে যদি এই মৌলিক ভিত্তিতে আজ ট্রান্সপোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পরিবর্তন না হয় তাহলে বিজনেস প্রিন্সিপলে এই ট্রান্সপোর্ট দাঁড়াতে পারবে না।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, স্টেট ট্রান্সপোর্টের কার্যপরিচালনা সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যাত্রীসাধারণের এবং এমপ্লয়িজদের সুখ-সুবিধার দিকে তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। আমি প্রথমেই বলবো যে যাত্রীদের কোন সুখ-সুবিধা হয়নি এরস্বারা। প্রাইভেট বাস থাকাকালীন যাত্রীরা যেরকম যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা পেতেন আজ স্টেট বাস হওয়ার ফলে তাঁরা সেসব সুযোগ-সুবিধা পান না। প্রত্যেক বাসগুলি এমন জনাকীর্ণ হয়ে থাকে যে সাধারণ লোক নিন্দা করা ছাড়া তাঁদের সুখ্যাতি করেন না। আমি এর আগে বাজেটে বলেছিলাম যে বাসের সংখ্যা বাড়ানো দরকার তাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি সেটা বিবেচনা করছেন। যত শীঘ্র বাসের সংখ্যা বাড়ানো যায় ততই মঙ্গল। সিটের সংখ্যায় তিনি বলেছেন যে ১৬ হাজার প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্ট বাসে সিট ২৭ হাজার হয়েছে কিন্তু এই সংখ্যার দ্বারা বিচার করলে চলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর বড় বড় কর্মচারীরা যদি বিভিন্ন বাস রুটে যাত্রা করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে কি অসুবিধা, কি কষ্ট এবং কিরকম ধাক্কার মধ্যে যাত্রীদের যাতায়াত করতে হয়, কনডাক্টরদের কিরকম ভীড়ের মধ্যে টিকিট কাটতে হয় এবং ৬।৭।৮ ঘণ্টা ধরে সেই অবস্থার মধ্যে কিরকম তাদের কাজ করতে হয়। কাজেই সেদিক থেকে আমি এটা বিচার করতে বলছি। তারপরে বাসের ভাড়া অসামঞ্জস্য আছে—

যেমন বাগবাজার থেকে শ্যামবাজার ৪ পয়সা, শ্যামবাজার থেকে সিঁথিও ৪ পয়সা। বিবেকানন্দ রোড থেকে পাইকপাড়া ডবলডেকারে ৬ পয়সা, আবার মাণিকতলা থেকে পাইকপাড়া মোটা ২ আনা। তারপরে বলছেন জনকল্যাণের জন্য অনেকগুলি বাস তুলে দেওয়া হয়েছে, যেমন ৩২এ, ৩৩এ ইত্যাদি—এগুলো কেন তুলে দেওয়া হোল তা বুঝতে পারলাম না। যাত্রীরা জানেন না যে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা অবধি গেলে কত ভাড়া পড়ে, সেজন্য প্রত্যেক বাসে ফেয়ার টেবিল লাগিয়ে রাখা দরকার—যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন যে কত ভাড়া। তারপরে বলেছেন যে পে স্কেল রিভাইজ করা হয়েছে। কিন্তু পে স্কেল এমনভাবে রিভাইজ করা হয়েছে যে ড্রাইভাররা আগে যেখানে ৯০ টাকায় আরম্ভ করতেন এখন সেখানে ৮০ টাকায় আরম্ভ করেন। অন্যান্য লোয়ার স্টাফ যারা ২১ টাকা বা ২৫ টাকা মাইনা পেতেন তাদের ২০ টাকায় আরম্ভ করা হয়েছে। কাজেই সেদিক থেকে নূতন পে স্কেলে তাদের মাইনে বাড়েনি, বরং মাইনে কমেছে।

[12—12-10 p.m.]

তারপর সিফ্‌ট চেঞ্জ করার দিক থেকে বিভিন্ন ডিপোএ ব্যবস্থা রয়েছে এবং কাজও সুন্দরভাবে হচ্ছে, কিন্তু হাওড়া ডিপোএ মূল সিফ্‌ট চেঞ্জ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না—এতে ক'রে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। হাওড়া ডিপোর ম্যানেজার ভাল ব্যবহার করেন না—যদি এমপ্লয়িরা দেখা করতে চায় তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করেন না এবং তাদের অনেক সময় ঘর থেকে বার ক'রে দেওয়া হয়। হাওড়া ডিপো এবং অন্যান্য ডিপো একই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ এবং একই নিয়মে চলছে, তথাপি কেন হাওড়া ডিপোতে ওটা করার ব্যবস্থা হচ্ছে না বুঝি না। তারপর, এসব কর্মচারীদের মধ্যে অনেক স্টুডেন্ট আছে—তারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করার পরও লেখাপড়া শেখে এবং অনেক ছেলে ম্যাট্রিক, আই এ পাশ করে। কিন্তু হাওড়া ডিপোতে কর্মচারীদের এই সুযোগ দেওয়া হয় না। তারপর, ড্রাইভারদের সম্বন্ধে বলতে চাই, স্থির হয়েছিল তাদের একদিন ছুটি দেওয়া হবে এবং একদিনের পুরো মাইনে দেওয়া হবে—কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হ'ল অর্ধেক বেতন পাবে তারা। ট্রাম স্ট্রাইকএর সময় কর্মচারীরা যেভাবে কাজ করেছে সকলেই প্রশংসা করেছে। এই সমস্ত ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টরদের মধ্যে অনেক ব্রিলিয়ান্ট ইয়ংমেন আছে একথা ঠিক—অনেক পূর্ববঙ্গীয় ছেলে এই বিভাগে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছে। তারপর, অন্যান্য জায়গায় কর্মচারীদের ৬।৮ ঘণ্টা খাটতে হয়; কিন্তু এখানে তাদের ১০।১২ ঘণ্টা ডিউটি দিতে হয়। ইংরেজের সময় যে মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট ছিল সেই মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট অনুসারে আই এল ও র নিয়ম হচ্ছে ৮ ঘণ্টার বেশি কেউ পরিশ্রম করবে না—এবং তাঁরা ভাবছেন ৬ ঘণ্টার বেশি পরিশ্রম কেউ করবে না এই নিয়ম করবেন। তারপর, তাদের ১০ দিন মাত্র ক্যাজুয়াল লীভ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই ছুটিও মঞ্জুর করতে অনেক দেরি হয়। অসুখের জন্য মেডিকেল লীভ নিতে হ'লে আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হবে—হঠাৎ অসুখ হ'লে কি ক'রে আগে থেকে জানাবে, কি ক'রে আগে থেকে দরখাস্ত করবে? এইরকম একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছে

> "All members of the Security Staff of this Department should note for their guidance that if any one wants any leave for any reason including medical ground he must get the leave sanctioned."

একজন লোকের হঠাৎ অসুখ করলে আগে থেকে মেডিকেল লীভ নেবে কি ক'রে বুঝতে পারি না। তারপর, এইরকম কাজ করতে করতে অনেকের যক্ষ্মারোগ হয়ে যাচ্ছে—বেলঘরিয়া স্টাফএর মধ্যে প্রায় আট জনের যক্ষ্মারোগ হয়—যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হ'লে তাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বিশেষ কোন সাহায্য দেওয়া হয় না তাদের চিকিৎসার জন্য—মাত্র ৬০।৭০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়—গভর্নমেন্টএর উচিত এই সমস্ত লোকদের রীতিমত সাহায্য দেওয়া যাতে তারা রীতিমত চিকিৎসা করতে পারে। ডাঃ রায় বলেছেন যে, তারা মারা গেলেও উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া হয় না, যে সাহায্য দেওয়া হয়—৫০০ টাকা—এটা অত্যন্ত কম। এই ব্যাপারে একজন লোক হাইকোর্টএ কেস করেছিল।

Sj. Jagat Bose:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ৩৩নং, ৩৫এ এবং ৩৬নং বাস রুটে যাত্রীদের যে অসুবিধা হয় সে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ব'লে আমি এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই

হাউসে ৩৫নং সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা হয়েছে, কিন্তু তার প্রতিকারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। ৩৫নং রুটে আরও বাস দেবার কথা মন্ত্রিমহাশয় আমাদের শুনিয়েছিলেন, কিন্তু এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কোন সুরাহা হয় নি। ৩৩নং রুটেও বাসের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যার জন্য প্রায়ই ৫ মিনিট থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। যদি বাসের সংখ্যা না বাড়ানো হয়, যদি নিয়মিতভাবে সময় ঠিক রেখে বাস চালানের ব্যবস্থা না করা হয় তা হ'লে যাত্রীদের অভিযোগের কোন প্রতিকার হ'তে পারে না। ৩৬নং সম্প্রতি সরকার নিয়েছেন। পাবলিক বাস থাকাকালীন যে অসুবিধা ছিল সরকারের হাতে আসার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি তা অনেক বেড়ে গিয়েছে, দূর হওয়া তো দূরের কথা। এটা কোন কৈফিয়ত হ'তে পারে না যে, বাসরুট বড় হওয়ার জন্য সুব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। এই অঞ্চলে ৩৬নং হচ্ছে যাতায়াতের একমাত্র উপায়। এই অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। সুতরাং বাসের সংখ্যাবৃদ্ধি না করলে এই জায়গার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের নিষ্কৃতি হতে পারে না। এই অঞ্চলে নতুন সেলস ট্যাক্স অফিস হওয়ার জন্য বাসে অত্যন্ত ভিড় হয়। ২৬ তারিখে এই হাউসে গণি সাহেবের একটা প্রশ্নোত্তরে তরুণবাবু বলেছিলেন, বর্তমানে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা নাই। তিনি বলেছিলেন—অন্যান্য রুটে অফিস আদালতের সময় যেরকম ভিড় হয় ৩৫নং রুটে রেকম ভিড় হয় না। আমার মনে হয়, এটা কোন দায়িত্বশীল উক্তি নয়। তারপর, ৩৫নং রুট সি আই টি রোড পর্যন্ত এক্সটেন্ড করার জন্য আমরা কয়েকবার বলেছি —ডাঃ রায় বলেছিলেন, ছোট ছোট বাসের বদলে বড় বড় বাস দেওয়া হয়েছে—এটা ভাল কথা, কিন্তু তাতে উক্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের অসুবিধা দূর হয় নি। আমি তাই অনুরোধ করব, বাসের সংখ্যা বাড়ানো হোক এবং বাস চলাচলের সময় যাতে ঠিক রাখা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

[12-10—12-20 p.m.]

আগে যখন পাবলিক বাস ছিল তখন অন্ততপক্ষে নিয়মিতভাবে বাস চলাচল করত। সরকার পাবলিক বাসগুলি নিজের হাতে নিক এ সম্পর্কে আমাদের কারও আপত্তি নেই। কিন্তু নিয়মিতভাবে বাসরুটে বাস চলাচলের ব্যবস্থা করুন এবং বাসযাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর রেখে এই বিভাগকে পরিচালনা করা হোক। আমাদের এই দাবি আমি মনে করি ন্যায্য এবং এই জায়গায় ৩৫নং ও ৩৫এ নম্বরের বাস বর্তমানে বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনা নেই, যে বলা হয়েছে এটা ঠিক নয়। আমি বলব, এই অঞ্চলের যাত্রীদের সুখসুবিধার কথা বিবেচনা ক'রে ৩৫ নম্বর ও ৩৫এ নম্বর বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত।

তা ছাড়া ছয় নম্বর বাসরুটে যাত্রীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, বাসে অত্যন্ত ভিড় হয়। সুতরাং এই রুটে যদি বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা না যায়, তা হ'লে জনসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধা দূর হ'তে পারে না। আমি আশা করি, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আমার সাজেসশন-গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই খাতে বলতে গিয়ে, প্রথমেই বলতে চাই যে, কলকাতা থেকে মাত্র ৮।৯ মাইল দূরবর্তী স্থানে কোন যানবাহনের বিশেষ ব্যবস্থা দেখতে পেলাম না। কিছুদিন আগে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে এ সম্পর্কে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম। এই স্থানগুলি কলকাতার অতি নিকটে অথচ সেখানে যাতায়াতের খুব অসুবিধা। সেখানে বাসরুট যাতে খোলা হয় তার জন্য বলেছিলাম। বিশেষ ক'রে হাওড়া থেকে ৯ মাইল দূরে চণ্ডীতলা, সেখানে ভাল ভাল রাস্তা আছে, অথচ সেখানে কোনরকম বাসরুটএর ব্যবস্থা করা হয় নি, কারণ সেখানে মার্টিন লাইনএর নিউ কর্ড লাইন হয়েছে। সমস্ত দিনে সেখানে মাত্র দু'-তিনটি ট্রেন চলে, তাতে সেখানকার সমস্ত মানুষের পক্ষে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে উত্তরপাড়া হাওড়া থেকে মাত্র ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে যদি কাউকে শ্যামবাজারে আসতে হয় তা হ'লে তাকে হাওড়া দিয়ে আরও ছয় মাইল বেশি ঘুরে আসতে হয়। অথচ বিবেকানন্দ ব্রীজের উপর দিয়ে অতি সহজে এবং খুব শীঘ্র আসা যায়। উত্তরপাড়া থেকে একটা স্টেট বাসএর রুট বিবেকানন্দ ব্রীজের উপর দিয়ে শ্যামবাজার পর্যন্ত রাখলে সেখানকার মানুষের এদিকে আসার সুযোগ হয়। অন্যদিকে উত্তরপাড়া-চণ্ডীতলার যে স্টেট বাস সার্ভিস চালু

আছে তার ভাড়া অত্যন্ত বেশি। বালির খাল থেকে শ্রীরামপুরে, যেটা ৮ মাইল রাস্তা, তার ভাড়া চার আনা, অথচ উত্তরপাড়া-চণ্ডীতলা ছয় মাইল রুটের ভাড়া করা হয়েছে ছয় আনা। এইরকম ভাড়ার তারতম্য রাখার উদ্দেশ্য কি? এই জায়গায় যাতে ন্যায়সঙ্গত ভাড়ায় স্টেট বাস সার্ভিস খোলা হয় তার জন্য আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষভাবে হুগলি জেলাতে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে বাস সার্ভিস চালু করবার জন্য সেখানকার লোকের খুব আগ্রহ আছে। কিন্তু আর টি এ-র বাধা সৃষ্টি করার জন্য কিছু হ'তে পারছে না। এই আর টি এ একটি শয়তানির আড্ডা এবং এই আর টি এ-তে কয়েকজন কংগ্রেস এম এল এ ও এম পি আছেন। আমি জানি, তারকেশ্বরে একটা বাসরুট খোলার কথা ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা হয় নি। আমি সরকারের কাছে নিবেদন ও অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে এটা তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। আমি ক্যালটেক্স কোম্পানি সম্বন্ধে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। ক্যালটেক্স কোম্পানিকে দিয়ে সেখানে একটা পেট্রল পাম্প করা হ'ল এবং তখন সেখানে বাস চালু করা হবে ব'লে গভর্নমেন্টের খরচায় একটা বাস কেনা হ'ল, অথচ সেখানে কোন রুট পর্যন্ত ঠিক করা হয় নি এবং সেখানে জি টি রোডএর ধারে ১৭০ ফুট জুড়ে একটা পাম্প হওয়া দরকার ছিল। তখন পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং কংগ্রেস এম এল এ দুজনে মিলে পারমিশন দেওয়ার কাজ করলেন। এইরকমভাবে আর টি এ থেকে সমস্ত জায়গায় একটা অন্যায়ভাবে লাভ করবার যে টেন্ডেন্সি তা দেখা যাচ্ছে এবং সেটা একটা শয়তানি আস্তাখানার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশা করি, তিনি এগুলি দূর করবার চেষ্টা করবেন। কালকে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি বলেছিলেন নিবেদন নয়, দাবি করুন। তাই আমি দাবি জানাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথা জানাচ্ছি স্টেট ট্রান্সপোর্টএর ভাড়া বাড়াবার চেষ্টা করছেন সেখানকার একটি অফিসারের কথায়। তাঁর কথায় সেখানকার অন্যান্য ভাল ভাল অফিসাররা ওঠেন বসেন। তিনি নিজের বৈঠকখানায় বসে ভাড়া বাড়াবার সিদ্ধান্ত করেন ও অন্যান্য সব পরিকল্পনা করেন। ঐ অফিসারের কথায় উনি ওঠেন বসেন এবং আপনার ডিপার্টমেন্টে যেসমস্ত ভাল ভাল অফিসার আছেন তাঁদের প্রমোশন পর্যন্ত দেন না। তিনি ম্যাট্রিকুলেট অথচ তাঁকে পুষে রেখেছেন—এই সমস্ত ষড়যন্ত্র করবার জন্য। বাসের এইভাবে ভাড়া বাড়ানো অত্যন্ত অন্যায় হবে।

আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই অন্যায় জিনিসগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে উত্তর বাংলায় যে স্টেট বাস চলছে সেটাকে কুচবিহারের বাস হিসেবে দেখান হয়েছে। তার জন্য মাত্র ২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ উত্তর বাংলার বাসএর ভাড়াও খুব বেশী। যে বাস রায়গঞ্জ হ'তে মাণিকগঞ্জঘাট যায় তার ভাড়া ৮০ মাইলের জন্য ৪ টাকা। যেটা রায়গঞ্জ থেকে বালুরঘাট যায় সেখানেও দেখা যায় যে মাইল প্রতি ভাড়া ১ আনা, রায়গঞ্জ হইতে ইসলামপুরে যে বাস যায় তারও ভাড়া মাইল প্রতি ১ আনা। এই স্টেট ব'সএর ভাড়া কমান একান্ত প্রয়োজন এবং এখানেও দেখা যায় বাসএর ভিতর বসবার জায়গার অভাব। লোকে ভীড় করে যায়, ঝুলতে ঝুলতে যায়, সেইজন্য স্টেট বাস আরও বাড়ান দরকার, বাস ভেঙ্গে গেলে বা খারাপ হ'লে সেই বাসকে মেরামত করবার জন্য সঙ্গে কোন ফিটার বা মেকানিক থাকে না, কাজেই সেই সব বাসএর সঙ্গে ফিটার বা মেকানিক থাকা দরকার। এ ছাড়া ৩৪নং যে জাতীয় সড়ক আছে শিলিগুড়ি হইতে কোলকাতা আসতে সেই জাতীয় সড়কের গাজল-রায়গঞ্জ এলাকার কার্য দ্রুত সমাধা করে সেই লাইনএ যাতে স্টেট বাস চলে তার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ এই অংশটির খুব প্রয়োজন যেহেতু জনসাধারণ এই অংশে খুব বেশী যাতায়াত করে। স্টেট বাস ছাড়াও প্রাইভেট বাসএ মাইল প্রতি ৫।৬ পয়সা করে ভাড়া আদায় করা হয়। আপনারা জানেন যে রায়গঞ্জ হতে ১৩ মাইল দক্ষিণে ইটাহার পর্যন্ত কোন স্টেট বাস যায় না, অথচ এখানে স্টেট বাস চালু করা খুবই দরকার। রায়গঞ্জ হতে ২০ মাইল দক্ষিণে "বাঙ্গার" পর্যন্ত স্টেট বাস চালু করলে প্যাসেঞ্জার যথেষ্টই হবে। কাজেই এখানেও স্টেট বাস চালু করা দরকার, কিন্তু এখানে দেওয়া হয় প্রাইভেট বাস এবং তার ভাড়াও অত্যন্ত বেশী—মাইল

প্রতি ৫।৬ পয়সা। এ ছাড়া আপনাকে আরও জানাতে চাই যে বীরভূম জেলার শিউড়ি হইতে আদর্শপল্লী পর্যন্ত একটি বাস সার্ভিস চালু করা দরকার। এ ছাড়াও কয়েকটা রাস্তা যেমন বালুরঘাট-তপন, পতিরাম-কুমারগঞ্জ, হরিরামপুর-গোপালগঞ্জ ভায়া দৌলতপুর বা ফতেপুর ইত্যাদি রাস্তাতে স্টেট বাস চালান একান্ত দরকার। প্রাইভেট বাসএর তরফ থেকে একটা আপত্তি উঠছে যে যখন রাস্তা খারাপ থাকে তখন তাদের চালাতে দেওয়া হয়, আর যখন রাস্তা ভাল থাকে তখন তাদের লাইসেন্স ক্যানসেল করে স্টেট বাসকে দেওয়া হয় এবং তাতে প্রাইভেট বাসএর লোকসান হয়। এইভাবে যারা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় স্বার্থে প্রাইভেট বাস চালাচ্ছে তাদের যাতে লাইন বন্ধ করে না দেওয়া হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই স্টেট বাসএর যে অংশে মাণিকচক ঘাট থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত যায় এই ৮০ মাইল রাস্তায় সকালে ১ খানা এবং দুপুরে ১ খানা নিয়ে মাত্র ২ খানা বাস আছে—এই বাসের সংখ্যা আরও বাড়ান দরকার। নর্থ বেঙ্গল থেকে যারা এইদিকে আসেন তারা যেমন ভায়া কাটিহার আসেন তেমনি ভায়া মালদহ হয়ে আসার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বালুরঘাট থেকে যে বাস আসে সে বাসএ ভীড় খুব হয় এবং ভাড়াও বেশী। ইসলামপুর হতে বালুরঘাটের দূরত্ব ১৪২ মাইল—এই রাস্তা দিয়ে মামলা-মোকদ্দমা করতে আসার জন্য লোকের এক একবারে ৮৸৴ আনা করে দিয়ে ১৭৸০ আনা খরচ করতে হয়, এইজন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে স্টেট বাসএর ভাড়া কমান দরকার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

[12-20—12-30 p.m.]

Sj. Ananga Mohan Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ স্টেট ট্রান্সপোর্টএর বাজেট উপলক্ষ্যে আমাদের ওপাশের বন্ধুরা যেসব সমালোচনা করেছেন তা থেকে মনে হচ্ছে যে তাঁরা যেন মনে করছেন যে স্টেট ট্রান্সপোর্টএর ম্যানেজমেন্টএ অত্যন্ত ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু স্টেট ট্রান্সপোর্টএর ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁরা এমন কোন একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দেখাতে পারেন নি যাতে ম্যানেজ-মেন্টএর ত্রুটির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা বলেছেন যে প্রাইভেট বাসএ যথেষ্ট ইনকাম হচ্ছে, কিন্তু স্টেট বাসএ কোন ইনকাম হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই বলেছেন যে স্টেট বাস ত ইনকামএর জন্য হয়নি, জনগণের মঙ্গলের জন্যই স্টেট বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা ট্রেডিং কর্পোরেশন নয়, এটা ব্যবসায়ের জন্য করা হয়নি, জনগণের যাতে মঙ্গল হয়, যাতে সুবিধা পায় সেইজন্যই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন কোন সদস্য বলেছেন জনগণের সুবিধা হয়নি, তাঁরা কি করে বললেন বুঝতে পারলাম না, সুন্দর সুন্দর গাড়ী চলছে, এই সব গাড়ীতে চলার জন্য মানুষের যে আগ্রহ বরং তাই আমরা দেখতে পাই। কোন কোন রুটে দুই রকম গাড়ী চলে, স্টেট বাসও চলছে প্রাইভেট বাসও চলছে, সেখানে দেখা যায় লোকেরা স্টেট বাস ধরবার জন্য প্রথমে চেষ্টা করে। স্টেট বাস না পাওয়া গেলে তখনই তারা প্রাইভেট বাস বা ট্রামের জন্য চেষ্টা করে। কাজেই স্টেট বাসএর দ্বারা লোকের যে সুবিধা হয়নি তা বলা যায় না। অনেকে বলছেন যে গাড়ীতে কনজেসান হয়। কনজেসান সত্যই হয় তবে সে একটা বিশেষ সময়ে হয়। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে দিনের ভিতর ৯টা থেকে ১০টা অর্থাৎ অফিস যাওয়ার সময় এবং বিকালে আবার ছুটির সময় ৫টা থেকে ৬টা এই দুই ঘণ্টাই মাত্র কনজেসান বেশী হয়। এবং তখন যে মানুষের খুব কষ্ট হয় এটাও লক্ষ্য করে দেখেছি। কিন্তু এটা কি করে দূর করা যাবে। মনে করুন ঐ সময় যদি বেশী বাস দেওয়া যায় তাহলে আরো এক্সট্রা বাসএর ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু অন্য সময় সেই অতিরিক্ত বাসগুলি কি করবে? কাজেই দিনের দুই ঘণ্টার জন্য অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। অন্য যেখানে বেশী বাস আছে সেখান হইতে অতিরিক্ত বাস দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু বাসও কোথাও বসে থাকে না। অতিরিক্ত বাস থাকলেই অর্থের অপচয় হয় কাজেই ঐ সময় কিছুটা অসুবিধা হবেই। অসুবিধা দূর হতে পারে এইভাবে, অবশ্য দেখা যাচ্ছে স্টেট বাস থাকলেও কোন কোন জায়গায় লোকের অসুবিধা আছে, সে অসুবিধা দূর হবে তখনই যখন কলকাতার সমস্ত রুটে স্টেট বাস চলাচল করবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে যে খরচা কিছু বেশী পড়ে যাচ্ছে। একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে ম্যানেজমেন্টের খরচা কমান যায় না, কিন্তু যখন কলিকাতার সমস্ত এরিয়া একটি ম্যানেজমেন্টএ আসবে তখন ম্যানেজমেন্টএর খরচা কম হবে এবং তার ফলে তখন আমাদের কিছু লাভ হতে

পারে। এখন যেমন ইনকাম অপেক্ষা এক্সপেন্ডিচার বেশী হচ্ছে, তখন এক্সপেন্ডিচার অত বেশী হবে না। এত গেল এক দিকের কথা। তারপর একজন সদস্য বলেছেন যে প্রথম বৎসর গাড়ীতে মাইলেজ হিসাব করলে ডিজেল তেল কম খরচ হল তার পর বৎসর দেখা যাচ্ছে রেট বেশী হচ্ছে। এত হবেই, কেন না যখন নতুন গাড়ী চলতে আরম্ভ করে তখন নতুন গাড়ীতে তেলের কনজামশন কম হয় আর যতই গাড়ী পুরাতন হতে আরম্ভ করে তত কনজামশন বেশী হয়। এদিক থেকে কনজামশনের হিসাব যে ও'রা দেখিয়েছেন সে হিসাব ভুল হয়েছে, তেল বেশী পুড়ছে, অমুক মাসে হিসাব করলে দেখা যায় তেলটা মাইলেজ হিসাব করলে দেখা যায় পরের বৎসরই বেড়ে যাচ্ছে। এদিক থেকে যে আপত্তি করেছেন সে আপত্তি ঠিক নয়। তারপর বাস ফেয়ার বাড়ানর কথা বলেছেন। কিন্তু বাস ফেয়ার যে বাড়ান হবে একথা ত বলা হয়নি বা কোন প্রস্তাবও আনা হয়নি। এ প্রসঙ্গে অবশ্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমরা অন্যভাবে কিছু আয় বাড়াতে পারি, যেমন বাসে যদি রানিং চেকারএর ব্যবস্থা করা যায় যেমন ট্রামে আছে তাহলে বাসের ভাড়া যে পরিমাণ এখন আদায় হচ্ছে তার চেয়ে আরো কিছু বাড়তে পারে। তারপর অপচয় কোথায় হচ্ছে না হচ্ছে এইসব খুটিনাটির বিচার আলোচনা করার অসুবিধা আছে তা ঐ ম্যানেজমেন্টএর মাধ্যমে ধরা যেতে পারে। অবশ্য চলতি বৎসরে বাসের ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব আসছে না। আমি এই বলে স্টেট ট্রান্সপোর্টএর বাজেট সমর্থন করছি ও সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

Sj. Niranjan Sengupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই প্রসঙ্গে ব্যারাকপুর অঞ্চল সম্বন্ধে ট্রান্সপোর্টএ কি সুবিধা অসুবিধা সে সম্বন্ধে বলবো। কিন্তু এর আগে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তার বক্তৃতায় বলেছেন যে লালদিঘী অঞ্চলের সুখসুবিধা করার জন্য ওখানে কনজেশন কমানোর ব্যবস্থার একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই লালদিঘীর চেয়েও খুব দরকারী শিয়ালদহ। সেখানে কনজেশন সবচেয়ে বেশি সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা কি তা কিছুই বলছেন না। তার দিকে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা কথা বলছি—এই যে তিনি বলছেন—পিক আওয়ারস ছাড়া ভীড় হয় না—মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাসে চড়েন না, ডিপার্টমেন্টের বড় বড় অফিসার যারা তারাও বাসে চড়েন না কিন্তু আমি বলছি ৬নং রুটএ যেকোন সময়ই ভীড়। তিনি এই যে ভুল ইনফরমেশন দিয়ে সমস্ত জিনিসটা গোপন করার চেষ্টা করছেন এতে কি লাভ হয় বুঝি না।

তারপর যে নিয়মে রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি গঠিত হয় তা নিয়ে দুই-একটি কথা বলার আছে। শুধু কংগ্রেস সদস্যদের নিয়ে কেন গঠিত হয়, বিরোধী দলের সদস্য কেন থাকেন না এবং এই রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কি নিয়মে কাজ করে তার কোন পদ্ধতি আছে কিনা জানতে চাই। আমি এই প্রসঙ্গে শুধু একটা কথা বলতে চাই, রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি মারফত যেসব পারমিট দেওয়া হয়, সেগুলি খুব অন্যায়ভাবে অনেক সময় দেওয়া হয়, তা নিয়ে কোন অনুসন্ধান করা হয় না সব দিক দিয়ে চেপে যাওয়া হয় একথা বলে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর আমি বলব ব্যারাকপুর অঞ্চল সম্পর্কে—ব্যারাকপুরে অনেকগুলি বাস-রুট আছে। প্রত্যেক বাস রুটের সুবিধা অসুবিধার কথা কিছুই আলোচনা হয় নাই। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় স্টেট ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে বলেছেন। সাধারণভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস আছে সে সম্বন্ধে বাজেট বক্তৃতায় কিছুই বলেন নি। আমার কথা হচ্ছে ৮৫নং রুট—ব্যারাকপুর থেকে কাঁচড়াপাড়া যায়, সে অঞ্চল সম্বন্ধে আমি গেল বাজেটে বলেছিলাম যে রাস্তাটি অতি সংকীর্ণ, সাধারণ বাসের সংখ্যাও অতি কম এবং যাত্রী সাধারণেরও দারুণ অসুবিধা হয়, সেদিক দিয়ে আজ পর্যন্ত কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। এই শিল্পাঞ্চলে অন্যান্য যে বাস রুট আছে সর্বত্রই জনাকীর্ণ জায়গা, এই এলেকায় কিভাবে সংখ্যা বাড়ছে, কিভাবে যাত্রী সাধারণের অসুবিধা হয় সেদিকে কোন দৃষ্টি ট্রান্সপোর্ট অথরিটি দেন না, আমি এটা মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনছি। তারপরে আর একটা কথা বলবো। বাস ভাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, একই রাস্তা দিয়ে বাস যায় রুট নং ২২ এবং ৪৪ সেটা কাঁচড়াপাড়া—কাপা

এক আনা অন্য বাসে পাঁচ পয়সা। কাঁচড়াপাড়া টু জাগুলি সাড়ে চার আনা অন্য রুটএ পাঁচ আনা। এমনিভাবে একই রাস্তা দিয়ে একই দূরত্ব যায় কিন্তু ভাড়া দু বাসে দুরকম। এই যে অসাম্য, এই যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতি এতে সাধারণ লোকের অসুবিধা হয়। এ নিয়ে রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির কাছে অনেক দরখাস্ত করা হয়েছিল, তারা এদিকে কোন দৃষ্টি দেন না। আমার মনে হয় বাস মালিকদের সঙ্গে তারা জড়িত হয়ে এমনভাবে সমস্ত পদ্ধতি বজায় রেখেছে যাতে সাধারণ লোকের সুখ সুবিধা দৃষ্টিতে আসে না। তারপর আমি প্রাইভেট বাসের সাধারণ কন্ডাক্টর, ড্রাইভার, ক্লিনার, স্টারটারএর অবস্থার কথা বলছি। এদের চাকুরির কোন সিকিউরিটি নাই এবং এদের কোন মেডিক্যাল ফেসিলিটিজও দেওয়া হয় না, ২৪ ঘন্টা কাজ করে, খেয়ালখুসীমত এদের মাইনে দেওয়া হয় এবং বরখাস্ত করা হয় এরকম অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকার এদিক দিয়ে সাধারণ ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কারদের জীবন যে কি দুর্বিষহ তার কোন তথ্যানুসন্ধান করেন না, দৃষ্টিও দেন না, এমনকি একজন লোক বাসে কাজ যে করে তার জীবনের অনেকাংশ কমে যায়। সেদিক দিয়ে আমার মনে হয় সরকারের লেবার ডিপার্টমেন্ট মারফত খোঁজ খবর নেওয়া, সাধারণ কর্মীদের চাকুরির ব্যবস্থা, তাদের স্বাস্থ্যের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া, মাইনের দিকে নজর দেওয়া একান্ত কর্তব্য। আমি এই প্রসঙ্গে স্টেট ট্রান্সপোর্টএর বদলী কন্ডাক্টর, ড্রাইভারদের সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলব। ডাক্তার রায় বলেছেন যে স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্মীদের অবস্থার এখন উন্নতি হয়েছে, সুখসুবিধা তাদের বহু অংশে দেওয়া হয়েছে। আমি শুধু বলব যে এই বদলী কন্ডাক্টর, ড্রাইভারদের অবস্থা অতি খারাপ। তাদের সাধারণভাবে কোন সুবিধা দেওয়া হয় না, চাকরির মেডিক্যাল ফেসিলিটিজ দেওয়া হয় না, প্রভিডেন্ট ফান্ড নাই, চোখ রাঙিয়ে বরখাস্ত করার বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে আমি সাজেশন দিচ্ছি—সাধারণভাবে এই বদলি কন্ডাক্টররা পারমানান্ট স্টাফের ভিতরই আছে, অথচ পারমানান্ট স্টাফের সুখসুবিধা না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিয়ে তাদের সাসপেন্ড করা হয়—বরখাস্ত করা হয়, আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই—অনিল বিশ্বাস ড্রাইভার, বেলঘরিয়া, তার বিরুদ্ধে কোন রকম চার্জসিট না দিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ডাক্তার রায়কে তাই বলি একজন সাধারণ দোষীকেও বরখাস্ত করবার আগে নোটিস দেওয়া হয়, একজন কন্ডাক্টর বা ড্রাইভারকে কোন নোটিস পর্যন্ত দেওয়া হয় না। সেইজন্য আমি বলব—স্টেট ট্রান্সপোর্টের কন্ডাক্টর ও ড্রাইভারদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, এর প্রতিকার হওয়া উচিত। এই রকম আরও যে কেস আছে তার সংখ্যাও কম নয়, কেন তাদের পারমানান্ট করে নেওয়া হয় না তার কোন কারণ ডাঃ রায় দেখান নাই। তারপর হাওড়া ডিপোতে ২১৬ জন কন্ডাক্টর সেখানেও বদলি শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। এদিকে বাস রুট বাড়ানো হয়েছে কিন্তু তথাপি কেন এদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না আমি জানতে চাই।

[12-30—12-40 p.m.]

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মিঃ স্পীকার স্যার, যেসমস্ত অঞ্চলে জনসংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছে অথচ একটা রেল লাইন যা নাকি বহুকাল যাবৎ বালু ছিল হঠাৎ তুলে নেওয়া হয়েছে—বিশেষ করে আমি বেহালা-বরিশা অঞ্চলের কথা বলছি, সেখানকার লোকের যান বাহনের বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কারণ রেল পথটা তুলে দেওয়া হল কিন্তু সে জায়গায় কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। তা করা হলে দক্ষিণাঞ্চলের বিপুল জনসংখ্যার দুরবস্থার প্রতিকার হত। ১৪নং বাস রুটে যাত্রীদের মধ্যে প্রত্যহ হাতাহাতি হয়। টার্মিনাস থেকে না উঠলে মাঝপথে বাসে ওঠা ভয়ানক ব্যাপার। ট্রাম স্ট্রাইকের সময় বহু বাস কলকাতায় চলতে দেখেছি। আজ সে বাসগুলি গেল কোথায়? সেই ট্রাম স্ট্রাইকের সময়কার কিছু সংখ্যক বাস যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে কলকাতার বাসযাত্রীর যে অত্যধিক ভিড় হয় তার কিছু প্রতিকার হতে পারে। আমি বিশেষ করে সরকারকে একটা কথা বিবেচনা করতে বলছি—৭নং বাস যেটা চালু আছে সেই রুটের বাস অনেক বেরিয়ে আসা-যাওয়া করে। সেই রুটেই টার্মিনাস পর্যন্ত না গিয়ে যদি বেহালা থেকে কলকাতা পর্যন্ত ৭এ একটা রুট করেন তাহলে বেহালার যে অংশে জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে সে অংশের জনসাধারণের প্রভূত উপকার হতে পারে। সেইজন্য আমি ডাক্তার রায়কে অনুরোধ করব তিনি বিবেচনা করে দেখুন যেসব অঞ্চলে জনসংখ্যা বেড়েছে এবং সরকারী বাসে

খুব বেশি ভিড় হয় সেসব অঞ্চলে প্রাইভেট বাস সঙ্গে সঙ্গে চালু করা যায় কিনা। যদি তা চালু করা হয় তাহলে দক্ষিণ অঞ্চলের জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশের উপকার হবে।

স্যার, কে এফ রেল রুট বন্ধ হয়ে গেছে। সেই রাস্তাটাকে উন্মুক্ত করবার জন্য বহুবার স্থানীয় লোকের ডেপুটেশন সরকারের কাছে এসেছে। ঐ রাস্তাটা যদি উন্মুক্ত করা হয় তাহলে ডায়মন্ডহারবার রোডে যে সমস্ত এ্যাকসিডেন্ট প্রায়ই হয়ে থাকে তার লাঘব হবে। তা ছাড়া ঐ রাস্তাটা সম্পর্কে আর একটা দিক দিয়েও বিবেচনা করবার আছে। যেটা সরকারের নিজস্ব জায়গা সেটা পাবলিকের স্বার্থেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে অব্যবহৃতভাবে ফেলে রাখার দরুণ ঐ রাস্তাটা ক্রমশঃই সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে যদি সংকীর্ণ হতে থাকে তাহলে কিছু দিন পর ঐ জায়গায় যে রাস্তা একটা ছিল তা আর দেখা যাবে না। তাই আমি বলছি সরকরের যা নিজস্ব সম্পত্তি সে সম্পত্তি যদি রক্ষিত হয় তাহলে দক্ষিণ অঞ্চলের জনসাধারণের বিশেষ করে সমগ্র বেহালার জনসাধারণের উপকার হবে। সুতরাং রাস্তাটার দিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সরকার রেল লাইন আবার চালু করবেন কিনা জানি না। যদি রাস্তাটাকে ডেভেলপ করে প্রশস্ত করা যায় এবং সেজন্য কিছু টাকা নিয়োগ করা যায় তাহলে একটা পরিপূর্ণ বাস রুট করা যেতে পারে। এবং তার ফলে বেহালার দিকে যে সংকট রয়েছে তার দূরীভূত হবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I do not want to take much time of the House. I want only to correct one or two impressions which have been createtd in the minds of the speakers opposite. For instance, Shri Hemanta Basu has said that the bus drivers used to get Rs. 90 and now they are getting Rs. 80. Sir, he has forgotten to mention or probably did not want to mention that it was a fixed salary before and now it is a graded salary. The third grade is Rs. 80—3—110. We have made two other grades, namely, Rs. 110—5—125 and Rs. 130—5—150. Besides that he has forgotten to mention or did not listen to me when I was talking about it—a driver gets extra money. A driver of a single-decker bus gets 75 nP. per day on completion of the scheduled number of trips per shift. A driver of a double-decker bus gets 1.25 nP. a day which means another Rs. 30. Every driver and conductor gets house rent allowance grading from five to ten rupees. A driver if he is in a route which is longer than eight miles—he gets 1.50 nP. per day on completion of one trip over the scheduled number of trips, so that really speaking I hope it is not suppresio veribut probably he missed it.

The other question that has been raised by my friend over there from Naihati is about medical facilities, etc. He has three times said that there are no medical facilities, no permanency and no provident fund. I am very sorry that my voice did not carry weight with him. They are made permanent. Everybody is entitled to have medical facilities. He gets doctor and medicine free. If he gives four annas he gets treatment in the house. As regards provident fund six and a quarter per cent. is allowed to every person. Because a member gets up from the opposition side he must say something—this is not right, this is no fair......

[12-40—12-50 p.m.]

Sir, the next point is about dearness allowance. I think I need not mention that. Now, Sir, it is true that in Howrah there are large number of badlis. I made enquiries because of this and I found that generally a badli is made permanent after three months' satisfactory work. Now, instead of pushing a badli out because his work was not satisfactory I thought he should be given a little more time to improve his capacity.

As regards the service in Cooch Behar rather in Balurghat, I may inform the House—and those members particularly who come from Purnea —that there has been some little difficulty. I have received several telegrams regarding this. There used to be a serivce from Kisenganj to

Siliguri run by or under the permit given by Bihar Government and when Purnea came under our control we naturally did not want to renew the permit or stop it at once. On the other hand we are running four buses from Cooch Behar via Siliguri via Islampur—one set to Kisenganj area and one set to Raiganj where arrangements for fairly good shelters have been made. I may say that 20 new buses have been ordered for Cooch Behar area.

As regards our hours of duty, it is true that we have not made rules but I understand in England the Transport workers do 10½ hours' of work and we are considering whether that would suit our climate.

Some friends have said that large amount of money has been spent on higher posts. In 1957-58, the total amount of salary paid was Rs. 81 lakhs of which the drivers and conductors got Rs. 49.37, nearly Rs. 50 lakhs; other officers 30 lakhs and higher officers 1.54 lakhs. Therefore you cannot say that much is being spent on higher officers.

As regards the question of T.B. patients among the workers, I may say at once—I have already said in my speech that the Director of Health Services has the authority to spend Rs. 250 for each case either for treatment or for food or for both. Of course Hemanta Babu says that

যাত্রীরা সুবিধা পায় না বলে নিন্দা করে। যাদের কাজ নিন্দা করা তারা নিন্দা করবেই।

otherwise their occupation will be gone, what will they do then. Some suggestions have been made as regards change in the Transport administration. Government of India has written to us to say that our Transport organisation should either conform to the Central Transport Act or we must have a separate organisation of our own. Sir, I realise the force of the argument that the Transport administration is concerned with development. As regards my friend Dr. Narayan Chandra Ray—I have kept him for the last but not for the least—he says it is a monopoly. I thought he belonged to a class or group of people whose idea was that all transport services—if not all departments of life—should be under the control of the Government—that they should be nationalised. Our fault is that we have not done what other States have done, viz., over-night nationalised all the Transport services—instead of that what we did was this—we knew that a very large number of private owners were meeting the needs of the people of Calcutta. We sent for them and talked to them. We gave them notice two years before that we proposed to nationalise from 1955 so that they would have sufficient time to make their own arrangements. I do not think that we did anything wrong. That is one democratic way of nationalising—viz., if you are displacing a person you must give him sufficient notice in order that he may be able to reorganise his work. There were some private-owners who had 13 buses in one name. I told him that I did not propose to create a vested interest in a particular person, nor did I want him to become a capitalist from that point of view and he had to be satisfied with two or three buses. He, of course, grumbled. If he grumbles he goes to some other friends and creates lot of noise.

What I said about the increase in fare was this. This account—which you see in that book—is not kept on commercial basis because it did not take into account the stock of stores which had been purchased but not used, nor did it take into consideration the deebts that are good but not realised. The organisation was called upon to pay back-interest. All these had to be done not because we liked to do it but because we were forced to do it by the Accountant-General. He insisted on this being done in the course of the year. As I have already said, we have got 1 crore 80 lakhs of depreciation fund account loan. I know that that depreciation fund in

the past year had been merged with the Consolidated Fund as is the usual rule—you cannot keep anything outside. It has been pleaded with the Accountant-General and others that it is desirable that this money should be kept for use of the Transport Department for replenishing, for giving better services, more amenities to the passengers and to the employees. I hope that they will agree. In that case there will be no difficulty. But even after making all arrangements that we can make and getting more income than we are getting, it is possible that we might not meet all the expenses—not avoidable but unavoidable—which may come before us. In that case we shall have to face the issue of increasing the fare. It has been considered by Dr. Dey who had been the Chairman of the Commission; he gave us his report last year. We are considering it. Probably if the new set up is put up, they might consider this question and come to a decision.

With these words, I oppose all the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

[12-50—12-58 p.m.]

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jagat Bose that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES 46

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani,
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal. Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES 114

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 46 and the Noes 114 the motion was lost.

The motion fo Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES 46

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti

Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES 114

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jaineswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu

Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 46 and the Noes 114, the motion was lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES 46

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES 114

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab

Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 46 and the Noes 114, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 3,79,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday, the 2nd March, 1959.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 12-58 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 2nd March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 2nd March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 202 Members.

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Estimated production and deficit of paddy

***86A.** (Short Notice.) (Admitted question No. *2873.) **Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state—

(*a*) what is the final figure for production of paddy in our State this year;

(*b*) what will be the estimated deficit of rice this year;

(*c*) what was the deficit last year;

(*d*) what is the amount of procurement of rice made by Government till date (6th February, 1959); and

(*e*) what amount has been procured by levy on the mills?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) and (*b*) Final figures not available.

(*c*) 454.6 thousand tons (provisional).

(*d*) 12,172 tons.

(*e*) 11,279 tons.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আপনি (ই) প্রশ্নের উত্তরে লেভি অন দি মিলস সম্পর্কে একটা ফিগার দিয়ে বলেছেন ১১,২৭৯ টনস। আপনার যে প্রোপোরসন-এ একটা লেভি করবার কথা, সেই প্রোপোরসন-এ লেভি করে এটা কি সেই ফিগার-এ দাঁড়ায়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ঐটা ৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্তর ফিগার। মাননীয় সদস্য জানেন যে এই প্রোকিওরমেন্ট করা ব্যবস্থা ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে আরম্ভ হয়েছে, মাত্র এক মাস।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আপনি (ডি)-তে বলেছেন প্রোকিওরমেন্ট ৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২,১৭২ টনস। এটা কি উড়িষ্যা থেকে যে চাল এনেছেন, সেটাকে এর মধ্যে ধরে নিয়ে বলেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা আমাদের এখানকার প্রোকিওরমেন্ট, উড়িষ্যার চালের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ১১,২৭৯ টনস আমাদের রাইস মিল-এর কাছ থেকে লেভি করে পেয়েছি। আর প্রায় ১ হাজার টন ভলানটারিলি লোকে দিয়েছেন আমাদের প্রাইসকে সাপোর্ট করে।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

(এ) এবং (বি)-তে [illegible] ফাইনাল ফিগারস নট অ্যাভালএবল। কবে পর্যন্ত ফাইনাল ফিগারস পাওয়া [illegible]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন তা ঠিক বলতে পারছি না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আপনি (সি)-তে বলেছেন 454.6 thousand tons provisional. Last year এর ফিগার এখনও পর্যন্ত কেন দেওয়া হয়নি? আপনি প্রভিসনাল কেন বলছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্রভিসনাল বলা হয়েছে এই জন্য টু বি অন দি সেফ সাইড। অবশ্য ঐ ৪৫৪·৬ থাউসেন্ড টনসটা এখন আরও বেড়েছে।

Sj. Niranjan [illegible]

আপনি প্রোকিওরমেন্ট-এর একটা ফিগার দিয়েছেন। কিন্তু আপনি আশা করেন এ বছর কত প্রোকিওরমেন্ট হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এক লাখ টন।

Sj. Niranjan Sengupta:

২৫ পারসেন্ট নিয়ে কি এক লাখ টন হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

Sj. Gopal Basu:

গত বছর কত প্রোকিওরমেন্ট হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমার মেমারী থেকে বলছি—৮৭ হাজার টন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

৮৭ হাজার টনের মধ্যে কি ঐ ১১ হাজার টন পেয়েছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

৮৭ হাজার টন গত বছর হয়েছিল। এ বছর ১২ হাজার টন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এ বছরে ওটা হতে পারে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ। ১লা জানুয়ারি থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

Sj. Gopal Basu:

এ বছর প্রোকিওরমেন্ট কি হবে—বেশী না কম?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি [illegible] বলতে পারছি না, এবং আন্দাজেও কিছু বলতে চাই না।

Magrahat Drainage Canal, Diamond

*87. (Admitted question No. *935.) Sj. ——— Haldar: Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ডায়মন্ডহারবার মহকুমার "মগরাহাট ড্রেনেজ" খাল, যাহা উ... বারস্থ হুগলী নদী হইতে আরম্ভ করিয়া মগরাহাট থানা অঞ্চলে গিয়াছে, তাহার মোট দৈর্ঘ্য কত এবং কত বিঘা জমি উক্ত খাল মাধ্যমে উপকৃত হয়;

(খ) ইহা কি সত্য যে, উক্ত খালটি বর্তমানে মজিয়া যাওয়ার জন্য চাষের অশেষ ক্ষতি সাধিত হইতেছে;

(গ) সত্য হইলে, উক্ত খাল সংস্কারের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কি;

(ঘ) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উহার সংস্কার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কিনা; এবং

(ঙ) বর্তমানে উহার যে অংশ বিশেষভাবে মজিয়া গিয়া ... অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে, সেই অংশটুকু সংস্কার করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা।

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৮ মাইল। উপকৃত জমির পরিমাণ—আনুমানিক ৫.৬৭ লক্ষ বিঘা।

(খ) না।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঘ) এবং (ঙ) হ্যাঁ। মগরাহাট ড্রেনেজের অন্তর্গত কেওরাপুকুর বেসিন ড্রেনেজ স্কীম প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

Sj. Ramanuj Haldar:

কোন অংশ মজে গিয়ে ক্ষতি হয়েছে কি না বলতে পারেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমরা ১৯৫০ সালে একবার সংস্কার করেছিলাম ২০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকায়, তারপর প্রতি বছর, অন্ততঃ গত কয়েক বছর ধরে একে সংস্কার করে আসছি—আরও ভাল করে সিল্ট ক্লিয়ারেন্স করবার মতলব আমাদের আছে।

Sj. Ramanuj Haldar:

অনুগ্রহ করে জানাবেন কি ডায়মন্ডহারবার থেকে আরম্ভ করে পঞ্চগ্রাম পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাইল এই খালের অংশ মজে যায় এবং জলনিকাশের অসুবিধা হয়?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

অশেষ ক্ষতি হয়নি বলেছি।

Sj. Ramanuj Haldar:

অশেষ বাদ দিয়েই জবাব দিন না।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হ্যাঁ, কিছু ক্ষতি হয়েছে।

Sj. Ramanuj Haldar:

কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার কোন হিসেব নেই।

Sj. [illegible]

আপনি জানেন কি [illegible] র চড়াগুলিতে ফিসারি পারপাস-এ এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য [illegible] এবং বিশেষ করে ডায়মন্ডহারবার, কালীনগর, গোবিন্দপুর, [illegible] এলাকার......

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আমার জানা নেই—ফিসারি করে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে জানতে পারলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

Sj. Ramanuj Haldar:

অনুগ্রহ করে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ওখানে খালের মধ্যে চর পড়াতে ডিঙা, সালতি যাতায়াত করতে পারে না এটা সত্য কি না?

The Hon'ble [illegible]

আমার জানা নেই।

Proposal for [illegible] Beliaghata Canal at Beliaghata area

***88.** (Admitted question No. *937.) **Sj. Rama Shankar Prasad and Sj. Jagat Bose:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) কলিকাতার বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে ক্যানেল সাউথ রোড ও চাউলপট্টি রোডের মধ্যবর্তী বেলিয়াঘাটা খালের উপরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কোন সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

(খ) এই সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আবেদন সম্বন্ধে মন্ত্রিমহোদয় অবগত আছেন কি; এবং

(গ) অবগত থাকিলে, এই আবেদন সম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করা হইয়াছে?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) না।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) পুল তৈরীর এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। বর্তমানে খেয়ার জন্য একটি নৌকা আছে এবং উহা রাত্রি ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে। অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করা পর্যন্ত বর্তমানে ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে দুইটি নৌকা নিযুক্ত করিয়া খেয়াকে দিবারাত্র খোলা রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় লোকের অসুবিধা দূর হইবে।

Sj. Jagat Bose:

ক্যানাল সাউথ রোড আর মহকুমার মধ্যে রাস্তা করে দেওয়া সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এখন ক্যানাল বন্ধ করবার যে প্রস্তাব আমাদের আছে সেটা সম্ভবতঃ অতদূর পর্যন্ত যাবে না—বেলগাছিয়া ব্রীজ পর্যন্ত যাবে। তবে আমাদের যে বিল পাস হয়েছে তাতে সমস্ত ক্যানাল ভরাট করার কথা আছে।

Sj. Jagat Bose:

বেলগাছিয়া ক্যানাল যেটা সেটা তাহলে বন্ধ হচ্ছে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, এখনও রিপোর্ট পাইনি, তবে সারভে শেষ হয়ে গিয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

এটা একটু ক্লারিফাই করুন। পূর্বে যখন ময়ূরাক্ষীর জল যেখানে পেতো না সেখানে কোন-রকম ফসল হোত না, সেই জায়গায় জল পেয়ে যে ফসল হচ্ছে সেখানে কিভাবে বাড়তি ফসল ধরা হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

একেবারে হোত না তা নয়, কিছু কিছু ফসল হোত। আকাশ বৃষ্টিতে যে ফসল হোত তার ৪।৫ বৎসরের গড় নেওয়া হবে এবং আমাদের সেচ নেবার পর জায়গাতে যে ফসল হবে তা গড় নিয়ে এটা ঠিক করা হবে।

Sj. Saroj Roy:

গ্রো মোর ফুড-এর জন্যও কিছু বাড়তি ফসল হচ্ছে। সাধারণত ঠিকভাবে বৃষ্টি হলে যে পরিমাণ ফসল হতে পারতো তার গড় একর প্রতি ১৬ মণ এবং এখনও যে ফসল হচ্ছে তার পরিমাণ তাই। তাহলেও কি জল-কর নেওয়া হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সেচ দেবার জন্য যে পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি হবে তার মূল্যের অর্ধেক পর্যন্ত নেওয়া যাবে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

Chief Estimating officer

যে ক্রপ কাটিং সারভে করছে তা কত বৎসর যাবৎ করছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তাদের সারভে কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তবে রিপোর্ট এখনও দেয় নি, কমপাইল করছেন।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

কত বৎসর ধরে করছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তিন বৎসর ত নিশ্চয়ই, চার বৎসরও হতে পারে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

চার বৎসর ধরে ক্রপ-কাটিং সারভে করছে, তাহলে এর বৎসরে বৎসরে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, তা দেবার নিয়ম নেই, কারণ অ্যাভারেজ করতে হবে তো।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

বর্তমানে ক্রপ-কাটিং রিপোর্ট-এর অ্যাভারেজ করছেন কিন্তু চার বৎসর আগে যে সারভে হয়ে গিয়েছে সে সম্বন্ধে কোন প্রোভিশনাল রিপোর্ট দিয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, দেবার নিয়ম নেই। এখন অ্যাভারেজ রেট-এ কত ফসল বাড়ছে সেটা [illegible] জানানো হবে এবং অবজেকসন কল করা হবে, দরকার হলে তা রিভাইজও করা হবে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

চার বৎসর ধরে ক্রপ-কাটিং সারভে রিপোর্ট যদি ৪ বৎসর পরে দেওয়া হয় তাহলে মানুষ কি করে তার অবজেকসন দেবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

অ্যাভারেজ করতে হলে বৎসরে বৎসরে দেওয়া যায় না।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আপনি অ্যাভারেজ-এর কথা বলছেন কিন্তু ৪ বৎসর আগের ক্রপ-কাটিং রিপোর্ট যদি ৪ বৎসর পরে পাওয়া যায় তাহলে চাষী কেমন করে অবজেকশন দিতে পারবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আইনে এই ব্যবস্থাই আছে।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

এ রকম ধরনের ধানের বছর বছর ক্রপ-কাটিং দেওয়া হোক্।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আইন বদলে যাবে, নূতন করে ব্যবস্থা হবে।

Report of the 1956 Flood Enquiry Comm

***90.** (Admitted question No. *987.) **Sj. Turku** ... Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) বন্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে কিনা;

(খ) না হইয়া থাকিলে, ইহার কারণ কি;

(গ) বীরভূম জেলায় এই তদন্ত কমিটি গিয়াছিলেন কিনা;

(ঘ) গিয়া থাকিলে, তাঁহারা কোন্ কোন্ গ্রামে গিয়াছিলেন এবং কাহাদের নিকট তদন্ত করিয়াছিলেন এবং প্রতিকারের কি উপায় তাঁহারা স্থির করিয়াছেন;

(ঙ) সরকার বন্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন কি; এবং

(চ) যদি না করেন, তাহার কারণ কি?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) ও (ঙ) হ্যাঁ;

(খ) ও (চ) এই প্রশ্ন উঠে না।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) বন্যা তদন্ত কমিটি বীরভূম জেলার কোন্ কোন্ গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বলা সম্ভবপর নহে।

Sj. Radhanath Chattoraj:

এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হাউসে দেবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মনে হয় দেওয়া হয়েছে। না দেওয়া হয়ে থাকলে দেখবো।

Flood Control Scheme for West Dinajpur

***91.** (Admitted question No. *653.) **Sj. Basanta Lal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, গত ৩।৪ বৎসর যাবৎ উপর্যুপরি বন্যায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর এবং ইটাহার থানায় ব্যাপক শস্যহানি ঘটিতেছে;

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, উক্ত অঞ্চলে বন্যানিয়ন্ত্রণদ্বারা ফসল রক্ষার স্থায়ী কোন ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কিনা;

(গ) বন্যানিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত ও সরকার-পরিচালিত উত্তরবঙ্গ বন্যানিয়ন্ত্রণ কমিটি আজ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে কি কি কাজ করিয়াছেন; এবং

(ঘ) এই অঞ্চলে বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতদিনে সম্পূর্ণ হইবে?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) হ্যাঁ, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালের বন্যায় শস্যহানি ঘটিয়াছে।

(খ) এবং (গ) উত্তরবঙ্গ বন্যানিয়ন্ত্রণ কমিটির উপদেশানুযায়ী কতকগুলি পরিকল্পনার তদন্ত করা স্থির করা হইয়াছে এবং কতকগুলি পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিবার সম্ভাবনা আছে। লাইব্রেরী টেবিলে একটি বিবরণী উপস্থাপিত করা হইল।

(ঘ) বলা সম্ভব নয়।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

আপনি জবাবে বলেছেন ১৯৫৫ সালে বন্যায় শস্যহানি হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৪ সালে বন্যায় শস্যহানি হয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

১৯৫৪ সালের হিসাব আমার কাছে নাই।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

কি পরিমাণ শস্যহানি হয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সে হিসাব আমার কাছে নাই, এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট-এ আছে।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

শস্যহানির ফলে সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না, রিলিফ দেওয়া হয়।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

এই যে কয়েকটি পরিকল্পনা নেওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং লাইব্রেরি টেবিল-এ রিপোর্ট রেখেছেন সেই
scheme liable to be undertaken out of the Second Five-Year Plan.
এ বছর এটা তাড়াতাড়ি করার সম্ভাবনা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এ বছর আর কিছু হবে না, এ বছর তো শেষ হয়ে গেল।

Dr. Golam Yazdani:

ডি.ভি.সি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি আরম্ভ হয়েছিল কবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি নয়, অ্যাডভাইসরী কমিটি।

Dr. Golam Yazdani:

এতে কি ৩০।৪০ জন মেম্বার আছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ঠিক মনে নাই—তবে ২৫ জনের বেশী হবে।

Dr. Golam Yazdani:

লাস্ট মিটিং কবে হয়েছিল?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

নোটিস চাই।

Causes of silting up lower reaches of the Damodar river

***92.** (Admitted question No. *2030.) **Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, গত চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে নিম্ন দামোদরের বেড (bed) প্রায় চার-পাঁচ ফিট উঁচু হইয়া গিয়াছে;

(খ) সত্য হইলে, কি কি কারণে উক্ত বেড (bed) এত তাড়াতাড়ি উঁচু হইয়া গেল; এবং

(গ) এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত কি?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) প্রায় ২০।২৫-এরও অধিক বৎসরে নিম্ন দামোদরের তলা ৪।৫ ফিট উঁচু হইয়াছে।

(খ) এবং (গ) দামোদর নদের উপরদিকের জলের অধিকাংশই মুণ্ডেশ্বরী নদী দিয়া রূপনারায়ণ নদে চলিয়া যায়। নদীর তল পরিষ্কার রাখিবার জন্য বন্যার জল যথেষ্ট পরিমাণে নিম্ন দামোদর দিয়া প্রবাহিত হয় না। এজন্য নদীগর্ভের পলি ক্রমশ বাড়িতে থাকে। অধিকন্তু গাইঘাটা বকসী খাল হইতে রূপনারায়ণ নদের নিম্নদিক হইতে আগত জোয়ার এই অঞ্চলে মিলিত হয়; ইহার ফলে স্রোতের বেগ হঠাৎ কমিয়া যাওয়ায় স্রোতের দ্বারা বাহিত পলি এই স্থানের নদীগর্ভে নিপাতিত হয়। পর্যাপ্ত বন্যাজলের অভাবে এই পলি কাটিয়া যাওয়ার সুযোগ পায় না। এই কারণেই নদীগর্ভে পলি ক্রমশ জমা হইতে থাকে।

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

কত বৎসরে কি রেটে পলি পড়েছে মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারবেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

রেট ঠিক বলতে পারব না তবে শেষের দিকে একটু বেশী হয়েছে।

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

আমাদের ধারণা গত ৫।৬ বৎসরের মধ্যে পলি বেশী পড়েছে, এটার কি কোন ফিগার দিতে পারেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

হতে পারে, এজন্য দামোদর পরিকল্পনাকে দায়ী করা চলে না।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

দায়ী যাদেরই করা হোক, জল না আসবার ফলে ৪।৫ বৎসর ধরে ৪০,৫০ মাইল লম্বা জমি একেবারে মরুভূমি হয়ে চাষের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে, এটা মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

চাষের ক্ষতি কিছু হচ্ছে, তবে জমি মরুভূমি হয় নাই।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন—বিগত ৫।৭ বৎসরের মধ্যে কত পলি পড়েছে বলে তিনি মনে করেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

৫।৭ বৎসরের হিসাব আমার কাছে নাই।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

আপনাদের পরিকল্পনার ফলে কি নূতন জমি চাষের যোগ্য হয়ে বেশী ফসল হবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

কিছু কিছু হতে পারে।

Sj. Tarapada Dey:

পলি ফেলবার পরিকল্পনা আছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

পলি না তুলে যেখান থেকে ভেঙ্গে জল গেছে—স্লুইস গেট করে যদি কিছু করা যায় সেজন্য চীফ ইঞ্জিনীয়ার সার্ভে করছেন।

Sj. Tarapada Dey:

সেটা কার্যকরী কতকালে হবে? স্কীম হয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

সারভে হচ্ছে, স্কীম এখনো তৈরী হয় নাই, স্কীম হলে কার্যকরী করা হবে।

Complaint against supply of irrigation water for Mawa Section of Kharagpur police-station

***93.** (Admitted question No. *1897.) **Sj. Mrityunjoy Jana:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ইরিগেশন বিভাগের খড়্গপুর থানায় মাওয়া সেকশনের ওভারসিয়ার চাষ-আবাদের সময় ও পরে কার্তিক মাসের যথাসময়ে আবশ্যকীয় জল না দেওয়ায় জনসাধারণ টেলিগ্রাম ও দরখাস্ত করিয়াছিল; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐ সম্পর্কে কোন তদন্ত হইয়াছিল কিনা, এবং

(২) তদন্ত হইয়া থাকিলে, তাহার প্রতিবিধান কি হইয়াছে?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) এবং (খ) (১) হ্যাঁ।

(২) ১৯৫৭ সালের জুলাই ও অক্টোবর মাসে নদীতে জল কম হওয়ার দরুন মাওরা ও অন্যান্য সেকশনে পালা করিয়া by rotation জল দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে গ্রামবাসিগণের কিছু অসুবিধা হইলেও সেচের কার্য ঠিকভাবে হইয়া গিয়াছে।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয় যে তাঁর জবাবের শেষের দিকে বলেছেন "সেচের কার্য ঠিক হইয়া গিয়াছে"—এ সংবাদ তিনি কোথা থেকে পেলেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

যেখান থেকে আমরা পেয়ে থাকি সেখান থেকেই পেয়েছি।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয় নিজে কি কোন খোঁজ নিয়েছিলেন—জল না হওয়ার জন্য ঐ এলাকায় চাষের ক্ষতি হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

শেষ জল দেওয়া হয় অক্টোবর মাসে। তার আগে সেকেন্ড টু ফোর্থ উইক অফ জুলাই বাই রোটেশন জল দেওয়া হয় তাতে ফসল বেঁচে গিয়েছে এবং শেষ জল অক্টোবর মাসে দেওয়া হয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

জুলাই এবং অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে জল দেয় নাই, তারপর টেলিগ্রাম দেওয়ায় জল দিয়েছে।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

টেলিগ্রামের কথা জানা নাই, তবে জলের টানাটানির জন্য একটু হিসাব করে জল দেওয়া হয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

আপনাকে যে টেলিগ্রাম দেওয়া হয়েছিল—তার পরে জল দেওয়া হয় কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

টেলিগ্রামের কথা আমার জানা নাই।

Scheme for silt-clearing in the Adiganga in Kalighat area

***84.** (Admitted question No. *1958.) **Sjkta. Manikuntala Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, ১৯৫৬ সালের বর্ষার সময় কলিকাতার আদিগঙ্গার জলস্ফীতির দরুন কালীঘাট অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত দুর্দশায় পড়িয়াছিলেন;

(খ) ৪।৭।১৯৫৭ তারিখে চিহ্নিত ২৪নং প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বিধানসভায় এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন কি না যে, কালীঘাট অঞ্চলের গঙ্গার পলিমাটি উদ্ধারের জন্য সরকারের একটি পরিকল্পনা আছে; এবং

(গ) সেই পরিকল্পনা কবে কার্যকরী হইবে?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji):

(ক) ১৯৫৬ সালের অসাধারণ বন্যায় কিছু এলাকা জলমগ্ন হইয়াছিল।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) পরিকল্পনাটির detailed estimate, design, specification ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইতেছে। উহা কবে কার্যকরী করা হইবে তাহা এখনও বলা সম্ভবপর নহে।

Sjta. Manikuntala Sen:

মন্ত্রী মহাশয়ের কি মনে আছে ৪।৭।৫৭ তারিখের যে জবাব আর (গ) এতে যে জবাব দিয়েছিলেন একই জবাব?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

একই জবাব কি না তাতে কিছু এসে যায় না, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এটা সাউথ সল্ট লেক স্কীমের সঙ্গে জড়িত, সেটা এখনো কমপাইল হয় নাই কাজেই সে প্রোজেক্ট-এর কাজ না হলে এটার কথা বলা যায় না।

Sjta. Manikuntala Sen:

ক বৎসর লাগবে সে প্রোজেক্ট তৈরী হতে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

তা কি বলা যায়? ইঞ্জিনীয়াররা তৈরি করবেন।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন—আদিগঙ্গার কোন জায়গায় কাজ হলে পর আদিগঙ্গার যে-কোন সময় জলস্ফীতি হলে স্থানীয় লোকের কোন অসুবিধা হবে না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

আদিগঙ্গায় জল ধরার ক্ষমতা বাড়বে—এলেকা বাড়বে এবং তাতে হয়ত ভবিষ্যতে স্ফীতি কমবে।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

গঙ্গার পলিমাটি উদ্ধারের জনাই সরকারের পরিকল্পনা, সেই মাটি তুললে পর আর জল-স্ফীতি হবে না এবং জল-স্ফীতির জন্য লোকের অসুবিধা হবে না? যখন ওখানে একটা জলাধার করবেন তখন সেখানে ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম করে দক্ষিণ কলকাতায় জল দেবার ব্যবস্থা করবেন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

এটা সাউথ সল্ট লেক স্কীমের সঙ্গে জড়িত আছে—কবে হবে এখনো বলা যায় না।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

তাই জানতে চাই সম্পূর্ণ স্কীমটা হলে পরে ওখানে মাটি ওঠাবার ব্যবস্থা হবে শুনেছি, তা হতে কত দিন লাগবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

স্কীম এখনো তৈরী হয় নি। তাই কতদিন লাগবে বলা যায় না।

Drainage of Bhuri and Khandaghosh Beels of Burdwan district

*95. (Admitted question No. *1331.) **Sj. Pramatha Nath Dhibar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, ডি ভি সি-র কর্তৃপক্ষ গলসী থানার Bhuri Beel ও খণ্ডঘোষ থানার খণ্ডঘোষ বিল, এই দুই বিলের জল-নিষ্কাশনের জন্য কোন drainage system করিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন;

(খ) সত্য হইলে, ঐ দুইটি বিল সংস্কার করিয়া বহু জলমগ্ন জমির উদ্ধার করিয়া খাদ্য-সংকট দূরীকরণের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন কি না; এবং

(গ) করিলে, কখন হইতে ইহা কার্যকরী করিবেন?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) ও (খ) বুড়ি বিলের জন্য ডি ভি সি-র কোন জল-নিষ্কাশনের পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে তাঁহারা বুড়ী ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বিলের জল-নিষ্কাশনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। তিনি নূতন পরিকল্পনার জন্য ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

খণ্ডঘোষ বিলের জল-নিষ্কাশনের পরিকল্পনার সম্পর্কে ডি ভি সি-র সংগে কোন আলোচনা হয় নাই।

(গ) এখন বলা সম্ভবপর নয়।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

নূতন পরিকল্পনার জন্য ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা যে হয়েছে সেটা কতদূর এগিয়েছে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ইনভেস্টিগেশন চলছে—এখনো শেষ হয় নাই। ফাইনাল হয় নাই।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

ডি ভি সি-র যে স্কীম করেছিলেন সেটা ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার বাদ দিয়েছেন—এখন তিনি যে পরিকল্পনা করেছেন সেটা আবার ডি ভি সি-তে যাবে কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

চীফ ইঞ্জিনীয়ারের তদন্তের পর যে স্কীম হবে সেটার সংগে দামোদর ভ্যালির সম্পর্ক নাই।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

যে তদন্ত চলছে সে তদন্ত শেষ হলে পর যদি দেখা যায় তাদের স্কীমটা ঠিকই হয়েছিল তাহলে সেটা টেক আপ্ করা হবে কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

দামোদর ভ্যালির যে স্কীম সেটা টেক আপ্ করা হবে না—তা ঠিক হয়ে গেছে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আসলে জিনিসটা টেক আপ করা হবে কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

টেক আপ ত করা হয়েছেই—স্কীম হচ্ছে।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

খণ্ডঘোষ সম্পর্কে তাদের সঙ্গে কোন আলোচনা হয়েছে কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

ডি ভি সি-কে আমরা খণ্ডঘোষ সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা তৈরী করতে দেই নি—আমরা নিজেরাই করছি।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

সেটার সবকিছু আপনারা নিজেরাই করবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

বড়ি বিল সম্পর্কে—হাঁ আমরা নিজেরাই করব।

Salt Lake Reclamation Project

***96.** (Admitted question No. *618.) **Dr. Ranendra Nath Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(*a*) total estimated cost of the Salt Lake Reclamation Scheme;

(*b*) what is the break-up figure of this estimated cost;

(*c*) total amount of money spent so far for these schemes;

(*d*) what was the work done by the "Netherlands Engineering Consultants" and what was the expenditure therefor;

(*e*) when the Project Report was prepared and when it was accepted by Government; and

(*f*) the progress of scheme up till now?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(*a*) total estimate has not yet been finalised.

(*b*) Does not arise.

(*c*) As work on the Salt Lake Reclamation Schemes proper has not yet beeen taken up, no money has been spent on them. But a sum of Rs. 1,55,675 has been spent on investigation works and another sum of Rs. 5,64,483 is the booked expenditure on account of payment to the NEDECO up to the end to April, 1958, towards their fees and incidental expenditure.

(*d*) A statement is laid on the Table.

(*e*) Project Reports were received and accepted in principle in 1955-56 subject to further technical scrutiny.

(*f*) The work on the schemes proper has not yeet been taken up.

Statement referred to in reply to clause (d) of starred question No. 96

(*i*) NEDECO under took reconnaissance survey of the Salt Lake areas and collected necessary data in addition to the data supplied by the State Government.

(*ii*) Prepared outlines of the projects and rough cost which is Rs. 1,924 lakhs approximately.

(*iii*) They have been doing since March, 1956, the works of preparation of detailed estimate of cost, detailed contract plans with designs, detailed specification of works, bills of quantities, analysis of rates for principal items of work and other documents, which may be necessary for inviting tenders for execution of one scheme for reclamation of the Northern Salt Lake area and another for reclamation of the Southern Salt Lake area. They

have already submitted almost all the documents relting to Northern Salt Lake Reclamation scheme and some documents relating to Southern Salt Lake reclamation scheme.

The expenditure on account of payment to NEDECO of their fee and incidental charges has been indicated in the reply to clause (c) of the question.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এই প্রজেক্টে জমি ডেভেলপমেন্ট করতে কতদিন লাগবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

৬ বৎসর লাগবে ভরাট করতে। তার পরে হবে টাউন প্ল্যানিং সিউয়েজ......

Dr. Ranendra Nath Sen:

মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন রিপোর্ট পেয়ে গেছেন—কত এস্টিমেটেড কস্ট হল বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

টোটাল এস্টিমেট সাড়ে সতেরো কোটি টাকা টাউন প্ল্যানিং শুদ্ধ।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

৬ বৎসরের মধ্যে মাটি তোলার পর কনসলিডেশন-এর জন্য মাটি চাপা দিয়ে কি চালাতে পারবেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

মাটি ফেললে আপনিই সেখানে কনসলিডেশন হয়ে যাবে।

Mr. Speaker: The question time over.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: Loans and Advances by State Government

[3-30—3-40 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 4,80,47,000 be granted for expenditure under Grant No. 48—Major Head: Loans and Advances by State Government.

Sir, there are various types of loans that are given for variety of purposes to a large number of organizations and individuals. The first one is the agricultural loan. The loan to the agriculturist is given in different forms. The first is the loan that is given under section XII of Act, 1884. The second one is the artisan loan which is given to him. These two are given by the Relief Department. The cattle purchase loan and the fertilizer purchase loan are given by the Agriculture Department. Land Improvement Loan is given by the Co-operative Department and there is also the crop loan which is given by the Reserve Bank to co-operative societies which does not appear in our Budget. Let us take the agricultural loan first. This is given in two forms. Under the old rule it used to be given either to an individual or to a group or may be given either in cash or in the form of paddy. Under the new rule that has been framed for the purpose it is given to an individual. The amount that is given to an individual may vary, according to the security which the individual can give. Naturally such loans take a little time to be given. Enquiries have to be made before a loan is given. The S.D.O. is given the power to

sanction up to Rs. 750, the Collector is given the power up to Rs. 1,000 and the Commissioner up to Rs. 3,000. For more than that they have to approach the Government. Enquiry is made regarding the loanee as well as the type of securities that will be required from him. Besides this, under the new rules loan can be given in the form of distress loan. Loan can be given either in cash or in the form of paddy, provided we have got stock. If it is paddy, we give 45 maunds to an individual or 9 maunds per member of a group. The loan that he undertakes to repay would depend upon the value of the paddy and the value of the container for which he has got to sign a bond. In this case no enquiry is done. The loan is given to a group that will consist of between 8 to 12 people. The total amount given to a group is not more than Rs. 600. No individual in the group is given more than Rs. 50. There is no written application necessary. There is no stamp necessary to be paid. It is only in order to relieve the distress of the people that this particular loan will be given. Sometimes a second loan also may be given if the person who has taken the money has sufficient amount of security to pay the second loan. Besides, these loans bear interest at 6¼ per cent. They are repayable within a year or two years. The other loan, if it is in the form of paddy, also bears an interest of 6¼ per cent. It is given under the authority of certain officers, and these officers have the authority to suspend paying back of the loan in appropriate cases. The Collector has the right to remit the loan up to Rs. 25; the Commissioner has power to remit up to Rs. 200. The total amount of loan given under this head from 1st April 1958 to 23rd February, 1959 is Rs. 2,34,27,908. The second group of loan given under this head of distress by the Relief Department is 'Artisan's loan'. It is given ordinarily up to Rs. 100 per family. Artisan's loan is for the purpose of purchasing equipment and implements of cultivation. It is given up to Rs. 100 per family—may be Rs. 200 per family, on simple bond. Up to Rs. 60 loan is given on personal security; between Rs. 60 and Rs. 100 the security may be higher than this. Joint bond may be given up to Rs. 75 for three or more persons. The total amount of loan given between 1st April, 1958 and 23rd February, 1959 is Rs. 8,72,612. This artisan's loan is repayable in four years and bears an interest of 6¼ per cent.

The next type of loan is Cattle Purchase loan. The amount of loan given to one borrower is Rs. 300 and would be recoverable in three years, with interest at 6¼ per cent. But there are some restrictions regarding the persons to whom the loan is paid. If the cultivator has less than 3 acres or more than 10 acres of land, the loan is not given. Less than three acres, because if he has less than three acres he would not need to purchase cattle. It it is more than 10 acres, it must be assumed that he must have sufficient money to buy cattle. Also, the loan is not given to a person who has surplus stock of paddy or rice. Total amount paid under this head in 1957-58 is Rs. 27,71,804.

Fertilizer Loan: This also bears interest at 6¼ per cent. The maximum allowed is Rs. 100 for kharif, Rs. 300 for potatoes, Rs. 100 for wheat and barley, Rs. 300 for sugar-cane and Rs. 200 for tobacco cultivation. The total amount which was given in the year 1957-58 was Rs. 27,95,200. In the year 1958-59 it is Rs. 46,66,000.

In the Co-operative Department, land improvement loan is given for the purpose of construction of wells and tanks, for the purpose of preparing land for irrigation, for reclamation and drainage of land which is under water.

[3-40—3-50 p.m.]

In the year 1958-59 Rs. 62,160 was given. The Collectors are allowed to give up to Rs. 2,000 and the Commissioners up to Rs. 5,000. There are small loans given by the Local Self-Government Department to various municipalities and district boards. For the loans to municipalities, for watersupply, for construction of roads and drainage 2/3 is to be paid as grant and 1/3 is to be paid by the municipality. If the municipality, however, is not able to pay the 1/3 then the Government gives the loan to be paid back in some years' time. In 1947, 28 of the existing municipalities and during the current year or rather up to 1956-57, 10 more municipalities had arrangements for watersupply at a cost of 79 lakh of which India Government gave us a loan of Rs. 75 lakh, although the India Government gave us as loan we gave the money to the municipalities as grant. Up to 1956-57, 32 municipalities had got watersupply and 7 of them had sewerage and 20 were having watersupply. For the watersupply system the Government of India gave 75 lakhs,—55 lakh as grants and 20 lakh as loans. During the Second Five-Year Plan 5 more schemes have been executed regarding watersupply for which 51.74 lakh have been given of which 34.49 lakh were given as grant and 10.03 lakh as loans. Therefore the total amount of grant made to the municipalities for schemes which have already been executed is Rs. 89.75 lakh and before the Second Five-Year Plan is over we will have 12 further schemes including the schemes for Purulia and Balanagar for 65.55 lakh. Out of the money received from the Government of India under National Watersupply and Sanitation Scheme we will pay to the municipalities in the form of grant Rs. 110 lakh and the remaining as loans so that ultimately by the end of the second year the Government of West Bengal will give Rs. 1.99 lakh as grants for various types of watersupply schemes and sanitation and 85 lakh as loans to these bodies. Besides the above, in 1957-58 we had small loans given to Uttarpara, Howrah, etc. for small drainage, sewerage, conservancy to the extent of 6.32 lakh.

Besides loans for watersupply which I have just mentioned, we have got under the Urban National Watersupply Scheme a certain amount that is being given. Therefore, for the year 1959-60, the grants to the Calcutta Corporation would amount to Rs. 92 lakh 41 thousand and loans would amount to Rs. 70,14,000 for various purposes and for the other municipalities the grants would amount to Rs. 93 lakh and loans would amount to Rs. 23 lakh. These are the various loans that have been included under this scheme. Besides that, we have got loans given to various parties for various purposes which are all mentioned in the red book. We give loans to the West Bengal Provincial Co-operative Bank and Multi-purpose Societies, to the Central Co-operative Banks, etc. and we also give loans for aid to industries under various heads. We also give loans to engineering industries, loans to the Electricity Board and loans under the Low Income Group Housing Scheme. I need not dilate upon them—they are in this book and anybody can understand what they are meant for.

Sir, with these words I commend my motion for the acceptance of the House.

[**Mr. Speaker:** All the cut motion are taken as moved.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Janab Taher Hossain: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head 'Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমার নামে যে ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেটা আমি মিসলেনিয়স স্কীমএ পরে বলব—এখানে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে—মুখ্যমন্ত্রী শেষের দিকে যে কথা বললেন, লোনস টু দি স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বলে তার মধ্যে একটা আছে ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে সংবাদপত্রে কতগুলি খবর বেরিয়েছে, এবং কতগুলি খবর ভিতর থেকেও পেলাম যে, আমি এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জবাব চাই—এটা হল জে কে গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রীজ এবং বর্ধমানে যে অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী আছে, সেটা হচ্ছে লক্ষ্মীপৎ সিংহনীয়ার ব্যবসা। আমি আরো শুনলাম যে, এই কোম্পানিকে দুর্গাপুর থেকে ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করা হবে এই রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে—মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁদের সংগে বলে এই ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁরা ডি ভি সি থেকেও কিছু ইলেকট্রিসিটি কিনবেন—এভাবে সব ব্যবস্থা হয়েছে শুনলাম। যদি ঠিকভাবে ব্যবসা হত—অর্থাৎ আমি যা দাম পাই সেই দামেই দিচ্ছি—তাহলে নিশ্চয়ই আমার বলার কিছু থাকত না। কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে সেটা এই রকম—আমি একটা হিসাব পেলাম, সরকারের খরচ হবে ২ পয়সার উপর পার ইউনিট, কিন্তু ১ পয়সা করে জে কে ইন্ডাস্ট্রিজকে বিক্রি করবেন—এতে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে, প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা সরকারের প্রতি বৎসর ক্ষতি হবে। আমাদের স্টেট এক্সচেকার থেকে এইভাবে টাকা দেবার অনুমতি মুখ্যমন্ত্রীকে কে দিল?

[3-50—4 p.m.]

এতে আমরা হিসাব করে দেখেছি—প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা সরকারের প্রতি বৎসর ক্ষতি হয়। এখন আমাদের এই স্টেট এক্সচেকার থেকে এইভাবে টাকা দেবার অনুমতি কে দিলো? তিনি এই সব জিনিস সম্বন্ধে এখানে আলোচনা পর্যন্ত করলেন না। এই ধরনের নীতি আপনারা যদি গ্রহণ করেন, তাহলে বুঝতে হবে এর পিছনে একটা বিশেষ কোন কারণ আছে এবং সেই কারণটা আমাদের বলতে পারতেন, আমাদের অনুমতি নিতে পারতেন, আমাদের সংগে আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না, শুধু দিয়ে দিলেন। এখন যদি সিংহনীয়াদের এই রকম ভাবে সাহায্য করা হয় তাহলে আমাদের সন্দেহ হয় এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে। আমার মনে হয় এইভাবে স্টেট-এর ক্ষতি করে তিনি এই সমস্ত করেছেন। আমাদের মনে হয় হয়ত বিধানবাবু অন্য ব্যাপারের সংগে লিপ্ত আছেন, যেটা আমি না বলে পারছি না। হয়ত

তাঁদের সংগে এই রকম ব্যবস্থা হতে পারে যে তোমরা আমাদের ইলেকশন ফান্ড-এ টাকা দেবে।
[Disturbance & noise from Congress benches]

এত চেঁচামেচি হৈচৈ করবার কারণ কি, আমি বুঝতে পারছি না। আমি কোন অন্যায় কথা বলছি না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজে স্যার বীরেন মুখার্জি, স্যার লেসলি মার্টিন-এর কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, ও'র নামে চেক কেটে দিয়েছিলেন ২ লক্ষ, ২॥ লক্ষ টাকার। এই সমস্ত টাকা তিনি নিজে নেন, এর প্রমাণ রয়েছে, যার জন্য কোম্পানীর আইন পর্যন্ত পরিবর্তন করতে হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত কথা বলে কোন লাভ নেই। কোন রকম কনসিডারেশন যদি না থাকত তাহলে কেন এটা হল? আমার সটল্ পয়েন্ট এটা একবার উঠেছিল আপার হাউসে তখন তার সঠিক জবাব দেওয়া হয়নি বলে, আবার এটা তুলতে বাধ্য হলাম। আমরা শুনেছিলাম মন্ত্রী মহাশয় এই রকম বুঝিয়েছেন যে ইন্ডাস্ট্রী-কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য করছেন যার পরিবর্তে ও'রা আমাদের কিছু লোককে চাকরী দেবেন। কিন্তু এটা কি ঠিক হয়েছে যে কয়টা বাঙ্গালীকে ও'রা চাকরী দেবেন, কয়টা উদ্বাস্তুকে ও'রা চাকরী দেবেন? অবশ্য আমরা জানি এই রকম কতকগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত কোম্পানী আছে যাদের সরকার সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু এটা কি সেই পর্যায় পড়ে? আমি যতদূর জানি পড়ে না। যদি এটা হয়ও যে সিংহনীয়া কোম্পানী থেকে সরকার সাহায্য পাবেন এমপ্লয়মেন্ট-এর ব্যাপারে তাই ওদের টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোম্পানীর কতকগুলি ব্যাপারে আমরা দেখেছি—তাঁরা যথেষ্ট টাকা ব্যয় করছেন। ও'দের দুই লক্ষ টাকা মাইনে, ওয়েজ বিল দেওয়া হয়। ধরুন এইটা যদি হয়, তাহলে এটা কি? আমাদের স্টেট এক্সচেকার-এর ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি করে কেন এই রকম বিজনেস প্রোপোজিশন করা হয়? এই রকমভাবে আমাদের ক্ষতি করে একটা কোম্পানীকে সাহায্য করছেন। যাক, এ বিষয় আর আমার বেশী কিছু বলবার নেই।

আমি মনে করি আমাদের অ্যাসেমব্লী চলাকালে আমরা এর একটা সঠিক জবাব চাই। আর আমাদের মন্ত্রী মহাশয়রা এমন সব বলেন যেগুলি আমরা অনেক সময় বুঝতেই পারি না। এটা অত্যন্ত ঘোরতর অন্যায় বলে আমি মনে করি। অতএব অপোজিশন-এর কনফিডেন্স নিয়ে সরকার বলুন যে আমরা এই এই করেছি, তারপর আমাদের যদি বক্তব্য থাকে বলবো। কিন্তু আমি আমাদের সন্দেহটা প্রকাশ করে রাখছি যে নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে, তা না হলে বেছে বেছে সিংহানীয়া কোম্পানীকে সাহায্য করা হল কেন? ও'রা কি মুখ্যমন্ত্রীকে ব্ল্যাকমেইল করেছেন? যদি উনি ব্ল্যাকমেইল্ড হয়ে থাকেন তাহলে সেটা স্পষ্ট করে আমাদের বলুন? ও'রা কি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলেছেন যে আমাকে যদি ইলেকট্রিসিটি না দাও, তাহলে আমি এখানে ব্যবসা করবো না। এই রকম যদি কিছু তাঁরা করে থাকেন তাহলে আমরা তবু বুঝতে পারি। ব্ল্যাকমেইল বলে যদি এই রকম অবস্থা হয় তাহলে আমরা কিছু তাদের ঘুষ দিতে পারি; তা না হলে আমরা কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছি না। সেই জন্য আমি আপনার মারফৎ মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলছি উনি যখন জবাব দেবেন তখন তিনি যেন সুস্পষ্ট ভাবে বলেন সরকার যে টাকা দিচ্ছেন, তাতে কত কস্ট পড়বে, কত প্রোডাকশন বাড়বে, বা কত ক্ষতি হচ্ছে বা হচ্ছে না। আমি আশা করি এই সমস্তের জবাব তিনি দেবেন।

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের এই সরকারী বিবিধ খাতে ধারটার দেওয়ার ব্যাপারে এই বাজেট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার সময়, আর এখানে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শোনবার সময়, একটা কথা শুনলাম, এবং শুনতেই মনে পড়ল আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয়। আজ চাষীদের ধারট'র দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা চাষের সুবিধা পায় এবং তার জন্য তাদের দরখাস্ত করতে হচ্ছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে চাই, আমি যেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, সেই রাউত ইউনিয়ন বোর্ড থেকে ৬০খানা দরখাস্ত আমার কাছে পাঠায়। আমি সেগুলি রেকমেন্ড ক'রে নিজ হাতে এস ডি ও-র কাছে পোঁছে দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আজ ছয় মাস হয়ে গেল, চাষীরা ছয় পয়সাও পায় নি। জানিয়ে দেওয়া হয় নি যে, তারা পাচ্ছিবল কিনা? শোনা যায়, এইরকম রাউতা থানার মাঝে সেখানকার স্থানীয় এক ভদ্রলোক কথায় কথায় ডাঃ রায়ের কথা কোট করেন। যেমন একজন পাঠশালার পণ্ডিতমহাশয় কোটেশন কাট করতেন। তিনি বলতেন, ফিলাডেলফিয়া মহাশয় বলেছেন, সদা সত্য কথা বলিবে, আর

নিউ ইয়র্ক মহাশয় বলেছেন, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ এবং সাম সিন্‌হারয় হচ্ছে এক সুন্দর দেশ। এই ভদ্রলোক, তিনি বারবার বলেন, ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তিনি আমাকে বলেছেন, আমি সব দিচ্ছি, ওদের সবাইকে ব'লে দাও ইত্যাদি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি সেটা বিশ্বাস করেন?

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

আমি সেটা বিশ্বাস না করলেও, 'ফলেন পরিচয়েৎ'। তাই ত' দেখছি পঞ্চাশ ষাটখানা দরখাস্ত গেল চাষীদের কাছ থেকে, কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত একটি পয়সাও পায় নি, বোধহয় তাদের অপরাধ আমি সেই দরখাস্তকে পাঠিয়েছিলাম। দ্বিতীয় কথা, কো-অপারেটিভএ ধারটার দেবার কথা হচ্ছে, এবং এই নিয়ে আপার হাউসে কিছু আলোচনাও হয়েছে. সেটা হচ্ছে এই চিনি করবার কল বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা নিয়ে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল এবং ভারত-সরকার এখনও মনে করেন যে, বাংলাদেশে চারটা চিনির কল হবার সুযোগ আছে এবং তা হওয়া উচিত। এখানেও একটা গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। সেটা হচ্ছে তিনটি কলসি সম্বন্ধে—একটা ফাটা, একটা ফুটো, আর একটার তলাই ছিল না। আমাদের বাংলাদেশে একটা চিনির কলে মোট ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে, অথচ সেখান থেকে এক ফোঁটা চিনিও পাওয়া যায় না। তারপর দেখুন, আর একটা চিনির কলের ব্যাপার। বেল-ডাঙ্গায় একটা চিনির কলে হাজার দশেক মজুর কাজ করত এবং তার সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয়, আরও ১০।১২ হাজার শ্রমিক তাদের সঙ্গে কাজ ক'রে পেট ভরাত। সেই কোম্পানির অবস্থা খারাপ হ'ল, তাদের তদবির করবার কেউ নেই। সুতরাং তার যন্ত্রপাতি বোম্বে চ'লে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে হাইকোর্ট ডিক্রিতে তার জিনিসপত্র সব নিলাম হচ্ছে—তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে মামলা-মোকদ্দমা ফাঁসিয়েছে। আমাদের দেশের বাঙ্গালী একজন ব্যবসায়ী, ডাঃ রায় হয়ত বলবেন, আই হ্যাভ বিন ব্রীফ্‌ড বাই দ্যাট ট্রেডার অফ ক্যাপিটালিস্ট। সুতরাং তাঁকে আমি জানিয়ে রাখি তাঁর সঙ্গে আমার অত্যন্ত জবরদস্তি মামলা চলছে, তৎসত্ত্বেও আমি জানি সেই ভদ্রলোক ২৭ লাখ টাকা দিয়ে এই চিনির কলটি নিতে চেয়েছিলেন এবং তিনি এই কথা বলেন যে, যদি আরও ২৩ লাখ টাকা অ্যাজ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাবে সংস্থান হয়, তা হ'লে তিনি ঐ মিলটা চালাতে পারেন। এই ২৩ লক্ষ টাকাটা আপনারা অনায়াসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনএর মারফত দিতে পারতেন। কারণ, সরকারের রেকমেন্ডেশন না থাকলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন টাকা দেন না। এই ২৩ লক্ষ টাকা সরকার কি ডাঃ রায় দিতে পারতেন না, তা বিশ্বাস হয় না। কারণ আমদপুরে দেখা গিয়েছে তাঁরা দু' হাতে বহু টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু এখানে সরকার টাকা খরচ করতে চাচ্ছেন না। আমি এখানে অন্যায় কথা বলতে চাই না এবং এখানকার কর্মচারীর সঙ্গে প্লুকোনেট কোম্পানির কি সম্পর্ক আছে তাও জানি না। কিন্তু আমি জানি বাংলাদেশে একজন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী, তিনি ২৭ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে রাজী হলেন এবং হাইকোর্টে দেড় লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ ২৩ লাখ টাকা সংস্থান হয় নি। অথচ দেখা যায়, বোম্বের একজন ব্যবসায়ী ঐ চিনির কলের যন্ত্রপাতি ডিসম্যান্টেল ক'রে ২১ লক্ষ টাকা তার দাম দিয়ে সেগুলি বোম্বে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন। যন্ত্রপাতি ডিসম্যান্টেল করতে তাঁর খরচ লাগবে এবং সেগুলি বোম্বে নিয়ে যেতেও তাঁর খরচ লাগবে: এইসব খরচ ক'রেও তিনি মনে করেন, এই চিনির কলের কারখানা বোম্বেতে চালু ক'রে তাঁর লাভ হবে। এর পিছনের ইতিহাস হচ্ছে কোন একটি সাহেব নামধারী কোম্পানি, তাঁরা নাকি পশ্চিম বাংলার সরকারকে অ্যাডভাইস করেন যে, বেলডাঙ্গার চিনির কলের যন্ত্রপাতিগুলি অত্যন্ত পুরানো হয়ে গিয়েছে, তাতে আর কাজ চলতে পারে না। তাঁরা নিজেরা কিনবেন না, সেইজন্য এইরকম অভিমত দিতে তাঁদের আটকায় নি।

[4-4—10 p.m.]

এই বেলডাঙ্গা চিনির কলের যন্ত্রপাতিগুলি অত্যন্ত পুরানো, ওতে আর কাজ চলবে না। তাঁরা নিজেরা কিনবেন না সুতরাং এইরকম ধরনের অভিমত দিতে তাঁদের আটকায় নি। কিন্তু ভারত-সরকারের দুইজন বিশেষজ্ঞ, তাঁর একজন বাঙ্গালী, আর একজন অবাঙ্গালী, এই দুইজন

লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, এই বেলডাঙ্গার চিনির কলে আরও বহুদিন ধ'রে কাজ হ'তে পারে। কোন এক্সপার্ট দেখানো হয় নি। পশ্চিম বাংলা সরকারের মত যদি গ্রামের চাষীরা কো-অপারেটিভ ক'রে এই ৫০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করতে পারে অথবা তাঁরা ধারও দিতে পারেন কিছু, তা হ'লেই এই কলটা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া যায় এবং সরকারও যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু কো-অপারেটিভ আইনে নেই কোথাও যে, চাষীরা কো-অপারেটিভ করলে যারা নন-এগ্রিকালচারিস্ট, তারা সেই কো-অপারেটিভএর মেম্বার হয়ে শেয়ার কিনতে পারে। সুতরাং এটা হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রে যাকে বলা হয় গগনানন্দে গর্জন, আকাশে পদ্মফুল দেখা অর্থাৎ আকাশকুসুম। এই জিনিসটা হচ্ছে তাই, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। বোম্বাইএর কলওয়ালারা ২১ লক্ষ টাকায় এইসব ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে যাচ্ছে, তারা না হয় বোকা, কিন্তু এর সঙ্গে কয়েক হাজার একর জমি এবং বাড়িগুলি পড়ে থাকছে। বাংলাদেশে কলটা রাখবার জন্য ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা এখনও সম্ভব হ'ত তা হ'লে ১০।১৫ হাজার লোকের চাকরি হ'ত, মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থা হয়তো অন্যরকম হ'ত। এই হচ্ছে সরকারের শিল্প-নীতি, যে শিল্পনীতির মাধ্যমে দরাজ হাতে টাকা দেওয়া হয়। পরবর্তী কথা আসে, এর আগেও আমি বাজেটের সাধারণ আলোচনায় বলেছিলাম স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডএর কথা। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডএর কথা বলবার আগে আমার হাতে একটি প্রবন্ধ এসে পড়েছিল সায়েন্স কংগ্রেসের, ১৯৫৭ সালে, তাতে ডাক্তার রায় সভাপতি ছিলেন, আর আমাদের অজয়-বাবু ছিলেন, তাঁর নামটা না করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তেড়ে উঠবেন, তিনি বোধহয় দেখেন নি যে, আমিও গিয়েছিলাম সায়েন্স কংগ্রেসের এই ইলেকট্রিসিটি বোর্ডএর একজন অফিসার অবশ্য তিনি মোটেই ভাল অফিসার নন, তাঁর সম্বন্ধে পরে বলছি, তিনি একটা প্রবন্ধ লিখে এখানে আটমিক পাওয়ার স্টেশন স্থাপন করবার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করাতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানসমাজকে এবং নিশ্চয়ই পশ্চিম বাংলার সরকারকেও, আমি জানতে চাই যে, আটমিক পাওয়ার স্টেশন সম্বন্ধেও সেই প্রবন্ধের পর পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কোন রকমের কোন চেষ্টা-চরিত্র করেছেন কিনা। প্রবন্ধটা ছিল, পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, লেখক ছিলেন এ কে ভৌমিক। এত গেল একটি কথা। ভারত-সরকারের একটি রিপোর্ট সম্প্রতি দেখে আমাদের দুঃখিত হয়ে লাভ কিছু নেই, কেননা শোক দুঃখের অতীত হয়ে গিয়েছি আমরা তা হ'লেও বোঝা গেল যে, অবস্থাটা কি। রিপোর্টটা হচ্ছে স্টেট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানসএ রিভিউ অফ প্রগ্রেস, তার ৬৮ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে পশ্চিম বাংলার কীর্তিকাহিনী, পাওয়ার প্রোজেক্ট, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার বরাদ্দ আছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, ১৯৫৮-৫৯ সালে এতে লেখা আছে, রিপোর্টটা ছাপা হয়েছে মে মাসের ১৯৫৮ সালে, তাতে আমরা বেশ আন্দাজ করতে পারি যে, ৩০ লক্ষ টাকার মত খরচা হয়েছে। টোট্যাল ১ কোটি কি সওয়া কোটি বা তার চেয়ে ২।৪ লক্ষ টাকা বেশি। তা হ'লে যদি ৫ কোটি টাকার মধ্যে এই কয়েক বৎসরে সোয়া কোটি টাকা ব্যয় হয়ে থাকে তা হ'লে আর দুই বৎসরে না হয় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে তা হ'লে ৫ কোটি টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকাও ব্যয় হবে না। না হবার কারণ কি সে সম্বন্ধে ২-১টি কাগজ আমি এখানে পড়ব। প্রথম কিস্তি হচ্ছে যে, খুঁজেপেতে যত বাতিল বৃদ্ধ কর্মচারীকে বসানো হয়েছে, বাংলাদেশে ইঞ্জিনীয়ারএর অভাব নেই, কিছুদিন আগে লিখিত স্টেটসম্যান পত্রিকায় একজন ভদ্রলোক সম্পাদকীয় কলমে লিখিত চিঠিতে অনেক সংখ্যা দিয়েছিলেন যে, এই দেশে ইঞ্জিনীয়াররা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই তো অবস্থা কিন্তু খুঁজে খুঁজে যত রিটায়ার্ড লোকদের আনা হয়েছে। আমার একটি অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের কথা জানা আছে। তিনি কোন চাকরি দিতে গেলেই জিজ্ঞাসা করেন বয়স কত। যদি শোনেন ৬০এর নিচে তা হ'লে আর চাকরি দেন না। যদি তাঁর এক চক্ষু কানা হয়, তা হ'লে ৫ টাকা মাইনে বেশি, যদি তিনি বাতে অচল হন তা হ'লে আরও ১০ টাকা মাইনে বেশি। তার কারণ হচ্ছে, এই রকমের কর্মচারী হ'লে আর তারা কোনদিন ইউনিয়নও করবে না। কোন দাবি-দাওয়াও করবে না, আর এই মালিক যা বলবে তাই করবে কারণ আর কোন গতিক নেই। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারও খুঁজে খুঁজে ঠিক এইরকম রত্ন বের করেন, যথা কয়েকটি উদাহরণ বলছি। এস এন বোস, এক ভদ্রলোক আছেন ৭০ বৎসর বয়স, তিনি সিলেকশন কমিটির মেম্বার, ভয়ানক উৎসাহী লোক, তিনি রোজ যান এবং গেলে পরেই ৩০ টাকা ক'রে মজুরি পান।

তিনি যদি ১০ দিন যান তা হ'লে ১০ দিনের জন্য মোট ৩০০ টাকা পাবেন। তিনি বুদ্ধিমান লোক—২৬ দিনই যান এবং দৈনিক ৩০ টাকা ক'রে পান—তাঁর বয়স ৭০ বৎসর। এস কে মজুমদার, বয়স ৬০ বৎসর, সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান। তিনিও দৈনিক ৩০ টাকা ক'রে পান। এস কে সেন, বয়স ৬০ বছর, হাজার দেড়েক ক'রে মাইনে পান। এ বি ঘোষ, তাঁরও বয়স ৬০এর কাছাকাছি ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার, এ ধরনের লোক, সবার উপরে যিনি চূড়ামণি হয়ে ব'সে আছেন, ডাঃ দত্ত, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, এই ভদ্রলোকের কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি নাই। পশ্চিমবঙ্গের স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডএর যে চীফ ইঞ্জিনীয়ার, তাঁর কোন ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী নাই। তাঁর হওয়া উচিত কি? ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এবং সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং এ দুটোতেই ডিগ্রী থাকা দরকার। তিনি অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সএ এম এস-সি, ম্যাঞ্চেস্টার থেকে এমন এক ডিগ্রী পেলেন, যার সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিংএর কোন সম্পর্ক নাই। তারপর সেখান থেকে যে ডিগ্রী পেলেন। তাঁর থিসিস ছিল আমাদের পশ্চিম বাংলায় ইলেকট্রিসিটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে রিপোর্ট। আমি নাম করব না। আমাদের বাংলাদেশে একজন নামকরা মহিলা আছেন তিনি যে ডক্টরেট পেয়েছিলেন সেটা হ'ল পূজা সেরিমনিস অব বেঙ্গল --বাংলাদেশের ঘেঁটুপূজা, শীতলাপূজা—এইসব বিবরণী দিয়ে তিনি ডক্টরেট পেয়েছিলেন—ইনি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ইলেকট্রিসিটির রিপোর্ট দিলেন, মন্দ লোক বলে থিসিসটাও তাঁর লেখা নয়, থিসিসএর যে বিষয়বস্তু, তাও নাকি অন্য লোক তাঁকে বুঝিয়েছিলেন—তদানীন্তন কোন উপরিওয়ালা নামটা পরে বলা যাবে—এই ভদ্রলোককে যখন চাকরি দেওয়ার কথা হয় তখন যাঁরা ওঁর নির্বাচনী কমিটিতে ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক্সপার্ট বলতে একজন ছিলেন তিনি ডি ভি সি-র মিঃ গোস্বামী--তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বলেছিলেন এইরকম লোককে বাংলাদেশের বৈদ্যুতীকরণের কর্ণধার করলে পর সর্বনাশ হয়ে যাবে, আর একজন ছিলেন অধ্যাপক গুহ—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিমল সিংহ মহাশয় এখানে আছেন কিনা জানি না, তিনি খবরাখবর রাখেন, কেননা তিনিও বোর্ডে কিছুদিন ছিলেন। এই ভদ্রলোককে প্রথম চাকরিতে নেওয়া হ'ল অস্থায়ীভাবে, দ্বিতীয় কিস্তিতে চাকরিতে নেওয়া হ'ল, অস্থায়ী চাকরিতে তিন বছরের জন্য এক্সটেনশন দিয়ে। তারপর মাঝে একটা রোগ হয়েছিল নিদারুণ, লোকে বলে টি বি, হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে ট্রেনিং নেবার জন্য তিনি ছুটি পেয়ে গেলেন, তার সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিংএর কোন সম্পর্ক নাই--এরকম একজন চূড়ামণি হিসাবে বসে আছেন বাংলাদেশের স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডএ। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে, পশ্চিম বাংলার একজন ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ার, কনস্ট্রাকশন বিভাগের রিপোর্ট প'ড়ে শোনাচ্ছি, রিপোর্টএর তারিখ হচ্ছে ৩১-১-৫৯- বেশিদিনের কথা নয়, গত জানুয়ারি মাসের, তাতে তিনি বলেছেন প্রগ্রেস অন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক। বাংলাদেশের একজন সুপারভাইজার পাওয়া গেল না কনস্ট্রাকশনএ, এ ধরনের রিপোর্ট দিয়ে তিনি বলেছেন, আমার দ্বারা কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না অন্তত একজন ক্লার্ক, আর একজন মিস্ত্রি পাঠান। আর একজন এরকম রিপোর্ট পাঠালেন, আমি ডাঃ রায়কে অনুরোধ করছি, যাঁদের রিপোর্ট পড়ছি তাঁরা আমায় দেন নি, তাঁদের চাকরিটা খাবেন না--আর একজন

"J. K. Roy, divisional engineer, তিনি লিখেছেন on 30th January 1959, it has already been ascertained that for want of qualified supervisors Midnapur and Salboni works of high tension, the line between Midnapur and Salboni and also for skilled workers the progress of construction work is very slow and the outturn is miserably poor. It may be appreciated that if we are to pay workers during the idle period considering the flow of outturn. I am afraid that the actual cost of work will be more than"

আবার ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে বি সি গুহ ব'লে একজন লিখছেন—

"Under statutory order we have no right to lay off the workers. The unusual stand taken by you in violation of the order has indeed placed me in an awful corner. Scarcity of skilled men has repeatedly been placed before the administration and the deterioration in progress has also been pointed out to the Administrator. In the absence of Engineering Asst. surely the situation could have been tackled by the Asst. Engineer".

[4-10—4-20 p.m.]

শ্রমিকদের কাজ নাই। ওদের কাজ নাই ব'লে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কার গরু কে জাব দেয়! এই অবস্থা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কাজে চলছে। তারপরে অন্তত ভিতরকার কাহিনীতে আসুন। আমি আগের দিন বলেছি ঐ পানাগড় স্ক্যান্ডালএর কথা। ১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাব নাই—এই ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের। তার আগে জি বসু অ্যান্ড কোম্পানি যে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্টে একটা রিমার্ক আছে, তা শুনিয়ে দিই—তা হ'লে আপনারা 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' শুনে ধন্য হবেন। এ'রা পশ্চিম বাংলা সরকারের টাকা নিয়েছেন, আর পশ্চিম বাংলা সরকার উৎফুল্লভাবে বহালতবিয়তে খোসমেজাজে টাকা দিয়েছেন, কিন্তু তার হিসাব দেখেন না। তার কারণও সুপরিজ্ঞাত। সর্বপ্রথম হ'ল এই যে যাদের চাকরি দেওয়া হয়, তাদের মামার জোর দেখে চাকরি দেওয়া হয়। কোন ভাগ্যবান মামা, ততোধিক ভাগ্যবান ভাগনে তারাই চাকরি পায়। . মার্টিন বার্ন কেম্পানিতে নূতন চাকরি খুঁজে নিয়েছে পরে ভাল চাকরি পেয়ে ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। নমটা করলাম না। এই রকম গ্রামতুতো মামা, পাড়াতুতো মামা হ'লেও কাজ হয়। আর শালা হ'লে তো কথাই নেই। অনিল ভৌমিক ব'লে ভদ্রলোক স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়েছেন। কলিকাতা ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সঙ্গে জড়িত। সেখানে স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট হ'তে হ'লে ইঞ্জিনীয়ার হ'তে হয়। কিন্তু এই স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট হলেন নন-ম্যাট্রিক। নিয়ম ছিল ম্যাট্রিকুলেট হ'তে হবে। কিন্তু এর জন্য আইনটা বদলানো হ'ল—ম্যাট্রিকুলেশন স্ট্যান্ডার্ড হ'লেই হবে। এরকম সার্টিফিকেট পাওয়া যে ম্যাট্রিকুলেশন স্ট্যান্ডার্ড তার মানে কিছুই নয়। যেমন, সাধু ভাল, সন্ন্যাসী ভাল, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী ভয়ানক চীজ। ম্যাট্রিকুলেশন স্ট্যান্ডার্ড মানে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত এই ভদ্রলোক সেই ম্যাট্রিকুলেশন স্ট্যান্ডার্ড—কোন এক্সপিরিয়েন্স নাই। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনএর সাব-স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট কাঙ্গী একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার। আর পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সেইরকম সুপারিন্টেন্ডেন্ট করলেন ঐ লোককে। সময়ে টর্চলাইট জেবলে দেখতে হয় ইলেকট্রিসিটি চলছে কিনা। কেননা, সাব-স্টেশনএর ওয়ার্কিং সম্বন্ধে 'লে ম্যান'এর যে কান্ডজ্ঞান আছে সে কান্ডজ্ঞানেরও তাঁর অভাব। ভোল্টেজ কি ক'রে বাড়ে বা কমে তা জানেন না, 'ভগবানের মার দুনিয়ার বার'—এই তাঁদের বক্তব্য। সেখানে আর একজন ভদ্রলোক আছেন—নাম বলছি না—স্যার বীরেন মিত্রের ভাগনে—তিনি দরখাস্ত করেছিলেন, দরখাস্তে লেখা ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদ চান। কিন্তু তৎকালীন যিনি চীফ ইঞ্জিনীয়ার, তিনি দেখলেন স্যার বীরেনকে তুষ্ট করা চাই, অবশ্য এতে স্যার বীরেনের হাত আছে তা বলছি না—কিন্তু তৎকালীন যে ইঞ্জিনীয়ার তিনি নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিসনাল ইঞ্জিনীয়ার সে ভদ্রলোক অবশ্য চ'লে গেছেন, সেখান থেকে আর এক জায়গায়—আরও ভাল চাকরি পেয়েছেন। পাওয়ারই কথা, না পাওয়াই আশ্চর্যের কথা। তারপর এ কে গাঙ্গুলী ব'লে আর এক ভদ্রলোক—তিনি পাড়াতুতো ভাই—তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার হলেন, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী নাই। যতদূর জানি তিনি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। তিনিই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার হলেন। বাংলাদেশে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ার যেন নাই। এই ধরনের লোক রিক্রুট করা হয়। তারপরে সুপারঅ্যানুয়েটেড যত লোক—চমৎকার গোলে হরিবোল, হরিনাম যজ্ঞ চমৎকার চ'লে যাচ্ছে। এই হ'ল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কাজ। আবার শুনুন, শিলিগুড়িতে আর কল্যাণীতে এবং বর্ধমানে—তিন জায়গায় রাজসিক কারবার হচ্ছে। শিলিগুড়ির কারবার শেষ হয়েছে, এখন যজ্ঞের যা শেষ তাই খেতে হবে। জলঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই যেটা জলঢাকায় ওখানে কিন্তু সেখান থেকে ৮০ মাইল দূরে অফিসারদের কোয়ার্টার কলিকাতায় হ'লে এই ৮০ মাইল দূরে হ'লে কেউ কাজেই যাবেন না। ৮০ মাইল দূরে থেকে রোজ চাকরিতে যাওয়া—এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ার-ইন-চার্জ অফিসের ধারে কাছে হ'লে নাকি কত সুবিধা হয়। এখন তাঁরা তো চ'লে আসবেন। কাজ শেষ হয়ে এসেছে। তারপরে কি হবে? সেই কোয়ার্টারগুলোর কি হবে? সেগুলো কি ভাড়া দেবেন, না ভাঙবেন?

নর্থ এরিয়ার হেডকোয়ার্টার কল্যাণীতে হয়েছে। কল্যাণী সম্বন্ধে একটা সেন্টিমেন্টএর ব্যাপার ডাঃ রায়ের আছে। সেখানে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কারবার না ক'রে অন্যকে সেই জমিগুলো বিনা পয়সায় বিলিয়ে দিলে কিছু কাজ হ'ত, বাড়িগুলোয় লোককে অমনি থাকতে

দিলেও লোক থাকতে পারত। সেখানে এই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করার কি প্রয়োজন? সেখানে এবং বর্ধমানে একটা রাজসিক ব্যাপারে ১৪ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। কল্যাণীর কথায় মনে হচ্ছে যখন কংগ্রেস হয়েছিল সেই সময়ের ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের পাওনা ছিল। কল্যাণী কংগ্রেসের সে টাকা শোধ করা হয়েছে কিনা জানাবেন।

আর একটা মজার কথা আছে। একটা এনকোয়ারি হয়েছিল এবং এনকোয়ারি হবার সময় দেখা গেল যে একটা কান টানার সংগে সংগে বহু মাথা এসে গেল, অতএব কানও বাঁচাতে হবে, মাথাও বাঁচাতে হবে। সেজন্য ছোটখাট কিছু কিছু প্যাচওয়ার্ক হ'ল এবং কিছু কিছু কাজ পালটানো হ'ল। এবং কোম্পানিকে ভার দেওয়া হ'ল কি ক'রে কাজ চালাবেন। তার মধ্যে এ কে সরকার ব'লে এক ভদ্রলোক সেই এনকোয়ারির সময় এসে গেলেন—হিসাবনিকাশে তাঁর বহু গলদ রয়েছে। বহু মালের হিসাব ঠিক নাই। তাঁকে বলা হ'ল হিসাবটা ক্লিয়ার আপ ক'রে দিন। আমার সন্দেহ আজ ১৯৫৯ সালের ২রা মার্চ তারিখ পর্যন্ত সেই এ কে সরকার হিসাব ক্লিয়ার আপ করেছেন কিনা এবং না করলে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে কিনা।

আর এক ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে অনেক চার্জ ছিল। সে ভদ্রলোককে চাকরি ছেড়ে চ'লে যেতে দেওয়া হ'ল—বিনা ঝামেলায় তাঁকে চাকরি ছেড়ে যেতে দেওয়া হ'ল। তাঁর নাম এন ডি মজুমদার। সে ভদ্রলোক ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ডাঃ রায় কি জানেন যে, অ্যান্টি-কারপশন ডিপার্টমেন্টের কাছে ডাঃ দত্তর সম্বন্ধে কেস করা হচ্ছে? ডাঃ দত্ত সম্বন্ধে বলছি যেন খোঁজ নেন। আগেকার ভৌমিক এবং বর্তমানে দত্ত-মজুমদার দু'জনে হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা ৮।১০।১২ লাখ টাকা তছরুপ করেছেন বা তার হিসাব পাওয়া যায় নি। এই ভদ্রলোক ইঞ্জিনীয়ার ডিগ্রী হোল্ডার নন, অথচ সায়েন্স কংগ্রেসের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের প্রেসিডেন্ট হলেন। সেই ভদ্রলোক সম্বন্ধেও একটু সাবধান হউন এবং এই কান্ডকারখানা বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

[4-20—4-30 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ঋণ খাতে যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি ডাঃ রায় এখানে উপস্থিত করেছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সম্বন্ধে আমাদের বিরোধীপক্ষের নেতা জ্যোতিবাবু এবং পঞ্চাননবাবু বিস্তৃতভাবে ব'লে গেছেন। আমি এই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডএর ওয়ার্কিং সম্বন্ধে ডিটেল কিছু বলতে চাই না, কিন্তু এ বিষয়ে ডাঃ রায়ের কাছ থেকে সরকারী নীতি হিসাবে কিছু জানতে চাই। প্রথম হচ্ছে, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ১৯৫৫ সালে গঠিত হয় এবং আমার যতদূর মনে আছে এই বোর্ড গঠিত হবার পর আমরা বোধহয় ১৯৫৬-৫৭ সালে এই বোর্ডের একটা বাজেট এস্টিমেট পাই। এই বাজেট এস্টিমেট সম্বন্ধে আলোচনা করার দাবি ডাঃ রায়ের কাছে করা হ'লে তিনি বলেছিলেন যে, একদিন আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিগত ৪ বছরের মধ্যে এই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সম্বন্ধে বহু গলদ কাগজে বেরিয়েছে, বিধানসভায় আমাদের পক্ষ থেকে বহু কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কোন বাজেট আমাদের সামনে তারপর থেকে উপস্থিত করা হয় না—আলোচনা করার প্রশ্ন দূরের কথা। এই ঋণ খাতে যে টাকা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পক্ষ থেকে ধার দেওয়া হয় এই সম্পর্কে যখন আলোচনা আসে তখন কয়েক মিনিট হয়ত স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সম্বন্ধে কিছু বলবার সুযোগ পাই, কিন্তু তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। আমি ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করছি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় যে, এ বিষয়ে সরকারী নীতিটা কি—বোর্ড আমরা জানি স্ট্যাটুটরি বডি—এটায় ধার দেওয়া হচ্ছে তার হিসেব আমাদের জানবার অধিকার আছে কিনা এবং তার বাজেট আমরা আলোচনা করতে পারি কিনা? অর্থাৎ যদি না পারি তা হ'লে এতখানি টাকা আমরা ধার দেব কেন সে সম্পর্কে সরকারী নীতি জানতে চাই।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, লো ইনকাম গ্রুপ হাউসিং স্কীমে যে টাকা ধার দেওয়া হয় সে টাকা ধার দেওয়া সম্বন্ধে সরকারের গাফিলতির কথা আমরা শুনেছি। সরকারপক্ষ থেকে এই

ব্যাপারে পাবলিসিটি দিয়ে বলা হ'ল যে, লো ইনকাম গ্রুপ লোকেদের সরকারী অর্থসাহায্য করা হবে বাড়ি তৈরি করার জন্য। আমার মনে হয় এ সম্পর্কে সরকারী নীতিটা ভালভাবে জনসাধারণকে জানিয়ে দিলে এই লো ইনকাম গ্রুপের যাঁরা আছেন তাঁরা প্রাথমিক খরচের হাত থেকে রেহাই পান। তাঁদের যেমন একটা নিয়ম আছে প্রাথমিক দরখাস্ত করতে হবে। এই লো ইনকাম গ্রুপ লোকদের শুধু একটা দরখাস্ত করতে গেলেই প্রায় ৪০।৫০ টাকা খরচ হয়, কিন্তু দেখা গেছে যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় বা অনেক ক্ষেত্রে যে টাকা চাওয়া হয়, সেই টাকা তারা পায় না। সেজন্য আমি বলব, যে টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয় সেই টাকা যদি লো ইনকাম গ্রুপকে ঠিকমত দেওয়া হয় তা হ'লে এই হয়রানি থেকে তারা বাঁচতে পারে ব'লে আমি মনে করি।

তৃতীয় কথা হচ্ছে যে, লোনস টু দি আর্টিজানস—অর্থাৎ ছোট ছোট দর্জিদের যে ঋণ দেওয়া হয় সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, তাদের এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু তার পরিমাণ অত্যন্ত কম। অর্থাৎ তাদের ঋণ দেওয়া না দেওয়া সমান। কারণ একজন দর্জিকে যদি ২০০।২৫০ টাকা দেওয়া যায় তা হ'লে সে কিছু করতে পারে, কিন্তু তাকে যদি ৪০।৫০ টাকা দেওয়া হয় তা হ'লে তাতে তার কিছুই হবে না। কাজেই এই ঋণের পরিমাণ যাতে বাড়ানো হয় সে বিষয়ে সরকার দৃষ্টি দেবেন ব'লে আমি মনে করি।

আমার চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে যে, লোনস আন্ডার দি ন্যাশনাল ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটারি স্কীম সম্পর্কে। আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় তা সরকারের জানা সত্ত্বেও সেদিকে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে ব'লে মনে হয় না।

বিশেষত হাওড়া এবং হুগলি মিউনিসিপ্যালিটিগুলির জলসরবরাহের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ, বেশির ভাগ মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে ছোট লোট হ্যান্ড টিউবওয়েল দ্বারা ওয়াটার সাপ্লাইএর কোন সিস্টেম নেই। কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটিতে ৪০।৫০।৬০ বছর আগেকার যে ওল্ড মেথড ছিল সেই ব্যবস্থা এখনও চালু আছে যদিও জনসংখ্যা বোধ হয় ৫ থেকে ৬ গুণ বেড়ে গেছে। যেমন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কথা ধরা যেতে পারে—সেখানে ১৮৮০ সালে জল সরবরাহের যে বন্দোবস্ত ছিল অর্থাৎ ৪০ লক্ষ গ্যালন যখন সেখানে লোক ছিল ১ লক্ষ, আর এখন ৫ লক্ষ লোক সেখানে হয়েছে—এখনও সেই ৪০ লক্ষ গ্যালন জল সাপ্লাই করা হয়, এক গ্যালনও বাড়ে নি। সেখানকার পাইপের অবস্থা এমন জীর্ণ হয়েছে যে, যে-কোন পাইপ ফেটে জলসরবরাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বানচাল হয়ে যেতে পারে এবং ৫ লক্ষ লোক সেখানে একটা বিপদের সম্মুখীন হ'তে পারে। সেদিক থেকে বিবেচনা ক'রে জরুরিভাবে সরকারের পক্ষ থেকে জলসরবরাহের বন্দোবস্ত করা উচিত কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সেরকম কোন স্কীম আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নি। আমরা শুনেছিলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে জলসরবরাহের বন্দোবস্ত করার জন্য ঋণ দেওয়া হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এরকম ধরনের একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করবেন। আমি ডাঃ রায়ের কাছে জানতে চাই যে, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি বন্দোবস্ত করেছেন এবং হাওড়া, বালি, উত্তরপাড়া ইত্যাদি ছোটখাট মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে জলসরবরাহের কি বন্দোবস্ত সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে সে কথাটাও আমি ডাঃ রায়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের আলোচনার প্রথমে আমার বিদ্যুৎ সম্পর্কে কিছু কথা বলবার আছে। এতদিন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করছিলেন। যেদিন থেকে ডি ভি, সি হ'ল—ডি ভি সি হবার পর, ডি ভি সি পারমিশন পেয়েছিলেন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় এবং তার জন্য তাঁরা কোন বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করবেন না স্থির করলেন। এর পর যেসমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সেখানে অগ্রণী হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ভার নিলেন, এমনকি ডিজেল সেট বসাবার জন্য তাঁরা স্থির করলেন। এর ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে, ডি ভি সি থেকে যে মূল সরবরাহ হচ্ছে তাতে তার উপর চাপ পড়ছে এবং এই অবস্থাতে ডি ভি সি-র পাওয়ার যেভাবে সরবরাহ হচ্ছে তাতে তার সাপ্লাই কমে যেতে বাধ্য হচ্ছে—তার কারণ মূল চাপ তার উপর পড়ছে এবং এইভাবে কমে যাওয়ার ফলে আজকে

বিশেষ ক'রে নাগরিক জীবনে সাধারণ মানুষের যে ইলেকট্রিকের প্রয়োজন আছে সেক্ষেত্রে সেগুলিকে নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে বন্ধ রাখবার চেষ্টা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এর ফলে নতুন নতুন যে শিল্পায়ন হবার অবস্থা আছে সেটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে যেহেতু বিদ্যুৎ সরবরাহ কম হচ্ছে। যখন স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তৈরি হ'ল ১৯৫৫ সালের মে মাসে তখন আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম যে, সেই বোর্ড তৈরির পেছনে সত্যিকারের কোন আন্তরিকতা ছিল না, বিশেষ ক'রে এই বোর্ড যখন তৈরি হয়, তখন আমরা দেখতে পেলাম যে, এর ৮ জন সদস্যই পার্ট-টাইমার। পার্ট-টাইম লোক দিয়ে কোন সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় না।

[4-30—4-50 p.m.]

৫ জন হচ্ছেন হাই অফিসিয়াল, যেমন ডেভেলপমেন্ট কমিশনার, যেমন কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সেক্রেটারি আছেন—এরকম কয়েকজন অফিসার আছেন। সেজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার এবং কয়েকজন নন্-অফিসিয়াল এই বোর্ডের মধ্যে যার সভাপতি স্যার ডি এন মিটার—বোর্ডের পক্ষে এটা মস্তবড় সহায়তা এবং এর প্রয়োজনীয়তাও উপেক্ষণীয় নয়। সেজন্য আমি বলতে চাই, যখন বোর্ড তৈরি করা হয়েছিল তখনই এই বোর্ডের কর্মশক্তি কতখানি হতে পারে সেটা ভেবে নেওয়া উচিত ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য যেসমস্ত প্রদেশে এরকম স্ট্যাটুটরি বডি আছে তার মধ্যে পার্ট টাইমার নেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। সেসমস্ত জায়গায় যারা সম্পূর্ণভাবে কাজ করতে পারবেন তাঁদেরই নিয়োগ করা হয়েছে। সেজন্য আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, যদি করতেই হয় তাহলে এমন করতে হবে যে যিনি চেয়ারম্যান হবেন, তিনি অন্তত স্যার ডি এন মিটার-এর মতো লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, বা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মতো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে লিপ্ত থাকবেন না এবং বোর্ডের কাজে সম্পূর্ণভাবে টাইম দিতে পারবেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিশেষ করে ডেভেলপমেন্ট কমিশনার অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মচারী এবং কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সেক্রেটারি, এবং ফিনান্স বিভাগের লোক—এ'রা যদি থাকেন তাহলে এই অবস্থা দাঁড়াবে যে, তাঁরা বর্তমানে উন্নয়নের যুগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যস্ততার মধ্যে তাঁদের নিজেদের বিভাগীয় কাজকর্ম করবেন, না স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড-এর কাজ করতে পারবেন। সেজন্য আমাদের কথা হচ্ছে, বোর্ড সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজা দরকার। এবং আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার-এর বোর্ডে থাকা দরকার এবং তিনি তিনিই সভাপতি হবেন যাতে করে তিনি সবটা জিনিস, কর্মপন্থা এবং প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। তারপর, বোর্ডের এ্যাডমিনিস্ট্রেসন-এর ব্যাপারে যেসমস্ত গলদ আছে সেগুলি দূর করা প্রয়োজন। এই এ্যাসেমব্লিতে এটার বহুবার আলোচনা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনরকম পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। প্রথমতঃ, বোর্ডের শাসনিক ব্যবস্থা মাথাভারী তো বটেই, তাছাড়াও যেসমস্ত প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা, কর্মকুশলতা কার্য পরিচালনার পক্ষে অপরিহার্য তা এই বোর্ডের কর্তৃপক্ষের নাই। বোর্ডের সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি এবং একগাদা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তো আছেনই তার উপর, একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নেওয়া হয়েছে, একাউনট্যান্টস অফিসার থাকা সত্ত্বেও ফিনান্স অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং ফিনান্স অফিসার এ'রা দুজনই হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। এতে করে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বোর্ডের কাজের জন্য এ'দের নেওয়া হয় নি—সেবার জন্যই এ'দের নেওয়া হয়েছে এবং খুব সম্ভবতঃ এ'রা উচ্চ পর্যায়ের কারুর না কারুর আশ্রিত। এই অবস্থায় কোনক্রমেই বোর্ডের কাজ ভালভাবে চলতে পারে না। তারপর, এ'দের যোগ্যতা দেখুন, বোর্ডের সদস্য এবং যিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার এবং তিনি সরকারেরও চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার তাঁর এই পোস্টএ থাকার মতো কোন বিদ্যা নাই। তাঁর ডিজাইন করার ক্ষমতা, বা

operation and maintenance of steam-electric power station.

করার ক্ষমতা নাই, এবং ডিসট্রিবিউসন-এর ব্যাপারে ও তাঁর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই—সুপারিন-টেনডিং ইঞ্জিনিয়ারও তথৈবচ। এরকম সব মারাত্মক অভিযোগ আছে—কিন্তু এই বিষয়ে সরকারের কোন জবাব নাই। আমি সরকারকে প্রশ্ন করছি—বোর্ডের কাজ ভালভাবে হউক এটা তাঁরা চান, না, পাবলিক সেকটর, প্রাইভেট সেকটর-এর কাছে খেলো হউক—এটা চান। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়নের পথে এভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এটাকে

আমি দেশদ্রোহিতা বলেই আখ্যা দিতে পারি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বলতে চাই বোর্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি চলছে। যাঁরা নিম্নপদস্থ কর্মচারী—যাঁরা দিনরাত খাটছেন এবং যাঁদের প্রমোশন পাওয়া উচিত—যাদের কাজ করবার সুযোগ দেওয়া উচিত—তাঁদের সমস্ত পথ বন্ধ করা হচ্ছে এবং উপরের কয়েকজন কর্মচারী অফিসার বসে আছেন, তাঁরা পরিষ্কারভাবে দুর্নীতির চক্র তৈরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন। পঞ্চাননবাবু এখানে যাঁদের নাম করেছেন তাঁরা একইভাবে টাকা লুঠ করছেন। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব, তাঁদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ও সম্পত্তির বিবরণ নেওয়া হোক। আমি এখানে কয়েকজন অফিসারের নাম করছি, তাঁর মধ্যে একজনকে ডাঃ রায় সরকার হুকুম দিয়েছেন—শ্রী ভৌমিক, তিনি ৭ লক্ষ টাকার বেশি, শ্রী বি এন দত্ত, ৬ লক্ষ টাকার বেশি, শ্রী শীল ২ লক্ষ ৫ হাজার, শ্রী এ কে সরকার ২ লক্ষ ৫ হাজার, শ্রী মিত্র প্রায় ৩০ হাজার, শ্রী পি সি গুহ একটা নতুন গাড়ী, এবং প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও শ্রী এ কে ভৌমিক যিনি চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার—তাঁর একটা ফার্ম আছে—কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও অনেক জিনিস এখান থেকে কেনা হয়েছে—মাঝেরআট স্টোরএ যদি তদন্ত করা হয় এগুলি পাওয়া যাবে। জাল বিল সাবমিট করে, জাল পার্টি ঠিক করে মাস্টার রোল তৈরি করে টাকা চুরি করা হয়েছে। ডাঃ দত্তকে যাঁর কোন অভিজ্ঞতা নাই—যেকথা পঞ্চাননবাবু বলেছেন—শ্রী বি এন দত্ত প্রভৃতিকে সেখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং শ্রী এ কে সরকার যারও কোনরকম পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই তাঁকে অডিটর করে রেখে দেওয়া হয়েছে। তারপর রিক্রুটমেন্ট-এর ব্যাপারে শ্রী বি বি চৌধুরী, ঐ ডিপার্টমেন্ট-এর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট, যাঁকে unqualified, inexperienced and unsuitable বলে বলা হয়েছে ডিপার্টমেন্ট থেকে, শ্রী ভৌমিক, ডাক্তার দত্ত, শ্রী পি সি গুহ, শ্রী বি এন দত্ত, শ্রী চৌধুরী, শ্রী এ কে সরকার এদের কিভাবে নিয়োগ করা হয় এবং সেসম্পর্কে কয়েকটা কথা পঞ্চাননবাবু বলেছেন—আমি আর তাঁদের কথা বলছি না। আমি অন্য কয়েকজনের কথা বলছি শ্রী এ কে গাঙ্গুলী, ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট—ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যাপারে তার কোন ডিগ্রি নাই। তারপর, শ্রী বি সি চৌধুরী, যাঁকে ফোরম্যান বলে রিক্রুট করা হয়েছে তাঁরও কোন কোয়ালিফিকেশন ছিল না—শ্রীরমাপদ ভৌমিক—তাঁরও কোন কোয়ালিফিকেশন আছে বলে জানি না—শ্রী এ কে ভৌমিকও তাই। তারপর, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের কথা পঞ্চাননবাবু বলেছেন—আমি তাঁর সম্বন্ধে বলতে চাই, তিনি হচ্ছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী ডি এন মিটারএর ভাগ্নে। এইসমস্ত ব্যাপার ডক্তার রায় তদন্ত করার ব্যবস্থা করুন। ডিপার্টমেন্টাল হেডদের অপরাধের শাস্তি ব্যবস্থা করবেন বলে আমি আশা করি। আমাদের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে আজ যখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে শিল্পায়নের প্রচেষ্টা চলছে তখন এইভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে আজ পরিষ্কারভাবে জাল জুয়াচুরি, বাটপারি ও চক্রান্ত চলেছে, এবং এই চক্রান্তের মূল কথা হচ্ছে, পাবলিক সেকটরকে প্রাইভেট সেকটরএর কাছে হেয় করে তোলা এবং দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা। মিঃ স্পীকার, স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, সোদপুরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ১৯৫৭এ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু সেখানকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা টাকার অভাবে ফেলে রাখা হয়েছে যার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের অসুবিধার অন্ত নাই—এবং ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্টএর বিধান লঙ্ঘন করে আসার পর কেন ফেলে রাখা হয়েছে। স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিজের ইচ্ছামত কনেকসনএর ব্যবস্থা করেন, অর্ডার অফ প্রায়রিটি কিছুই মানেন না—তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

[4-40—4-50 p.m.]

Janab Elias Razi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ইলেকট্রিসিটি বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর থেকে যদি আমরা তার বাজেট দেখি তাহলে বলা যায় যে, এটা একটা ডেভেলপিং অর্গানিজেশন। ১৯৫৬-৫৭ সালে এর বাজেট এসটিমেট ছিল ৬১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে এর বাজেট ৮৫ লক্ষ টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে ১ কোটি ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, ১৯৫৯-৬০ সালে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। কাজেই আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেক বছর এর পরিমাণটা বেড়েই যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালের যে বাজেট সেই বাজেটে লোনে যে টাকা নেওয়া হয়, তার উপর ইনটারেস্ট দিতে গিয়ে দেখান হয়েছে যে এটা একটা ঘাটতি বাজেট। ১৯৫৯-৬০ সালের যে

বাজেট তাতে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৭ শত টাকা লোনের উপর ইনটারেস্ট দেখান হয়েছে ৩৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং দেখিয়ে এটাকে ঘাটতি বাজেট দেখান হয়েছে—অতএব ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬ শত টাকা ডেফিসিট দেখান হয়েছে। অথচ কথা ছিল যে গভর্নমেন্ট অফ সন্ডিয়া যে লোন দিয়েছে প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত তারা কোন ইনটারেস্ট নেবেন না। কাজেই যেখানে লোনের উপর ইনটারেস্ট নেওয়ার কথা নয় সেখানে কেন ইনটারেস্ট দেখান হয়েছে সেটা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জানাবেন। তারপর এর অ্যাডমিনিসট্রেশনএর যা খরচ—পে অফ অফিসারস প্রভৃতি নিয়ে ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫ শত টাকা এবং পে অব এসটাব্লিসমেন্টএর মধ্যে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। যদি এই হিসাব আমরা দেখি তাহলে আমরা লক্ষ্য করব যে প্রত্যেক দুজন লোকের জন্য ১ জন করে অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। ঠিক সেইরকম অপারেশনএর বেলায় অফিসারদের জন্য খরচ করা হয় ১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা এবং পে অব এসট্যাবলিসমেন্টএর জন্য খরচ করা হয় ১৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক ১০ জন ওয়ার্ক ম্যানএর জন্য ১ জন অফিসার নিযুক্ত করা হয়। এইসব তথ্য থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে এটা একটা টপ হেভি অর্গানিজেশন বা টপ লেভেলএ যারা কাজ করেন সেইসব অফিসারদের জন্য বেশি খরচ করা হয়, যারা নীচের লেভেলএ কাজ করেন তাদের জন্য অল্প টাকা খরচ করা হয়। যেরকম নাকি বেসিক ওয়েজের মধ্যে আমরা দেখতে পাই হাইয়েস্ট পে ১৮ শো টাকা এবং লোয়েস্ট পে একজনে পান ২০ টাকা। কাজেই ডিফারেন্সটা প্রায় ৯০ গুণ। কিন্তু ২০ টাকা দিয়ে আজকের দিনে কোন-রকমে একটা লোকের পক্ষে সংসার চালান সম্ভবপর নয় একথা সকলেই জানেন। তারপর, মিনিমাম ওয়েজের বেলায় দেখতে পাই যে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড যে ওয়েজ স্কেল দেয় সেটা হল ৫৭ টাকা কিন্তু ক্যালকাটা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই যে ওয়েজ স্কেল দেয় সেটা হল ৯৫ টাকা। এখানে একটা বিরাট পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। কাজেই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডএর এই পার্থক্য সত্বর দূর করার জন্য আমরা দাবী করছি। আর ওয়ার্কমেনএর ইমিডিয়েট ডিম্যান্ড হল যে তাদের হাউস অ্যালাউন্স কোনরকম দেওয়া হয় না, তারা কোন মেডিক্যাল বেনিফিট পায় না, তাদের কোন সার্ভিস রুল নেই, এবং তাদের পে ব্যাপারেও ডিরেকটরেটের সঙ্গে যে পার্থক্য আছে তা দূর করার জন্য দাবী করছি।

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং অর্থ নিয়ে কিভাবে স্বজনপোষণ দুর্নীতি চলান হয় তার যখন উদাহরণ দিচ্ছিলেন তখন আমি ভাবছিলাম এই সরকারের কাছ থেকে দেশের সাধারণ মানুষ কি আশা করতে পারে। মনোরঞ্জনবাবু যে দিকের কথা বলেছেন আমি অপর দিকের কথা বলতে চাই। যেখানে জনসাধারণের প্রশ্ন বাংলা-দেশকে বাঁচাবার প্রশ্ন সেখানে কিরকম মনোভাব গ্রহণ করা হয়, কিরকম উপেক্ষা করা হয় যেটাকে অপরাধ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সেইটাই আজকে আমি দেখাব। স্পীকার মহাশয়, আজকে আপনি জানেন, বাংলাদেশের খাদ্যসংকট আজ অত্যন্ত সংগীণ অবস্থা। এতে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। এই সমস্যার সমাধান যদি করতে হয় তাহলে কিভাবে খাদ্য উৎপাদন বাড়ান যায়, কি করে কৃষককে উৎসাহিত করা যায় এটাকে ফার্স্ট প্রায়রিটি দেওয়া উচিত ছিল এবং যখন বাংলাদেশের খাদ্যসংকট স্থায়ী হয়েছে তখন গভর্নমেন্ট সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল কিভাবে খাদ্য উৎপাদন বাড়ান যায়। খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে ভূমি সংস্কার প্রয়োজন সে আলোচনা আজ আমি করব না। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে গেলে একান্ত প্রয়োজন যেটা সেটা হচ্ছে অভাবের সময় কৃষক সার পাবে কিনা, সাহায্য পাবে কিনা—এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের সরকারের কোন অনুভূতি সে দিকে আসেনি বরং উল্টোই হয়েছে। আপনি জানেন স্পীকার মহাশয় গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের কৃষকের অবস্থা কত শোচনীয় হয়েছে এবং এটাও জানেন যে বাংলাদেশে এমন কৃষক পরিবার খুব কমই আছে—শতকরা ২।৪টির বেশি হবে না যাদের ঋণের দরকার হবে না এবং এও জানেন যে সরকারের ঋণের ব্যবস্থা না থাকার ফলে লোককে মহাজনের কাছে, ব্যবসাদারের কাছে হাত পাততে হয়, দাদন নিতে হয়, কম দরে আগাম ফসল বিক্রি করতে হয়। গত কয়েক বছর জমি বিক্রি গ্রামে ব্যাপকভাবে হয়েছে। স্পীকার মহাশয় আপনি আপনার নিজের এলাকায় গেলেও এ জিনিস দেখতে পাবেন যে কিভাবে জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সরকারের উচিত ছিল এগিয়ে এসে কৃষকদের সাহায্য করা, অভাবের সময় ঋণ দেওয়া। কি ঋণ দেওয়া হয়েছে? প্রথমেই দেখা যাক কো-অপারেটিভএর কথা।

আপনি জানেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কো-অপারেটিভ খুব বিস্তৃত হয়নি। ২।৪টি যে বাড়েনি তা নয় কিন্তু তেমন কিছু বাড়েনি। কিন্তু কো-অপারেটিভ এর মারফৎ কতটুকু ঋণ দেওয়া হয়। সেখানেও দেখা যাবে বাংলাদেশের সরকার তার বাজেটে যা বরাদ্দ করেছিলেন সেই বরাদ্দ অনুসারে দেখা যায় যে বিভিন্ন কো-অপারেটিভ যেমন—কৃষি কো-অপারেটিভ, ঋণদান কো-অপারেটিভ, অন্যান্য কো-অপারেটিভ এবং মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ মিলে সরকার বাজেটে ঠিক করেছেন যে ৭৫ লক্ষ টাকার শেয়ার তাঁরা কিনবেন। কার্যতঃ রিভাইজড বাজেট করা হোল ২১ লক্ষ। কিন্তু কাজ কতটুকু হয়েছে তা বিধানবাবু বললেন না যে বাংলাদেশের কো-অপারেটিভএর কতটুকু শেয়ার গভর্নমেন্ট নিয়েছেন। এবারের বরাদ্দ গত বারের চেয়ে কম করা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে কো-অপারেটিভ কতটুকু লোন পায়। আমরা জানি গত খাদ্য আন্দোলনের সময় বিধানবাবু আমাদের বলেছিলেন যে ৩ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কএর কাছ থেকে। কিন্তু আমি সরকারের একটা বই পড়েছিলাম, তাতে তাঁরা বলেছেন যে এ বছরে তাঁরা আড়াই কোটি টাকা দিতে পারবেন, এর বেশি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কার্যতঃ কতটুকু পাওয়া গিয়েছে? গত বছরে ২ কোটি টাকার কিছু কম পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবারে কতটুকু পাওয়া গিয়েছে? যতই হউক না কেন, দেখা গিয়েছে যে ২ কোটি থেকে আড়াই কোটির বেশি কো-অপারেটিভকে দেওয়া হয়নি, আশ্চর্যের কথা যে কো-অপারেটিভ আপনারা বাড়াবেন কিন্তু সেই কো-অপারেটিভএর ন্যায্য লোন পাওয়ার জন্য বনগাঁতে হরতাল করতে হয় ডিমনসট্রেসন করতে হয়। যেহেতু আপনাদের কথামত কালনা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কাটোয়ার সঙ্গে একত্রিত হোল না, তাদের রাস্তাঘাটের যোগাযোগ নেই সেইহেতু তাদের লোন পর্যন্ত আপনারা দিলেন না। কো-অপারেটিভ করে লোন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এই তো হোল কো-অপারেটিভএর ক্ষেত্র। এইজন্য আজকে প্রশ্ন হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট থেকে সোজাসুজি ডিরেকলি যেটাকে গ্রুফ লোন বলে সেটা দেওয়া প্রয়োজন। আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব- ভারত সরকার থেকে যে কৃষি প্রতিনিধিদল চীনে গিয়েছেন তারা ফিরে এসে কি রিপোর্ট দিয়েছেন? আজ তো বড় বড় করে চীনের কথা বলা হচ্ছে। সরকারের মন্ত্রীরা অস্বীকার করতে পারছে না যে সরকার থেকে ডিরেকটলি লোন দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে বাংলা সরকার কি করেছেন? বিধানবাবু কতগুলো ফিরিস্তি দিলেন যে ১৮৬৮ কি ১৮৮৮ সালের আইন তার এত ধারা ইত্যাদি—যেন কত কিছু হয়ে গেছে এই তো হচ্ছে কো-অপারেটিভএর ক্ষেত্র।

[4-50—5 p.m.]

সেইজন্য প্রশ্ন হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট থেকে ডিরেক্টলি যাকে গ্রুপলোন বলে তা দেওয়া প্রয়োজন। আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো ভারত সরকার থেকে যে কৃষি প্রতিনিধিদল চীনে গিয়েছিলেন তারা ফিরে এসে কি রিপোর্ট দিয়েছেন। আজও বড় বড় চীনের কথা বলা হচ্ছে, সরকারের মন্ত্রীরা অস্বীকার করতে পারছেন না কিন্তু সেখানেও একটি কথা বলেছেন যে সরকার থেকে ডিরেক্টলি লোন দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে বাংলার গভর্নমেন্ট কি করেছেন, বিধানবাবু খুব কতকগুলি ফিরিস্তি দিলেন যে ১৮৮৮ সালের যে আইন, তার এত ধারা, অত ধারা, অমুক, তমুক, যেন মনে হল কত সাংঘাতিক কি হয়েছে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহাশয় ১৯৫৭-৫৮ সালে গ্রুপ লোন দেওয়া হয়েছিল ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা কিন্তু আপনি জানেন গত বৎসরে প্রবল আন্দোলনের চাপে, এমন কি বিধানবাবু রাজী হয়েছিলেন তিন কোটি টাকা দেবেন, শেষ পর্যন্ত বরাদ্দ করেছেন আড়াই কোটি টাকা রিভাইজড বাজেটএ এবং কার্যত দিয়েছেন মাত্র ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এবারে বরাদ্দ করছেন মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা, এই দিয়ে বাংলার কৃষির উন্নতি হবে। শুধু তাই নয় এই ঋণ বিলির ব্যাপারে যে দুর্নীতি আছে, দলতুষ্টি আছে, এ সকলে জানেন বলে লাভ নেই। একমাত্র গ্রামাঞ্চলে যেখানে কৃষকরা দলবদ্ধ হয়ে আদায় করতে পেরেছে, সেখানে তবু কিছুটা বিলি হয়েছে, আর না হয় দুর্নীতিতে ভরা হয়েছে এও আমরা জানি। আবার দেখা যাচ্ছে এই সামান্য লোন আদায়ের জন্য জুলুমের পর জুলুম চলছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে কোচবিহারে ফ্লাডের সময় যে লোন দেওয়া হয়েছিল সেই লোন আদায় করার জন্য আজ সার্টিফিকেট জারি করা হচ্ছে, চাপ দেওয়া হচ্ছে। মেদিনীপুরের মত জায়গাতে যেখানে ফসল নষ্ট হয়েছে সেখানে ক্রোক করা হচ্ছে এই ত অবস্থা দেখা যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আর একটি কথা বলবো কারণ আমার সময় বিশেষ নেই। ঋণের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে আপনি আশা

করতে পারেন, স্পীকার মহাশয়, যদি কো-অপারেটিভ লোন বাড়ান না হয়, যদি সরকার থেকে ডাইরেকটলি গ্রুপ লোন বেশি না বাড়ান হয়, অন্তত দুইটি মিলিয়ে ১০ কোটি দেন, ৫ কোটি ৫ কোটি, এও যদি না দেন, বাংলার কৃষকের যেখানে দরকার ৬০ কোটি টাকার মত, সেখানে এও যদি না দেন তাহলে কি কৃষির উন্নতি হবে? কৃষির উন্নতি এখানে বসে হবে না, কৃষির উন্নতি করতে হলে মাঠে যেতে হবে, লোককে সাহায্য করতে হবে। আমি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ফারটিলাইজার সম্বন্ধে একটি কথা বলবো, আপনি জানেন কৃষকের সার ব্যবহার করার একটা আগ্রহ বাড়ছে। সরকারের সেখানে সাহায্য করা দরকার। সিন্দ্রিতে সেখানে সারের কারখানা হয়েছে কিন্তু চাষী কতটুকু পাচ্ছে? সেখানে, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন মাননীয় আর আমেদ সাহেব স্বীকার করেছেন যে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার কমিয়ে দিয়েছেন সারের সরবরাহ, কিন্তু যা দেওয়া হয়েছিল তাও কি দিয়েছেন? এবারে শোনা যাচ্ছে আরো নাকি কমিয়ে দেবেন। উনি অস্বীকার করেছেন প্রশ্ন উত্তরে। তাতে শুধু অঙ্কের হিসাবটা বলছি, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা এই খাতে দিয়েছিলেন ধার হিসাবে; ১৯৫৮-৫৯ সালে বরাদ্দ হয়েছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সার হিসাবে ধার কিন্তু কার্যতঃ রিভাইজড বাজেটএ হল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা কিন্তু কত দেওয়া হয়েছে সেটা বিধানবাবু বললেন না এ্যাকচুয়ালস কত। আর ১৯৫৯-৬০ সালের যে বাজেট করা হচ্ছে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ এবং গতবারের চেয়ে অনেক কম ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ১৯৫৭-৫৮ সালে তা থেকে কমে হচ্ছে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা মাত্র সার খাতে আর বাংলার গভর্নমেন্ট ৫০ লক্ষ টাকা দেবেন বলেছিলেন গতবারে, ৪৬ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন, এবার বলছেন ৫০ লক্ষ টাকা। দুই মিললেও ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার বেশি সারের জন্য হয় না। এতে দেখা যাচ্ছে দুই বৎসরের মধ্যে সার দেবার ধার কমেছে। শুধু তাই নয়, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, জানেন যে সিন্দ্রিতে সার তৈরি হচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, সেই সার গত বৎসরের আগে পর্যন্ত সরকার নিজে কৃষি বিভাগ মারফত বিলি করেছে, আর গত বৎসর থেকে কি করা হয়েছে র‍্যালি ব্রাদার্স, শাও ওয়ালেস, তালুকদার কোম্পানি, এইসমস্ত বড় বড় কোম্পানিকে এজেন্সি দেওয়া হয়েছে। সরকারের সার, রাষ্ট্রায়ত্বের পাবলিক সেকটরএর সার সেটা চাষীকে ডাইরেকটলি না দিয়ে মাঝে এজেন্সি সৃষ্টি করা হল, তাদের কমিশন দেওয়া হল এবং আপনি জানেন, গ্রামে ঘুরলেই জানতে পাবেন, সাত্তার সাহেব বসে আছেন, তিনিও জানেন, গতবারে মণ্ডেশ্বরে ঐ সার ব্ল্যাক মারকেটএ ৫২ টাকায় বিক্রি হয়েছে। একে সার সরবরাহ কম, তার উপর এজেন্সি দেওয়া হচ্ছে, তার উপর চুরি হচ্ছে, এই যদি হয় তাহলে বাংলা দেশে কৃষির উন্নতি হতে পারে না। মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমি এখানে বলতে চাই যে, এইভাবে যদি চলে, তাহলে বাংলাদেশ আজ খাদ্যের ব্যাপারে অত্যন্ত চরম অবস্থার মাঝখানে এসেছে, এবং প্রত্যেক বৎসর খাদ্যসঙ্কট শুধু স্থায়ী নয় গভীরতর হচ্ছে, এ বৎসর বৈশাখ মাস আসেনি এখনই যে খাদ্যসঙ্কট তা বৎসরের শেষে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে। অতএব আজকে সমস্ত চেষ্টা করা দরকার যাতে কি করে কৃষির উৎপাদন বাড়ান যায়। তার জন্য আজকে যেমন ভূমির প্রয়োজন আছে, তেমনি তাকে সেচ দিয়ে সাহায্য করুন, সার দিয়ে সাহায্য করুন, ঋণ দিয়ে সাহায্য করুন। সার এবং ঋণ আপনি দান করে দিচ্ছেন না ঋণ দেবেন। ঋণ দেবার টাকা কি আপনাদের জোটে না? এ বৎসরও কলিকাতা ট্রাম কোম্পানিকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দিচ্ছেন, এবং জ্যোতিবাবু বলেছেন যে, ঐ জে কে নগর সেখানে আপনি ২৫ হাজার টাকা লোকসান করে দিচ্ছেন আর কৃষকের বেলায় হাত কেন উঠে না?

স্যার, আমি কোন উত্তেজিত হয়ে বলছি না। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা কোথায় যাচ্ছে; কোন রসাতলে যাচ্ছে? একে টেনে তোলা হবে কিনা? অন্ততঃ চেষ্টা হবে কিনা? আমার ভরসা নাই এই সরকারকে দিয়ে, পুরোটা হতে পারে না কিন্তু কিছুটা তো হতে পারে। কিছু যদি মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকে, বাংলাদেশের খাদ্যসঙ্কটের সমাধান করার যদি এতটুকু ইচ্ছা থাকে, আগ্রহ থাকে তাহলে এই জমিদার পুঁজিপতি সরকার যতটা করতে পারতেন তাও করবেন না। আমি শেষ করবো আর এককথাটা বলে। আমাদের বিধানবাবু বড় বক্তৃতা দেন মডেল ভিলেজ, আদর্শ গ্রাম, বলি কতগুলি হয়েছে?

আমরা জানি কলকাতার পাশে নদীর গর্ভে একটি আদর্শ গ্রাম হয়েছে বিজয় নগর, কত ঢাকঢোল পিটান হল, টি টি কৃষ্ণমাচারী এলেন, রাতারাতি কৃষ্ণমাচারী চলে গেলো—আজ আর তার চিহ্নও

দেখতে পাবেন না। তবুও এরা গর্ব করেন এটাই হয়েছে। স্পীকার মহাশয় যাবেন সেখানে দেখবেন সেটা কি আদর্শ গ্রাম মনে হবে না নেড়া মনে হবে। শুধু তাই নয় গরীব চাষীদের জমি নেওয়া হল তাদের দাম পর্যন্ত দেওয়া হল না। অন্য জায়গার অবস্থা আরও খারাপ। শুধু আমি দেখাচ্ছি কি বরাদ্দ করা হয়েছে—১৯৫৭-৫৮ সালে ১ কোটি ২০ লক্ষ ছিল—৯১ লক্ষ টাকা রিভাইজড বাজেটে হল—গত বছর রিভাইজড বাজেট ৪৫ লক্ষ টাকা ছিল, এবার ১৯ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ বেশির ভাগ আদর্শ গ্রামের গোড়াপত্তন হয় নাই। এ জিনিস বুঝা দরকার আছে, এটার ব্যবস্থা কিছু করা হোক এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, the first question that has been raised by my friend Sj. Jyoti Basu I shall deal with first and in raising it he has brought in the Electricity Board. Let me tell my friend that the arrangement with the J. K. Industries has not been through the Electricity Board but it has been done through the Government because the Thermal Station at Durgapur is still under the control of the Government. Sir, he has read into this particular arrangement various things and he has made some suggestion—indirect or direct—that it might have been actuated by some ulterior motive so far as the Governments concerned. Sir, the fact is that Mr. Singhania had applied to the Licensing Board for taking away his factory to other States on the plea that other States were giving better facilities. My Secretary of the Industries Department, who is a member of the Licensing Board, was asked by the Board to find out if this Government would be prepared to give them the same facilities as other States would do so far as the rate for current consumption was concerned. In that case, they would refuse permission to take the industry away from this State. Sir, when the matter was brought before me, I enquired and found that Madras had offered Rs. 110 per killowat per year. I may mention that the rate at which consumption of current is charged depends greatly upon the total number of hours for which current is used in course of the day and the rates vary greatly. Now, Madras had offered Rs. 110 per K.W. per year, Hirakud had offered for the first ten years Rs. 120 and for the next ten years Rs. 130 and the Rihand Dam people had offered Rs. 110. I did not agree to give him current unless he paid Rs. 150 per K.W. for the first two years, then Rs. 130 and after the fourth year the rate will come down to the same level as offered by other States. So, I do not think I have done badly and, I think, it is to our credit that we could influence this man to keep his industry here which will employ a large number of people of this State. Therefore, my friend Sj. Jyoti Basu is entirely out of court so far as this particular question is concerned. (Sj. Jyoti Basu: What would be the loss to the exchequer—that was what I was interested in?) The other thing that he has mentioned is that the current is to be given from the D.V.C. The fact is—probably he does not know—that as regards the thermal plant, we have got only one set—we have not got any reserve set as stand-by.

[5—5-10 p.m.]

Therefore we have agreed with the D.V.C. to interchange our current so that if there be any defect or stoppage in one line it will be supplied by the other line. The rate which we have quoted for that particular type of current consumption, viz., 21 hours out of 24 or even more, is just what we would charge any other person. I just wanted to say that for the same type of current consumption the other States were giving a lower figure.

Sj. Jyoti Basu: What is the loss to the Exchequer?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is difficult to give it because the second thermal plant has not started, but I think there will be no loss so far as this particular current consumption is concerned.

The next item is—somebody said that there are some old men working in the Electricity Board. If to be old is a crime, I am a criminal and therefore I should go out of the whole show. The whole point is—my friends have not realised—that the Electricity Board works under the Electricity Supply Act, 1948, which is a Central Act. It empowers the Board to appoint Secretary and other officers and servants as may be required to enable the Board to carry out the functions under the Act. We have no say in the matter so far as staff is concerned except that the appointment of the Secretary shall be subject to the approval of the State Government. There is one provision here—there shall be submitted to the State Government a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue receipts and expenditure and that would be submitted to the Government and the Government would then, after looking into it, place it before the Legislature. That is the provision under the Act. They have given me that report. I am sorry the Government has not been able to put its mind to it but as soon as the Government has seen it, it will be placed before the Legislature for discussion.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Will there be discussion here?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The provision of the Act is that the State Government shall as soon as it is in receipt of the statement cause it to be laid on the table of the State Legislature and the said statement should be open to discussion therein but shall not be subject to vote. The Board shall take into consideration any comment made on the said statement by the Legislature.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: We have not got the report.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: This is the first report that I have got. I have not given it to you. How can you get it?

The next point is with regard to the grant that is provided for in the Five-Year Plan for the Electricity Board. The original amount was 6.20 crores but due to a later decision of the Planning Commission this was reduced to 4.56 crores. Therefore, we have to satisfy ourselves with 4.56 crores. We have already spent 2.03 crores including the budget estimate of this year. They wanted to have more because of the scheme in the North of West Bengal, viz., Jaldhaka project. I do not know much about the details of that project but they have been looked into by the Central Power Board. I hope to get from them such terms as they consider necessary because the money is paid by the Central Government under the loan scheme. As regards low income group housing scheme, the total amount that has been provided for five years is Rs. 2 crores 85 lakhs up to 31st August, 1957. As a result of our advertisement we have received schemes upto Rs. 2 crores 7 lakhs. It is not that those men have applied without knowing where to apply and how to apply. The notification was issued and as I said up to 31st August, 1957, Rs. 2 crores 7 lakhs worth of schemes have come before the Government and altogether 3,405 houses have been either completed or about to be completed which, at the rate of Rs. 8,000, would amount to Rs. 2 crores and odd so that really speaking we have utilised this money. I may mention here also that a later decision of the Government has come before us only recently, probably three days ago, that they have at our request considered the question of housing schemes for the middle classes. As you know, under the low income group housing scheme, only those persons are considered whose income is less than Rs. 6000 a year or Rs. 500 a month. The Government of India will pay Rs. 8,000 provided the loanee is prepared to spend Rs. 2,000 of the Rs. 10,000 scheme.

The new scheme for the middle income group is a scheme for Rs. 25,000. It will apply to those whose income is between Rs. 6,000 and Rs. 12,000 a year that is Rs. 500 to Rs. 1,000 a month. Of course the men who will take the loan will have to give a guarantee for proper payment. This, I hope, will relieve to a great extent the need of housing for the middle class employees. Of the Rs. 25,000 they will give about 80 per cent. or something like Rs. 17,000 or Rs. 18,000 and the rest will have to be paid by the individual himself. We propose to take this matter up and see whether we can utilise this money as quickly as possible.

Sir, with regard to the scheme about which I have just mentioned namely the scheme for national urban water supply and sanitation, I want to make it clear that this is not a scheme within our Second Five-Year Plan. This is a scheme entirely sponsored by the Government of India for the various municipal areas and the scheme is for Rs. 70 lakhs for water supply by the Corporation and Rs. 30 plus Rs. 20 lakhs, i.e., Rs. 50 lakhs for the other areas so that I do not think that the municipalities have been neglected. It has been suggested that although the municipalities are poor we have not helped them to a great extent. Sir, the municipalities get loans and grants from different Directorates. From Local Self-Government Department they get Dearness allowance for their employees; they get grants from the Works and Buildings Department for the municipal roads, etc. They get grants from the Home (Transport) Department—the Calcutta Corporation gets them. Then they get various grants from the Health Department. They have been getting them since 1955-56. In 1959-60, as I have just mentioned, the total amount to be paid to the municipalities would be Rs. 1 crore 85 lakhs as grants and Rs. 93 lakhs as loan so that we have tried to meet the needs of all the municipalities which are not very well off.

Sir, with these words, I oppose all the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

[5-10—5-30 p.m.]

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Modak that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Janab Taher Hossain that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES-66

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid

Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES-119

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sita. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sita. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sita. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 66 and the Noes 119 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 4,80,47,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100 was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After Adjournment]

[5-30—5-40 p.m.]

Major Head: 57—Miscellaneous—Contributions

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,64,06,000 be granted for expenditure under Grant No. 37 Major Head: 57—Miscellaneous—Contributions.

Sir, the total amount asked for relates mainly to the items relating to local bodies. Out of 1 crore 64 lakhs which is the demand, about 1 crore 60 lakhs 87 thousand are grants to local bodies. The details appear on page 153 of the Red Book. For the sake of convenience I may say that the main grants to local bodies are mainly 87 lakhs 78 thousand to the Corporation of Calcutta for dearness concession to their employees, 35 lakhs 82 thousand for dearness concession to the employees of the local bodies, 3 lakhs 88 thousand for augmentation grant to district boards and 21 lakhs for grants to local bodies in lieu of landlords and tenants share of cesses and the grant to local bodies in respect of central assistance for raising the emoluments of lower paid employees is 9 lakhs 16 thousand. The total demand is 1 crore 64 lakhs under this head.

Mr. Speaker: I am taking all the cut motions together, as moved.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions, be reduced by Rs. 100.

Sj. Copal Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমেই একটা কথা বলতে চাই যে, মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্সদের মধ্যে কার্যকরী হওয়ার ফলে যে টাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে হবে, সেই টাকা মিউনিসিপ্যালিটির নাই। কাজেই এসম্পর্কে সরকারকে ভাবতে হবে—এবং সরকারকে সাবসিডি দিতে হবে সব মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে। সরকার বলেন, মিউনিসিপ্যালিটির আয় বাড়াতে হবে এবং আয় বাড়াবার জন্য ফারদার ট্যাকসেসনএর কথা বলেন; কিন্তু আমাদের এই সরকারের দৌলতে জনসাধারণের উপর ট্যাক্সের বোঝা কমছে না, দিন দিন বরং বাড়ছে—এই অবস্থায় জনসাধারণের আর ট্যাক্স দেবার উপায় নাই। আরও ট্যাক্স দেওয়া তাদের ক্ষমতার বাইরে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আয় কিভাবে বাড়ান যায় সেসম্পর্কে ট্যাকসেসন এনকোয়ারি কমিটি এবং লোকাল ফিনান্স কমিটির যে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকারের বিভিন্ন খাতে যে আয় হয়, যেমন মোটর ভেহিকল ট্যাক্স, এ্যামুজমেন্ট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, এইরকম যা লোকাল ট্যাকসেস আছে তার অংশ যদি মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে দেওয়া হয় তাহলে তারা জনসাধারণকে আরও বেশি এ্যামেনিটিজ দিতে পারে এবং মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্সদের ডিম্যান্ড ফুলফিল করতে পারা যায়। কাজেই এই মিউনিসিপ্যাল আইন নতুন করে এ্যামেন্ড করা দরকার। আজকে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে নানাপ্রকারের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে—একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইচ্ছা করলে যে কোন মিউনিসিপ্যালিটিকে বাতিল করে দিতে পারেন—হাতে নিতে পারেন, উলোটপালট করে দিতে পারেন। এই সরকারের মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনা যায় প্রায়ই, কিন্তু গণতন্ত্রকে কার্যকরী করার কোন সদিচ্ছা বা কোন প্রচেষ্টা নাই। আমরা আজকের দিনে দেখতে পাচ্ছি মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপর যখন তখন একজিকিউটিভ অফিসার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনো জিজ্ঞাসা করেন না জনগণের প্রতিনিধিকে—যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত তাদের সঙ্গে আপনারা একবারও পরামর্শ করেন না। যখন তখন একজন একজি-কিউটিভ অফিসার বসিয়ে দেন—তাও সরকারের পয়সায় নয়, পরের দৌলতে আপনারা মিউনিসি-প্যালিটিগুলির উপর মুরুব্বিয়ানা করেন। এবং মিউনিসিপ্যাল ফান্ড থেকে ৪০০।৫০০ টাকা মাইনে দেন। হালে ৩।৪ বৎসর বাদে দমদম মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন হয়, কিন্তু সেই নির্বাচনের প্রতি সরকারের কোন আস্থা নাই। তারপর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর ব্যাপার,—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিও কাজ করে না। আপনারা ২৪-পরগনা জেলা বোর্ডের কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি—তাঁরা রাস্তা মেরামত করতে পারে না, জলকল খারাপ হয়ে গিয়েছে, সেটা সারাতে পারে না—অথচ সেখানে একজিকিউটিভ অফিসার রেখে, পার্টির অফিস রেখে সেটা চালু রাখা হয়েছে। সেদিন জেলা বোর্ডের ১৫ বৎসর ধরে নির্বাচন হয়নি—সেখানকার চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান

বলেছেনঃ তাঁরা সিলভার জুবিলী করবেন। এসব দিকে আপনাদের কোন নজর নাই। বামপন্থীদের উপর দোষারোপ করতেও জালান সাহেব ছাড়েন নি—যেসব মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে বামপন্থী দলগুলির অধিকার আসছে সেখানে ইলেকসন রুলস মেনে চলা হয়নি, কিংবা ভোটার্স

[5-40—5-50 p.m.]

লিস্ট তৈরির গলদের খুঁটিনাটি অজুহাতে সেখানে নানারকম গণ্ডগোল সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের যে কোন সময় মিউনিসিপ্যালিটির কার্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে—একি আপনাদের গণতন্ত্র? আমরা বুঝতে পারি না এটা কোন্ দেশী গণতন্ত্র। তারপর ওয়াটার সাপ্লাইএর ব্যাপার—ব্যারাকপুর, কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ওয়াটার স্কিম এখন পর্যন্ত হয়নি। বারাকপুর, বরানগর এই দুটি বাংলাদেশের বড় মিউনিসিপ্যালিটি—সেখানেও আপনারা জলের ব্যবস্থা করলেন না। ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম আছে। কিন্তু তাঁদের স্যানকসন দেওয়া হয়নি। তারা ইতিমধ্যে ৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা খরচ করেছে। ভাটপাড়া সারা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটি—সেখানে লোকসংখ্যা বেশি, সেখানে সুয়ারেজ সিসটেম আছে, সেখানে অসংখ্য বস্তী আছে—নানাদিক দিয়ে সেখানে জলের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। অথচ এটাকে কোনরকম প্রায়রিটি দেওয়া হয়নি। আমি জালান সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাই কেন তাদের সাবসিডি দেওয়া হবে না। আমি কাঁচড়াপাড়ার কথা ছেড়ে দিলাম। আজকে বিভিন্ন কলোনী উদ্বাস্তুরা এসে বসেছেন—অনেক কলোনীর নামই করতে পারা যায়—এসব কলোনীগুলিতে ড্রেনেজ সিসটেমএর এ্যারেনজমেন্ট করা দরকার, রাস্তাঘাট দরকার। কিন্তু কোনরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করি মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত কলোনীগুলির জলের ব্যবস্থা, লাইটের ব্যবস্থা—এগুলি কি আপনারা করতে পারেন না? তারপর, আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার ১৯৫৫ সালে একটা পরিকল্পনা হয়েছিল রাস্তার ব্যাপারে সেটা ছিল ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ গভর্নমেন্ট দেবেন, আর এক-তৃতীয়াংশ মিউনিসিপ্যালিটি দেবে। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালে সরকার থেকে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ১৯৫৮ সালে কিছুই দেওয়া হয়নি। অবশ্য মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এটা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু জালান সাহেব যদি বলেন,

by now you ought to have known the Government and the machinery,

এবং মেসিনারির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার অনেক সময় ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে সেটা যুক্তিপূর্ণ অজুহাত হতে পারে না। ভাটপাড়ার রাস্তার জন্য তাঁরা টাকা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আপনারাই তাদের কোনরকম সহায়তা করছেন না। তারপর কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির যেসব রেলওয়ে কলোনী আছে, আসানসোল রেলওয়ে কলোনীর কথা আমি তুলছি না, কিন্তু খড়্গপুরের বেলায় সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির আলাদা ব্যবস্থা।

নৈহাটি ভাটপাড়ার বাইরে যে অঞ্চল সেখানে ৪০।৫০ হাজার লোকের বাস। ড্রেনেজ সিসটেম নেই, অথচ শহরের প্রথায় বাড়িঘর দুয়ার উঠছে। মিউনিসিপ্যালিটি হলে এটুকু ব্যবস্থা তারা করতে পারে, জনস্বাস্থ্য সেখানে ভাল থাকতে পারে, সবরকম সুবিধা সেখানে পেতে পারে। সেখানে লোকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে রয়েছে ড্রেনেজের অভাবের জন্য। সেসমস্ত ব্যবস্থা করলে লোকে সেখানে স্বাভাবিকভাবে বাস করতে পারে, সেই স্থানকে বসবাসের যোগ্য করা যেতে পারে সেদিকে আপনারা ভেবে দেখেন না। যেখানে টাকা দেওয়ার ব্যাপার সেখানেও কিছু করেন না, আবার যেখানে টাকা দেওয়ার কোন ব্যাপার নয় সেখানে গাফিলতি দেখান। খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটি বলছে ২।৩টি প্রাইমারী স্কুলসএর পারমিশন দিন, আমরাই চালাব, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হল না। একটা বাই-ল করতে আপনাদের চার বছর লেগে যায়। গঙ্গায় ভাঙন সাংঘাতিক রূপ ধরেছে—মিউনিসিপ্যালিটিগুলি তো গেল। ব্যারাকপুর পর্যন্ত সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলি স্যান্ডুইচ্‌ড হয়ে গেল। খড়দা, ভাটপাড়ার ওখানে কতকগুলি ঘাট ভেঙে পড়েছে। কামারহাটিরও একই অবস্থা। গান্ধীঘাটেও চিড় ধরেছে। আপনারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে লিখুন ব্যবস্থা করতে নতুবা এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি থাকবে না।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার কল্যাণরাষ্ট্র পরিচালনা করেন, কিন্তু কল্যাণরাষ্ট্র, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, ইত্যাদি সম্পর্কে কি করেন সেসমস্ত বিষয়

আপনার মারফতে আমি জনসাধারণের সামনে রাখতে চাই। বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি সরকার মিউনিসিপ্যালিটিতে জলসরবরাহ, ড্রেনেজ স্কীম প্রভৃতির জন্য পুরাপুরি টাকা দেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান পার হয়ে গেছে, সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান শেষ হতে চলেছে, বাংলা সরকার কত টাকা খরচ করেছেন, মিউনিসিপ্যালিটিগুলির জন্য? সুইপার্সদের কোয়াটার্স সম্পর্কে কোন স্কীমে সরকার কত টাকা খরচ করেছেন? এজন্যে টাকার নিশ্চয়ই দরকার। আমোদ কর, মোটর ভিহিকলস ট্যাক্স ইত্যাদি মারফত মোটা রকম টাকা সরকার পান, কিন্তু কন্ট্রিবিউশনের বেলায় দেখা যায় আমোদ করের কিছুই মিউনিসিপ্যালিটি পায় না, এবং মোটোর ভিহিকলস ট্যাক্স-এর ছিটে ফোঁটা দেওয়া হয়, তাও দুই-চার বছর অন্তর, কিছু টাকা দেন। রাস্তাগুলি সরকার অবশ্য নিতে চেষ্টা করেন এবং ডিয়ারনেস এ্যালাউয়েন্স মিউনিসিপ্যালিটিকে যা দিতে হয় তার একটা বড় অংশ সরকার পূরণ করেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বৃটিশ গভর্নমেন্টের আমলে ১৯৪৪ সালে ধাঙড়দের বেতন যে রেটে দেওয়া হচ্ছিল, আজ ১৯৫৮ সালে জাতীয় সরকার কি সেই রেটই বজায় রাখেন নি? এরচেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে। বৃটিশ সরকার যা করতেন তার চেয়ে বেশি কিছুই জাতীয় সরকার করতে পারছেন না। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড যা রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে সরকার একটা বিমাতৃসুলভ মনোভাব দেখাচ্ছেন—শুধু দেখছেন কখন কোন মিউনিসিপ্যালিটিকে বাতিল করতে হবে অথবা এক্জিকিউটিভ অফিসার বসাতে হবে—এক্জিকিউটিভ অফিসার-এর ব্যাপারটা নতুন আমদানি, আগে বাতিল করার কথা ছিল। এক্জিকিউটিভ অফিসার বসাচ্ছেন যখন, তখন যথাযথ কারণ না দেখিয়ে বলছেন—নট প্রপারলি ম্যানেজড, আমি জানতে চাই এতে লাভটা কি হবে? মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক সঙ্গতি যে ভাল নয়, এটা সকলেই জানেন, অথচ ভাল করার চেষ্টা কিছুই হচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের স্কীম দিন, প্ল্যান দিন, তাহলে তাদের ভাল পথে নিতে পারবেন। আপনারা ইচ্ছা করলে একটা তদন্ত কমিটি করতে পারতেন—কমিটি সমস্ত ইনফরমেশন নিতে পারেন। অবস্থা দেখে আসতে পারেন, তদন্ত করবার সময় তাদের ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না, বরঞ্চ বলবেন যে তোমাদের যাতে ভাল হবে সেই ব্যবস্থা করছি। বাংলাদেশের ছবি দেখতে হলে এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলি দেখতে হবে—এগুলিই হ'ল বাংলার প্রতিচ্ছবি। বিদেশী লোক এসে যখন দেখেন তখন বুঝতে পারেন আমাদের অবস্থা কি শোচনীয়।

এবার দুর্মূল্য খাতে কলিকাতা কর্পোরেশনকে টাকা দেওয়া হয়েছে—১৯৫৮-৫৯ সালে ৮৯ লক্ষ ৩৫ হাজার বাজেটে ছিল, রিভাইজড করে ১,২৯,৬০,২০০; এবার বাজেটে ধরেছেন ৮৭,৭৬,৬০০। এখানে আমার বক্তব্য কর্পোরেশন কতকগুলি ব্যাপারে যে বাজে ব্যয় ধরেছে তা আপনারা জানেন এবং সেটা বন্ধ করতে পারলে বহু টাকা বেঁচে যায় এবং টাকাটা অন্য ভাল কাজে লাগান যেতে পারে বা অন্য কোন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা মিউনিসিপ্যালিটিকে দিতে পারতেন।

[5-50—6 p.m.]

বড় বড় দুইজন অফিসার, একজন কমিশনার, শ্রী বি কে সেন, তাকে দুই হাজার ৬০০ টাকা বেতন দেওয়া হচ্ছে, তারপর শ্রী সি সি মজুমদার—চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, তাঁকে দুই হাজার টাকা করে—এইভাবে বছরে ৫০-৫২ হাজার টাকা করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কেন শ্রী বি. কে. সেনকে এখনও বসিয়ে রেখেছেন, তাকে রাখতে হলে আবার একজন চিফ এক্জিকিউটিভ অফিসার কেনই বা রেখেছেন। বাংলাদেশের টাকা এত বেশি নেই যে, বসিয়ে রেখে লোককে টাকা দেবেন।

section 19 of the Calcutta Municipal Act

রিমুভাল অফ দি কমিশনারস্, কাউন্সিলারস্, অল্ডারমেন সম্পর্কে যা আছে সেখানে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একজনও আছেন—সব মিলিয়ে ৮৬ টোটাল স্ট্রেংথ এবং যেদিন কমিশনারকে রিমুভাল অর্ডার দেওয়া হ'ল সেদিন ৩৮ জন সভ্য কমিশনারের রিমুভালএর পক্ষে ভোট দিলেন, কিন্তু যেহেতু টোটাল ৮৬এর অর্ধেকের বেশি হ'ল না সেইহেতু তাঁকে সরাতে পারলেন না। যাই হোক তারপর বিষয়টি সাবজুডিস ছিল, কিন্তু আজ কেন সরকার তাকে সরাচ্ছেন না, কেন আজ দুইজন অফিসার এইভাবে রেখে এত টাকা খরচ করছেন?

তারপর আমার বক্তব্য এই যে পলতা ট্যাঙ্কে যখন জল এসে পড়ে তখন সেখানে যে সিল্ট পড়ে সেই পলিমাটি সারাবার জন্য দুই লক্ষ টাকা খরচ হয় প্রতি বছর। কর্পোরেশন বলেছিল এই মাটিতে ভাল ইট হতে পারে স্টেট ট্রেডিং করে আপনারা কোনদিন কোন লাভ করতে পারেন না। কিন্তু কর্পোরেশন এটা করলে সত্যিই লাভ হত।

আমার শেষ বক্তব্য ধাপার মাঠ সম্পর্কে। এটা কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তি ১৮৯০ সালে শ্রীভবনাথ সেন, এই মাঠ লীজ নেন, এবং ১৯৩০ সালে এই লীজ শেষ হয়,—তখন কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি চেষ্টা করলেন যে লীজটা না বাড়িয়ে যাতে ক্যালকাটা কর্পোরেশনের সম্পত্তি হয়ে যায়। লোয়ার কোর্টে শ্রী সেন হেরে গেলেন, কিন্তু ১৯৩৪ সালে যখন সেটা হাই কোর্টএ গেল কতকগুলি স্বার্থানেষী লোক চেষ্টা করে সেই লীজ বাড়িয়ে দিল। একটা কমপ্রোমাইজ হয়ে আবার ৩০ বছরের লীজ তাকে দেওয়া হল, লীজ কণ্ডিশন হল ২০ হাজার টাকা, বছর বছর দিতে হবে সেটা ৩০ হাজার টাকা লাগবে শেষ বছরে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই লীজ শেষ হয় নি। আজ পর্যন্ত সেই লীজ একসিকিউটেড হয় নি। তারা সেটা চালিয়ে যাচ্ছেন, অবশ্য টাকা তারা দিয়ে যাচ্ছেন। আজকে বোধ হয় যতদূর আমার ইনফরমেশন তাতে ২৭ হাজার ৫০০ টাকার মত তারা বৎসরে দেন। এখন আবার শুনছি এই লীজটা বাড়াবার জন্য, ২০ বৎসরের জন্য, এই ৬৬ সাল আসার আগেই আর একদল লোক চেষ্টা করছেন। মালিকরা ত করছেনই এবং আর একদল স্বার্থান্বেষী করছেন, আগের লীজটা এখনও কিন্তু একসিকিউটেড হয় নি। এই অবস্থায়, আমাদের এখনও যথেষ্ট সময় রয়েছে, আর সেই লীজটা দেওয়া হচ্ছে কি বৎসরে ৩০ হাজার টাকা দিতে হবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ১৮৯০ খৃস্টাব্দের কথা বলবো না, আমি বলছি ১৯৩০ বা ১৯৩৬ সালে কলিকাতার আশেপাশের জমির যা দর ছিল। এক বিঘা জলা জমি যেখানে ১০ টাকায় পাওয়া যেতো, আজকে সেই জলা জমি ডেভেলপড হয়ে ৫০০ টাকা। হাজার টাকা কাঠা বিক্রি হচ্ছে, আর সেখানে এই ধাপার মাঠের জমি ভাগ করে করে ক্যালকাটা কর্পোরেশনকে বলুন তাদের ফোর্স করুন, তারা যদি নিজেরা নিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করে তাহলে কয়েক লক্ষ টাকা সেখানে আমরা পেতে পারি। এইভাবে যদি আমাদের যেগুলি পসিবিলিটি রয়েছে সেগুলি না করে আমরা যদি কনট্রিবিউসন দেবো এবং যেখানে কনট্রিবিউসন দিচ্ছি তাতে ক্যালকাটা কর্পোরেশন, সেই টাকাটা তারা যদি নিজেরা বাঁচাতে পারে, সেই টাকাটা যদি আপনি অন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে জলের জন্য দেন, রাস্তার জন্য দেন, ড্রেনের জন্য দেন, ইউনিয়ন বোর্ডগুলি জলের অভাবে মরে গেল, ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা বলে কিছু নেই সেইগুলি যদি আপনি করেন তাহলে দেশের উপকার হবে। তারপর কোন কোন জায়গায় নতুন নতুন মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা সম্বন্ধে। এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নতুন করে গড়তে হলে আজকে যা মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা, বিশেষ করে তাদের যে আর্থিক অবস্থা তাতে আমাদের কন্ট্রিবিউশন করতে হবে, ফাইনানসিয়াল হেল্প দিতে হবে। এখানে কতকগুলি জায়গার আমি নাম করবো, যেমন ডায়মন্ডহারবার, এটা একটা সাবডিভিসনাল টাউন। শুনছি এখানে তারা মিউনিসিপ্যালিটি চায়। কিন্তু আপনারা হয়ত আর্থিক অবস্থার জন্য ভয় পাচ্ছেন। তাদের মিউনিসিপ্যালিটি দিতে পারছেন না। তারপর বলি হাবড়ার কথা। হাবড়া একটা ডেভেলপড জায়গা। হাবড়ায় আজ পর্যন্ত কোন মিউনিসিপ্যালিটি হয় নি। তরুণকান্তিবাবু আজ এখানে নেই, থাকলে তিনি বলতে পারতেন, হাবড়ায় মিউনিসিপ্যালিটি হওয়া তিনি উচিত মনে করেন কিনা। সাঁইথিয়ায় কয়েকদিন আগে আমরা গিয়েছিলাম। ঐ জায়গাটা রেলওয়ে স্টেশনএর একটা জংশন, বেশ ভাল জায়গা, সে জায়গায় লোক চাচ্ছে যে একটা মিউনিসিপ্যালিটি হোক কিন্তু আপনারা দিতে পারছে না। কেন করছেন না জানি না। হয়তো ভয় করছেন কন্ট্রিবিউশন দিতে হবে, তাদের আর্থিক সাহায্য দিতে হবে, ইত্যাদির জন্য। আমার পরের বক্তব্য হচ্ছে যে, আমার কনস্টিটিউয়েন্সি একটি ইউনিয়ন বোর্ড এলাকা। খড়দা থানার বিলকান্দা ইউনিয়নের নিউ ব্যারাকপুর কলোনী, শুনছি সেখানে নাকি সরকার একটি মিউনিসিপ্যালিটি করে দিচ্ছেন। আমার কোন আপত্তি নেই। আমি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বাস করি কাজেই আমি মিউনিসিপ্যালিটির সুখসুবিধা জানি। কিন্তু এটা করার আগে ভাল করে তদন্ত করা হচ্ছে কি? আমি জানি সেখানে দুইটি পক্ষ হয়েছে এবং তাদের ভিতর মারামারি হচ্ছে, ফৌজদারী হচ্ছে এবং আরও নানারকম গোলমাল হচ্ছে। এবং এও শুনেছি যে আমাদের জালান সাহেব

সেখানে লোক পাঠিয়ে দিয়ে খবর নিয়েছেন যে কারা কারা নমিনেটেড কমিশনার হবে ইত্যাদি সংবাদ জানার জন্য সেখানে এস ডি ও-কে পাঠিয়েছিলেন। তারচেয়ে আমি বলি জালান সাহেব, আপনি নিজে ওখানে যান। গিয়ে তদন্ত করুন, এবং দুই পক্ষকে ডেকে বোঝান যে, মিউনিসিপ্যালিটি করার ভালমন্দ কি আছে। কিন্তু আপনারা তাদের জন্য সে ভাল ব্যবস্থা না করে সেই দুই দলকেই ক্ষেপিয়ে দিচ্ছেন এবং একটা মারামারির সৃষ্টি করছেন। তারপর যখন এদের মিউনিসিপ্যালিটি চলবে না, তখন এসে বলবেন যে আরও দুই লক্ষ টাকা দেও এদের কনট্রিবিউশন করতে হবে। এটা আমারই কনস্টিটিউয়েন্সির ভিতরে, কাজেই এতে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, মিউনিসিপ্যালিটি করুন। যদি আপনি সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি করতে না পারেন তাহলে সেখানে দুই দলের ভিতরে অনেক কারণে লোক জানতে চাচ্ছে, অবশ্য দুর্মুখেরা একটা কথা বলছে যে আপনার নামে নাকি ইতিমধ্যেই সেখানে একটা রাস্তা হয়ে গিয়েছে এবং এই জন্যই নাকি আপনি এত ইন্টারেস্টেড, আপনি সেটা এক্সপ্ল্যাইন করবেন এটা সত্য কিনা। আমি আর একটা কথা বলে শেষ করব। ভ্যাকসিনেশন ইত্যাদি দেবার জন্য আপনারা মিউনিসিপ্যালিটিকে যে কনট্রিবিউশন দেন ক্যালকাটা করপোরেশনএ ভ্যাক্সিনেশন দেবার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু মিউনিসিপ্যাল এলাকাতে ভ্যাক্সিনেশন, ইনঅকোলেশন প্রভৃতি সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সাপ্লাই করে। সেইজন্য তারা একটি সার্কুলার দিয়েছে এবং সেই সার্কুলারএ বলেছে যে তোমরা বিনা পয়সায় ফ্যাক্টরিগুলিকে ভ্যাক্সিনেশন দিতে পারবে না। এবং এর ফলে হয়েছে ঐসব ফ্যাক্টরির যারা মালিক তারা কখনই পয়সা খরচ করে তাদের ওয়ার্কারসদের ভ্যাক্সিনেশন দেওয়াবে না। ফলে সেই লোকগুলি ভ্যাক্সিনেশন নেবে না তাদের বসন্ত হবে; ইনওকোলেশন নেবে না, তাদের কলেরা হবে এবং সেগুলি গ্রামে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়বে। আমি তাই বলছি যে সার্কুলারটা তুলে নিন। তারপর এডুকেশন সম্বন্ধে আমি বলবো।

বহু বছর আগেকার কথা স্যার এটা বলেই শেষ করছি—বিস স্কীম—বহুদিন আগে বৃটিশ গভর্নমেন্টএর আমলে এই স্কীম হয়েছিল একটা এ্যাকজাম্পল আমাদের দমদম এলেকা। সেই সময় ২,২০০ টাকা সেই বছর বিস স্কীমে খরচ করলেন পরে বললেন অর্ধেক টাকা দেবেন। এত বছর হয়ে গেল, এখন ৩০ হাজার টাকা খরচ কিন্তু সেই ১,১০০ টাকা এখনও চলছে বেশি দিবেন না এটা হল ভদ্রলোকের এক কথা।

[6—6-10 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর ব্যাপারে আজকে যে অর্থ মঞ্জুরী জালান সাহেব চাইছেন সে সম্বন্ধে বলতে উঠে আজকে শুধু আমার একটা কথাই মনে পড়ছে। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী সুষ্ঠু নীতির অভাবে আজকে যে পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে তাতে মনে হয় সরকার এগুলিকে তার নিজের ডিপার্টমেন্টএর করে নিলেই ভাল হয়। কারণ এগুলি স্ট্যাচুটরি বডি আইন করে গোটাকতক কাজ করতে বলেন। মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিকে আইন অনুযায়ী কতকগুলি কাজ করতে হয়। তাদের উপর যে কর্তব্য ন্যস্ত সেই অনুপাতে তা এরা করে না। বার বার এই প্রশ্ন তুলেছি, জালান সাহেব বলেছেন কালেকশন ভাল হয় না, এ্যাসেসমেন্ট হয় না সেইজন্যই মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক দুরবস্থা। সেজন্য কালেকশন এ্যাসেসমেন্ট ঠিক করার জন্য অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটি হাতে নিয়েছেন। আমি আজকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সেই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে এই এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসানোর পর তাদের কালেকশন ভাল হয়েছে কিনা, এ্যাসেসমেন্ট ভাল হয়েছে কিনা? অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতি করার দিকে গিয়েছে কিনা? এবং তাদের আইনগত যে ক্ষমতাগুলি দেওয়া হয়েছে সে ক্ষমতাগুলি কার্যকরী করতে পারে কিনা এবং তাদের উপর যেসমস্ত কর্তব্যভার দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত কর্তব্যগুলি পালন করতে পেরেছে কিনা সে সম্বন্ধে আমি জালান সাহেবের কাছ থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট জবাব চাই। আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে তিন বছর হল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়ে দিয়েছেন এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসানোর পর কতখানি এ্যাসেসমেন্ট করেছেন, কতখানি আর্থিক উন্নতি করে দিয়েছেন এবং যে পর্যায়ে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এসে উপস্থিত হয়েছে তাতে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি স্ট্যাটুটরি অবলিগেশন ফুলফিল করতে পেরেছে কিনা এটা জালান সাহেবের

কাছ থেকে জানতে চাই। জালান সাহেব নতুন মিউনিসিপ্যালিটি আইন তৈরি করেছেন এবং তিনি বলেছেন মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক করার জন্য তাদের সম্পূর্ণরূপে সাপারসিড না করে একজন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর তার জায়গায় বসিয়ে, এক্জিকিউটিভ অফিসার বসিয়ে দেবেন এবং শুধু কালেকশন এবং এ্যাসেসমেন্ট দিয়ে কমিশনার মিউনিসিপ্যালিটি চালাবে। আমরা জানি সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটিতে এরকম এক্জিকিউটিভ অফিসার জোর করে বসিয়ে দিয়ে তিনি কালেকশন এবং এ্যাসেসমেন্ট দায়িত্ব নিয়েছেন এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি-গুলিতেও এইভাবে বসিয়েছেন। আমি জালান সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাই তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হয়েছে কিনা, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়েছে কিনা এবং তা দ্বারা তারা সমস্ত কর্তব্য করতে পেরেছেন কিনা। আমার মতে আজকে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির যে আর্থিক অবস্থা তাতে এগুলির অবস্থা ভাল করতে গেলে শুধু মিউনিসিপ্যালিটির রেটসএর উপর নির্ভর করতে গেলে তা ভাল হতে পারে না। সময় এসেছে, সরকার পক্ষের চিন্তা করা উচিত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অন্য কোন সোর্স অফ ইনকাম দেওয়া যায় কিনা—ট্যাক্স বা অন্য কিছু। কতক্ষণ আগে ডাক্তার রায় জবাবে বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের ৮৬টি সরকার পক্ষ থেকে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ধার দেন, না হয় গ্র্যান্ট হিসাবে এ্যাড দেন।

কেন এই অবস্থা এসেছে? যদি তাঁরা মনে করেন মিউনিসিপ্যাল রেট দিয়ে মুনিসিপ্যালিটি চলার সম্ভাবনা নাই তাহলে এই দুকোটি টাকা দেওয়ার পরিবর্তে সরকার কোন সোর্স অফ রেভিনিনউ দিতে চেষ্টা করেন না—সেই কথা জালান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করব। মিউনি-সিপ্যালিটির সবচেয়ে দুরবস্থার কারণ যেটা, সে হল তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে গভর্নমেন্ট আজ নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করছেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের শিক্ষা নিয়েছেন, স্বাস্থ্য বিভাগ হেলথ ডিপার্টমেন্ট নিচ্ছেন, রাস্তার ভারও নিয়ে নিয়েছেন। তবুও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি কেন রেখেছেন জানি না। কেন রেখেছেন সে কৈফিয়ত দেওয়া উচিত জালান সাহেবের। মিউনিসিপ্যালিটির প্রাইমেরী এডুকেশন নেবেন। শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছিলাম গত বৎসরে মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রাইমারী শিক্ষার যে দায়িত্ব তা সরকার থেকে গ্রহণ করা হবে। গভর্নমেন্ট রুরাল এলেকার প্রাইমেরী শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন মিউনিসিপ্যাল এলেকার নিতে যাচ্ছেন। সংবিধানমতে তাঁদের এতদিন নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা তাঁরা নেন নি। ফলে কি হয়েছে? মিউনিসিপ্যাল এলেকার মধ্যে প্রাইমারী শিক্ষার সংখ্যা অত্যন্ত কম, গ্রাম্য এলেকার তুলনায় মিউনিসিপ্যালিটি নিজে যেটুকু দিতে পারে সেইটুকুই সীমাবদ্ধ, মিউনিসিপ্যাল এলেকার সীমার মধ্যে। একজন ছেলে—ছোট ছেলে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পড়তে গেলে সে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ফ্রি পড়বে, কিন্তু অন্য স্কুলে গেলে তাকে মাইনে দিতে হবে। সেদিকে সরকারের দৃষ্টি পড়ে না। আমি সে দিকটায় দৃষ্টি দিতে বলছি।

তারপর, আজকে দেখেছি সমস্ত দিকে এমনকি পঞ্চায়েতে পর্যন্ত প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হচ্ছে। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে সেটা হয় নাই। আমরা শুনেছি ও'রা একটা মিউনিসিপ্যাল কমিটি করেছেন, এবং সে কমিটির সাজেসন হচ্ছে যে সমস্ত লোক মিউনিসিপ্যাল এলেকায় বসবাস করে তাদের ফেমিলিতে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার দেওয়া হবে, কিন্তু যদি সেখানে কোন লোক ছয় মাসের বেশি থাকে তাহলেও সে ভোটাধিকার পাবে না। কিন্তু সংবিধানে আছে যদি কোন লোক ছয় মাসের বেশি কোন এলেকায় থাকে তাহলে তার ভোটাধিকার আছে। কিন্তু এখানে সে অধিকার সে পাচ্ছে না—এই কথা তাঁকে স্মরণ করিতে দিচ্ছি।

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhayay:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি শুধু একটা মিউনিসিপ্যালিটির কথা বলব—আমি যে মিউনি-সিপ্যালিটি থেকে নির্বাচিত হয়েছি, সেই বেহালা সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটির কথা জালান সাহেব জানেন এবং তিনি নিজে সেখানে যেয়েও থাকেন। সেই সাউথ সুবার্বণ মিউনিসিপ্যালিটি বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন মিউনিসিপ্যালিটি, এবং কলকাতার সংলগ্ন এলেকা—কতবার আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে বিভিন্ন রকমের

এলেকা নিয়ে এই মিউনিসিপ্যালিটির দুর্দশার অন্ত নেই, এই মিউনিসিপ্যালিটির ঘাড় থেকে সংকট দূর করবার কথা কেউ ভাবছে না। অথচ সকল দায়িত্ব আজ মিউনিসিপ্যালিটির ঘাড়ে। সাধারণ মানুষের যা কিছু প্রাথমিক দরকার তা যোগানোর দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির, লোককে জল দিতে হবে মিউনিসিপ্যালিটির, তাদের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে সেখানেও মিউনিসিপ্যালিটি মিউনিসিপ্যালিটিরই উপর দায়িত্ব প্রাইমারী এডুকেশনএর—এইভাবে মানুষের জীবনের অনেক কিছুই করতে হবে মিউনিসিপ্যালিটিকে—আর সমস্ত ট্যাক্সের মালিক, সমস্ত রেভিনিউএর মালিক হবেন সরকার!!—এ অতি অদ্ভুৎ ব্যবস্থা আমাদের দেশে। অর্থাৎ সরকার পিছন থেকে সমস্ত দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করতে চান। আমি একটা বিষয়ে বিশেষ করে জালান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—বেহালা অঞ্চলের জলকষ্ট সম্পর্কে বিভিন্ন দল থেকে তাঁর কাছে ডেপুটেশন গিয়েছে,—তিনি অবশ্য স্বীকার করছেন না, তিনি বলেন আমি কি করব? কিন্তু তিনি জানেন এবং আমরা সকলেই জানি মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে প্রধান দায়িত্ব তাঁর। তিনি যদি কিছু করতে না পারেন তবে বলুন কার কাছে গেলে হবে আমরা তাঁর কাছেই যাব। এই এসেম্বির ফ্লোরে বলা হয়েছিল জলের ব্যবস্থা করা হবে দু বছরের মধ্যে। অথচ জালান সাহেব বলেন আমি কিছু খবর রাখি না। ডাক্তার অনাথবন্ধু রায় বলেন, আমিও কোন খবর জানি না। তাহলে জানছেন কি?

দ্বিতীয় কথা একটা সিরিয়াস পয়েন্টএ তুলছি, একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার ঘটেছে আমাদের অঞ্চলে ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড নিয়ে। আমার কথা নয়, আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে লোক এসে এনকোয়ারী করে গিয়েছেন সে লোকও ঐ একই কথা বলেন যে সেখানে আর একদিনও টেঞ্চিং গ্রাউন্ড রাখা যেতে পারে না, এটা সম্পূর্ণ লিমিট পার হয়ে গেছে। যেখানে আগে ২০ হাজার লোকের বাস ছিল, এখন সেখানে দু লক্ষ লোকের বাস। আর রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের অদ্ভুত কান্ড—হাজার হাজার লোককে যে তাঁরা সেখানে পাঠান তাতে মিউনিসিপ্যালিটিকে জিজ্ঞাসাও করেন না, তার ফলে আজ যেটা সেখানকার দাক্ষিণাঞ্চল সেটা সম্পূর্ণরূপে রিফিউজী অঞ্চল। ফলে এখন বলা যায় বেহালা বরিসার সমগ্র পপুলেশনের অর্ধেক অংশই হচ্ছে পূর্ববঙ্গের রিফিউজী। আর মিউনিসিপ্যালিটির উপর এই যে প্রেসার পড়েছে তার দরুন রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা টাকাও রিলিফ আকারে আসে নি। সেইজন্য বলি টাকা দিতে হবে। টাকা যদি না দেন জালান সাহেবকে বলব—মিউনিসিপ্যালিটির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের মতন একটা বাজেট এস্টিমেট আপনি তৈরি করে দিন। শুধু হোল্ডিং ট্যাক্স আর লাইসেন্স ট্যাক্স দিয়ে বেহালা মিউনিসিপ্যালিটি যদি তার কলেকসন হান্ড্রেড পারসেন্টও হয় তাহলে তার সমস্ত দায়িত্ব যথা জল সরবরাহ, আলোর বন্দোবস্ত, প্রাইমারী এডুকেশন ও রাস্তাঘাট সর্বকিছু করতে পারবে। সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটি না হয় অন্য যে-কোন মিউনিসিপ্যালিটির এইরকম একটা বাজেট আপনি তৈরি করে দিন, আপনাদের সরকারের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্তৃত্ব দিয়ে একটা আদর্শ মিউনিসিপ্যালিটি করে দিন যাতে অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি তাকে ফলো করতে পারে। যাতে তারা তাদের একান্ত কর্তব্য কাজগুলি সম্পাদন করতে পারে। এরকম অবস্থায় আমরা যখন ডেপুটেশন নিয়ে যাই তখন উনি বলেন—আমি সব বুঝি কিন্তু আমার কোন টাকা এলটমেন্ট নাই। ডাক্তার অনাথবন্ধু রায়ও ঐ একই কথা বলেন।

আমি আর একটা কথা জালান সাহেবের নজরে আনতে চাই, ডাক্তার রায় মুখ্যমন্ত্রী একটা মিটিং ডাকেন তাতে কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, এবং বি, কে, সেন আর পোর্ট-কমিশনারের বিভিন্ন ব্যক্তিরা সেখানে সমবেত হন, যে নালাটা নিয়ে এত অসুবিধা—সেটা সম্বন্ধে ডাক্তার রায় বলেন এটার ব্যবস্থা কর্পোরেশনকেই করতে হবে। তারপর এক বছর, দেড় বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু ডাক্তার রায়ের নির্দেশ সত্ত্বেও সেটা সেই অবস্থায়ই আছে। ফলে সমগ্র অঞ্চল আজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম। সামনের বর্ষায় একটা পরিপূর্ণ অঞ্চল ডুবেই যাবে। তারপর রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট যেসব টেনিমেন্ট স্কীম করেছেন তা সংলগ্নই শুধু নয়। মিউনিসিপ্যালিটির একটা অংশের মধ্যে পড়ে। এমন ব্যবস্থা তারা করেছেন যে মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন চোকড হয়ে যাবে—সেটা মিউনিসিপ্যালিটি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে [illegible] নজরে এনেছে কাজেই আপনারা বলতে পারেন না যে আমরা জানি না। [illegible]

বার আলা হয়েছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকেও বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই এক ডিপার্ট-মেন্টের সংগে আর এক ডিপার্টমেন্টের সম্পর্ক নাই। যেমন জালান সাহেবের সংগে ডাক্তার অনাথবন্ধু রায়ের কোন সম্পর্ক নাই তার ফলে মিউনিসিপ্যালিটির লাইফের প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে। আমার সময় সংক্ষেপ, আপনার কাছে একটা কথা বলছি—টৌণ্ডিং গ্রাউন্ড সম্বন্ধে যে সাজেশন শুধু সেইটুকু কার্য করতে পারেন কিনা? এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা বন্ধ রাখুন, বন্ধ রেখে সেই পরিমাণ টাকা বা আরও কিছু টাকা আগে লোন দিন যাতে একটা অঞ্চলের যে সর্বনাশ হ'তে যাচ্ছে সেটাকে কিছু সাহায্য করা যায়। টৌণ্ডিং গ্রাউন্ড একটা গুরুতর সমস্যা এটা উপলব্ধি করুন।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মাননীয় স্পীকার স্যার, মোটামুটিভাবে পূর্ববর্তী বক্তারা মিউনিসিপ্যাল সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার করে না বললে আমার মনে হয় বিভাগএর বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয় সজাগ হবেন না। আমার সত্যি সত্যি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জালান সাহেবের জন্য অনুকম্পা হয়। কারণ আমার অনেক সময় মনে হয় তাঁর কোন দায়িত্ব নেই, বা মন্ত্রীসভা তাঁকে উপেক্ষা করেন। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মিউনিসিপ্যালিটির যে অবস্থা তার চেয়ে তাঁর অবস্থা এত খারাপ হল কি করে? মিউনিসিপ্যালিটির উপর অবহেলা কি পরিমাণে হচ্ছে সেটা প্রত্যেকেই বলেছেন। মফঃস্বলে যাঁরা যাতায়াত করেন বা যাঁরা সেখানে থাকেন তাঁরা সকলেই জানেন যে এটা সেখানকার সভ্যতার কেন্দ্রস্থল—অথচ সেখানে তাদের উপরে কি অত্যাচার হচ্ছে। তাদের সামান্য আয়ের উপরেই নির্ভর করে থাকতে হয় এবং সেই আয়ের উপরে তাদের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী এই যে অব্যবস্থা তারজন্য যত গালিগালাজ মিউনিসিপ্যালিটির যারা কর্তৃপক্ষ, অফিসার, কমিশনারদের ভোগ করতে হয়। আমি একটা ছোট ছবি আপনার সামনে উপস্থিত করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে ৮৬টা মিউনিসিপ্যালিটির আয় যদি এক করা যায় তাহলে সেটা দুই কোটি ২০ লক্ষ টাকা হবে এবং তার মধ্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা—এবাউট ৭৭ পার সেন্ট খরচ হয় শুধু ১৬ হাজার স্টাফের জন্য, আর কিছু কনজারভেন্সি ওয়ার্কস, কিছু ইকুইপমেন্টের জন্য খরচ হয় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং বাকী ৫০ লক্ষ যেটা আছে সেটার মধ্যে শিক্ষা খাতে তাঁরা ব্যয় করেন ১৮ লক্ষ টাকা এবং ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন জনস্বাস্থ্য খাতে। এইভাবে মিউনিসিপ্যাল ফাইন্যান্স চলছে। এই ফাইন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট করতে যদি বলা হয় তাহলে কিভাবে ইমপ্রুভড হতে পারে এ বিষয়ে একটা কিছু বিবেচনা করা উচিত। আমার কাছে অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্ট আছে। আমরা অনেকগুলি প্রোফরমা ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশানএ পাঠিয়ে ছিলাম, তাদের মারফত অনেক রিপোর্ট আমরা কালেক্ট করেছি। যাই হোক আমি বুঝতে পারি না যে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা বা অফিসাররা কি করে এত অল্প আয়ে কাজ চালাচ্ছেন। এ বিষয়ে আমি দুই-একটা উদাহরণ আপনাকে দিতে পারি। দমদম মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে বলতে পারি যে, সেখানকার রাস্তা দিয়ে সমস্ত বিদেশীরা আসেন, সেই দমদম মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্ট আমার কাছে আছে। সেখানে দেখা যায় যে তাদের বাৎসরিক আয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং এই টাকা দিয়ে জল, রাস্তা, নালা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ তাদের করতে হয়। এইসব দেখে মনে হয় যে এসব বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটির সব দায়িত্ব, সরকারের যেন এ সম্পর্কে কিছু করবারই নেই। এই ব্যাপারে সরকার যে কেবল নিজের বদনাম করছেন তা নয়, পশ্চিম বাংলার প্রধান শহর কোলকাতারও বদনাম করছেন। শ্রীরামপুরে মিউনিসিপ্যালিটির মাত্র চার লাখ টাকা এবং এই সামান্য টাকা দিয়ে তাদের সর্বকিছু করতে হবে। অতএব এই দুটো উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারছেন যে মিউনিসিপ্যালিটির উপর যত চাপই দেন না কেন তাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভবপর নয়। আমি কয়েকদিন আগে মিউনিসিপ্যাল ড্রেনেজ সম্পর্কে বলেছিলাম। ড্রেনেজ বলতে মিউনি-সিপ্যালিটির কিছুই নেই। এই ড্রেনেজের জল কোথায় গিয়ে পড়ে, তা কেউ জানে না। এই ড্রেনের জলের মারফত আশেপাশের গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। এই ড্রেনের জল সরকার ইচ্ছা করলেই ইরিগেশান, এগ্রিকালচার কিম্বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে পারেন। এই জলের ব্যবহার সম্পর্কে [illegible] একটা ছোট শহরের আমি উদাহরণ দেব। আমেরিকার মডেস্টো বলে একটা শহর আছে, সেই মডেস্টো শহরের ড্রেনেজ বিটটেল তাঁরা অতি অল্প ব্যয়ে চালাচ্ছেন। অতি অল্প খরচে ড্রেনের জলকে পিউরিফাই করে নদীতে ফেলে দিচ্ছে এবং বাকী শীলত [illegible]

তাঁরা সার হিসাবে ব্যবহার করছেন। ঠিক এইভাবে সরকার ড্রেনেজ ওয়াটার সাপ্লাই ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের দরিদ্র দেশে এমন কোন ব্যবস্থা করুন বা কোন রিসার্চ করুন যার দ্বারা অল্প ব্যয়ে অতি সহজে ঐরকম কিছু করা যেতে পারে। একটা কমন স্কীম ২৪-পরগনা জেলার মধ্যে কাছাকাছি যেসমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি আছে বা হুগলিতে যেসমস্ত কাছাকাছি মিউনিসিপ্যালিটি আছে সেগুলোকে নিয়ে একটা কমন প্রোগ্রাম বা কমন স্কীম করে এইসব ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারবেন।

[6-20—6-30 p.m.]

সরকার মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এত অবহেলা করছেন যে তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের লোকের স্বাস্থ্য ভীষণভাবে নষ্ট হচ্ছে। এভাবে যদি চলতে দেয়া হয় তাহলে পর আমি মনে করি যে এইসব শহরে যেখানে লোকের কনসেনট্রেসন এত বেশী হচ্ছে—সেখানকার লোকের স্বাস্থ্য অত্যন্ত সহজে নষ্ট হয়ে যাবে এবং শুনতে পাই এখানকার যা সিজন পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে তাতে যে-কোন সময়ে যেকোন শহরে এপিডেমিক হতে পারে। গেজেটে যে রিপোর্ট আছে তা থেকে দেখতে পাই যে প্রত্যেক শহরে হয় পকস, না হয় কলেরা এপিডেমিক লেগেই আছে। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে এপিডেমিক কেস কোন-না-কোন শহরে বা জেলায় লেগেই আছে। আমি বলবার সময় বেশি পাবো না, সেজন্য আমি মাত্র গোটাকয়েক কথা উল্লেখ করে যাচ্ছি—পশ্চিমবাংলা সরকার মনে করছেন যে বর্তমানে যা এ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম রয়েছে, বর্তমানে যে আয়ের ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য করে দিয়েছেন সেটা তাদের পক্ষে যথেষ্ট এবং যে পদ্ধতিতে তারা নতুন রাস্তায় যাবার চেষ্টা করছেন, আমি মনে করি সেটা আরও ভয়ঙ্কর। যেমন কোলকাতা শহরে নতুন এ্যাক্ট তৈরি করেছেন, কি পদ্ধতিতে করেছেন জানি না, কিন্তু তার ফলে অযৌক্তিক এ্যাক্ট, অযৌক্তিক এ্যাসেসমেন্ট এবং অযৌক্তিক ভ্যালুয়েশন হয়েছে। আমি অন্ততঃপক্ষে পৃথিবীর যে কয়টা শহরে ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে তাদের নিয়মকানুন আছে সে সম্বন্ধে যাঁরা জানেন তাঁদের মারফত শুনেছি যে কোথ ও এ ধরনের এ্যাসেসমেন্ট তাঁরা দেখেন নি। এ সম্বন্ধে টালীগঞ্জের ব্যাপারে সরকারী নীতি সম্পর্কে আমাদের সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। জালান সাহেব বলেছিলেন টালীগঞ্জে বর্তমানে যে ধরনের এ্যামেনিটিজ দেওয়া দরকার সেই এ্যামেনিটিজ তারা পাচ্ছে, অতএব কিছু করা যায় না। আবার কোলকাতার মেয়র ডাক্তার ত্রিগুণা সেন বিরাট এক জনসভায় বলে এলেন যে জালান সাহেবের সঙ্গে তাঁর এ সম্পর্কে কথাবার্তা হয়েছে, তিনি স্বীকার করেছেন যে, টালীগঞ্জের ট্যাক্সের ভ্যালুয়েশন যা আছে তা উইথড্র করে নেবেন—কার কথা সত্যি বুঝতে পারছি না। একটা জিনিস দুর্বোধ্য যে কোলকাতা শহরের ঘাড়ে টালীগঞ্জের মত ব্যাকওয়ার্ড এরিয়ায় চাপ দেবার কি অর্থ হতে পারে? টালীগঞ্জে ভাঙ্গর, হাঙ্গর, পোদ্দার সব জমির মালিক আছেন—তাঁদের জমির বেশ উন্নতি হচ্ছে। যে জমির দাম দুশো টাকা বিঘা ছিল সেই জমি চার হাজার টাকা কাঠা হচ্ছে, অর্থাৎ দরিদ্র মধ্যবিত্ত যাঁরা মধ্য কলিকাতা অথবা উত্তর কলিকাতায়, যাঁদের আয় অত্যন্ত অল্প—বাপ, ঠাকুরদা একখানা যে বাড়ি করেছিলেন সেই বাড়িতে আছেন কিম্বা তার কিছুটা হয়ত ভাড়া দিয়েছেন, তাঁদের ঘাড়ে বেশি করে ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে এবং তার দ্বারা ঐ টালীগঞ্জের ভাঙ্গর, হাঙ্গরদের জমির দাম বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এইভাবে সরকার চেষ্টা করছেন মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন মারফত ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কি করে সার্ভ করা যায়, কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। একদিকে তারা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে নেগলেকট করছেন, আর একদিকে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কিভাবে সার্ভ করা যায় তার চেষ্টা করছেন। মিউনিসিপ্যালিটির যৌক্তিকতার কথা জালান সাহেব অনেকবার বলেছেন—এ সম্বন্ধে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প বলবো। জালান সাহেব বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট যখন প্রথম আলোচনা হয় তখন বলেছিলেন যে এ সম্বন্ধে এ্যামেন্ডমেন্ট করতে তিনি রাজী আছেন। এই এ্যাসেম্বলি হলের দোতলায় আমাদের খুব খাওয়াদাওয়া করালেন, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীরাও এসেছিলেন। তারপরে গত বছর জুন মাসে তাদের যা কিছু কার্যকলাপ শেষ হয়ে গেছে, শ্রাদ্ধ বাসরটা কবে শেষ হবে সেটা জানতে চাই।

[At this stage the Speaker having reached time limit resumed his seat.]

Sj. Durgapada Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, কনট্রিবিউশন খাতে আমাদের জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কথা আমি আলোচনা করব। আজকে আমাদের জেলা বোর্ডগুলির মুমূর্ষু অবস্থা—আমি বুঝতে পারি না বৎসরের পর বৎসর কেন এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে কনট্রিবিউশন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আমাদের দেশের কিছু উন্নতি হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের সরকার আজো স্থির করতে পারেন নি জেলা বোর্ডগুলির ভবিষ্যৎ কি হবে। জেলা বোর্ডগুলির অধিকার কেন হরণ করা হচ্ছে বুঝতে পারি না—এসব কারণে বোর্ডগুলি লোকচক্ষে হেয় হয়ে পড়ছে। সরকারী নীতি পরিষ্কারভাবে কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বাজেটের বরাদ্দ টাকার অঙ্ক, রিভাইজড বাজেট-এ বরাদ্দ টাকার অঙ্ক থেকে সরকার এইসব জেলা বোর্ডগুলি সম্বন্ধে কি পন্থাবলম্বন করতে চান আমরা বুঝতে পারি না। গ্রান্ট যা করা হয় কোনদিন তা ঠিকভাবে হয় না। তাঁদের যদি এই ব্যাপারে মনের স্থিরতা থাকতো তাহলে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট যখন নিয়ে নিলেন তখন মেডিকেল ডিপার্টমেন্টও হাতে নিয়ে নিতেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির হাতে এখনো হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে। হাসপাতালের অবস্থা অবর্ণনীয়, হাসপাতালে সাধারণভাবে এল এম এফ ডাক্তার রাখা হয় বটে, কিন্তু যে বেতন দেওয়া হয় তা উল্লেখ না করা ভালো। কংগ্রেস বেঞ্চে অনেকেই আছেন, যাঁরা জেলা বোর্ডের পরিচালনার সংগে জড়িত। আজকে জেলা বোর্ডগুলির দুর্গতির কথা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অ্যাসোসিয়েশন-এ বার বার বলা সত্ত্বেও উন্নতির কোন প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না। সমগ্র বাংলা দেশে যে সব ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আছে তাদের দিয়ে যদি কোন কাজ করাবার ইচ্ছা ও দায়িত্ব এ সরকারের থাকে তাহলে তাদের এমন টাকা দিতে হবে যাতে করে তারা তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। আর তা না হলে সম্পূর্ণভাবে তাদের তুলে দেওয়া হোক। এবং গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হিসাবে তাদের কাজ চালান হোক। এখানে বলা হয় মিউনিসিপ্যালিটি-র ওয়াটার সাপ্লাই-এর জন্য অনেক কনট্রিবিউশন দেওয়া হয়, রাস্তাঘাটের জন্য প্রচুর টাকা দেওয়া হয়—আমি শুধু রামপুরহাট মিউনিসিপ্যালিটির কথা বলব—সেখানে বর্ষাকালে রাস্তায় চলবার উপায় নাই, অন্য সময় ধুলার জ্বালায় চলাফেরার উপায় নাই। পানীয় জলের ব্যবস্থা করতেও সরকার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আমি আশা করি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সম্পূর্ণভাবে তুলে দেবেন, আর না হয় পানীয় জল ও রাস্তাঘাট প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ব্যবস্থাগুলি যাতে ভালভাবে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা করে সরকার নিজেদের সম্মান বজায় রাখবেন।

[6-30—6-40 p.m.]

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

مسٹر سپیکر، سر، آج میں خاص طور سے Garden Reach Municipality
کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں جسکو 1955 سے سوپرسیڈ کر دیا گیا ہے۔
اس پر یہہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہاں کا کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے۔
لیکن 1955 سے اس municipality کی حالت یہہ ہو رہی ہے کہ وہاں
نہ تو پانی کا انتظام ہے نہ تو سڑکوں کی مرمت ہو رہی ہے اور
نہ تو بتی جلانے کا کوئی انتظام ہے، اور نہ تو وہاں کے لوگوں کے سکھ
سویدھا کا ہی کوئی انتظام کیا جا رہا ہے۔ Municipality کی حالت
دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے یہہ بہانہ بنایا گیا کہ اسکی حالت

کو سسپنڈ کیا ہے - مگر معاملہ یہہ ہے کہ وہاں کے Chairman اور Congress M. L. A. ہیں Shri Sheikh Abdulla Saheb تو انکے خلاف no confidence ہوا تھا - اسلئے Government کو یہہ خیال ہوا کہ یہہ municipality لیفٹسٹوں کے ہاتھہ میں چلی جائیگی - اس کو بلکل بازار میں بیٹھنے والے لے جائینگے - اسلئے Government نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ۔

وہاں کے کمشنروں نے کہا تھا کہ کم سے کم چھہ ماہ کا موقعہ دیا جائے اور تب دیکھا جائے کہ اس چھہ ماہ میں اس کی حالت اچھی ہوتی ہے یا خراب - لیکن انکی کچھہ بھی سنوائی نہیں ہوئی اور سرکار نے اسے اپنے ہاتھہ میں لے لیا ۔

Shri Abdulla Saheb پہلے M. L. A. تھے - دس سال تک وے وہاں کے Chairman رہے - انہوں نے وہاں کی جو بھی ترقی کی وہ ہر آدمی جانتا ہے - جو بھی municipality کے پاس پیسہ تھا اسے انہوں نے ختم کر دیا - انہوں نے نہ تو راستوں کی مرمت کروایا اور نہ تو بجلی کا ہی انتظام کروایا - کیا سرکار اس بارے میں بالکل ہی نہیں جانتی ہے کہ انہوں نے کیا اچھا کام کیا اور کیا خراب کام کیا ؟

جب انکے خلاف no confidence ہوا اور وہاں پر جب دوسری پارٹی کمیٹی بننی چاہی تو کیا Government کو یہہ دیکھنا نہیں چاہئے تھا کہ دیکھیں یہہ کمیٹی کیا کرتی ہے ؟ لیکن نہیں Government نے فوراً ہی اس municipality کو supersede کر دیا - اس پر Administrator بیٹھا دیا گیا - اس نے وہاں پر assessment کیا - وہاں پر ٹیکس بھی بڑھا دیا - ٹیکس بڑھا کر بھی وہاں پر کچھہ کام نہیں کیا گیا - جو تھوڑا سا کام ہوا بھی اس میں ساٹھہ ستر ہزار روپیہ خرچ کیا گیا - دفتر میں باہر سے بڑے آدمیوں کو بلا کرکے رکھا گیا - اس کے لئے یہہ کہا گیا کہ

آفس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا اور آفس کے کاغذ پتر ٹھیک سے نہیں رکھے گئے ہیں اس لئے ایسا کرنا پڑ رہا ہے - مگر دفتر میں سات ہزار روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی آج تک وہاں کا کام ٹھیک نہیں ہو پایا - وہاں پر اب بھی گڑبڑی بنی ہوئی ہے - ایک ایک آدمی کے پاس تین تین چار چار مرتبہ ٹیکس وصولنے کے لئے آدمی جاتا ہے اور کسی کسی کے پاس ایک بار بھی نہیں جاتا - نتیجہ یہہ ہوتا ہے کہ کسی کسی سے ٹیکس کا روپیہ ہی نہیں وصول جاتا ہے *

وہاں کی water scheme آج بھی ٹھپ پڑی ہوئی ہے - Government کا انسپکٹر وہاں پر جانچ کے لئے گیا تھا - 1954-55 میں جانچ پڑتال ہوئی تھی - وہاں پر بات یہہ ہوئی تھی کہ سرکار تیس لاکھہ روپیہ اس water scheme میں خرچ کریگی مگر اتنا دن ہو گیا ابھی تک سرکار نے اس scheme کے لئے کچھہ بھی خرچ نہیں کی - سنا جا رہا ہے کہ تیس لاکھہ نہیں گیارہ بارہ لاکھہ روپیہ سرکار خرچ کریگی - وہاں پر گہرے ٹیوب ویل بٹھانے کی بات ہوئی تھی کیونکہ وہاں کے تمام علاقہ میں پانی کی بہت ہی کمی ہے - چودہ گہرے ٹیوب ویل کی بات ہوئی تھی - لیکن اس گیارہ لاکھہ روپیہ سے وہاں پر پانی کا کیا انتظام ہو سکتا ہے ؟

ابھی تک وہاں پر پانی کارپوریشن سے لیا جاتا ہے - جس وقت سے یہہ municipality supersede ہوئی ہے اسی وقت سے ایک agreement کے مطابق کارپوریشن اس علاقہ کو پانی دے رہا ہے - اس کے بدلے میں municipality کارپوریشن کو روپیہ دے رہی ہے - پانی سپلائی کرنے کا کام کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے - پھر بھی آج تک وہاں پر پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں ہو سکا ہے - Municipality خود اسکا انتظام

نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اسکے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے - ساتھہ ہی کارپوریشن جو پانی دیتی ہے اسکے لئے اسے جو روپیہ دینا پڑتا ہے وہ اسے کہاں سے دیگی ؟

وہاں پر جو Administrator لگے ہوئے ہیں وے سرکاری contractor کے ساتھہ ہیں - وہاں پر اسکول کا بھی ابھی تک انتظام نہیں ہو پایا ہے - سرکار اس طرف نظر نہیں دیتی ہے - Municipality کی حالت دن پر دن بگڑتی جا رہی ہے - Administrator Saheb آفس میں چپ کرکے بیٹھے ہوئے ہیں - وہاں کی جنتا election کی بار بار مانگ کر رہی ہے لیکن کچھہ بھی سنوائی نہیں ہوتی ہے - درحقیقت بات یہہ ہے کہ Administrator Saheb یہہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر election ہو - پھر بھی وہاں کی جنتا مانگ کرتی جا رہی ہے کہ یہاں پر election ہونا چاہئے تاکہ وہاں کی پبلک اپنا انتظام اپنے ہاتھوں سے خود کر سکے - مگر یہہ سرکار ڈرتی ہے کہ اگر کہیں election میں ووٹ اس کے ہاتھوں میں نہ لگی تو یہہ municipality برودھیوں کے ہاتھہ میں چلی جائیگی - میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی وجہہ ہی نہیں ہو سکتا ہے جسکے کارن سے سرکار election نہ کراتی ہو - اگر کوئی اور کارن ہو تو میں Minister Saheb سے کہونگا کہ مہربانی کرکے آپ بول دینگیں - میں سرف جانتا ہوں کہ سرکار ڈرتی ہے کہ election ہونے سے سارا معاملہ الٹ جائیگا لیکن میں کہونگا کہ اگر وہاں پر election نہیں ہوا تو سارا علاقہ چوپٹ ہو جائیگا ۔

چار پانچ سال کے اندر Administrator Saheb نے اس علاقہ کا کچھہ بھی فائدہ نہیں کیا - انکے کام سے وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں معلوم پڑتا ہے - پھر بھی یہہ سرکار انکو وہاں پر بیٹھائے ہوئے ہے جب کہ

سرکار یہہ جانتی ہے کہ انہوں نے وہاں کی جنتا کی کچھہ بھی بھلائی نہیں کی ہے - ابھی وہاں پر ex-commissioner بھی بیٹھے ہوئے ہیں - وہاں کے ex-commissioner ہیں Dr. Chatterjee - وہاں پر جو assessment ہوا تھا اسکو خود انہوں نے ہی final کیا تھا - یہہ آج بھی اپنا دھاک جمائے ہوئے بیٹھے ہیں - وہاں کی پبلک کی بات کو یہہ ذرا بھی نہیں سنتے ہیں - یہہ وہاں کے کانگریس کمیٹی کے پریسیڈینٹ بھی ہیں *

اسپیکر سر، مٹیابرج municipality کی حالت کو دیکھئے - وہاں پر Congress Mandal کا آدمی بیٹھا ہوا ہے - وہ وہاں کی پبلک کی بات کو سننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا ہے - وہاں کی municipality کی حالت دن بدن خراب ہی ہوتی جا رہی ہے - وہاں پر Birlaji کا بہت بڑا کارخانہ ہے - وہ کارخانہ ہے Keshoram Cotton Mills - برلاجی ایک بہت بڑے بیوپاری ہیں اسلئے سرکار انکی مخالفت کرنا نہیں چاہتی ہے چاہے municipality کی حالات خراب بھلے ہی ہو جائے - برلا نے municipality کی دو نالیوں کو بند کر دیا ہے - اسے cement سے پاٹ دی گئی ہیں - اس سے اب پانی ان نالیوں سے نہیں بہتا ہے - نالی بند کر دینے کی وجہہ سے اس علاقہ میں گندگی بڑھتی جا رہی ہے - بستی کا پانی اس نالی سے دریا میں جاتا تھا - وہ نالی اب صاف نہیں رہ گئی ہے - اس لئے بستی والوں کو اب بڑی دقت اٹھانی پڑ رہی ہے - وہ نالی Keshoram Cotton Mills کے ذریعے سے پاٹی گئی ہے - لیکن میں تو کہونگا کہ Shri Abdulla Saheb کی مرضی سے پاٹی گئی ہے - اس طرح کی تمام دقتوں کو بستی والے اٹھا رہے ہیں - اس لئے میں Minister Saheb سے کہونگا کہ وہاں کا election جلد سے جلد کرا دیجئے جس سے وہاں کی پبلک کو کچھہ کام کرنے کا موقعہ ملے اور وہ اپنی ترقی خود کر سکیں *

وہاں پر پانی کی دقت کے لئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں-
پھر کہتا ہوں کہ پانی کا آج تک کوئی بھی انتظام نہیں ہوا ہے-
وہاں پر ایک یا سوا لاکھ لوگ رہتے ہیں - Caloutta وہاں سے بہت دور
ہے - وہاں پر ایک Maternity Hospital کی بہت سخت ضرورت ہے -
اس کے لئے بہت پہلے کہا گیا تھا کہ وہاں پر کم سے کم 41 bed کی
ضرورت ہے - لیکن آج تک اسکی بابت میں کچھ بھی نہیں کیا گیا -
ابھی تک یہہ معاملہ پیشی میں پڑا ہوا ہے - میں Minister Saheb سے
عرض کرونگا کہ اسکی طرف بہت جلد آپ نظر دیں *

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, ৫৭ মিসলেনিয়াস কনট্রিবিউশনস-এর খাতে কিছু বলতে গিয়ে আমার যে দুটো কাট-মোশন আছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলবো। কারণ আমার সময়ের অভাব। প্রথম হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে। আজ এগার বছর হয়ে গেল কংগ্রেস শাসন চলছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি। এই হাউসে অনেকবার এই প্রশ্ন আমি তুলেছি এবং তার পরবর্তীকালে আমাদের কাছে একটা সুখবর এলো যে ক্যালকাটা কর্পোরেশন-এ কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষ সবাই মিলে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করলো যে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের ভোটের অধিকার দেওয়া হবে। তারপর শ্রী জালান, তিনিও আমরা বরাবর শুনছি, চিন্তা করছেন এ সম্বন্ধে কি করা যায়? কিন্তু আমি বলি এ সম্বন্ধে আর চিন্তা করবার কি আছে? এটাত আমাদের করতেই হবে। আজ না করুন, কালকে ত করতেই হবে। অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে, বহু জায়গায় আগেই এই জিনিস হয়ে গিয়েছে, এবং সেখানকার রিপোর্ট কি তা আমরা জানি। তাঁদের ধারণা আমরা একটা লাফিং স্টক। বাইরে গিয়ে আমরা যখন তাঁদের কাছে আমাদের বিষয় বলি তখন আমরা একটা লাফিং স্টক হয়ে পড়ি। মাদ্রাজ বলুন, বোম্বে বলুন, দিল্লী বলুন যখন যেখানে গিয়ে তাদের কাছে বলি বাংলা দেশে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের ভোটের অধিকার নেই মিউনিসিপ্যালিটিতে, ক্যালকাটা কর্পোরেশনে, তাঁরা প্রথম বিশ্বাস করতে চান না। তাঁরা বলেন তা কি করে সম্ভব। সুরেন্দ্রনাথের বাংলা, যেখানে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার নিয়ে এতবড় সংগ্রাম হয়ে গেল, যেখানে তোমরা নেতৃত্ব দিয়েছ—নানা রকম অধিকারের জন্য, এবং যার ফলে আজ ভারতবর্ষে কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর আজ কংগ্রেস শাসিত বাংলা দেশে এই অবস্থা হয়েছে বলছো? তাঁরা বলেন কংগ্রেস শাসনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ, তোমরাই ত অপজিশন-এ আছো, তোমরা অপদার্থ। তা না হলে তোমরা এত জেল-গোইং লোক রয়েছ, তোমরা এত লোক আন্দোলন করো, এত লোক জেলে যাও, অথচ এই রকম এতবড় একটা ব্যাপার নিয়ে, সে রকম বড় আন্দোলন কিছুই হচ্ছে না? এই অপবাদ আমাদের মাথা পেতে নিতে হয়, কারণ, আমরা আমাদের কর্তব্যের অবহেলা করেছি। আমি বলবো যদি আমাদের কোন আন্দোলনের দরকার থাকে, তবে আগে এটার প্রয়োজন আছে। এরজন্য আমি সরকারকে দোষ দেবো না, কারণ, সরকার ত এটা করবেনই। এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা কর্পোরেশন, যার ১০ কোটি টাকা ইনকাম হবে, সেটা কংগ্রেসের হাত থেকে পাছে বেরিয়ে যায়, তার জন্য তাঁরা এই জিনিসটা করতে চাচ্ছেন না। আমি বলি আপনাদের হাত থেকে এটা বেরিয়ে যাবে বলে এতবড় একটা গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে নেবেন না? এটা কি রকম ব্যবহার হচ্ছে? আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। আমি জালান সাহেবকে আর কি বলবো, কারণ ও'র হাতে ত কোন ক্ষমতাই নেই। জালান সাহেব শুধু শুধু কেন মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন জানি না। সমস্ত কিছু মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের হাতে, ক্যাবিনেটে তিনি ডিসিশন নেবেন। তবু আমি জালান সাহেবকে বলি আপনি যখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তখন এটা ক্যাবিনেটে তুলুন। সেখানে ডিসিশন নেওয়া

হোক যাতে করে নেক্সট সেশনে এসে বলতে পারেন যে সারা বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দেওয়া হল।

[6-40—6-50 p.m.]

আর একটি বিষয় আমি এখানে বলতে চাই—সেটা হচ্ছে এখানে মিনিমাম ওয়েজ একটা ঠিক হয়েছে, যারা অল্প বেতন পায় হাওড়া, কলকাতা কর্পোরেশন বাদ দিয়া অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির অল্প মাইনের কর্মচারী তাদের জন্য একটা কমিটি বসেছিল এবং সেই কমিটি সুপারিশ করেছেন মাইনে বাড়ানর জন্য। প্রায় ২০ হাজার কর্মচারী এরকম যারা আছেন তার মধ্যে ১৬ হাজার কর্মচারীর মাইনে ৩০ থেকে ৪০ টাকা। যাই হোক এই সুপারিশ অনেক দিন হয়ে গেছে, সরকার নোটিশ দিয়েছেন, কিন্তু সেই সুপারিশ কার্যকরী হচ্ছে না কেন? সোজা কথা মিউনিসিপ্যালিটিগুলির টাকা নেই—সেটা কংগ্রেস শাসিত মিউনিসিপ্যালিটি হোক আর অপোজিশন শাসিত মিউনিসিপ্যালিটি হোক টাকার অভাবে সেখানে সুপারিশ কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। একথা বললে চলবে না যে অন্যায় কিছু বলা হয়েছে—এটা ন্যায্য কথা মানতে হবে। একথা যদি কেউ বলেন যে টাকা ওরা আদায় করেন না—তাই টাকার অভাব, সেটা ঠিক কথা হবে না। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি যারা শতকরা ৯০ ভাগ আদায় করেন রেটস অ্যান্ড ট্যাক্সেস থেকে তারাও দিতে পারেন না তার কারণ তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর রানিং এক্সপেনসএ শতকরা ৭৫ ভাগ চলে যায়। রাস্তাঘাট, ড্রেইনেজ, ইত্যাদি করবার জন্য টাকা তাদের থাকে না, মেরামত কাজের জন্য টাকা তাদের নেই। অবস্থা যখন দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে নোতুন নোতুন ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস বসছে। এইভাবে বাজেটের শতকরা ৭০।৮০ ভাগ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স হল। জালান সাহেব তো এদিকে রেট বাড়াতে চান। কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে মেমোরানডাম দেওয়া হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে বলা হয়েছিল রেট বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, অন্যভাবে যাতে এদের ফাইন্যান্স বাড়ান যায় তাই দেখতে হবে, বলেছিলাম অন্ততপক্ষে এ বছর এদের একটা সাবসিডি দিন, এতে ৪০।৪৫ লক্ষ টাকা লাগতে পারে; কিন্তু বরাবর এরকম সাবসিডি দেওয়া চলবে না, কিছু কিছু সাবসিডি যদি দিয়ে চলেন এবং তারপর সেয়ার অব ট্যাক্স যেটা সেটা বাড়িয়ে দেন, অর্থাৎ সেয়ার অব ট্যাক্স যেগুলি আছে যেমন প্রমোদ-কর মোটর ভেহিকলস ট্যাক্স, এন্ট্রি ট্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি ট্যাক্স ইত্যাদি নানা রকম ট্যাক্স যেগুলি আপনারা সমস্ত নিয়ে নিচ্ছেন সেগুলি চেষ্টা করে এদের দিন। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি কোন মূল্য দেন এবং তাদের কিছু উন্নতি করতে চান তাহলে তাদের ফাইন্যান্শিয়াল অবস্থার ইমপ্রুভ করতে হবে।

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের যদি কোন উন্নতি করতে হয়, যদি কোন মূল্য তার থাকে তাহলে রেটস বাড়িয়ে ইমপ্রুভ করা যায় না। আইনের পরিবর্তন করলে পর বড় বড় কলকারখানা যেগুলো পড়ে সেগুলো থেকে বেশী টাকা আদায় করতে পারেন, তার জন্য আইনের পরিবর্তন করা প্রয়োজন আছে। এই দুটো মিলিয়ে এখন একটা সাবসিডি দিন এ বছর। দেখলাম কিছুই নাই। নয় লক্ষ না কত টাকা রেখেছেন লোন হিসাবে এতে কিছুই হবে না, যেখানে ৪০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। এটা যদি না হয় আমরা যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি চালাই কি করে লোককে বলবো রেটস বাড়িয়ে দাও যাতে করে মাইনেগুলো দেওয়া যায়। তার মানে গভর্নমেন্ট সমস্ত সুপারসিড করে দেবেন। তুমুল আন্দোলন হবে এতে। আমি জানি এমনি নোটিশ পড়েছে ধর্মঘটের—একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট হবে। তারপর জানি না কত দিনের জন্য ধর্মঘট হবে। এর থেকে আপনারা রক্ষা করুন। এটা বহুদিনের ব্যাপার। অনেক রেকমেন্ডেশনস রয়েছে বহু কমিটির তাতে তাদের ফাইন্যান্স ইমপ্রুভ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি আশা করি এ বিচারটা আপনি করবেন। তবে আমি আবার বলবো যে জালান সাহেবের হাতে নাই এসব বিচার করার, যাঁর হাতে আছে তিনি এখানে নেই। তিনি হলেন ফাইন্যান্স মিনিস্টার, যার জন্য জালান সাহেবের সংগে দেখা করার পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম—সেও প্রায় মাসদুয়েক হয়ে গেল, যখন বাজেট তৈরী হচ্ছিল, বলেছিলাম আপনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার আপনি অন্ততঃ বাজেটে এটা একবার রাখবেন একটা সাবসিডির ব্যবস্থা রাখবার জন্য। এটা হল না।

আপনি আমাদের একটা প্রচন্ড আন্দোলনের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। আমি আশা করি জনসাধারণের এরূপ অকল্যাণ এবং যারা কর্মচারী তাদের এই অকল্যাণ আপনারা করবেন না, এটার একটা জবাব চাই যে আপনারা কিছু দেবার জন্য প্রস্তুত আছেন কি না।

Sj. Mahendra Nath Mahata:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই বাজেট সমর্থন করতে উঠে বর্তমানে জেলা বোর্ডগুলি যে অবস্থায় আছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এই হাউসের কাছে রাখতে চাই—জেলা বোর্ডগুলি সম্বন্ধে আমরা অনবরত শুনতে পাই যে এই জেলা বোর্ডগুলির কোন কাজ নাই, এগুলো উঠে যাওয়া দরকার, এদের কোন আবশ্যকতা নাই। হতে পারে এদের আর কোন কাজ নাই, থাকা অনুচিত—অবসলিট হয়ে গেছে কিন্তু সে সম্বন্ধে আজকে বেশী কথা বলবার সময় নাই। তবুও দু-একটি কথা বলি। এ জেলা বোর্ডের যে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের যে লোকাল বডিস রয়েছে তার মধ্যে জেলা বোর্ড একটা মস্ত বড় জিনিস। আমরা ভারতবর্ষের সংবিধান রচনায় আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড থেকে বহু জিনিস গ্রহণ করেছি সেই ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার যে লোকাল বডিজ আছে সেদিকে যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখি ১৮৫৭ সালেও ইংল্যান্ড-এর(?) রিপোর্ট থেকে দেখি শুধু ইংল্যান্ড-এ ওয়েলসকে বাদ দিয়েও প্রায় ১২½ হাজার লোকাল বডিস আছে এবং সেখানে প্রায় ৫১টি কাউন্টি কাউন্সিলস রয়েছে। সেখানে পপুলেশন প্রায় ৫ কোটি আর আমাদের প্রায় ২½ কোটি। কাজেই সেখানে এখনও এই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-এর মত কাউন্টি কাউন্সিলসগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করছে, তাদের ফাংশন ফরমেশন এবং ফাইন্যান্স যেগুলি রয়েছে সেগুলো দেখলে বিশেষভাবে সব বুঝতে পারা যাবে যে ইংল্যান্ড-এর কনস্টিটিউশন আমরা দেখে নিজেদের কনস্টিটিউশন রচনা করেছি সেই ইংলন্ডের কাউন্টি কাউন্সিলসগুলো কেন আমাদের দেশে লাগবে না তা ধীর স্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। আমেরিকার দিকে দেখলে বুঝা যায়, আমরা যেটাকে পাবলিক ফাইন্যান্স বলি অর্থাৎ পাবলিক-এর টাকা নিয়ে, পাবলিক-এর কাজে যে টাকা খরচ করা হয় তাকে পাবলিক ফাইন্যান্স বলা হয়। এবং এই আমেরিকার পাবলিক ফাইন্যান্স এবং পারসেন্টেজ-এর খরচ হিসাবে যে ফিগার দেখতে পাই তাতে সমস্ত আমেরিকার পাবলিক ফাইন্যান্সকে সেন্ট পারসেন্ট ধরলে তার ৪০ পারসেন্ট ফেডারেল গভর্নমেন্ট খরচ করে, ১২ পারসেন্ট বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্ট খরচ করে এবং লোকাল বডিজ ৪৮ পারসেন্ট খরচ করে। তা থেকে একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে যে আমেরিকা যে মোস্ট মডার্ন ডেমোক্র্যাটিক স্টেটস সেখানেও লোকাল বডিজ মারফৎও পাবলিক ফাইন্যান্স-এর ৪৮ পারসেন্ট খরচ হয়। আর সেই সব জিনিসগুলো এই জায়গায় কেন অ্যাপ্লিকেশন হবে না সেটা ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করা দরকার। আজকে যে লোকাল বডিজগুলো রয়েছে ভাল হচ্ছে মন্দ হচ্ছে বহু রকম কথা শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর হাতে সমস্ত পশ্চিম বাংলার এখনও ৫,৫০০ মাইল রাস্তা রয়েছে এবং ৫,৫০০ মাইল রাস্তার জন্য প্রায় ৬ কোটি টাকা আমাদের বাজেট করতে হয়, আর অন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডস ইন ওয়েস্ট বেংগল পুরুলিয়া বাদ দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর হাতে প্রায় ২১ হাজার মাইল রাস্তা আছে এবং ২১ হাজার মাইল রাস্তার জন্য সব ডিস্ট্রিক্ট মিলে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার বাজেট হয়, এই এত কম টাকায় কি করে যে তারা কাজগুলো করবে সেটা সবারই একটু চিন্তা করা উচিত।

[6-50—7 p.m.]

তাতে যদি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে কাজ করাতে হয় অন্ততঃ যতদিন না ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড উঠে যাচ্ছে ততদিন তার হাতে যে সব কাজ আছে অনেক জিনিস নিলেও রাস্তা একটা কম জিনিস নয়, তা বাদে বহু ডাক্তারখানা, হসপিটাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে আছে। সেই সমস্ত এবং রাস্তার কাজ যদি চালাতে হয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর তাহলে কি পরিমাণ রাস্তা যে দরকার হয় তা চিন্তা করা দরকার এবং ফাইন্যান্স করা দরকার। টাকা না দিয়ে কাজ হচ্ছে না বলা যা, একজন ভাল রাঁধুনিকেও রান্না করতে জানে না একথা বলার কোন দাম নাই। যদি তাকে রান্নার সব সামগ্রী না দেওয়া হয়। আজকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএ যে সমস্ত জিনিস আছে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব বড় একটা অংগ, যাকে আমরা এফিসিয়েন্সী বলি, সেই এফিসিয়েন্সীকে বহু লোক ম্যাথমেটিক্যালী এক্সপ্রেশন দিয়েছে যে লোকাল বডিজএর হাতে কাজ হবে সেটা মিউনিসিপ্যালিটির হাতে হবে কি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর হাতে হবে, পঞ্চায়ৎ কমিটির হাতে হবে কি গভর্নমেন্টএর

হাতে হবে—এ নিয়ে বহু আলোচনার জিনিস আছে। এই অল্প সময়ে সে আলোচনা করা যায় না, তবুও একটু চিন্তা ও ধীর স্থিরভাবে দেখতে গেলে বহু চিন্তাশীল মনীষী যেসব জিনিস দিয়েছে—৫টি

factor—Public Administration

Efficiency determine

করা

Efficiency is equal to G × U × Q divided by C × T

এটা দিয়ে এফিসিয়েন্সী ডিটারমাইন করা হয়। ইউ মানে ইউটিলিটি, কতগুলো লোক উপকৃত হবে। কত লোক উপকৃত হবে আর কত লোকের ক্ষতি হবে। এবং এই যে লোকগুলো উপকার পাবে কতদিন ধরে পাবে—পিরিয়ড অফ ইউটিলিটি এবং কিউ মানে কোয়ানটিটি—কতটা পাবে—

This is the numerator divided C × T the denominator—

এই ইউটিলিটিটা করবার জন্য কত টাকা খরচ করতে হবে

the cost multiplied by time of implementation of that scheme.

এই পাঁচটি ফ্যাক্টর দিয়ে পঞ্চায়েৎ ভাল করবে কি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ভাল করবে কি গভর্নমেন্ট ভাল করবে এই পাঁচটির প্রত্যেকটি ডিটারমিনেবল কোয়ানটিটি এবং এই পাঁচটি ফ্যাক্টর দিয়ে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড যেসব জায়গায় হচ্ছে তাদেরও ফ্যাক্টর দেখুন, আমাদেরও সমস্ত ফ্যাক্টর দেখুন—কোন জিনিস করলে ভাল হবে সেটা কম আন্ড কোয়াইটলী চিন্তা করতে হবে। শুধু এটা বা ওটা দিয়ে করলেই হবে না অল্ দি ওয়ার্লড ওভার এই লোকাল বডিজএর চিন্তা আছে সেই চিন্তাধারা দেখতে হবে। এই বাংলা দেশে লোকাল বডিজ, বলোকাল ফাইন্যান্স এনকোয়ারী কমিশন ১৯৫০ সালে রিপোর্ট দিয়ে গেছে এবং সেই রিপোর্ট দেখলে দেখবেন কোন্ কোন্ ফাংশন গভর্নমেন্টএর হাতে নেওয়া দরকার, কোন্ কোনগুলো লোকাল বডিজএর হাতে থাকা দরকার ডিটেইল্ড রিপোর্ট তাতে আছে—ফাইন্যান্সএর সম্বন্ধে ডিটেইল্ড রিপোর্ট তাতে দিয়েছে। আজ ৮ বছর হয়ে গেছে যে-কোন কারণেই হোক সেটা ইমপ্লিমেন্টেড হয়। একটা ফ্যাক্টর আপনাদের কাছে রাখলেই যথেষ্ট হবে—বোর্ড সেস্ যেটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর সোর্স অফ ইনকাম সেটা বিহার উড়িষ্যা ডবল করে দিয়েছে, আসামে এবং অন্যান্য সমস্ত স্টেট বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু বাংলাতে এখনও তাই আছে। কাজেই এই অবস্থায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর অবস্থা যে খারাপ হবে তা অতি সহজেই বুঝা যায়, আশা করি এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে ফাইন্যান্সএর ব্যবস্থা ভাল করা হবে। নইলে শুধু শুধু আলোচনা করে কিছু হবে না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

মিঃ স্পীকার, স্যার, মোটামুটি এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে—তাতে আমরা দেখেছি, গ্রামাঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলের কাছাকাছি যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি আছে তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। অন্যান্য জায়গায় যেমন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার মিউনিসিপ্যালিটিগুলির নানান ধরনের আয় আছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আয় একেবারে সীমাবদ্ধ। অথচ দায়ীত্বগুলি তাদের উপর পুরাপুরি আছে। কোন আয় না থাকার দরুন যে সব কাজ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে কাজগুলি পর্যন্ত হয় না। যেমন আমি বলতে পারি—জালান সাহেবও নিশ্চয়ই জানেন—বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটি, সেখানে ইলেকট্রিক লাইট গিয়েছে এবং সেখানকার পপুলেশন ৫০ হাজারের মতন অথচ সে মিউনিসিপ্যালিটিতে জলের কোন বন্দোবস্ত নাই। সমগ্র বসিরহাট সাবডিভিশনেই জলের কোন ব্যবস্থা নাই এবং জলের অভাবেই সেখানে প্রতি বৎসর মহামারি লাগে। আমি জলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি, তাদের যা আয় তাতে সব চেয়ে জরুরী যে কাজগুলি যা না করলেই নয় তাই করা সম্ভব হয় না। সরকারের কাছে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তাদের অবস্থার কথা জানিয়েছে—কিন্তু মিউনিসিপ্যাল দায়িত্বের মধ্যে সব চেয়ে যা প্রয়োজনীয় সেই পানীয় জলের ব্যবস্থা আদৌ করা হয় নাই। তারা বলে—আমাদের নিজ দায়িত্বে যদি এটা করতে হয় তাহলে এই অঞ্চল থেকে যে আয় হয় সেই আয়ের একটা অংশ সরকার আমাদের হাতে দেবার ব্যবস্থা করুন—তাহলে আমরাই এই কাজ করতে পারি। ধরুন যেমন টাকি মিউনিসিপ্যালিটি—সেখানে বিরাট বিরাট কলেজ

স্কুল হচ্ছে, মাল্টিপারপাস স্কুল হচ্ছে এবং সমস্ত সুন্দরবন অঞ্চলের লোক সেখানে এসে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে—অথচ এতবড় একটা মিউনিসিপ্যালিটি এত দিনের পুরানো জায়গায় সেখানে জলের কোন ব্যবস্থা নাই। পানীয় জলের ব্যবস্থা বাদ দিয়ে যে মিউনিসিপ্যালিটি কি করে চলতে পারে আমার ত তা ধারণার বাইরে। সেখানে ইলেকট্রিক ট্যাক্স আছে, সেটা তাদের দিতে হয়, সেই জন্য বলি ডেভেলপমেন্ট স্কীমের মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে যা একান্ত জরুরী কাজ সেগুলি হবার বন্দোবস্ত করা উচিত। আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ডেভেলপমেন্ট স্কীমএ কাজ মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে তার বাইরে রাখা হয়েছে তাই আমরা দেখতে পাই জলের যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রামে তা মিউনিসিপ্যালিটিতে নাই। যে কাজ বাদ দিলে মিউনিসিপ্যালিটি থাকার কোন অর্থ হয় না আর্থিক দুরবস্থার জন্য সে কাজ পর্যন্ত তারা করতে পারছে না—করবার কোন সুযোগ পাচ্ছে না—করবার মত আর্থিক অবস্থা তাদের নাই। বসিরহাট কোর্ট একটা সাবডিভিশনাল কোর্ট নেক্সট টু ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট সেই কোর্টের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই—কারণ মিউনিসিপ্যালিটির করবার সামর্থ্য নাই। পানীয় জলের যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সমস্যার সমাধান করতে হবে, মিউনিসিপ্যালিটির আওতা থেকে ডাইরেক্ট ট্যাক্স বাদ দিয়ে দেওয়া সে সম্বন্ধে সরকারের কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির প্রশ্নের সমাধান কি করে হবে—আমি জানতে চাই।

[7—7-10 p.m.]

দ্বিতীয়ত এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাতে প্রায় প্রতি বৎসরই স্কারসিটি অফ ওয়াটারএর জন্য কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ মহামারি আকারে দেখা দেয়; এলাকার লোকের স্নান ও পানীয় জলের কোন আলাদা ব্যবস্থা নেই, বসিরহাটে গেলে দেখবেন তারা স্নান করছে যেখানে সেখান থেকেই তারা পানীয় জলও নেয়। যেখানে ৫০ হাজার লোকের বাস সেখানকার এই ব্যবস্থা। তার কোন ব্যবস্থাই আপনারা করে দিতে পারলেন না। অথচ আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএ একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাপয়েন্টেড হচ্ছে। সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি করতে পারে? সে হাসপাতাল ভাল করতে পারবে না, রাস্তা, রোড কোন কিছুই করতে পারবে না—সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কেন আছে? সে জেলার কোন উন্নয়নমূলক কাজ করছে? যার জন্য প্রতি মাসে এত টাকা তার বাবদে, সেই টাকাগুলি নিয়ে গরীব মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন না? কিসের জন্য সেখানে এই আপদকে বসিয়ে রাখা হয়েছে? তার আত্মীয় স্বজনকে পোষা হচ্ছে? তাকে উঠিয়ে দিলে কি কোন মন্ত্রীর ক্ষতি হবে? এটা কবে শেষ হবে—এই বাবদ যে টাকা খরচ হচ্ছে সে টাকা উন্নয়ন বাবদ খরচ করা যায় না! আমার বক্তব্য হচ্ছে যেসব মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় কোন শিল্প বা অন্য কিছু আয়ের ব্যবস্থা নাই বিশেষ করে যে-সব মিউনিসিপ্যালিটিতে হাজার হাজার উদ্বাস্তু এসে ভরে গিয়েছে এ কয় বছরে এত বেশী সংখ্যায় তারা এসে গিয়েছে যে স্থানীয় লোকের অপেক্ষা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষতঃ যে সব মিউনিসিপ্যালিটি পাকিস্তানের সংলগ্ন, মাঝখানে একটা নদী মাত্র ব্যবধান—ওপারেই পাকিস্তান সেখানে উদ্বাস্তু সমাগম আরো বেশী—সেখানে পানীয় জলের প্রয়োজন খুব বেশী অথচ সে ব্যবস্থা কিছুই নাই! আর জেলা বোর্ড যখন উঠে যাচ্ছে তখন সে বাবদ কেন অপব্যয়টা হচ্ছে আমরা জানতে চাই।

Sj. Bankim Mukherjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হচ্ছে—কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাজ কি? তার কাজ কি এই যে কলকাতায় যে জমি বিক্রয় হবে তা হাইয়েস্ট বিডারে লোককে দেওয়া? আমরা ত জানতাম ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কাজ প্রথমতঃ হচ্ছে জমির উন্নতি করে কলকাতা শহরের উন্নতি করা। কিন্তু আজ দেখছি তার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে হাইয়েস্ট বিডারে জমি যে নিতে পারে তাকে জমি দেওয়া। এই অবস্থায় আজ বিশেষ করে বাঙালী মধ্যবিত্তদের পক্ষে এখানে জমি পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে, ক্রমশঃ তারা কলকাতা থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। এমন কি কোন ভাল কাজের জন্যও জমি পেতে হলে ঐ হাইয়েস্ট বিডারে নিতে হচ্ছে। শুনলাম জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য জমি খুঁজছেন ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের হাইয়েস্ট বিডারে ছাড়া জমি পাওয়া যাবে না বলে তিনি ফিরে এসেছেন। আমার বক্তব্য—ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট দর ক'ষে দেখবেন কি দর পড়েছে সেই দর অনুসারে তাঁরা জমির মূল্য ধার্য করবেন। তার

পরে যদি মেরিট অনুসারে দেন তাহলে বাঙালী বাসিন্দারা জমি পেতে পারেন। আর কমার্শিয়াল হিসেবে হাইয়েস্ট বিডারে জমি দিলে পর বাংলা দেশের ও বাঙালী মধ্যবিত্তদের যা আর্থিক অবস্থা তাতে নতুন যারা ধনী হচ্ছে সাধু বা অসাধু উপায়ে তাদেরই হাতে কলকাতার সমস্ত জমি চলে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যানএর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, যদি তার কোন যৌক্তিকতা থাকে।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I am thankful to the members who have taken part in the debate on this subject for their suggestions and criticisms with regard to local bodies. I agree with them that so far as the local bodies are concerned they are suffering from insufficiency of finances. So far as the urban areas are concerned they are suffering more because our tendency is throughout to provide first for the rural areas than for urban areas. The Central Government also is following the same policy. If a thing is to be done in the urban area the Central Government gives loan. Take for instance, water-supply. The Central Government will give the entire amount as loan if it is to be done in a municipal area. If it is to be done in rural area, 50 per cent. is given as subsidy and 50 per cent. as loan. Therefore I say that we should remember this basic position with regard to urban areas that there is more stress upon money being spent in rural areas than in urban areas and the urban areas where municipalities exist do suffer a great deal on account of it. There is always a competition between the members representing the rural areas and the members representing the urban areas and naturally the majority prevails and the urban areas are as a matter of fact being neglected at present which should not be done.

The next thing which I wish to say with regard to the municipalities in urban areas. We have got the Corporation of Calcutta as the biggest body, the rest are municipalities big or small save and except Howrah. The highest income of a municipality is about Rs. 6 or 7 lakhs. The income of Howrah Municipality is Rs. 60 or Rs. 65 lakhs. So far as the Calcutta Corporation is concerned the income is a few crores of rupees. The question is that so far as urban areas are concerned, we require good roads, we require water-supply, we require drainage, we require several other amenities which are the minimum which we ought to provide to these urban areas. The demand on the Exchequer of the State is so enormous and so varied that only a certain portion of the money can be allotted for these works and that portion, I agree with them, is also inadequate. Take for instance, water-supply. During the Second Five-Year Plan the amount sanctioned was Rs. 2 crores whereas our demand was at least Rs. 5 crores, and even those Rs. 2 crores have not yet been given to us by the Central Government. The amount given by the Central Government is given as a loan and we convert it into 2/3rd subsidy and 1/3rd loan but still we are suffering from insufficiency of funds which are at the disposal of the Central Government. In the Second Five-Year Plan the entire resources have been allotted for definite purposes, and so far as the money for water-supply is concerned, they give us under the National Water-Supply Extension Scheme. I should also say that so far as water-supply is concerned, that is not within my portfolio but it is within the Health portfolio, but because I am concerned with the municipalities, I am also concerned with the question of water-supply in those areas. So far as drainage is concerned, in the entire Second Five-Year Plan no provision for a single drain has been made. But where we require Rs. 5 lakhs for water-supply we require Rs. 15 lakhs for drainage. So far as roads are concerned, provision has been made in the Second Five-Year Plan.

Provision has been made for the repair of the municipal roads to the extent of about Rs. 1 crore 7 lakhs.

[7-10—7-20 p.m.]

The policy of the Government with regard to this matter is that two-thirds are given as subsidy by the Government and the municipalities have to pay the rest. We hope that so far the road problem is concerned something will be done during the Second Five-Year Plan. But if you say that it is sufficient I will say that it is still not sufficient. The amount required for repair of one mile of road is about Rs. 60,000 to Rs. 70,000; we have got 2,200 miles of urban roads; even with one crore of rupees we can have 100 or 120 miles of road repaired. Therefore, the amount is insufficient even if we spend the whole amount which has been allotted during the Second Five-Year Plan; but we are doing what we possibly can within the limitation of the resources that we posses.

Friends have said about the primary education in municipal areas. I agree with them that the amount allotted for the Biss Scheme is insufficient; something more ought to have been done with regard to this question. We are considering with the Education Department as to what should be done with regard to improving conditions in the urban areas. We hope that something will come out shortly.

With regard to the allotment of fresh items of taxation the only suggestions which have been made are about amusement tax, electricity duty and about a share of the motor vehicles tax. With regard to amusement tax you will realise that if that amount is allotted a few municipalities will reap the benefit whereas the other municipalities will not reap the benefit. The second thing is that with regard to the motor vehicles tax there has been certain recommendation made by the Taxation Enquiry Commission. The Government has allotted a certain sum which is about a crore of rupees for the urban areas; the rest is for the rural areas. Now, the motor vehicles tax was originally intended for the use of local bodies but by an amendment it was done away with and the amount is now available for the entire road system of the State—it is at the disposal of the State Government as a part of their revenue and, therefore, the local bodies cannot claim to have a share of it. The Government pays in the shape of grants and subsidies the amounts which are necessary from time to time.

With regard to the Minimum Wages Committee report, my friend the Leader of the Opposition has referred to it, the Government will make a subsidy for the purpose of meeting a portion of the requirements under the Minimum Wages Committee report. It requires a bit of adjustment and a bit of correction in order to have the final decision made. We are very eager to come to a final decision as quickly as possible. We have asked from all the municipalities as to what the consequences of the Minimum Wages Act will be, the total amount which will be required, and we are considering the question in all seriousness. We are anxious to see that the people who serve these municipalities get their fair wages. Of course what is fair and what is not fair is very difficult to say. Even what we call it fair may not be fair according to the standard recognised by the world. But still we, being poor country, cannot afford to spend too much beyond our means. But I can assure my friends in the Opposition as well as other members of the House that so far as Minimum Wages Committee Report is concerned, the Government is giving its most serious attention and it will assist the municipalities to a great extent in order to implement its decision. The question of local bodies is really a very important question. Apart from the finances that the State can provide it is also necessary that these local bodies should put their own house in order. With the little experience that I have with the working of the local bodies I feel that there is room for a great deal of improvement and

whenever a supersession has been ordered, it has been done only where it has been felt that it is absolutely necessary. So far as the executive officers' appointment is concerned, it is done as a half measure between total supersession and no action. Wherever we feel that the municipality's financial condition is very bad, there we put an executive officer in order to improve its administration. My friend has said that no improvement has taken place even where administrators or executive officers have been appointed. Well, I believe my friend is not fully aware of what has happened as a result thereof and the moment we feel that an executive officer cannot improve the position, we do away with it for there is no charm in the executive officer or the administrator. I need not go into individual cases. My friend has referred to Howrah. I know for one year Mr. Trivedi was administrator and there was realization of 13 to 14 lakhs of rupees which were regarded as absolutely unrecoverable by the previous one. Now the question is this: If there is an increase in the income, the increase in expenditure becomes very, very large. At once the demand from the employees do come. Even in the case of Howrah, within a period of ten years there have been 4-5 awards. If there is increase of 7 or 8 lakhs of rupees in income, there is no expenditure for looking after the amenities of the people. But that is not the way out of it. We want that they should get the amenities. At the same time the finances are limited. So far as the question of adult franchise is concerned, with regard to municipal bodies, the matter is under consideration of the Government. Let not my friend go away with the reports which are being published in the newspapers. The question of adult franchise, however, I must tell my friends, will not improve the administration or the finances of the local bodies. There is adult franchise in other neighbouring States. That is not solving the problem at all. If adult franchise has to be given, it may be given on political grounds or on other grounds, but not on the ground of improving the efficiency of the administration. I should like my friends in the Opposition to note that even in England adult franchise in local bodies was given only in 1949 and the adult franchise in legislature was given long ago. Therefore what I say is this. I do not rule out the question of adult franchise. At the same time they should not be led away by an idea as if a millenium will come when adult franchise will be given. It may be true that the Communist Party thinks that with adult franchise they may come into power. That is the reason why they wish it. But whichever power there may be, the question of the improvement of administration can only come by methods of administration being improved.

[7-20—7-30 p.m.]

Whether representatives are chosen by adult franchise or limited franchise is immaterial from the point of view of providing civic amenities to the people, so far as the average people is concerned. Moreover, let us not make a fetish of adult franchise at every stage. We have got adult franchise in the legislature, we have it in the Central Government, the entire Government of the country is based on adult franchise, and therefore, what I say is this: Let my friends not make a fetish of it. There is not much incentive for it in the local bodies apart from the political incentive.

(Sj. Jyoti Basu: He is speaking like Ayub Khan.)

My friends are greater Ayub Khans. The Communist Party which my friends represent is no less than Ayub Khan. So far as adult franchise is concerned, I wouud only say, please do not make a fetish of it. It may not come, or it may come, but the position will not make any difference from the point of view of the welfare of the people. We have got adult franchise in the Panchayats. So far as District Board is concerned it will

be by indirect election. So far as municipalities are concerned, the question of adult franchise is there and that is a question with which we are all concerned and some solution will be found.

With regard to the question of District Boards I agree with my friend that District Boards have ceased to be useful as they were before. Their functions are being taken over by the State and gradually they are being denuded both of finance and of functions. The question is what should be done with regard to the District Boards. The abolition of the District Boards is quite easy. But the question is, so far as the district boards are concerned, they are linked up with the Panchayats and with the entire local body system in rural areas. Now, my friends will realise that the Panchayats are gradually assuming greater importance for the development projects in our country. Recently, a committee was appointed by the Planning Commission to go into the question of how far these Panchayats could be utilised in order to improving the conditions of our rural areas and to do the development work. A decision has been arrived at, which was not before, that all the development work should be canalised through the Panchayats. At present the Panchayats are working independently of the officialdom which delays development work. Now, the policy since last year has undergone a change and it has been decided so far as rural areas are concerned the entire development work of these rural areas should be done through the agency of the Panchayats. The next proposition is of the Balwant Rai Mehta Committee report that there should be a statutory body at the block level, and there should be a district council constituted of the M.L.As. and others presided over by the Collector at the district level. Now, if we had statutory bodies at block level there will be about 200 such bodies and the district councils will have to be formed. All the States in India are at present considering the different aspects of the Balwant Rai Mehta Committee's report and it is to be decided as to what will be our views. We have got the Panchayats, we shall have the statutory Panchayats, bodies at the block level, as suggested by them, then the district committee. To sum up, I say that the district boards are not performing the functions and are not capable of performing the functions which are expected of them because of many considerations and many things happening in the country. District Boards have been superseded in some of the States and all the members of the district boards have been put out of commission and they have been put in the hands of Government officials pending final solution of the structure of those district boards but we do not wish to propose to follow that undemocratic method—to put them under administrators pending a solution of the problem. What we desire is that a solution of the problem must be found and then that solution is to be enforced and the thing has to be done.

With regard to the Calcutta Improvement Trust, my friend Sj. Bankim Mukherjee has said that the property is being sold to the highest bidders. Sir, the position is this: The Calcutta Improvement Trust purchase property at a price, improve it and then sell it at a higher price. Now, unless the Trust sell it at the highest price it is not possible for the Trust to meet the financial implication of an improvement scheme. I would like Sj. Bankim Mukherjee to remember this that the Trust have got sources of income in the shape of tax on Calcutta properties, share of jute duty, a share of terminal tax and total income of the Trust is about 50 to 60 lakhs, and the land which the Trust improve, a portion of it is used for roads for which no payment is to be made. Therefore the Trust when they make an alignment they make alignment of a little more area than what is necessary for the road in order to enable the Trust to meet the expenses of the construction of the road out of the profits. (Sj. Bankim

Mukherjee. Why the properties are being sold to the Marwaris at the highest price?) I am not concerned with that. If you want that they should not be sold to Marwaris, pass a law to the effect that no land should be sold to the Marwaris, but that is not possible nor it can be done under the Constitution. This may be your grievance and I sympathise with you for this but what can I do in the matter? Now, Sir, unless and until the land is sold to the highest bidder you cannot get the best price in order to implement your development programme. Take for instance, the Brabourne Road. Now, the price which had to be paid for acquisition of land was at the rate of Rs. 60 to 70 thousand per cottah. The road had to be broadened and after taking into account the amount which was received as profit after the sale of surplus land there was a net deficit of 150 lakhs and this has to be met by taxation. Therefore the Trust cannot but follow this policy otherwise it cannot function. Sir, my time is up and if I do not finish now the members opposite will say why the Minister is being given so much time. Sir, I oppose the cut motions.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I do not know whether you heard the Minister saying—you were busy with Sj. Ganesh Ghose—that as far as adult franchise is concerned, it may come or it may not come. The earlier statements were "we were considering the question" but today he has gone a step forward and it seems that Bengal is going to be the only exception in India in this respect.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, when the question is under consideration how can Sj. Basu anticipate the decision?

[7-30—7-35 p.m.]

Sj. Jyoti Basu: Again I repeat. Earlier you had stated that this was getting a favourable consideration from you. Resolutions were coming. But this time it seems you have gone back and you want to make West Bengal an exception in India.

Mr. Speaker: Save and except cut motion Nos. 6 and 13, the rest of the cut motions are put to vote.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharyya that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES 52

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar, Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal

Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES 116

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 52 and the Noes 116, the motion was lost.

The motion of Sj. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 1,64,06,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES 53

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravarty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chatteraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES 116

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath

Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Medak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 116, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 1,64,06,000 be granted for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: There will be no questions tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-35 p.m. till 2-30 p.m. on Tuesday, the 3rd March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 3rd March, 1959, at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 206 Members.

[2-30—2-40 p.m.]

Adjournment Motions

Mr. Speaker: There are three adjournment motions. The honourable members may read them.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: The business of the Assembly do now adjourn to discuss a definite matter of urgent public importance and of recent occurrence namely sudden ejectment of the Islamia Girls' High School, a Public Library and Reading Room, and a Charitable Dispensary on 27th February, 1959 from premises No. 44, Beniapukur Road with the help of the police causing serious tension in the locality.

Sj. Monoranjan Hazra: The business of the Assembly do now adjourn to discuss a definite matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely:—

The situation arising out of discharging 350 workers of the Bengal Belting Factory at Mahesh and failure of Government to enforce the maintenance of *status quo* as directed by the Assistant Labour Commissioner in the Factory during the period of pendency of the conciliation.

Sj. Narayan Chobey: The business of the Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely:—

The situation arising out of 200 workers being thrown out of employment as a result of sudden declaration of lay off in the Sree Luxmi Tannin Extract Factory, Kharagpur, from 1st March, 1959 without prior intimation to the Labour Department and the registered Trade Unions.

Personal Explanation

Sj. Samar Mukhopadhyay:

মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে আমি এতদিন জেলে ছিলাম। সেই জেলে থাকা অবস্থায় আমি একদিন দেখলাম—খবরের কাগজে যে এখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই সভার একজন সদস্য শ্রীনেপাল রায় হেরোভাঙ্গা পরিকল্পনা সম্পর্কে কতকগুলি দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁর বক্তৃতায় আমার নামটা যুক্ত করেছেন, তাঁর বক্তৃতা যে এ্যাসেম্বলি প্রসিডিংসে আছে সেই প্রসিডিংসটা আমি এসে পড়লাম, তিনি তাঁর বক্তৃতায় অন্য অনেক বিষয় সম্পর্কে যা বলেছেন সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আমার নাম যুক্ত করে তিনি যে কথা বলেছেন তা নির্জলা অসত্য, তা ঘটনা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। তিনি প্ল্যানিং অফিসার এবং ঠিকাদার সম্বন্ধে কতকগুলি দুর্নীতির অভিযোগ এনে তার সঙ্গে ইউ সি আর সি, বিশেষ করে আমার নাম যুক্ত করে বলেছেন ঠিকাদার ওদের দলের লোক, এবং সাতদিন নাকি ঐ ঠিকাদারের আস্তানায় আমি ছিলাম। তা ছাড়া যিনি প্ল্যানিং অফিসার সেই অফিসারএর সম্বন্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

Mr.. Speaker:

দেখুন মিঃ মুখার্জি—
do not take the name of others.

Sj. Samar Mukhopadhyay:

তিনি বলেছেন—আমি নাকি বলেছি—প্ল্যানিং অফিসার এ, এন, রায় জিন্দাবাদ করতে হবে। এটা আমি তাঁর কথা 'কোট' করেই বলছি—কারণ চোরকে বাঁচিয়ে না রাখলে লক্ষ লক্ষ টাকা মারতে পারা যাবে না। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন ঐ অফিসারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মারায় আমার যোগাযোগ আছে। সেইজন্য এই অফিসারকে জিন্দাবাদ করা হউক—এই নাকি আমি বলেছি। তাঁর প্রত্যেকটা কথা মিথ্যা। তিনি প্রত্যেকটা কথা মিথ্যা বলেছেন, 'মিথ্যা' যদি আনপার্লামেন্টারী হয় তাহলে আমি তা কেবল অসত্য নয়, জঘন্য অসত্য। প্রথমত এই অফিসার এবং ঠিকাদার কোন ভদ্রলোককেই আমি দেখি নি, এবং তাঁদের সঙ্গে আজ পর্যন্তও আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। সে অফিসারকে আমি জানি না। শ্রীনেপাল রায় জানতে পারেন এবং তার সঙ্গে তাঁর দোস্তী থাকতে পারে, অথবা কোন্ ব্যাপারে নেপালবাবুর সুবিধা হচ্ছে না বলে আমার বিরুদ্ধে যেতে পারেন। আমি সেই ঠিকাদার ভদ্রলোককে আজ পর্যন্ত চোখেই দেখি নি, আস্তানায় থাকার ত প্রশ্নই ওঠে না, তিনি বলেছেন যে আমি সাতদিন তাঁর আস্তানায় ছিলাম। আমি যেদিন হোড়োভাঙ্গায় যাই সেদিন সন্ধ্যায় পেঁছি, তার পরের দিনের রাত্রি এই উভয় রাত্রিই বাস্তুহারাদের ত্রিপলের ক্যাম্পে অতিবাহিত করি। তা সত্ত্বেও উনি বলেছেন, আমি ঠিকাদারের আস্তানায় ছিলাম। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—নির্জলা মিথ্যা কথা। নেপালবাবু কি চরিত্রের লোক তা সকলেই জানেন তাঁর কাছ থেকে ছাড়া এরকম কথা যে আর কারো কাছ থেকে শোনা যেতে পারে তা আমি মনে করতে পারি না।

Point of Privilege

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা কথা আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই। আমি এর আগের দিনের শুক্রবারে "দর্পণ" বলে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় আপনার সম্বন্ধে কি অভিযোগ করা হয়েছিল তার উল্লেখ করেছি, সেই কাগজে গত ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে সংখ্যা বেরিয়েছে তাতেও দেখছি কতকগুলি অভিযোগ আবার বেরিয়েছে আপনার সম্পর্কে যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তা থেকে দু-একটা লাইন পড়ে শোনাতে পারি; লিখেছে—শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি ঐ বৃহৎ ও মহান আসনের সম্মুখে এত ক্ষুদ্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে এই দৃশ্যটি বাংলার পরিষদীয় ইতিহাসে একটা গভীর ট্রাজেডির অধ্যায় হয়ে থাকবে—

Mr. Speaker:

মিঃ চক্রবর্তী আমি নিজে ও কাগজ দেখি নি এবং পড়ি নি। আপনি আমাকে বলে দিচ্ছেন যে চেয়ারএর বিরুদ্ধে রিফ্লেক্‌সন করা হয়েছে—কাগজটা নিজে না পড়ে এখনই আমার পক্ষে কিছু বলা ঠিক হবে না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমার ডিমান্ড হচ্ছে এই হাউসের মেম্বার হিসেবে এই সংখ্যায় এবং এর পূর্ব সংখ্যার দর্পণে যে মন্তব্য করা হয়েছে সে সম্বন্ধে বিচার করার জন্য এটা প্রিভিলেজ কমিটিতে দেওয়া হোক। এবং দর্পণের এই অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা এবং এই অভিযোগের কোন সারবত্তা আছে কিনা এবং এটা স্পীকারের আসনের বিরুদ্ধে বা ব্যক্তিগতভাবে আপনার বিরুদ্ধে কি হিসেবে আমরা এটা নেব—টু মেক আউট এ কেস কি হিসেবে এটাকে আমরা ধরে নেব সেটা বিচার করবার জন্য এই হাউসের স্পীকার আপনি, তাই আপনার কাছে হাউসের একজন সদস্য হিসেবে এটা অন্ততঃ প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠাবার জন্য আমি ডিমান্ড করছি।

[2-40—2-50 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার স্যার যতীন চক্রবর্তী মহাশয় একটা স্বাধিকারের প্রশ্ন আপনার কাছে তুলেছেন; আমি মনে করি স্বাধিকারের প্রশ্নে কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পর্কে নয়, বা কেবলমাত্র স্পীকারের বিচার্য নয়, স্বাধিকারের প্রশ্নটা এই বিধান সভার ব্যাপার। তাই আমি সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই এবং যেহেতু আমি কমিটির সভ্য নই সেহেতু আপনি যদি অনুমতি দেন তাদের আমি যথসময়ে প্রিভিলেজ কমিটির সামনে আমার বক্তব্য রাখতে পারি।

Mr. Speaker:

কাগজ আমি ইচ্ছা করেই পড়ি নি।

I have kept my mind perfectly free

প্রিভিলেজ কমিটিতে দিতে গেলে আমাকে পড়ে কনসিডার করে দেখতে হবে যে এই জিনিসটা প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠান উচিত কি অনুচিত। অতএব এটা না বিচার করে আমার পক্ষে হ্যাঁ না কোন কথা বলা সমীচীন হবে না। আপনারা যে প্রিভিলেজ কমিটির প্রশ্ন তুলেছেন আমি আপনার সংগে একেবারে একমত।

Privilege Committee is the matter of House, not for the individual, not for any particular member.

আমি আপনার সংগে এ্যাগ্রি করছি।

Sj. Subodh Banerjee:

তা ছাড়া কয়েকটা ঘটনা আমি আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই। এর আগে কয়েকটা ঘটনা স্বাধিকার কমিটির কাছে রিপোর্টেড হয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে স্বাধিকার কমিটি রিপোর্ট যেভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয়—আইনের দোষই বলতে হয় তা থেকে সভ্যরা বড় কিছু শিখতে পারে না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মনে করি এই হাউসের বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে স্বাধিকারের প্রশ্ন। আমি পার্লামেন্ট সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি এক বছরের চেষ্টায় তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে সংবিধানে স্বাধিকারের প্রশ্নটা অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানে বলা হচ্ছে যে, আমাদের আইন সভায় সদস্যরা সেইসমস্ত স্বাধিকারের অধিকারী হবেন যাতে গ্রেট ব্রিটেনের হাউস অফ কমন্সের সদস্যরা অধিকারী। আমি কোন সদস্যদের প্রতি ইংগিত না করেই বলছি যে আমাদের এখানে এই অধিকার ঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না। কারণ আমাদের ল জানার সুযোগ এখনও হয় নি। দ্বিতীয়তঃ হাউস অফ কমন্স এ একটা, ট্রাডিশান, কনভেনশন ডেভলাপ করেছে এবং দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে তারা এ জিনিসটা আয়ত্ব করেছে। আমাদের ১৯৫২ সাল থেকে আরম্ভ করে এই সাত বৎসরে সমস্ত এই বিষয় আলোচনাই ঠিকভাবে হয় নি; ট্রাডিসন গড়া দূরে থাকুক। কেন একথা বলছি? আমাদের এখানকার কোন কোন সদস্য মনে করেন যে, সভ্যদের সম্বন্ধে কিছু বললেই স্বাধিকার ভাংগা হয়। রাজনীতি যারা করতে এসেছেন তাঁরা এত স্পর্শকাতর কেন?

why should they be so touchy who are in the thick of politics. A political worker must be ready to face criticism.

জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সভ্যরা নিজেদের কোন ঊর্ধ্বে রাখতে চান? আমরা এখানে সদস্য হিসাবে যদি কিছু কাজ করি এবং যদি তা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ডিসটর্ট করে সভাটিকে বেইজ্জত করতে চায় তাহলে স্বাধিকারের প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু কোন অফিসার আমাদের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করলে অথবা কোন সংবাদপত্র কোন কথা বললে সেখানে স্বাধিকারের প্রশ্ন তুলে লাফালাফি করাকে আমি মনে করি ইট ইজ মিসইউস অফ রাইট। তৃতীয়তঃ ব্যক্তি এবং পদ এক নয়। ধরুন আপনার কথা। কথা কেউ বলল—শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্পীকারের চেয়ারের তুলনায় ছোট, এটার অর্থ কি? এখানে শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তি হিসাবে বলা হল না, স্পীকারকে বলা হল? শেষেরটা হলে স্পীকারের প্রতি কটূক্তি করা হয় এবং তা স্বাধিকারের

প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত । আর যদি তা না হয় তাহলে ব্যক্তি হিসাবে বলা হলে স্বাধিকার আসে না। এ জিনিসগুলি আলোচনা হওয়ার দরকার আছে। চতুর্থতঃ আর একটা জিনিস আমাদের চিন্তা করার দরকার আছে। আমরা বলে থাকি যে গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টের ট্রেডিশান, কনভেনসান, প্রাকটিস, আমাদের পথ দেখায়। এটা লজ্জার কথা বলে মনে করি না, কারণ এখনও আমরা ইনফেন্সিতে রয়েছি। পার্লামেন্টারী এক্সপেরিমেন্ট তাদের অনেকদিন ধরে রয়েছে। সেখানে একটা ট্রাডিশান আছে যে স্পীকার কোন পার্টির নয়, স্পীকার সীটে কেউ কনটেস্ট করে না, একই স্পীকার দিনের পর দিন স্পীকার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই ট্রাডিশান আমাদের দেশে গ্রো করে নি। যদি কোন স্পীকার পার্টি হতে নির্বাচিত হয়ে আসেন তাহলে ইফ সো ফ্যাক্টো প্রমাণ হয়ে গেল যে তিনি পার্শিয়্যাল টু দি পার্টি। আর যদি কোন পার্টির প্রমাণ না হয় কিম্বা ডি ফ্যাক্টো যদি উনি সেই পার্টির দ্বারা চালিত ন াহন তাহলে এ প্রশ্ন আসে না। এই সমস্ত জিনিসগুলো আলোচমা হওয়ার দরকার আছে। সেজন্য আমার মনে হয় যেসব সদস্য এখানে আছেন তাদের সকলে স্বাধিকারের প্রশ্নটা ভাল করে বোঝার দরকার আছে—উই মাস্ট নো হোয়ার উই স্ট্যান্ড। সুতরাং আপনার কাছে আমার অনুরোধ যে প্রিভিলেজ কমিটির যে রিপোর্ট আমাদের কাছে আসবে সেটা যেন ডিটেলড থিওরেটিক্যালি এ জিনিসগুলো আলোচিত হয়। শুধু পার্টিকুলার কেস যেন ডেলট না হয়, পার্টিকুলার কেসের উপর ভিত্তি করে আমরা যাতে এডুকেটেড হতে পারি, আমরা যাতে আমাদের রাইটস এন্ড প্রিভিলেজ জানতে পারি এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

Mr.. Speaker:

আপনারা যা বললেন তা আমি যথাসময়ে পড়ব। যে কাগজের পাবলিকেশন থেকে ব্রিফ হচ্ছে সেই কাগজ কখানি আমাকে ফরমালি দিতে হবে।

Now, we will proceed with the day's work. The Hon'ble Kalipada Mookerjee to move his demand for grant.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 29—Police

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 7,93,72,000 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police".

Police expenditure in the budget for 1959-60 amounts to Rs. 7,93,72,000 as against Rs. 7,87,00,000, in the Revised Estimate for the year 1958-59. The small increase is mainly due to normal growth.

For the information of the honourable members I give below the actual expenditure in the State Budget from the year 1954-55 onwards on Police and three typical Welfare Departments, viz., Education, Medical and Public Health.

The actuals under the head 29—Police for the year 1954-55 was Rs. 5 crores and 96 lakhs, and now in the present budget a provision has been made for Rs. 7 crores 94 lakhs. Under head Education, in 1954-55 the actual expenditure incurred came up to Rs. 6 crores 27 lakhs, whereas the budget provision for 1959-60 is Rs. 13 crores 48 lakhs. Under 38—Medical, in 1954-55, Rs. 3 crores 79 lakhs and the present budget is Rs. 5 crores 85 lakhs. Under 39—Public Health, Rs. 1 crore and 8 lakhs and the present budget provision is Rs. 2 crores and 67 lakhs.

It will be seen that although expenditure on police has increased during the last four years, the proportionate increase is far less than the increase in expenditure which the State is progressively incurring on Education and Health. Revision of the pay scales of the police force with effect from

the 1st April 1955 contributed to the somewhat large increase in Police expenditure in 1955-56 over that of 1954-55. The increase in 1957-58 was mainly due to grant of increased dearness allowance to the police force with effect from the 1st April 1957 and also to the acession of territories after the reorganisation of States leading to an increase in strength on account of the transferred areas. Those were the occasions when there was a large increase in expenditure on Police but nevertheless the percentage increase over the expenditure in 1954-55 was much less than the corresponding percentage increase on major Welfare Departments as the following figures will show:

Percentage increase over 1954-55

Police	33 per cent.
Education	115 per cent.
Medical	54 per cent.
Public Health	146 per cent.
Agriculture and Fisheries ...	59 per cent.
Industries	217 per cent.
C.D.P.	316 per cent.

It will also be seen from the following figures that the percentage of expenditure on 29—Police to the total revenue expenditure has not gone up during the last six years but has shown a diminishing tendency. In 1954-55 it was 12.1. In 1955-56 it came down to 11.6, in 1956-57—10.2, in 1957-58—11.1, in 1958-59—10.6 and this year the budget provision is 9.7 per cent. to the total expenditure.

[12-50—3 p.m.]

The expenditure on Police is somewhat heavy in our State, but it cannot be curtailed having regard to the special features of the State. After the Partition there has been a large influx of refugee population from East Pakistan which is still continuing. This has presented a formidable problem in maintaining law and order which has been accentuated by the lawless elements within the State. The existence of a large industrial belt in the State is responsible for a vast heterogenous labour population to be dealt with by the Police. We had to establish a large number of border outposts along the entire length of Indo-Pakistan Border which is now about 1,300 miles. There has been frequent armed incursions into the State and our Border Outposts had, therefore, to be manned with armed forces at an increased cost. An elaborate wireless network had to be set up and modern weapons provided for the purpose of defending the border.

Control of crime proved to be a very difficult task after the partition. All our efforts by the Police to maintain normal peace succeeded in bringing down the volume of crime gradually as will be borne out by the following figures of three typical major crimes for the last five years: Dacoity: In 1954 it was 699; now it has come down to 494. Robbery—In 1954 the number was 824; it has come down to 735 in 1958. Burglary—it was 12,513 in 1954; last year it was 10,593. These figures in a way reflect the efficiency of the preventive measures taken in the control of crime.

In Calcutta, there was no armed dacoity or armed robbery in 1958. In four instances the Police intercepted and effected arrests of members of gangs who were about to commit dacoity. There were 3,367 instances of good work done by the Police in which the criminals were apprehended while committing or about to commit crimes. In districts, the Police succeeded in arresting 212 absconders. As a preventive measure, they dealt

with 6,234 criminals charged with suspicious activities under section 109, Cr.P.C. and 65715 and 215 criminals under B.C.L.A. Act and section 110, Cr.P.C., respectively. These preventive arrests and vigilance measures had considerable influence in keeping crimes under control.

The work of the Enforcement Branch was also of a high order. The relentless fight of the officers of the Enforcement Branch against evasion of different taxes, smuggling of contraband articles across the Indo-Pak borders, violation of control orders, etc., contributed much towards keeping down the activities of the anti-social elements. In 1958, in Calcutta, as many as 10,083 cases were instituted, 17,842 persons were involved in these cases and 16,180 were convicted. In districts, 37,538 cases involving 32,437 persons were instituted and 30,592 were convicted. A total fine of Rs. 2,36,454 was also realised during the year and the total value of commodities confiscated was Rs. 3,42,970.

The Forensic Science Laboratory which started functioning in June 1953, has made steady progress and today it can claim to be the only institution of its kind in India dealing with the Forensic Science in all its aspects. The Physical laboratory was set up and equipped with modern apparatuses and foot-print and note-forgery detection sections were transferred from the C.I.D. to the Physical section of the laboratory in 1957. During 1958, the General Chemical Laboratory which was formerly attached to the Chemical Examiner's Department of the Health Directorate was transferred to this laboratory. It is now equipped with modern apparatuses and many types of examinations such as the scientific investigation of fires, chromatographic analysis of ink in documents, michro-chemical examination of minute traces, etc., which could not be undertaken before for want of proper equipment and trained personnel were introduced in the field of analysis with more modern techniques. The laboratory undertakes the analysis of exhibits of the neighbouring States of Bihar, Orissa, Assam, Manipur, Tripura, Andaman and Nicobar Islands and certain Departmens of the Central Government. During the year under review 621 officers received training in Scientific aids in the laboratory. A fairly large number of police officers from neighbouring States also visited the laboratory in 1958 for gaining instruction. 22,376 articles were analysed in the laboratory in 1958 and about Rs. 72,000 will be recovered from the authorities of other States concerned for their work done in the laboratory.

Traffic continued to be a difficult problem during 1958 but efforts were made throughout the year to improve the traffic conditions in the city. The Traffic Department, apart from elaborate arrangements during the festive occasions, were called upon to shoulder extra responsibility during the visits of many VIPS. That every endeavour is being made to tackle successfully a problem of considerably magnitude will be evidenced by the fact that 81,141 traffic cases were dealt with in 1958 as against 1,74,114 in 1957. The Traffic Training School continued to function well. Safety First and Courtesy Campaign was successfully held and the activities of the Educational and propaganda Unit of the Traffic Police were intensified. Education of students of schools and colleges in road sense continued well. More officers could be put on street duty and the traffic rules and regulations were better enforced in 1958. All these efforts were responsible for the reduction of traffic cases in 1958.

The problem of delinquency in Calcutta peculiar to a congested urban area received particular attention. It has been possible to run in the Calcutta Police Headquarters, in a modest way, a bureau for juvenile delinquents, where teen-aged criminals and wayward children are admitted,

with a view to leading them towards healthy citizenship. This juvenile Aid Bureau which was sponsored in 1956 continued to function well and response from the public was encouraging.

[3—3-10 p.m.]

The contribution of the police in maintaining cordial relationship with the public was considerable. The measures adopted by the police in maintaining order during the festive occasions and also during the visits of the high dignitaries were much appreciated by the public. Numerous letters acknowledging the help received from the police in a variety of circumstances have been received from individual members of the public. During the Durga Pujah festivities in 1958 efficient control of crowds and regulation of traffic by the Calcutta Police received appreciative mention in many newspapers. The Public Relations Bureau, operating at the Calcutta Police Headquarters at Lallbazar to improve police-public relations, continues to work well. In matters relating to crime, members of the public were also responsible for apprehension of criminals committing or about to commit crimes in 129 instances. Voluntary organisations like the Special Constabulary and the Vigilance Parties in Calcutta and the Village Resistance Groups in the districts rendered splendid service in this sphere. The Special Constabulary Organisation, now being renamed as the Special Police Officers, consist of 124 Officers of Command and 806 rank and file. The number of Vigilance Parties is 93 which include 3,890 persons. Besides performing patrol duties with the police, the Vigilance Parties in 84 instances assisted the police in apprehending persons while committing or about to commit crimes. In the disricts the number of Village Resistance Groups is 44,146, consisting of 14,71,962 members spreading all over the State. In 1958 they successfully offered resistance in 92 cases and arrested 64 dacoits. Sixteen dacoits were killed in clashes and 20 injured. During encounters with dacoits, 20 members of the parties gave their lives and 92 received severe injuries. They showed good work in 697 instances and earned 848 rewards.

It is not possible to give a complete picture of the detailed activities of the police in a short space. But, Sir, I believe, I have given a fairly general idea of the activities and good performances of our police during 1958. In spite of heavy additions to their normal duties, the police nevertheless continued to discharge their normal duties and were also able to maintain unrelenting control over the crime situation in the State, as will be evident from the figures I have already given. At the same time, I realise that there is no cause for complacency and that we should constantly endeavour to improve the efficiency of the police organisation in the State and I assure the honourable members that I shall spare no efforts in this direction.

Sir, with these words I commend my motion to the acceptance of the House.

[Mr. Speaker: All the cut motions are taken as moved.]

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Labanya Prova Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prosad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satkari Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Janab Shaikh Abdulla Farooquie: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Janab Taher Hossain: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Banarashi Prosad Jha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Chandra Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I have carefully listened to the speech of the Hon'ble Minister. Sir, the total provision for expenditure on Police amounts to Rs. 9,76,17,500 if we add up some other items under different heads and if we add, on top of that, Rs. 42,96,600, provided for the National Volunteer Force, which is an ancillary organisation, the total comes to Rs. 10,19,14,100. Leaving these apart, it is 11.8 per cent. of the total revenue expenditure. I won't quarrel with the Hon'ble Minister on this point. In any case, this amount is not a very small one—it is second only to the Education budget—and for this he has claimed that crimes in the State have decreased and that there has been an increased efficiency of the police administration. Sir, I submit that both these claims are unreal. Sir, increased efficiency is not depicted in more prompt police action where it is genuinely needed, more speedy detection of crimes or more security of citizens from criminal elements. If I were to cite concrete examples, I would require an amount of time which I know I should not take up in this House.

I have with me numerous letters from places all over the State—where people feel absolutely insecure at the hands of criminal and unsocial elements—giving me concrete examples of the breakdown of Police administration. People in the mofussil, people in tea gardens, people in the villages seem to feel as if they are living in a very very cruel Police raj and not in a democratic State. So far as Calcutta is concerned, even in the heart of the city very few places are known to be safe at all times of the day and night. People are afraid nowadays of strolling along the Strand after dusk. Calcutta and its neighbourhood—the Greater Calcutta as it is called—are terrorised by numerous gangs of adventurous criminals. Brothels are freely infiltrating inside those places which were so long respectable localities. The latest is rumoured to be a new hotel styled Lakshmi Narayan Hotel on Bangsi Dutta Road, less than 50 yards inside Lower Circular Road. Gambling is on the increase. Every second man you meet has a story of a recent house-breaking, or theft, or an old one which was never unravelled. In various localities free fights with swords, crackers and knives are not at all infrequent. Taxi-drivers have been decoyed to a little distant places by well-dressed robbers and neatly relieved of their day's collection. Pick-pocketing is accepted almost as a routine affair and of little significance. Drunkenness is a common sight. You must have heard about it in the neighbourhood of Puja pandals where a large number of ladies go for their recreation and for their religious functions. Drunkenness is really a menace to them. Hidden unlicenced liquor vendors or dealers in chola liquor are widely scattered and ply their trade in every locality with impunity. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Cottage industry). It is plying as a very respectable cottage industry, as my friend says. Smuggling, particularly in the nearby border regions is a lucrative business. And if any one takes it into his head to make a fuss about these matters, indirect attempt are made to pull him back to his senses. That is the worst part of it, and this encourages the unsocial elements in their activities. And do you think the Police is ignorant of all this, or helpless in these matters? No, Sir, I do not discredit them so much. They are not helpless citizens. I do not like to discredit them to the extent that I should say that everything goes

on without their knowledge and without their ability to check it. But more often what happens, it pays to be helpless or look helpless than to be helpful. Very often it is harmful to their service interests to do their duty. Everything is so well arranged that this crime-nourishing machinery works smoothly.

And yet statistics shows a decrease in crimes! The snag is that the statistics can refer to reported cases only and has nothing to do with the actual cases of crime. There is an increasingly efficient system of not recording and reporting cases. Do the thanas take diaries of all cases reported? Far from it. Mostly the common people are easily frightened out of the thana when they go there to make diaries. Even when diaries are made, most of them are so perfunctory, dubious and confusing that it becomes impossible to follow up the cases and trace the criminals, they do not help in the future investigation of the cases.

[3-10—3-20 p.m.]

Only when a diary is considered unavoidable or profitable to the police that an intelligent and effective diary is made. This alone drops out a large number of cases from record. Many are just dropped during the process of investigation. In many cases people do not bother to make report because they know by their own experience it is useless. We have heard about investigations going on but nothing came out of it. I do not say our police is inefficient. Personally I think our police is manned by some of the finest specimen of individuals. But our Ministry and the policy of our Government have forced them to be what they are. I am not talking of the old hands; most of them have retained all the evils of the police of the pre-Independence period, only shedding the good points of their erstwhile British masters. But the younger cadre, the post-independence recruits, both among officers and sepoys, are a fine lot. But they are not allowed to show their mettle.

You will be surprised, Sir, if I tell you that they are over-worked. I shall prove it to your satisfaction. They do not have only police duties. They have to serve as political instruments to serve the interests of the Congress party. They have to please every Congressman of any significance. They have to shadow every individual who is anti-Congress. They have to discriminate between pro-Congress and anti-Congress criminals even. They have to show respect to criminals who are useful to the Congress party. Under such conditions of uncertainty can the police even have self-respect? Will it not be impudent on their part to show confidence, courage and dignity?

There is another nerve-racking and moral shaking duty which they have to perform. They have to beat up all poor peoples' struggles, even peaceful demonstrations, against injustice and exploitation. They are used as strike-breakers, and protectors of black-legs. They are used to lathi-charge, tear-gas and even shoot people, young and old, men and women, educated, respectable or just common people, all the same, with the same brutality, as if these people worse than criminals. Such an experience is enough to kill their sense of appreciation of moral values for ever. Such enforced duties are deliberately given to dehumanise them. I have seen them bouncing upon small street urchins playing marble on the streets, chasing them inside bustee huts, after which shrieks and wailings of women were heard from outside as if they have got special orders, special sanction, from any man that they can rush into the bustees because there is nobody to protest or brake them. Sir, I have heard them abuse people every young children and women in such choice language that I cannot imagine the abused persons to have ever been able to regain their self-respect so violently raped.

Apart from ordinary crimes committed by individuals and small gangs, there are unsocial activities by more important and wealthy sections of the people, when the police find themselves in hot water if they chose to be. Otherwise they have to keep mum with some gratification or other. The scandal about the Calcutta Ready and Forward Market Association of Cotton Street is well-known. How a wealthy Congress M.L.A. came to the rescue is an open secret. The Botanical Gardens scandal, the Viltmore Hotel and the personalities involved are perhaps Arabian Night stories where only one scape-goat is tried to be sacrificed at the altar, if at all necessary, in order to shield many white elephants. Sir, this V.I.P. business is a rare nightmare for even the police. Even they are not sure whether they are standing upside down or inside out. They do not know what to do under such circumstances. No wonder the Hon'ble Minister pats his police on the back He has made their life so miserable that perhaps a pat on the back is necessary, at least as a consolation. Sir, even with such a fat budget he does not pay his police force adequately except at the top. The ordinary police man is encouraged indirectly to make up for that small salary which he gets by extortion from the people, from the poor people especially. Higher ups learn from those below and become greedy. If there is an investigation you will find many things which will narrate their own story. So many police officers have luxuries which they obviously could not have afforded if they lived straight—cars, furniture, houses and what not.

But with all this pat on the back, the Hon'ble Minister has not been able to save the Police from severe structures from trying Magistrates and Judges. I shall cite just a very few examples from the huge lot that I have got.

Severe stricture was passed against Sub-Inspector Raghu Nath Chakravarty of the Calcutta Police by Mr. T. K. Muksuddi, Presidency Magistrate, in a case of conspiracy, criminal breach of trust and cheating. Referring to the "high-handed activity" of this Police Officer the Magistrate observed that it had been proved that Sub-Inspector Chakravarty created false evidence and that he tutored a witness also to give false evidence.

The next one is stricture against the investigating officer for not examining two Armed Constables who were eye-witnesses to a murder case was passed by Mr. M. N. Chowdhury, Magistrate, Alipore, in his order committing Gurdeo Singh, Kartar Singh and Tara Singh to the Sessions Court under section 302 read with section 34 (I.P.C.).

There is another complaint. In discharging Troilokyanath Paul who was Station Master of Dankuni Railway Station in June 1956, of a charge of misappropriation in respect of 58 packages booked for transit by goods train. Mr. R. N. Dutt, District and Sessions Judge at Howrah, sitting as a Special Judge, observed that he wanted to place on record the gross carelessness and negligence on the part of the police officers concerned in this case. I have already brought in a cut motion about the behaviour of the Police in my locality about a Girls' School.

With regard to the new set up they are going to take up in three thanas to start with, if Bhowanipur Thana is the model I do not know what will happen to this scheme. Anyway, I would certainly welcome their attempt to improve all the thanas, not only of Calcutta but of the entire State.

Sj. Apurba Lal Mazumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুলিস বিভাগের সততা সম্পর্কে কথা বলতে গেলে প্রথমে পুলিস বিভাগের যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁর সততা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে এবং যে পক্ষের তরফ থেকে দায়িত্বশীল ব্যক্তি আজকে সরকার চালাচ্ছেন তাঁর কাছে আমি কয়েকটি সরাসরি

প্রশ্ন করছি। আমি আশা করি পুলিস মন্ত্রী মহাশয় তার জবাব দেবেন। ২৪-পরগনা জেলার স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান তার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে ডাঃ রায়ের কাছে কতকগুলি অভিযোগ পেশ করা হয়েছিল—অবশ্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় হাউসে উপস্থিত নাই, আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই যে, সেই অভিযোগগুলি তদন্ত করার ভার ডাঃ নবগোপাল দাস মহাশয়ের উপর দেওয়া হয়েছিল এবং ডাঃ নবগোপাল দাশ শ্রীসুবোধ মজুমদারকে নিয়োগ করেন এই তদন্তের ব্যাপারে। তারা মাসখানেক তদন্ত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ডাক্তার রায়ের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছেন। সেই রিপোর্টে তারা বলেছেন যে, স্কুল বোর্ডের বহু টাকা যে অপচয় এবং আত্মসাৎ করেছে সেই স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে প্রসিকিউট করা হোক এবং সেই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে—এই সম্পর্কে জড়িত আছেন—আমাদের ডেপুটি মিনিস্টার মায়া ব্যানার্জি এবং তাঁর ভাই প্রণব ব্যানার্জি, এবং আমরা আরও জানি হংসধ্বজ ধারার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে এবং তাকে প্রসিকিউট করার জন্য ডাক্তার নবগোপাল দাস এবং সুবোধ মজুমদারের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তদন্তের যে রিপোর্ট সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি।

[3-20—3-30 p.m.]

কেন এই রিপোর্টের অনুযায়ী এদের ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হয় নি? মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নিকট সে রিপোর্ট আছে এবং এ বিষয়ে কংগ্রেস দলের মধ্যেও বিক্ষোভ আছে।

Mr. Speaker:

সে রিপোর্ট কি আপনি দেখেছেন? মায়া ব্যানার্জির এগেইনস্টে কি ক্রিমিনাল চার্জ আছে?

Sj. Apurba Lal Mazumdar:

সেই রিপোর্টে তাঁকে ইম্প্লিকেট করা হয়েছে।

Mr. Speaker: Have you read that report? I do not want to stifle your speech. Please let me be clear. The point is this: I do not want to stop anybody's speech on any charge or allegation. If you put emphasis, if you lay emphasis, if you say such and such hon'ble member is guilty of crime, I think one should be very careful about it.

Sj. Apurba Lal Mazumdar:

আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানি, আমি এখন ডিসক্লোজ করব না, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি।

Mr. Speaker:

প্রসিডিং যদি কন্ডাক্ট করতে হয়।

with all respect to the members

আমি বলতে চাই

I do not think I shall be able to control.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

উনি জানেন বলছেন, উনি রিপোর্ট পড়েছেন, বলতে বাধ্য নন। উনি জানি বলেছেন।

Mr. Speaker:

আমার কথা হচ্ছে হেমন্তবাবু যতই এমফ্যাসিজ দিন না কেন—আমি আবারও বলছি সব জিনিসের একটা লিমিট আছে।

Sj. Apurba Lal Mazumdar:

কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা ও বেদনার কথা যে খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সেন আজ এই কয়েকটি দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ এখানে নাই, তিনি শ্রী সেনও দুর্নীতি বাজ কয়েকজনের ভয়ে ভীত। কি দরকার এইভাবে ভয়ে ভীত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীত্ব করার?

পুলিসমন্ত্রী সম্পর্কে আর কি বলবো? তিনি হলেন দুর্নীতির প্রশ্রয় দাতার ভূমিকার শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা। তার বিরুদ্ধে বলে কিছু লাভ নেই, তিনি বধির। আজও বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক সৎ পুলিস কর্মচারী আছেন, কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় দম্ভ, পুলিস বাহিনীকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করার ক্রমাগত যে প্রচেষ্টা চলছে তারই ফলে সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ পুলিস অফিসারদের মধ্যে আজ হতাশা ও নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে, ক্ষমতার দম্ভে আজ শাসকগোষ্ঠী তাদের মরেল নষ্ট করে দিচ্ছে।

গত ২২এ ফেব্রুয়ারি তারিখে কংগ্রেসেরই কোন বিশিষ্ট নেতা বিধান পরিষদের সদস্য, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের সামনে পুলিস কর্তৃক রেলওয়ে এ্যাক্টের ১২০ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়ে গ্রেপ্তার হলেন এবং জামীনে খালাস হয়ে এলেন। জামীননামা অনুসারে গত ২৬এ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ তারিখে কোর্টে তাঁর উপস্থিত হবার দিন ছিল। কিন্তু আসামীর সমর্থনে পুলিসমন্ত্রী হাওড়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও রেলওয়ে পুলিসকে এমন ধমকালেন যে বেচারী পুলিস ত ভয়ে জড়সড়। অপরাধ না হয় একটু করেছেই তারজন্য কংগ্রেসী নেতাকে গ্রেপ্তার আইনের প্রয়োগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের দলভুক্ত যারা নয়, তাদেরই জন্য আইন। কর্তব্যপরায়ণ পুলিস অফিসার পুলিস মন্ত্রীর আওতায় আইনের এই নয়া ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস ইনস্পেক্টর অফ রেলওয়ে পুলিস শ্রী মিত্রকে নির্দেশ দিলেন—গোপনে মামলাটা চাপা দিতে ও তুলে নিতে। ২৬এ জানুয়ারি আসামী কোর্টে হাজির হলেন না, জামীন দিলেন না কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট বেরুলো না। ইন্সপেকটরবাবু নিজে গিয়ে দরখাস্ত দিয়ে মামলা 'স্টে' করে রাখলেন। এবং শুনছি যে মামলা তুলে নেবার ব্যবস্থা করছেন। সে ভদ্রলোকের নাম আমি বলে দিচ্ছি—অরবিন্দ বোস রাজ্যসভার মেম্বর। উপর থেকে মন্ত্রীর চাপে যদি এই রকম কাজ করতে হয় তাহলে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তির কি নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করা চলে?

Law is not respector of any person

তবে কেন মন্ত্রী মহাশয় কলঙ্কিত করছেন দেশের শাসনব্যবস্থাকে? কেন তিনি নির্লজ্জভাবে দলের লোককে সমর্থন করে কর্তব্যপরায়ণ পুলিস কর্মচারীর মস্তক অবনত করে দেন?

স্পীকার মহাশয় এত কথা আমি বলতাম না। কিন্তু বললাম এইজন্য যে পুলিস অফিসারের কর্তব্যপরায়ণতাও ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে আপনি নিজে যাকে সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন সেই পুলিস অফিসারটি যেহেতু সে কংগ্রেসী ক্ষমতাশালী লোককে গ্রেপ্তার করেছে সেই অপরাধে তাকে সায়েস্তা করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে এইরকম মন্ত্রীদের অধীনে আজ কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিস যে দুচারজন আছেন তাদের কাজ করতে হচ্ছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধুচক্রের নায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির তদন্ত চলিতেছে। এনফোর্সমেন্ট বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার ডাঃ নবগোপাল দাস বোটানিক্যাল গার্ডেন ও কলকাতায় গড়ে ওঠা একটা পাপচক্র সম্পর্কে তদন্ত করে যে রিপোর্ট পেশ করেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমল্লিনাথ মুখার্জিকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করে উক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্তের ভার অর্পণ করা হয়েছে, তদন্ত চলছে। এদিকে শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, তদন্তের ফলে ভারত সরকারের কোন অফিসারের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলে ভারত সরকার তেমন অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। পন্থজীর উক্তিতে এইটেই মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তর হতে এইটেই বুঝেছেন যে তদন্তের ক্ষেত্রে কেবল গার্ডেনের জনৈক কর্মচারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, আই সি এস অফিসারও তদন্তের আমলে আসবে। এই তদন্ত সম্পর্কে আর একটা সংবাদ এই যে আই সি এস, আই এ এস, আই পি প্রভৃতি বাদ দিয়ে গার্ডেনের জনৈক অফিসারের তদন্ত করা নিয়ে ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আমার বক্তব্য ডাঃ নবগোপাল দাসের রিপোর্টে পাপচক্র সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ করা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে সে সকলেরই সম্পর্কে তদন্ত হওয়া দরকার। স্বয়ং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যেখানে এই তদন্তের ফল জেনে স্বীয় কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে আর সকলকে বাদ

দিয়ে শুধু একজনকে নিয়ে তদন্ত করলে জনমত তুষ্ট হবে না। তদন্ত পদ্ধতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে সকলকে জানানো কর্তব্য। আমরা এখানে এই সভায় সরকারের নিকট হতে এ সম্পর্কে জানতে চাই।

আর একটা কথা দলীয় রাজনীতির স্বার্থে পুলিস দপ্তরকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। হাওড়ার বালী থানা এলেকায় কয়েক শত উদ্বাস্তু পরিবার মাসখানেক আগে কিছু পতিত জমি জবর দখল করেছে, এবং সেখানে বসবাসের ঘর তুলেছে। এই অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে সন্দেহে ঐ অঞ্চলের বহু নিরীহ সাধারণ ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার এবং সিকিউরিটি এ্যাক্টে ২৪ জনকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে জড়িত না থাকলেও শুধু মাত্র সন্দেহের বশে নিরীহ লোকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু পুলিসের এই উৎসাহী কর্মচারী সহসা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলঃ—শনিবার দিন ঐ জবর দখল করা জায়গায় সাইনবোর্ড উঠলো—"আরাম গান্ধী প্রফুল্ল সেন কলোনী"!! কংগ্রেসী নেতা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীগৌর ঘোষ ও অন্যান্য নেতা সেখানে গিয়ে সভা করে কলোনীর উদ্বোধন করলেন। শ্রী সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর মত নিয়ে কলোনীর নামকরণ হয়েছে—কাজেই বেআইনী হলেও পুলিস কর্তৃপক্ষের ত করণীয় কিছুই নেই। আর পুলিসও ত পোষা হচ্ছে এই জন্যই। আর কোন লোক যখন কলোনীর ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে পারছে না—সিকিউরিটি এ্যাক্টের খড়্গ তাদের মাথার উপর ঝুলছে, তখন এই হীন রাজনীতি কেন? ন্যায়নিষ্ঠ হলে পর আজ গ্রেপ্তার করা দরকার শ্রী সেনকে, শ্রীগৌর ঘোষকে। স্থানীয় পুলিস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা দুর্বল আর অসহায়ের মত নতমস্তকে তাঁদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেন।

স্যার, আমি এখানে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করছি, বিশেষ করে পুলিস মন্ত্রীকে চার্জ করে, গত এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার আব্দুল বসিরের নামে একটি কেস হয়েছিল। ৪৬ জন লোকের বিরুদ্ধে পুলিস অফিসারকে মেরে পুলিসের কাছ থেকে সরকারী জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল বলে ১৪৭-১৪৮-৩৭৯ ধারার কেস পেন্ডিং পি পি-র অর্ডার দেন চার্যসিট সাবমিট করতে। পুলিস মন্ত্রী সেখানে ইন্টরফিয়ার করে চার্জ সিট সাবমিট যাতে না হয় তার নির্দেশ দেন এবং তিন দিনের মধ্যে সেই পুলিস অফিসারকে ট্রান্সফার করা হয়, কারণ এই আব্দুল বসির মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি দম্ভ করে বলে বেড়ান —যতক্ষণ কালিপদ মুখার্জি এখানে আছেন ততক্ষণ তাঁর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। মন্ত্রী মহাশয়ের যদি কিছুমাত্র সততা থাকে।

Mr. Speaker:

আপনার সময় ত হয়ে গেছে।

Sj. Apurba Lal Mazumdar:

আমাকে কি আর এক মিনিট সময় দেবেন?

Mr. Speaker: I am not responsible for the distribution of time. Either I have to abide by the list submitted to me, or I shall tear off the list and go by my own decision.

Mr. Panchanan Bhattacharjee to speak now.

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শিয়রে কামড়ালে সর্প তাগা বাঁধবো কোথায়? অবস্থাও তাই হয়েছে, এখানে শিয়রেই শুধু নয় সর্বাঙ্গেই সাপ কামড়েছে সুতরাং তাগ বাঁধার জায়গা নেই। তবে আমরা বিরোধী পক্ষের সদস্য আমাদের কাজই হচ্ছে খুঁজেপেতে দেখা যদি তাগা বাঁধা যায় তাহলে হয়ত বিষ নামতে পারে। পুলিস বিভাগ নানা রকম কুপোষ্য পোষণ করেন, না পুষে ওঁদের উপায় নেই, কিন্তু এই কুপোষ্যরা মাথায় চেপে থাকেন। তাদের দিয়ে আবার পয়সা উপায় করতে হয়। রেস কোর্সে যদি যান স্পীকার মহাশয়, আমি রেস কোর্সে যাই না, এখানকার যারা যাঁন তাঁদের কাছে জানতে পারবেন কলকাতার লালবাজারে বাঁধা কয়েকজন

অফিসার প্রতি শনিবার সেখানে যান—উদ্দেশ্য সেখানকার ভদ্রলোকদের পাহারা দিতে, কিন্তু এনকোয়ারী করলেই জানা যাবে যে তারা মোটা টাকার বাজী ধরেন এবং প্রায়ই তাঁরা বাজী জেতেন এবং মোটা টাকা রোজগার করে বাড়ি ফেরেন।

[3-30—3-40 p.m.]

মদ চোলাই সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন—সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই।

তবে বস্তী আন্দোলন করার জন্য কিছু কিছু আমাদের চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। পকেটে বেআইনী গাঁজার কলকে নিয়ে ১৮-২০-২২ বছরের ছেলেরা বেরোয়, লোক ডেকে গাঁজা খাওয়ায় এবং চার আনা ছয় আনা পয়সা পায়। এক বোতল মিথিলেটেড স্পিরিট—ছয় আনা পয়স খরচ করলে দুই বোতল মদ হয় এবং সেই মদ দুধের কেঁড়েতে, জয়নগরের মোয়ার হাঁড়িতে এবং পকেটে আর পানের দোকানে বিক্রী হয় যার জন্য বড়তলা থানায় ১০ হাতের মধ্যে লোক খুন হয়েছে খোঁজ নিয়ে জানবেন। রায় বাহাদুর সত্যেন মুখার্জীকে একটা কেসের ব্যাপারে ফোন করেছিলাম—সেখানকার একজন অফিসার বললেন মশাই, আমাদের বাঁচায় কে? শুধু যে তাঁরা উপরওয়ালা নেতাদের ভয় করেন তা নয়, গুন্ডাদেরও তাঁরা ভয় করেন। তাঁদের রাস্তাঘাটে ঘুরে ফিরে বেড়াতে হয়, ছেলেপিলে নিয়ে ঘরসংসার করতে হয়—তাঁদের বাঁচার পথ নেই। শুধু কি তাই—নদীয়া জেলায় কোন এক রাস্তায় কোন এক ভদ্রলোকের মোটর গাড়ীতে চাপা পড়ে মরলো, পুলিস সেখানে কেস করে নি। কার গাড়ীতে কে চাপা পড়েছে স্পীকার মহাশয়, আপনি তা জানেন।

Sj. Haridas Dey:

ভুল কথা বলছেন, কেস ত হয়েছে।

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

কেস হয়েছে? যা হোক সংবাদটা বাইরে জানা যায় নি। একজন ভদ্রলোক আমাকে সংশোধন করে দিলেন তার জন্য আমি আনন্দিত, কিন্তু এত চাক্‌ঢাক্‌ গুড় গুড় কেন? আমি কারো নাম করি নি, ভদ্রলোক চটে গেলেন। সংস্কৃতে একটা কথা আছে উপদেশোহি মুর্খানাং প্রকোপায় নঃ শান্তয়ে আমি উপদেশ দিচ্ছি না

I am speaking in a meeting of Nestors.

যা হোক কোলকাতা পুলিসের ভেতর এত ডিমরালাইজেশন কেন, সেটা খোঁজ নিয়ে জানবেন। বিষ্ণুচরণ বাগচী মহাশয় তাঁর উপকার নয়জন সিলেকসন গ্রেডের লোককে টপকিয়ে ডি সি, হেড কোয়ার্টার্স হয়েছেন। বিষ্ণুবাবুর কোয়ালিফিকেশন থাকতে পারে, তিনি কর্মঠ হতে পারেন, কিন্তু তাঁর নিচে যাঁরা পড়ে রইলেন তাঁদের কি হবে? এখানে যিনি আসবেন তিনি মোকররী মৌরসী পাট্টা নিয়ে আসবেন, এক্সটেনসন পাবেন চিরকাল—এটা সকলেই জানেন। তাঁর নিচের লোকেদের আর প্রমোশন হবে না, কাজেই নানাভাবে তাঁরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নেবেন। আর একটা এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে—তিনি হচ্ছেন কালীপদ চক্রবর্তী। তাঁকে ট্রান্সফারের অর্ডার অনেককাল আগে দেয়া হয়েছিল বলে শুনেছি, কিন্তু তিনি ট্রান্সফার হন নি, তিনি ডি সি হয়েছেন, ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের। এ ধরনের কান্ডকারখানা কোলকাতা পুলিসের মধ্যে চলেছে। অতএব আমি বলছি যে ডিমরালাইজেশন পুলিসের ভেতর যা কিছু আছে সেগুলিকে বিদূরিত করবার জন্য আপনারা ব্যবস্থা করেন। যেমন একসাইজ ইন্সপেক্টর তাঁরা গেজেটেড অফিসার, পুলিস ইন্সপেক্টর গেজেটেড অফিসার, নন। কারণ কি? আপনারা ডবলিউ বি সি এস থেকে লোক নিন না—আধাআধি ডবলিউ বি সি এস থেকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন মারফত নিন, আর অর্ধেক প্রমোশন দিন বোথ মেরিট এবং সার্ভিসের উপর। অর্ধেক সার্ভিস এবং মেরিট দুটো মিলিয়ে প্রমোশন দিন আর অর্ধেক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের থ্রু দিয়ে নিন—তাহলে এই আমার জয়, দাদার জয় বন্ধ হয়, কিন্তু আপনারা তা করবেন না। সমপদস্থ আরও অনেকে আছেন যাঁরা গেজেটেড অফিসার—আপনারা ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট প্রভৃতি এই ধরনের অফিসার ছাড়া আর কোন পুলিস অফিসারকে গেজেটেড করেন নি। তারপরে কথা হল

কোলকাতা শহরের পুলিসদের নানারকমে প্রভুকে তুষ্ট করে চলতে হয় একথা আমি আগেই বলেছি। আমি একটা রিপোর্ট পড়ে শোনায় এ সম্বন্ধে চিঠিটার তারিখ হচ্ছে ১৯-৯-৫৮, তাতে একজন অফিসার তিনি হচ্ছেন ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস, ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট ঐ চক্রবর্তী মহাশয় তিনি লিখছেন

we have, however, been lunable to find out who are the culprit or culprits were.

কালীপদবাবুও একখানা চিঠি পেয়েছেন। কিড্ন্যাপড্ কেস, যে ছেলেটা কিড্ন্যাপড্ হয়েছিল তাকে পাওয়া গেছে, সে নিশ্চয়ই নাম করেছে, কারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। যারা তার মধ্যে জড়িত ছিল তাদের ধরা হয় নি, কেন না তাদের কানেকশন একটু উঁচু। আর একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার বলছি—গোপাল ভৌমিক মহাশয় তিনি হচ্ছেন সহকারী প্রচার অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। তিনি আমাদের লোকসেবক কাগজে একখানি চিঠি লিখেছিলেন জোড়াবাগান পার্কে একটা মিটিং করার ব্যাপারে আপনারা ভুল সংবাদ ছাপিয়েছেন। ব্যাপারটা হল সাতদিন আগে জোড়াবাগান থানার ইন্সপেক্টরকে একখানা দরখাস্ত দেওয়া হয়—১৫ই তারিখে মিটিং, ১২ই তারিখে তারা জানিয়ে দিয়েছেন আপনাদের মিটিং করতে দেওয়া যাবে না কেন না মাঠের পার্মিশন তারা পায় নি এবং ওখানে মাইক ব্যবহারের অনুমতি অপরকে দেওয়া হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানকে মাইক ব্যবহারের পার্মিশন দেওয়া হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের পেট্রনের মধ্যে শ্রীঅশোক সেন আছেন। তাঁরা লিখেছিলেন বেলা ৫টার পর মিটিং হোক আমাদের আপত্তি নেই, এ'দের নাম করে লিখে দিলেন যে এ'রা সভা করুন। মাঠের পার্মিশান দেওয়ার কর্তা পুলিস নয়, সুতরাং কর্পোরেশনের কাছ থেকে পার্মিশন এনে ১৪ই তারিখে দুটো জমা দেওয়া হল। ১৫ই তারিখে তাঁরা লিখে পাঠালেন দরখাস্ত মাত্র একদিন আগে দেওয়া হয়েছে। যদি না আমাদের কাছে রসিদ থাকতো সাতদিন আগেকার, তাহলে তাঁরা দিনকে রাত করতে পারতেন। আমার দুঃখ হয় ভৌমিক মহাশয়ের জন্য—তাঁর হাতে তাঁর কোল্কেতে তাঁর তামাকে হুঁকো খেয়ে গেলেন একজন ইন্সপেক্টর। কে সেই ইন্সপেক্টর? সেখানে একটা ব্রোথেল আছে যার মালিক হচ্ছেন সেখানকার একজন কংগ্রেস নায়ক, শোনা যায়, তিনি নাকি মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯ এই চার বছর ধরে দরখাস্ত চলছে। (কংগ্রেস বেঞ্চ হইতে হট্টগোল।) আমার কাছে কোর্টের কাগজ আছে সার্টিফায়েড কপিজ চ্যালেঞ্জ করে বিশেষ সুবিধা হবে না। সেখানকার ব্রোথেল এবং চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়েছিল—পি ডি এ্যাক্টে তাঁকে ধরা হোল, ইনকোয়ারি হল, গভর্নরের এ্যাডভাইজারি বডি বললেন যে পি ডি এ্যাক্টে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অতএব তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। ঐ জোড়াবাগান অঞ্চলে আর কারো সাহস নেই, ঐ ব্রোথেল বা চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে কিছু বলার। এই সমস্ত চোরাকারবারী গুণ্ডাদের বিরুদ্ধেই ১৫ই তারিখে মিটিং ডাকা হয়েছিল। সম্ভবতঃ আমার নামও সেখানে উল্লিখিত ছিল যে, আমি সেখানে কিছু বলবো, কিন্তু শুনলাম তাঁরা মাইকের অনুমতি পান নি। এই হল কোলকাতার অবস্থা। বাইরে আসানসোলের দিকে তাকিয়ে দেখুন এই হাউসের একজন সদস্য শ্রী বি পি ঝা মার খেলেন, তাঁকে খুন করার জন্য বর্শা, তরোয়াল নিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল। পুলিসের কাছ থেকে শেষ চিঠি পাওয়া যায়, আজ থেকে দুই সপ্তাহ আগে যে আমরা অনুসন্ধান করছি। চরণপুর কোলিয়ারির সাব ম্যানেজারেরা যা বলেছেন, আজ কোন কোন সংবাদপত্রে তার বিবরণ আছে। তাঁরা বলছেন যে আমাদের জীবন বিপন্ন—আমাদের যখন তখন ধরে মারে, মাথা ফাটায়, নেহাৎ পৈত্রিক প্রাণ, পৈত্রিক পুণ্যবলে রক্ষা পাই, এই হচ্ছে অবস্থা। তাঁরা এস ডি ও-র কাছে দরখাস্ত করেছিলেন। আজকে একখানা পত্রিকায় বলা হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলি এর জন্য দায়ি। কোন্ রাজনৈতিক দলের প্রভাবে এস ডি ও নিষ্ক্রিয় থাকেন, সে আপনারা বুঝে নিন। আসানসোল শহরে দিনদুপুরে মেয়েদের নিয়ে চলে যায়, স্কুলের মেয়েরা বাড়িতে ফিরছে তাদের জীপ করে তুলে নিয়ে চলে যায় এ কাহিনী সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। আসানসোলের কোন এক কয়লাখনির মালিক মন্তগ্রাম অঞ্চলে তাঁর উপাধি জালান—তিনি বলেন, তিনি নাকি জালান সাহেবের আত্মীয়। যেমন কোন কোন রায় উপাধিধারী ভদ্রলোক বলেন, যে আমি ডাঃ রায়ের ভাইপো বা ভাগ্নে, ঠিক সেই রকম তিনি বলেন আমি জালান সাহেবের আত্মীয়। চাষীদের জমিতে যে চাষ হয়, তিনি সেই ধান কাটতে

দেন না, গরু দিয়ে ধান খাইয়ে দেন—নালিশ করলে থানা অফিসার তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। এই ধরনের কাণ্ডকারখানা শুধু বাংলাদেশের আসানসোলেই ঘটছে না, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায়ও ঘটছে। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় আমি জানতে চাই গত এক বছরে যতগুলি খুন হয়েছে তার কতগুলির কিনারা হয়েছে? কিনারা কোনটারই হয় নি, কোনদিন হবেও না। সুতরাং আমার বক্তব্য যে আপনারা আর একটু অগ্রসর হন, বিশেষ করে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে—যেমন করে পঞ্চায়েতের হাতে কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে, তেমনি মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে প্রতি থানার অধীনে একটা করে ঐ ধরনের কমিটি করে দিন আইন পাশ করে। এমন কমিটি করবেন না যে কমিটির সঙ্গে কোন কো-অর্ডিনেশন থাকবে না, বা যার কোন রকম লোকাল স্ট্যান্ডাই থাকবে না। তাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে এই ধরনের যদি কমিটি করে দেন তাহলে এরকম যা কিছু গোলমাল দুর্নীতি এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা তা অনেকাংশে কমে যাবে। এটা করা কিছু কঠিন নয়, আপনারা যদি পুলিস অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করেন তাহলে তারাই এটা বলে দেবেন।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করবার বেলায় একথা ভুলে যায় যে পুলিশেরই অভাব অভিযোগ আছে। তাঁরা বলেন যে তাঁরা খেতে পান না। কোন কোন কর্মচারীদের কাছে শুনেছি যে উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে প্রমোশনের কোন আশা নেই। এটা ত পুরোনো কথা, কিন্তু তাঁরা যা বেতন পান সেই বেতনে তাঁদের চলে না। বড় বড় পোস্টে যাঁরা আছেন তাঁদেরই চলে না, ছোট ছোট পোস্টে যাঁরা আছেন তাদের কথা ছেড়েই দিনই সুতরাং সর্বাগ্রে পুলিস কর্মচারীদের অসন্তোষ দূরীভূত করার চেষ্টা করুন। আপনারা সর্বাগ্রে চেষ্টা করুন ন্যায়ের নীতিতে পুলিস বিভাগকে চালাবার। তাঁদের যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে আগে সেটা যাতে আপনাদের কাছে সরাসরি তাঁরা পেশ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন।

[3-40—3-50 p.m.]

পুলিস বিভাগে যে কড়াকড়ি আছে তা থেকে অন্তত ভিতরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ যদি একটু পরিবর্তন ঘটান তা হলে পুলিসের দ্বারা অনেক কাজ পাবেন। বিপদ হচ্ছে এই যে, আপনারা উপরতলা থেকে বাধা দেন। বর্তমানে আমি ডাঃ পঞ্চানন ঘোষালের কথা বলছি—তাঁর সঙ্গে আমরা বহুকাল সাহিত্য চর্চা করেছিলাম—পঞ্চানন ঘোষাল মহাশয় কাজের লোক। কিন্তু আমি জানি তাঁকে নানা কাজে বাধা দেওয়া হয়। এবং অপরের দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপান হয়। যেমন, বড়বাজারের বজরংলাল মাড়োয়ারী- তিনি কংগ্রেস নমিনি হয়েছিলেন কর্পোরেশনের নির্বাচনে—তাঁর কাহিনী এখানকার অনেকেই জানেন। তাঁর সম্বন্ধে উনি অনুসন্ধান করতে যান, কিন্তু অত্যন্ত উঁচু স্তরের লোক তাঁকে সামলে দেন, রায়বাহাদুরকেও সামলেছিলেন, তাঁকেও সামলে দেন। সুতরাং পঞ্চানন ঘোষালের মত লোককেও সাবধানে থাকতে হবে, নতুবা তাঁকে আবার কোথায় কোন্ থানায় বদলী করে দেবেন। যদিও এখন তিনি জলপাইগুড়িতে আছেন।

আরেকটা কথা আপনাকে বলি, ক্যালকাটা পুলিস আর বেঙ্গল পুলিস-এর যে ঝগড়া, যে মনোমালিন্য, যে দলাদলি আছে সেটা মিটিয়ে দিন। কেননা, এর ফলে অনেক সময় জনসাধারণের জীবন বিপন্ন হয়। ঝগড়া ও রেষারেষি আছে একথা অস্বীকার করে লাভ নাই। আমি জানি না আমাদের পুলিসমন্ত্রী কোন্ পক্ষে—কলকাতা পুলিস না বেঙ্গল পুলিস—তথাপি আমি বলব কলকাতা পুলিসই হচ্ছে তাঁর পেট। বেঙ্গল পুলিস-এর ধারণা তাদের পর্যুদস্ত করতে তিনি ব্যস্ত থাকেন, কেননা তিনি কলকাতা পুলিসের আওতায় ও রক্ষণাধীনে বাস করেন, রাস্তাঘাটে তাদের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁকে চলতে হয় সুতরাং কলকাতা পুলিস সম্বন্ধে তিনি খুব সজাগ। বেঙ্গল পুলিস-এরও যে অভিযোগ থাকতে পারে এবং তাদেরও যে প্রোমোশন দরকার, দূরে জায়গায় ট্রান্সফার করলে তাদেরও যে অসুবিধা হয় একথা বিবেচনা করার জন্য আমি পুলিসমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Amarendra Nath Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় মাত্র ৭ মিনিট সেইজন্য আমি অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য আপনার সামনে পেশ করব। আমি আমার ছাঁটাই প্রস্তাবের উপরই দুই চারটা কথা বলব। আমরা দেখি সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লেই তবে থানায় যায়, থানায় গিয়ে তারা যে ব্যবহার

পুলিস অফিসারদের কাছ থেকে পায় তাতে তারা শুধু পুলিসের উপরেই অসন্তুষ্ট হয় না সরকারের উপরও বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। তারা এই কথা বলে যে, আজকে পুলিসের যা অবস্থা তাতে সাধারণ মানুষের তারা কোন কাজেই লাগে না। আমার মনে হয় যে সাধারণ মানুষকে যারা বিপদে ফেলবার জন্য চেষ্টা করে পুলিস যে কোন কারণেই হউক তাদের দিকে নজর দেয় এবং সাধারণ মানুষকে হয়রান করে। আমি আজ দাবী করব যে সাধারণ মানুষ থানায় গেলে পুলিস অফিসাররা যাতে সৎ ব্যবহার করে তার জন্য যেন মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ ভাবে নজর দেন। তারপর আর দুই একটা কথা আমি বলব। আজকাল ভেজাল ঔষধপত্রের কারবার যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তা বন্ধ করবার জন্য যথেষ্ট পুলিস আমাদের হাতে নাই, এটাই আমার মনে হয়। কিন্তু এটা ঠিক যেভাবে ভেজাল ঔষধপত্রের কারবার বেড়ে যাচ্ছে তার জন্য আমি এই বিধানসভার প্রত্যেকটি সদস্যদের অনুরোধ করবো যে তারা যেন এই বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ হন এবং মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবী করেন যাতে এইগুলি বন্ধ হয়। এই সমস্ত ভেজাল ঔষধের জন্য কত লোক পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করেও মারা যাচ্ছে তার ঠিক ঠিকানা নাই। আজকে যারা খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিসের কোন তৎপরতা আছে বলে আমার মনে হয় না। যার জন্য কত লোক আজ মরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। একটু আগে আমাদের বন্ধু পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন যে চোলাই মদ এবং চোরাই মদের কারবার আজকাল খোলা বাজারে পরিণত হয়েছে। পানের দোকানে, বিড়ির দোকানে এবং চায়ের দোকানে খোলা-খুলিভাবে চোলাই মদ বিক্রি হয়। এমনকি সন্ধ্যার পর বাড়ীতে বাড়ীতে তারা মদ বিক্রি করে যায়। এইভাবে আজকাল সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য কিভাবে নষ্ট হচ্ছে সেটা মন্ত্রী মহাশয়কে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। এ সম্বন্ধে আমার বন্ধু ডাঃ নারায়ণ রায় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, তাকে একটু নমুনা দিতে কিন্তু আমি তাকে বলি তার এত পুলিস এবং এত কর্মচারী আছে তারা ইচ্ছা করলেই এই নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন এবং তারা দেখবেন যে, এই সমস্ত মদ মানুষের পক্ষে বিষের মত কাজ করে। আমি অনুরোধ করব যাতে এই সমস্ত মদ এক্ষুনি বন্ধ হয়। তারপর আরেকটা কথা আমি বলব। আজকাল বাজারে যে ওজনের বাটখারা চলছে তাতে প্রায়ই ১৪ ছটাকে সের হয়। কিন্তু পুলিসেরা কখনও বাজারে গিয়ে এই সমস্ত বাটখারাগুলি ওজন করে দেখে না। এতে সাধারণ মানুষ দৈনিক মাছ কিনতে এবং তরিতরকারী কিনতে ঠকছে। এবং তারা ১ সেরের দাম দিয়ে ১৪ ছটাকের জিনিস পায়। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে, এইজন্য আইনের একটু কড়াকড়ি হওয়া প্রয়োজন। আজকে আমি বলব যে, এই সমস্ত বেআইনী কারবার এতে আমার মনে হয় পুলিস যে এই সমস্ত জানে না তা নয় এবং এসব সমস্ত পুলিসের যোগসাজসে হয় এবং যদিও এই সমস্ত ভেজাল ঔষধ এবং খাদ্য যে এবং চোলাই মদ যে বিক্রি করে তারা যদি ধরাও পড়ে তাহলে মাত্র তাদের এখনকার আইনে মাত্র ২৫ টাকা ফাইন হয় সুতরাং তাদের এতে কিছুই যায় আসে না। সেইজন্য আমি বলব যাতে অন্তত ২ বছর জেল অথবা ১ বছর জেল হয় তাহলে হয়ত এইসব বন্ধ হতে পারে।

[3-50—4 p.m.]

গত বছর বলেছিলাম স্কুলের সামনে একটি করে টি পি পুলিস রাখার জন্য। সম্প্রতি আজ এক মাস, দেড় মাস হল বিবেকানন্দ বালিকা শিক্ষাসদনের একটি ছোট অবাঙ্গালী মেয়ে এ-ফুট-পাত থেকে ও-ফুটপাতে যাবার সময় লরী চাপা পড়ে মারা যায়। আমি এইজনাই বলেছিলাম প্রত্যেকটি স্কুলের সামনে একজন করে টি পি কে রাখবার জন্য। এবারও আমি বিশেষ করে দাবী করছি। আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় শিখিয়েছেন আপনারা জোর করে দাবী করবেন, তাই আমি জোর করে পুনরায় দাবী করছি প্রত্যেকটি স্কুলের সামনে একজন করে টি পি পুলিস রাখুন, কারণ অনেক সময় এই সমস্ত স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিপদে পড়তে পারে। সম্প্রতি বিবেকানন্দ রোডে বালিকা শিক্ষাসদনের একটি ছোট অবাঙ্গালী মেয়ে মারা গেল আমরা দেখেছি।

আমি আশা করি এ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করার রয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিস বিভাগ আজ সম্পূর্ণ এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। শাসনের আসনে আজ যাঁরা উপবিষ্ট তাঁদের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং গোষ্ঠীস্বার্থ পালন করাই আজ পুলিসের মূল কর্মধারা হয়েছে। আমাদের জেলার জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকেই আজ একথা মর্মে মর্মে আমরা উপলব্ধি করছি। খুবই দুঃখের কথা বিহার আমলে সাম্রাজ্যবাদী এক কর্মনীতির প্রয়োজনে তদানিন্তন সরকার পুলিসকে যেভাবে সর্বপ্রকার দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতেন।আজও এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক সেই নগ্ন স্বৈরাচার, ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির পথেই দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই পুলিস বাহিনীকে পরিচালিত করছেন। বিহার আমলে এই ধারার ফল যা হয়েছিল আজও তাই হচ্ছে। পুলিস বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক উপদ্রবের সঙ্গে ব্যক্তিগত অনাচারও ব্যাপক ও তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে।

শাসন ও শৃংখলা শুদ্ধতার এবং প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। সুতরাং দেশের নৈতিক জীবনের ধারা ও শাসন শৃংখলা বজায় রাখবার জন্যে পুলিসের দায়িত্বই আজ সর্বপ্রধান। পুলিস দেশের সমাজ বিরোধী অপরাধ প্রবণদের শাসিত করে রাখবে, এইটাই পুলিস জীবনের মূল কথা হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের এই দীর্ঘ এগার বৎসরের স্বাধীন জীবনে আমাদের জেলার ব্যাপারে, আমার এই দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে ভারতীয় স্বরাজ জীবনে আজ সবচেয়ে অপরাধপ্রবণ এই পুলিস বাহিনী, সবচেয়ে সমাজ বিরোধী এই পুলিসমণ্ডলী। দীর্ঘ এগার বৎসরের মধ্যে দেখলাম এঁরা না করেছেন এমন কাজ নেই। বিহার আমলের ধারা বহন করে বাংলার পুলিসও আজ সেই পথে গড়ে উঠেছে। যদি কোন নিরপেক্ষ ব্যাপক তদন্ত হয়, তাহলে সেই তদন্তের দ্বারা যে তথ্য বিবরণ লোক সমাজে উদ্ঘাটিত হবে, তাতে বিস্মিত হতে হবে যে, এই পুলিস বাহিনীকে আমাদের জাতীয় সরকার কি ভয়াবহ হিংস্রবাহিনীরূপে নিয়োগ করেছেন।

পুলিসের কাছ থেকে কাজ নেওয়া হচ্ছে, সুতরাং পুলিসকে আজ বেপরোয়া হবার সব রকম সুযোগ দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন কে এই পুলিসকে সুযোগ দিচ্ছে, কে এই পুলিসকে অবাঞ্ছিতভাবে রাজনৈতিক কাজে নিয়োগ করছে? একথা আজ কারও অবিদিত নেই যে এ হচ্ছে স্বয়ং আমাদের এই সরকার; এ হচ্ছে পুলিস বাহিনীর ওপরে যাঁরা প্রদেশের পরিচালক আছেন, তাঁরাই।

পুলিসের যে সমস্ত ভয়াবহ কীর্তিকাহিনী দেখছি তা হচ্ছে—আমাদের জেলায় এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে লোক খুন করবার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে--এই পুলিস। লোকের ন্যায়-সংগত সম্পত্তি বিরাট চক্রান্তে লুঠ করবার আয়োজনে যুক্ত হয়েছে এই পুলিস। গ্লানিজনক উপদ্রব, বর্বর আক্রমণ, ও অপরাধজনক বিবিধ আচরণের অভিযোগের সঙ্গে জড়িত হয়েছে—এই পুলিস। দিনের পর দিন মিথ্যা অভিযোগে, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে দলের পর দল জনসেবী কর্মীদের, একের পর এক ভিত্তিহীন মামলায় জড়িত করে চলেছে--এই পুলিস। এর প্রত্যেকটি কাহিনী তথ্য প্রমাণে আজ পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

জাতীয় শাসনের পুলিস সম্বন্ধে আমাদের মনে যে কল্পনা ও আশা ছিল, আজ তা একেবারে বদলে গেছে। আমাদের আজ এই ধারণা হয়েছে যে, যাদের কারাগারের অভ্যন্তরে রেখে সমাজকে সুস্থ রাখতে হয়, সেই অপরাধপ্রবণ সমাজ বিরোধীদের চেয়েও পুলিস আজ অপরাধপ্রবণ শ্রেণী। কিন্তু এর জন্য আজ দায়ী কে, তা আমরা বুঝেছি। যারা এরজন্য দায়ী, তারা আজ এই পুলিস বাহিনীর চেয়েও অনেক বেশি অপরাধপ্রবণ শ্রেণী। তারা আর কেউ নয়, তারা আমাদের জনগণের রক্ষা কর্তার আসনে উপবিষ্ট এই সরকার। এবং এর ফল হচ্ছে এই যে, মন্ত্রীমণ্ডলী ও রাজকর্মচারীমণ্ডলীর সহযোগে শাসনের নামে অবিচার, অত্যাচার, ঘুষ, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অবাধগতিতে চলেছে এবং এই কর্মধারার প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে এই পুলিস। আমরা তা সকলে জানি এবং একথা অস্বীকার করবার সাহস আজ কারও নেই। তবে আমরা আশা করবো, কামনা করবো এই সত্যের সম্মুখীন হবার এবং প্রতিকারের পথ খোঁজবার সাহস সরকারের হোক। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে আমরা বিশ্বাস করি এর আমূল প্রতিকারের পথে অগ্রসর হবার সাহস জনজীবনে অচিরে একদিন অবশ্যই দেখা দেবে, ইতিহাসের এই লিখন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty rose to speak.

Sj. Deben Sen:

মিঃ স্পীকার স্যার, এটা একটা পুলিসের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ, সাধারণ অভিযোগ নয়। চুরি, জুচ্চুরি, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নয়, নরহত্যা করার অভিযোগ পুলিসের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী বক্তা এনেছেন।

Mr. Speaker:

আপনার পক্ষে এরকম করা উচিৎ হচ্ছে না। আপনি কেন এর মাঝখানে বলছেন? আপনি অনেকদিন ধরে হাউসের মেম্বর আছেন এবং পার্টির একজন প্রিন্সিপ্যাল মেম্বার, আপনি জানেন এ ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন বক্তৃতার মধ্যে করা যায় না।

Sj. Deben Sen:

এটা ঠিক। কিন্তু সেই ধরনের বক্তৃতা এটা নয়। উনি কতকগুলি স্পেসিফিক সিরিয়াস চার্জ পুলিসের নামে উল্লেখ করেছেন। আমরা তার উত্তর মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে চাই।

Mr. Speaker:

উনি ইচ্ছা করলে উত্তর দেবেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সামগ্রিকভাবে পুলিস বিভাগের উন্নতির বিচার করতে গেলে তার প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি কতখানি হয়েছে তার মানদণ্ড বিচার করতে হবে। তার যে উন্নতি কিছুমাত্র হয় নি তার প্রমাণ মাত্র কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে ফলাও করে যে কলকাতার পুলিসী ব্যবস্থাকে নূতন করে ঢেলে সাজাবার জন্য যে বন্দোবস্ত, সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সেটাকে যেরকম ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে–সেটাই হল তার প্রমাণ। এগার বছর পরে আজকে পুলিস বিভাগকে নূতনভাবে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে (১ নং) আমাদের যিনি পুলিস মন্ত্রী তাঁর ক্ষমতা বিশেষ কিছু নেই। (২ নং) হল যেটুকুও ক্ষমতা আছে, সেটুকু তিনি অপব্যবহার করে থাকেন। তাঁর ক্ষমতা নেই এইজন্য যে বড় বড় উচ্চতম অফিসার আই জি, ডি আই জি, কমিশনার, বা ডেপুটি কমিশনার, যাঁরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হোম ডিপার্টমেন্টের আওতায়, এবং যার বড়কর্তা হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। একেই ত তাঁর নিজের ক্ষমতা কম, তার উপর তিনি নিজে দুর্বল। তাই তাঁর নিজের যে চাকরি সেটার নিশ্চয়তার জন্য যেটুকু ক্ষমতা তাঁর আছে, সেটা তার নিজের পার্টির কাজে অপব্যবহার করে থাকেন এবং কোন কোন উচ্চপদস্থ অফিসারদের পুতুল হিসাবে, ক্রিড়নক হিসাবে আমাদের পুলিস মন্ত্রী কাজ করে চলেন ও দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের তিনি প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন। এ সম্বন্ধে আমি বহু উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু সময়াভাবে দিতে পারছি না। আমি শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি। স্যার, ২৪-পরগনার যিনি আগে এস পি ছিলেন, তিনি সেখানে এস পি হিসাবে থাকার সময় একজন কুখ্যাত লোক মহিউদ্দীন যার নাম, তাকে বিধিবহির্ভূতভাবে একটা রিভালবার দিয়েছিলেন। ঐ যে রিপোর্ট মহিউদ্দীন সম্পর্কে, সেই রিপোর্টে দেখেছি উল্লেখ আছে সেই ভদ্রলোক অফিসারটির সম্বন্ধে। এবং মহিউদ্দীনের সঙ্গে ঐ অফিসারটির কি সম্পর্ক আছে তা নিয়ে আই বি ডিপার্টমেন্ট থেকে এনকোয়ারি শুরু হয়, এবং তারপর একটা ফাইল স্টার্ট করা হয়। সেই অফিসারটির সম্বন্ধে আমাদের পুলিস মন্ত্রী মহাশয় আই বি ডিপার্টমেন্টের এস এস আই-কে বলে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে শ্রী আর এন চ্যাটার্জী। স্যার, যাঁরা এনকোয়ারি করেছিলেন তাঁদের পজিশন বা অবস্থা কি হবে সেটা একটু ভেবে দেখুন। এটা আই জি শ্রীহীরেন সরকারের থাকাকালীন সময় হয় নি, তিনি তখন ছুটিতে ছিলেন। গত ১২ বছর ধরে এই অফিসারটি কলকাতার আশেপাশে ব্যারাকপুরে, ২৪-পরগনায় বহালতবিয়াদি আছেন।

[4—4-10 p.m.]

কালিবাবুর সাথে এর যোগাযোগ কি এবং এর সাথে এর স্বার্থের কি সম্পর্ক আছে কালিবাবুর সেটা কালিবাবু জানাবেন কি? কালিবাবু যদিও মন্ত্রী আসলে কিন্তু আর একজন তাকে

নাচিয়ে বেড়ান পুতুল হিসেবে। তিনি হচ্ছেন অ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর-জেনারেল শ্রীবীরেন চক্রবর্তী, তিনিই হচ্ছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিসের আসল পরিচালক এবং তিনি মন্ত্রীমহাশয়কে ডিকটেট করেন, এমন কি ধমক দিয়েও কথা বলেন, কারণ কি, স্বাধীনতার আগে ইংরেজের আমলে এই ভদ্রলোক কালিবাবুর বাড়ী সার্চ করেছিলেন এবং আমি জানি না স্যার, শুনতে পাই, যে এমন কোন গোপন দলিল তার হস্তগত হয়েছে যার জন্য এই ভদ্রলোকের এত প্রভাব ঐ কালিবাবুর উপরে। গত বৎসর স্যার, মেদিনীপুরের এক কংগ্রেস কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিল গ্যাম্বলিং-এর অজুহাতে। এবং সেখানকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাইলেন যে সেই কেস চালাবেন। আই জি এইচ এন সরকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এ আই জি অর্ডার দিয়েছিলেন যে কেস চালানো হোক এবং এই এ আই জি ঐ চক্রবর্তী মহাশয়ের মারফৎ সেই অর্ডার, পৌঁছে দেবার জন্য দিয়ে দেন। কিন্তু বীরেন চক্রবর্তী সেই কেসটাকে, সেই নির্দেশকে ৭ দিন ধরে চেপে রাখেন কারণ কালিবাবু তখন কলিকাতায় ছিলেন না, তিনি তখন দিল্লীতে। জবাব দিন কালিবাবু যে হীরেন সরকার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে দিয়ে সেই অর্ডার নাকচ করান হয়েছে কিনা, সেটা আমি তাঁর কাছ থেকে জবাব চাই। এবং ইনি এত প্রতাপশালী যে আমাদের দুর্ধর্ষ আই জি হীরেন সরকার এর গায়ে হাত দিতে সাহস করেন না। মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই চক্রবর্তী কি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিসের এ্যামেনিটিস ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা সরিয়েছেন? বেশ কিছু টাকা সরিয়েছেন। কারণ উনি যখন আই জি-র এস এস ওয়ান ছিলেন তখন সেখানে রাজারাম বলে একজন জমাদারের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আজও তা দেবার নাম করছেন না। এবং আমি আজকে চাই যে এই বীরেন চক্রবর্তী মহাশয়ের টাকা পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের যিনি আই জি আছেন, তিনি একটা তদন্ত করবার ব্যবস্থা করুন। ক্যালকাটা পুলিস-এর ঘটনাচক্রে তিনজন ভাল অফিসার লালবাজারে এসেছেন। একজন হলেন পুলিস কমিশনার উপানন্দ মুখার্জী, একজন হচ্ছেন ডি সি হেড কোয়াটার্স বি সি বাগচী, আর একজন হচ্ছেন ডি সি ডি ডি কল্যাণ চক্রবর্তী। এঁরা সৎ, শিক্ষিত, ভদ্র এবং দক্ষ। কিন্তু এই তিনজন উন্নতি করার জন্য যতটুকু চেষ্টা করছেন, অবশ্য তেমন কিছু করতে পারছেন না—তবে কালিবাবু যেন তাতে হস্তক্ষেপ না করেন। কেননা আমি জানি তিনি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন। এই যে মডেল থানা, আমার এলাকায় সেই মুচিপাড়া থানায় কে পোস্টেড হবেন সে বিষয় তিনি ইন্টারেস্টেড ছিলেন। দুই নম্বর কথা হল যে সাব-ইন্সপেক্টর রিক্রুটমেন্ট-এর সময় কালিবাবু এক গাদা নাম পাঠিয়েছিলেন তাদের সুপারিশ করে, যাতে তাদের নেওয়া হয়। সেই সুপারিশের বোঝায় পাগল হয়ে ঐ ডি সি হেড কোয়াটার্স যেমনভাবে পি এস সি-তে নাম না লিখে শুধু নম্বর দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় সেইরকম পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা কালিবাবুর যে সমস্ত সুপারিশি ক্যানডিডেট ছিল তারা একটিও পাশ করতে পারেনি। এইসব লোকের জন্যই তিনি সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন। তিন নম্বর স্যার, কালিবাবু যখন পুলিসে এলেন, গতবার পূজার সময়, যখন তিনি পা ভেঙ্গে ভগ্নপদবাবু হয়ে বসেছিলেন সেই সময় আমাদের ডি সি সেন্ট্রাল মিঃ বর্ধন রূপোর বাজারে বে-আইনী কয়েকজন ফাটকাবাজদের গ্রেপ্তার করেন। আমি কালিবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এবং জবাব চাই যে কালিবাবু তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন কি না। হস্তক্ষেপ করে সেই কেসটাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন যার সাথে সেই বে-আইনী ফাটকাবাজরা ডি সি সেন্ট্রাল-এর বিরুদ্ধে আজকে হাই কোর্ট-এ মামলা করছে। কালিবাবুর কাছ থেকে এর জবাব চাই। তারপর স্যার সামগ্রিকভাবে আমরা পুলিসকে দেখে থাক, কিন্তু কলিকাতা পুলিসের সাথে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের কোন ইন্টিগ্রেশন আছে কিনা জানি না; বরং দেখি দুই সতীনের যেমন ঝগড়া—সেই রকম রেষারেষি এবং ঝগড়া এই দুই পুলিস বিভাগের মধ্যে। তার দুটো উদাহরণ দিচ্ছি, ২১এ ফেব্রুয়ারি তারিখে স্টেটসম্যান, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকায় ফলাও কোরে খবর বেরুল যে কলিকাতা পুলিসের পুনর্বিন্যাস করা হবে, মডেল থানা তৈরি হবে। আর ২৫এ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখি পুলিসের ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। কারণ ৫ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিস এইভাবে তাঁদের কার্যধারা আরম্ভ করেছেন।

[At this stage the blue light is shown]

আমি আর ২-৩ মিনিট সময় চাইছি। বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধুচক্র সম্পর্কে যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট সম্পর্কে আমরা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি না যে হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যিনি

ছিলেন এবং এখন ওয়েস্ট দিনাজপুরে শ্রী বি ভি মণ্ডল তাঁর মহীউদ্দীনের পরিচিত মহিলার ঘনিষ্ঠতা আছে এবং তার ছেলেকে পারমিট দেওয়া হয়েছে।

[4—4-10 p.m.]

তিনি মাঝে মাঝে ওখান থেকে তদ্বির করতে আসেন, এই কেস সম্পর্কে—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—কেন তাঁকে সাসপেন্ড কোরে রাখা হচ্ছে না? আর একজন শ্রীসুকুমার মল্লিক—হাওড়ায় ইতিপূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এখন কেন্দ্রীয় সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারি—কেন তাঁকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে না? সেটার জবাব আশা করি কালীবাবু শোনাবেন। গভর্নমেন্ট কাউন্সেল থাকতেও মল্লিনাথ মুখুজ্যের ওখানে যে এনকোয়ারি হচ্ছে সেখানে গভর্নমেন্ট কাউন্সেলকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্টের কোন কোন কোন অফিসারকে যেন বাঁচিয়ে দেওয়া হয় এই অভিযোগ থেকে। এই অভিযোগ আমি কালীবাবুর বিরুদ্ধে আনছি।

[Sj. Hemanta Kumar Basu rose to speak.]

Mr. Speaker: Hemanta Babu, I have got one word to tell you. This is what happens if you are rash and not careful. Something was said about Miss Maya Banerjee and Sj. Hansadhwaj Dhara and certain honourable members. Perhaps you did not note it then—and I did not note myself, I must tell you frankly—that this particular item comes under grant No. 11 and it is not a matter at all which concerns the Hon'ble Minister in Charge. When you make an accusation, good, bad or indifferent, I do not mind, it is your right and privilege to do so. Nobody is more conscious of that fact than myself. But if you rake up a matter which does not legitimately come, don't you think it is a wrong thing to do? I invite your attention to page 160 of the orange book. You are a known parliamentarian here with ample experience. I have no intention to shut you out if anybody is in the wrong. It is for you to denounce that particular person in the House.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

পুলিসের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ-এর রিপোর্ট সেটা কোথায়? সেটা চেপে গিয়েছে?

Mr. Speaker: If you kindly look at the orange book, Grant No. 41, Enforcement Police comes under that Grant.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

অপূর্ব মজুমদার মহাশয় যে কথা বলেছেন, তাঁর যতখানি জানা আছে তত খানিই বলেছেন।

Mr. Speaker:

কিন্তু গ্রান্ট-এর সঙ্গে ত সম্পর্ক থাকা চাই।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

এ পুলিসের ব্যাপার ত!

Mr. Speaker: No, no.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

পুলিসের যে স্টেপ নেওয়া উচিত, তা তারা নিচ্ছে না।

Mr. Speaker: Mr. Basu, you may try to put it that way showing great ingenuity, but I can tell you the legal position. Ingenuity would not carry the day. I would have said I refuse to answer.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এ পকেটে একটা পুলিস, ও পকেটে আর একটা পুলিস কি কোরে জানব।

Mr. Speaker:

এ পকেটের পুলিস আর ও পকেটের পুলিসের তফাৎ আছে। (হাস্য)

Sj. Durgapada Das:

আমি যা বলতে চাইছি সেটা এই যে দেশকে গঠন করবার জন্য যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলেছে তাকে যদি চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়, দেশকে যদি সত্য সত্যই গঠন করতে হয়, তাহলে দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াকে রক্ষা না করে দেশে যারা অশান্তি তৈরি করবার জন্য আছে, অর্থাৎ যেসব দুষ্টের দল রয়েছে তাদের দমন করবার জন্য এবং শিষ্টের পালন করবার জন্য যে গুরুদায়িত্ব তা সম্পূর্ণভাবেই রয়েছে পুলিসের উপর। পুলিসের বাজেটে তাই কত টাকা খরচ হবে, সেটা কম হবে কি বেশি হবে, সেটা বড় কথা নয়, তার জন্য দেখা উচিত সেই যে গুরুদায়িত্ব, সেই যে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা যার উপর দেশ গঠন নির্ভর করছে, সে কাজ পুরোপুরিভাবে করা হচ্ছে কি না। দেশে চুরি, ডাকাতি, খুনজখম না বেড়ে যদি কমতে থাকে তাহলে সত্যই গ্রান্টের টাকা সম্বন্ধে কেউ কিছু মনে করবেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখি কি? প্রতি বৎসরই বলা হয়ে আসছে চুরি, ডাকাতি, খুনজখম কমে যাচ্ছে, এবং দেশে শান্তির আবহাওয়া বইছে। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম। আমাদের নিজেদের অঞ্চলে দেখছি সেখানে চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম বেড়ে যাচ্ছে, এবং কেবল বেড়ে যাচ্ছে তা নয়, মন্ত্রীমহাশয়কে বলে দিই যতগুলো খুন-জখম হয়েছে তার শতকরা ৯০ ভাগের কোন হদিশ পুলিস করতে পারে নি। ডাকাতি বাড়ছে, অথচ সেই সংখ্যা কম বলে দেখাবার একটা খেলা চলছে, সেটা হচ্ছে—সাপপ্রেশন অফ ক্রিমিন্যাল অ্যাক্টস সেটার সুষ্ঠু উপায়—এই সংখ্যাটা কমিয়ে দেওয়া। আই জি অব পুলিসের অর্ডার হচ্ছে ডাকাতি কম করে দাও, যেমন করেই হউক তা করতে হবে। ডাকাতির সাপ্রেশন হল না। ডাকাতির সংখ্যাকে সাপ্রেস করা হল। বল্লমের খোঁচা দিয়ে ডাকাতি হ'ল আর পুলিসের এক কলমের খোঁচায় সংগে সংগে সেটা চুরির ব্যাপার হয়ে গেল। পুলিস থেকে বলা হয়েছে ডাকাতির সংখ্যা কমিয়ে দাও। সেটা এমনভাবে কমিয়ে দাও যাতে তাদের জনসংখ্যা ৫ জনের নীচে আসে, তাহলে সেটা চুরির ব্যাপারে পরিণত হবে। এইরকম করে চুরি ডাকাতির সংখ্যা দিনের পর দিন কমিয়ে দেখান হচ্ছে। তা যদি না হ'ত তাহলে দেখতাম অন্ততঃপক্ষে পল্লী-অঞ্চলে অশান্তি বিরাজ করছে। আমি এমন গ্রামের নাম বলতে পারি যেখানে রেষারেষি মারামারি লেগেই আছে। এক পাড়ার লোক অন্য পাড়ায় যেতে গেলে লাঠি না নিয়ে যেতে পারে না।

বিলী বোলে একটা গ্রাম আছে, সেখানে পুলিস কোনদিন যাবে না, এবং শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে না। আপনারা সাপ্রেস করে শান্তিরক্ষা করতে পারবেন না। যদি দেশে শান্তিরক্ষা করতে হয়, তাহলে প্রিভেনটিভ হিসাবে কি করতে পারেন তা দেখতে হবে। কিন্তু কি কোরে করবেন?

[4-10—4-20 p.m.]

আমরা বলব গ্রামে গ্রামে ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি কোরে এ্যান্টি ডেকইটি ব্যান্ড কোরে ভাল ভাল ইনফরমেশন পাবার সোর্স বার করতে হবে। এই ভিলেজ ডিফেন্স পার্টির বা এ্যান্টি ডেকইটি ব্যান্ড গ্রামবাসীর নিকট গিয়ে তাদের কনফিডেন্সে নিলে, তাদের সাহায্য করলে, আলোর বন্দোবস্ত করলে, বন্দুকের বন্দোবস্ত করলে, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য অস্ত্রের বন্দোবস্ত করলে অনেক কাজ হবে; কিন্তু ভাল লোকের সাহায্য নেবেন না। আপনারা যেভাবে তাদের সংগে ব্যবহার করেন এতে ভাল লোক সোর্সরূপে ব্যবহৃত হতে পারবে না। আপনারা এখানকার জন্য সায়েন্টিফিক মেথড অবলম্বন করেছেন, কিন্তু পল্লীঅঞ্চলে কিছুই হচ্ছে না। আপনারা সেখানকার জন্য 'মিতা' 'লাখী'র মত কুকুর এনে রাখতে পারেন না। আপনারা ফরেনসিক ল্যাবরেটরী করেছেন এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, বিহার, উড়িষ্যা গভর্নমেন্টও কিছু কিছু কাজ করবার দায়িত্ব নিয়েছেন। একজন ডিরেক্টর রাখলে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। সেই ডিরেক্টরের সহায়ক হিসাবে সায়েন্টিফিক লোক আনুন, এসব লোক বাহির থেকে আনবার প্রয়োজন নেই। আপনারা এ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রী ট্রেইন্ড পুলিস পেতে পারেন। তাঁদের সংগে

সহকারী পুলিস দিলে কাজের সুবিধা হবে।

ডিভিশন অফ লেবার-এর ফলে এফিসিয়েন্সী বাড়বে, আপনারা যে দায়িত্ব নিয়েছেন সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে এবং তা যদি করতে পারেন তাহলে প্রতিটি চুরি-ডাকাতির, প্রতিটি খুন-জখমের যদি হদিস করতে পারেন, তাহলে সাজা দেবার ব্যবস্থা আস্তে আস্তে হতে পারে। প্রপার সুপারভিশন হচ্ছে না, সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়ার প্রয়োজন আছে। অ্যান্টি করাপশন, অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সম্বন্ধে দু-একটা কথা না বললে ত্রুটি হবে। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ বড় বড় যারা তাদের কিছু করেন না—কিন্তু যারা গরীব লোক ৫।১০ সের চাল নিয়ে কারবার করে তাদেরই ধরে নেয় আর বড় মিলমালিকদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রাখে।

Sj. Hansadhwaj Dhara:

স্যার আমি বাজেট আলোচনার পূর্বে একটি কথা বলে নিই। অপূর্ববাবু যা বলেছেন তার আমি প্রতিবাদ করি নি, নর্মাল প্রসিডিংস ডিস্টার্বড হবে বলে তখন আমি কিছু বলিনি। আমার ধারণা হয়েছিল যে এই বিষয়বস্তু যাতে প্রিভিলেজ কমিটিতে যায়, যাতে বিচার হয় তার দাবী করবো--কিন্তু মজুমদার মশায়কে এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারবেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন তিনি শুনেছেন মাত্র। সেজন্য এ বিষয়ে আমি আগেও প্রতিবাদ জানিয়েছি আজও আবার প্রতিবাদ জনিয়ে শেষ করছি।

আজকে যে বাজেট আলোচনা হচ্ছে সে বাজেটের উপর বরাবরই তীব্র আলোচনা হয়ে থাকে। আজও হবে। কারণ যে বিভাগের আলোচনা হচ্ছে সে যেমন সমাজের মঙ্গল করতে পারে, অমঙ্গলও তত করতে পারে। সেজন্য এ বিভাগ নিয়ে আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই বিভাগের সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে আমরা পুলিশ বিভাগের কাছ থেকে যে ধরনের কাজ চাচ্ছি সেটা যদি চোখের সামনে স্পষ্টাক্ষরে ধরি তাহলে আলোচনার সুবিধা হয়। এ বিষয়ে কিছুদিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুলিশ সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন সেটা একটু উল্লেখ করি

"I Heavy responsibility rests on the police force and they represent in the most obvious form the power of the State. Those who have power, hence to be very careful of using the power. A police man should always endeavour to get the good will of the people he served. This good will is a test of the work. Indeed, without the good will and co-operation his work will not bear fruits much."

এদিক থেকে দেখলে আমরা দেখবো পুলিশ বিভাগের যেমন প্রটেকটিভ মেজার-এর দায়িত্ব আছে, তেমনি কিউরেটিভ মেজার-এরও দায়িত্ব আছে। অন্যান্য বারেও দেখেছি এবারও দেখছি ১৪৩টি কাট মোশন-এর মধ্যে ব্যয় বরাদ্দ বেশি হয়েছে কি কম হয়েছে এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় নি।

পুলিসের দায়িত্ব সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষা করা এবং এর জন্য যে ব্যয়ের প্রয়োজন সেই ব্যয়ের বিরুদ্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে ব্যয়বরাদ্দ হচ্ছে এবং যে কাজ পুলিসের করা দরকার সেই কাজ হচ্ছে কি না। প্রোটেকটিভ সাপড যদি আমরা দেখি তাহলে ভলিউম অফ স্ট্রাকচার পুলিস অরগ্যানিজেশনে কি পরিমাণে বেড়েছে—কারণ জনসাধারণকে সময়মত নিরাপত্তা দেওয়া এবং সমাজের শান্তিরক্ষা করা—সেটা দেখা উচিত। আগে ২৪-পরগণা জেলায় মথুরাপুরে থানা অতি দুর্গম ছিল। ফলে সেখানে খুন হবার পর পুলিস অফিসে সংবাদ দিতে ৩-৪ দিন সময় লাগত এবং পুলিস যেতে ৮-১০ দিন লেগে যেত। কিন্তু এখন সেখানে একটা আউটপোস্ট হয়েছে, থানা প্রবর্তনের নানা রকম ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা প্রোটেকটিভ সাইডে পুলিসের স্ট্রাকচার কি পরিমাণে বাড়াতে পেরেছি যাতে অল্প সময়ে নিরাপত্তা দেওয়া এবং শান্তিরক্ষার কাজে পুলিস যাতে নিজেদের দায়িত্ব প্রতিপালন করতে পারে সে চেষ্টার দিক দিয়ে তারা সক্রিয় হচ্ছে কি না এদিক দিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব যে সেখানে যেমন স্টাফের সংখ্যা বেড়েছে তেমনি চেকপোস্ট ও থানার সংখ্যা বেড়েছে রেডিওগ্রামের মাধ্যমে হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে থানাগুলো সংযুক্ত হয়েছে, মোবাইল ভ্যান ইত্যাদি চলছে এবং কলকাতার সঙ্গে ওয়ারলেসে প্রতি মুহূর্তে সংযোগ রাখা হচ্ছে। এই সবের ফলে স্ট্রাকচারাল সাইড অফ দি পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেকখানি বেড়েছে। কিন্ত কিউরেটিভ সাইড

হাতে এই বিচারের ভার দেবার ফলে সেখানে আজ নিরাপত্তা নষ্ট হচ্ছে। সেজন্য আজ পুলিস-মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাব যে এই সমস্ত অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা যেন তিনি অবলম্বন করেন।

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, হংসবাবু সুন্দরবনে এবং বিশেষ করে যথুরাপুর থানার অরাজকতার কথা বললেন এবং বললেন যে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ পুলিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে অরাজকতা সম্বন্ধে দরখাস্ত করেছে। আমি জানি করেছে। কিন্তু তাঁরা কারা সেটা ও'কে জিজ্ঞাসা করি। তারা কি সতীশ কাজী? তারা কি ঐ অঞ্চলের জোতদার যাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের ভূমিরাজস্ব বিভাগ হাজার হাজার বিঘা জমি বেনাম করার জন্য মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন?

Mr. Speaker:

ইন্টারাপশন করলে আমি কি করে ফলো করব?

Sj. Subodh Banerjee:

আমি জিজ্ঞাসা করি তারা কি, তারা যারা সরকারের নীতি ব্যাহত করার জন্য লেগেছে? জিজ্ঞাসা করি পুলিশ কি নিষ্ক্রিয়? ১১৭টি কেস আমাদের নামে কেন দায়ের হয়েছে? এই মামলা করা কি পুলিসী নিষ্ক্রিয়তার লক্ষণ? আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আমরা খুন করেছি, অগ্নিসংযোগ করেছি, আগুন ধরিয়েছি, লুট করেছি। পুলিস এই সব মিথ্যা মামলা দ্বারা কাদের সহায়তা করছে? পুলিস গ্রামে গেল, জোতদারদের কাছ থেকে মাল খেল, ঘি নিয়ে এল এবং আপনি শুনলে অবাক হবেন—না, আপনি অবাক হবেন না, স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল হিসাবে আপনার অভিজ্ঞতা আছে—পুলিসকে মেয়েমানুষ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল—এবং তারপর নির্দোষ চাষীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট গেল

[Disturbance from the Congress bench]

[4-30—4-40 p.m.]

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি শুনে অবাক হবেন যে, ১২০ জনের নামে ১০৭ ধারা করা হয়েছে। ১০৭ ধারায় অভিযুক্তদের জামিন দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে এবং যেক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর হয়েছে সেখানে দুজন করে ১০ হাজার টাকার লোকাল সিকিউরিটি এবং নগদ ১০ হাজার টাকার জামিন। হংসবাবু বলুন—এসব কি চাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য, না এর দ্বারা কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক জোতদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য করা হয়েছে? আপনারা ভূমিসংস্কারের কথা বলবেন না। এই সব অত্যাচারের পর ভূমিসংস্কারের কথা বলা ভণ্ডামি, এত জুলুমেও কংগ্রেসের মন উঠছে না। পারলে বোধ হয় জোতদারদের বন্ধু এই সব ব্যক্তিরা চাষীদের গুলি করে নিঃশেষ করে দিতেন।

মিঃ স্পীকার, স্যার, পুলিস হচ্ছে শ্রেণী শাসন টিকিয়ে রাখবার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতি, জোতদার, জমিদারদের কায়েমী স্বার্থ পুলিস টিকিয়ে রাখে। তাই প্রত্যেক বৎসর পুলিসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আপনারা জনকল্যাণ রাষ্ট্রের কথা বলেন। জনকল্যাণ রাষ্ট্রে জনসাধারণই এগিয়ে আসবে নিজেদের স্বার্থে। কিন্তু কেন তারা আসে না? পুলিসমন্ত্রী কয়েকদিন আগে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই রাজ্যে কনস্টেবল-এর সংখ্যা ৪০ ৮৭২ এবং অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা ১০ হাজার ৪১৯। এই রাজ্যে তাহলে মোট পুলিস কর্মচারীর সংখ্যা ৫১ হাজার ২৯১ জন:

Per square mile concentration of Police Force is the highest in West Bengal.

তাহলে পুলিস রাষ্ট্রের বাকী রইল কোথায়? আজকে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুলিস দিয়ে আপনাদের শাসন টিকিয়ে রাখছেন। আপনারা বলেন, আমাদের বর্ডার রক্ষা করতে হয় তাই পুলিসের সংখ্যা বাড়াতে হচ্ছে। সীমান্ত রেখা যা তা তো বহুদিন একই রয়েছে। প্রত্যেক বৎসর তা সত্ত্বেও তাহলে কেন পুলিস সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছেন? দ্বিতীয় যুক্তি দেওয়া হয় যে লোকসংখ্যার ঘনত্বের জন্য পুলিস শক্তি বাড়াতে হচ্ছে। এই ঘনত্বও প্রত্যেক বছর এমন

কিছু বাড়ছে না। কেন তাহলে পুলিসের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতি বৎসর খরচ বাড়াচ্ছেন?—এর জবাব কে দেবে? কি রকম খরচ বাড়ছে দেখুন। ১৯৫৭-৫৮ সালে পুলিস বাবত মোট খরচ ৮ কোটি ৮ লক্ষ ২,২০০ টাকা। এ বৎসর দেখছি ৮ কোটি ৫২ লক্ষ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা। এভাবে পুলিস বাবত ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। জীবনধারণের ব্যয় এই সময়ে বেড়েছে তাই পুলিসী ব্যয় বেড়েছে এ যুক্তি অচল, কারণ তাহলে অন্য বিভাগেও ব্যয় বাড়া উচিত। মিঃ স্পীকার, স্যার, এটাও এক্সজসটিভ ফিগার নয়, যে ৫৮-৫৯ সালের অঙ্ক ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩০ হাজার ১ শত—এটাও সম্পূর্ণ খরচ নয়। এ ছাড়াও পুলিস বাবত আরো ব্যয় আছে—পুলিসদের সাবসিডাইজড রেট-এ রেশন দেওয়া হয় এবং জাতীয় অগ্রগামী দলের জন্যও খরচ করা হয়। এ দুটো ব্যয় যদি ধরেন তাহলে এ রাজ্যে মোট পুলিসী ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ১২ কোটি টাকা।

Per capita expenditure is the highest in West Bengal compared to the other States in India.

তবু আপনারা বলবেন, আমরা জনকল্যাণ রাষ্ট্র করছি। জনকল্যাণ রাষ্ট্রে জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এমনিতেই এগিয়ে আসবে; এক্ষেত্রে পুলিস তাদের বাধা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, মিঃ স্পীকার, বাজেটে যে অঙ্ক দেখান হয়, খরচ হয় তার বহুগুণ বেশি। আপনারা কৃষিখাতে বরাদ্দ টাকা খরচ করতে পারেন না; পশ্চিম বাংলায় যখন ক্ষয়কাশে লোক মরে স্যাবড় হয়ে যাচ্ছে তখন মেডিকেল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ খাতের ১৯৫৭-৫৮ সালে ৯৮ লক্ষ টাকা ফেরৎ গেল, খরচ করা গেল না—কিন্তু, পুলিস খাতে যা মঞ্জুর হয় তার চেয়ে বহু লক্ষ টাকা বেশি খরচ হয়। প্রমাণ দেখুন, ১৯৫৭-৫৮ সালে বরাদ্দ ছিল ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৯ হাজার—কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হল ৭ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৭ হাজার, অর্থাৎ ৩৮ লক্ষ ৭৮ হাজার খরচ বাড়ল। পুলিস খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশি খরচ হয়—আর মেডিকেল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, এডুকেশন, ইন্ডাস্ট্রি, এগ্রিকালচার ইত্যাদি খাতে টাকা খরচ হয় না অথচ বলা হয় যে, টাকা পাওয়া যায় না। এই অসাধুতা বছরের পর বছর আপনারা অভ্যাস করে চলেছেন। শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করার জন্য পুলিস?

What is the meaning of law and order in a capitalist society? State is nothing but a machinery for the suppression of one class by another.

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আইনের উদ্দেশ্য হল পুঁজিবাদীদের স্বার্থরক্ষা, শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার অর্থ সেই পুঁজিবাদী স্বার্থ রক্ষা করা। এখানকার পুলিস তার এক কাটি বেশি চলে। পশ্চিম বাংলার শ্রম বিভাগ বন্ধের আদেশ দিল; সেই বিভাগের একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলেন—

You please see that the workers are not prevented from entering the factory.

ম্যাজিস্ট্রেট সেই কথা মানলেন না, পুলিসের সার্কেল ইন্সপেক্টর দমদম থানার দারোগা কেউই মানলেন না সে কথা বরং সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করে দিলেন শ্রমিকদের উপর। তাই বলি কালোবাজারীর স্বার্থরক্ষার জন্য এই পুলিস। খিদিরপুরের সিমেনস ইউনিয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলছি। সেখানে পুলিস দিয়ে শ্রমিকদের মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হল। আমার কাছে ফটো রয়েছে। শ্রমিকরা পণ্ডিত নেহরুর চিঠি দেখাল, পুলিস পণ্ডিত নেহরুর চিঠি মানল না—মেরে ফাটিয়ে দিল। আমরা জানি, সব ডিপার্টমেন্টের উপরে কালিপদবাবুর পুলিস, তারাই সব ডিপার্টমেন্টকে কন্ট্রোল করছে। তাই আমি বলি, আজকে যদি দেশের ক্রাইম পজিশন-এর উন্নতি করতে চান, তাহলে শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করুন। মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত করতে পারলে তার অপরাধপ্রবণতা কমে যাবে। পুলিস দিয়ে অপরাধ কমান যাবে না। আমাদের সমাজ থেকে যদি অপরাধপ্রবণতা দূর করতে চান, লোককে শিক্ষা দিন—

Do not speak of quality alone, stress on quantitative development also.

পুলিসমন্ত্রীর কথা না বলাই ভাল, তিনি তো চাকরী করেন। স্বদেশী যুগে কাজ করেছেন, তার জন্য এখন পেন্সন ভোগ করছেন মন্ত্রী হয়ে। তিনি পুলিস দপ্তর পরিচালনা করবেন কি? পুলিসই

that steel frame of permanent cadre of service

ই তাকে পরিচালনা করে। উনি পুলিস বিভাগ চালান না, পুলিস বিভাগ চালান ঐ স্টিল ফ্রেম কাডার সার্ভিসের লোকগণ। আজ মন্ত্রী আছে, কাল পাল্টে যাবে কিন্তু ঐ স্থায়ী সার্ভিস পাল্টাবে না। এরাই প্রকৃত শাসক।

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Bankim Chandra Kar: Mr. Speaker, Sir, on rising to support the grant under this head, the question that strikes me is this that the Hon'ble Home Minister has been made a target of attack from my right side. It is said that he could not check the unsocial elements in West Bengal. Sir, I admit that there is corruption and there are also offences committed here and there. I also admit that there are several police personnel who should not be allowed to continue any further in the service. But at the same time no one would disagree with me when I say that there are really good and honest men of integrity in this service, as otherwise we could not have found Police administration improving from year to year. Sir, after all we must consider who are these police people. My friend Mr. Banerji just now said, 'If you want to curb the number of crimes, if you want to see that no crime would be committee in this province or in India, people must be educated! But I throw this challenge in the face of Mr. Banerji and say that there are learned men who have committed dastardly crimes. So education is not the criterion by which crime can be stopped. Sir, I was just telling you who are these police people. They are our kith and kin. They belong to our society and to this province. Most of them are educated generally and, if I am not contradicted, I should go further and say that these gentlemen, if proper search and enquiry is made, will be found to be relatives of some of us. Sir, we must look into our past and try to find out why these people are corrupt and then and then of course we shall criticise them. You know that most of the officers belong to West Bengal and they are Bengalees. Most of them are graduates now which they were not in the past Still we find that there are some complaints against them. They belong to the same social status as ourselves and are as respectable as we ourselves claim. So in order to find out what is the thing which leads them to be corrupt, and to be irregular and unmindful of their duties, we must also consider another fact. These police people are not given that particular educational training which is required in police lines. I would therefore request the Hon'ble Home Minister to see that the officers, who are to be put in charge of thanas and as second officers or other officers, must be properly trained in that line before they are put in charge of thanas.

We must be prepared to make some allowance in this matter. We cannot expect that human nature will take a sudden change and overnight we shall have স্বর্গরাজ্য in West Bengal. I don't know whether my friends opposite have got স্বর্গরাজ্য in Kerala. Whatever it may be facts have proved that it is not so. In this connection we should not forget that the duties of the Police are manifold and onerous. One thing which strikes me is this. A crime is committed at a certain locality. A most dutiful police officer goes immediately to the spot to make enquiries Unfortunately, you will find that the local people are not coming forward to co-operate with the police. You will not get a single witness at the place. They will not dare to come out. I do not know why people are becoming callous. So in order to see that the police are doing their duties properly we, people of the locality, we, people in general, ought to co-operate with them. Simply, abusing the police and saying that crimes are committed and no criminal is detected—that will not do. Furthermore, I would say one thing from my own humble experience. There are dastardly crimes committed in the industrial areas, but for want of evidence the accused are acquitted. In this connection I would again appeal to the general public through you, Sir, that they should come forward and help the police in this matter. It has been said that the police are not doing any thing. I want to say that recently, only in February last, the C.I.D. police has been able to unearth a plot of wagon breaking and theft in

railway godown. It has been said that three thanas in Calcutta are going to be reorganised. My friends have seen it in the papers. As I have got no time, I do not want to go into details. But the fact remains that the police people—at least the higher police officers—are trying to reorganise the whole thing and they have taken three thanas of Calcutta in their hands, and I am sure if these things continue and if this effort is continued, we shall have better work from the police. In this connection, I would appeal through you to the Hon'ble Minister in charge of Police that experiments may also be made at thanas in Howrah, so that Howrah town will also see some good thing.

[4-50—5 p.m.]

Sj. Janab Taher Hossain:

آج افسوس اس بات کا زیادہ ہے کہ اگر ایجوکیشن کی طرف سے کوئی سچی criticism کیا جاتا ہے تو یہ لوگ میجوارٹی کے نشے میں آکر ہنسی مذاق میں ہٹا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ایجوکیشن کا کام تو criticism کرنا ہے ہمیں جو کرنا ہے اسے کرینگے ہی ۔

آج دیکھا جا رہا ہے کہ آسنسول محکمہ hunting ground بن چکا ہے anti-social element کا ۔ اسکی مدد ہوتی ہے پولس کی طرف سے ۔ پولس کا گٹھبندھن آج وہاں پہ چور ڈکیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس طریقہ سے پولس کو آج جہاں پر پہنچنے کی ضرورت رہتی ہے وہاں نہیں پہنچتی ہے اور جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں پر چلی جاتی ہے ۔ اس کے لئے میں چند مثالیں دے کر بتلانا چاہتا ہوں کہ کس طریقہ سے پولس کی inactiveness or activeness آسنسول area میں ہے ۔

آئے دن اخباروں کے ذریعہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ پولس کے علاوہ افسروں میں تین قسم کے دوش پائے جاتے ہیں ۔ پولس منسٹر کو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ۔ اگر دھیان نہ دیا گیا تو حقیقت میں ہمارا دیش برباد ہو جائے گا ۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ کرپشن، فرقہ پرستی اور عیش پرستی یہ تینوں چارجیز پولس کے علاوہ افسروں کے سر پر ہے ۔ ابھی مثال دیکر بتاؤنگا کہ یہ کیسے انکے سر پر آ رہے ہیں ۔

17th February کو برنپور کے ویگن کارخانے کے اندر 5/6 بجے ایک گھٹنا گھٹتی ہے - اس گھٹنا کی ڈائری O. C., Hirapur Thana کو دی گئی - کہنا چاہئے کہ company کے گنڈوں نے اور I. N. T. U. C. کے کچھ بیرروں نے اس کلنک کو اپنے ماتھے پر لگا لیا - 6 بجے organised ہو کر دو آدمی Shri S. Mukherji اور Shri Shyam Lal کو مارا - اس کی ڈائری ہوئی تھی - ہم نے O. C. سے جاننا چاہا کہ اس معاملہ کے بارے میں کیا ہوا - 21 تاریخ کو O. C. کا ایک لمبا لیٹر ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ Regarding the incident which took place a diary was made at the Organised way-police station میں مار پیٹ کیا گیا - جس کی پوری ثبوت ہے - پھر بھی ابھی تک پولس کیس تک start نہیں کر سکی - ابھی تک enquiry pending پڑی ہوئی ہے *

ابھی دیکھا گیا ہے کہ 17th February 1954 کو راج رائے نام کے گرام میں جو Hirapur Thana کے قریب ہی میں ہے ایک مرڈر ہو گیا - ابھی تک پولس یہ نہیں پتہ لگا سکی کہ کس نے یہ مرڈر کیا ہے - یہاں تک کہ ابھی تک کسی کو arrest تک بھی نہیں کیا جا سکا ہے *

ابھی اسی مہینے میں ایک بزنسمین سات ہزار روپیہ لیکر Burnpur Bus Stand پر گیا جہاں پر پولس کی duty رہتی ہے - وہاں پر یہ سات ہزار روپیہ چھین لیا گیا - مگر ابھی تک case تک نہیں ہو سکا ہے - اسلئے نہیں ہو سکا کہ اس میں پولس کا گٹھبندھن تھا - اس میں کتنا حصہ O. C. کا ہوا اور کتنا حصہ constable on duty پر تھا اسکا ہوا - یہ ابھی اسی مہینے کا case ہے *

دوسری گھٹنا 10th February کی ہے - ایک لڑکی برتھل کانڈ میں مردہ حالت میں ملی - ابھی تک پولس یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ

اس لڑکی کی کس طریقہ سے موت ہوئی - اسی طریقہ کی 2/3 مثالیں ہیں *

پولس کی فرقہپرستی کے بارے میں میں کہوں - ابھی جب میں ٹراپکل ھاسپیٹل میں آیا تو local paper کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ paper کا نام Kalika Banerjee کے Beniapukur Thana کو 8th January میں آیا تھا - 15B Shri Rampur کی مسجد میں constable 5/6 کو لیکر کے ایک دم سے جوتا وردی کے ساتھہ پہنچ گئے اور وہاں پر لوگوں کو مارا پیٹا - کچھہ آدمیوں کے گھروں میں تلاشی ہوئی - اس معاملہ کی Deputy Commissioner, South Calcutta - یہاں کے Commissioner ہوئی report وہاں پر enquiry پر آنے والے تھے - مگر Kalika Banerjee وہاں جا کر لوگوں کو ڈرالے دھمکائے - وہ enquiry دبا دی گئی - میں صرف ایک بات کہنا چاھتا ہوں کہ جس طریقہ سے رات کے 12 بجے مسجد میں یہہ case ہوا اس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس لگتی ہے - اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو بدنامی کس کی ہوگی ؟ میں Ministeı Saheb سے کہونگا کہ مہربانی کرکے اس بات کو دیکھیں کہ یہہ واقعہ سچ ہے یا غلط *

دوسرا عیشپرستی کے بارے میں کہونگا - ابھی last December کے مہینے میں Ananda Bazar Patrika میں Company Bagh کے بارے میں تھا کہ اس میں پولس کے بڑے بڑے Officers اور Commissioner بھی شامل تھے - یہہ بھی نکلا تھا کہ وہاں پر کس طریقہ سے عورتوں کو لیکر رنگ ریلیاں ہوتی تھی - اس کی enquiry کے لئے ایک علاوہ افسر کو مقرر کیا گیا - لیکن اسے زہر دے دی گئی - یہہ بات سچ ہے یا غلط اس کی تذہیر دے کرکے Minister Saheb بتلائینگے *

1957 میں Asansol کے case کے بارے میں چھپوایا گیا تھا کہ وہ case سوسائیڈ کا تھا - مگر December کے Statesman میں نکلا کہ وہ murder case

تھا - اس طریقہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر آج public life میں -
security نہیں ہے *

اس طریقہ سے آج جہاں پولس کو پہنچنے کی ضرورت رہتی ہے وہاں نہیں جاتی مگر جہاں پر جانیکی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر پولس ٹھیک time پر چلی جاتی ہے - Asansol میں اگر یہہ کہا جائے کہ یہہ ہیں Sir Biren انڈین آئرن کے مالک ' یہہ ہیں Dhakeswari Cotton Mill کے مالک ' یہہ ہیں Bengal Coal کے مالک ' یہہ ہیں Kali Babu اور یہہ ہیں D. I. G. تو یہاں کے پولس کو پہنچنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی - یہہ تو کہا کرتے ہیں کہ پولس کو ہمارے کہنے پر چلنا پڑیگا - اگر مالک پولس کو telephone کرتا ہے تو پولس فوراً کارخانے کے باہر بنگلوں کے پاس پہنچ جاتی ہے - لیکن اگر مزدور ڈائری لکھانے جائے تو اسکی ڈائری نہیں لکھی جائیگی - Kali Babu کی ministry کے زمانے میں یہہ سب برنپور کلتی میں اور coal کھدانوں کے اندر میں دیکھا جا رہا ہے *

Dhakeswari Cotton Mill کے 50 مزدوروں کو گرفتار کیا گیا - انکی ضمانت تک نہیں ہونے دی گئی - ان پر یہہ charges لگایا گیا کہ ان لوگوں نے پولس کے اسامی کو چھینا ہے - اس میں مزدوروں کا 10 ہزار روپیہ خرچ ہوا - Case کھلاس ہو گیا - پولس ثبوت تک نہیں دے سکی *

ابھی Dhakeswari Cotton Mill کے General Secretary اور Assistant Secretary پر چوری کا case چلایا گیا - لیکن case کو ڈراپ کر دینا پڑا - West Bengal Security Act کے اندر Dhakeswari Mill کے مزدوروں پر case

چلایا گیا - مگر وہ case واپس لینا پڑا - کوئی ثبوت نہیں مل سکا - اس طریقہ سے آج harassment ہو رہا ہے - Calcutta میں بیٹھکر کوئی خبر نہیں مل سکتی ہے *

ابھی Sattar Saheb وہاں گئے تھے - اس time میں وہاں پر پوچھا پولس کے demand کو لیکر hunger strike ہو رہی تھی - یہاں Sattar Saheb نے کہا ہے کہ وہ hunger strike نہیں تھی - پھر بھی اس case کو ہم دیکھینگے - وہاں پر آلتے ہی 50 آدمی پر case کر دیا گیا *

ابھی last year کے February/March میں کنڈکٹروں کی strike ہوئی تھی - اس میں چھہ سو سے زیادہ آدمیوں کو گرفتار کیا گیا تھا - ایک سو عورتوں کو لیکر Durgapur کے جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا - ہماری ماں بہن کو رات کے سمے 25 میل کی دوری سے گھر آنا پڑا - اس میں انکی کون سی بہادری رہی کہ پکڑ کر لے گئے اور جنگل میں چھوڑ دئے *

پولس کی گاڑی جو کورٹ attend کرنے کے لئے جا رہی تھی اس سے دھرمو ساؤ مارا گیا - ایک سال ہو گیا ابھی تک کہتے ہیں کہ enquiry ہو رہی ہے - یہہ پتہ نہیں کہ اس بیچارے کو compensation ملیگا یا نہیں *

اس طریقہ سے آج اس علاقے میں چاروں طرف پولس کی جیسی activities ہے اسکی وجہ سے ہر time چاروں طرف disturbances ہیں - کہاں پر چوری ہوئی، کہاں پر ڈکیتی ہوئی کہا نہیں جا سکتا ہے - آٹھ نمبر بستی میں چور، dacoit اور pickpocket کرنے والے موجود ہیں - پولس کو timely ڈائری دی جاتی ہے لیکن وہاں پر پولس نہیں جائیگی - سچی بات یہہ ہے کہ Hirapur Thana کے O. C. اور A. S. I. کو

آمدنی کیسے ہوگی اگر یہہ پکڑ لئے جائیں تو - وہاں پر حساب لگایا جاتا ہے کہ کتنا حصہ O. C. کا ہوگا اور کتنا حصہ اوروںکا - آج چور بدمعاشوں کو نہیں پکڑا جاتا ہے - پکڑا جاتا ہے real اور innocent آدمی کو - انکو پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے اور final report کے وقت کہا جاتا ہے کہ ہزار روپیہ دے دو case ختم کر دیا جائیگا *

میں Minister Saheb سے کہونگا کہ مہربانی کرکے بولئےگا کہ آج آسنسول کے اندر میں کیا ہو رہا ہے نہیں تو یہہ کلنک کا ٹیکا آپ کے ماتھے پر لگےگا - اس پر مہربانی کرکے دھیان دیجئیگا - ہملوگ تو سمجھتے ہیں کہ پولس security کے لئے ہے - مگر آج پولس کے ذریعہ سے عیش‌پرستی ہے اور فرقہ‌پرستی ہے - کہاں پر Black-marketing ہوتی ہے یہہ پولس کے ہاتھوں میں رہتا ہے *

آج اگر پولس کو آمدنی کا ذریعہ ہوگا اور مالکوں کا اشارہ ہوگا تو پولس ضرور وہاں پر پہنچ جائیگی - اگر کسی Trade Union کے نمائندوں کو پکڑنا ہوگا یا ہملوگوں کو پھنسانا ہوگا تو پولس وہاں پر فوراً پہنچ جائیگی - اگر ہمیں جیل میں بھیجانا ہوگا تو وہ تورنت چلی جائیگی - لیکن اگر یہہ case دیا جائے کہ company کے گنڈوں نے مار پیٹ کی، اسکا ثبوت دیا جاتا ہے لیکن پولس تلاش بھی نہیں کر پاتی ہے - جس case کا ثبوت ہے اسکے لئے O. C. صاحب لکھتے ہیں کہ We are still making enquiries - جو آدمی مارا گیا، hospital گیا اسکا case کیسے نہیں ہوا ؟

کنڈکٹروں کی strike میں 19 آدمی کو گرفتار کیا گیا - جو قانونی تھا - Company کے گنڈوں نے جن پر بدنامی کا ٹیکا لگا ہوا ہے کارخانے کے بھیتر انکو مارا - مارنےوالے آدمی بھاگ گئے - مگر ان پر case کیا گیا -

پولس کو انکے خلاف ثبوت تک نہیں ملا اور case کھلاس ہو گیا۔ اس طریقہ سے آج راتوں دن cases دیکھے جا رہے ہیں *

[5-5—5-15 p.m.]

میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کی مہربانی کرکے اس پر بچار کیجئے نہیں تو جس کے ذریعہ آپ کو Labour Department چھوڑنا پڑا اور آپ کے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا لگا اسی طرح سے اس Police Department میں ڈبل بدنامی کا ٹیکا لگ رہا ہے۔ مہربانی کرکے صاف صاف بولئےگا *

[The House was then adjourned for fifteen minutes.]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Sj. Jagat Bose:

পুলিস বিভাগের জনস্বার্থ বিরোধী কথা গত বৎসর এই সভায় আমি বলেছিলাম। বেলেঘাটা, এন্টালী ও বেনেপুকুর থানা এলাকায় যে সব খুন হয়েছে তার একটিরও তদন্ত হয় নি। কয়েকদিন আগে পুলিসমন্ত্রী মহাশয় বললেন যে বীরভূম জেলায় একটা জায়গায় ৭টা খুন হয়েছে, তার ৬টার উপর ফাইনাল রিপোর্ট হয়েছে; এটা কি পুলিসের যোগ্যতার পরিচায়ক? তার উত্তরে দার্শনিকের মত পুলিসমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন—বলা যায় না এ যোগ্যতাব কি অযোগ্যতার পরিচায়ক। যা তিনি বলেছেন, তা ঠিকই বলেছেন। পুলিস বিভাগ যোগ্য কি অযোগ্য তা খুনে ডাকাত, চোর বদমায়েস গ্রেপ্তার করার দিক দিয়ে প্রমাণ হয় না। প্রমাণ হয় যেমন খড়্গপুরে রাত্রিতে তিন শ' লোক পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছিল; যেমন মেটিয়াব্রুজে সাম্প্রতিক কালে সমগ্র গণতান্ত্রিক কর্মীদলকে নষ্ট করবার জন্য পুলিস খুব সক্রিয় হয়েছে সেখানে ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেখানেই পুলিসের যোগ্যতার বিচার হয়। একটা কথা মাননীয় সুবোধবাবু বলেছেন কৃষকদের ব্যাপার সম্বন্ধে যে সাধারণতঃ যে সব জায়গায় বড় বড় ধনী, বড় বড় পুঁজিপতি আছেন সেখানে তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য পুলিস ব্যবহৃত হয়, জনসাধারণের উপকারের জন্য নয়। আমার এলাকা বেলেঘাটা অঞ্চল সম্বন্ধে বলতে পারি যে সেখানে হিন্দ বোর্ডে যে কারখানা আছে সেই কারখানার মালিকপক্ষ ভাড়াটে লোক দিয়ে শ্রমিকদের উপর উৎপাত করছে। সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে পুলিসকে অনুরোধ করেছি এই সমস্ত গুন্ডা বদমায়েসদের নাম করে—যে এরা শ্রমিকদের উপর অন্যায় করছে; কিন্তু কাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নি। কিন্তু আমরা জানি সাধারণ ভাবে যদি কোন জায়গায় শ্রমিক ডিসপ্যুট উত্থাপিত হয়, সেই সময় সেখানে পুলিসের সমাবেশ হয়। এবং এসেই ঝটপট শ্রমিকদের উপর উৎপীড়ন শুরু কোরে দেয়। আমরা পুলিসমন্ত্রী মহাশয়ের কথা থেকে জানতে পেরেছি যে বেলেঘাটা থানা এবং বেনেপুকুর থানা অঞ্চলে বিশেষ কোরে বেলেঘাটা অঞ্চলে বছরে প্রায় ৩ হাজারের মত লোক বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত হয়। এন্টালী থানায়ও সেই রকম তিন হাজারের মত লোক নানা অপরাধে দণ্ডিত হয়। ১৯৫৬ সালের রিপোর্টে যা মোটামুটি বলা হয়েছে তা থেকে দেখছি পৌনে তিন হাজার লোক ফৌজদারী অপরাধে বন্দী হয়। তাহলে এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে কেন পুলিস এদের ধরে না। যে সব জায়গায় অপরাধীদের সাজা হয়েছে ৫।৭।১০ দিন, এক মাস, দেড় মাস—কিন্তু যারা বড়লোকের গুন্ডা বদমায়েসী কোরে যারা মানুষকে উদ্বাস্ত করছে, তারা বরাবর ধরা পড়ে না। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি মানিকতলা, বেলেঘাটা—এই সব অঞ্চল, যে অঞ্চল কলিকাতার সহরতলী বলে পরিচিত, সেই অঞ্চলে চোলাই মদের কারখানা কেন্দ্র কোরে যে গুন্ডার দল সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করছে তাদের ধরা হয় না। পুলিসকে খবর দিলে ফল হয় যে

তারা চোলাই মদের কারখানায় না গিয়ে যেখানে গুণ্ডাদের আড্ডা সেখানে পার্শ্ববর্তী অন্য জায়গার নিরীহ লোককে গ্রেপ্তার করে। এতে এই কথাই বলা যেতে পারে যে গুণ্ডা বদমায়েস কি কোরে প্রটেকশন দেওয়া হবে সেই দিক দিয়ে পুলিস বিভাগের লক্ষ্য দেখছি। আমরা দেখেছি বড় বড় চোরাকারবারি ব্ল্যাকমার্কেটিং করে যাচ্ছে, সে সব জায়গায় পুলিসকে সক্রিয় হতে দেখি না, কিন্তু যখন শ্রমিক তার ন্যায্য দাবি আদায় করবার জন্য আন্দোলন করছে তখন পুলিস অত্যন্ত সক্রিয়। যখন দেখি কৃষক তার দাবী বা অধিকার আদায় করতে চায় তখন পুলিস সেখানে খুব সক্রিয়, কিন্তু যখন সাধারণ মানুষ তার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পুলিসের কাছে যায় তখন পুলিস নিষ্ক্রিয় থাকে, এই ভাবের জিনিস প্রায়ই দেখা যায়। পুলিস সর্বদাই বড় বড় চোরাকারবারীদের রক্ষা করতে ব্যস্ত।

এইসব কারণে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের এই দাবীর বিরোধিতা করছি।

Sj. Shib Das Chatak:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পুলিসমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত পুলিস খাতের যে ব্যয়-বরাদ্দ তা সমর্থন করতে উঠে আমি দু-চার কথা আপনার মাধ্যমে নিবেদন করিতে চাই। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসর যে বক্তৃতা এবং সমালোচনা বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের কাছে শুনলাম তা একটু আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে। বিরোধী পক্ষের বহু বন্ধু স্বীকার করেছেন যে, অনেক পুলিস অফিসার ভাল। কেউ বলেছেন শ্রীহীরেন সরকার মহাশয় ভাল। কেউ বলেছেন শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরি মহাশয় ভাল। কেউ বলেছেন শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল ভাল, কেউ বা বলেছেন শ্রীবিষ্ণু বাগচী ভাল। মোটামুটি দেখছি এ বৎসর পুলিস অফিসারও ভাল হয়েছেন এটা শুভ কথা, ভাল কথা। বন্ধুরা অনেক সময় বলে থাকেন আগের বারও বলে গেছেন যে আমরা মাথাভারী বাজেট পেশ করি, পুলিসের বাজেট যে মাথাভারী বাজেট হয়ে পাশ হচ্ছে না, এটা এ বৎসর দেখাচ্ছি। তৎকালীন বৃটিশ আমল থেকে আজকে যে বাজেট হচ্ছে এ বাজেট নীচু ভারী, তলা ভারী, পা ভারী—এ মাথাভারী হয় নি। আগেকার দিনের আই পি অফিসারদের সামান্য তথ্য আপনাদের সামনে রাখতে চাই। তখনকার দিনে অফিসারদের মাহিনা ছিল ৩৫০—১,৩৫০ এবং সিলেকশন গ্রেড ১,৪৫০ টাকা ছিল, আর আজকের দিনে সেটা হয়েছে ৩৫০—১,১৫০ টাকা এবং সিলেকশন গ্রেড্ ১,২৫০ টাকায় করা হয়েছে। কনস্টেবলদের বেতন আগেকার দিনে ২০।২৪।৩০ টাকা এই রকম ছিল, সে তুলনায় আজকের দিনে ৬০।৭০।১০০ টাকার মত বেতন করা হয়েছে। সাব ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর প্রত্যেক নীচের অফিসারের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু উপরের অফিসারের বেতন বাড়ে নি।

স্যার, আমাদের পুলিস মন্ত্রী যে অর্থের দাবী পেশ করেছেন তার চেয়ে বেশী অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে। নীচের যে সমস্ত পুলিস কর্মচারীরা বিভিন্ন জেলায় রয়েছেন যথা ২৪-পরগনা, হাওড়া, বর্ধমান আসানসোন প্রভৃতি আজকে তাদের গৃহ সমস্যা একটা প্রবল সমস্যা। আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে এই সমস্ত শহরে বহু পুলিস কর্মচারী ও বহু সরকারী কর্মচারী সামান্য বেতনের চাকরী করে, তাদের গৃহ সমস্যা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। সে জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে তাঁদের জন্য পুলিশ ব্যারাক এ বি সি তিন ভাবে বিভক্ত করার দরকার এবং এটা শুধু কোলকাতায় নয়, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, আসানসোল, খড়্গপুর ইত্যাদি জায়গায় পুলিস ব্যারাক ও সরকারী কর্মচারীদের জন্য আবাস গৃহ দরকার। আমাদের কংগ্রেস সরকার ভার নেবার পর থেকে পুলিসের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেটা গ্রামগুলিতে গেলেই দেখা যাবে তখনকার দিনে একটা দারোগা গেলেই গ্রামের লোকরা ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত।

[5-25—5-35 p.m.]

কিন্তু আজকের দিনে আই জি বা এস পি পর্যন্ত গেলেও তাদের সেই মনোভাব আসে না। তাদের মধ্যে উৎসাহের ভাব লক্ষ্য করা যায়। আজ পুলিসের মধ্যে বহু শিক্ষিত সুসন্তান রয়েছে, সম্প্রতি শ্রীযুত পঞ্চানন ঘোষাল মহাশয় ক্রিমিনওলজিতে থিসিস লিখে লন্ডন থেকে পরীক্ষা করিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট টাইটেল দিয়েছেন। এই সমস্ত ভাল পুলিস কর্মচারীরা অনেক সময়ে আমাদের বন্ধুদের সহযোগিতার অভাবে কাজ করে উঠতে

পারেন না। সেজন্য বলব যে আমাদের মাননীয় বন্ধুরা অহেতুকভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে গেছেন; মাননীয় তাহের হোসেন সাহেব প্রত্যেক মাসে ঝামেলা লাগান বলে বার্নপুরে পুলিস নিয়ে হাঙ্গামা করতে হয় এবং তার জন্য খরচও কম হয় না। স্যার, পুলিস সম্বন্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়, এই দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে তার জন্য তাদের 'একজামপ্লারী পানিশমেন্ট' দেওয়া হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে সৎ কাজ করার জন্য তাঁদের রিওয়ার্ডও দেওয়া হয়। আমার মনে হয় অনেক মাননীয় সদস্য এটা লক্ষ্য করেছেন যে আজকাল গ্রামে ভিলেজ রেজিসটেন্স গ্রুপ বা গ্রামরক্ষী দল তৈরি হয়েছে এবং এর ফলে গ্রামে চুরি, ডাকাতি অনেকটা কমে গিয়েছে। আমি মনে করি এই সমস্ত গ্রামরক্ষীদলকে মাসিক কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করা উচিত। অর্থাৎ রেকারিং গ্রান্ট হিসাবে কিছু সাহায্য করলে তাতে ফল ভালই হবে ও তারা নিয়মিত ভাবে কাজ করতে পারবে ও উৎসাহ বাড়বে। স্যার, পুলিস বিভাগের মধ্যে ইশান স্কলার আছেন, এর মধ্যে বহু ভাল ভাল শিক্ষিত সংগঠন আছেন। পুলিস খাতে বলতে উঠে বর্তমান শিল্পাঞ্চল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল এলাকায় যাতে পুলিস ভালভাবে কাজ করবার সুযোগ পায় সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ইতিপূর্বে এক আবেদন জানিয়ে ডি আই জি-র অফিসটি চুঁচুড়া থেকে হেড কোয়ার্টার উঠিয়ে আসানসোলে নিয়ে আসার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম এবং এ বিষয়ে সরকার সম্মতি দিয়েছিলেন কিন্তু উক্ত ডি আই জির অফিস ও বাসগৃহের অভাবে আজও তাহা সম্ভব হয় নাই, এ বিষয়ে সরকাকে সচেষ্ট হইতে ও কার্জটি ত্বরান্বিত করিতে বিশেষ অনুরোধ করব। আসানসোল এলাকায় বিশেষ কোরে আসানসোল সহরাঞ্চলে ও জি টি রোডের উপর মোটর দুর্ঘটনা নিয়তই ঘটছে ইহা সরকারের অবিদিত নাই। আমি ইতিপূর্বে পুলিস কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে অনুরোধ করবো। আসানসোল এলাকায় ও দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চলে কিছু পুলিস সার্জেন্ট নিয়োগ করবার জন্য বার বার অনুরোধ করেছি। আসানসোল এলাকায় জি টি রোড থেকে ভায়া ইয়ং রোড একটি ডাইভারসেন্ট রোডের আশু ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে ও জনসাধারণকে মোটর দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে বিশেষভাবে শাসন ও শৃঙ্খলার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য একটি বিশেষ পুলিস অফিসার দুর্গাপুরে নিয়োগ করে ও একটি পৃথক থানা সৃজন করে শাসন কার্য সুষ্ঠুভাবে চালান নিতান্ত প্রয়োজন। আসানসোল মহকুমায় থানা ও পুলিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ওয়ারলেস ভ্যান, ওয়িং মেশিন ইত্যাদি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি এই সভায় পুনরুল্লেখ করছি। আসানসোলের অ্যাডিশনাল এস পি সদাসর্বদা ভি আই পি ভিজিট এবং অপ্রত্যাশিত নানা প্রকার কাজকর্মে যেভাবে লিপ্ত ও ব্যস্ত থাকেন তাঁকে সাহায্য করবার জন্য সরকারী পুলিস অফিসার (ডি এস পি) দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। যাই হোক, এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে পুলিস কর্মচারীরা আজও নিজের জীবন বিপদগ্রস্ত করে অনেক সময় সরকার ও জনসাধারণের সেবা করে থাকেন। আমার বন্ধু শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য আসানসোলের মেয়ে ধরার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বোধ হয় খবর রাখেন না যে পুলিস সেখানে কি রকম দ্রুত গিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন ও তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন। আমার কাছে একটি স্থানীয় সংবাদপত্র আছে আমি তাঁকে পড়ে শুনাতে পারি। যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে একটু সময় দেন। পঞ্চাননবাবু আবার চরণপুর কোলিয়ারীর একটি মামলার কথা বলেছেন। সেখানে পুলিস গিয়েছিল, কিন্তু যথেষ্ট সাক্ষী প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও পুলিস সেখানে মামলা করেছে। আসানসোলে গত দুই মাসে ৮টি বেআইনী বন্দুক ধরা হয়েছে। আজকের খবরের কাগজে দেখলাম যে হাওড়ায় ২৫০টা ট্রাক বেআইনী কয়লা নিয়ে কারবার করে থাকে বলে তাদের পুলিস ধরেছেন। কাজেই পুলিস তৎপর আছে বলে মানতেই হবে। এই পুলিস খাতে বলতে উঠে একজন কর্তব্যপরায়ণ পুলিস কর্মচারীর কথা এই হাউসে বলতে চাই। তিনি হলেন মতিলাল সরকার মহাশয় আসানসোল থানার দারোগা ছিলেন। ডিউটিতে থাকা কালীন তাঁর মৃত্যু ঘটে, আমরা শুনেছি সরকার তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন। তিনি যাই করুন না কেন বা যেভাবেই তাঁর মৃত্যু হোক সরকারী কার্য কর্তব্যরত থাকার সময় যখন তাঁর প্রাণ যায় তখন আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে তাঁর পরিবারকে কম্পেনসেশন দিতে, তাঁর ছেলেপিলের লেখাপড়া এবং বাস্তু-হারা পরিবার মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে, এই পরিবারটি বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের

বাস্তুহারা পরিবার। এ সম্বন্ধে জুডিসিয়াল এনকোয়ারী করা নিতান্ত দরকার বলে এই সভায় দাবী জানাচ্ছি। অনেক সময় আমাকে এ বিষয়ে জনসাধারণ বা সরকারী [illegible] প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে জনসাধারণকে আলোকপাত করা খুবই দরকার। আমি ইহাও জানি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিস সরকারের পরিবারকে মাসিক ৫০ টাকা করিয়া সাহায্য দিতেছেন, আই জি ওয়েলফেয়ার ফান্ড হইতে। আসানসোল এডিশনাল এস পি এবং অন্য পুলিস কর্তৃপক্ষ মতিলাল সরকারের ভাইয়ের চাকরীর জন্য সাহায্য করেছেন বলে শুনেছি কিন্তু সরকারের এ বিষয়ে তার পরিবারকে এককালীন এবং মাসিক কম্পেনসেশন দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করি ও সরকারের কাছে বিনীত আবেদন জানাই।

Sj. Somnath Lahiri:

স্পীকার মহাশয়, পুলিসের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ সেটা লোকের মুখে মুখে কিন্তু তার প্রমাণ, সাক্ষী যোগাড় করা শক্ত; কারণ কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করার মত সাহস অনেকেই করেন না। সুতরাং পুলিসেরবিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সরকারকে একটু অন্যভাবে যাচাই করে দেখতে হবে, নাহলে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে না। ধরুন গোরওয়ালা সাহেব তদন্ত করে প্ল্যানিং কমিশনের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন যে হাজার টাকা মাইনের কোন কর্মচারী বা তাঁর স্ত্রীকন্যার পক্ষে লাখ খানেক টাকার বাড়ি কিম্বা ১০।২০ হাজার টাকার মোটর গাড়ি করা কোন মতে সম্ভব নয়। আমাদের পুলিস ডিপার্টমেন্টের কোন্ কোন্ অফিসার চাকরীর সময় বা রিটায়ার্ড হবার পর বাড়ি গাড়ি করেছেন সে সম্বন্ধে তদন্ত করলে দুর্নীতির একটা আন্দাজ পাওয়া যায় যে আন্দাজ গোরওয়ালা সাহেব আপনাদের করে দিয়েছেন। আমি তার কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি। প্রথমে আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্টের যিনি ডি সি ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন, শিব চ্যাটার্জি, তিনি সাবইন্সপেক্টর থেকে ডি সি হয়েছিলেন। অতএব চাকরী জীবনে তাঁর গড় উপার্জন মাসে হাজার টাকার কম—তিনি বাড়ি করেছেন আনওয়ার শা রোডে। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি বাড়ির জন্য লোহালক্কড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র উপহারস্বরূপ আদায় করেছেন হিটলি গ্রেসাম থেকে, আর বেনেপুকুরের জমি তাঁকে যোগাড় করে দিয়েছেন স্যানিটারি ফিটিংস এবং টালিগঞ্জের ও সি থানার কাজ ছেড়ে তাঁর গৃহনির্মাণের সরকারী কাজ করে বেরিয়েছেন। শুনেছি তাঁর সম্বন্ধে অ্যান্টি কোরাপশন থেকে তদন্ত হয়েছিল কিন্তু সেটা ঘোষ চৌধুরী মহাশয় চাপা দিয়ে চলে গেছেন। এ সম্বন্ধে কালীপদবাবু একটু বলবেন কি? ২নং শ্রীঅনিল মুখার্জি সিকিউরিটি কন্ট্রোলের ভূতপূর্ব ডি সি, তিনি বাড়ি করেছেন সুইনহো স্ট্রীটে। তাঁর সম্বন্ধে এমন অভিযোগ উঠেছিল যে তাঁর পেনসন পর্যন্ত উইথহোল্ড করা হয়েছিল। এখন শুনছি যে তাঁকে মাপ করবার চেষ্টা হচ্ছে—কালীপদবাবু এ সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করবেন কি? ৩নং নর্থ সুবারবানের এ সি শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, তিনি আগে সাবইন্সপেক্টর ছিলেন—তিনি লাখ টাকায় বাড়ি করেছেন ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস-এ। এ সম্বন্ধে পুলিস বিভাগ থেকে তদন্ত হয়েছিল কিন্তু সেটা যথারীতি ধামাচাপা পড়েছে—এ সম্বন্ধে কালীপদবাবু একটু বলবেন কি? তারপর সি এস বর্মন এস আই থেকে ডি সি হয়েছিলেন—তিনি বাড়ি করেছেন সাউথ অ্যান্ড পার্কে, একটা সিনেমা কোম্পানীও তিনি কিনেছেন। এত টাকা তিনি কি করে জমালেন সেটা একটু খোঁজ করবেন কি? তারপর অম্বিকা বোস, সাব-ইন্সপেক্টর থেকে এস পি পর্যন্ত উঠেছিলেন—তিনি বাড়ি করেছেন টালীগঞ্জে। তারপর শ্রীকরালী বোস, এস আই থেকে শেষ পর্যন্ত হাওড়ায় এস পি হয়েছেন। এঁর শেষকালে মাইনে মাত্র ১৮০ টাকা ভাতা সমেত, তার উপর ৯টা ছেলেপিলে আছে—উনিও বাড়ি করেছেন টালীগঞ্জে। বলছেন নাকি যে বাড়ি করার জন্য উনি ৪৫ হাজার টাকা ধার করেছেন। দুর্নীতিতে উপার্জনের অভিযোগ এড়ানোর পক্ষে এটা একটা ভাল কায়দা হ'তে পারে। আই জি মহাশয় দয়া করে তদন্ত করবেন কি যে তিনি ৪৫ হাজার টাকা দেনা কি করে পেলেন আর কি করেই বা তা শোধ করবেন—তাঁর জীবনে গড় উপার্জন মাসে ৪।৫ শো টাকার বেশি হবে না। তাঁর সম্বন্ধে যুগান্তর কাগজ অভিযোগ করেছিল যে হাওড়ার ওয়াগন ব্রেকারদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে—সেই অভিযোগ সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করছি না। শুধু একটা কথা [illegible] জিজ্ঞাসা করি যে, এত অফিসার সম্বন্ধে এত অভিযোগ হয়েছে কিন্তু সরকার ত তাঁদের মানহানির

মামলা করতে দেন নি, তবে [illegible] বেলায় মামলা করা সম্বন্ধে এত উৎসাহ দিলেন কেন? আমাদের হিন্দু শাস্ত্র মতে অবশ্য যিনি কালী তিনিই করালী—দুই-ই অভিন্ন, কিন্তু করালী-বাবুর সঙ্গে এত গভীর সম্পর্কের কারণটা কালীবাবু একটু দয়া করে জানাবেন কি?

[5-35—5-45 p.m.]

তারপর সাবইন্সপেক্টর থেকে ডি সি পর্যন্ত হয়েছে—এনফোর্সমেন্ট-এর শ্রীসত্যেন মুখার্জি তাঁর নারিকেলডাঙ্গায় বাড়ি আছে—এখন ঘাটশিলায় বাড়ি করছেন শুনছি, আরো শুনেছি তিনি বেনামে বাড়ি কিনেছেন রামকমল সেন লেনে, এবং ২০৯নং বেলেঘাটা মেন রোডে জমিও নিয়েছেন। এঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এঁকে রিটায়ার করতে দেওয়া হল কেন? এঁকে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হল কেন? তারপর ডি সি শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল, যিনি এস আই থেকে শুরু করে যিনি মন্দির, প্যাগোডা, পার্ক ও পুকুর সমেত ৪ লক্ষ টাকার রাজভবন করেছেন মাদ্রাইল গ্রামে। বলছেন, ট্রাস্টের টাকা—এটাও আবার নেহরুজীর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মাথাই সাহেবের মত ব্যাপার না হয়ে যায়! এই ব্যাপারে সিমেন্ট ও ইস্পাতের পারমিট কে সই করেছেন—আই জি, বা শ্রীকালীপদ মুখার্জি মশাই একটু তদন্ত করবেন কি? তারপর, এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টর শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর কথা বাদই দিলাম, তিনি নিউ আলিপুর-এ একতলা প্যালেসিয়াল বিল্ডিং, প্রাসাদতুল্য বাড়ি করেছেন, সেই বিল্ডিং-এর মধ্যে একটি সোনার লক্ষ্মীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর একটি গুরুদেব আছেন—শুনছি তিনি নাকি পুলিস বিভাগেরই গুরুদেব। এই গুরুদেবের কল্যাণে তিনি একটি মোটর সংগ্রহ করেছেন—একটি ১৫ হাজার টাকার গাড়ি। জনৈক কংগ্রেসের হোমরাচোমরা এই গুরুদেবকে একটি মোটর উপহার দেন, এই মোটরটি গুরুদেব তাঁর শিষ্য শ্রী ঘোষ চৌধুরীর পুত্রকে উপহার দেন। এই গুরুদেবের ফী হল ৭২০ টাকা ও ৯ খানা গরদের কাপড়—যিনি এই ফী দিতে পারবেন তাঁর পুলিসে চাকরী একেবারে সুনিশ্চিত। তারপর যেটা বলছিলাম—এনফোর্সমেন্ট-এর ইন্সপেক্টর শ্রী হাজরা গাড়ি করলেন কি করে? তারপর টেম্পোরারি সাবইন্সপেক্টর অ্যালেন বিশ্বাস, তিনি কার্নানি ম্যানসনে ফ্ল্যাট ভাড়া করে বাস করেন—যে কার্নানি ম্যানসন-এ ডি সি থাকেন—এটা একটু বলবেন কি? আমার বেশি বলবার সময় নাই। যাই হোক, পুলিস অফিসারদের দুর্নীতিপরায়ণতা সম্বন্ধে লোকে এত ভুক্তভোগী যে, এ সম্বন্ধে প্রকাশ্য তদন্ত হওয়া উচিত। মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে কিছু করবেন কি? তারপর, সেদিন প্রশ্নোত্তরে জানলাম, পুলিস কনস্টেবলদের মধ্যেও অনেক ম্যাট্রিক, আই এ, বি এ, পাসকরা অনেকে আছেন এবং তাদের সাব-ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্ট হবার যোগ্যতাও আছে—কিন্তু তাদের এইসব পোস্ট-এ প্রমোশন দেওয়া হয় না এবং এমন কি দরখাস্ত করতে বা বোর্ডের সামনে হাজিরও হতে দেওয়া হয় না—বলা হয়, চাকরীতে ইস্তফা না দিলে দরখাস্ত করতে পারবে না। এই নিয়ম হওয়ার কারণ কি সেটা দয়া করে কালীবাবু একটু বলবেন কি?

Sj. Narendra Nath Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে প্রায়ই সমালোচনা শুনতে পাই যে, পুলিসের সংখ্যা নাকি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের ১,৩০০ মাইল বর্ডার যদি সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করতে হয় এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে যেভাবে ক্রমাগত মারামারি, রাহাজানি, লুট, ওয়াগন ব্রেকিং এবং মেয়ে চুরির ঘটনা ঘটছে তা যদি বন্ধ করতে হয় এবং শান্তিশৃঙ্খলা ভাল করে বজায় রাখতে হয় তাহলে পুলিসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে। আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে বলব যে আমাদের বর্ডার এরিয়া যদি সুরক্ষিত করতে হয় তাহলে বর্ডারের বিশ্বস্ত নাগরিকদের অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কলকাতার পুলিসের সংখ্যা অত্যন্ত কম—প্রায়ই প্রয়োজন মতো পুলিস পাওয়া যায় না। আরো পুলিসের প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করি। স্যার, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, পুলিসের মধ্যে দোষত্রুটি আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ গেল কয় বৎসরে অনেক উন্নতি হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক সহরে ওয়ারলেস এক্সটেনশন হয়েছে—এর মাধ্যমে পুলিসের সহায়তা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তারপর, পুলিস স্টাফ দিয়ে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন-এ সাইন্টিফিক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে—একটা গামছা থেকে, একটা রুমাল থেকে আসামী ধরার কাজ বেশ ভালভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আজ একথা নিশ্চয়ই

স্বীকার্য যে, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন-এর কাজ অনেক ইমপ্রুভ করেছে। মিসিং স্কোয়াড-এর কাজও প্রশংসার্হ। মিসিং স্কোর্ড-এর কার্যাবলীর জন্য অনেক সংসারে শান্তি এসেছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছে। তারপর, কিছুদিন আগে প্রাক্তন পুলিস কমিশনার মিঃ ঘোষ চৌধুরী ভদ্রঘরের যেসব ছেলে দুষ্ট ও খারাপ হয়ে যায় তাদের সংশোধন ও শিক্ষার জন্য লালবাজারে যে ব্যবস্থা করেছেন তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তবে আমি বলব, আমাদের আরো এইরূপ শিক্ষাকেন্দ্র হওয়া উচিত। মডেল পুলিস স্টেশন করে যাতে পুলিসবাহিনীকে শিক্ষিত করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। তারপর, বেঙ্গল পুলিস-এর মতো ক্যালকাটা পুলিস আই পি এস-এর ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট দ্বারা কিছু নিউ ব্লাড আমদানী করা যায় কি না সেদিকে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। কারণ, কিছু কিছু নিউ ব্লাড আসা দরকার। তারপর, পুলিসের নিউ অর্গানিজেশন হলে হয়তো পুলিসকে দোষমুক্ত করা যেতে পারে। এবং প্রয়োজন হলে নিম্নবর্গীয় পুলিস কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেও এটা করতে হবে। ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতে হবে। ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতে হলে হয়তো মাইনে কিছু বৃদ্ধি করতে হবে। তারপর, পাবলিক কোঅপারেশন-এর জন্য চেষ্টা করতে হবে—কিন্তু পুলিসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে পাবলিক কোঅপারেশন পাওয়া সম্ভব হবে না।

[5-45—5-55 p.m.]

আমি জানি কাঁকিনাড়ায় একটি লোক গভর্নমেন্টকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল ওয়াগন লিফটিং ইত্যাদি রেলওয়ের ক্ষতিকারক অন্যায় অনুষ্ঠানগুলি এবং আরও অন্যান্য ব্যাপারে সে সরকারকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পুলিস অফিসার তার নাম ব'লে দেওয়াতে তার জীবন বিপন্ন হয় এবং আমাকে চব্বিশপরগনার এস পি-কে ব'লে তাকে রক্ষা করতে হয়েছিল। এই যদি অবস্থা হয় তা হলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সাহসী হবে না। পুলিসের মধ্যে করাপশনের কথা আমি বলেছি। আমার মনে হয় অ্যান্টি-করাপশন এবং এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টএ আলাদা আলাদা স্টাফ দিয়ে করা উচিত। যারা থানা-পুলিসের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে থানা-পুলিস থেকে সেই বিভাগে লোক গেলে কাজ ব্যাহত হবে। তাই আগেও বলেছি এখনও বলছি, এই দুটো ডিপার্টমেন্টএ আলাদা স্টাফ হওয়া উচিত। এখনও পুলিসের মধ্যে অনেক করাপশন রয়েছে -অনেক সময় পুলিস অফিসার ইচ্ছা করলে অনেক মামলায় মধ্যস্থতা ক'রে দিতে পারেন ; কিন্তু সেখানে দেখা যায় তারা একপক্ষ অবলম্বন ক'রে নিজেরাই মামলার সৃষ্টি ক'রে দেন। চেতলার পিয়ারীমোহন রায় লেনে এরকম একটা কেস হয়েছিল—পুলিস ইচ্ছা করলে সেখানকার ও সি চেষ্টা করলে বিবাদ মেটাতে পারতেন ; তা না ক'রে যেভাবে তিনি অ্যাকশন নিলেন তাতে মামলার সৃষ্টি হ'ল এবং সে মামলা আজও চলছে। এই কেসের একপক্ষ থেকে যারা পুলিসের কাছে সত্য সাক্ষী দিতে চেয়েছিল তাদের একজনকে এনে ওখানকার ও সি তার উপর যে অত্যাচার করেছিলেন তার ফলে সে ও সি-র বিরুদ্ধে নালিশ করতে বাধ্য হয় এবং কোর্ট থেকে সেই অফিসারএর কনভিকশন হয়। আমার মনে হয়, কোন অফিসারএর বিরুদ্ধে কমপ্লেন্ট হলে তাঁকে শুধু তাঁর সেই কর্মস্থান থেকে ট্রান্সফার করলেই লাভ হয় না। তাঁর বিরুদ্ধে যেসমস্ত অভিযোগ আসে তার তদন্ত ক'রে তাঁর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। সংবাদপত্রে অনেক বড় বড় পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বের হয়। আমি একথা জানি কোন কোন পুলিস অফিসার এখনও বলেন—বড়বাজার থাকতে অনেক পয়সা পেতাম—মাসে চার হাজার টাকা রোজগার করতাম। আমি এরকম দু'-একজনের কেস ধরবার চেষ্টা করেছি। যে অফিসারটির কথা পূর্ববর্তী বক্তা বললেন তাঁকে অকর্মণ্য মনে ক'রে হাওড়া থেকে সরানো হয়েছিল। তাঁকে ক্যালকাটা পুলিসএ আনা হ'ল কেন জানি না—বোধ হয় পোর্টে তাকে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার অবস্থা তাঁর দ্বারা কোন উন্নতি হবে ব'লে মনে হয় না।

এরপর সি এস পি সি এ সম্বন্ধে কিছু বলব—কলিকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি আছে, এটা পুলিসবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এ জায়গায় সরকার বছরে এক লক্ষ টাকা গ্রান্ট দেন। কিন্তু এখানে যেরকম কাজ চলছে তাতে আসল কাজ কিছুই হচ্ছে না। ফুকা একটা বড় ক্রাইম—এটা বন্ধ করা উচিত। বর্তমানে যিনি এই সমিতির সেক্রেটারি তিনি যত নিজের

লোক এখানে ভর্তি করছেন। আমার অনুরোধ সি এস পি সি এ-কে গভর্নমেন্ট নিজে গ্রহণ ক'রে ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট থেকে এটাকে পরিচালনা করুন। এই ব'লে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি।

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

مسٹر اسپیکر، سر، یہاں پر پولس کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں جس سے پولس کا کیا کام ہے بہت کچھ پورے لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا - میں صرف ایک محکمہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں - اس سے اور بھی باتیں صاف ہونگی - سرکار پولس سے کانگریس کے لئے کام لیتی ہے - اصل میں بات تو یہہ ہے کہ ایک طرف سے کانگریس سنگٹھن کو مضبوط کیسے کیا جائیگا اور کس طرح سے سرمایہ داروں کی مدد کیا جائے یہہ کام خاص طور سے پولس سے لیا جاتا ہے *

میں کئی مثال دونگا جس سے آپکو معلوم ہو جائیگا کہ کیسے کیسے کام ہوتا ہے - تھانے سے لیکر بڑے بڑے افسر کسطرح سے کام کرتے ہیں - اگر تھانے میں کوئی آدمی ڈائری کرنے جائے اور اگر کانگریس کے کسی آدمی کے خلاف ڈائری کرنا چاہے یا کسی کمپنی کے خلاف کرنا چاہے تو تھانہ کے اندر تھانہ افسر اسطرح سے گھورتے ہیں کہ وہ ڈائری نہ لکھا سکے - کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ ڈائری نہیں لکھی جائیگی *

مٹیابرج میں برلاجی کا کاٹن مل ہے - وہاں پر دس ہزار مزدور کام کرتے ہیں - برلاجی لاٹھی چلانے والوں کو رکھتے ہیں - ضرورت پڑنے پر گولیاں بھی چلائی جاتی ہیں اور لوگ مارے جاتے ہیں - ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی تھانے میں ڈائری لکھانے جائے کہ برلاجی کے یہاں غنڈا رکھے گئے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ ڈائری نہ لکھوانے پاویں اور کہا جاتا ہے کہ ڈائری نہیں لکھا جائیگا - 34 مرتبہ واپس کر دیا جاتا ہے اور اگر لکھا جاتا ہے تو غلط طریقہ سے ہی لکھا جاتا ہے *

۲۶ جنوری کو آزادی کے دن وہاں پر Trade Union کے ماتحت مزدوروں کا بہت بڑا جلوس لال جھنڈا لیکر نکلا - ۲۶ جنوری کو برابر سے جلوس نکلتا آ رہا ہے - اسی دن کمپنی کے گونڈوں کے لیڈر افسر کے ماتحت شری بیجے بہادر جو دنگریس منڈل کمیٹی کے سبھاپتی ہیں سو بھی جلوس نکالا - انکی رہنمائی میں جلوس نکالا - جلوس میں زیادہ آدمی نہ تھے - قریب 100/200 آدمی ہی رہے - لیکن ان 150 آدمیوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں - بیجے بہادر لیبر افسر ہیں - لیکن انکو لیبر ویلفیر افسر کے نام سے بھی کہا جاتا ہے - لیکن انکا نام Labour Welfare افسر نہ رکھا جائے تو اچھا ہے - دیکھئے وے مزدوروں کو کسطرح سے کچلتے ہیں - انکے اوپر ڈنڈا چلواتے ہیں - اس دن جو جلوس لال جھنڈا لیکر شانتی سے چلا جا رہا تھا اس پر انہوں نے گولی چلائی، لاٹھی چلائی - پولس نے وہاں کچھہ بھی نہیں کیا - جنکے ہاتھوں میں گولی لگی تھی اور جنہیں پولس اسپتال لے گئی تھی وے جب ڈائری لکھانے گئے تو ڈائری نہیں لکھی گئی - جیلوں میں بھی لوگوں کو دبانیکی کوشش ہوتی ہے - کوئی یہہ ماننیکو تیار نہیں ہے کہ پولس نہ اور کوئی افسر بلکہ بیجے بہادر نے گولی چلائی ہے - لیکن وے وہی پرانے آدمی ہیں جنہوں نے gate پر ایک بار گولی چلائی تھی - انکی بندوق چھین لی گئی تھی لیکن نہ معلوم کس دبار کے کارن انہیں ملی - نہ معلوم نہ license ملا ہے یا کہیں سے انہوں نے revolver چورا لیا ہے - لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے آدمی کو کیا حق ہے گولی چلانیکا *

[5-55—6-5 p.m.]

26th January کو جو آزادی کا دن ہے اس دن لاٹھیاں لیکر جلوس نکالنے کا انہیں کیا حق ہے؟ ابھی تک پولس کی طرف سے کوئی بھی

کارروائی نہیں ہوئی ہے - بلکہ نہیں پولس نے کوئی کارروائی کی ہے یا نہیں کچھہ معلوم نہیں - 28 تاریخ کو وہاں انکوائری تھی - وہاں ہم خود تھے - باہر کے کامرنس سے ہم آئے تھے - کالی بابو اس انکوائری میں خود گئے تھے، وہاں موجود تھے - لیکن جب ہم پہنچے تو فوراً وے بھاگ گئے - انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی - دیکھا گیا کہ برلا کے آدمیوں سے بات کئے مگر مزدوروں کے گھر جنہیں گولیاں اور لاٹھیاں لگی تھیں وہاں نہیں گئے - یہاں تک کہ کسی کے گھر بھی نہیں گئے - تھانے کے اندر ڈاکٹری لکھانے جو زخمی ہوئے تھے 4 مرتبہ گئے انکی کچھہ بھی سنوائی نہیں ہوئی - ان سے کالی بابو نے بات کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی - ہم نے یہہ بھی سنا ہے کہ خود کالی بابو وہاں 28 تاریخ کو ڈاکٹر چندہ جی کے گھر گئے تھے - انکے گھر شادی انکے لڑکی یا لڑکے کی شادی ہوئی ہے - ہمنے سنا ہے کہ وہاں بیٹھہ کر یہہ کیس سمجھایا گیا ہے کہ کسطرح برلاجی کے خلاف فادون نہ جائے اور اسے کسطرح سے دبایا جا سکے - یہہ سب تمام انتظام ہوئے ہیں *

ہمنے خود حملہ کیا ہے، کیس کیا جاتا ہے لیکن جنکے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں تھیں جن میں جھنڈے لگے تھے ان لوگوں نے لاٹھی سے حملہ کیا - ان پر کیس نہیں چلایا جاتا ہے - جو آدمی موجود نہیں تھا اسکے خلاف کیس کیا گیا - کمل رائے جو کمیونسٹ کے Secretary ہیں انکو دفتر سے بلا کر تھانے کے اندر تھانہ افسر نے گرفتار کیا - دوسری بات یہہ ہے کہ جو آدمی موجود نہیں تھا اسکے خلاف 302 دفعہ لگایا گیا - جس میں ضمانت بھی نہیں پڑنے دیا گیا - آج تک وہاں 69 آدمی گرفتار ہوئے ہیں - انکی ضمانت تک نہیں ہونے دیا گیا - ان پر 203, 204 دفعہ لگا دیا گیا ہے *

ایک بات اور کہونگا وہ یہہ کہ علی پور کے D. M. کو ہمنے خود ٹیلیفون کرنا چاہا ' ان سے کہنا چاہا کہ کسطرح سے لاٹھی چلی اسکے بارے میں بتانا چاہتا ہوں - لیکن انہوں نے ٹیلیفون رکھہ دیا - میں جانتا ہوں کہ کالی بابو نے کیس سجانے کا فیصلہ کر لیا ہے - D. M. نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمنے ہی مار پیٹ کی ہے - سبھی لوگوں نے بیٹھکر فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمنے ہی لاٹھی چلائی ہے - اسطرح سے یہہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کسطرح سے اس کیس کو سجایا جائے *

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের সামনে আমাদের মাননীয় বন্ধু হংসধ্বজ ধারা মহাশয় তাঁর বক্তৃতা ক'রে আমাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পুলিস এবং পশ্চিমবঙ্গ স্টেট যে কি তা ভাল ক'রে ব'লে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, গ্রামে গ্রামে যা আন্দোলন হচ্ছে তাদের দমন করার জন্য তিনি পুলিসকে আহ্বান করেছেন। গ্রামে গ্রামে যা হচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে, গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার বিঘা জমি, জমিদার ও জোতদাররা বেনামী ক'রে রেখেছেন। এই জমি পুনরুদ্ধার করার জন্য, সরকারকে সাহায্য করার জন্য এবং জমিদারদের ধরিয়ে দেবার জন্য পশ্চিম বাংলার কৃষক, পশ্চিম বাংলার চাষীরা আজকে আন্দোলন শুরু করেছে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন্ধুরা, কংগ্রেস পার্টি এবং তার পুলিস সেই আন্দোলনকে দমন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এতে পরিষ্কার হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিস, পশ্চিম বাংলার স্টেট এবং পশ্চিম বাংলার রুলিং পার্টি কংগ্রেস হচ্ছে জোতদার, জমিদারদের পার্টি, তা আর একবার হংসধ্বজবাবু প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেলেন—এটা ভালই হয়েছে। তবে একথা ঠিক পশ্চিম বাংলার কৃষক হংসধ্বজবাবুর কথায় সাড়া দেবে না, তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তা চালিয়ে যাবে তাতে তিনি দুঃখিত হোন বা কষ্টই পান—জমিদারকে ধরবার জন্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে চলবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, বাংলাদেশের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী ক্যারাভান চলেছে। সেই ক্যারাভানএর সম্মুখদেশ রক্ষক এবং পশ্চাদ্দেশ রক্ষক, ডিফেন্স মিনিস্টার শ্রীকালীপদ মুখার্জি, তিনি কেমন ক'রে সেই ক্যারাভান চালাচ্ছেন এবং কেমন ক'রে ডিফেন্স করছেন তার আমি ২-১টি নমুনা দেব। কিছুদিন পূর্বে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিলেন, ঐ মধুচক্র সম্বন্ধে কেস হয়েছে বোটানিক্যাল গার্ডেন নিয়ে সেই সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সমস্ত বিষয়ে এবং সমস্ত লোক সম্বন্ধে এনকোয়ারি করার জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করেছেন।

এনকোয়ারি করার জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করেছেন। আমরা জানি অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে এবং যে অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে তিনি অত্যন্ত এফিসিয়েন্ট তাও জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে অফিসার এনকোয়ারি কি করবে? কারণ যে টার্মস অফ রেফারেন্স আছে সেই টার্মস অফ রেফারেন্সএ একমাত্র মৈনুদ্দিনের বিরুদ্ধেই কেস করা যেতে পারে এবং সেই সম্বন্ধে হয়েছে এবং আমরা জানি মাত্র মৈনুদ্দিন সাহেবকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু আর যে রাঘব-বোয়ালরা ছিল, আর যে রুই-কাতলারা ছিল তাদের সম্বন্ধে কি হবে? একমাত্র একজনকে ধ'রে আর সকলকে ছেড়ে দেবার চক্রান্ত কেন করা হচ্ছে? আমি জিজ্ঞাসা করি, রঞ্জিত গুপ্ত, যিনি এখন ডি আই জি হয়ে গেলেন জলপাইগুড়িতে তাঁর সম্বন্ধে কি করা হয়েছে? আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সুরিটা, মিঃ সুরিটা, যিনি এখন বর্ধমানের ডিভিশন্যাল কমিশনার হয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে কি এনকোয়ারি করা হয়েছে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, এস কে মল্লিক, আই সি এস, যিনি এখন কলকাতা ছেড়ে দিল্লী গেছেন

তার সম্বন্ধে কি করা হয়েছে? আমরা জানতে চাই আর এন চ্যাটার্জি, যিনি এস পি, হাওড়া ছিলেন এখন চলে গেলেন ব্যারাকপুরে তাঁর সম্বন্ধে কি করা হয়েছে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ'দের সম্বন্ধে কি অভিযোগ পাওয়া যায় নি? আমরা জানি বিল্ট মোর হোটেলে যে হোটেলে এই মধুচক্রের একটি অন্যতম পীঠ সেই বিল্ট মোর হোটেলএ যে বাড়িটি ১০৫নং পার্ক স্ট্রীটে আছে সেখানে যেসমস্ত মেয়েরা ধরা পড়েছিলেন তাঁরা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন এ'দের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ'দের বাঁচাবার জন্য কেন চেস্টা করছেন? এ'দের সম্বন্ধে টার্মস অফ রেফারেন্স কেন নাই? অতএব এই এনকোয়ারির কেন প্রহসন করা হয়েছে আশা করি মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জি বলবেন। এই সঙ্গে সঙ্গে আমি এও বলছি, শুধু যে তাদের সম্বন্ধে কেস করা হয় নি তাই নয়, এদের অনেককে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে, সেও আপনারা জানেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত ব্রথেল এবং হোটেলের উপর নজর রাখার জন্য যে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে তারা এইসমস্ত হোটেলের উপরে, আমি যার নাম করলাম, তার উপরে কেন নজর রাখেন নি তা তিনি বলবেন। এর কি একমাত্র কারণ এই যে, এখান থেকে টাকা আমদানি হয়, এখান থেকে মাসোহারা পাওয়া যায় তাইজন্যই এটা করেন নি? আমি আরও জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, কলকাতা আমাদের ভারতবর্ষের প্রধান নগরী এখানে ডিপার্টমেন্ট আছে, পুলিসের লোক আছে, এখানে কিছু অ্যান্টি ব্রথেলস আছে সেখানে কেন পুলিসের লোক যায় না কিংবা গিয়েও কেন কিছু করে না। আমি নম্বর দিচ্ছি।

[noise]

একটি কেস আমাদের কাছে এসেছে ডি এল মুর, যার দোকান হচ্ছে ১৯৮ ক্রস স্ট্রীট, যার সম্বন্ধে একজন মাননীয় সদস্য ব'লে গেছেন, তিনি একটি গান লাইসেন্স চেয়েছিলেন। এই গান লাইসেন্স প্রথমে দেওয়া হয় নি। কিন্তু ঐ যে গুরুদেবের কথা ব'লে গেলেন সোমনাথবাবু সেই গুরুদেবের মাধ্যমে এইচ এস ঘোষচৌধুরী মহাশয় মাত্র পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে তাঁকে গান লাইসেন্স দিয়ে দিলেন।

[noise]

শুধু তাই নয়, যখন এনকোয়ারি করা হয়, সেই সমস্ত কেস সম্বন্ধে এনকোয়ারি করা হয় যে এনকোয়ারি অফিসার ছিল নবগোপাল দাস যাকে আপনারা বিদায় করেছেন বাংলাদেশ থেকে তাঁর কাছে এই মোর সাহেব স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, এনকোয়ারিও হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল ঘোষচৌধুরী মহাশয় তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং আজকে সেই মোর সাহেব দিব্যি বিরাজ করছেন এবং সেই কেস চাপা পড়ে গেছে। আজকে মোর আর মোর নয়—হি ইজ এ জাস্টিস অফ পীস।

আর একটি কথা বলতে চাই, সোমনাথবাবু ব'লে গেলেন অনেক। আমিও বলি, পুলিস অফিসারদের মাইনে কত তাঁরা কোত্থেকে বাড়ি করলেন তার একটা এনকোয়ারি করুন। আপনাদেরই একজন বিখ্যাত পুলিস অফিসার উপানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তিনি কেওড়াতলা লেনে একটি বাড়ি করেছেন, ভাড়া পান ১,১৫০ টাকা পার মান্থ। তিনি নাকি কিছু লোন নিয়ে বাড়ি করেছেন সেই লোনটা কত আমরা জানতে চাই। তিনি নিজে লোন নিলেন সরকারের কাছ থেকে বাড়ি হ'ল তাঁর স্ত্রীর নামে এবং বাড়ির অ্যাপ্রক্সিমেট দাম ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, আমরা জানতে চাই সে টাকাগুলো তিনি কোত্থেকে পেয়েছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে এনকোয়ারি করবেন কিনা তাও আমরা জানাতে চাই। যদি ইতিমধ্যে না করা হয়ে থাকে তাহলে যাতে করা হয় তার ব্যবস্থা করবেন। আমি আর একটি কথা বলতে চাই—মাননীয় কালীবাবুর যে ক্যারাভান চলেছে সে গ্রামাঞ্চলে কিভাবে চলেছে সেই কথা কিছু বলতে চাই।

আমার সাক্ষী শুধু আমি নই। আমার সাক্ষী উপমন্ত্রী চারু মহান্তি, আমার সাক্ষী কংগ্রেসী এম এল এ এবং মেদিনীপুর কংগ্রেস কমিটির লোক। ঝাড়গ্রামের সার্কেল ইন্সপেক্টরের কাছে একটি মেয়ে গিয়েছিল ২৬-১২-৫৮ তারিখে। মেয়েটির নাম ভবানী দাসী, শরৎচন্দ্র দাসের কন্যা। গলাকাটা গ্রামের আন্ডার ঝাড়গ্রাম পি এস, সেখানে সার্কেল ইন্সপেক্টর মোহিনী

মোহন আচার্য তার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। সে সময় আই জি শ্রী এইচ এস ঘোষ-চৌধুরী ঝাড়গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে ঐ মহিলার পিতামাতা সাক্ষ্য দেন এবং আরও অনেকে সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আই জি তাঁর বিরুদ্ধে ৩৫৪/৩, ৭৪৬/৫১১ আই পি সি-র ধারা অনুসারে কেস না ক'রে কেসটি এনকোয়ারি করতে দিলেন এবং অ্যাডিশনাল এস পি, মেদিনীপুর ওয়েস্ট-কে এনকোয়ারি করার আদেশ দেন। সেই এনকোয়ারিতে সাক্ষ্য দেন—

(১) মেয়েটির মা ও বাপ শরৎ দাস,

(২) নিরঞ্জন দাস,

(৩) সি আর দাস, ঝাড়গ্রাম এস ডি ও অফিসের পিওন,

(৪) জি সি সরকার, এস আই,

(৫) এ আর মুখার্জি, ও-সি,

(৬) শশীভূষণ রায়চৌধুরী, ইত্যাদি এ'রা সব সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

Mr. Speaker:

আপনার দশ মিনিট সময় হয়ে গেল।

Sj. Narayan Chobey:

আমাকে আর দু' মিনিট দিতে হবে স্যার। কিন্তু ফল উল্টো হয়ে গেছে। এটা একটা প্রাইমা ফেসি কেস হওয়া সত্ত্বেও পুলিস কেস দিলে না, এফ আই আর করলেন না, উলটে যেসমস্ত পুলিস অফিসার সাক্ষ্য দিয়েছিল, সত্য ঘটনা বিবৃত করেছিল, তাদের দূরে দূরে ট্রান্সফার করেছেন। এস আই জি সি সরকার বাঁকুড়ায় বদলি হন, ও-সি এ আর মুখার্জি পুরুলিয়ায় বদলি হন, আর সেই সার্কেল অফিসারকে হাওড়া এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে বদলি করা হ'ল এবং বলতে গেলে এটা তাঁর পক্ষে প্রোমোশনই হল।

আরও একটা কথা বলি—আপনি জানেন স্যার, কিছুদিন আগে খবর এসেছে আমেদপুর সুগার মিলের একজন ডিরেক্টর রজত দত্ত এবং অঞ্চল পঞ্চায়ত বিপদতারণ চন্দ একজন লোককে এমন মারলে ঐ পঞ্চায়ত অফিসে যে সে লোকটি মরে যায়। তখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস বললে লাস পুড়িয়ে দিন। আমি জানি, বীরভূমের এস পি কেসটা তদন্ত করতে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ দুজন সিউড়ির পাবলিক প্রসিকিউটর সুবোধ সেনগুপ্তের ঘরে লুকিয়ে আছে। এদিকে স্থানীয় পুলিস কেস করতে এসে তাদের পায় না। এরকম হলে পুলিসের নামে লোকে আঁৎকে ওঠে। আমি বলব এভাবে চললে ও ক্যারাভান আর চলবে না।

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, কিভাবে সরকারের পুলিস শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে কল-কারখানার মালিক ও জোতদারদের সাহায্য করে—আমার পূর্ববর্তী বক্তাগণ ব'লে গেছেন। আমি আমাদের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার কয়েকটি ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ করব যাতে ক'রে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে কিভাবে পুলিসের সাহায্যে সেখানকার জোতদারদের বেআইনী কার্যকলাপ অবাধে চলে যাচ্ছে। আমি খুব বেশি সময় নেব না, আমার বলবার কথা যা তা আমার কাট মোশনের ভিতর দিয়েই বলবার চেষ্টা করেছি। জোতদারদের বেআইনী কার্যকলাপের ফলে কৃষকগণ যে আন্দোলন শুরু করেছে সে আন্দোলন যে ন্যায়সঙ্গত সেকথা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। জলপাইগুড়ির ভূমিরাজস্ব বিভাগ তাদের আন্দোলন বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত ব'লে মেনে নেন, তার অর্থ তাঁরা ঠিক পথেই যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা শুনলাম মন্ত্রিসভা থেকে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ আন্দোলন যেভাবে পারা যায় দমন করতে হবে!

শিলিগুড়ির ঘটনা আপনার কাছে বলি, সেখানকার মহকুমা শাসকের সাথে কৃষকেরা দেখা ক'রে দাবি করে কোন্ জমি সরকারের বর্তিত হয়েছে—তা যদি আমাদের ব'লে দেন তা হলে

আমরা আপনাদের নির্দেশমতই চলব। আমি নিজেও এ সম্পর্কে মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করি। এসব সত্ত্বেও সেখানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার চলছে। পুলিসের হস্তক্ষেপের কোন কারণ নাই। পুলিস মুখে বলে নিরপেক্ষ, কিন্তু সে নিরপেক্ষতা যে প্রকৃত নিরপেক্ষতা নয়, তা কাজের বেলায় অতি সহজেই ধরা পড়ে যায়। জোতদারগণ বহু জমি অবৈধ হস্তান্তর ও বেনামী করেছে, একথা পুলিসের অজানা নয়। তা সত্ত্বেও কৃষকদের বৈধ আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করবার জন্য পুলিসের তৎপরতার কি কারণ থাকতে পারে সেই প্রশ্নটা পুলিস মন্ত্রিমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারে কি?

কৃষকেরা তাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের পথে শান্তিপূর্ণভাবেই চলতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে মহকুমা এক প্রতিনিধিদল মহকুমাশাসক এবং এল আর ও-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এবং কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা হয়। সে আলোচনার সারাংশ হচ্ছেঃ

(১) বেনামী জমি ব'লে মনে হ'লে দরখাস্ত দেওয়া।

(২) সরকারের ভেস্টেড জমির হিসাব দেওয়া।

(৩) শান্তিরক্ষা।

এই ঘটনার পর জোতদাররা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে ও প্রথম হামলা শুরু করে। ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সাদা টুপি পরা সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকরা মাটিগড়াহাটে মিছিল করে। আর ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০০ স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে জোতদারেরা চণ্ডাল জোতের ছোট মালিক মাথুসিংএর খামারে ধান লুট করতে যায় কিন্তু কৃষকদের উপস্থিতির জন্য পেরে ওঠে না। ১৬ই ফেব্রুয়ারি বাবঘরিয়া ইউনিয়নে গুখলা মৌজার জোতদার ইন্দ্রলালের ১৪ জন আধিয়ারদের সব ধান লাল টুপি পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে লুট করা হয়। এখানে ৬০ একর জমি সরকারে ভেস্টেড হয়েছে। ঐদিন রাত্রি ১২টায় ফাঁসিদেওয়া থানার রূপেনদিঘী মৌজায় জোতদার চৌথমল আগরওয়ালার আধিয়ারদের ধানও লুট করা হয়।

এর পরের দিন পাথরঘাট ইউনিয়নে গাপরাইল জোতের জোতদার ভগবান দয়াল সাহু ১৬ জন আধিয়ারদের ধান লুট করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রানীভাঙ্গা মৌজার জোতদার মিশির-লাল সিংএর জমির ধান লুটের জন্য জোতদারদের লোকজন সমবেত হয় কিন্তু কৃষক সমাবেশের জন্য তা সফল হয় নাই। তারপর থেকে কৃষকেরা লুট প্রতিরোধ করার জন্য ধান অন্যস্থানে সরিয়ে নেয়। খবরের কাগজে ফলাও ক'রে ছাপানো হয়েছে যে, কৃষকেরা ১,১০০ মণ ধান লুট করেছে। এখন কথা ওঠে যদি এখানে বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি না থাকে তা হলে একজন জোতদারের জমিতে অত ধান এল কি ক'রে?

তারপর ২১এ ফেব্রুয়ারি তারিখে গোঁসাইপুর ইউনিয়নে আলোকবাটি জোতের জোতদার ভৈরব সিং আধিয়ারদের ধান লুট ক'রে নেয়।

এই রকম বহু ঘটনা ঘটে। কৃষকরা থানায় ডায়েরি করা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুলিস জোতদারদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেয় নাই। একমাত্র পাথরঘাটা ইউনিয়নে ভগবানদয়াল সাহু ও কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করে ২-৩ দিন পরে। অপরপক্ষে কৃষকদের বিরুদ্ধে ধান লুটের অভিযোগ আনার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার বা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী শুরু হয়। রানী-ডাঙ্গার ঘটনায় যেসব লোক জোতদারদের পক্ষ হয়ে কৃষকদের ধান লুট করতে যায় তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা হয় নাই অথচ কৃষকরা লুট করেছে—অভিযোগে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। ফলে অনেক জায়গায় গিয়ে দেখেছি বস্তিতে পুরুষ প্রায় নাই বললেই চলে।

যেসব ক্ষেত্রে পুলিস তার ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে তার দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি—দেবদোলা জোত হাতিঘসা পরগনা শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা জোতদারের অভিযোগে পুলিস কৃষকের ঘর থেকে ধান সিজ্ করেছে সেই সময় কান্দ্রাকরায়া নামে একজন আধিয়ার ভূমি সংস্কার বিভাগের তহশীলদারের দেওয়া রসিদ দেখায় যে সরকারের বর্তিত জমি চাষের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ তার কাছ থেকে টাকা আদায় ক'রে রসিদ দেওয়া হয়েছে সুতরাং সেই ধানের উপর জোতদারদের কোন দাবি থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও পুলিস তার ধান নিয়ে গেছে।

লক্ষ ৪০ হাজার, ইরিগেশনে ১৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭ হাজার, সিভিল ওয়ার্কস-এ ১২ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৮ হাজার, আর পুলিস খাতে খরচ হচ্ছে ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ ১০ হাজার—তাহলে কি ক'রে যে সেকেন্ড ইন দি বাজেট তাঁরা বললেন তা বোঝা গেল না। গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে—তাতে খুব বেশি তফাত নেই এবং যেটুকু খরচ বেশি হচ্ছে সেটা পুলিসদের বেতনের ইনক্রিমেন্টের জন্য বেড়েছে। যাই হোক, এখন পুলিসের আবশ্যকতা আছে কিনা, তারা ভাল কাজ করছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে। একদল বক্তা বলেছেন যে, পুলিস ভাল কাজ করেন নি, আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, পুলিস ভাল কাজ করেন, কিন্তু কংগ্রেসের লোকেরা বাধা দেয়, আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে চুরি-ডাকাতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যাক, কলকাতার পুলিসের যদি হিসাব দেখা যায়, তাহলে দেখব যে ১৯৫৭ সালে হত্যার ঘটনা হয়েছিল ৪১টা, ১৯৫৮ সালে হয়েছে ৩৫টা—তার মধ্যে ডিটেকটেড কেস হচ্ছে ২৮টা। কাজেই মার্ডারএর সংখ্যার দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সংখ্যা কমেছে। ডেকয়িটি কেস ১৯৫৭ সালে হয়েছিল ২টা, ১৯৫৮ সালে একটা কেস হয়েছে। রবারি কেস ১৯৫৭ সালে ২৬টা হয়েছিল, ১৯৫৮ সালে ১৩টা কেস হয়েছে। ১৯৫৭ সালে বার্গলারি হয়েছিল ১,০০৯টা, ১৯৫৮ সালে ৯৪৭টা কেস হয়েছে—কাজেই কমেছে। এটা গেল কলকাতার কথা। এবার মফঃস্বলের কথা ধরুন—১৯৫৭ সালে ডেকয়িটি হয়েছিল ৪৯৩, ১৯৫৮ সালে হয়েছে ৪৯৩, ১৯৫৭ সালে রবারি হয়েছে ৭৬৭, আর ১৯৫৮ সালে হয়েছে ৭২৩। ১৯৫৭ সালে বার্গলারি কেস হয়েছে ১০,৮৬৫, ১৯৫৮ সালে ৯,৬০২। মার্ডার কেস হয়েছে ১৯৫৭ সালে ৪৬৫, ১৯৫৮ সালে হয়েছে ৪৫৫। বলতে পারেন যে সংখ্যা তো খুব বেশি কমে নি, তবে এত টাকা খরচ হচ্ছে কেন? আমরা দেখছি যে, স্বাধীনতা পাওয়ার পর শুধু বাংলার নয়, অন্যান্য রাজ্যেও একদল লোকের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলভাব এসে গেছে এবং তাঁরা আইন না মেনে অনেক কাজ করেন যার ফলে এত চুরি-ডাকাতি গোলমাল হচ্ছে। আমি যে রাজ্যকে আমাদের অন্য দলের বন্ধুরা আদর্শ রাজ্য বলেন সেই কেরালা রাজ্যের পুলিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টটা একটু শোনাচ্ছি। কেরালা স্টেট পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে জানা যায়, ১৯৫৭ সালে কেরালায় কমিউনিস্ট শাসন চালু হয়, ১৯৫৬ সালে তথায় কংগ্রেস শাসন ছিল, আমি উভয় শাসনের পার্থক্য উক্ত রিপোর্ট থেকে দেখাচ্ছি। কগনিজিবল অফেন্স কেস ১৯৫৬ সালে ছিল ৪,৭৪৭, ১৯৫৭ সালে হয়েছে ১০,৪৬১—বৃদ্ধি হয়েছে ৫৭১৪। তারপর সিরিয়াস অফেন্স ১৯৫৬ সালে ছিল ৪,১৪৯, ১৯৫৭ সালে হয়েছে ৪,৮৮০—ইনক্রিজ হয়েছে ৭৩১। মার্ডার কেস ১৯৫৬ সালে ছিল ১৬৭, ১৯৫৭ সালে হয়েছে ২৫৬—৮৯টি কেস ইনক্রিজ হয়েছে। এটা হ'ল একসঙ্গের হিসাব—এবার একটু ডিটেল ক'রে বলা যাক। প্লান্ডার ৭১টা ছিল ১৯৫৬ সালে, ১৯৫৭ সালে সেটা ১০৯ হয়েছে। তারপর হাউস ব্রেকিং অ্যান্ড থেফ্‌ট ১৯৫৬ সালে ১,৩৭৪ ছিল, ১৯৫৭ সালে ১,৭৬৩ হয়েছে। তারপর পেটি থেফ্‌ট হয়েছিল ১৯৫৬ সালে ২,৩৭৬, ১৯৫৮ সালে হয়েছে ২,৫২৯। রায়টস অ্যান্ড অ্যাসাল্টস ১৯৫৬ সালে ছিল ৪৭৯, ১৯৫৮ সালে হয়েছে ৮৭০। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে নানা প্রকার ক্রাইম প্রতি বছরে বাড়ছে, তবু পশ্চিম বাংলায় কিছু কমেছে। যে রাজ্যকে আমাদের বন্ধুগণ স্বর্গরাজ্য বলেন, সেখানে শাসনবিধি ভালভাবে চলছে বলা হচ্ছে, সে রাজ্যের কথা ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আদর্শ রাজ্য বলা হচ্ছে—সেখানকার এই নমুনা পাওয়া যাচ্ছে। আমি কেরালা রাজ্যকে ছোট করছি, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, পশ্চিম বাংলায় চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অনেকটা চেক করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেসের লোকেরা উস্কানি দিচ্ছে যেসমস্ত কেস পুলিস ধরে সেই কার্যে কংগ্রেসের লোকেরা বাধা সৃষ্টি করেন কিন্তু আমি যতদূর জানি কংগ্রেসের কোন লোক চুরি-ডাকাতিতে সাহায্য করে না। বরং কেরালায় যে খবর আমরা পাই তাতে জানি যে, কেরালায় গভর্নমেন্ট কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই সমস্ত জিনিস করছেন। এই কথা ব'লে আমি পুলিস বাজেটে সমর্থন জানাই ও সকল ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করি।

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Ramanuj Haldar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইংলন্ডের রাজতন্ত্রের একটা ডিকটাম আছে, দ্যাট দি কিং ক্যান ডু নো রং। আমাদের পুলিসমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকেও সেরকমই আমাদের ধারণা হ'ল যে, দি

পুলিস ক্যান ডু নো রং। এই যদি পুলিসমন্ত্রীর মনোভাব হয় তা হলে আজকে পুলিসের মধ্যে যে দুর্নীতি চলছে এবং তাদের নানারকম অপকীর্তির যে নমুনা আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি, তা কোনদিনই বন্ধ করা যাবে না, বরং তারা তাতে দিনের পর দিন উৎসাহিত বোধ করবে। গ্রামাঞ্চলে পুলিসের কিরকম দুষ্কর্ম চলে তার কিছু নমুনা আপনার মাধ্যমে এখানে রাখতে চাই। ডায়মন্ডহারবার থানায় বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুকাল যাবত যেরকম হত্যাকান্ড চলছে তার প্রতিবিধানে পুলিস চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা ক'রে অপরাধীদের একটারও শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারলেন না তাঁরা।

সেই থানার কোন এক গ্রামের এক যুবতীর বডি ওয়ারেন্ট নিয়ে রাত্রিযোগে পুলিস পানাসক্ত অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাহিরের কয়েকজন লোক সহ বাড়িতে প্রবেশ করে। বাড়িতে চোর পড়েছে মনে ক'রে গৃহমধ্য হ'তে যুবতীর স্বামী চিৎকার করলে গ্রামবাসীগণ তাড়া ক'রে তাহাকে ধরে চোর মনে ক'রে প্রহার করে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যে থানার কোন কর্মচারী তাহা আইডেন্টিফাই করা গ্রাম চৌকিদারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পুলিসকে গ্রামবাসীরা ধরে মেরেছে এ সংবাদ পেয়ে পরের দিন থানা থেকে একদল পুলিস নিয়ে সেই গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের উপর প্রকাশ্যভাবে অত্যাচার করে; এমনকি সদ্যপ্রসূতা নারীর পশ্চাদ্দেশে রুলের আঘাত করে, অনেক নারীর শালীনতা হানি করে, বৃদ্ধার স্কন্ধদেশে লাথি মারে, দেবালয় কলুষিত করে, নারীর বক্ষদেশে ঘুষি মারে ও নির্বিচারে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালায়। আরও একটা ঘটনার কথা বলি—ডায়মন্ডহারবার গুরু ট্রেনিং স্কুলের প্রধান পন্ডিত মহাশয়কে একজন সাব-ইন্সপেক্টর বক্ষদেশে চড়ে লাথি কিল চড় ঘুষি মারে। অপরাধ তাঁর এই যে, তিনি তফসিলভুক্ত, শিশুপুত্র ব্রাহ্মণ সাব-ইন্সপেক্টরএর যাতায়াতের পথে অসতর্কভাবে উচ্ছিষ্ট ফেলায় সাব-ইন্সপেক্টর গৃহিণীর জাত যাবার উপক্রম হয়। অন্য এক ঘটনা এই যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ল যে, ডায়মন্ডহারবারে চুরি-ডাকাতি রাহাজানি-গুন্ডামী অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় উষ্মার সৃষ্টি হয় এবং চুরি গেছে যার এমন এক বিশিষ্ট লোককে থানায় এনে নানাভাবে হয়রাণি করা হয় ও পরোক্ষ বলপ্রয়োগে বলা হয় যে, "চুরি হয় নাই"—এমন লিখে দেওয়া হউক। সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছে তা মিথ্যা কথা। সুন্দরবন অঞ্চলের একদল দস্যু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কৃষকের গোধন হরণ করে—একথা পুলিসকে বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে জানানো সত্ত্বেও এবং অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা কিছুই করে নি তার প্রতিবিধানে। ডায়মন্ডহারবার থানার অনতিদূরে ৩নং ইউনিয়নের থোর্ধ গ্রামের রবীন্দ্রলাল চৌধুরীকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হ'ল—পর পর ৩-৪টা খুন এভাবে হয়ে গেল, কিন্তু এর প্রতিকারে পুলিসের তৎপরতা কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর থানার অনতিদূরে গ্যাম্বলিং, জুয়াখেলা প্রকাশ্যভাবে চলে এবং এভাবে জনসাধারণকে দুর্নীতির পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করছে। পুলিসের অর্থগৃধ্নুতার কথা আজ সর্বজনবিদিত—সাধারণ লোক আজকে এই কারণে পুলিসের কাছে সাহায্যের জন্য যাওয়া ছেড়ে চুরি-ডাকাতি নীরবে সহ্য করে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক যোগাযোগ স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে উঠে পুলিসের সহযোগিতায়, বিশেষ ক'রে এই ধরনের পুলিসের সহযোগিতায় কি কখনও মানুষের সমাজ গড়ে উঠতে পারে বা শান্তিশৃঙ্খলা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে? মাননীয় সদস্য নরেন সেন মহাশয় বলেছেন, নিউ ব্লড দরকার—শুধু নিউ ব্লাড নয়, গুড ব্লাডএর দরকার। আজকে আমাদের সমাজে ভাল লোকের চেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ লোকের সংখ্যা অত্যধিক বেশি। এর প্রতিবিধান না হ'লে কোন শুভকার্য অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না।

Sj. Durgapada Sinha:

মাননীয় স্পীকার মহাশয় বজেটে পুলিস খাতে যে অর্থ দাবী করা হয়েছে সেই দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি অন্য দুই-একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য সতোন মজুমদার মহাশয় এখানে আপনার সামনে যে শিলিগুড়ির দুর্ঘটনার কথা উপস্থিত করেছেন তা সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ভুল সংবাদ পরিবেশন করেছেন—আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শীরূপে এই আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সদস্যদের এবং জনসাধারণকে জানাতে চাচ্ছি। ওনি বলেছেন যে সেখানে জোতদাররা কৃষকদের ধান লুন্ঠন

করছেন এটা সর্বৈব অসত্য। গত নবেম্বর মাস থেকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সমিতি ওখানে একটা পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করেন এবং বর্গাদারদের উত্তেজিত করে এই বলে যে "লাঙ্গল যার জমি তার" এই আইন নাকি পাশ হয়ে গেছে। কাজেই জমির ফসল যাদের লাঙ্গল আছে তারাই পাবে অপর কেউ পাবে না। এই বলে তারা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের উত্তেজিত করে। এবং যখন জমির ধান কেটে বিভিন্ন খামারে মজুত করা হয়, তখন কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরা সেখানে গিয়ে তাদের লাল ঝাণ্ডা সেখানে পুতে দেয় এবং ধান পাহাড়া দেয়। এবং তখন এই পাহাড়ায় সেখানে ধান মাড়ান, ভাঙ্গানো হয়। এর পর তারা ৪০০-৫০০ লোক সশস্ত্র তীর, ধনুক এবং নানান ধরনের অস্ত্র নিয়ে চাষীদের সাহায্য করে। এবং সকল ধান লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। আমি ১৮টি খামার গতকাল নিজে পরিদর্শন করে এসেছি, সেখানে গিয়ে জানলাম তাঁরা যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সেই নীতির মধ্যে ছিল, সরকারের যে ভেস্টেড ল্যান্ড সেই ল্যান্ড তাদের পার্টির নেতৃত্বে কৃষকদের বণ্টন করা হবে। সরকারী রিপোর্টএ প্রদান অনুরূপ ৮৫টি খামার লুণ্ঠন করা হয়েছে। অথচ এখানে বলে গেলেন জোতদাররা খামার লুণ্ঠন করেছে। আমি বলছি লুণ্ঠন তো দূরের কথা তাদের ন্যায্য ধান তারা পায় নাই। গত ১৭ই তারিখে তিনি বললেন যে ভগবান দেওয়ান, তিনি প্রথম এই লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। একটা খামারে যেখানে ভগবান দেওয়ান ও অন্যান্য জোতদারের ধান ছিল এবং সেখানে যখন তারা লাল ঝান্ডা উড়াতে পারে নি এবং তাদের ভগবান দেওয়ান বলেন যে, আমার প্রাণ থাকতে লাল ঝাণ্ডা গাড়তে দেব না, তখন তারা ফিরে গিয়ে অন্য একটা মিটিংএ ঘোষণা করে যে তারা সেই খামারের ধান লুণ্ঠন করবে। তখন ভগবান দেওয়ান পুলিসে খবর দেয় এবং ডায়রী করে। কিন্তু পুলিস কোন সাহায্য করে না, তখন যে নিজে এবং অন্যান্য ভাগীদারদের নিয়ে সে খামার রক্ষা করে যদিও পুলিস সমস্ত ধান সিজ করে নিয়ে গেছে। কাজেই ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মিঃ স্পীকার স্যার, গ্রামে গ্রামে গিয়ে নথিপত্র নিয়ে এসে আপনাদের দেখাব ৮-১০ বিঘার মালিক যারা তাদের ধান লুণ্ঠন হয়ে গিয়েছে। উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে একসঙ্গে তদন্ত করতে রাজী আছি।

Sjta. Maya Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অন এ পয়েন্ট অফ পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন কিছু বলতে চাই। কয়েকদিন ধরে এই হাউসএ দেখছি যে কতকগুলি কাগজপত্র তুলে আমার নাম দিয়ে নানা রকম কথা বলা হচ্ছে। আমি মনে করি কয়েকজন সদস্য অগণতান্ত্রিক উপায়ে এই হাউস-এর সুযোগ নিয়ে কতকগুলি ম্যালিসিয়াস এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথা আমার নামে ছড়াচ্ছেন। এগুলি সম্পূর্ণ অসত্য বলে আমি মনে করি এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker: No honourable member on either side of the House should support a statement which has really no foundation in fact. To Sj. Hemanta Basu I would say—in England a Barrister has hundred per cent. privilege to do anything—you cannot charge a Counsel. But in India it is a qualified privilege because there has been abuse. It is very unfortunate. In this House all members are privileged to say whatever they like unless they do something which would take them before the Privilege Committee. You should not charge a person who cannot be tried in the well of the House unless there is very good reason. It is not covered by the Police budget; it is covered by Grant No. 41—if it was intended to say anything it could have been said in Grant No. 41.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি বার বার যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি এই ব্যাপারে একজন ইন্টারেস্টেড পার্সেন হয়ে পড়েছেন।

Mr. Speaker: The House has to be maintained by the Speaker. Mr. Basu, you are a very respectable member—an elderly person. You can go on shouting "you are an interested person" but you know hard words break no bones.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমার কথা হচ্ছে একবার এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আপনি বার বার এ বিষয়ে যেভাবে কথা বলছেন......

Mr. Speaker: I have got to see that every honourable member on both sides of the House is respected.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

যাই হোক, আপনাকে ইন্টারেস্টেড বলা আমার ঠিক হয় নি; কিন্তু এই ব্যাপারে আপনি একবার বললেন, দুই বার বললেন, তিন বার বললেন, এটা ঠিক নয়।

Mr. Speaker:

একজন ভদ্রমহিলার রেসপেক্টএ আঘাত না লাগে সেটা দেখতে হবে—
it is consistent with our own Indian tradition.
আমি মেয়েদের একটু বেশি রেসপেক্ট করি।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আমরা কি কম রেসপেক্ট করি তা নয়. কিন্তু যেখানে সত্য কথা বলবার দরকার তা তো বলতে হবে।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজ প্রহরাতীতকাল ধরে আমার আরক্ষ বাহিনী ও তার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দের মঞ্জুরী বাবদ যে আলোচনা এবং তদুপলক্ষে যে সমালোচনা এবং কিছুটা বক্রোক্তি হয়েছে তা আমি অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে শুনেছি। এটা আশার কথা এবং আনন্দের কথা যে আজও পুলিস বাজেট সমালোচনাকালে সমালোচকগণ সবাই যদিও তাঁদের সমালোচনাকে গঠনমূলক দৃষ্টিভংগী নিয়ে উপস্থিত করতে প্রবৃত্ত হন নি, কিন্তু তবুও তার মধ্যে গঠনমুখী মনোভাবের একটা আভাস পেয়েছি এবং তার জন্য আমি তাঁদের স্বাগত জানাই, কারণ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে আমরা বলেছি। আমরা জানি সমালোচনা যখন সুস্থ খাতে প্রবাহিত হয় তখন সেই সমালোচনা কল্যাণপ্রসূত হয়। কটূক্তি যা থাকে তার মধ্যে সুযুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক কটূক্তির মধ্যে যদি বিদ্বেষ না থাকে তাকে আমরা স্বাগত জানাব। পুলিস বিভাগ সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হয়েছে—পুলিসের দুর্নীতি, পুলিসের অপরাধ পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা, অকর্মণ্যতা, পুলিসের কর্তব্যে শৈথিল্য সম্বন্ধে নানা কথা আমরা শুনেছি। পুলিস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে স্বতই আমরা অনেক সময় সেই পুরাতন-কালের নজীর টেনে আনি। ইংরাজের আমলে বৃটিশের শাসনকালে পুলিস ছিল, তখনকার শাসন এবং শোষণ এখানে কায়েম করে রাখবার জন্য তারা পুলিসকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আজ সে পুলিস নেই, কল্যাণ রাষ্ট্রে পুলিসের কর্তব্য আজ সুদূর প্রসারিত। তাকে একদিকে শান্তিশৃংখলা এবং জনরিনাপত্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব বহন করতে হয়, আবার অন্যদিকে নতুন যে কর্মোদ্যোগ চলেছে সেখানে তার সৃজনী প্রতিভার পিছনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবিচ্ছিন্ন সহযোগিতা পুলিস যদি না পায়, তাহলে কোন কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মত বিরাট কর্মোদ্যোগ যদি দেশে শান্তি অব্যাহত না থাকে, জনদরদ যদি না থাকে, জনগণের নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত না হতে পারে তাহলে তা কখনও রূপায়িত হতে পারে না।

[6-45—6-55 p.m.]

অনেক বন্ধুই সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, না পুলিস আমাদের দেশে থাকা সত্ত্বেও পুলিসের যে রকম ব্যয় বাড়ছে সেইরকমভাবে, অপরাধের সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। একথা

বলা সত্যের অপলাপমাত্র। আমি পরিসংখ্যানের সংখ্যা উদ্ধৃত করে আপনার কাছে সপ্রমাণ করবো বাংলাদেশের পুলিসের তার কর্মদক্ষতা, কর্মসুনিপুনতা, কর্মকুশলতার জন্য আজ শুধু বাংলাদেশে, বিশেষত কলিকাতায় নয়, বাংলার সর্বত্র এই অপরাধের সংখ্যা কিভাবে হ্রাস পাচ্ছে. আমার কাছে কয়েক বৎসরের, ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তার তালিকা আছে এবং তা থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই শুধু নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখি তাহলে আমি বলবো এবং জোরের সঙ্গে বলবো যে অপরাধের সংখ্যা যে পরিমাণে বাংলাদেশে হ্রাস পেয়েছে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সেই রকম সম্ভবপর হয় নি। ১৯৫০ সালে ডাকাতির সংখ্যা ছিল আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১,৬০৯; রোভারি ৯৭৫; বার্গলারি ১১,৮৮৮; হত্যাকাণ্ড হয়েছিল ৬১৬টি। এবং আপনারা যদি ১৯৫৮ সালের হিসাব দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন ১৯৫০ সালে ডাকাতির সংখ্যা যেখানে ছিল ১,৬০৯ সেটা ৪৯৩এ দাঁড়িয়েছে; রোভারি ৯৭৫ ছিল, সেটা ৭২৩এ দাঁড়িয়েছে; বার্গলারি প্রায় ১২ হাজার ছিল সেটা ৯,৬০০তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে; হত্যাকাণ্ড যেখানে ৬০৬ ছিল সেটা ৫৩৫এ দাঁড়িয়েছে। এবং যদি এই তালিকার সমালোচনা করা যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে তাহলে আমরা দেখবো ডাকাতি বিহারে ১,২৫১ ছিল, ১৯৫৬ সালে, ১৯৫৭ সালে, ১,৮৬২ হয়েছে; বম্বেতে ডাকাতির সংখ্যা ছিল ১,১৬১ সেখানে ৭৬২ হয়েছে—একটু কমেছে; মধ্যপ্রদেশে ৬৮১টি হয়েছিল ১৯৫৬ সালে সেখানে হয়েছে ৫৩১টি; উত্তরপ্রদেশে ৯৩২টি ছিল, সেখানে ৯৭৭টি হয়েছে। এইভাবে যদি আমরা বার্গলারি এবং মার্ডারএর সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে প্রথমেই বলতে হয় যে হত্যাকাণ্ডকে প্রিভেন্টেবল ক্রাইম, বলা যায় না। যাঁরা অপরাধ বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তাঁরা সকলেই বলেন যে হত্যাকাণ্ড প্রতিকার করা যায় না, কারণ ইট ইজ নট এ প্রিভেন্টেবল ক্রাইম। বার্গলারির সংখ্যা বিহারে ছিল ১৯৫৬ সালে ৮৩০ সেটা হয়েছে ৮৮০; বম্বেতে ছিল ২,০০০ সেটা হয়েছে ২,০১০, কেরেলায় ১৯৫৬ সালে হয়েছিল ১৬৮ এবং কম্যুনিস্ট রাজত্ব-কালে সেটা ২৬৯ হয়ে গিয়েছে। এখানে অনেকেই বলেছেন, বিশেষ করে সমালোচনার মধ্যে দিয়ে বিরোধী দলের বন্ধুরা এই অভিযোগ করেছেন যে পুলিস খাতে ব্যয়বরাদ্দ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে দেখাতে চাই ১৯৫৪ সালে যে ব্যয়বরাদ্দ ছিল তারচেয়ে কদাচ বেড়েছে তার কারণটা কি। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ থেকে আমাদের যারা পুলিস বিভাগের নিম্নতম কর্মচারী তাদের পে-স্কেল রিভাইজ করা হয়েছে এবং বর্ধিত হারে বেতন দেবার ফলে, বিশেষ করে নিম্নতম কর্মচারী যাদের বেতন এবং মাগ্গীভাতা বা দুর্মূল্য ভাতা অত্যন্ত কম ছিল তাদের ভাত এবং মাইনে যখন বাড়াবার প্রশ্ন উঠে, এখানে অনেক বন্ধুই আছেন দুর্মূল্য ভাতা অত্যন্ত কম ছিল। তাদের যখন ভাতা এবং মাইনে বাড়াবার প্রশ্ন উঠে তখন এখানে অনেক বন্ধু আছেন, অনেক বন্ধু বিরোধী দলের আছেন এবং এদিককারও অনেক বন্ধু আছেন যারা নিম্নপদের কর্মচারীদের বেতন এবং ন্যায্য ভাতা বৃদ্ধির কথা বলেন। অনেক বন্ধু ওদিকের কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন, কিন্তু সেই গরীব নিম্নশ্রেণীর ও নিম্নপদের সিপাইদের মাগ্গীভাতা দেবার যখন প্রশ্ন উঠে তখন তারা এই কথা তোলেন যে ৭০ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে এক বছরে। এত বেশি কেন দেওয়া হয়েছে? শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে ১,৩০০ মাইল বর্ডার আছে, ভারত-পাক সীমান্ত আছে এই ১,৩০০ মাইল ভারত-পাক সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের উপর এসে পড়েছে এবং সেখানে ১৫৪টি আমাদের বর্ডার আউট পোস্ট করতে হয়েছিল। কিন্তু সভাপতি মহাশয় আপনি জানেন পাকিস্তান থেকে মাঝে মাঝে হানাদাররা এসে হামলা দেয় কাজেই সীমান্ত অন্তবর্তী, সীমান্ত অধ্যুষিত অঞ্চলে যে নরনারী বাস করে তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, সেখানে আমাদের ব্যবস্থার ফলে ১৫৪টি আউট পোস্ট যা করতে হয়েছে তাতে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রাখতে হয়। শুধু তাই নয়, যান্ত্রিক সাহায্যে যাতে যাতায়াতের সুবিধা হয় এক জায়গা থেকে যাতে আর এক জায়গায় সিপাহী সান্ত্রীরা যেতে পারে ম্যাকানাইজড ফোর্স যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, টেলিফোন, রেডিও, এ সমস্ত কিছুই পুলিসের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ওয়ারলেসএর ব্যবস্থা করতে গিয়ে টালীগঞ্জে ৩২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তা ছাড়া শুধু যন্ত্র হলেই তো হবে না, যন্ত্রে শিক্ষিত কর্মীরও প্রয়োজন তাদের জন্য আমাদের এখানে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়। তারপর মাঝে ১৯৫৭ সালে দুর্মূল্য ভাতা বাড়ল ৫ টাকা করে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পুলিস বাহিনীতে সিপাহি নায়েক হাবিলদার প্রভৃতি আছে

প্রায় ৪০ হাজার তার উপর এ্যাসিস্টেন্ট সাবইন্সপেক্টর, সাবইন্সপেক্টর, তাদের নিলে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ হাজার এদের সকলকেই দুর্মূল্য ভাতা দিতে হয়, দুর্মূল্য ভাতা যদি ৫ টাকা আমরা দিই তাহলে অনেক বন্ধু বলবেন—এটা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন ৫ টাকা দিলাম তখন বন্ধুরা আওয়াজ তুললেন মাথাভারী বলে, আমার আওয়াজী বন্ধুরা আওয়াজ তুলে থাকেন কিন্তু আওয়াজে কখনো কোন দুনিয়ার সমস্যা সমাধান করে নি, এই ৫ টাকা বাড়িয়েই যা খরচ হয়েছে এর বেশি বাড়াতে গেল তো আপনারা আমাকে এখানে রাখবেনই না। অনেকে বলে থাকেন যে আমাদের পুলিস বাহিনী সমাজের কোন কল্যাণ করে না, জনতার সংগে এদের কোন সংযোগ নাই, জনতার সংগে সম্পূর্ণ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। আমরা যদি বর্তমান স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখবো আজ যদি পুলিসের সংগে জনতার অংগাংগী সংযোগ না থাকে, পুলিসের মনোভাব যদি সমাজ কল্যাণমুখী না হয় তাহলে সত্যই আমরা আদর্শ পুলিস বাহিনী গঠন করতে পারবো না। তাই আজ বাংলাদেশের পুলিসের সংগে জনতার সংযোগসাধন, সমন্বয়সাধন, কোঅর্ডিন্যাশন করে একদিকে অপরাধ নিবারণের যে প্রচেষ্টা হচ্ছে এবং জনতার সংগে একটা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে জনতার কল্যাণসাধনের যে প্রয়াস চলেছে তাকে বাংলার অনেক মনীষী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

[6-55—7-5 p.m.]

সেদিন ডাঃ ঘোষ তার বক্তৃতা প্রসংগে বলেছিলেন যে, অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয়ের মতন লোক যদি এই দুনিয়া থেকে চলে যান তাহলেও সারা বিশ্ব তাঁকে স্মরণ রাখবেন। সেই অধ্যাপক বসু সিম্পোসিয়মে সভাপতিত্ব করে পুলিসের কর্মদোগীয় ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আমি আর একজন কোলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক এবং আইনজীবির কথা বলব। তিনি বলেছিলেন, পুলিস ও জনসাধারণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং বহুদিক ধরে পুলিস দেশের মানুষের বাহিরে ছিলেন, কিন্তু আজ পরিবর্তিত পরিবেশে তাঁরা নতুন উদ্যমে দেশের মানুষের ভেতরে এসে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এজন্য আমি তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইনি আর কেউ নন, উনি আমাদের বিরোধীদলের অন্যতম নেতা, শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী। কোলকাতায় আজ যে কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা সমন্বয় সমিতি গড়ে উঠেছে সেই উদ্দেশ্যে আর একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক, যিনি আপনাদের সকলের এবং আমাদের পরিচিত বন্ধু এবং বামপন্থী হিসাবে বামপন্থীর নেতৃত্ব দাবী করেন, কি লিখেছেন সেটা একটু দয়া করে শুনুন। তিনি লিখেছেন "আগেকার তুলনায় পুলিস আজ অনেক বেশি দায়িত্বশীল কর্তব্যপরায়ণ এবং শিষ্টাচারসম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য এখনও বহু ত্রুটিও দুর্বলতা আছে, কিন্তু পুলিসকে কারণে অকারণে গালাগালি দেওয়া আমি বিরোধী। কারণ ইহাতে তাদের সংশোধনের এবং উন্নতির সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে।" আমি প্রশ্ন করি বিরোধী দলের বন্ধুদের কি দৃষ্টিভংগীর কোন পরিবর্তন এসেছে? এঁর নাম হচ্ছে শ্রীবিবেকানন্দ মুখার্জী। আর একজন বাংলাদেশের বর্ষীয়ান সাংবাদিক লিখেছেন—

"The behaviour of the constable has improved considerably and the officers are seeking co-operation of the popular leaders. This is significant sign of the time which should be welcomed by all.

ইনি হচ্ছেন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অনেকে বলেছেন যে সংবাদপত্রে পুলিসের বিরুদ্ধে অনেক বিরোধী মত প্রকাশিত হয়। সেজন্য আমি সংবাদপত্র থেকে দুই-একটা তথ্য আপনার কাছে নিবেদন করব। [নয়েজ] (শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি—স্যার, ওঁদের শুনতে বলুন, কারণ ওঁর বক্তৃতা শুনলে আর কিছু না হোক বাংলা ভাষায় অন্তত কিছু জ্ঞান বাড়বে।) সুবোধবাবু বিজ্ঞ হয়ে এই মত বললেন যে বাংলাদেশের বর্ডার লাইন ৮০০ মাইল, কিন্তু একে সুরক্ষিত করবার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। বিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে যখন অজ্ঞতা প্রকাশ করেন তখন আমাকে সংধরে দিতে হয় ৮০০ নয় ১,৩০০ মাইল। ১৫ই জানুয়ারি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশিত হয়েছে—

vigilance city police keep down crimes; perceptibly decreasing trend in 1958 figures."

গতকালই যুগান্তর পত্রিকায় এক কলম প্রকাশিত হয়েছে—"দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সীমান্ত অঞ্চলে গ্রামরক্ষীদের কর্মতৎপরতা"। অনেকেই বলে থাকেন যে পুলিস জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি—হয়ত তাদের পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জন করা সব সময় সম্ভবপর হয় না কারণ যাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, ফৌজদারী আইনবিধির বিধানানুসারে মানুষকে যদি গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা পুলিসের থাকে তাহলে পুলিস সব সময় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে না, কিন্তু জনসংযোগের মাধ্যমে আজ যে কল্যানমুখী প্রচেষ্টা চলেছে তার আবহনে পুলিসের আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। [বিরোধীপক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল]। আজকে পুলিসের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতি এবং কর্মশৈথিল্যের অভিযোগ এসেছে তা সব সত্য সে কথা বলি না, আবার সব মিথ্যা সে কথাও বলি না। কাজেই আজকে আমাদের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হবে। পুলিস যদি দুষ্কৃতকারী, দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি প্রামাণ্য হয়, সেই অভিযোগের বিচার বিশ্লেষণ করে তাদের সাজা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। (শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন হাজরা, সোমনাথবাবু যা বললেন সেগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি?) এটা এত সহজ নয়, কোর্ট আছে, কাছারি আছে। সেকসন ২২৬ আছে, হাইকোর্ট আছে—কাজেই আমাদের ভাল করে জেনেশুনে সেসব ব্যাপারে অগ্রসর হতে হবে। [বিরোধীপক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল]

Sir, I refuse to be interrupted in this way.

আমি একথা বলবো যে পুলিস স্বর্গের দেবতা নয়, জনসাধারণের মধ্য থেকেই পুলিস এসেছেন। জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, তাঁরা প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আজ পুলিস বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, আমি উপর তলার অফিসারদের কথা বলছি, এবং নিচের তলাতে এমন কি সাবইন্সপেক্টরের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ভুক্ত না হলে কেউ আবেদন করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, তাঁদেরও একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেই কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা ইন্সপেক্টর, সাবইন্সপেক্টর হন। আজকে পুলিসের ভেতর আমাদের সমাজের লোক রয়েছেন—সমাজের মধ্যে যদি দুর্নীতি, উশৃংখলতা থাকে তা হলে তার কিছুই প্রতিফলন, প্রতিচ্ছবি শুধু পুলিস বাহিনীতে কেন, সরকারের প্রতি দপ্তরে তা দেখা দেবে। তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সমাজের বাইরে নন, কিন্তু যাঁরা সমাজবিরোধী কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয় তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে পুলিসের মধ্যে কেউ যদি অসদাচারী এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ হন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধেও সাজার ব্যবস্থা আছে।

[7-5—7-15 p.m.]

গত বৎসর কলিকাতা পুলিসের ইন্সপেক্টর, সাবইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, হাবিলদার—এই রকম ২৬ জন লোক সাসপেন্ডেড হয়েছিল, এবং তাদের অনেকে বরখাস্ত হয়েছে। আমি আপনার কাছে উপস্থাপিত করতে পারি যে কতগুলি লোক হাবিলদার নয়—উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিবিধান করা হয়। এই প্রসঙ্গে একথা বলতে পারি (শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ, সাবইন্সপেক্টর করুণ ব্যানার্জির কি হল?) করুণা ব্যানার্জি সাসপেন্ড হয়ে আছে। এনকোয়ারিং অফিসার রিপোর্ট দেন নি, তিনি যেমন রিপোর্ট দেবেন, সেইভাবে শাস্তিবিধান করা হবে। অনেক বন্ধু ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন—১০৭টা প্রস্তাব এসেছে। সবগুলির জবাব দিতে গেলে তিন ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যাবে। আমার সময় মাত্র কয়েক মিনিট, কাজেই আমি পাইকারী হারে এগুলির জবাব দেব।

বন্ধু অমরবাবু বলেছেন, এখনও কলিকাতা শহরে চোলাই মদের কারবার আছে। সেই থাকার জন্যই গত বৎসর ১৪,১৬৬ গ্যালন চোলাই মদ ধরা হয়েছিল, সেজন্য বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অনেক লোককে সাজা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চক্রবর্তী অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন—'পাপেট' অথচ সেই পাপেট-এর কাছেই দিনে তিনবার কোরে ছোটেন। তিনি অনেক কথা বলেছেন—সিস্টেম অব একজামিনেশন সম্বন্ধে। সাবইন্সপেক্টর নিয়োগে কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি তা করি নি। বিষ্ণু বাগচী করেছেন। গতবার থেকে এইসব পুলিস অফিসারকে এপ্রুভ করার কাজ সুরু হয়েছে। গতবার থেকেই তিনি ধরণা দিচ্ছেন তাঁর কথায় ধারণা হয়েছে যে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু বালকসুলভ চপলতা এখনও যায় নি। 'অমৃতং বাল ভাষিতম্' বোলে

আমি বরদাস্ত করি। শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও তাঁর 'বাল ভাষিতম্' বোলে বরদাস্ত করেন। পঞ্চাননবাবু বলেছেন বিষ্ণু মাইতি ও কল্যাণ চক্রবর্তীর কথা। আমাদের নিয়ম আছে কানুন মেনে চলা, শুধু সিনিয়রিটি নয়, সিনিয়রিটি কাম এফিসিয়েন্সি, বিষ্ণু বাগচী আপনারা জানেন একজন ঈশান স্কলার। তাঁর কর্মকুশলতায় পুলিস বাহিনী আজ গৌরবান্বিত। সোমনাথবাবু অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। অনেক অফিসার গৃহনির্মাণ করেছেন—সে সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করেছেন। সে সম্বন্ধে প্রতিটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি কেস বিবেচনা কোরে হয়ত লোন স্যাংশন করা হয়েছে। এই অভিযোগের মধ্যে যদি কোন সত্যতা থাকে আমরা প্রতিটি জিনিস বিচার করব, বিশ্লেষণ করব, এবং যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে সাজার ব্যবস্থা করব। আমার আর সময় নাই। আমি উপসংহারে একটা কথা বলতে চাই যে পুলিস বাহিনী সরকারী অন্যান্য বাহিনীর মত। কিন্তু শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব তাদেরই উপর। কাজেই পুলিস আমাদের এই কল্যাণ রাষ্ট্রে সমাজমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজের কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। এদের যদি দুর্বলতা থাকে অক্ষমতা থাকে, আমরা তা বিশ্লেষণ করব, দূরীভূত করব, এবং দুর্নীতি সম্বন্ধে যে-কোন অভিযোগ আসুক, আমি প্রত্যেকটি অভিযোগ নিজে বিশ্লেষণ করি, এবং বিশ্লেষণ কোরে যদি সাজা দেওয়ার প্রয়োজন হয় তা করা হয়। কিন্তু কোন অভিযোগ শুনলেই যদি মনে করা হয় যে সাজা দিতে হবে, তা ঠিক নয়। আমরা নাদিরশাহী রাজত্বে বাস করি না, সেটা সম্ভবপর নয় এবং সেটা অগণতান্ত্রিক হবে। এই বোলে আমি সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The Motion of Sj Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md Obaidul Ghani that the demand of Rs 7,93,72,000 for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Jyoti Basu that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagat Bose that the demand of Rs 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjta. Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjta. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukherjee that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab Shaikh Abdulla Farooquie that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab Taher Hossain that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Banarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[7-15—7-25 p.m.]

The motion of Sj. Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—70

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath

Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—135

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 70 and the Noes 135, the motion was lost.

The motion of Sj. Satkari Mitra that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES 70

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—133

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand

Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun K[illegible]
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Isnaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 70 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 7,93,72,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—70

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar

Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chatteraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—135

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammad Israil, Janab

Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 70 and the Noes 135, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee that a sum of Rs. 7,93,72,000 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", was then put and a division taken with the following result:—

AYES 135

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra

Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. S shuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

NOES 70

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majii, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 135 and the Noes 70, the motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow. There will be no questions.

Adjournment

The House was then adjourned at 7.20 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 4th March, 1959, in the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 4th March, 1959, at 3 p.m.

Present

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 217 Members.

[3—3-10 p.m.]

Adjournment motion

Mr. Speaker: There is one adjournment motion today of Shri Tarapada Dey. Please read out your motion.

Sj. Tarapada Dey: The business of the Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely, stoppage of Test Relief work in rural areas of Howrah, specially in Domjur and Jagatballavpur constituencies.

DEMAND FOR GRANT NO. 14

Major Head: 25—General Administration

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,22,98,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration".

Sir, this is an omnibus composite demand for grant. It contains demands of various departments of the Secretariat; it contains demand for the Governor's expenses and Secretariat, Legislative Assembly members, Council and Assembly Secretariat, and practically every department which has got a Secretariat has got its debit under this Head. Therefore, it is difficult to say very much about a demand so diverse in its application, but I will take up two or three points which have been from time to time referred in the House and try and say a few things about them.

The first point that it always made is that the General Administration is a top heavy administration, i.e., its higher posts carry more demand than the lower posts. Sir, today in the Government—though not all are included—in the Government today we have got 1,73,832 people employed of whom about 97 per cent. or 98 per cent are those whose salary is below Rs. 300; 1.2 per cent. are those whose salary is Rs. 300 to Rs. 500; .46 per cent. are those whose salary is Rs. 500 to Rs. 1,000; and the number of officers receiving Rs. 1,000 to Rs. 2,000 is .11 per cent. of the total number —the actual number is 202.

There are 36 people who are getting between Rs. 2,001 and 3,000, that is .02 per cent of the total number. There are 27 people who are getting Rs. 3,000 and above including High Court Judges. Therefore, one could not very well say that the administration is top-heavy. A few years ago the Government of India asked a gentlemen Mr. Appleby to come here to ascertain the nature of our administrative set-up and find out exactly how the administrative set-up cost the Government. He came to Bengal and

he told me, "your Government is not top-heavy, but top-light, because you are spending increasing quantity of money for various development purposes and all these development projects would cost lots of money unless they are properly supervised and inspected."

Now, Sir, the total amount that was provided in this budget under this head in 1957-58—the total amount demanded was 3.4 crores, in 1958-59 it was 3.37 and in 1959-60 budget about which we are discussing it is 3.34 crores. That is to say, if you take in terms of the proportion of the amount to the total expenditure for the year, it was 5 per cent. in 1957-58, 4.2 per cent. in 1958-59 and it is 4 per cent. in 1959-60. Thus it will be seen both in bulk as well as in ratio that the expenditure on this head compared to the total expenditure has come down. If you compare this State with other States, the result will be very clear. I will not give the total figure, for other States, because different States have got different set-up. But the actual ratio between the total expenditure under General Administration to the total expenditure of the State itself on revenue account would be some thing which can be compared. As I said before, in the case of Bengal it is 5 per cent. in 1957-58, 4.2 per cent. in 1958-59 and 4 per cent. in 1959-60. In the case of Bombay it is 7.1 per cent. and 7 5 per cent. for the two years, 1957-58 and 1958-59 in Madras it is 7.7 per cent. and 6.3 per cent. and in U.P. it is 6.6 per cent. and 6.2 per cent. Thus it will be seen that we have not been very much more expensive under this head than other States that can be compared with Bengal. It is true that the number of appointments have to be increased because firstly the volume of work undertaken by each department has gone on increasing. Therefore the expansion was necessary and new people have to be appointed. Then again under the development schemes new spheres of work and therefore new offices have to be created in order to carry on the work. In order to meet these two demands you will notice that in spite of increase in the number, the actual amount has not increased because a good deal of care is taken to see that wherever necessary excess expenditure is not incurred on this head.

[3-10—3-20 p.m.]

So far as salary of staff is concerned, I have taken only the lower staff, Class IV staff, because this would not compare really very unfavourably so far as examination is concerned. In case of the lower staff, the actual living index, if you take the year 1939 as 100, is 391, but the increase in the salary is 396.6. Therefore, there is more or less a parity, so far as class IV staff is concerned, between the increase in living index and the increase in the salary. But in the case of the middle class as well as in the upper class there is a great deal of disparity.

The second point that I want to place before the House is the Anti-Corruption Department. This department has got a Secretary at its head and a staff for the purpose of finding out if there are persons who have been guilty of such action that they require to be enquired into. Recently for one year, we have appointed an officer, who was a Chief Presidency Magistrate. Whenever there is an information given, either anonymous or otherwise, about something happening somewhere, we generally, before actually putting the case before the Anti-Corruption Department, send this gentleman over to find out and give us his opinion. If in his view there is sufficient record to show that the deal is not quite correct, then the matter is sent to the Anti-Corruption Department. In 1954, 640 cases came up for review before the Anti-Corruption Department, of which the Department could get evidence and send to court 63 cases. 32 actually ended in conviction. Of those which were not sent up to the Court for want of

proper evidence, departmental action was taken. 209 cases were sent for departmental action of which in 154 cases punishments were meted out. In 1955, 580 cases came up before the Anti-Corruption Department. 70 cases were sent to the court of which 19 were convicted, 186 cases were sent to the Department for Department action, and in 109 cases departmental action was taken. In 1956, 640 cases came before the Anti-Corruption Department, 51 were sent to court, 23 were convicted, 159 cases were sent to the Department for departmental action, 92 cases were punished. In 1957, 700 cases came before the Anti-Corruption Department, 50 cases were sent to the court, of whom 34 were convicted, 116 cases were sent to the department for departmental action and 69 cases were punished. In this year, that is, in the year 1958, 748 cases were sent up to the Anti-Corruption Department They sent up 192 cases to the court. Some of them are still not decided—judgment is not given. 23 has so far been convicted.

The next point that I want to draw your attention to which is included partly under this head is the question of civil liberty. As I have said many times before, Government do not interfere with the preaching of any ideology or civil liberty as such unless they are forced to take action in order to curb any anti-social practices, and in the interest of public order and in the interest of society. Today under the Preventive Detention Act 68 persons are detained of whom 57 are criminals and anti-social elements. One has been detained for preaching violence. This case was sent up before the Judge and the Judge accepted the verdict. Most of these cases belong to the goonda elements and anti-social elements. Every one of these cases is sent up to me for consideration and order is given after such consideration.

The next Department that I want to deal with is the Publicity Department. The duty of the Publicity Department is to distribute information and focus public opinion regarding various forms of Government plans and policies It is done through press, through radio, through films and journals and other publications. It conducts an educative and instructional publicity in rural areas. There are seven journals being published by this Department—one on rural economics, one on general topics, one in Santhali language, one in Nepali language, one dealing with labour and one dealing with transport. A large amount of literature and leaflets and booklets and posters are distributed. During 1958-59 2,098 press releases were made, 52 booklets were published, 30 leaflets, 30 departmental reports, 26 posters and 406 display advertisements and 344 casual advertisements. Audio-visual publicity through cinemas and films for the people, particularly in the rural areas has been made. There are 17 mobile (large) and ten (small) units and 11 units in the community development project areas. Documentaries are issued which are shown in the cinema houses in different places. You will recall that one of the films sponsored by the Government Publicity Department the "Pather Panchali" earned merited reputation not only in this country, but in various countries of Europe and America. Rural and school radio listening sets—there are 1,259 in operation in rural areas and 544 more sets are to be installed very soon. The Publicity Department takes part in various exhibitions. It has got one branch called the Folk Entertainment Branch. They visited 215 places in the Districts during the last year.

[3-20—3-30 p.m.]

The other department that this demand covers is social welfare department. The social welfare department deals with 3 different groups, namely, (a) vagrants and destitutes, (b) juvenile offenders and orphans, (c) women

and children. For the vagrants and destitutes there is a reception centre at Lillooah the construction of which has almost been completed at a cost of Rs. 3 lakhs. It has a capacity for 50 people. The vagrants home established at Uttarpara has a capacity of 700 inmates. There is a girls' home about to be established for nearly 350. There is a vagrants home for aged males at Midnapore with a capacity of 500 persons. There is a hospital for vagrant who are sick but are not lepers or tubercular patients—for 100 people and 100 beds have been reserved in the Bankura Lepers Home for lepers there. As you are aware the different laws now in existence deal with orphans and juvenile offenders, a Bill regarding this will come before the House—it has been vetted by the Select Committee. At the present moment we have provided for children's court, house of detention for 120 inmates in Lillooah, reformatory, industrial and borstal schools for 150 in Berhampore. You will recall that the reformatory school used to be in Hazaribagh—it is now in Hazaribagh but we desire to bring them all together in Berhampore. There will be 150 inmates under head "orphans". There is a new departure being made, namely, to found an after-care home for training inmates who do not want to be in borstal home or in any other house of detention, but who desire to have a living in life and they will be trained for such living. There will be a rescue home in Lillooah, there will be a house of detention, there will be a children's court and there will be a rescue home for 130 inmates. Persons who have been in immoral surrounding when they are recovered will be taken over and kept a little while here after they are psychologically altered—they will be taken over by one of these homes. The total expenditure under this demand for social welfare to be incurred next year is Rs. 58.85 lakhs and the total number of inmates for which provision has been made is 2,390 Besides, in accordance with the direction of the Government of India 3 district shelters —one at Nadia, one in Burdwan and one in some place in North Bengal— have been constructed. They will give shelter to those women who were under immoral surrounding and after staying there for a few days they will go over to the central home.

As you know, one of the things which the Social Welfare Department has done is to develop the two temples I have mentioned the other day— one is the Kapilmuni Temple and the other is the Temple of Pratapaditya.

Now, there are two things—one is the West Bengal Children Bill which, as I have said already, is coming before the House and the other is the operation of the Women and Children Institutions (Licensing) Act, 1956, which is also dealt with by this department.

Sir, I have nothing more to say. I have given a running commentary on the different aspects of what are being done by those whose salaries are included under this head.

Sir, with these words, I move that my demand be accepted.

[**Mr. Speaker:** *All the cut motions are taken as moved.*]

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No 14, Major Head "25—General Administration " be reduced by Rs. 100.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No 14, Major Head "25—General Administration " be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration " be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Janab Elias Razi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sjta. Labanya Prova Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sjta. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukherjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Janab Shaikh Abdulla Farooquie: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Mr. Speaker: Before commencing the debate, I would draw the attention of the honourable members to—I would like the Party Whips in particular to take note of—a passage at page 714 of May's Parliamentary Practice. The principle laid down in the passage is that if there is a particular grant—for instance Food—you can discuss everything about food, but while discussing the grant for General Administration, it would not be relevant or pertinent to go into the question of food because if there is a grant earmarked for a particular purpose, then the debate should be limited to that particular matter only—you should not try to import any general discussion on matters which are not included in the grant.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের এই সাধারণ প্রশাসনিক খাতে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে আজকে ১৬ জন সুপার এনোয়েটেড অফিসার রয়েছে, এদের বেতন বর্তমানে হাজার টাকার উপর, এ ছাড়া তাঁরা পেনসন পান। আমি জানি না যে এই রকম ভাবের সুপার এনোয়েটেড অফিসারের দ্বারা কি কি কাজ করানো যেতে পারে, ডঃ রায় দুদিন আগে এখানে বলেছিলেন যদি বয়স হলে অপরাধ হয়, তা হলে আমি অপরাধী। আমি মনে করি তাঁর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হতে পারে না। তিনি ত জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন কিন্তু যাঁদের মনোনীত আপনারা করেছেন তাঁরা কি জনসাধারণের প্রতিনিধি? সেই জন্য এই মাথাভারী শাসনতন্ত্রের সম্পর্কে বলতে হয় তাদের দ্বারা কাজ চলতে পারে না।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কমাস আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছিল, সেই খবরে দেখেছি যে, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের যিনি নাকি তদন্তকারী অফিসার তাঁকে বিষ পান করানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার জন্য তিনি বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ করেন না—হোটেলে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় এই সংবাদ আনন্দবাজার পত্রিকায় যখন বেরিয়েছে তারপর আমরা দেখতে পেলাম যে এক ঢিলে দুই পাখী মারবার চেষ্টা করা হয়েছে; ঢিল মেরে প্রথমে চেষ্টা করা হয়েছে যে, যার সম্বন্ধে সংবাদ বেরিয়েছে ঐ অফিসার—সত্যেন মুখার্জি তিনি সেসময় ট্যাক্সির পারমিট দিতেন। ঐ মধুচক্র থেকে তাঁর হাত দিয়ে পারমিট ইসু হত। আর এক দিক দিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধুচক্রের অন্যতম নায়িকা মিসেস মিত্র, তিনি কার্নানী ম্যানসনে থাকেন এবং রায় বাহাদুর সত্যেন মুখার্জি ঐ খবর ক্যামোফ্লাজ করে সেখানে গিয়ে উঠলেন। আমি ক্যাবিনেটকে তাই বলছি—এতবড় পুলিস অফিসার যিনি জড়িত তাঁকে ছেড়ে দেন কি করে?

দ্বিতীয় কথা, ঐ মধুচক্রের অন্যতম নায়ক—কমিশনার হয়েছেন তিনি নমিনেটেড আই এ এস, তিনি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কি করতেন তা সবাই জানে। এবং যখন সেখানে ডেপুটি-সেক্রেটারী ও আন্ডার সেক্রেটারী ছিলেন তখন রমা মজুমদারের সংগে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল তা সবাই জানে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I protest against this because they cannot blame officers who cannot defend themselves here.

Sj. Monoranjan Hazra:
আন্ডার সেক্রেটারী এবং জয়েন্ট সেক্রেটারীর মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাই বলছি।

Mr. Speaker: There are two things—No. 1 is—he said that officer used to drink in Writers' Buildings. Then he mentioned a lady officer.
Then he said
তাঁদের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তা সকলের জানা আছে।
That is innuendo against her character, I rule it out.

ওয়াজ দি রিজন—আমরা সেটা জালান সাহেবকে পয়েন্ট আউট করে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন আমি এরকম কোন রুলিং দিই নি। তারপর
fortunately for me and unfortunately for him I showed him the copy of the ruling and he admitted the correctness of the ruling.
তিনি তখন বললেন হ্যাঁ, আমি এরকম রুলিং দিয়েছি। শ্রীশৈলকুমার মুখার্জির বেলায়ও দি সেম পয়েন্ট ওয়াজ রেইজড অ্যান্ড স্যার, আমার পয়েন্ট হচ্ছে, মিঃ শৈল মুখার্জি যখন এখানে স্পিকার ছিলেন দি সেম পয়েন্ট ওয়াজ রেইজড এবং সেই পয়েন্ট অব অর্ডারএ ইট ওয়াজ ডিসাইডেড নাম করতে পারেন যদি নাম না করলে পরিষ্কার না হয়—আদার ওয়াজ ব'ই ডেজিগনেশন বলতে হবে। এখানেও ডেপুটি সেক্রেটারী অর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী বলায় পরিষ্কার না হওয়ার জন্য মিস অমুক মজুমদার না বলে মিস মজুমদার—একথা বলতে পারেন—দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট।

Mr. Speaker: I will bear your point in my mind. For any wrong done in the course of discharging official duties he can certainly be criticised in the House.

I will request the honourable members to let the speech go on.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Monoranjan Hazra:

এই সুরিটা যিনি হোম ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ড সেক্রেটারী ছিলেন তিনি বর্ধমান বিভাগের কমিশনাব হয়ে গেলেন—এই পোস্টে সাধারণতঃ সিনিয়ার আই সি এস অফিসারদের নিয়োগ করা হয়—একজন নমিনেটেড আই সি এস অফিসারকে কেন এই পদ দেওয়া হল যার সম্বন্ধে তদন্তে বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর ব্যাপারে তিনি লিপ্ত আছেন বলে প্রকাশ হয়েছে? দ্বিতীয় কথা, আন্ডার সেক্রেটারী, মিস মজুমদারের কথা—সেখানে অন্য একজনকে বদলী করে ডেপুটি সেক্রেটারীর পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হল। এইসব আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারপর, শ্রমদপ্তরের কাদের নওয়াজ সাহেব যিনি ডেপুটী লেবার কমিশনার—তাঁর সম্বন্ধে অভিযোগ চীফ সেক্রেটারীর কাছে পর্যন্ত হাজির হয়েছিল—সে সম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা করা হল না। এইসব আমরা দেখতে পাচ্ছি শাসনযন্ত্রের মধ্যে। আমি এখানে আরেক অফিসারের নাম করতে বাধ্য—তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী—আমরা তাঁকে কুণ্ডু মশাই বলে জানি—শ্রী এস এন কুণ্ডু—হোম ডিপার্টমেন্টের সিভিল ডিফেন্স বিভাগে আছেন, বর্তমানে বেতনও পাচ্ছেন—তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এমন কি সিনিয়র জাজদেরও ভাল জায়গায় বদলী করার দায়িত্ব নেন এবং তাঁদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেন। আমার কাছে প্রচুর অফিসারের নাম আছে—প্রচুর চিঠি, মেমো নম্বর ইত্যাদি আছে—আপনারা এগুলি নিয়ে ইচ্ছা করলে তদন্ত করতে পারেন। তারপর, আরেক ভদ্রলোক, তিনি মালদহে এবং শিলিগুড়িতে এ ডি এম ছিলেন—তিনি মণি নাগ নামে একজনকে খানিকটা জমি দিলেন উদ্বাস্তু বলে—পরে সেই জমিটাই দুই নম্বর দেবগ্রাম কলোনির আরেক ভদ্রলোককে দিয়েছেন এই কুণ্ডু মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে। তারপর, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই কুণ্ডু মহাশয়ের মিথ্যা সার্টিফিকেটের উপর সুনীল কুণ্ডু বলে একজনকে উদ্বাস্তু হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ৪ হাজার ৭০০ টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়—অথচ সে কোন দিনই উদ্বাস্তু নয়। তারপর, জে বি সেন যিনি আগে চব্বিশপরগনার এ ডি এম ছিলেন, বর্তমানে পুনর্বাসন দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী—তিনি এই কুণ্ডু মহাশয়ের পরামর্শক্রমে অবিনাশ ভৌমিকের অখিল নিখিল নামক দুই ছেলেকে এবং অন্যান্য ছেলেদের ৪ হাজার টাকা দেন। এই কুণ্ডু মহাশয়ের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স যদি হিসাব করা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর ৬০ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে লয়েডস ব্যাঙ্কের চৌরঙ্গী ব্রাঞ্চ অফিসে এবং নেতাজী সুভাষ রোডের উপর অবস্থিত লয়েডস ব্যাঙ্ক-এর অফিসে আরো ৫০ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে —এ ছাড়াও সেফ ডিপোজিট-এ তাঁর প্রচুর পরিমাণ অর্নামেন্ট ইত্যাদি আছে। যদি মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করেন তাহলে দেখতে পাবেন এই যেসব সুপারঅ্যানুয়েটেড অফিসার যাঁদের নিয়োগ করা হয় তাঁদের পিছনে কি কলঙ্কময় ইতিহাস রয়েছে। তারপর, ভ্যাগ্রান্টস ডাইরেক্টরেট-এ একজনকে কন্ট্রোলার নিযুক্ত করলেন—তিনি মাননীয় ভূপতি মজুমদার মহাশয়ের

ভ্রাতুষ্পুত্র; এবং শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু এক ভদ্রলোকের পালিত-কন্যাকে বিমলেন্দু মজুমদার বিয়ে করলেন—ভূপতিবাবু ও প্রফুল্লবাবুর তদ্বিরে তাঁকে সেখানে কন্ট্রোলার করা হল পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ফাঁকি দিয়ে। তিনি সেখানে ঘটি বাঙ্গালে ঝগড়া লাগিয়েছেন এবং নিজের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে চাকরী-বাকরী দিচ্ছেন—প্রথমেই তিনি তাঁর পুরোহিতের ছেলেকে সেখানে চাকরী দিয়েছেন। এবং তিনি ভ্যাগ্রান্ট হোম-এর ছেলেদের রিলিজ করে দিয়ে এস কে গুপ্ত, আই সি এস-এর বাড়িতে চাকর হিসাবে নিযুক্ত করছেন।—এসব অপকীর্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার, স্যার, এর পর আমি কয়েকটা ঘটনা দিতে চাই—এই শাসনযন্ত্রের পিছনে যাঁরা বসে আছেন, আমি একটা একটা করে সেই সব কংগ্রেসী এম এল এ-দের ইতিহাস দেব। মগরাহাটের বার্মাশেলের এজেন্ট ছিলেন জনাব হাজি ইউসুফ, তাঁর কাছ থেকে কেরোসিনের এজেন্সির ভার নিলেন কংগ্রেস এম এল এ আবুল হাসেম সাহেব—জনাব হাসেম খুচরা ব্যবসায়ীদের তৈল না দিয়ে ৭৯টি টিন তাঁর ভাগ্নে আবুল কালাম ফকিরের মাধ্যমে চোরাকারবার করতে লাগলেন—২২ আউন্স বোতল ।/১০ আনা ।৵০ আনা দরে বিক্রি করছেন। তারপর, কংগ্রেস এম এল এ শ্রীগোকুলবিহারী নাগ বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতায় দ্বারকেশ্বর রোডওয়ে কমিটি নামে একটা কমিটি গঠন করেছেন—এটা দ্বারকেশ্বর নদীর উপর দিয়ে গিয়েছে এবং বাঁকুড়া সহর থেকে দুই মাইল দূরে অহল্যাবাই রোড যেখানে দ্বারকেশ্বরের উপর দিয়ে গেছে যেখানে ট্রাক এবং বাস গেলে ২ টাকা করে নেওয়া হয়, ট্যাক্সি ১ টাকা, সাইকেল রিক্স-এর জন্য ৵০ আনা, সাইকেল-এর জন্য ০/ আনা, এমন কি, ছাত্রদের পর্যন্ত টোল চার্জ করা হয়। মাঃ স্পীকার মহাশয়, আরেকজন ভদ্রলোক এবার তিনি এম এল এ হয়ে এসেছেন—তাঁর সম্বন্ধে ১৮ই নবেম্বর তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—হুগলির জনৈক কংগ্রেস এম এল এ স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। জানা যায়, মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেসী নেতৃমহলে তাঁর খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এবং উপযুক্ত খবরটা আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টর-এর খবর। তাঁর এলাকা হচ্ছে ভদ্রেশ্বর হতে ত্রিবেণী পর্যন্ত। তিনি কে আমি বুঝতে পারলাম এবং তদন্ত করলাম। সেখানে যারা ওয়াগন ব্রেক করে, গুণ্ডমি করে, নোট জাল করে এই রকম সব লোকের সংগে তাঁর যোগাযোগ আছে—আমি এখানে একটা নাম করছি—জ্ঞান দত্ত; চুরি ডাকাতি রাহাজানি, পুলিসকে মারপিট করার জন্য যার বিরুদ্ধে কেস ঝুলছে তিনি তাঁর বন্ধু। আরেক জনের নাম নবীন রায়—নোট জাল, ডাকাতি, রিফিউজিদের টাকা মারা ইত্যাদির জন্য এর বিরুদ্ধে পুলিস-মামলা আছে—আরেকজনার নাম, অমরপ্রসাদ কুণ্ডু, যার নাকি রেলওয়ে ওয়াগন ব্রেকিং-এর জন্য কারাবাস হয়েছে—এসব লোক এই এম এল এ মহাশয়ের বন্ধু। সিভিল সাপ্লাইএ লোহার ব্যবসা......

Mr. Speaker:

আমি একটা কথা বলব—একজন অনারেবল মেম্বর অব দি হাউস-এর সম্বন্ধে এভাবে উল্লেখ করা ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি সংগত কি না
I do not know, but the Secretary has pointed out to me directly or indirectly এভাবে বলা ঠিক নয়—প্লিজ ডোন্ট ডু ইট।

Sj. Monoranjan Hazra:

আমি আসছি—আমি ডাইরেক্টলি বলব—তিনি, অর্থাৎ এই ভাই সিভিল সাপ্লাই-এর কোন রিটার্ন দেন নি। তাঁর কোন এক ভাই চন্দননগরে লেবার ডিপার্টমেন্ট-এ কাজ করেন—সেখানে আমরা দেখতে পেলাম তিনি ডেপুটি লেবার কমিশনার-এর বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন এবং পরে একদিন আরো আমরা দেখতে পেলাম যে, তিনি তাঁর অফিসে হেড ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছেন। এই এম এল এ সম্বন্ধে খবরের কাগজে বহু তথ্য বেরিয়েছে এবং আমাদের এই ক্যাবিনেট-এর যদি সৎসাহস থাকে তাঁর নামও আমি বলে দিচ্ছি—ব্যোমকেশ মজুমদার—

Mr. Speaker: Please do not accuse hon'ble members, Mr. Hazra kindly, listen to me.

জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর ব্যাপারের মধ্যে এগুলি পড়ে এবং M.L.A., he is not a Government servant—I will not allow it—

Dr. Ranendra Nath Sen:

একজন এম এল এ যদি জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ হস্তক্ষেপ করেন এবং তাতে যদি মন্ত্রী মহাশয়ের হাত থাকে তাহলে মনোরঞ্জনবাবু এগুলি নিশ্চয়ই এখানে বলতে পারেন—তবে কেউ যদি সেই কথাটার চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে সেটা আলাদা কথা—

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ওটা তো চ্যালেঞ্জ হবেই, তোমরা—ইউ কান্ট অ্যাভয়েড ইট।

Dr. Ranendra Nath Sen:

একজন এম এল এ যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ হস্তক্ষেপ করেন এবং তাতে যদি মন্ত্রীদের সহায়তা থাকে তাহলে উনি নিশ্চয়ই এ কথা বলতে পারেন। অবশ্য সেই কথা যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করেন, তাহলে আলাদা কথা।

[3-50—4 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কিন্তু চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে এটা যদি বলেন—"তুমি ব্রাহ্মণ, তা না হলে তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জুতা পেটা করতাম"। এ বলে ত লাভ নেই। কাদা ফেললেই কাদা গায়ে লাগবে।

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, যে কথা ডাঃ রায় বললেন ইট ইজ টু লেট ইন দি ডে। এখানে দাঁড়িয়ে ডাঃ রায় অ্যালাউ করেছেন আমাদের পার্টির জনৈক এম এল এ শ্রীজগৎ বসুর সম্বন্ধে এবং সেটা অ্যালাউ করা হয়েছে। এবং শ্রীসমর মুখার্জির অনুপস্থিতিতে, তিনি যখন জেলে ছিলেন, তখন তাঁর সম্বন্ধেও কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আজকে হঠাৎ এ কথা বলাতে এ রকম রাইটিয়াস ইনডিগনেশন হবার কারণ কি? সে কথা আজ এখানে বলে লাভ নেই। এই সমস্ত ব্যাপারে যদি মনে হয় যে কোন মেম্বারের প্রিভিলেজ-এ হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, তাহলে সেটা প্রিভিলেজ কমিটিতে দেওয়া হোক, এখানে যেমন প্রসিডিওর ফলোড হয়।

Sj. Sudhir Chandra Ray Chowdhuri:

ডাঃ রায় এখন যে উপমা দিলেন সেটা এখানে খাটছে না। উনি আগে ব্রাহ্মণ বলে জুতা মারছেন না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is never too late to mend.

Mr. Speaker: Shri Samar Mukherjee came up for his personal explanation, and I told him that I would give him the entire report.

Sj. Jyoti Basu: We are not blaming you. It is his right to give personal explanation. Nobody is blaming you. The point is, we are surprised that suddenly Dr. Roy gets up trying to stop him when some of their members are named, but he does not stop anybody of his side when members of this side of the House are named.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not protect anybody in the House, whoever is in the wrong.

Sj. Monoranjan Hazra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই ভদ্রলোক এম এল এ যদি কেউ রাহাজানি করে, যদি কেউ চুরি, ডাকাতি করে এবং তার জন্য পুলিস যদি তাকে গ্রেপ্তার করে তাহলে তাকে বের করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যদি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হস্তক্ষেপ করেন তাহলে তাঁকে অন্যত্র ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা

করেন। এই এম এল এ-এর নাম হচ্ছে শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বলতে চাই খাদ্যমন্ত্রীর সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনার ব্যাপার নিয়ে। সুরেন্দ্রনাথ নগরে চা-বাগানের মালিক শ্রীধীরেন ভৌমিক, তাঁর যাদবপুরে যে বাড়ি আছে, সেখানে তিনি গিয়ে ওঠেন। কারণ এই ধীরেন ভৌমিকের সংগে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের খুব ভাব। এই ধীরেন ভৌমিককে শত শত, হাজার হাজার মণ চালের পারমিট দেওয়া হয় চা-বাগানের জন্য। আমার কাছে তার প্রত্যেকটি রেলওয়ে চালান পত্র আছে। একটা হচ্ছে এফ৮৩৭৪৬৮ শ্রীগোপাল রাইস মিল থেকে চাল পাঠান হয়েছিল—তার চালান নম্বর হচ্ছে এফ৮৩৭৪৬৯, এফ৮৩৭৪৭০, এফ৮৩৭৪৭১, অ্যান্ড এফ৮৩৭৪৭২। প্রথমে ৬০৭ ব্যাগ, তারপর ৩০০ ব্যাগ, তারপর আবার ৬০৭ ব্যাগ, ফের ৬০৭ ব্যাগ—এইভাবে ৩,০৩৭ ব্যাগ চাল দেওয়া হয়। এই রকম ভাবে সমস্ত চালটা মাড়োয়ারীদের কাছে বিক্রয় হয়। এবং তার বদলে অত্যন্ত নিকৃষ্ট চাল, কাঁকর মেশান চাল ঐ চা-বাগানে দেওয়া হয়। ইনি হচ্ছেন খাদ্যমন্ত্রীর বিশিষ্ট বন্ধু। আমি মনে করি এটা তদন্ত হওয়া দরকার।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আর একটা ব্যাপার সম্বন্ধে বলতে চাই। আমাদের এলাকার ডেপুটি মিনিস্টার শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়—তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য সরকারী টাকা খরচ করেন। তিনি রথ দেখা, কলা বেচা এক সংগে করেন। কি করে এটা হয়, একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন। ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ সালে তিনি অফিসিয়াল কাজে গড়বেতায় যান। এবং সেখান থেকে পাঁচটার সময় গড়বেতা ছেড়ে, তিনি চন্দ্রকণায় গিয়েছিলেন। এখানে তিনি ৫টা থেকে ২৩-১৫ মিনিট পর্যন্ত ছিলেন। এই চন্দ্রকণায় তিনি গিয়েছিলেন এক বন্ধুর বাড়িতে বৌভাতের নেমন্তন খেতে, তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীআশুতোষ সিংহ। এই হচ্ছে এঁদের চেহারা। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আর একটা ঘটনার কথা বলবো। উত্তরপাড়ায় পুলিসের উৎপাতের কথা গতবার বলেছিলাম, এবারও পুলিস খাতে বলতে পারতাম, কিন্তু এটা জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খাতের মধ্যে পড়ে বলে, আজ বলছি। যেহেতু খাদ্যমন্ত্রীর পুলিসের সংগে যোগাযোগ রয়েছে, তাই আমি এই ঘটনাটির বিষয় উল্লেখ করছি। খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হুগলি জেলার প্রতিটি মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। উত্তরপাড়ায় শিক্ষিত লোকের স্থান, কিন্তু পুলিসের উৎপাতে তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। কোন লোকের বাড়িতে চুরি হলে, পুলিসের কাছে কমপ্লেন করলে, সেই লোকের উপর আক্রমণ, অত্যাচার করা হয়, বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হয়, তাদের ভয় দেখান হয়। আমি মনে করি উত্তরপাড়ায় এই যে পুলিসের অত্যাচার চলেছে, সেটা বন্ধ করা দরকার।

তারপর চণ্ডিতলা থানায় চারটা খুন হয়েছে। আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ করে আমাদের পুলিস মন্ত্রী কালীবাবুর কাছে লিখেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন সুরাহা হল না।

এই রকম ভাবে অব্যবস্থার মধ্যে যদি বাংলাদেশের সরকার চলতে থাকে, তাহলে তার পতন অনিবার্য। যেমন একটা বড় গাছে ঘুন ধরে পড়ে যায়, ঠিক তেমনি করে এই সরকারে সব দিক থেকে পতনের ব্যবস্থা না করতে পারলে বাংলা দেশের মানুষকে বাঁচান যাবে না।

Sj. Sisir Kumar Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী মহাশয় নানা রকম স্ট্যাটিসটিকস দিয়ে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে তিনি জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ খরচ কম করেছেন। কিন্তু আমি এখানে কতকগুলি ফিগারস দিচ্ছি। এখানে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে যে হেড, তার মধ্যে আছে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, জেল এবং পুলিস। অন্যান্য প্রদেশে ঐ তিনটা এক সংগে দেখান হয়, আমাদের এখানে আলাদা করে দেখান হচ্ছে। এই চারটা হেডে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু তার আগের সালের বাজেটে ছিল ১৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ বছর কয়েক লক্ষ টাকা খরচ বেড়ে গিয়েছে। তারপর পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার, মাথা পিছু খরচ সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ আমাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি, হাইয়েস্ট। আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ সব কিছু মিলে পূর্বে যেখানে অ্যাভারেজ ছিল ৩·৭, বর্তমানে সেটা বেড়ে হয়েছে ৪·৬, এবং ১৯৫৯-৬০ সালে সেটা আরও বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশে পপুলেশন হচ্ছে, জনসংখ্যা উত্তর প্রদেশের ৪০

পারসেন্ট। কিন্তু এখানে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর যে খরচ, ওখানের চেয়ে ৯০ পারসেন্ট বেশি, যদিও জনসংখ্যা ৪০ পারসেন্ট। বাংলাদেশের পপুলেশন হচ্ছে বিহারের জনসংখ্যার ৬৪ পারসেন্টের চেয়ে কম। কিন্তু সমগ্র বিহারের চেয়ে ২৫ পারসেন্ট বেশি টাকা খরচ করে এই সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে শুধু যে বেশি টাকা খরচ করেন তা নয়, ১৯৫১-৫২ সাল থেকে দ্রুততম রেটে খরচের প্রোপরশনটা বেড়ে চলেছে। বিটুইন ১৯৫১ অ্যান্ড ১৯৫২ সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে বেড়ে বেড়ে ৩০ পারসেন্ট খরচ বেড়েছে। কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ বেড়েছে মাত্র ইউ পি-র ৭৭ পারসেন্ট, অথচ খরচ হচ্ছে দু জায়গায় সমান। ইউ পি-র রেভিনিউ যা বেড়েছে, তার ৭৭ পারসেন্ট বাংলাদেশে বেড়েছে, কিন্তু তার খরচ হচ্ছে দু-জায়গার সমান; অর্থাৎ তার খরচ বেড়েছে ৩০ পারসেন্ট।

[4—4-10 p.m.]

ইউ পি-তে যে রেভেনিউ বেড়েছে তার ৭৭ পারসেন্ট বাংলায় বেড়েছে, কিন্তু খরচ বেড়েছে দুই জায়গায় সমান—৩০ পারসেন্ট। কিন্তু আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যখন টাকা চাই কোন স্মল ইরিগেশন স্কিমএর জন্য কিংবা স্মল ড্রেনেজ স্কিমএর জন্য তখন তিনি বলেন টাকা নেই। কিন্তু এইজন্য মুখ্যমন্ত্রী কোন চেণ্টাও করেন না যে কোনরকম ইকনমি করে খরচ কমাবেন। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রত্যেক ডিভিসনএ একজন করে কমিশনার আছেন। এই কমিশনার থাকার কি দরকার আছে? তার কয়েকটি রেভিনিউএর আপিল ম্যাটার ছাড়া আর কোন কাজ নেই। অর্ধেক সময় তাঁকে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। অথচ তাদের রাখতে হবে। কেন রাখতে হবে তার কারণ তিনি কয়েকটি সিনিয়র অফিসারকে একটু বেশি মাইনে দিয়ে রাখতে চান। তারপর ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টএ ১৯৫৯-৬০ সালে জমিদারী হাতে নেবার পর ধরুন, আপনার রেভিনিউ বেড়েছে, কত, না ৫৪ পারসেন্ট, আর খরচ বেড়েছে ১০০ পারসেন্ট —খরচ বেড়েছে ১৯৫৭ সালের তুলনায় ১০০ পারসেন্ট। আর রেভিনিউ বেড়েছে ৫৪ পারসেন্ট। আপনি ফিগারস দেখালে কি হবে, আমাদের কাছেও ফ্যাক্টস এ্যান্ড ফিগারস আছে, বলুন কোথায় এইসব ফিগারসএ ভুল আছে। তারপর বাজেট পড়বো, বাজেটের একটা হল বড় বই আর একটা হল কমলা রং-এর বই। এই বাজেট বই থেকে মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। যেমন কতকগুলি বিষয় দেখছি, তাঁর পেট্ স্কীমে কত টাকা খরচ করছেন তা বুঝবার কোন উপায় নেই। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যাদবপুর ইউনিভারসিটির জন্য কত টাকা দেন, আপনি তা কোথাও খুঁজে পাবেন না। কোন হেডএ যাদবপুর ইউনিভারসিটির জন্য কত টাকা খরচ করা হয় তা কোথাও মেনসন করা নেই। তার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। যাদবপুর ইউনিভারসিটিকে যত টাকা দেওয়া হয় তা কলিকাতা ইউনিভার্সিটিকে দেওয়া হয় না। ক্যালকাটা ইউনিভরসিটিকে সেই মন্দাভার আমলে যে ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হোত সেই ২১ লক্ষ টাকাই দেওয়া হচ্ছে। তার এক পয়সাও বাড়ান হয় নি। আর সামান্য কিছু টাকা চেয়েছিল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএ, সে টাকাও তিনি দেন নি। যেমন ইকনমিকস ডিপার্টমেন্ট ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে খোলা হয়েছে। ইউনিভারসিটি গ্রান্টস কমিশন, তারা এর ডেভেলপমেন্টএর জন্য ৪৫ হাজার টাকা দেবেন। কিন্তু ম্যাচিং গ্রান্ট দরকার সরকারের কাছ থেকে ৪৫ হাজার টাকা। সেই ৪৫ হাজার টাকা দুই বৎসর চেয়ে চেয়ে তারা হয়রাণ হয়ে গেল, সেই ৪৫ হাজার টাকা দিলেন না এবং সেইজন্য ইউনিভারসিটি গ্র্যান্টস কমিশনএর কাছ থেকে সেই ৪৫ হাজার পাওয়া গেল না। তারপর সরকারের যে সমস্ত কলেজে ছাত্ররা ধর্মঘট করেছিল বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে তার একটা কারণ রয়েছে। কলেজের মাইনে বাড়াচ্ছেন কেন? দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত কলেজ ডি পি আই-র আন্ডারএ, সেখানকার প্রফেসারসরা কোন পলিটিক্যাল পার্টির হবে, বা কমিউনিস্ট পার্টির হলে চাকরি যাবে, অন্য পার্টির হলে ঢুকতে পারবে না। তাদের কলেজের গভর্নিং বডির উপর ডি পি আইএর ভয়ানক চাপ। এই যে কলিকাতায় পাঁচটি বড় কলেজ আছে। এই সব কলেজে কিছু কিছু রিফিউজি প্রফেসারকে চাকরি দেন। আমি সিটি কলেজএর গভর্নিং বডিতে আছি। আমি দুই-একজনকে চাকরিও দিয়েছি তাঁরা মফঃস্বল কলেজের ভাল প্রফেসার, তাঁদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ তাঁরা কম্যুনিস্ট। কিন্তু এখানে তাঁরা ভালই পড়াচ্ছেন। এখন বিধানবাবু চান কি, কিছু টাকা গ্র্যান্ট দিয়ে কলেজগুলির উপর পলিটিক্যাল কন্ট্রোল। কিছু টাকা দেবেন তারপর বলবেন যে অডিট করবো। বেশ অডিট করুন। কিন্তু শুধু অডিট

তারপরে পে কমিশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা করেছিলেন to consider whether it is now time to give some increase to the salary of the low paid officers.

ও'রা তার কিছুই করবেন না—অন্যান্য সব স্টেট করেছেন। ও'রা কিছুই করবেন না। তারপরে কিনা—যেসব ফান্ডামেন্টাল রাইটস নাগরিক মাত্রেরই আছে। গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টদের তা নাই। যদি তারা কোন পাবলিক মিটিং করতে যায়, কালিপদবাবু ক্ষমা করবেন না। তাঁর কাছে চাইতে গিয়েছিল—কিন্তু তিনি রেডিও দেন নাই [এ ভয়েস: রেডিও নয়, মাইক] হ্যাঁ রেডিও বলে আমি ভুল বলেছি, তবে রেডিওর মধ্যে মাইকও ইনক্লুডেড। তারপরে ঐ যিনি রাইটার্স বিল্ডিং-এর বান্দায় কোচা ঝুলিয়ে বেড়ান দেখলেই মনে হয় আলালের ঘরের দুলাল—কোচা ঝুলে পড়ে যেন ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চলে যান, সেই বিমলবাবু (হাস্য) ল্যান্ড পলিসির ফলে—কাল খবরের কাগজে শুনেছি কাগজে আজও বেরিয়েছে, জলপাইগুড়িতে ও ২৪-পরগনায় কিসব হচ্ছে, জোতদারদের অত্যাচার চলছে চাষীদের উপর, অত্যাচারে দেশে লন্ডভন্ড কান্ডের সৃষ্টি হয়েছে। এইত নাগপুর কংগ্রেসের ল্যান্ড পলিসি ইনানসিয়েসন ল্যান্ড রিফর্ম এর মূল কথা হল—ল্যান্ড মাস্ট বিলংগ টু দি টিলারস অব দি সয়েল। ল্যান্ডএর সিলিং বে'ধে দিয়েছেন বর্গা সিস্টেম উচ্ছেদ করবেন সেটা বলা আছে ল্যান্ড রিফরম এ্যাক্টএ। বর্গা সিস্টেম তোলবার কি ব্যবস্থা করেছেন? কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট সকল পার্টি বলছে মিনিস্টার ইন-চার্জও বলছেন ল্যান্ড মাস্ট বিলংগ টু দি স্টিলারস অব দি সয়েল, কিন্তু যারা চাইছে বর্গা সিস্টেম পারমানেন্ট করার জন্য এবং সেইদিকে যাদের চেষ্টার ফলে আজ দেশব্যাপী অরাজকতা মনে হয় যেন গভর্নমেন্ট হ্যাজ এ্যাবডিকেটেড। ইন সাম পার্ট অব দি কান্ট্রি—২৪-পরগনায় ও কুচবিহারের লুটতরাজ চলেছে মানুষের লাইফ ইজ নট ইন সেফটি। এরজন্য দায়ি কে? দায়ি হচ্ছেন—আমাদের আলালের ঘরের দুলাল। তিনি কোথায় গেলেন? দেখতে পাচ্ছি না। (হাস্য) তিনি কমপেন-সেশানএর টাকা দিতে পারছেন না, কেননা স্টেট ব্যাঙ্ক সেইজন্য জমিদারদের বেনামী ট্রান্সফারের প্রতিকার করতে প রছেন না। আর তাদের ৭৫ বিঘা করে জমি দিয়ে বর্গাদারীও বাঁচিয়ে রাখছেন, আর একদিকে কম্পেনসেশানও দেবেন না। এইটেই ফ্যাক্ট। জমিদাররা সমস্ত জমি বেনামী ট্রান্সফার করে বসে আছে। বেচারী চাষীরা ক্ষেপে গিয়েছে বলছে ধর বেনামী। আর জোতদার জমিদাররা যে এত বেনামী করছে তার কারণটা কি? পাঁচ বছরের মধ্যে এক পয়সাও তাদের কম্পেনসেশন দেওয়া হয় নি—এদিক দিয়ে সরকার একেবারেই উপর হস্ত করছেন না। তাই গত দু বছরের মধ্যে দেখা গেছে সব জমি বেনামী হয়েছে। চাষীরা তাই বলছে আমরা ত জমির জন্য হ্যাঁ করে বসে আছি, কিন্তু জমি ত সব চলে গেছে এর দরুণ কি হচ্ছে কিছু আনস্টেবল আর গভর্নমেন্টের ভূমি সংক্রান্ত উইক পলিসির ফলে সমস্ত বাংলাদেশে ল এ্যান্ড অর্ডার মাথা খেয়ে দিয়েছে—

[At this stage his time limit being over the member had to resume his seat.]

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী বক্তারা যেসমস্ত অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগে ফেবারিটিজম, নেপোটিজম এবং করাপশনের ইতিহাস বেশ ভালভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। আবার বড় বড় কর্মচারীদের কার্যকাল শেষ হলে তাঁদের আবার কিভাবে চাকরীতে রাখা যায় তার ইতিহাস পরিষ্কারভাবে ডাঃ দাস দেখিয়েছেন। আমি এখন ছোট ছোট কর্মচারীদের কথা বলতে চাই। বাংলা গভর্নমেন্টের প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কর্মচারী রয়েছেন এবং এ'রাই একরকম দিনরাত্রি পরিশ্রম করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এ'রা যখন সংঘবদ্ধভাবে এ'দের ন্যায়সঙ্গত দাবীর জন্য আন্দোলন করেন তখন এ'দের অনেককে বরখাস্ত করা হয়। উপরের কর্মচারীদের সরকার এলাউন্স বাড়িয়ে দেন, কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে আন্দোলন করার জন্য এ'দের উপর জুলুম হয়। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ মিনিস্টিরিয়াল এ্যাসোসিয়েসনের অন্যতম সম্পাদক রাজেন্দ্র ভট্টাচার্যকে যিনি প্রায় ১৬ বছর কাজ করছেন—বিনা কারণে নোটিস না দিয়ে বরখাস্ত করা হয়, খাদ্য দপ্তর কর্মচারী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষকে

১৬ বছর কাজ করছেন—বিনা কারণে নোটিস না দিয়ে বরখাস্ত করা হয়; ১০-১২ বৎসর কাজ করছেন এইরকম সমিতির নেতৃস্থানীয় আবদুল মান্না, দিনেশ মিত্র, অমিতাভ গুপ্ত প্রভৃতি আরও ২২ জনকে বরখাস্ত করা হয়। এঁরা ৫৮ দফা জারী দিয়েছেন তার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন রাইটস সম্বন্ধে সরকার স্বীকার করেছেন তাঁদের আন্দোলন করার অধিকার আছে। কিন্তু এই আন্দোলন করার জন্য তাদের যে কেন ছাটাই করা হল সে সম্বন্ধে কোন সংগত কারণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেল না। পাঁচ বছর কাজ করেও তাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেই। দেড় লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে প্রায় ৯৫ হাজার তারা ১০০ টাকার কম বেতন পায়, ৬৬ ভাগ তারা ৭৫ টাকার কম বেতন পান, ১৬ ভাগ তার ৫০ টাকার কম বেতন পান এর উপরের প্রায় ২০০ জন কর্মচারী যারা হাজার থেকে চার হাজার টাকা মাইনে পান। এখন জিনিসপত্রের যে দাম বেড়েছে তাতে ১০০-৫০ টাকা যারা মাইনে পায় তাদের যে কি করে জীবনযাত্রানির্বাহ হয় একথা ভাবতে পারা যায় না। কাজেই এদিক থেকে তারা তাদের ডিফারেন্স এ্যালাউন্স বাড়াবার জন্য সংগত আন্দোলন করছে, কিন্তু সেখানে তাদের উপর জুলুম হচ্ছে। তাঁরা পি এস সি-তে পরীক্ষা দেবার অধিকার চেয়েছেন। অর্থাৎ যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করে তারা পি এস সি-তে পরীক্ষা দেবার জন্য দাবী করেছিলেন, কেবল বয়স সম্বন্ধে যারা অনেকদিন গভর্নমেন্টের কাজ করছেন তাদের সুযোগ দেওয়া উচিত। যোগ্যতা থাকলে বয়স সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। বাড়ীভাড়া একটা ভীষণ সমস্যা। কোলকাতা শহরে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়, কিন্তু মফঃস্বলে দেওয়া হয় না। আজকে কোলকাতা শহরে অনেক জিনিসপত্র সস্তায় পাওয়া যায়, যার দাম মফঃস্বলে অনেক বেশি। কাজেই তাঁরা যে বাড়ী ভাড়া এবং অন্যান্য এলাউন্স দাবী করেছেন যা অন্যান্য সরকারী কর্মচারী পান এঁরা কেন পাবেন না আমি বুঝতে পারি না। ভারত গভর্নমেন্টের কর্মচারীরা আন্দোলন করবার ফলে তাদের ফার্স্ট পে কমিশন এবং দ্বিতীয় পে কমিশন দেওয়া হল, কিন্তু এদের কেন পে কমিশন দেওয়া হবে না তা বুঝতে পারি না। পে কমিশন যদি বসান হয় তাহলে তাঁরা তাঁদের দাবীর ন্যায্যতা সম্পর্কে সেখানে সবকিছু মত পেশ করতে পারেন। কাজেই স্যার, এদিক থেকেই সেই দেড় লক্ষ কর্মচারীর প্রতি সরকার ন্যায়সংগত বিচার করছেন না।

তারপর বেকারসমস্যা বাংলাদেশে ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এখানে ১২ লক্ষ পুরো বেকার এবং অর্ধবেকার ৮ লক্ষ—মোট প্রায় ২০ লক্ষ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ জনই বেকার। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের হিসাবে প্রকাশ হয় যে প্রতি বৎসরে ২০ হাজার কর্মপ্রার্থী সেখানে গিয়ে নাম লেখাচ্ছেন। ১৯৫৭ সালে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের হিসাবে চাকরীর জন্য দরখাস্ত করেছে প্রায় দুই লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর জন এবং এর মধ্যে কাজ পেয়েছে মাত্র সতের হাজার সাতচল্লিশ জন—অর্থাৎ শতকরা ৩-৪ জন মাত্র। মহিলা কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা গত পাঁচ বছরে শতকরা ২০ ভাগ বেড়ে গেছে। এই বেকারসমস্যা যে ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছে তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা সরকারের নীতিতে নেই বা জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশানেও সে সম্বন্ধে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। প্রতি বছর আমরা ফিগার পাচ্ছি, কিন্তু তাদের কাজের কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। আমরা শুনেছিলাম যে গেঁয়োখালিতে একটা নৌ-ঘাঁটি তৈরি হবে। এটা হলে অনেক লোকের সেখানে চাকরী হতে পারে। কিন্তু আমরা এখন শুনছি যে ওটা ঐখানে হবে না, অন্য জায়গায় বাহিরে কোথায় হবে। কিন্তু এইভাবে সব জিনিস যদি বাংলাদেশ থেকে বাহিরে চলে যায় তাহলে বাংলাদেশের লোক কি করে রক্ষা পাবে এবং বাঙ্গালীর চাকরি কি করে হবে জানি না। এই ব্যাপারে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে, ডালহৌসী স্কোয়ার, থেকে, খবর পেয়েছি যে বাঙ্গালীকে বিভিন্ন চাকরিতে রিক্রুট করা হচ্ছে না এবং অবাঙ্গালী অশিক্ষিত হলেও তাকে এনে পুরানো কর্মচারীর উপরে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ম্যাকলাউডের কথা আমি বলতে পারি যে সেখানে ১৯৫৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এদেশের কোন লোককে রিক্রুট করা হচ্ছে না। ডাঃ ঘোষ অবশ্য একথা বলবেন এবং আমিও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু এটা ঠিক যে আমাদের এখানকার যারা অধিবাসী তাদের যদি চাকরি না হয় তাহলে এদেশের শাসনব্যবস্থার উপর তাদের আস্থা কিভাবে থাকতে পারে। ভারত গভর্নমেন্ট যে টাকা দেন তা দিয়ে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করছেন—তাদের বেকার সমস্যার সমাধান করা উচিত—কিন্তু অনেকে বলে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গের লোকের চাকরির কোন সুযোগ নেই। কাজেই আজ সরকারকে এদিক থেকে চিন্তা করতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা যাতে কাজ পায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা করা উচিত।

তারপর সরকারী শাসনব্যবস্থার মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে, সে সম্বন্ধে আমরা খবর পাই। সরকারী দপ্তরে অনেকে অভাব অভিযোগ জানিয়েছেন, কিন্তু সেদিক থেকে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় না বা সাধারণ লোকের অভাব অভিযোগ শোনবার কিছু ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে অনেক সময় শোনা যায় যে ফাইল হারিয়ে যাচ্ছে। বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটি সেখানে কৃষকদের উপরে খাজনার জন্য সার্টিফিকেট জারী করাতে তার বিরুদ্ধে মিউনিসিপ্যালিটিকে জানালে মিউনিসিপ্যালিটি বলে যে স্থানীয় মন্ত্রীকে না বললে হবে না। স্থানীয় মন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে আবেদন নিবেদন করা হয় এবং মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে এটা তিনি দেখবেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নি। এবং শোনা গেল যে ফাইল হারিয়ে গেছে। অর্থাৎ বহু ফাইল সময়মত হারিয়ে যায়। শাসনব্যবস্থার মধ্যে এটা যে একটা প্রকাণ্ড গলদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জনসাধারণের সমস্তরকম অভাব অভিযোগ যাতে দূর হতে পারে সেইভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত, নতুবা, এই শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা ক্রমেই চলে যাবে। কাজেই সেদিক থেকে আমার কথা হচ্ছে সরকারী বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত গলদ ও ত্রুটি আছে তা দূর করা উচিত। এই সমস্ত গলদ ও ত্রুটি যদি যথাসম্ভব শীঘ্র দূর ও প্রতীকার না করা যায় তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দিনদিন বেড়ে যাবে এবং লোকের দুঃখ-দারিদ্র্যও অবসান হবে। এই বলে আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করছি।

[4-30—4-40 p.m.]

Personal explanation

Janab Abdul Hashem: Sir, on a point of personal explanation, এই হাউসে বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা আমার সম্বন্ধে একটা রিমার্ক পাশ করেছেন যে, মগরাহাটের এম এল এ, বার্মাশেলের এজেন্সি নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট করেছে—আমার কোন লাইসেন্স নাই, আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না—তিনি যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য।

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, সাধারণ শাসন খাতে বলতে গিয়ে প্রথমেই আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমার যে ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলি আমি বিশেষ করে তাঁর কাছে জবাব চাই। একটা হচ্ছে,

to raise a discussion about the policy of the Government in deciding to hand over the fertiliser factory to the Birlas—

পশ্চিম বাংলায় যে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি হবার কথা আছে সেটা বিড়লার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। নাগপুরে অধিবেশনে আমরা কংগ্রেসের বড় বড় কথা শুনলাম, স্টেট সেক্টারএ এইসব করতে হবে—পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা দিলেন, তারপর, এখন আমরা শুনছি, এই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। দ্বিতীয়টা হল, আমি এখানে দিয়েছি—

in delaying the construction of the Optical Glass Factory at Durgapur,

অর্থাৎ সম্প্রতি আমরা শুনতে পেলাম যে, দুর্গাপুরে যে অপটিক্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরির কথা ছিল সেটাও নাকি এখন হবে না বা কোনদিন হবে না এইরকম সিদ্ধান্ত হয়েছে, যদিও আমরা জানতাম অল্পদিনের মধ্যেই ওটা আরম্ভ হবে এবং তারজন্য সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে। এখন অবস্থাটা কি আমরা জানতে চাই। তৃতীয়টা হচ্ছে—

in not taking a decision about the pharmeceutical industry in Durgapur

অর্থাৎ, ফার্মাসিউটিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রি ইন দুর্গাপুরএর কথা আমরা শুনেছি এবং এমনও শুনেছি যে, মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেই এটার কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখনও শুনতে পাচ্ছি চরম সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নি। এ সম্বন্ধে এই এ্যাসেম্বলীতে আমরা স্পষ্ট জবাব চাই। আমি আরেকটা দিয়েছি, সেটা হচ্ছে,

in not making public the report of the affairs in the Botanical Gardens—

এ সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমরা কাগজে দেখেছি, সেসব এখানে পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ

এমনিইত সংবাদপত্রে বিশেষ কিছু বেরোয় না, কিন্তু যেটুকু বের হয়, সেটাও যাতে বের না হয় তার জন্য তাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন। আমি দাবি করছি এখানে একটা জুডিসিয়াল ইনভেস্টিগেশন হওয়া দরকার। ও'রা বলছেন ফিগার দিয়ে দেখিয়েছি সব ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের কাছে লোক এসে বিপরীত কথা বলেন। এখানেতেও তদন্ত করার প্রয়োজন আছে। একটা ইনভেস্টিগেশন করলে প্রকৃত জিনিসগুলি বেরিয়ে যাবে। আমার কাট মোশানএ আছে—আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমরা দেখেছি পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন সময় গত কয়েক বৎসর ধরে বহু টাকা বহু ব্যাপারে খরচ করেছেন, এবং এই রকম অভিযোগটা, উনি নিজে যার জন্য রেসপনসিবিল, বহু বাড়ী তুলেছেন, বড় লোকের জমি বাড়ী তিনি কিনেছেন বিভিন্ন বিষয়ে। অনেকগুলি ফিরিস্তি আমি আগে দিয়েছিলাম, তার সবগুলি এখন আর দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি এটা বলতে চাই—একটা পুরান লালগোলার বাড়ী কেনা হয়েছে। কালেক্টার মনে করেছিলেন তিন লাখ টাকা দাম দিলেই হবে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সাড়ে আট লাখ টাকা দাম দিয়ে সেটা কিনেছেন। শুধু তাই নয়, এটার ব্যবস্থা করতে নাকি আরও দশ লক্ষ টাকা লাগবে, আমরা শুনেছি। এই রকম বহু ট্রানজাকশন হচ্ছে। সরকারের টাকা এইরকমভাবে খরচ করবার কি অধিকার ডাঃ রায়ের আছে? মুখ্যমন্ত্রী উনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলে, ও'নার মন্ত্রীরা বা পার্টি ও'র বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারে না। তিনি জনসাধারণের টাকা নিয়ে তচনচ করে দিচ্ছেন। এই সমস্ত জিনিসের জন্য একটা পাবলিক এনকোয়ারি করার প্রয়োজন আছে। টাকাগুলি ঠিকভাবে খরচ হয়েছে কিনা এবং বাড়ি, জমিগুলি ঠিক দামে কেনা হয়েছে, না অতিরিক্ত দামে কেনা হয়েছে, এ সম্বন্ধে ভাল করে তদন্ত হওয়া উচিত। এইরকমভাবে বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়ীটা ইনফ্লেটেড প্রাইস দিয়ে ডাঃ রায় কিনিয়ে দিয়েছেন। এই রকম বহু ইনফরমেশন আমাদের কাছে আসে, আমরা তা বলি, কিন্তু ও'রা কিছুই করেন না। এ সম্বন্ধে কি কোন ইনভেস্টিগেশন হয়েছে যে কত দামের কথা কালেক্টার বলে দিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পরবর্তীকালে কি দাম দিয়েছিলেন? তদন্ত করলে সেটা বেরিয়ে পড়বে।

সোহারামপুর (?) রিফিউজিদের ব্যাপারে, সেখানে তাদের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করা হয়েছে। সোদপুরে এইচ বি ইন্ডাস্ট্রির নাম করে বহু লক্ষ টাকা নষ্ট করা হয়েছে। এবং সেখানে একজন কংগ্রেস এম এল এ এর সাথে জড়িত ছিলেন।

বেহালায় রূপশ্রী প্রতিষ্ঠান আছে। সেটা কিনে নিয়ে এম এল এ-র মাধ্যমে আরও জমি নিয়ে কো-অপারেটিভ করা হল এবং তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করা হল। সরকার এইরকম করে কত প্রতিষ্ঠানের পিছনে ৩০-৪০ লক্ষ টাকা নষ্ট করেছেন, অথচ আজকে সেগুলির কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন ইনভেস্টিগেশন করা হয় নি। সরকারের এই রকম খরচের জন্য ইনভেস্টিগেশন হওয়া দরকার, এবং এই ইনভেস্টিগেশন আমরা দাবী করি। যদি সরকারের সৎ সাহস থাকে তাহলে এর ব্যবস্থা তারা করবেন।

[4-50—5 p.m.]

ডাঃ আমেদ তো ঘুমুচ্ছেন। সেদিন ফার্টিলাইজার সারের কথা এখানে হল, বাঁকুড়া থেকে খবর পাঠিয়েছে শ্রীসত্যনারায়ণ বাজোরীয়া, দুই বছর আগে যিনি আমাদের ফার্টিলাইজার-এর ব্যাপারে এজেন্ট ছিলেন, তার নামে মামলা চলে। যখন তিনি আপনাদের এজেন্ট ছিলেন তখন এরকম কথা হয় যে সাড়ে চার হাজার মণেরও বেশি ফার্টিলাইজার তিনি বাইরে মাদ্রাজে চালান দিয়েছেন এবং এ সম্বন্ধে এনকোয়ারি হয়েছিল। এনকোয়ারি হবার পর একজন অফিসার তার বিরুদ্ধে নানা রকম চার্জ করে তাঁকে কোর্টের সামনে দাঁড় করান। এখন আবার শুনছি তিনি মামলাটা যাতে কোন সাজা না হয় তার জন্যে তদ্বির শুরু করেছেন। অত্যন্ত বড়লোক এই বাজোরিয়া। এসব তো গেল তাকে আবার সম্প্রতিকালে

storing and distributing agent for wheat for Bishnupur

করা হয়েছে। এবং তাঁকে আয়রন এ্যান্ড স্টিলএর পার্মিট দেওয়া হয়েছে। ডাঃ আমেদ জানেন এরকম ব্যাপার বহু জায়গায় ধরা পড়েছে যে ফার্টিলাইজার মাদ্রাজ ইত্যাদি বাইরের প্রদেশে চলে যাচ্ছে এবং আমেদ সাহেব একজন ডেপুটি সেক্রেটারিকে এবিষয়ে এনকোয়ারি করতে দিয়েছিলেন। এইভাবে হাজার হাজার মণ ফার্টিলাইজার বাইরে পাচার হচ্ছে—ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ভাবছেন বাংলাদেশকে দিয়ে কি হবে—কিছুই তো সেখানে হবে না। আপনারা এদিকে বলছেন না তারা

তা মনে করেন না, কংগ্রেসের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবেদন করেছেন সকলকে সহযোগিতা করবার জন্য। আমরা তো দেখছি কি ধরনের সহযোগিতার মনোভাব ও'ই দিক থেকে আসছে। প্রথমতঃ স্বাধীনতা বলে কম্যুনিস্ট পার্টির একটা পত্রিকা আছে—সে কাগজকে জেলে দিতে দেবেন না। সমস্ত পত্রিকা জেলে যেতে পারবে, কিন্তু স্বাধীনতা পারবে না। স্বাধীনতা কি ইল্লিগ্যাল পেপার যে জেলে যাওয়ার বাধা আছে? তারপর আমরা স্বাধীনতা পত্রিকাকে বড় করে পার্বলিস করার জন্যে চীন থেকে একটা রোটারি মেশিন কিনে এনেছি—গিফট্ হিসাবে চীন সেটা আমাদের দেয় নি। এজেন্ট ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে পুলিস নানারকম প্রশ্ন করে এসেছে—এরা এত টাকা পেল কোথায়, কি করে, কিনল ইত্যাদি। এটা নাকি ডেমক্রেটিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশান, অথচ আমরা মেইন অপজিশন পার্টি একটা কাগজ বের করতে পারব না, দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে একটা রোটারি মেশিন কিনতে পারব না, এই জিনিস ও'রা ঠিক করেছেন। তারপর কি করেছেন—এ্যাডমিনিস্ট্রেশান চালাচ্ছিল, কিন্তু আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এ্যাডভাইসরি বোর্ড খড়্গপুরে করছেন—কংগ্রেস এম এল এ, দুইজন তাতে নিয়েছেন, কিন্তু খড়্গপুরের যিনি এম এল এ, তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির লোক বলে তাকে নেওয়া হয় নি। Social Adult Education Scheme Committee for the district of 24-Parganas এর ব্যাপার দেখুন। চব্বিশপরগনায় যত এম এল এ, আছে তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকের বেশি কম্যুনিস্ট পার্টির—অপজিশন দুইজন বেশি। সেখানে যে কমিটি করেছেন এতে এখানে যে কংগ্রেসের এম এল এ-দের দালল শ্রীফণি মুখার্জী তাকে নিলেন আর কংগ্রেসের অন্য লোক যিনি তিনি হলেন শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া, কিন্তু অপজিশন-এর কেউই নেই। ও'দের যারা লোক আছেন ত'দের চেয়ে একটু বেশি শিক্ষিত লোক কি আমাদের পার্টিতে বা অপজিশন-এ পাওয়া যেত না? খাদি এ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিস বোর্ড যেটা তার মধ্যে বোধ হয় পি এস পি থেকে দুইজন নিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যেও দুইজন আছেন, শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা, প্রতিমা ব্যানার্জী যিনি শ্রীমতী বেণু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীমতী গুপ্তা বোধ হয় আই সি এস-এর ওয়াইফ বলে এতে জায়গা পেয়েছেন। এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি—

democratic administration in West Bengal function
কিভাবে করছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম বোর্ড, তার মধ্যে দেখছি ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যাল, হি ইজ এ ডিফিটেড কংগ্রেস এম পি; ভবানী তালুকদার, কংগ্রেস এম এল এ, কোচবিহার; উমাপদ সিংহ, কংগ্রেস এম এল এ, মুর্শিদাবাদ: শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সরকার, কংগ্রেস এম এল এ, বীরভূম; শ্রীপ্রভাকর পাল, কংগ্রেস এম এল এ, হুগলি: আমাদের দিক থেকে একজনও নেই। তারপর রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিভিন্ন জেলায় আছে, তা আপনিও জানেন, আপনার জেলারও আছে—আপনি জানেন। সেখানে হুগলির ব্যোমকেশ মজুমদার কংগ্রেস এম এল এ, এরা সব পারমিট দেয়, লাইসেন্স দেয় ট্যাক্সি, লরি, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি ব্যাপারে এবং এখানে দেখছি ব্যোমকেশ মজুমদার, কংগ্রেস এম এল এ, যার কথা এতক্ষণ ধরে শুনলেন, সুনীল ব্যানার্জি, কংগ্রেস এম এল সি, জিতেন লাহিড়ী, কংগ্রেস এম পি, কেউ নেই আমাদের। মেদিনীপুরে মহেন্দ্র মাহাতো চেয়ারম্যান, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, কংগ্রেস, উনি এখানকার এম এল এ কিনা আমি জানি না। শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, এম এল এ কংগ্রেস, দার্জিলিংএর আর এস প্রসাদ, এম এল সি, কংগ্রেস, পি আর প্রধান, সেক্রেটারি, কালিম্পং কংগ্রেস। মদন প্রধান ব'লে একজন ছিলেন দার্জিলিংএ, তিনি যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাঁড়িয়েছিলেন, সেইহেতু তাঁর নাম কেটে দেওয়া হ'ল।

[5—5-15 p.m.]

মালদা—শান্তি সেন, কংগ্রেস এম এল এ, নিকুঞ্জবিহারী গুপ্ত, কংগ্রেস এম এল এ, সৌরীন মিশ্র, কংগ্রেস এম এল এ, মনোরঞ্জন মিত্র, মাতলা-মুরমু, কংগ্রেস এম এল এ, এইভাবে সমস্ত জায়গার ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন। হাওড়ারটা আমার কাছে নেই আপনারা ব'লে দেবেন। একই অবস্থা বোধ হয় সব জায়গায় হবে। এই গেল কো-অপারেটিভএ। তারপর আর একটা কথা ব'লে আমি শেষ করব। সেটা আরও চমৎকার। একটু টাইম লাগলে দেবেন এবং সেটা পরে অ্যাডজাস্ট ক'রে নেবেন। স্টুডেন্টস হেল্থ হোম ব'লে একটি আছে। তারা ছেলেদের টি বি

হ'লে বা অন্য কোনরকম অসুখ হ'লে চিকিৎসা করে। এর মধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড যারা তাদের অনেকের নাম আপনি জানেন। ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাঃ অমিয় বসু, ডাঃ এ সি উকিল, ডাঃ তাপস বোস, ডাঃ নীহার মুন্সী, ডাঃ এ কে সেন, ডাঃ সুনীল দত্ত, ডাঃ এইচ শেঠ, ডাঃ কে সি চৌধুরী, ডাঃ সুনীল রায়, ডাঃ তড়িৎ ঘোষ, ডাঃ এস ভট্টাচার্য, ডাঃ জে সি গুপ্ত, ডাঃ মণি বিশ্বাস, ডাঃ অরুণ সেন ইত্যাদি অনেকের নাম এর মধ্যে আছে। এরা ১৯৫১ সাল থেকে এই রকম হেলথ সেন্টার 'রান' করছেন। এবং আমরা দেখছি এই বড় বড় অনেক ডাক্তার এদের সংগে অ্যাসোসিয়েটেড আছেন। এখানে একটা চমৎকার ব্যাপার হয়েছে। এখানে তারা প্রায় ৪০-৪৫ জন ছাত্রকে চীনে পাঠিয়েছিল স্যানাটোরিয়ামএ টি বি চিকিৎসার জন্য। তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় টি বি চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে ছাত্রদের জন্য। এবং তাঁরা আরও চেয়েছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন টাকা সাহায্যের জন্য এবং হ'ল কি—সাহায্য তো কিছুই হ'ল না, এত কাজ করা সত্ত্বেও তাঁদের সেখানে অল্প টাকা দিলে এক্স-রে ক'রে দেন, বিভিন্ন রোগের ঔষধ দেন, বিভিন্ন রোগের ব্যবস্থা ক'রে দেন। যার জন্য যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে, বিশ্বভারতী থেকে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সিনেট থেকে তাঁরা সার্টিফিকেট পেয়েছেন, প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন, সাবসিডি পেয়েছিলেন, ১০ হাজার টাকাও পেয়েছিলেন। এবং শ্রী এ বি চ্যাটার্জি, আই সি এস, তিনি রিহ্যাবিলিটেশন মিনিস্ট্রির তরফ থেকে কয়েক বছর আগে এই হোম ভিজিট ক'রে তিনি তাঁদের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন যে, এঁ'রা খুব ভাল কাজ করছেন। কিন্তু তাঁরা যখন সাহায্যের জন্য গেলেন, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছিল যে, এদের সাহায্য দেবেন, রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে, যখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেলেন তখন কি রেজাল্ট হ'ল? হ'ল এই যে, একটা সিক্রেট সার্কুলার বেরিয়ে গেল ১৯৫৬ সালে এবং তাঁরা বললেন যে, গ্রান্ট তো দেওয়া হবেই না এবং সিক্রেট সার্কুলারএ বলা হ'ল, এটা কমিউনিস্ট অর্গানিজেশন। ও'রা টি বি-র চিকিৎসা করুন বা যাহাই করুন, ও'দের দেওয়া হবে না। ডাঃ নলিনী সেনগুপ্ত কবে কমিউনিস্ট হলেন তা আমি অন্তত জানি না। ডাঃ এ সি উকিল কবে কমিউনিস্ট হলেন আমি অন্তত জানি না। এবং আরও যেসমস্ত বড় বড় ডাক্তার তাঁদের ও'র মতনই এফ আর সি এস ডিগ্রি আছে, এম আর সি পি ডিগ্রি আছে। দুটো এফ আর সি এস আছে, এরকম অনেক কিছু আছে। তা সত্ত্বেও তাঁরা সিক্রেট সার্কুলারএ এই কথা বললেন। তারপর আর একটি চমৎকার ব্যাপার আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। এঁ'রা গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করতে এই সবের পর যে, অন্তত সিক্রেট সার্কুলারটা উইথড্র ক'রে নিন। সেখানে ডাঃ নীহার মুন্সী তাঁদের সংগে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই তাঁদের বললেন যখন তাঁরা চেয়ারে বসলেন,

Is it not a fact that the Home has been sponsored by the Bengal Provincial Students Federation?

সেখানে অনেক কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা আছে সেইজন্য তিনি এটা বললেন। তারপর উনি বললেন, Is it not a fact that it has association with the Communists and Shri S. K. Acharya was named as as such.

শ্রী এস কে আচার্য, আপনি তাঁকে চেনেন, তিনি এখন এম এল সি হয়েছেন। উনি আছেন, কাজেই আমরা টাকা দিতে পারি না। ওটা কমিউনিস্ট হয়ে গেল। ডাঃ মুন্সী সেখানে প্রতিবাদ করলেন। তারপর উনি বললেন, চায়না, চেকোস্লোভাকিয়া বা ইউ এস এস আর, এইসব জায়গা থেকে কেন সাহায্য পাচ্ছে? তাঁরা বললেন যে, সবার কাছেই চেয়েছিলাম কিন্তু এঁ'রা সাহায্য দিয়েছেন, তবে এখন ফ্রান্সও দিচ্ছে, এটা ও'রা বললেন।

উনি বললেন, ফ্রান্সেও কমিউনিস্ট আছে। (হাস্য)। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একথা বললেন। তখন এঁ'রা বললেন, আপনাদের এখানেও অ্যাসেম্বলিতে কমিউনিস্ট আছে। যাই হোক, এসব হ'ল—তখন উনি বললেন, তা হলে তোমরা আমাকে লিখে দাও যে, পেসেন্ট এসব দেশে পাঠাবে না। এসব দেশ থেকে সাহায্য নেবে না। তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি কিনা দেখব। তখন তাঁরা বললেন, আপনি যদি সাহায্য করেন তা হলে আমরা বাইরে থেকে সাহায্য নিতে যাব কেন? বাইরে সবারই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তাঁরা লিখলেন, কিন্তু লেখার পরও কিছু হয় নি। এমনকি তাঁরা বললেন, আপনাদের প্রতিনিধি দিন, আমাদের বোর্ডে, কিন্তু তাও করেন নি এবং কোন ব্যবস্থাও হয় নি। তারপর আর একটা ঘটনা আপনি দেখুন।

শুধু এতেই ক্ষান্ত হ'ল না। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর সিদ্ধান্ত গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সাহায্যের জন্য এবং বোধহয় যা কিছু আলোচনা হয়েছিল তারপরে রাজ্যপাল চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

I am also enclosing a copy of a letter that I received from the Vice-Chancellor, Prof. Siddhanta regarding reservation of T.B. beds for students which he had also discussed personally with me. I am shocked to find that the Leftist Parties are sending some of our students to China for treatment. I need hardly add that in addition to treatment for T.B., they also received indoctrination.

স্পীকার মহোদয়, আমি তো এখানে একটু বিপদে পড়ে গেলাম। রাজ্যপাল সম্বন্ধে কথা বলার মত আমার অধিকার নাই, কিন্তু যে রাজ্যপাল এইরকম চিঠি লেখে তার কি অধিকার আছে? তা হলে তিনি যখন পজিশন রাখতে জানেন না, যে রাজ্যপাল পজিশন রাখতে জানেন না তাঁর সম্বন্ধে বোধহয় বলা যায়। তিনি লিখেছেন, চায়নায় নিয়ে গিয়ে শুধু চিকিৎসাই করে না, ইনডক্ট্রিনেটও করে। রাজ্যপাল কি জানেন না, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কি জানেন না, ভিলাই প্ল্যান্টে কি তাঁরা সাহায্য পাননি? ইঞ্জিনীয়াররা কি ট্রেনিং নেন না? সেখানে কি তাঁরা সাহায্য পাচ্ছেন না? আপনি যুগোশ্লাভিয়ায় যান সাহায্য চাইবার জন্য। সেজন্য আমরা বলছি টি বি চিকিৎসা সম্বন্ধে যদি এরকম কথা চলে তাহলে এতে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলতে পারে? এদের কি মায়া দয়া ব'লেও কোন জিনিস নেই? নিজেরা ব্যবস্থা করতে পারবে না ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যাবে, বাইরের কোন বন্ধুরাষ্ট্র সাহায্য করবে চিকিৎসার জন্য—সেটাও তাঁরা চান না। শেষ পর্যন্ত এরা দাঁড়াবে কোথায়? আমাদের চীফ সেক্রেটারি শেষ পর্যন্ত লিখলেন, ঠিক আছে -অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো—মুখ্যমন্ত্রীকে নোট দিয়েছেন—আয়রন কার্টেন কান্ট্রির হেল্প না নিলে সাহায্য করব কিনা ভেবে দেখব। অর্থাৎ আয়রন কার্টেন কান্ট্রিজএ না যাও তা হলে সাহায্য করব। এখন অবশ্য বলে দিয়েছি, ওদের অশেষ ক্ষতি করবেন, এতদিন বলি নি, ভেবেছিলাম পরিবর্তন হবে এঁদের মনোভাবের। এ জিনিস তাঁরা করেছেন। এই যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয় তা হলে কোথা থেকে সহযোগিতার প্রশ্ন আসে? ওখানে দাঁড়িয়ে বার বার বলছেন আপনারা কনস্ট্রাক্টিভ তো কিছু বলছেন না? আমি বলি, চুলোয় যাক সব কনস্ট্রাক্টিভ সাজেশশন—যারা টি বি রোগীকে নিয়ে এরকম খেলা করে কোন কনস্ট্রাক্টিভ সাজেশশনএর দরকার নাই, এই সরকারকে ধ্বংস করাই হচ্ছে একমাত্র কনস্ট্রাক্টিভ পলিসি, তা ছাড়া আর কিছু নাই।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes]

[*After adjournment.*]

[5-15—5-25 p.m.]

Mr. Speaker: Honourable members, I shall try to stick to the time-table as far as possible but I shall also have to modify it in the best possible way I can.

Personal explanation

Sj. Bomkesh Mazumdar:

স্যার, আমি এই হাউসে যখন উপস্থিত ছিলাম, তখন বিপক্ষ দলের মাননীয় মনোরঞ্জন হাজরা এবং মাননীয় জ্যোতি বসু মহাশয় আমার বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা অভিযোগ করেছেন, আমি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলতে চাই যে, এইসমস্ত অভিযোগ যদি তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন, তা হ'লে আমি অ্যাসেম্বলির আসনে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত আছি। এইভাবে এসমস্ত মিথ্যা আরোপ করা হয় তাতে আপনার আসন থেকে যদি আমরা কোন প্রোটেকশন না পেতে পারি তাহলে এর মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাবে। অপরপক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আমি নাকি গুণ্ডাদের ছাড়াবার চেষ্টা ক'রে থাকি, আমি আপনার কাছে প্রকাশ করতে চাই যে, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

Mr. Speaker:

কারও নাম নিতে হবে না।

Sj. Bomkesh Mazumdar:

সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি পুলিসমন্ত্রী মহাশয়কে সাক্ষী রেখে আপনার কাছে প্রমাণ করতে চাই যে, ঐ তরফ থেকে সেই সমস্ত নিন্দনীয় লোকদের ছাড়াবার জন্য যে প্রয়াস করেছিল তা সত্য, কিন্তু তাঁরা যে সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

Mr. Speaker: That's all right! Shrimati Labanya Prova Ghosh will now speak.

Major Head: 25—General Administration.

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

ব্রিটিশের কাছ থেকে পাওয়া শাসনের কাঠামোকে অন্তহীন কাল ধ'রে চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা স্বরাজ জীবন আরম্ভ করি নি।

উদ্দেশ্য ছিল জনগণের আত্মশাসনের উপযোগী শাসনের কাঠামো গঠন করা, বিকেন্দ্রীত জনশাসন প্রবর্তিত করা। কিন্তু মনে হচ্ছে বর্তমান শাসন জনগণের আত্মশাসনের সেই চাহিদাকে চিরকাল বঞ্চিত রেখে ব্রিটিশ আমলের ধারাকেই ধ'রে রাখতে চান। এর মধ্যে পঞ্চায়েতী আসন ধারার কথা উঠতে পারে। যে পঞ্চায়ত গঠনের পরিকল্পনা হয়েছে সেই পঞ্চায়ত কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শাসনধারারই এক অংশ মাত্র। ওপর থেকে অনুগ্রহ ক'রে দেওয়া ক্ষমতার ছায়া-মাত্র। পঞ্চায়েতী শাসন অর্থাৎ পল্লী স্বরাজ শাসনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সমগ্র শাসনের কাঠামো গড়ার পরিকল্পনা বা লক্ষ্য এতে নেই। দিল্লীর ও কলকাতার মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের সহজ অধিকারের মত সমগ্র প্রদেশে বা সমগ্র ভারতে পল্লী বা জেলা মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের অবধারিত সহজ অধিকার আজও প্রবর্তিত হয় নি। জনগণের অন্তরে বহু দিনের দাবি আছে ব'লে ব্রিটিশ আমলের স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনার মত পঞ্চায়তী শাসনের পরিকল্পনা অবশ্যই করা হচ্ছে। কিন্তু তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পঞ্চায়তী শাসনের অভিনয় ক'রে কিভাবে জনগণের এই পঞ্চায়তী আত্মশাসনকে ব্যাহত করা যায়। জনগণকে এইভাবে বঞ্চিত করার দৃষ্টিতে বিহার আমলের পঞ্চায়তী পরিকল্পনা আমলাতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে আরও উপযোগী ছিল। বাঙলার পঞ্চায়তী পরিকল্পনার চেয়েও আরও উদ্ভট, আরও অদ্ভুত যে পঞ্চায়ত পরিকল্পনা সেই বিহার পঞ্চায়তী পরিকল্পনাকে কিভাবে পুরুলিয়া জেলার মাথায় আরও দীর্ঘকাল চাপিয়ে রাখা যায় আজ তারই ষড়যন্ত্র চলেছে। এই মর্মেই আজ এক বিলেরও অভ্যুদয় হয়েছে। এই-সমস্ত ব্যাপারে সূচিত করছে জনগণের আত্মশাসনব্যবস্থাকে বঞ্চিত ক'রে কেন্দ্রীভূত শাসন বজায় রাখার আগ্রহ। সাধারণ শাসন পরিচালনা ব্যাপারেও বিহারের আইন ও বাঙলার আইনের বিভ্রান্তি জটিলতার থেকে মুক্ত এক পরিষ্কার ধারা প্রবর্তন করার শক্তি এবং তৎপরতা আজও দেখা দিল না। উভয় আইন ধারার মধ্যে যেগুলি জনগণের অসুবিধাজনক ও জনগণকে শোষণের উপযোগী সেইগুলি বাছাই ক'রে আমাদের জেলার প্রতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। পঞ্চায়ত, কোর্ট ফি প্রভৃতি বহু উদাহরণই এই বিষয়ে আছে। এইভাবে শাসনধারা বিষয়ে যেমন বহু কথা বলার আছে শাসনব্যবস্থা বিষয়েও গুরুতর অভিযোগসমূহও রয়েছে। এই শাসনধারা পক্ষপাত-দুষ্ট নগ্ন রাজনীতিরই পরিচায়ক। বিহার-সরকার যে বিষদুষ্ট শাসনধারা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সেই শাসনের উপযোগী যে ভয়াবহ সমাজবিরোধী অনুচরমণ্ডলী তৈরি ক'রে দিয়ে গেছেন অত্যন্ত নোংরা এবং জঘন্য হ'লেও রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির অতি সহজ সেই উপায়ের আশ্রয়কে পরিত্যাগ করবার লোভ এই পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পরিত্যাগ করতে পারেন নি। ইতিহাসে অতিকুখ্যাত সেই বিহার-সরকারের ধারাকে এই সরকারও দ্বিধাহীনচিত্তে অনুসরণ ক'রে চলেছেন। কংগ্রেসী কুশাসনের বিরোধী শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য জেলা শাসন শক্তি আইনের সুযোগে, আইনের নামে সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূতভাবে নগ্ন বিসদৃশ দমনের ধারা বহন ক'রে চলেছেন। জনসেবী কর্মীদের নামে পুলিস মিথ্যা অভিযোগের বিবরণ সৃষ্টি করছে। বিচারের দরবারে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে মামলা বাতিল হয়েছে কিন্তু একই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস যেমন বারম্বার মিথ্যা অভিযোগের বিবরণ প্রদান ক'রে গেছেন শাসনবিভাগীয় রাজকর্মচারীরাও তেমনি বারম্বার সেই একই বিষয়ে মিথ্যা মামলার অবতারণা ক'রে গেছেন। শাসনযন্ত্রের দ্বারা

রাজনীতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যক্তিদের উপদ্রবে অধিকার বঞ্চিত মানুষ আদালতের আশ্রয়ে গিয়ে সম্পত্তির অধিকার লাভ করেছে তবু তার সেই সম্পত্তি থেকে তাকেই বঞ্চিত করার জন্য রাজকর্মচারীদের দ্বারা একের পর এক রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর প্রতিকার কোথাও নেই। সমস্ত জেলাব্যাপী শাসনের নামে অবিচার জনসহায়তার নামে লুট, শাসন ও শৃঙ্খলার নামে রাজনীতি, নিরাপত্তার নামে অত্যাচার ও দমন আজ অবাধে চলেছে। এইসমস্ত কর্মধারার পেছনেই সমগ্র শাসনযন্ত্র আজ জড়িত রাজকর্মচারীরা আজ জড়িত। অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগসমূহ করা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে প্রাদেশিক ও জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তদন্ত বা প্রতিকার দূরের কথা, এই ধারা ক্রমবর্ধমান গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে এসবের বিষয়ে অভিযোগের সম্মুখীন হবার সাহস সরকারের নেই এসব অস্বীকার করাবার শক্তি সরকারের নেই এবং আমরা উপলব্ধি করেছি এসবের প্রতিকার করবারও সদিচ্ছা, সততা বা কর্মলক্ষ্য আদৌ সরকারের নেই।

[5-25—5-35 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে রাইটার্স বিল্ডিংসএর ডাঃ রায়েরই একজন অফিসার যে মন্তব্য করেছেন ইংরেজী শব্দ না হ'লেও সেটা আমি সমর্থন করি। তিনি বলেছেন যে, এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নয়।

but it is bad ministration for the public and ministration for those who are the victims of the administration, because they have failed to satisfy the departmental fans.

স্যার, জ্যোতিবাবু বোটানিক্যাল গার্ডেন্সএর মধুচক্রের রিপোর্ট সম্পর্কে বলেছেন। সে সম্পর্কে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এই রিপোর্টটাকে কেন চেপে রাখা হয়েছে? এ ব্যাপারে শ্রীমিলনাথ মুখার্জিকে দিয়ে যে এনকোয়ারি করানো হয়েছে সেটা কি কমিশন অব এনকোয়ারি অ্যাক্ট অনুসারে হয়েছে—তা যদি না হয়ে থাকে তবে কিভাবে হয়েছে? ওপেন এনকোয়ারি কেন করা হচ্ছে না? আপনি বলেছেন অফিসারদের সম্বন্ধে যেন কিছু না বলা হয়, আমি সেটা বলতে চাই না, আমি কেবল দুজন মন্ত্রীর সম্বন্ধে বলতে চাই—একজন হচ্ছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং আর একজন হচ্ছেন পুলিসমন্ত্রী। এ'রা যে পজিসন অকুপাই ক'রে আছেন তাতে তাঁদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যাতে কেউ সন্দেহ করতে পারে যে, তাঁদের সাথে কোন ব্যাপারে কারও যোগাযোগ আছে। কালকে সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয় বলেছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে কালী করালী এক এবং সেই করালী বোস মহাশয় যিনি হাওড়ার এস পি ছিলেন তাঁর সাথে কালীবাবুর যে যোগাযোগ তিনি সেটা উল্লেখ করেছিলেন—আমি সেটা করতে চাই না কিন্তু এই ভদ্রলোক সেক্রেটারিয়েট কো-অপারেটিভ কলোনিতে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে যে বাড়ি করছেন সে সম্পর্কে কালীপদবাবুকে বলা হয়েছিল এবং আমি অভিযোগ আনছি যে, সেই অফিসারটা

he was in league with the wagon breakers.

তাঁর মেন এজেন্ট ছিল সার্কেল ইন্সপেক্টর, হাওড়া। কালীপদবাবুর উচিত এসমস্ত অভিযোগ যখন আসে তখন সে সম্বন্ধে এনকোয়ারি করা, কিন্তু এনকোয়ারি না ক'রে কালীপদবাবু রাইটার্স বিল্ডিংসএ এই অভিযোগগুলি যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁদের যাতে দমন করা যায় তার জন্য কনফারেন্স ডেকেছিলেন সেক্রেটারিয়েটে। সেজন্য আমার বক্তব্য যে, আজকে আমরা যেসমস্ত নির্দিষ্ট অভিযোগ করেছি সেই সম্পর্কে আই জি-কে দিয়ে কালীপদবাবুর যদি সৎসাহস থাকে একটা এনকোয়ারি করানো। এর পর আমি মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে বলতে চাই। কো-অপারেটিভ হাউসিং লিমিটেড ব'লে পাতিপুকুরে একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি ১৯৫০-৫১ সালে হয়েছিল। ডাঃ রায়ের বিশেষ বন্ধু শ্রী জে সি মুখার্জি তার চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হচ্ছেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ প্রেস্টন ব'লে এক ভদ্রলোক। ১৯৫২ সালের পর থেকে তাদের কোন জেনারেল মিটিং হয় নি, যদিও নিয়মানুসারে জেনারেল মিটিং হওয়া উচিত ছিল। প্রথম জেনারেল মিটিংএ শ্রী মুখার্জি এবং প্রেস্টনকে শেয়ারহোল্ডাররা সরিয়ে দেন এবং তাদের সরিয়ে দেওয়ার কিছুদিন আগে ভাল্ট অন দি ইভ অফ দেয়ার রিমুভ্যাল দেড় লক্ষ টাকা এই দুই ভদ্রলোক হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়েছেন। সাকসেসর

বোর্ড কোন কাগজপত্র পায় নি, তাঁদের বাড়ি সার্চ করা হয়েছিল। তখন যিনি ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছিলেন এম এন চৌধুরী, তিনি তাঁদের সম্বন্ধে এনকোয়ারি ক'রে রেকমেন্ড করেছেন সারচার্জের কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত শ্রী মুখার্জি এবং প্রেস্টন মহাশয়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। শুধু তাই নয়, ১৯৫২ সাল থেকে শ্রীচিত্ত রায় মহাশয় মন্ত্রী হবার পর মিঃ প্রেস্টন ডাঃ রায়ের পরিচিত এবং তাঁর বাড়িতে থাকেন শ্রীপ্রতাপ মিত্রকে ইনফ্লুয়েন্স ক'রে তাঁর মারফৎ চিত্ত রায় মহাশয়ের কাছে সেই কেস দিয়েছেন—সেই কেস এখনও চাপা পড়ে রয়েছে, কোন ব্যবস্থা হয় নি এবং টাকার ব্যাপারেও কিছু করা হয় নি। আর একটা কথা ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে স্টেটসম্যান কাগজে বেরোয়

into land transaction excess payment of over Rs. 30 lakhs alleged.

সে সম্পর্কে ৩০ লক্ষ টাকা, ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে গাফিলতি ক'রে কিংবা ইচ্ছা ক'রে যেভাবেই হোক একটা টেকনিক্যাল ডিফেক্টের সুযোগ নিয়ে সেই টাকা তছনছ ক'রে দেওয়া হয়েছে, অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে এবং সেই খবর দেখে মনে হয় যেন অফিসারদের গলদের জন্য এরকম হয়েছে, কিন্তু আমাদের খবর যে, সেটাতে অফিসারদের গাফিলতির কোন প্রশ্ন নেই, এ জিনিস ডাঃ রায় নিজেই করেছেন। ডাঃ রায় নিজে একটা জায়গায় যে মূল্য নির্দিষ্ট হয়েছিল তার তিনগুণ বাড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। টালিগঞ্জে একটা জমি দখল সংক্রান্ত কাগজে তিনি নিজে স্বাক্ষর করেছেন। তখন মূল্যবৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই ফাইল পাছে অন্য কারও হাতে আসে তার জন্য ডাঃ রায় সেই ফাইল অফিস থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের হেফাজতে সেই ফাইল আটকে লুকিয়ে রেখেছেন—আমি জানতে চাই, একথা সত্য কিনা। উনি হয়ত বলবেন, যেমন কালীপদবাবু কালকে বললেন যে, তাঁদের কাছে আমরা ধর্ণা দিতে যাই, কিন্তু আমি বলতে চাই যে, মন্ত্রীরা পেড পাবলিক সার্ভেন্টস, তাঁদের কাছে অভিযোগ নিয়ে যাবার আমাদের অধিকার আছে।

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহোদয়, সাধারণ শাসন আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনদিক দিয়ে সরকারী শাসনব্যবস্থা যে অধঃপতনের দিকে চলেছে তা আমি দেখাবো। প্রথমত, সর্বোচ্চ সেক্রেটারিয়েটের কথা। বৃটিশের তৈরি এই আই সি এস স্টীল ফ্রেম অত্যাচারীদের প্রধান স্তম্ভ। বৃটিশ আমলে নানা দোষের মধ্যে সেখানে সু ডিসিপ্লিন ছিল। এখন তা নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খুব স্ট্রংম্যান ব'লে শুনি, কিন্তু স্ট্রেংথ থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাকের ডগায় সমস্ত সেক্রেটারিয়েট উপদলে ভাগ হয়ে গেছে। হেড অব দি পুলিস ডিপার্টমেন্ট এবং চীফ সেক্রেটারি দুজনে দুই কীলকের মাথায় ব'সে রয়েছে। প্রমাণ চান? ডাঃ রায় নিজেই জানেন, কি কারণে আই জি পুলিস রেজিগনেশন পর্যন্ত দিয়েছেন। এই ঘটনা ডাঃ রায় অস্বীকার করতে পারবেন না। সেই রেজিগনেশন লেটার আমি দেখেছি। লড়াই চলছে চীফ সেক্রেটারি ভার্সেস আই জি অব পুলিস। এই লড়ালড়ি যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তা আপনি ধারণা করতে পারবেন না। চীফ সেক্রেটারি নিজের ঘরে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসিয়েছেন। বসান, আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু টেলিফোন ট্যাপ করেন—এতে আমাদের আপত্তি। মন্ত্রীদের সঙ্গে বাইরের লোকের কি কথা হচ্ছে সেটা তিনি ট্যাপ ক'রে শোনেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি রাজি থাকেন আমি তাঁকে বলছি বিধানসভার অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলুন চীফ সেক্রেটারির ঘরে টেলিফোন ট্যাপ করার যন্ত্র দেখতে পাবেন। আশ্চর্যের কথা, বিধানবাবু কার সঙ্গে কথা বলবেন চীফ সেক্রেটারি তা ট্যাপ করবেন

Can you think of it, can you dream of it?

ইংলন্ডে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল তার জন্য, সেখানে মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। আমাদের এখানে কি হচ্ছে? তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উপরে নয়, কোন মন্ত্রীর উপরে নয়, অথচ মুখ্যমন্ত্রীর উপর খবরদারি হচ্ছে, স্পাইং হচ্ছে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রক্ষাকারী হ'ল আমলাতন্ত্র ও সৈন্যদল। এই উপদলীয় লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ছোট ছোট অফিসার ও সরকারী কর্মচারী ভুগছে। ঠিক হ'ল—২২এ ফেব্রুয়ারি তারিখে কেবিনেটে একজন অফিসারের বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। চীফ সেক্রেটারি মহাশয়ের রাগ সেই অফিসারের উপর। কারণ অফিসারটি কোন উপদলে যেতে রাজি নয়। সুতরাং তাঁকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় রিপোর্টারদের তিনি ডাকলেন ২০এ

তারিখে। তাঁদের কাছে ফাইল ফেলে দিলেন এবং পরের দিন ২১এ তারিখে আনন্দবাজারে আগের দিন দুই কলম হেডলাইন দিয়ে সেই অফিসারের নামে মিথ্যা খবর বেরিয়ে গেল। আপনি ধারণা করতে পারেন নীচতার পরিমাণ? এমনকি ইংরেজ আমলে এ জিনিস কোনদিন ছিল? এতে ডিসিপ্লিন থাকতে পারে না। রাইটার্স বিল্ডিংসএ কোন এক সেক্রেটারির চেম্বারে যান। দুঃখ ক'রে তিনি বলেন, "সুবোধবাবু করব কি, এদিকে গেলে ভেড়ের ভেড়ে, ওদিকে গেলে নির্বংশের ব্যাটা। সবই তো বুঝি কিন্তু করার উপায় নেই, আওয়ার হ্যান্ডস আর টায়েড। সত্য কথা বললে আবার হুগলিতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ক'রে ট্রান্সফার ক'রে দেবে, বুড়োবয়সে সেটা আর চাই না।" এই কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন? গোটা দেশকে দুর্নীতিতে ভরিয়ে দিয়েছেন? বেয়ারা চাপরাশীকে সাজা দিয়ে দুর্নীতি দূর করা যায় না; দুর্নীতি দূর করতে হলে মাথায় যারা বসে আছে তাদের দুর্নীতি মুক্ত করতে হবে সবার আগে।

[5-35—5-45 p.m.]

চীফ সেক্রেটারি এই দুর্নীতির ঊর্ধ্বে বলতে পারেন? তিনি দেন নি তাঁর তাঁর ছেলেকে যার জন্য বহু প্রশ্ন উঠেছে—বদ্ধ পাগল ছেলে—নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংএ টেকনিক্যাল এডুকেশন এর ক্ষেত্রে একটা কাজে তাঁকে মোটা মাহিনাতে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। মিঃ স্পীকার, স্যার, তিনি ড্রয়ারের চাবি আনতে সপ্তাহে ৬ দিনই ভুলে যান। তাঁর কথা উঠলেই অন্য সকলে বলেন, দরকার নাই বাবা এই কথা ব'লে কারণ কথা বলতে গিয়ে কি শেষকালে চাকরিটা যাবে? সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে কিরকম অসন্তোষ আপনি ধারণা করতে পারবেন না। সরকারী নীতি ভাল কি মন্দ সেসব কথা ছেড়ে দিলাম— সরকারী নীতির সঙ্গে আমার মৌলিক পার্থক্য আছে। আপনার নীতি যদি কার্যকরী করতে হয় তা হ'লে

you must have a band of faithful, satisfied, reliable and honest workers.

আজকে সুপারঅ্যানুয়েটেড লোক দিয়ে বিভাগগুলি ভর্তি ক'রে দিচ্ছেন উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না, এ'দের ছাড়া? যাঁরা মাথায় আছেন তাঁরা যদি ভাল অফিসার তৈরি করতে না পারেন তা হ'লে তাঁরা কম্পিটেন্ট হলেন কি ক'রে? কেন বিধানবাবু এসব সুপারঅ্যানুয়েটেড লোকদের রেখে দিয়েছেন? যেহেতু তাঁরা সুপারঅ্যানুয়েটেড তাই তাঁরা মন্ত্রিমহাশয়দের চটাতে পারেন না—তাই তাঁরা মন্ত্রিমহাশয়দের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। তারপর সরকারী কর্মচারীদের শতকরা ৭৫ ভাগ টেম্পোরারি, তাঁদের চাকরির স্থায়িত্ব নাই, তাই তাঁরা উপরিওয়ালার দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না। কেন তাঁদের এভাবে রেখেছেন? আপনাদের নিজেদের কর্মচারীদের বেলায় এত অবিচার কেন? সরকার আইডিয়াল এমপ্লয়ার না হ'লে কখনও নিজেদের কর্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন না। সরকারী কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছে একটা পে কমিশন বসিয়ে তাঁদের অভিযোগ দূর করা হোক, তাঁদের আরও অ্যামেনিটিস দেওয়া যায় কিনা বিবেচনা ক'রে দেখা হোক, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ-সরকার একেবারে বধির কালা হয়ে আছেন। ফলে গোটা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত দিক দিয়ে আজকে শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, as I am not as fortunate as most of the members here to get sufficient time to tell you what and how I feel about the policy of the Government I shall devote whatever little time you have allotted for me today to some of the problems of the district I come from. Sir, you will find in this House 5 members from the district of Darjeeling two are sitting in the Congress bench, two are Communists and myself, a Gorkha Leaguer. One of these two Congress members fought the last election with the Gorkha League Flag but he is today sitting .....Sir, may I use the word "shamelessly"?

Mr. Speaker: Yes, you can.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, he is today shamelessly sitting in the Congress Bench as a Deputy Minister of Labour. He is a renegade.

Mr. Speaker: I gave a wrong ruling. I am told that you cannot use the word 'shamelessly'. Please try to avoid it.

Sj. Deo Prakash Rai: If I cannot use the word 'shamelessly', what other word shall I use that would convey the meaning of the word 'shamelessly'?

Mr. Speaker: The English language is so rich that you can condemn a man without using harsh words, if you know the language well.

Sj. Deo Prakash Rai: Anyway, if that word is not parliamentary, I shall not use it again.

I was saying that of the two members, one is a renegade from whom the people of Darjeeling expect nothing. People know that he cannot voice the real feelings of the people of Darjeeling. For, if he does so he will lose his bread.

The two Communist members who, in their zeal to take up the cause of the people of Darjeeling, are mostly guided by their party politics. Under such circumstances, I feel that I should be given a little more time to advance my arguments in support of the points I raise in this House.

Now, I bring to the notice of the House some facts. Last year in reply to my speech on 17th June, 1958, the Chief Minister said in this House that the Government had decided to give hill allowance to the Government employees posted in the hill areas of Darjeeling and that the recommendations of the Darjeeling Enquiry Committee were under the consideration of the respective departments. But how is it that a section of the Government employees who had been getting 25 per cent. as hill allowance are now, after the reply given to me by the Chief Minister last year, getting only 10 per cent. as the said allowance? Of course, I do not say that Dr. Roy was trying to throw dust in our eyes. But how is it that it has come down from 25 per cent. to 10 per cent.?

And about the recommendations of the Darjeeling Enquiry Committee, Dr. Roy said that they were being given effect to by the respective departments. It is more than nine months since that reply was given to me by Dr. Roy, but uptil now nothing has come out of those recommendations. Sir, the report of the Darjeeling Enquiry Committee had been finally submitted to the Government on the 9th September, 1957, under the signature of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee who happened to be the Chairman of the said committee. So, already more than one year and five months have elapsed and eventually the report is, lying in the dusty archives of the Writers' Buildings. Sir, whenever there is an agitation for some demands from the people of the district of Darjeeling, Government come forward and hold out big promises, which they never care to fulfil after the storm is over. You can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Sir, I ask Dr. Roy, where is the Residential University for North Bengal in Darjeeling promised by him on the eve of the visit of the S.R.C.? I also want to know from the Chief Minister what has happened to the report of the Darjeeling Enquiry Committee in which they have admitted, accepted and recommended in some vague terms the demand of the people for the formation of an Autonomous District Council for Darjeeling. Sir, you can go through that report which bears the precious signature of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee. This report has also recorded the sentiments of the people in the matter of recognition of Nepali as one of the State languages of West Bengal. Last year, on the 26th March, 1958, when we adopted unanimously a resolution on the report of the Official Language Commission, we had also agreed to recommend Nepali as one of the State languages under Article 345 of the Constitution.

[5-45—5-55 p.m.]

We want to know what has happened to that resolution? In formulating their policy the State Government always ignore the district of Darjeeling, which has its peculiar problems.

[At this stage the red light was lit.]

Sj. Narbahadur Gurung: Sir, on a point of personal explanation.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I have not finished yet.

Mr. Speaker: How many minutes more do you want?

Sj. Deo Prakash Rai: Only one minute. I see that Shri Narbahadur Gurung is going to give an explanation. Sir, it would be in the fitness of things if Mr. Gurung comes forward in this House with a statement as to what is he doing with his demand of separating Darjeeling from West Bengal. I am sure the demand had not come out of devil's workshop.

Sj. Narbahadur Gurung: Mr. Deo Prakash Rai said in the House that I stood on Gorkha League ticket in spite of the very fact that he had his official candidate in Mr. Madan Kumar Pradhan as the Gorkha League candidate against whom I fought as an independent candidate supported by the Gorkha League party and the Congress party.

Sj. Tarapada Chaudhuri:

অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিধানসভায় জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর জন্য ব্যয়বরাদ্দের যে দাবি উত্থাপিত হয়েছে তার উপর যে বিতর্ক চলছে তার মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করেছি এই বিষয়টি যে আজকে প্ল্যান পিরিয়ডএ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেমনভাবে চালু হওয়া দরকার, তার স্ট্রাকচার কি রকম দরকার তার পার্সোনেল কি রকম হবে, তার রিক্রুটমেন্ট কোনভাবে হবে, কি ক'রে একে এফিসিয়েন্ট ক'রে তোলা যেতে পারে, ইনকোরাপসিবল করা যেতে পারে এসকল বিষয়ে আজকের বিতর্ককালে খুব কম বন্ধুর নিকট থেকে আলোচনা শোনা গেছে। আজকে আমি এই কথা বলতে চাই যে, সমস্ত দেশে এমনকি ইউ এস এ-তে দেখা যায় যে, সাধারণ লোক বা সাধারণ ট্যাক্স পেয়ার যারা তারা চিরকাল যখনই ট্যাক্স দিতে হয় তখুনি পাব্লিক সার্ভিস সম্বন্ধে একটা ক্রিটিসিজম ক'রে থাকে। আমাদের দেশেও সেই জিনিস থাকা অস্বাভাবিক এবং অন্যায় কিছু নয়। আমি বলব যে, এরকম সমালোচনা হওয়া সত্যিকারের বাঞ্ছনীয় জিনিস অবশ্য লিমিটেড আকারে যাতে এখানকার ত্রুটিবিচ্যুতি যথাযথ সংশোধিত হ'তে পারে। আমি এখানে এইটুকু বলতে চাই যে, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ যেসমস্ত জিনিস আমরা নিয়েছি সেখানে আমাদের সামনে সেগুলি আনলে সমস্ত জিনিস বেশি সময় আলোচনা ক'রে আরও বেশি টাকা স্যাংশন করা যেত। আমি এ সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলব এবং সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

আমি দেখেছি যে, ১৯৫০-৫৬ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে এই দু'টো খরচের হিসাবের মধ্যে ১৯৫৮ সালে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর হেডকোয়ার্টার্স সেক্রেটারিয়েটএ খরচ ছিল ৬৫ লক্ষ টাকা, সেটা বর্তমানে হয়েছে ১১১ লক্ষ টাকা, আর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল ৮০ লক্ষ সেখানে বর্তমানে হয়েছে ১১৭ লক্ষ টাকা; সাবডিভিশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ ছিল ১৪ লক্ষ বর্তমানে ২৬ লক্ষ হয়েছে, অর্থাৎ আজকে একটা জিনিস স্ট্রাকচার অব দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর চিত্র আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় যে, প্ল্যান পিরিয়ডএ ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস বাড়ানোর জন্য যেসমস্ত রেসপন্সিবিলিটিজ এসেছে, তার জন্য পলিসি মেকিং বডি, প্ল্যান অ্যালোকেশন অব রিসোর্সেস অ্যালোকেশন ইত্যাদি ব্যাপারে কাজ বেড়েছে এবং সেক্রেটারিয়েটও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেক্রেটারিয়েটএর কাজ হচ্ছে পলিসি মেকিং কিংবা প্ল্যান অ্যালোকেশন অব রিসোর্সেস অ্যালোকেশন। বর্তমানে সেন্ট্রাল প্ল্যান হয় প্রথমে ওয়ার্কিং প্ল্যান করার পরে সেখানে কনসলিডেটেড প্ল্যান হয়, সেখান থেকে অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস হয়, তার পর সেটা ডিস্ট্রিক্ট এবং সাব-ডিভিশনএ যায়। এই যেমন জার্মানীতে আছে একটা সংযোগরক্ষাকারী

বিভাগ—তারা একটা স্টাফ বাড যেটা পলিসি মেকিং বডি হিসাবে রিভিউ করে বিফোর অ্যাকশন এবং রিভিউ করে আফটার অ্যাকশন অর্থাৎ যখন কোন কাজ বা প্ল্যান আসে সেটা কার্যকরী করার পূর্বে সেটা রিভিউ করা হবে। আমরা এখানে একটা রিভিউ করি—বিফোর অ্যাকশন যে প্ল্যান রিভিউ করা হয় সেটা এত বেশি কাম্বারসাম এবং আনবিজিনেসলাইক এবং এত বেশি সময় নেয় যে, তাতে বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। আমি যেটুকু লক্ষ্য করেছি তাতে মনে হয় আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর উপর আমাদের আরও বেশি দৃষ্টি দেওয়ার দরকার; প্রত্যেক প্ল্যানএর যে কাজ মফঃস্বল বা অন্যত্র হচ্ছে সেটাকে ভাল ক'রে ইভ্যালুয়েট করা দরকার এবং ইভ্যালুয়েট ক'রে তাদের জানানো উচিত এই প্ল্যানএর কাজ এইটুকু হয়েছে। জাপানে দেখেছি অনেক জায়গায় হয়ত সত্যিকারের যত অ্যালোকেশন ছিল তত টাকা খরচ হয় নি, সেখানে প্রশ্ন থাকে যে, সেভিং হ'লে সেটা এফিসিয়েন্সির অভাবের একটা ইনডেক্স—সেখানে কৈফিয়ত দিতে হয় কেন এই সেভিং হ'ল। এখানে বলব যে, যেমন পলিসি মেকিং বডি তেমনি লাইন আছে—ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সাব-ডিভিশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে। আমি সাব-ডিভিশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ এটা লক্ষ্য করেছি যে, সেখানে সত্যিকারের লোকের অভাব।

[5-55—6-5 p.m.]

আমি পারসেন্টেজ নিয়েও মারামারি করতে চাই না। কিন্তু আজকে এটা অনুভূত হচ্ছে যে, ভালভাবেই আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বুঝতে পারছি যে, সাব-ডিভিশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর কাজ অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। সেখানে যে লোন দেওয়া হয়, টাকা দেওয়া হয়, অ্যাডিশনাল লোন দেওয়া হয় তাতে যদি কোন বিলম্ব হয়ে থাকে তা হ'লে তা স্টাফএর অভাবে। কাজেই আজকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বা অ্যাটেনশন এইদিকে লক্ষ্য করতে চাই যে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সাব-ডিভিশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ আরও বেশি স্টাফ বরাদ্দ করা, আরও বেশি টাকা দেওয়া উচিত, যাতে সেখানে কার্যকরী হ'তে পারে। তার চেয়ে আমি এখানে বলতে চাই আমাদের আর একটা জিনিস হচ্ছে, আমরা অনেক সময় সত্যিকারের যারা ডিস্ট্রিক্ট অফিসার, যারা মন্ত্রী লেভেলএ বা সেক্রেটারিয়েট লেভেলএ ডিসিশন নেন কিন্তু সত্যিকারের মানুষের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের যে মতামত, তাঁদের যে ডিসিশন তা নেওয়া হয় না বা অনেক সময় অব্যাহত হয়। কাজেই ডিসিশন নিতে হ'লে যারা বড় বড় কনসালটান্ট ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সেখানে আমি পল অ্যাপেলবির কথা থেকে বলছি

> "Group judgment which is and should be standing characteristic of administration is more often inter-ministerial and dependant upon successive conference between fews than achieved between levels integrated hierarchies in well fitted pyramids."

আজকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ যদি সত্যিকারের প্ল্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে হয়, তা হ'লে যেসমস্ত কর্মচারী এবং হায়ারার্কি আছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলএ অথবা সাবডিভিসনাল লেভেলএ সেই ওয়ার্কারদের মতামত বা ডিসিশন নিয়ে আজ কাজ করা উচিত। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, ফার ফ্রম অ্যাকশন, ফার ফ্রম দি স্পট যেসব লোকেরা আছে তার ডিসিশনএর উপর যদি এক একটা প্ল্যান চালানো হয় তা হ'লে তা ব্যাহত হ'তে পারে। আমি সেইজন্য আজকে এই অনুরোধ জানাবো যে, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত, যে এইরকম গুড জাজমেন্টএর উপর ডিসিশন নিয়ে কাজ করা উচিত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, যদিও আজকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলএ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, বিভাগীয় কর্তা কিন্তু তিনি একটা টিটুলার, নমিন্যাল হেড এবং সত্যিকারের যারা ডিপার্টমেন্টাল হেডস আছেন নানা ডিপার্টমেন্টএ তাদের সার্ভিস ও পে অ্যান্ড প্রসপেক্ট নির্ভর করে তার উপরে সেটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটএর উপর নির্ভর করে না। এখন সত্যিকারের আজকে প্রয়োজন হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে আজ যেসমস্ত প্ল্যান এবং প্রোজেক্টএর কাজ হবে সেই হোল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা একটা কো-অর্ডিনেটেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ওয়েল ইন্টিগ্রেটেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এবং সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাবার জন্য একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড —সে সত্যিকারের হেড শুধু নমিন্যাল হেড নয়—এমন হেড করা উচিত। আমি সেইজন্য বলব এই সিস্টেম সম্বন্ধে আজকে এর উপর দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া দরকার, যাতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং যেসমস্ত বিভাগীয় কর্মকর্তা আছেন এই নেশন বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টএ তাদের প্রত্যেকের

কাজে শুধু সুপারভিশন নয় তারা মাঝে মাঝে মাসে মাসে মুভ করবেন, হোয়েন, হোয়ার অ্যান্ড হাউ টু বি ইমপ্লিমেন্টেড, কখন কাজ করবে এবং কারা করবে এবং তাদের কাজের জন্য যে ইকুইপমেন্ট, টেকনিক্যাল পার্সোনেল দরকার আছে সেটা তাঁরা সাজেস্ট করবেন এবং আমি সাজেস্ট করি যে, তাঁরা এইসব ব্যবস্থা দেখে তাঁরা চীফ সেক্রেটারীকে জানাবেন যে, আরও প্রয়োজন আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, লোক আছে কিন্তু যে কাজের জন্য যে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার তা পাওয়া যাচ্ছে না কিম্বা ইকুইপমেন্ট, মেটিরিয়ালস পাওয়া যাচ্ছে না। আজ প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টকে ভাগ ভাগ করায় এমন অবস্থা হয়েছে যে, সত্যিকারের অ্যাটেনশন সেখানকার কর্মকর্তা তাঁর বিভাগের উপর দিতে পারেন না যার জন্য কাজ অনেকটা ব্যাহত হয়। আজ সেজন্য বলব যে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টর এবং তার যে চীফ ডিপার্টমেন্ট অফিসার অফ দি ডিস্ট্রিক্ট তাকে সেইভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন করা হয়েছে যাতে হোল ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানটা তিনি এক্সিকিউট করতে পারেন। শুধু এক্সিকিউট নয়, রিভিউ করতে পারেন তার অ্যাকশনএর জন্য এবং নেসেসারি অ্যাকশন নিতে পারেন, এখানে আর একটা জিনিসও আমি বলি এবং আমিও সাজেস্ট করি যে, আজকে যে আমরা অনেক বেতনে কমিশনার রেখেছি এই সিস্টেম তুলে দিলে আমরা এফিসিয়েন্সির দিক থেকে যে খুব বেশি সাফার করব তা মনে হয় না। আর একটা জিনিস আমি এখানে বলতে চাই যে, লোয়ার লেভেল অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ একটা ফিলিংস আছে যে, আমাদের মধ্যে একটা আইডিয়া আছে যে, সরকারী কর্মচারীদের যে ডিফিকাল্টি আছে সেই ডিফিকাল্টিটা আপনার কাছে প্লেস করতে চাই।

আজকে যারা সৎ কর্মচারী বিধানসভায় গালাগালি খায় তার আত্মরক্ষার সুযোগ নাই। আমি চাই অসৎ কর্মচারীর শাস্তি হোক—ক্রিটিসিজম হোক, সমালোচনা হোক, উই মাস্ট হ্যাভ এ ফেয়ার ডিল টু দেম—আজকে আমাদের এমন একটা অবস্থা হয়েছে সরকারী কর্মচারীদের কাছে যদি কংগ্রেসের লোক যায়, তাদের চটিয়ে বলে, কিন্তু কাজ হয় না। কমিউনিস্ট পার্টির লোক ডিমনস্ট্রেশন করে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটএর কাছে তাই তারা ভয় পায় কিন্তু আমরা তো ডিমনস্ট্রেশন করতে পারি না তাই তারা ভয় পায় না, কথাও শুনে না। তারা টিউব ওয়েল করতে চাইবে, তারা ডিমনস্ট্রেশন করবে এবং টিউব ওয়েল পেয়ে যাবে। আমরা সেটা করতে পাচ্ছি না। এবার আরম্ভ হয়েছে এবং এটা আমি স্বীকার করছি, কংগ্রেসের লোকেরও ডিমন-স্ট্রেশন করা দরকার—নইলে আমাদের রক্ষা নাই, এস ডি ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের কথা শুনছে না। আজকে যারা আমাদের অভিযোগ করে যে কমিটিতে কংগ্রেসের লোক আছে বলেই কংগ্রেস ফোর্স করে কাজ করাচ্ছে, প্রচারে সাহায্য করছে সেই বন্ধুদের আমি জিজ্ঞাসা করি মফঃস্বলে কাজের অবস্থা কি গিয়ে একবার দেখে আসুন। আজকে পজিশন কি? এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আজকে চলছে তাতে প্যাসিভ নিউট্রালিটি অবজার্ভ করতে হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প নো পলিটিক্স, অল নিউট্রালিটি যদিও যতই আপনারা এদিক থেকে বলে আসেন। আমাদের সত্যিকারের যে দাবীদাওয়া আছে যা করলে সত্যই লোকে উপকৃত হবে তাও পর্যন্ত এস ডি ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করতে চায় না, কাজেই আজকে এভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলতে পারে না। অনেক ফোর্স, আইডিয়াস এবং ফ্যাক্ট ও ইন্টারেস্ট আছে যা রিকনশিলিয়েশন করার নাম হচ্ছে

Politics—Administration should be free from politics.

আজকে এটা যারা অজুহাব মনে করে আমি বলবো যে তারা ভুল করে আজকে

Administration is also a means to politics.

আপনারা যে ওয়েলফেয়ার স্টেট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য কি করেছেন? আজকে চাই একটা ডেমক্রেটিক সেট আপ—এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মারফৎ—আজকে যদি সত্যিকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে হয়, ওয়েলফেয়ার স্টেট করতে হয়, তাহলে পলিটিক্যাল হেডসএর সংগে সম্বন্ধ রাখতে হবে। এই হেডগুলির সংগে সম্বন্ধ না রাখলে কংগ্রেস যে ওয়েলফেয়ার স্টেট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যেটা কনস্টিটিউশনএ প্রোভাইড করেছেন সেটা অ্যাকটিভ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আজকে শুধু পলিটিক্যাল নিউট্রালিটি নয় আজকে যে ডাইরেকশন দেখা দিয়েছে আমি মনে করি এটা ভয়ের ডাইরেকশন অর্থাৎ কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হতে চলেছে। এই যে প্রবলেমেটিক দিক চলে এসেছে অর্থাৎ এই

প্রগ্রাম করলে হয়ত বা নিউট্রালিটি বজায় থাকবে না—এটা একটা ভয়ঙ্কর কথা। কাজেই আজকে ইনস্টিশিন অবস্থায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে আনা হয়েছে। আমি বলবো আমাদের ক্লিয়ার ডাইরেকশন দেওয়া দরকার। লিড দেওয়া দরকার, আমি পার্টিশনসিপএর কথা বলবো—ওয়েলফেয়ার স্টেট অ্যাকটিভ করার জন্য যদিও আমার মনে হয় প্রোব্লেমেটিক নিউট্রালিটি বজায় রাখতে বলতে পাচ্ছি না। তাহলে সেখানে পার্টিশনসিপ আসবে। আমার নিজের মত আমি একথা বলি না যে তারা কংগ্রেসের ধ্বজা হোক কংগ্রেস পার্টি যাতে মেজরিটি রিটার্নড হয় তার জন্য তারা চেষ্টা করুক, অ্যাকটিভ পলিটিক্স তারা করুক কিন্তু তারা যেন প্রোবলেমেটিক নিউট্রালিটি অবজার্ভ না করে।

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय स्पीकर महोदय, संविधान के ३४७ धारा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी राज्य के जनसाधारण के ज्यादे हिस्से के लोग वहाँ की भाषा को सरकारी भाषा करने की माँग करें तो राष्ट्रपति उसकी अनुमति दे सकते हैं। इसी सभा भवन में सरकारी भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव के आलोचना के समय मुख्य मंत्री ने कहा था कि दार्जिलिंग के पहाड़ी अंचल की नेपाली भाषा को पहाड़ी इलाके की सरकारी भाषा करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेंगे। मगर विधान सभा में आश्वासन देने के पश्चात् भी मुख्य मंत्री ने क्या किया कुछ भी मालूम नही है। मुख्य मंत्री ने नेपाली भाषा को सरकारी भाषा करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करने के लिए कहा था और उन्होंने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को पालन करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है, आज तक कुछ मालूम नहीं हुआ।

बड़े आश्चर्य की बात है कि अल्प-संख्यक भाषा-भाषी के कमिश्नर ने एक चिट्ठी के द्वारा बताया है कि तमाम पश्चिम बंगाल में नेपाली भाषा-भाषियों की संख्या सैकड़े में सत्तर नही है। सत्तर प्रतिशत न होने के कारण नेपाली भाषा को सरकारी भाषा नही माना जा सकता है। कमिश्नर ने जो अभिमत व्यक्त किया है वह संविधान की ३४७ धारा के अन्त में जो लिखा हुआ है उसके सम्पूर्ण विरुद्ध में है। दार्जिलिंग के नेपाली लोगों की तमाम बंगाल की सरकारी भाषा नेपाली करने की माँग कदापि नहीं है। दार्जिलिंग के पहाड़ी अंचल के लोगों ने तो केवल यही माँग की है कि उस अंचल के लिए नेपाली भाषा को सरकारी भाषा मान लिया जाय। कमिश्नर ने जो मत व्यक्त किया है वह बिलकुल ही भूल है। मुझे दुख है कि मुख्य मंत्री विधान चन्द्र राय ने इस विधान सभा में जो आश्वासन दिया था उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका है। उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन आज तक नही किया है। मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने आश्वासन और कर्त्तव्य का पालन करेंगे? कमिश्नर ने जो उक्ति रखी है नेपाली भाषा के संबंध में वह ठीक नहीं है क्योंकि हमारी माँग तो केवल दार्जिलिंग के हिल सबडिवीजन—दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और खरसाङ्ग में ही नेपाली भाषा को सरकारी भाषा करने की माँग है, जहाँ पर नेपाली भाषा-भाषी की संख्या ९५ प्रतिशत है। यह माँग तो हमारी न्यायसंगत माँग है। स्पीकर महोदय, दार्जिलिंग की तमाम नेपाली जनता की माँग है कि आंचलिक स्वायत्त शासन की नेपाली जनता बंगाल में रहकर अपनी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सभ्यता की उन्नति अपनी भाषा के माध्यम से कर सकें। यह तभी सम्भव हो सकता है जब उनकी भाषा को सरकारी भाषा बना दिया जाय। आंचलित लोक स्वायत्त शासन बगैरह से उनकी कोई भी उन्नति नहीं हो सकती है। लोगों के लिंगुविस्टिक माइनरिटि

जाति की उन्नति के लिए आंचलिक स्वायत शासन की मांग देने से ही वहां के लोगों की आर्थिक उन्नति हो सकती है। वहां के लोगों की मांग है कि रिजनल अटोनोमी—आंचलिक स्वायत्त शासन—को मंजूर किया जाय।

गत साल जब हिल एलाउन्स के विषय में बात हुई थी तो मुख्य मंत्री ने धमाक से कह दिया था कि हिल एलाउन्स कन्टिन्यू रहेगा। मगर मै विधान बाबू से पूछना चाहता हूँ कि वह कब से कन्टिन्यू होगा। १९५५ के अप्रैल से या कब से? अभी हिल एलाउन्स सरकारी कर्मचारियों को केवल दस परसेन्ट ही दिया जा रहा है जब कि उन्हें पच्चीस परसेन्ट मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका हिल एलाउन्स क्यों बन्द कर दिया गया। क्या यही आपका कल्याण राष्ट्र है? क्या इसीको समाजवाद कहते है?

सरकारी मैनुअल आडिट में साफ लिखा हुआ है कि बृटिश साम्राज्यवाद के समय में पच्चीस परसेन्ट दिया जाता था किन्तु आज दस परसेन्ट कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? बृटिश साम्राज्यवाद का जब जमाना था, उनका जब शासन था, जो हमें लूटने के लिए आये थे, वे भी सरकारी कर्मचारियो को हिल एलाउन्स पच्चीस परसेन्ट देते थे मगर आज हमारे देश की कांग्रेसी सरकार जो अपने को समाजवादी बनने की दावा करती है दस परसेन्ट देती है। क्या आपका समाजवाद यही है? हमारी मांग है कि सरकारी कर्मचारियों की मांग को आप बहुत जल्द पूरा करे। लोगों के पेट को मत काटिये। लोगों को भूखा मत रखिये। उनको हिल एलाउन्स पच्चीस परसेन्ट दीजिए। मुख्य मंत्री विधान चन्द्र राय अपने वादा और कर्तव्य का पालन नहीं कर सके। बृटिश सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स पच्चीस परसेन्ट देती थी। यह हिल एलाउन्स भी हर समय नही दिया जाता है। खरसाग से दार्जिलिंग या कालिम्पोंग मे दार्जिलिंग बदली हो जाने के बाद हिल एलाउन्स काट दिया जाता है। यह बात साफ है कि बदली होने के बाद हिल एलाउन्स नही मिलता है। यह तो गोरिल्ला टैक्टिस है। आखिर ऐसा करके उनको हिल एलाउन्स से क्यों बंचित रखा जाता है, कुछ समझ में नही आता है।

मै विधान बाबू से यह पूछना चाहता हूँ कि मार्गरेट होप टी स्टेट में जो स्ट्राइक १९५५ में हुई थी उसमे पुलिस की फायरिंग से छ आदमी जो खतम हो गये थे उनके परिवार को आपने हर्जाना देने का जो वचन दिया था, उसके बारे में आपने अभी तक क्या किया। उस विषय को लेकर डा० नारायण ने आपके सामने एक प्रश्न रखा था और आपने आश्वासन दिया था कि 'I will try my best.' परन्तु अभी तक कुछ भी नही हुआ। १९५७ में डा० नारायण के द्वारा दरख्वास्त दिया गया था किन्तु आज तक उनके सहोदर परिवार को हर्जाना नही मिला। क्या डा० राय को मालूम नही कि उनके परिवार के लोग कितने दुखी होंगे? इसी एसेम्बली में बंगाल के मुख्य मंत्री ने बचन दिया था और उस बचन को उन्होंने आज तक पूरा नही किया।

दार्जिलिंग में जो आर० टी० ए० है वह कांग्रेस रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी है। वहां पर आर० टी० ए० जो नम्बर दे रहा है, वह केवल कांग्रेस पार्टी के दलीय स्वार्थ के लिए दे रहा है। जो लोग कांग्रेस के अन्दर है, उन्ही को नम्बर मिल रहा है। स्पीकर महोदय, अगर मुझे और टाइम मिले तो मै इसका पूरा विवरण आपके सामने रख सकता हूँ। इस आर० टी० ए० के मेम्बर कांग्रेसियों को छोड़ कर और कोई नहीं है। मेरे पास इसका

लम्बा लिस्ट है। एक-एक आदमी को तीन-तीन चार-चार ट्रक का परमिट मिलता है। कांग्रेसी एम० पी० को नम्बर मिलता है। पूंजीपतियों को ट्रक नम्बर मिलता है। वह भी महीने में एक हजार रुपये भाड़े पर दे देते हैं। आर० टी० ए० ने ऐसी धांधली मचा रखी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो लोग ड्राइवर हैं, मेकेनिक हैं जो मोटर चला कर पेट भर सकते हैं, उनको तो मिलता ही नहीं है। ये हैं आर० टी० ए० का काम। ड्राइवर और मेकेनिक बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे स्वार्थ पर आर० टी० ए० आघात कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिये फिर भी आर० टी० ए० उन्हें परमिट नहीं देता है।

उस दिन तरुण बाबू ने कहा था कि आर० टी० ए० ड्राइवर और मेकेनिक को परमिट देती है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज तक किसी को भी नहीं मिला है। मैंने बहुत दिन पहले आर० टी० ए० के विषय में एक प्रश्न किया था लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। शायद यह बताने में डरते हैं कि आर० टी० ए० के मेम्बर कौन कौन हैं और अभी तक किसको किसको परमिट दी गई है। शायद मंत्री महोदय सोचते होंगे कि उनका भण्डाफोड़ हो जायगा। यह बात बिलकुल साफ है कि किसी ड्राइवर या किसी गरीब आदमी को परमिट नहीं दिया गया है। यदि कोई मंत्री किसी के अप्लिकेशन को रिकमेण्ड कर देता है कि अमुक को ट्रक या लैण्डरोभर का परमिट दे दो तो फौरन मिल जाता है। परन्तु यदि किसी को रिकमेण्डेशन न मिले तो नहीं मिल सकता है। स्पीकर महोदय, यही तो आर० टी० ए० का काम है जिसको देख कर आपको ताज्जुब होगा।

मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि नेपाली भाषा को दार्जिलिंग पहाड़ी अंचल की सरकारी भाषा मान लिया जाय। दूसरा, आंचलिक स्वायत्त शासन को स्वीकार किया जाय। तीसरी बात यह है कि मार्गरेट होप के शहीदों के परिवारों को सहायता जल्द दिया जाय। चौथी बात है सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स पच्चीसपरसेन्ट दिया जाय और बदली होने के बाद जो काट लिया जाता है उसे बन्द किया जाय।

हिन्दी की एक मशहूर कहानी है, स्पीकर महोदय, शायद आप जानते होंगे। एक आदमी जो बहुत बदमाश था वह एक देश में रहता था। वह शहरों और बाजारों तथा टाउनों को लूटता था। एक दिन जब वह पकड़ कर थाने में लाया गया तो उस बदमाश आदमी ने कहा कि जानते नहीं हो कि मैं कितना अच्छा आदमी हूं। मैं हर शनिवार को हनुमानजी को एक लड्डू चढ़ाता हूं। प्रत्येक रविवार को भूखों को खाना देता हूं। इतना ही नहीं प्रत्येक बृहस्पतिवार को कबूतरों को चना देता हूं। उसके बाद चूहों को चावल देता हूं। उसी समय बाहर से किसी आदमी ने कहा कि इसीको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

Sj. Basanta Kumar Panda:

মিঃ স্পীকার, আজ জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর বাজেটে যা দেখছি তাতে এর মধ্যে কোন কিছুরই নূতনত্ব নাই। এর মধ্যে গতানুগতিক যা তাই রয়েছে—এবং পুরাতনের প্রতিই আগ্রহ দেখা যায়। বর্তমানে আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্রই হোক বা সংবিধান অনুযায়ী নূতন রাষ্ট্রই হোক এর মধ্যে যা থাকা উচিত নয় তাই রয়েছে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আমলে যেসব ডিপার্টমেন্ট তার অনেকগুলি ডিপার্টমেন্ট এখন উঠিয়ে দেওয়া উচিত—কতকগুলি ডিপার্টমেন্ট আছে যা নাকি পরস্পর ওভার ল্যাপ করছে—সেগুলি অনাবশ্যক। এবং এই অনাবশ্যকতার কথার আলোচনা প্রসঙ্গে এর আগে শিশিরবাবু বলেছেন—ডিভিশনাল কমিশনার অনাবশ্যক।

আমি সেকথা সমর্থন করি। এটা উঠে গেলে ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা রক্ষা পাবে। কিন্তু এই অনাবশ্যক জিনিস আজও ওঠে না। দ্বিতীয় অনাবশ্যক জিনিস জেলা বোর্ড। জেলা বোর্ডের আর কোন আবশ্যকতা নাই। জেলা বোর্ড কি করছে? জেলা বোর্ডের কাজ—স্যানিটেশন, পাবলিক হেলথ আর রুরাল এডুকেশন। এই তিনটে প্রধান, আজকে রুরাল এডুকেশন গিয়েছে স্কুল বোর্ডের হাতে, স্যানিটেশন গিয়েছে পাবলিক হেলথএর হাতে আর রাস্তাঘাট ও অন্যান্য স্থানীয় জিনিস ডেভেলপমেন্টএর হাতে চলে গিয়েছে। কাজেই জেলা বোর্ডের আবশ্যকতা নাই, এগুলি উঠিয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু রাখা হয়েছে দলীয় স্বার্থে। আমাদের জেলা মেদিনীপুর একটা বৃহত্তম জেলা, সেখানে ১২ বৎসর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কোন নির্বাচন হয় নাই। কিন্তু একটা দল সেটা দখল করে রাখার ফলে সেটা জবর দখলে পরিণত হয়েছে। যখন টেস্ট রিলিফের কাজ হয় তখনই মাত্র জেলা বোর্ডের 'এক্টিভিটি' দেখা যায়, জেলা বোর্ডের মাধ্যমেই রিলিফের কাজ হয়—আর যে দল সেটা দখল করে রেখেছে সেই দলের স্থানীয় কর্মীদের দ্বারা পাবলিক অর্থ অপচয়ের চেষ্টা করা হয়।

[6-15—6-25 p.m.]

তারপর আর একটা কথা আমি বলব যে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের পাবলিসিটির কোন আবশ্যকতা নেই। কারণ গভর্নমেন্ট যা করেন সেটা দেখে লোকে তার পাবলিসিটি সম্বন্ধে বুঝতে পারে কিম্বা মাঝে মাঝে প্রেস স্টেটমেন্ট করলেই চলতে পারে। আজ এই পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের জন্য যে ৩১ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাডভারটাইজমেন্টের জন্য ৬ লক্ষ টাকা রয়েছে। কিন্তু কি জন্য অ্যাডভারটাইজমেন্ট করা হয়, কাকে অ্যাডভারটাইজমেন্ট দেওয়া হয় কিম্বা এই টাকা কার হাতে যাচ্ছে? এই ব্যাপারে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে একটা প্রশ্ন দিয়ে রেখেছি আজ পর্যন্ত তার কোন উত্তর পাই নি। এই পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টে যা বলেছেন তার ২।১টা কথা শুনিয়ে দিচ্ছি। সেই বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এনকোয়ারী কমিটির ৪৪-৪৫-৪৬ আর্টিকেলে আছে

"we are quite satisfied that the Department of Publicity should be abolished as a separate portfolio. Apart from the fact that it is a very light portfolio, there are reasons of principle, expediency and economy for proposing its disappearance. Publicity is not an activity or end in itself. You do not publicise publicity".

তখন এই ডিপার্টমেন্টের জন্য মাত্র ৫ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ টাকা খরচ হোত, আজ সেখানে ৩১ লক্ষ টকা খরচ হচ্ছে অকাজের জন্য। মাননীয় বন্ধু তারাপদবাবু বললেন যে তাদের পাবলিসিটি দেওয়া দরকার, ডিমনস্ট্রেশন দেওয়া দরকার, কিন্তু আমি বলব যে এই ডিপার্টমেন্ট ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে যাচ্ছে তখন অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট করার আবশ্যকতা নেই।

এবার আমি সার্ভিস রুলস সম্বন্ধে বলব। আমাদের সরকারী কর্মচারীরা আজ যে সার্ভিস রুলসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই সার্ভিস রুলস ১৯৪১ সালে তৈরি হয়েছিল, আবার ১৯৪৮ সালে এই আইনের একটু পরিবর্তন হয় এর ১৯৪৮ সালে যে রুলসটা হয়েছে সেই রুলসটা ১৯৫৩ সালে সর্বশেষ পাবলিশ করা হয়েছে। এই রুলসটা ১৯৩৫ সালের ভারত গভর্নমেন্টের আইন অনুসারে তখনকার সরকারী কর্মচারীদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত ছিল সেই নিয়ে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সংবিধানের ৩০৯ থেকে ৩১৩ আর্টিকেলএ সরকারী কর্মচারীদের চাকরী সম্বন্ধে যেসমস্ত নিশ্চয়তা দেওয়া আছে, স্থায়ীত্ব দেওয়া আছে সে সমস্ত জিনিস এই রুলসের মধ্যে নেই। এর ফলে হচ্ছে যে যখন কাউকে পদচ্যুত করা হচ্ছে, সাসপেন্ড করা হচ্ছে তখন হাইকোর্টে গিয়ে তার কেস হচ্ছে এবং সেই সময় এক একটা যে রুলস হয় তাতে দেখা যায় যে পুরাতন রুলস কতটা অকেজো রয়েছে। আজ ৯ বছর কনস্টিটিউশন চালু হয়ে গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সম্ভব হল না কনস্টিটিউশন অনুযায়ী সার্ভিস রুলস তৈরি করা। নিম্নতম কর্মচারী যারা রয়েছে তাদের প্রতি এই সার্ভিস রুলস খুব কঠোর। কিন্তু উপরের দিকের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, ট্রান্সফার ইত্যাদির খুব সহজ ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য বলছি যে বর্তমানে যে সার্ভিস রুলস রয়েছে সেই রুলসের পরিবর্তন হওয়ার দরকার।

আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীরা ইচ্ছা করলে নূতন অ্যাসোসিয়েশন করতে পারে, দল গঠন করতে পারে, অবশ্য সরকারী ডিসিপ্লিনগুলো বজায় রেখে। কিন্তু আজ কর্তাদের ইচ্ছা অনুসারে এবং কনস্টিটিউশন বিরোধী ভাবে এই সমস্ত দল গঠন বা এক সঙ্গে মেশা বা মাইক ব্যবহার বন্ধ করা হচ্ছে। অনেক কর্মচারী, যাঁরা খুব ভাল কর্মচারী ছিলেন তাঁদের এই সমস্ত দল গঠনের অপরাধে অকারণে একটা ছুতো দিয়ে বরখাস্ত করা হচ্ছে। ফুড ডিপার্টমেন্ট থেকে বিমান মিশ্র বলে একজন ভদ্রলোককে এইভাবে ডিসমিস করা হয়েছে—তাঁর একমাত্র দোষ ছিল যে অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি দল গঠন করতেন। আবার তিনি ডিসমিস হবার পর যেসমস্ত কর্মচারী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন তাঁদের প্রতি সরকারের খুব তীব্র দৃষ্টি রয়েছে। আমি বলব সরকার যদি এই সমস্ত করতে থাকেন তাহলে তাঁরা অন্যায় কাজ করবেন।

আর একটা অনাবশ্যক জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। স্বাধীন দেশে একটা কাউন্সিল হলেই যথেষ্ট। বর্তমানে প্রাদেশিক সরকারের শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটা হাউস হলেই যথেষ্ট। এই যে কাউন্সিল রয়েছে এতে ক্রমবর্ধমান খরচ হচ্ছে—যেমন এ বছরে ২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা কাউন্সিলের জন্য দেওয়া রয়েছে।

আর একটা অনাবশ্যক খরচ হচ্ছে খাজনা আদায় করতে। অর্থাৎ আমি ল্যান্ড রেভিনিউ সম্বন্ধে বলছি। সমস্ত ল্যান্ড রেভিনিউর ৬ কোটি টাকার মধ্যে ৪ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে কালেকশনে। এই কালেকশনের জন্য এত অনাবশ্যক লোক রাখার কোন আবশ্যক নেই এবং আমার মনে হয় যে এই কালেকশনটা পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে করা দরকার।

তারপর আমি বলব যে পি এস সি-র হাতে থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ১০-১২-১৫ বছর পর্যন্ত বহু কর্মচারীকে টেম্পোরারী বেসিসে রাখা হয়েছে। এমন কি বহুকাল পর্যন্ত টেম্পোরারী অবস্থায় থেকে তারা রিটায়ার করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের পি এস সি-র সামনে নেওয়া হয় না এবং তাদের চাকরী পি এস সি-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এমন কি বহু জায়গায় যে পি এস সি-র নির্দেশ উপেক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃতভাবে বলা সম্ভব নয়।

তারপর আমি বলছি নিম্নতম সরকারী কর্মচারীদের যে একটা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স দেয়া হচ্ছে সেই ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স বহুদিন ধরে রাখা হয়েছে। আমি বলবো যে সেন্টারের মত ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স কমিয়ে দিয়ে তার বদলে তাঁদের মাইনে বাড়িয়ে দেয়া দরকার, তাঁদের মাইনের একটা নির্দিষ্ট স্কেল থাকা দরকার—এখনও সেই পুরাতন ব্যবস্থা রয়েছে। উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারীদের ৩।।০ হাজার ৪ হাজার টাকা মাইনে দেওয়া হচ্ছে—সোস্যালিস্টিক স্টেটে আয়ের তারতম্য ১০ গুণের বেশি হওয়া উচিত নয়। সেজন্য আমি বলবো গভর্নমেন্টের আয়ব্যয় বিবেচনা করে যে পরিমাণ মাইনে কর্মচারীদের দিতে পারা যায় সে সম্বন্ধে বিবেচনা করে একটা রিপোর্ট দেখার জন্য অতি শীঘ্র একটা পে কমিশন করা দরকার। তারপর আমি বলবো গভর্নরস হাউসের জন্য ৮ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। এই ৮ লক্ষ টাকা আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে অত্যন্ত বেশি এবং আগে যেসমস্ত গভর্নর ছিলেন তাঁদের খরচের থেকে বর্তমানে খরচ অনেক বেশে হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এনটারটেনমেন্ট খরচ হয়েছে ১৯৫৭ সালে ৬৬ হাজার টাকা, ১৯৫৮ সালে ৯৮ হাজার টাকা—এভাবে ক্রমশই বেড়েই চলেছে। এর কোন পরিবর্তন এখনও হয় নি। তারপর আমি বলবো মন্ত্রীরা যে পরিমাণ মাইনে নিচ্ছেন তার টু-থার্ডস টি এ হিসাবে গ্রহণ করছেন। আমি হিসাব করে দেখেছি তাঁরা মাইনে নিচ্ছেন ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা—টি এ হয়েছে তাঁদের ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। এত বেশি টুর করার কি আবশ্যকতা আছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁদের কনস্টিটিউয়েন্সীতে যান এবং যেসমস্ত জায়গা তাঁদের পক্ষে দুর্বল হয়ে পড়েছে সেই সমস্ত জায়গায় তাঁরা যান সেখানকার লোকদের চাঙ্গা করে রাখবার জন্য। তারপরে আমি বলবো সুপারঅ্যানুয়েটেড কর্মচারীদের আর সার্ভিসে রাখা উচিত নয় এবং অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে কর্মচারীদের নিম্নতম অবস্থা থেকে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাঝের কর্মচারীদের সুপারসীড করে—এটা ঠিক নয়। তারপর বোর্ড অফ রেভিনিউর যে মেম্বার তাঁর মাইনে ছিল বৃটিশ আমলে ৩৭৫০ টাকা—আমরা দেখছি ১৯৫৭

সালে তাঁকে মাইনে দেওয়া হয়েছিল বছরে ৪৫ হাজার টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে তাঁকে দেয়া হয়েছে ৫৬ হাজার টাকা এবং এ বছর দেয়া হয়েছে ৪৯ হাজার টাকা। এই সমস্ত উর্ধ্বতন কর্মচারীদের মাইনে বাড়ানোর কি আবশ্যকতা আছে? সর্বশেষে আমি আন্দামান এবং নিকোবর সম্বন্ধে বলবো। আপনি জানেন এগুলি হাই কোর্টের অধীনে এসে গেছে। যখন স্টেটস রিঅর্গানাইজেশন ১৯৫৬ সালে হয়েছিল তখন অনেক ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। আমি বলছি আন্দামান নিকোবর সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্টার্ড টেরিটরি হিসাবে রয়েছে, অন্য প্রভিন্সের অধীনে নয়। আমাদের লোকসংখ্যা বেড়েছে এবং আমাদের জমিরও আবশ্যক। আমি জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এখনও সেন্টারের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। এখন পার্লামেন্টকে যদি তিনি বলেন যে আন্দামান নিকোবর বাংলাদেশের সংগে যোগ করে একই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আন্ডারে দেয়া হোক, তাহলে সুবিধা হয়। এটা অলরেডী হাই কোর্টের আন্ডারে এসে আছে কাজেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটীভ কন্ট্রোলটাও যাতে আসে তার ব্যবস্থা করুন।

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Mr. Speaker, Sir, I am deeply sorry to hear that Shri Tarapada Chaudhuri could not get a tubewell out of this Government, but then what else did he expect? He started criticising the Chief Minister's policies, the Food Minister's policies and, at the same time, he dares to get a tubewell from the Government. He can never do so. If he wants a tubewell, let him come over to these benches and have lunches with the Food Minister and coffee with the Chief Minister and then perhaps his dream may one day come true—not otherwise.

I entirely agree with you that the administration has to be decentralised. There is no doubt about it. The District Magistrates have to be given far greater powers. This was the first suggestion that I made after four months' stay in office to the Chief Minister as well as to the Food Minister. In fact, I said something else. I said that the Deputy Ministers, eager people wanting to do hard work, are rotting in Writers' Buildings. They should not pass their time drinking coffee and chewing pan in the room of the Fisheries Minister distributed by him. They should leave Writers' Buildings. There is no necessity for them to be there. Send these Deputy Ministers to the districts and let them work there. Let them remain there and come to Calcutta when the session is called or when they are wanted on some urgent work. Let them go back to the districts and work there with the people; see their problems; see that our plans succeed; see that our monies are not wasted; see that corruption is removed. I myself offered to the Chief Minister to go outside Calcutta; I asked him to send me to the district. These suggestions anger Government and lead nowhere; you only break your head against stone wall. There is no use talking in those terms to the Chief Minister.

I am grateful to Sj. Tarapada Chaudhuri for having brought the subject of the Government servants to the notice of the members of this House. The heat generated by the obduracy and irrationalism demonstrated by this Government in the matter of dealing with the Government servants has to be lessened by a liberal application of cool and calculated measures. The impure and putrid atmosphere of distrust and suspicion that is fast threatening the existence of any healthy relationship between the Government servants and the Government has to be cleared. But will the Government do anything of the kind? No. On the other hand, what will the Chief Minister do? He will prevent every check on the exercise of his absolute power. The two important checks on the exercise of absolute power are a strong opposition and a powerful Press. To the opposition he never listens. The Leader of the Opposition has made it clear. As far as the Press is concerned, it has been accommodated in a room opposite the room of the Chief Minister in the first floor of Writers' Buildings. I

understand that the Chief Minister can no longer stand the sight of the people of the Press walking about on the corridors of Writers' Buildings. I am told that they are to be sent downstairs. Will the Chief Minister let us know what is the position? Because this is an important matter, for there is no doubt that 75 per cent. of the scandalous disclosures made against the Government emanate from responsible people of the Press and are found invariably to be true. If the Chief Minister dares to withdraw this privilege from an important section of public opinion, I tell him that this action will meet with our strongest protest. Of course, he will not hear. He will not decentralise either. He will rely on his secret Police. He will dismiss Government servants. I have a notice here of Government servants being dismissed merely on an adverse Police report. He wants to have a centralised *raj* supported by secret Police. In this connection I want to draw his attention to a speech delivered in regard to this matter and I shall quote from that speech. It runs as follows, "I give the same warning as I did last year. If the Government wants to be popular, let them develop the local authorities, decentralise the powers and give up its method of organised opposition to the wishes of the people. People whom God has put under your care will bless you if you do that. Ordinance and secret Police cannot save you and us from a certain ruin".

Sir, who was the person who delivered this speech—not Dr. Prafulla Chandra Ghosh, nor Shri Jyoti Basu—it was Dr. Bidhan Chandra Roy, when he was 42 years old, who delivered the speech on the 27th February, 1925. Unfortunately that Dr. Roy is dead, dead for ever, for had he been alive he would not have been relping from the Treasury Benches but would have been sitting here with us acting against the injustice that is being perpetrated by the Government day in and day out. There cannot be any question with regard to this. But such is the position, such is the luck of the people of Bengal that he has carefully forgotten those days and sir, I think it is a truism to say that the index of the life of a community is to be found in the speeches delivered on the floor of their Legislature. For example, in England today you will not find any member speaking about the abolition of slavery or talking about granting of votes to women. Those things do not happen now. But here in West Bengal we find that what had been said 35 years ago is something which can be repeated with greater relevance, more aptly and with greater accuracy even in the year 1959. What is the progress? What is the progress? There is the secret police, there is the ordinance-making power and there is the centralised citedal of corruption of which this man of 42, today turned 80, is the presiding deity. This is the position today in which we have been thrown. How are you dealing with your Government servants? I tell you, Sir, that unless the Government servants are taken into confidence, unless their problems are dealt with humanely you cannot succeed in executing any of your Plans, you cannot eradicate corruption, you cannot serve the people. You can try by taking steps to win over the confidence of the Government servants. They have their demands—demands for Pay Commission, for making those temporary permanent, for the recognition of their Unions, for rationalisation of the leave rules, for free medical treatment, for free education to their children and for reorientation on democratic lines of their service conditions. These are the demands you face day in and day out giving them false promises, vague advices and sometimes unnecessary threats. But you are never solving problems. You should immediately start an enquiry into the condition of the Government servants and then you can say whether what I have said is true or not. I can tell you that West Bengal today is lucky in having the calibre of Government servants that it has today, not only amongst the non-gazetted staff but also amongst the gazetted staff. It is because of the superannuated officers streaming all over the place that the younger people find themselves

frustrated, they find their efforts thwarted and they cannot do what they really wish to do—to really serve the people and see to it that Government Plans are successful. I would, therefore, suggest this: Start an enquiry committee and in doing so keep in view—I do not quote Russia, I do not quote China, because if I quote Soviet Union or China, Dr. Roy immediately will see a red rag and he will behave like a bull and perhaps start chasing me—I am not going to cite any of these two countries, but I shall cite the country from which the Chief Minister has recently returned, the United States of America. I have been doing some reading with regard to public administration—Appelby Report—and I find that in the United States an excellent system is in vogue whereby the Government ask even the lowliest of their low employees to give suggestions, to give schemes as to how Government work can be properly done, suggestions which promise real improvement—those that save time, materials and man-power, reduced cost of repairs, improved house-keeping and working conditions, simplified forms of procedure and process and checking corruption.

[6-35—6-45 p.m.]

These are the suggestions which you can ask from the Government employees. The organisation is already there. For heaven's sake recognise this Union—they are going to co-operate with you—I know they will co-operate with you. But if you treat them like dogs, if you treat them like animals, if you want them to be for ever survile and to be for ever exploited they will not co-operate with you. You co-operate with them, ask for schemes from them, as has been done in United States—the Secretary of the Treasury says, "As public servants we have a special duty to reduce treasury's operating costs to the lowest possible level. We are depending on your efforts and your suggestions to help us meet this obligation to our fellow citizens. We want new ideas—the most imaginative we can get. It's never-been-done-before is out of the window. We believe that every custodial employee, clerk, supervisor and official has many constructive ideas which could be used in making beneficial changes". I am sure, you will profit by this. I will implore the Chief Minister to forget his obdurate pride, to think of Government servants as people of our country trying to do their best to serve the country and the people, to start an enquiry. Institute an enquiry by your own men, if necessary, but allow the Government servants to place their case before you, and then they will evolve a scheme whereby I have no doubt that the Government will be able to serve the people better. Sir, this a matter of great importance and I hope the Chief Minister will give due consideration to this aspect of the question.

Sir, you have not yet given your ruling on the point of privilege that was raised, but what I wish to say, quite apart from the privilege, is that the West Bengal Ministerial Officers' Association invites me as their Chief Guest to Bankura. I go there and I address the meeting as a Chief Guest, like many others sitting on the other side of the House in previous years, like many others before the last general elections. No action was taken when that was done but as soon as I go as the Chief Guest the Government servants are served with a notice to show cause why their recognition should not be withdrawn—because they had the hardihood to inviate a member of the Opposition as the Chief Guest at their annual conference. Sir, is this democracy? If it is, I refuse to live in this democracy. Sir, is this following the principles of our Constitution? If it is, I wish to forget all the laws that I have learnt. Sir, is this carrying out the sacred trust? If it is, I say that I have lost faith in everything that is sacred. This is a document which wreaks of malice, which wreaks of mala fides, which wreaks of an improper pursuance of an improper policy. And how do they cover it? Apart from laying down this charge the Government

say that on the 8th September, 1956, you have done something—something done three years back are put in the document, dated 24th January, 1959. Sir, I have written letters after letters to the Chief Minister—I have said Government servants have done no wrong, let there not be an unequal fight. It is no use whipping those who have been whipped thousand times. Take action against me, if you want to take any action, in any court of law and I shall dispose of the case not only in my favour but of all the other Government employees. Therefore, I shall request the Chief Minister to reconsider this matter and to withdraw the letter forthwith. Sir, I say that in pursuance of the socialistic policy that the Congress propagates it is his duty to do so. And I have no doubt that if this particular Union is treated in this manner other unions will support this Union and not the Chief Minister.

Sir, my time is nearly up. I shall not take very much more.

I understand from Sj. Ganesh Ghose, Chief Whip of the Communist Party that the Chief Minister told him, "Why are you agitating about the Government servants? What is the action taken in your Kerala". The High Court has decided against the Government servants presumably because the Government has asked the High Court to so decide. Sj. Ganesh Ghose saw me and showed me the report. It is a matter of interest not of this party or that party, no matter whether he is a Communist or Socialist. From the All India Report of Kerala we find that the charge against an officer who was dismissed was that 'You. Shri B. C. Chakka is taking active part in the activities of the Peace Council sponsored by the Communist Party and that you have attended the meeting presided over by Prof. Joseph Mundesori'. And when was the judgment delivered? The judgment was delivered on the 9th of December, 1956, long before the general election. The second judgment was practically of the same nature. It was delivered on the 3rd of January, 1957, again long before the last general election, long before any leftist Government has been installed in Kerala. I shall ask the Chief Minister, "Treat the Government servants fairly, don't try to by-pass the issue; for if you do so, we shall have to see that they do not suffer." You will be here three or four years and what will happen in future? It is we in the legislature who have to see what is going to happen in future. It is of the greatest urgency that this matter should be dealt with in a democratic and just manner.

Mr. Speaker: Now, Sj. Pramatha Ranjan Thakur may kindly speak.

Point of Privilege

Sj. Siddartha Sankar Roy: On a point of privilege, Sir. We suspect that some telephones belonging to the members of the Opposition are being tapped. Will the Chief Minister please make an enquiry and let us know? I have taken the advice of a technical man and he said, "It appears technically that your telephone is being tapped." If the Chief Minister is really tapping my telephone or Sj. Jyoti Bose's or Sj. Sudhir Chandra Roy Choudhury's, we do not mind, we have no secret. Let him tell that. But this should not be done. That is the point of privilege.

Mr. Speaker: I do not know whether it is the privilege of the members of the House. I shall check it up.

DEMAND FOR GRANT

25—General Administration

Sj. Pramatha Ranjan Thakur:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কমপ্লেইন্ট এগেনস্ট পাবলিক সারভেন্ট বহু শুনা যায়, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে আমাদের বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস যেটা সেটা ফুল অফ করাপশন, কিন্তু এই

করাপশন কেন রয়েছে সেটা বিশেষ করে জানা দরকার। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেমক্রেটিক স্টেট-এ বাস্তবিক যে কনভেনশন ইন দি সিভিল সার্ভিস এসটাবলিশমেন্ট থাকা উচিত সেটা আমাদের এখানে গড়ে উঠে নি। প্রত্যেক ডেমোক্রেটিক স্টেট-এ একটা কনভেনশন এ্যামং দি সিভিল সার্ভিস থাকে, সেটা যদিও কংগ্রেস আজ এখানে এগার বছর ধরে শাসন চালাচ্ছে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি কংগ্রেস এখনও একটা কনভেনশন এ্যামং দি সিভিল সার্ভিস এসটাবলিশমেন্ট সৃষ্টি করতে পারেন নি।

[6-45—6-55 p.m.]

এটা বড় দুঃখের বিষয়। আজ দেখুন ডেমক্রেটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পার্টি সিসটেম অফ গভর্নমেন্ট, যে পার্টি রুলিং পার্টি তার একটা নির্দেশ একটা পলিসি এবং প্রিনসিপল থাকে এবং প্রত্যেক সিভিল সার্ভেন্ট সেটাকে মান্য গণ্য করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফিল্ডএ গিয়ে আমরা কি দেখি, মিঃ স্পীকার, স্যার আপনি আমার সমবয়সী, আপনিও জানেন যে অনেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা আই সি এস অনেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আছে তাদের অনেকের কাছেই আমি যাই এবং তাদের থেকে যা জানতে পারি তাতে এটা বেশ বুঝতে পারি যে তারা সম্পূর্ণ গভর্নমেন্টের বিরোধী লোক। অনেক ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন এবং হাইয়ার অফিসারও আছেন তাঁদের দেখেছি তাঁরা অফিসএ বসে প্রকাশ্যে গভর্নমেন্টের পলিসির ক্রিটিসাইজ করে। কিন্তু এইটুকু জ্ঞান কান্ট্রির সেই সিভিল সার্ভেন্টদের নেই যে কান্ট্রির আন্ডারে আমরা কাজ করছি, ইট ইজ এ ডেমক্রেটিক কান্ট্রি, কাজেই তাদের প্রিনসিপল এবং পলিসি আমাদের ইন টোটো ফলো করতে হয়। তাই বলছি, মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ফর দি সেক অফ দি গভর্নমেন্ট প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টএর হেডসদের ডেকে অন্ততঃ মুখ্যমন্ত্রীর বলে দেওয়া উচিত যে this is the principle and policy of the Government and the party of this Government and you have to follow it very strictly.

এবং তাদের ডেকে বলে দেওয়া উচিত তোমাদের যেসব সাবর্ডিনেট অফিসারস আছে তাদের ডেকে ডেকে সকলকে বলে দাও

this is the principle and policy of the Congress Government and you are to strictly follow it.

যদি এই জিনিস এসটাবলিশ করতে না পারা যায় তাহলে, করাপশন হবে নানা রকমের—উৎপাত সৃষ্টি হবে। আমাকে, স্যার, অনেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটএর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়, তাঁরা প্রকাশ্যভাবে ডাক্তার রায়ের সম্বন্ধে এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং বলেন যে মন্ত্রীরা সব উইদাউট এডুকেশন, তাদের কোন বিদ্যাবুদ্ধি নেই মনে হয় যেন ওরাই একেবারে সর্বজ্ঞ। পরে দেখা গেল কি হয় তিনি একজন কমিউনিস্ট দ্বারা প্রভাবান্বিত বা একজন সোস্যালিস্টএর দ্বারা প্রভাবান্বিত, অথবা কোন লেফটিস্ট পার্টির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এই সব কথা বলছেন। এর যা ইভিল যেটা আমাদের সিভিল সার্ভিসএ রয়েছে এটা রুট আউট করা আমাদের বিশেষভাবে দরকার এবং গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আমি সেদিকে আকর্ষণ করছি। তারপর, স্যার, আমরা বর্ণবৈষম্য দূর করবার জন্য আমরা ইউ এন ও-তে ধর্না দিচ্ছি, কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কলকাতার বুকে ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাব সেখানে এখনও বর্ণবৈষম্য দূর হয় নি। এটা বড় দুঃখের বিষয়। আর বর্ণবৈষম্য সম্বন্ধে যাঁরা যাঁরা বিদেশে গিয়েছেন তাঁরা জানেন হোয়াইট রেস কিরকমভাবে অন্যান্য কালার্ড রেসকে ঘৃণা করে এবং তাদের সেই ঘৃণার দ্বারা আমরা যে মনে কতখানি কষ্ট পেয়ে আছি তা আপনিও হয়ত স্যার, কোন কোন জায়গায় দেখেছেন। আমার একবার মনে আছে আমি একবার ডান্স হল-এ গিয়েছিলাম উইথ সাম ফ্রেন্ডস। তখন ম্যানেজার পোর্টারকে বলে দিল, পোর্টার সি দিস ব্ল্যাক ইজ আউট। আমরা তখন আপত্তি করেছিলাম যে কেন আমাদের এই রকম ভাবে বলা হয়, এইভাবে বলার কোন মানে হয় না। তখন ইংলন্ডে যে হাই কমিশনার ছিলেন তাঁর কাছে আমরা গিয়েছিলাম এবং বললাম যে আমাদের ইন্ডিয়ান বলে এই অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তিনি আমাদের পিঠে হাত দিয়ে বললেন ঠাকুর

Pocket the insult and go home. There is no remedy.

তখন, স্যার, অতুল চ্যাটার্জি পর্যন্ত একথা বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু আজ আমাদের দেশেও

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্ণবৈষম্য পূর্ণমাত্রায় চলছে। আমি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে আজ এই বর্ণবৈষম্য আমাদের দেশে না থাকে। আমরা যাতে সর্বদা সকলের সাথে সমানভাবে মিশতে পারি সেইরকম সুবিধা আমাদের করে দেওয়া দরকার, নাহলে আমরা কিছুতেই সেই ইউ এন ও-র দরজায় গিয়ে ধর্ণা দিতে পারি না যে সাউথ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য তুমি দূর করে দাও কিন্তু আমাদের স্বাধীন দেশ থেকে সেটা দূরীভূত করতে পারছি না। তারপর, স্যার, একটি কথা বাস্তুহারা সমস্যা দূর করতে গেলে, যেমন একদল গ্রামবাসীকে তুলতে গেলে আর একদল তাদের উঠতে দিতে চায় না সেই রকম আমিও দেখছি এই কলিকাতায় যারা পতিতাবৃত্তি করছে তারা যাতে না উঠে সেই জন্য একদল ইন্টারেস্টেড ক্লাস অফ ক্যালকাটা পরিপন্থি হয়ে পড়েছে যে এটাকে কিছুতেই এখান থেকে তুলতে দেওয়া হবে না। আশ্চর্যের কথা কলিকাতার মত জায়গায় এই রকম একটা ক্লাস—আমার কাছে রীতিমত খবর এসেছে কিন্তু নাম বলবো না—কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এই বেশ্যাবৃত্তি যে কলিকাতা থেকে উঠবে তা আমার মনে হয় না।

এই যে বেশ্যাবৃত্তি—কি কান্ড! ডাঃ এইচ সি মুখার্জি, ইন্সপেকটর অফ কলেজেস [নয়েজ] ভাল করে শুনুন কমিউনিস্ট পার্টিরও শোনা উচিত, ১৯৩০ সালে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই রিপোর্ট থেকে পড়ে শোনাই

"For sometime past I have been noticing with increasing sorrow the gradual deterioration among our students in both their physique and morale. When I inspected the Carmichael Medical College class I was informed on unimpeachable medical authority that 70 to 75 per cent. of the venereal cases treated in the outdoor dispensaries in Calcutta are contracted by students of high schools and colleges".

[Noise and uproar]

এই তো অবস্থা। ইংরেজ আমলে দশ হাজার টাকা সেট অ্যাপার্ট করে রাখা হত—
for the treatment of venereal diseases among the Police Officers
কলকাতা স্টুডেন্ট মহলের যে ক্ষতি হচ্ছে সে জিনিসের ব্যবস্থা করতে বলা দরকার। আমি মেডিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এর দিন সামান্য সময় দেওয়ার জন্য এ বিষয়ে বলে উঠতে পারিনি। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ স্টুডেন্ট এই ভেনেরিয়াল ডিজিজ থেকে ভুগছে এবং গভর্নমেন্ট নিশ্চেষ্ট রয়েছে টু স্ট্যাম্প আউট দিস ডিজিজ ফ্রম দি সএল অব বেংগল। আজকে আমি অনেক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করি যে এরকমভাবে ছেলেদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এর কি ব্যবস্থা আছে? তাঁরা বলেন ইট ইজ এ ম্যাটার অফ ইনজেকশন। এটা যদি ম্যাটার অফ ইনজেকশনই হবে তাহলে বিলাতের পায়খানায় এরকম বড় বড় করে কেন লেখা আছে—

dangers of venereal diseases—venereal diseases are eating into the vitals. আমি এটা দূর করার জন্য গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের বন্ধুবান্ধব ডাক্তার যাঁরা আছেন তাঁরা বলেছেন পশ্চিমবাংলায় অনেকগুলি ভিলেজ আছে যে ভিলেজগুলিতে এরকম ব্যারাম রয়েছে। এটা দূর করা দরকার। মিঃ স্পীকার, স্যার, এমিনেন্ট ডক্টরস অফ দি ওয়ার্ল্ড, সাইন্টিস্ট তাঁরা বলেছেন,

syphillis is the greatest killer.

[Noise and interruptions.]

যাই হোক এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। স্বাধীনতার পর সর্দার প্যাটেলের কাছে গিয়েছিলাম এবং তাঁকে বলা হয়েছিল স্বাধীনতা লাভের পর বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছে দাবী করা উচিত যাতে আমরা আমাদের কোহিনুর ফেরৎ পেতে পারি। বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভের পরও কোহিনুরমণি ফেরৎ পাবার জন্য কোন আন্দোলন হয় নি। কোহিনুরের সংগে আমাদের দেশের ভারতের কৃষ্টি অনেক কিছু জড়িত। ডঃ এ্যানি বসান্ত তাঁর এনসেন্ট উইসডম অফ ইন্ডিয়াতে লিখেছেন যে কোহিনুরে অনেক প্রেশাস স্টোন রয়েছে এই মহামূল্যবান মণি ভারতকে ফেরৎ দেবার জন্যও তিনি বলেছেন। কিছুদিন আগে জামাতাবাবু ডিউক অফ এডিনবরা এখানে এসেছিলেন—তাঁকে এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে ঐ যে কোহিনুর মণি এটা

আমাদের এটা কেন ফিরিয়ে দেয়। আজকে জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হলেও আমি বলবো প্রধানমন্ত্রীকে যে এই কোহিনুরমণি আমাদের ফেরৎ পাওয়া দরকার।

[6-55—7-5 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আজ এখানে জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর খাতে সরকারের দুর্নীতির যে তথ্য এবং ঘটনা এখানে পরিবেশিত হয়েছে, এবং যার ফলে এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আমি তার মধ্যে যাব না। আমি গভর্নমেন্ট কর্মচারীদের ব্যাপারে একটু সুবিচার করবার জন্য ডাঃ রায়কে অনুরোধ করব। এ সভায় সেসব কথা বহুবার আলোচনা করে এসেছি, তবু আজ ডাঃ রায়কে বিশেষ কোরে অনুরোধ করব যে, উনি তাদের কথা আর একবার চিন্তা করবেন।

সরকারী বিভাগের দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী বিভাগ যে অচল হয়ে থাকে এবং তা হওয়ার একটা কারণ—একথা ডাঃ রায় স্বীকার করবেন। কর্মচারীদের বিক্ষোভ, তাদের অভাব অভিযোগ উপেক্ষিত থাকলে কাজকর্ম ভালভাবে হতে পারে না। তাদের সন্তোষবিধান যে সুচারুভাবে কার্য সম্পাদনের সহায়ক একথা সাধারণ বুদ্ধিতে সকলেই বুঝতে পারেন। তথাপি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ রায়কে একথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ করি। ডাঃ রায় হয়ত বলবেন যে, সরকারের ক্ষমতা নাই আর বেতনবৃদ্ধি করার। আমি তাঁর কাছে এমন কতকগুলি প্রস্তাব তুলব যাতে হয়ত তাঁর বেশী অর্থের প্রয়োজন হবে না, কিন্তু কর্মচারীদের বিক্ষোভ অনেকটা দূর হতে পারে। এজন্য আমি বলব পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন পে কমিশন বসান না। পে কমিশন বসান মানে ব্যয় বাড়িয়ে দেওয়া না, ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে—পাঞ্জাবে, মাদ্রাজে, অন্ধ্রে, কেরালায়—পে কমিশন বসান হয়েছে। তার মধ্যে একমাত্র অন্ধ্র ছাড়া অন্যত্র পে কমিশন বলে দিয়েছেন যে, গভর্নমেন্ট কি কোরে নিম্ন কর্মচারীদের বেশি বেতন দিতে পারেন। কেরালায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজ—এই দুই প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা আছে; তাঁরাও পে কমিশন বসিয়ে বেতন বৃদ্ধি করেছেন।

'যোজনা' নামক ভারত সরকারের প্রকাশিত পত্রিকায় ২২এ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হয়েছে যে, উত্তরপ্রদেশে সেখানকার গভর্নমেন্ট কর্মচারীদের ডিয়ারনেস এলাউন্স বাড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। যাদের ১০০ টাকার কম তাদের আড়াই টাকা হিসাবে আর যাদের ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত তাদের ৫ টাকা কোরে। আমি ডাঃ রায়কে বলি এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে সেটা পে কমিশন-এর বিচারের ভিতর থেকে পাওয়া যাবে। এসব ক্ষেত্রে পে কমিশন গভর্নমেন্টের রেভিনিউ-এর কথাও বিবেচনা করবেন। কাজেই গভর্নমেন্টকে ওখানে বিবেচনা করতে হবে না। সেইজন্য বলি পে কমিশন বসিয়ে বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন। তাঁকে আরও বলি যে, নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সুবিধার জন্য কেন চেষ্টা করবেন না?

আমার দ্বিতীয় কথা পার্মানেন্সি সম্বন্ধে। এ বিষয়ে কোন কোন সভ্য বলেছেন, আমি যখন হসপিট্যাল কর্মচারীদের ব্যাপার নিয়ে ডাঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন—তারা যাতে পেনসন পায় তার ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করছি। আমি বলেছিলাম—আপনি করুন, আমরা নিশ্চয় সমর্থন জানাব। কিন্তু আমি বলছি সেজন্য তার পাকা কাজ চাই। পার্মানেন্ট ডিপার্টমেন্টে টেম্পোরারীর সংখ্যা অজস্র। আমার খবর হচ্ছে শতকরা ৬০ জন হবে যাঁরা বছরের পর বছর টেম্পোরারী হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। এই টেম্পোরারী কর্মচারীদের দুঃখের কথা আমি ডাঃ রায়ের কাছে রাখতে চাই। তারা এমন কি অপরাধ করেছে যে, ১৮ বছর চাকরি কোরেও টেম্পোরারী রয়েছে? অপরাধ তাদের নয়, অথচ তাদের কনডেম্স করতে হয়। সেজন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডে গভর্নমেন্টের যে কন্ট্রিবিউশন সে কন্ট্রিবিউশন তাঁরা পান না। আর পেনসনের ব্যবস্থাও তাঁদের জন্য থাকে না। তাই ডাঃ রায়কে একথা বলি—যে আজ গভর্নমেন্ট ভাবুন যে কতগুলি ডিপার্টমেন্টকে তাঁদের পার্মানেন্ট করতে হবে। টেম্পোরারী অবস্থায় রাখলে চলবে না। কথাপ্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই ফুড এন্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কথা। ফুড গ্রেনস এনকোয়ারি কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে, এই ডিপার্টমেন্টকে পার্মানেন্ট ডিপার্টমেন্ট

করতে হবে। আমি ডাঃ রায়কে বলব এরকম বহু ডিপার্টমেন্ট আছে, যেগুলি বস্তুতঃপক্ষে পার্মানেন্ট ডিপার্টমেন্ট, এবং পার্মানেন্ট হিসাবে তাদের থাকতে হবে, এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই ডিপার্টমেন্টকে তুলতে পারবেন না। সুতরাং সেই ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের পার্মানেন্ট করার কথা চিন্তা করতে হবে। এই উপলক্ষে আমি বলব যে, কর্মচারীদের এই দাবী অত্যন্ত যুক্তি-সংগত দাবী এবং সেটা ডাঃ রায়কে ভেবে দেখতে বলি। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে—তারা ৬ মাস পরেই পার্মানেন্ট হয়, যদি না হয় তাহলে বলব তাঁরা অন্যায় করছেন। বিভিন্ন ফ্যাক্টরি আইনে রয়েছে যে এক বছর, দেড় বছর পরেই পার্মানেন্ট হবে। এখানে সত্তার সাহেব উপস্থিত আছেন, তিনিই বলবেন যে, কোন জায়গায় দু' বছর পরে পার্মানেন্ট হয় না। অথচ ডাঃ রায়ের কর্মচারীরা দাবী করেছে যে, আমাদের দু' বছর চাকরি হ'লে পর কোয়াসি-পার্মানেন্ট করা হউক এবং ৫ বছর পরে পার্মানেন্ট করা হউক। এ কথার যৌক্তিকতা খুবই রয়েছে। ডাঃ রায়কে অনুরোধ করছি তাদের অন্য দাবী-দাওয়া দেবার ব্যাপারে তাঁর যে এমবেরাসমেন্ট হচ্ছে সেকথা বাদ দিয়ে তাদের ৫ বছর চাকরি করার পরে পার্মানেন্ট এবং দু' বছর চাকরি করার পরে কোয়াসি-পার্মানেন্ট করার কথা মানবতার দিক দিয়ে চিন্তা করতে তাঁর কাছে অনুরোধ করব।

এই সংগে আর একটা কথা বলব। গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টে—
contingency rate, work rate, piece rate.
এইরকম অনেক রেট রয়েছে। অদ্ভুত গভর্নমেন্টের রিক্রুটমেন্টএর ব্যবস্থা—একদিকে এই সব লোকদের চাকরি যায়, অন্য দিক দিয়ে নূতন লোক ভর্তি করা হয়। কেন গভর্নমেন্টের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর মধ্যে এইটুকু ব্যবস্থা করতে পারেন না যে যে লোকগুলো টেম্পোরারী হিসাবে কাজ করছে তাদের ধীরে ধীরে পার্মানেন্ট করা হবে, এবং তার পরে যে লোক নেওয়া হবে তাদের অন্যভাবে রিক্রুট করা হবে, এটা যাতে না হয় তার জন্য অনুরোধ করব।

আর একটা কথা বলি—প্রোমোশন-এর কথা। আজ পর্যন্ত দেখছি যারা কাজ করেছে তাদের প্রোমোশন দেবার ব্যাপারটা উপেক্ষিত হয়ে আছে। কেন উপেক্ষিত হবে? যদি দক্ষতা থাকে, যোগ্যতা থাকে—তাহলে 'মেরিট' দেখে প্রোমোশন দেবার ব্যবস্থা করবেন। বাহির থেকে লোক এনে কাজ দেন, আর প্রোমোশন হয় না—এরকমও দেখা যায়। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করি। এতে কি গভর্নমেন্টের এক্সচেকার-এর তহবিলে টান পড়ে?

আর একটা কথা ডাঃ রায়ের দৃষ্টিতে আনতে চাই—রিটায়ারমেন্ট সম্বন্ধে। ৫৫ বছর বয়সে অবসর নেওয়াই হল গভর্নমেন্টের নিয়ম। আই সি এস দে-র ৬০ বছর কেন থাকে? ইউ পি গভর্নমেন্ট নিয়ম করেছেন ৫৮ বছরে রিটায়ার করতে হবে। কিন্তু আমাদের এখানে তাদের বেলা বলা হয় ৫৫ বছর। রিটায়ার করলে বলবেন বুড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু আজ ডাঃ রায় এই সুপার এন্যুয়েটেড অফিসারদের সম্পর্কে দক্ষতা আছে বোলে ৬০।৬৫।৭০ বছরের লোককে পর্যন্ত চাকরি দিচ্ছেন।

[Here the member having reached his time limit resumed his seat.]

[7-5—7-15 p.m.]

Sj. Bankim Chandra Kar: Mr. Speaker, Sir, I have listened with care and attention to the observations made by my friends of the Opposition. To my utter regret I found that most of my friends have taken recourse to personal vilifications and personal attacks. When these vilifications were made some heat was generated in their speeches perhaps to make them appear to be true. Two of my friends on this side of the House gave personal explanations and said that they were untrue. So far as other things are concerned, I do not know what actually happened but our experience shows that the vilifications that are launched are found very often not to be true. I would request my friends, before abusing others, to verify their statements because they have got full liberty to speak anything here. My friends on that side and on this side also should be careful when they attack other friends on the floor of the House.

I have studied the issues involved in the cut motions and I shall completely confine myself to those issues. The cut motions are based on top-heavy administration, on non-payment of gross minimum living wages to the lower-grade clerks, on failure of Government to make permanent certain temporary Government servants, on corruptions of Government officers, on unemployment of West Bengal boys, and on superannuated Government servants. The time at my disposal is short. I shall not be able to discuss them in full details but I shall try to explain the position and express my humble views in these matters. Every year if you kindly watch you will see that these self-same and similar cut motions are moved; they are discussed and answered, but my friends want to listen to and get answers again.

Let us first of all probe into the matter as to whether the administration is top heavy. In this connection comprehensive statistics had been published by the Government on the 29th February 1956 and distributed among the honourable members. You will find that the criticisms levelled by my friends are baseless. The same position is still subsisting more or less. In 1955 the position was that about 98 per cent were persons who got salaries up to Rs. 300. There were—1 per cent who used to get from Rs. 301 to Rs. 500; half per cent from Rs. 501 to Rs. 1,000; and only one per cent from Rs. 1,001 to Rs 2,000. There are a few persons including High Court Judges, whose salaries are fixed by the Constitution, who get a little more than Rs. 3,000. At that time out of Rs. 1 crore 58 lakhs Rupees one crore and 41 lakhs used to be paid to those officers whose salaries ranged up to Rs. 300. Our Chief Minister gave the correct figures in March 1956 regarding the number of persons employed in each cadre and their total emoluments. The total number of persons drawing salaries up to Rs. 300 was 1 lakh 45 thousand and 874; and the total amount paid to them was Rs. 1 crore 47 lakhs 12 thousand and 903. There were 1,589 persons who got monthly salary from Rs. 301—500. The total amount paid to them was Rs. 7,54,259. 715 persons were drawing pay from Rs. 501—1,000. The total amount paid to them was Rs. 6,13,607. Officers drawing salaries from Rs. 1,001—2,000 were getting much less. So, Sir, we do find that more total emoluments were paid to the lower grade officers than what is paid to the higher grade officers. Hence it cannot be said that the administration is top-heavy. Mr. Ray referred to Mr. Appleby. I also refer to him. He visited India, and the States and studied the situation of employment and salaries of different States. He opined that the services in West Bengal Government were in many cases not top-heavy but top-light. I just point out that the salaries of the I.C.S. Officers in the administration are still high. Some of them have retired, one has resigned. These I.C.S. Officers are to be replaced by I.A.S. Officers very soon and the pay of the I.A.S. Officers in the average is lower than the I.C.S. Officers. In that case the expenditure under this head will come down.

Now let us see what the percentage of expenditure we have got to incur in General Administration. Sir, in 1957-58, the total expenditure was 7.4 per cent; in 1958-59, it was 6.4 per cent. This year it is lesser. If we look into the Budget we find that in the Nation Building Departments expenditures have increased appreciably. In 1951-52, it was only 43.3 per cent. and now it is more than 50 per cent. of the total expenditure. In order to give effect and to carry out the Plan, we have got to appoint experts. So we have been spending more and more on development projects. Expenditure on education, medical, public health, industry, civil works and irrigation items have increased to an appreciable extent. Naturally we

would not grudge in keeping some more experts and paying their emoluments. We must see that we succeed at the same time. We must see that we do not spend more than what is necessary.

Regarding the question of payment of the cost of living wages to clerks and menials, I discussed the matter in detail on the last occasion while taking part in discussion of the same and placed the table of different provinces, viz., Bombay, U.P., Madras, Behar and Orissa and showed that we pay more in the average to the clerks and menials than any other province. The average amount paid to the menials in West Bengal is Rs. 59.5. In Madhya Pradesh it is Rs. 41, in U.P. Rs. 42.5, in Madras Rs. 46, in Behar Rs. 47.5 and Orissa Rs. 37. But in Bombay they pay more. They pay Rs. 67.5. In Calcutta we pay Rs. 65.5. If we consider all these we find that we pay more in average to the menials than any other province.

Regarding lower division clerks in the districts we pay Rs. 140 on the average which is higher than all the provinces including Bombay. In Directorates we pay Rs. 168.5 on the average which is more than what is paid in other provinces. Of course in Bombay it is a little more. In Secretariats we pay on an average Rs. 193 that is more than what is paid in other provinces except in Bombay. It cannot be said that West Bengal is paying less than living wages.

Regarding the question of temporary clerks, it has been the subject of criticism in this House but I would remind my friends about certain figures.

[7-15—7-25 p.m.]

Four hundred and sixty-four clerks were there till last year. Out of them 123 were pre-partition clerks. 275 were taken in 1947-50, and 66 clerks were appointed in 1951. An examination was arranged in consultation with the Public Service Commission. Some appeared successfully and they were absorbed. Others did not care to appear and some became unsuccessful. Still none of them were discharged.

Regarding the superannuated officers, I want to say a few words. I admit that young men will not get chances if superannuated officers are allowed to continue, but there is urgent need of technical experts and experienced persons with special training. We cannot but keep them in the interest of the administration. We are to carry out our plans for developing the State. Expert knowledge with special training and wide experience is necessary to work out the plans and if a few of them are retained, I personally do not find anything wrong there. That is also the policy of the Centre and I may remind my friends that our Prime Minister also has opined in the same line and expressed the same view only last year.

Regarding the problem of Bengali youths in West Bengal it is a problem which of course is very difficult to solve. We cannot say openly that Bengal would be for Bengalees, Bihar would be for Biharis, Orissa would be for Oriyas and so on. It cannot be said like that. There is the Constitution. What I want to say is that there are both public and private sectors and there are industrialists who work in the private sector. If they are somehow induced to take Bengali youths when they appoint men, then of course this problem may to some extent be solved. But we cannot force any legislation on this point.

Sir, when we want more education, more health centres, more roads, more irrigation projects, more cultivation, we should be prepared for the expenditures to carry out the schemes, especially if we want to build up a

welfare state. And instead of criticising the budget and finding fault with the officers who are at helm of affairs some few sweet words are necessary to encourage them so that we may get more work from them.

Regarding corruption, no doubt, Sir, there is corruption from the lowest to the highest levels. Of course everybody says that. But who are responsible for this? Are the officers alone responsible? I should say one thing in this connection that unless we train the public, unless we improve the morale of the public, it cannot be stopped. People go and give bribe to the officers—they are induced to take bribe. So, unless you improve the morale of the public, unless a new set up is brought into existence, the people who will be chosen from amongst them shall not resist being corrupt. Sometimes it so happens that good men are induced to be corrupt. For that I do not for a moment say that the officials should be corrupt. If there are corrupt officials they should be dismissed, they should be punished.

In conclusion I should say that we should not be dreaming of utopia. We should face facts as they are.

With these words, Sir, I support the grant.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মিঃ স্পীকার, সার, জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে বলতে গিয়ে আমার প্রথমেই যে কথাটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এই তিন থাকতে নয়—আমাদের শাসকমণ্ডলীরও যেন সেই অবস্থা হয়েছে—এ'রা ইনএফিসিয়েন্সিকে ইনএফিসিয়েন্সি মনে করেন না, করাপসান বলে কোন কথাই এ'দের ডিকশনারীতে নাই। আমি এক একটা করে স্যাম্পল দিয়ে বলে যাব এদের এফিসিয়েন্সির কথা এবং কি রকম এদের কার্যদক্ষতা। এদের এফিসিয়েন্সি দেখুন ১৯৪৫ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে চন্দননগর মার্জ হল, ওয়েস্ট বেঙ্গলএ এবং সমস্ত কর্মচারী ডিজুরে ট্রান্সফার হল, অর্থাৎ সোজা কথা হল, চন্দননগরের দায়িত্ব রাইটার্স বিল্ডিংসএ এল। এখানে অনেক এফিসিয়েন্ট সেক্রেটারিস, ডেপুটি সেক্রেটারিস আছে, কিন্তু তাঁরা এমনই এফিসিয়েন্ট যে সেই ট্রিটিতে যে এ্যাটাচড প্রোটোকল ছিল সেটা তাঁরা পড়লেন না—লেখাপড়ার ধার দিয়ে তাঁরা যান না কিনা—এ খবর আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা জানেন। এইসব কর্মচারী যে কি রকম এফিসিয়েন্ট আমি তার একটা শুধু নমুনা এখানে বলব—স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি মিঃ এন সি কর—তিনি একদিন বলেছিলেন সোজা, চন্দননগরের যাঁরা ভূতপূর্ব কর্মচারী ছিলেন তাঁদের একটা পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের এফিসিয়েন্সির প্রমাণ দিতে হবে, নইলে তাঁদের চাকরি থাকবে না—তাঁদের চাকরির স্থায়িত্ব নির্ভর করবে একটা এক্সামিনের উপর। ঠিক সেইভাবে কলেজ প্রফেসরদেরও নোটিস দেওয়া হলো যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর সামনে তাঁদের হাজির হতে হবে এবং এফিসিয়েন্সির প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু তাঁরা দেখলেন না ট্রিটি প্রোটোকল-এর ৩ নং ধারায় কি লেখা আছে—লেখাটা আমি পড়ে দিচ্ছি—এটা অবশ্য ফরাসী থেকে ট্রানশ্লেসন—

> "such Civil servants and employees of the free town of Chandernagore and those of French establishments in India whom the Government of India does not desire to retain in its service shall serve three months notice for termination of their services within one month of coming into force of the treaty and shall be entitled to be paid fair compensation for the premature termination of their services."

অর্থাৎ, যেদিন ডিজুরে ট্রান্সফার হয়েছিল সেই সেকেন্ড মে, ১৯৫০, সেদিন থেকে এক মাসের নোটিস দিতে হবে এবং তিন মাসের নোটিসে চাকরি যাবে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে চন্দননগর ওয়েস্ট বেঙ্গলে এল, তার আগে ট্রিটি অনুসারে তাঁদের তাড়াতে গেলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা সেটা হবে না, ট্রাইবুনালে দিতে হবে। এইভাবে তাঁরা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি ভঙ্গ করলেন। তবু এই ব্যাপারে মিঃ এন সি কর চিঠি লিখলেন সব জায়গায়—আমি চিঠির ডেট, নম্বর ইত্যাদি সব বলে দিচ্ছি—

No. Medical 4290/5C-5/57—till they are absorbed in the State Service or discharged on grounds of unsuitability.

এই হচ্ছে এসব বড় বড় আই সি এস, আই এ এস অফিসারদের কার্যদক্ষতা। তারপর, এডুকেশন সেক্রেটারি যাঁর ক্ষমতা ও [illegible] কথা আপনারা সকলেই শুনেছেন—এ'দের এফিসিয়েন্সির কথা কি আর বলব—এ'দের এফিসিয়েন্সি হচ্ছে চাকরি খাবার এফিসিয়েন্সি ট্রিটির বিরুদ্ধে এ'দের বেআইনীভাবে চাকরি খাবার প্রচেষ্টা খুব আছে—ঝা কমিশনের রিপোর্ট আছে ৩ নং পাতায় আমি পড়ে দিচ্ছি—এ'রা চাষীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট জারী করে টাকা আদায় করেন—কিন্তু যাদের কাছে টাকা পড়ে আছে এ'দের সম্বন্ধে এ'রা কি করেছেন একটু শুনুন—

> "there was a difference of opinion among the members of the Commission appointed under Article 2 of the protocol, the Government of India and the Administration taking a common stand."

—সেখানে আমার যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল—সেখানে বলা হচ্ছে—

> "In regard to the sum of 8 lakhs of rupees from the reserve fund and 5 lakhs of rupees from the pension fund which are due to Chandernagore and which the Pondicherry Government has not so far transferred. This question should be looked into."

এই ঝা কমিশন হয়েছে ১৯৫৩, এই ৬ বৎসরের মধ্যে এমনি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকারের কার্যদক্ষতা যে, এ'দের মন্ত্রীদের কার্যদক্ষতা, পুলিসের দক্ষতা, জেল দেবার দক্ষতা—সব দিকেই এ'দের দক্ষতা—কিন্তু যেখানে টাকা পড়ে রয়েছে, সেই জায়গা থেকে আদায় হল না টাকা।

[7-25—7-35 p.m.]

মন্ত্রী মহাশয়েরা জানেন সেখান থেকে দরখাস্ত হয়েছে—লোকে জল খেতে পায় না, রাস্তা ভেঙ্গে যাচ্ছে, সেখানে নদীর এরোশন হচ্ছে, তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না এবং সে সম্বন্ধে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল ফরাসী গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, সেই টাকা পড়ে রয়েছে, তার এক পয়সাও খরচ করা হয় নি। শুধু ফরাসী গভর্নমেন্টের টাকা নয়, ফ্রি সিটি হবার সময় একটা ফান্ড হয়েছিল, সেই ফান্ডএর টাকা বেঙ্গল গভর্নমেন্টের হাতে রয়েছে চন্দননগরের উন্নতির জন্য। সেটা ওয়েলফেয়ার ফান্ড বলে ছিল, সেই টাকা কতবার চেয়েছেন কর্পোরেশন সেখানকার জলের উন্নতি করবার জন্য, ড্রেনের উন্নতি করবার জন্য, কিন্তু সরকারের সেদিকে লক্ষ্য নেই, টাকাটা নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। এই টাকার যে কি অবস্থা আজ তা আমরা জানি না। এটা সবশুদ্ধ প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা, এটা আমাদের প্রাপ্য টাকা এবং এটা এক্ষুনি আমাদের হাতে চলে আসতে পারে।

তারপর এখানেতে তাঁরা বলছেন

that development for town, quarters for officials and municipal employees এবং protection of river bank and embankment there should be executed through the aid and subsidy from the Central Government.—

আর সেখানেতে সেখানকার লোকের ঘর বাড়ি পড়ে যাচ্ছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছি, সেখানকার কর্পোরেশন জালান সাহেবের কাছে মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন—সেখানে সমস্ত ঘরবাড়ি দোতালা বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে নদীর নীচে। এখানে ঝা কমিশন রিপোর্টে দেখলাম রয়েছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তিনি লোকসভাতে বলেছেন

recommendation of the Jha Commission have been accepted from A to Z.

এই কথা প্রসিডিংস-এর মধ্যে রয়েছে। এই এ্যাসিওরেন্স তিনি দিয়েছেন, কিন্তু কার্যত কি তা করা হচ্ছে? আমি একটি স্যাম্পল হিসাবে শুধু একটি শহরের কথা বলছি, সমস্ত শহরের কথা বললাম না, তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই অবগত আছেন।

এই যে ইরোশন-এর জন্য শ্রীরামপুরে, রিষড়া এবং চুঁচুড়াতে ব্যবস্থা হচ্ছে, যেখানে যে কাজ হবে তার জন্য টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু, তার মাঝখানে, মধ্যবর্তী স্থানে চন্দননগর যেটা রয়েছে তার জন্য কোন টাকা ধরা নেই। এবং যেটা এখানে কমিটমেন্ট-এর মধ্যে রয়েছে ও ঝা কমিশন-এর রিপোর্টের মধ্যে পড়ে, কিন্তু তার জন্য কোন টাকা ধরা হয় নি, এই সংবাদ আমরা পেয়েছি।

এবারে আমি আমার দ্বিতীয় কথায় আসছি। এটা এফিসিয়েন্সির স্যাম্পল দেওয়া হল। এবারে আমি বলছি পলিটিক্যাল ভিক্টিমস-এর ব্যাপারে। পলিটিক্যাল ভিক্টিমাইজেশান-এর শুধু দুটো স্যাম্পল দেবো। একটা হচ্ছে মিসেস--নাম বলবো না, কারণ নাম বললে আপনি আপত্তি করেন, তিনি হচ্ছেন মিসেস নন্দী, অনারস ইন ইকোনমিক্স। তিনি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, বর্ধমান, যেখানে একটি চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন এবং এ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন। কিন্তু তাঁর এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার-এর সঙ্গে সঙ্গে একটি খাঁড়া গিয়েছে, অর্থাৎ পুলিস যদি ভেরিফাই করে দেখে অতীতে আপনার নামে সাবভার্সিভ এ্যাক্টিভিটিস-এর কিছু কলঙ্ক আছে, তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনার চাকরি যাবে। কিন্তু যে কলঙ্ক ব্রিটিশ আমলে করলে পর চাকরি পাওয়া যেত না, আজ তার জন্য লোকে চাকরি পাচ্ছে, এমন কি মন্ত্রী পর্যন্ত হওয়া যায়। কারণ আমরা জানি সেই কলঙ্ক থাকার দরুণ আমাদের ভূপতি মজুমদার মহাশয় আজ মন্ত্রীর গদিতে আসীন হতে পেরেছেন। এরকম বহু সরকারী অফিসার রয়েছেন যাদের ঐ কলঙ্কের জন্য কোন পানিসমেন্ট হল না, উলটে তাদের বারেবারে কাজে উন্নত করা হল। তার কাছে চিঠি গেল, তাঁকে এটা সই করে দিতে হবে। সরকারের ভয় পাছে এই স্ত্রীলোক রিভলিউশন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উলটে দেয়। স্ত্রীলোকের হাতে খাঁড়া মা-কালী মনে করেছিলেন। কালীপদবাবু ম্যাসকুলিন কালী, যদি সেই জায়গায় আবার ফ্যামিনিন কালী হয়ে যায়। তাই তাঁর এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার-এর সঙ্গে একটি খাঁড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তাঁর কাছে চিঠি গিয়েছে—এই বলে যে পুলিস ভেরিফিকেশনএ যদি তোমার বিরুদ্ধে কিছু বেরোয় তাহলে তোমাকে ইমিডিয়েটলি ডিসমিস করা হবে, উইথআউট নোটিস। অতএব তুমি এটা সই করে দাও।

আর একটি ছেলে, ইয়ং বয় গ্রাজুয়েট, মিঃ চ্যাটার্জী—তিনি হচ্ছেন খগেন দাশগুপ্ত মহাশয়ের দপ্তরের লোক। তার নাম বলবো না, খুঁজলেই পাবেন। এঁরা বলেন দেশের যুবকদের চাকরি দিয়ে বেকারত্ব ঘোচাবেন। কিন্তু কি চমৎকার ব্যবস্থা। তাঁকে যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয়েছিল, সেখানে লেখা আছে—

on the express condition that if subsequent enquiries into the candidate's antecedents reveal that he has or he had been engaged in subversive activities, in the opinion of the Government which should be final.

অতএব অপিনিয়ন অব দি গভর্নমেন্ট, যা আসবে ঐ কনসটেবলএর থ্রুতে, এবং সেটা হল ফাইনাল। তাই আমি সেদিন বলে দিলাম—'শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে পুলিস সত্য, তাহার উপরে আর কেহ নাই'। সেইজন্য এখানে লেখা হচ্ছে—

the appointed will be terminated forthwith without any notice,

দেরী হবে না, তৎক্ষণাৎ, ইমিডিয়েটলি তার চাকরিটা খাওয়া হবে। এই হচ্ছে তাঁদের কাজ। এইভাবে তাঁরা বেকারত্ব ঘোচাবেন। আবার তাঁরা গণতন্ত্রের কথা বলেন। দুটি কথা তাঁরা খুব ভালভাবে বলেন, তার কারণ হচ্ছে এমার্সনের কথায়

go on throwing mud, at least some will stick,

অর্থাৎ সকাল থেকে উঠে জপ করছেন একটা কো-অপারেশন, আর একটা গণতন্ত্র। ডি এল রায়ের ভাষায় বলতে হয় যাহার যেটা যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে।"। এই হচ্ছে অবস্থা সকাল বেলা থেকে কেবল কো-অপারেশন কো-অপরেশন করে জপ করা হচ্ছে। আবার তাঁরা সকলকে কথায় কথায় গণতন্ত্রের কথা শোনান। তাঁদের গণতন্ত্র কি হচ্ছে এখানে, তার বহু দৃষ্টান্ত জ্যোতিবাবু দিয়েছেন। লর্ড কার্জনকে কুখ্যাত কার্জন বলা হয়, কিন্তু সেই কুখ্যাত কার্জনও লজ্জা পাবেন এঁদের কার্যকলাপ দেখে। তিনি হয়ত তাঁর কবরের মধ্যে থেকে মুচকি, মুচকি হাসছেন এখানে কংগ্রেসী নেতাদের ছবি দেখে, আর ভাবছেন এঁরা লর্ড কার্জন নয়, দুর্যোধন।

আমার শেষ কথা হচ্ছে এঁদের করাপশন সম্বন্ধে। এই করাপশন সম্বন্ধে আমি একটি কথা জানিয়ে দিচ্ছি। আমি বুঝতে পারি না—যেখানে সেখানে করাপশন হচ্ছে, অথচ এনকোয়ারি করতে এত ভয় কেন? ইউ পি গভর্নমেন্টের চিফ মিনিস্টার, তিনি এই করাপশন সম্বন্ধে কি বলেছেন বলে দিচ্ছি নিউ দিল্লীতে.........

Mr. Speaker:

পড়বার দরকার নেই জিনিসটা বলে দিন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

পড়বার সময় নেই, আমি এমনি মুখে বলে দিচ্ছি। তিনি তাঁর একটি মন্ত্রীর সম্বন্ধে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর ফেয়ার নেম এর জন্য, তিনি তাঁর বিধানসভার মাঝখানে এসে বলেছেন এর এনকোয়ারি করা হবে। আর আমাদের এখানে যদি এনকোয়ারি করা হয় তাহলে কি মহাভারত অসুদ্ধ হয়ে যাবে? আমি এইটুকু নিবেদন করবো মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে তাঁর নিজের নামের জন্য, তাঁর এ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর ফেয়ার নেম-এর জন্য অন্তত এনকোয়ারি করুন।

দিল্লীতে চাগলা কমিশন বসতে পারে, এনকোয়ারি করতে পারে—সেখানে মাথায়ের জন্য হতে পারে, আর এখানে পা থেকে মাথাই, সব যখন করাপশনে ভর্তি, তখন পা থেকে মাথায়ের জন্য এনকোয়ারি হবে না কেন? প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টে করাপশন অথচ এনকোয়ারি করবো না। আমি বলে যাচ্ছি তাহলে এই গভর্নমেন্টের উপর কোন আস্থা আসতে পারে না, এবং এই গভর্নমেন্টের করাপশন সম্বন্ধে এনকোয়ারি না করাটাই প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছে যে করাপশন-এর এক্সিসটেন্স এখানে যথেষ্ট আছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, before I deal with some general aspects of the questions that have been raised let me answer some of the points that have been raised by different speakers.

Shri Monoranjan Hazra mentioned something about two members of the Assembly. Mr. Abul Hashem and Mr. Byomkesh Majumdar both of whom recanted and said that what he has said is absolutely untrue. Let me see how far I can also join with them. Now, in this service there are 189 superannuated officers of whom 13 persons are getting a salary over a thousand of rupees. One thing we have got to remember is that there are certain classes of officers like the overseers, like the kanangos, like the agricultural experts whom it is very difficult to replace. Out of the total number of 1,73,000 exployees only 189 are superannuated and are being re-employed. As I have said even amongst the higher classes for example engineers, we cannot get enough engineers. I think, if I am not mistaken, there are about 67 posts lying vacant. We cannot get enough engineers.

Sj. Jyoti Basu:

অনেক আছে আমি পাঠাতে পারি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনাকে পাঠাতে হবে না। কোথায় এ্যাপ্লাই করতে হয় তা তারা জানে।

I say again that we do not get certain types of officers and, therefore, we have to follow a particular routine, that is to say every individual case has to be certified by the Department concerned and the case is considered by the Cabinet before the appointment is made after superannuation. They do not get the pension as well as the salary, but they get the salary minus the pension.

Some questions have been raised with regard to one or two officers and I think I ought to mention those things. One is with regard to Mis Rama Majumdar. She is an I.A.S. Senior Grade officer and according to seniority she is entitled to be appointed as Deputy Secretary, Home (Political) Department, in the senior grade post, and she is there—mothing more.

Mr. I. B. Surita is an I.A.S. officer. I have got here the Civil List and I have looked into it. I find that there are about 13 persons above him. About six of them are in the Government of India service and about five

of them are not willing to go, because in different posts which they occupy they are getting salaries which a person gets as a Commissioner. Therefore we have to give to Mr. Surita a chance which he deserves very much.

Sir, I may tell you about Mr. Subodh Kundu. I did not hear exactly what the charges were. But I say that Shri Subodh Kundu belonged to the Home Department. He was Head Assistant first and then became Assistant Secretary there and he was re-appointed as Assistant Secretary after retirement.

[7-35—7-45 p.m.]

It is alleged that he has got lot of money. He used to get money by giving postings to different officers. What has actually happened is this: he had after retirement commuted his pension and obtained Rs. 28,000 and got provident fund money of Rs. 24,000—that means Rs. 52,000—an enormously big balance he has got! Mr. Bimal Majumdar, I was told by my friend here, married Profulla Sen's friend's adopted daughter

প্রফুল্লবাবুর বন্ধুর পালিত কন্যা।

—as far as I could gather Mr. Majumdar was appointed a Development Officer through the Public Service Commission and he has married the daughter of Mr. Sankar Sen. I am afraid Profulla Babu does even know him (বন্ধুর পালিত কন্যা ত দূরের কথা) Sir, these are the types of allegations and abuses that had been made in the Assembly. We expected a more sense of responsibility. Now, about Mr. Banerji. He is living in a requisitioned house for which he is paying the rent. Sir, he is doing a very useful job. I mentioned it once or twice that we are thinking of setting up new subdivisions and districts and he is the man who is very qualified for this. Unfortunately, he is not strong enough to undertake hard work. But he has offered his service and I suggested that instead of doing the work free he might at least take one rupee.

As regards Mr. K. P. Sen, he has retired as P.M.G. and I sent him to the Central Rehabilitation Ministry to be appointed as a Special Officer for benama cases about which a great deal of complaint was being made.

As regards Arun Kumar Das—there is no Assistant Secretary in the Law Department but there is a Special Officer called P. Roy. Recently he has gone on deputation to the Law Ministry, New Delhi, and in his place A. K. Das has been brought as Special Officer, Law Department. No extra post has been created. Sir, I was really shocked to see the levity with which my friend Mr. Sisir Das referred to Sir Trevor Harris. Sir, I am not a lawyer and I never pactised before the High Court but Sir Trevor Harris is a worthy man and he has done a great deal in revising the various laws and statutes that are being amended from time to time. Sir, I bow my head to him for the great sacrifice he has made for our province of West Bengal.

As regards the question whether we should have temporary men at all, various suggestions have been made and I personally agree with all of them and I feel that those who had permanent stakes were likely to be of better service.

But, as it happens, there are many departments which are expanding and new departments are being opened partly by our own efforts and partly by efforts of the Government of India. When a new department is opened, it is difficult for us to know for how long it will continue. Take the case of the Refugee Relief and Rehabilitation Department. It is on the temporary list. I cannot help it because it is intended that sooner or later

this department will go off. Similarly with regard to the Department of Land Records and Surveys. You know that settlement work is going on and the amounts of compensation are being calculated and it is essential that some officers should be there, but we cannot keep them on a permanent basis because it is impossible to know how long this office will continue. But one thing is certain—and I agree with Dr. Ranen Sen in this respect—that if the posts of those who are employed on a temporary basis are abolished, we should try our level best to see that they are appointed in some other posts. I have mentioned that case of the Malaria Officers who, as you know, work only for three months or four months in the year and they are in great difficulty for the rest of the year. I am trying to find out if it is possible to adjust their appointments with some other appointments for the rest of the year when they are not working in the Malaria Department. Secondly, we are attempting to make the temporary posts permanent as far as possible. All the posts in the State Transport Department have been made permanent. The Enforcement Branches of the Calcutta Police and the West Bengal Police have been made permanent. In the Health Department it has been decided that they will put 80 per cent. of the Grade IV staff in the hospitals on a permanent basis. There again the difficulty comes in this way. Take the case of the Calcutta Medical College. It has got, say, 800 beds on record, but usually sometimes the number is 1,200 and sometimes it is 1,300—sometimes it is less and sometimes it is more. It is difficult to calculate exactly the total number of people that we require throughout the year. What we have suggested is—and that is why 80 per cent. has been decided upon—that we can calculate the number of patients that will be bound to remain throughout the year and the additional staff necessary may be taken from time to time, as the case may be.

Sir, now I take up the case of Mr. Hemanta Basu. He has raised the question of a certain number of persons who have been discharged after putting in a certain number of years of service. He has mentioned the names of Arabinda Ghosh and Sheikh Abdul Manna. They were appointed in the Directorate of Rationing in 1945 and 1946, respectively. No verification of their character rolls was done until in 1955 it was found necessary to do so because as the Food Department was being abolished and their employees were being taken over by other departments, it was necessary to have verification. Sir, the question has been raised whether we should have verification at all. Government feel that it is important that there should be some amount of enquiry as to the antecedents of a particular person who is about to be confirmed. What usually happens is that when a man is appointed on a temporary basis, an enquiry is made at the time of his being confirmed on a permanent basis and we have got to make that enquiry in every case.

[7-45—7-55 p.m.]

My friend Sj. Jyoti Basu yesterday put certain questions. Let me give categorical answers. About Birla Fertiliser, I say that no arrangement has been made, no agreement has been entered into with the Birlas about fertiliser. What has happened is this. The Government of India are very keen upon utilising any available coke oven gas from the coke oven plant for the purpose of producing fertiliser. They said, "We don't mind who does it—whether it is a private sector or a partially private sector in India or private sector outside India—or wholly Government sector—but it should be done". Therefore we made enquiries and I can tell him that we have got reports from representatives of various countries about the

feasibility of utilising the gas for the purpose of fertiliser. We are considering them. No agreement has been made with the Birlas.

With regard to the optical glass factory at Durgapur, I can tell Sj. Jyoti Basu that that factory is in the Central sector. We have nothing to do with it except this—they asked us whether we would be able to give gas to them at a modified rate. Sj. Jyoti Basu was questioning that we had given electricity supply to the alluminium factory. I may tell him that this factory, which is being established by J. K. Industries, was promised to be given it at two annas less per thousand cubic feet because they insisted that if that were not done they would have to go to Naini. Therefore, in order to keep that industry in West Bengal I gave it at two annas less per thousand cubic feet. I have done nothing wrong. It is important to have that area developed as an industrial area.

As regards pharmaceutical industry in Durgapur, I do not know where he got the information. A Russian team came and saw me and also the people in Delhi for the purpose of starting four types of industries—one is medicinal industry, industry for pharmaceutical works—industry for indoctrines and various types of vitamins—industry for surgical apparatus—and an industry for the purpose of making intermediates from which would be subsequently developed the various types of substances used for medicine or for paints and varnishes. This is a matter which is entirely in the hands of the Government of India. We have pressed hard that this Russian team should be allowed to work in West Bengal, but I say that it is not in my hand. I am doing my best but I don't know how far I shall succeed.

With regard to the affairs of the Botanical Gardens, we have appointed Sj. Mallinath Mukherji, who has been the Chief Presidency Magistrate, to make enquiries. He is holding his court. He has been accommodated in Writers' Buildings. I think he has come to some decision. As soon as it comes to the Government we may be able to say what has happened.

My friend Sj. Jyoti Basu says what is the use of having so many Ministers. What is the good of having so many members of his party in the Inner Circle? What is the good of saying all this? They have been doing the work for the last ten years. They may not be satisfied with all that they want them to do but they should remember that the Ministers have to work under particular circumstances and conditions.

My friend Shri Siddhartha Roy says that let the Ministers go out. That is a pet theory of his. He has referred to my speech in 1925 to tell me that I have changed. I may say that with age and a little more of experience he will change also. (Sj. Siddhartha Shankar Ray: I will retire at the age of 70.) I hope not.

Then he said something about fertiliser for the tea gardens. I made enquiries and I found that fertiliser for tea gardens has nothing to do with the stock of fertiliser with us. The tea garden people are supplied with fertiliser by the Tea Board and I do not know where they got it from.

Shri Hemanta Kumar Basu referred to the case of Arabinda Ghose, Ramani Chatterji and Abdul Mannaf. They were appointed in different departments for some years. No verification of their character rolls was done. But when verification was made we felt that they could not in public interest continue in service.

Sir, I am surprised to find that Shri Subodh Banerjee seems to be in the confidence of the I.G. Police that he has shown him the resignation letter that he is supposed to have sent to me. (Sj. Subodh Banerjee: I have seen it.) Unless you are a better goenda than we possess, how could you see it?

Then he has talked about the Chief Secretary that he has seen him tapping Ministers' telephones. He has not understood what he has seen. What happened was that a few months ago I found—at least I feared—that my telephone conversation was being overheard by somebody in between. Therefore he has put in in his room as well as in my room a special apparatus by which, as soon as a connection is made, we know that nobody else can listen. That is a question of device. It is only a suspicious mind that can see suspicion everywhere. Shri Subodh Banerjee asked whether he tapped telephone talks of Ministers and the Chief Minister. I sent this query to the Chief Secretary and he said it is absolutely wrong. He has never done so. Then Subodh Babu has said that the Chief Secretary has shown a file to a representative of the Ananda Bazar Patrika on the 21st February last. He says that he has never done so. It is oath against oath. Subodh Babu has said that his son is employed in some post connected with some Syllabus Committee. I happen to know something about the Chief Secretary's son. I can say that he is absolutely incapable of taking any post anywhere.

Now, I come to the general question. My friend Shri Subodh Banerjee is really sorry about the good old days when the officers and the heads of departments could keep a secret and not divulge it. What has happened today is this.

[7-55—8-5 p.m.]

My friends like Mr. Subodh Banerjee are allowed to go anywhere. I do not think in the good old days when I was a member of the Assembly I could see the Chief Minister in those days at all except by a special appointment. Now, if he comes and tells me—there is sullen despondency and uncertainty in the minds of the officer when he comes and tells me "look here, this case is coming before the Cabinet. See that justice is done to that case", naturally the officers think that big influences are being brought to bear upon the Chief Minister. So, it is a mistake to think that they have changed—things have changed—the days have changed—because we have changed. We cannot keep back our curiosity.

Shri Siddhartha Shankar Roy has said that we are thinking of sending the Press people downstairs. Sir, if the Press people behave as they are behaving—I believe it is by the newspaper reporters that they collect information and publish in the papers, which is full of mistakes, vague expressions, uncertainties, untruths, surely I have got the right to look at the Press people from a different standpoint. I have been very friendly with them but I have to consider my point against them.

Then Shri Siddhartha Shankar Roy has said about the meeting that was held at Bankura for which a letter has been sent to the Association. Sir, it was because the rules of the Government employees say that no person who is not in the active service of the Government should be an office bearer of the Association or shall be allowed to attend or take part in the deliberations or meetings of the Association except with the previous permission of the Government. My friend has repeated today what he said a few days ago—there were other members—Ministers and others—who addressed such meetings and so on.

Sir, I have ascertained from my department and I find in every case previous permission was given. In this also the employees had no difficulty to come and ask for the permission saying that Shri Siddhartha Shankar Roy would be addressing the meeting. That is the reason why it was said in the letter, firstly, that you have broken the pledge, you have allowed an outsider to preside over the meeting; secondly, you took out a procession in the town to ventilate your grievances; and thirdly, the attention of the Association was drawn to the fact that they acted in this manner despite the warnings given to them. I saw them myself and I told them that it is not in their interest to break the law such as this. It may be a bad law but so long as they are in the Government service they have got to be under that restriction.

Sir, now I come to the suggestion of Dr. Ranen Sen about Pay Commission—I have dealt with other points raised by him earlier. About the Pay Commission I shall certainly make enquiries because I understand other States are also thinking of the same.

Now I answer the question of Shri Jyoti Basu about the large amount of land and properties which I have taken from different persons.

Sir, I have got a list of all the properties that we have purchased. In none of the cases has any money been given which is more than what is awarded by the Land Revenue Collector. Every case of acquisition is taken over through the Land Acquisition Collector. What has happened is this.

As you know, if the owner of the property is not satisfied with the award, he can go to higher court and contest the award. Therefore in every case I tried to find out whether he will come to agreement, either he will give the property at the price at which Land Acquisition Collector awards or that he will come to a fixed price. As it is, there are about 35 cases here. In no case has the money been paid higher than what the Land Acquisition Collector has decided. In many cases it has been Rs. 20,000, Rs. 30,000 less. Then my friend, Sj. Chakravorty has put his feet into the nose. He says that he read it in the paper Darpan that 30 lakhs of rupees have been lost. What has happened is this. The particular property was purchased by the Development Department for nearly 12 lakhs of rupees—about 100 bighas. Then he was not satisfied with our award and he went up to the High Court and then he found that there is another property next door belonging to Mrs. Bela Banerji which we have taken also who had gone to High Court and we have to pay for extra demand that the High Court has given in this case. The High Court suggested to us, 'Would you agree to pay 3½ lakhs of rupees as costs incurred by the Regent Estate for filling up ditches etc. and another 4½ lakhs for the cost incurred for metalling the road.

Sj. Siddhartha Shankar Roy: You are dealing with the High Court and the High Court suggested?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: They went to the High Court. This is from the Hon'ble P. B. Chakravorty, the Chief Justice. I am just quoting that. Therefore we had to pay 10-12 lakhs of rupees plus 8 lakhs. That is all the story behind it. With regard to another story that Sj. Jatin Chakravorty has raised, i.e., with regard to the Co-operative Home, I am giving a little bit of a story, but only that it is a very short one. I did not know anything in the beginning. What happened was that they formed a Co-operative Home. I believe at that time Mr. Parks was the Chief Engineer of the Improvement Trust. He was also in the student scheme and they approached Government in the Land Revenue Department to

recommend a certain area, about 120 acres, for acquisition. In those days there was no such limitation regarding acquisition for Co-operative Society as it is now and this was acquired at a partiular programme and under condition—I have seen the agreement which was arrived at between the Land Revenue Department and the Co-operative Home.

Sj. Siddhartha Shankar Roy: The Land Acquisition Act was passed in 1894.

[8-5—8-19 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I know that. My point is about the Co-operative Home. What I say is the system under which people acquire property for private persons or for Co-operative Homes. They have been a little more strict now than before. Any way, they had this particular land and they issued a notification.

Remember, that the Government was responsible for paying to the owner of the land. I think the total value of the area is Rs. 12½ or 13 lakhs. The Co-operative Home paid only Rs. 1 lakh and 50 thousand for 25 acres which they developed, though instead of restricting their development process only to the area that has been acquired by them they went on developing the whole of that area. I cannot say they have developed very badly; still, they went on developing without permission from anybody. In the meantime, these gentlemen about whom he has mentioned, they were driven out from the Board by a meeting of the shareholders, and the new Board also was not doing very much. In the meantime, the parties to whom land was allotted by the Co-operative Home came to me one after the other saying that they had paid the money but they have not been allotted plot. Therefore, I felt interested for these plotholders. Under the Act, we first of all appointed an Administrator and he actually by arranging to sell some of the properties which had been developed paid back the whole of Rs. 12 lakhs that is payable to the owner of the land, and the land became then free. Now the Co-operative Home people demands the money for the development which they have done and they went to the High Court over that purpose. We have asked for liquidating this particular Co-operative Home and the Liquidator will then decide what is to be done with regard to it.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: That suit has been dismissed. Therefore there is no liability to the Government.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No, they withdrew the case. Now, Government is only giving it over to the Liquidator. We have not paid anything. The Liquidator will have to find out if there is anything to be paid. I have told the Liquidator if there is any money to be paid you try to sell some of the properties.

Sj. Siddhartha Shankar Ray: You may remember I had a quarrel with you over this matter.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My Law Officer says I am only to pay to the Liquidator.

One point that Mr. Jyoti Basu has raised is about the Students Health Home. The fact was that Dr. Munshi and others came to see me and they wanted some help from us, and they also suggested that we could put an officer in the Board. Then I pointed out to him that if the Home had only dealings with the iron curtain countries, the so-called iron curtain countries that is Russia, China, then it is difficult for us; but we will consider it if you agree to deal with all the countries of the world.

Sj. Jyoti Basu: Can you refer to friendly countries in this manner? Is this the voice of America?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is the voice of India. I am glad you resent it. I suggested to them, whatever money they can get from the few countries, I would give them money provided they keep it open and make it open to all. They said they would send me a programme, but they did not. This is the position.

Sj. Jyoti Basu: They have sent a programme to him and the Chief Minister knows about it. I have got a copy of the letter.

The last point is the question of co-operation. Shri Jyoti Basu has referred to it and so also Shri Siddhartha Ray. Shri Siddhartha Ray said "come into my net and then we will co-operate" and Shri Jyoti Basu said, "if you do not do it, then there will be no co-operation—he showed his red eyes". Sir, that is not the way of co-operation. I have said over and over again that co-operation implies that in the beginning there must be trust between each other, that is to say, I will believe what Shri Jyoti Basu says —he may be wrong, but I believe that he is not actuated by false or wrong motives, that he is an honest man and I must believe him and he must believe me. I have not yet seen the situation has developed in that way and, therefore, it is not possible for me to say anything about co operation. But in spite of my age I am optimistic and desire to live to see it when we shall be able to understand each other. If Macmillan and Khrushchev could understand each other better, there is no reason why we would not be able to understand each other better. With that hope and trust I ask the members to vote for the demand for grant.

(Except cut motions Nos. 1, 38 and 116 all the cut motions were then put to vote together and lost.)

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Janab Elias Razi that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sjta. Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sjta. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukherjee that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost,

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Janab Shaikh Abdulla Farooquie that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The Motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration". be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES.—64

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chaubey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu

Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES.—140

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilal
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.

Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 64 and the Noes 140, the motion was lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherjee that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES.—64

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES.—139

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Biney Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal

Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 64 and the Noes 139 the motion was lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 3,22,98,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES.—64

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru

Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES.—140

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan

Mohammed Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 64 and the Nos 140 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 3,22,98,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow. There will be no questions.

Adjournment

The House was then adjourned at 8-19 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 5th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 5th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 210 Members.

[3—3-10 p.m.]

Motion for leave to move the resolution for removal of Speaker under rule 111 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules.

Mr. Deputy Speaker: Honourable members, perhaps you are aware that I have been a member of this House since 1937. Never before in the life of this Legislature nor since its inception nor during the days of the League Government when Provincial autonomy was ushered into existence and functioning was there an occasion when a Presiding Officer had to preside over a deliberation of this nature—a censure motion against a Presiding Officer. It is first of its kind and there are rare precedents not only in this country but also elsewhere. I would have been happy if this motion were withdrawn or not pressed, but that is not to be. According to the Procedure Rules III—I am to perform my duties as there is no way out. I have to read the motion. The motion reads thus:

"The House disapproves of the conduct of Sj. S. Banerji, the Speaker, and resolves to remove him from the office of Speaker.".

I would request those members who are in favour of this motion kindly to rise in their places.

[Honourable members in the Opposition benches rose in their seats.]

I would ask the Secretary to count the number of those standing.

I find more than the required number is standing. So, leave is granted. The movers can move their motion, but I think Government will allot a day for its disposal in consultation with the Leaders.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, what is the number?

Mr. Deputy Speaker: Secretary counted up to 76 and stopped there. Perhaps the number is 83.

DEMAND FOR GRANT

Major Head: 47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services

The Honble Abdus Sattar: On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,48,82,000 be granted for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services".

জাতীয় জীবনের যে দিকটার তদারক শ্রম দপ্তরের উপর ন্যস্ত, দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের পক্ষে তার গুরুত্ব অনেক, বিশেষতঃ যখন শিল্পায়নের উপরই আমাদের আগামীদিনের অর্থনৈতিক কাঠামোকে গড়ে তোলার সংকল্প আমরা গ্রহণ করেছি। বর্তমানে যে শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বা গড়ে উঠছে তার সফল পরিচালনার উপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের শিল্পায়নের গতি

এবং প্রকৃতি। শুধু আধুনিক যন্ত্রপাতি, টেকনিক্যাল এফিসিয়েন্সি, লে আউট অথবা অর্গানিজেশন এই সাফল্যের জন্য যথেষ্ট নয়—যারা এই যন্ত্রের যন্ত্রী, [illegible] যারা পণ্যরূপে নতুন করে সৃষ্টি করে, সেই শ্রমিকের সঙ্গে কারখানা মালিকের একটি যুক্তির, প্রীতির, বোঝাপড়ার সম্বন্ধ গড়ে উঠলেই দেশের উৎপাদন ক্ষমতার সামগ্রিক প্রয়োগ সম্ভব হবে।

কাজেই শিল্পের ক্ষেত্রে শান্তির প্রয়োজন শুধু শিল্পের খাতিরে, মালিকের অথবা খাতিরেই নয়—দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, জনসাধারণের প্রয়োজনে। নানা কারণে এই শান্তি ব্যাহত হতে পারে, বিশেষতঃ যখন কোন পক্ষ গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সমগ্র দেশের সম্বন্ধে তাঁদের কর্তব্য সাময়িকভাবে ভুলে যান। শ্রম দপ্তর শিল্পের ক্ষেত্রে এই শান্তিরক্ষার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করে এসেছেন এবং করে যাবেন। শ্রমিক মালিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আবহাওয়াকে শান্তিপূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে তিন দিক দিয়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে শ্রমিকদের পূর্বের কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে কনসিলিয়েশন মেসিনারি অথবা এডজুডিকেসন-এর সাহায্যে ব্যবস্থা শ্রম দপ্তর করেছেন। যেসব ক্ষেত্রে কোন অধিকার অথবা দাবী নিয়ে মালিক এবং শ্রমিকদের বিরোধ ঘটবার সম্ভাবনা আছে তাই নিয়ে পূর্বাহ্নেই আলাপ আলোচনা ও বোঝাপড়ার ব্যবস্থা ক'রে বিরোধের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার চেষ্টাও শ্রম দপ্তর করছেন বিভিন্ন ত্রিদলীয় কমিটি প্রভৃতির মাধ্যমে এবং ইনসিওরেন্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও শ্রমিক শিক্ষা, পরিচালনায় শ্রমিক মালিক সহযোগিতা ইত্যাদি প্রবর্তন করে এমন একটি সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে যেখানে শ্রমিক মালিক বিরোধের সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকবে। একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বর্তমান যুগে সবচেয়ে অগ্রসর যেসব জাতি এবং যাঁরা পেছন থেকে প্রথম সারিতে আসবার জন্য কৃতসংকল্প এই উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে মিল আছে কোন দিক থেকে কোন কারণে কর্মোদ্যম শিথিল করলে চলবে না। যদি শৈথিল্য আসে তাহলে যাঁরা অগ্রসর তাঁরা পিছিয়ে যাবেন, আর যাঁরা পেছনে আছেন তাঁরা সেখানেই কায়েম থাকবেন। পরস্পর বুঝাপড়া ক'রে কাজ করবার আবহাওয়া একটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, শিল্প পরিচালকেরা অনেক স্থানে তাদের শ্রমিকসংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে শিল্পে শান্তিরক্ষার কার্যে অগ্রণী হচ্ছে। নৈনিতাল সম্মেলনে যে প্রস্তাব এই সম্পর্কে গৃহীত হয়েছে সেই প্রস্তাব একটি পথ নির্দেশ করেছে। সেই পথে চললে শিল্পে শান্তি দৃঢ় হবে, উৎপাদন ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। উভয় পক্ষের মধ্যে সেতুস্বরূপে শ্রমবিভাগ উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে চেষ্টা করে চলেছে। কোন প্রকার আত্মতুষ্টি প্রকাশ না করে বলতে পারা যায় এই চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। আলোচ্য বর্ষেও এই উন্নতির ধারা অব্যাহত আছে। শ্রমদিবস অপচয়ের পরিমাণ পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য কিন্তু এই মাপকাঠিতে বিচার ক'রে শ্রম সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে বললে ভুলই করা হবে। চারিটি ধর্মঘটে যে পরিমাণ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে সেই পরিমাণ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে অবশিষ্টগুলিতে। যে বিরোধগুলির জন্যে এই শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে সেগুলির সংখ্যা বিচার করলে দেখা যাবে আলোচ্য বর্ষের সঙ্গে গত বৎসরের বিশেষ তারতম্য প্রকাশ পায় নি।

[3-10—3-20 p.m.]

পশ্চিমবঙ্গে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নতির একটি উদাহরণ দিচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গে দুর্গোৎসব সর্বপ্রধান উৎসব। বোনাস ব্যাপারে বিগত কয়েক বৎসর ধরে কলকাতা ও তার আশপাশে বহু বিক্ষোভ হ'ত বহু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটতো। আলোচ্য বর্ষে বোনাস নিয়ে বিশেষ কোন শ্রমিক অসন্তোষ প্রকাশ হয় নি। শ্রম দিবসের অপচয় হিসাব করলে শ্রম সম্পর্কের উন্নতি দেখতে পাওয়া যাবে। পুজাবোনাস আদায়ের জন্যে ১৯৫৬ সালে দুলক্ষ ত্রিশ হাজার শ্রমদিবস অপচয় হয়েছিল, ১৯৫৭ এই সংখ্যা নামে ৬৫ হাজারে এবং আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে তা আরও নেমে দাঁড়ায় ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। ১৯৫৭ সালের পুজার প্রাক্কালে সরকার থেকে মালিকদের কাছে আবেদন করে বলা হয় বাংলায় পুজার সময় বোনাস দেওয়ার যে রীতি চালু হয়েছে তা যেন তাঁরা অব্যাহত রাখেন। এই আবেদনে মালিক শ্রেণী সাড়া দেওয়ার ফলেই পুজা বোনাস নিয়ে কোন অসন্তোষ প্রকাশের কারণ ঘটে নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয় পক্ষ আপোষে বোনাসের পরিমাণ নির্ধারণ করে নেয়। কোন কোন স্থলে শ্রম বিভাগের হস্তক্ষেপে

বোনাস প্রশ্নের মীমাংসা হয়। কিছু সংখ্যক বোনাস কেস ট্রাইবুনালেও গেছে। শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসার মনোভাব যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এইসব তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে, এটি হল শ্রমবিভাগের কনসিলিয়েশন মেশিনারির কার্যকারিতা। আলোচ্য বর্ষে দ্বিদলীয় চেষ্টায় মীমাংসা না হওয়ার যে সমস্ত বিরোধ এই মেশিনারির কাছে আসে তার প্রায় শতকরা ৮০টির আপোষ মীমাংসা হয়। এডজুডিকেশনে প্রেরণের পরিবর্তে উভয় পক্ষ থেকে শ্রম দপ্তরের সহায়তায় আপোষ মীমাংসার মনোভাব ক্রমবর্ধমানভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে যুক্ত কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। আশা করা যায় এই প্রকার যুক্ত কাউন্সিলের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে এবং এই কার্যক্রম শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার ও রক্ষার সহায়ক হবে। পশ্চিম বাংলায় পাটশিল্প প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে একটি। এই পাটশিল্পের সমস্যাগুলি আলোচনা ও সমাধানের জন্যে ৮ বৎসর পূর্বে ভারত সরকারের উদ্যোগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি অন জুট গঠিত হয়, কিন্তু এর প্রথম অধিবেশন কলিকাতায় হয় গত অগাস্ট মাসে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তাগিদেই এই অধিবেশন হয় এবং কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি পাটশিল্পে শান্তি রক্ষায় সাহায্য করবে।

চা-বাগানগুলির বোনাসের চুক্তি কাল শেষ হয়েছে। নতুন চুক্তির জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি অন প্লানটেশনের' শিলং অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী বৎসরগুলির বোনাস চুক্তির জন্য ত্রিদলীয় কমিটি গঠন হয়েছে। বর্তমান ভারত গঠনে শ্রমিক সমাজের যে গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে সেই ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে তাকে স্বাধিকার সম্পর্কে সচেতন কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হতে হবে—এর জন্যে প্রয়োজন শ্রমিকের শিক্ষা। শ্রমিকদের শিক্ষার জন্যে সকল পক্ষীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে আঞ্চলিক বোর্ড গঠিত হয়েছে। টিচার এ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ট্রেনিংও সমাপ্ত হয়েছে। আঞ্চলিক অফিসের কাজও আরম্ভ হয়েছে। দোকান কর্মচারি (সপস্ এ্যান্ড এ্যাস্টাবলিসমেন্ট এ্যাক্ট) আইনের পরিধি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। আলোচ্য বর্ষেও কয়েকটি জায়গায় এই আইন চালু করা হয়েছে। ১৯৪০ সালে এই আইনটি প্রথম চালু হয়। এর পর বহু বৎসর পার হয়ে গেছে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে বহু বিষয়ে এই আইনের সংশোধন প্রয়োজন। সরকার এই আইনটি সংশোধন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং খসড়া প্রস্তুত হচ্ছে।

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এ্যাক্ট ৩৮টি শিল্পে চালু আছে। সাড়ে ছয় লক্ষ কর্মী এই আইনের সুযোগ পায়। এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স এ্যাক্ট হাসপাতালের অভাব থাকার জন্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয় নি। যাই হোক স্বতন্ত্র হাসপাতাল নির্মাণ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি স্থানও নির্বাচন করা হয়েছে। এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন হাসপাতাল নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হয়েছে। এই আইনটি সম্প্রসারিত করবার উদ্দেশ্যে সাময়িক হাসপাতালের কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। শিল্প শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী আলোচ্য বৎসরে ৩,২২১টি টেনামেন্ট নির্মিত হবে। তা ভিন্ন ভারত সরকার কর্তৃক ১,০৭৪টি গৃহনির্মাণ মঞ্জুর হয়েছে। এইগুলি ছাড়াও ১,৮৯০টি গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের মঞ্জুরীসাপেক্ষ করা হয়েছে। চা-বাগিচা শ্রমিকদের গৃহনির্মাণের জন্য নিয়ম প্রস্তুত হয়েছে। আলোচ্য বর্ষে কয়েকটি সংস্থার কর্মীদের নিম্নতম মজুরী পরীক্ষা ক'রে পুনরায় ধার্য করা হয়েছে এবং কতকগুলি সংস্থার কর্মীদের নিম্নতম মজুরী ধার্য সংক্রান্ত উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। সিনেমা কর্মীকেও নিম্নতম মজুরী আইনের আওতায় আনবার সরকারী সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। ছাপাখানার কর্মীদেরও এই আইনের আওতায় আনবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পশ্চিম বাংলার দুটি জেলায় জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংএ কৃষিমজুরদের জন্যে নিম্নতম মজুরী ধার্য আছে। অবশিষ্ট জেলাগুলিতে এই বৎসরের মাঝামাঝি কৃষি শ্রমিকদের জন্যে নিম্নতম মজুরী ধার্য করবার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন। পশ্চিম বাংলার কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের মত, এঁরা সকলে হরিজন, আদিবাসী ও মুসলমান সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মাত্র আইনের মর্যাদা রক্ষার জনাই নয় সামাজিক বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ধার্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কুটিরশিল্পগুলিতেও যেসব শ্রমিক নিযুক্ত আছে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার

আবশ্যক আছে। বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ, তাদের ট্রেড ইউনিয়ন আছে। তাদের দাবী তারাই আদায় করতে পারে। কৃষি শ্রমিক ও কুটিরশিল্পের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে শ্রমবিভাগকেই অগ্রণী হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ শ্রম বিভাগ থেকে ৩০টি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই-গুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে উভয়পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্যে উপদেষ্টা সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। অনেক কেন্দ্রে উপদেষ্টা সমিতি গঠনও হয়েছে। যে অঞ্চলে কেন্দ্র অবস্থিত সেখান থেকে নির্বাচিত বিধান সভার সভ্য সেই কেন্দ্রের উপদেষ্টা সমিতির সভ্য হবেন। যে সমস্ত শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন হয়েছে সেইগুলো শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা এইসব কেন্দ্র থেকে করা হবে। ১৯৫৮ সালে মোট ৩৭,৭১৭ জন সভ্যসহ ২৬৯টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রী করা হয়েছে। ঠিকমত রিটার্ন না দেওয়ায় ও অন্যান্য কারণে মোট ৬২,০০২ জন সভ্যসহ ২২০টি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের শেষভাগ পর্যন্ত ১৫৬৮টি স্ট্যান্ডিং অর্ডার সংশোধন সহ সার্টিফাই করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ১১৩০টি ওয়ার্কস কমিটিও গঠিত হয়েছে। আলোচ্য বৎসরে ওয়ার্কস কমিটির সভ্য নির্বচনের জন্যে ৩৩টি উপনির্বাচনও হয়েছে। ১৯৫৮ সালে ২৬৫টি বিরোধ ট্রাইব্যুনালে, ৩৪৯টি লেবার কোর্টে প্রেরিত হয়েছে। সম্প্রতি সিনেমা কর্মীদের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল হয়েছে। ৩৫৩টি এওয়ার্ড এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় কটন টেক্সটাইল ট্রাইব্যুনাল ও তৃতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইব্যুনালের এওয়ার্ড উল্লেখযোগ্য। শ্রম বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলীর হিসাব সম্বলিত একটি পুস্তিকা মাননীয় সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাই সেই সবের পুনরাবৃত্তি করে সময় নষ্ট করতে চাই না। শ্রম বিভাগকে আর একটি প্রশ্নের জবাবদিহি মাঝে মাঝে করতে হয়। এই প্রশ্নটি হল পশ্চিম বাংলায় কর্মসংস্থানের প্রশ্ন। এটি যে একটি গুরুতর প্রশ্ন তা নিয়ে কোন মতভেদ নেই।

[3-20—3-30 p.m.]

এই সমস্যার তীব্রতা যদি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে কর্মসংস্থান ক্ষেত্রের সংকোচন তার কারণ নয়। হিসাব মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিতই হয়েছে। কিন্তু চাহিদামত সরবরাহ না হবার জন্যেই কর্মসংস্থানের সমস্যা এমনভাবে দেখা দিচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান ত একা শ্রম বিভাগ করতে পারবে না, আমাদের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে এক সম্পর্ক রয়েছে। তবুও শ্রম বিভাগ চেষ্টা করছে নিজ সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে এই সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্যে। শ্রম সম্পর্কে উন্নতির সঙ্গে এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। যাতে শ্রম সম্পর্কের অবনতির জন্যে কলকারখানা, ব্যবসার প্রতিষ্ঠান বন্ধ না হয়, সেই দিকে এই বিভাগ লক্ষ্য রাখে। শ্রম সম্পর্কের উন্নতির সঙ্গে রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণেরও নিকট সম্পর্ক আছে। এ রাজ্যের শ্রম সম্পর্ক অন্য রাজ্য অপেক্ষা এমন খারাপ নয় যাকে এই রাজ্য থেকে শিল্প বাণিজ্য স্থানান্তরের বা এ রাজ্যে নতুন প্রতিষ্ঠান না খোলার সঙ্গত কারণ বলে ধরা যেতে পারে। আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলি মাত্র কর্মপ্রার্থীদের নামই রেজেস্ট্রী করবে তা নয়, এখান থেকে যাতে কর্মপ্রার্থীরা প্রয়োজনীয় সংবাদ পেতে পারে সেইভাবে এক্সচেঞ্জগুলিকে পুনর্গঠন করতে আমরা ইচ্ছা করি। এক্সচেঞ্জগুলির মারফৎ লোক নিয়োগ নিয়ে কিছু সমালোচনা হয়েছে, এখানে আমি এই নিয়ে কোন বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না। এই সম্পর্কে রাজ্যসরকার একটি আইন প্রণয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি চেয়েছিল, কিন্তু সম্মতি পাওয়া যায় নি, সম্মতি না পাওয়া গেলেও আশার কথা এই যে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের বর্তমান অধিবেশনেই এই সম্পর্কীয় একটি বিল আনয়ন করছেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণে এই বিলের উল্লেখ আছে। বর্তমানে ১৫টি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ পশ্চিমবঙ্গে আছে। আরও দুটি খোলা হবে, একটি মালদহে, এবং অপরটি কয়লা শ্রমিকদের জন্যে রানীগঞ্জে। কেবলমাত্র গ্রাজুয়েটদের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো খোলবার পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। ডুয়ার্সের চা-বাগান এলাকার একটি বিশেষ এক্সচেঞ্জ খোলার পরিকল্পনাও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড ১৯৫৭ থেকে কাজ করে আসছে। এই ত্রিপক্ষীয় উপদেষ্টা বোর্ড রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনে বিশেষভাবে সহায়তা করছে তা বলা যেতে পারে। পরস্পরের সঙ্গে

মত ও ভাব বিনিময়ে সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসা যায় তা অভিজ্ঞতার ফলে দেখতে পাওয়া গেছে। বোর্ডের কার্য সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্পের জন্য সাবকমিটি গঠিত হয়েছে। এই কথা বলে শেষ করতে চাই, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার রাজ্যে শিল্প ক্ষেত্রে শান্তি-রক্ষার যে প্রচেষ্টা করে চলেছে তা করে যাবে এবং সকল পক্ষের সহযোগিতায় এই কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হবে এ ভরসা আমি রাখি।

[Mr. Speaker: All the cut motions are taken as moved.]

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Chani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire. Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Janendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jamadar Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagadananda Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchugopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Janab Shaikh Abdulla Farooquie: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satkari Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Janab Taher Hossain: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Turku Hansda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Banarashi Prosad Jha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen:

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শ্রমনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে যে কতকগুলো বুনিয়াদী কথা আমাদের নজরে আসে তা আমি একে একে প্রথমে আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি। প্রথম হচ্ছে, ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত শ্রমিকদের গড় বাৎসরিক আয় বম্বে, দিল্লী, বিহার, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে, ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয়ের চেয়ে কম। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্টে পশ্চিম বাংলার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে যে বেতন নির্ধারিত হচ্ছে তা অন্য রাজ্যের তুলনায় কম, যেমন রাইস ইত্যাদি—আমি এক এক করে ডেভালাপ করব। নেকস্ট

পয়েন্ট হচ্ছে, রিয়াল ওয়াজ, নমিন্যাল ওয়েজ নয়, ক্রমাগত কমে আসছে। তারপর, প্রধান কথা হল ট্রাইব্যুনাল মারফৎ পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের বেতন ঠিক রাখা যাচ্ছে না, বাড়ান যাচ্ছে না। নেকস্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন কার্যে পরিণত করতে পুরোপুরি গাফিলতি। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা পশ্চিম বাংলায় ক্রমাগত কমে আসছে। মালিক ও সরকার কর্তৃক উত্তরোত্তর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর হামলা করা হচ্ছে এবং ভারত সরকারের অনুসৃত শ্রমনীতি পশ্চিমবঙ্গে পালিত হচ্ছে না। এই ৮টা প্রধান কথা আমাদের শ্রমনীতি সম্বন্ধে আমি উত্থাপন করছি এবং এক এক করে তা ডেভালাপ করব।

আমার ফার্স্ট পয়েন্ট যে পশ্চিম বাংলার ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত শ্রমিকদের গড় বাৎসরিক আয় অন্য রাজ্যের তুলনায় কি কম সেটাই বলব। পশ্চিম বাংলায় গড় বাৎসরিক আয় হচ্ছে ১,১০০, বম্বেতে ১,৪০০—আমি কেবল এ্যাভারেজ দিচ্ছি এবং তাতেই আমার থিওরি ও পয়েন্ট এস্টাবলিস হচ্ছে—আসামে ১,৮০০, বিহারে ১,৩০০ এবং দিল্লীতে ১,৫০০। কেবল ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাভারেজ আয় কম তা নয়, ৩টা বড় বড় ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশে বসেছে, এবং তার যে এওয়ার্ড আমরা পেয়েছি তাতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মিনিমাম নির্ধারিত হয়েছে ৭১ টাকা, জুটে ৬৭·১৭ টাকা এবং কটনে ৬১ টাকা। অথাৎ কটনে যেখানে বাংলাদেশে ৬১ টাকা নির্ধারিত হয়েছে সেখানে বম্বেতে ১১৭ টাকা এবং আমেদাবাদে তার চেয়েও বেশি। তেমনি বাংলাদেশে যেখানে ইনঞ্জিনিয়ারিং-এ ৭১ টাকা নির্ধারিত হয়েছে সেখানে বম্বেতে ২০ টাকার উপর। সুতরাং বাংলাদেশে ওয়েজ কেবল এ্যাভারেজে কম তা নয়, আমাদের ট্রাইব্যুনালের দ্বারা নির্ধারিত যেসমস্ত ওয়েজ তার লেবেলও অন্যান্য এ্যাক্টের তুলনায় কম। এরপর মিনিমাম ওয়েজ নিন। সাত্তার সাহেব এইমাত্র বললেন যে মিনিমাম ওয়েজ আমরা অন্যান্য জায়গায় এক্সটেনসান করছি এবং নির্ধারিত করে দিচ্ছি। কিন্তু সেই মিনিমাম ওয়েজ রেট-টা দেখুন। বাংলাদেশে রাইস মিলে ১৩ আনা থেকে এক টাকা দুই আনা হয়েছে ডেলী রেট, হোয়ারএজ আসামে দেড় টাকা থেকে এক টাকা এগার আনা, বিহারে দেড় টাকা, বোম্বেতে এক টাকা আট আনা নয় পাই থেকে দুই টাকা চার আনা। সুতরাং বাংলাদেশে যে মিনিমাম ওয়েজ নির্ধারিত হয়েছে তা অন্যান্য জায়গা থেকে কম। আবার টানারিজ-এ যেখানে বাংলাদেশে এক টাকা পনের আনা, সেখানে বিহারে দুই টাকা ছয় আনা। রোড ট্রান্সপোর্টে অন্যান্য রাজ্যে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি।

আমার নেকস্ট পয়েন্ট হচ্ছে, রিয়াল ওয়েজ বাংলাদেশে প্রধানত কমে আসছে। এ বিষয়ে আমি একটা অল ইন্ডিয়া ফিগার দিচ্ছি। ১৯৪০ সালে অল ইন্ডিয়াতে রিয়াল আর্নিং ইনডেক্স ছিল ১০৪·২, ১৯৫৪ সালে সেটা হয়েছে ১০২·৭। এই ফিগার পর্যন্ত সেণ্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিয়েছেন, তারপর আর ফিগার নেই। এবং যেখানে ১০৪-এর জায়গায় ১০২ হয়েছে সেখানে প্রোডাকটিভিটি ইনডেক্স হচ্ছে ১৯৪০ সালে ১০৮ এবং সেটা বেড়ে ১৯৫৪ সালে হয়েছে ১১৩। এই ফিগার দিয়ে বুঝবার দরকার নেই, বাংলাদেশে এমনিই বুঝা যায় যে আমাদের রিয়েল আর্নিংস কমে যাচ্ছে। ধরুন জুট ট্রাইব্যুনালের রায় বেরিয়েছে ১৯৫৬ সালে, তার পরে আজকে ১৯৫৯ সালে কষ্ট অব লিভিং ইনডেক্স অথবা কনজিউমার্স প্রাইস ইনডেক্স বহু বেড়ে গেছে কিন্তু ওয়েজেস কিংবা ডিয়ারনেস এ্যালাউয়েন্স তার সঙ্গে বাড়ে নি। ধরুন টি-গার্ডেন-এ মাইনে হচ্ছে মিনিমাম ৪৪ টাকা—এক টাকা নয় আনা মেয়েদের এবং পুরুষদের এক টাকা সাড়ে এগার আনা, কোন কোন জায়গায় কম। এক টাকা সাড়ে এগার আনা হলে যদি ছাব্বিশ দিন কাজ করে তাহলে ৪৪ টাকা হবে, কিন্তু ২৬ দিন তারা কাজ পায় না, কাজেই ৪৪ টাকাও তাদের মাসে আয় হয় না। সেই ৪৪ টাকা মিনিমাম ওয়েজেস কমিটি ফিক্স করেছিল ১৯৫০-৫১-৫২ সালে, আজকে, ১৯৫৯ সালে তার কোন পরিবর্তন হয় নি, পরিবর্তনের জন্য সম্প্রতি মিনিমাম ওয়েজেস কমিটিতে বলা হয়েছিল যে ওয়ার্কারদের সাড়ে আট আনা পার ডে বাড়িয়ে দেওয়া হোক, তারা দাবি করেছিল। আমরা শুনেছিলাম চেয়ারম্যান এক আনা বাড়াবার প্রস্তাব এনেছিলেন, কিন্তু গভর্নমেন্ট তা দিতে অস্বীকার করেন। টি-গার্ডেনস আমাদের সবচেয়ে বেশি ডলার আনে, এক্সপোর্ট ট্রেডের ইনগ্রিডিয়েন্ট—সেখানে শ্রমিকদের বেতন মিনিমাম ওয়েজ ৪৪ টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রীতে ৭১ টাকা ফিক্সড হয়েছে, কিন্তু আজকে মার্চ পর্যন্তও সেই ট্রাইব্যুনালের এ্যাওয়ার্ড কার্যে পরিণত হয় নি। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইব্যুনালের এ্যাওয়ার্ড কাগজেই রয়ে

গেছে এবং শ্রমিকরা আগেকার এ্যাওয়ার্ড অনুযায়ীই পাচ্ছে, অথচ তখনকার কস্ট অব লিভিং ইন্ডেক্স-এর তুলনায় আজকের কস্ট অব লিভিং ইন্ডেক্স অনেকখানি বেড়ে গেছে। আমি তাই ভাবছিলাম যে বাংলাদেশে লেবেল অব ওয়েজেস কম কেন? তারা ট্রেড ইউনিয়ন করছে বলে, এখানকার শ্রমিকরা কেবল হরতাল করে বেড়াই—প্রোডাকসন নেই বলে? তারজন্য ওয়েজেস কম হবে কেন? শ্রমিকরা যদি বেশি হরতাল করে তাহলে ত ওয়েজেস বেশি হওয়া উচিত এবং বোম্বের তুলনায় এখানে যে বেশি হরতাল হয় তাত দেখি না। সুতরাং লেভেল অব ওয়েজেস কম কেন? এর কারণ ঐতিহাসিক—যখন বিদেশী শাসন ছিল তখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে টি-গার্ডেন, কোল, ট্রাম, ইলেকট্রিসিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সবচেয়ে বেশি বৃটিশ ক্যাপিটাল কনসেন্ট্রেটেড ছিল এবং তাদের পলিসি ছিল যে বাংলাদেশে ওয়েজেস যেন কিছুতেই না বাড়তে পারে—সেই পলিসি অজাও মেনটেন্ড হচ্ছে, তাকে পরিবর্তন করবার কোন চেষ্টা হচ্ছে না। শ্রমমন্ত্রী আমাদের কাছে যে হিসাব দিয়েছেন, সে ভাল স্কুল বয়েজদের হিসাব দেওয়ার মত। ফান্ডামেন্টাল পয়েন্টে কি লেবারদের—বেতন বাড়িয়ে দাও। ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট, সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোস্যাইটি যদি আনতে হয় তাহলে লোয়েস্ট পেড এমপ্লয়িদের ওয়েজেস রেট বাড়িয়ে দিতে হবে। সেটা কার উপর নির্ভর করবে সেকথা শ্রমমন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যে পাই নে।

[3-30—3-40 p.m.]

সেই কথা শ্রমমন্ত্রীর কোনরকম বক্তৃতায় পায় নি। তিনি অত্যন্ত বাজে কথা নিয়ে সময় নষ্ট করেছেন। সেজন্য আমি বলতে চাই, বদলাতে হবে আজ। এবং যদি এইভাবে চালান হয় তাহলে আমাদের পক্ষে মুশকিল হবে কোনরকম কমিটমেন্ট রক্ষা করা। আমি সরকারকে হুঁসিয়ার করে দিতে চাই যে, ট্রিপারটাইট কনফারেন্সে যে কমিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে তা আমরা এইরকম হলে রক্ষা করতে পারব না। হয়তো গভর্নমেন্ট থেকে বলা যেতে পারে, বেতন আমরা নির্ধারণ করি না, ট্রিব্যুনাল নির্ধারণ করে, সুতরাং ট্রিব্যুনাল কি করেছে আমরা জানি না। এটা সম্পূর্ণ ধোঁকার কথা। আমি স্পষ্ট বলতে চাই, আজ ট্রাইব্যুনালের দ্বারা শ্রমিকদের বেতন বাড়ে নি, এবং এটাই আজ শ্রমিকদের সামনে বড় প্রবলেম। হরতাল করলে বলা হবে হরতাল করে তোমরা দেশের ইকনমিক ডেভেলপমেন্টএ বাধা দিচ্ছ। যদি আমরা ট্রাইব্যুনাল চাই, ট্রাইব্যুনাল পাই না, আবার যদি পাওয়াও যায় সেই ট্রাইব্যুনালে আমাদের বেতন বাড়ে না। রিয়েল ওয়েজ দেওয়া হয় না। কেন ট্রাইব্যুনাল বসিয়েও কিছু হয় না, তার কারণ, আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি—তার প্রধান কারণ হচ্ছে—আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ট্রাইব্যুনাল জাজদের সেরকম কোন স্ট্যান্ডার্ড নর্‌ম নাই যার দ্বারা বেতন নির্ধারিত করতে হবে। তাঁরা ক্রিমিন্যাল ল বা সিভিল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন করে এসেছেন—কে জমি পাবে না পাবে, খুনীর ফাঁসি হবে, কি হবে না—সেসব তাঁরা বলতে পারেন; কিন্তু শ্রমিকদের ওয়েজ কি হবে না হবে, তার স্ট্যান্ডার্ড তাঁরা জানেন না, এবং তাঁদের সেরকম কোন ট্রেনিং আছে বলে আমি জানি না। স্টাডি গ্রুপ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এ্যাপয়েন্ট করেছেন, তাঁরা তাঁদের রিপোর্টএ বলছেন—এটা হচ্ছে লেবার গেজেট, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, সেকেন্ড পেজ, ইসু হচ্ছে ডিসেম্বার, ১৯৫৭,

it is necessary that wage fixing authorities are guided by certain well known principles agreed upon as fair and not by arguments raised in the course of unequal and individual bargaining.

এইদিক থেকে স্ট্যান্ডার্ড বা নর্‌ম ফিকস্ করতে হবে; কিন্তু তার কোন কথা শ্রমমন্ত্রীর বক্তৃতার ভিতর নাই। তাই আমি বলতে চাই, এটা যদি না করা হয়, তাহলে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিস কিছুতেই হবে না। সেজন্য অনুরোধ করছি, অবিলম্বে শ্রমমন্ত্রী দুটো জিনিস করুন, একটা হল—ট্রাইব্যুনাল এ্যাসেসর ও এক্সপার্টদের নিয়ে করার চেষ্টা করুন, ওয়েজ কি হওয়া উচিত আর উচিত নয়। আমি কোন ইউনিয়ন-এর কথা বলছি না। দ্বিতীয় হল, এক্সপার্টদের এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাসেম্বলির লোকদের ডেকে ওয়েজ-এর একটা নর্‌ম ঠিক করুন—এর জন্য অল ইন্ডিয়া কি করবে না করবে সেই কথা আপনি ভাববেন না। অল ইন্ডিয়া কি কি সাজেশন দিয়েছে সেটা আমি পরে বলব—কিন্তু বাংলাদেশে আপনি একটা নর্‌ম ডিসাইড করুন। তারপর, আমরা দেখতে পাই ট্রাইব্যুনাল-এর সবাই রিটায়ার্ড জাজ—তাঁদের অনেক আশা থাকে, তাঁরা [illegible] হলে, এই ব্যাপারে তাঁরা কোন স্বাধীন চিন্তা দিতে পারেন না—এতে আমাদের অনেক

অসুবিধা হয়। তারপর আরেকটা কথা হচ্ছে, এই সমস্ত রিটায়ার্ড জজদের পশ্চিম বাংলা গভর্নমেন্ট এ্যাপয়েন্ট করছেন—এটা হওয়া উচিত নয়—এটা বদলে দেওয়া উচিত—এ্যাপয়েন্টমেন্ট হাইকোর্টএর হাতে রাখা উচিত। আমাদের কথা হচ্ছে, নরমাল জাজ, চাল্‌ জজ যারা সার্ভিসএ রয়েছেন তাদের এ্যাপয়েন্ট করতে হবে, তাঁদের ইনডিপেন্ডেন্স দিতে হবে, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট-এর শ্রম দপ্তরের হাতে তাঁদের যেন চাকরি নির্ভর না করে।

আমার নেকস্ট পয়েন্ট হল, বিবিধ আইন কার্যে পরিণত করতে সরকারী গাফিলতি। দুটো আইন করতে হবে—একটা হল শপ্‌স এ্যাস্টাব্লিসমেন্ট এ্যাক্ট—আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে যে, বড়বাজারে এবং আর জি কর রোডএ, কোন সময়ই দোকান বন্ধ হয় না। একজন চীফ ইন্সপেক্টর আছেন, সমগ্র বাংলাদেশে তাঁর পক্ষে একা কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। যিনি ডেপুটি চীফ ইন্সপেক্টর তাঁর আন্ডারএ বি এ, এম এ, ইন্সপেক্টরস আছেন, তিনি নিজে ম্যাট্রিক, এবং তাঁর সম্বন্ধে বহুরকম কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি। তারপর, পুলিস বিভাগের মতো আপনার ডিপার্টমেন্টও সহজে ঘুষ নিতে পারে—এখানে আমি কোন স্পেসিফিক ইনস্টেন্স দেব না, তবে এটুকু ও'কে জানাতে পারি যে, একজোড়া কাপড় দ্বারা ট্রাইব্যুনাল হবে কি হবে না, দেরী হবে কি হবে না, প্রসিকিউশন হবে কি হবে না—নির্ধারিত হয়। একথাও বলতে পারি লেবার ডিপার্টমেন্ট-এর অফিসার এবং শপ্‌স এ্যাস্টাব্লিসমেন্ট এ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধেও নানা রকম অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। শপস এ্যাস্টাবলিসমেন্ট এ্যাক্ট আরও এনটেনসিভ্‌ হওয়া উচিত, কিন্তু সবচেয়ে বেশি দরকার, যদি শপ্‌স এ্যাস্টাব্লিসমেন্ট এ্যাক্ট এবং ট্রিবিউন্যাল-এর কাজ ঠিকভাবে পরিচালনা করতে হয়, তাহলে আপনার ডিপার্টমেন্টএ লোক বাড়াতে হবে। আপনি যেখানে ব্যয় হবে সমগ্র বাংলাদেশে ১০ কোটি টাকার উপর সেখানে আপনি চেয়েছেন মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আপনার ডিপার্টমেন্টকে আপনিই ইমপরটেন্স দিচ্ছেন না। বাস্তবিকপক্ষে আজ পর্যন্ত আপনার কাজ হয়েছে ডিসপিউট এলে পর ট্রিব্যুনালএ পাঠিয়ে দেওয়া। এটাতো পেস্কারের কাজ। পেস্কার নিজে বিচার করে না, তাঁর কাজ হল জজের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। আজকাল লোকে ট্রিব্যুনাল আগের চেয়ে বেশি পায় বটে, কিন্তু এমন বহু রিপোর্ট এসেছে চেয়েও ট্রিব্যুনাল পায় নি। বামার লরিতে এক বৎসর ধরে বোনাসের দাবিতে রেটও পায় নি, অন্যান্য জায়গা থেকেও এরকম বহু রিপোর্ট এসেছে। চাঁপদানী জুট মিলস এবং কর্মীদের চার্টার অফ ডিমান্ডস ৫-৬ বৎসর ধরে ডিলেড হচ্ছে। আমি বলতে চাই এটা আপনার ডিপার্টমেন্টএর প্রেজিডি বলে মনে করি, কারণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১২ বৎসর পরেও আমাদের ওয়েজ ঠিকমত উন্নত হল না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী তাঁর স্টেটমেন্টএ বলেছিলেন দেশ ইকনমিক প্রসপারিটির ভিতর দিয়ে যাচ্ছে—

the picture which the above picture exhibit is the picture of an economy progressing at a high pitch.

এই হচ্ছে তাঁর সামিং আপ এবং এর মধ্যে খানিকটা সত্য আছে ঠিক, যেমন, আমাদের দেশের প্রডাকশন ইন্ডেক্স বেড়েছে ১২৩—১৬৪, আমাদের দেশের ন্যাশনাল ওয়েথ বেড়েছে ১৬০০ কোটি থেকে ১৮০০ কোটি টাকা—প্রডাকশন একটা ইমপরটেন্ট সেকটর। সেন্ট্রাল কোল, ফার্টিলাইজার ইত্যাদি সব জিনিসই বেড়েছে, শ্রমিকরা তাঁদের কাজও করছে, কিন্তু তারা বেতন পাচ্ছে না—ইট ইজ এ ট্রেজিডি যে এত বৎসর পরে তাদের বেতনের উন্নতি হল না। ১৯৪৮ সালে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, এবং বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদের রিভিশন হয়েছে—এই দশ বৎসরের ভিতর তাদের আর কোন রকম রিভিশন হয় নি। কালকে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আমি ভেবে দেখব তাঁদের জন্য কোন পে কমিশন দেওয়া যায় কিনা।

[3-40—3-50 p.m.]

প্রথম ১৯৪৮ সালে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ এবং বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের পে রিভিশন হয়। তারপর বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজদের পে রিভিশন সম্বন্ধে ১৯৫০ ও ১৯৫৫ সালে দুবার কথা ওঠে। কিন্তু, আজ ১০ বছরের ভিতর তাদের মাইনের কোন রিভিশন হয় নি। কালকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমি ভেবে দেখবে। এদের সম্বন্ধে, যে এদের কেস কোন পে কমিশনএ দিতে পারি কিনা? অথচ মাদ্রাস ও স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজদের জন্য পে কমিশন

বসেছে এবং তাঁরা ডিসিশনও দিয়ে দিয়েছেন। শুনেছি এমনি আরও কয়েকটা রাজ্যে স্টেট থেকে তাঁদের গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজদের জন্য পে কমিশন বসান হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের ডিসিশন দিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলায় তা হয় নি। কেন হয় নি, তার উত্তর আমরা চাই, এবং উত্তর যদি না পাই, তাহলে শ্রমিকরা দুর্বল নয়, তারা সংহত, তারা অর্গেনাইজড। তারা চুপ করে বসে থাকবে না, এই কথা আমি বারে বারে বলছি।

তারপর আমি প্রফিটএর কথা উল্লেখ করছি। আমি ইনডিভিডুয়েল কোন ফার্মের প্রফিটএর কথা বলতে চাই না। কিন্তু এখানে কয়েকটা কার্যের কথা না বলে পারছি না, যেটা হচ্ছে প্রথম বার্ণ কোম্পানি। তার প্রফিট ১৪৬ পারসেন্ট বেড়েছে ফ্রম ১৯৫৫ টু ১৯৫৭। অর্থাৎ ৫৫ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা লাভ দাঁড়িয়েছে। তারপর ব্রুকলিন কোম্পানির প্রফিট ৩৫ পারসেন্ট বেড়েছে বিটিউন ১৯৫৬ এ্যান্ড ১৯৫৭। অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে ২১ লক্ষের জায়গায় ৪৩ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। এবং টেক্সমাকোর ৪৩ পারসেন্ট প্রফিট বেড়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রফিট যে শুধু একটা জায়গাতেই বেড়েছে তা নয়, সব জায়গায়ই বেড়েছে। আর একটা জিনিসের প্রতি আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে মালিকদের অত্যাচার শ্রমিকদের উপর উত্তরোত্তর বেড়েছে—এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণও বেড়েছে। তার একটা হিসাব দেখতে পাবেন আপনার বইতে যেখানে ডিসপিউট সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। শ্রমিক পার্সোনালএর উপর ডিসপিউট ১৯৪৮ সালে যা ছিল, তা বেড়ে ৬৩ থেকে ৮৫টিতে এসেছে এবং ৪৮ লক্ষ শ্রমিকদের ওয়েজ এ্যান্ড বোনাস সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়াও অন্য ব্যাপারে ডিসপিউট খুব বেড়েছে। তার কারণ মালিকরা সংঘবদ্ধভাবে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করেছেন। তাই আজ শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নানা দিক দিয়ে সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। তারা আজ ট্রিব্যুনাল-এর সামনে গিয়ে তাদের বেতন প্রভৃতি বাড়ানর সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। তারা আজ কোম্পানির প্রডাকশন বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে অথচ তারা ঠিকমত বেতন পাচ্ছে না। তারা যদি তাদের ন্যায্য দাবি সরকারের কাছে পেশ করে, বেতন বাড়াতে না পারে, তাহলে তাদের কোন রাস্তায় যেতে হবে? এটা সত্য যে তাদের ওয়েজ যদি ঠিকমত ফিক্সড না হয় তাহলে আমাদের শ্রমিক শ্রেণী কখনই শান্তিতে থাকতে পারে না, এবং সোসালিস্টিক প্যাটার্ন অফ সোসাইটি, যেটার কথা আপনারা বারে বারে বলেন, সেটা কখনই আসতে পারে না।

আমরা এতদিন দেখতে পেতাম রাস্তায়, রাস্তায় গরিব ছোট লোকের ছেলেমেয়েরা, বস্তির ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আজ দেখছি রাস্তার মাঝে ফুটপাত, ডাস্টবিনএর পাশে ছেলেমেয়ে সৃষ্টি হচ্ছে ও পালিত হচ্ছে। এই সমস্ত রাস্তার ছেলেমেয়েদের প্রসপারিটির কথা কোন জায়গার দরজায় গিয়ে পৌঁছায় নি। তারা আপনাদের সভ্যতা, আপনাদের শান্তি-শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য থাকবে না। এই কয়েকটি কথা বলে আমি এই বরাদ্দের বিরোধিতা করছি।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এই বাজেট সম্বন্ধে বলবার আগে আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই, আমাদের বাজেট হেড যেরকমভাবে রাখা হয়েছে তাতে শ্রম বিভাগ এবং ট্রিব্যুনাল ওয়েলফেয়ার বিভাগ এক সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে প্রতি বৎসরই আলোচনার সময় দেখা যায় শ্রমিক ভাগের খাতে সমস্ত সময়টা চলে যায়, ট্রিব্যুনাল ওয়েলফেয়ারএর আলোচনা হয় না, অথচ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এর একমাত্র প্রতিকার হল, ট্রিব্যুনাল ওয়েলফেয়ার এর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য একটা আলাদা দিন ধার্য করা হোক। ট্রাইবাল স্থান থেকে নির্বাচিত হয়ে যে সকল সভ্য এখনে এসেছেন, তাঁরা তাঁদের বিশিষ্ট সমস্যাগুলি তুলে ধরবেন। তাঁদের চুপ করে বসিয়ে রাখা হচ্ছে, অথচ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার খাতে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে, এটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর এবার শ্রম বাজেট সম্পর্কে আমি বলছি। প্রথম শ্রমনীতির কথা নিয়েই আলোচনা শুরু করবো। সাত্তার সাহেব এর আগে একদিন আলোচনার বলেছিলেন খুব জোর গলায় যে ভারত সরকারের যে শ্রমনীতি সেই শ্রমনীতিই তাঁরা অনুসরণ করে চলেছেন এবং সেটা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন। আমি সেখান থেকেই শুরু করছি। ভারত সরকারের শ্রমনীতির সঙ্গে আমার কয়েক বৎসরের একটা অভিজ্ঞতা আছে। সেই শ্রমনীতির প্রধান কথা হচ্ছে যে তাতে যেটুকু ভাল আছে তাকে কাজে পরিণত করা নির্ভর

করে পূর্ণভাবে মালিক পক্ষের মর্জির উপর। মালিক পক্ষ যদি কাজে পরিণত না করেন বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন তাহলে শ্রমদপ্তর সেখানে, কি ভারত সরকারের, কি এখানকার সরকারের —তারা হাটু গেড়ে বসে পড়েন। এবং ভারত সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন ত্রি-দলীয় সম্মেলনে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত হয়, মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরা যেসমস্ত ভাল ভাল কথা বলে আসেন কার্যে তাঁরা তা পরিণত করেন না। সেইগুলি ধরতে গেলে ভারত সরকার রাজ্যসরকারের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন সাত্তার সাহেবের উপরে। এবং এখানকার শ্রম দপ্তরও, তার যে মূল দুর্বলতা সেই দুর্বলতার দরুন মালিক পক্ষ কিভাবে সুবিধা পায় তারই কতকগুলি দৃষ্টান্ত আমি চা শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখাবো। দ্বিতীয় আর একটি জিনিস আছে যে শ্রম দপ্তরের কাজ যেটা সত্যসত্যই দেবেনবাবু বলে গিয়েছেন সে হয়ে গিয়েছে পেশকারের কাজ। তারা কনসিলিয়েশন ডাকেন, না হলে ট্রিবুনালএ দেন। শ্রম আইনগুলিতে যে দুর্বলতা আছে, সেই দুর্বলতাগুলি কাটানর জন্য উদ্যোগ দেওয়া দরকার, সেই ব্যাপারে তাঁরা মোটেই উদ্যোগী হন না। এর ফলে মালিক পক্ষ তারা সম্পূর্ণভাবে উৎসাহ পেয়ে তারা যে জিনিসগুলি করে তাতে তারা এই আইনগুলিকে ভঙ্গ করে চলে। এবং চা-বাগান অঞ্চলে বিশেষভাবে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যে মালিকপক্ষ ত্রী-দলীয় সম্মেলনে যে কথাগুলি বলে আসেন ভাল ভাল কথা--কাজে আমরা দেখি সেগুলি তাঁরা সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ করে যাচ্ছেন। এবং এরই আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সাত্তার সাহেব তার রিপোর্টে প্ল্যান্টেশন লেবার এ্যাক্ট-এর কথা বলেছেন অথচ সাত্তার সাহেব নিশ্চয়ই জানেন যে এই আইনটা পাশ হয়েছিল ১৯৫১ সালে; তারপর মালিক পক্ষের চাপাচাপিতে তিন বৎসর একে ছিকেয় তুলে রাখা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে মালিক পক্ষের সম্মতি নিয়ে কয়েকটি ধারাকে কার্যে পরিণত করা হল এবং সে কথা সাত্তার সাহেবও উল্লেখ করেছেন। সেই ধারাগুলির মধ্যে অন্যতম ধারা হচ্ছে যে শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধারাটিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য তিন বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে ভারত সরকারকে তথা রাজ্যসরকারকে। অবশ্য তারপরে আরও দুইটি ধারা যেমন তারা অসুস্থ হলে তাদের ছুটি ইত্যাদি দেওয়া এর ব্যবস্থাও কার্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু প্ল্যান্টেশন লেবার এ্যাক্ট-এর ওয়েলফেয়ার ক্লজগুলি, সেগুলি এখন পর্যন্ত প্রযুক্ত হয় নি। সাত্তার সাহেব বলেছেন যে রুল করা হয়েছে এবং রুল এনফোর্সড হয়েছে। কিন্তু সাত্তার সাহেব ভাল করেই জানেন যে ওয়েলফেয়ার ক্লজগুলি আবার ছিঁকে তুলে রাখা হয়েছে সেগুলি এখন পর্যন্ত প্রযুক্ত হয় নি। তারপর নিম্নতম বেতনের কথা যেটা দেবেনবাবু বলে গিয়েছেন, চা শ্রমিকের, নিম্নতম মজুরী আজ সবচেয়ে কম, ডুয়ার্স, তরাই অঞ্চলে একজন মজুরের নিম্নতম মজুরী হচ্ছে ৪০ টাকা এবং দার্জিলিংএ তারচেয়েও কম, বোধ হয় ৩৫ টাকা। এই মজুরী বাড়াবার জন্য বহুদিন ধরে আন্দোলন চলেছে, দাবী চলেছে এবং সেখানে আমি বলবো শুধু শ্রম দপ্তরের শ্রমনীতির দুর্বলতা নয়, শ্রম দপ্তরের অনেক কর্মচারী মালিক পক্ষকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায়। আমি শুনেছি মিনিমাম ওয়েজ কমিটির যিনি চেয়ারম্যান তিনি নিজে উপযাজক হয়ে চা-শিল্প সংকটের কথা বলে মাইনে ও ভাতা বাড়ান যায় না -সুতরাং এক আনা বাড়িয়ে দেওয়া হোক এই প্রস্তাব করেছিলেন। অথচ মিনিমাম ওয়েজ কমিটির সমস্ত প্রতিনিধি একত্র হয়ে দুই টাকা চারআনা মজুরীর দাবি করে। দার্জিলিংএ যখন ১৯৫৫ সালে প্রথম বোনাসের দাবি উঠে তখন সেই মিনিমাম ওয়েজেস কমিটির চেয়ারম্যান নিজে বোনাসের বিরোধিতা করেছিলেন যে, দেওয়া সম্ভব নয়, অনেককেই বোনাস পরে দেওয়া হয়েছিল। অনেক কঠিন সংগ্রামের পরে। এই মজুরীর দাবিতে পঞ্চদশ শ্রমসম্মেলনে নিম্নতম মজুরী ঠিক করার যে নীতিগুলি স্থির করা হয়েছে তাতে দুই টাকা চার আনার অনেক বেশি হতে পারে। কেন না, চা-শিল্পের শ্রমিকের মজুরী যখন ঠিক হয়, তখন সাত্তার সাহেব ভাল করে জানেন সমস্ত পরিবারের আয় ধরে সেটা ঠিক হয়। সেই হিসাবে তুলনা করলে চটকল, সুতাকল তাদের নিম্নতম মজুরী অনেক কম—এবং সেখানে সেই নীতিকে বলে দেওয়া হয়েছে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের সময় স্ত্রী বা ছেলেদের ধরা হবে না। এই হিসাবে তারা অনেক বেশি দাবি করতে পারে না। কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে যাওয়া হচ্ছে। উপেক্ষা কি রকম শুনুন, স্যার, সাত্তার সাহেব ভাল করেই জানেন গত বৎসর ১৫ই সেপ্টেম্বর ডুয়ার্স তরাই দার্জিলিংএর চা-শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করেন—তাদের প্রধান দাবি ছিল দুই টাকা চার আনা মজুরী। ১৩ই সেপ্টেম্বর সাত্তার সাহেব জলপাইগুড়ি গিয়ে তৃতীয় সম্মেলন ডাকলেন

যখন তারা বাড়ীতে থাকবে তখন তাদের বেতনসহ ছুটি দেওয়া হবে। কয়েকটা বাগানে কিছুদিন দেওয়া হয়েছে তারপর এখন সেটা ঢালাওভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ডুয়ার্স তরাই অঞ্চলে যে মালিকপক্ষ এভাবে চুক্তি ভঙ্গ করেছে তার জন্য শ্রম দপ্তর কি করতে পেরেছেন বা পারবেন বলবেন। তারপর হটাবাহার কথা—এ সম্বন্ধে অনেকবার বলা হয়েছে, সাত্তার সাহেবও বার বার দাঁড়িয়ে এখানে বললেন যে গভর্নমেন্ট হটাবাহার চায় না। যদিও দার্জিলিংএর দৃষ্টান্ত দিয়েছি তারপরেও ১০-১২ দিনের মধ্যে বাগানে হটাবাহার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্ট্যান্ডিং অর্ডারএ নিয়ম আছে তা অমান্য করে বিনা চার্জ-সিটএ শ্রমিকের স্ত্রীকে বরখাস্ত করা হয়েছে বাগান থেকে, কনসিলিয়েশন ডাকা হয়েছে। যেখানে শ্রম দপ্তর বলেন এটা অন্যায় সকলেই স্বীকার করেন যে এটা অন্যায় সেখানে কেন ব্যবস্থা অবলম্বন সরকার করেন না? আমি এ সম্বন্ধে বেসরকারী বিল এনেছি সাত্তার সাহেবও বলেছেন এ সম্বন্ধে অনেক রকম কনফ্লিক্টিং রায় আছে কি করবো? হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট এ যদি বন্ধ করতে না পারে তাহলে এমন আইন করুন যাতে সে অধিকার থাকবে না—এই নির্দেশ করে দিন সুপ্রীম কোর্টকে। তা না হলে এই হটাবার ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট গণ্ডগোল হবে।

তারপর একরকম প্রত্যেক চা-বাগানে আজকে এই নীতি নিয়েছে যে পার্মানেন্ট ভেক্যানসিগুলো পূর্ণ যদি করে তাদের পেটোয়া ইউনিয়নএর লোক নেওয়া হয়। কোড অফ ডিসিপ্লিন, কোড অফ কন্ডাক্ট করেছেন যে, পেটোয়া লোক নিয়ে করবে না, অথচ অনেক জায়গায় করছে। এই নীতিতে পার্মানেন্ট ভ্যাকান্সি ফিলআপ করছেন, যার ফলে চা-বাগানে বেকার সমস্যা খুব বড় হয়েছে। এই বেকারসমস্যার ফলে যথেষ্ট অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে।

তারপরে ছাটাইএর কথা। ছাটাই সম্বন্ধে আপনাদের ত্রিদলীয় চুক্তি অনুযায়ী মালিকপক্ষ পরিষ্কার বলেছেন—আমরা না জানিয়ে ছাটাই করব না। কিন্তু জানিয়েছেন কি? ডুয়ার্সের লাকসাম চা-বাগানে ৩৩২ জনকে লক্ষ্মীকান্ত চা-বাগানে ২৫০ জনকে, তা ছাড়া—অন্যান্য চা-বাগানে আজ পর্যন্ত দেড় হাজারের উপর ছাটাইএর খড়্গ ঝুলছে। এজন্য তাঁরা জানিয়েছেন কি? জানালে কি ব্যবস্থা করেছেন? কোন কিছুই আজও হয় নি। তারপরে আজ নতুন কায়দা হয়েছে মালিকপক্ষের। তাঁরা সমস্ত জায়গায় শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন সরাসরি দমাতে না পেরে নতুন কায়দা নিয়েছেন যে, সেখানে কিছু একটু গণ্ডগোল করতে দেওয়া হয়। আর গণ্ডগোল করলেই পুলিস কেস হয়। তখন পুলিস ইউনিয়নের নেতাদের ধরে নিয়ে যাবে। পুলিস যে ধারায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই ধারায় তাদের উপর চার্জশীট কোরে তাদের মালিকপক্ষ ছাটাই করছে। ভগতপুর সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়েছে। সেই প্রশ্নে আমি বলেছিলাম এদের ধরে নিয়েছে কেন? আর সেই যে চার্জ সেই চার্জে তাদের ছাটাই করা হল, তাদের পরিবার হটাবাহার হল, পুলিস যাদের অব্যাহতি দিল, যাদের বেকসুর খালাস দিল, তাদের পর্যন্ত ছাটাই করা হল। এ কথা শ্রমদপ্তরকে জানান হয়েছে, তখন সাত্তার সাহেব অফিসে ছিলেন না। তাঁর পি[illegible]কে জানান হয়েছিল, কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারেন নি। তার ফলে আমি আশ্চর্য হলাম, আমার প্রশ্নে শ্রম দপ্তর নির্বিকারভাবে লিখলেন, মালিক তাদের চার্জশীট দিয়েছে। কাজেই মালিকপক্ষ এতে উৎসাহিতই হচ্ছেন। আপনার মনে যাই থাক না কেন, আমি একটা কথা সাত্তার সাহেবকে বন্ধুভাবে বলছি যে, আপনার মনে কি আছে সে কেউ ডুবুরী নামিয়ে আপনার আন্তরিকতার গভীরতা মাপ করবে না। আপনাকে বিচার করবে কাজ দিয়ে। আপনার নির্ধারিত নীতির জন্য কি করেছেন, শ্রমদপ্তরকে ঠিকভাবে চালাবার জন্য কি করেছেন, তার দুর্বলতা বন্ধ করার জন্য কি করেছেন এ নিয়ে। অন্য দিকে কমলা চা-বাগানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কংগ্রেস এম পি-রা—সেই মালিকপক্ষ—তাঁরা বারবার ইউনিয়নের নেতাদের পর্যন্ত বাধা দিচ্ছেন। আমরা শুনলাম শ্রম দপ্তর এক তরফা মালিকপক্ষের খবর শুনে পোস্টাফিসের মত পাঠিয়ে দেন। আমরা বলেছিলাম ত্রিদলীয়ভাবে তদন্ত করা যাক। কিন্তু সেই তদন্তের ব্যাপারও শ্রমদপ্তর উপেক্ষা করেছেন। তার ফলে উৎসাহিত হয়ে কমলা চা-বাগানের মালিকপক্ষ আমাদের ইউনিয়নের যিনি সম্পাদক তাঁর উপর এ্যাসল্ট পর্যন্ত অর্গানাইজ করেছেন। এই ত শ্রমদপ্তর। এই নীতি যদি বদলাতে না পারেন তাহলে সমাজতন্ত্রের কথা আর বলবেন না।

[4—4-10 p.m.]

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, শ্রমমন্ত্রী মহোদয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় শ্রমদপ্তরের প্রগতিশীল নীতি সম্পর্কে যে অগ্রগতির দাবী করলেন তা নিছক কল্পনাপ্রসূত। তিনি যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুন না কেন, আমরা জানি—পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ অনিবার্য। এবং তার সম্পূর্ণ অবসান ঘটাতে হলে সমাজ কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন। সে আলোচনায় না গিয়ে আমি বর্তমান অবস্থায় শ্রমদপ্তর কতটা কি করতে পেরেছেন সেইটেই এখানে শুধু দেখাতে চেষ্টা করব। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বহু ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ অতি সীমাবদ্ধ সুযোগ সহ যে শ্রমিক আইন প্রণীত হয়েছে সেই আইন প্রয়োগের ব্যাপারেও সরকারের ব্যর্থতা আমাদের হতাশ করেছে। কোন ক্ষেত্রেই কি এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়? ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট-এর ১২ ধারার ৬ উপধারা অনুসারে কনসিলেয়েশন অফিসারকে ১৪ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। কিন্তু যা ঘটে আসছে তাতে ১৪ দিন ত দূরের কথা রিপোর্ট পেশ করতে যদি ১৪ মাসও কেটে যায় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখানে স্টেটসম্যান পত্রিকার নজীর আমি দিচ্ছি। উইমকো কারখানাতেও ঐ একই অবস্থা।

তারপর ট্রাইব্যুনাল, অনেক কিছু কান্ডকারখানার পর যদি একটা কেস ট্রাইব্যুনালে গেল তার বহু ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে যদি বা তার রায় একটা হয়ে গেল, কিন্তু সেই রায় হয়ে যাবার পরও মালিকপক্ষ তাকে কার্যকরী করে না, এবং সেই রায়কে কার্যকরী করার ব্যাপারে সরকার পক্ষ—তাঁদের শ্রম দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন যে করেন না, তাত আমরা হামেশাই দেখে আসছি। বর্তমানের বাধ্যতামূলক সালিশী ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকের জীবন কি রকম দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত এখানে আমি রাখছি—

১৯৫৩ সালের কথা, বাংলাদেশের একজন অতি বিখ্যাত ধনকুবের শিল্পপতির কারখানার শ্রমিকবর্গের মন জমাটবাঁধা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে, এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সেই সংগ্রাম কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঐ কারখানার জনৈক শ্রমিক নেতা ছাঁটাই হলেন। ১৯৫৩ সালের ২৯এ সেপ্টেম্বর ট্রাইব্যুনালে কেস রেফার কর. হল। ২০-১০-৫৫-তে তার রায় বার হল। রায় হল যে কাজে পুনর্বহাল করতে হাফ ব্যাক ওয়েজেস দিয়ে। রায়ে বলা হল—

Show where is the fault? The fault was that he was the Secretary of the Action Committee. At that time the Action Committee was like a red rag to a bull.

রায়ের বিরুদ্ধে কোম্পানি আপীল করলেন, তারপর সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গেলেন—সুপ্রীম কোর্ট ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সেই শ্রমিকটি সম্পর্কে রায় দিলেন—

The finding really amounts to this fact that he was victimised as he was the Secretary of the Action Committee.

সুতরাং সেই শ্রমিক বন্ধুটিকে তখন কাজে নেবার কথা। তিনি কাজে যোগদান করতে গেলে তাকে লে অফ করা হল। তারপর ১৫ দিন পরে তাঁকে ছাঁটাই করা হল। আজও পর্যন্ত তাকে কাজে পুনর্বহাল করা হয় নি। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি আবেদন করে জানিয়েছেন, শ্রমমন্ত্রীর নিকট তিনি তাঁর করুণ আবেদন পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে পুনর্বহাল করার জন্য তাঁরা কি কিছু করেছেন? ঐ ব্যক্তি সেই কারখানায় প্রায় ২০ বৎসর কাজ করেছেন এবং যেখানে প্রায় ২০ হাজার লোক কাজ করে সেখানে মাত্র সেখানে একটিমাত্র লোকের কাজের সংস্থান হয় না—একথা কি কল্পনাযোগ্য? শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এক্ষেত্রে মালিককে কি চাপ দিয়েছেন? আমরা জানি তিনি সে চাপ দেন নি, উল্টো তিনি সেই ছাঁটাই শ্রমিকটিকে উপদেশ বর্ষণ করেছেন যে, যেহেতু কোম্পানি তাঁকে গ্রহণ করতে চান না, অতএব টাকা পয়সা মিটিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে নিন। এটা হচ্ছে কোন কোম্পানি—হচ্ছেন, মার্টিনবার্ণ এ্যান্ড কোং, ইন্ডিয়ান আয়রন এ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড।

এখানে শ্রমমন্ত্রীর কি কিছুই করণীয় ছিল না? কোম্পানি যেখানে ইচ্ছাসহকারে আই ডি এ্যাক্ট-এর ২৫-এফ, ২৫-জি, ২৫-এইচ ধারাসমূহ লঙ্ঘন করেছে—তার জন্য আন্ডার সেকশন ৩১(২) অনুসারে কোম্পানির বিচার হতে পারত এবং সাজা হতে পারত—সরকার কি সে চেষ্টা করেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল মজদুর ইউনিয়ন দীর্ঘদিনের সংগ্রামী ইউনিয়ন। কয়েক মাস হরতাল তারা সেখানে করেছে। সেখানে দেখা গেল মালিকের একটা দালালের সঙ্গে সেই মালিকপক্ষ সরাসরি একটা চুক্তি করে ফেললেন, যে, রিভিশান অফ পে স্কেল হবে না। আমাদের শ্রমদপ্তর জানতেন যে সেখানে বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রমিকরা কোন ,ইউনিয়নের পশ্চাতে সমবেত। অথচ বিন্দুমাত্র এনকোয়ারী না করে সেই কোম্পানির সঙ্গে একটা চুক্তিবন্ধ করবার জন্য কনসিলিয়েশান অফিসার তাতে সাক্ষর করেছেন। আমরা ভাবতে পারি না, এইভাবে কতকগুলি পাপেট ইউনিয়ন তৈরি করার মধ্য দিয়ে মালিকের স্বার্থকে দেখবার চেষ্টা হচ্ছে শ্রমদপ্তরের কাজ। স্যার, আপনার দৃষ্টিপথে আমি একটা ঘটনা আনতে চাই। আজ পশ্চিম বাংলায় যে ৪ জন ট্রাইব্যুনাল জজ রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জজ এবং প্রত্যেকে এক্সটেনশানে কাজ করেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে অনেকেই আবার ট্রাইব্যুনাল জজ থেকে রিটায়ারমেন্ট হবার পর বড় বড় কোম্পানিতে চাকরি করেন, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে চাকরি করেন। শৈলেন চক্রবর্তী যিনি ট্রাইব্যুনালের জজ ছিলেন, তিনি এখন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে কাজ করেন এবং এর মধ্য দিয়ে মালিক-শ্রমিক বিরোধ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মালিকদের স্বার্থসিদ্ধি করেন। তারপর আমরা জানি পি, আর মুখার্জি বলে একজন ট্রাইব্যুনাল জজ ছিলেন, তিনি আজ ট্রাইব্যুনালে মালিকদের পক্ষ হয়ে প্র্যাকটিশ করেন। আমরা ভাবতে পারি না যে, যিনি একজন ট্রাইব্যুনাল জজ ছিলেন, তিনি সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালে প্র্যাকটিশ কি করে করেন? মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি যদি একটু অনুসন্ধান করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে কয়েক বছরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি ট্রাইব্যুনালের রায় হয়েছে ত'র অধিকাংশগুলি শ্রমিকদের বিপক্ষে গেছে। কিন্তু তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে যে, এই সমস্ত জজেরা মনে করেন যে, এখান থেকে রিটায়ার করার পরে কোন না কোন বড় কোম্পানির বশংবদ হয়ে সেখানে চাকরি পাবেন বলে সেই রকম বিচার করেন, যাতে মালিকদের পক্ষে রায় যায়। অর্থাৎ এই চাকরি পাবার লোভেতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবারদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য যে ন্যাচারেল জাস্টিস সেই ন্যাচারেল জাস্টিস প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রসর হল না। এখানে একটা তথ্যের কথা বলি। চা-শিল্প সম্পর্কে যে মিনিমাম ওয়েজেস কমিটি ছিল তার চেয়ারম্যান ছিলেন এম সি ব্যানার্জি। আমরা জানি তাঁর ভাই এস সি ব্যানার্জি একজন বিশেষ শিল্পপতি এবং চা-শিল্প সংক্রান্ত যত বিরোধ হোক না কেন তার নিষ্পত্তির ভার ঐ এম সি ব্যানার্জির উপর গিয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা জানি না এর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য ও'র উপর ভার দেওয়া হয়? স্যার, এর পরে আমি আর একটা কথা বলব। কন্ট্রাক্ট লেবার সম্পর্কে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার কন্ট্রাক্ট লেবার আছে। সেই কন্ট্রাক্ট লেবার মালিকের সঙ্গে একটা চক্রান্ত করে কন্ট্রাক্টররা যাতে নাকি শ্রমিকদের ঠিকমত বেতন না দেয় তার ব্যবস্থা করেন। আমি শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করব কন্ট্রাক্ট লেবারদের চাকরির স্বত্ব রক্ষা করার জন্য এবং যারা পিস ওয়ার্ক করেন তাদের স্বার্থ রক্ষা করার একটা ব্যবস্থা করবেন।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, দেশকে গড়ে তোলার জন্য যে-কোন পরিকল্পনাই হোক না কেন তাতে শ্রমিক-শ্রেণীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে এবং এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে যে পরিবেশ শ্রমিকদের জন্য তৈরি করা দরকার তা করতে হবে। অর্থাৎ যাতে তারা সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করতে পারে। মনে কোন অসন্তোষ না থাকে, জীবন-ধারণের ন্যায্য মজুরী পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ন্যায়সঙ্গত যেসব অভিযোগ আছে তার যাতে তাড়াতাড়ি প্রতিকার হয় সে ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই মানপত্র দিয়ে আমরা সরকারের শ্রমনীতিকে নির্ধারণ করতে চাই। প্রথমে আমরা একটা ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রমদপ্তরের কাজ শুরু হয় বিরোধ শুরু হবার পর। অর্থাৎ এখন যে সিস্টেম চালু আছে সেটা হল একটা প্যালিয়্যাটিভ মেজার—বিরোধের উৎপত্তি কোথায়, তার মূল কোথায় সেটা বন্ধ করার কোন প্রচেষ্টা

নেই। অর্থাৎ [illegible] মেজার হিসাবে কোন বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না। যে যে বিষয় নিয়ে বিরোধ হয় তা নিয়ে দেবেনবাবু অ লোচনা করেছেন, যে ওয়েজ বা শ্রমিকদের মজুরীর নর্ম ঠিক করে দেওয়া দরকার। কিন্তু তা ছাড়াও আমরা জানি যে অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিরোধ হয়। অর্থাৎ আমরা দেখেছি ওভারটাইম, ছুটি, কাজের ঘণ্টা নিয়ে বিরোধ হয়। আমার মনে হয় এইসব বিষয় নিয়ে একটা রিসার্চ উইং সরকারের শ্রমদপ্তরের থাকা উচিত। তাঁরা ইনভেস্টিগেশন করবেন যে, কি হওয়া উচিত। নর্ম তৈরি করবেন এবং তাঁরা সুপারিশ করার পর এ বিষয়ে বিচার করার জন্য একটা ত্রি-পাক্ষিক আলোচনা করা দরকার। অর্থাৎ একটা নর্ম ঠিক করে দিয়ে সেই বিরোধের কারণ যাতে কমতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেশে একটা নতুন ফিচার দেখা দিচ্ছে, যেটা আর অন্য কোন রাজ্যে নেই। স্যার, প্রফিট বোনাস ছাড়া পুজার আগে অ'মাদের এখানে একটা বৈশিষ্ট আছে যে, আমরা পুজো বোনাস দাবি করি। এজন্য প্রতি বছর ধর্মঘট হয়, ঘেরাও করা হয় ও এ নিয়ে নানা রকম গোলমাল হতে থাকে। আমার বক্তব্য শ্রমদপ্তরের পক্ষ থেকে ত্রি-পাক্ষিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা নীতি ঠিক করে দেওয়া হোক, আজও পর্যন্ত একটা নেট পলিসি নির্ধারিত করার কোন চেষ্টা হল না। তা যদি হত তা হলে এরকম অনেক বিরোধের অবসান অতি সহজেই হতে পারতো। অন্যান্য দপ্তরের তুলনায় শ্রমদপ্তরের যে গুরুত্ব অনেক বেশি আমার মনে হয় সরকারের পক্ষ থেকে সেটাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা যদি তাড়াতাড়ি হয় তাহলে শিল্পে শান্তি ব্যাহত হয় না এবং সরকার, মালিক এবং শ্রমিক তিন পক্ষেরই তাতে ফল ভাল হয়, কিন্তু আমরা দেখছি যে, ১৯৫০ সালে বাংলাদেশে কন্সিলিয়েশন অফিসার, ডেপুটি লেবার কমিশনার, এ্যাসিস্টেন্ট লেবার কমিশনার প্রভৃতি সকলকে নিয়ে মোট ২৩ জন ছিল, এবং ১৯৫৮ সালে সেটা মাত্র বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ জন। অথচ বিরোধের সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল ৩৬৬৩, আর ১৯৫৭-৫৮ সালে সেটা দ্বিগুণ হয়েছে ৬৩৬০। শপস এ্যান্ড এ্যাস্টাবলিসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আমরা নানা সমালোচনা করে থাকি, কিন্তু তাদের অবস্থাটা ভেবে দেখুন। ক্যালকাটা এ্যান্ড হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এ বিষয়ে সপস এ্যান্ড এস্টাবলিসমেন্ট এ্যাক্টের পার্ভিউতে দেখা যাচ্ছে যে, ১ লক্ষ ১০ হাজার এ্যাস্টাবলিসমেন্টস আছে, তার ইন্সপেক্টরের মোট সংখ্যা মাত্র ২২ জন—মফঃস্বলে ৭০ হাজার এস্টাবলিসমেন্টস, ইন্সপেক্টরের সংখ্যা হচ্ছে ৬ জন। আইন তৈরি হয়েছে মান্ধাতার আমলে ১৯৪১ সালে, ১৯৫০ সালে তার সামান্য সংশোধন হয়েছে —এই আইনের যে ফাঁক আছে তা দিয়ে মালিকপক্ষ সবসময় বেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ বেশি টাকা কি বরাদ্দ করা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। আমরা হিসাবে দেখেছি যে ফ্যাক্টরী রেজিস্ট্রেসন লাইসেন্স থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষের মত টাকা বেশি আমদানি করা হয়েছে। সেই টাকা শ্রমদপ্তরের কাজে কেন খরচ করা হয় না? স্ট্যাটিস্টিকস ডিপার্টমেন্ট যার একটা গ্রোয়িং ইম্পরটান্স আছে তার সাথে দেখছি পাবলিকেশন জুড়ে দেওয়া হয়েছে—১৯৫০ সালে সেখানে মাত্র তিনজন অফিসার ছিল, ১৯৫৮ সালে সেটাকে বাড়িয়ে ছয়জন করা হয়েছে। আমি প্রস্তাব করি যে এক্সক্লুসিভলি ফর দিস ডিপার্টমেন্ট একজন ডেপুটি লেবার কমিশনারের পোস্ট করা হোক এবং টেকনিক্যাল নলেজ যাঁর আছে, যিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেরকম লোককে ডেপুটি লেবার কমিশনার করা হোক এবং এই দপ্তরকে আরও বাড়ানো হোক, কারণ এই দপ্তরের গুরুত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পর্যন্ত আজকে স্বীকৃত হয়েছে। স্যার, ট্রাইব্যুনাল জজের সংখ্যা দেখছি—ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালে চারজন জজ এবং লেবার কোর্টে দুইজন, এটা সম্পূর্ণ ইনসাফিসিয়েন্ট কারণ লেবার গেজেট সেটা আবার ডিসেম্বরে পেয়েছি, তাতে দেখছি এ বছরের শেষে ৭৮২টা কেস জমা আছে, অথচ স্যার, মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এই সরকারের আসল পরিচালক, তিনি সে বিষয়ে উদাসীন। স্যার, বিধানবাবুর কাছে পুলিস ডিপার্টমেন্ট [illegible]। এবং শ্রমদপ্তর দুয়োরাণী। আমি পূর্বেই বলেছি যে, যে টাকা রেজিস্ট্রেশন থেকে পাওয়া যায় সেটা দিয়ে আজকে অতি সহজে অফিসারের সংখ্যা, কেরাণীর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। শ্রমনীতির আর একটা লক্ষ্য হল এমপ্লয়মেন্ট পোটেন্সিয়াল [illegible]। [illegible] পোটেন্সিয়াল বলতে আমি বাঙ্গালীর [illegible] কথা বলছি—সেই [illegible] কিভাবে ব্যাহত হচ্ছে তার কয়েকটা উদাহরণ আমি দিতে চাই। চা-বাগান এলাকায় বিশেষ করে যেসমস্ত চা-বাগান মাড়োয়ারীরা কিনে নিয়েছেন সেখানে দেখেছি ক্লারিক্যাল পোস্টে নন

বেঙ্গলী রিক্রুট করা হচ্ছে। জার্ডিন এ্যান্ডারসন, বিলাতী কোম্পানি তাদের চা-বাগানে পর্যন্ত ক্ল্যারিক্যাল পোস্টে আজকে বাঙ্গালী বিতাড়ন করে অবাঙ্গালী আনা হচ্ছে।

[4-20—4-30 p.m.]

সেখানে অবাঙ্গালী নেওয়া হচ্ছে। এবং ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও ইউনিয়নের নাম করে বিলাতী কোম্পানিগুলি মোর দ্যান ৮৫ পারসেন্ট নন-বেঙ্গলী এক্জিকিউটিভ পোস্ট নিয়ে আসছে। আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, আই, জে, এম, এ-এর অধীনে যেসমস্ত জুট মিলস আছে, বিশেষ করে মাড়োয়ারী জুট মিলসগুলি যেখানে লেবার অফিসার বাঙ্গালী ছিল সেখানে অবাঙ্গালী অফিসার দাঁড় করান হচ্ছে। অন্য প্রদেশ থেকে লোক নিয়ে এসে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সংগঠনকে সমর্থন করেন তাঁরা কিভাবে বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের নীতিকে ব্যাহত করছে সেটা কারুর অবিদিত নাই। এই হাউসে গত বৎসর আমি একটা নন-অফিসিয়াল রিজলিউশন এনেছিলাম এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। সেই রিজলিউশনএর অর্থ ছিল, বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের জন্য দ্রুত এবং বেশী সংখ্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। গতবার আমি বলেছিলাম, ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে বার্ণপুরের আয়রন ডিপার্টমেন্টএ গোপেশ্বর দাস এবং ভাঙ্গীস সিং নামে দুইজন নেতা ইউনিয়নের—তারা পাঁচজন বাঙ্গালী রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছিল বলে যাদের নাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে পাঠান হয়েছিল—সেখানে অবস্থান ধর্মঘট করেছিল এবং ধর্মঘটের পর মালিকপক্ষকে বাধ্য করেছিল একটা চুক্তি করতে। একথা উল্লেখ করার পর সাত্তার সাহেব সেখানে গিয়েছিলেন এবং ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়নকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। তারপর এমপ্লয়ারসরা যদিও আশ্বাস দিয়েছিলেন কো-অপারেশন করবেন, গোপেশ্বর দাস এবং ভাঙ্গী সিং তাতে কিছুতেই রাজী নয়। একটা ভার্বেল এগ্রিমেন্ট হয়েছে, পাঁচজন নিউ রিক্রুট করা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একজনমাত্র বাঙ্গালী নেওয়া হয়েছে এবং মালিকপক্ষ বাধ্য হয়েছেন সেই চুক্তি মানতে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে বাঙ্গালীর নাম পাঠালেও বাঙ্গালী আনস্যুটএবল ফর দিজ পোস্টস বলে—লোহার কারখানায় বাঙ্গালীরা ঠিকমত কাজ করবার উপযুক্ত নয়, একথা বললে সহজেই লোকে বিশ্বাস করে। স্যার, সেখানে আমরা জানি নরম্যালি উইকলি ৮০-৮৫ জন লোক নেওয়া হচ্ছে। তাহলে মাসে প্রায় ৩৫০ জনের মত নেওয়া হয়, অথচ সেখানে বাঙ্গালীর স্থান এতে বাঙ্গালীর পক্ষে এত বড় একটা এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়াল নষ্ট হচ্ছে। দুর্গাপুর কোক ওভেন ১৪ই তারিখে ওপেন করা হবে—তারপর থার্মাল প্ল্যান্ট, হিন্দুস্থান স্টিল প্ল্যান্ট ইত্যাদি নানা প্রকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে। তারপর, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানান হয়েছে যাতে সেখানে বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত হয় এবং আমরা জানি, সেখানকার চীফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রী কে কে সেন এবং কংগ্রেস সদস্য শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জি —এঁরা ডাঃ রায়ের সংগে সহযোগিতা করে অনেক বাঙ্গালীকে সেখানে চাকরি দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা এটা জানেন না সেখানে সেই গোপেশ্বর দাস এবং ভাঙ্গী সিং কিভাবে এই কাজে বাধা সৃষ্টি করছে তারা কে কে সেনএর কাছে চিঠি দিয়েছে—বাঙ্গালীকে নিও না, তারা একবার ঢুকতে পারলেই লাল ঝাণ্ডা করবে—সুতরাং পলিসি অফ রিক্রুটমেন্ট এমনভাবে করা হোক যাতে বাঙ্গালী না নেওয়া হয়। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত তারা গিয়েছে এবং বলেছে এই ফ্যাক্টরি যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কন্ট্রোলএ নেওয়া হয়। আমি জানি মন্ত্রী মহাশয় যদি আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেন তাহলে বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের জন্য অনেক কিছুই করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে ডিঙ্গিয়ে রহস্যজনক উপায়ে মালিকপক্ষ বেআইনীভাবে আইনের প্রয়োগ করে চলেছে। একটা উদাহরণ দিতে চাই—ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এ্যাক্ট—১৯৫৫ সালে চালু হল—কেন, এবং কোন পক্ষের জন্য? অদ্যাবধি এই চার বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিসে কোন স্ট্যান্ডিং অর্ডার চালু হয় নি এবং বেআইনী নিয়মাবলী চালু রেখে অনেক লোককে অপরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ১৯৫৭ সালে লেবার গেজেটএ যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষের কয়েকজন মাত্র স্ট্যান্ডিং অর্ডার পাস করে এবং ১৯৫৯ সালের এই জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অনেকেই স্ট্যান্ডিং অর্ডার পাস করেন নি, কিন্তু কেন মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে এইজন্য মামলা দায়ের করা হয় না আমি জানতে চাই। এবং ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এ্যাক্টএর রুল কার্যকরী করার ব্যাপারে

কতগুলি অভিযোগ সরকার আজ পর্যন্ত পেয়েছেন এবং তাতে কিভাবে তদন্ত করছেন সেই কথাও আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই। তারপর, আমরা জানি, শ্রী পি সি মিত্র, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার কোর্টএর জজ এই ব্যাপারে বহু রায় দিয়েছেন। তারপর, ইলেকট্রিক সাপ্লাই [illegible] কেস এটা আমরা জানি সুপ্রীম কোর্টএর রায় আছে কেস চলাথাকাকালীন ট্রান্সফার করা যায় না—কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমপ্লয়ার্সরা সেটা অন্য ইস্যু উত্থাপন করে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তারপর লিলি বিস্কুট কারখানায় আমরা জানি যদিও ৩১এ অগাস্ট, ১৯৫৭ সালে এ্যাপীল ট্রাইব্যুনালএর এওয়ার্ড প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বারে বারে দাবি করা সত্ত্বেও তা পায় নি। এবং সেখানে বেআইনীভাবে প্রসিকিউশন হচ্ছে।

Sj. Nepal Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন মজদুরদের নিয়ে কাজ করি। লেবার ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে বলতে উঠে আমি মন্ত্রী মহাশয় এবং যেসমস্ত পুরানো নেতা ও শ্রমিক দরদী বন্ধু আছেন তাঁদের প্রতি আমি আবেদন করব—এ বিষয়ে যেন রাজনীতি না করা হয়—আপনারা জানেন, কলকাতা ট্রাম কোম্পানিতে বিয়াল্লিশ দিন হরতাল হয়েছিল এবং আপনারা আরও দেখছেন আমরা ইউনিয়নগুলিকে সমস্ত রাজনীতির উর্ধে রেখেছিলাম—তখন আমরা কোন পার্টির নিজের বক্তব্য রাখতে দিই নি—সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, কম্যুনিস্ট, প্রজা সোসিয়ালিষ্ট, কংগ্রেস, সোসিয়ালিস্ট পার্টি—সকলে মিলে আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি। আপনারা জানেন পশ্চিম বাংলার চীফ মিনিস্টার ডক্তার রায় একটা মীমাংসা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু কোম্পানি এ্যাডামান্ট। এই অফিসার গভর্নমেন্টকে ফ্লাউট করবেন, তাঁদের নির্দেশকে অবমাননা করবেন, এটা অত্যন্ত অসহ্য ব্যাপার। এটা সহ্য করতে আমরা রাজী নই। আপনি হয়ত জানেন স্যার, এবং প্রত্যেক লেবার লিডাররাও এটা স্বীকার করবেন—আমাদের ঐ রাইটার্স বিল্ডিংসএ যিনি জয়েন্ট সেক্রেটারী হয়ে বসে আছেন, যাঁকে আমাদের শ্রমিক নেতারা বলে থাকেন বি এন জি এস, তার মানে একজন, যিনি জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন, তিনি বিলাতে না গিয়েই সাহেব, এবং সাহেবী কায়দায় কথাবার্তা বলতেন, সেইজন্য তাঁকে বলা হত বি এন জি এস, ইনি এখন বি এন জি এস, ইন দি লেবার ডাইরেক্টরেট। শুনেছি তিনি কখনও বিলাত যান নি। শুনেছি তিনি হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়েছেন। যেখানে চীফ মিনিস্টারএর সঙ্গে নেগোসিয়েশন চলছে, এবং ১০ই তারিখে চীফ মিনিস্টার বলেন যে আমি ১২ই তারিখে আপনাদের ঐ বিষয় সম্বন্ধে একটা ফয়সলা করবো। কিন্তু পরের দিন সকাল বেলা কাগজে দেখলাম ঐ এস কে ব্যানার্জি আমাদের জিনিসটা ট্রাইব্যুনালএ দিয়ে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি কাদের স্বার্থে এটা ট্রাইব্যুনালএর হাতে তুলে দেওয়া হল? তিনি কি সরকারের মাইনে খান না? না, কোম্পানির মাইনে খান? তিনি কি উদ্দেশ্যে, কার স্বার্থের জন্য এইরকম কাজ করলেন? স্যার, আপনি ঐ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে খোঁজ নিলে দেখবেন উনি হচ্ছেন মালিকের দালাল।

Mr. Speaker: That is your opinion?

Sj. Nepal Ray:

That is my opinion and that is the opinion of all the Labour leaders.

স্যার, আমি আর একটা কথা বলবো লেবার অফিসারদের সম্বন্ধে, যাঁরা বিভিন্ন কোম্পানিতে আছেন। লেবার অফিসার প্রত্যেক কোম্পানিতে রাখা হয় ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ লেবার। কিন্তু তাঁরা সেইভাবে কাজ করেন না। তাঁরা মালিক পক্ষের সুবিধা দেখেন, এবং লেবারারদের পিছনে কি করে লেগে থাকা যায় তাই করেন, এবং তার জন্য মালিকের কাছ থেকে মাইনে নেন। সেইজন্য আমার সাজেশন টু দি গভার্নমেন্ট প্রত্যেকটি বড় বড় কোম্পানিতে চার, পাঁচজন করে লেবার অফিসার ও ছোট ছোট কোম্পানিতে এক, একজন করে লেবার অফিসার রাখবার ব্যবস্থা করুন। এই ধরনের ব্যবস্থা করলে পর তাঁরা তখন আর বড় বড় কোম্পানির মাইনে খেয়ে, তাদের গোলাম হয়ে কাজ করবেন না। কারণ, কোম্পানির গোলাম হয়ে কাজ করলে পর, আর সেখানে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাজ হয় না। লেবারারদের বুকে ছুরি চালাবার জন্য তাদের সেখানে রাখা উচিত নয়।

Mr. Speaker: I would be interested to know if the labour officer is an employee of the Company, then Government can take it up.
আপনার সাজেশনটা ভাবছিলাম, তাঁরা যদি কোম্পানির চাকুরে হন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁদের কাজ করতে হবে, আর শুধু গভর্নমেন্টের চাকুরে হলে পর, তাঁরা গভর্নমেন্টের চাকরি করবেন।

Sj. Nepal Ray:

আমার বক্তব্য হচ্ছে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার, যাঁরা বড় বড় কারখানায় থাকবেন, তাঁরা হচ্ছেন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, সুতরাং তাঁদের কাজ হচ্ছে—
to look after the welfare of the Labourers and not welfare of the management.
আমার মনে হয় বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী হবেন।

স্যার, আমার থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে—আমি এখানে লক্ষ্য করেছি আমার অনেক বন্ধু ট্রাইব্যুনাল সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়েছেন। অর্থাৎ ট্রাইব্যুনালএ অনেক সময় লাগে তাতে মজুররা বিরক্ত হয়ে যায়। আমার মতে কোন ট্রাইব্যুনালএ খুব বেশি সময় নিলে, তিন মাসের বেশি সময় হওয়া উচিত নয়। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় জজের ও অফিসারদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন। দেখা যায় যদি মজুরদের কোন একটা ডিসপিউট এরাইজ করে তাহলে তাকে ট্রাইব্যুনালএ দিয়ে চার, পাঁচ, ছয় বছর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রাইব্যুনালএর প্রতি যেমন অনেকের মনে কনফিডেন্স এসেছে তেমনি আবার অনেকের মনে কনফিডেন্স কমে গিয়েছে। সেই জন্য দেশের আইনের প্রতি যাতে মানুষের মনে কনফিডেন্স আসে, একটা শ্রদ্ধা আসে তার জন্য এখানে এত দেরি না করে, একটা রিজিড ডেট ফিক্স করে দেওয়া উচিত, এবং কোন কেসই যেন তিন মাসের বেশি পেন্ডিং না থাকে।

তারপর লেবার লিডারসদের ব্যাপার ও কোম্পানি ম্যানেজমেন্টএর ব্যাপার সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বহু জায়গায় দেখা যায় যে লেবার লিডারদের লেবার ল'জ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তার ফলে লেবারারদের মরণের পথের দিকে নিয়ে যান। এবং ম্যানেজিং কোম্পানি তার সুযোগ নিয়ে লেবারারদের শেষ করে দেন। সেইজন্য আমার সাজেশন হচ্ছে—লেবার লিডারদের লেবার ল'জ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

Mr. Speaker:

লেবার লিডারদের লেবার ল'জ জানতে হবে, তা না হলে তাদের নাম কাটা যাবে, তাতে আমার আপত্তি নেই। [হাস্যরোল।]

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Nepal Roy:

উলটো-পালটা করা হয়, বেআইনী হয়ে যায়, তার ফলে উচ্ছৃংখলার সৃষ্টি হয়। আর একটা জিনিস ম্যানেজমেন্টএরও তেমনিভাবে লেবারদের রাইটস কি আছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। তাদের জানা উচিত যে-কোন দাবি তাদের গ্রহণ করতে হবে—এটা তাদেরও জানা উচিত। কারণ আমাদের দেশে কিছুদিন আগে একটা কনফারেন্স হয়ে গিয়েছে তাতে তারা বলেছেন বাংলাদেশে লেবার ট্রাবলসএর জন্য এখানকার ইন্ডাস্ট্রি সব চলে যাচ্ছে। স্যার, সরকারের আজ চিন্তা করবার সময় এসেছে, কেননা আজকে আমরা সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন অফ সোস্যাইটি তৈরি করতে যাচ্ছি, আজকে দেখতে হবে মালিক কত লাভ করে। ম্যাক্সিমাম ৫ পারসেন্টএর বেশি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আজকে লাভ করতে দেওয়া উচিত নয়। ৯৫ পারসেন্ট প্রফিট আমাদের মজুরদের দিতে হবে এটাই আমাদের নিয়ম হওয়া উচিত। কিন্তু সকল মালিকরাই চাচ্ছেন, যেখানে লেবারদের টাকা দিতে হবে, সেখানে এই লেবাররারা খারাপ, গভর্নমেন্টরা খারাপ এবং তারা লেবারদের পক্ষ হয়ে কথা বলেন। স্যার আপনি জানেন ডাবুর কোম্পানিতে স্ট্রাইক চলছে, সেখানে ঐ একই অবস্থা। মালিকরা পুলিসের সাহায্য নিয়ে লেবারদের উপর টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে, লাঠি চার্জ করেছে। পুলিস ব্রিক ব্যাট ছুড়ে রায়টের সৃষ্টি করেছে, অথচ আমাদের লোককে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে কংগ্রেস নেই, কম্যুনিস্ট নেই, সেখানে মালিক পুলিসকে হাত করে এইরকম অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আর একটা কথা আমার সিমেন সম্বন্ধে বলা

দরকার। এখানে অনেক বাঙ্গালী শ্রমিক আছে, আমি এখানে বিরোধী দলের বন্ধুদের অনেক বাঙ্গালী দরদ দেখলাম। কিছুদিন আগে আমাদের হসপিটালএ প্রায় ৩০০ বাঙ্গালী ছেলেদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল। হেমন্তবাবু নিজে তা অপোজ করেছেন। তাদের চাকরিতে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। সি দি ফান, উনি লিডার হয়ে তাদের ঢুকতে দেন নি, চিত্তবাবু তাদের ঢুকতে দেন নি। এইরকম অনেক নেতা আছেন যারা বাঙ্গালী ছেলেকে চাকরিতে ঢুকতে দেন নি। আমি স্যার আর একটা কথা বলছি, যেসব বাঙ্গালী ছেলে সিম্যানদের ওখানে কাজ করে তারা যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের কথা আমার বলা দরকার। আমি এখানে কতকগুলি ফটো নিয়ে এসেছি, স্যার; দিনের পর দিন এইসব ছেলেদের, সেই মেরিণ হাউসে একটা গুণ্ডার আড্ডা, আমরা পুলিসকে বলে কিছু-করতে পারি নি, মাননীয় মন্ত্রীকে বলছি এই সিম্যানদের যদ আপনি প্রটেকশন না দেন তাহলে দেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হবে, দেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর স্যার, কলিয়ারি সম্বন্ধে আমি বলবো, সেখানে যে কনসিলিয়েশন হয়েছে এবং কনসিলিয়েশন বোর্ডএর যে এ্যাওয়ার্ড হয়েছে সেই এ্যাওয়ার্ড আমাদের লোকেরা মানে নি। না মেনে সেখানে পাঁচ বৎসরের কনট্রাক্ট করেছেন আমাদের বড় বড় নেতারা স্যার—দেবেনবাবু আছেন এবং আরও অনেকে আছেন। সেখানে ওয়েজ কমিয়ে দিয়েছে।

Sj. Hemanta Kumar Basu: Sir, on a point of personal explanation, হাসপাতালে তিনশত লোককে চাকরির জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং আমি তা অপোজ করেছি একথা সত্য নয়। এই হাসপাতালে যারা কাজ করছে তাদের ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোককে নেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এখানে কথা হচ্ছে যে সমস্ত চাকরি খালি হবে সেখানে নিশ্চয়ই বাঙ্গালীকে নেওয়া হবে। কাজেই অপোজ করার কথা যা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

Sj. Deo Prakash Rai: Mr. Speaker, Sir, according to the booklet circulated by the Labour Minister the number of employed persons in 284 tea gardens in the State of West Bengal is shown as 2,25,000. The total population of these 284 tea gardens is more than 4 lakhs. These figures will show that there are more than 1,75,000 unemployed persons in tea gardens. In Darjeeling alone there are 83 tea gardens and in answer to my question during the present Budget Session some two weeks back the Hon'ble Labour Minister stated that there were 38,857 persons employed in these 83 tea gardens. The total population of these 83 tea gardens comes to more than 1,20,000. As such there are 81,143 unemployed persons in the hill tea gardens of Darjeeling alons. Sir, to tackle the problem of these 1,75,000 unemployed persons in tea gardens neither there is any scheme, projects or anything of this sort under the Development Programme. I shall try to take up the issues relating to labour item by item as laid down in this booklet. Regarding minimum wages at page 6 of this booklet it is stated "The Committee appointed for the hill gardens of Darjeeling are conducting an enquiry into the employment and earnings in the tea estates in the hill areas of Darjeeling. On conclusion of the enquiry, the Committee is expected to forward their recommendations to the Government". Sir, I am not prepared to accept this statement as true. After the last general election a new Minimum Wage Committee for hill areas of Darjeeling was constituted in which a Primary school teacher named Md. Rustom Ali who works under the District School Board as well as the tea garden management was taken to represent the labour of the hill gardens of Darjeeling. This was a calculated mischief of Deputy Labour Minister Shri Narbahadur Gurung. The locus standi of this man to remain in the Committee was challenged by the Union called Darjeeling Chiya Kaman Shramik Sangha of which I happen to be the General Secretary. When under such circumstances the validity of this newly constituted Committe was challenged at the time of its attempt to hold its first meeting at Darjeeling, the learned Chairman of the Committee postponed this meeting. This was brought to the notice of the Labour Directorate. Consequently one representative from the

Sramik Sangha has been included in this Committee. But after inclusion of a representative from our Union no meeting of this Committee has been called. The Labour Minister issued a press statement from Calcutta to the effect that in any major conference in future relating to tea garden workers of Darjeeling District the Kulain Bagan Mazdoor Sangha will be given representation.

[4-40—4-50 p.m.]

Sir, I do not understand how the Labour Minisetr could issue such a mischievous statement! The very name and style of the said union given you the idea and knowledge that it is a union for the workers of Kulain Bagan, i.e., Cinchona Plantations. How can the union which represents the workers of Kulain Bagan, i.e., Cinchona Plantation possibly represent the cause of tea garden workers? There are separate union in Darjeeling for those two sets of workers, namely, tea garden workers and the cinchona plantation workers. We requested the Labour Minister to give us a correct statement but, Sir, he turned a deaf ear to this.

This Committee has not yet had any meeting to decide about the revision of wages for the workers of the hill Tea Estates. About the Minimum Wages Committee for agricultural workers, Sir, here in this booklet it is said that an advisory committee has been formed for the districts of Darjeeling and Jalpaiguri. I do not know much about Jalpaiguri, but I wonder how this advisory committee can formulate anything for the welfare of the workers of Darjeeling when there are no bona fide representatives from important organisations representing the bulk of the agricultural workers of Darjeeling. Sir, the Plantation Labour Act came into force on the 1st April 1954 and the rules framed were supposed to have come into effect from 26th November, 1956 but that has not been so. The rules have never been implemented in the tea gardens. I ask the Labour Minister whether the rules are meant to be implemented when Sputnicks and Explorers will finally land us in moon! Not a single provision of the Police Act has been honoured by the management and still the Minister feels proud to circulate this book falsely describing the measures taken for the welfare of the tea garden labour.

The Bengal Shops and Establishments Act, 1940, should not be applicable to the shops in the towns of hill region of Darjeeling. Sir, you know very well that Darjeeling, Kurseong and Kalimpong are seasonal towns and we have only two seasons in a year. The application of the provision of this Act to Darjeeling has many disadvantages. First, as there are no big establishments as it is in Calcutta the traders and shopkeepers run their trade by themselves. They depend on two seasons—summer and autumn when visitors go to Darjeeling. As such the traders who depend entirely on four months' business are hit hard. Secondly, the closing of shops during seasons causes a tremendous amount of inconvenience to the tourists also. Therefore I appeal to the Government to keep Darjeeling outside the purview of this Act.

Now, Sir, I come to another important, item namely, Labour Welfare Centres. There are 30 such centres in West Bengal. According to my calculation Government incur Rs. 18,000 per month to run these centres and that comes to Rs. 2,16,000 a year. But this huge amount does not deliver goods to the worker. Many centres have been converted into some sort of Gymnasium with dumb-bells, weights, Roman bars and other accessories necessary for physical exercises. This is exactly what we call putting the cart before the horse. The starving workers first of all need food, increased wages, reduction in working hours and other primary amenities of life in order to enable them to make full use of the Welfare Centres.

Where is the time for a tea garden workers who works from 7 a.m. to 7 p.m. to go to these centres? I suggest that instead of running these labour welfare centres, let us connect them into a sort of Inspectorates giving the senior Welfare Officers inspectorial powers.

[At this stage the honourable member having reached his time-limit resumed his seat.]

[4-50—5-20 p.m.]

Janab Taher Hossain: Mr. Speaker, sir, لیڈر منسٹر کا جو کھاتا سامنے آیا ہے اسکے مطابق آپ کے سامنے یہہ کھاتا چاہتے ہیں کہ یہہ بہت اچھے ڈھنگ سے دیکھا گیا ہے success of conciliation لیکن success of conciliation آج ہمارے سامنے نہیں آتا ہے صرف Calcutta کے اندر سمجھہ لیا گیا ہے - Indian Iron مارٹن and بارن، دلی میں دیکھا جا رہا ہے جہاں Sri Biren Roy کی زمیداری ہے وہاں Labour Department انکے طریقہ سے چل رہا ہے - اسکے لئے میں چند مثالیں دونگا *

January 1956 میں Chief Minister کو ایک Demand Memorandum کے ساتھہ دیا گیا تھا conciliation کے لئے - اسکے بعد چلا آیا 1st October 1957 - تاۓ Labour Minister کے time میں ہم نے ایک Deputation دیا کہ conciliation ہو، بچار ہو لیکن 1st October 1957 ہو گیا دیکھئے machinery کس طریقہ سے کام کر رہی ہے - Martin Burn میں کیا ہو رہا ہے وہ میں یہاں رکھہ رہا ہوں - 1957 سے اپریل 1958 تک machinery نے کچھہ بھی کام نہیں کیا - last 22nd April 1958 کو اسٹرائک نوٹس دی گئی - Strike notice کے date ختم ہوتے ہی Labour Minister کی طرف سے ایک چٹھی ملی کہ strike واپس لیلیا جائے ہم لوگ conciliation کرتے ہیں *

چنانچہ 2nd June 1958 میں D. L. C. کے conciliation دفتر میں بیٹھا پھر مجھسے بتلایا گیا اور کہا گیا کہ جو Charter of Demand کی 15 مانگے ہیں اس میں reasonable مانگ دیا جائے اس پر ہم بچار کرینگے - 15 میں سے 7 مانگ victimised کیا جائے - Victimised مانگ خاص کرکے ہملوگ Tribunal کے سامنے رکھینگے - چنانچہ ہم نے D. L. C. کے کہنے کے مطابق دو وعدہ دیا - وہ تاریخ 2nd and 9th June 1958 کو D.L.C. کو دیا گیا - 15th June یا 16th June کو Dr. Roy کا لنڈن ملا کہ ہماری مانگ دیکھہ بھال کرینگے *

14th August 1958 کو هملوگ پھر Labour Minister کو remind کرنے کیلئے لیٹر دیا - اس طریقہ سے conciliation چل رها ہے - دیکھئے کس طریقہ سے برنپور میں Labour Minister و conciliation machinery کام کر رهی ہے - 7th November 1958 کو هماری Union کے Vice President Renu Chakravarty نے Labour Minister سے Deputation کیا - اس میں request کیا گیا کہ Tribunal دیا جائے لیکن Tribunal نہیں دیا گیا - 4th December 1958 کو Chief Minister کو remind کیا گیا - 26th December 1958 کو پھر Labour Minister کو لکھا گیا لیکن 16 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک conciliation کا پتہ نہیں لگا *

اصل وجہ وهاں conciliation نہ دینے کا یہہ ہے جسے نیپال والے نے کہا کہ وهاں Joint Secretary S. K. Banerjee هیں - یہی بات ٹھیک ہے - Labour Minister کچھہ کرنا چاهتے هیں لیکن S. K. Banerjee انہیں نچا رہے هیں - اگر Sri Biren کا Telephone هوگا اور S. K. Banerjee کہینگے Tribunal نہیں ملیگا - Reference ملے گا - بچار هوگا نہیں تو نہیں *

دوسری بات یہہ ہے کہ اسی کھاتے میں Labour force میں دکھلایا گیا ہے Successful Tribunal and Labour force لیکن کیا Success هوا - هم دکھلائینگے کہ Tribunal کے لئے همیں کتنی دقتیں هو رهی هیں - برنپور میں Indian Iron میں اسٹرائک نوٹس دینی پڑی - اس کے بعد Labour Department کس طرح سے بچار کرتا ہے ایک مثال دونگا *

Last year 1958 میں Sir Biren share holders کی میٹنگ میں Lecture دیا Wage Board هونی چاهئے - هملوگوں نے Labour Department کو approach کیا کہ Wage Board بیٹھایا جائے لیکن نہیں دیا گیا - Engineering Tribunal تین هوا - هملوگوں نے بھی کہا کہ Tribunal هونا چاهئے - لیکن یہہ کہ Tribunal نہیں دیا گیا - Iron Steel کے لئے الگ سے Tribunal نہیں دیا جائیگا یہہ کہکر کہ بہت کچھہ سبدھا ہے - لیکن strike notice کے ابھیدان میں ۱۰ روپیہ D.A. بڑھانا پڑا - اس سے پتہ چلتا ہے کہ هملوگوں کی مانگیں کتنی reasonable هیں *

Labour Minister نے بتلایا کہ قریب قریب 2,88,000 man days lost هوا - لیکن میں کہتا هوں برنپور کے Construction strike میں تین لاکھہ man days lost هوا - یہہ صرف Labour Department کی لاپروائی سے هوا - December 1957 میں Construction Department میں پانچ روز strike هوئی

تھی ان لوگوں کو آسواسن دیا گیا تھا کہ 15/20 دن کے اندر ہماری مانگوں پر بچار کیا جائیگا - لیکن 1958 چلا گیا کچھ بھی بچار نہیں ہوا - 24th February کو پھر 26 روز کے لئے ہڑتال ہوا - اس کے بعد Tribunal مل گیا - یہی Tribunal اگر Labour Minister پہلے دیدیتے تو 2,88,000 man days lost نہیں ہوتا - یہہ صرف Labour Department کی لاپرواہی سے ہوا *

ابھی January 1959 میں Steel Project, Govt. of India میں دیکھا گیا کہ Charter of Demand کے لئے strike ہوئی - Labour Minister, D.L.C. کو معلوم ہے 15 روز strike ہوئی - D.L.C. راتوں رات وہاں پہنچے - ۱۰ بجے رات میں type کرکے reference پہنچ گیا کیوں ؟ اس لئے ہو رہا ہے کہ Sir Biren کے سامنے Labour Department کچھہ بول نہیں سکتا - ایک Telephone پر whole labour cabinet کو چلنا پڑتا ہے - اس لئے یہہ بہت دھاندھلی ہے ' ہڑتال ہے ' strike ہے - ایک dismissed worker کے اوپر Tribunal معاملہ چل رہا تھا مگر یہہ بتلایا گیا کہ genuine grievance کے اوپر ہملوگ Tribunal مقرر کرتے ہیں - لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ what is the meaning of genuine grievances *

1954 میں ایک ورکر کو discharge کیا گیا - صرف اس کے نام میں ایک quarter allotment تھی - اس کی family بیمار تھی - ہم دوسرے quarter میں چلے گئے تھے - ہمارے میں نہیں دیا تھا - جلدی memo ملتا ہے کہ quarter چھوڑ دو نہیں چھوڑنے پر cancel quarter کر دیا جائیگا - اس نے quarter خالی نہیں کیا - 15 روز کے اندر اسے discharge کر دیا گیا - اس case کے لئے 1954 سے Tribunal معاملہ چل رہا ہے - یہہ Kali Babu کے زمانے سے چلا آ رہا ہے - Sattar Sahib کے زمانے میں بھی ایسے آدمی کو Tribunal نہیں مل رہا ہے - کہنے کا مطلب یہہ ہے کہ Sir Biren کے خلاف کچھہ نہیں کر سکتے ہیں *

ایک case ہے Bishnu Dubey کا - 1954 میں lock-out کے time میں discharge کیا جاتا ہے - آدھا بہلا کام کرنے آتا ہے - اس خوشی میں مزدور canteen میں مٹھائی کھاتے ہیں - Company نے اسے فوراً 5 بجے discharge کر دیا یہہ بول کرکے کہ procession نکالنے میں lead کرتا تھا - Labour Department کو چاہئے کہ اس dismissal case کو Tribunal میں refer

کرے لیکن جبتک Sir Biren کا Telephone نہیں ملے کا تب تک Sattar
Tribunal Sahib میں نہیں دینگے - اس طریقہ سے Tribunal ملنے میں
ہمکو دقت ہے *

Tribunal ملنے پر بھی اس میں دیر ہوتی ہے - دیکھئے Allauddin
21st October 1958 کو dismiss ہوا - لیکن وہ Supreme Court سے جیت کر کے
آ گیا - سال ڈیڑھ سال رکھنے کے بعد reference ملے کا - سال ڈیڑھ سال تک
تو Tribunal Court چلیگا - اب آپکے time میں دیکھا جا رہا ہے کہ 3 سال کے
بعد وہ پھر آیا ہے *

S. M. Ganguly ایک discharged worker ہے - وہ July 1959 میں discharge
ہوا - Construction Union کی strike میں instigate کیا ہے اس لئے discharge
کیا جاتا ہے - لیکن ایک سال کے بعد July 1958 میں reference ملتا ہے -
July میں date پڑیگا - اس طریقہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ساری Machinery
ہی خراب ہو رہی ہے *

Sattar Sahib یاد کریں آج سے 6 مہینے پہلے steel section میں canteen
checking میں گئے ہوئے تھے - وہاں پر Labour Minister نے نمکی بھی
کھائی تھی' چائے پیا تھا اور لڈو بھی کھایا تھا - دوسری چائے دینے
کے لئے کہا گیا تھا لیکن اتنا ضرور کہینگے کہ دوسری چائے نہیں لی -
آج تک وہاں committee کا چناؤ نہیں ہوا - چیزوں کا دونا دام لیا جاتا
ہے - Factory تو charter of demand کے اندر تھا - وہاں Factory Inspector ملیگا
وہاں پر Sir Michael John canteen managing committee کا چناؤ ہوگا - رہے
کہتے ہیں کہ اگر چناؤ ہوگا تو سر توڑ دینگے *

Member تو nominated کر لئے جاتے ہیں مگر وہاں اب تک کوئی چناؤ
نہیں ہوا اور کھانے میں لکھدیا جاتا ہے کہ 80 per cent. - اس طریقہ سے
works committee چلتی ہے - اس لئے کے Factory Inspector کو بھی لکھا
گیا - Sir Biren کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں' جنکی Indian Iron
and Steel, Burnpur, Kulti میں زمینداری ہے ؟ جسکے ایک اشارے پر آپ
department کو چلنا پڑتا ہے - Workmen's compensation کے بارے میں
کہا گیا کہ Asansol Belt میں Regional office نہیں کیا گیا - لیکن کچھ بچار

نہیں ہوا - اگر compensation case ہوگا تو سال بھر میں ہوگا - Judge آئینگے Regional Compensation تب ہوگا ، Case file ہوگا ، Circuit House میں بیٹھینگے Office کا Branch ہوگا *

میں ایک مثال دونگا - آپ کے کہاتے میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر Government کو اطلاع دئے کوئی full closure یا charge مالک لوگ نہیں کر سکتے ہیں - آپ لوگوں نے ابھی Nainital میں 16th Labour Conference میں بیٹھکر فیصلہ کئے total closure ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم 3 مہینے پہلے خبر دینی ہوگی - میں دکھلانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کے Department میں October مہینے میں کلٹی کے اندر میں Glass furnace coke oven کے 48 آدمیوں پر نوٹس closure لگایا ہے - اس کی خبر West Bengal کے Labour دفتر کو 3 مہینے پہلے نہیں دی گئی - اس طریقہ سے Martin Burn میں ہوتا ہے - Delhi Agreement یا کوئی بھی Agreement کہئے Sir Biren کہتا ہے کہ یہہ ساری Agreement ہمارا ہے - D. L. C. Saheb موجود ہیں Labour Office خود Nainital Conference کے بارے میں نہیں جانتا ہے - وہاں پر کوئی کتاب بنا کر آجتک نہیں دیا گیا ہے - Nainital Conference کا code of discipline کیا ہے Labour Commissioner نہیں جانتے ہیں - اس لئے Nainital Conference کا code of discipline بنا کر Labour office کے میں بھیج دیجئے *

دوسری ضروری چیز بیگن کے بارے میں کہنی ہے - دیکھئے آپ لوگ code of discipline اس طریقہ سے مانتے ہیں - کارخانے کے اندر 17 تاریخ کو Lay off ہے - رہا Led by Michael John کی I. N. T. U. C. کی Union ہے - Gopeshwar اس کے General Secretary ہیں - 17 تاریخ کو جب کارخانے کے اندر Lay off کی نوٹس دی گئی ہے ہمارا لوگوں نے اپروز کیا مگر اس کہنا تھا کہ لال جھنڈے والے ہڑتال کرائینگے - وہاں پر Union نے 17 تاریخ کو نوٹس دی کہ کارخانے میں ہڑتال نہیں کر سکتے - لیکن I. N. T. U. C. نے جو Led by Michael John کی Union ہے ہمارے آدمیوں کو مارا - وہاں disciplinary action لینا ہے - لیکن وہاں نہیں لینگے - لیکن اگر ہمارے لوگوں کی طرف سے کچھ ہوا تو فوراً disciplinary action ہوا - اس طریقہ سے آج Labour Department میں ہو رہا ہے *

[At this stage the House adjourned for 20 minutes.]

[*After Adjournment*]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Byomkes Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী এখানে উত্থাপন করছেন তা আমি সমর্থন করে দু-চারটা কথা বলব। সর্বপ্রথম আমি শ্রমমন্ত্রী এবং শ্রম দপ্তরকে অভিনন্দন জানাব এই জন্য যে, গত দুই বছরে তাঁরা শ্রম দপ্তরের যে সমস্ত খবর যা এতদিন আমরা পুস্তকাগারে পাইনি গত দুই বছর ধরে তারা নিয়মিত সরবরাহ করছেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে শ্রমিক আন্দোলন কয়েক বছর ধরে চললেও এমন ভাবে পরিচালিত হচ্ছে বিশেষ করে কয়েক জায়গায়, যার ফলে সমগ্র দেশে যে উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি বিস্তারিত ঘটনায় যাব না। কেবল দুই-একটা ঘটনা বলব—যেমন বার্ণপুরের কথা, যেমন দুর্গাপুরের কথা বলব। বার্ণপুরে যে সম্পদ তৈরি হবে তা বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের উন্নতি এবং উন্নততর জীবন ধারণের উপযোগী হবে—একথা আমরা সকলেই জানি। তা ছাড়াও সেখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা ধার নেওয়া হয়েছে তার জন্যও আমাদের দায়িত্ব আছে। কাজেই বার্ণপুরে এবং দুর্গাপুরে শ্রমিক আন্দোলন হবে, নিশ্চয়ই হবে কিন্তু সেখানে স্ট্রাইক করে ম্যান ডেস লস করে যদি শ্রমিকদের উন্নতির কথা কেউ চিন্তা করেন আমি বলব সেটা ভুল রাস্তা। এবং সেই জন্য যেখানে আমাদের দেশে দ্রুত উন্নতির প্রয়োজন তা ব্যাহত হচ্ছে একথা সকলেই স্বীকার করবেন। আমাদের লেবার ডিপার্টমেন্টএ কয়েকটা কথা আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছে রাখছি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ট্রাইব্যুনালস আছে তার কেস ডিসপোজালের যা হিসেব দিয়েছেন সেই হিসেব থেকে আমরা লক্ষ্য করছি গত বছরে মাত্র ৫ পারসেন্ট ডিসপোজাল হয়েছে। এটা খুব কম হয়েছে। কারণ মন্ত্রী মহাশয় নিজেই বলেছেন জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। বহু চেষ্টা করে বহু কনসিলিয়েশনে সময় যাবার পর ট্রাইব্যুনাল পাওয়া যায় এবং এর রায় যদি ত্বরান্বিত না হয় তাহলে জাস্টিস ওয়ার্কারদের পক্ষে বহু দূরে থেকে যাবে। সেই জন্য মন্ত্রী মহাশয় যেন লক্ষ্য রাখেন যাতে ট্রাইব্যুনালের কেস ডিসপোজাল আরও ত্বরান্বিত হতে পারে। আরেকটা গুরুতর কথা আপনার সামনে আমি নিবেদন করব। যদিও এ সম্বন্ধে কিছুটা উল্লেখ যতীন চক্রবর্তী মহাশয় করেছেন। এতে যে ইউনিয়নএর কথা বলা হয়েছে সেটা আই এন টি ইউ-সি-র ইউনিয়ন। এটা আমাদের ভুল হয়েছে। যারা কাজ করে তারা ভুল করে এবং আমি এই বিশ্বাস নিয়েই এখানে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এটা ইচ্ছাকৃত নয় এটা ভুল হয়েছে। যদিও এটা মারাত্মক রকমের ভুল। যে ইলেকট্রিক সাপ্লাইএর একটা কেস ২৬এ ডিসেম্বর তারিখে সেকেন্ড লেবার কোর্টএ দেওয়া হল বিচারের জন্য একটা ইস্যু তৈরি করে। সেই কেসটা হঠাৎ সেকেন্ড ফেব্রুয়ারিতে ট্রান্সফার করা হল। ইস্যু যা ছিল তা বদলে দেওয়া হল এবং ট্রান্সফার করা হল। তাতে বলা হল এই যে

whereas one of the parties has applied for transfer.

এটা অত্যন্ত মারাত্মক কথা। দুটো বিবাদমান দল যখন এক হতে পারল না, কনসিলিয়েশন অফিসার তাদের এক করে আনতে পারল না তখন বিচারের জন্য বিচারকের কাছে গেল। সেই মামলা বিচার করতে যখন তিনি আরম্ভ করছেন ইউনিয়ন যখন তার রিটন স্টেটমেন্ট সাবমিট করেছে সেই অবস্থায় ট্রান্সফার হয় না এবং কারণ দেওয়া হয়েছে কি

in the interest of the satisfactory settlement of the dispute.

অর্থাৎ যেখানে আগে দেওয়া হয়েছিল সেখানে বোধ হয় স্যাটিসফ্যাক্টরী সেটলমেন্ট হবার আশা ছিল না এটা জেনেই দেওয়া হয়েছিল। আমি মনে করি লেবার ডিপার্টমেন্ট আইনজ্ঞ না হলেও কিন্তু তার যে গেজেট বেরোয় ডিসেম্বর মাসে সেই গেজেটে সুপ্রীম কোর্টএর রায় বেরিয়েছিল এবং তাতে ছিল

Where an industrial dispute has been referred to a tribunal for adjudication by the appropriate Government under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, can the said Government supersede the said reference pending adjudication before the Tribunal constituted for the purpose? The decision is that the appropriate Government has no power to alter the earlier notification of reference and that such notification cancelling earlier notifications of reference was invalid and ultra vires.

কেসটা ছিল

State of Bihar vs. Ganguli and others. Civil Appeals Nos. 358 and 359 of 1957.

এই কেসএ আরও দুঃখের কথা যে এই কেস যার কাছে দেওয়া হয়েছিল যখন ট্রান্সফার করবার জন্য হুকুম আসে তিনি একটা নোট দেন গভর্নমেন্টএর কাছে আমরা তার সার্টিফায়েড কপি নিয়েছি তাতে তিনি যা লিখেছেন যে

I am inclined to think that the transfer is ultra vires apart from the provisions of the Industrial Disputes Act. It is an unheard of policy on the part of Governmen to change its order from time to time and to frame new set of issues to transfer cases to another Tribunal or Court.

এটি অত্যন্ত মারাত্মক কারণ, এই যদি হয় তাহলে নিজের জালে সরকার নিজেই জড়িয়ে পড়বেন। আজ যদি একজনের ট্রান্সফার করা হয় তাহলে কালকে আরেক জনের কেন ট্রান্সফার করা হবে না সে প্রশ্ন উঠবেই। অতএব যে-কোন ট্রাইব্যুনালএর কাছে যাবে আমার পছন্দ মত লোকের কাছে নিয়ে যাবার জন্য অনুনয় করব এবং সরকারের কাছে দরখাস্ত করব সেটা যদি নীতি হয় তহলে শ্রমস্বার্থ রক্ষিত হবে না এটাই আমি মনে করি। আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছে নিবেদন করব এই বিষয়ে তিনি যেন সজাগ হন।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, শ্রম বাজেট আলোচনা করবার আগে, কয়েকটা সমস্যা যা শ্রমিক জীবনকে বিপর্যস্ত করছে সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পশ্চিম বাংলায় শ্রমিকদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা যদি আজ কিছু এসে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ছাটাই ও বেকার সমস্যা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে পুস্তকখানি আমাদের বিতরণ করেছেন—লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন ১৯৫৮—তাতে তিনি কর্মসংস্থান অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তাতে আমরা দেখছি যে, ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে শ্রমিকদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তারপর ১৯৫৫ থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফ্যাক্টরীগুলিতে শ্রমিকদের সংখ্যা বেশি হয়েছে। এইভাবে যদি তিনি হিসাব করেন তাহলে সমস্যার কূলকিনারা তিনি পাবেন না। এই বৃদ্ধির কারণ হল এই যে, পুরান যে সমস্ত ফ্যাক্টরী ছিল, সেই ফ্যাক্টরীগুলি ছাড়াও ১৯৫৫ হতে ১৯৫৮ সাল এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নতুন নতুন ফ্যাক্টরী হয়েছে যেখানে নূতন নূতন কর্মসংস্থান হয়েছে। সুতরাং এইভাবে মোট শ্রমিকসংখ্যা দিলে আসল অবস্থা আমরা বুঝতে পারবো না। আগে যে সমস্ত ফ্যাক্টরী ছিল, সেখান থেকে কত শ্রমিক ছাটাই হয়েছে? সেখানে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে না বেড়েছে? কর্মসংস্থান অবস্থা ঠিকভাবে বুঝতে হলে এই সংখ্যাগুলি জানা দরকার। মন্ত্রী মহাশয় কি অস্বীকার করতে পারেন যে, এইসব পুরান ফ্যাক্টরীগুলির প্রত্যেকটি হতে রেশনালাইজেশনএর নাম করেই হোক বা অন্য যে কোন নামেই হোক শ্রমিক ছাটাই চলেছে? কিন্তু তাঁর দেওয়া পুস্তকের হিসাব থেকে ছাটাই মজুরের হিসাব পাবার কোন উপায় নেই। ছাটাইকে বন্ধ করার প্রয়োজন আছে কি না, এবং তা করতে সরকার কোন আইন অবিলম্বে প্রণয়ন করবেন কি না মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে সেকথা জানতে চাই। তিনি কি মনে করেন ছাটাই বন্ধ করা দরকার? যদি তিনি মনে করেন যে, ছাটাই বন্ধ করা দরকার, তাহলে তিনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন অথবা করতে রাজী আছেন সেটা তিনি জানান। শুধু মুখে বললেই হবে না যে, মালিক পক্ষকে ডেকেছিলাম এবং মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করেছি। এই আলোচনার বাস্তবে কোন মূল্য নেই যদি না তার দ্বারা ছাঁটাই বন্ধ করা যায়। কে না জানে যে, শ্রম বিভাগের কথা মালিকপক্ষ আমলের মধ্যেই আনে না, এমন কি শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনালএর আদেশকেই তারা গ্রাহ্য করে না। মালিক যদি মনে করে যে, ইচ্ছা করলেই সে এইসব আদেশ অমান্য করতে পারে, তাহলে কখনই শ্রমিক স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না। তা ছাড়া আইনের চোখেও শুধু আলোচনার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু গভর্নমেন্ট যদি একটা ত্রিদলীয় চুক্তি করেন কিম্বা আইন করেন যে, গুরুতর অপরাধ ব্যতীত শ্রমিক ছাটাই করা চলবে না তাহলে তার একটা মূল্য

আছে। সেরকম করবার উদ্দেশ্য সরকারের আছে কি না, আমি জানতে চাই। তারপর দ্বিতীয় কথা হল ইনসিওরেন্স সম্বন্ধে। আপনারা স্টেট ইনসিওরেন্স স্কীম চাল, করছেন, আমি জানি। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য ছাঁটাই ও বেকারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবীমা প্রবর্তন করতে রাজী আছেন কি? এটা এমন একটা জিনিস যেটা শ্রম দপ্তরের খোলাখুলিভাবে বলা দরকার। যদি আজকের দিনে কোন ব্যাপারে ইনসিওরেন্স করতে হয় তাহলে তা হচ্ছে ইনসিওরেন্স এগেনেস্ট রিট্রেঞ্চমেন্ট অ্যান্ড আনএমপ্লয়মেন্ট। চাকরী যেখানে থাকছে না, চাকরীর যেখানে স্থিরতা নেই, সেখানে মাইনে প্রভৃতির কথা গোণ। সিকিউরিটি অফ সার্ভিসএর জন্য শ্রম দপ্তর কিছু করেছেন বলে কারও জানা নেই। যদি কিছু করে থাকেন শ্রমিকদের সিকিউরিটি অফ সার্ভিসএর জন্য তাহলে তাকে আইনগত রূপ দিন, যার দ্বারা মালিককে ছাঁটাই বন্ধ রাখতে বাধ্য করতে পারেন। তারপর যে সমস্যার কথা বলব তা হল ওয়ার্ক লোড, কাজের চাপ। প্রত্যেক বছর এই কাজের চাপ বেড়ে চলেছে—অথচ আশ্চর্যের কথা শ্রম দপ্তর থেকে প্রায়ই বলা হয় যে, আমাদের দেশের শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এ কথা শুনতে অবাক লাগে।

How productivity of labour is to be judged? In determining productivity of labour the amount of money spent for unit of labour, i.e., the cost of labour for unit of production must be taken into consideration.

আমি এর একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন গ্রেট ব্রিটেনের কথা। গ্রেট ব্রিটেনএর একটা সূতাকলের একজন মজুর কমপক্ষে অন্তত মাসিক ৩৫০ টাকা মাইনে পায়, সেস্থলে আমাদের এখানে সূতাকলের একজন মজুর মাইনে পাচ্ছে সরকারী হিসাব মতে ৫৫ টাকা। তাহলে ওখানকার একজন মজুর আমাদের দেশের মজুরের তুলনায় প্রায় সাতগুণ বেশি মাইনে পাচ্ছে। এইবার বিচার করতে হবে--এখানে একজন সূতাকলের শ্রমিক যে কাজ করে, তার চেয়ে সাতগুণ বেশি কাজ ইংলন্ডের সূতাকলের একজন শ্রমিক করে কি না। এই রকমভাবে বিবেচনা করেই প্রোডাকটিভিটির কম কি বেশি তা বলা সম্ভব। সেদিক হতে আমাদের দেশের শ্রমিক কম কর্মক্ষম নয়। কাজের চাপ কিরকম বেড়ে চলেছে পাটকলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। এখানে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ; অন্যদিকে শ্রমিক-শক্তি কমে গিয়েছে শতকরা ১৭ ভাগ। অর্থাৎ শ্রমিকদের উপর বেশি করে কাজ চাপিয়ে দেওয়া হল। এই চাপ বৃদ্ধি করার জন্য মজুরী বৃদ্ধি করার কোন প্রচেষ্টা হয়েছে? হয় নি। জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ট্রাইব্যুনাল কিছু কিছু মজুরী বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে, কিন্তু বেশি ওয়ার্ক-লোড-এর কথা চিন্তা করে কি আপনারা বেশি মাইনে দেবার চেষ্টা করেছেন? চেষ্টা সরকারের তরফ থেকে হয় নি। একটা জিনিস হবার দরকার আছে। তৃতীয়তঃ মাইনে অথবা মজুরীর কথা। মজুরীর ক্ষেত্রে আপনারা দেখিয়েছেন যে, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে যেখানে ৫০ টাকা মজুরী ছিল সেখানে কোথাও ৫৫ কোথাও ৬০ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি জিজ্ঞাসা করি প্রাক-স্বাধীনতা বলতে কোন সাল বোঝাচ্ছেন, প্রি-ওয়ার ডেজ অর ইম্মিডিয়েটলি বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স, ১৯৩৯ অর ১৯৪৭, যদি যুদ্ধপূর্ব অবস্থার কথা ধরেন তাহলে আমার বলার দরকার নেই, আপনাদের আই এন টি ইউ সি-র প্রেসিডেন্টই কি বলেছেন তা শুনুন। তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধপূর্ব অবস্থার তুলনায় আজকের দিনে রিয়েল ইনকাম প্রকৃত আয় কমেছে। যুদ্ধপূর্ব সময়ের মজুরী যে সাবসিসটেন্স লেভেলএর অনেক নীচে ছিল সে কথা সকলেই জানে। সেই অবস্থার চেয়ে বৃদ্ধি দেখাতে যাওয়া এবং তার জন্য গর্ববোধ করা শ্রমিকের স্বার্থবিরোধী বলে আমি মনে করি। এই সমস্ত কথা চিন্তা করে ন্যাশনাল ওয়েজ স্ট্রাকচারএর ফিক্স আপ করার পরিকল্পনা আপনার আছে কি না আমি জিজ্ঞাসা করি। সুতরাং জবাব দেবার সময় মূল যে সমস্যাগুলি আমাদের সামনে এসেছে সেইগুলি মন্ত্রী মহাশয়কে বলার জন্য আমি অনুরোধ করবো। তা ছাড়া আরো কতকগুলি টেকনিক্যাল ব্যাপার যা আমাদের সামনে আসছে সেগুলি আপনার সামনে তুলে ধরছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি পাটকলগুলির অবস্থা জানেন? পাট-শিল্পের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ধরুন জোড়া তাঁতের কথা। আপনারা হুকুম দিলেন যে, একজন শ্রমিক দুইটি তাঁত চালাবে। একাজ কেউ পারে না করতে। একাজ হয় না, কোনদিন হয়ও নি এখনও হচ্ছে না। এখন কি হচ্ছে? আজকে জোড়া তাঁতের জন্য মালিক একটি লোককে রাখছে, আর সেই লোকটি তার অধীনে মালিকের নির্দেশে অন্য একটি লোক রাখছে। এই দ্বিতীয় লোকটি, বদলী শ্রমিক। তার শ্রমিক হিসাবে কোন লিগ্যাল স্টেটাস নেই, সে মালিকের

অধীনস্থ ওয়ার্কম্যান নয়, সে কোন ডিসপিউট ফাইল করতেও পারে না। বরং সে যদি ডিসপিউট ফাইল করতে যায় তাহলে মালিক তাকে ট্রেসপাসার হিসাবে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবে and it is being done within the knowledge of the Government.

এই যে বে-আইনী ব্যবসাটা ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন করে চলেছে এটা বন্ধ করার জন্য কি চেষ্টা আপনারা করেছেন?

Recognise this hard facts and then proceed to stop the unfair labour practice.

স্বীকার করলে এই সত্য প্রমাণ হয় যে জোড়া তাঁত একটা লোক দিয়ে চলে না, দুইটি লোক দরকার। মালিক দুইটি লোক খাটাচ্ছেও, আজকে কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি আইনের কাছে, মালিকের কাজে মজুর বলে স্বীকৃত হচ্ছে না। এতে লাভ হচ্ছে কার? মালিকের লাভ হচ্ছে। মজুরের প্রাপ্য ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স সপ্তাহে ৭।৷০ টাকা তা মালিক একজনকে দিচ্ছে, দুই-জনকে দিচ্ছে না, ফলে মালিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। তা ছাড়া আর একটি লোককে অস্থায়ী রেখে দিয়ে চাকরীর কোন স্থায়িত্ব না দিয়ে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা যা স্থায়ী কর্মচারীরা পেতে অধিকারী তা থেকে বঞ্চিত করে প্রচুর টাকা মালিকরা কামাচ্ছে। এটা বে-আইনী মন্ত্রীও জানেন। এই বে-আইনী কাজ বন্ধ করতে শ্রমমন্ত্রী ও শ্রম দপ্তর কি করেছেন তা জানাবেন কি? আমরা এই ব্যাপার নিয়ে যদি আন্দোলন করতে যাই তাহলে এক্ষণই এই সমস্ত বদলী লোকগুলিকে মালিক ছাঁটাই করে দেবে। চাকরী স্থায়ী করার পরিবর্তে তাকে চাকরী হারাতে হবে। তাই আমরা কিছু করতে পারি না; কিন্তু গভর্নমেন্ট আইন করে এইসব বদলী লোক স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করতে পারেন। আমি ক্যাটিগরিক্যালী জবাব চাই, আপনি এই বে-আইনী কাজ বন্ধ করার জন্য কি করতে চান। তারপর কর্নসিলিয়েশন সম্পর্কে। আপনারা কর্নসিলিয়েশনএর সংখ্যা দিয়েছেন। প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে বামপন্থীরা উশকানী দিয়ে ধর্মঘট বাধায়। এটা ভুল ধারণা। মানুষের যতদিন অভাব থাকবে তাদের উশকানী দেবার প্রয়োজন নেই। অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য সে লড়বেই। তাই সত্যিই যদি ধর্মঘট বন্ধ করতে চান তাহলে শ্রমিকের অভাব-অভিযোগ দূর করুন। যে শ্রমিকের অভাব-অভিযোগ নেই তাকে হাজার উশকানি দিলে সে কিছুতেই ধর্মঘট করবে না।

[5-40—5-50 p.m.]

সাত্তার সাহেবকে উশকানি দিয়ে মন্ত্রিত্ব থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারি কি? মন্ত্রী হিসাবে তাঁর কোন গ্রীভেন্স নাই তাই তিনি মন্ত্রিত্ব ছাড়তে পারেন না। তেমনি শ্রমিকদের যদি প্রকৃত অভাব-অভিযোগ না থাকে তাহলে শুধু বক্তৃতাবাজী করে তাদের ধর্মঘট থামাতে পারা যায় না। এই অভাব-অভিযোগ দূর করতে তাড়াতাড়ি বিবাদ নিষ্পত্তি করতে হয়। অথচ তা করা হয় না। কর্নসিলিয়েশন প্রসেস শেষ করতে কত সময় লাগে? আইনে বলেছে এক্সপেডিটিয়াসলি কাজ করতে হবে। এক্সপেডিটিয়াসলি কথাটার একটাই মানে আছে। যদি ৬ মাস, ৯ মাস কি এক বছর লাগে তাহলে তাকে কি এক্সপেডিটিয়াসলি করা হল বলবেন? বলা উচিত নয়। অন্ততঃ ইংরেজীর মানে তা দাঁড়ায় না: এই দেরীর জন্য আমি কর্নসিলিয়েশন অফিসারদের তত দোষ দেব না। আপনি মন্ত্রী, দোষী আপনি। আপনি ডিপার্টমেন্টের দিকে তাকান না। যে বইটি দিয়েছেন এর ৬এর পাতা দেখুন—

"The North Calcutta Regional Office dealt with 1,268 cases out of which 831 were disposed of, of which 46 per cent. was settled through conciliation".

একটা রিজিওন্যাল অফিসে একজন করে কর্নসিলিয়েশন অফিসার রেখেছেন। একজন অফিসার বছরে ১২৬৮ কেস ফয়সালা করতে পারে?

If he is to deal with so many cases, he cannot apply his mind.

এ হতে পারে না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এত ডিসপিউট কর্নসিলিয়েশন করতে গেলে কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে। যতখানি ধৈর্য ততখানি টাইম এবং মাইন্ড অ্যাপ্লাই করলে বিবাদ মেটান সম্ভব তা তারা করতে পারে না। বলি বেশি অফিসার নিয়োগ করতে পারেন না কেন? আই সি এস অফিসার, আই এ এস অফিসার কমিয়ে দিন এবং যারা কাজ করে সেই

অফিসার আরও বাড়িয়ে দিন। আমি লেবার ডাইরেক্টরেটএর বহু উচ্চপদস্থ অফিসারএর সংগে আলাপ করেছি, তাঁরা বলেছেন "সুবোধবাবু, আগে মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যেত, এখন কোন সময় নেই। চেষ্টা করলাম, হল ভাল নইলে ফরম ভর্তি করে পাঠিয়ে দিলাম কনসিলিয়েশন ফেলড্‌। কেবলমাত্র নর্থ ক্যালকাটায় নয় সাউথ ক্যালকাটায়, হাওড়া অফিসে সর্বত্রই দেখছি কেস জমে গিয়েছে, তার ১০ পারসেন্ট কেসও ফয়সালা হচ্ছে না—কেন অফিসার আরও নেবেন না? ৩০ জন মন্ত্রী যদি হতে পারে, তাহলে আর ১০টি কনসিলিয়েশন অফিসার হতে পারে না? মন্ত্রী এতগুলির দরকার নাই, অফিসার বাড়িয়ে দিন। ট্রাইব্যুনালএ যতগুলি কেস যায় তা ডিসপোজ আপ হচ্ছে না, হিসাবের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধরুন এক বছরে ২৬৮টি কেস হল, ডিসপোজ আপ হল ২২৭টি কেস। তাহলে প্রত্যেক বছরেই ৪০।৫০টি কেস জমে যাচ্ছে। এ গেল আন্ডার সেকশন ১০এর কেস। তারপর সেকশন ৩৩। মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় জানেন যে আন্ডার সেকশন ৩৩ কত কেস অবিলম্বে শেষ হওয়া দরকার। কিন্তু কি হচ্ছে? কেন এই অবস্থা থাকে? এর উপর দুটো জিনিস বলবো—মন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করে দেখুন বেশি ট্রাইব্যুনাল বসান কেন? একটা ট্রাইব্যুনালের ২ বছর লড়াই করে শ্রমিক জিতল। তারপরে মালিক পক্ষ ২২৬ ধারায় আবেদন করলেন হাইকোর্টে; করে রায়কে আটকে দিলেন। সেখানে শ্রমিককে রগড়াতে হল ৬ মাস; তারপর গেল সুপ্রীম কোর্টে। ৫ বছর সেখানে কেসটা পড়ে রইল। কি হল? এতে শ্রমিক পেল কি? অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল তুলে দেওয়া হল এই জন্য যে এই বিলম্ব যাতে দূর করা যায়। এখন হাই কোর্ট, সুপ্রীম কোর্টেও যাচ্ছে। এই সুপ্রীম কোর্টে যাওয়া শ্রমিকের পক্ষে অসম্ভব। আজ সেখানে লেবার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের পাওয়ার না থাকার জন্য আমি অ্যাপিয়ার করতে পারছি না। কাজেই ব্যারিস্টারকে টাকা দিতে হবে—অ্যাটর্নিকে টাকা দিতে হবে—চার হাজার টাকা চাইলে তাই দিয়ে কাজ করাতে হবে—লেবারের পক্ষে কি তা সম্ভব? মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি আপনাদের গভর্নমেন্ট থেকে এদিক দিয়ে কোন সাজেশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে গিয়েছে কি?

অবশ্য শেষ একটা কথা বলব—শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য একটা বোর্ড অফ ডিসিপ্লিন চালু করেছেন এবং বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তার টোটাল এফেক্ট কি হয়েছে? অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা কি হয়েছে? আপনি একটা ট্রাইব্যুনাল গেঁথেছেন, কিন্তু হাইকোর্টে বাধা দিলে কিছুই করতে পারছেন না। ধর্মঘট করবার অধিকার ফেরত নিলেন কোড্‌ অফ ডিসিপ্লিন দেখিয়ে, শান্তি রক্ষার কথা বলে। আপনি কি মালিককে ছাটাই করতে বাধ্য করতে পারেন? সাসপেন্ড বন্ধ করতে পারেন? তা যদি না পারেন এবং মালিক নির্বিকারে এইসব কাজ করেই চলে তাহলে শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকার কাড়েন কোন যুক্তিতে? আমরা পড়ে পড়ে মার খাব —ধর্মঘট করতে পারব না। এ জিনিস হতে পারে না। সুতরাং কোড্‌ অফ ডিসিপ্লিন উঠিয়ে দেওয়া দরকার।

Mr. Speaker: I think that was Bata Shoe Company's case decided by the Chief Justice which went on appeal to the Supreme Court. I appeared in that case, when the case was before the Bihar Court. It was made absolutely clear that once a tribunal is formed and a matter is related to the decision of that tribunal, the executive government has no power whatsoever to take it out of the hands of that tribunal and appoint a second tribunal. That point had been argued. I had won the case in the lower court. The Bihar Government appealed and the appeal was decided against the Government. Mr. Banerjee, an affected workman can appear before the Supreme Court in person. You may not have the right to appear before the Supreme Court in person. You may not have the right to appear because they may ask, "Who are you? You have not the requisite knowledge".

Sj. Subodh Banerjee:
সুপ্রীম কোর্টে একটা ওয়ার্কম্যান দাঁড়িয়ে হেম সান্যালের এগেনস্টে কি বলবে?

Mr. Speaker:
হাত জোড় করে দাঁড়ালেই কিছু বলতে পারবে।

[5-50—6 p.m.]

Dr. Maitreyee Bose: Mr. Speaker, Sir, I rise to support the demand made by the Hon'ble Labour Minister, Government of West Bengal. Naturally this grant must be supported, otherwise the administration which is already weak cannot go on. I congratulate the Hon'ble Labour Minister and the Directorate on the continued monthly publication of the Labour Gazette. It is really instructive and it is the first time that this has happened in West Bengal. I also congratulate the Directorate on the quick implementation of the teacher-administrator and the worker-teacher scheme.

I have never seen a Government officer taking such an interest in a scheme, especially a scheme for the education of workers and this has been finalised and a house has been obtained; it is under lock and key and the key is with the Labour Directorate and the school is going to be opened. This is unprecedented. The officer-in-charge of the whole thing must be congratulated from all quarters of this House. I congratulate the Labour Minister for giving us this booklet with all sorts of facts and figures. But I wish I could share his optimism. Delay in conciliation and the tribunal has been touched by many members and fully discussed. I really do not think that I should go into the subject any further. On the question of man-days lost in Bengal and Bombay, the comparative figure as published in the Government of India Labour Gazette, the fiure shows: in 1953, West Bengal accounted for 61.91 per cent. of the total man-days lost in India against Bombay's 18.28 per cent. In 1954 it was 64.90 in West Bengal and 11.75 in Bombay; in 1956, about 38.9 per cent in West Bengal and 15.7 per cent. in Bombay In 1957 the record was the lowest—20.45 per cent. in West Bengal and 17.41 per cent. in Bombay. In 1958 again 42 per cent. in West Bengal and 19 per cent. in Bombay. This shows, Sir, without hesitation I can say, a complete failure of the conciliation proceedings by the Directorate and the Government of West Bengal. Had conciliation been possible, so many man-days would not have been lost. But this is not the only thing. Why it has failed? Why so many cases came to conciliation stage? Because there is non-recognition of the Trade Unions by all the important employers of the Associations in West Bengal. In Bombay the recognition of Trade Unions is the rule and not the exception whereas in West Bengal it is the exception and not the rule. Therefore the workers cannot sit round the table with the employers and come to bipartite agreement as it is possible in Bombay. That is why so many man-days are lost every year in Bengal. So the satisfaction about less number of disputes and all that I think is rather unrealistic.

Then I come to the question of factory employment. I have some figures here supplied by the same source but slightly more in detail. The Labour Minister has been pleased to give us some figures; only the total number is mentioned. The total number of factories in West Bengal was 2,098 in the year 1947 and I would not mention all the years, but in 1957 the number was 3,542 and the total number of employees in the factories in 1947 was 6,67,626 and in 1957 it is 6,87,456. The figures speak for themselves. I do not want to comment on the figures. So the whole increase has been absolutely inadequate.

Then I come to the question of the women employees. Total number of women employed in all the factories in West Bengal in 1947 was 64,745; in 1957 it is 39,309. Out of this of course the jute mills are the main culprits but in spite of that the other factories also show a lessening in the number of women employed by at least 400. So the little increase that has been shown of the men employees is not reflected when we come

to the women. In an overall picture this is a sad state of affairs. Women are coming out more and more for earning their livelihood, as everybody knows, but they are denied the right to earn their livelihood and this is a question which must be tackled with all the earnestness that one can command. Otherwise the social picture will be a really sad one before long.

I now come to the subject, the very important subject of the public sector. Much has been said here about the public sector for the last few days. Sir, I would like to point out to you, and through you, to the Government of West Bengal, specially the Ministry of Labour, the question of the right of association. The convention of the I.L.O. was passed in 1948, Convention No. 87 of July, 1948. It is a very important Convention —the Convention concerning freedom of association and protection of the right to organise. The Preamble says "Considering that the Preamble to the Constitution of the International Labour Organisation declares recognition of the principle of freedom of assoiiation to be a means of improving conditions of labour and establishing peace; considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms that freedom of expression and of association are essential to sustained progress; that the International Labour Conference at its thirtieth session unanimously adopted the principles which should form the basis for international regulation;" Considering all these things the first article of the Convention says "Each member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to give effect to the following provisions". And what are the provisions? They are—Article 2—Workers and employers without distinction whatsoever shall have the right to establish and subject only to the rules of their own organisation concerned to join organisations of their own choosing without previous authorisation; Article 3—Workers' and employers' associations shall have the right to draw up their constitution and rules, to elect their representatives in full freedom, to organise their administration and activities and to formulate their programmes. The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right or impede the lawful exercise thereof", and so on and so forth.

Sir, it has been argued here that some clerks belonging to some departments belong neither to any trade nor to any industry. I think this is a faulty argument. And this particular Convention falsifies that kind of argument: Article 9 says, "The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the Armed Forces and the Police shall be determined by national laws and regulations". So, they have envisaged not only that everybody should organise but even the Police and the Armed Forces can organise if the law of the land permits that.

[6—6-10 p.m.]

So if there is no question of workers belonging to any industry or any trade, then only they will be able to form any trade union. Trade union is a misnomer. I shall come to that later on. In my opinion and I think in the opinion of the trade unionists all the world over, any restriction resorted to will lead the workers to unlawful activities instead of confining their activities to lawful trade unions. But I am afraid that many unfounded allegations made here also cause this restriction to come in. My friend, Sj. Jatin Chakravorty, rattled off a long list of Brahma officers the other day. Well, our Chief Minister is a Brahma, everybody knows that. I am merely mentioning it because it is an unfounded allegation. Brahma Samaj initiated almost all progressive measures in the 19th century. This cannot be denied. Brahma men and women gained eminence without our Brahma Chief Minister's so-called undue preference. A few names I shall put to the House through you: Shri Bepin Chandra Pal, Sir J. C. Bose, Sir P.

C. Roy, Dr. Rabindra Nath Tagore, Sm. Sarojini Naidu, Shri Aurobindo and his disciples, e.g. Ullaskar Dutt, Kanai Lal Dutta, Satyen Bose and Despriya J. M. Sengupta—to mention the most prominent ones. I do not believe that all these renowned names had any connection with our Chief Minister's undue preference for them. To come to some recent Bramas, Sm. Sucheta Kripalini, Sm. Aruna Asaf Ali and Prof. P. C. Mahlanobis also belong to the Bramma Samaj. I do not think that they gained their eminence or important position through the undue preference of our Chief Minister. This unfounded allegation also made people rather wary about allowing non-employees to come into the employees' association. I cannot help mentioning here that Brahmas cannot help being eminent, they have to be eminent.

The relationship between employees and employers have to be gone into also when we are talking of the public sector. Fundamental antagonism between employees and employers is at the root of all the disturbance that is here. It is not the anti-Government or anti-State feeling of any particular employee. Here Government is only an employer and not the representative of the State. The fundamental antagonism between employee and employer is evident there and should be taken as such. Public sector must be a better employer than the private sector, but unfortunately this is not so. I shall just mention a case, a very poor case. I always like to mention cases which are tucked in a corner Nobody thinks of them. They are not important nor are they headline news and therefore they are forgotten and nothing happens to them. I am just mentioning cinchona plantation workers. I also metioned them previously. I do not think the Hon'ble Bhupati Majumdar likes it much. But I cannot help it. They are poor people. I mentioned them once and because of this mention here his attention was drawn and they got five rupees increment in dearness allowance which was given to all the other Government servants, but which was denied them even at that time. I am grateful to Mr. Majumdar that they have got it and they have got all the arrear payments also. Now I am only mentioning 31 families which were brought to work in the cinchona plantation. Their principals died and the rest of the people are helpless as they cannot get any work. Now this natural wastage is being resorted to and as cinchona plantation is tucked away in a corner, nobody knows about them. They cannot work in any other alternative trade. Therefore these women are helpless; they are starving with their babies.

Sir, I want to mention here that the question of socialism is very much outmoded and is a misleading terminology, and here all the time, very many times, from the other benches jokes have been made about socialistic pattern of society. Well, I do not think that socialism as such has any meaning now. Really, it should be replaced by the word scientific humanism. Essence of progress is realisation of the greatest good to the greatest number. This can only be achieved through love and generosity and not through statistics. Trade Unionism is also a misleading name. An interpretation is sometimes made that only workers engaged in a trade or industry have the right to organise and none also, as the combination is called a Trade Union. There should be no misunderstanding of this sort. The Convention I read out earlier clarifies everything. The essense of all Trade Union movement, call it combination of workers for safety's sake, is procuration of regulation of employment, narrowing the differential of various income groups in society and providing security of job by persuading the Government to recognise the workers' right to work or maintenance. We could have travelled a long distance on this road had the friends opposite behaved with greater responsibility. Very often unfounded and wrong allegations are made regarding Dockers and Seamen. In both

these industries workers have achieved much more in every direction compared to cotton, jute textile, engineering, steel etc. Then why try to disrupt this by reprehensible methods of slow down, frequent non-official strikes, etc., and then when Police action inevitably comes, shouting out "See, how we are ill treated." These methods supply ready handles to employer and the police. Remember the Fresh Revolution and subsequent excesses leading to Anti-Jacobinism which covered up a multitude of sins.

I suggest that a Tripartite Board be immediately formed for furthering the Industrial Housing Programme more expeditiously. There is no time for complacency. I also suggest that schemes for control of industries be formed on the lines of the Dock Labour (Regulation of Employment) Scheme of 1951 as amended in 1956 so that the employers' selfish motices can be checked and workers' participation in management can be gradually realised. I prefer this to nationalisation in the first instance because even the present nationalised industries are not running as they should have done. Let those industries be put into order first and then we go in for further nationalisation. At present, I am all for controlled private sector where workers' participation in management is gradually made feasible.

I request the Labour Minister to give his pointed thought to the suggestions I have made.

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Banarashi Prosad Jha:

माननीय स्पीकर महोदय, किसी देश को सबल बनाने में मजदूरों का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। मजदूर सुख-सुविधा की वस्तुओं को उत्पादन करके देश का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए स्पीकर महोदय, मैं आपके जरिये माननीय श्रम मंत्री से कहना चाहता हूं कि बर्नपुर कुल्टी में जो आइरन फैक्ट्री है, लोहे का कारखाना है उसमें मजदूरों के साथ अत्यधिक अनुचित व्यौहार किया जाता है। इन मजदूरों की ओर श्रम मंत्री को ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे बड़ा जरूरी बात जो कहनी है वह यह कि बर्नपुर कुल्टी से मजदूरों को हटाया जा रहा है। हमारे देश में और देशों की अपेक्षा लोहे के कारखाने, फरनीश के कारखाने बहुत अधिक संख्या में बढ़ गये हैं। फिर भी बर्नपुर कुल्टी के दो-दो फरनीश बन्द कर दिये गये हैं और उससे आज मजदूरों की एक बहुत बड़ा संख्या बेकार हो रही है। इससे मजदूरों में बहुत बड़ा असन्तोष व्याप्त हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कुछ भी देखभाल नहीं किया जा रहा है जबकि आज देश में लोहे के कारखाने की ओर अधिक दृष्टि दी जा रही है। कुल्टी के लोहे के पुराने कारखाने को आज बन्द किया जा रहा है और देखने में आता है कि मजदूर वहां से दूसरी जगहों में हटाये जा रहे हैं। जो आदमी बहुत दिनों से कुल्टी के लोहे के कारखाने में फरनीश में काम कर चुके हैं वे वहां अपना घर-द्वार बना कर वास कर रहे हैं फिर भी उनको वहां से बाहर भिलाई, रूरकेला आदि स्थानों में भेजा जा रहा है। इससे वहां के मजदूरों में बहुत बड़ा असन्तोष हो रहा है। इसका कारण क्या है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है।

हां एक बात अवश्य कही जा सकती है कि बर्नपुर कुल्टी कारखाने के मजदूर I. N. T. U. C. के साथ नहीं हैं: जिस यूनियन में हैं, उसको सरकार नहीं

बुझती है। शायद इसीलिए सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से मालिक लोगों को ऐसी सलाह दे कर कराया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री श्री सत्तार साहब भी वहाँ कुल्टी के कारखाने में यूनियन में गये हुए थे। उन्होंने मजदूरों की सारी तकलीफों को देखा है। वे उनकी हरएक परिस्थिति से भलीभाँति अवगत हैं। कुल्टी में इतना बड़ा कारखाना होने पर भी आज वहाँ मजदूरों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। उनके लिए रहने को स्थान नहीं है। जिस महल्ले में मजदूर रहते हैं, वहाँ सफाई का या रोशनी का कोई भी प्रबंध नहीं है। इस तरह का प्रबंध होने के कारण और पश्चिम बंगाल सरकार की इसके प्रति उदासीनता की नीति को देख कर मजदूरों की श्रद्धा और सहानुभूति सरकार के प्रति नष्ट हो रही है।

बर्नपुर के श्री समर सेन को आज तक लगभग दो वर्ष हो रहा है, कारखाने में नौकरी नहीं दी जा रही है जबकि सुप्रीमकोर्ट ने फैसला किया है इनको पुनः बहाल करने का। फिर भी कारखाने के मालिक लोग किसी भी कीमत पर इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे मजदूरों का विश्वास कांग्रेसी सरकार से उठता जा रहा है। श्रम मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। समर सेन के विषय में कुछ दिन पहले इसी विधान सभा में बातें हुई थीं। फिर भी आज तक वह व्यक्ति बेकारी का ही शिकार बना हुआ है। आज देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेसी सरकार का राज्य नहीं है बल्कि यहाँ पर पूंजीपतियों का राज्य है।

स्पीकर महोदय, दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि आसनसोल सबडिवीजन में बाम ग्राम में एक ईंटे का कारखाना है जिसके मालिक हैं श्री बगुला बनर्जी। ये मंडल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं। उस कारखाने में मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पर मजदूरों को १२ आना १४ आना मजदूरी दी जाती है। श्रम मंत्री को इस विषय से अवगत करा चुका हूँ। औरतें तो केवल १० आना ही मजदूरी पाती हैं। श्रम मंत्री ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि इसका विचार हम करेंगे लेकिन आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज भी वहाँ के मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है।

इतना ही नहीं मालिक जब चाहता है तब मजदूरों को बैठा देता है। काम नहीं देता है। श्रम मंत्री को सब कुछ मालूम है। वे शायद मजदूरों के दुःखों को दूर भी करना चाहते होंगे, लेकिन कांग्रेसी सरकार के द्वारा दबा दिये जाते हैं। इस तरीके से श्रम विभाग के इस नीति के कारण मजदूरों पर सरकार का कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा, स्पीकर महोदय, आपही जान सकते हैं।

इन्हीं सब कारणों से आज कांग्रेस से मजदूरों का विश्वास भागा जा रहा है। इसी का नतीजा है १९५६ साल का हड़तालें। कोयला खदानों में १९५६ में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक हड़ताल हुआ था, I. N. T. U. C., पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के जरिए यह चेष्टा की गई था कि हड़ताल खत्म हो जाय, हड़ताल को कुचल

किया जाय । ५० हजार मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया । यह ऐतिहासिक हड़ताल कई दिन तक चलता रहा । सरकार को बाध्य होकर मजुमदार ट्राइब्यूनल की राय के विरुद्ध दूसरा ट्राइब्यूनल देना पड़ा । यह है आपके I. N. T. U. C. का प्रकोप । उस पर मजदूरों का अविश्वास है । उस ट्राइब्यूनल के कारण ही कोयला खदान मजदूरों की सामान्य मजदूरी आज बढ़ी हुई है । कोयला खदान के मजदूरों में आज भी असन्तोष है ।

स्पीकर महोदय, कोयला खदान के मजदूरों से पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री का कोई ताल्लुक नहीं है । उनका सीधा सम्बन्ध भारत सरकार से है । फिर भी आज पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी या I. N. T. U. C. से जो संबंध रखते हैं, वे आसनसोल कोयला खदान में यूनियन बनाने जाते हैं । यूनियन बनाने उस आदमी को लेकर जाते हैं जो रेप केस में तीन वर्ष की सजा पा चुका है । जो बैगन का सील तोड़ने में पकड़ा जा चुका है । आज वही आदमी कांग्रेस का समर्थक है । उसको ही लेकर वहाँ यूनियन बनाने जाते हैं । लेकिन इसको सभी लोग पहचानते हैं । इसको हमारे श्रम मंत्री भी अच्छी तरह से पहचानते हैं । ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यही लोग जानें । लेकिन ये लोग ठीक इसी तरह के हैं, जिस तरह से पण्डा सबके एकेण्ट तीर्थ स्थानों में रहा करते हैं और बाहर से आनेवाले यात्रियों को लूटा करते हैं । यात्रियों को रास्ते में भुलावा देकर उनका पाकेट मारा करते हैं ।

स्पीकर महोदय, ठीक यही हालत आसनसोल में I. N. T. U. C. का नाम लेकर ये लोग करते हैं और फिर कांग्रेस को बदनाम करते हैं । इसलिए मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि नैनीताल के १६वीं कांफरेन्स में जो निर्णय किया गया है, उसको वे अविलम्ब लागू करें जिससे इन दलाल यूनियनवालों का खात्मा हो जाय ।

स्पीकर महोदय, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि आसनसोल कोयला खदान में जो कोलियरी मजदूर नाम का यूनियन है वह I. N. T. U. C. से संबन्धित है । उसने १९५७-५८ का हिसाब-किताब आज तक ट्रेडयूनियन के रजिस्ट्रार को नहीं दिया है । इसका काफी प्रमाण हमारे पास में है । उस यूनियन का रजिस्ट्रेशन किस रूप में कायम रह सकता है ? मैं इस ओर भी श्रम मंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ ।

स्पीकर महोदय, आज श्रम विभाग जो कहता है कि मजदूर नीति बड़ी शान्तिमय है वह भूल है । गत वर्ष के आँकड़े से पता चलता है कि मालिकों और मजदूरों का संबंध ठीक नहीं रहा है बल्कि और भी खराब होता जा रहा है । सन् १९५७ में काम बन्द २२१ था और १९५८ में २४२ । सन् १९५७ में झगड़े में पड़े श्रमिकों की संख्या १०६,४७१ और १९५८ में १६३,६०७ । श्रमिकों का बेकार दिन ९,९८,९२० दिन और १९५८ में २०,२८,३९२ दिन । इन आँकड़ों से स्पष्ट मालूम होता है कि मालिकों का श्रमिकों के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं है । साथ ही बंगाल सरकार का लेबर डिपार्टमेन्ट उचित नीति का पालन करने में असमर्थ है । सरकार मालिकों द्वारा उचित और न्यायोचित माँगे मनवाने में पूर्णतया असमर्थ रही है ।

सरकार स्वयं ही मालिकों के रूप में उसी नीति का पालन कर रही है जोकि कुछ प्रतिक्रियावादी मालिकों द्वारा भी प्रयोग में लाई जा रही है। सरकार स्वयं एक उदाहरण उपस्थित करने के बजाय अन्य मालिकों की सी नीति का पालन कर रही है। अभी हाल ही में आर० जी० कार हास्पीटल के कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल हुई थी वह उसका ज्वलंत उदाहरण है।

हमलोगों को आश्वासन दिया जाता है कि झगड़ों का शान्तिपूर्वक एवं शिघ्र ही निपटारा करने के लिए लेबर डाइरेक्टोरेट है। लेकिन आश्चर्य है कि यह एक झगड़े को निपटाने के लिए छ मास से कम समय नहीं लेता है। यदि लेबर डाइरेक्टोरेट की मन्दगति से चलने की इस नीति को न सुधारा गया तो निश्चय ही श्रमिकों को इस विभाग की अवहेलना करनी पड़ेगी।

तालाबन्दी तो आजकल एक साधारण सी घटना हो गई है। मालिक लोग केवल दो ही दशा में तालाबन्दी की घोषणा कर सकते हैं। प्रथम यदि श्रमिकों ने गैर कानूनी रूप से काम करना बन्द कर दिया हो। दूसरा श्रमिकों ने हिंसा का प्रयोग किया हो। किन्तु आज हम देखते हैं कि मालिकों ने तालाबन्दी को मजदूरों को दबाने एवं उनसे अपनी बातों को मनवाने का एक मुख्य हथियार बना लिया है। ऐसी घटनायें देखने में आई हैं जहां मालिकों ने बिना कोई कारण बतलाये ही तालाबन्दी की घोषणा कर दी। उदाहरण के लिए जियागंज-मुर्शिदाबाद के महावीर आयल मिल की घटना हमारे सामने है, जिसको घटित हुए अधिक दिन नहीं हुए। नवम्बर सन् १९५८ से इस मिल में ताला बन्द है। माननीय श्रम मंत्री का ध्यान इधर खींचा गया था किन्तु कुछ भी नहीं हुआ।

इस राज्य में स्पीकर महोदय, लेबर कोर्ट एवार्ड देने में सम्भवतः बहुत ही अधिक समय लगाता है। उससे भी अधिक समय दिये गए एवार्ड को लागू करने में लगता है। ऐसी अनेक घटनायें हैं जहां कि एवार्ड लागू नहीं किया गया। शायद श्रम मंत्री ने किसी मालिक के विरुद्ध कोई कार्यवाई की हो। यदि इस प्रकार की धांधली चलती रही तो मजदूरों का कानून से और सरकार में कोई विश्वास नहीं रह जायगा। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मजदूरों की उन्नति और उनकी सुविधा की ओर वे बहुत ही जल्द कदम उठावें।

[6-20—6-30 p.m.]

Sj. Krishna Kumar Shukla:

माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने जो रकम सदन के सम्मुख उपस्थित किया है, मैं उसीके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। यह तो निर्विवाद सत्य है कि माननीय श्रम मंत्री एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर, नये ढंग से श्रम नीति को पश्चिम बंगाल में चला रहे हैं। हम बड़े दावे के साथ डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हमारी मजदूर नीति बिल्कुल शान्ति के मार्ग पर निर्भर है। इसको हमारे विरोधी पक्ष के भाई क्या कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। हमारी सरकार सदा यह चेष्टा करती आ रही है कि औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक शान्ति स्थापित की जा सके।

स्वतंत्रता के बाद १९४७ से १९५९ तक आज बारह बरसों से हम यह देख रहे हैं कि विरोधी भाई हमारे सामने बहुत सी बातें कहते आये हैं। ये आलोचना करते हैं, करें ठीक है परन्तु बार-बार हमारे सामने यह कहना कि मजदूर नीति में शान्ति नहीं है बिल्कुल ही इनकी भूल है। जो भी कहना मुनासिब समझते हैं कह देते हैं। कोई रोक-थाम या श्रम नीति की गहराई में जाना नहीं चाहते हैं।

अभी श्रम नीति की आलोचना के दौरान में फारवार्ड ब्लाक के माननीय सदस्य श्री चित्तो बोस ने बंगाल केमिकल के हड़ताल की चर्चा की है। बंगाल केमिकल के हड़ताल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है। मगर बंगाल केमिकल के हड़ताल की चर्चा के साथ-साथ बंगाल के फारवार्ड ब्लाक की आलोचना करना बहुत ही जरूरी था जिसको कि इन्होंने यहां सदन के सामने नहीं कहा है। इसलिए मैं इस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि हेमन्तो बाबू के नेतृत्व में चलनेवाली बंगाल केमिकल की हड़ताल अबंगाली पूंजीपतियों के साथ सांठ-गांठ का पूरा-पूरा सबूत था जिसमें फारवार्ड ब्लाक ने पूंजीपतियों के साथ समझौता करके बंगाल केमिकल को सर्वनाश के गड्ढे में ढकेल देने की चेष्टा की। मैं समझता हूं, इस बारे में बहुत अधिक कहने की अब आवश्यकता नहीं रही।

अभी श्रम नीति की आलोचना के दौरान में ट्राइब्यूनल की चर्चा और ट्राइब्यूनल एवार्ड की बात बहुत बार की गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्राइब्यूनल अधिक दिया गया है और ज्यादे से ज्यादा मजदूरों के हक में किया गया है। बल्कि यह कहना चाहिए कि साठ-सत्तर परसेन्ट ट्राइब्यूनल मजदूरों के हक में रहा है जिसमें हमेशा यह चेष्टा की गई है कि एवार्ड मजदूरों को ज्यादा मिले। फिर भी आज ये लोग कहते हैं कि मजदूरों के सुख सुविधा के लिए बंगाल सरकार इन्तजामदारी नहीं कर सकती है। परन्तु इनका यह कहना बिलकुल भूल है।

आज हमारे विरोधी भाई आलोचना करना चाहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में शान्ति नहीं है। इसके संबंध में मैं खास करके अपने विरोधी पक्ष के कम्युनिस्ट भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि दस बारह साल से बहुत से मामले में बंगाल के मजदूर क्षेत्र में शान्ति न होती तो गले में चादर डालकर और काला चश्मा पहन कर कलकत्ते की सड़कों पर चलते नजर नहीं आते। हां, अब सन् १९५२-५४ की तरह ट्राम-बस जलाना नहीं रहा। अगर अधिक से अधिक हो सकती है तो यही शान्ति अब यहां नहीं है। बंगाल सरकार की श्रम नीति का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। आज हर जगह शान्ति ही शान्ति नजर आती है।

लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि मजदूरों को भड़काने की चेष्टा आज नहीं की जा रही है। इसके लिए मेरे पास प्रमाण है। इनकी ओर से इन मजदूरों के क्षेत्र में बहुत अधिक गुण्डागिरी करने की चेष्टा की गई है। इसके लिए मैं दो घटना का उल्लेख करना चाहूंगा।

पहली घटना तो यह है कि २६ जनवरी स्वतंत्रता के दिन कम्युनिस्ट यूनियन ने केशोराम कटन मिल के मालिकों के साथ गठबंधन करके मजदूरों को बेच दिया।

मीनस के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने को बिरला के कदमों में हमेशा के लिए डाल दिया। इतना ही नहीं कांग्रेस यूनियन की हत्या कर दी। उसके आदमियों पर लाठी का प्रहार किया। कांग्रेस यूनियन के आदमी की हत्या कर डाली। कम्युनिस्ट पार्टी आज मजदूर नीति की हत्या कर रही है। मजदूरों में फूट की बीज बो रही है।

दूसरी घटना यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य श्री गोपाल बाबू हमारी ही [illegible] एन्सी के पास से मजदूर क्षेत्र से जीत कर आए हुए हैं। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह भी मजदूर-क्षेत्र है। वे नईहट्टी से आये हैं और मैं टीटागढ़ से। गौरीपुर जूट मिल में उनकी यूनियन है। वहां पर तरह-तरह की गड़बड़ी पैदा की जाती है। अभी कुछ दिन के पहले वहां कई अप्रिय घटनायें घट चुकी हैं। मैं समझता हूं कि गोपाल बाबू ही इन सब के जिम्मेदार हैं। इसके अलावा इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि गौरीपुर जूट मिल में तांत चलानेवाले यूनियन के वाइस प्रेसिडेण्ट पर डंडा नहीं चलाया गया था। यहां आकर विधान सभा में मजदूरों के बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं। उनकी हमदर्दी करते हैं। जोड़ा तांत चलानेवाले मालिकों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने सांठ-गांठ कर लिया है। बलाई राय ने जोड़ा तांत चलाने में बाधा खड़ी कर दिया है। मजदूरों पर डंडा चलाया है ताकि कारखाने में जोड़ा तांत न चल सके। मजदूरों को रखने के लिए वर्कर्स कमेटी ने मांग की। कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़ताल करवा कर मालिकों के साथ जा मिली। मालिकों के साथ गठबंधन करने में अपना कदम आगे बढ़ाई। परिमाण यह हुआ कि वर्क्स कमेटी के मेम्बरों में से २५ आदमी कारखाने से निकाल दिए गये। इस जिम्मेदारी से न तो कम्युनिस्ट पार्टी बरी हो सकती है और न गोपाल बाबू ही बरी हो सकते हैं। मैं गोपाल बाबू से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या इसके बाद भी वे अपनी कांस्टीटूएन्सी में जाने के काबिल हैं?

इसके अलावा एक बात का और भी उल्लेख करना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी चर्चा हमारे अपोजीशन भाई आज कल बार-बार किया करते हैं। मजदूर नीति के संबंध में प्रायः सभी लोग कुछ न कुछ चर्चा करते ही रहते हैं। परन्तु खास करके हमारे माननीय सदस्य ज्योतिन चक्रवर्ती आज कल बंगाली अबंगाली के प्रश्न को लेकर मजदूरों में विभेद की सृष्टि करते रहते हैं। जब भी देखा जाता है, तभी बंगाली गैरबंगाली के प्रश्न को लेकर मजदूर नीति की आलोचना करते रहते हैं। श्री चक्रवर्ती तथा अन्य लोग बार-बार बंगाली-गैरबंगाली का नारा लगाया करते हैं। इसके लिए मैं सदन के सामने, स्पीकर महोदय, आपके सामने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ना आवश्यक समझता हूं:

"सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्धम् त्यजति बुद्धः।"

आज अपोजीशन के हाथों से मजदूर आन्दोलन चला जा रहा है। कांग्रेस [illegible] के रास्ते में, औद्योगिक शान्ति के रास्ते में मजदूर ज्यादे से ज्यादे चले आ रहे हैं। वास्तव में आज मजदूर वर्ग विरोधी दल से दूर होता चला जा रहा है। इसीलिए आज वर्ग और श्रेणी का सबसे बड़ा हिस्सा बंगाली और अबंगाली कहकर उत्पन्न करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मजदूरों को अपने अधिकार में रखने के लिए वे क्षेत्र में [illegible] नीति

की सृष्टि कर रहे हैं। वास्तव में आज अगर देखा जाय तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने मजदूरों को दो हिस्सों में बांटने की कभी भी चेष्टा नहीं की है। बंगाल के मजदूर चाहे बंगाली हों या अबंगाली हों, परन्तु इन मजदूरों में विभेद की सृष्टि करके मजदूर आन्दोलन को वे लोग खतम कर दिए हैं। विरोधी नेता लोग अब समाज संघर्ष की चेष्टा में लगे हुए हैं।

बहुत पहले से वक्तृता में सुनता आया हूं। श्रम में केवल दो ही श्रेणी होती हैं—एक तो मालिकों की श्रेणी और दूसरी मजदूरों की श्रेणी। लेकिन विरोधी भाइयों से सुन रहा हूं कि एक तीसरी पार्टी और भी है। और वह है बंगाली और गैरबंगाली की श्रेणी। अर्थात् मालिक, बंगाली मजदूर और अबंगाली मजदूर। ये लोग चाहते हैं कि मजदूर आन्दोलन में फूट पैदा हो जाय लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सकते हैं।

मैं बड़े अदब के साथ अर्ज कर देना चाहता हूं कि ट्राइब्यूनल की चर्चा बार-बार की गई है लेकिन उसके साथ-साथ जूट इन्डस्टरी का डेढ़ परसेन्ट तांत बन्द कर दिया जा रहा है। इससे बहुत से मजदूर बेकार हो रहे हैं। मैं जिस इलाके से चुनकर आया हूं वह मजदूरों का इलाका है। डेढ़ परसेन्ट तांत बन्द कर देने से थोड़ा तांती बेकार होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं तांत बन्द करके मालिक मजदूरों की छटाई कर रहा है। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान अवश्य दें। बार-बार आश्वासन दिया गया था कि किसी कारखाने मे छंटनी नहीं होगी। लेकिन रास्ता बन्द नहीं हुआ। अब भी डेढ़ परसेन्ट तांत बन्द किया जाता है। क्या उन लोगों ने सरकार से कोई परमिशन लिया है? I. J. M. A. ने घोषणा कर दी है डेढ़ परसेन्ट तांत पश्चिम बंगाल में बन्द कर दिए जायंगे। किसी किसी कारखाने के मैनेजमेन्ट तो डेढ़ परसेन्ट की जगह पर १० परसेन्ट लूम बन्द करना चाहते हैं और किसी-किसी कारखाने के मैनेजमेन्ट और भी अधिक बन्द करना चाहते हैं। मैं श्रम मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस ओर अपना ध्यान बहुत जल्द दें जिससे मजदूरों में बेकारी और असन्तोष न फैलने पावे।

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय स्पीकर महोदय, हट्टा-बाहर मंत्री सत्तार साहब का भाषण हमने ध्यानपूर्वक सुना और उनका वैज्ञानिक लेबर डिपार्टमेन्ट कैसा चल रहा है। मैं टिस्तावेली और दोमे चाय बगान के डिस्प्यूट को लेकर श्रम मंत्री से राइटर्स बिल्डिंग में मिलने गया था। वहां पर श्रम मंत्री सत्तार साहब के पास ही एक भद्र आदमी बैठे हुए थे। मैं सत्तार साहब से बात करना चाहता था लेकिन उन्होंने उस भद्र आदमी से बात करने के लिए कहा। उस भले आदमी ने मुझे अपने कमरे में चलने के लिए कहा। वहां जाने के बाद उनकी बातों को सुनकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। मालूम पड़ता था कि वे नहीं बोल रहे हैं बल्कि प्लान्टर्स या प्लान्टर्स के वकील बोल रहे हैं। उनसे कहा कि मैं जा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि दरकार होने पर मुझे लिखिएगा। मैंने उस भले आदमी से कहा कि मैं किसको लिखूंगा? आपका नाम तो मैं जानता नहीं हूं। उसके बाद वह नहीं बताया कि क्या लिखिएगा? ऐसा मालूम पड़ता था

कि वे स्वयं प्लान्टर्स के वकील के माफिक बात कर रहे थे। जो भी हो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूं। मेहरबानी करके आप अपना नाम लिखकर मुझे दे दीजिए। जब मुझे उन्होंने अपना नाम लिखकर दिया श्री एस० के० बनर्जी तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि ये तो ज्वाइन्ट सेक्रेटरी हैं। लेकिन मुझसे जो बातें कर रहे हैं वह तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये प्लान्टर्स के वकील हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लान्टर्स लोग बारम्बार यह कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा जो करना हो करो। हमलोग देखेंगे कि तुम लोग कैसे काम करते हो? तुम लोगों को काम नहीं मिलेगा लेकिन सत्तार साहब और उनका लेबर डिपार्टमेन्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात यह है स्पीकर महोदय, कि ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता है। जो बात ज्वाइन्ट सेक्रेटरी एस० के० बनर्जी बोलते हैं वही बात लेबर डिपार्टमेन्ट के मंत्री सत्तार साहब भी बोलते हैं। वही बात ठीक जैसे चाय कमान के गोरा मैनेजर के टेप रेकार्डिङ्ग के माफिक। यही है आज पश्चिम बंगाल के लेबर डिपार्टमेन्ट की पौलिसी। इसीसे मजदूरों की ये भलाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे मजदूरों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। मालिक मनमाना काम करता है। सरकार की बातों को नहीं मानता है फिर भी श्रम विभाग कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके लिए मेरे पास बहुत से प्रमाण हैं जिन्हें मैं यहां दे सकता हूं।

सर-मुण्डाकोटि और धजेटी स्टेट के बांसधारी डिवीजन के सात मजदूर, बजे के आठ मजदूर और गौरी गाउं के पांच मजदूरों के बारे में दार्जीलिंग में असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर के आफिस में एग्रीमेन्ट हुआ कि यह डिस्प्यूट ट्राइबूनल में दिया जायगा। उस पर मालिक भी राजी हुए और मजदूर लोग भी राजी हुए। असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर भी राजी हुए। उसके बाद उसपर मैनेजर, यूनियन और असिस्टेन्ट कमिश्नर का सिगनेचर हुआ। यह कार्यवाई २५ जून १९५८ को हुई। लेकिन वह अभी तक ट्राइब्यूनल में नहीं भेजा गया। यह फाइल अभी तक राइटर्स बिल्डिंगस में पड़ा हुआ है। उसको इन लोगों ने दबा कर रख दिया है। उसपर जब मालिक पक्ष और मजदूर पक्ष दोनों ही राजी हो गये हैं तो उसको अभी तक क्यों दबा कर रख दिया गया है मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता है। ऐसा तो शायद बृटिश अमल में भी नहीं किया जाता था। आपकी मजदूर पौलिसी तो बृटिश अमल से भी नहीं गुजरी जा रही है। क्या आपकी यही लेबर पौलिसी है? आपका लेबर डिपार्टमेन्ट और आपकी पौलिसी कैसा रहस्यमय है, यह तो आप ही जान सकते हैं।

स्पीकर महोदय, दूसरी बात यह है कि सम्विधान में औरत-मर्द का समान अधिकार माना गया है। मगर काम के समय रोजी के बारे में औरत-मर्द का समान रोजी नहीं हो सकती है। चाय बगान में औरतों के नाम पर रोजी काटी जा रही है। औरतें मर्दों के समान मजदूरी नहीं पा सकती हैं। ऐसा भेद-भाव अभी तक स्वतंत्र भारत में क्यों बना हुआ है? सारे नार्थ बंगाल के चाय बगानों की औरतों को मर्दों के समान ही रोजी देनी पड़ेगी। क्या यही आपका कल्याण राष्ट्र है? क्या इसी के बल

आप आज समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं? औरत और मर्द तो समान ही काम करते हैं, फिर रोजी समान क्यों नहीं दी जाती है? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। हो सकता है, डिप्टी मिनिस्टर श्री नर बहादुर गुरुंग इसको जानते हों।

अभी दार्जीलिंग के चाय बगानों में मर्दों को १ रु० ६ आना और औरतों को १ रु० ५ आना मजदूरी मिलती है। जब कि चाय बगान के सारे मजदूरों को समान रोजी देने के लिए प्लान्टेशन इन्क्वायरी कमेटी की बैठक हुई थी, उसने सिफारिश की है कि चाय बगान के मजदूरों को समान रोजी देनी होगी। दार्जीलिंग और डुवर्स-तराई का समान रोजी देनी होगी। मगर लेबर डिपार्टमेन्ट की पौलिसी कांग्रेस का समाजवाद बेकार हो रहा है। कल्याण राष्ट्र और कांग्रेसी समाजवादी राज्य में प्लान्टेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को जो तमाम मजदूरों को समान रोजी देने की सिफारिश की थी, रद्दी की टोकरी में फेंका गया है। मजदूरों के कल्याण का गला घोंटा जा रहा है। चमत्कार है आपकी लेबर पौलिसी।

सर, प्रेक्टिस, दस्तूर, प्रथा के विषय में मेरे प्रश्न के उत्तर में श्रम मंत्री सत्तार साहब ने कहा था कि वह इल्लीगल है। ऐसा नहीं हो सकता है। आपका इल्लीगल कहना नहीं चल सकता है। आप तो इल्लीगल कह कर टाल देते हैं लेकिन मालिक लोग इल्लीगल जोड़कर चला रहे हैं। आज जो प्रथा हमारे सम्विधान के मर्यादा को धक्का पहुंचाता है, हमारे फण्डामेन्टल राइट्स का हरण करता है वह इल्लीगल प्रथा इस देश में कब तक चलता रहेगा? मगर इसका ध्यान रखिए कि इस देश को आप कल्याण राष्ट्र और समाजवादी राष्ट्र कहते हैं। फिर भी इल्लीगल प्रथा चालू है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के समाजवाद में यह इल्लीगल चलेगा ही।

आपकी बातों से केवल प्लान्टर्स लोग ही खुश हो सकते हैं। कोई यूनियन आपका विश्वास नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की यूनियन वहां पर अभी तक नहीं है। वहां पर I. N. T. U. C. चालू नहीं है। अगर बाद में कोई बन गया हो तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। कांग्रेस यूनियन क्या अच्छा काम करती है यह तो देखने से मालूम होता है। अगर कोई युनियन का मान्यता का बात आता है तो कांग्रेस और मालिक उसे मान्यता नहीं देना चाहते हैं। लेबर मिनिस्टर प्लान्टर्स को सबक सिखाना नहीं सीखे हैं। वे तो हमको ही सबक सिखाना सीखे हैं। दूसरी बात यह है कि सत्तार साहब बार-बार नैनीताल कान्फरेन्स का हवाला देते हैं। लेकिन वहां पर जो वेज बोर्ड की बातचीत हुई थी, वेज बोर्ड कब बनेगा वही जानें। हमलोगों को तो कुछ भी मालूम नहीं है।

सर, एक बात और है, वह यह है कि पहले अगर बच्चा बिमार पड़ता था तो बच्चे की मां को बिमार बच्चा को देखने के लिए १५ दिन की रोजी सहित छुट्टी मिलती थी। लेकिन जबसे कल्याण राष्ट्र हुआ ये मां-बच्चे का बहुत अधिक कल्याण कर रहे हैं। अब १५ दिन की हाजिरी बन्द हो रही है। इसको कहते हैं कांग्रेसी मार्का समाजवाद। तमाम मजदूर आज बेकार हो रहे हैं फिर भी कहते हैं समाजवाद। कैसा समाजवाद?

स्पीकर महोदय, डिस्टा सैली चाय बगान के ११ बर पी बारवालों के १८ आदमियों की नौकरी चली गई। उसके जिम्मेवार कौन हैं? उसके जिम्मेवार हैं उसके माननीय प्रेसिडेन्ट साहब, श्री नर बहादुर गुरुङ्ग। मैं कहता हूं कि डिप्टी मिनिस्ट्री से वे स्तीफा दे दें, रीजाइन करें नहीं तो उनकी भी वही हालत होगी, जो श्री शिवकुमार राई की हुई है। अगर रीजाइन नहीं करते हैं तो पराजय के लिए तैयार रहें।

स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि बोन के बारे में दिल्ली एग्रीमेन्ट को प्लान्टर्स लोग नहीं मान रहे हैं। आपने बोनस देना या न देना प्लान्टर्स लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन वे लोग कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। इसको सत्तार साहब आप भी नहीं मना सके। एग्रीमेन्ट में मजदूरों के बोनस की हामी भर ली गई थी किन्तु दिल्ली एग्रीमेन्ट का श्राद्ध हो रहा है। अब इस कल्याण राष्ट्र में किसी एग्रीमेन्ट पर क्या भरोसा किया जा सकता है? अगर आप कुछ कर सकें तो करिए।

कांग्रेसी समाजवाद में स्वराज्य होने के बाद १९४७ साल से आज तक १,२०० मजदूर इल्लीगल प्रथा के शिकार हो गये हैं। कल्याण राष्ट्र का सम्विधान विरोधी दस्तूर प्रथा आज भी चालू है। सत्तार साहब इल्लीगल बोल कर सुख का सांस ले रहे हैं। बोलते हैं काम का घाटा नहीं है। मजदूर नीति में अब पूर्ण शान्ति है। लेकिन लेबर डिपार्टमेन्ट की नीति की वजह से मजदूर जनरल हड़ताल कर देते हैं। पास्टिन टी स्टेट में १८ जनवरी से लाकआउट कर दिया गया। आपके लेबर डिपार्टमेन्ट के पास न कोई सूचना भेजी गई और न मजदूरों को कोई नोटिस दी गई। वह लाकआउट गैरकानूनी था, फिर भी उसके लिए लेबर डिपार्टमेन्ट कुछ नहीं कर सका। आपके मजदूर विरोधी नीति के विरोध में मजदूरों ने १५ सितम्बर को जेनेरल हड़ताल कर दिया। आपका लेबर डिपार्टमेन्ट ने क्या किया?

मिनिमम वेजेज के मुताबिक अभी तक किसी भी चाय बगान में रोजी नहीं मिलती है। दार्जीलिंग में काम का बोझ ज्यादा करके मिनिमम वेजेज काटा जा रहा है। बहुत लिखा पढ़ी इसके लिए की गई। दार्जीलिंग में अब लेबर मिनिस्टर गये थे तो उनके सामने भी यह प्रश्न रखा गया था। पेशोक, चैयाबारी और बहुत से चाय बगानों में मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा है। मगर लेबर मंत्री चुप रहे। उधर चाय बगान के मालिक लोग मिनिमम वेजेज का श्राद्ध कर रहे हैं। ये हैं आपका समाजवाद। लेबर मिनिस्टर जरा बोलियगा कि बोनस और मिनिमम वेजेज एक्ट के मुताबिक रोजी दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। प्लान्टर्स लोग बहुत अधिक बदमाशी कर रहे हैं। यहां तक कि मजदूरों को पीने का पानी तक भी नहीं मिल रहा है। जैसा कि नेस, जीवाबारी, मिलिङ्ग थुङ्ग इत्यादि में मजदूरों को चार मील पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। आपके राज्य में न काम मिलता है और न पानी। फिर भी समाजवाद की बातें करते हैं। मजदूरों को पानी नहीं दे सकते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। क्या आपका समाजवाद यही है?

स्पीकर महोदय, एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, वह यह है कि नेहरूजी जब दार्जीलिंग गए थे तो उन्होंने दार्जीलिंग को हिमालय की रानी कहा था। मगर प्लान्टर्स लोग हिमालय की रानी का श्राद्ध कर रहे हैं। सम्विधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मगर आप कहते हैं कि हम उसे बचा रहे हैं। मगर प्लान्टर्स लोग वहां पर हुल्ला-बाहर और टी० बी० तथा दरिद्रता पैदा कर रहे हैं। हिमालय की रानी का श्राद्ध हो रहा है। दिल्ली एग्रीमेन्ट को प्लान्टर्स लोग नहीं मान रहे हैं और आप बैठ कर तमाशा देख रहे हैं।

मैं सजेशन देता हूं कि अगले बजट सेशन में तमाम प्लान्टर्स का टेप रेकार्ड लाकर आप और एस० के० बनर्जी बजा दीजिएगा क्योंकि आपकी हालत ऐसी नहीं है कि उनकी बातों को टाल सकें। मजदूरों की बातों को तो आप मान ही नहीं सकते हैं। वेजेज बोर्ड का ढोल तो आपने बहुत पीटा मगर मिनिमम वेजेज एडवाइजरी बोर्ड से उसका क्या फायदा हुआ? आखिर में जनरल हड़ताल करना ही पड़ा। चाय बगान के दो लाख मजदूरों ने हड़ताल किया। यही है आपका वैज्ञानिक कल्याण राष्ट्र? १९५६ साल के दिल्ली बोनस एग्रीमेन्ट को प्लान्टर्स लोग नहीं मान रहे हैं। मजदूरों के बोनस को जिन्हें मालिकों ने हड़प लिया है उसके विषय में आप क्या कर रहे हैं? पानदाम और डाली का मैनेजमेन्ट आई० टी० ए० का एग्रीमेन्ट नहीं मान रहे हैं और ट्राइब्यूनल ने भी बोनस का विरोध में फैसला दिया है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, सत्तार साहब मेहरबानी करके बताइयगा।

स्पीकर महोदय, एक और भी आश्चर्य की बात सुनिए। पादरी लोग आज कल यूनियन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ढेकझोड़ा में पादरी ने मजदूरों से कहा कि अगर तुमलोग यूनियन में जाना नहीं छोड़ोगे तो गिर्जा में नहीं जाने पाओगे। ऐसी ऐसी तमाम आश्चर्य की बातें हो रही हैं। फिर भी मंत्री महोदय चुप हैं।

जिस दार्जीलिंग को पं० जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय की रानी कहा था उसी दार्जीलिंग को हमारे डिप्टी मिनिस्टर राइटर्स बिल्डिंग्स में मजे से बैठ कर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। ये नाचनेवाले डिप्टी मिनिस्टर श्री नरबहादुर गुरुङ्ग हैं।

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Gopal Basu:

অন এ পয়েন্ট অফ পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশন, স্যার, কৃষ্ণকুমার শুক্লা সাহেব আমার সম্বন্ধে ২-৪টা কথা বলেছেন, আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। উনি দুটো ঘটনার কথা বলেছেন—একটা হচ্ছে জোড়াতাঁত এবং আর একটা হচ্ছে আগুন জ্বালানোর ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে আমি আমার ৩৩ নম্বর কাট মোশনের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম কথা হচ্ছে যে, জোড়া তাঁত চালানোর ব্যাপারে মালিক যখন চেষ্টা করে তখন আমার ইউনিয়ন, বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন, দেড় মাসব্যাপী সংগ্রাম করে। সেই সময় আই এন টি ইউ সি থেকে কোন লড়াই হয় না, বরং তাঁরা দালালি করেন। সুতরাং এই প্রসঙ্গে তিনি যেকথা আমার সম্পর্কে বলেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। দ্বিতীয় কথা, স্যার, আগুন লাগানোর ব্যাপারে ঘটনাটা হচ্ছে যে, সেখানে আই এন টি ইউ সি-র দুটো পরস্পর দল তাঁদের মধ্যে মারামারি করার ফলেতে কে কত ভাল হতে পারে এই নিয়ে লড়াই হয় এবং তাঁদের মধ্যে একটা দল মিলমালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই কাজ করেছে। এর ফলেতে আমার ইউনিয়নের পক্ষের লোকই কেবল ছাঁটাই হয় নি, ওঁদের লোক ছাঁটাই হয়েছে। সেখানে ব্যোমকেশবাবুর ইউনিয়নের একজনের বিরুদ্ধে চার্জ-শীট দেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদও করি।

Mr. Speaker:

আমি আর বেশি বলতে অ্যালাউ করব না।

Sj. Gopal Basu:

আমার ৩৩ নম্বরেই সব উত্তর দেওয়া আছে। কাজেই শুক্লা সাহেব যা বলেছেন, সবই ভিত্তিহীন। তাছাড়া শুক্লা সাহেবের বাবা আমার বন্ধু, কাজেই ওঁকে আর কি বলব।

Sj. Jagat Bose:

স্যার, আমি আমার ছাঁটাই প্রস্তাবের উপর বলতে গিয়ে প্রথমেই ব'লে দিচ্ছি যে, শ্রম দপ্তরকে কোন ব্যাপারেই আমি অভিনন্দন জানাতে পারি না। মাননীয় সাত্তার সাহেবের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের শ্রম দপ্তর যেসব কাজ করেছেন তার ৩টা বিষয় সম্বন্ধে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত, ভারত-সরকারের উদ্যোগে যেসমস্ত ত্রিদলীয় শ্রম সম্মেলন হয়ে থাকে সেইসমস্ত সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত হয় সেইসমস্ত চুক্তিগুলি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিপালিত হয় না এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তর সেগুলি অমান্য করে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কি ত্রি-পাক্ষিক, কি দ্বি-পাক্ষিক সমস্ত চুক্তিই সর্বভাবে অমান্য করারনেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে আসছে। দ্বিতীয়ত, যেসমস্ত শ্রম-আইন আছে পশ্চিম বাংলায় সেসমস্ত শ্রম-আইন প্রতিপালিত হয় না। অর্থাৎ মালিকের স্বার্থে এগুলি ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করা হয়—সাত্তার সাহেব ও শ্রম-দপ্তরের জ্ঞাতসারেই। এদিক থেকে একথা আজ আমি বলতে পারি যে, বাংলাদেশে শ্রম-আইনগুলি লঙ্ঘন করার নেতৃত্ব প্রত্যক্ষভাবে এই শ্রম-দপ্তরের উপরেই পড়েছে। তৃতীয়ত, আমি বলতে চাই যে, পশ্চিম বাংলার শ্রমদপ্তর প্রকৃতপক্ষে মালিকপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। আমার বক্তব্যের পক্ষে বলতে গিয়ে আমি কয়েকটা উদাহরণ দেব। প্রথমত, পঞ্চদশ শ্রম-সম্মেলনে মজুরির নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত হয় সে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সাত্তার সাহেব বললেন যে, সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ক'রে পঞ্চদশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করা হয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে, লেবার ডাইরেক্টরেটে যেসমস্ত কনসিলিয়েশন হয় সেগুলি কি পঞ্চদশ শ্রম-সম্মেলনে মজুরি নির্ধারণের যে নীতি সেই নীতি অনুযায়ী কনসিলিয়েশন অফিসার সেসব কনসিলিয়েট করেন। সাম্প্রতিককালে যেসমস্ত ট্রাইবুনাল হ'ল সেই ট্রাইবুনালগুলোর যে রায়, বিশেষ ক'রে ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইবুনালের যে রায় তাতে আমরা দেখলাম যে, ৭১ টাকা হ'ল মিনিমাম মজুরি একজন অদক্ষ শ্রমিকের। এই জায়গায় পঞ্চদশ শ্রম-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে গেলে সেখানে ১২০ টাকার উপর একজন শ্রমিকের মিনিমাম মজুরি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় তা হ'ল না কেন? ঠিক তেমনি শ্রম-সম্মেলনে কোড অব ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেই সিদ্ধান্ত পশ্চিম বাংলায় ব্যাপকভাবে অমান্য করা হচ্ছে। নবেম্বর মাসে ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার গেজেটে ডেপুটি লেবার কমিশনার মিঃ কাদের নাওয়াজের একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে—কারেক্ট অ্যাপ্রোচ কি হবে লেবারদের ব্যাপক মীমাংসা করার জন্য সে সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু আজকের দিনে পঞ্চদশ সম্মেলনের যে নীতি সেই নীতি অনুযায়ী যে শ্রমবিরোধ মীমাংসা করা উচিত সে সম্বন্ধে কারেক্ট অ্যাপ্রোচের কোন কথা নেই এবং সাত্তার সাহেব যে তথ্যসম্বলিত কাগজ আমাদের সামনে পেশ করেছেন তাতে এই সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তর যে কোন প্রকার চেষ্টা করছেন তার কোন বিবরণ আমরা দেখছি না। সুতরাং আজকে একথা বলা যেতে পারে যে, শ্রমসম্মেলনে গৃহীত চুক্তিগুলি যে চুক্তিগুলিতে স্বাক্ষরকারী হিসাবে আমাদের সরকার রয়েছেন সেই চুক্তিগুলিকে অমান্য করার জন্য উস্কানি দেওয়া হচ্ছে শ্রম-দপ্তরের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয়ত, প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যাপকভাবে মালিকরা ফাঁকি দিচ্ছেন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ব্যবসায় ব্যবহার করছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইন্ডিয়া ফ্যানের কথা, প্রায় ২০ লক্ষ টাকার জন্য নালিশ হ'ল কোম্পানির বিরুদ্ধে এবং তাতে ইন্ডিয়া ফ্যানের একশ' টাকা জরিমানা হ'ল। যদি ২০ লক্ষ টাকা তছরূপ করার অভিযোগে একশ' টাকা জরিমানা দিয়ে কোন কোম্পানি খালাস পায় তা হ'লে কিভাবে শ্রম-আইনের প্রয়োগ বাংলাদেশে হচ্ছে তা সহজেই বোঝা যায়। হিন্দ রাবার কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল তাতে তাদের ১০ টাকা জরিমানা হয়েছে। আমার অঞ্চলে ইন্ডিয়া রাবার ফ্যাক্টরি এসমস্ত কোম্পানিগুলি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দেয় না—তাঁদের বিরুদ্ধে আজও পর্যন্ত মামলা করা হয় নি। মামলা করা

হলে ... একশ' টাকা, ১০ টাকা জরিমানা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা করা হয় না —এইসমস্ত জিনিসগুলি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তরের নেতৃত্বে হচ্ছে। তার পরে যে স্টেট ইন্সিওরেন্স অ্যাক্ট আছে তাতে একজন শ্রমিককে সিকনেস বেনিফিট নিতে গেলে পর তাকে তিনদিন কামাই করতে হয় পয়সা নেবার জন্য। শ্রমদপ্তর থেকে এই কাজটা করানো গেল না যে, যে কারখানার শ্রমিক সেই কারখানায় তার সিকনেস বেনিফিট দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে স্টেট ইন্সিওরেন্স অ্যাক্টের ভেতর দিয়ে ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে—এই হচ্ছে শ্রমদপ্তরের তরফ থেকে আইন প্রয়োগের যে ব্যবস্থা তার নমুনা। তারপরে ফ্যাক্টরি অ্যাক্টের প্রশ্ন ধরুন—বেঙ্গল পটারিজের ২নং কারখানা ৩নং পায়রাডাঙ্গা রোডে, সেখানে শ্রমিকদের দিয়ে ৮ ঘণ্টা কাজ করানো হয় মাঝখানে কোন ইন্টারভ্যাল না দিয়ে। সেই ফ্যাক্টরির মালিকেরা নিজেরাই বলেছেন যে, ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরের পার্মিশন নিয়ে এটা করা হয়েছে। আমি সাত্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর সেই কোম্পানিকে ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট লঙ্ঘন করার সুযোগ দিয়েছেন এবং এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে শ্রমদপ্তর দায়ী কিনা?

[6-50—7 p.m.]

তারপর সেই কারখানাতে ৩০ দিন কাজ করানো হয়, সপ্তাহে একদিন ছুটি দেওয়া হয় না। তাঁরা ফ্যাক্টরি আইন লঙ্ঘন করছেন, এ সম্বন্ধে আমি শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মালিকদের স্বার্থে তা করা হচ্ছে এবং শ্রম-দপ্তরের এ সম্বন্ধে কোন সজাগ দৃষ্টি নাই। কাজেই আমি একথা বলতে পারি যে, পশ্চিম বাংলায় ব্যাপকভাবে ফ্যাক্টরি আইন অমান্য করা হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা থেকে শ্রমিকরা প্রবঞ্চিত হচ্ছে। এইসবের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এই শ্রম-দপ্তরের। সেইজন্য এই শ্রম-দপ্তরের কোন কাজেই আমরা অভিনন্দন জানাতে পারি না। তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্টএর প্রশ্নে আমি এখানে কয়েকটা কথা রাখতে চাই যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্টএ আমাদের অঞ্চলে বেলেঘাটা এন্টালী অঞ্চলে স্যাক্সবি অ্যান্ড ফারমার কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্টএর রায় বেরিয়ে যাবার পরে ট্রেড ইউনিয়নএর সঙ্গে বা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে একপক্ষভাবে ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্সএর প্রথা পরিবর্তন করেছে। এ তারা করতে পারে না। স্যাক্সবি অ্যান্ড ফারমার কোম্পানি এইভাবে তাঁরা আইন অমান্য করেছেন অথচ শ্রম-দপ্তরের তরফ থেকে কিছু করা হয় নি। আরও মজার কথা ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইব্যুনালএর রায়ের ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এসম্বন্ধে সাত্তার সাহেব যে কাগজ আমাদের বিলি করেছেন তাতে বলেছেন যে স্টেট অ্যাডভাইসরি বোর্ড একটা তৈরি করেছেন। এই স্যাক্সবি অ্যান্ড ফারমার কোম্পানি ইউনিয়নএর কাছে এক লিখিতভাবে দলিল পেশ করেছেন তাতে তাঁরা এই কথা লিখেছেন যে, দক্ষ শ্রমিকদের ব্যাপারে ওল্ড গ্রুপএর ৭৫ টাকা মিনিমাম রাখবে সেটা ঠিক নয়। একথা পশ্চিমবঙ্গ শ্রম-দপ্তর স্বীকার করেছেন। তা হ'লে লেবার অ্যাডভাইসরি বোর্ডের সভায় কেন এটা পেশ করা হ'ল না এবং ট্রেড ইউনিয়নএর সামনে কেন এটা আলোচনা করা হ'ল না এবং পশ্চিমবঙ্গ শ্রম-দপ্তরের কয়েকজন অফিসার তাঁরা ঠিক ক'রে দিলেন যে, ওল্ড গ্রুপ সেটা স্কিলড গ্রুপএ পড়বে না। এটাই ঠিক। সুতরাং আমি যদি এই কথা বলি যে, পশ্চিমবঙ্গ শ্রম-দপ্তর মালিকদের মালিকঘেঁষা এবং মালিকদের দালালে পরিণত হয়েছে তা হ'লে কি ভুল বলা হবে? আমি একটা কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব যে, শ্রম-দপ্তরের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় ব্যাপকভাবে আইন অমান্য করা হচ্ছে এবং চুক্তি ভঙ্গ করা হচ্ছে। এতে পশ্চিম বাংলার শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এর প্রতিকার আমরা করব এবং প্রতিরোধ আমরা করব যদি সাত্তার সাহেব এর প্রতিবিধান না করেন।

Sj. Jadu Nath Murmu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তার সমর্থনে দু'-একটা কথা বলতে চাই। আমাদের কথা একটু বলি। আমরা শিক্ষায় অনগ্রসর। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে [illegible] বাসস্থান। কৃষিই প্রধান জীবিকা এবং পশুপক্ষিপালন আদিবাসীদের উপজীবিকা ছিল। বৃটিশ আমলের কবলে পড়ে এবং নিজেদের অজ্ঞানতাবশত এদের জমিজায়গা সমস্তই হস্তচ্যুত হয়েছে। যেসমস্ত আদিবাসী এইসমস্ত জায়গা থেকে সর্বহারা হয়ে বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, চব্বিশপরগনা, নদিয়া জেলাসমূহে এসে জীবিকার্জন করছে তারা বিগত সেটেলমেন্টএ জমি থেকে উৎখাত হয়েছে। এমন কি আদিবাসীদের বাস্তুভিটা পর্যন্ত রাখা হয় নি। বর্তমানে প্রায় ৮০ জন ক্ষেতমজুর। ডোম, মুচি, মেথর এরা

बेकना जूट मिल के अधिकारी त्रिदलीय समझौते को ठुकरा रहे हैं। त्रिदलीय कमेटी और कमेटी बनी परन्तु मजदूरों का कोई फायदा नहीं हुआ। नारी मजदूरों को गैरकानूनी अनफिट करके निकाले निकालते ही जा रहे हैं। बोनस के सवाल को आज तक ट्राइब्यूनल के पास नहीं भेजा गया। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि चटकल के मजदूरों के बोनस के सवाल पर एक ट्राइब्यूनल जल्द से जल्द दिया जाय।

आप कह सकते हैं कि कम्पनी राजी नहीं होती है। मगर क्यों? अगर कम्पनी मुनाफा करती है तो मजदूरों को मुनाफे का हिस्सा क्यों नहीं देगी? मैं कहता हूं कि आप ट्राइब्यूनल दीजिए। यदि कम्पनी ने मुनाफा किया है तो मजदूरों को बोनस मिलेगा। और यदि कम्पनी ने मुनाफा नहीं किया है तो बोनस नहीं मिलेगा। आप इण्डियन जूट मिल्स ऐसोसिएशन के कहने पर गौर न कीजिए। ट्राइब्यूनल अवश्य दीजिए।

स्पीकर महोदय, पहले चटकल मजदूरों की संख्या तीन लाख थी लेकिन अब घटकर उनकी संख्या दो लाख के लगभग हो गई है। नतीजा यह हो रहा है कि मजदूर बेकार हो रहे हैं। एक लाख मजदूरों की छंटनी कर दी गई है। पहले फी तांत के पीछे १½ मजदूर काम करते थे और अब २½ मजदूर के लगभग काम कर रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है पचास हजार मजदूर और भी निकाल दिये जायंगे। फिर बेकारी और भी अधिक बढ़ जायगी।

जूट मिलों में ६५ प्रतिशत कर्मचारी नान-बंगाली हैं। कांग्रेसी सरकार तांत बन्द कराकर हिन्दुस्तानी मजदूरों को भगा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी इसको कभी भी अच्छा नहीं समझती है। हिन्दुस्तानी मजदूरों के भगाने की जिम्मेदारी आज कांग्रेसी सरकार के लेबर मिनिस्टर पर है।

जोड़ा तांत आज कल चालू हो गया है। उससे मजदूरों को वेतन आधा मिलने लगा है। चटकल के मजदूर मुख्य मंत्री के घर के सामने १९५६ में वेलिंगटन स्क्वायर में तीन दिन तक इसके लिए बैठे रह गये। फिर भी जोड़ा तांत चालू ही है। इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन एक कदम भी अपनी नीति से पीछे नहीं हटी। आज तमाम पश्चिम बंगाल में जोड़ा तांत चालू हो गया है। जोड़ा तांत चालू होने के पहले मजदूरों को २० रु० तलब मिलता था और अब १४ रु० तलब मिलता है। अब तो दिन-दिन चटकल की हालत खराब ही होती जा रही है। फिर भी सरकार मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। मैं तो समझता हूं कि लेबर मिनिस्टर जूट मिलवालों का फेवर कर रहे हैं या वे कुछ करते ही नहीं हैं। जो कुछ काम होता है वह सब उनके डिपार्टमेन्ट का सेक्रेटरी ही करता है। कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जो नाममात्र के लिए ही मिनिस्टर हैं सारा काम दूसरे लोग ही करते हैं। इसमें कुछ मिनिस्टर की कैपेसिटी कुछ अधिक है। शेष प्रायः सभी मिनिस्टरों का कुछ पावर ही नहीं है। इन कुछ मिनिस्टरों के साथ लेबर मिनिस्टर का भी कुछ पावर नहीं है। सभी काम सेक्रेटरी ही करते हैं। मैं इसे बिलकुल सही कहता हूं क्योंकि अगर वह सही नहीं है तो आज ऐसी हालत कैसे होती? आज प्रायः सेक्रेटरि - और डि. सेक्रेटरि के

हाथों में ही मोटो पावर है। मैं लेबर मिनिस्टर से अनुरोध करता हूं कि मेहरबानी करके कोशिश कीजिए नहीं तो जूट इन्डस्ट्री बरबाद हो जायगी।

आज कल चटकलों में दिन में आठ घन्टा काम लेने की जगह पर १०, १२ घन्टा काम लिया जाता है। उसके लिए अधिक तलब नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको डे शिफ्ट में नहीं बदला जाता है। उसी नाइट शिफ्ट में ही हमेशा काम करना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि मजदूरों का हेल्थ खराब होता जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से कोई भी इन्तजाम नहीं किया जा रहा है कि शिफ्ट बदला जाय।

मैंने अपने कट मोशन में दिया है कि गौरीपुर जूट मिल के एक मजदूर को कम्पनी के अधिकारियों ने मारा। बैरकपुर कोर्ट में केस किया गया। वहां पर कुछ सुनवाई नहीं हुई है। आज मजदूरों को बात-बात पर पीटा जाता है। उसको लेबर आफिस में ले जाकर के जबरन स्तीफा पत्र पर सही करा लिया जाता है। धक्का देकर मिल से बाहर निकाल दिया जाता है। बैरकपुर लेबर दफ्तर, एस० डी० ओ० के पास नालिश पर भी कुछ नहीं होता है। केवल लेबर कांसिलिएशन की बात बढ़ी हुई है। लेबर मिनिस्टर ट्राइब्यूनल दिलाने की कोशिश नहीं करते हैं।

विधान सभा में खड़े हो कर श्रम मंत्री कह देंगे कि ट्राइब्यूनल दिया जायगा परन्तु ट्राइब्यूनल नहीं दिया जाता है। हमारे मंत्री बोलते है ठीक लेकिन काम करते हैं गलत। मैंने पहली मर्तबा कहा था कि लेबर डिपार्टमेन्ट दलालों का अड्डा है। मगर वह सिर्फ दलालों का अड्डा ही नहीं है बल्कि लेबर डिपार्टमेन्ट पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के खरीदे हुए गुलाम है। इस डिपार्टमेन्ट को दलाल कहना ठीक नहीं हो सकता है।

स्पीकर महोदय, इसके सिवाय आप जानते हैं कि पहले पाकिस्तान में एक चटकल था। अब वहां पर १४ चटकल हो गए हैं। और हमारे यहां आज १४ चटकल बन्द हो गए हैं। इसके लिए मैंने एडजार्नमेन्ट मोशन लिखकर दिया था परन्तु कुछ कारवाई नहीं की जा रही है। आज मेघना जूट मिल के मैनेजर लेबरों को मार मार कर निकाल दे रहे हैं। २४० तांत बन्द कर दिए गये हैं। इसके लिए गवर्नमेन्ट का परमिशन भी नहीं लिया गया है। मेघना नार्थ जूट मिल इस तरह से बन्द कर दिया गया है।

स्पीकर महोदय, इसके अलावा एक और भी समस्या का सवाल है। बांकुड़ा, मिदनापुर में एक भी लेबर कमिश्नर का दफ्तर नहीं है। इससे वहां पर कोई काम नहीं हो सकता है। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मजदूरों की भलाई के लिए जल्द से जल्द कदम उठावें।

[7-20—7-30 p.m.]

Sj. Jamadar Majhi:

माननीय সভাপাল মহাশয়, আদিবাসী সাঁওতালেরা বাধ্য হয়ে সরকারের মধ্যে নাই। আদিবাসী সাঁওতালদের যে কি কষ্ট, তারা কি খেয়ে থাকবে, তা সরকার দেখেন না। তারা ক্ষেতমজুরি

ক'রে খায়, চা-বাগানে শ্রমিক হয়ে খাটে এবং তাই ক'রে খায়; তারা কাজকর্ম অন্য কিছু না। কিন্তু সরকার বছরের পর বছর এদের কাছ থেকে ট্যাক্স নিচ্ছেন। তা ছাড়া তাঁরা খাজ নিচ্ছেন। কিন্তু এরা যে কি খেয়ে আছে সেদিকে একবারও নজর দেন না।

তারপর স্পীকার মহাশয়, গলসী থানায় রূপনারায়ণপুরে আদিবাসী সাঁওতালেরা পা স্কুল করেছে; তারা নিজে থেকে চাঁদা ক'রে কোনরকমে দু' বছর চালিয়ে যাচ্ছে। বি সরকার এখনও পর্যন্ত কিছু দেন নি। তারপর কালনা থানার নাদনা ইউনিয়নে ঐরকমভ আদিবাসীরা স্কুল করেছে এবং চাঁদা ক'রে মাস্টারদের মাহিনা দেয়। সরকার সেখানেও কে রকম স্কুলের ব্যবস্থা করেন নি। সেখানে স্কুল ইন্সপেক্টর এনকোয়ারি ক'রে গেছেন, কি এখনও কোন ব্যবস্থা সরকার করেন নি।

তারপর আর একটা স্কুলবাড়ি বাণে পড়ে গেছে। সে ঘরটার জন্য অনেকদিন থেকে ক বার্তা হচ্ছে। সরকারকে বার বার বলা হচ্ছে, আজ ৫ বছর কেটে গেল। সরকার এদি অ্যাসেমব্লিতে লম্বা লম্বা বলছেন, কিন্তু কাজের বেলা কিছু নয়। সেইজন্য সরকার অনুরোধ করছি, যাতে ঐ স্কুলগুলোর ব্যবস্থা করেন। আর যারা মজুরি করে তাঁদের ভ চলার জন্যও ব্যবস্থা ক'রে দিন, তা হ'লে গরিবেরা বাঁচতে পারে। যেমনভাবে অফিসারদের অন্যান্য কর্মচারীদের একটা মাহিনা ধার্য করা আছে সেইভাবে যদি এই মজুরদের মজুরি ঠি ক'রে দেওয়া হয়, তা হ'লে কোনরকমে ঐ গরিবেরা বাঁচতে পারে। তাই আমি দাবি জানা যে, সরকার যেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা করেন।

Sj. Brindabon Behari Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের এই বাজেটের ব্যয়বরাদ্দের দাবি আলোচনাকা আমি প্রধানত এমপ্লয়মেন্ট স্টেট ইনসিওরেন্স সম্বন্ধে কয়েকটা কথা রাখতে চাই। গত তি বৎসর যাবত এই স্কীম চালু হওয়ার পরে স্কীমের মধ্যে নানাপ্রকার ত্রুটি ও অব্যবস্থা থাকা জন্য শ্রমিকের স্বার্থ ও তাদের ইনসিওরেন্স সংক্রান্ত সুবিধাগুলি অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং তারা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রথম কথা, এই স্কীম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ স্কীমের মধ্যে একটা অ্যাডভাইসরি কমিটির কথা আছে, কিন্তু সেই অ্যাডভাইসরি কমিটিতে অত্যন্ত দলগতভাবে সভ্য সংগ্রহ করা হয়। বামপন্থী এম এল এ-দের তার মধ্যে গ্রহণ কর হয় না। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা থাকলেও তাঁরা যেসমস্ত প্রস্তাব আনেন সেই প্রস্তাব গুলি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অরিজিন্যাল ডাইরেক্টরস সাজে শনস এবং তাদের প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই স্কীমের মধ্যে অত্যন্ত অসুবিধ আছে। ইনসিওরেন্স মেডিকেল ইন্সপেক্টরদের কম ক'রে প্রায় এক লক্ষ কর্মচারী এবং শতাধিক ইনসিওরেন্স প্র্যাকটিশনার এবং কয়েকটা অফিস তদারক করতে হয়। এত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য অধিকাংশ অভিযোগের তদন্ত হয় না। সরকার থেকে বলা হয়েছে—অরিজিন্যাল ইনসিওরেন্সএর অভিযোগ কম পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি—অভিযোগ যথেষ্ট হয় কিন্তু তদন্তপদ্ধতি এমন যে, অধিকাংশ কর্মচারী বিরক্ত হয়ে কমপ্লেন্ট করতে চায় না। কারণ, কোন অভিযোগের তদন্ত সুষ্ঠুভাবে হয় না এবং শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বতন কর্মচারীর কাছেও পৌঁছাতে পারে না।

প্যানেল ডাক্তারদের ডিউটির ব্যাপারে—কোন কোন প্যানেল ডাক্তারের কাছে দেড় হাজার দু' হাজার পর্যন্ত কার্ড আছে। অথচ বহু ডাক্তারের আবেদন রয়েছে। প্যানেল ডাক্তার এবং স্থানীয় কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। দেখা গেছে, এক হাজার কার্ড আছে এমন ডাক্তারের কাছেও পাঠানো হয়। কোথাও কোথাও দেখা গেছে, প্যানেল ডাক্তারদের কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট শপ বেনামীতে আছে। শ্রমিকদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাদের ঔষধ সরবরাহের ব্যাপারে নানা অসুবিধাও দেখা যায়। আর একথাও সত্য যে, শ্রমিকদের নানাভাবে এই স্কীমের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

তারপর এক্স-রে প্লেট এবং স্পেশ্যাল ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:
Mr. Speaker, Sir, بنگال کے لیبر Department کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے - اسکے بارے میں کوئی opposition نے ہی نہیں بلکہ کانگریس بینچوں کی طرف کے ممبروں نے بھی بہت سی باتیں کہی ہیں جس سے یہہ پتہ چلتا ہے کہ لیبر Department میں کس طریقہ سے کام ہوتا ہے - آج جس بات کا فیصلہ خود گورنمنٹ کرتی ہے اسی باتوں پر گورنمنٹ چل نہیں سکتی ہے - سرمایہداروں کو چلا نہیں سکتی ہے - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیبر Department خود انکے ماتحت کام کرتی ہے - یہہ سرمایہداروں کی باتوں پر چلتی ہے - بنگال کے سرمایہداروں کا مقابلہ لیبر Department کبھی نہیں کر سکتا ہے مگر سرمایہدار لیبر ڈپارٹمنٹ کے حکم کو دبا کر کام کر سکتے ہیں - اسکے لئے میں دو مثالیں دونگا جس سے آپ سمجھہ سکیں گے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کیسا کام کرتا ہے اور کیسا نہیں کرتا ہے۔

[7-30—7-40 p.m.]

لیبروں کے بارے میں گذشتہ سال جو Code of Procedure ہوا تھا اس میں گورنمنٹ سرمایہداروں اور مزدوروں کے نمائندوں سبھی لوگوں کو لیکر جو بات پاس ہوئی تھی اسکے مطابق بنگال گورنمنٹ کچھہ نہیں کر سکی - کہنے کا خاص مطلب یہہ ہے کہ وہ کام گورنمنٹ ضرور کرے جس میں مالک اور مزدوروں کو کوئی دقت نہ ہو - اسکے لئے جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے - مزدوروں کے بارے میں جو Award ہوتا ہے اس Award کو اس Agreement کو گورنمنٹ جلد سے جلد فیصلہ کرے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ اس میں فیل ہوا ہے - ساتھہ ہی ساتھہ یہاں پر گورنمنٹ کسی کارخانے یا مل کے لیبروں کو خوشحالی کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے - یہاں تک کہ لیبروں کی خلافت ہر کارخانے کے مالک کرتے ہیں مگر گورنمنٹ کچھہ کارروائی نہیں کر پاتی ہے۔

Union کو ماننے کا سوال ہے - اس کے Recognition کا سوال ہے - اسکے لئے گورنمنٹ سے کہا بھی جاتا ہے لیکن اسکو منظور بھی نہیں کیا جاتا ہے - ساتھہ ہی گورنمنٹ کسی Union کو مدد بھی نہیں کرتی ہے - اسکے علاوہ کمپنی Union کے خلاف جو کارروائی کرتی ہے اسکے بارے میں گورنمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے - کوئی Scheme یا Policy مزدوروں کے لئے ٹھیک نہیں رہی ہے - Union کے Recognised سوال کو حل کریگی یا نہیں؟ کچھہ معلوم نہیں ہوتا ہے - یہہ بات کسی ایک کارخانے کی نہیں ہے - عام طور سے سارے بنگال کے اندر جتنے بھی کارخانے ہیں ہر جگہہ کی یہی حالت ہے - ہر جگہہ گورنمنٹ کی مجبوری دیکھی جا رہی ہے - پھر بھی مالکوں کے خلاف سرکار کچھہ نہیں کر سکتی ہے - اسکے لئے چند مثالیں میں دینا چاہتا ہوں *

موٹی طور پر برلا کے کیشورام کاٹن مل کی بات کو ہاؤس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے معلوم ہو جائیگا کہ یہاں کس طریقہ سے گورنمنٹ ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکی ہے - جو فیصلہ ہوا ہے اس سے گورنمنٹ کیشورام کے مالکوں کو ہلا نہ سکی - وہاں پر سات سال سے Casual leave کا پیسہ Tribunal نے دینے کی رائے دی تھی - وہ پاس ہو چکا ہے - Award منظور کر لیا گیا ہے - لیکن مزدوروں کو آج تک پیسہ نہیں مل سکا ہے - گورنمنٹ مالکوں سے مزدوروں کو دلا نہیں سکی - انکے خلاف کوئی کارروائی تک نہیں کر سکی - Union کی طرف سے سب کچھہ کیا گیا - لیبر ڈپارٹمنٹ سے بار بار اس بات کو دیکھنے کے لئے کہا گیا مگر کوئی بات چیت نہ ہو سکی - بونس کے بارے میں 1956 میں کمپنی اور Union میں سمجھوتا ہوا تھا - اس میں گورنمنٹ بھی شامل تھی - لیبر ڈپارٹمنٹ بھی اس میں شامل تھا - مگر سمجھوتے کے مطابق کمپنی نے پیسہ نہیں دیا - کمپنی اسکا غلط معنے لگاتی

ہے - گورنمنٹ کو ماننا پڑا ہے کہ Union جو مطلب نکالتی ہے وہ صحیح ہے - مگر پھر بھی بات چیت کرکے منظور نہیں کر سکی - مزدوروں کو پیسہ نہیں دلا سکی *

1956 سے ابھی تک گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی - دس سال کے بعد Casual leave کا فیصلہ Tribunal سے ہوا کہ Award دیا جائے مگر Award کے مطابق ابھی تک کیشورام نہیں ہل سکا - وہاں کے ۵ ہزار مزدور محروم ہو گئے ہیں کیونکہ اُنکو Deprive کیا جاتا ہے - Award سے مزدوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے - گورنمنٹ کے سامنے سمجھوتا ہوا تھا - تمام باتیں پیش ہوئی تھیں لیکن ابھی تک گورنمنٹ کوئی کارروائی نہیں کر سکی ہے - کمپنی ہمیشہ مزدوروں کے خلاف کام کرتی ہے - مزدوروں پر کام کا بوجھ بڑھا دیا جا رہا ہے - مزدوروں میں گڑبڑی پیدا کی جا رہی ہے اور Union کی طرح طرح کی خلافت کر رہی ہے جسکی رپورٹ Union کی طرف سے گورنمنٹ کو دیا گیا ہے - ایک دفعہ نہیں سیکڑوں دفعہ - مگر آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے - معلوم ہوتا ہے کہ سرکار برلا کی مخالفت نہیں کر سکتی ہے - صرف آج بھی بات چیت ہی ہوتی ہے - بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کمپنی اُسے مانلیتی ہے مگر ماننے کے بعد بھی کچھ نہیں کرتی ہے - پھر بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی ہے - فیصلہ کے مطابق کسی بھی کام کو نہیں کرا سکتی ہے *

آج وہاں سے مزدور نکالے جاتے ہیں - اُنکو سزا دلایا جاتا ہے - مزدوروں کے خلاف سب کچھ ہوتا ہے مگر گورنمنٹ کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کمپنی کے خلاف کچھ کر سکے - Agreement کے خلاف کیشورام کے مالک کام کرتے جا رہے ہیں - Union کو نہیں مانتے ہیں - لیبروں کی چھٹنی منمانی طور سے کرتے ہیں - وہاں کے لیبر افسر جس طریقے چھٹنے میں کام کرتے ہیں - جس کو چھٹنے میں رکھتے

ہیں جس کو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ مزدوروں کو پریشان کرتے ہیں - لیکن کوئی دیکھہ بھال نہیں ہے - ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی کارروائی کمپنی کے خلاف نہیں ہو سکی ہے ۔

ورکس کمیٹی کا چناؤ کیا جاتا ہے مگر سال بھر میں ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے - اس میں چند ممبر ورکروں میں سے لئے جاتے ہیں۔ وہاں پر I. N. T. U. C. کو منظوری دی گئی ہے - لیکن ہماری Union کی منظوری آج تک نہیں ہو سکی ہے - اسکے لئے گورنمنٹ کی طرف سے کچھہ بھی نہیں کیا گیا - جو بھی کمیٹی ہے اسکی میٹنگ نہیں ہوتی ہے - ورکرس ممبر ایک ایک کرکے الزام لگاکر نکال دیا جاتا ہے - صرف ۲ مزدور کارخانے کے اندر ہیں - انکو بھی دھیرے دھیرے نکال دیا گیا ۔ Union کے Recognition کا سوال ہے - اسکے بارے میں سیدھی بات ہملوگ کہتے ہیں کہ جس Union کے ممبر ادھک ہوں ووٹنگ کرکے Union کو مان لیا جائے - اس بات کو کمپنی کسی طرح نہیں مان رہی ہے اور نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی کچھہ کیا جاتا ہے ۔

کیشورام میں 95 فی صدی مزدور ہماری Union کے ممبر ہیں لیکن ابھی تک اسکو نہیں مانا گیا ہے - وہاں I. N. T. U. C. Union کام کر رہی ہے - ابھی سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جب انکوائری ہوئی تھی تو اس میں اس Union کو منسوخ کر دیا گیا - سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو بتایا گیا اسکو ماننے کیلئے مالک تیار نہیں ہیں - ابھی تک اس Union کو مانا نہیں گیا - دکھہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے - لیبر ڈپارٹمنٹ کو اس طرف نظر دینی چاہئے ۔

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার সময় খুব অল্পই বাকি আছে, কারণ শ্রম-দপ্তরের সঙ্গে উপজাতি উন্নয়নের ব্যয়বরাদ্দের ব্যবস্থা একত্রিত হওয়ায় সত্যই সময় আর পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার যে প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন সরকার কর্তৃক সেটা আগেই চেষ্টা চলছে। সেদিক দিয়ে আমি মনে করি, এর পর বৎসর শ্রমের সঙ্গে উপজাতি উন্নয়নের

ব্যয়বরাদ্দের ব্যবস্থাটা আলাদা হয়ে যাবে এবং তখন যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে যাতে বহু লক্ষ লোক যাঁরা নিচে রয়েছেন, পিছিয়ে রয়েছেন তাঁদের দিকটা দেখবার জন্য, বলবার জন্য নানা রকম আলোচনা হবার সুযোগসুবিধা পাওয়া যাবে। অর্থের দিক দিয়ে এটা ক্রমে বেড়েই চলেছে—এ বৎসর প্রথম শুধু—যা হোক. এ বছর ৬৮ লক্ষ টাকার উপর ব্যয়বরাদ্দ উপস্থিত করেছি। অর্থটা সামান্য নয় এবং কর্মসূচিও বেড়ে চলেছে।

[7-40—7-50 p.m.]

সুতরাং এর পরের বৎসর ব্যয়বরাদ্দ আরো বাড়াতে হবে। সেজন্য এটা সম্পূর্ণ আলাদা করে যাতে এই বিষয়ে ভাল রকম আলোচনা ও সমালোচনা হয় সেই ব্যবস্থা আগামী বৎসর থেকে হতে পারবে। আদিবাসীরা মোট লোকসংখ্যার ৬ ভাগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২২০ লক্ষ ৮৩ হাজার হবার কথা আছে, তার মধ্যে অর্ধেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। তপশীল বিভাগে ৩৭·১৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, আর দ্বিতীয়টাতে ৯৭·২১ লক্ষ খরচ হবে। অবশ্য এর ভেতর শিক্ষা খাতের অনেকখানি অংশ আছে। আমাদের এখানে এবৎসর যে কাজগুলি করা হচ্ছে তাতে সবশুদ্ধ ব্যয়বরাদ্দ দাবি করেছি ৬৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। তার মধ্যে শীডিউলড ট্রাইবস, শীডিউলড কাস্টস অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস। এর অংশ, গোড়াতেই এস্টাবলিশমেন্ট ইত্যাদি করা হয় ৭৩ হাজার—সমস্ত জেলায় সেদিক দিয়ে ২ লক্ষ ১২ হাজার হতে পারে—তারপর ডেভেলপমেন্ট অফ স্কুলস সেগুলি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হয়েছে পৌনপুনিক খরচ যা হয়েছে মেন্টিন্যান্স অ্যান্ড রেকারিং খরচ যা হয়েছে তা ৩ লক্ষ ৩০ হাজার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শীডিউলড ট্রাইবস, শীডিউলড কাস্টস অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস-এর জন্য ২৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, আনটাচএবিলিটি দূর করার জন্য ৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, আর যেসমস্ত অন্যান্য খরচ এখনো শেষ হয় নি, তপশীলী জাতী, যেমন লোধা বা অন্যান্য জাতি তাদের বসতির জন্য ৪৭ হাজার টাকা আছে—অন্যান্য ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসে যারা আছে শীডিউলড ট্রাইবস কাস্টস ছাড়া যারা আছে তাদের জন্য আমি ৬০ হাজার ৩৭ লক্ষ টাকা চেয়েছি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণে ১৯৫৯ সালে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে—এটা সিভিল বাজেট এস্টিমেটএ দেখতে পাবেন—পরের বৎসর যা হবে তার বিশদ বিবরণ সাদা বইএর ৮৩—৯৩ পৃষ্ঠায় আপনারা দেখতে পাবেন। কেন্দ্রীয় সাহায্যদান পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৫০ অর্থাৎ অধিক ব্যয় বহন করবেন। আদিবাসী মঙ্গলজনক, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সমস্ত কাজ হয়েছে বা চলছে তার ব্যয় হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার, ১৯৫৭-৫৮ সালে ১২ লক্ষ ২০ হাজার খরচ হয়েছিল—আর অনেক জায়গায় আপনারা দেখতে পাবেন আমরা সমস্ত খরচ করতে পারি নি—তার প্রধান কারণ হচ্ছে, এই বিভাগের কর্মচারী খুব কম—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট, জল সমস্তকিছুই আমাদের অন্য বিভাগের মাধ্যমে করতে হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে গ্র্যান্ট আছে তার জন্য যদি নিয়মের কিছু অদলবদল করতে হয় তাহলে দিল্লীতে পাঠাতে হয়, সেখান থেকে ফেরৎ আসতে অনেক দেরি হয়—অনেক সময় দুইবার পাঠাতে হয়, এই করে সমস্ত খরচ করা সম্ভব হয় না। ইচ্ছার দিক দিয়ে কোন ত্রুটি নাই, এবং যত শীঘ্র পারা যায় শীডিউলড ট্রাইবস, শীডিউলড কাস্টস অ্যান্ড লেস অ্যাডভান্সড এদের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। জমাদার মাঝি মহাশয় একটা প্রশ্ন তুলেছেন—তার জবাবে আমরা বলতে পারি, তাঁদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবহিত আছি। তাদের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বাড়ান হচ্ছে, এবং তাদের জন্য হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রত্যেক গ্রামেই বেড়ে চলেছে। তাদের কি করে সর্বদিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাদের মধ্যে থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার তৈরি করতে পারি তার জন্য আমরা শিক্ষা বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবী পেশ করেছি। যেখানে প্রাইমারী স্কুল আছে সেখানে নিশ্চয়ই—জ্যোতিবাবু বোধ হয় একথাটা বলেছিলেন—তাদের মধ্যে থেকে যদি উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় তাহলে তাদেরই নেওয়া হবে। জমাদার মাঝি মহাশয় বলেছেন, স্কুল যা তৈরি হয়েছে তাতে যদি সাহায্যের আবশ্যক হয় তাহলে আমরা স্কুল বোর্ডের কাছে লিখতে পারি। কিন্তু আমরা অনেক নিয়মকানুন দ্বারা আবদ্ধ আছি, তবে তারা যেখানে নিজেরা স্কুল করেছেন সেগুলি ভালো করার ইচ্ছা আমাদের আছে। তবে এটা আমাদের হাতে নয়, এটা স্কুল বোর্ডের হাতে। স্কুল বোর্ড থেকে সুপারিশ করলে

তবেই আমরা করতে পারি। যাই হোক, যে কাজ আমরা ধরেছি একটা অত্যন্ত বড় কাজ এব তার ইমপরট্যান্স প্রতি বৎসরই বেড়ে চলেছে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উপজাতিদের উন্নতি সার্থক করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনরকম শৈথিল্য দেখান চলবে না। আমার আর কিছু বলার নাই।

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে এখানে বিতর্ক চলছে। আমার ইচ্ছা ছিল প্রত্যেক মাননীয় সদস্যের বক্তৃতার পৃথক পৃথকভাবে জবাব দেবার, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে খুশি করতে পারব না সে কথা আমি আগেই বলে দিচ্ছি। আমি উভয় পক্ষের বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনেছি। এখানে কোন কোন মাননীয় সদস্য তাঁদের ভাষণে বলেছেন যে শ্রমিক সভায় বক্তৃতা করতে গেলে কতগুলি ভাষার ব্যবহার দরকার হয়। আমি জানি না এখানে তাঁরা প্রত্যেকে সেই ভাষা ব্যবহার করেছেন কি না। দেবেনবাবু বলেছেন বাংলাদেশে বেতনের হার অন্য প্রদেশের তুলনায় কম। দেবেনবাবু নিজেই সে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ওর কারণ আছে কিন্তু কারণটা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস সরকার গঠিত হবার পর অন্যান্য রাজ্যে পাট-শিল্পে শ্রমিক সমস্যার উন্নতি করবার জন্য প্রগ্রেসিভলী চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস সরকার গঠিত হবার পর প্রথম শ্রমমন্ত্রী ছিলেন যিনি ঐদিকে বসে আছেন, শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি তা করতে পারেননিকো ফলে দশ বছর যারা এগিয়ে চলেছে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা এগুতে পারি নি। দেবেনবাবু যেটা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ সত্য হত যদি তিনি পশ্চিম বাংলায় শ্রমিকদের বেতনের হারটা একটু উল্লেখ করে বলতেন। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি, না প্রগ্রেসিভলী এগিয়ে চলেছি এ সম্বন্ধে বলে আর সময় নষ্ট করবো না। কারণ আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার ইয়ার বুক তাতে সমস্ত উল্লেখ আছে, দেখলেই জানতে পারবেন। ১৯৩৯ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আমরা দেখছি শ্রমিকদের বেতনের হার শতকরা ৪৫৯ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে শ্রম দপ্তরের শ্রমমন্ত্রী একেবারে নিশ্চেষ্ট একথা বলা খাটে না।

আমি শ্রীযুত সুবোধ ব্যানার্জি মহাশয়ের সঙ্গে একমত যে শ্রমিক বিরোধের যেসকল মূলগত কারণ আছে তা নিশ্চয়ই দূর করতে হবে। এবং সেটা করতে হলে শ্রমিক মালিক উভয়কে নিয়ে করতে হবে। কারণ এটা স্বীকার করতেই হবে যে একেকে বাদ দিয়ে অপরকে ঠিক করা যেতে পারে না। সেইজন্য আমরা সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেইভাবে চেষ্টা করে আসছি।

এখানে ওয়েজ বোর্ডএর কথা উঠেছে। পাট-শিল্পে নিশ্চয়ই কিছুদিন পূর্বে একটা ট্রাইবুনাল হয়েছিল এবং সেই ট্রাইবুনালএ শ্রমিকদের একটা বেতনের হার নির্ধারিত হয়েছে। আমি মনে করি আজকে একটা সময় এসেছে যে সময় পাট-শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় আলোচনা করা এবং শ্রমিকদের বেতন নির্ধারিত করা। 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি অন জুট' যখন বসেছিল তখন আমরা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের তরফ থেকে বলেছিলাম এখানে একটা ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হোক, এবং আজকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি অন জুটএর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা ওয়েজ বোর্ড করবার জন্য কতকগুলি প্রশ্নপত্র বিলি করা হচ্ছে। আমরা একথা মনে করি না বা বলি না যে পাট-শিল্পে শ্রমিকদের বোনাস সম্বন্ধে বিবেচনা করবার সময় নেই। বরঞ্চ আমি এই কথা বলতে পারি যে, যদি ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে সমস্ত পাটশিল্পে বোনাস দিতে না পারি, কিছুটা অন্তত দেবে। আপনারা জানেন, দেশে যদি খাদ্যের অভাব ঘটে তবুও সেখানে কিছু-সংখ্যক লোক থাকে যাদের কাছে খাদ্য প্রচুর থাকে। তা ছাড়া এও দেখা যায়, দেশে খাদ্য উৎপাদন যতই হোক-না-কেন, বাইরে থেকে যত খাদ্যই আসুক-না-কেন, কিছু লোকের খাদ্যের অভাব বারমাসই থাকে। তেমনি পাট-শিল্পকে ইউনিট হিসাবে যদি কোন জায়গায় দেখা যায় যে তারা লাভ করেছে তাহলে সেখানে বোনাসএর প্রশ্ন আসতে পারে। তারপর ট্রেড ইউনিয়নএর কাছে আমার নিবেদন হচ্ছে, তাঁরা কেন আসুন? সবই যদি সরকারের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত

হয়ে বসে থাকেন, তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কেন আছে? আমি আজকে বলছি—ট্রেড ইউনিয়নএর যা পার্ট তা তাদের প্লে করতেই হবে। শ্রমিকদের যেসকল দাবী তা আইনসম্মতভাবে, লেজিটিমেট মিনসএর দ্বারা নিশ্চয়ই সর্বজনের সামনে তুলে ধরতে হবে। আজকে চা ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে বলতে পারি, একথা ভুললে চলবে না যে পশ্চিম বাংলা ছাড়াও আসাম প্রভৃতি আরও তিন-চারটা রাজ্যে চায়ের ইন্ডাস্ট্রি আছে। সুতরাং আজকে যদি বাংলাদেশকে পৃথক করে, সেখানে চায়ের জন্য মজুরী ধার্য করে দেওয়া হয়, তাহলে তারজন্য পশ্চিম বাংলায় চায়ের দর অন্য জায়গার তুলনায় বেড়ে গেলে, সে অন্যান্য জায়গার সংগে প্রতি-যোগিতায় দাঁড়াতে পারবে কি না, এবং তার জন্য তার ক্ষতি হবে কি না সেটা দেখা দরকার।

[7-50—8 p.m.]

আজকে তেমনি সেখানে যেখানে মিনিমাম ওয়েজ হয়েছে তার ক্ষেত্র আমরা বাড়িয়ে চলেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে অনেকের কথা বলা হল কিন্তু সেই দরিদ্র কৃষি শ্রমিকদের কথা একবারও বলা হল না; যেহেতু তারা সংঘবদ্ধ নয় সেহেতু তারা ভোটের সময় সাহায্য করতে পারবে না, কাজেই বিরোধীপক্ষ থেকে তাদের কথা বলা হোল না। আজকে এই ৩০ লক্ষ শ্রমিকের কথা আমরা ভুলতে পারি না। আজকে আমরা চাই সকল দিক থেকে বেতন যাতে ঠিকমত বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেতন নির্ধারিত হউক এইটাই আমরা চাই। সেইজন্য আজ আমরা মিনিমাম ওয়েজ কমিটি করেছি। ওয়েজ বোর্ড যদি আমাদের হাতে হোত তাহলে আমরা করে দিতাম। আজকে এখানে ওয়েজ বোর্ড অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে বলেছেন। কটন টেক্সটাইল সম্পর্কে আমি জানি। আমি বম্বে গিয়েছি, আমেদাবাদে গিয়েছি, সেখানে অনুসন্ধান করেছি, সেখানে বম্বের শ্রমিকরা বাংলার শ্রমিক থেকে বেশি টাকা পায়। তার জন্য শুধু বাঙালী শ্রমিককে দোষ দেওয়া যায় না। বম্বেতে, আমেদাবাদে যে নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সেই নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি এখানে ব্যবহার না করলে এখানে কি করে বাড়বে। যদি আপনাকে পাতলা কালি এবং ভোঁতা কলম দেওয়া যায় তাহলে কি করে আপনার লেখা ভাল হবে। সেইজন্য আজকে বাংলার কথা ভাবতে হবে। বিশেষ করে পশ্চিম-বাংলায় যে কয়েকটা প্রধান শিল্প আছে, যেখানে ৫ লক্ষ লোক কাজ করে তা হোল চা এবং পাট। এদের বাজার বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষেও নয়। তার বাজার ভারতবর্ষের বাইরে। কিন্তু বম্বেতে প্রধান শিল্প হোল কাপড় এবং তার বাজার ভারতবর্ষে। তার দাম চড়ে গেলেও ভারতবর্ষে তার বিক্রি হবে। কিন্তু চা এবং পাটের দর যদি বেড়ে যায় তাহলে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটএ তা কমপিট করতে পারবে না এবং তার ফল ভাল হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন অনেক সময় আমরা ভাল করতে গিয়ে মন্দ করি। আজকে নর্মসএর কথা উঠেছে। আজকে কৃষি মজুরদের কথা ভাবতে গিয়ে সেই হিসেবে যদি বেতন বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে আমার আশংকা আছে বহুক্ষেত্রে কৃষির পক্ষে মজুরি পাওয়া সম্ভব নয়। তেমনি আজ নর্মসএর উদাহরণ দিলেই হবে না, আজকে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে দেখতে হবে যে তার কি ক্যাপাসিটি আছে। আজকে যারা মিনিমাম ওয়েজ কমিটিতে বেতন নির্ধারণ করেন তাঁদের কাছে আমার সমস্ত সমস্যাটা পাঠিয়ে দেই। তারা সেগুলি বিচার করে যেখানে যেমনভাবে করা দরকার তাই করেন। হয়ত আজকে বম্বের মত বেতন বৃদ্ধি করা যায় নি বা যারা কাপড়ের কলে কাজ করে—কিন্তু আগে তাদের যে বেতন ছিল তার চেয়ে বর্তমানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখেছি যে একটা আইন হলে পর তার ব্যাখ্যা হয়। এই আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে যদি কখনও বিরোধ হয় তাহলে সেই বিরোধ নিষ্পত্তি করার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে। যদি এখানে প্রয়োজন হয় যে ট্রাইবুনাল যে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে তা আমাদের মনঃপূত হয় নি তাহলে সেখানেও আমরা তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। এখানে অনেকেই ট্রাইবুনালএর সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলেছেন সে কথা আমরাও চিন্তা করছি। আমরাও চাই সার্ভিস প্যানেল থেকে ট্রাইব্যুনালএর মেম্বর হোক। আমরাও চাই যে পেলে পর হাই কোর্টের জজকে নেওয়া হবে। আমরা এই বিধানসভায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্টএর সংশোধন করেছি যাতে করে সার্ভিস জাজেস যেতে পারে এবং আমার আশা অদূর ভবিষ্যতে সার্ভিস জাজ আনতে পারব। আজকে কথা উঠেছে যে ট্রাইবুনালএ বিলম্ব হয়, সেই বিলম্বকে যাতে করে ত্বরান্বিত করা যায়, দূর করা যায় তার চেষ্টা করছি। সেইজন্য আজকে যাতে করে বিরোধের সংখ্যা কমে সেই দিকে লক্ষ্য

করছি। বিরোধের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় এবং সেই সংখ্যার সঙ্গে যদি ট্রাইব্যুনাল তাল রাখতে না পারে তাহলে তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করা যায় না। সেইজন্য যাতে বিরোধের সংখ্যা কমে সেই দিকেই আমরা লক্ষ্য রাখছি।

বিরোধের সংখ্যা যদি ক্রমাগত বেড়েই যায় ট্রাইব্যুনালএর সংখ্যা যদি পাল্লা দিয়ে না বাড়ান যায়, তাহলে বিরোধসংক্রান্ত কেস নিষ্পত্তি করা যাবে না। সেজন্য যাতে বিরোধের সংখ্যা কমে সেদিকে লক্ষ্য রাখছি। এখানে কেউ কেউ বলেছেন কনসিলিয়েশন কোথাও কোথাও তাড়াতাড়ি করা হয় কোথাও দেরি হয়, নিশ্চয়। আমি তো বলে দিয়েছি একবার যখন এল না, দু'বারেও এল না—তিনবারেও যখন এল না তখন ৪র্থ বারে বসে না থেকে কনসিলিয়েশন অফিসারকে পাঠিয়ে দেবে, আর কোথাও কোথাও বিলম্ব করলে ফল ভাল হয়—ক্যালকাটা পোর্সেলেনএ ধর্মঘট মেটাবার জন্য ৫ দিন চেষ্টা করেছি। অন্যভাবেও ধর্মঘট মেটান যায় কিন্তু এতে শ্রমিকপক্ষের যে মোনভাব প্রকাশ পেয়েছে তা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। তারপর লেবার পলিসি সম্বন্ধে বলা হয়েছে আমরা না কি মালিকপক্ষ ঘেঁষা। একথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। মালিকপক্ষ যে পত্র পাঠিয়েছে সে যদি পড়ে দিই তাহলে বুঝবেন আমরা কোন পক্ষের নই। কারও প্রতি আমাদের বিরাগ নাই, কারও প্রতি আমাদের অনুরাগও নাই। আমাদের অনুরাগ আছে আমাদের আদর্শের প্রতি—আমাদের নীতির প্রতি। একথা ভুললে চলবে না যে শ্রমিকের বিরোধ সরকারের সঙ্গে নয়, মালিকের বিরোধ সরকারের সঙ্গে নয়। মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের বিরোধ। সরকার সেই বিরোধ অবসানের জন্য চেষ্টা করে চলেছে। এতে কোথাও যদি কোন দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে থাকে তাহলে তা নিন্দনীয়। আমরা কার্যক্ষেত্রে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাই। এখানে জনৈক সদস্য কোন অফিসারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একথা বলতে পারি আমাদের বিভাগের কোন কর্মচারী যদি দোষ করে থাকে ত্রুটি করে থাকে তা সর্বদা আমি সংশোধন করতে চেষ্টা করবো কিন্তু যারা কর্তব্যপরায়ণ তাদের আমি সমর্থন করি। এখানে ট্রাম ধর্মঘটের কথা উল্লিখিত হয়েছে, মাননীয় সদস্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসএর নিয়ম হচ্ছে ধর্মঘটের নোটিস দিলে পর তাদের মধ্যে হয় মীমাংসা করে দিতে হবে নইলে কেস, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটের বিষয়বস্তু ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হবে। আমি পুরানো কথা তুলতে চাই না, সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই এই ধর্মঘট যেভাবে অবসান হয়েছে, আমি মনে করি সেটা সঙ্গতই হয়েছে। ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়ে দিয়ে যে আশা ছিল তা পূর্ণ হয় নি, কলকাতার যাত্রীসাধারণকে ট্রাম বন্ধ হওয়ার দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি নি, আমরা পারিনি ১০ হাজার শ্রমিকদের ধর্মঘটের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে, আমরা পারি নাই বহু লক্ষ টাকা যা অপচয় হয়েছে তা বাঁচাতে—কিন্তু এটা আমি কখনো মনে করি না যে, শ্রমদপ্তর কোন অন্যায় করেছে। তাহের হোসেন সাহেব বার্ণপুরের কথা উল্লেখ করেছেন। একথা আমি বলতে চাই কারও সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। কাউকে আমি চোখে দেখি নি—দেখবার আশাও করি নি। তাহের হোসেন সাহেব বোধহয় জানেন না যে যা আমরা ন্যায় বলে মনে করি সঙ্গত বলে মনে করি মালিক পক্ষ যেই হোন-না-কেন তাঁদের কিছু করতে আমাদের হাত কাঁপে না। তিনি শুনলে খুশি হবেন যে শ্রমমন্ত্রীরূপে আমি হাতেখড়ি করেছিলাম দুটি কেস ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়ে। একটি হল বার্ণপুরের মার্টিন বার্ণের কেস আর একটি হল হিন্দ মোটরস কেস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যেহেতু বলা হয়েছে আমরা নাকি মালিকের ক্রীতদাস—তার তীব্র প্রতিবাদ করি—হিন্দ মোটরস কাদের? বিড়লাদের এটা আপনারা জানেন। মাননীয় সদস্য জানেন এই হিন্দ মোটরস যে-কোন কারণেই হোক ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইব্যুনাল থেকে বাদ পড়ে গেছল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তর যখন বিচার করে দেখল ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করে তখন সেখানে সে কেস পাঠিয়ে দিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগুলি কি মালিক প্রীতির পরিচয়? শ্রমদপ্তর মালিকের ক্রীতদাস—একথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি—আর একথা সকলেই জানেন—

[8—8-10 p.m.]

এই কথা বলে শেষ করতে চাইছি যে, শ্রমদপ্তর যে কাজ করতে চায় সেকাজ একা করা যাবে না। সেকাজ করতে গেলে শ্রমিক মালিক উভয়েরই সহযোগ আবশ্যক, একথা বারে বারে বলা হয় যে শান্তি আমরা চাই। কিন্তু এ শান্তি একতরফা হয় না। শান্তির জন্য দুই পক্ষ থেকেই

চেষ্টা করতে হবে। আজ নৈনিতাল সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেই সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষকে এবং প্রয়োজন হলে সরকারপক্ষকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। আজ এই কথা বলে শেষ করতে চাইছি যে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সেখানকার শ্রমিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। সেই চুক্তিবদ্ধ হতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক মতবাদ তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে নি। জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসএর মালিক লালা শ্রীরাম। সেই জয় ইঞ্জিনীয়ারিংতে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সেখানকার ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে তাঁর আটকায় নি। তাই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, কোন কাজ না হওয়ার জন্য যদি শ্রমদপ্তরেরই নিন্দাবাদ করা হয় তাহলে কাজ হতে পারে না। সেজন্য মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষ উভয়েরই দায়িত্ব আছে।

আজ দেখতে পাচ্ছি পশ্চিম বাংলায় শ্রম সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ব্যবসায়ী সম্মেলনে এসে যে কথা বলেছিলেন সেই কথার পুনরুক্তি কোরে আমি শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন আজ বাংলাদেশে শ্রমিক সম্পর্কের অবস্থা অন্য রাজ্যের তুলনায় খারাপ নয়, এবং সেই অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশের কোন শিল্পকে কখন বাংলাদেশের বাহিরে নিয়ে যাবার কোন কারণ ঘটে নি।

এই কয়টি কথা বোলে আমি সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker: Save and except cut motion No. 14, VII of Supplementary List No. V and No. IX of Supplementary List, V, I am putting the rest of the cut motions to vote.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jamadar Majhi that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagadananda Roy that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagat Bose that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchugopal Bhaduri that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharjee that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab Shaikh Abdulla Farooquie that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satkari Mitra that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab Taher Hossain that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Turku Hansda that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Banarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31. Major Head "47—Miscellaneous Departments (Excluding Fire Services)" be reduced by Rs. 100, was then put and a Division taken with the following result:

AYES—50.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—128.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudhirani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakal

Mazirruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Muhammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 50 and Noes 128, the motion was lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments (Excluding Fire Services)" be reduced by Rs. 100, was then put and a Division taken with the following result:

AYES—50.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—128.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath

Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. [illegible]
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 50 and Noes 128, the motion was lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments (Excluding Fire Services)" be reduced by Rs. 100, was then put and a Division taken with the following result:

AYES—50.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitta
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti

Chagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Gupta, Sj. Sitaram
Haldar, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—12[illegible].

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. S. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jamadar
Hansda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Sudhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive

Piatel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Ananditall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 50 and Noes 128, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that a sum of Rs. 1,48,82,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments (Excluding Fire Services)" was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 8-10 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 6th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

roceedings of the West Bengal L[illegible] A[illegible] [illegible]
under the provisions of the C[illegible] of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the [illegible]th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 203 Members.

[3—3-10 p.m.]

Statement regarding a newspaper report concerning students' participation in politics.

Mr. Speaker: Gentlemen, honourable members will know that there are no questions today. Before I call up the Grants I wish to give some information to the House regarding something which has appeared in a newspaper attributing some remarks to myself. It is a long article which I do not propose to read. It is only one line which concerns the House and I will read the line—

'বিধানসভার অভ্যন্তরে প্রাচীন নেতারা কিভাবে উস্কানী দেন তা দেখে অবাক হতে হয়'

Therefore, it will not only be a reflection on the members of the House as a whole but with particular intensity on

প্রাচীন নেতা

that is to say my honourable friends Dr. Prafulla Chandra Ghosh and others who come under that category. Dr. Ghose drew my attention to this particular line and he contacted me. I immediately assured him that if I hold anybody in respect I hold him in respect as a senior parliamentarian of this House and all members generally and it was farthest from my mind to make any reflection against the members of the House, because it recoils on me, because I am the Speaker of the House. Anything that I say about the members of the House relates also to me. All that was intended to be said in that particular case was that students would do well to dissociate themselves with all political parties, no matter which political party it is. It is a very hard life today. A lot more application, a lot more education is necessary and if students become political tools, it will be very harmful so far as their own interests are concerned. It was never intended to make any reflection against the members of the House—junior, senior, new-comer, older or anybody, and Dr. Prafulla Chandra Ghose was perfectly satisfied when I explained the position to him and he was kind enough to say that that would be all right.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Thank you, Sir, for making this statement.

Mr. Speaker: If it was misquoted, as a matter of fact I never intended to say so. In a speech people are liable to be misunderstood.

Reply by the Governor of West Bengal to the Address presented to her by the Assembly.

Mr. Speaker: The following letter has been received from the Governor of West Bengal:—

RAJ BHAVAN, CALCUTTA,
The 27th February, 1959.

"MEMBERS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY,

I have received with great satisfaction the respectful expression of your thanks for the speech with which I opened the present session of the Legislature.

PADMAJA NAIDU,
Governor of West Bengal."

Chief Minister's reference to the Press.

Mr. Speaker: I will say something to the honourable members of this House. It is a matter of very great consequence and I would expect every honourable member to give all the attention that they can, because it is a very serious matter which has been placed before me for my decision, and I can assure you that I am doing my very best to look into the matter and come to a right decision. You may remember that Dr. B. C. Roy, Chief Minister, in the course of his winding up speech made a reference to the Press. You may remember that generally and I have received naturally enough a letter written by the Calcutta Press Club under the signature of Shri Sudhir Chakravarty, Secretary. He says this: "The attention of the Calcutta Press Club has been darwn to the statement of the Chief Minister, Dr. B. C. Roy, on the floor of the House and published in different newspapers this morning in which Dr. Roy had said: 'If the press people behave as they are behaving, if they publish a paper which is full of mistakes, uncertainties and untruths, I have a right to look at them from a different angle'. As the 'press people have no opportunity to'...gentlemen, kindly take into consideration these words "defend themselves on the floor of the House, we would, through, you, Sir, like to convey to the House that the Chief Minister's statement is absolutely incorrect and without any foundation. Accredited press reporters, who visit Writers' Buildings, do not publish any newspaper. We also do not know of any paper in Calcutta which is 'full of mistakes, uncertainties and untruths.' It is regretted that the Chief Minister should have made a sweeping remark affecting the professional conduct of a class of journalists without ascertaining facts. Thanking you, etc." This is the letter that has been written to me. This letter was addressed to me and I have immediately brought this before you. I think you will all appreciate that whatever has been said it may have been said rightly by the Chief Minister or it may not have been said rightly by the Chief Minister. I have not yet made up my mind one way or the other, but I realise the importance of the matter because today the press is resenting that enough has been made against them. Taking the whole thing into consideration if the press is entitled to protection why not each and every individual, each and every individual is also entitled to the same amount of protection. If the ordinary people who is not associated with the House is not entitled to any protection the press is also not entitled to any protection. I am giving my most careful consideration to the contents of the letter written by the press and, gentlemen, I propose to give a strong ruling in the matter. I do not know what the ruling is going to be as the letter was handed over to me yesterday, but having regard to the importance of the matter I am giving the information to the House. I may tell you that I was apprehensive of this always. If you make a remark against a third party who is not a member of the House, who cannot defend himself, the difficulty of the Speaker is very great, the difficulty of the members is very great and the difficulty of the party which is attached is also very great. I see the difficulty of the press. The press has no voice inside this House. The press must speak through me or through you. Gentlemen, this is a very serious matter. What I have been apprehensive all the time has at last come into being. I will give the ruling on this point, but I am informing the House as to exactly how the matter stands. I cannot overlook this matter because this letter is of great consequence.

Sj. Deben Sen:

এখানে আমার একটা নিবেদন করার আছে—যেহেতু আপনি এখনই রুলিং দেন সে হেতু আপনার রুলিং......

Mr. Speaker: I have to:

Sj. Deben Sen:

আপনার রুলিং দেবার আগে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে ইন্ডিভিজুয়াল এবং প্রেসকে সমপর্যায়ে যেন ফেলা না হয়।

Mr. Speaker: A may tell you Mr. Sen that I have not made up my mind. Press means something which you understand and I understand. Then there are other independent associations not individuals but associations. Such things came out in the past before the Speaker and rulings are there. However, I will do my very best, according to the best of my ability. I do not claim more ability than I possess.

Sj. Deben Sen:

আমার নিবেদন এখনও শেষ হয় নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস দেখা। সুতরাং আমরাও প্রেস সার্ভিসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড। কাজেই সেই দিকটাতেও আপনাকে একটু দৃষ্টি রাখতে বলছি।

[3-10—3-20 p.m.]

Mr. Speaker: Mr. Sen, I am very grateful to you because that also shows the point of view which I will bear in mind when I come to give my decision.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I would like to request you not to treat the press, in your judgment, on the same level as a private individual.

Mr. Speaker: The point is this. If anybody is vigilant and careful about public rights. I can assure you that your humble Speaker is one such. But remember that an individual and an association stand on the same footing in a court where libel is to be decided. As a matter of fact, I have been anticipating this trouble. Dr. Prafulla Chandra Ghose has always stood by me because he has always said that the House should not be made a place for ventilation of private grudge against an individual—here we should talk of principles only and nothing else.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Heads: 7—Land Revenue, etc.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, on the recommendation of the Governor, I move that a sum of Rs. 6,14,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zamindary System".

Sir, before I deal with some of the important problems that are facing the countryside in West Bengal today, I would like, first of all, to give the House a broad picture of the income and expenditure of my department. This year the revised estimate, as compared with the budget estimate, shows an increase of Rs. 68 lakhs 53 thousand in receipts. The increase is due mainly to anticipated better collection. Receipts in the next year's budget stand at Rs. 6 crores 68 lakhs which is, more or less, the same as the figure estimated in the revised budget this year. Coming to the expenditure side, I need mention only the few important items that would be of interest to the members of this House. In this year's budget estimate, payment of compensation to ex-intermediaries stood at Rs. 1 crore 50 lakhs and against that, I may mention that we have, up to 31st January, 1959, already paid Rs. 1 crore 28 lakhs. This brings our progressive total to

Rs. 2,83,24,000. Next year, the budget estimate on this head stands at Rs. 1 crore 50 lakhs. We are thus progressively making more and more payment particularly to those small intermediaries who are suffering great hardship because of zemindari abolition. Another heavy item of expenditure in our budget is the cost of collection. The relevant figures are Rs. 1 crore 54 lakhs in 1957-58 and Rs. 2 crores 12 lakhs for the next year. Sir, it has sometimes been argued in this House by different members of the Opposition that the cost of collection is perhaps heavy. Sir, If you look at the figures, you will find that the argument does not hold ground. The figures will show that our cost of collection is going down because in 1957-58 the cost of collection was 24.9 per cent., in the revised estimate for the current year it has come down to 22 per cent. and in the budget for the next year it is 20.8 per cent.

Another item is the cost of survey and settlement operations. The relevant figures are Rs. 1 crore 54 lakhs (actuals) in 1957-58, Rs. 1 crore 22 lakhs in the revised estimate this year and Rs. 67 lakhs in the next year. We hope that the major portion of settlement operations would be over next year and expenditure will very substantially come down from the year after next.

I now turn to some of the important problems.

The object of land reforms was to abolish parasitism and to establish a progressive land system where by the principle mainly followed was that the tillers would get the land. We are making strenuous efforts to make progress in this direction, but I must admit that for the last two years we were too much involved in legal and administrative preliminaries such as finalisation of Settlement operations, taking possession of vested lands, enforcement of ceiling with a view to redistribute land and so on. I may mention in this connection that while the rest of India is now yet debating the question of imposing ceiling on land holding, West Bengal has already done this and gone far ahead in this connection. Now we have made good progress in this direction. I have given this House, from time to time, figures of agricultural land actually taken possession of. I use the word "agricultural", because if we take into account the forest lands, non-agricultural lands and other types of lands that have vested in the State, the figure will increase very greatly. I am here confining myself entirely to agricultural land. I have given this House, from time to time, figures of agricultural land actually taken possession of. Last year, I reported that it was round about 60,000 acres. I am glad to report to the House that at the present moment that figure stands at 1,22,811 acres. This figure, I am confident, will go up progressively, as possession of more and more land is taken. We have directed our officers to make all-out efforts to quicken the process of taking possession, for unless we can take possession under section 10(2) of the Estates Acquisition Act, there cannot be any redistribution of land. Legal difficulties are of course yet standing in our way to a considerable extent: civil suits are yet pending, hearing under section 44(2a) is yet to be completed. I must say that unless these difficulties are solved, full possession cannot be taken. We are making all possible efforts to dispose these of, but it would yet take some time. However, from the figures that I am placing before the House from time to time it will be seen that we are making steady progress in getting surplus agricultural land and the criticism that the Opposition members so often make that we will get no land, will, I am confident, not come true.

Now, Sir, having more than 1 lakh acres of surplus land in our hand, I feel that time has now become ripe for starting land distribution. Hitherto, we have been settling these lands on a year-to-year basis with the ex-*bargadars* at the rate of Rs. 10 per acre. It is my personal feeling

that the sooner we have an established land system, the better for the country. It is, therefore, being contemplated that we shall start land redistribution from this year. Many important questions require to be decided in this connection. Sir, the Congress resolution passed at Nagpur gives two important directives to us, viz., (1) *bargadars* and landless labourers are to be given land; as also those who possess small quantity of land; and (2) they should be given land on a co-operative basis. I posed this question to the House last year: whom are we to choose? The *bargadars* or the landless day-labourers or both. On any computation there would not be enough surplus land to go round. What shall we do in these circumstances? Shall we concentrate entirely on *bargadars* or consider the case of landless labourers as well? I want this House to deeply examine this problem and to help us with constructive suggestions. Sir, it is also being discussed at Governmental level whether surplus land should not be settled unless the people form themselves into co-operatives.

[3-20—3-30 p.m.]

I do not want to commit myself at this stage, but it is abundantly clear—even the Land Reforms Act gives indications in this respect—that preference should be given to co-operatives. This again raises many questions. For instance, what would be the degree of co-operation? Whether they would be in the nature of joint farming or mutual aid societies or should the individual ownership of land completely merge in the co-operative? These are some questions which are engaging the attention of the Government and it is expected that decisions would be taken soon. It would really be helpful for us in taking the decisions if suggestions are received from honourable members of the House no matter to whichever party they belong.

Now I come to the question of payment of compensation to the ex-intermediaries. Voices are sometimes raised in this House in favour of the small intermediaries and I am completely at one with those who plead the case of the small intermediaries. I know of the hardships they are undergoing and I fully feel for and sympathise with them. In order to give relief to such intermediaries and to ensure quick payment to such intermediaries and thus lessen their hardship we have decentralised our work and the Collectors have been authorised to sanction ad-interim and special payment of compensation up to Rs. 5,000 in each individual case. Similarly, the Divisional Commissioners have been authorised to sanction such compensation up to Rs. 10,000 and the Board of Revenue up to Rs. 20,000 in each individual case. But honourable members will realise that this is by way of ad-interim relief. They are naturally anxious to know when we shall start paying final compensation. The honourable members must have observed that elaborate change of procedure for assessing final compensation roll has been proposed in the Estates Acquisition (Third Amendment) Bill that is already before the members. In anticipation of the approval of this House, we are already taking action on those lines and organising camps accordingly and we have asked our officers to go ahead with the preparation of compensation rolls. I may also tell the House that in the case of smaller intermediaries, i.e., those who have no extensive properties and are more or less confined to one or two mouzas, preliminary assessment roll is becoming almost ready in some of the districts. These would be published, objections invited and hearings given as soon as the Third Amendment Bill is passed into law. The sooner the Bill is passed into law, the better for the small intermediaries.

As regards progress of Settlement operation, I would like to inform the House that the final publication of the record of rights has already been completed in all the districts except for the areas ceded from Behar. We have, however, received about 16 lakh applications under section 44(2)(a) of

the Estates Acquisition Act. For the purpose of disposing of these applications camps have been opened and a large number of them are already in operation. No effort would be spared to dispose of these applications within the minimum possible time At the same time, in accordance with the assurance I gave this House last year, these camps have been put in charge of fairly high level officers, though shortage of these officers has become an acute problem with us. All efforts are being made to check corruption and full enquiries are being conducted whenever allegations are received.

Now I come to the most vital question of *benami* transfer of lands. As the House knows, such cases are being dealt with under section 5A of the Estates Acquisition Act. I consider this to be a most vital problem, for unless we can check evasions of law, sufficient lands would not be forthcoming in the hands of the Government and proper distribution cannot take place. As I have informed the House from time to time, a very large number of cases were started under section 5A of the Estates Acquisition Act which deals with such *benami* transfers. But I must say that though our officers have bestowed meticulous care in unearthing the frauds on law and many cases have been so unearthed, yet the existing laws and collusive documents may have in a number of cases frustrated the real operation of the law though it also should be remembered that in many cases allegations of *benami* transfers have been found to have no basis at all after thorough investigation by Settlement Officers. As leaders of all the parties in this House are aware I have felt the need of strengthening the section and I have written to them asking for suggestions Some suggestions have already been received and these are being examined.

The problem of eviction of *bargadars* specially in some districts of the State as a corollary to the problem of *benami* transfers of land is being referred to me very often by the honourable members of the Opposition. It is stated by them that there has been almost a concerted attempt on the part of the *jotedars* to evict the *bargadars* from their lands. I have myself stated that I am not fully satisfied with the working of section 5A and Government are already thinking of what should be done in the matter. Personally, I am in full sympathy with the *bargadars*. Sir, we have been keeping a keen watch about them. We have also taken some steps to provide safeguards for *bargadars* until the disposal of the section 5A cases, Provision was made in the *Bargadars* Rule authorising the *bhagchas* officers to stay proceedings before them in respect of cases either for the eviction of *bargadars* or for the allocation of shares. No provision was made for stay of proceedings in respect of cases where threshing and storing of the produce was the issue. This created a difficulty and there were also difficulties experienced by *bargadars* because the bhagchas officers were not authorised pending disposal of section 5A cases to hand over the *bargadars'* share for their use. Government have recently provided for this also and the *bhagchas* officers may now distribute the *bargadars'* share to them and also take steps for threshing and storing where difficulties are sought to be created by *jotedars*. And this may be of great interest to the honourable members of this House to know that I have also collected information on the filing of cases before bhagchas officers and I find that the filing for eviction cases is less in 1958 than in 1957. I have got here all the figures but I need not read out that long table. There might be some increase in view of the fact that section 44(2a) cases have not yet been disposed of. I can assure the House that all necessary steps would be taken in this regard and I also think that there should not be any unnecessary agitation. Any attempt to encourage the corresponding parties to take the law in their own hands will benefit nobody. I am sure that this matter will be discussed

As the honourable members know a large number of embankments previously owned by intermediaries have now vested in the State. The intermediaries neglected these and as a result there were periodical breaches in the embankments. Repair works of these embankments are now being done in a planned manner by this Department apart from those maintained by the Irrigation Department. Expenditure in this connection increased from Rs. 1,90,000 in 1955-56 to about Rs. 23,00,000 in 1957-58. In the budget year 1959-60 a sum of Rs. 83 lakhs there has been a rise of almost 83 times—from Rs. 1 lakh to Rs. 83 lakhs, has been provided for the work. We are glad to report that the situation can fairly be considered to have improved. The number of breaches in Sundarban area was 198 in 1957-58. The number of breaches last year was only 12 and that too of a minor character.

As the honourable members are already aware it was a practice in the Sundarban areas and elsewhere to convert agricultural lands into fisheries by letting in saline water by cutting embankments. For this reason the West Bengal Agricultural Lands and Fisheries (Acquisition and Resettlement) Act was passed in the House which provides for the acquisition of such agricultural lands with a view to reclaiming and resettling them with *raiyats*.

[3-30—3-40 p.m.]

For this purpose a number of notifications have already been issued for acquisition of such lands and more are being issued. I can assure this House that it is the firm intention of the Government to put a stop to this evil practice which has brought untold misery to the cultivators of these areas, particularly the Sundarban area. I should like to mention here another important matter with which my department is concerned. The big increase in the volume of lands acquired under the different Land Acquisition Acts has posed another big issue. In view of the progressive development of industries both in the public and private sector and the need for rehabilitation of refugees as far as possible within the State large tracts of land have had to be acquired for this purpose and this causes hardship to the people who lose their lands. They suffer more if compensation payment is delayed. I must state that we are making efforts for expediting the payment of compensation for acquisition of lands and I am happy to be able to tell the House that during the three years ending 31st March 1958 for which the total figures are available the payment of compensation on account of acquisition of land increased from 2 crores 32 lakhs in 1955-56 to 4 crores 17 lakhs in 1957-58. It is expected that the progress will be maintained during the current year also. I shall not refer on this occasion to the details of the Estates' Acquisition (Third Amendment) Bill that is before the House and it will come up shortly for discussion. I have already mentioned that there are some important procedural changes and some important changes in policy. I hope that the bill will be seriously considered by the House and passed very early though it is proposed that the bill will be referred to the Select Committee, because I have thought that such an important bill should go to the Select Committee. If this bill is soon passed into law, we hope we shall be able to expedite compensation, finalise compensation boards and to make progress in many other directions the lack of which are creating difficulties for us in our work at the present moment. There are one or two other topics I would like to refer. But I have deliberately refrained from referring to them. I shall discuss them, if necessary, in the course of my reply to the cut motions.

[**Mr. Speaker**: All the cut motions are taken as moved]

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2. Major Heads "7-Land

Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhuban Chandra Kar Mahapatra: Sir, I beg to move that the Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu. Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagadananda Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Jamadar Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs 100.

Sj. Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sisir Kumar Das: Sir I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Turku Hansda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7-Land Revenue and 65-Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, বাংলা সরকারের জমি সংস্কার নীতির যে প্রস্তাব তা গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের পক্ষে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তাঁদের যে ভূমিনীতি এই নীতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে পশ্চিম বাংলার খাদ্য উৎপাদন অত্যন্ত আঘাত খাচ্ছে—সেই সময়, ঠিক যে সময় এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মাননীয় মন্ত্রী তাঁর আত্মসন্তুষ্টির রিপোর্ট পেশ করছেন। যদি বিমলবাবু কৃতিত্ব নিতে চান এই বলে যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এর চেয়ে আরো খারাপ কাজ করেছে, তাহলে আমার বলার কিছু নাই। কিন্তু যেখানে এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আগেকার রাজস্বমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন—তখনকার খাতাপত্রের হিসেব অনুযায়ী যে জমিদারদের কাছ থেকে ৬ লক্ষ একর চাষের জমি উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে—তখন তিনি সেখানে ৪ বছর পরে শতকরা ষোল ভাগ আজ সরকার হাতে পাচ্ছেন আর ৮৪ ভাগ কার্যত খুইয়ে ফেলেছেন। এই যেখানে অবস্থা—সেখানে অন্ততঃ বাহবা নেবার চেষ্টা করা উচিত ছিল না। কার্যত যা দেখা যায় তাতে আমরা কি দেখতে পাই? জমির যারা একচেটিয়া মালিক তাদের সেই একচেটিয়া অধিকার ভাঙ্গা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখতে পাই গ্রামাঞ্চলে ৭ লক্ষ বর্গাদার পরিবার অসহায় অবস্থায় কষ্টের মধ্যে বাস করছে। তৃতীয়ত গরীব এবং জমিহীন কৃষকদের দুঃস্থতা এই কয় বৎসরে আরো বেশি বেড়েছে। যাঁরা গ্রামে যান তাঁরা বুঝতে পারেন অঙ্কের হিসেব দিয়ে তা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। চতুর্থতঃ দেখতে পাই বেশির ভাগ এইসব রায়ত ও প্রজাকে খাজনা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় নি। বরং তার বোঝা বেড়েছে। ৫মত দেখতে পাই ছোট ছোট জমির মালিক যারা তাদের মধ্যে অস্বস্তির ভাব বাড়ানো হয়েছে। বর্গাদার ও ছোট মালিকদের সম্পর্ককে অত্যন্ত কলুষিত করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে খাদ্য সংকট বাংলাদেশে দিন দিন বেড়ে চলেছে। গত ৪ বছরের হিসেব যদি দেখেন দেখবেন তুলনামূলক ভাবে নিলে, যে অ্যাবসলিউটলি খাদ্যের উৎপাদন কমে গিয়েছে। যদি জমির একচেটিয়া অধিকার নষ্ট করা না হয়, যদি বেশির ভাগ কৃষককে আশ্বস্ত করা না যায়, যদি তাদের জমিহীনতা কমানো না হয় তবে শুধু জাপানী মেথড বা চাইনিজ মেথড আমদানি করে দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যাবে না। চাষের ব্যাপারে মানুষের শ্রম সবচেয়ে বড় মূলধন। সেটা যদি নষ্ট হয় কি করে চাষের উন্নতি করা যাবে? আর চাষের উন্নতি না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ প্রত্যক্ষই দেখা যায়। যে সব লোকের হাজার দু' হাজার, পাঁচ হাজার বিঘা জমি রয়েছে তা থাকা সত্ত্বেও তারা কি উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে থাকে? বর্তমানে দেখা যায় একচেটিয়া অধিকার নিয়ে বাজারে কৃত্রিম ঘাটতির সৃষ্টি করে শহরাঞ্চলে মুনাফাখোরের দল, এই জন্যই জমির একচেটিয়া অধিকার ভাঙ্গার দরকার ছিল। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করব তিনি যে হিসেব দিয়েছেন ১ লক্ষ ২২ হাজার একর বলেছেন কালচারেবল ল্যান্ড, তাহলে ৬ লক্ষ একরের বাকি জমি গেল কোথায়? আপনারা জানেন সরকার থেকে ৬ লক্ষের হিসেব যখন দেন তার মধ্যে জমিদারেরা কৃষি আয়কর ফাঁকি দেবার জন্য অনেক জমি বেনামী করেছিলেন তা সত্ত্বেও ঐ ৬ লক্ষ একরই ধরে নেওয়া যাক, এই জমি গেল কোথায়? সকলেই জানেন—জমিদারেরা কিভাবে বন্দোবস্ত করে বেনামী বিক্রয় করে, আমলনামা দিয়ে, দানপত্র করে অপর্যাপ্ত জমি লুকিয়ে ফেলেছে। মহিষাদলের রাজ এস্টেটের অন্ততঃ ৭।৮ হাজার বিঘা খাস জমি, তাদের সেই খাস জমির ক' বিঘা জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে? মাননীয় মন্ত্রী অজয় মুখার্জির বৈবাহিক মহাশয় হৃষিকেশ ত্রিপাঠীর বিরাট জমি মেদিনীপুরে ছিল এবং মথুরাপুর, কাকদ্বীপেও এক হাজার বিঘা জমি আছে—তার কত জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে? বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট পাঁজা মহাশয়ের [illegible] পুরশুরার ৬-৭ হাজার বিঘা জমি ছিল—তার ক' হাজার বিঘা সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে?—এগুলি যদি বলতে পারেন তাহলে বুঝব সরকার কতটা অগ্রসর হয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৫(ক) ধারায় জমি সমস্ত তদন্ত করা হচ্ছে। আপনি জানেন, আমরা বার বার বলেছিলাম যদি ভূমিসংস্কার আইন কার্যকরী করতে হয় তবে এইভাবে হস্তান্তর বন্ধ করা দরকার। অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও বন্ধ করার দরকার আছে, তা তাঁরা শোনেন নি। তার ফলে এই ব্যাপকভাবে বেনামী বন্দোবস্ত ঘটেছে। তিনি ৫(ক) ধারার কথা বলেছেন—আমার কাছে যে হিসাব আছে তাতে ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৫(ক) ধারার কেসের ১ লক্ষ চৌষট্টি হাজার—কতটা কেস যা নাকি ডিসপোজড হয়ে গেছে—তার মধ্যে কটা কেস বেনামী বলে নির্ধারিত হয়েছে? মাত্র ৪ হাজার ৭৮টা কেস বেনামী বলে প্রমাণিত হয়েছে আর বাকি সকলগুলি ন্যায়সঙ্গত প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ জমিদারদের এই বেনামীগুলিকে সরকার সাহায্য করে ন্যায়সঙ্গত করছেন। যারা হস্তান্তর করেছে আর যারা গ্রহণ করেছে তারা কি ঢেরা মেরে বাজারে বিক্রয় করেছে? আর ঢেরা মেরে কিনেছে? আপনারা যে-রকমের সাক্ষী চান তাঁরা কি সেই রকমভাবে সাক্ষী ডেকে সেই বেনামী কাজগুলি করেছে? অথচ অবস্থা দৃষ্টে যেগুলি বোঝা যাবে স্পষ্টতঃ বেনামী সেগুলিও প্রতিপন্ন হল আজ বেনামী নয়, আইনসঙ্গত; মাত্র ৪ হাজার ৭৮টা বেনামী, সুতরাং কার্যতঃ বেনামী পাকা হয়ে গেল।

[3-40—3-50 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই অবস্থায় বেনামী প্রায় কার্যতঃ পাকা হয়ে গেল, আইনসিদ্ধ হয়ে গেল। এর ফলেতে উদ্বৃত্ত জমি পাবার আশা কার্যতঃ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। শুধু তাই নয় হাজার হাজার বিঘা জমির মালিকরা এখন বেনামী করে ছোট জমির মালিক সাজতে চলেছে—সব সিলিংএর কম। এইভাবে সিলিংএর কমে অনেক জমির মালিক হয়ে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করে তাদের অসহায় অবস্থায় পরিণত করছেন। এইরকম অবস্থায় যেখানে উচিত ছিল সরকারের আতঙ্কিত হওয়া সেখানে তাঁদের মধ্যে সেরকম কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নাগপুর সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন, কিন্তু সেই নাগপুর সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা যদি বাংলার কংগ্রেস সরকারের থাকতো এবং তার প্রতি যদি তাঁদের এতটুকু দরদ থাকতো তাহলে আজ আমাদের উপর ছেড়ে না দিয়ে তাঁদের যাওয়া উচিত ছিল, চেষ্টা করা উচিত ছিল যে কেমন করে বেনামী জমি তাঁরা ধরবেন। কিন্তু আমরা জানি যে তাঁরা সেখানে ধরতে যাবেন না।

বাংলাদেশের যারা বড় বড় জমিদার জোতদারের বর্গাদাররা আজ এগিয়ে আসছে বেনাম ধরাবার জন্য এবং যে জমিগুলোকে বেনাম বলে তারা সন্দেহ করছে তারা সেখানেই ধান আটকাচ্ছে এবং সরকারের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টকে বলছে যে আপনারা তদন্ত করে প্রকৃত মালিক ঠিক করুন বা নিজেরা রসিদ দিয়ে ধানের ভাগ নিন। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে আজ পর্যন্ত অন্ততঃ ৫।৬টা জেলাতে এক লক্ষ বিঘা জমির ধান এইরকম ভাবে আটকান হয়েছে। এক লক্ষ বিঘা জমির ২-৪ হাজার বিঘা জমি সত্যিই সেখানে বেনামী নয়, কিন্তু শতকরা ৯০ ভাগ যে উদ্বৃত্ত জমি সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। বরং আমাদের দুঃখ যে আরও ২।৪ লক্ষ বিঘা আমরা ধরতে পারলাম না। এখানে আমাদের আন্দোলনের হস্ত প্রসারিত হতে পারে নি এবং এই অবস্থায় বর্গাদাররা বাড়তি জমির ধান আটকাচ্ছে ও গভর্নমেন্টকে বলছে যে তদন্ত করুন। যখন ৫(ক) মামলা শেষ হয়ে গেল তখন আমরা বলেছিলাম যে আপনারা পুনর্বিবেচনা করুন এবং ধান আপনারা নিন। একথা সত্যি আমরা স্বীকার করব যে বিমলবাবু পরে অর্ডার দিয়েছেন যে ৫(ক)-এ যদি বিচার হয় তাহলে ভাগবোর্ড থেকে সেখানে বলবে যে বর্গাদাররা ৬০ ভাগ দিয়ে বাকী ৪০ ভাগ এস ডি ও-র কাছে জমা দেবে। আমি জিজ্ঞাসা করি ৫(ক)-এর কেসগুলো বিচার করার কি ব্যবস্থা হল? মাসের পর মাস গড়িমসি করে সেটেলমেন্ট অফিসে চার্জ অফিসারের কাছে যদি পড়ে থাকে এবং মামলা যদি প্রোসিড না করা হয় তাহলে কি অবস্থা হবে আপনারা কি একবার ভেবেছেন? দরখাস্ত গ্রহণ করা হচ্ছে, কিন্তু মামলা সুরু না করলে ভাগ-বোর্ড বসে থাকে। ২৪-পরগনা, মেদিনীপুরের ভাগবোর্ড কোন অর্ডার না পাওয়ার জন্য তারা জানে না যে ৫(ক)-এর মামলার কি হচ্ছে না হচ্ছে। সেজন্য আজ ভাগের রায় উচ্ছেদের রায় দিতে আরম্ভ হয়েছে। সেজন্য বিমলবাবুকে বলব যে আপনারা তাড়াহুড়া করে মামলা করুন, তদন্ত করুন তাহলেই বুঝবেন যে আপনারা অনেক জমি পাবেন। কিন্তু তা আপনারা করেন নি এবং করবেনও না। এখানে বিমলবাবুরা দেখাতে চান যে তাঁরা নিরপেক্ষ। কিন্তু আপনারা নিরপেক্ষ নন। আজ যেখানে জোতদার, জমিদার জমি চুরি করছে সেখানে বর্গাদার জমি ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ একটা মজা দেখুন যে এই যেখানে অবস্থা সেখানে সরকার বলছেন যে আমরা নিরপেক্ষ, আইন মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ এইভাবে ল অ্যান্ড অর্ডারের নামে বর্গাদারদের উপর জুলুম চালাতে হবে। শুধু তাই নয় মেদিনীপুরে মহিষাদল রাজ স্টেটে ৪৪-২(ক)-এর যেখানে মামলা হচ্ছে সেখানে সরকারের উচিৎ ছিল সাক্ষীর ব্যবস্থা করা, উকিলের ব্যবস্থা করা। কিন্তু তারা তা করলেন না। বরং যে প্রজারা দরখাস্ত করেছিল সেই প্রজাদের বলা হল যে তুমি শুধু সাক্ষী মাত্র, জেরা করতে পারবে না, উকিল দিতে পারবে না। অথচ জমিদারদের পক্ষে নামকরা উকিল দেওয়া হল, তিনি ৮ ঘণ্টা ধরে সাক্ষীদের জেরা করলেন। এইরকম যদি অবস্থা হয় তাহলে কেমন করে উদ্বৃত্ত জমি বেরুবে। কিন্তু তার কোন আশা নেই। শুধু তাই নয় কোন জমি সরকারের হাতে ভেস্ট করছে, কোন জমি করে নি তার কোন লিস্ট আজ পর্যন্ত কোন জায়গায় টানিয়ে দেওয়া হয় নি। সেজন্য আজ বর্গাদাররা বুঝতে পারছে না যে কোনটা বেনামী হয়েছে, কোনটা ভেস্ট করেছে, কোনটা ভেস্ট করে নি। এইভাবেই গ্রামে আজ একটা অনিশ্চয়তা আপনারা সৃষ্টি করছেন। শুধু তাই নয় এটা আমরা দেখছি যে জমিযায়গায় পুলিসের জুলুম এবার সুরু হয়ে গেছে। আমি ২৪-পরগনা জেলার কথা বলি—ঘনশ্যামনগরে হৃষিকেশ ত্রিপাঠী হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক, তার ধান বর্গাদারেরা পঞ্চায়ত খামারে যখন তুললো তখন পুলিশ চলে গেল এবং সেখানে ক্যাম্প বসে গেছে। সিকিউরিটি অ্যাক্টে ৩২ জন বর্গাদার এবং কৃষককে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আনা হল ডায়মন্ডহারবারে। আজও ১২ জনকে জামীন দেওয়া হয় নি, তাদের টাউন বেল দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা—কোচবিহারে বর্গাদাররা কিছু দাবি করে নি, কোচবিহারে আমাদের কৃষক-সভার আন্দোলন দুর্বল বলে আমরা সেখানে আন্দোলন করি নি যে ধানটাকে তোলো। তারা কেবল দাবি করেছিল যে ৬০ ভাগ ফসল চাই এবং রসিদ চাই। কোচবিহারের জোতদারেরা ২৪-পরগনা, মেদিনীপুরের জোতদারদের মত এতটা চালাক-চতুর হতে পারে নি, সমস্ত জমি তারা ঠিকমত বেনামী হস্তান্তর করতে পারে নি—একটু ক্রুড মেথডে তারা বেনামী করেছে। সরকারের কাছে ভেস্ট করা জমি তারা বিক্রি করে দিচ্ছে। সরকার সেখানে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? হাড়োয়ার পতাকীচরণ ভট্টাচার্য সরকারে ভেস্ট করা জমি বিক্রি করে দিল, রিফিউজি ডিপার্টমেন্টের টাকা নিয়ে। বিক্রি করল—তাকে জেলে দেওয়া হয় নি, বলা হচ্ছে প্রসিডিংস

স্টার্ট করা হবে। কোচবিহারে বর্গাদারেরা যখন জেদ ধরলো যে রসিদ ছাড়া আমরা ধান দেব না তখন জোতদারেরা ছুটলেন ডেপুটি কমিশনারের কাছে, এস ডি ও-র কাছে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার কাছে আমি অর্ডারটা পড়ে দেব—আমাদের কংগ্রেস সরকার কোচবিহারে ডেপুটি কমিশনার, এস ডি ও পাঠিয়েছেন ৩ বছর আগে, যে আইন পাশ হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না। তাঁরা অর্ডার দিলেন যে শতকরা ৬০ ভাগ ফসল চাওয়ায় রসিদ চাওয়া বে-আইনী কাজ এবং তাঁরা এলোপাথাড়ী নোটিস জারি করেছেন আন্ডার সি আর পি সি ১০৭ যে তোমরা অসন্তোষের সৃষ্টি করছো। ইংরেজ আমলের কুখ্যাত আইন স্পেশাল পুলিস কনস্টেবল পুলিস অ্যাক্টে নোটিস জারী হয়ে গেল এবং এভাবে অন্ততঃ-পক্ষে ৬৪।৬৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে এটা লিখে দাও, না দিলে জেলে যাও—এভাবে তাদের জেলে দেয়া হয়েছে এবং তাদের ডিভিসন পর্যন্ত দেয়া হয় নি। চমৎকার কৈফিয়ৎ, রাজনীতিক বন্দী হলে ডিভিসন দেয়া হবে জেলখানায়, এটা তো কৃষক আন্দোলন। সেখানকার ডেপুটি কমিশনারের অনুপস্থিতিতে এ ডি সি, এস পি-র সঙ্গে দেখা করেছিলাম—আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে তাঁরা বলছেন ৬০ ভাগ ফসল চাওয়া, রসিদ চাওয়া বে-আইনী। এখানে আছে—

not to accept any share less than 60 per cent of the produce.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

অর্ডারটা কি আছে, একটু পড়ুন না।

SJ. Hare Krishna Konar:

You must maintain preace and order.

তারপর প্রসিডিংস আন্ডার সেকশন ১০৭ এটা পড়লে আমার অনেক সময় চলে যাবে। এটা আপনার কাছে দিয়ে দিতে পারি। তারপর যে স্পেশাল কনস্টেবল করা হয়েছে সেই স্পেশাল কনস্টেবলকে কি করতে হবে, না বর্গাদার এবং মালিকের সঙ্গে যাতে ঠিকমত ভাগাভাগি হয় সেটা দেখতে হবে। কিন্তু এতে লেখা হচ্ছে যে ৬০ পারসেন্ট ভাগ দাবী করাটা অন্যায়, তাঁরা বলছেন এরকম কোন আইন নেই। আইন তাঁদের দেখানো হল—রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঢোল দেয়া হচ্ছে, নোটিস দেয়া হচ্ছে যে ৬০ ভাগ দিতে হবে; কিন্তু পুলিসের দমননীতিতে একতরফা চলে যাচ্ছে। এস পি বললেন ল অ্যান্ড অর্ডার রাখতে হবে—আমি বলেছিলাম যে ল অ্যান্ড অর্ডার ভাঙ্গলো কে? জোতদারেরা ৬০ ভাগ ফসল এবং রসিদ যদি না দেয় তাহলে আর কি হবে?

[3-50—4 p.m.]

জোতদার যদি বলে রসিদ দেব না, ৬০ ভাগ দেব না তাহলে বর্গাদার যদি জিদ করে বলে দিতে হবে—আইন কার পক্ষে যাবে। আইন কি সেখানে জোতদারদের পক্ষে যাবে না তাদের বিপক্ষে যাবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ঐখানকার খগেনবাবুর কয়েক হাজার জমি সরকারের হাতে ভেস্ট করা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেই জমির যখন ধান আটকান হয় ঐ ডি সি পুলিস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চাষীদের পেটা হল এবং জেলে পোরা হল। তখন বিমলবাবুর কাছে আসা হল, খাতায় দেখা গেল সরকারের ভেস্টেড ল্যান্ড সেই জমি তিনি বিক্রি করেছেন। আজও খগেন বসু রায়কে গ্রেপ্তার করা হয় নি। শুধু তাই না লজ্জার কথা আমি শুনেছিলাম যে ঐখান থেকে কয়েকজন জোতদার ডেপুটেশনএ এসেছিলেন সরকারের কাছে এবং তাদের সঙ্গে না কি কয়েকজন এম এল এ-ও ছিলেন। এই কথা বলতে এসেছিলেন যে আমরা সরকারের ভেস্টেড ল্যান্ড যেগুলি বিক্রি করে দিয়েছি ঐগুলি কোন মতে আপোষ-মীমাংসা করে নিন। এই কথা বলার জন্য এসেছিলেন। আমি শুনেছি কংগ্রেসী বেঞ্চের কোন মেম্বারএর কাছ থেকে। শুধু তাই নয় যদি আমরা জলপাইগুড়ির ব্যাপার দেখি, আমি কয়েকটা ঘটনা বলব, তাহলে স্যার, আপনি বুঝতে পারবেন যে এরা কিভাবে কাজকর্ম করছেন। জলপাইগুড়ির ফতেচাঁদের ৬ হাজার বিঘা জমি; এই ৬ হাজার বিঘা জমি সরকার ভেস্ট করেছে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: On a point of order, Sir. I understand this case is being dealt with by the High Court.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমি অন্য জমির কথা বলছি। সব জমির উপর করেন নি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I do not know what he is driving at, but I would like to warn him beforehand.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমি শুধু ঘটনাটা বলছি। এই জমি তিনি গত দুই বছর পর্যন্ত বর্গাদারদের কাছ থেকে ভাগ আদায় করেছেন। যার দাম অন্ততপক্ষে ৪ লাখ টাকার কম হবে না। এবারে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে ঢোল দেওয়া হ'ল যে এই জমি সরকারে ভেস্ট করেছে। এবং ঢোল দেবার পরে বলে দেওয়া হ'ল তোমরা মালিককে ভাগ দেবে না, সরকারকে ভাগ দাও। এবং সেইভাবে রেভেনিউ অফিসার ভাগ নিলেন। এক ঐ ভদ্রলোকের যা জমি সেইখান থেকেই ৩৬ হাজার টাকা ভাগ পেলেন তিনি। শুধু হিসেব করুন যে দুই বছরে ভাগ মালিককে দেওয়া হয়েছে। এবং যেখানে দেখা গেল পুলিস পাঠান হয়েছে, সেখানেও জোতদার ভাগচাষীর বাড়ি থেকে ধান তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই রকম অবস্থা সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ধরুন কাউজা আলম ২৫০ হ'ল জমি প্রায় ১,২৫০ একর ৪৪।২ অ্যাক্ট করে এই অজুহাতে সমস্ত জমিটা হাতে রেখে দিয়েছে। তার বেলায় কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। রমণী রাউত ১,৬০০ বিঘা জমির মালিক সরকারে ভেস্ট করা সত্ত্বেও চা-বাগানের নাম করে জমি হাতে রেখে দিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন এই জলপাইগুড়িতে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট আর ডেপুটি কমিশনার এই দুইএর মধ্যে চলছে ঝগড়া। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে যা বলছে ডেপুটি কমিশনার বলছে মানি না। এবং এও জানি এবং বিশ্বাস করি কংগ্রেসের বড় বড় নেতা এর মধ্যে আছেন। আমি মন্ত্রী খগেন দাশগুপ্তের নাম সেই প্রসঙ্গে শুনেছি। কি করে ডেপুটি কমিশনারের এত স্পর্ধা হয় যে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টএর অর্ডারকে তিনি অমান্য করেন। তিনি চোথা কাগজ বলে উড়িয়ে দেন। আমরা জানি এই ফতেচাঁদ মহেশ্বরী তিনি একজন বড়লোক এবং কংগ্রেস ফান্ডে চাঁদা দেন এবং খগেনবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এও আমরা জানি। এখানে খগেনবাবু জবাব দেবেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি একজন ডেপুটি কমিশনার তিনি যদি সরকারের নির্দেশ না মানেন, তিনি যদি বলেন ল অ্যান্ড অর্ডার আমার হাতে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট যাই করুন। কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সরকার। যে ডেপুটি কমিশনার এই রকম করে তাকে সরান হয় না কেন? তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন কেন হয় না? যদি তার কোমরে কিছু জোর না থাকে? যদি এখানকার রাইটার্স বিল্ডিংসএ মন্ত্রিমণ্ডলে তার খুঁটির জোর না থাকে? কি শক্তিতে এবং কোন সাহসে একজন ডেপুটি কমিশনার এই কাজ করতে পারে?

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদি শিলিগুড়িতে দেখেন আহলে ঠিক এই অবস্থা দেখতে পাবেন। সেখানে আবার জোতদাররা মঙ্গল সমিতির নাম করে তারা আবার কংগ্রেসের টুপী পরেন, তারা চারিদিকে আরম্ভ করেছে যে এইভাবে যদি বর্গাদাররা ধানটাকে আটকারে পারে তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। সেজন্য বর্গাদারদের খামার থেকে ধানটাকে কেড়ে নিচ্ছেন। এবং শুধু তাই নয় আমি শুধু একটা কথা বলব যেমন সেখানে ইন্দপাল তার ৬০ একর ভেস্টেড ল্যান্ড, সেই জমির ধান তিনি লুঠ করেছেন। এখানে আবার জোতদারদের সহযোগিতায় পুলিস সেখানে অত্যাচার শুরু করেছে। হাতীপেষা ইউনিয়নে আধিয়াররা তহশীলদারদের রসিদ দেখালেন যে সরকার আমাদের কাছ থেকে খাজনা নিয়েছেন, তা সত্ত্বেও সেই সব বাড়ী থেকে ধান লুঠ করা হয়েছে। একটা কথা বলা হচ্ছে ললেসনেস—বর্গাদাররা নাকি জোর কোরে ধান তুলছে—বর্গাদাররা অত্যাচার করছে। স্পীকার মহাশয়, একটা সংবাদের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব, এটা স্টেটসম্যান, যুগান্তর ইত্যাদি কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। সে হচ্ছে মিছিরলাল সিং, তিনি একজন জোতদার, ৭০০ কৃষক নাকি তার ১,১০০ মন ধান লুঠ করে নিয়ে গেছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শিলিগুড়িতে বিঘাপ্রতি কত মণ ধান হয়? ১,১০০ মণ ধান যদি একটা জোতদারের লুঠ করে থাকে—এত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বেনামী জমি। ২৫ বিঘা জমিতে

১,১০০ মণ ধান তার হয় না। যে ধান বর্গাদার লুঠ করে গেল। হয় সে বেনামী জমি বর্গাদার যদি নিয়েও থাকে লুঠ করে নি। তারা ন্যায়সঙ্গত কাজ করেছে। আর তা যদি না হয় তাহলে বলতে হবে তার বেনামী ধানকে আটকাবার জন্য পুলিস দিয়ে বর্গাদারদের উপর আক্রমণ করছে। আর এইসব জিনিস চালান বিরাট ললেসনেস, শান্তি শৃঙ্খলা অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়ছে। স্পীকার, স্যার, আমি পরিশেষে একথা বলতে চাই যে এইভাবে একদিকে আমরা দেখছি ৫এর (ক) ধারার পুনর্বিচারগুলিকে দেরি করান হচ্ছে, কোন জমি ভেস্ট করছে, কোনটা ভেস্ট করে নি তার নোটিস টানান হচ্ছে না। বর্গাদারদের জানান হচ্ছে না। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বিশেষ করে দুর্ব্যবহার জলপাইগুড়িতে পুলিসের সাহায্যে জোতদারদের এই বেআইনী কাজে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

তারপর দ্বিতীয় যে কথা বলতে চাইছি যে গ্রামাঞ্চলে নতুন করে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুধু বড় মালিকরা নয়, হঠাৎ দেখা গেল নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশন হ'ল, গ্রামে কংগ্রেসী এম পি, এম এল এ-দের পদযাত্রা সুরু হ'ল, গ্রামে নতুন এক হাওয়া উঠে গেল বর্গাদারদের জমির মালিক করে দেওয়া হবে। বর্গাদারদের প্রোটেকশন দেওয়া হল না। ইতিমধ্যে ছোট বড় মালিক বর্গাদারদের তাড়াতে আরম্ভ করেছে। আমি সেদিন বিমলবাবুকে বলেছিলাম যে ১।২ বছর পরে যদি কিছু আইন করেন ভোগ করার মত কি কেউ থাকবে, না ইতিমধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। তাই দেখবেন কেরালায় করেছে। তারা ভূমিসংস্কার আইন করার আগে উচ্ছেদ বন্ধ করেছে এবং ভূমিসংস্কার আইনে ছোট এবং বড় মালিকে পার্থক্য করেছে। ছোট মালিকের সঙ্গে আইনের মধ্যে শালিষীর ব্যবস্থা করেছে। আর বড় মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। আমাদের সরকার বড় ছোট ভাগ করবেন না। কারণ ছোট দুই বিঘার মালিকের নাম করে তাকে সুযোগ দেবার নাম করে হাজার বিঘা জমির মালিককে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে। এইজন্য তারা বড় ছোট ভাগ করছেন না। আমি দেখছি নাগপুরের পরে হাওয়াটা বদলে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখছি ছোট বড় মালিক উচ্ছেদ করতে আরম্ভ করছে। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে না। গত ৪ বছর চলে গেছে খাজনার কি নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে? আমরা একটা সরকারকে বিবৃতি দিতে বলেছিলাম—যে এইটুকু বলে দিন যে বর্তমানে কোন আইন নাই। ভবিষ্যতে যাই হউক ছোট ছোট মালিককে আর বড় মালিককে আমরা এক পর্যায়ে দেখব না। ছোট মালিকের সঙ্গে বর্গাদারদের আপোষের সম্পর্ক গ'ড়ে তুলব। কিন্তু সরকার তা দিতে রাজী নন। অর্থাৎ গ্রামে বিভেদের সৃষ্টি হউক—বর্গাদার শেষ হয়ে যাক—এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আইন আছে ১ বিঘা বাস্তুকে নিষ্কর করা হবে, কেন তা কার্যকরী করা হচ্ছে না। খাজনা আদায় আড়াই কোটি থেকে ছয় কোটি বেড়ে যাচ্ছে, কেন সেখানে ইনটারিম খাজনা ৫০ ভাগ কমান হচ্ছে না? উল্টা দিকে আমরা দেখছি মেদিনীপুরে ১৯৫৬ সালে যে সাইক্লোন হয়েছিল সেই সময়কার পর্যন্ত খাজনা রেহাই দেওয়া হয় নাই। নীলামের নোটিস পর্যন্ত হয়ে গেছে।

[4—4-10 p.m.]

গত বছর এবং ১৯৫৬ সালে জুন মাসে যে সাইক্লোন হয়েছিল, সেই সাইক্লোনের সময় পর্যন্ত খাজনা রেহাই দেওয়া হয় নি। সার্টিফিকেট শুধু নয়, নিলামের নোটিস পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত আমরা দেখছি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সেইজন্য বলছিলাম সরকারের বর্তমান ভূমিনীতি বাংলাদেশকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় নিয়ে এসেছে, এক দিকে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে, আর এক দিকে গ্রামে অরাজকতা ও ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে। যদি সত্যই নাগপুর সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে চান, তাহলে বর্গাদাররা যখন এগিয়ে এসে বলছে আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি, তখন তাদের সাহায্য নিয়ে গরীব ভূমিহীন কৃষকের হাতে জমি তুলে দিন। তাদের উপর দমননীতি বন্ধ করুন, লোককে সাহায্য করুন। চোরাই মাল ধরুন। যদি তা না করেন, তাহলে শুধু নাগপুর সেসনএর সিদ্ধান্তের কথা বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। আর আমি একথাও বলবো যে যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে অত্যাচার করে, জোর করে দমন করে পুলিশ দিয়ে সমস্ত আন্দোলন থামাবেন, তাহলে তা পারবেন না। আমি এইমাত্র এখানে আসবার আগে খবর পেলাম যে পাঞ্জাবে বেটারমেন্ট লেভির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে, সেখানে পুলিসের গুলি চালিয়ে এক নারী শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আজ পাঞ্জাবে কৃষক সংহতি গড়ে উঠেছে, কেউ তাকে দমাতে পারবে না। এইভাবে পাঞ্জাবের

আন্দোলনকে থামান যাবে না। যদি মনে করে থাকেন বাংলাদেশের ভূমি সংগ্রামকে এইভাবে ভেঙ্গে দেবেন, তা পারবেন না। সে ক্ষমতা আপনাদের নেই। কৃষক তার সংগ্রাম নিয়ে এগিয়ে চলবেই। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

মিঃ স্পীকার, স্যার, অন এ পয়েন্ট অব পারসোন্যাল এক্সপ্লানেশন। মাননীয় সদস্য হরেকৃষ্ণ কোনার মহাশয় আমাকে আক্রমণ করে কতকগুলি কথা বলেছেন, যার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনারএর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই, বাইরেও নয়, ভেতরেও নয়। জলপাইগুড়ি ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এবং ঐ ডেপুটি কমিশনারকে ডাইরেক্টলি অর্ডার দেবার আমার প্রয়োজনও হয় নি। আজ এ কলেক্টার যদি তিনি কোন কাজ করে থাকেন তাহলে ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টএর ডাইরেকশন স্বরূপ তিনি নিশ্চয় করেছেন। সুতরাং তিনি যে সমস্ত কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল।

Sj. Dasarathi Tah:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মন্ত্রী মহাশয় নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব আমাদের কাছে আনলেন। আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এস্টেটস অ্যাকুইজিশন বিল আনা এবং তার আগে কলিকাতা গেজেটে যখন প্রকাশিত হল তখন সমস্ত দেশে একটা হিড়িক উঠে গেল বর্গাদার উচ্ছেদ করবার। নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব এরা কবে কার্যকরী করবেন কি করবেন না, এদের লাঠি আনবার ব্যবস্থা করার আগেই বানর পালাতে শুরু করেছে। মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা এবং সুন্দরবন এলাকায় যে প্রকট অবস্থা হয়েছে সেসব কথা তো শুনলেন। আমি বর্ধমানের মত শান্তিপ্রিয় জায়গার কথা বলছি যেখানে চাষীদের এবং বর্গাদারদের পাইকারীভাবে সরাসরি জবাব দেওয়া হচ্ছে যে ভাগীদারদের কাছে জমি রাখব না। আমরা মনে করলাম এবার হয়ত কিছু শুভ গ্রহ হয়েছে, "ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ"—সব জায়গায় বৃষ্টি হল, বর্গাদাররা আগামী ফসলের জন্য আনন্দে সার গোবর প্রভৃতি নিয়ে চাষ দিতে আরম্ভ করল, ঠিক এই অবস্থায় তাদের কাছ থেকে জমি জায়গা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এদিকে বলা হচ্ছে যে মণ্ডল কংগ্রেস ঘন ঘন জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রাখবে এবং তাদের সব প্রস্তাবাবলি বিশেষভাবে কার্যকরী করবেন। তা যে কার্যকরী হয়েছে এই যে নাগপুরের প্রস্তাব সকলে ভাল করে জানুক বা না জানুক জমি কাউকে ভাগে দেওয়া চলবে না—ভাগে দিলেই সব গেল ইত্যাদি প্রচার করে ঐ সমস্ত মণ্ডল কংগ্রেসের কর্তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে কিছুতেই আগামী চাষ হবে বলে মনে হয় না। "জোড়া বলদে"র দাম, স্যার, অত্যন্ত কমে গেছে। হুড় হুড় করে গরু বিক্রি হচ্ছে। যাদের কোন কিছু সম্পদ নেই ভূমিহীন চাষী, তাদের লাঙ্গল ও এক জোড়া বলদ ছিল—এই সমস্ত দেখে শুনে আর কতদিন তারা বলদকে খেতে দেবে এবং পুষবে? কেন না যদি তারা জমি না পায়। মন্ত্রী মহাশয় এমন কোন বিধান করবেন কি না বা গভর্নরকে ধরে এমন কোন অর্ডিন্যান্স জারি করবেন কি না, কেন না যখন বিধান সভার অধিবেশন চলছে তখন একটা আইনও পেশ করতে পারেন যে বর্গাদারকে কোন প্রকারে উচ্ছেদ করা চলবে না, এই রকম একটা পরিষ্কার আইন করা দরকার। সুবোধবাবু ঐ রকম বিলের একটা নোটিস দিয়েছেন অতএব কিভাবে গ্রহণ করবেন তা বুঝতেই পারছি—ঐ অনাস্থা প্রস্তাবের মত হবে আমাদের। যাই হোক মন্ত্রী মহাশয় অনেক কাণ্ড করে আমাদের শুনালেন যে এ পর্যন্ত তিনি ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমি হস্তগত করেছেন। এখন তিনি খাবার করেছেন, এবার তিনি পরিবেশন করবেন। এইভাবে যদি তিনি কুড়াইয়া কুড়াইয়া জমি সংগ্রহ করেন তাহলে কতদিনে তিনি আবার এইগুলিকে বণ্টন করবেন এত আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে জমিও ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখবার জিনিস নয়, জমি বাইরে পড়েই আছে, সুতরাং এইটাই আজকে বিশেষ করে বিবেচনা করা দরকার বলে আমার মনে হয়। তিনি বলেছেন যে সদস্যদের কাছে তিনি ভালভাবে পরামর্শ নেবেন। তাঁর সুনাম আছে ভাল লোক বলে, কিন্তু আমাদের এই যুগে, কলিকালে, ভাল লোক মানে কাজের লোক নয় এই বলেই শুনেছি। তাই বিমলবাবুকে যদি আমরা ভাল পরামর্শ দিইও তাহলে তা কতদূর কার্যকরী করতে পারবেন জানি না। বিমলবাবু যদি একটা কাজ করতে পারেন তাহলে ভাল হয়—এই এস্টেট অ্যাকুইজিশন

বিল যবে থেকে প্রচারিত হয়েছে তার পরদিন থেকে যত হস্তান্তর হয়েছে সেইগুলিকে যদি টেনে টেনে বের করতে পারেন তাহলে সমস্ত ফর্দ বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ যত এই সব ব্যাক ডেটেড চেক দিয়ে এবং আমলানামা দিয়ে জমিকে যা তা করে দেওয়া হয়েছে। পেটের ছেলে কোন কালে জন্মাবে—এ শুধু আপনার মিতাক্ষরা আইনে নয়—আমাদের দায়ভাগ আইনেও হয়েছে, সে প্রমাণ আমরা দিতে পারি, এই সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টএ যত ভাল ভাল লোক, ফুড ডিপার্ট-মেন্টএর বকেয়া লোকগুলিই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তা আপনারা নবরক্ত চান ত এমন নবরক্ত হয়েছে যে সেই নবরক্তে ভরে গেল দেশ, এই অবস্থা হয়েছে এবং আপনি সেটেলমেন্ট শেষ না হলেও কিছু করতে পারবেন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটেলমেন্ট শেষ হয়ে হয়ে তার যে ডিসপিউট অর্থাৎ চাষীদের কথায় ডিসপিউট পড়েছে, কয়েক লক্ষ তা উনি জানেন। কিন্তু কবে তার ডিসিশন হবে এবং ৫ বৎসর পর তার অ্যাপিল হবে, এই সমস্ত স্থির হয়ে কখন ও'র রাজস্ব বিভাগের খরচ কমবে তা আমরা বলতে পারছি না। অতএব এই বিষয়ে যদি তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কিছু বলেন তাহলে আমরা আশ্বস্ত হবো। আর বাড়তি জমি যা ছিল মালিকদের সেগুলি বিক্রি আপনারা বন্ধ করেন নি। অতএব বাড়তি জমি বহু বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আপনারা বলবেন অটোমেটিক্যালি ল্যান্ড ডিসট্রিবিউটেড হয়ে গিয়েছে কিন্তু তা হয় নি। যাদের বেশি জমি আছে অর্থাৎ মালদার লোক, যাদের হাতে কিছু অর্থ আছে, তারা আবার সেইসব জমি কিনেছে, সেদিকে আপনারা নজর ভাল করে দিতে পারেন। বেনামী অনায়াসে খুঁজে বের করতে পারা যায় যদি ঐখান থেকে আমরা ধরি যখন থেকে ক্যালকাটা গেজেটএ এস্টেট অ্যাকুইজিশন বিল বেরিয়েছে। এবার আপনাকে বলি কিছু ব্যবস্থা হয়েছে সাঁজার ব্যাপারে। আমরা বলেছিলাম এবং সরকার সেকথা শুনেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুরুলিয়ায় ঐ সাঁজার কোন রকম কাজ হচ্ছে না। এবং ইতিমধ্যে পুরুলিয়ায় ব্যাপকভাবে সাঁজা জমি থেকে চাষীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি যাতে এই আইন পুরুলিয়া পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে সেই চেষ্টা করতে অনুরোধ করছি। আবার সাঁজার দুই রকম ব্যাপার আছে। এক রকমের সাঁজা সে কেবল রেন্ট ইন কাইন্ড অর্থাৎ ধান দিয়ে বা শস্য দিয়ে, আবার সাঁজা এমন আছে যেখানে নগদ ২ টাকা এবং অন্য জিনিস। এবং অনেক জায়গায় দেখা যায় যে নগদ ৷৷৵৹ আনা এবং সাঁজা ধান চার মণ। সেই জায়গায় আপনি নির্দেশ দিয়েছেন যে যত একর হবে সেই একরপ্রতি ৯ টাকা কর হবে এবং সেই হিসাবে ধরতে গিয়ে চাষীদের ক্ষতি হচ্ছে। আইন এমন হওয়া উচিত যে একর প্রতি ৯ টাকা ধরে পূর্বেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী চাষীদের ক্ষতি হচ্ছে তাহলে চাষীদের যেটা লাভজনক হয় সেইটাই সরকারের ধরা উচিত, এইটাই আমরা বিশেষ করে বলি।

[4-10—4-20 p.m.]

আর একটা কথা, আপনি তো খুব দেব দ্বিজে ভক্তিমান এ কথা শুনেছি। কিন্তু এই দেবত্তর সম্পত্তি যেগুলো সত্যিকারের জেনুইন দেবত্বর—সেই দেবতার যে একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বর্ধমানে দেবত্বর কথা বলি—সে দেবতার যা অবস্থা তা বলবার নয় এবং একটা একটা গ্রামে এমন হয়েছে যে দেবতা এখন সব ঠাকুরের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে—ঠাকুরসব উল্টে পাল্টে পড়ে আছে এবং ঠাকুরের যারা ভক্ত এবং তাঁকেই অবলম্বন করে থান, যারা খুব ধনী নন এরকম লোকের অবস্থা আজ খুবই কাহিল। বর্ধমানের মহারাজার যে বিরাট দেবত্বর সম্পত্তি সেই সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের কর্মচারীদের যা অবস্থা তা আপনাকে ভাল করে বোঝান যাচ্ছে না। সেজন্য আমি মনে করি যে আরো কতকগুলো বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে তাদের যে আয় আছে সেই আয় অনুযায়ী যদি ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে খুব ভাল হয়। আপনি তো বিচক্ষণ ব্যক্তি,—কাজেই আমার মনে হয় এই যে দেবোত্তর সম্পত্তি তার সম্পর্কে একটা নূতন আইন করে সুব্যবস্থা করা উচিত, যার মধ্য থেকে লাভ করা যায় না, অথচ মানুষের পেট ভরে এমন করা উচিত। অনেক দেবোত্তর আছে যাতে অনেক ছাত্রকে ও সংস্কৃত অধ্যাপককে আহার্য প্রভৃতি দিয়ে তাদের রাখবার ব্যবস্থা করা যেত যদিও সেসব এখন উঠে গেছে—এগুলো আপনার দেখা উচিত। আর একটা কথা, আমাদের জেলায় সেই "পোড়ো বিল"-এর জমিদারীটার কি করলেন এবং সেখানে যে ২৫ টাকা করে খাজনা দেওয়া হচ্ছিল সেগুলো আদায় করে কিছু ফেরত পাবার ব্যবস্থা করবেন? এটা আমি সরকারকেই নিতে বলছি আমাদের দিতে হবে না কেন না আমাদের তো নির্দিষ্ট ভাতা প্রভৃতি আছে। আপনি সেইসবের ব্যবস্থা করুন এবং সেই "পোড়ো বিল" সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কি করলেন? আপনার কাছ থেকে একটা নতুন জিনিস

শুনতে চেয়েছিলাম। আপনি বিচক্ষণ এবং তরুণ ব্যক্তি। আপনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নবরক্ত আছে। কাজেই আমরা জানতে চাইছি যে কোলকাতার কি করলেন? মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় ফুটবল পাশের মত ঘুট করে আসল আইন থেকে কলকাতাকে কেটে দিলেন, কলকাতাটা পরিত্রাণ পেল সেই কলকাতাটা আপনার আমলে আসবে কি না। কাজেই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কতদিনে এবং কত বছরের মধ্যে কলকাতাটা জমিদারী দখল আইনের ভেতরে আসবে?

এবারে আপনি যে কো-অপারেটিভ-এর কথা বলেছেন সেটা একটা চমৎকার ব্যবস্থা। তারপর আপনারা বলেছেন যে এই ছোটলোক বেটারা, তোরা চরকা কাট, ঝুড়ি বুনগে যা, আর আমাদের বড় বড় লোকের ছেলেরা অক্সফোর্ড প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে পড়ুক। এক্ষেত্রেও তাই। কোন-গুলিতে কো-অপারেটিভ হবে যেমন সেই উড়ো খই "গোবিন্দায় নমঃ"! অর্থাৎ কিনা যে জমি-গুলি বাড়তি থাকবে সেই জমিগুলিতে কো-অপারেটিভ হবে। কিন্তু আমি বলছি যদি কো-অপারেটিভ করতে হয় তাহলে একেবারে গোড়া থেকে করা হোক। আমার প্রথম কথা হচ্ছে জমি যা পাবেন তাই ১ কাঠা আধ কাঠা বা ২।১ একর যা পারুন লোককে জমির মালিক করে তাকে ভূমিবানে পরিণত করুন- তার আত্মচেতনাটা বাড়ুক। তারপর নতুন আইন করবেন তা না করলে এই বারোয়ারী ব্যাপারে কারোর মন লাগবে না। তার কারণ আমাদের এখনও কো-অপারেটিভ মনোভাব হয় নি। তা ছাড়া আইনগুলো এমনভাবে রয়েছে যাতে কো-অপারেটিভ নাম শুনলেই লোকে ৭ হাত পিছিয়ে চলে। বর্ধমানের সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের যুগে এক-চেটিয়া কাপড় বিক্রয়ের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও উক্ত ব্যাঙ্কের প্রায় ৫০ হাজার টাকা, লোকসান দিয়েছে। সেই সময় কে যে কাপড় আনল এবং কাপড় নিয়ে গেল তার কোন হিসাব পাওয়া গেল না, যারা এজন্য দায়ী তাঁদের পাত্তা ও বিচার হোলো না। এবং এইরূপ রীতি এখনও চলছে। সরকারী সমবায় নীতি চলছে এইরূপ, যেমন "তোমার চিঁড়ে আমার দই তুমি মাখ আমি খাই"। কাজেই যতদিন পর্যন্ত না মানুষ কো-অপারেটিভ মনোভাবাপন্ন হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কো-অপারেটিভে ফসল ফলবে না, এবং তাদের এর ভিতর টেনে আনা যাবেনা। আপনারা নাগপুরকেও সচেতন করুন এবং আপনারাও সচেতন হন। জমি জায়গা ভাল করে বের করে লোককে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করুন।

পরিশেষে আপনাকে আমরা বলছি আমাদের ওখানে যে নন-ক্যানাল এরিয়া আছে সেখানে একেবারে হাহাকার অবস্থা চলছে এবং হুগলি জেলায়ও তদ্রূপ। কিন্তু হাহাকার থাকলে কি হবে খাজনা থেকে রেহাই পাবার তো কোন ব্যবস্থা নেই। তাই আপনাকে বলছি আপনি সে ব্যবস্থা করুন—আপনার সুনাম হবে। লোক বুঝবে দেশ স্বাধীন হবার পর এবং নূতন রাজস্ব-মন্ত্রী আসার পর তিনি আমাদের নিশ্চিন্ত করেছেন এবং এই সংগে আর একটা নির্দেশ দিন যে এই পরিমাণ ফসলহানি হলে এই পরিমাণ খাজনা মকুব করা হবে। তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে। তারপর যে কথা সকলে বলেছেন কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এখানে যে আইন এক রকম করেন আর কার্যত তা অন্যরূপ ধারণ করে। যেমন জলপাইগুড়ির কথা বলছি। সেখানে যেসমস্ত জমি সরকারকে দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জমিতে বর্গাদারবা চাষ করে, সেখানে যদি বর্গাদাররা গভর্নমেন্টকে একর প্রতি ১০ টাকা করে খাজনা দেয় তাহলেই তাদের হতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেখানে যেসমস্ত জোতদাররা আছেন তারা বললেন যে আমরা কর্তা—আমাদের সংগে তোমাদের সম্পর্ক আছে—তুমি তো সরাসরি জমি চাষ করনি—কাজেই আমাদের ভাগ দাও। এইভাবে বর্গাদারদের কলা দেখিয়ে সরাসরি তাঁরা ভাগ নিয়ে নিলেন। সার্কুলারএ আছে স্থানীয় যে সেরেস্তা সেই অনুসারেই ধানের ভাগ লওয়া হোক, কিন্তু তা হলে তো আধাআধি ভাগ হবে। কিন্তু আপনাদের আইনে হচ্ছে ১০ আনা ৬ আনা ভাগ—তাহলে কোনটা হবে? ভাগের বেলা ১০ আনা ৬ আনা আমরা বলব কি। শেষকালে সমান সমান দিল—তা দিয়েও তাদের রেহাই নেই। আপনাদের কর্মচারীরা বলছেন ১০ টাকা এখনকার দাও আর পূর্বের যে ১০+১০=২০ টাকা জোতদাররা নিয়েছে সেগুলো দাও। এইসব ব্যাপারের প্রতি আপনি লক্ষ্য রাখবেন।

Sjta. Anjali Khan:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভূমিরাজস্ব খাতে মন্ত্রীমহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। এই ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা জমিদারী দখলের বাবত

জমিদারদের কম্পেনসেসন দিতে এবং অন্যান্য কার্যে ব্যয় করা হবে। এখানে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে, ছোট বড় সকল জমিদারের জমিদারীই সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আমার কয়েকটি কথা বলবার আছে। তবে আমি বড় জমিদারদের কথা বলবার জন্য উঠি নাই। যদিও আমার ওঠবার সংগে সংগে ও'রা হয়ত (বিরোধী দলের দিকে তাকাইয়া) ভাবছেন জমিদারদের হয়ে আমি এখানে কিছু বলব। আসলে তা কিছু নয়।

আমাদের আজকে বিশেষ করে ভাববার কথা এই যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ যে হয়েছে তাতে যা নাকি উদ্দেশ্য ছিল সে হচ্ছে বিভিন্ন জমিদারদের জমি নিয়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি নিয়ে ভূমি সংস্কার করবার পর যে জমি পাওয়া যাবে তাতে গ্রামীণ চাষী যাদের নিজস্ব কোন জমিজমা নাই—তাদের মধ্যে জমি ঠিকভাবে বণ্টন করে দেওয়া হবে। সেইটেই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আইনের মূল কথা।

এখন কথা হচ্ছে এই আইনের ফলে জমিদারী শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিতান্ত ছোট ছোট জমিদার যাঁরা ছিলেন তাঁরা এখন যে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলবার আছে। বড় জমিদার যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যান্য রিসোর্সেস আছে। সুতরাং সরকার থেকে কম্পেনসেশন ঠিকমত না পেলেও তাঁরা হয়তো ততটা অভাব ফীল করছেন না। আর অনেকে হয়ত এও ভাববেন যে, বড়রা কম্পেনসেশন তদ্বিরের জোরে পেয়ে যাচ্ছেন—তা ঠিক নয়। কিন্তু এখানে আমি বিশেষ করে ছোট ছোট জমিদারদের কথাই বলছি—ছোট ছোট যাঁরা তাঁদের কম্পেনসেশন দেবার জন্য এ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর যে ব্যবস্থা তাতে করে তাঁদের প্রাপ্য কম্পেনসেশন ঠিকমতন তাঁদের কাছে পৌঁছয় না। সেইজন্য মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে অনুরোধ যাঁদের সামান্য জমিদারীই ছিল একমাত্র উপার্জনের পথ,—যখনই হঠাৎ কোন অর্থের তাদের প্রয়োজন হতো বা পরিবাববর্গের কেউ হঠাৎ কোন গুরুতর অসুখে পড়তো তখন এককালীন প্রয়োজনীয় টাকা তাঁরা তাদের সেই জমিদারী বন্ধক দ্বারা পেতে পারতেন। এখন তাঁদের কিছু নাই। যে জমিদারী বন্ধক রেখে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল সে জমিদারীতে তাঁদের কোন অধিকাব নাই। আজ তাঁরা একেবারে নিঃস্ব। কেউ তাদের আর টাকা দিতে বিশ্বাস পায় না। সুতরাং তাদের পক্ষে ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। সরকার হয়ত ভাবছেন কম্পেনসেশন-এর সেটেলমেন্ট নিঃশেষ করে তাদের সব টাকা পাঠাবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যাদের কথা আমি বললাম তাদের দুঃখ কষ্টের কথা বিবেচনা করে তাদের এ্যাড-ইন্টেরিম কম্পেনসেশন, সেটেলমেন্ট শেষ না হওয়া অবধি যাতে শীঘ্র শীঘ্র পায় তার ব্যবস্থা দয়া করে করবেন। এবং যাতে তাদের প্রাপ্য কম্পেনসেশন এই এ্যাড-ইন্টেরিম এ্যামাউন্ট পেতে পেতেই শেষ হয়ে না যায়—সেদিক দিয়ে যতটা করতে পারেন করবেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বড়দের জন্য যে ব্যবস্থা আপনারা করবেন, ছোটদের জন্য তা করবেন না। আর আমাদের বাংলাদেশের সিস্টেম অব জমিদারী যা তাতে জমিদার ছোটই ছিল বেশি, বড় খুব কম। আর বেঙ্গল সিস্টেম-এ ডাইরেক্ট টেন্যান্সী ছিল না বললেই চলে। প্রমাণ—ইন্টারমিডিয়ারি ছোট জমিদার—

[4-20—4-30 p.m.]

সুতরাং এই সেটেলমেন্টটা তাড়াতাড়ি করুন যাতে তাঁদের সমস্যার সমাধান হয়। এটা করে ছোটদের আগে না হয় তাঁদের ঋণ দিন—হয়ত এতেও এ'দের অসুবিধা হতে পারে; কারণ সেই ঋণের তো আবার সুদ দিতে হবে। যদি বিনা সুদে ঋণ দেওয়া হয় তাহলে সেটেলমেন্ট হলে সেটা তারা দিয়ে দিতে পারেন। যাই হোক, এইসব কথাগুলো মন্ত্রীমহাশয়কে আমি বিবেচনা করতে বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব বিভাগ আজ একটা রেভিনিউ আর্নিং ডিপার্টমেন্ট হিসাবে পরিণত হয়েছে এবং আরও বেশি করে হওয়া উচিত। তার কারণ যখন জমিদারী দখখল আইনে পরিণত হয়েছে তখন থেকে জমিদাররা যে খাজনা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করত এখন সেটা সরকার আদায় করে থাকেন এবং আমরা বাজেটে এই বিভাগের যা রেভিনিউ রিসিট তা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় ৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা শুধু এই এখন জমিদারী এস্টেট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই সেদিক দিয়ে রেভিনিউ

আর্নিং ডিপার্টমেন্ট হিসাবে এই বিভাগ আজ বিশেষ ইম্পোর্ট্যান্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা যে, আজ এই ডিপার্টমেন্টের যে টাকা আয় হচ্ছে তা প্রায় সমস্ত টাকাটা এই ডিপার্টমেন্টের ব্যয়ে খরচ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা খরচ করছেন—এর মধ্যে অবশ্য দেড় কোটি টাকার মতন তাঁরা কম্পেনসেশন দিচ্ছেন। কিন্তু তাহলেও অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, প্রায় ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা শুধু কালেকশান চার্জে যাচ্ছে। এই কালেকশান করার জন্য এত টাকা কেন খরচ হচ্ছে সেটা অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় ঠিক বলেন নি যেটা তাঁর বলা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। আর একটা কথা যেটা আমার আগে মিসেস খান বলে গেলেন যে, কম্পেনসেশানের জন্য য়্যাসেসমেন্ট রোল এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়ে ওঠেনি এবং গত বছর তার প্রোগ্রেস অত্যন্ত স্লো হয়েছিল। অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় আশা করেন যে, এ বছরে সেই কম্পেনসেশান তৈরি হয়ে যাবে। তাঁরা যদিও কম্পেনসেশানের রোল আজকে এস্টেট য়্যাকুজিশান অ্যাক্ট এইমত করে কম্পেনসেশান কিছুটা বদলে দেবার চেষ্টা করছেন তা সত্ত্বেও তাঁরা আশা করছেন যে, আগামী বছরের মধ্যে এই কম্পেনসেশান রোল তৈরি হয়ে যাবে এবং সেই অনুযায়ী কম্পেনসেশান তাঁদের দিতে পারবেন। মাঝারি এবং ক্ষুদ্র জমিদারদের যে জমি তাঁরা নিয়ে নিয়েছেন তার জন্য তাঁদের য়্যাড-হক পেমেন্ট কিছু কিছু করা হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি যে, একসঙ্গে যদি তাদের এই কম্পেনসেশান দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই কম্পেনসেশানের টাকা তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য কিছুটা কাজে লাগাতে পারেন। এতে শুধু যে তাঁদের সুবিধা হোত তা নয়, আমাদের দেশের আর্থিক কাঠামোও ভালো হোত।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ডিফেক্ট ইন রেকর্ড অপারেশান। মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে, সেটেলমেন্ট রেকর্ড অপারেশানের জন্য ভাল ভাল অনেক অফিসার নিয়োগ করেছেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর অফিসার যেকথা বলে দিচ্ছেন সেটাই তিনি এখানে এসে তোতাপাখীর মত বলে যান। আমি একথা বলছি এজন্য যে তিনি নিশ্চয় জেলায় জেলায় যান না এবং সেখানকার তিনি খবর রাখেন না।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: No, they are high level officers.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আপনি হাই লেভেল ভাল ভাল অফিসারস পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমার কথাটাও শুনুন। অফিসার যাদের পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছেন সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসারস।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: No.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

আমি অন্তত এ বিষয়ে হাওড়া এবং হুগলির কথা বলতে পারি। হাওড়ায় যাকে এল আর ও করে পাঠিয়েছেন তাঁর তিনবার এক্সটেনশান হয়ে গেছে। ইনি একজন ইনভ্যালিড অফিসার—বাসেও পর্যন্ত উঠতে পারেন না, গভর্নমেন্টের গাড়ি তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যায় এবং দিয়ে যায়। ইনি চোখে ভাল দেখতেও পান না, কানেও কম শোনেন।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I repeat again that they are not L.R.O.; they are S.R.O.

Dr. Kanailal Bhattacharya:

এই অফিসারটির তিনবার এক্সটেনশান হয়েছে। ইনিই হচ্ছেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ল্যান্ড রিফর্মসের ইন-চার্জ। মন্ত্রীমহাশয় আর একজন ভাল অফিসার হুগলিতে পোস্ট করেছেন—হুগলির এল আর ও, হরেন দাস। এ'র চারবার এক্সটেনশন হয়েছে। এইসমস্ত অফিসার দিয়ে তিনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজ করছেন এবং আন্ডারে যেসমস্ত অফিসার আছেন তারা অল মোস্ট অল অফিসার্স আর টেম্পোরারি। এবং এই টেম্পোরারি অফিসারদের মধ্যে আমি যতদূর জানি অনেকে ডিজঅনেস্ট। মন্ত্রীমহাশয় বলবেন ক্ষ, ডিজঅনেস্টির কেস এনে দিন আমরা প্রসিডিংস ড্র আপ করবো কিন্তু এইসমস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে বহুবার আমরা দরখাস্ত করেছি—তাঁরা বলেন যে, হাতে হাতে প্রমাণ দাও। স্যার, আমার ডিস্ট্রিক্টে যেসমস্ত অফিসার আছেন তাঁদের সম্বন্ধে আমি গোটাকতক কথা বলতে পারি। প্রথমত ৪৪(২) ধারা অনুযায়ী যে য়্যাটেস্টেসন

হিয়ারিং হয় সেই হিয়ারিং-এর সময় সেইসব ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, দাখিলা যাদের আছে সেইসমস্ত লোককে দিয়ে জমিদারের কাছ থেকে কিছু অর্থ ঘুষ নিয়ে সেইসমস্ত অফিসার অনুমতি দখল ইত্যাদি করে স্বত্ব লিখিয়ে নিচ্ছে। মন্ত্রীমহাশয় বলবেন যে, এ রকম কেস এনে দিন, আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো কিন্তু আমি বলবো যেখানে গাই এবং বাছুরের মধ্যে ভাগ থাকে সেখানে আমাদের সঙ্গে কোনরকম ডিজঅনেস্টির উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আমি মনে করি যদি ভাল ভাল অফিসার রাখতে পারতেন এবং এইসমস্ত অফিসারদের স্ট্যাটাস কিছুটা বাড়াতে পারতেন এবং এইসমস্ত অফিসারদের পার্মানেন্ট অফিসার করতে পারতেন তাহলে নিশ্চয়ই এতখানি অবনতি, এত কোরাপসন এই ডিপার্টমেন্টে থাকতো না। আমার মনে হয়, রেকর্ড অপারেশনের জন্য যেসমস্ত ক্যাম্প অফিসারস আছেন তাঁদের মধ্যে যে রকম কোরাপসন আছে, বাংলাদেশের অন্য কোন ডিপার্টমেন্টে সেরকম কোরাপসন আছে কিনা সন্দেহ। মন্ত্রী-মহাশয় রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে থাকেন, তাঁর এ বিষয়ে একটু সজাগ হওয়া উচিত। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের একটা উঁচু ধারণা আছে এবং আমরা মনে করি তাঁকে যদি এ সম্বন্ধে অবহিত করা যায় তাহলে এসবের একটা বন্দোবস্ত হতে পারে—সেজন্যই আমি এত স্মৃংলি জিনিসগুলো বললাম। আমার তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে যে, সরকারের পক্ষ থেকে হাট-বাজার ইত্যাদি ভাল কোরে করা হয়েছে একথা বলা হয়েছে। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি যে, এখনও অনেক বাজার আছে, সে ভাল নেওয়া হয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ফোর্ট প্লসটার বাউরিয়া বাজারটা মন্ত্রীমহাশয় নিতে পারেন নি এবং এখনও পর্যন্ত সেটা জমিদারের হাতে রয়েছে। আমার চতুর্থ পয়েন্ট হচ্ছে শ্মশান ভাগাড় যেগুলি সরকারের হাতে আনা উচিত ছিল সেগুলি এখন জমিদারেরা বিক্রি করে দিয়েছে অথবা অন্য লোককে বিলি করে দিয়েছে এবং গ্রামের বদমায়েস লোকেরা সেগুলির দখল নিয়ে সেখানে শ্মশান এবং ভাগাড়ের কাজ করতে দিচ্ছে না যার ফলে গ্রামে একটা অত্যন্ত খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি উদাহরণস্বরূপ বলে দিতে পারি আরামবাগ মহকুমার অধীনে খানাকুল থানার অন্তর্গত রাজারহাট ইউনিয়নের সীমান্তে যে শ্মশান আছে সেটা শ্মশান হিসাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই এইসমস্ত জিনিস-গুলি সরকারের হাতে ভেষ্ট না করে জমিদারেরা সেগুলি বিক্রি করে দেওয়ার ফলে অনেকক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

আর একটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। সেটা হচ্ছে যে, যারা ভালো এবং সাজা পবচা আছে যে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ দিতে হবে, সেইসমস্ত স্বত্বগুলি সরকারে বর্তানোর ফলে ১৯৬২ সালে, সেইসমস্ত প্রজা জমিদারকে তার বেশির ভাগ দিয়া দিয়েছে, আবার সরকারের পক্ষ থেকে সেইসমস্ত চাষীর নামে অর্ধাংশ দাবী করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আমতা থানায় শোলভাগন গ্রামে যেসমস্ত উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হাতে এসেছে, ভেস্ট করেছে সেইসমস্ত উদ্বৃত্ত জমির অর্ধাংশ ফসল যদিও জমিদার নিয়ে নিয়েছে, তা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে নোটিস জারী করা হয়েছে এবং যার য়্যামাউন্ট প্রায় বিঘাপ্রতি ২৩ টাকা দুই আনার মত এবং সেটা সুদ সমেত প্রায় ২৬।২৭ টাকা হয়েছে। এতে প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে- আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন।

Sj. Hansadhwaj Dhara:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে আলোচনায় আমরা বিরোধীপক্ষের তিনজনের বক্তৃতা শুনছিলাম। হরেকৃষ্ণবাবু এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করছিলেন—বিশেষ করে যে বেনামী জমি উদ্ধার করবার প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে কি অবস্থা ঘটছে সেই কথাই তিনি বিশদ আকারে বর্ণনা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলছিলেন যে, উত্তরবঙ্গে ৪৭ ভাগ যে আইন আছে তা সরকারী কর্মচারীরা জানেন না এবং তারা তা কার্যকরী করতে দিচ্ছেন না। এখানে একটা জিনিস সকলের জানা দরকার এবং আমরা সকলে জানি যে, আমাদের বর্গাদার আইন যা আছে সে বর্গাদার আইনে ৪৭ ভাগ বলে কোন জিনিস নেই। সেখানে আছে কিভাবে উৎপন্ন ফসল বন্টন হবে। উত্তরবঙ্গে যে অবস্থা দক্ষিণবঙ্গে সে অবস্থা নয়। চব্বিশপরগনা জেলায় মেদিনীপুর জেলায় ভাগচাষীরা তারা সমস্ত খরচা দিয়ে ভাগচাষ করে। সেজন্য সেখানে আইন অনুসারে যখন ভাগ হয় তখন আমরা দেখি বর্গাদাররা ৬০ ভাগ পায়; জোতদাররা ৪০ ভাগ পায়। উত্তরবঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা। সেখানে আধিয়ারদের সমস্ত

রকমের যা কিছু খরচপত্র জোতদাররা দেয়। সেজন্য সেখানকার ভাগচাষীরা কতটুকু ফসল পাবে ৬০ ভাগ জোতদাররা পেল না, এ ব্যবস্থা সেখানে চালু না। কথা হ'ল সেখানে যে বেনামী জমি উদ্ধার নিয়ে যে আলোচনা হরেকৃষ্ণবাবু করেছেন, এবং গত পুলিস বাজেট যখন আমরা আলোচনা করি সে সময় একথা উঠেছিল। আমি সে সময় যেকথা বলেছিলাম, আবার সেকথা এখানে আমি বলব। বেনামী জমির মাঝে—যদিও হরেকৃষ্ণবাবু স্বীকার করেছেন যে, অনেক জমি জোর করে ফসল নিয়ে যাওয়াতে যারা বেনামী করেছে, তাদের যেমন যাচ্ছে তেমনি বেনামী যারা করেন নি, এইরকম দুই-পাঁচ হাজার লোকের জমির ফসল চলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমি চব্বিশপরগনার কথা জানি। আমি সেদিন গ্রামের নাম দিয়ে লোকের নাম দিয়ে বলছিলাম। এ ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা যে বেনামী জমি উদ্ধারের নামে যে আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিম বাংলায় পরিচালিত করছেন তার রূপ কি তা আমাদের জানা দরকার। কাকদ্বীপ থানার চৌধুরীমহল গ্রাম- সেই গ্রামে সমস্ত ধান লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বেনামী কি বেনামী নয়—এটা দেখা হয় নি। এবং সেই ধান--যেকথা হরেকৃষ্ণবাবু এতক্ষণ বলছিলেন লক্ষ লক্ষ কাগজের হিসেব বিমলবাবুর কাছে পাঠিয়েছেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে পাঠিয়েছেন এবং অন্যান্য জায়গায় পাঠিয়েছেন এবং ৬০ ভাগ নিয়ে ৪০ ভাগ নিতে বলেছেন। চৌধুরীমহল গ্রামে যেয়ে যদি দেখি, সেখানে সমস্ত ধান নিয়ে চলে গেছেন। এ ঘটনা ঘটছে কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট কর্মী সেই ধান নিয়ে চলে গেছেন। কাকদ্বীপ থানার দুই নম্বর ইউনিয়নের চৌধুরী-মহল গ্রামে। তাদের পার্টি ফান্ডে নিয়ে চলে গেছেন। আজকে বেনামী জমি কোন্ পদ্ধতিতে উদ্ধার হবে এ একটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস--এটা হাউসে আলোচনা করে ঠিক করা দরকার। জমি যদি বেনামী হয় তা উদ্ধার করবার জন্য ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট-এর মধ্যে যদি আইন থাকে তাহলে তার মধ্যে উদ্ধার হউক। অথবা আইন যদি না থাকে নিশ্চয়ই জমি উদ্ধার করবে, সেজন্য আইন সংশোধন অথবা নতুন আইন আনা হউক। অতএব আইন যদি নিজের হাতে তুলে নেয় কোন রাজনৈতিক দল এবং বেনামী বলে লোকের ধান লুঠপাট করে নিয়ে যাবে—এইরকম অরাজকতা কোন দেশে চলতে পারে না এবং চলতে দেওয়া উচিত নয়। আজকে বেআইনীভাবে রাজনৈতিক প্ররোচনার মধ্যে দিয়ে ধান লুঠ হচ্ছে একথা শুধু আজকে আমি এই তরফ থেকে বলছি বলে ঐ পারের হাসনাবাদের বন্ধু যদি মনে করেন তাহলে ভুল করবেন। তার পাশে পি এস পি বেঞ্চ থেকে বিরোধী পক্ষের ডাঃ দাস কয়েকদিন আগে আমি দেখেছি পুলিস মন্ত্রীর ঘরে গিয়ে বারবার বলছিলেন যে, মথুরাপুর অঞ্চলে এখন পর্যন্ত সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন না - সে অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যাহত হয়েছে, সে অঞ্চলের লোকের ধান-পাট লুঠ হয়ে যাচ্ছে। আপনি শীঘ্র ব্যবস্থা করুন। আজকে আমি দেখছিলাম যে, যুগান্তর কাগজে প্রকাশিত হয়েছে যে, সেখানে সশস্ত্র পুলিসকে যেতে হয়েছে, সেখানে নিরাপত্তার জন্য। মানুষের ধান-পাট যাতে লুঠপাট না হয়ে যায় সেজন্য। সেদিন সুবোধবাবু আমার সম্বন্ধে একটা কথা বলছিলেন যে, একটা ভুল বুঝবার ক্লজ-এর মধ্যে আছে। সুবোধবাবু আমাকে জানেন এবং ওপাশের বন্ধুরা আমাকে জানেন যে, তেভাগা আন্দোলন আমি করি। এবং বর্গাদারের হাতে জমি আসুক এই কথা গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে আমরা প্রচার করি এবং আমরাও তা চাই। তার মানে এই নয় যে, অরাজকতার সৃষ্টি করে দেশের মধ্যে আমরা শান্তি ব্যাহত করতে চাই। আজ যে লুঠতরাজ হচ্ছে তার মধ্যে জোতদারের জমি থাকতে পারে, বেনামী জমি থাকতে পারে অতএব জোতদারের হয়ে একথা বলছি তা নয়; আমি এ পদ্ধতির কথা বলছি। বেনাম জমি যদি হয়ে থাকে তা ধরার ব্যবস্থা করা হউক, দরখাস্ত করা হউক, আইনের মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা জোর করে কি ব্যবস্থা করতে পারি লুঠপাট ছাড়া। আমি এই প্রিন্সিপলটাই আপনাদের কাছে রাখতে চাচ্ছি। আমি কালকে সুবোধবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, কাকদ্বীপের যেসব গ্রামে গিয়েছি সেই অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট কর্মীরা সভা-সমিতি করে প্ররোচনা দিচ্ছে এবং যে পদ্ধতির মাধ্যমে ধান লুঠ হয়েছে এবং যাদের ধান লুঠ হয়েছে তাদের কত বিঘা করে জমি এই কথাই আমি সেদিন বলেছিলাম। আজকে যদি ন্যায় নীতি এবং আইনসঙ্গতভাবে না হয় তাহলে হাউসের সামনে যে-কোন পক্ষের লোক আমরা হই না কেন, এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত ভূমি এবং রাজস্ব বিভাগের যে ১৭৫টি ছাটাই প্রস্তাব এসেছে তা আমি পড়ে দেখেছি। এবং সেখানে ব্যাধির চেয়ে উপসর্গের কথা বেশি আছে। সেজন্যই আমাদের ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব দপ্তরে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়া দরকার তা দেখছি না। কারণ আমাদের পশ্চিম বাংলা শুধু নয় ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো ভূমি

ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সেই দিক দিয়ে আমাদের কোন আইন কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে আজকে ভারতের ভূমিকে এনে এর খাদ্য সমস্যা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুটো এক সঙ্গে করা যাবে সেই দিক দিয়ে আলোচনা করে—সেই পথে যেখানে সরকার এখনও আইন করতে পারছেন না। যেখানে এগুতে পারছে না, সেই দেশে তাদের আমরা যদি পথ নির্দেশ করতে পারি তাহলে আমাদের দেশের সাত্যকারের মঙ্গল হবে এবং তাড়াতাড়ি যেসমস্ত বাধা আছে তা দূর হতে পারে। দাশরথিবাবু এবং কানাইবাবু বলছিলেন যে, আমাদের যে রাজস্ব আমরা পাই তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং সেই পরিমাণে মানুষের মঙ্গলের জন্য আমরা ব্যয় করতে পারছি না। আমরা দেখছিলাম যে ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে এই বছরের বাজেট পর্যন্ত একই রকমের আয় এবং খরচা দেখছি। যে আয় হয় তার ১/২ ভাগ খরচা হয়ে যাচ্ছে। এবং ১/২ ভাগ উদ্বৃত্ত হচ্ছে এই বিভাগে। এবং সেখানে আমরা যদি দেখি সবচেয়ে বেশি খরচা যেখানে হচ্ছে সেটা ম্যানেজমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এস্টেট এবং তার সম্বন্ধে সরকারের তরফ থেকে যে ফুটনোট বলা হয়েছে যে কেন এই খরচা বেড়েছে। এবং কতদিন পরে এই খরচা কমে যেতে পারে। মন্ত্রীমহাশয় তার প্রথম ভাষণে বলছিলেন যে, আমাদের খরচা এখন যেটা আছে ৬ কোটি টাকার মত আমরা দেখতে পাচ্ছি, আগামী ২ বছরের মধ্যে যদি সেটেলমেন্ট ওয়ার্ক আমরা শেষ করতে পারি তাহলে এই খরচা অনেকাংশে কমে যাবে। আমরা এখন সমস্ত রাজস্বের ১/২ অংশ দেশের উন্নয়নের জন্য দিতে পারছি তখন অনেক বেশি টাকা দেশের উন্নয়নের জন্য এই বিভাগ থেকে দিতে পারব।

[4-40—4-50 p.m.]

ভূমি সম্বন্ধে আমরা ইন্টারেস্টেড বলেই বারবার আলোচনা করি। কিন্তু এই বিভাগের হাতে সেই জিনিস নেই যে কি করে ভূমি-উন্নয়ন এবং কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করা যায়। এখানে শুধু ভূমির ব্যবস্থা কি হবে সেই আলোচনাই হয়েছে। আমাদের ভূমি ব্যবস্থার উপরে কৃষি-উন্নয়ন নির্ভর করছে। কাজেই সেদিক থেকে ভূমি ব্যবস্থা যা হয়েছে, তা বিচার করে দেখা দরকার। ভূমি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথমত ভূমির এমন ব্যবস্থা হোক যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ে। দ্বিতীয়ত ভূমি ব্যবস্থা এমন হোক যাতে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় হয়। কেননা আমরা এই ভূমির উপর নির্ভরশীল বলে আমাদের বণ্টন ব্যবস্থা এবং গ্রামের লোকের আয়ও এর উপর নির্ভরশীল। যদি খাদ্য উৎপাদনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে তাহলে ভূমি ব্যবস্থাও ঠিক সেইমত পরিচালনা করা উচিত। সেইজন্যই বলি যে বর্গাদারদের হাতে জমি না দিলে চলবে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। পশ্চিম বাংলায় এবং ভারতের সর্বত্রই চাষের পদ্ধতি সম্পূর্ণ মানুষের উপর নির্ভর করছে। কাজেই আজকেই তা সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে হয়ত সম্ভব হতে পারে। আজ যদি খাদ্য উৎপাদনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হত, তাহলে তো আমরা বর্গাদারদের এবং যেসমস্ত বেনামী জমি ধরছি তা যে কোন ফার্ম বা বড় বড় লোকদের দিয়ে খাদ্য উৎপাদন করিয়ে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারতাম কিন্তু আমরা সে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখছি না। আমরা চাই দেশে খাদ্য থাকলে দেশের প্রত্যেক লোকের বাড়িতে বাড়িতে খাদ্য থাক। কাজেই সেইসব দিক চিন্তা করে আমরা ভূমি বণ্টন প্রথার উপরে সবচেয়ে বেশি জোর দিতে চাচ্ছি। আমরা যখন ভূমি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই তখন সেই পদ্ধতিতে এগিয়ে যাচ্ছি কি না তা আমাদের দেখতে হবে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। আমরা যেসমস্ত বেনামী জমি পেয়েছি তার হিসেব—তখন আমি বিধানসভার সদস্য ছিলাম না—৬ লক্ষ একর না কত বলেছেন ঠিক জানি না। কাজেই যদি দেখা যায় যে, কাগজপত্রের মাধ্যমে জমি বেনামী হচ্ছে, তাহলে নতুন আইন পাশ করে তা নিতে হবে। আজ সিলিং-এর মাধ্যমে যদি দেখি তাহলে দেখবো যে ৭৫ বিঘা জমি আমরা সর্বত্র ফিক্স আপ করেছি। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিমত যে, ৭৫ বিঘা জমি যেটা ফিক্স আপ করা হয়েছে, সেটা কমিয়ে দেওয়া উচিত। তার কারণ, যখন ২০।২৫ বছর আগে জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল, তখন দেখা গিয়েছে যে, যে ফ্যামিলিতে ১৫।২০ জন লোক মাঠে কাজ করতে পারত তারা সবচেয়ে বেশি জমি আমাদের দেশে চাষ করতে পেরেছে এবং তার পরিমাণ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ৮০ থেকে ১০০ বিঘা পর্যন্ত, তার বেশি কোনদিন বাড়ে নি। কিন্তু আজকের দিনে সেই জয়েন্ট ফ্যামিলির মত একটা ফ্যামিলিতে এখন মাত্র ২।৩ জন লোক মাঠে কাজ করতে পারে। কাজেই আজকে এই ৭৫ বিঘা জমি তাকে দিয়ে রাখা মানেই তাকে বর্গাদারের উপর নির্ভর করতে হবে। অতএব কেন আমি বর্গাদারকে জমির মালিক না করে তাকে এমনি জমি দিয়ে রেখে দেব। কাজেই

সরকারের আজ চিন্তা করা উচিত যে, সর্বোচ্চ সিলিং-এর পরিমাণ কমান উচিত কিনা। আমাদের এ পক্ষ এবং ও পক্ষ কেউই জমির উপর থেকে মালিকানাস্বত্ব দূর করতে চাইছে না। ওরা বলছেন যে, জমির মালিকানাস্বত্ব জমিদারদের হাতে ছিল, এখন সেই মালিকানাস্বত্ব চাষী ও ছোট ছোট বর্গাদারদের দেওয়া হোক। কিন্তু জমির মালিকানা স্বত্ব দূর করে জমিকে রেশনালাইজ করার কথা কাম্যুনিস্ট পার্টি বা কংগ্রেস পার্টি কোন তরফ থেকে বলছে না। তার কারণ ভারতবর্ষের একটা মুশকিল আছে এখানে আমি একটা বই পড়ছিলাম তাতে ভারতবর্ষের ইকনমিক সেন্টিমেন্ট অফ দি লোয়ার পেজ্যান্টস জমির মালিক হবার তাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে। এই স্টেজএ এই আউটসেটএ যদি আমরা জোর ক'রে কো-অপারেটিভ আনতে চাই তা হ'লে ফেলিওর হব। সেইজন্য যেকথা দাশরথিবাবু বলছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমি একমত যে, প্রথমে যে যতটুকু চাষ করতে পারবে তা দেখার পর, তারপর তাদের ভলান্টারি, তাদের মঙ্গল হবে কো-অপারেটিভএর মধ্যে দিয়ে তারা ভাল চাষ করতে পারবে, অনেক ফসল ফলাতে পারবে এই যদি তারা চোখের সামনে দেখে, বুঝতে পারে, জ্ঞান পায়, তা হ'লে তারা কো-অপারেটিভ-এর মধ্যে আসবে এবং এই কথাই নাগপুর কংগ্রেস রেজলিউশনএর মধ্যে বলেছে। একথা নাগপুর কংগ্রেস রেজলিউশনএ বলে নি যে, কম্পালসারি কো-অপারেটিভ আন, ঐজন্য তারা ভলান্টারি কো-অপারেটিভএর কথা বলেছে, ঐজন্য কো-অপারেশন আসবার আগে সার্ভিস কো-অপারেশনএর কথা বলেছেন। ল্যান্ড কো-অপারেটিভ হবার আগে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সেইজন্য কিছু লোককে আজকে কো-অপারেটিভএর মাধ্যমে কি ক'রে সার, কি ক'রে বীজ, কি ক'রে অর্থ দিতে পার, কি ক'রে ছোট ক্যানেল কেটে দিতে পার, তা তাদের শক্তি দিয়ে করতে পারে সেই কথাই নাগপুর রেজলিউশনএ বলা হয়েছে। আজকে সেইজন্য আমাদের জমি সম্পর্কে আমাদের মালিকানা স্বত্ব কোন পক্ষই আমরা দূর করতে চাচ্ছি না বরং একজনের হাতে যে বেশি জমি ছিল সেটাকে কমিয়ে আনতে চাচ্ছি, কারণ আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রামের মধ্যে জমির উপর নির্ভর করছে এবং সেখানকার মানুষকে বাঁচাতে গেলে তাদের হাতে জমি দেওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে এই জমির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে নাগপুর রেজলিউশনএ বলা হয়েছে যে, এই সার্ভিস কো-অপারেটিভএর কথা এবং কো-অপারেটিভ ভলান্টারি আনতে হবে। সেইক্ষেত্রে নাগপুরের প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য কমিউনিস্ট বন্ধুরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতা করবার জন্য। কাগজে পড়ছিলাম, আজকে বেনামী জমি উদ্ধারের নামে যে ধান-চাল লুঠপাট হচ্ছে, তাতে ঐ বন্ধুদের যদি এইটুকু সুমতি হয় যে, আজকে জমির ফসল বৃদ্ধির ফলে যদি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে থাকে তা হ'লে এই যে লোককে ঠকিয়ে নিচ্ছে তেভাগা ইত্যাদি ক'রে এই ঠকানোর পথ তাদের বন্ধ হয়ে যাবে, অতএব এই নাগপুরের প্রস্তাব যাতে জ্ঞানে রূপায়িত হয় তার জন্য যে ধরনের বক্তৃতা ও'রা করেন, যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেন তার পরিবর্তে গ্রামের মানুষ যারা আজকে দুঃখকষ্টে জর্জরিত তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেবার দৃষ্টি নিয়ে কি ক'রে জমির ফসল বেশি হবে কো-অপারেটিভ ক'রে, এটা যদি বলতে পারেন তা হ'লে নাগপুর প্রস্তাব সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং দেশের মঙ্গল হবে। আজকে বর্গাদার উচ্ছেদ নিয়ে যে এত কথা হচ্ছে, বেনাম হোক সাজা প্রথা হোক, উত্তরবঙ্গের আধিয়ার হোক, জমি যাঁরা চাষ করছেন তাঁরাই চাষী। বর্গাদাররা চাষী, আধিয়াররাও চাষী, সাজাদাররাও চাষী; কিন্তু যে পদ্ধতি ছিল তাতে তাদের সমস্ত কিছু শোষণ ক'রে নিয়ে চলে যেত জোতদার ও জমিদাররা। সেইটা বন্ধ করবার জন্য পশ্চিম-বঙ্গ-সরকার যে বর্গাদার আইন করেছে সেই আইনে তিনটি জিনিস আছে। একটা জিনিস হচ্ছে যে, বর্গাদারদের উচ্ছেদ করতে পারবে না, কিসে কিসে উচ্ছেদ করতে পারবে সেখানে সেটা ব'লে দেওয়া আছে, তারপর আরও কড়া ক'রে কোন সময় তা মোটেই পারবে না সেকথা বলা আছে। জমির ফসল কিভাবে পাবে তাও বলা আছে এবং তাও ঠিকমত না করলে পরে ভাগচাষ বোর্ডের ব্যবস্থা করা আছে। আজকে এখানে একটা কথা হচ্ছে ভাগচাষ বোর্ড। আজকে আন্দোলন বা যতকিছু গড়ে উঠেছে, ভাগচাষ বোর্ডের উপর যত বড় দায়িত্ব এসেছে সেই পরিমাণ আমরা ভাগচাষ বোর্ড সৃষ্টি করতে পারি নি। ভাগচাষ বোর্ডের একজন মাত্র অফিসার, তাঁর একজন মাত্র কেরানী, অফিস আছে কি নেই, সে যদি এই একমাসের ভিতর ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রায় দিয়ে দিতে পারত তা হ'লে এত গণ্ডগোল হ'ত না। আজকে সেইজন্য কাকদ্বীপের ভাগচাষ বোর্ড দেখেছি, আরও অনেক ভাগচাষ বোর্ড দেখেছি, তাতে জমিতে বর্ষা এসে ধান পচে যাচ্ছে, তখন পর্যন্ত রায় দেন নি তাঁরা। এইজন্য ট্রাইবুনাল

হচ্ছে বেশি। এই ধান তেভাগা হবে কি কিহবে, তা আমরা আমরা এখনও ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না। এই ভাগচাষ বোর্ডে আরও ২-৩ জন ক'রে বেশি হাকিম দিয়ে এর ব্যবস্থা করা দরকার। সেইজন্য আজকে ভাগচাষ বোর্ড আরও বড় ক'রে এক্সপ্যান্ড করা যায়, তা হ'লে আরও ভাল হবে। সুন্দরবনের এমব্যাঙ্কমেণ্ট—আমি এই সুযোগে বলতে চাই, এই ২২ শত মাইল এম-ব্যাঙ্কমেণ্ট আজকে এই বিভাগের হাতে আসার পর সেখানকার লোকেরা নিরাপত্তা পেয়েছে এবং এই যে বাঁধ ভাঙ্গার বিপদ তা থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৃতিত্ব যেমন ওদের বেশি তেমন সুন্দরবনের মানুষরা এগিয়ে এসেছিল, এই বাঁধ বাধার কাজে ১০ টাকা ক'রে কাজ করেছিল। গভর্নমেণ্ট আইনের মাধ্যমে এদের অফিসার, এদের সকলেই বলেছে যে, বাঁধ বাধতে হবে, ভাটার মধ্যে না বেঁধে দিলে জোয়ারে ভেঙ্গে চ'লে যাবে অতএব একটা মানুষ ১০০ মাটি ক্যাটার পরিবর্তে ৩০০ মাটি কাটলেও কোন দোষ নেই তাদের কাছে, সেই সার্কুলার দিয়ে সেখানকার মানুষরা এইভাবে মাটি কেটে বাঁধ রক্ষা করার ফলে আজকে ঐ যে আগেকার যে ফেমিন কোড তারই মাধ্যমে সকলকে ধরবার চেষ্টা হচ্ছে।

সুন্দরবনের সকল মানুষেরই মনে এসেছে, বাঁধবন্দীর কাজের মধ্যে তারা আর সাহায্য করবে না। এ সম্বন্ধে সরকার অবহিত আছেন। আমি সেইজন্য আজকে এখানে বলছি—চাষের সময় এসে পড়েছে, এটা ফাল্গুন মাস। এই সময় ও'রা (অঙ্গুলি নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের দেখাইয়া) ধান লুটের নামে সেখানে আন্দোলনের সৃষ্টি করছেন। আর ও'রা প্রচার করছেন—জমি দখল করব, তা হ'লে চাষের ক্ষতি হবে। সেইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের বিরোধী বন্ধুদের কাছে আবেদন করি, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এনে চাষের যাতে ক্ষতি না হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে আইন যেন নিজেদের হাতে না নেন।

[4-50—5 p.m.]

Sj. Renupada Halder:

আজ মাননীয় হংসধ্বজ ধাড়া মহাশয় যে কথা বলছেন যে, সুন্দরবন এলাকার চাষীরা তাদের নিজেদের হাতে আইন নিয়েছে এবং তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ধান লুট হচ্ছে—এ সম্পর্কে আমি বিশেষভাবে জানি যে, সুন্দরবন এলাকার চাষীরা নিজেদের হাতে আইন নেয় নি, এবং তারা চায় তাদের সমস্যার সুষ্ঠুভাবে সমাধান হয়—একথা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জানেন; কেননা তাঁর কাছে লিখিত দরখাস্ত তারা পেশ করেছে। মাননীয় সদস্য সুবোধ ব্যানার্জি মারফত তারা দরখাস্ত করেছে যাতে তারা জমির উৎপাদিত ফসলের ভাগ পায়। কাজেই তারা যে আইন হাতে নিয়েছে একথা প্রমাণ হয় না, বরং তাঁর কথা যে মিথ্যা তাই প্রমাণিত হয়, তা ছাড়া একটা জিনিস আমরা দেখেছি যে, চাষীরা যখন নিজেদের ধান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে তখন সরকারের তরফ থেকে কে যে মালিক তা বলা হয় না। মালিক এসে বলে আমি মালিক, আবার সরকারের তরফ থেকেও চাওয়া হয় যে, আমাদের ধান দাও। এ অবস্থায় কাকে যে ধান দেবে তা তারা ঠিক করতে পারে না এবং সেইজন্য ধান দিতে পারছে না। সেইজন্য সুষ্ঠুভাবে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এই গোলযোগ সারা বাংলাদেশে থাকবে। আজকের দিনে মধ্যস্বত্ব বিলোপ আইন ভূমিসংস্কার আইনের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য ও আশা ফুলফিল্‌ড হয় নি। আজ পর্যন্ত তা পুরাপুরি কার্যকরী হয় নি। চাষীর হাতে জমি দেওয়ার যে সমস্যা তা আজও রয়েছে, গ্রামের ভূমিহীন চাষীর হাতে আজ পর্যন্ত জমি দেওয়া হয় নি। আজ পাঁচ বৎসর হ'ল এই আইন চালু হয়েছে, অথচ আজ পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। আমরা দেখছি, যে জমি সরকার হাতে পেয়েছেন তা খুব কম। আগে তাঁরা বলেছিলেন যে, সাড়ে চার লক্ষ একর জমি পাব; কিন্তু আজ পর্যন্ত তা পাওয়া যায় নি, এবং যা পেয়েছেন তা দেবারও কোনরকম ব্যবস্থা হয় নি। তাই আমি বলব, যে জমিটুকু হাতে পাওয়া গেছে সেটা গ্রামের ভূমিহীন গরিব চাষীদের মধ্যে অবিলম্বে বিনামূল্যে বিলি ক'রে দেওয়া হোক, তা ছাড়া বাংলাদেশে অনাবাদী জমির পরিমাণ ১২ লক্ষ একর। এই জমি সম্পর্কে আমরা বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এইজন্য যে, এই জমিগুলি আবাদযোগ্য ক'রে চাষীদের মধ্যে বিলি করা হোক। তা হ'লে বহু পরিবারের জমির সমস্যা দূর হবে এবং খাদ্যের অভাবও অনেকটা মিটে যাবে। সেইজন্য এই কাজ শীঘ্র করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই। সেইসমস্ত জমিতে প্রথম কয়েক বৎসর চাষ-আবাদ ভাল

হবে না। সেজন্য সেই জমির খাজনা না করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তা ছাড়া সরকারের তরফ থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে, ৬ বিঘা জমির ক্ষেতখামারে কোন আয় হয় না। সেইজন ৬ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করা উচিত। এ ছাড়া বেনামের ব্যাপারে আমি কতকগুলি উদাহরণ দিতে চাই। আজ পর্যন্ত বেনাম ধরার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয় নি। এবারের কয়েক দিনের আলোচনাপ্রসঙ্গে এই কথাটা উঠেছিল। সদস্যদের মধ্যে এধারের এবং ওধারের কয়েকজন জমি বেনাম করার সুযোগ পাওয়ার সম্বন্ধে বলেছিলেন যে বেনাম করার সুযোগ আইন থাকার জনাই এই বেনাম করছে। আজ এই বেনাম করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে ব'লেই এরা বেনাম করতে পারছে। তাই জমিদার-জোতদাররা হাজার হাজার বিঘা জমি কুক্ষিগত ক'রে ভূমিহীন গরিব ভাগচাষীকে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলেছেন। এগুলি যাতে ধরা যায়, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমরা এও দেখেছি, এই বেনাম শুধু নিজেদের আত্মীয়স্বজনের নামে নয়, দেবতার নামেও হয়, সেখানে সেবায়েত হিসাবে তাঁরাই থাকেন—এরকম উদাহরণও অনেক আছে। তা ছাড়া স্কুল বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান—যেমন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নামে জমি দেওয়া আছে, কিন্তু সেখানে নামে থাকলেও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কিছুই আদায়-উশুল ইত্যাদি করেন না, মেদিনীপুরের হাঁসচড়া গ্রামের ধনঞ্জয় গায়েন নামে ভদ্রলোকের অনেক জমি মধ্য গুড়গুড়িয়াতে বেনাম ক'রে রাখা হয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নামে। চাষীরা ধান দেবার সময় বার বার পূর্বের মালিককে বলেছে, আমরা ধান দেব কাকে? তাঁরা বলেছেন—আমাদের দাও। সেখানকার চাষীদের কয়েক বৎসর ধ'রে যে রসিদ দেওয়া হচ্ছে তাও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নামে। চাষীরা সমস্ত ব্যাপার জানবার জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে আসে এবং জানতে চায় এ জমির উপর তাঁদের অধিকার আছে কিনা। কিন্তু তাঁরা বলেন, তাঁরা জানেন না যে, এ জমি তাদের দেওয়া হয়েছে। এইভাবের বেনাম হ'তে দেওয়া আজকের দিনে উচিত নয়, এবং যাতে এই বেনাম ধরা যায় তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সরকারের তরফ থেকে বেনাম ধরার যে ব্যবস্থা হয়েছে—আইন আদালত ক'রে তাতে ধরা যাবে না। এ বহুদিন আগে থেকে যে চলছে তা বুঝতে পারছেন। সেইজন্য আইন বাদ দিয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কোর্ট ক'রে সেই সমস্ত এলাকায় ঘুরে অনুসন্ধান ক'রে যাতে জানা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। তা না হ'লে কিছুতেই এগুলো কার্যকরী করা যাবে না।

সর্বশেষ আমি একটা কথা বলতে চাই, সরকারের তরফ থেকে বহু কথা বলা হয়েছে চাষীর ভাল করার। আমরা দেখেছি গত বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য দেশের বহুস্থানের চাষ-আবাদ নষ্ট হয়েছিল এবং সেখানকার চাষীরা দরখাস্ত করেছিল খাজনা মকুব করার জন্য। কিন্তু খাজনা মকুব করা দূরে থাকুক, আমরা এ বৎসর দেখছি, তাদের কাছ থেকে সুদসহ খাজনা আদায় করা হচ্ছে। খাজনাসহ টাকায় ছয় নয়া পয়সা ক'রে সুদ নেওয়া হচ্ছে। এটা বন্ধ করা উচিত। আজ বাংলাদেশের চাষীরা দেখছে, সরকার জমি নেওয়া সত্ত্বেও তাদের সুদ দিতে হবে। একদিকে তাদের তো চাষ হয় না, তার উপর সুদসহ সমস্ত আদায় দেওয়া—এটা অন্যায়, এ হ'তে পারে না। সেইজন্য প্রতিটি জায়গায় তহশীলদারদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, সুদ নেওয়া বন্ধ করা হউক। তা ছাড়া বর্গাদার উচ্ছেদের ব্যাপার নিয়ে যেসমস্ত আদালত করা হয়েছে, যেসমস্ত বিচারের অফিস করা হয়েছে, সেগুলির কাজও ত্বরান্বিত হচ্ছে না। প্রতিটি জায়গায় দেখি কেসগুলি পড়ে থাকে, সেজন্য চাষীদের অনেক হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। তাই এগুলির যাতে তাড়াতাড়ি বিচারের কাজ শেষ হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া আর একটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, জয়নগর থানার ৩টা ইউনিয়নকে (গোপালগঞ্জ, জালাবেড়ে ও মের'গঞ্জ) ক্যানিং থানায় ভাগচাষ কোর্টের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে সেখানকার অধিবাসীদের ভাগকোর্টে যাওয়া আসায় বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে এবং অর্থব্যয় হচ্ছে। সেজন্য বলছি যে, সেটা যাতে জয়নগরের ভাগচাষ কোর্টের সঙ্গে যুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

[5—5-10 p.m.]

Sj. Haran Chandra Mondal:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, নির্বাচনের সময় আমাদের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীর এলাকাতে তাঁর লোকেরা খুব প্রচার চালিয়েছিল যে আমাদের হাতে যে ৬ লক্ষ একর জমি আছে তা আমরা

ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করব। কিন্তু তারপর দেখা গেল যে, সেই জমি বেনাম হ'তে হ'তে মাত্র ৭ হাজার একরে দাঁড়িয়েছে। এই ৭ হাজার একর জমিও শেষ পর্যন্ত যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে আসবে সেটাও কোনদিন চিন্তা করা যায় না। তারপর আসছে ক্ষতি-পূরণের কথা। আজ ক্ষতিপূরণের জন্য দেড় কোটি টাকা তাঁরা মঞ্জুর করেছেন, কিন্তু এই টাকা গরিব মধ্যস্বত্বভোগীরা না পেয়ে তারাই পাবে যারা [illegible] সমগোত্রীয় বড় বড় জমিদার। আজ এই মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেবার কথা শুধু আমরাও বলি না, বরং কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে মাননীয় সদস্যাও বললেন যে, যারা ছোট ছোট জমিদার তাদেরই আগে ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার। কিন্তু তিনি কি জানেন না যে, তাঁরা যদি আগে ক্ষতিপূরণ পান তা হ'লে আমাদের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বা তাঁর সমগোত্রীয়দের যে কম হয়ে যাবে। আরও একটা কথা হচ্ছে যে, এই দেড় কোটি টাকা কম্পেনসেশন দিতে গিয়ে তার পেছনে ব্যয় হচ্ছে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ অফিসার, অফিস এস্টাব্লিশমেন্টের জন্য খরচ হচ্ছে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। যাকে বলে বার হাত কাকুড়ের তের হাত বিচি, কম্পেনসেশন দিতে যদি এইভাবে এত টাকা খরচ হয় তা হ'লে সেই টাকা আসবে কোথা থেকে? এই টাকা কি গরিব চাষীকে শোষণ ক'রে আসবে? তারপর আয়ের কথা। মন্ত্রিমহাশয় দপ্তরের ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে ব'সে তিনি হিসাব ক'রে দিয়েছেন যে, আয় যথেষ্ট হচ্ছে, ফসল বাড়ছে। কিন্তু এই ফসল বাড়ছে কোথায়, মন্ত্রিমহাশয় বা সেক্রেটারিদের মাথায়—কারণ ক্ষেতে তো ফসল বাড়ছে না। কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে হংসধ্বজবাবু যেকথা বললেন—তিনি বললেন যে, তিনি চাষীর ছেলে, চাষ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে—তাতে আমি তাঁকে বলতে পারি, যে জমিতে ফসল ফলছে না সেই ফসল মন্ত্রিমহাশয়দের মগজে ফলছে। আজ আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে, জমিদারি এস্টেট পরিচালনা হ'তে আদায় হয়েছিল ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে তা বেড়ে হ'ল ৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা, ১৯৫৭-৫৮ সালে হ'ল ৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, কিন্তু এবারের বাজেটে দেখছি ৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এর থেকেই বোঝা যায়, কি চমৎকার জমিদারি কায়দা। চাষীদের উপর থেকে খাজনা আদায় ক'রে, কর আদায় ক'রে, টাকার অংক বাড়ানো হচ্ছে, কিন্তু আমি একথা মাননীয় ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীকে চিন্তা করতে বলি যে, ১৯৫৭ সালে তিনি যখন সুন্দরবন পরি-দর্শন করতে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার চাষীরা মরা ধানের গাছ এনে তাঁকে দেখিয়ে বলেছিল যে, আমাদের খাজনা এ বছরের জন্য মকুব করুন। এ বিষয়ে তিনি কোন চিন্তা করেন নি বরং টাকার অংক বাড়িয়ে চলেছেন। সেখানে মাননীয় মন্ত্রী অজয়বাবু ছিলেন, শুক্কুর সাহেব ছিলেন —তাঁদের সামনে বিমলবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তোমাদের প্রতিনিধি মারফত দরখাস্ত কর, তোমাদের খাজনা মকুব করার চেষ্টা করব। হাজারে হাজারে তারা দরখাস্ত করেছিল কিন্তু মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, এখনও সমস্ত জায়গায় দরখাস্ত এসে পৌঁছায় নি। গত জুন মাসে আমি সন্ধান নিয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন, সেখানের শেষের দিন ডি এম আসবেন, ডি এম আসলে তাঁর সঙ্গে কথা বলব, কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি আমাদের কিছুই বলেন নি। এখন গরিব চাষীদের উপর সার্টিফিকেট জারী হ'তে চলেছে। জমিদারের আমলে ছোট ছোট জমিতে প্রজারা যে ঘর নিয়ে বসেছিল সেইসমস্ত জমির উপর এখন কর বসানো হয়েছে। যেসব তহশীলদার রাখা হয়েছে তাদের ২২ টাকা মাইনে এবং ৪ টাকা কমিশন। তাদের বলা হয়েছে তোমরা যদি বেশি ক'রে কালেকশন ফুলফিল করতে পার তা হ'লে তোমাদের রীতিমত বোনাস দেওয়া হবে। এই আশায় তারা রামের জমি শ্যাম এবং শ্যামের জমি রামের নামে দেখাচ্ছে। এইভাবে গরিব প্রজাদের কাছ থেকে ভাঁওতা দিয়ে খাজনা, কর আদায় করবার চেষ্টা হচ্ছে এবং তার দ্বারা টাকার অঙ্ক বাড়ানো হচ্ছে। সুতরাং আজকে বাজেট আলোচনাকালে আমি একথা বলতে চাই যে, গরিব চাষীদের উপর যে শোষকের উৎপীড়ন চলেছে এ বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয়ের একটু লক্ষ্য রাখা উচিত। একদিকে গরিব চাষীদের রক্তশোষণ করা হচ্ছে, অপরদিকে লাট-সাহেবী মায়দায় দেড় কোটি টাকা কম্পেনসেশন দিতে গিয়ে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে অফিসার, কর্মচারী এবং এস্টাব্লিশমেন্টের খরচ বাবত, এসমস্ত জিনিসগুলি আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। তাই আমি ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীকে তাঁর পূর্বের কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন খাজনা মকুব সম্বন্ধে, সে বিষয়ে তিনি কতদূর চিন্তা করেছেন আশা করি তিনি তার একটা সদুত্তর দেবেন। এই ব'লে আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করছি।

Sj. Mangru Bhagat:

माननीय स्पीकर महोदय, हमारे जलपाईगुड़ी के अन्दर माल थाना में फटीचर महेश नामक एक बहुत बड़ा जमीन्दार है। इसकी वहाँ पर बहुत अधिक जमीनें हैं। इसके बारे में हमारे हरेकृष्ण बाबू बोल चुके हैं। ये फटीचर महोदय इतनी जमीनों पर अधिकार करके बैठे हैं कि वहाँ के किसानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। आज के दो वर्ष पहले वहाँ के किसानों ने एक हो करके आन्दोलन किया था। किसानों की माँग थी कि पश्चिम बंगाल में जमीन्दारी का उच्छेद हो गया है अब जमीनों पर जमीन्दारों का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ की जमीन यहाँ के किसानों को मिलनी चाहिए। किन्तु बहुत दुख है कि फटीचर महेश ने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लाचार होकर किसानों को अनशन करना पड़ा।

जनवरी महीने में जब वहाँ पर रेभिन्यू आफिसर गये हुए थे तो किसानों ने उनके सामने यह माँग की कि हमलोगों ने जिन जमीनों को खास किया है उसको हमलोगों को दे देना चाहिए। खास महाल के रेभिन्यू आफिसर ने जाकर देखा कि जमीन का खास हुआ है। किसानों ने माँग की कि अब तो जमीन्दारी प्रथा का उच्छेद हो गया है इसलिए जमीन का मालिक सरकार को होना चाहिए। फटीचर महेश क्यों जमीन का मालिक होगा? किसानों का कहना था कि अगर हमलोग धान का भाग देंगे तो सरकार को देंगे। फटीचर महेश को क्यों देंगे? वह तो अब जमीन का मालिक नहीं रहा।

इतने पर भी फटीचर महेश किसानों से धान जबरन ले गये और उसे अपने खोला के अन्दर रख दिये। उस फटीचर महेश की जमीन्दारी के अन्दर चाय बगान भी है। इन्होंने झूठा अभियोग लगाकर पाँच किसानों का धान सीज कर लिया। वहाँ की पुलिस भी किसानों को तंग करती है। लालबाजार थाना की पुलिस ने उन पाँच किसानों को पकड़ कर हाजत में डाल दिया। फटीचर महेश के पास जो खोला है उसमें गुण्डे और उसके सिपाही लोग रहते हैं। उसके सिपाही लोगों ने भी किसानों के ऊपर अत्याचार किया। उनको अनेक तरह से तंग किया।

फटीचर महेश के पास तीन खोला है जो उसके बाड़ी के सामने ही है। एक खोला का नाम है गुम्टी खोला, दूसरा उत्तर निचापुकुर खोला है और तीसरा खोला है मेल खोला। इन तीनों खोलों में गुण्डा बास करते हैं और किसानों पर हमला करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जब एक बड़ा जमीन्दार बेनामी करके जमीन रखता है तो सरकार और पुलिस उसकी मदद करती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको मदद न करके वह किसानों की मदद करे।

बड़े दुख की बात है कि आज मजदूरों पर हमला किया जाता है। जमीन किसानों को जोतने को नहीं दिया जाता है और सरकारी आइन को तोड़कर जमीन्दार मुनाफा करते हैं, किसानों को भूखों मारते हैं। फिर भी कांग्रेसी सरकार कुछ भी विचार नहीं करती है। इसलिए मैं मंत्रीमण्डल के पास दरख्वास्त करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

फटीचर महोश अपने इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार हैं । उनकी नीति किसानों के प्रति बहुत ही खराब रहती है । ये महाशय दो, तीन वर्ष तक किसानों को भूखा रखे । अपनी जमींदारी से इन्होंने लाखों रुपया कमाया है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन पांच किसानों का धान जो सीज किया गया है उसे उन किसानों को लौटा देना चाहिए । साथ ही फटीचर महाशय पर उल्टा केस सरकार की तरफसे करना चाहिए ।

भूमि संस्कार आइन में वरगदा थाना के अन्दर एक जमींदार है, जिसका नाम नूर महम्मद है । ये कम से कम हजारों बीघा जमीन के मालिक हैं । इन्होंने समूचे जमीन को नये आदमियों के हाथ बिक्री कर दिया है । पुराने जो भागचासी किसान हैं उनको जमीन नहीं दिया । नया जमींदार किसानों से कहता है कि धान का भाग मुझे देना पड़ेगा । किसानों ने उसका भाग दे दिया । किन्तु पुराना जमींदार किसानों से कहता है कि जमीन के मालिक हम हैं । भाग हमें देना होगा । किसानों ने कहा कि हमने तो भाग दे दिया है । अब हम कहां से देंगे? इस पर वह जमींदार उन किसानों को तंग करता है । किसानों ने भागचास पार्टी के पास जाकर इसकी शिकायत की और वहां अनुरोध किया कि नूतन जमींदार कहता है कि जमीन के मालिक हम हैं, भाग हमें मिलना चाहिए । पुराना जमींदार कहता है कि जमीन के मालिक हम हैं, धान का भाग हमें देना होगा । ऐसी अवस्था में किसान बेचारे क्या करें? उनके ऊपर जमीन्दार नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, फिर भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेन्ट चुप करके बैठी है । जमींदारों के खिलाफ कुछ भी कार्यवाई नहीं कर पाती है ।

स्पीकर महोदय, एक और जरूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं वह है चाय बगान के बारे में । हमारे अंचल में दो चाय बगान हैं । एक है तिरमारी बगान और दूसरा है भगतपुर चाय बगान । इन बगानों के अन्दर इतनी जमीन बेकार पड़ी है जिसमें दो हजार बेकार मजदूर और किसान आबाद हो सकते हैं । उस जमीन पर चास करके ये लोग अपना पेट भर सकते हैं । लेकिन कम्पनी उन जमीनों पर मजदूरों और किसानों का कब्जा नहीं होने देती । वहां के बेकार किसान कहते हैं कि हमलोग जंगल तोड़ कर खेती करेंगे । अपने खाने के लिए अन्न पैदा करेंगे । हम खेती करने दिया जाय । किन्तु बगान का मैनेजर कहता है कि जमीन हमारी है । तुम लोग चास नहीं कर सकते हो । सर, मैंने स्वयं देखा है कि ये जमीन आज दस वर्ष से बेकार पड़ी हुई है । उसमें चाय बगान का कुछ भी काम नहीं होता है । इसलिए मैं मंत्रीमण्डल के पास यह मांग रखता हूं कि जब तक उस जमीन की इन्क्वायरी नहीं होती है, तब तक उस जमीन को बेकार मजदूरों और बेकार भागचासी किसानों को चास करने के लिए दे दिया जाय ।

तीसरी बात जो सबसे आवश्यक है वह यह है कि माल थाना के अन्दर वहां की पुलिस किसानों के ऊपर बार-बार जुल्म करती है । वहां की पुलिस का सहारा लेकर वहां के गुण्डे किसानों को तंग करते हैं और उनके घरों में आग लगा देते हैं । अभी

पिछले जनवरी महीने में बेकार किसान ३०/४० की संख्या में जंगल मांगने गये। उनलोगों ने कहा कि हमलोग जंगल तोड़ कर खायेंगे। इस जमीन पर वास करेंगे। इतने पर भी माल बजार की पुलिस ने उन आदमियों को तंग किया। क्या पुलिस को ऐसा करना चाहिए था? मैं मंत्रीमण्डल से अनुरोध करूंगा कि किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाय। उनकी अवस्था की उन्नति की व्यवस्था होनी चाहिए।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Bhakta Chandra Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, জমিদারি উচ্ছেদ আইন ও ভূমিসংস্কার আইন এই দুটো আইনে উন্নতি ও যথাযোগ্য প্রয়োগ না হওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে সেদিক সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই দুটো আইন যত তাড়াতাড়ি কার্যকরী করা যায় ত চেষ্টা করা প্রয়োজন, কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের সম্পত্তি ছেড়ে দিতে বা হয়েছে এবং তাতে তাঁদের জীবিকানির্বাহের পথ বন্ধ হয়েছে। তাঁদের প্রাপ্য, কম্পেনসেশ অবিলম্বে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তাঁরা তা দিয়ে অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, বর্তমান আইন সুচারুভাবে পরিচালি না হওয়ার ফলে জমির মালিকেরা এখন পর্যন্ত রিটার্ন দেয় না, কিন্তু সরকার এর জন্য কো প্রকার ব্যবস্থাও অবলম্বন করছেন না এবং তাঁরা নানা অজুহাতে বেনামী হস্তান্তর ক' চলেছে। সরকার নাকি একবার এই ব্যাপার নিয়ে ক্যাবিনেট সাব-কমিটিতে চিন্তা করেছিলে একটা ব্যবস্থা করবার জন্য, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সেই খবরটা যাবার ফলে সমস্ত লোক যারা জ ভাগে দিয়েছিল, তারা ব'লে দিল, জমি ছেড়ে দেবার জন্য। এ সম্বন্ধে সরকা একটা নির্দিষ্ট সার্কুলার দিলে ভাল হ'ত। আমার আর-একটা কথা হচ্ছে, মন্তেশ্বর ল্যান্ রেকর্ডস অফিস থেকে খবর পেলাম যে, দেবোত্তরের নামে বহু সম্পত্তি লোকে বেনাম ক' ফেলছে। এ সম্বন্ধেও সরকারের একটা প্রভিশন করা উচিত ছিল, কিন্তু এইরকম কো প্রভিশন এখানে দেখতে পাচ্ছি না যাতে ক'রে তাঁরা দেবোত্তর সম্পত্তি নিতে পারেন। উ নাকি বলেছেন, আমরা এমন কোন প্রভিশন দেখতে পাচ্ছি না, যাতে ক'রে সমস্ত দেবোত্ত সম্পত্তি আমরা নিয়ে নিতে পারি। অবশ্য আমরা বুঝতে পারছি, বহু সম্পত্তি বেনা হস্তান্তরিত হয়েছে। আমি বলব, সেইসমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উপর লক্ষ্য রেখে সুপা ভিশনএর জন্য, তদারকের জন্য একটা কমিশনএর আন্ডারএ রাখা প্রয়োজন আছে।

আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তি বোধহয় জানেন যে, আমাদের স্বল্প বেতনপ্রাপ্ত জমিদার কর্মচারীদের বেতনের গ্রেড নিয়ে তাঁ একটা দাবি সপ্তাহ পালন করবেন ব'লে ঠিক করেছেন। মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে তাঁরা মেমো র‍্যান্ডামও পাঠিয়েছেন এবং আমার কাছেও তাঁরা বলেছেন। সত্যিই মাত্র ২৭ টাকা ভাতা তাঁদের পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব নয়। আমি মনে করি, তাঁদের বিষয় চিন্তা করার প্রয়োজ আছে। আর একটা বিষয় সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। আমাদের এখানে শহরে লোকদের খেলাধুলা করবার জন্য স্টেডিয়াম তৈরি করবার ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু আমাদে গ্রামাঞ্চলে ছেলেদের খেলবার কোন মাঠ নেই। সেইজন্য আমি বলব, গ্রামাঞ্চলে ছেলেদে খেলবার জন্য খেলার মাঠ এবং গোচারণ ভূমির জন্য সরকার থেকে বিশেষভাবে প্রভিশন কর উচিত। এই প্রভিশন না থাকার ফলে ছেলেরা জমির মালিকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতে বা হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় দেখা যায়, মালিকরা সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছেন। এটা অতি সামা জিনিস, আমি আশা করি, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ব্যবস্থা করবেন

Sj. Jagadananda Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি পয়সার কাট মোশন সম্বন্ধে বলছি।

আজকে এই ল্যান্ড রেভেনিউ খাতে আলোচনাকালে আমি বলতে চাই এটা একটা গুরুত্ব-পূর্ণ বিভাগ সন্দেহ নেই। কারণ এই কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে বহু লক্ষ লক্ষ পরিবারের ভাগ্য ভূমির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। জমিদারি দখল আইন পাশ হওয়ার পরও বাংলাদেশে ভূমি-ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। যে কৃষকসমাজ ন্যায়ত আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ, তারা আজ আইনের বিফলতায় দিশেহারা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে চলেছে। এই ভূমিসংস্কার আইনের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রকৃত কৃষককে ভূমির মালিক ক'রে দেওয়া এবং তার সুখ-সুবিধা আয় বৃদ্ধি ও অন্যান্য উন্নতির পথ প্রশস্ত ক'রে দেওয়ার কাজে সহায়তা করা।

আমি এখানে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে খাজনা সম্বন্ধে। বাজেটে রয়েছে খাজনা আদায় খাতে যে টাকা আদায় হয়, তার শতকরা ৭৬ ভাগ খরচ হয়ে যায় এই টাকা আদায় করতে। এই খরচের হাত হ'তে রক্ষা করতে হ'লে, আমি বলি, তিন একরের নিচে যাদের জমি তাদের নিষ্কর ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ ৫-৭-৮-৯ বিঘা পরিমাণ জমির কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র। এই সকল কৃষকদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবার পর এবং জমিদারি আইন বলবৎ ও ঠিকভাবে কার্যকরী করা হ'লে পর, ভূমিসংস্কারের কথা ওঠে। কিন্তু বর্তমান সেটেলমেন্টের কার্যকলাপ ও সরকারী নীতির গাফিলতির দরুণ সারা বাংলাদেশে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ যে হাসাকরভাবে কমে যাবে এটা জানা কথা। সুতরাং এতে ক'রে এ সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর এমন বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে, জোতদার ও জমিদারদের সহিত সরকারী কর্মচারী-দের দুর্নীতিপরায়ণতায় সব জমি বেনামীতে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং আধিয়ার ও বর্গাদারদের উচ্ছেদ অবাধে চলেছে। জলপাইগুড়ি জেলায় বিশেষ ক'রে সরকারী কর্মচারী দ্বারা আর একটি উপদ্রব সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হচ্ছে জমিদারি দখল আইনের ১০(২) ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক দখল করা জমির যত পরিমাণ যে আধিয়ারের দখলে আছে বোর্ড অব রেভিনিউএর নির্দেশ অনুযায়ী একর-প্রতি ১০ টাকা হারে সরকারকে খেসারত দিয়ে উক্ত জমি সেই আধিয়ারকেই চাষ করার অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকার সম্বন্ধে আমি বোর্ড অব রেভিনিউ-এর দুইটা নির্দেশ এখানে উল্লেখ করছি যা জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে

letter No. 4966(14)E.A.(E.R.C.), dated 15th March, 1958, from the Deputy Land and Land Reform Commissioner, West Bengal, to the Deputy Commissioner, Jalpaiguri.

আর একটা হচ্ছে

letter No. 21601(14)G.E./837/58, dated 17th December, 1958, from the Secretary, Board of Revenue, West Bengal, to the Deputy Commissioner, Jalpaiguri,

এতে উপরি-উক্ত নির্দেশ দেওয়া আছে। বর্তমান ১৩৬৫ সাল বাদে পূর্বের দু'তিন বৎসরের ১৩৬২।৬৩।৬৪ সালের ফসলের ভাগ জোতদাররা আধিয়ারের নিকট হ'তে নিয়ে নিয়েছে। এখন সরকারের ন্যায়ত উচিত এই দু'-তিন বছরের খেসারতের টাকা জোতদারদের নিকট হ'তে আদায় করা।

[5-40—5-50 p.m.]

কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলার এ ডি সি মহাশয় ডুয়ার্স অঞ্চলে মালবাজার থানায় নিজে গিয়ে আধিয়ারদের নিকট হ'তে বিগত ৩।৪ বছরের খেসারতের টাকা একসঙ্গেই দাবি করেন এবং সমগ্র জেলায় এইভাবে আদায়ের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ টাকা উঠানো হয়েছে। এই ভদ্রলোক উপরে উল্লিখিত বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নির্দেশ অনুযায়ী খাজনা আদায় না ক'রে জোতদারের স্বার্থে এবং অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আধিয়ারদের নিকট হইতে এই বকেয়া খেসারত টাকা আদায় করছেন। তাছাড়া যারা বকেয়া খেসারত দেবে না তাদের নিকট থেকে ১৩৬৫ সালের খেসারতের টাকা নিচ্ছে না। এদিকে জোতদাররা বহু জায়গায়

আধিয়ারদের কাছ থেকে জোর ক'রে ধান আদায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি ফলাকাটা থানায় ১নং ধনীরামপুর ইউনিয়নে নরসিংহপুর মৌজায় মেছুয়া এস্টেট অধীন জয়-প্রসাদ রায় গং প্রায় ৫০।৬০ ঘর আধিয়ারদের নিকট সরকার ১৩৬২।৬৩।৬৪ সালের বাবত মোট ৩ হাজার টাকার বেশি টাকা আদায় করেন, তা সত্ত্বেও আজও তাঁদের কোন স্বত্ব নাই এবং উৎপন্ন ফসলও ভোগ করতে পারছেন না। এমনকি ১৩৬৪।৬৫ সালের সম্পূর্ণ আবাদী ফসল ধান ও পাট সিজ করতে আলিপুর মহকুমার শাসক মহাশয় উক্ত জোতদারকে সহায়তা করেন। আজ পর্যন্ত ফলাকাটা থানার পুলিসের সহযোগিতায় জোতদার আধিয়ারদের উপর ১০।১৫টি ফৌজদারি ও লুটের কেস দিয়ে দিনের পর দিন তাদের এইভাবে না খাইয়ে মারবার ব্যবস্থা করছে জোতদাররা। ধান্যও কেড়ে নিল, উলটে আধিয়ারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা লুটের মামলাও দায়ের ক'রে দিল। উক্ত জেলার ডি সি, এস ডি ও; এল আর ও, এ এল আর-ও এদের প্রত্যেকের নিকট প্রত্যক্ষ ইনকোয়ারি ক'রে সুবিচারের আশায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে বহু আবেদন করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীরা এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। আমি নিজেও এ বিষয়ে কয়েকবার এইসব কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ ক'রে আলোচনা করি। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কাজেই এদের এইসব হয়রানি থেকে মুক্তি দিয়ে আটক ধান ও পাট ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে এবং জোতদারের প্ররোচনায় পুলিসের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে না পারলে কৃষক ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। উচ্ছেদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি একটিমাত্র উদাহরণস্বরূপ ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ধুপগুড়ি থানার বিমল ভট্টাচার্য নামক এক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ১৩৫৯ সালে দলবল নিয়ে নানাপ্রকার ভয় দেখিয়ে আলতা গ্রামে মৃত কাজিমুদ্দিন মহম্মদের সম্পত্তি তার ওয়ারিশের নিকট হ'তে নিজের এবং আত্মীয়গোষ্ঠীর নামে কয়েকশত বিঘা জমি বেশি দামের লোভ দিয়ে পরে কম টাকা কোবালা ক'রে এখন ভীষণভাবে আধিয়ার উচ্ছেদ শুরু করেছে। এই ভদ্রলোক নানাপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কয়েক বৎসর যাবত কংগ্রেসের সেবা ক'রে আসছেন। রাস্তাঘাটে মাঝে মাঝে তাঁর দুষ্কৃতির জন্য জনসাধারণের কাছে তিনি অপদস্থ হয়েছেন। সে কারণে ধুপগুড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে ময়নাগুড়ি এসে আবার জেলা কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হয়ে এখন এইসব কাজ পুরাদমে চালাবার নূতন উৎসাহ দেখাইতেছে। এরপর ধুপগুড়ি বাজারের সন্নিকটস্থ ১০৬২নং জোতাধীনে ২৩।২৪নং খতিয়ানে ৫।৭ ঘর আধিয়ারকে আজ ৭ বৎসর যাবত তাদের পথে বসিয়ে দিয়েছে। ভাগচাষ বোর্ডের রায় আধিয়ারদের পক্ষে ভাল হ'লেও সে নিজে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জমি দখল করতে যায়, ১৩৬২ সালে তাদের প্রত্যেকটি বাড়িতে নিজ হাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। দিনের বেলা ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে জমি দখল করতে যাওয়া কত বড় দুঃসাহসের কথা, মিস্টার স্পীকার, আপনি জানেন। ২৪ ঘণ্টা এইভাবে জমি দখল করতে গিয়ে ডি আই জি-র সেই অঞ্চলে ভ্রমণের সময় হঠাৎ তাঁর হাতে ধরা পড়ল। অথচ সেই ২৩।২৪নং খতিয়ানের জমি থেকে থানার দূরত্ব মাত্র ২ ফার্লং। থানার পুলিস নিষ্ক্রিয় ছিল এবং এইসব অত্যাচারের সহায়তা করে। আজ ৭ বৎসর ধ'রে এইসব আধিয়ারের কোনরূপ সুরাহা হ'ল না। কয়েক বৎসর যাবৎ আধিয়ারের ধান, পাট সিজ করা আছে। ফলাকাটা থানায় এইরূপ অত্যাচারের ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। আজ মনে হয় কংগ্রেসী রাজত্বেই এইসব ঘটনা সম্ভব। আমার শেষ কথা হ'ল, মন্ত্রি-মহাশয় এইসব গুরুতর সমস্যার যদি সমাধান না করেন ও আধিয়ারদের প্রতি এইসব স্বার্থপর লোকদ্বারা এবং সরকারী কর্মচারীর প্ররোচনায় যে জুলুম হচ্ছে তার ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তা হ'লে এই কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন ক'রে তাদের বাঁচবার মৌলিক অধিকার গুলি আদায় ক'রে নেবে।

Sj. Syamadas Bhattacharyya:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ভূমিরাজস্ব বিভাগের মধ্যে বিশেষ ক'রে, পরিকল্পিত নূতন সমাজ গঠন আদর্শে রূপায়িত হচ্ছে এই কথা যদি আমি বলি, তা হ'লে আমার মনে হয় খুব বেশি প্রতিবাদ উঠবে না। এই বিভাগের আদর্শধারা সম্বন্ধে, এই বিভাগের নীতি সম্বন্ধে, এই বিভাগের কর্মধারা সম্বন্ধে যে নূতন বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার জন্য প্রথমেই এই বিভাগের, বিশেষ ক'রে এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রিমহোদয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

তাছাড়া স্বল্পবিত্ত মালিক এবং ভূমিহীন কৃষকদের হাতে জমি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন এইজন্য যে খাজনা নির্ধারণের নীতিকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করা হয়েছে, অর্থাৎ বেশি জমির মালিক বেশি হারে খাজনা দেবে, এবং অল্প জমির মালিক অল্প হারে খাজনা দেবে এই যে নীতি এটাকে অভিনব বৈজ্ঞানিক এবং বৈপ্লবিক নীতি বলে আখ্যা দেব এবং এই নীতি সর্বসাধারণের প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করি। এই নীতি আইনের ধারার মধ্যে বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে জনসাধারণের মনে প্রচুর সন্তোষের সঞ্চার হয়েছে, এবং আমি আবেদন করব যে এই নীতি যতশীঘ্র সম্ভব কাজে প্রয়োগ করা যায় ততই আমাদের পক্ষে ভাল।

[5-50—6 p.m.]

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, বর্গাদার উচ্ছেদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এ কথা মনে রাখা দরকার যে ১৯৫১ সালের বর্গাদার আইনের আগে বর্গাদারদের কার্যতঃ কোন রকম অধিকার ছিল না। ১৯৫১ সালের আইনে প্রথম অধিকার তাঁরা পেলেন। সেই অধিকার আমরা আরও সুরক্ষিত করতে চাই, সুদৃঢ় করতে চাই, এই কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আজও আমরা সুস্পষ্টভাবে এখানে ঘোষণা করছি।

অনেকে একথা বলেছেন যে, বেশি সংখ্যায় ও বেশি পরিমাণে বর্গাদার উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিছু কিছু উচ্ছেদ যে করা হয়েছে এ সম্বন্ধে আমাদের হাতে প্রমাণ আছে। দেখা গেছে যে যখনই বর্গাদারদের হাতে কিছু বেশি অধিকার দেওয়ার কথা হয়েছে, এবং যখন তাদের অধিকার সুদৃঢ় করবার কথা হয়েছে, এবং তার কিছুমাত্র ইঙ্গিত কোথা থেকেও পাওয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে একদল স্বার্থান্বেষী, স্বার্থদুষ্ট লোক সেই বর্গাদারদের উচ্ছেদ করবার জন্য যে নানাভাবে তৎপর হয়েছে একথা সত্য। তাই আজ আমাদের বিশ্লেষণ কোরে দেখতে হবে যে বর্গাদারেরা তাদের নিজস্ব অধিকার থেকে কোথায় বিচ্যুত হয়েছে, কোথায় জমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, এবং যেখানে যেখানে বিতাড়িত হয়েছে, যেখানে যেখানে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সেখানে সেখানে তাদের অবস্থার প্রতীকার করতে হবে; জমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এ সম্বন্ধে আমাদের দ্বিমত করলে চলবে না। আজ আমরা প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার নীতি স্বীকার করেছি। কংগ্রেসের এই নীতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। আজকে বর্গাদারেরা আগে যতখানি ক্ষমতার মালিক ছিল, তারচেয়ে বেশি ক্ষমতার মালিক হয়েছে। আমরা চাই প্রত্যেক কৃষকের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার নীতি অনুসারে বর্গাদারদের সমস্ত প্রকার ক্ষমতা স্বীকার করা হউক এবং প্রকৃত কৃষক হিসাবে আরও অধিকতর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হউক এবং কবলুত্ত প্রজা হিসাবে গ্রহণ করা হউক। এইভাবের ঘোষণা আমাদের পক্ষ থেকে করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটা অভিমত বা সাজেসন আপনার কাছে পেশ করতে চাই। প্রথম হল হংসধ্বজবাবু যা বলেছেন যে ২৫ একর জমি যেটা উচ্চ সীমারেখা হয়েছে, প্রয়োজন হলে সেটা কমাতে হবে। আমি এই কথা সমর্থন কোরে বলি যেসমস্ত জমি বেহাত হয়েছে, হস্তান্তরিত হয়েছে, এবং আইনের বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে অন্য লোকের হাতে চলে গেছে সেই সমস্ত জমি উদ্ধার করতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব সে সম্পর্কে তদন্ত কোরে এবং প্রয়োজন হলে আইনের ধারা বদলে তার ব্যবস্থা করা উচিত। এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং ঘোষণা করা উচিত। আর একটা কথা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশ, ৪৪(২ক) ধারায় অনেক কেস জমা পড়েছে সেই কেস বিভিন্ন জায়গায় দাখিল করা হয়েছে, এখন তৎপরতার সঙ্গে তার সমাধান করা দরকার।

তৃতীয় কথা হচ্ছে অনেক জায়গায় কপি বা নকল পেতে দেরি হয়, সেটা সামান্য কথা হলেও গ্রামাঞ্চলে আমাদের এই অভিযোগ শুনতে হয়, সেইজন্য কপিয়িস্ট বা নকলনবীশ বেশিসংখ্যায় নিয়োগ করা দরকার। এই কথা আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে পেশ করছি।

আর একটা কথা বলা হয়েছে আমাদের তরফ থেকে এবং বিরোধী পক্ষের তরফ থেকেও বলা হয়েছে যে কম্পেনসেশন বা ক্ষতিপূরণ যতশীঘ্র সম্ভব দেওয়া দরকার, বিশেষ কোরে যাঁরা অল্প

জমির মালিক ছিলেন তাদের পক্ষে এটা বিশেষ কোরে দরকার। আর একটা কথা, যে সব স্থান দুর্গত অঞ্চল সেখানে খাজনা মকুব করা হবে এটা ঘোষণা করার বিশেষ প্রয়োজন।

আর একটা কথা। তহশিলদারদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের যেসব অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তা দূর করতে হবে; অনেক সময় কাগজ পেনসিল পাওয়া যায় না। এইসব সামান্য সামান্য ব্যাপারে যে অসুবিধা তা দূর করা উচিত। এই সঙ্গে আর একটা কথা বলব যে, তহশিলদারেরা যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন তার জন্য তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দান করতে হবে। আর তাদের কার্যের ভার পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দিলে—যেখানে যেখানে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে তহশিলদারের খাজনা আদায় এবং ভূমিসংক্রান্ত যে কাজ তা ছেড়ে দিলে দেখা যেতে পারে তাতে কতটা ফল পাওয়া যায়। আমরা আশা করি গ্রামের এই কাজ বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দিয়ে সুফল লাভ করতে পারব।

এই কয়েকটি কথা বলে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের আনীত প্রস্তাব সমর্থন করি।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, वेस्ट बंगाल स्टेट एक्यूजीशन एक्ट १९५३ साल के ६ धारा के उपधारा ३ में स्पष्ट करके लिखा हैं कि चाय बगान के अन्दर जितनी जमीन चाय बगान के गाछ के लिए लगेगी, वह सब राज्य सरकार ठीक करेगी। इस संबंध में एक कमेटी राज्य सरकार द्वारा बैठाई गई थी। किन्तु कितने दिनों के बाद यह कमेटी खत्म हो गई कोई जानता नहीं है। किन्तु यह सुनने में आया है कि चाय बगान के नाम पर जरूरत से ज्यादे जमीन रखने की सिफारिश इस कमेटी की ओर से दी गई हैं। क्या यह बात सच हैं? कृपा करके मंत्री महोदय इसे खुलासा कर देंगे।

सर, आज उत्तर बंगाल के चाय बगान के मालिक लोग चाय बगान के नाम पर और चाय की खेती के नाम पर बाजार-हाट और बस्ती तथा उसकी आबादी पर अपना कब्जा कर रखे हैं। यहां तक कितने ही चाय बगान के मालिक गवर्नमेन्ट को जमीन का रिटर्न तक नहीं देते है। कई वर्षों से ये लोग ऐसा करते आ रहे है। मगर कल्याण राष्ट्र का रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट के द्वारा चाय बगान के उन हाट-बाजारों पर कब्जा नहीं किया गया है और न किसानों के उन खेतों को जिन पर वे अधिकार करके भुट्टा, सब्जी वगैरह की खेती करते है, उन सब को अभी तक नहीं लिया गया हैं। मालूम नहीं कि लिया जायगा या नहीं।

माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, दार्जीलिंग जिले के आवश्यक बाजार सोनादा पर मुण्डा बगान का अधिकार हैं जो वहां से पांच मील की दूरी पर है। पबेङ्ग बाजार होप टाउन बगान के कब्जे में है। मिरीक बाजार थर्बू बगान के कब्जे में हैं। पोखारेधाबों बाजार साङ्गमा बगान के कब्जे में हैं। रंगली रंगलिएट बाजार रंगली चाय बगान के कब्जे में है। सिंङ्गला बाजार तकभर बगान के कब्जे में हैं। सोम्बारिया हाट कापू बगान के कब्जे में है। पीमीघट्टा बाजार, रंगबुल बाजार इत्यादि सभी बाजारें किसी न किसी के अधिकार में ही है जो दार्जीलिंग जिला के बहुत आवश्यक बाजार हैं।

सर, रंगबुल बस्ती जहां गवर्नमेन्ट की पोटेटो सीड फार्म है, उसको छोड़ कर और जितनी भी जमीनें हैं वे सभी घोलिया बगान के कब्जे में हैं। इन बस्तियों से घोलिया बगान तीन मील की दूरी पर है। होपटाउन सेटलमेन्ट बस्ती जहां पर तीन सौ किसान परिवार रहते हैं वह सब मुण्डा टी स्टेट के अधिकार में है जो पांच मील की दूरी पर है। नया बस्ती जो नार्थ प्वाइन्ट में पड़ता है जहां किसान खेती करते हैं वह सिंगताम चाय बगान के कब्जे में है जहां से सिंगताम बगान एक मील दूर है। इसी तरह से बतासिया बस्ती सोम बगान के अधिकार में है जहां से सोम बगान सात मील पड़ता है।

सोम्बारीया हाट में एक पुल है। पुल से पार करते समय किसानों को पर ट्रिप चार आना देना पड़ता है। इससे किसानों को बहुत ही कठिनाई होती है। मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसे दूर करें।

बहुत से चाय बगान के मालिक किसानों की जमीन पर खेती कर रहे हैं और उनका रिर्टन भी नहीं देते हैं। ६०/७० वर्ष से वे लोग खेती करते आ रहे हैं। सके लिए गवर्नमेन्ट क्या कर रही है? मुझे याद है कि बिमल बाबू ने कहा था कि असेम्बली में आने पर उनको देखने को मिलेगा कि भूमि सुधार क्या काम करती है। आज मुझे पूरी उम्मीद थी कि मंत्री महोदय के भाषण में मुझे इस विषय पर कुछ सुनने को मिलेगा मगर कुछ भी सुनने को नहीं मिला। कृपया इस विषय के बारे में कुछ अपने जवाब के समय बताइयेगा।

दार्जीलिंग के $\frac{२}{१०}$ भाग पर्ती जमीन पर किसान लोग बहुत दिनों से खेती करते आ रहे हैं। उसपर वे बैठे हुए हैं। उन जमीनों को किसानों के अधिकार में देंगे या क्या करेंगे? मंत्री महोदय मेहरबानी करके क्या बतायेंगे?

दूसरी बात मुझे खास महाल के बारे में कहनी है जहां पर गवर्नमेन्ट की जमीन्दारी है। खास महाल की जमीन को एक आदमी कितने एकड़ तक रख सकता है? उसके बारे में कोई कानून है या नहीं? तीसरी बात अधियारा लोगों का क्या होगा?

बृटिश साम्राज्य के समय उन लोगों ने जिस प्रथा को रखा था उस मण्डल प्रथा के विषय में मंत्री महोदय को क्या कहना है? वह अभी कितने दिनों तक कायम रहेगा? कल्याण राज्य में उसकी अवधि कितने और दिनों तक रहेगी?

बंगाल के दूसरी जगहों में हम देखते हैं कि खजाना वसूलने के लिए तहसीलदार हैं। लेकिन दार्जीलिंग के खास महाल के जमीन का खजाना तहसीलदारों द्वारा वसूलने में कल्याण रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट को क्या दिक्कत हो रही है? मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे।

आप अभी भूमि का सर्भे कराये हैं। किसान लोगों के अब्जेक्शन करने का डेट मंत्री महोदय ने ठीक कर दिया है। मगर अब्जेक्शन करने का फार्म बंगला में है। जब किसान आकर फार्म मांगता है और उसे उलट-पुलट कर देखता है तो उसको कोई

भी बात समझ में नहीं आती है। अतएव लौटकर घर चला आता है क्योंकि वह बंगला नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब अब्जेक्शन का टाइम भी नहीं मिल रहा है। क्या मंत्री महोदय फार्म जो बंगला में है उनको नेपाली में करायेंगे? इससे किसानों को बड़ी सुविधा मिलेगी और वे अब्जेक्शन भी कर सकेंगे। क्या भूमि राजस्व मंत्री समय की अवधि बढ़ाने की मेहरबानी करेंगे?

माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, कल्याण राज्य में आजकल पद-यात्रा शुरू हो गई है। सबसे पहले हमारे यहाँ कालिंपोंग में हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर नर बहादुर गुरूङ्ग की पद-यात्रा शुरू हो गई है। गंगा राम को भूमि से उच्छेद करके भूमि अतुल्यो को दे रहे हैं। अभी तो पद-यात्रा शुरू ही हुई है। परन्तु इससे किसानों को भूमि नहीं दी जा रही है बल्कि उनका उच्छेद किया जा रहा है। यही तो उनकी पद-यात्रा है।

[6--6-10 p.m.]

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় সহকারী সভাপতি মহাশয়, আমরা একটু পূর্বে মাননীয় হংসধ্বজবাবুর কাছ থেকে শুনলাম চাষীরা নাকি মালিকদের ধান লুট করছে, কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য কতদূর অসত্য সেটাই আপনার মারফত আমি এই সভায় প্রমাণ করতে চাই। আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে, আমরা হাজার হাজার ছাপান দরখাস্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এবং ডাইরেক্টার অফ ল্যান্ড রেকর্ডসের কাছে—যিনি এখানে উপস্থিত আছেন—দিয়েছি এবং চব্বিশপরগনার যিনি ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্ট অফিসার তাঁর কাছেও চাষীরা নিজেরা সই করে হাজার হাজার দরখাস্ত দিয়েছে। অর্থাৎ চাষীরা লিখিত দরখাস্ত দিয়ে জানিয়েছে যে আজ ব্যাপকভাবে সুন্দরবন অঞ্চলে, চব্বিশপরগনায় বা বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় মালিকরা ভূমিসংস্কার আইনকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি বেনাম করেছে, সেই জমি আজ তারা ধরতে চায়। তারা একথাও বলেছেন যারা মূল মালিক ছিল তারা তাদের কাছ থেকে ধান দাবী করছে, যারা বেনামদার মালিক আবার তারা ধান দাবী করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে হাড়োয়া থানার পতাকী ভট্টাচার্য যে জমি বেনাম করেছিলেন সেই জমি আমরা ধরেছি এবং রেজিস্টার্ড ডিড পর্যন্ত দিয়ে আমরা বেনাম সাব্যস্ত করেছি। এ ছাড়া আর একটা ঘটনা হচ্ছে যে চাষীদের কাছ থেকে মালিকরা খাজনা আদায় করছে এবং আদায় করার পর সে জমি সরকারে বর্তেছে, কিন্তু সরকারও আবার বকী খাজনা চাষীর কাছ থেকে দাবী করছেন। ভাগ চাষ বোর্ডের রসিদ ছিল বলে আমরা বিমলবাবুকে দেখিয়ে প্রমাণ করেছি যে, চাষীরা একবার মালিককে দিয়েছে, তখন সেই জমি গভর্নমেন্টে ভেস্ট করার পর চাষীকে কেন আবার দুবার খাজনা দিতে হবে? অবশ্য তখন বিমলবাবু বললেন যে, নিশ্চয় চাষীকে রেহাই দেওয়া হবে। এইরকম ঘটনা সুন্দরবন অঞ্চলে, চব্বিশপরগনায় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘটছে। অর্থাৎ আইনের ফাঁক দিয়ে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি বেনাম করার ফলে চাষী যখন দেখছে যে মূল মালিক তাদের কাছ থেকে ধান চাচ্ছে, বেনামদার মালিক ধান চাচ্ছে, আবার গভর্নমেন্ট ধান চাচ্ছে, তখন আমরা মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছি যে, চাষীরা কাকে ধান দেবে এবং এই অবস্থায় ধান দিতে গেলে চাষীরা বিপদে পড়বে বলে এই ধান চাষীদের কাছেই থাক। চাষীরা ধান লুট করতে চায় না, বরং প্রকৃত বিচারের দ্বারা জমির মালিক যে নির্ধারিত হবে তাকেই তারা ধান দিতে রাজী আছে। এই বক্তব্য চাষীরা এবং আমরা কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে হাজার হাজার লিখিত দরখাস্ত বিমলবাবু এবং ডাইরেক্টার অফ ল্যান্ড রেকর্ডসকে, যিনি এখানে উপস্থিত আছেন, জানান হয়েছে। চাষীরা আবার দরখাস্ত দিয়ে জানিয়েছে যে তারা নিজেরা ধান ধরে রেখেছে।

Mr. Deputy Speaker:

ডাইরেক্টার অব ল্যান্ড রেকর্ডস এখানে উপস্থিত আছেন একথা আপনি বলবেন না, এ্যাড্রেস টু দি চেয়ার করে সব কথা বলুন।

Sj. Provash Chandra Roy: I have understood.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Deputy Speaker, Sir, the technical position is that strangers are not part of the House. Therefore, they cannot be referred to.

সুতরাং এইভাবে তারা ধান তুলেছে—লিখিতভাবে তারা জানিয়েছে, জানাবার পর চাষীরা একথা বলেছেন যে আমরা ধান রেখেছি। এই বেনামদার ধরবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে তারা আবার দরখাস্ত দিয়ে জানিয়েছে। ৫(এ)তে বেনামদার ধরবার জন্য যে ভূমিসংস্কার আইন করা হয়েছে সেই আইনের দ্বারা সরকার এই বেনামি ধরতে পারেন কি—চাষীরা দরখাস্ত দিয়ে বলছে আমরা আপনাকে প্রমাণ দিয়ে তাদের ধরিয়ে দিতে চাই এবং সেই ৫(ক) ধারায় বেনাম ধরার যে আইন রয়েছে চাষীরা তার পুনর্বিচারের জন্য দরখাস্ত দিয়ে পাঠিয়েছে এবং এইভাবে যে হাজার হাজার দরখাস্ত তাঁর কাছে তারা পাঠিয়েছে তার পুনর্বিচারের জন্য তিনি ইনকোয়ারি করার ব্যবস্থা করছেন একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমার মূল বক্তব্য হংসবাবু যেকথা বলেছেন যে, চাষীরা লুঠ করেছে, চুরি করেছে—সেকথা কত বড় অসত্য সেটা আমি আপনার কাছে প্রমাণ করলাম। এমন ঘটনা আছে সেখানে ল্যান্ড গভর্নমেন্টএ ভেস্ট করেছে, সেই জমির ধান পূর্বেকার মালিকরা চাষীদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি, বসন্ত মন্ডল এবং আরও পাচজন সাউথ মথুরাপুরে, তাদের ধান মালিক নিয়ে গেছে যদিও এই জমি গভর্নমেন্টএ ভেস্ট করেছে এবং তার তারিখ হচ্ছে ১১-৯-৫৮ মেমো নং ১৬৫৭। গভর্নমেন্ট তাদের ধরার ব্যাপারে কিভাবে ব্যর্থ হয়েছেন তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমি আপনার কাছে দিতে চাই। চব্বিশপরগনা জেলায় ১২,৭৫৬টা ও'রা কেস করেছিলেন ডিপার্টমেন্ট মারফত তার মধ্যে মাত্র ১০৮টা অর্থাৎ ৮৬ পার্সেন্ট মাত্র বেনামি বলে সাব্যস্ত হয়েছে। মেদিনীপুরে ৭৪,৮২৫টা কেস করেছেন, তার মধ্যে ৯৪১টা, অর্থাৎ ১,৯৩ পারসেন্ট বেনামী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৪.০২১টা কেস করেছেন, তার মধ্যে ৯৫টা অর্থাৎ ·৬৭ পার্সেন্ট মাত্র বেনামী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সরকার বেনামী ধরার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন—সেইজন্য কৃষকরা সরকারের আইনকে সাহায্য করার জন্য এবং আমরা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সেই আইনকে কার্যকরী করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবি করেছি, কৃষকরা আন্দোলন করেছে যে, পুনর্বিচারের ব্যবস্থা করা হোক এবং তার ফলে আজকে পুনর্বিচার হচ্ছে। তারপরে হংসবাবু যে চাষীদের সম্পর্কে তার অনেক দরদের কথা বলেছেন তার একটা উপমা দিচ্ছি। চব্বিশপরগনা জেলায় যখন তেভাগা আন্দোলন চলে ১৯৪৬-৪৭-৪৮ সালে তখন তিনি খবরের কাগজে একটা বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, সুন্দরবন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে সুতরাং সেখানে পুলিস পাঠানো হোক।

আমি আশা করি যদি তাঁদের সত্যি কথা বলার সাহস থাকে তাহলে একথার প্রতিবাদ তিনি করতে পারবেন না। এখানে রাসবিহারীবাবুর নাম করা হয়েছে—রাসবিহারীবাবু ছোট ছোট মালিকদের জমির ধান লুটের হুকুম দিয়েছেন—একথা সম্পূর্ণ অসত্য। মথুরাপুর থানায় গঙ্গাধরপুরে চাষীদের যে ধান সম্পূর্ণ লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একথার কিন্তু কোন উল্লেখ নাই—সেটা সম্পূর্ণ চেপে গেছে। আমি এখানে কয়েকজন বড় বড় জোতদারের নাম উল্লেখ নাই—নসটা সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছেন। আমি এখানে কয়েকজন বড় বড় জোতদারের নাম বলতে চাই যাঁদের সম্পর্কে আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলেছি বেনাম ধরার জন্য—একজন হচ্ছেন, পার্লামেন্টের সদস্যা শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী, তারপর, নগেন পান্ডা, তারপর, হৃষিকেশ ত্রিপাঠী, মেদিনীপুরের রথীন দিন্দা, হাওড়ায় মফিজুদ্দিন জমাদার—এদের নাম আমরা দিয়েছিলাম—কিরকম বেনাম হচ্ছে এর প্রমাণ হিসাবে। আমি আশা করি, বেনাম ধরার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

Sj. Saroj Roy:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আজকে বিমলবাবু তাঁর বক্তৃতায় বলে দিলেন যে, ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট এগিয়ে যাচ্ছেন এবং ওপক্ষ থেকে শ্যামাদাসবাবু বলেছেন যে, ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে একটা বিরাট বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকার কার্যে ব্রতী হচ্ছেন

যার জন্য এই বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষক সমাজকে এসমস্ত কথা বলে আর ভুলান যাবে না। ভূমিসংস্কার যদি প্রকৃতই হত তাহলে তার প্রমাণ পাওয়া যেত খাদ্যসংকটের তীব্রতা হ্রাসের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু ভূমিসংস্কার যে হয় নি তার প্রকাশ হচ্ছে এই খাদ্যসংকটে। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর খাদ্যসংকট তীব্রতর হচ্ছে। বিমলবাবু তাঁর বক্তৃতায় একটা প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন—

for the expectation of satisfactory crop position.

এক্ষেত্রে তাঁকে ভাবতে হবে ক্রপ যদি ভাল হয় লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে; কিন্তু প্রতি বৎসরই ক্রপ ফেলিওর লেগে রয়েছে। একটা কথা এখানে পরিষ্কার জানিয়ে যেতে চাই যে, এই ভূমিসংস্কার আইন ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, জমি থেকে আজকে লক্ষ লক্ষ কৃষক সারা বাংলাদেশে উচ্ছেদ হচ্ছে, বাংলাদেশের যাদের জমির সংগে সম্পর্ক আছে তারা আজ একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। আজকে যাঁরা ইন্টারমিডিয়ারি তাঁদের অবস্থা চরমে পোঁছেছে এবং গ্রাম্যজীবনে যে জিনিস কখনো ছিল না সেই জিনিস করাপশন জমি নিয়ে আজ ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে। যতই বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে বলা হোক না কেন যে ভূমিসংস্কারের ফলে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, আসলে এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। তারপর সাঁজা খাজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্যামাদাসবাবু বলেছেন এ ব্যাপারেও একটা বৈপ্লবিক নীতি গৃহীত হয়েছে। সাঁজা জমির প্রথা মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলায় আছে, কিন্তু এ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন কিছু হল না। বিমলবাবু একবার এখানে বলেছিলেন যে, সত্যেনবাবু মন্ত্রী থাকাকালীন যে কথা দিয়েছিলেন সেই অনুসারে অর্থাৎ ১৩৬২ সাল থেকে খাজনা আদায় করা হবে। আমরা কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে ১৯৫৬ সালের ২৮এ মার্চ তারিখে মন্ত্রী মহাশয়ের সংগে দেখা করেছিলাম-তিনি পরিষ্কার জানিয়েছিলেন ১৩৬২ সাল থেকেই আদায় করা হবে। তিনি একথা বলার পর আমরা গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের জানাই। কিন্তু আজও সঠিক হল না মেদিনীপুর এবং অন্যান্য জেলায় যেসমস্ত পতিত জমি সাঁজার মধ্যে যেগুলি নাকি রেকর্ড করা হয়েছে সেগুলির কিভাবে বিলিব্যবস্থা হবে। খাজনার দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল,—এই খাজনা প্রথা একটা সামন্ততান্ত্রিক প্রথা এবং এটা সঠিকভাবে প্রয়োগও হয় না এটা রহিত করা উচিত —কিন্তু তাঁরা এটা রেখে দিয়ে বলছেন তাঁরা বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করেছেন। তারপর মধ্যস্বত্বাধিকারী সম্পত্তি সম্পর্কে বহুবার মেদিনীপুর জেলার মধ্যস্বত্ব কমিটির পক্ষ থেকে বিধানবাবুর সংগে দেখা সাক্ষাৎ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মধ্যস্বত্বাধিকারীর সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য তার কাছে

[6-10—6-20 p.m.]

ছোট ছোট চাষী যাদের জংগলের সংগে সম্পর্ক তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে বলে একটা সময় দেওয়া হয়েছে, এবং বলা হচ্ছে ১৫-২০ দিনের মধ্যে একে কার্যে রূপায়িত করা হবে। এবং তারপরে যারা ছোট চাষী, তাদের পাওনা টাকার ৫০ পার সেন্ট দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। সারা বাংলাদেশের মধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কেশপুর, শালবনী প্রভৃতি অঞ্চলে সবচেয়ে ছোট ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারী চাষীরা বাস করে। সেই জন্য বিশেষ করে বলা হয়েছিল ঐ সমস্ত জায়গাতে এফিসিয়েন্ট অফিসার পাঠিয়ে বিলি বন্দোবস্তর কাজ তদারক করা। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা করা হয় নি। এখানে আর একটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে এদের উপর বডি ওয়ারেন্ট সম্বন্ধে। আজ যে সমস্ত মধ্যস্বত্বাধিকারীরা, তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা পায় নি, তাদের উপর বডি ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। তার কারণ, তাদের যে ঋণ ও খাজনার টাকা, যেগুলি জমিদাররা পেতেন, সেই সমস্ত খাজনার জন্য এবং সরকারী ঋণ যা তারা নিয়েছেন তা সমস্ত আদায়ের জন্য তাদের উপর বডি ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। তারা বারে বারে মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তরে জানিয়েছেন আমাদের টাকা নেই, আমাদের ভিক্ষাবৃত্তি করতে হচ্ছে, আমাদের এই ঋণের দায় হতে রেহাই করুন। কিন্তু সরকারের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মন্ত্রী মহাশয়ের এমন বিলি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে তাদের উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সে রকম বিলি বন্দোবস্ত করা হয় নি। বর্তমানে যে আইন রয়েছে তাতে পরিষ্কার বলা আছে যে ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিতে পারেন। তাড়াতাড়ি কেস ডিসপোজ করবার জন্যই

এই রকম আইন করা হয়েছে। কোন মিউনিসিপ্যাল জেলাশাসক সম্পর্কে আমরা জানি, যিনি এ ডি এম (এল, আর) হয়েছেন; তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন ডি সি ও ছাড়া কাজ করবেন না। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি বিশেষ করে সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের নজর দেবার জন্য বলছি।

তৃতীয় প্রশ্ন হল—তফসিল সম্প্রদায় সম্পর্কে আপনারা অনেকেই জানেন যে, তারা মাত্র ২৭ টাকা এ্যালাউয়েন্স পায়। আমরা বারে বারে এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং বলেছি যে তাদের সম্পর্কে একটা নীতি নিন। তাদের চাকরি সম্বন্ধে একটা পে-স্কেল ঠিক করুন, কিন্তু, দুঃখের বিষয় তাঁরা আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন নীতিই গ্রহণ করেন নি। তাদের পার্মানেন্ট করার প্রশ্ন তোলা হয়, কিন্তু সে বিষয় নজর দেওয়া দূরে থাক, তাদের মধ্যে ছাঁটাই শুরু হয়ে গিয়েছে। পল্লী-অঞ্চলে যারা ৯২ পার সেন্ট আদায় করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন চার্জ নেই, তবুও আজকে তাদের সাবভার্সিভ এ্যাক্টিভিটির সঙ্গে জড়িত বলে, মিথ্যা চার্জ দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যতীন্দ্রনাথ আদক বলে একজন কর্মচারী, যিনি পল্লী-অঞ্চলে ৯২ পার সেন্ট আদায় করেন, এবং তার জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষ দরখাস্ত পর্যন্ত করেছেন, কিন্তু, তা সত্ত্বেও তাকে ছাঁটাই করা হয়েছে। আমি পরে তাঁর সম্বন্ধে পুলিসের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে জানলাম যে সাবভার্সিভ এ্যাক্টিভিটির নাম করে তাঁকে ছাঁটাই করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক। একটু আগে হংসধ্বজ-বাবু একটা কথা বললেন যে, এই সমস্ত তীব্র আন্দোলন করে কি হবে, এর চেয়ে একটা আইন হোক, সর্বকিছু একটা শান্তিপূর্ণভাবে করা হোক। যেন একমাত্র ওঁরাই শান্তিপ্রিয়, আর আমরা যত অশান্তিপ্রিয় এদিকে আছি। আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বোধহয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন বাঁকুড়ার দুইজন চাষী, মতিলাল ভড় ও মাখন জানা, এঁরা মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তরে দরখাস্ত করে জানায় যে কোন কোন জমি বেনামী হয়েছে এবং সেই সমস্ত জমি গভর্নমেন্টের হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানকার পুরাতন জোতদাররা নানা কায়দা করে, জমিগুলি তাদের নামে লিখিয়ে নিয়ে কৃষকদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বারবার দরখাস্ত করা সত্ত্বেও যদি কিছু না করা হয়, তাহলে কৃষকদের বাঁচবার কি উপায় আছে? এক কথায় বলতে গেলে জোতদারেরা ইলেকসনে সাহায্য করেছে তাই জোতদারদের সাহায্য করতে হবে। ।

[6-20—6-30 p.m.]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Mr. Deputy Speaker, Sir, I had been listening with very great attention to the different points raised by the honourable members, because I am sincerely desirous that there should be a fundamental change in the countryside, because I feel it in my bones that unless Bengal has a new land system neither can we improve the lot of the agriculturists or of the rural people including non-agriculturists or even build up a strong rural basis out of the surplus of which a new Bengal can be built. Sometimes I have felt that Bengal might be advanced industrially in comparison with other provinces. It might seem to be a paradox but it is nevertheless true that Bengal because it is industrially advanced requires a strong rural basis. That is theoretical proposition and that relates more to planning and general economies about which I shall not deal. My time is short and another demand has to be moved and accepted. Therefore, I shall give only a few comments on the various points raised by the honourable members. Sir, I am reminded of a Urdu saying—"*akkelika isara, bas*"—for those who are intelligent only a brief indication is sufficient. I have great respect for the intelligence of the honourable members and I think I shall not have to speak long.

Sir, before I come to the points that have been actually touched upon by the different members I would like to say a few words about cut motion No. 102 which has been tabled by Shri Mihirlal Chatterjee, but he did not speak on that. As a Hindu I may have perhaps greater love for *abyakta* than for *byakta*, and therefore, I would like to announce at this moment that so far as the *begar* tenancy is concerned we shall issue instructions

and I shall look into it. Sj. Haran Mondal raised the point that the bigger people are taking away all the compensation. I have quoted facts and figures to show that the situation is just the opposite. Then he has raised another point which really surprises me. He said that the quantum of rent that is being realised is on the increase. I think he perhaps said that the rate has increased. I say, nothing of the sort. Rent is just the same. Because we are having more and more land settlemement records, we have been able to establish better credit and we are realizing more and more money. It is not surprising that as jamabandi will be proceeded and finished for the whole of Bengal, the rent will go on increasing, not because we have increased the rate of rent. On the contrary, we have decreased the rate of rent for a vast tract of land. I refer to the case of Sanja tenant who used to pay Rs. 40 equivalent in kind and now it is Rs. 9. And then Sj. Bhadra Bahadur Hamal perhaps raised some questions of tea gardens. I say 'perhaps', because I could not understand his Hindi well. But perhaps he has referred to the tea garden question. Sir, it is well-known that the Tea Garden Enquiry Committee is looking into the matter and I am glad to inform the House that at the last meeting of the Tea Garden Enquiry Committee which was held only seven days back they have practically finished all the case relating to tea gardens and Government expect to have their report before them shortly and as soon as the report is received, all the points raised about the tea gardens—the question of surplus land of tea gardens, the question of hats etc. and all that—will be considered and the decision will be taken.

[6-30—6-40 p.m.]

Now, I come to the very important question. He raised two questions about objection forms. One was that the forms were not available in Nepali. I might say that only 340 forms out of a total of more than 16 lakhs came in Nepali. Therefore forms were not available at that moment. I believe that difficulty has been solved. About the extension of objection time I cannot agree to that proposition because from time to time we have extended the time of filing objections and that time was ultimately extended for about a total of two years. Now we must make an end of it. We must finalise the records; we must start paying compensation; we must get hold of the land that comes out of the surplus land and then distribute it. There cannot be any further delay in the matter.

Lastly, I would mention the cases of Bargadar eviction and would refer briefly to the situation that is obtaining in different parts of West Bengal about eviction of Bargadars. In my opening speech I mentioned about cases filed in 1957-58 before the Bhagchas Boards. I deliberately refrained from quoting the number of persons evicted because the number of persons evicted would be much smaller than the number of cases filed. I dealt with only the number of cases filed. There might be three ways in which a Bargadar can be evicted. The first is to go before the Bhagchas Board and have eviction under chapter 3 of the Land Reforms Act. I have given figures which show that filing is less in 1958 than in 1957. Secondly, there is also another way—I have suspected that—another way of evicting Bargadars. Supposing Bargadars are intimated not to go to settlement camps and have their names recorded at all. That is another way. I have bestowed my very deep thought in the matter, and I have gone deep into the matter. I shall be very glad if the honourable members can help me with facts and figures, because, as I said in my opening speech, I am only too anxious to protect the bargadars. I have mentioned last year that the total number of Bargadars, according to 1951 Census, and according to the statement made by the Bargadars, was nearabout 7 lakhs. In the finally published records as produced by the Settlement Department this time the number is about the same. 6 lakhs 90 thousand, and my officers inform me

a few days back that as a result of the revision of records, which is yet far from complete, the number has gone up to more than 7 lakhs 90 thousand. That being so, the total number for the whole of Bengal—there might be slight variations, but that does not matter—the total number for Bengal has really increased from 7 lakhs to 7 lakhs 90 thousand. Therefore, I am not finding any figures from which the conclusion follows that the Bargadars are being evicted.

Then, Sir, another point was mentioned by my friend Shri Hare Krishna Konar yesterday that even after the record was prepared, bargadars are simply not being given land and they are being asked to go away. I do not know whether this is a fact. Therefore, I invite all the members to give me facts and figures so that I can have a real picture of the situation. Sir, section 5A has come in for a good deal of criticism. I make no secret of the fact that section 5A requires ample evidence, and if evidence is not forthcoming, then it is very difficult to unearth these collusive transactions. This House will remember that section 5A was not incorporated in the original Act. It came in by way of amendment. It came in a year later in 1954. Therefore, it is for this House to say that benami transactions have taken place, that for full one year jotedars have got an opportunity to make those transactions, i.e., between the date on which the Act was passed in 1953 and the date on which the amendment came in 1954, and therefore, these difficulties are cropping up. But, Sir, I am not going to rest on my oars and, as I told you this morning, we are thinking of what can be done about Section 5A. We will be only too glad to make it really effective. Some suggestions are being received and these are being examined and we are considering how best we can amend this Section and bring in an Estate Acquisition (Third Amendment) Bill. These are the main points which I wanted to make out.

I would now very briefly refer to the situation that has arisen in North Bengal. When the suggestions were put forward to me that the peasants would make applications in hundreds and thousands I welcomed the suggestions. I am always prepared to extend my hands of co-operation to those who want really to further the objects of the Act that has been passed by this House. But, Sir, I must say that there are two sides of the question. I know that jotedars are looting the paddy of the bargadars but, unfortunately, there are also cases where the bargadars have held the paddy of the jotedars.

Sj. Bankim Mukherjee: Very few.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: May be. I cannot form any opinion about that, but I have got information that in Nagrakata in the Jalpaiguri District and in Siliguri and all those places arson and looting of paddy have taken place. I may mention individual names. It would indeed be a sorry thing if this movement is misdirected. I had an information last night that there has been arson in Nagrakata. Stealing of paddy is one thing and arson is a different matter. I do not know what was the reason behind it, but the fact is that arson has taken place which is entirely different from paddy-holding and that means violence. As I have tried to indicate, we are all anxious to help the downtrodden, we are all anxious to further the objects of the law and we are firm in this matter. As the Opposition members have admitted in this House today, the Revenue Department circulars are in the right direction. But if there has been any breach of law and order, that is not under my control. That is really the result of circumstances and if there is violation of law and order naturally law will take its own course. Sir, we in this Department are trying to follow the policy to further the objects of the Act, and we

shall appeal to the people to respond to our request and to function in such a peaceful manner as would really help make the objects of this Act successful.

Sir, these are the main points that I wanted to make and I think I have touched all the points raised by the honourable members today.

Sir, I have now come to the end of my speech. Before I close I would like to refer to the speech of Mr. Sisir Das the other day in this House. Sir, I could not follow his arguments.

ও'র বক্তব্যটা আমি ঠিক এই কারণে বুঝতে পারি নি যে, উনি একবার বললেন চাষীরা উচ্ছেদ হচ্ছে, আর একবার বললেন জোতদারেরা খাবে কি, আর একবার বললেন মধ্যস্বত্বাধিকারীদের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না—কাজেই উনি কার পক্ষ হয়ে বললেন সেটা বিশুদ্ধ বাংলাভাষা হলেও আমি বুঝতে পারি নি। ও'র আর্গুমেন্ট হচ্ছে উনি ঘটোৎকচের কুরুকুল ধ্বংসের মত সকলকে ধ্বংসের কথা বলেছেন। কাজেই ও'র আর্গুমেন্টটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি বলে সেটার জবাব দেওয়ার ব্যাপারে, আমি আমার অক্ষমতা প্রকাশ করছি।

Sj. Jyoti Basu:

উনি বললেন কিন্তু কালীপদবাবু, যিনি হোম ডিপার্টমেন্টের ইন-চার্জ, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এ সম্বন্ধে কালীপদবাবু কিছু জানেন কিনা—এই আইনের অপারেসন ব্যাপারে ও'র ডিপার্টমেন্ট অবহিত আছেন কিনা?

[6-40—6-50 p.m.]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I might just add one thing which I forgot to mention. I have not got the complete picture before me, therefore I do not make any commitment at this stage. I am trying to find out the facts to the fullest possible extent. I may tell the House that so far as my information goes in Cooch Behar perhaps and certainly in Siliguri arrests have been made not only the bhagdars but also the jotedars have been arrested. I shall try to find out what the real situation is.

Mr. Deputy Speaker: Save and except cut motions Nos. 56, 85, 88, 121 and 43 all the rest are put.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli, that the demand of Rs 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu, that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jagadananda Roy that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jamadar Majhi that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharjee that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the dmand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Turku Hansda that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Majhi that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", was then put and a division taken with the following result:—

AYES 52

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath

Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben

NOES—111

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 52 and the Noes 111, the motion was lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", was then put and a division taken with the following result:—

AYES—52

Banarjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben

NOES—111

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Lutfal Hoque, Janab
Mohanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab

Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sahuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 52 and the Noes 111, the motion was lost.

The motion of Sj Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zemindary System", was then put and a division taken with following result:—

AYES—51

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravarty, Sj. Jatind a Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das Sj. Gobardhan
Das Sj Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar Sj. Pramatha Nath
Ganguli Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben

NOES—111

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal

Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naska , The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha Sj Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 51 and the Noes 111, the motion was lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zamindary System", was then put and a idvision taken with the following result:—

AYES 51

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das Sj Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada

Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Ka Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben

NOES 112

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Sudhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pius Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phani Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 51 and the Noes 112, the motion was lost.

[6-50—7 p.m.]

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 6,14,27,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to landholders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—50

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben

NOES—112

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan

Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Piyus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Matla
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Platel, Sj. R. E.
Peddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 50 and the Noes 112, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that a sum of Rs. 6,14,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to land-holders, etc., of the abolition of the Zemindary System" was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT No. 24

Major Head: 40—Agriculture—Fisheries

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 25,47,000 be granted for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries".

মৎস্য বিভাগের নীতির কথা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই আমি বলেছি। এই প্রসঙ্গে গত ১৯৫৮-৫৯ আর্থিক বৎসরে কত টাকা খরচ করে কি ফল পাওয়া গেছে তাই সংক্ষেপে আমি নিবেদন করছি।

গত ১৯৪৯-৫০ সালে এ রাজ্যে সর্বমোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ মণ, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বিবিধ সরকারী প্রচেষ্টার ফলে এই উৎপাদনকে বাড়িয়ে প্রায় ১০ লক্ষ মণ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট উৎপাদন বাড়িয়ে বৎসরে ১৪ লক্ষ মণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোচ্য বৎসর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসর। এর মধ্যে পূর্ব তিন বৎসরের কর্মপন্থা বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। এ রাজ্যে প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার মৎস্যজীবী আছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। মাছ ধরবার জাল এবং নৌকা ইত্যাদি কেনার জন্য তাদের স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনা সুদে ঋণ দিয়ে মাছ ধরবার কাজে সাহায্য করা হচ্ছে। সরাসরি সরকারী প্রচেষ্টায় যে তিনশ পঞ্চাশ জন মৎস্যজীবীকে একটি একটি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে দশটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে, তারা সরকারী সাহায্যে সংগৃহীত জাল, নৌকা ও যন্ত্রচালিত নৌকা ইত্যাদি আধুনিক উন্নত সাজ সরঞ্জামের দ্বারা সুন্দরবন ও কাঁথি সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে মাছ ধরছেন। এ পর্যন্ত এ বাবতে প্রায় ১,৭৬,০০০ টাকা ঋণ এবং শেয়ার বাবদ ১২,৫০০ টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

গত বৎসর বাজেট অধিবেশনের সময় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে দেশের মৎস্যজীবী ও জলাশয়ের মালিকদিগকে সমবায় প্রথায় মৎস্য চাষ ও মৎস্য উৎপাদনে ব্রতী হতে। তাতে জনসাধারণের নিকট বিশেষভাবে সাড়া পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জমিদারী স্বত্ব দখল আইন এবং বিবিধ উপায়ে যে সমস্ত জলাশয় রাষ্ট্রায়ত্ব হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই প্রকৃত মৎস্যজীবীদিগকে ইজারা দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা আমাদের লক্ষ্য। মাছ চাষের উপযোগী পুষ্করিণীতে স্বল্প মেয়াদী ঋণ বাবত গত তিন বৎসরে প্রায় ২ হাজার বিঘায় ১ লক্ষ টাকা এবং হাজামজা পুষ্করিণীতে পঙ্কোদ্ধার ও মাছ চাষের জন্য ১,২০০ বিঘায় ২ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়েছে। হাজামজা বিলগুলির সরাসরি পঙ্কোদ্ধার এবং মাছ চাষ করার জন্য সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত সোয়া লক্ষ টাকা খরচে ২৩০০ বিঘা জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করে তা মাছ চাষের উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। এইসব পুষ্করিণী এবং বিল হতে বৎসরে ২২ হাজার মণ মাছের উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়। পুকুরে মাছ চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ১৩ হাজার মণ সার উৎপাদন করা হয়েছে। পুকুর এবং বিলে ছাড়বার জন্য মৎস্যচাষীদের দ্বারা ২৫০ লক্ষ চারা মাছ উৎপাদন এবং তা জলাশয়ের মালিকদিগকে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এতেও উৎপাদনের পরিমাণ হবে প্রায় ৭৫ হাজার মণ। মাছ চাষ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার গবেষণার জন্য কল্যাণী অঞ্চলে একটি গবেষণাগার এবং শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের কাজ অগ্রসর হচ্ছে। উন্নত প্রথায় মাছ চাষ প্রদর্শনের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন থানা এলাকায় ২১২টি প্রদর্শনী কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে উন্নত প্রথায় মৎস্য শিকারের শিক্ষণ কেন্দ্রটির কাজও অগ্রগতির পথে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য এ পর্যন্ত যে পাঁচটি জাহাজ ডেনমার্ক ও জাপান থেকে আমদানি করা হয়েছে, সেগুলির দ্বারা মাছ ধরা, শিক্ষা ও অনুসন্ধানাদির কাজ যথাযথ চলছে। এগুলির দ্বারা যে মাছ ধরা হয় তা নিকট ন্যায্য এবং স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে কতকগুলি খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের দ্বারা পরিচালিত এই সকল বিক্রয়কেন্দ্র বাজারের অপরাপর মৎস্য ব্যবসায়ীগণের তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে ও সাফল্যের সঙ্গে টিঁকে আছে। এই পরিকল্পনাটি সুষ্ঠু এবং সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন, সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে জাহাজের একটি নিজস্ব জেটি, সংগৃহীত মাছ সংরক্ষণের জন্য একটি ঠাণ্ডা গুদাম, স্থানীয় কর্মচারীদের জন্য বাসগৃহ ইত্যাদি।

[7—7-10 p.m.]

বর্তমান বৎসরে এই পরিকল্পনা খাতেতে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত আর্থিক বৎসরে উৎপাদন খাতে পাঁচলক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে প্রায় ৪০ হাজার মণ অধিক মৎস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করা যায় এ সকল পরিকল্পনা কার্যকরী হলে প্রায় সওয়া লক্ষ মণ মাছ উৎপাদন বা সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এ রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদন এবং সরবরাহ ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। মূল্য বৃদ্ধির কথা বলতে গেলে অবশ্য বলতে হয় যে, মৎস্যের মূল্য অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় বৃদ্ধি হয় নি।

জমিদারী দখল আইন এবং বিবিধ উপায়ে যে সমস্ত খাল বিল ও জলাশয় সরকারের দখলে এসেছে সেগুলি নিয়ে এক-একটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি স্থাপন করলে মৎস্যজীবী ও মৎস্য চাষীদের প্রভূত উপকার হবে। মৎস্য বিভাগ ও রিলিফ বিভাগ এই সমস্ত খাল বিলগুলিকে সংস্কার করার জন্য বিশেষ যত্নবান হয়েছেন। আজ পর্যন্ত ২৬৫৮টি খাল বিল সংস্কার করা হয়েছে আশা করা যাচ্ছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে পরিমাণ লক্ষ্য ছিল তাহার বেশি মৎস্য উৎপাদন হবে। এবং এক-একটি অঞ্চলে এরূপ কয়েকটি শাখা সমিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি স্থাপিত হলে কারিগরী ঋণ, মৎস্যচাষ বাবদ ঋণ এবং অন্যান্য সাহায্য নেওয়ার পক্ষে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের পক্ষে সুবিধা হবে। আশা করি এরূপ সমবায় সমিতির দ্বারা শক্তিবান হওয়ার জন্য রাজ্যবাসী যত্নবান হবেন।

আমি এক্ষণে মাননীয় সদস্যগণকে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি যে মৎস্য বিভাগের আলোচ্য আর্থিক বৎসরে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হউক।

[All the cut motions are taken as moved]

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chaitan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, ফিশারী বাজেটএ বর্তমান বৎসরে মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ডেভেলপমেন্ট স্কীমএ ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে অর্থাৎ সমস্ত বরাদ্দের ৭০ ভাগ। এবং এই ৭০ ভাগের মধ্যে প্রায় ৬০ ভাগ টাকাই ডীপ-সি ফিশিং স্কীমএ খরচ করা হচ্ছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই মৎস্য বিভাগের ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে যে সামান্য মাত্র টাকা খরচ করা হয়েছে এর মধ্যে প্রায় সমস্তটাই ডিপ-সি ফিশিংএ খরচ করা হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের যেটা অত্যন্ত প্রয়োজন ইনল্যান্ড ফিশারীর দিকে সরকারের বিশেষ কোন নজর নেই। এই সম্পর্কে নানা দিক থেকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশেষত বর্তমান নাগপুরের সায়েন্স কংগ্রেসএ এ সম্পর্কে পেপার লেখা হয়েছে যে বাংলাদেশে ভারতবর্ষের মধ্যে ইনল্যান্ড ফিশারীর যথেষ্ট পোটেনশিয়ালিটি আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারের যে বাজেট তার মধ্যে ইনল্যান্ড ফিশারীর দিকে বিশেষ কোন নজর নেই। ইনল্যান্ড ফিশারীর মানে শুধু সেখানে মাছের চাষ বাড়ানর কথাই নয়, বাংলাদেশে যে ৫-৬ লক্ষ মৎস্যজীবী রয়েছে, এই ইনল্যান্ড ফিশারীর ডেভেলপমেন্ট না হলে তাদের অবস্থারও কোন পরিবর্তন হতে পারে না। সেইজন্য আমরা মনে করি বর্তমান বাজেটে সরকারের এই দিকে যে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল সে দিকে তাঁরা যথাযথ দৃষ্টি দেন নি। তা ছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশেতে মাছের যত প্রয়োজন, হিসাব করলে দেখতে পারি, বাংলাদেশে দুই কোটি লোকের জন্য যদি প্রতিদিন দুই ছটাক করে মাছ সরবরাহ করা যায় তাহলে প্রতিদিন সাড়ে পনের হাজার মণ মাছ দরকার হয়, বৎসরে ৫৭ লক্ষ মণ মাছের দরকার হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু কলিকাতা হাওড়া রিজিয়নএই দৈনিক ৮-১০ হাজার মণ মাছের দরকার অর্থাৎ বৎসরে ৩০ থেকে ৩৭ লক্ষ মণ, এই কলিকাতা হাওড়া রিজিয়নএ মাছের দরকার। কিন্তু কলিকাতাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দৈনিক মাত্র তিন হাজার মণ মাছের আমদানি হয় এবং সেই মাছের মধ্যে মাত্র এক হাজার মণ মাছ বাংলাদেশের মধ্যে থেকে আসে। বাকিটা ৫০০ মণ পাকিস্তান থেকে এবং দেড় হাজার মণ আসে উড়িষ্যা, বিহার, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কলিকাতার বাজারে যেখানে বৎসরে ২১ লক্ষ মণ মাছের দরকার হয় সেখানে কলিকাতার আশেপাশ থেকে দৈনিক মাত্র এক হাজার মণ মাছ সাপ্লাই করা হয়। এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে একমাত্র কলিকাতায় এবং তার আশেপাশে দৈনিক পাঁচ-সাত হাজার মণ মাছের ঘাটতি পড়ে। বাংলাদেশে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মফস্বল এবং কলিকতা মিলিয়ে দৈনিক ছয় হাজার মণ মৎস্যের সরবরাহ হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় আট হাজার মণ মাছের ঘাটতি প্রতিদিন সেখানে পড়ে যাচ্ছে (বাংলাদেশে)। হিসাব করলে দেখতে পারি সারা বৎসরে আট লক্ষ মণের বেশি

াছ বাইরে থেকে আসে না এবং ইনল্যান্ড ফিশারিতে যে উৎপন্ন হয় সেটা বার লক্ষ মণের বেশি য়, মোট ২০ লক্ষ মণ বাংলাদেশে সরবরাহ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ ৩৭ লক্ষ মণের এখন পর্যন্ত নেক ঘাটতি বাংলাদেশের রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য যদি ইনল্যান্ড ফিশারীকে ডভেলপমেন্ট না করে, সুষ্ঠুভাবে যদি একটা প্ল্যান না করা যায় তাহলে পরে মৎস্য চাষ সম্পর্কে য ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের মানুষকে মাছ খাওয়াবার যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে সে ব্যাপারে ুষ্ঠু কোন সমাধান কখনও হতে পারে না। আমরা সেই জন্য দেখতে পাচ্ছি গভর্নমেন্ট ইনল্যান্ড ফশারীর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মোটামুটি যেসব স্কীমগুলি করেছেন সেগুলি সম্পর্কে কিছু মালোচনা আমি করতে চাই। প্রথম সরকারের যে পরিকল্পনা হচ্ছে, যার উপর তাঁরা সবচেয়ে বশি জোর দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ডিপ-সি ফিশিংএর উপর। এই স্কীম সম্পর্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিঃ এ এন বোস, প্রফেসর, ফুড টেকনলজি, যাদবপুর কলেজ, সম্প্রতি তিনি কাগজে একটা আর্টিকল লিখে বলেছেন যে, এই মাছের প্রায় ৮০ ভাগ মাছের প্রোটিন কনটেন্ট অত্যন্ত কম এবং এই মাছই বর্তমানে গভর্নমেন্ট ডিপো থেকে ১৫-১৬ টাকা মণে বিক্রয় করা হচ্ছে। এবং যে মাছ সমুদ্র থেকে আসে তার মধ্যে মাত্র ১০ পার সেন্ট মাছ ভাল কোয়ালিটির মাছ এবং গভর্নমেন্ট ডিপো থেকে এই মাছ ৪০ টাকা মণ বিক্রয় করা হচ্ছে। মাছের এই হচ্ছে কোয়ালিটি। সমুদ্র থেকে যে মাছ আসে, সেই মাছের মোটা অংশ বরাবরই অবিক্রীত থাকছে। সরকার থেকে বলছেন বড় বড় আড়তদার তারা এ মাছ কেনে না, আর আড়তদারেরা বলে যে মাছ খারাপ, পচা, সেজন্য তারা আনে না। আমাদের সন্দেহ আছে এবিষয়ে। মাছের একটা অংশ পচা, কারণ সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি—এ খবর আমরা জানি—বিভিন্ন 'ক্যাচ'-এর কিছু অংশ পচা মাছ বেরোয়, কিন্তু প্রতি ক্যাচে এক শ' থেকে দেড় শ' মণ মাছ কি কোরে পচে যায়?

[7-10—7-20 p.m.]

দ্বিতীয়তঃ এই যে মাছ ডীপ্ সী ফিসিং থেকে আনা হয় সেটার স্টোরেজে শর্টেজ হয়। অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অব বেঙ্গল ৩ পারসেন্ট শর্টেজ অ্যালাউ করেন। কিন্তু আমরা দেখছি একটা মোটা অংশ ২২ পারসেন্ট প্রত্যেক ক্যাচএ স্টোরেজের পর শর্টেজ হচ্ছে। এত শর্টেজএর কারণ কি তা জানতে চাই। এই যে এত শর্টেজ এবং পচা হচ্ছে তা ছাড়াও সরকার এই ডীপ্ সী ফিসিংএ প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় করছেন। এ বছরও দেখতে পাচ্ছি ৬০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এজন্য লোকসান দিয়েছেন। গত ৬ বৎসরে হিসাব দেখলে দেখব প্রত্যেক বছর গড়ে ৬.৭ লাখ টাকা ডীপ্ সী ফিসিংএ লোকসান হয়েছে, এবং ১৯৫৪ সাল থেকে গভর্নমেন্ট ডীপ্ সী ফিসিং স্কীমে ৩৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা লোকসান দিয়েছেন। এই লোকসানের ফলে আজ ভারত সরকার বাংলা সরকারের হাত থেকে এই ডীপ্ সী ফিসিং স্কীম নিজেদের হাতে নিতে যাচ্ছেন; তাঁরা মনে করছেন বাংলা সরকার এটা ঠিকমত চালাতে পারছেন না। আমরা জানতে চাই এ সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য কি? তা ছাড়া খবরের কাগজে আর একটা খবর পাই। সেটা হচ্ছে এই যে, জাপান থেকে যে সব ট্রলার ভারত সমুদ্রে মাছ ধরে তারা সেখানে থেকে ধরে জাপানে নিয়ে গিয়ে সস্তায় বিক্রি করে। আমরা শুনছি যে জাপানী সরকার এবং সেই ব্যবসায়ীরা কলিকাতায় সস্তায় মাছ দিতে উৎসুক। সেইজন্য কথা হচ্ছে এই ডীপ্ সী ফিসিং স্কীমে প্রতি বছর যখন লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বছর বরাদ্দ কোরে বাংলাদেশে যখন মৎস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারছেন না, তখন এ রকম স্কীম রাখব কেন? এ সম্পর্কে সরকারের কি বক্তব্য তা শুনতে চাই। তা ছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্কীমের যিনি ইঞ্জিনীয়ার সুপারনটেন-ডেন্ট অব ট্রলার—মিঃ ভেলুজা তিনি সম্প্রতি পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন, এবং যাবার আগে রিপোর্ট সাবমিট করেছেন। সেই রিপোর্টে তিনি বলেছেন এই ডীপ্ সী ফিসিংএ যেসব অফিসার আছেন তাঁরা মোটা মোটা মাহিনা পান, কিন্তু তাঁরা কাজ বিশেষ করেন না, এপ্রিল থেকে ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্কীমে মাছের কাজ চলে। বাকী সময় জাহাজগুলি হাত গুটিয়ে বসে থাকে। বস্তুতঃ এই জাহাজগুলো ডীপ্ সী ফিসিংএ যায় না এবং কাজ করে না। তার ফলেই লোকসান হচ্ছে। এই রকম রিপোর্ট তিনি সাবমিট করেছেন। এ রিপোর্ট কেন পাবলিশ করা হয় নি? তাতে কি আছে তা সব আমরা জানতে চাই। তা ছাড়া এই ডীপ্ সী ফিসিংত কেরালা গভর্নমেন্টও করছেন এবং সেখান থেকে চিংড়ী মাছ এক্সপোর্ট কোরে ডলার

আর্ন করছেন। সেখানে তার পসিবিলিটি আছে; অথচ এখানে এ সম্পর্কে কি করা হচ্ছে-- এবং এ কাজ এখানে করা যায় না কেন সে কথা আমরা জানতে চাই।

তা ছাড়া সরকারী পরিকল্পনার দোষ হচ্ছে লোনস টু পন্ড্-ওনার্স। যাদের ভার আছে তাদেরই লোন দিচ্ছেন। কিন্তু গত বছর বা তার আগের বছর বক্তৃতার সময় বলা হয়েছে বড় জলাশয়—বিল, বাঁওড় এ সবের মালিক মৎস্যজীবিরা নয়। সেইজন্য প্রধানতঃ এই খাতে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তা ঠিক মৎস্যজীবীদের অর্থাৎ যারা মাছের চাষ করে তাদের হাতে এটা পড়ছে না। সেজন্য ১৯৫৬।৫৭ সান পর্যন্ত যে ৩০।৪০ লাখ টাকা মৎস্যজীবীদের এখানে লোন দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু টাকাগুলো কেবল মাছের চাষ বৃদ্ধির জন্য খরচ হয় নি তা বোঝা যাচ্ছে।

ইনল্যান্ড ফিশারী সম্পর্কে কথা উঠেছে—বিল, বাঁওড় যা আছে তার পোটেনসিয়ালিটি বাড়ান উচিত। বাংলাদেশে ১৪ লক্ষ একর মোট জলকর আছে। তার ৭ লাখ একরে গড়ে একর প্রতি ৮ মণ মাছ হলে ৫৬ লক্ষ মণ মাছ হতে পারে, এবং তাতে বাংলাদেশের চাহিদা মিটতে পারে। সরকারী রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি এই সব জলকরের ৬০।৭০ পারসেন্ট হাজা-মজা এবং সরকার তার মধ্যে ৫০ হাজার একর জলকর মাত্র ৬ ভাগ সংস্কার করেছেন। এ বছর যা বরাদ্দ করেছেন তাতে ১৫ শত একরের সংস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে সম্প্রতি ইনল্যান্ড ফিসারীর ডেভেলপমেন্ট দরকার এবং সেজন্য যেসব বিল, বাঁওড় ইত্যাদি জলকর আছে সেগুলি ট্যাঙ্ক ফিশারীর নামে আছে, এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট সংশোধন ক'রে সরকার নিজের হাতে নিন, সরকার আইন সংশোধন কোরে সেগুলি দখল কোরে যাতে মৎস্যজীবীদের হাতে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় কথা, বৃহৎ নদীতে জলকর বসান রহিত করা উচিত। কিছুদিন আগেও যখন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয় নি তখন পর্যন্ত গঙ্গানদীতে কর ছিল না। রাণী রাসমণির আমলেও সেই রকম ছিল। কিন্তু বর্তমানে গঙ্গানদীতে কংগ্রেসী সরকার জলকরের ব্যবস্থা করেছেন।

তা ছাড়া আর একটা জিনিস হচ্ছে যে, চটহাল বলে একটা জাল আছে যাতে করে ডিম ধরা হচ্ছে। এ বিষয়ে একটা এনকোয়ারী কমিশন করে সেই এনকোয়ারী কমিশন যে রিপোর্ট দেবে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী মৎস্যচাষ কি করে বাড়ান যায় সেই ভিত্তিতে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করার ব্যবস্থা হোক। এই বলেই আমি শেষ করছি।

[7-20—7-30 p.m.]

Sj. Ramanuj Haldar:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে ভবিষ্যতে মাছ পাওয়া যাবে এবং অন্যান্য পরিকল্পনার যে আশা আমাদের সামনে রাখলেন তাতে আমাদের শুধু আশা করেই থাকতে হবে। আমার মনে হয় বর্তমানে বাজার থেকে মাছ যেভাবে অদৃশ্য হচ্ছে এবং যাও পাওয়া যাচ্ছে তার আতঙ্ককর মূল্য জনসাধারণের হৃদকম্প সৃষ্টি করে। বাজেট লক্ষ্য করে দেখলাম যে এই বিভাগটি আদৌও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ নয় এবং বিভাগের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থও যে বরাদ্দ করা হয় নি সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। সারা বাংলাদেশ মাছের অভাবে যেভাবে আতঙ্কগ্রস্ত, সেই অভাব দূর করতে হলে এবং পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য যে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তা অত্যন্ত অল্প। তৎসত্ত্বেও আমরা দেখি যে প্রায় ২৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এবং জমার খাতে আমরা পাই ৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। এ ছাড়া মাছ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তা মাত্র ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মত। এই বিভাগের দুটি কর্তব্য আছে বলে আমি মনে করি—একটা হচ্ছে উৎপাদন এবং আর একটা হচ্ছে সরবরাহ। মন্ত্রী মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেছেন যে বাংলাদেশে মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ছিল ৯৬ হাজার, কিন্তু শুধু এরাই নয়, অগণিত মানুষ বাংলার বুকে মৎস্যজীবীদের কাজ করে। অর্থাৎ অন্যান্য কৃষক সম্প্রদায়ের লোক মাছ ধরে মাছের ব্যবসা এবং মৎস্য উৎপাদনের কাজ নানাভাবে করে। সুতরাং সরকারের কাজ হচ্ছে গ্রামের যারা জনসাধারণ মৎস্যজীবী, ধীবর প্রভৃতির কাজ করে থাকেন তাদের অবস্থার উন্নতির দিকে নজর দেওয়া। আর সরকার যদি

উপযুক্তভাবে এদের দিকে দৃষ্টি দিতে না পারেন তাহলে দুর্বল, অসহায় অভাবগ্রস্ত লোকদের নিয়ে পরিকল্পনা সার্থক করা সম্ভবপর হবে বলে আমি মনে করি না। এই প্রসঙ্গে এই বিভাগের কাজকর্ম দেখে আমার ধারণা হচ্ছে যে এই বিভাগটি যেন—আছে 'গরু না বয় হালে'র মত। এত যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তাতে বাংলাদেশে মৎস্য যে পরিমাণে বর্তমানে ঘাটতি হয় একে যদি বন্ধ করা হোত তাহলে তদপেক্ষা অধিকতর ঘাটতি হত বলে আমি মনে করি। দুটো শ্রেণীর লোক এই অগণিত মানুষ যারা মৎস্যজীবীর কাজ করে, মৎস্য উৎপাদন করে এবং মাছ ধরার কাজ করে, তাদের শোষণ করে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি জানাতে চাই যে ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যেমন ইন্টার মিডিয়ারি লোপ করা হয়েছে এবিষয়েও সরকারের তেমনি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা মাছের আড়ৎ করে থাকে, তারা টাকা ঋণ দেয়, হয় চড়া সুদে না হয় কমিশন বেসিসে। মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে আনলে প্রতি বারে প্রতি টাকায় তাদের ৪ পয়সা করে কমিশন দিতে হয় এবং কোলকাতায় এলে কোলকাতার আড়ৎ থেকে আরও ২ পয়সা করে প্রতিবারে প্রতি টাকায় যতদিন না ঋণ শোধ হবে তত দিন দিতে হবে। আবার প্রতি মণ ২ সের করে মাছ ধলতা কেটে নেবারও ব্যবস্থা আছে। এইভাবে এদের উপর নানান রকম অত্যাচার হয়। আর একটা জিনিস হচ্ছে মধ্যস্বত্ত্বাধিকারী যারা ব্যবসায়ী তারা মাঝ পথ থেকে লরী সরবরাহ করেন এবং ৫০।৬০ মাইল যাতায়াতের জন্য ২ টাকা থেকে ৩ টাকা ভাড়া তারা দরিদ্র মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে আদায় করেন। বরফের ব্লকের জন্যও ৭ থেকে ৮ টাকা তাদের ঘাড় থেকে কেটে নেওয়া হয় এবং গ্রীষ্মের দিনে ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা কেটে নেওয়া হয়। এইভাবে তারা মধ্যস্বত্ত্বাধিকারীদের কুক্ষিগত হওয়ার জন্য দিনের পর দিন চরম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে এবং নানা আকারের মধ্যে তারা তাদের যে ব্যবসা মৎস্যশিল্প, তার কোন উন্নতি করতে পারছে না—এ বিষয়ে সরকারের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন আছে। এখন প্রয়োজন হচ্ছে সরকারের মাধ্যমে এই সমস্ত ব্যবস্থা করা কিন্তু সারা পশ্চিমবাংলার সমবায়ের সংখ্যা হল মাত্র ১০টা—২টা অকেজো, আর ৮টা প্রায় কাজেরই নয়। তারা মরসুমে মাছ ধরবার সময় সরকারের কাছ থেকে যে টাকা পাবার আশা করেন ১২ কর্তার ১৩ হাত দিয়ে সেই টাকা আসতে আসতে মরসুম প্রায় শেষ হয়ে যায়। এক বৎসরের অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখুন। অনেক সময় যথাসময়ে টাকা না পেলে মরসুমও আর শোনে না, সে অপেক্ষা করে থাকে না; কাজেই তাদের পক্ষে ব্যবসা করাও সম্ভবপর হয় না। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কয়েকটা প্রস্তাব রাখতে চাই—ফিসারীর মালিকানাস্বত্ব বিলোপ করে ধীবর এবং মৎস্যজীবীদের মধ্যে সেটাকে কেন্দ্রীভূত করা, যেসব ইন্টারমিডিয়ারী ধীবরদের নানাভাবে প্রতারণা করে শোষণ করে সেটা রোধ করার ব্যবস্থা করা; সমবায়ের প্রসার এবং সংস্কার সাধন করা, ছোট ছোট খালের মুখে স্লুইস গেট করে চৈত্র মাসে লোনাজল থেকে নন্ কোয়ালিটি ফিস যাতে গ্রামাঞ্চলের বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে বর্ষার সময় প্রভূত পরিমাণে উৎপাদিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। মৎস্য চাষের উপর জোর দেয়া, পুষ্করিণী সংস্কার বিষয়ে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করা, আর নগদ লোন দিলে, কৃষি বিভাগে সারের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তাই হবে; কাজেই নগদ অর্থ দেওয়া বন্ধ করে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া শ্রেয়। আর একটা জিনিস হল যে থানায় থানায় নার্সারীর ফার্মের ব্যবস্থা করে মৎস্যচাষীরা ডিম থেকে মাছ করে বা মাছ নিয়ে যাতে নিকটবর্তী অঞ্চলে সরবরাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা, নতুবা আমতা থেকে বা অনেক-দূর অঞ্চল থেকে ডিম বা চারাপোনা নিয়ে এসে তাদের পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভবপর নয় এবং ধীবররা যাতে সস্তায় সুতো পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা ও মরসুম ব্যতিরেকে অন্য সময় যাতে তারা বিকল্প ব্যবস্থার দ্বারা বা অন্য কাজের দ্বারা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে সেই সমস্ত কাজ জুগিয়ে দেবারও প্রয়োজন আছে। আর একটা কথা বলার আছে সেটা হল গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে—আমি অনেক অভিজ্ঞ মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে জেনেছি, আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে একটু তদন্ত করবেন যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে বঙ্গোপসাগরের কাছে ট্রলার চালানোর জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ হুগলি প্রভৃতি নদীতে পূর্বে যে পরিমাণ মাছ ধরার সুযোগ ছিল তা এখন ধরা যাচ্ছে না এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্য নাকি এই অসুবিধা হয়, এই হেতুটা সত্য কি না এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয় যেন উপযুক্ত লক্ষ্য রাখেন।

মৎস্য চাষের ব্যাপারে আমার কিছু বলবার আছে। আমাদের সরকার মৎস্যচাষের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাতে বাংলাদেশের সর্বত্র যথোপযুক্তভাবে মৎস্য সরবরাহ হচ্ছে না

এবং উৎপাদনও উপযুক্ত পরিমাণে হচ্ছে না। গ্রামদেশে জনসাধারণকে যদি মৎস্যচাষের ব্যাপারে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে না তোলা যায় এবং সরকার যদি কেবল সামুদ্রিক মৎস্য বাজারে সরবরাহ করতে থাকেন তাহলে বাংলাদেশের অগণিত মানুষ যারা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা মৎস্য উৎপাদন করে জীবিকানির্বাহ করত তারা তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হবে। সেজন্য আমি একটা জিনিস মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, খাল, বিল, পুকুর সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা বাস্তব ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করতে হবে, তাই আমি মনে করি প্রকাশ্যভাবে টেন্ডার কল করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

[7-30—7-40 p.m.]

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, মৎস্যমন্ত্রী প্রতি বৎসর এখানে বাজেট পেশ করিয়ে বাজেট পাশ করিয়ে নেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার ৭।৮ লক্ষ মৎস্যজীবীদের তিনি কোন রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন নি। আজকে খাল, বিল, পুষ্করিণীর মালিকদের অত্যাচারে থেকে তাদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন নি, খাজনা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তাও বন্ধ করতে পারেন নি। পশ্চিম বাংলায় কত জলকর আছে তার একটা 'অ্যাসেসমেন্ট' করার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে দেখছি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার মতন পাওয়া যাবে অথচ এই বৎসর ব্যয় হবে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা, পশ্চিম বাংলার 'এগ্রিকালচারাল জিওগ্রাফি' অনুসারে দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমবাংলার পল্লীতে ১০·১২ লক্ষ একর পুষ্করিণী, খাল, বিল ইত্যাদি রয়েছে। এবং ১·৮০ লক্ষ একর নদী ও সমুদ্র রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৩·৯ লক্ষ একর জলাশয়ে চাষ হয় বাকী অব্যবহার্য। ৩·২৫ লক্ষ একরে ঠিকমত চাষ হয় না। তার কারণ মৎস্যজীবীদের আর্থিক দুরবস্থা। তারা সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পায় না এবং খাজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার মনে হয় বর্তমান মন্ত্রী মহাশয় যদি তাদের এই অসুবিধাগুলি দূর করার ইচ্ছা করতেন তা হলে তিনি তা পারতেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা দেখতে পাচ্ছি না। আজকে ভূমিহীন কৃষক, ভাগ-চাষী এবং শ্রমিকদের রক্ষা করবার ব্যবস্থা হচ্ছে নানা রকম আইনের মধ্যে দিয়ে, যেমন বর্গাদার অ্যাক্ট, স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট ইত্যাদি, কিন্তু মৎস্যজীবীদের এই সব কিছু সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, আমি গতবারে একটা প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলাম যে মৎস্যজীবীদের রক্ষার জন্য ফিসারীজ অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন বিল আনবেন কি না। তিনি বলেছিলেন, না। কারণ সরকার ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু সরকার কি এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট করে ব্যক্তিগত মালিকানা হস্তক্ষেপ করেন নি? মন্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা পশ্চিমবাংলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কোন প্রকারে উপকৃত হয় নি। আমি বিধানসভায় একটা বিল এনেছি, যদিও আমি জানি এই বিল তাঁরা পাস করবেন না। আমার ধারণা হয়েছে যতদিন এঁরা থাকবেন ততদিন মৎস্যজীবীদের কোন কিছু হবে না।

Sj. Chaitan Majhi:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমাদের জেলায় মাত্র ১টা ফসল হয়—সেজন্য আর্থনীতিক জীবন আমাদের জেলার অনুন্নত। কাঁকরময় জমির জন্য ফসলের উৎপাদনও নৈরাশ্যজনক। সুতরাং আমাদের জেলায় জল সরবরাহ, খাদ্য সরবরাহ এবং আর্থনীতিক উন্নতির জন্য নানা উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন। আমাদের জেলায় বহু নদীনালা আছে, তাতে মাছের চাষের বিরাট সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেন্টএর পক্ষ থেকে সেদিকে কোন চেষ্টা নাই। তা ছাড়া, মাছের ব্যবস্থা কোথা থেকে হবে?—দুর্ভিক্ষ, অনাহার ও অর্থকষ্টে আজ জনসাধারণ বিপন্ন। সরকার আমাদের জেলার প্রতি নজর দেবেন কি? কিন্তু পশ্চিম বাংলার এই যে আইনসভা, তার প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের জনসাধারণের উন্নতি করা, মঙ্গল করা,—তার বিশেষ কিছুই চেষ্টা নেই। খবরের কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে, হাউসে বলছেন—আর দর্শকরা শুনছেন, পশ্চিমবাংলায় যেন একটা রামরাজত্ব করে যাচ্ছেন। জনসাধারণের কাজে লাগে এমন কোন কাজই জনসাধারণ করছেন না। এখানে সমস্ত বিষয় নিয়ে যেন একটা ঠাট্টা, তামাসা চলেছে। এই সমস্ত গান্ধীপন্থী—কংগ্রেস এম এল এ-রা পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে এসেছিলেন, তা পালন করেন নি, তাঁরা মিথ্যা কথা বলছেন। আজকে যেটুকু দেশের উন্নতির জন্য, জনসাধারণের কল্যাণের নাম করে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে, তার কতটুকু কাজে লেগেছে, সেটা ঠিকভাবে আলোচনা

হওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে, কেবল কতকগুলি ভুয়া, মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। এর দ্বারা দেশের উন্নতি সাধিত হতে পারে না, অবনতি হবে। জনগণের কল্যাণ করতে গেলে, তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে। দেখা যায় জেলায়, জেলায় যে সমস্ত সরকারী কর্মচারীরা নিযুক্ত আছেন, তাঁরা পুরোদমে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকার অপজিশন পার্টিকে বঞ্চিত করছেন, এতে কি দেশের উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হবে? দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করে তাঁরা অ্যামেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দূর-দূরান্ত দেশগুলি ঘুরে আসছেন, এই অজুহাত দিয়ে যে তাঁরা সেখান থেকে যে সমস্ত জিনিস শিখে আসবেন, সেগুলির দ্বারা ভারত-বর্ষের উন্নতি করবেন। কিন্তু এইভাবে ঋণ করে যে টাকা অপচয় করছেন, সে টাকা ত আবার শোধ করতে হবে। এ'দের দ্বারা দেশের প্রকৃত কাজ সাধিত হতে পারে না, কোন কল্যাণ আসতে পারে না। এই সমস্ত খদ্দরধারীরা পশ্চিমবাংলায় রামরাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত পৃথিবীর কাছে তাঁরা দেখাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে একটা রামরাজত্ব হচ্ছে। এ'রা বুদ্ধিহীন, এ'দের হিতাহিত কোন জ্ঞান নেই। আজ দেশের মঙ্গলের জন্য যে শাসন ক্ষমতা আজ তাঁদের হাতে ন্যস্ত, তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা দরকার। আজ স্বাধীনতা লাভের পর দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে রয়েছে। আজ তাদের শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, এবং গ্রিষ্মকালে জলের অভাবে হাজার হাজার গরু, মহিষ মরে যাচ্ছে। গাঁয়ে জলের অভাবে চতুর্দিকে হাহাকার লেগে আছে। সেদিকে সরকারের ভ্রূক্ষেপ নেই, কিছুই ব্যবস্থা করছেন না। এইভাবে কি দেশের কোন কাজ হতে পারে? কেবল ঠাট্টা করবেন আইনসভায়। এখানে এসেছেন দেশের মঙ্গলের জন্য আইন করতে, তা না করে, খালি ঠাট্টা আর তামাসা করছেন। এ'দের কোন বুদ্ধি, জ্ঞান নেই। দেশের জনসাধারণ এদের ভোট দিয়ে আইনসভায় পাঠিয়েছেন সুষ্ঠুভাবে আইন প্রণয়ন করবার জন্য, যাতে করে জনগণের মঙ্গল হতে পারে। কিন্তু সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য নেই। আমি আশা করি তাঁদের সুবুদ্ধি আসবে, এবং দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাবেন।

[7-40—7-50 p.m.]

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharyya:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমরা যখন মৎস্যচাষের ব্যাপার নিয়ে এখানে আলোচনা করি, তখন বাংলাদেশের লোক, সাধারণত যারা মাছ খেতে ভালবাসে এবং মাছ যাদের একটা প্রধান খাদ্য, তাঁরা উৎসুক হয়ে শোনেন যে বাংলাদেশের সরকার আইনসভায় ঠিকমত আইন করছেন কি না মৎস্যচাষের ব্যাপারে। দেখা যায় মৎস্য দপ্তরে যাঁরা প্রতিনিধি হয়ে আছেন, তাঁরা কেবল মৎস্য চাষ ব্যাপারে সংবাদপত্রের মারফতে খানিকটা সংবাদ পেশ করেই খুসী হতে চান। বর্তমানে বাংলাদেশে মৎস্যচাষের উন্নতি করার যে সম্ভাবনা আছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। বাংলা-দেশে পাঁচ, ছয় লাখ মৎস্যজীবী রয়েছে, যাদের মাছ ধরাই হচ্ছে একমাত্র কাজ। এ ছাড়া তাদের অন্য কাজ নেই। মোটামুটি প্রায় ২০ লক্ষ একরের মত জলকর নদীতে এবং বিল অঞ্চল এলাকায় ফিসারী অঞ্চল রয়েছে, সরকারের চেষ্টা থাকলে সেই সমস্ত জলকরগুলিতে উপযুক্তভাবে ব্যবস্থা করে মৎস্যজীবীদের সাহায্য করে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য উৎপাদন করা যায়।

গতবারে আমি বলেছিলাম রেলের ধারে যে কাটিংগুলি আছে বা হাইওয়ের ধারে যে ডিচগুলি আছে সেগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে, ঠিকভাবে তার সংস্কার করলে ও সেইভাবে কাটলে তাতে প্রচুর মাছ চাষের সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়াও আমি আরো একটা কথা বলি, আমাদের যে ধান-জমি তার কিছু অংশ ৫ পারসেন্ট কি ১০ পারসেন্ট জলকর হলে, সেখানে পুকুর হলে তাতে যেমন ধানচাষের পর অন্যান্য রবিচাষও করা যায়, জমি সরস থাকে, আমাদের জমির উর্বরতা শক্তি বাড়ে, এটা বিজ্ঞান স্বীকার করে, তেমনি সেই সমস্ত পুকুরগুলিতে মাছ চাষও যথেষ্ট হয় এবং তাতেও উপকার হয়। এদিকে মাছ চাষ বাড়াবার সম্ভাবনা আছে এটা খুব পরিস্কার। কিন্তু সরকারের নজর সেদিকে নেই। সেটাকে সাহায্য করবার যে এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা তা সরকারের নেই। যা চলছে, কো-অপারেটিভ করা হলেই কিছু কিছু রাঘব বোয়াল আছেন, যাদের রাইটার্স বিল্ডিংসএর সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তাদেরই কো-অপারেটিভএর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়, তারাই সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ করে যেমন নদীয়ায় জগন্নাথ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ করে এমন অবস্থা হয়েছে যে মৎস্যজীবীরা সেখানে জেলতে পারেন না। সেখানে লভের ব্যাপার করা হয়েছে। ধুলিয়ানে যেখানে ডিম ধরার কাজ হয়—আপনারা জানেন যে দামোদরকে জেলে

ফেলা'র পর দামোদরে মাছের ডিম পাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ধুলিয়ানে মাছের ডিক ধরা হয় কিন্তু সেখানেও এক রাজাকে, সেই রাজার কাছে সমস্ত ইজারা দেওয়া আছে তিনি বৎসরে ৮ হাজার টাকা দেন আর তিনি মৎস্যজীবীদের উপর নির্যাতন চালান, তাদের উপর শোষণ চালান। এবং সেই মুর্শিদাবাদের মৎস্যজীবীদের অবস্থা তাদের একটা চিঠিতে আপনাদের জানাচ্ছি, সেখানে কয়েকদিন আগে শ্রীনাথ রাজবংশী কয়েকদিন আগে অনাহারে মরে গিয়েছে। আগের দিন ভিক্ষা করার চেষ্টা করে পায় নি কিছু, তার পরদিন না খেতে পেয়ে মরে গিয়েছে। এইরকম অনেক অনাহারে মৃত্যুর প্রচেষ্টা হচ্ছে। সেখান থেকে সংবাদ দিচ্ছে যে সেখানকার মৎস্যজীবীরা গত দুই বৎসর ধরে তাদের ঘটি-বাটি যা কিছু ছিল সব বাঁধা দিয়েছে এবং তারা টাকা প্রতি মাসে এক আনা সুদে টাকা ধার করে সর্বস্ব দিচ্ছে। এই রকম অবস্থা যদি থাকে তাহলে বাংলাদেশের মানুষ মাছ খেতে পারবে না। এবং মৎস্যজীবীরাও বাঁচবে না। সেদিক থেকে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আছে, যে কথা আগে বিজয়বাবু বলে গিয়েছে, এর জন্য একটি বিশেষ কমিটি করা দরকার যে কিভাবে একে উন্নতি করা যায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে এবং বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে এর পরিকল্পনা ও মতামত নেওয়া দরকার এবং একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয় অবহেলা করলে ফল হবে মারাত্মক। সেদিক থেকে আমি বলবো একটা আইন করা যেমন চাষী তাকে যদি চাষের জমি দেওয়া যায় তাহলে চাষের জমির উন্নতির ভিত্তি রচিত হয় তেমনি যারা মাছ ধরে তাদের জলের উপর তাদের অধিকার বা সুযোগ সুবিধা দিলে তবে সেটার ব্যবস্থা ভাল হয়। আমরা জানি অনেক ছোট ছোট মালিক আছেন যাদের পুকুরগুলি এখনই দখল করা খুব অন্যায় হবে তা বুঝি কিন্তু বড় বড় জলকর যারা মৎস্যজীবী নয়, মুনাফাখোর এদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে বরং যারা মৎস্যজীবী তাদের সাহায্য করলে মাছের উৎপাদন অনেক বাড়তে পারে। আমার আর একটা বলার কথা, সেটা মন্ত্রী মহাশয় খোঁজ নেবেন, আমরা সংবাদ পাচ্ছি যে ডীপ সি ফিশিং এলাকায় যারা মাছ ধরতে যান তারা যে সমস্ত মাছ ধরেন তার শতকরা ৯০ ভাগ খাবার মাছ নয়, তাদের কাছ থেকে এটা জানা গিয়েছে যে তারা কোন রকম করে জাহাজগুলি ভর্তি করে নেন, যে কোন রকম মাছ ধরে। যেখানে ভাল মাছ পাওয়া যায় তা ধরবার কোন প্রচেষ্টা নেই। তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে যে কি দরকার আছে আমাদের জাহাজটি ভর্তি করলেই যদি ফিরে যাবার সুযোগ পাওয়া যায় তখন এত ঝামেলা পোহাবার কি প্রয়োজন যে কোনটা ভাল মাছ, কোনটা খাবার যোগ্য বা কোথায় সেগুলি পাওয়া যাবে এসব ঝামেলা পোহাবার কোন প্রয়োজন নেই। যাতে ক'রে ভাল মাছ পাওয়া যায় তার জন্য প্রচেষ্টা নাই; তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলেন—'কি দরকার'? আমরা যখন জাহাজ ভর্তি করলাম তখন এত ঝামেলা কেন? তাহলে খোঁজ নেবার প্রয়োজন নাই যখন এই রকম একটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা চলে যাচ্ছে? সেদিক থেকে উপলব্ধি কোরে মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন—কেন এই অভিযোগের কারণ ঘটে, এবং এটা সত্য কি না। তা ছাড়া মাছ ভর্তি করবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু মাছ রক্ষা করবার ব্যবস্থা কিছু নেই। মাছ রক্ষা করবার জন্য আইস ম্যানুফ্যাকচার করবার ব্যবস্থা হচ্ছে না। সেগুলো মুনাফাখোরদের জন্য রাখা হয়েছে। মন্ত্রীদের জন্য ঠাণ্ডা ঘর করা হয়েছে, কিন্তু মন্ত্রীরা ঠাণ্ডা ঘরে না থাকলে পচে যান না, কিন্তু মাছগুলো পচে যায়। সেইজন্য মন্ত্রীদের জন্য করার আগে মাছের জন্য আগে করলে ভাল হ'ত। তাই বলি কোল্ড স্টোরেজ মেসিনগুলো খুলে নিয়ে বাজারে বসিয়ে দিন। তাহলে কিছু উপকার হতে পারে। এই সমস্যার এমন সম্ভাবনা বেশি আছে যে সামান্য একটু কাজ করলে সত্যই এই শিল্পের উন্নতি হতে পারে, এবং বাংলাদেশের মানুষ মাছ খাবার সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু তা যদি না পারেন তা হলেও বাংলাদেশের মানুষ মরে যাবে না। তারা যা ব্যবস্থা করবার তা করবে।

Sj. Nishapati Majhi:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, এখানে শ্রীপ্রমথনাথ ধীবর মহাশয় বাংলাদেশে ৭।৮ লক্ষ মৎস্যজীবী আছে বলেছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সংখ্যা এত নয়—৭।৮ লক্ষ মোটেই নয়; এমন কি এক লাখও নয়—মাত্র ৯০ হাজার এই দরিদ্র মৎস্যজীবীদের সর্বাঙ্গীণ পথে আছে নানা সমস্যা। এগুলি এলোমেলোভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম এবং প্রধান সমস্যা সমাধানের পথ সমবায় সমিতি গঠন করা। সেই সমবায় সমিতি পশ্চিমবাংলার মৎস্যজীবীদের প্রচেষ্টায় হয়েছে। কোন সদস্য বলে গেছেন মাত্র ১০টি হয়েছে। কিন্তু সত্যসত্যই ১০টা নয়; আজ

৪৫৭টা গড়ে উঠেছে এবং তার সদস্যসংখ্যা ছয় হাজার এবং ১১ লক্ষ টাকা তার মূলধন আছে। কিন্তু এটাও যথেষ্ট নয়। এটাকে আরও বিস্তৃত কোরে গড়ে তোলবার জন্য রিলিফ মন্ত্রী মহাশয় এবং সমবায় মন্ত্রী মহাশয় বিশেষভাবে যত্নবান হয়েছেন। বাজেট বক্তৃতাতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেজন্য সকলের কাছে আবেদনও জানিয়েছেন। এই সমস্যার সমাধান করতে পারলে মৎস্যজীবীদের কল্যাণ করতে পারব, এবং তার মাঝে যারা পাইকারী ব্যবসাদার আছে তাদেরও লাভের মাত্রা কমাতে পারব। এই পথেই অগ্রসর হওয়া উচিত। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই শেষ কথা যদি ভালভাবে চিন্তা করি, তা হলে অধিক সময় ধরে আলোচনার প্রয়োজন হয় না।

[7-50—8-3 p.m.]

এখানে শ্রী মোদক মহাশয় বলেছেনে যে ১১ লক্ষ মণ মাছের দরকার হয়। বিধানসভায় এসে এ রকম একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করা খুব ভাল জিনিস মনে করি না। আমাদের এ কথা খুব ভালভাবে জানা উচিত যে ১৯৪৭।৪৮ সালে যখন এখানকার লোকসংখ্যা ৩৫।৩৬ লক্ষ ছিল তখন পশ্চিম বাংলায় মাছ হত ২৮০ মণ, অন্য রাজ্য থেকে আসত ৪৫৫ মণ মাছ, এবং পাকিস্তান থেকে আসত ১৭৬৭ মণ মাছ। এখন সেটা দাঁড়িয়েছে পশ্চিম বাংলায় ২৮০ এর জায়গায় হয়েছে ৯৩৭ মণ, অন্যান্য রাজ্য দিচ্ছে ৪৫৫ এর জায়গায় ১৪২৭ মণ আর পকিস্তানের যেটা ১৭৬৭ মণ ছিল সেটা হয়েছে ৬৫৮ মণ মোট ৩০২২ মণ এখানে আসছে। সুতরাং দু হাজার মণ, এ আদৌ যথেষ্ট নয়। যেখানে লোকসংখ্যা আজ ৫৫ লক্ষ ধরা হচ্ছে, তখন গড় আধ মণ হিসাবে মাছের প্রয়োজন। মাছ, ডিম, মাংস এর চেয়েও বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। সেইজন্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি এই সভায়।

আর একটা খুব গৌরবের কথা যে, ফিশারী ডিপার্টমেন্ট থেকে ১ বছরে শার্ক লিভার অয়েল ৭৯৬৭ পাউন্ড হয়েছে এবং ফিশ মিল হয়েছে ২৪৬৩ পাউন্ড। যদিও প্রতি বছর দরকার ১০ হাজার পাউন্ড শার্ক লিভার অয়েল এবং ৪০ হাজার পাউন্ড ফিশ মীল। আর একটা বড় জিনিসের কথা বলা দরকার। আজ ৪৩ লক্ষ বিঘা জলাভূমি আমাদের এ রাজ্যে এসেছে। মাছ চাষের যোগ্য তার মধ্যে আগে জানতাম ১২।১৩ লক্ষের বেশি চাষযোগ্য নয়, এখন হয়ত আর একটু বেশি। এখনও সেটেলমেন্ট বিভাগ থেকে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় নি। তবে আনন্দের কথা ৯ লক্ষ ৭ হাজারের বেশি জলাজমি জমিদারী দখল আইনে যা জমিদারের খাস দখলে ছিল তা এখন সরকারের নিজস্ব খাসে এসেছে, তার মধ্যে ৭৯৫৪৯৬ বিঘা জমি এই সমবায় সমিতি মারফৎ মৎস্যজীবীদের মাছের চাষের জন্য দেওয়া হয়েছে এইভাবে যদি গ্রামে গ্রামে এবং এক-একটি অঞ্চলে সমবায় সমিতি স্থাপন কোরে খাল, বিল, বাঁওড় ইত্যাদি মাছের চাষের যোগ্য কোরে তুলতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর মোহনা থেকে মাছ সংগ্রহ করতে পারি, এবং গভীর সমুদ্র থেকে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ যদি আমদানি করতে পারি, তাহলে পশ্চিমবাংলার প্রায় ১ কোটি মণ যে মাছের অভাব পূর্ণ হতে পারে, যদিও এখন অনেক পরিমাণে মাছের ঘাটতি রয়েছে। একজন বক্তা বলেছেন হুগলি নদীতে অনেক মাছ ভেসে যায়; তা এদিকে ধরা যায় না। তবে যে ইঞ্জিনীয়ারের নাম করেছেন তিনি আমাদের কাছে এ রকম কোন রিপোর্ট দেন নি।

যা হোক এই কয়টি কথা বলেই আমি বসছি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এবার বলবেন, আমি তাঁর সময় নষ্ট করতে চাই না।

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় বলবার আগে বলতে চাই যে কেবল বক্তৃতা কোরে নয়, সস্তা মূল্যে মাছ পাব কি না এই আশ্বাস তিনি দিতে পারবেন কি না, এবং কি উপায়ে হবে তাই শুনতে চাই।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

মাননীয় জ্যোতিবাবু আমাকে বলেছেন যে মাছের দাম বেশি, সেটা সস্তা করা যাবে কি না। বারে বারে আমি সে কথা বঙ্কিমবাবুকে বলেছি, কাজেই সে কথা আর বলতে চাই না। আমি তাঁদের অবগতির জন্য এ কথা বলতে চাই দেশে অনেক বিল, বাঁওড় ইত্যাদি যেগুলো আছে সেগুলোর উন্নতি করবার যে দায়িত্ব সে কেবল মৎস্য বিভাগের দায়িত্ব নয়, এ দেশবাসী সকলেরই

দায়িত্ব। কারণ, দেশ এখন স্বাধীন। ইতিপূর্বে মাননীয় মন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর আমলে একটা বিল পাশ হয় তাতে হাজামজা পুকুর যদি থাকে বা শরীকানা পুকুর যদি থাকে সেটা কলেক্টরের কাছে আবেদন করলে ন্যায্য খাজনায় সেটার বন্দোবস্ত কোরে দেওয়া হবে, এবং যে কোন ভদ্রলোক সেটার বন্দোবস্ত নিতে পারবেন; এটা আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী করেছিলেন। কেন না দেশে একজন শরীক রইল, দুজন বাহিরে রইল, এ অবস্থায় সে পুকুরের উন্নতি হয় না, বা যারা বাহিরে গেলেন তাঁরা সে পুকুরের উন্নতি করতে চান না। সেই জন্য এই বিল পাশ করেছিলেন সেই বিলের মাধ্যমে একজন ভদ্রলোক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করলেন, তিনি আমাকে জানান নি।

সেই রকম হয় না। আমাদের বিভাগের একটা নীতি আছে যে টাকা পরিশোধ করতে হবে, এই টাকা পরিশোধ করতে হলে আমাদের এখানে জালের জন্য যেটা হয় সেটা থেকে ¼ শেষের বছরে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং নৌকার জন্য ¼ ছেড়ে দেয়া হয়। আমাদের রামানুজবাবুর বাড়ী নদীর ধারে, আমারও ছিল। আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি এবং মাছুয়ালীতে গেছি, সেখানে দেখেছি যে ৮ জন মৎস্যজীবীর তাদের নৌকা কোরে এক মণও মাছ হয় না তবে যদি কোন বছর ইলিশ মাছের ফলন বেশি হয় তবেই তাদের লাভ হয়, তা না হলে লাভ হয় না। আমার বন্ধু বিজয়বাবু বল্লেন যে আমরা নাকি সমুদ্রে মাছ ফেলে দিই, কিন্তু এটা সত্য নয়। হাঁস-মুরগীকে খাওয়াবার জন্য আমাদের এখানে ফিসমিল বলে একটা জিনিস তৈরি হয়—কাজেই একটা আঁশও ফেলে দেওয়া হয় না। আমাদের কনটাই কোস্টে আমরা ফিস মিল তৈরি করছি—কিন্তু যতটা হাঁস-মুরগী পালন করতে দরকার হয় ততটা আমরা দিতে পারছি না। অবশ্য হাসপাতালে যতটা লিভার অয়েল দরকার তা আমরা দিচ্ছি; কিন্তু আমার কথা হচ্ছে দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, আগেকার মতন ইংরেজের কাল নয় যে সবই সরকার করবেন। এখন বরং আমাদের সকলকে মিলে সব কিছুই করতে হবে। প্রমথবাবু যে হাজামজা পুকুর-পুষ্করিণীর কথা বলে গেলেন তাতে মনে হয় যেন সব দায়িত্বই ফিসারী ডিপার্টমেন্টের। আমি একথা বলবো যে কটা দরখাস্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে করেছেন যে পুকুরগুলো পড়ে আছে, সেগুলি আমাদের বন্দোবস্ত দেয়া হোক এবং তার জন্য আমরা ন্যায্য খাজনা দিতে প্রস্তুত আছি। যা হোক এসব তাঁরা কিছুই করেন নি। আমাদের যে অল্প ২৫ লক্ষ টাকা আছে তা দিয়ে ঋণ এবং অন্যান্য বিভাগের খরচা ইত্যাদি করতে হয়। আমরা ঋণের জন্য খুব অল্প টাকাই দিতে পারি, কারণ অফিসারেরা খুব ভয়ে ভয়ে টাকা দেন পাছে পরিশোধ না হয়। পুরুলিয়াতে ওবছর দু হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল, সেই ২ হাজার টাকা এবার দেয়া হয়েছে। তারপর ২ হাজার টাকার বেশি চাইলে আমরা দেবো যদি তারা পরিশোধ করতে পারেন। আমি পুরুলিয়ায় গিয়েছিলাম, আমি জানি যে সেখানকার ভাল মাছ বার্নপুর, টাটানগরে চলে যায়। এবং সেই দেশের সাধারণ মানুষ গেঁড়ী, গুগলী ইত্যাদি খায়। মাছ খাবে কি করে, সেখানকার পুকুরগুলো ত সব শুকিয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির যে পুকুরগুলো সেখানে আছে সেগুলো সব অ্যাডভান্স বুকিং হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে পুকুর পাওয়া যাচ্ছে না যে আমরা বিলি-ব্যবস্থা করবো। সেদেশে যে পুকুরগুলো আছে সেগুলো সব সিজন্যাল ট্যাঙ্ক, অর্থাৎ বছরে ৬ মাস মাত্র জল থাকে। কাজেই তারা যদি পরিশোধ করতে পারেন এবং সেই পরিমাণ যদি জামীন তারা দিতে পারেন তাহলে আসছে বছরে যদি ৫ হাজার টাকার দরকার হয় আমরা তা দেবো কিন্তু সেই পরিমাণ জল যদি না থাকে এবং উৎপাদন যদি না করতে পারেন তাহলে টাকা দিয়ে কি হবে? কাজেই বেশি টাকা দিয়ে আমরা টাকা নষ্ট করতে পারি না তবে জালের জন্য এবং নৌকার জন্য আমরা টাকা দিয়েছি। নদীতে যদি জল না থাকে সেটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য এবং সেই দোষ ভগবানের উপর দিতে হয় যে কেন তিনি জল দিচ্ছেন না, নদীগুলো কেন শুকিয়ে যাচ্ছে, কেন নীচের দামোদর মজে গেছে, কেন রূপনারায়ণে চড়া পড়ে গেছে? (তুমুল হাস্য)। এগুলো মাননীয় সদস্যদের সাহায্য নিয়ে করতে হবে কিন্তু তারা ত এখনও পর্যন্ত আমাদের কোন কংক্রীট সাজেশন দিতে পারলেন না বা কেউ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও দরখাস্ত করলেন নি যে অমুক জায়গার হাজামজা পুকুরগুলো পরিষ্কার করে দাও। আমি শ্যামবাবুদের দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম অনেক বড় বড় দীঘি আছে—সেগুলোর উপর ঘাস হয়েছে এবং সেখানে ঘোড়া চরছে। অতএব সেসব দীঘিকে ঠিক করতে গেলে কত টাকার দরকার হয় সেটা আপনারা বিবেচনা করুন। সেবারেও আমি বলেছিলাম যে টাকা দেবেন একটা, আর গান শুনবেন অক্রুর সংবাদ—এ হয় না।

এরকমভাবে যদি টাকা প্রোভাইড করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তা খরচ করবো। আমাদের দেশে রিফিউজি ফিসারম্যান আছে, স্থানীয় ফিসারম্যান আছে কিন্তু টাকার দরকার, বিনা টাকায় কিছু করা যেতে পারে না। আমি সমস্ত অ্যামেণ্ডমেণ্টের বিরোধিতা করছি এবং আমার মোশনটা পাশ করবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chaterjee that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sjkta. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chaitan Majhi that the demand of Rs. 25,47,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of Rs. 25,47,000 be granted for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries", was then put and agreed to.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday, the 9th March, 1959.

Adjournment

The House was then adjourned at 8-3 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 9th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 9th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 202 Members.

Adjournment Motions

[3—3-10 p.m.]

Mr. Speaker: There are two adjournment motions—they may be read out in the usual way.

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury: Sir, my motion runs thus:

"The House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., with a view to frustrate the peasant demonstration under the initiative of the Bengal Provincial Kisan Sabha, scheduled to be held in Calcutta on 11th March, 1959, as a protest against "wide-scale Benami transfer of land", the police has started mass-scale repression against the Kisan Sabha organisers in the districts of 24-Parganas, Howrah and Hooghly in general and in Kakdwip P.S. under 24-Parganas district in particular. On 8th March, 1959, Shri Bhabasindu Jana, a Kisan Sabha organiser of Kakdwip P.S., has been arrested under P. D. Act. On the same day, houses of four peasant leaders have been searched, arrest warrant has been issued against 20 and 4 new police outposts have been set up. This uncalled for police offensive has created a good deal of panic among the peasants and the public."

Sj. Chitto Basu: Sir, my adjournment motion runs thus:

"The proceedings of the House do now stand adjourned to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., the situation arising out of the declaration of lockout by the management of Messrs. Commercial Bureau of 66/2, Belgachia Road, Calcutta-37, with effect from March 2, last, even during the pendency of adjudication before the Fifth Industrial Tribunal and also of conciliation proceedings before the Assistant Labour Commissioner, West Bengal, which tantamounts to serious violation of code of discipline agreed upon at Nainital Conference."

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, আমার দুটো বিষয় জানবার আছে। একটা হচ্ছে, আপনার মনে আছে, কয়েকদিন আগে আমি জানতে চেয়েছিলাম সারের ব্যাপারে, সার পশ্চিম বাংলায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন—তাতে ডাঃ আমেদ এবং মুখ্যমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বলেন, এটা সত্য নয়। মার্চ, এপ্রিল মাসে তাঁরা যে কোটা পেয়েছেন সেটা উল্লেখ করায়, তাঁরা বলেন, এটা কোন গসপেল ট্রুথ নয়—কিন্তু কিছু ট্রুথ আছে কিনা তাও তাঁরা বলেন নি। আমি দিল্লীতে লিখি—আমাদের এম পি ভূপেশ গুপ্ত জানিয়েছেন চিঠিতে, তিনি শ্রী জৈনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, শ্রী জৈন বলেছেন, এটা সত্য, তবে ৭৫ ভাগ কমে নি, ৫৫ ভাগ কমেছে এবং শুধু বাংলাদেশেই নয়, প্রত্যেক স্টেটএ কমিয়েছেন, প্রোডাকশন অনুযায়ী কমিয়ে দিয়েছেন। আমরা এটা জেনেছি, এখানকার মন্ত্রীরাও এটা জানেন না এমন নয়। কিন্তু ডাঃ আমেদ অন্য কথা বললেন, মুখ্য-মন্ত্রী পর্যন্ত অন্য কথা বললেন—এটা আমি বুঝতে পারছি না। এভাবে মিসলিড করায় কি

অর্থ? এতো এ'দের দোষ নয়, ও'রা যদি কমিয়ে দিয়ে থাকেন। অথচ কেন তাঁরা এভাবে বললেন আমি বুঝতে পারছি না, তাই ব্যাপারটা আমি জানতে চাই।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed (Minister-in-charge of Agriculture): We have not tried to mislead the House. We have got the allotted quota for April and May, whatever we wanted. So far as the rest of the year is concerned, we have learnt from communication from the Government of India that during the year we will get about 30,000 tons which is about the same reduction as in all the other States. We feel that it will be quite sufficient for our purposes.

Sj. Jyoti Basu:

এখন তিনি বলছেন—সেম রিডাকসন অ্যান্ড ইন আদার স্টেটস—সেদিন তিনি একথা বলেন নি। আমার যতদূর ধারণা ডাঃ আমেদ এখান থেকে ৫০ হাজার টন চেয়েছিলেন, ৩০ হাজার টন পাচ্ছেন। এটা সাফিসিয়েন্ট হোক-না-হোক, কথা হচ্ছে, কম হয়েছে। সেদিন কিন্তু ডিনাই করলেন, সামান্য জিনিস নিয়ে যদি এভাবে কথা বলেন তা হ'লে এটা ভাল দেখায় না।

The Hon'ble Rafiuddin Ahamed: You have misunderstood me.

Sj. Jyoti Basu:

কিভাবে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করলাম? সেদিন বলেছিলেন, কমান নি, আজকে বলছেন, কমিয়েছেন। ৫০ হাজার টন চেয়েছিলেন—এটা কি ঠিক নয়? আমি ডকুমেন্ট প্রডিউস ক'রে দিতে পারি। এসব খারাপ লাগে, আর এরকম বলবেন না।

Mr. Speaker: The matter need not be discussed any further.

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, সেদিন আমি হাউসে তখন ছিলাম না, দূর্ভাগ্যবশত আসতে দেরি হয়েছিল। আমি শুনলাম, দুইদিন আগে প্রেস থেকে একটা চিঠি লেখা হয়েছে এবং আপনি সেটা পড়ে দেন এবং বলেন একটা রুলিং দেবেন।

Mr. Speaker: A letter was written to me by the Press people. They said that this is an invasion on their rights or something like that. That is why I informed the House that I received such a letter and I assured the House that I will give an answer.

Sj. Jyoti Basu:

যাই হোক, আপনি কি অ্যানসার দেবেন সেটা আলাদা কথা—আমি বুঝেছিলাম, আপনি রুলিং দেবেন। এখানে যদি সেই রুলিংএর প্রশ্ন থাকে তা হ'লে আমি অনুরোধ জানাব, আমাদের এ বিষয়টা আলোচনা করার সময় দেবেন।

Mr. Speaker: Nobody asked for it. All that I was told was "don't treat the Press as an individual".

Sj. Jatindra Chandra Chakraverty:

মুখ্যমন্ত্রী যেকথা বলেছিলেন—রিপোর্টাররা কাগজে পাবলিশ করেন এবং তাঁরা আবার ডিনাই করেন—মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি তাঁদের বিশ্বাস করেন না।

Mr. Speaker: I shall look up the speech. It is an important matter. I shall carefully go through the speech of the Chief Minister. I thought it would not be right to hold back the letter because the House may have something to say about it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:
এটা, স্যার, আপনি মনে রাখবেন, মুখ্যমন্ত্রী ইনস্ট্রাকশন করেছেন, অথচ রিপোর্টার ডেকে না নিয়ে গেলে ও'র চলে না।

Mr. Speaker: All that I don't want to hear.

[3-10—3-20 p.m.]

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 54—Famine, and Major Head: "63—Extraordinary charges in India".

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,84,09,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head: "54—Famine".

On the recommendation of the Governor I beg to move also that a sum of Rs. 2,61,42,000 be granted for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India".

আমি ফেমিন বাজেটে প্রত্যেকবারই ব'লে থাকি এর নামকরণ পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু এখনও তা করা সম্ভবপর হয় নি। (এ ভয়েসঃ না, ঠিক আছে।) মোটেই তা ঠিক নেই। এই বাজেটে আমরা কারেন্ট ইয়ারএ, অর্থাৎ চলতি বছরে সাপ্লিমেন্টারি ও রিভাইজড এস্টিমেটএ প্রায় ৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ধরেছি। যদিও আমাদের প্রথম বাজেটে অনেক কম ছিল—তাতে মাত্র ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ধরা ছিল, আমরা খরচ করেছি তার চেয়ে ঢের বেশি। আমাদের এই ফেমিন খাতে কত খরচ করেছি সেটা আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে সংক্ষেপে রাখতে চাই। আমাদের এখানে টেস্ট রিলিফএর কাজ নানাভাবে আরম্ভ করা হয়েছে এবং তাতে আমরা ব্যয় করছি টাকায় এবং শস্যে, সব মিলে টাকার অঙ্ক হ'ল ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। এবং গড়ে দৈনিক কাজ করেছে এই টেস্ট রিলিফএ ৩ লক্ষ ২৮ হাজার জন লোক। আগে খুব কম ছিল —মাত্র ১ লক্ষ ১১ হাজার, সেটা বাড়তে বাড়তে এক সময় ৭ লক্ষ হয়েছিল, বর্তমানে গড়ে ৩ লক্ষ ২৮ হাজার লোক দৈনিক কাজ করছে টেস্ট রিলিফএ। আমরা গ্র্যাটুইটাস ডোলস কম দিতে চাই, কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়েছে না দিলে চলে না এবং তাতে খরচ করেছি ২ কোটি ২ লক্ষ টাকা। এবং গ্র্যাটুইটাস ডোলস বাড়তে বাড়তে একসময় ১৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া আমরা লোকের ঘর পুড়ে যাওয়ায়, তা তুলে দেবার জন্য সাহায্য করেছি, তার পরিমাণ হ'ল ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। আমাদের যেসমস্ত কারিগরি দুঃস্থ পরিবার আছে, তাদের সাহায্য করেছি ২২ হাজার টাকা। আমরা তাদের ঘর তৈরি ক'রে দেবার জন্য সাধারণভাবে সাহায্য করেছি ও আগুনে পুড়ে যাওয়া বাবত ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া তাদের কাপড়, কম্বল ইত্যাদির জন্য অনেক টাকা খরচ করেছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, তিনি কৃষিঋণ সম্বন্ধে যে বাজেট আপনাদের সামনে পেশ করেছিলেন, তাতে ধরা আছে, এটা যদিও ফেমিন বিভাগে, ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করেছি কৃষিঋণ হিসাবে। তারপর আর্টিসানসদের ঋণ দিয়েছি ৭ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, এইসব নিয়ে আমরা অনেক কাজ করেছি। সুতরাং এটাকে কোন দুর্ভিক্ষ বাজেট বা ফেমিন খাতের খরচ বলতে চাই না। তার কারণ হচ্ছে এতে আমরা বহু লোককে কাজে নিয়োগ করেছি। আমাদের দেশে বেকার আছে অনেক। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যারা বেকার তারা সব সময়ের জন্য বেকার নয়। বছরে কেউ চার মাস, কেউ পাঁচ মাস, কেউ ছয়, সাত মাস কাজ পায়, তারা আংশিকভাবে বেকার। কাজে কাজেই এদের কাজের অভাব হ'লে আমাদের কুটিরশিল্পের মাধ্যমে কিছু কাজ দেওয়া যেতে পারে, অবশ্য সরকারকে নিশ্চয়ই তার জন্য টাকা দিতে হবে এবং এটা ফেমিনএর খরচ নয়। যেদেশে জমির পরিমাণ কম, যেদেশে আমাদের বহু লোক আছে যারা ভাগে চাষ করে, যে দেশে ৭ লক্ষ পরিবার হচ্ছে কৃষক, মজুর, ভাগচাষী বাদ দিয়ে, সেদেশে মাঝে মাঝে যে লোকে কাজ পাবে না, যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি আন্ডারএমপ্লয়মেন্ট, সেটা হয়। এবং তারই জন্য তাদের সাহায্য দেবার জন্য, তাদের কাজ দেবার জন্য আমরা এই টাকা বেশি ক'রে খরচ ক'রে থাকি। ১৯৫২ সালে আমরা

১৯,৪৪৮ মাইল রাস্তা মেরামত করেছি এই টেস্ট রিলিফএর মাধ্যমে এবং নতুন রাস্তা তৈরি করেছি ৩,০৮৯ মাইল, খাল সংস্কার করা হয়েছে ১,০১১ মাইল এবং বাঁধও মেরামত করেছি। বিশেষ ক'রে মাননীয় সদস্যরা জানেন, ২৪-পরগনা জেলায় অনেক বাঁধ মেরামত করা হয়েছে। এই বাঁধ যা মেরামত করা হয়েছে তা হবে ৬,০২৫ মাইল। আর এ বছর বিশেষ ক'রে আমরা জোর দিয়েছিলাম পুকুর সংস্কারের উপর এবং যা পুকুর সংস্কার করা হয়েছে তা হবে ২,৯৪১টা। তা বাদে আমরা অনেক মাটির ইঁদারা তৈরি করেছিলাম—আমরা ঘুঁটিং জড়ো করেছিলাম অনেক, তা থেকে চুন তৈরি হয়েছে। রাস্তার জঙ্গল কাটা হয়েছিল, চরকার সুতা-কাটা হয়েছিল, পাট সুতালী তৈরি হয়েছিল, মাদুর তৈরি হয়েছিল, ঢেঁকিতে কিছু লোক দিয়ে কাজ করানো হয়েছিল, বাঁকুড়া জেলায় নিমের বীজ সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তা থেকে তেল সংগ্রহ ক'রে সাবান তৈরি হয়েছে। তালগুড় বাঁকুড়া জেলায় টেস্ট রিলিফএর মাধ্যমে তৈরি করেছিলাম এবং সেটা খুব সাফল্যের সঙ্গে হয়েছে। কাজেই যেকথা বলছিলাম—এটাকে ঠিক যেমিন বাজেট বলা যায় না। অবশ্য এবছর আমাদের বৃষ্টির অভাবে চাষের খুব ক্ষতি হয়েছিল ব'লে বেশি ক'রে ঋণ দিতে হয়েছিল। বৃষ্টির হিসা'ব কিছু দিচ্ছি, তা থেকে মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারবেন যে, কি ভয়ানক অবস্থা হয়েছে। মে মাসে আলিপুরে যখন ১৩৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হওয়া দরকার তখন সেখানে হয়েছিল ৬৯ মিলিমিটার, জুন মাসে ২৯৬ মিলিমিটার হওয়া উচিত, সেখানে ১০০ হয়েছিল, জুলাই মাসে যখন ৩২৫ মিলিমিটার হবার কথা সেখানে হয়েছিল ৩৪২, আর অগাস্ট মাসে যখন ৩২৮ হওয়া উচিত তখন হয়েছিল ১২৮, আবার সেপ্টেম্বর মাসে যখন হওয়া উচিত ২৫২ মিলিমিটার, সে জায়গায় হয়েছিল ২৭৪, কিন্তু অক্টোবর মাসে ১৩০ মিলিমিটারের জায়গায় হ'ল ৭১ মিলিমিটার। আমি পর পর কয়েকটি স্থান ও জেলার হিসাব দিচ্ছি।

সাগর

মে মাসে হওয়া উচিত ১১৪ সে জায়গায় হ'ল ৬০
জুন মাসে হওয়া উচিত ২৯৫ সে জায়গায় হ'ল ৬৩
জুলাই মাসে হওয়া উচিত ৩৯২ সে জায়গায় হ'ল ৩২৮
অগাস্ট মাসে হওয়া উচিত ৩৩৭ সে জায়গায় হ'ল ১২৭
সেপ্টেম্বর মাসে হওয়া উচিত ২২৬ সে জায়গায় হ'ল ৫৫৯
অক্টোবর মাসে হওয়া উচিত ২০০ সে জায়গায় হ'ল ৯২

মেদিনীপুর

মে মাসে হওয়া উচিত ১২০ সে জায়গায় হ'ল ৮০
জুন মাসে হওয়া উচিত ২৫৯ সে জায়গায় হ'ল ৬৮
জুলাই মাসে হওয়া উচিত ৩২৩ সে জায়গায় হ'ল ৩৪৭
অগাস্ট মাসে হওয়া উচিত ৩২৩ সে জায়গায় হ'ল ১৮৭
সেপ্টেম্বর মাসে হওয়া উচিত ২১৬ সে জায়গায় হ'ল ৫১৯
অক্টোবর মাসে হওয়া উচিত ৯৬ সে জায়গায় হ'ল ৮১

বর্ধমান

মে মাসে হওয়া উচিত ১৫১ সে জায়গায় হ'ল ১৩০
জুন মাসে হওয়া উচিত ২৬৭ সে জায়গায় হ'ল ৬৯
জুলাই মাসে হওয়া উচিত ৩২৫ সে জায়গায় হ'ল ২৮১
অগাস্ট মাসে হওয়া উচিত ৩০২ সে জায়গায় হ'ল ২০৯
সেপ্টেম্বর মাসে হওয়া উচিত ২২৩ সে জায়গায় হ'ল ২২৬
অক্টোবর মাসে হওয়া উচিত ৩০ সে জায়গায় হ'ল ৯৭

[3-20—3-30 p.m.]

সেপ্টেম্বর মাসে ২২৩এর জায়গায় ২২৬ মিলিমিটার; অক্টোবরএ ৩০এর জায়গায় ৯৭ মিলি-মিটার; এইরকমভাবে আমরা দেখেছি গত বৎসর ১৯৫৮ সালে ভয়ানক অনাবৃষ্টির দরুন চাষের ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল এবং এর ফলে আমাদের আরও বেশি ক'রে রিলিফএর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল এবং সেই রিলিফএর ব্যবস্থা যে কাজের মাধ্যমে বেশি ক'রে হয়েছে সেকথা আমি মাননীয় সদস্যদের বলেছি। এ বৎসর অবশ্য আমরা কম টাকা ধরেছি এবং এবারে আমরা মোট ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ধরেছি, প্রয়োজন হ'লে আরও বাড়াব এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আমাদের এক্সট্রা-অর্ডিনারি চার্জেস ইন ইন্ডিয়া যেটা মূলত ফুড বাজেট বলতে পারা যায় তাতে এই বৎসর ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। পূর্ব পূর্ব বছর আমরা ফুড বাজেটএ বেশি খরচ করতাম। ১৯৪৮ সালে আমরা খরচ করেছিলাম এই এক্সট্রা-অর্ডিনারি চার্জেস বাবত ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ, তার পর বৎসর ৩ কোটি ২৮ লক্ষ, তার পর বৎসর ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ; তার পর বৎসর ৩ কোটি ৪০ লক্ষ; তার পর বৎসর ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ, তার পর বৎসর ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ, তার পর বৎসব ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে আমরা বিনিয়ন্ত্রণ করি ২ কোটি ৯৪ লক্ষ; তার পর বৎসর ৩ কোটি ৬ লক্ষ; তার পর বৎসর ২ কোটি ৯৩ লক্ষ; ১৯৫৭ সালে ১ কোটি ৯১ লক্ষ; পরের বৎসব ৩ কোটি ৪০ লক্ষ; তার পর বৎসর ২ কোটি ৬৮ লক্ষ। এই যে মোট এক্সট্রা-অর্ডিনারি চার্জেস এর মধ্যে নানারকম জিনিস আছে, তবে খাদ্যের জন্য কতটা তা আমি আপনাদের কাছে বলব। খাদ্যের জন্য ১৯৫২ সালে খরচ হ'ত ৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আর এই বৎসর আমি খাদ্যের জন্য চেয়েছি ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা—অনেক কম চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজ আমাদের বেড়ে গিয়েছে। আমরা যেবার খাদ্যের জন্য চেয়েছিলাম ৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা সে বৎসর আমরা খাদ্য বিতরণ করেছি ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টন। আর গত বৎসর ১৯৫৮ সালে ৯ লক্ষ ৮২ হাজার টন খাদ্য বিতরণ করেছি। তা বাদে জেলায় জেলায় খাদ্য বিতরণ খুব বেশি করেছি অল্পসংখ্যক কর্মচারী নিয়ে—যদিও তাতে আমাদের খুব অসুবিধা হয়েছে—সেইজন্য কর্মচারীর সংখ্যা কিছু বাড়িয়েছি। এটা সকলেই জানেন আমাদেব দেশে বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের জন্য বেশি খরচ করতে হয়। এবং খাদ্যের জন্য যেটুকু আমরা খরচ করি তার মধ্যে মোটা ভাতের জনাই বেশি খরচ। আমাদের ট্যাক্সেশন এনকোয়্যারি কমিশন, সমগ্র ভারতবর্ষে, শুধু বাংলাদেশে নয়, একটা হিসাব বের করেছিলেন তাতে বলেছেন যে, গ্রামাঞ্চলে খাওয়ার জন্য শতকরা ৬৪ ভাগ ব্যয় হয় এবং অন্যান্য ব্যাপারে শতকরা ৩৬ ভাগ। এবং সেই ৬৪ ভাগের মধ্যে ৪১ ভাগই হচ্ছে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের জন্য; ডালের জন্য ৩·৯—অবশ্য আমি গ্রামের কথা বলছি—সরিষার তেল বা এডিবল অয়েলএর জন্য ২·১; মশলার জন্য ১·৮ পারসেন্ট; দুধ ইত্যাদির জন্য ৬·৪ পারসেন্ট; চিনি বা গুড়ের জন্য ২·১ পারসেন্ট; এই গ্রামে। আর শহরে যেখানে গ্রামে খাদ্যের জন্য ৪১ পারসেন্ট শহরে সেখানে চাল বা গমজাতীয় খাদ্যের জন্য ২১·৩; আর ডালের জন্য গ্রামে যেখানে ৩·৯ সেখানে শহরে ২·৬; যেখানে গ্রামে তেলের জন্য ২·১ পারসেন্ট সেখানে শহরে তেলের জন্য ২·৯ পারসেন্ট। সেজন্য আমাদের দেশে খাদ্যের মূল্য যদি বেড়ে যায় তা হ'লে পর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা করতে হয়, বিশেষ ক'রে আমাদের এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এটার সাফল্য খাদ্যের মূল্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। খাদ্যমূল্য বাড়লে পর সেটা কমাবার জন্য আমরাও মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করব। চালের চেয়ে গম, আটা, ময়দা ইত্যাদি জিনিসের মূল্য কম। গম আমরা উৎপন্ন করি কম এবং খাইও কম। খাদ্যের মূল্য শস্যের মূল্য যদি আমরা কমাতে পারি তা হ'লে আমাদের সর্বদিক দিয়ে কল্যাণ হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা ভেবেছিলাম প্রত্যেক বৎসর সরকারী তরফ থেকে কিছু কিছু খাদ্য বিতরণ ক'রে মূল্য কমাতে পারব। হয়ত পরোক্ষ-ভাবে মূল্য কিছু কমেছে, যদি বলি যে, আমরা যদি এত বিতরণ না করতাম তা হ'লে মূল্য আরও বাড়ত, তা হ'লে সকলেই হাসবেন, নারায়ণ চৌবে মহাশয় তো এখনই হাসছেন। খাদ্য বিতরণ না করলে মূল্য যতটা বাড়ত ততটা বাড়ে নি এবং বিতরণ করার ফলে মূল্য কমেছে। আজকে সমগ্র ভারতের যে খাদ্যনীতি সেই নীতির সঙ্গে আমাদের যুক্ত হ'তে হবে। ভারত-বর্ষের কোন প্রদেশে খুচরো দর তারা নিয়ন্ত্রণ করে নি। উড়িষ্যায় নেই, বিহারে নেই, আসামেও নেই, উত্তরপ্রদেশে নেই, বম্বেতে নেই, অন্ধ্রেতে নেই, মাদ্রাজে নেই, কেরলে নেই, মধ্যপ্রদেশে নেই, পাঞ্জাবে নেই। কেন নেই? কেন তারা খুচরো দর নিয়ন্ত্রণ করে নি? ভারত গভর্নমেন্ট খুচরো দর নিয়ন্ত্রণ করতে সাহস করেন না এজন্য যে, খুচরো দর যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সমস্ত

বিতরণের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত সরকারকে নিতে হবে এবং সরকারকে যদি সমস্ত বিতরণের দায়িত্ব নিতে হয় তা হ'লে পর সামগ্রিকভাবে স্ট্যাটুটরি রেশনিং শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলে করতে হবে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এখন ৩ কোটির উপর হয়ে গেছে লোকসংখ্যা। আমাদের হিসেবে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ১৯৫৯ সালে। এই ৩ কোটি ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে চাষীর সংখ্যা—যারা কৃষিকার্যে লিপ্ত আছে, যাদের ভূমি আছে এমন লোকের সংখ্যা (২৯ লক্ষ পরিবার) ১ কোটির কিছু বেশি—এরা ১২ মাস তাদের উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভর ক'রে চলতে পারে না। আমাদের স্বাবলম্বী কৃষক পরিবার, উদ্বৃত্ত কৃষক পরিবার খুবই কম, অর্ধেকেরও কম প্রায়, প্রায় ১৪ লক্ষ পরিবারের মতন হবে। বাকি ১৪ লক্ষ পরিবার এবং বাকি আরও যে লোক আছে এদের খাদ্য বিতরণের দায়িত্ব তা হ'লে গভর্নমেন্টকে নিতে হবে। খাদ্য বিতরণের দায়িত্ব ঘাটতি এলাকায় সরকারকে নিতে হবে। তাই যদি হয় তা হ'লে আমাদের যা আছে তাই ভাগ ক'রে খেতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও হয়ত কিছু নেব। তা যদি ভাগ ক'রে খাই, তা হ'লে পরিমাণ আমাদের ক'মে যাবে, একথা আমাদের ভাবতে হবে। সমস্ত দায়িত্ব যদি সরকার নেন, রেশনিংএর পরিমাণ অনেকখানি কমে যাবে এবং তখন আমাদের যে কি অবস্থা হবে সেটাও আমাদের ভাবতে হবে। কাজে কাজেই এই মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছিলাম এতদিন। আমরা বলেছিলাম যে, সরকারের তরফ থেকে কিছু কিছু খাদ্যশস্য দেব আর বাকিটা 'ফ্রি মার্কেটে' থাকবে। আমি গত বৎসর দেখলাম তাতে দাম ভয়ানক বেড়েছে। তাতে সকলেরই আশঙ্কা হ'ল, এরকম যদি দর বাড়তে থাকে তা হ'লে দেশের অবস্থা সাংঘাতিক হবে। সমস্ত পক্ষের লোকই তখন বলেছিলেন যে, দর আমাদের কমাতেই হবে। সেজন্য এই বছর ১লা জানুয়ারি থেকে আমরা নূতন খাদ্যনীতি গ্রহণ করেছি, সেই খাদ্যনীতি টনের হিসেব করছি না। কারণ 'টনে' বললে আমাদের মাননীয় সদস্যমহাশয়েরা কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হন এবং কেউ কেউ উপহাস করেন। এটা 'টনে' হিসেব করার খাদ্যনীতি নয়। এবারে যে খাদ্য হয়েছে তা পর্যাপ্ত পরিমাণেই হয়েছে। কি ক'রে মূল্য কমাতে পারব, এমনভাবে কমিয়ে দেওয়া যাতে সাধারণ চাষীরা তাদের শস্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারে সেটাও দেখতে হবে।

[3-30—3-40 p.m.]

মূল্য কমানো মানে এ নয় যে, হঠাৎ খুব বেশি বেড়ে গেল, আবার কমে গেল, এমনভাবে নয়, মূল্য নির্ধারণ এমনভাবে করতে হবে যাতে চাষীর ক্ষতি না হয় এবং আমাদের বাংলাদেশের যেখানে ৭৫—৮০ জন লোককে কিনে খেতে হয় তাদেরও সর্বনাশ না হয়। এইসমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে আমরা মূল্য নির্ধারণ ক'রে দিয়েছি। তবে একথা সকলেই মনে করেছিলেন যে এ করা বোধ হয় সম্ভব হবে না। আমরা ১লা জানুয়ারি থেকে এই নতুন নীতি নির্ধারণ করবার পর কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের বাজারে চাল আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে ২-৩টা কথা বললেই বুঝতে পারবেন।

২১এ ডিসেম্বর ১৯৫৮ সালে যে সপ্তাহ শেষ হয়েছিল সে সপ্তাহে কলকাতায় ট্রেনে ৪৫ হাজার মণ চা'ল আসে, ২৮এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সে সপ্তাহেই কলকাতায় ট্রেনে ৪২ হাজার মণ চাল আসে। কিন্তু গত ৪ঠা জানুয়ারি যে সপ্তাহ শেষ হ'ল সে সপ্তাহে ট্রেনে মাত্র ৬ হাজার মণ চা'ল এসেছিল। কোথায় ৪৫ হাজার ৪২ হাজার মণ আর কোথায় ৬ হাজার মণ! তখন সকলেই ভাবলে কলকাতায় এবং শিল্পাঞ্চলে যদি চা'ল পাঠানো বন্ধ করা যায় তা হ'লে সরকার বোধ হয় এই নীতি ত্যাগ করবে। এবং বাজার যেমন চড়বে তেমনি বেশি লাভ করবার উদ্দেশ্যে চাল আনবেন। কিন্তু সরকার তাঁদের নীতি পরিবর্তন করলেন না। তখন আমদানি ধীরে ধীরে বাড়ল এবং ২৫এ জানুয়ারি যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সেই সপ্তাহে ৬ হাজার মণ থেকে বাড়তে বাড়তে ২৮ হাজার মণ চাল ট্রেনে কলকাতায় এল। (জনৈক সদস্য: দামটা তো বললেন না।) বলব, একটু ধৈর্য ধরলে সবই বলব। ১লা ফেব্রুয়ারিতে যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সে সপ্তাহে কমে কমে ২০ হাজার মণ আমদানি হ'ল। তখন অ্যাসেম্বলি বসবার সময়। সকলে মনে করলে, অ্যাসেম্বলি যখন বসবে, তখন একটা হেস্তনেস্ত হবে, সকলেই তাই আটকে ধ'রে রইল। যে চাষীর ধান আছে সে ভাবলে, দেখি না, একটু আটকে রাখি। চাষী যদি ধান আটকে রাখে তা হ'লে চালকলের মালিকেরা ধান পাবে না, তারা যদি ধান না পায় তা হ'লে হোলসেলারেরা রিটেলাররা কেউ চাল পাবে না এবং তারা চাল না পেলে ক্রেতারাও

চাল পাচ্ছেন না, সবাই একটু আটকে রাখলেন এবং সেই সময় একটু হৈ চৈ হ'ল। সবাই বললেন --মহাশয়, চাল দিতে হবে--সরকারকে, বাজারে। সরকারকে বলা হয়েছে--তোমরা মূল্য নির্ধারণ ক'রে দাও, এবং যারা বেশি লাভ করবে তাদের শাস্তি দাও। সরকার সেই হিসেবে মূল্য নির্ধারণ ক'রে দিলেন। এবং যেখানে যেখানে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশি দামে যারা বিক্রয় করেছে সেখানে তাদের গ্রেপ্তার করেছেন। এইরকম কয়েক শত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের শাস্তিও হয়েছে কিন্তু খাবারের ব্যাপারে সরকার শুধু এরকম গ্রেপ্তার ক'রে এবং শাস্তি-বিধান ক'রে যদি কার্য হাসিল করতে চান তা হ'লে তা হবে না, কেননা জিনিসটা লুকিয়ে যায়। ধান তো আর একজনের বাড়িতে থাকে না, লক্ষ লক্ষ লোকের বাড়িতে থাকে। ৩৫ হাজার গ্রামে ধান ছড়ানো আছে। কাজেই সমস্ত লোকের কাছ থেকে সরকার কখনও ধান-চাল আনতে পারেন না, এটা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য সরকার ঠিক করেছে--যেখানে যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, অর্থাৎ যেখানে একদম চাষ হয় না--যেমন কলিকাতার মত শহর এবং শিল্পাঞ্চল--এখানে ৪৬ লক্ষ থেকে ৪৮ লক্ষ লোকের বাস, সেই অঞ্চলে সরকার ফেয়ার প্রাইস শপ থেকে বেশি ক'রে চাল দিতে আরম্ভ করলেন। আমরা পূর্বে যা দিতাম তার চেয়েও বাড়িয়ে দিলাম, দেড় সের ক'রে চাল দিতে আরম্ভ করলাম এবং একসের ক'রে গম। মাননীয় সদস্যারা শুনলে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, যখন ফ্রি মার্কেটের অস্তিত্ব ছিল না, যখন নিষেধ ছিল, তখন কলকাতা শহরে চাল ও গমে দিয়েছি ২ সের ১০ ছটাক, কিন্তু অধিকাংশ সময়ও একসের পোনে দু' সের থেকে দু' সের দিয়েছি। ১৯৫১ সালে আমরা পুরো এক বছর দু' সের ক'রে দিয়েছি এবং এমন সময়ও গিয়েছে যখন আমরা মোট মাত্র পোনে দু' সের দিয়েছি। তখন খোলাবাজার ছিল না এবং এক ছটাক চালও খোলাবাজারে পাওয়া যেত না। এবার মনে করলাম যে আড়াই সের ক'রে আমরা দেব। আমরা একটু সাহস অবলম্বন ক'রেই বাড়িয়ে দিলাম। কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের লোকদেরই বেশি চাহিদা, এদের যদি আড়াই সের ক'রে দি', তা হ'লে বাজারে কম আসা সত্ত্বেও আমাদের লোকদের অসুবিধা হবে না এবং তাই করলাম। এদিকে খোলাবাজারেও কিছু কিছু আছে সেখান থেকেও লোকে কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন এবং খোলাবাজারের দিনের পর দিন উন্নতি হচ্ছে এবং উন্নতি যে কিছু হয়েছে তার অঙ্ক আমার কাছে আছে। অ্যাসেম্বলি বসবার গোড়ায় যেমন চাল আসা কমে গিয়েছিল--৮ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সেই সপ্তাহে ৩৯ হাজার মণ ট্রেনে কলকাতায় এসে গিয়েছে, যেখানে গতবারে ৪৫ হাজার মণ এসেছিল। কয়েকদিন ধরে সরকারী কর্মচারিদের এবং বাইরের আমার কয়েকজন বন্ধুকে বলেছি--আপনারা দোকানে দোকানে ঘুরে চাল আনুন, তাঁরা গতকল্য প্রায় ৬০টা দোকানে ঘুরে আমাকে চাল এনে দিয়েছেন, প্রত্যেক দোকানে চাল পেয়েছেন এবং নির্ধারিত মূল্যে। আগে যেখানে ১০০ দোকানের মধ্যে ১০।১২টা দোকানে চাল পাওয়া যেত আজ সেখানে ৭০-৮০টা দোকানে নির্ধারিত মূল্যে চাল পাওয়া যাচ্ছে। (জনৈক সদস্য: এ কি সার্টিফিকেট?) এ সার্টিফিকেট আপনারা নিজেরাই পেয়েছেন। আমি কতকগুলি নাম পেয়েছি, এ নাম পড়তে দীর্ঘ সময় লাগবে--স্পীকার মহাশয় হয়ত অতটা সময় আমাকে দেবেন না। কাজে কাজেই আমাদের যে নূতন নীতি সেই নীতি সম্পর্কে অনেকের মনে সংশয় ছিল কিন্তু সেই নীতি কার্যকরী হ'তে চলেছে। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এ বিষয়ে খুব সাহায্য করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন, আমরা যেমন যেমন বলেছি তেমনি দিয়েছেন। আমরা বাইরে থেকে যে পরিমাণ চাল পাব তা যদি পেতে থাকি তা হ'লে নিশ্চয়ই আমরা যে মূল্য নির্ধারণ করেছি সে মূল্যে সবাইকে চাল দিতে পারব।

আর একটি জিনিসের জন্য খাদ্যের বাস্তবিক উন্নতি হ'তে চলেছে। আমরা মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা থেকে কিছু ধান পাচ্ছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার উড়িষ্যা থেকে আমাদের ২০ হাজার টন ধান দিয়েছেন ইতোমধ্যে। এক লক্ষ টন আমরা উড়িষ্যা থেকে এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে ৭৫ হাজার টন পাব। ইতোমধ্যে ১০ হাজার টন এখানে এসে গেছে। এইসব ধান আমরা মিলে সরবরাহ করব এবং ধানি দিয়ে মিল থেকে ভাঙ্গিয়ে আনব, তাতে যে অবস্থার আরও উন্নতি হবে এতে আর সন্দেহ নেই।

অবশ্য খাদ্যসমস্যার সমাধান সম্পূর্ণভাবে করতে গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়। উৎপাদন যদি আমরা বাড়াতে না পারি তা হ'লে যত কড়াকড়ি করি না কেন, যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করি,

না কেন. তাতে ক'রে সবাইকে সমানভাবে খাদ্য দিতে গেলে পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে, তাতে দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে না. লোকের পেট ভরবে না এবং তারা সন্তুষ্ট হবে না।

অতএব আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে কৃষির উন্নতির জন্য. কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য। ইতোমধ্যে আমাদের উভয় পক্ষের সদস্যরাই বলেছেন যে, চীনদেশে ফসল তারা খুব বেশি বাড়িয়েছে—আপনারা কেন পারবেন না? একথা খুব সত্য যে, চীনদেশে খুব ফসল বেড়েছে। তার জন্য চীনদেশবাসীকে এবং চীনের সরকারকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু চীনদেশের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে কতকগুলি জিনিস আমাদের নজরে পড়ে। চীন-দেশের যে ভৌগোলিক আয়তন তার শতকরা ১১ ভাগে মাত্র সেখানে চাষ হয়।

[3-40—3-50 p.m.]

এবং চীনদেশে চাষের উপযুক্ত যে জমি আছে তার মাত্র ২৩ ভাগ জমিতে তাঁরা চাষ করেন। তাঁদের বুলেটিনে দেখছিলাম যে, তাঁরা ঠিক করেছেন এত জমিতে চাষ করবেন না, আরও ⅓ অংশ তাঁরা কমিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ বেশি ইনটেনসিভ চাষ করবেন। তা হ'লে ৫ গুণ সেখানে চাষের উপযুক্ত জমির মাত্র ২৩ ভাগে তাঁরা চাষ করেন. তাও কমিয়ে দিয়েছেন ইনটেনসিভ কাল্টিভেশনের জন্য। আমি তাঁদেরই লেখা একটা প্রবন্ধ পড়ে দেখছিলাম যে, তাঁদের দেশের জমিতে হিউমাস, নাইট্রোজেন বেশি আছে, আর আমাদের দেশে হিউমাসের ভয়ঙ্কর অভাব। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, তিনি একজন বৈজ্ঞানিক—তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমাদের দেশেব জমিতে নাইট্রোজেনের ভীষণ অভাব। এই একটা দিক। আর একটা দিক, তাঁদের ছোট ছোট টুকরা টুকরা জমিতে কালেক্টিভাইজেশন হয়েছে। আগে যখন তাঁরা চাষ করতেন তখন আমাদের চেয়ে ঢের বেশি জমির যত্ন করতেন এবং সেই প্রবন্ধে পড়ছিলাম যে, তাঁরা একটা নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আমাদের কৃষিবিভাগ থেকেও ডঃ আমেদ সেটা পরীক্ষা কববার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন—তাঁরা ৪-৫-৬ ফুট গর্ত করেছেন, এমনকি গাম চাষের জন্য তাঁরা ১০ ফুট গর্ত করেছেন। গর্ত ক'রে যে সেখানে মাটি ফেলছেন তা নয়. পর পর জমির উপর সার দিচ্ছেন। এক বিঘা জমিতে ৮ শ' মণ, হাজার মণ, ১২-১৪ শ' মণ সার দিচ্ছেন। আর একটা জিনিস এপক্ষের এবং ওপক্ষের মাননীয় সদস্যদের জানা উচিত যে, সেদেশে মানুষের মলমূত্র পর্যন্ত তাঁরা নষ্ট করতে দেন না, সমস্ত মলমূত্র জমিতে দেন এবং তাঁরা এটা দাবি করেন যে, তাঁদের এত ফলন বেড়েছে তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন মানুষের এবং জন্তুর মলমূত্রের উপর—আমাদের মত কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার তাঁরা খুব বেশি করতে পারেন নি। জাপানে তিনগুণ বেড়েছে, ইটালিতে পাঁচগুণ এবং স্পেনেও তাই। কাজেই আমাদের চীনের কাছ থেকে শেখবার অনেক কিছু আছে। আমরা যদি পরীক্ষামূলকভাবে এ ধরনের চাষ করি, তা হ'লে আমাদের ফলন বাড়তে পারে কিন্তু আমরা কেবল বলছি যে, আমাদের আশ্রয়প্রার্থী ভাইবোনদের সব এখানে বসান. জায়গা দখল করুন, গোচর জমি দখল করুন ইত্যাদি—আমরা বলছি, জমি থাক আর নাই থাক। আমরা কিন্তু একটু অন্যদিক দিয়ে ভাবছি—আমরা যদি সকলে মিলে পরিশ্রম না করি, তা হ'লে আমাদের দেশে চাষের উন্নতি হবে না। আমাদের এখানে ২৫ বা ২৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে, আমাদের সেচমন্ত্রী যে প্রায় ১৩-১৪ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছেন সেই সেচের ব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে বৃষ্টির জলের উপর। এ বছর ময়ূরাক্ষী বেশি জল পায় নি, বেশি বৃষ্টি হয় নি। আমাদের দেশে পুকুরে যদি জল না থাকে, বৃষ্টি যদি না হয়, তা হ'লে জল পাওয়া যায় না—এটা মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারেন। একটা কথা উঠেছিল যা নিয়ে এখানে একটা উষ্মা প্রকাশিত হয়েছিল, জ্যোতিবাবু টিউবওয়েল সম্বন্ধে কি একটা স্কীম দিয়েছিলেন—আমি একটু নাড়াচাড়া ক'রে দেখছিলাম সেইরকমভাবে টিউবওয়েল করা যায় কিনা। একটা টিউবওয়েল এখানে বসিয়ে, আবার ৫০ বিঘা বাদ দিয়ে আর একটা টিউবওয়েল, এইভাবে দেশময় জালের মত টিউবওয়েল যদি লাগিয়ে দিই তা হ'লে নিচে জল পাওয়া যাবে কিনা, বিশেষজ্ঞরা এটা ভেবে দেখবেন এবং এটাও ভেবে দেখবেন যে, এর ব্যয় ভয়ঙ্কর বেশি—প্রতি বিঘায় ১০ থেকে ১৫ টাকা রেকারিং খরচ হবে। ময়ূরাক্ষীর সামান্য টাকাই আমরা দিতে পারছি না. তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের জৈবসার সমস্ত কিছু জমিতে দিতে হবে। মাননীয় বন্ধুরা মানুষের মল ব্যবহার করা সম্বন্ধে কি ভাবছেন জানি না, হয়ত লোকেদের কাছে একথা বলতে গেলে আমরা মার খাব।

আমি হিসাব ক'রে দেখছিলাম যে, পশ্চিমবাংলায় ১ কোটি ১১ লক্ষ গরু আছে এবং ৩ কোটি লোক আছে। আমাদের গোচর ভূমি নেই, সব জমি আমরা চাষের মধ্যে এনে ফেলেছি—বনভূমির পরিমাণও কম, বন নেই, ভাগাড়ও যেতে বসেছে। আমাদের কয়েকজন বন্ধু বলছেন যে, গরু মেরো না, সব পুষে পুষে রেখে দাও দুধ দিক আর না-ই দিক। বাঁকুড়া জেলার কাউকে যদি জিগ্গেস করা হয় গরু পুষছেন কেন, সে বলে, আজ্ঞে নাদবে ব'লে, যদি জিগ্গেস করা হয়—দুধ দেয়—সে বলে, আজ্ঞে, না তো। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, চীনদেশে গরু খুব কম। আপনারা বোধ হয় জানেন যে, চীনদেশে লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি এবং গরুর সংখ্যা মাত্র ৭ কোটি; আর আমাদের বাংলাদেশে গরুর সংখ্যা ১ কোটি ১১ লক্ষ—গোটা ভারতবর্ষে বোধ হয় ২১ কোটি গরু আছে। সুতরাং আমাদের তুলনায় গরু ওদের অনেক কম ব'লে স্ত্রী-পুরুষ লাঙ্গলে জুড়ে দিয়েছে। মাননীয় সদস্যরা বলতে পারেন যে, আমাদের এখানেও লাঙ্গলে মানুষ জুড়ে দিলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু এসব কথা ডঃ আমেদ সাহেবকে এবং আপনাদের ভাবতে হবে। সেজন্য বলছিলাম যে, আমরা এবার চেষ্টা করছি এই নূতন খাদ্য-নীতির দ্বারা যাতে মূল্য হ্রাস পায় এবং সমতা যাতে আসে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে চাষের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি কথা ব'লে আমার দু'টো ডিম্যান্ড আপনার সামনে মাননীয় সদস্যদের গ্রহণের জন্য উপস্থিত করছি।

Sj. Ajit Kumar Canguli: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54 - Famine" be reduced by Rs. 100

Sj. Apurba Lal Majumdar: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54-- Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhuban Chandra Kar Mohapatra: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54— Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54-- Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54— Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54 - Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54 - Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54 - Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54-- Famine" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54-- Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54-- Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagadananda Roy: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Khagendra Kumar Ray Choudhury: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Labanya Prova Ghosh: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Natendra Nath Das: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sen Gupta: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Haldar: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharya: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Kumar Pandey: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100

Sj. Deben Sen: I beg to move that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant Na. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Amarendra Nath Basu: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100

Dr. Golam Yazdani: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagadananda Roy: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagat Bose: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanai Lal Bhattacharya: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Manikuntala Sen: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sen Gupta: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Haldar: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharya: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Janab Taher Hussain: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Basu: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Banarashi Prosad Jha: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: I beg to move that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

[3-50—4 p.m.]

Sj. Niranjan Sengupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এতক্ষণ খুব মনোযোগের সহিত খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর নূতন ব্যাখ্যা শুনছিলাম, কিন্তু তিনি উৎসাহিত হয়ে এত কথা বললেন, সব কথা মনে রাখা সম্ভব নয়। অথচ দেশের লোকের জীবনে খাদ্যের দিক দিয়ে যে কি সঙ্কট এসেছে সেসম্পর্কে সব জিনিসই উনি চেপে গেলেন। প্রথমে একথা বলা দরকার যে, গত কয়েক বৎসর ধরে ক্রমাগত খাদ্যসংকট বেড়েই চলেছে। এবিষয়ে আমি আপনাদের কাছে একটা তথ্য দিচ্ছি যে, ১৯৫৭ সালে আমাদের ডেফিসিট ছিল ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টন, ১৯৫৭ সালে এটা ৩ লক্ষ টন ছিল, ১৯৫৮ সালে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন এবং এবার ১৯৫৯ সালে সেই ডেফিসিট এসে দাঁড়িয়েছে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টনে। এত বক্তৃতা এবং এত চেষ্টা ক'রে সমস্ত জিনিস ঢেকে রাখবার যে চেষ্টা প্রফুল্লবাবু করলেন তারপরেও বাংলাদেশের লোক জিগ্গেস করবে যে, এবারও বাংলাদেশে ১-১½ লক্ষ টন খাদ্যে ডেফিসিট কেন হ'ল, এর সম্বন্ধে কোন কথা কেন তিনি বললেন না? সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য ব্যাপার যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে খাদ্যসঙ্কট আছে সেটা কিভাবে দূর হবে, বাংলাদেশের দারুণ দুর্দিন কিভাবে অপসারিত হবে সেদিক দিয়ে তিনি গেলেন না। বরং এক ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, চীনের কথা ইত্যাদি ব'লে সমস্ত জিনিস তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন। বাংলাদেশের লোক প্রফুল্লবাবুকে জিগ্গেস করছে, ৫-৭-১০ বছর ধরে যে খাদ্যসঙ্কট চলছে এবং এবছর সেই সংকট বেড়ে চরমে উঠেছে তার ব্যবস্থা তিনি কি করছেন, তার জবাব তাঁকে দিতে হবে। এর উত্তর তিনি এখন না দিলেও ভবিষ্যতে তাঁকে উত্তর দিতেই হবে। তারপর বর্তমান সময়ের অবস্থা কি সেটা বলা দরকার। উনি ও'র নূতন খাদ্যনীতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, ১লা জানুয়ারি থেকে আমরা এমন নীতি নিয়েছি যাতে মার্কেটে কম দরে চাল পাওয়া যায় এবং চালের কোন অভাব না থাকে।

কিন্তু আমি বলব তাঁর এই কন্ট্রোল অর্ডার সম্পূর্ণ বিফলে গেছে। প্রফুল্লবাবু এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। তিনি ১লা জানুয়ারি থেকে যে কন্ট্রোল অর্ডার চালিয়েছেন সে কন্ট্রোল অর্ডার বিফলে গেছে। কেননা বাস্তবই তা সাক্ষী দিচ্ছে। উনি বলেছেন মার্কেটএ খোলা বাজারে বিরাট কোয়ানটিটি চাল পাওয়া যায়। আমি বলি তার বন্ধু কিম্বা খাদ্য বিভাগের কিছু কিছু লোক পাঠিয়ে দেখে বলেছেন যে, কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে খাদ্যের অভাব নেই। কিন্তু আমাদের খবর তা নয়। আমাদের খবর অন্যরকম। চাল হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা ব্ল্যাক-এ কিনতে হবে। সে চালের দাম তিনি যা বলেছেন সেদামে পাওয়া যায় না আমি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। হয়ত প্রফুল্লবাবুর প্রেরিত লোক কোন দোকান থেকে ৫।৭ সের চাল কিনেছেন, কিন্তু কলকাতার লোক শিল্পাঞ্চলের লোক বলবে যে আজকে খোলা বাজারে যে দরে প্রফুল্লবাবু বলছেন সেদামে চাল পাওয়া যায় না। এটা অত্যন্ত সত্য। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। চাল ২৪।২৫ টাকায় কলকাতায় কালোবাজারে পাওয়া যায়। সাধারণ

লোকের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আজকে চালের দর ২৪।২৫ টাকা কালোবাজারে। অথচ প্রফুল্লবাবু এখানে সাফাই গেয়ে গেলেন যে, পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে মজুতদাররা ইতিমধ্যেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশের খাদ্যশস্য বেশ স্টক করে ফেলেছে। এদেরই নীতির ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। আমরা বলেছিলাম বহুদিন আগে থাকতে দুর্ভিক্ষ কমিটির পক্ষ থেকে, বিরোধীপক্ষ থেকে আমরা বারে বারে বলেছিলাম এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেও বলা হয়েছিল যে, আপনি কৃষকদের ১২ থেকে ১৩ টাকা দাম ধার্য করে দিন। তা হলে সাধারণ কৃষকরা ২২ টাকার মধ্যেই চাল বিক্রি করতে পারবে। ও'রা সেটা করলেন না। এমন অবস্থা করলেন, যেদাম বেধে দিলেন তাতে কৃষকদের সর্বনাশই হচ্ছে। এই সুযোগ নিয়ে মজুতদাররা চাল হোর্ড করলেন। আর প্রফুল্লবাবুদের ডি পি এজেন্টরা কোন চাল খরিদ করতে পারল না। তার কারণ আমি বলছি। কিছুদিন আগে একটা প্রশ্নোত্তরে প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন

what is the amount of procurement of rice by Government till 6th February, 1959?

উনি জবাবে বলেছিলেন যে ১২ হাজার টন। তারপরে

what amount has been procured by levy on the mills?

তার উত্তরে বললেন ১৮ হাজার টন। অর্থাৎ ডি পি এজেন্ট ১ হাজার টনের মত চাল বাংলাদেশ থেকে খরিদ করেছেন। এবং তিনি আরও একটা কথা বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ থেকে তিনি ১ লক্ষ টনের মত চাল প্রকিওর করতে পারেন। প্রফুল্লবাবুর এই আশ্বাসে আমাদের বিশ্বাস নেই। কেননা তিনি গত বছর কি বলেছিলেন? গতবার এই সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ থেকে তিনি ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন খাদ্য সংগ্রহ করবেন। এবং স্টক করেছেন অ্যাবাউট ৭০ হাজার টন্স-এর মত। আজকে এখন পর্যন্ত তিনি সংগ্রহ করেছেন ১১ হাজার কি ১২ হাজার টন। আমি বলছি তিনি ১ লক্ষ টন প্রকিওর করতে পারবেন না। অথচ আমরা তাঁকে বলেছিলাম যে, বাংলাদেশের খোলাবাজার থেকে ৫ লক্ষ টন সংগ্রহ করা উচিত। আজকে হোর্ডাররা মজুতদাররা যে-কোন জায়গায় দাম বাড়িয়ে দিয়ে মুনাফা লুটছে এটা বন্ধ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—যদি সরকার সমস্ত মার্কেট-এ যেখানে চালের দাম বেশি সেখানে যদি চাল ছেড়ে দিতে পারেন তবেই বেশি দাম প্রতিরোধ করা যাবে। কিন্তু এই কথাটা এটা গ্রহণ করবেন না। এটা সমস্ত বামপন্থী তরফ থেকে বলা হয়েছে কিন্তু এটা তাঁরা গ্রহণ করেন নি। তারপরে যারা খুচরা বিক্রি করে তাদের কথা বলব। আজকে তাদের অবস্থা কি। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, আমার এলাকায় দেখেছি, তারা বলছে তারা মারা যাচ্ছে। যারা মিল ওনার, যারা ক্যাপিটালিস্ট এবং যারা চাল মজুত করে তাদের আজকে সরকার রিটেল দরে চাল বিক্রি করতে দিয়েছেন। এই হচ্ছে সরকারী নীতি। মিল থেকে রিটেল-এ চাল বিক্রি হলে—সাধারণ যারা খুচরা বিক্রি করে তারা তো মিল থেকে এনেই খুচরা বিক্রি করে তারা আজ পাচ্ছে না। এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক খুচরা দোকান থেকেই চাল কিনতে যায়। সেখানে চাল না পেলে তারা হাহাকার করে। কিন্তু প্রফুল্লবাবু এ সম্পর্কে একটা কথা বলেন নি যে, রিটেলারদের চাল দেবেন কী না? অথচ যখন আমরা বিধানবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন খুচরা দোকানে আমরা কিছু কিছু চাল দিতে চেষ্টা করব। কিন্তু প্রফুল্লবাবু বললেন যে, আমরা কিছুই দিতে পারব না। অথচ তা হলে রিটেলাররা কোথায় চাল পাবেন? আজকে তাদের দোকানে চাল নেই। আমি জিজ্ঞাসা করি, সাধারণ মানুষ কি আড়তদারদের কাছ থেকে চাল কিনতে যাবে? তারা কি পশুপতি দাস প্রভৃতি বড় বড় আড়তদারদের কাছ থেকে চাল কিনতে যাবে? তারপর তিনি বলেছিলেন যে, ৭০ লক্ষ লোককে মডিফাইড রেশনিং-এর সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমি বলব এই যে সংখ্যা এটা বড় কারসাজি করা হয়েছে। তার কারণ কি যে মডিফাইড রেশনিং-এ ৭০ লক্ষ কার্ড বিলি করা হয়েছে। আমি বলব মডিফাইড রেশনিং কলকাতা কিম্বা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেসমস্ত মডিফাইড রেশনিং শপ আছে—এই সেদিন যেমন শুনেছিলাম যে, খড়গপুরে রেশনিং দোকানে যেখানে ৮০ মণ সপ্তাহে চাল দরকার, সেখানে গিয়েছে মাত্র ২০ মণ চাল। এখন কোন মডিফাইড রেশনিং-এর দোকানে যে কার্ড হিসেবে চাল দেবে সেখানে ২০ মণ চাল দিয়ে কি করে বিলি করবে? এই রকম সব জায়গাকার অবস্থা। এখানে তিনি বলছেন ৭০ লক্ষ লোককে মডিফাইড রেশন-এ চাল দেওয়া হচ্ছে, আমি বলব সেটা ভাওতা এবং মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। কেননা আমি জানি বহু দোকানে চাল পাচ্ছে না। এই সমস্ত

সংকট কিভাবে মিটান যাবে তার কোন কথা প্রফুল্লবাবু বলেন নি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে মিলে একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম যে, আপনারা যদি আমাদের সহযোগিতা চান তহলে শহর অঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে সব জায়গায় সর্বদলীয় কমিটি করুন। মুখ্যমন্ত্রী এতে রাজী হয়েছিলেন। পরে তিনি আর মানলেন না। নিজের কথা নিজে খেলাপ করলেন। আমি এখানে বলছি এই সংকটে যদি সরকার সর্বদলের মতামত নিয়ে চলেন, তাহলে এই সংকটের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারেন, না হলে বর্তমান সরকারী খাদ্যনীতিতে বাংলাদেশ ধ্বংস হবে। এবং সেজন্য মন্ত্রী-মন্ডলীর আগামী দিনে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4—4-10 p.m.]

Sj. Gobinda Chandra Maji:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয়া রাজ্যপালের ভাষণে আমরা শুনেছিলাম যে, বাংলাদেশে শস্যের ফলন খুব সন্তোষজনক এবং পশ্চিমবাংলা প্রদেশে শুধু নয়, তার আশেপাশে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে আমন ফসল সন্তোষজনকভাবে উৎপন্ন হয়েছে। তা ছাড়া অর্থমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেট বক্তৃতায় আমাদের শুনিয়েছিলেন বিলম্বে বর্ষা আরম্ভ হলেও আমাদের দেশে ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক। আজকে আবার আমাদের খাদ্যমন্ত্রী তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বললেন, আমাদের দেশে ফসল উৎপন্ন সন্তোষজকনভাবে হয়েছে, এবং আগামী বৎসর বাংলাদেশে ভালভাবে কাটবে, কাজেই টি আই স্কীম-এর পাঁচ কোটি টাকার জায়গায় এক কোটি টাকা ধরা হয়েছে ও গ্র্যাচুইটাস রিলিফ-এ ৮১ লক্ষ টাকার জায়গায় সামান্য কিছু টাকা খরচ করেছেন এবং গেল বছর অন্যান্য যেসমস্ত ব্যয়-বরাদ্দ ছিল তার মধ্যে আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গে দুর্গতদের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এ বৎসর সেই সমস্ত বরাদ্দ রহিত করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, আগামী বৎসর আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে একটা শুভ বৎসর। এই শুভ বৎসরে বাংলাদেশে কোনরকম দুর্যোগ আসবে না। কিন্তু এখানের প্রকৃত অবস্থা আমরা কি দেখছি? যদি আমরা দেশের দিকে লক্ষ্য করি তা হলে দেখতে পাই বিপরীত অবস্থা। আমাদের কাছে এ সম্বন্ধে বহু সংবাদ এসেছে এবং দেখছি মেদিনীপুর জেলায়, যেটাকে উদ্বৃত্ত জেলা বলে আমরা মনে করি, এবং সরকার যাকে উদ্বৃত্ত জেলা বলে ঘোষণা করেন, সেখানে দারুণ খাদ্যাভাব চলেছে। হুগলি জেলার বহু থানায়, বিশেষ করে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর আরামবাগে এবং আমার কনস্টিটিউয়েন্সি জঙ্গীপাড়ায়, সেখানে প্রায় দুশো বিঘা জমিতে ফসল একেবারে উৎপন্ন হয় নি। এবং হাওড়া জেলার দক্ষিণ পূর্বে আমতা থানায় একেবারে বৃষ্টি হয় নি, ফলে সেখানে আমন ধান বোনা বা রোপণ করা সম্ভব হয় নি। হাওড়া জেলার অন্যান্য অংশে—যেমন জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, সেখানে একেবারে ধান উৎপন্ন হয় নি। আমি বাঁকুড়া, বীরভূম ঘুরে দেখেছি, সেখানকার অবস্থাও প্রায় একই রকম। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বললেন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চাল সরবরাহ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমাদের বাঁকুড়া সম্বন্ধে সেরকম কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা বললেন না। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় স্টারভেশন ডেথ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন এখানে তোলা হয় এবং তার উত্তরে গভর্নমেন্ট আমাদের কাছে একটা তথ্য সরবরাহ করেছেন এই বলে যে, প্রত্যেকটি জেলা থেকে যেসমস্ত স্টারভেশন ডেথ-এর সংবাদ সরকারের কাছে এসেছে, সরকারের পক্ষ থেকে সেগুলি এনকোয়ারি করে দেখা গিয়েছে যে, মাননীয় সদস্যরা যেসমস্ত স্টারভেশন ডেথ-এর তথ্য দিয়েছিলেন তা সমস্ত অসত্য। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখান হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাটি হওয়ার ফলে কেউ কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন, বা কেউ রোগের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে উদ্বন্ধনে মারা গিয়েছেন। এইভাবে তাঁরা সত্য ঘটনাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। পুরুলিয়া হতে আগত আমাদের এখানকার সদস্যা মাননীয়া লাবণ্যপ্রভা ঘোষ মহাশয়া এইমাত্র আমাকে জানান যে, তিনি ১৫টা স্টারভেশন ডেথ কেসের তথ্য অল্ পার্টি ফুড কমিটির কাছে হাজির করেন। কিন্তু এই ১৫ জন লোক না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে, এটা সরকারের পক্ষ থেকে এ্যাকসেপ্ট বা স্বীকার করা হয় নি বলে, তিনি ঐ ফুড কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। কমিটির একজন সদস্যা যখন পদত্যাগ করলেন, তখন সরকার পক্ষের সজাগ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা তাঁরা হন নি। আমাদের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে, তা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলাম, সেখানে পুরুলিয়া সম্বন্ধে কোন তথ্য দেওয়া হয় নি। কিছুদিন আগে ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নোত্তরে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাংলাদেশে মোট ফসলের ফলন কত তা তাঁর কাছে নেই

এবং আমাদের কত ফসল দরকার হবে বা আমাদের কত ফসল কম পড়বে, সে সকল তথ্য এখনও তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশে আগামী বৎসরে কত ফসল বা খাদ্যের অভাব পড়বে, এটা আমাদের আগে থেকে জানা দরকার, তা না হলে দুর্ভিক্ষ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। যদি সত্যই আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব থাকে, তা হলে কতখানি খাদ্যের ঘাটতি হয়েছে এবং তা পূরণ করবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি, সেগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। সেটা যদি এই ফেমিন রিলিফ খাতে সমালোচনা করবার সুযোগ থাকতো তাহলে ভাল হত। এ সম্বন্ধে আমরা কি সাজেসন দিতে পারি এবং গভর্নমেন্টই বা কি সাজেসন আমাদের কাছে উপস্থিত করতে পারেন, এইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু আমর দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সেরকমভাবে কাজ করাও দূরের কথা, বাংলাদেশে কি পরিমাণ ফসল বা খাদ্যের ঘাটতি হবে সে সম্বন্ধে কোন সঠিক স্ট্যাটিস্টিকস সরকারের কাছ থেকে পেলাম না।

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। আমরা দেখেছি এই মুনাফা-নিরোধ আইন চালু হবার পর বিশেষ করে যেসমস্ত ডেফিসিট অঞ্চল সেখান থেকে ধান চাল একেবারে উধাও হয়ে গেছে। আমরা চিঠি দিয়েছি—খাদ্যমন্ত্রী আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন আপনাদের ওখানকার খাদ্যের অবস্থা কি জানাবেন। চিঠিতে তা জানিয়েছি, চিঠি স্বাক্ষর করে নিয়েছেন কিন্তু কোন কাজ তাতে হয় নি। আমাদের জেলায় হোলসেলাররা মিলের কাছে সেল টাকা রিটার্ন নিচ্ছে, মাল আনার বহু অসুবিধা হচ্ছে। সমস্ত নদী-নালা শুকিয়ে গেছে। এসব পরিষ্কার করে জানান সত্ত্বেও তিনি এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। এইভাবে কি তিনি মুনাফানিরোধ আইন কার্যকরী করছেন? এম আর শপ মারফতে খাদ্য বিলি করবেন, ওগুলির মারফৎ যা দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের অনুপাতে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র হয়। এই এম আর শপ সম্বন্ধে বহু কথা আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। অনেকে জানেন এই এম আর শপ এ গ্রামের লোককে যদি একটা রেশন কার্ড রিনিউ করতে হয় বা জানাইতে হয়, তাহলে সাব-ডিভিসনাল ফুড কন্ট্রোলার-এর কাছ থেকে রিনিউ করে আনতে হবে। এটা আমাদের বিচার করতে হবে একজন গ্রামের লোকের পক্ষে সাবডিভিসনাল ফুড কন্ট্রোলার-এর কাছ থেকে রেশন কার্ড রিনিউ করে আনা কতখানি ঝামেলার ব্যাপার। আমরা মনে করি এটা এ ধরনের অত্যাচার তারা গ্রামের লোকের উপর আরম্ভ করেছেন। সরকারের মালসরবরাহ করবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু রেশন কার্ড দিয়েছেন এবং সেটা পরিবর্তন করবার দরকার হলে ২৫।৩০ মাইল দূরে গিয়ে সাবডিভিসনাল হেড কোয়ার্টার্স থেকে পরিবর্তন করে আনতে হবে। এটা কি করে সম্ভব হয় বুঝতে পারি না। এ ব্যাপারটার অশু সমাধান হওয়া দরকার।

পরিশেষে আমি বলব আমাদের খাদ্যভাণ্ডার যদি একটা সুরাহা করতে হয়, তাহলে সরকারের হাতে কিছু মাল থাকা দরকার। একথা বিরোধী পক্ষ থেকে বহুবার জানান হয়েছে কিন্তু সরকারের তরফ থেকে একটা চেষ্টা দেখছি সম্প্রতি কয়েক হাজার টন যোগাড় হয়েছে, বহু এনকোয়ারির রিপোর্ট হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে মার্কেটেবল সারপ্লাস বলে যে কথা আছে সেই নিয়ম অনুসারে যদি আমাদের চলতে হয় তাহলে যে কয়েক লক্ষ টন সরকারের হাতে থাকা উচিত তা নেই সরকার যেন সেদিকে সজাগ হন। প্রয়োজনীয় মাল যেন নিজেদের হাতে রাখবার চেষ্টা করেন। পয়লা জানুয়ারি থেকে এই মুনফা নিরোধ আইন কার্যকরী হ'ল, তার পর ধান চাল বাজার থেকে উধাও হল। এসব দেখছি সাধারণ চাষীর হাতে ধান চাল একেবারে নেই, আছে বড় বড় জোতদারের হাতে কিন্তু তবুও সরকারের চাল সংগ্রহ করবার ব্যাপারে এই গাফিলতী কেন বুঝতে পারি না।

[4-10—4-20 p.m.]

সত্যই যদি বাংলাদেশে অভাব থাকে এবং এখানকার সমস্ত সদস্যই যদি একবাক্যে বলে থাকেন যে হাঁ এখন পর্যন্ত পাড়াগাঁয়ের লোকের চাল কেনা খুব কষ্টকর হয়, চাল কিনতে গেলে প্রত্যেক দোকানদাররা প্রথমেই বলে চাল আমার কাছে নেই। বহু কষ্টে পয়সা যোগাড় করে যখন দোকানে গিয়ে শোনে চাল নেই, তখন তাদের মনে যে একটা বিরাট হতাশার ভাব আসে এবং সরকার পক্ষ যদি এইটা বুঝে থাকেন, তাহলে অন্তত চেষ্টা করা উচিত আমাদের দেশে যেসমস্ত বড় বড় জোতদারদের ঘরে ধান-চাল আছে, তা যদি স্বেচ্ছায় না দেয়, তাহলে সরকার পক্ষ আইন

করেই রেখেছেন তারা তো ইচ্ছা করলে তাদের হাত থেকে ধান-চাল কেড়ে নিতে পারেন; কতটুকু করেছেন তা আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় শুনালেন যে, কিছু কিছু লোককে তাঁরা অ্যারেস্ট করেছেন, আমরা খবরের কাগজ মারফত যে খবরটুকু পাচ্ছি তাতে দেখছি কলিকাতায় মাঝে মাঝে ২।১ জন ছোট দোকানদারকে ধরা হয়। কিন্তু তিনি একটা তথ্য দিলেন যে, কত শ' লোককে ধরেছেন কিন্তু তারা কারা সে তথ্যটা আমাদের সামনে রাখা উচিত যে শ্রেণীর লোক তারা, জোতদার কিংবা মিল মালিক, বা বড় বড় কোন হোলসেলার তাদের তাঁরা ধরেছেন এ তথ্য অন্তত তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণ দেবার পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম সরকার তার মুনাফা নিরোধ আইন কার্যকরী করার জন্য কতখানি সজাগ আছেন বা চেষ্টা করছেন। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে নেই এই ভয়াবহ অবস্থা আমি সরকারের কাছে জানিয়েছি, পত্র লিখেছি, অনেক সময় নিজেরাও গিয়েছি। গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ অবস্থা অবশ্য সেকথা আমার পূর্ববর্তী মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকায় শহরে চাল পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয়, যে ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকায়ও চাল পাওয়া যায় না। কারণ সেখানে চাল আনার কোন ব্যবস্থা নেই। এবং পুলিসের সামনে ১০।১২ আনা করে চাল বিক্রি হচ্ছে, যেখানে আমাদের চোখের সামনে ১২ আনা করে চাল বিক্রি হচ্ছে তখন তাদের বলার ক্ষমতা নেই যে কেন তোমরা ব্ল্যাক মার্কেটিং করছো, পুলিসের সামনে হচ্ছে অথচ পুলিসের বলার ক্ষমতা নেই কেন দেশে ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে। এই যদি অবস্থা হয়, আইন শুধু আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করেছিলাম কোন পুলিস বা কোন সদস্য বা কোন গভর্নমেন্ট মেসিনারী যদি সেই আইন কার্যকরী করার পক্ষে ব্যবস্থা অবলম্বন না করে তাহলে এর দ্বারা দেশের লোকের পক্ষে কি সুবিধা হবে সেটা আপনারাই কল্পনা করতে পারছেন। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে এই কথা জানাতে চাই, যাতে এই গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়, তার ব্যবস্থা করবেন।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, খাদ্য পরিস্থিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। খোলা বাজারে, নরম্যাল মার্কেট-এ যেভাবে চাল পাওয়া উচিত ছিল সেইভাবে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের নীতি তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। অ্যান্টি প্রফিটিয়ারিং বিল অ্যাক্ট হবার পর সেই আইনে যে সাজার ব্যবস্থা, শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাকে ঠিকমত কাজে লাগান হচ্ছে না। আমার কাছে কতকগুলি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এসেছিল শোভাবাজারের। তারা আর আড়ৎদারদের কাছ থেকে চাল নিতে পারছে না।

এজন্য চাল নিতে গেলে বেশি দরে চাল নিতে হবে, কাজেই যে দরে চাল বিক্রি করতে পারব, সেই দরে চাল বিক্রি করব না, বেশি দরে বিক্রি করতে হবে। এবং বেশি দরে বিক্রি করতে গেলে চোরাকারবারী করতে হবে। কাজেই সেই সমস্ত সৎ ব্যবসায়ীরা এসে বলেছে সরকারের কি করণীয় আছে সেটা সরকার করুন যাতে আমরা সহজ ও সরলভাবে চাল পাই এবং বাজারে বিক্রি করতে পারি। আমি অনেক দোকানে গিয়ে দেখি যেখানে চাল ছিল, আইন পাস হবার পর চাল সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে। তারপর প্রফুল্লবাবু চীনের কথা বলেছেন, আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর খাদ্য ঘাটতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর চীনের কথায় তিনি বলেছেন যে সেখানে তারা ২৩ ভাগ জমি চাষ করে, তারা ভাবছে ইনটেন্সিভ কালটিভেশন করে সেটা আরও কমাতে পারে কি না। এখানে উদ্বাস্তুরাই হউক পশ্চিমবঙ্গের চাষী হউক এদের যখন জমি দিতে আপনারা পারেন না তখন আমি বলি জমির পরিমাণ যখন সেই রকম নেই তখন জমি দেওয়ার দরকার নেই। জনসংখ্যার অনুপাতে কেন ইনটেন্সিভ কালটিভেশন করবেন না—যেটা চীন করছে আরও জমি কমিয়ে খাদ্য বাড়াবে বলে যে আদর্শ চীন গ্রহণ করেছে সেই আদর্শ আমাদের দেশে অবলম্বন করা হচ্ছে না কেন? যাদের জমি রয়েছে সেইটুকু জমিতে যদি ইনটেন্সিভ কালটিভেশন করার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তাঁর কথায়ই বলছি আমাদের এখানেও নিশ্চয়ই খাদ্য সমস্যার সমাধান হতে পারে। এবং এখানেও বেশি লোক থাকতে পারে, কিছু কিছু খাদ্যের ব্যবস্থাও হতে পারে। কাজেই সেদিকে আমি প্রফুল্লবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এদেশে খাদ্যসমস্যার উপর গুরুত্বের দিক থেকে কোনরকম প্রতিকারের বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার জন্য বা খাদ্য যাতে সেরকম উৎপন্ন হয় সেদিক থেকে কোন প্ল্যান দেন না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়

বললেন খাদ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। সে বিষয়ে তারা কিছু করতে পারলেন না। পন্ডিত নেহেরু বললেন যে, খাদ্য পরিস্থিতি আমি ঠিক সেইভাবে ভাবিনি বা চিন্তা করিনি যে খাদ্যসমস্যাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এখন থেকে বোধ হয় সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেদিক থেকে প্রফুল্লবাবুর মুখে তেমন কোন কথা শুনলাম না। কাজেই কিভাবে খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে সেকথা তিনি বলেন নি এবং ইনটেনসিভ কালটিভেশন দ্বারাই যদি সমাধান হয় যা চীনদেশ করেছে, সে কথা প্রফুল্লবাবু বলেছেন সেই রকম ইনটেনসিভ কালটিভেশন করে খাদ্যসমস্যার সমাধান করা হবে কিনা জানতে চাই। হুগলি, জঙ্গীপাড়া, হরিপাল, তারকেশ্বরে —সেচের দিনে আলোচনা হয়েছিল যে, সেখানে সেচের ব্যবস্থা বন্ধ করে জল বন্ধ করার জন্য ৭৪ হাজার একর জমিতে সেখানে ফলন হয় নি। কাজেই সেখানে একটা দারুণ দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখানে যে রেশন শপ আছে তাতে 'গ' শ্রেণীর কার্ড হোল্ডারদের চালের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না—সেখানে সেচের দুরবস্থার জন্য প্রায় ৮০ হাজার একর জমিতে ভাল ফসল হয় নি এবং আলু হয় নি। কাজেই সেদিক থেকে সেখানে ডিসট্রেসড এরিয়া বলে ঘোষণা করা হয়েছে টেস্ট রিলিফ চালান হচ্ছে, আরও হওয়া উচিত। সেই সমস্ত জমিতে ইনটেনসিভ কালটিভেশন তো দূরের কথা সরকারী অব্যবস্থার ফলে কয়েক বছর ধরে সেখানে ধান-চাল-পাট যেসমস্ত ফসল উৎপন্ন হত, সেই উৎপাদনও বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই চীনের সেই ইনটেনসিভ কালটিভেশন-এর নীতি এখানে লাগিয়ে খাদ্যে যাতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি সেরকম কোন ব্যবস্থা কোথাও দেখতে পাই না। কাজেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি থেকে নিরঞ্জনবাবু যা বললেন সেদিকে আমি আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট করছি। আমাদের সকলের যদি সহযোগিতা চান খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য, তাহলে যে খাদ্য রয়েছে, যারা মজুতদার তাদের কাছে যে খাদ্য রয়েছে সেসমস্ত খাদ্যগুলি বাজারে আনবার ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্য আমরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে চাইছি। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের সঙ্গে মিটমাট করেছেন এবং একটা অল লেভেলে কমিটির কথা হয়েছিল, সেদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না, যার ফলে খাদ্য সম্বন্ধে একটা বিশেষ অব্যবস্থা রয়েছে, এবং খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করবার বিষয় এই যে, লোকে সহজে আজ চাল পাচ্ছে না। সেইজন্য মন্ত্রীমহাশয় এই ব্যয়-বরাদ্দে যে পরিমাণ অর্থ চেয়েছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার আসন গ্রহণ করছি।

[4-20—4-30 p.m.]

Sjta. Labanya Prova Ghosh:

আর্ত ক্ষুধার্ত মানুষের সহায়তার নামে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে সম্ভাবিত দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সকলের কাছে এ আনন্দের কথা। কিন্তু মানবতার নামে ধার্য এই মূল্যবান অর্থের অধিকাংশ কোথায় কি ভাবে তলিয়ে যাবে—তাও আমরা যেমন জানি তেমনি আমরা জানি আর্ত মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবী এবং প্রয়োজনকে আমাদের শাসন কর্তাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের কত নিগ্রহ, এবং বাধার সম্মুখীন হতে হবে। বিগত রিলিফ ব্যবস্থায় আমাদের জেলাকে বহু টাকা দিয়েছেন বলে সরকার দাবী করেছেন। দিয়েছেন তা সত্য যদিও চাহিদার তুলনায় বহু কম। কিন্তু কেন দিয়েছেন? জেলার যে খাদ্য সঙ্কটের প্রতিবিধানকল্পে সরকারকে এই অপরিহার্য সহায়তা দিতে হল প্রদেশের খাদ্যমন্ত্রীর হিসাবে তো সে খাদ্য সঙ্কটের আবির্ভাব হয় নি। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন পুরুলিয়া জেলা খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত জেলা। অর্থাৎ যে সেখানে খাদ্য সঙ্কটের কারণ ঘটেনি। দুঃখের হলেও বলতে আমরা বাধ্য যে, দায়িত্বের আসনে বসেও উপযুক্ত তথ্য বিচার না করেই এঁরা এমন চিন্তাহীন অবাস্তব অভিমতের দাবী করে বসেন—এবং সেই দাবীর ভিত্তিতে জেদের এমন অচল আসনে এঁরা বসে থাকেন যে, তার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে জনগণের স্বার্থরক্ষা করতে জনসাধারণকে বহু বেগ, বহু দুর্গতি, বহু অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এবং কাজ যখন হয় তা বহু বিলম্বে এবং তা বহু ক্ষতি হবার পর। এই সূত্রে আমাদের জেলায় অনাহারে মৃত্যুর কথা উত্থাপন করি। আমাদের জেলায় অনাহারে মৃত্যুর অবিসম্বাদী ঘটনাগুলিকে চাপা দেবার জন্য বহুবিধ সরকারী ষড়যন্ত্র হোল মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষ থেকেও দুঃখজনক বহু চক্রান্তের আয়োজন হল এমন কি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে নানা ভিত্তিহীন তথ্য ও অযৌক্তিক অবিশ্বাস্য উক্তিও করেছিলেন —কিন্তু সমস্ত এই অসত্য এবং চক্রান্তের স্বরূপকে উদ্ঘাটিত ক'রে অপ্রতিরোধ যুক্তি ও তথ্য

দিয়ে, ঘটনার তদন্ত করার জন্য আমরা যে দৃঢ় দাবী জানিয়েছিলুম সেই তদন্তের সম্মুখীন হবার সাহস সরকারী পক্ষে আজও কারুর হয় নি। প্রাদেশিক শাসন বা জেলা শাসন কোনো পক্ষ থেকেই না। তদন্তের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে আলোচনা ক'রে মন্ত্রীমহোদয়রা যেসব দুর্বল ও অর্থহীন, অভিমত প্রদান করেছিলেন সেগুলির খণ্ডন করে যুক্তিসহ আমরা যা উত্তর প্রদান করেছিলুম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তারও উত্তর দেবার আজও ক্ষমতা হয় নি। মানুষের বাস্তব অবস্থাকে বোঝবার সদিচ্ছা না থাকলে রিলিফের এই ব্যয়-বরাদ্দের কোনো অর্থই হয় না। এই সদিচ্ছাহীনতার সঙ্গে অসৎ অভিপ্রায় থাকলে এই ব্যয়-বরাদ্দের টাকাও অধিকাংশই ব্যর্থ হয়ে যায়। এর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আমাদের জেলায় অনুষ্ঠিত রিলিফের কাজসমূহ বিরাট চুরির ষড়যন্ত্ররূপেই দেখা দিয়েছিল। অভিনব ব্যবস্থা—কৌশলে বেপরোয়া চুরির অদ্ভূত ক্ষেত্রসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ এবং জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে বারংবার জানানো হয় বিরাট চুরির ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে সরকার তথা রাজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগসমূহ সংবাদপত্রেও প্রচারপত্রে প্রকাশিত করা হয়। শুনে সমস্ত দেশের আজ বিস্মিত হবার কথা যে, এই গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও সরকার সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন। না তাঁরা তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন না তাঁরা অভিযোগকারীদের প্রতি বিচার ব্যবস্থা করেছেন। আমি আজ আবার আইনসভায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, রিলিফের সমস্ত কাজকে প্রকাণ্ড এক চুরির তথা লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্ররূপে গঠিত করা হয়েছিল। টি আর, জি আর, এম আর এল আর প্রভৃতি রিলিফের সমস্ত ব্যাপারে এই লুঠতরাজের নানা চক্রান্তকারী ব্যবস্থা ছিল, দুঃখের হলেও আমরা বলতে বাধ্য যে, সরকারের সকলের যোগাযোগেই এই লুঠ চলেছে। আমরা উপলব্ধি করেছি, প্রাদেশিক সরকার জেনে বুঝেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই চুরির উপযোগী অদ্ভূত ধারাসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ বারংবার বলা সত্ত্বেও কোনো প্রতিকার হয় নি, দিনের পর দিন অবাধ লুঠ হতে দেওয়া হয়েছে। আজ্ঞাবাহী দুর্বল জেলা অফিসারেরা ও সব জেনেও প্রতিকারে সাহসী হন নি। এর মধ্যে প্রকাণ্ড চুরি ও বেপরোয়া লুঠের ক্ষেত্র করে রাখা হয়েছিল টি-আর এ মাটি কাটার কাজে। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা সমগ্র জেলায় লক্ষ লক্ষ টাকার এই কাজের ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষের দিক থেকে চেকিং-এর কোনো ব্যবস্থা রাখা হয় নি, কোনো দিন কোনো চেকিং-এর ব্যবস্থা করা হয় নি। এর জন্য আমরা বহুবার আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের সঙ্গে যুক্ত তদন্তের সাহস কর্তৃপক্ষের হয় নি। এবং আমরা সমস্ত পরিস্থিতি থেকে বুঝেছি এবং দাবী করি যে, প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ধারা কায়েম করে--জেনে বুঝে সরকারী ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি ও লুঠ করা হয়েছে। এবং আমরা জানি যে, যে-কোনো তদন্তে বিস্ময়কর তথ্যাদি উদ্ঘাটিত হবে। এই রকম রিলিফের কাজে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে পক্ষপাতিত্ব যে অবাধে চলেছিল তা স্বতঃসিদ্ধ। রিলিফের কাজে যোগ্য পরিকল্পনা বিষয়ে জনসহায়তা বিষয়ে জনগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আহ্বানও কোনোদিন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায় নি। এই ধারা অনুসরণ ক'রে রিলিফের কাজ কখনো সার্থক হতে পারে না। অনাচার বিশৃঙ্খলা আজ শাসনের সর্বক্ষেত্রে আছে। কিন্তু দুর্গত মরণাপন্ন মানুষের মুখের অন্ন নিয়ে এই অবাধ অনাচার সত্যই অভাবনীয়। বহু অভাবনীয় কাজই এই সরকার করেছেন। আগামী রিলিফে এই ধারার যদি পরিবর্তন হয় তবে তা সত্যিই হবে অভাবনীয়।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়, ফ্যামিন খাতে ও এক্সট্রাঅর্ডিনারি চার্জেস ইন ইন্ডিয়া খাতের ব্যয়-বরাদ্দের জন্য যে দাবী উত্থাপন করেছেন, সেই দাবীর আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে দু'একটা কথা বলতে চাই। খাদ্যের ঘাটতির কথা আজকে আমরা কেউ অস্বীকার করছি না। কিন্তু এই বিভাগের দায়িত্বের কথা যদি আমরা ভালভাবে অনুধাবন করি তাহলে দেখতে পাব কৃষকেরা তাদের সুষ্ঠুভাবে কৃষিকার্য করার জন্য কৃষিবিভাগের সাহায্য পেলে পর জমিতে ভাল ফসল ফলাতে পারবে। আজ খাদ্যের হিসেবে মৎস্য দপ্তরের সাহায্যে পুকুরে মাছ জন্মাবে, কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতা নিয়ে আজকে কৃষি-সমবায় গড়ে উঠে দেশে কৃষির উন্নতি হবে, আজ দেশে সৎ এবং অসৎ ব্যবসায়ী মিলে দেশের এই খাদ্য পণ্য দেশের মানুষের কাছে সুলভ কি দুর্লভ করে তুলবে, আজ এই সমস্তের দায়িত্ব আমরা দিচ্ছি খাদ্য দপ্তরের উপর। এক এক দলের দায়িত্ব যদি ঠিকভাবে পালিত না হয়, তাহলে

সংসারের গৃহিণী যেমন সংসারের মানুষদের পেট ভরে খেতে দিতে পারেন না,—তাঁর হাতে যেটুকু থাকে তাই উপযুক্তরূপে বিলি করবার চেষ্টা করেন—আমাদের খাদ্য দপ্তরের সামনেও আজকে সেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি তাই মনে করি—খাদ্য দপ্তরের যে দায়িত্ব, তার সঙ্গে কৃষি দপ্তর একসঙ্গে এসে খাদ্য এবং কৃষি হলে ভাল হয় বলে আমি মনে করি। তার কারণ আজ যেখানে ইনটেনসিভ কালটিভেশনের কথা আছে, আজকে এখানে সার্ভিস কো-অপারেটিভের কথা আছে, যেখানে সার এবং উপযুক্ত বীজ দিয়ে কৃষির উন্নতি করার কথা আছে। সেখানে খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব ও বিতরণের দায়িত্ব যদি একটা পোর্ট ফলিওর মধ্যে না আসে, তাহলে শুধু বিতরণের দায়িত্ব নিয়ে বিচার করা খুব শক্ত।

[4-30—4-40 p.m.]

Gratuitous relief, free dole, test relief, grant to artisans, free grant for fire-effected people.

আমরা দিচ্ছি। এ ছাড়া আরও যদি টেস্ট রিলিফ এবং অন্যান্য খাতে আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখব যে গ্রাচুইটাস রিলিফে ক্যাশ দেওয়া হচ্ছে প্রায় ৪৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৭১৮ টাকা, রাইস যা দেওয়া হয়েছে তার যদি দাম ধরি তাহলে দেখব যে ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৫২২ টাকা, হুইট এবং হুইট প্রোডাক্ট যদি দেখি তাহলে দেখব যে এক কোটি ৫২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৯৭·৫০ ট যাইহোক, ফ্রি ডোল এবং টেস্ট রিলিফ এই সমস্ত খাতে যে বায়বরাদ্দ হয়েছে তার সংখ্যা বলে আমি এখনকার সকলের বিরক্তির কারণ ঘটাতে চাচ্ছি না। কিন্তু আজ আমি একথা বলব যে পশ্চিম বাংলা সরকারের যে আর্থিক অবস্থা এবং তাঁদের হাতে যে পরিমাণ চাল, গম ও গমজাত দ্রব্য তাঁরা পাচ্ছেন তা দিয়েই দেশের যেখানেই সংকট ও কষ্ট দেখা দিক না কেন সেখানেই পশ্চিম-বঙ্গ সরকার সাহায্য নিয়ে গেছেন। এবার আমি জাংগীপাড়া থানার কথা একটু আলোচনা করব। এই থানা সম্বন্ধে একটু আগে আমাদের বিরোধীপক্ষের বন্ধু যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে তিনি এখানে অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। জাংগীপাড়া থানায় রেশন দেওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন।

Mr. Speaker:

লিটারেল ট্রান্সলেশানে অসত্য কথাই বলতে হয়—
he has given us false information
ভুল বললেও ঐ একই কথা হয়।

Sj. Ananda Copal Mukhopadhyay:

স্পীকার মহাশয় যে ভুল তথ্য তিনি এখানে পরিবেশন করেছেন সেটার আমি সংশোধন করিয়ে দিতে চাই। সেখানে টেস্ট রিলিফে ঐ থানাতেই ছয় লক্ষ টাকার মতন ব্যয়িত হয়েছে এবং সেখানে রেশন দেবার পূর্ণ দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন। জগৎবল্লভপুর থানার অধিবাসী হিসাবে আমি বলব যে সেখানে এবার গত বছরের চেয়ে ফসল ভালই হয়েছে। তার কারণ সেখানে নদীর উপর ক্রস বাঁধ দিয়ে যে জল জাংগীপাড়া থেকে পাচ্ছে সেই জল বন্ধ হয়ে জগৎবল্লভপুরে ফসলের উন্নতি করছে। আমি জানিনা তিনি কি উদ্দেশ্যে এই অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। এ ছাড়া আজ যে খাদ্যসমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে আমার নিজের কয়েকটা অভিমত আপনার সামনে প্রকাশ করছি। পশ্চিম বাংলার বড় বড় সেচ পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি এবং তার জন্য কয়েক লক্ষ বিঘা জমিতে আমরা জল দিতে পারছি। কিন্তু পশ্চিম বাংলার নদী-নালা পরিকল্পনার মাধ্যমে সারা পশ্চিম বাংলার এই সেচ ব্যবস্থা করা যাবে না। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি এবং অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে নদীর সংখ্যা বিশেষ করে কম এবং যেখানে পুকুরের উপর সেচ বিশেষভাবে নির্ভর করে সেদিকে চেয়ে পশ্চিম বাংলা সরকারকে আমি বলব যে আজকে পশ্চিম বাংলার সাড়ে ছয় লক্ষ পুকুর আছে এবং তার জলকর যদি আমরা ধরি তাহলে দেখব যে প্রায় ১৬ লক্ষ একর জলকর হবে। আজ যদি পশ্চিম বাংলার সরকার বছরের পর বছর ঘাটতি খাবারের দিকে লক্ষ্য করে যদি এই সমস্ত পুকুর উন্নত করার চেষ্টা করেন তাহলে আমার মনে হয় দুই বছরের মধ্যে আমরা আরও বেশি জল দিতে পারব এবং বাংলাদেশের বিরাট অংশে সেচ দেওয়া যেতে পারে। এর সুযোগ ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাংলার বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে থাকবে।

আমি এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। পশ্চিমবঙ্গে যখন হু-হু করে খাদ্যের দাম বেড়ে চলেছে তখন পশ্চিমবঙ্গে যাতে ব্যবসায়ীরা বেশি মুনাফা না করতে পারে তারজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইন এনেছেন। আইন আনার ফল ফলে নি, যাঁরা একথা বলছেন তাঁদের আমি চোখ খুলে দেখতে বলি যে, যেদিন আইন এসেছে তার আগের দিন বাজারে দর কি ছিল আর আজ কত আছে তা থেকে আজ ২৪ টাকায় দর নেমেছে। কাজেই যাঁরা মনে করেন যে এই আইনের কোন ফল ফলে নি আমি বলবো তাঁর এখানে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। এই তথ্য পরিবেশন করার পেছনে অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে, এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের মুনাফাখোর, ব্যবসায়ী এবং মিলমালিকেরা সরকারের এই আইনকে বানচাল করে দিতে চেয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা বলেছেন যে, এই আইন কার্যকরী হয় নি। ইঙ্গিত সেখানে স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন খাদ্য-নীতিতে যদি আজ বাজারে খাদ্যের মূল্য কমে তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জব্দ করা যাবে না। আজ তাই তাঁরা নীরব দর্শকের মত দেখছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই নীতি সফল হতে চলেছে। যারা বলেন যে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে সর্বদলীয় খাদ্যপরিষদ গঠন করলে, খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে, তা না হলে বাংলাদেশের খাদ্যসমস্যাকে সমাধান করতে দেবো না, তাঁদের আমি বলবো যে তাঁদের এই [illegible] চক্রান্ত বাংলাদেশে চলবে না।

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Haran Chandra Mondal:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয় ঘাটতির সঠিক হিসাব এখানে আমরা পাচ্ছি না। তার কারণ গতবারে খাদ্যমন্ত্রী খেয়ালখুসীমত তাঁর দপ্তরের হিসাব তিনি দেখিয়েছিলেন যে সাড়ে বার লক্ষ টন খাদ্যের অভাব, তারপরে তিনি বললেন যে সাত লক্ষ টন। গত কয়েকদিন হল এই হাউসের মাননীয় সদস্য যতীনবাবুর এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছিলেন যে আড়াই লক্ষ টন খাদ্যের অভাব এটা হল গতবারের কথা। এবছরও খাদ্যমন্ত্রী তাঁর খেয়াল খুসিমত বললেন যে খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে হয়েছে, কিন্তু আমরা তাঁকে সাবধান করেছিলাম যে এটা বলা চলবে না, কারণ খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে হয় নি। এরপর খবরের কাগজের মাধ্যমে আমরা জানলাম যে আড়াই লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি। এখন হিসাব করলে দেখা যাবে, যে গত বছরের তুলনায় ১৫ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি। সরকার একটা হিসাব দেখিয়েছেন যে মাথাপিছু একজন লোকের খোরাক বৎসরে চার মণ আট সের, কিন্তু আমরা জানি যে অধিকাংশ লোক শতকরা ৭১ জন লোক যারা গ্রামে বাস করে তারা সম্পূর্ণভাবে চালের উপর নির্ভর করে। কারণ মন্ত্রী মহাশয়রা এবং যারা শহর অঞ্চলে বাস করেন তারা বিভিন্ন রকমের খাদ্য খান, ফলমূল ইত্যাদি। কিন্তু গ্রামে যারা থাকে তাদের একমাত্র চালের উপর নির্ভরশীল হয়। কাজেই সেই হিসাবে দেখা যায়, যে সেই চালের উপর যদি শতকরা ৭৮ জন লোককে নির্ভর করতে হয় তাহলে ঘাটতির পরিমাণ সেই ১৫ লক্ষ টন এসে দাঁড়ায়। সুতরাং এই হিসেবে আমরা বলতে চাই যে এই ঘাটতি দূর করবার জন্য এবং এই অভাব দূর করার জন্য যে টেস্ট রিলিফএর কাজ গ্রামাঞ্চলে করা হয় এবং যে খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হয় তার মধ্যে যথেষ্ট কারচুপি চলে। এবং সেই দুর্নীতির জন্য তাতে মানুষের অভাব মেটে না এবং মানুষের দুঃখদৈন্য এতে দূর হয় না। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে এই কথা বলতে চাই যে যদি এই অভাব পূরণ করতে হয় এবং মানুষের যদি সেই অভাবের হাত থেকে রক্ষা করতে হয় তাহলে খাদ্যের সমাধান বা টেস্ট রিলিফএর যে দুর্নীতি সেগুলি অবিলম্বে দূর করা দরকার। তারপরে বর্তমান বছরে যে বরাদ্দ—গত বছরে বরাদ্দ ছিল সাত কোটি ৫২ লক্ষ টাকা, আর এবারে সংশোধিত বাজেটে দেখছি ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। সুতরাং তিনি বলছেন দেশে ফসল ভাল হয়েছে সেইজন্য টাকার বরাদ্দ তিনি কমিয়েছেন। কিন্তু তিনি যদি ভালভাবে তথ্য অনুসন্ধান করেন এবং গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং গ্রামাঞ্চলের সংবাদ যদি রাখেন—তাহলে আমি বিশেষ করে বলব আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি সুন্দরবন এলাকা—সেই অঞ্চলের দিকে যদি তিনি একবার তাকিয়ে দেখেন তাহলে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে ফসল কি পরিমাণ হয়েছে এবং কত টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন। আজকে সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই কথা বলতে চাই যে তিনি একবার গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখুন এবং ভালভাবে তথ্য অনুসন্ধান করে এই বরাদ্দের বিষয় ঠিক করবেন। এই বলে আমি এই বরাদ্দের তীব্র বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Subrid Mullick Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দুই মাস বন্দীশালায় থাকার পর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আজ খাদ্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বলে সেখানে যাকে অবলম্বন করে ছিলাম সেই কাগজ সম্পর্কে এখানে কিছু বলব। কাগজ আমাদের দেশেতে বিশেষ করে কলকাতায় দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। এবং সেখানে কালোবাজারী চলছে। বইএর সেসন এসে গেছে সেই সেসনএতে যারা বইএর লেখক তারা হাহুতাশ করছেন। তাদের দুই একটা কথা আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমাদের কলকাতায় যা প্রয়োজন হয় বই বা অন্যান্য বাবতে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ টন। কিন্তু আমরা যা সাপ্লাই পাই সেটা ১০০ থেকে ১৫০ টন। আপনার মাধ্যমে আমি খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে চাই যে আমাদের এই পশ্চিম বাংলাতে মাত্র ৬টা মিল আছে। তার ভিতরে তিনটা হচ্ছে ইউরোপীয়ান এবং আর তিনটা হচ্ছে মারোয়ারী কনসার্ন। তাদের যে টোটাল আউট-পুট হয় তার দ্বারা আমাদের চাহিদা মেটান অসম্ভব হওয়ায় যারা এই সমস্ত কাগজের মিলমালিক তারা এর কালোবাজারী করতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের নিজস্ব এজেন্ট মারফত আর ইউরোপীয়ান মিলগুলি তাদের নিযুক্ত কতকগুলি এজেন্ট মারফত এই কালোবাজারীকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। তার বিভিন্ন রকম ধরণ আছে। কেউ হয়ত বলেন এক টন সাদা কাগজের সঙ্গে স্ক্রেপ পেপার নিতে হবে দেড় টন। কেউ হয়ত বলেন যে আড়াই পারসেন্ট বেশি দাম দিয়ে তোমাকে মাল খরিদ করতে হবে। এই ধরণের সোজা রাস্তাতে কালোবাজার চলছে—কাগজের বাজারে। সেই সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি। এবং এ সম্পর্কে আমার কাছে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে যা এই অল্প সময়ের মধ্যে বলা যাবে না। আপনি যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে আমি এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। তারপরে আমি বলব জেলখানাতে যার অভাব সবচেয়ে বেশি দেখেছি তা হচ্ছে কয়লা। কারণ কয়লার অভাবে আমরা খেতে পারতাম না। এখানে দেখতে পাওয়া যায় কয়লার বাজারে চোরা-কারবার বেশ চলছে। আপনি জানেন যে রেলএর ওয়াগন মারফত যে সমস্ত কয়লা এখানে আমদানি হয় তার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল আমাদের সরকার একটা ব্যবস্থা করেছেন যে ব্যবস্থাতে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে লরীতে করে, যদিও তাদের পারমিট আছে, সেই লরীর সাহায্যে কয়লা এখানে আসে। কিন্তু এই সমস্ত লরীতে করে যারা কয়লা আনে তারা যেখানে কয়লা সংগ্রহ করেন সেই খনিতে। সেই খনি থেকে এখানে তারা পারমিটের উপরে অনেক বেশি কয়লা নিয়ে আসে এবং এতে করে সেলস ট্যাক্স তারা ফাঁকি দেন, এবং ইনকাম ট্যাক্সও তারা ফাঁকি দেন। এইভাবে তারা চোরাকারবার চালাচ্ছে। এবং এই পারমিটের বেশি যে কয়লা সেটা তারা বিক্রি করেন এবং তার কোন হিসাব নিকেশ থাকে না। এর ফলে যারা কলয়ার কারবারী—ওয়াগনএর মারফত যারা কয়লা আনেন তারা তাদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। এর ফলে কিছু বাঙ্গালী ডিলার যারা কয়লার ব্যবসা করেন তাদের খুব বিপদে পড়তে হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি বলবার আগে আনন্দবাজার পত্রিকাতে এ ব্যাপার বেড়িয়েছিল। এবং আজকের দিনে একটা বিশিষ্ট পত্রিকা সে পত্রিকাতেও তারা এ সংবাদ দেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এ সম্পর্কে আকর্ষণ করতে চাই। এটা এক্ষুণি বন্ধ করা উচিত। তারপরে আরেকটা বিষয় আপনাদের জানাব সেটা অত্যন্ত ভাল কথা। সেটা হচ্ছে এই যে ফুড রেশন ডিপার্টমেন্টএ আপনার যিনি ডেপুটি কন্ট্রোলার ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্টএ রয়েছেন মিঃ পি কে সেনগুপ্ত, তার সম্পর্কে বহু অভিযোগ আমার কাছে এসেছে এবং এই অভিযোগের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ফেয়ার প্রাইস শপ আমি বোধহয় আপনার কাছে ১০০টা ফেয়ার প্রাইস শপএর লিস্ট দিতে পারব যেখানে দেখা যাবে যে বেশ কিছু সংখ্যক ধনীর দুলাল তার বন্ধুবান্ধব হিসেবে থেকে তারাই সব ফেয়ার প্রাইস শপ এক-একজন তিনটে চারটে করে তারা এই ফেয়ার প্রাইস শপএর মালিকানা পেয়েছেন। এবং এই সমস্ত শপএ অনেক রকম গলদ আছে এবং এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এই সমস্ত শপএর বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ করা হয়েছে এবং এনকোয়ারি হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা অদৃশ্য কারণে সব ধামাচাপা পড়ে গেছে। এইরকম ঘটনা আমার কাছে ১০০টার উপর আছে, আপনি যদি চান তাহলে আমি তা দেখাতে পারি। এবং আপনি যদি তার কোন ব্যবস্থা করেন তাহলে ভাল কথা। যদি না করেন তাহলে আপনারই বদনাম হবে। আমি এই সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই—এই যে শ্রীদেবাশিষ সেনগুপ্ত, ১১এ, টিলজলা রোডের, তিনি হচ্ছেন ফুড ডিপার্টমেন্টের একজন করমার এম্পলয়ী। আমি তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনা এখানে উত্থাপন করতে চাই। তিনি চার, পাঁচটা দোকানের মালিক। এই

সেনগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে যোগসাজসে শ্রীযুত অধিক্রম মজুমদার, যিনি হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাঁর ভাইপো চার, পাঁচটা ফেয়ার প্রাইস শপ পেয়েছেন। এই ধরনের আরও বহু ঘটনা আছে, সেই সমস্ত তুলে ধরে আপনার যে তিক্তময় জীবন, তাকে আরও তিক্ত করতে চাই না।

[4-50—5-15 p.m.]

Sj. Renupada Halder:

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের খাদ্য সম্পর্কে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং যে কথা বলা হয়েছে যে আগের থেকে বর্তমান পশ্চিম বাংলায় খাদ্যাবস্থা অনেক ভাল, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। বর্তমানে যে খাদ্যনীতি সরকারের তরফ থেকে চালু করা হয়েছে, সেই নীতি চালু হওয়ার সাথে সাথে বাজার থেকে চাল উধাও হতে চলেছে এবং গত বছরের তুলনায় চালের দরও বাড়তে শুরু করেছে। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বাজারগুলিতে চাল পাওয়া যাচ্ছে না এবং কলকাতা শহরের বাজারে চাল নেই বললেই চলে। এই আইন পাশ হওয়ার সাথে সাথে বাজারের প্রত্যেকটি দোকান থেকে চাল উধাও হয়ে যাচ্ছে এবং চলের দাম ক্রমশঃ বাড়ছে, সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া যে সমস্ত চাল, কোর্স রাইস বলে বাজারে বিক্রয় হত, সেগুলি আজ তুলে দিয়ে, সুপার ফাইন চাল যে দামে বিক্রয় হয়, সেই দামে চাল বিক্রয় করতে শুরু করা হয়েছে। সুপার ফাইনএর নাম করে শুধু যে সেই চাল খোলা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে তা নয়, এম, আর, শপগুলিতেও দেখছি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ফাইন রাইস, সুপার ফাইন রাইস বলে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া আমরা আর একটা জিনিস দেখছি যে সমস্ত মডিফাইড রেশন শপ আছে গ্রামের মধ্যে, সেখানে তারা চাল এবং গমজাত দ্রব্য নিয়ে যেতে চাচ্ছেন না, যেহেতু তাদের মিলেজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মিলেজ কমিয়ে দেওয়ার ফলে, গত বছর তারা যে লভ্যাংশ পেয়েছিল, এ বছর আর তারা সেটা পাচ্ছে না। তাদের মিলেজ কমিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা সকলে মিলে প্রতিবাদ জানাবার জন্যই সংকল্প করেছেন এবং তারা মাল তুলছেন না। গ্রামের মধ্যে দোকানগুলিতে চাল সরবরাহ করবার কোন ব্যবস্থা তাঁরা করছেন না। আজকের দিনে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে আটা ও গম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সেখানে আটা ও গম যাচ্ছে না। এবং এর একমাত্র কারণ হল, পূর্বে তারা যে মিলেজ পেত সেটা আজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে, গ্রামাঞ্চলের দোকানগুলিতে তারা এই সমস্ত জিনিস নিয়ে যাচ্ছে না। এর থেকে গ্রামবাসীদের শুধু যে অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে তা নয়, তারা ব্ল্যাক মার্কেটিং করে এই সমস্ত মাল বিক্রয় করে দিচ্ছে। গত বছর তারা চাল, আটা, গম নিয়ে যেভাবে ব্ল্যাক করেছিল তারচেয়ে এ বছর আরও বেশি হবে। তাদের মুনাফা কমান হয়েছে বলে, তারা বেশি দামে চাল বাজারে বিক্রয় করবে, এর ফলে যারা নিডি পার্সনস, যাদের চাল পাওয়া দরকার তারা বাজার থেকে চাল পাবে না। আমি বলি এম আর শপ দেওয়ার সেখানে ব্যবস্থা করুন, এবং মাইলেজ সেটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা বাড়িয়ে দিন যাতে এই চাল তারা রেশন সপে নিয়ে যয় এবং নিয়ে বিলি করতে পারে। এ ছাড়া আর একটি কথা বলব—আমাদের বিভিন্ন রাইস মিল থেকে বলা হয়েছিল গত বছর কতকগুলি রাইস মিল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যেহেতু আমাদের রেশন প্রথা চালু হয়েছিল। সরকারের তরফ থেকে এ বছর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আমরা রাইস মিলগুলি খোলার জন্য বিদেশ থেকে তাড়াতাড়ি ধান আনবার বন্দোবস্ত করব, কিন্তু দেখছি আজও এগুলি বন্ধ রয়েছে, যার ফলে সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে বসে আছে। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন কিছু কিছু ধান আমরা উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে এনেছি, কিন্তু এনেছি বললে তো সমস্যা সমাধান হবে না, যাতে রাইস মিলগুলিকে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা না করলে আমাদের দেশের যেসমস্ত শ্রমিক বেকার বসে আছে, তাদের কাজের ব্যবস্থা হবে না। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া আজকের দিনে যে সমস্ত জায়গায় টেস্ট রিলিফএর কাজ চালু হয়েছিল সে সম্পর্কে বলব যে এই কাজে যে টাকা সেংশন হয় তার ৫০ পার সেন্ট টাকা এই কাজটা যাদের কর্তৃত্বাধীনে হয় তাদের হাতে মারা যায়। যাতে এই সমস্ত চুরি বন্ধ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এই অপচয় যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে যতই সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা হোক, যতই চান টেস্ট রিলিফএর মাধ্যমে রাস্তা তৈরি করে জনসাধারণের কিছু কিছু দুঃখ দূর করবেন, তা কোনদিনই সফল হবে না। এই চুরি এবং অপচয় তাই বন্ধ করবার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ জানাই।

আমাদের দেশে যে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয় সেটা অত্যন্ত দেরিতে দেওয়া হয় এবং যে সমস্ত অঞ্চল ভেসে গিয়েছে অবিলম্বে যাতে ওই সাহায্য পাঠান যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার মনে করি। [illegible] জায়গা সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি যে চাষ সেখানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে—বাঁধবন্ধক ভেঙ্গে গিয়ে অনেকে দুর্গতির মুখে পড়ছে, সেখানে এক্ষুণি রিলিফ দিন নতুবা তাদের দুরাবস্থা দূর করা যাবে না। যাতে সেই অঞ্চলে দ্রুত টেস্ট রিলিফ দেওয়া হয় সেজন্যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Hunger-marchers from Jungipore.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি খদ্য সম্পর্কে আলোচনার সময় জঙ্গীপাড়া থানার কথা বলেছিলম এবং জানিয়েছিলাম যে জঙ্গীপাড়া, তারকেশ্বর, হরিপাল প্রভৃতি স্থানে ৭০ হাজার একর জমিতে সেচের অভাবে ধান, পাট আলু ইত্যাদি কোন ফসল হয় নি এবং সেজন্যে লোকের দুর্দশা অত্যন্ত বেশি বেড়েছে। সেখানে লোক কোন রেশন পায় না। প্রায় হাজার লোক সেখান থেকে এসেছে তাদের অভাব দুঃখ জানাবার জন্য। তারা পায়ে হেঁটে এসেছে। আপনার মাধ্যমে একটা মেমোরেন্ডাম ডাক্তার রায়এর কাছে তাঁরা দিতে চান।

Mr. Speaker: How far is Jangapara from here?

Sj. Hemanta Kumar Basu: About 30 miles—
সমস্ত পথ তারা পায়ে হেটে এসেছে।

[At this stage the House was adjourned till 5-15 p.m.]

[After Adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Sj. Durgapada Das:

খাদ্য এবং দুর্ভিক্ষ খাতে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ে আমার নিজের জেলার কথা। এই বীরভূম জেলায় দেশ বিভাগের পর যেসব জেলা পশ্চিম বাংলায় শস্য ভাণ্ডার বলে গণ্য তার মধ্যে বীরভূম জেলা অন্যতম। এই জেলার শস্যের অবস্থা সম্পর্কে সরকারের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট ঠিক নয়। ময়ূরাক্ষী ক্যানেল সেখানে আছে। ময়ূরাক্ষীর সুবিধা পেয়ে সেখানে ধানের ফসল খুব বেড়েছে এই কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু আসল কথা ময়ূরাক্ষী ক্যানেলে যত এরিয়াতে জল দেবার কথা ছিল তত এরিয়াতে জল দিতে পারেন নি। যতখানি এরিয়াতে জল দিতে পারবেন বলে মনে করেছিলেন তার অনেক অংশ বাদ পড়েছে এবং যেটুকু পেয়েছেন তার ফসল সাত মণের বেশি বিঘাপ্রতি হয় নি। এবং ক্যানেলের জল পায় নি যেখানে সেখানে অনেক অংশে ধান একেবারেই হয় নি—আর যেখানে হয়েছে সেখানে একরে মাত্র দুই-এক মণ করে হয়েছে। কাজেই চাষীর ঘরে আজকে ধান নেই। যে দর বেধে দওয়া হয়েছিল সে দরও সেখানে আর ঠিক নেই। ১৩/১৩॥০ টাকায় ধান বিক্রি হচ্ছে না। চাষীর ঘরে ধান নেই। চাষী খেতমজুর খাটতে পারছে না। খেতমজুর কাজ পাবার জন্য গ্রাম ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। রামপুরহাটের কয়েকটি ইউনিয়নের বড় বড় সাঁওতালী গ্রামে আর পুরুষ মানুষ দেখতে পাওয়া যায় না। তারা কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে গিয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্তের অবস্থা আরও খারাপ। তারা খেটে খেতে পারে না। তারা গরু-বাছুর, ঘটিবাটি, এই সমস্ত বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে। তারপর জমি বিক্রি করতে আরম্ভ করবে এই রকম তাদের অবস্থা। সরকার আগেই বলেছেন যে সেখানে রিলিফের কাজ করবেন। আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে দেশ থ্রি-আর দিয়ে চালান হচ্ছে, রিডিং, রাইটিং, এরেথমেটিক-এর জায়গায় টি আর, জি আর, এম আর, দিয়ে দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছেন। টি আর, জি, আর, এম আর, দিয়ে দেশকে স্বল্প কালের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায়, কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য এই ব্যবস্থা চলতে পারে না। যেটা অবিলম্বে করা প্রয়োজন সেটা ঠিকমত হচ্ছে বলে মনে করি না।

আমার জেলায় আমি দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসের ১লা হইতে ১৯৫৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮৮৮ মাইল রাস্তা, সাড়ে আঠার মাইল ক্যানেল, ৮৪ মাইল বাঁধ, ২৬৬টি পুকুর, ৪৪৮৬০ একর জমিতে জল দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক নয়। এই টেস্ট রিলিফের টাকা যে কত অপচয় হয় সেটা বিবেচনা করা দরকার। পুরনো দিনের যে ফ্যামিন কোড সেটা সংশোধন করা হয় নি। ফ্যামিন কোডে দেওয়া আছে একজন লোক যদি ১০০ ঘন-ফুট মাটি কাটে তাহলে এক টাকা মজুরী পাবে তার বেশি নয়। একটা পরিবারে ৫/৬ জন লোক থাকে পরিশ্রম করার লোক হয়ত থাকে একজন কি দু-জন। একজনের কি দু-জনের উপার্জিত টাকা বা গমে কি গোটা পরিবার বাঁচতে পারে এটা চিন্তা করে দেখা দরকার। না খেয়ে খেয়ে শ্রমিকের জীবনী-শক্তি হ্রাস হচ্ছে কাজেই আবার চাষের সময় পুরো শ্রম দিয়ে কাজ করতে না পারায় চাষের ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু রিলিফের জন্যতো ১৯-২০ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে এই সমগ্র শ্রমিক পরিবারের দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের জীবনীশক্তিকে বাঁচিয়ে তাদের কর্মক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখে কোন রিলিফের পরিকল্পনা নেওয়ার দরকার, ফ্যামিন কোড সংশোধন করা দরকার। খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এটাকে ফ্যামিন বাজেট না বলে রিলিফ বাজেট বলা দরকার। রিলিফ বাজেট যদি বলতে হয় তাহলে সত্যিকারের যে দুঃখী সেই দুঃখীর দুঃখ দূর করতে হবে, সমগ্র পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তাদের জীবনীশক্তি অক্ষুন্ন রাখতে এই ফ্যামিন কোড সংশোধন করা দরকার। তা না হলে লক্ষ লক্ষ টাকা টি আর, জি আর খরচ হবে এবং এই রিলিফের ভিতর দিয়ে যে দুর্নীতি তাও বন্ধ করতে পারবেন না। টি, আর আরম্ভ করলে কেমন করে দুর্নীতি আসে সেটাই বলছি শ্রমিক সারাদিন খেটে যদি এক টাকা বা বার আনা মজুরী নিয়ে বাড়ি আসে তার অনাহার অনিশ্চিত। সেখানে সে চেষ্টা করবে বেশি রোজগার করতে। আইনে নিম্নতম মজুরীর বেশি কাজ করতে দেয় না, যেমন ১০০ ঘন ফুটের বেশি মাটি কাটলে অধিক উপার্জন করতে পারে কিন্তু আইনের বলে তা করতে পারে না। সেজন্য সে চায় কম কেটে বেশি পয়সা রোজগার করতে না হয় বেশি কাটতে কিন্তু আইনের বলে তারা তা পারে না, যারা কাজ দেখাশুনা করে তারা রাস্তা বা নালা পুকুরের দিকে বেশি উৎসাহী, কাজেই যদি ঐভাবে বেশি কাজ করে কাজ বেশি পায়, সেভাবে কাজ চালাতে দেয়। তাতে আইন বাঁচিয়ে কাগজ লিখতে হয় তাদের। একজন ২০০ ঘন ফুট মাটি কাটলে সেখানে দুজন লোক লেখা হল। এইখানেই দুর্নীতির প্রথম পদক্ষেপ। দু-একবার লিখতে লিখতে দেখলে একজনের জায়গায় দুজনতো লিখতেই হচ্ছে দিইনা লিখে তিনজন আর ৩০০ ঘন ফুট। এইভাবে ঘোস্ট ওয়ার্কার লিখে পুকুর চুরি হয় এবং পেমাস্টার, চেকিং অফিসার ও কেরানীবাবু ক্রমে ক্রমে ভাগ নিতে আরম্ভ করে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি এ সম্বন্ধে। (লাল আলো) কাজেই টি আরএর ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, চেকিংএর বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। আর চাষীকে বাঁচাতে হলে খাজনা আদায় স্থগিত, ঋণ আদায় স্থগিত, নতুন ঋণদান, সার বীজ সময়ে দেওয়া ও ক্যানেলগুলির উন্নতি দরকার।

[5-25—5-35 p.m.]

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার সময় অত্যন্ত কম, সেজন্য আমি কয়েকটি কথা বলেই বক্তব্য শেষ করব। এই বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে আমি একটা ছাটাই প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কয়েকটা অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ জানবার জন্য। এই যে একটা পুস্তিকা বার করেছেন, তাতে যে উক্তি দেখছি তা দেখে মনে হল যেন বিদেশী আমলাতন্ত্র এখনও আমাদের প্রফুল্লবাবুর ঘাড়ে চেপে বসে আছে। অত্যন্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আমলাতন্ত্রের অশ্রুলিলেহনে বললে পরও এই ধরণের রিপোর্ট লেখা যায় না। এ জন্য আমি নিজের কেন্দ্রের গ্রামে গিয়েছিলাম, সেটা যে থানার অন্তর্গত সেই থানার অফিসার এনকোয়ারি করতে গিয়েছিলেন। তাঁর কথার সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই। আমি সংবাদ পেয়েছি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং মহকুমা শাসক সেখানে গিয়ে যে লোক মারা গিয়েছে তার স্ত্রীকে প্রভাবিত কোরে এবং ভয় দিখিয়ে এই ধরণের মিথ্যা স্বীকৃতি আদায় করেছেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, দেখুন কি পদ্ধতিতে এ'রা সংবাদ সরবরাহ করেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত বিখ্যাত সংবাদপত্রে সেটা আমলাতান্ত্রিক রিপোর্টে যে কি কোরে এরকম হয় তা ভাবতে পারি না। ৮৪টা অনাহারজনিত মৃত্যুর সংবাদ আছে। অথচ উনি বললেনও

সব কটা মৃত্যুর কথা মিথ্যা। এ সম্বন্ধে যেখানে মরেছে সেখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট-এর শীলমোহরাঙ্কিত পত্র আছে। সেইটা পড়ছি তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন অবস্থাটা কি। তাতে লিখছেন—

"প্রকাশ থাকে যে অত্র ইউনিয়নের মৌজা নবগ্রামে তিনজনের, মসিদপুর গ্রামের একটি সমগ্র পরিবারের ৫ জন ও আরও তিনজন মোট আটজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইটারু গ্রামে ৫ জনের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে। পরমুড়া গ্রামে অনাহারে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং একজন খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। তেঁতুলমুড়ি গ্রামে দুইজনের ও আতুসী গ্রামে দুইজনের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে। এক্ষণে আমরা যাহা দেখিতেছি প্রত্যেক গ্রামে বহুলোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে।"

Mr. Speaker: Is he the Registrar of Deaths?

Sj. Chitto Basu:

এটা ইউনিয়ন বোর্ডের যে সভা হয় সেই সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তারই নকল ইউনিয়ন বোর্ডের শীলমোহর করা সভাপতির সইতে তাঁরা সেখান থেকে পাঠিয়েছেন।

Mr. Speaker:

এত যে আত্মহত্যা, এ ত অনেক কারণে লোকে করে।

Sj. Chitto Basu:

তা জানিনা, স্যার। এ বিষয়ে ঐ অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রমথনাথ ধীবর মহাশয় খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অথচ তিনি গর্ব কোরে মন্তব্য করলেন যে রিলিফের কাজ খুব ভাল হয়েছে। রিলিফ সম্বন্ধে কোন রকম দুর্নীতির কথা পাওয়া যায় নি এবং যে রিলিফ কমিটি হয়েছে তাঁরাই রিলিফ পরিচালনা করেন। আর তারই নমুনাস্বরূপ একজন এম এল এ তিনি খাদ্যমন্ত্রীর বা রিলিফ মন্ত্রীর কাছে তথ্য পেশ করেছেন এবং সেটা ইউনিয়ন বোর্ডের সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত। অথচ সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। আমার নিজের কেন্দ্রের কথা বলতে পারি, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমি সেখানে গ্রামে ঘুরে যে সংবাদ সংগ্রহ করেছি তা কনট্রাডিক্ট করবার মত ক্ষমতা আমাদের এই সরকারী আমলাতন্ত্রের নাই।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আর একটা আপনার কাছে বলা দরকার মনে করি যে টেস্ট রিলিফের কাজে কি রকম দুর্নীতি দেখা দিয়েছে, কিভাবে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রামে দরিদ্র মানুষকে শোষণ করে তার নমুনা দিই। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা থানার কুশী গ্রামে টেস্ট রিলিফএর কাজ করতে দেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে শুনতে পেয়েছি যে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে টেস্ট রিলিফের কাজ হয়েছে এবং এক হাজারের মত টেস্ট রিলিফের কাজ করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই কাজের মজুরী তাঁরা পান নি। শুনলাম পে-মাস্টার সৃষ্টিধর মাহাতো একজন কংগ্রেসী নেতা সেই পে-মাস্টারের কাছ থেকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের টেস্ট রিলিফের কাজের মজুরী দেওয়া হয় নি।

আর একটি কথা বোলে আমার বক্তব্য শেষ করব। কয়েক মিনিট আগে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে আমাদের দলের নেতা একখানা চিঠি পেয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন—আমি যে এ্যাস্যুরেন্স দিয়েছিলাম ওটা পার্সোনালি এ্যাজ চেয়ারম্যান অফ দি বোর্ড, আমি একথা বলতে পারি না। তিনি একটা বোর্ডের চেয়ারম্যান, আবার পার্সোনালি একটা মত দিয়েছেন, আবার তিনি বলছেন—

"Perhaps it would have been wise for me to have given my opeuion subject to the acceptance of the proposal".

কাজেই তখন তিনি ওয়াইজ ছিলেন না, এখন ওয়াইজার হতেন যদি এই ধরণের মত প্রকাশ না করতেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের চিঠি সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবাদ করবার আছে। আর একটা কথা প্রাকটিক্যাল ডিফিকাল্টিজ আছে, সর্বদলীয় কমিটি করতে, এই ধরণের পে-মাস্টার আর কংগ্রেসী নেতাদের প্রাকটিক্যাল ডিফিকাল্টিজ হবেই। জনসাধারণের শোষণের জন্য এ কাজ করা হয় নি।

Sj. Syamadas Bhattacharyya:

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, আমি এখানে শুনলাম খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে নীতি অবলম্বন করেছেন সেটা ভাল নয়। আমরা চাই খাদ্যকে সম্পূর্ণ রাজনীতি বর্জিত রাখতে। দুর্ভাগ্যক্রমে পার্টি বেসিস এ ফুড কমিটি বসাবার যে দাবী করা হয়েছিল, আজও সেই দাবি উত্থাপিত হয়েছে এবং এখনও সেই দাবি শেষ হয় নি। আমি খাদ্য পরিস্থিতির দুরূহতা এবং জটিলতা স্বীকার, করি সেজন্য এ সম্পর্কে অশোক মেটা যে কথা বলেছেন সেই কথা স্মরণ করি। তিনি বলেছেন খাদ্য পরিস্থিতির গুরুত্ব এত বেশি যে এই পরিস্থিতির প্রতীকারের জন্য সর্বশ্রেণীর সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই মহৎ কাজে যেন দলগত সংকীর্ণতা যেন অর্ধপথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে। যাঁরা পার্টি বেসিসএ ফুড কমিটি করার জন্য দাবি জানান তাঁদের কাছে এই কথা পুনরায় রাখতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ফেমিন খাতে টাকা বরাদ্দ করবার গুরুত্ব খুব বেশি। অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে চিন্তা কোরে যাতে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তা দেখে বরাদ্দ উপস্থাপিত করাই প্রধান উদ্দেশ্য। উৎপাদনের কারণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক যদি উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি পড়ে তাহলে যেকোন উপায়ে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা দরকার। এমন কি আমদানী কোরে এবং তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন কোরে জনসাধারণের সম্ভাব্য দুঃখ ক্লেশ নিবারণ করা সরকারের কর্তব্য, এবং এই সরকার সর্বতোভাবে সেই কর্তব্য পালন করবার জন্য চেষ্টা করছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিভাগে যদি অর্থবরাদ্দ করবার প্রয়োজন না হত তাহলে নিশ্চয় আমি খুসী হতাম, যদিও আমার মনে হয় বিরোধী পক্ষের কোন কোন সভ্য, কংগ্রেসী সরকারকে প্রহার করবার এমন সুন্দর হাতিয়ার হারাতে হচ্ছে বোলে দুঃখিত হতেন। একথা বলতে পারি যে খাদ্যমন্ত্রী অহোরহ তাঁর নিন্দা নিশ্চয় চান না। এই ফেমিন খাতে বছরের পর বছর বরাদ্দ চাইবেন যে এত টাকা দিতে হবে—গ্রাচুইটাস রিলিফের জন্য হউক বা টেস্ট রিলিফের জন্য হউক, বা অন্য কোন রকম রিলিফ দেওয়া হয়—সেটা আমরা চাই না। আমরা চাই যে, এই দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা যেন অন্তর্হিত হয়। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, খাদ্যমন্ত্রী বহু নিন্দা, বহু গ্লানি সহ্য করছেন, আমরা জানি এই বিভাগকে আক্রমণ কোরে খাদ্যমন্ত্রীর উপর নানারূপ কটূক্তি বর্ষণ করা হয়ে থাকে। যে কঠোর বাস্তব অবস্থার মধ্যে এই বিভাগকে কাজ করতে হয়, এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে নীতি নির্ধারণ করতে হয় এবং পরিচালনায় ব্যবস্থা করতে হয়, তা বিবেচনা করলে সমালোচনার তীব্রতা হ্রাস পাওয়া উচিত। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলে গেছেন যে লক্ষ লক্ষ কৃষি মজুর এবং লক্ষ লক্ষ ভাগচাষী যারা আছে—তাদের কর্মসংস্থান করাই আমাদের খাদ্যবিভাগের উদ্দেশ্য।

[5-35—5-45 p.m.]

সেই সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবতে হবে যে একদিকে অনাবৃষ্টিজনিত ফসল হানি হয়েছে, আর একদিকে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বন্যার জন্য বহু ফসলহানি হয়েছে। আমরা যদিও দেখতে পাচ্ছি যে গত কয়েক বছর ধরে ফসলের উৎপাদন কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় ফসল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নি এবং আমরা বছরের পর বছর ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৪৬।৪৭ সালে যে ৫ বছর শেষ হয়েছে তাতে আমাদের গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ ৩২·২৭ লক্ষ টন চাল, ১৯৫১-৫২ সালে যে ৫ বছর শেষ হয়েছে তাতে আমাদের গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ ৩২·২৭ লক্ষ টন চাল, ১৯৫১-৫২ সালে যে ৫ বৎসর শেষ হয়েছে সেই ৫ বছরে গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪·৭৬ লক্ষ টন এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে যে ৫ বছর শেষ হয়েছে তাতে আমাদের গড়পড়তা উৎপাদন বেড়ে হল ৪১·৩৫ লক্ষ টন। এখন কথা হল যদিও গড়পড়তা উৎপাদনের হার বাড়ছে তথাপি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের ঘাটতি বাড়ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৭ সালে আমাদের ৩ লক্ষ টন ঘাটতি পড়েছে, ১৯৫৮ সালে ৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টন ঘাটতি বেড়েছে এবং এ বছর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যতখানি আশা করেছিলাম সেই আশা পূর্ণ তো হয় নি হয়ত আমাদের নিরাশার কারণ হতে পারে—উৎপাদনের হিসাব যদি খতিয়ে দেখি তাহলে আমাদের ভাবতে হবে যে এমন একটা সুন্দর, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট খাদ্যনীতি যাতে এই পরিস্থিতির দুরূহতা এবং জটিলতা আমরা অতিক্রম করতে পারি। সেজন্য আমরা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করি নি; পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার অনেক অসুবিধা রয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিনা বাধায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার

আমরা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি না। এ সম্বন্ধে অশোক মেটা ফুড এনকোয়ারী কমিটি যেসব কথা বলেছেন, মাননীয় সদস্যগণ তা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। প্ল্যানিং কমিশনও বলেছেন যে প্রশাসনিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় কারণে নিত্যব্যবহার্য পণ্যসমূহের নিয়ন্ত্রণ যতটা সম্ভব বর্জন করা প্রয়োজন। সেইজন্য আমরা একটা মধ্যপন্থা গ্রহণ করে যে মিশ্র নীতি আমরা প্রয়োগ করেছি তা এবছরে ১লা জানুয়ারি থেকে চালু হয়েছে। সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্যগণ সম্যকরূপে অবহিত আছেন। আমি একথা বলতে চাই খাদ্য দ্রব্যের মূল্যস্তরের সমতা আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। সে মূল্যস্তর আমরা রক্ষা করব বলে স্থির করেছি সেটা করতে গিয়ে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হলে এবং সেই বাধাবিঘ্ন অনতিক্রমনীয় মনে হলেও আমাদের কিছু পরিমাণ কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করেও আমাদের তা রক্ষা করতে হবে। আর একটা কথা বলব মাননীয় স্পীকার মহোদয়, টেস্ট রিলিফের খাতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে একথা ঠিক কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি যে গ্র্যাচুইটাস রিলিফেও প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। গ্র্যাচুইটাস রিলিফের সংখ্যা এত পরিমাণ রাখা মূল নীতি হিসাবে আমি বিরোধীতা করি, আমি বলি সামান্য কিয়দংশ দিকে হবে এবং কাজের বিনিময়ে তাদের বর্ধিত হারে মজুরী দিতে হবে, তা না হলে তাদের মধ্যে ভিক্ষার মনোবৃত্তি সঞ্চার হবে যা আমাদের জাতির পক্ষে কল্যাণময় নয়।

Sj. Bhuban Chandra Kar Mahapatra:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এগরা থানার বিস্তৃত এলাকায় ফসলহানি হয়ে খাদ্যসংকট দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলেছে, আমার কাট মোশনে আমি উল্লেখ করেছি। এই থানায় গত বৎসর ফসলহানি হয়েছিল। দুস্থ লোকদের বাঁচাবার জন্য এখনও রিলিফ, টেস্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হয় নি। কৃষি লোন আদায়ের জুলুম চলেছে, কৃষকদের বলদ গরু পর্যন্ত ক্রোক করা হয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে এই হাউসে খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন পশ্চিমবাংলার ফসলহানি এলাকায় কৃষিলোন আদায়ের জন্য ক্রোক করা হবে না। অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানিয়েছিলেন কৃষকের বলদ গরু ক্রোক করা বে-আইনী। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী এখানে যা বলেন বাহিরে বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে দেখি অফিসাররা বিপরীত কাজ করেন। বিধানসভায় খাদ্যমন্ত্রীর সুস্পষ্ট উক্তির সঙ্গে বাহিরে বাস্তব অবস্থার কোন সংযোগ থাকে না—এতে মনে হয় খাদ্যমন্ত্রী বিধনসভায় যা বলেন তা বিপরীত কাজ করবার জন্য অফিসারগণকে গোপন নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই রকম ব্যবস্থা খাদ্যমন্ত্রী আর কতদিন চালিয়ে যাবেন? খাদ্যমন্ত্রীকে বলছি যে এলাকায় ফসলহানি হয়েছে সে এলাকায় ক্রোক করে লোন আদায় বন্ধ করুন। কৃষককে সর্বস্বান্ত করে দিবেন না; মার্চ মাসের ২য় সপ্তাহ চলছে, দুস্থ লোকদের বাঁচাবার জন্য টেস্ট রিলিফের কাজ কবে আরম্ভ করবেন? পশ্চিম-বাংলার আমন ধানের জমির উৎপাদন ক্রমশঃ কমে আসছে। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে জল নিকাশ, জল সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে না। প্রত্যেক বৎসর উৎপন্ন ফসল নষ্ট হচ্ছে, খাদ্য-সঙ্কট, দুর্ভিক্ষ বেড়েই চলেছে। ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার খাতে যে সামান্য টাকা বরাদ্দ হয় তার প্রধান অংশ সেচমন্ত্রীর বা তাঁর বিশেষ কোন প্রিয়জনের এলাকায় খরচ হয়। কৃষি বিভাগের খাদ্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা মাঠের সঙ্গে যোগ রেখে প্রস্তুত করা হয় না। ফসল বাড়বে কি করে, স্বাভাবিক ফসলও বজায় থাকছে না। খাদ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করি এইভাবে খাদ্যসংকট, দুর্ভিক্ষ আর কত বৎসর বজায় রাখতে চান? বাংলার কৃষক প্রাণপণ পরিশ্রম করেও বৃদ্ধি ফসল পাওয়াত দূরের কথা স্বাভাবিক ফসলও উৎপাদন করতে পারছে না। কৃষক জমির উৎপাদনের উপর নির্ভর করতে পারছে না। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষক সমাজের মনোবল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভরণপোষণের জন্য নিরুপায় কৃষক সরকারের দানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। কৃষকের সাবলম্বী ভাব নষ্ট করে দিলে ভোট অর্জন করে ক্ষমতা রাখা চলে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা চলে না। টেস্ট রিলিফের কিছু প্রত্যক্ষ উপকার কৃষক পায়। পল্লী অঞ্চলে কিছু উন্নয়নের কাজও হয়, টেস্ট রিলিফের শ্রমিক উচিত মজুরী পায় না। এই জন্য কাজের উপর শ্রমিকের মনে শ্রদ্ধা দায়িত্ববোধ জন্মাতে পারছে না। পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ কৃষক, ক্ষেত-শ্রমিক, নিম্ন মধ্যবিত্ত টেস্ট রিলিফের কাজে জীবিকা অর্জন করেন। টেস্ট রিলিফের শ্রমিকের মধ্যে ভিক্ষুকের স্বভাব তৈরি হয়ে উঠছে। এতে শুধু টেস্ট রিলিফের কাজে নয় অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজেও গলতি এসে যাচ্ছে। টেস্ট রিলিফে যে শ্রমিক খাটেন তাঁর অন্য কাজ করে কিছু বাড়তি আয় করবার সময় থাকে না। একটি শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা গড়ে

৫ জন ধরলে যে হারে মজুরী দেওয়া হয় তাতে তাঁর চলে না। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী যদি কোন টেস্ট রিলিফের শ্রমিক পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হয়ে যান তবে ঐ সামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে তিনি তাঁর নিজের ও পরিবারবর্গের সর্বনিম্ন ভরনপোষণ দিতে পারেন কি না বিবেচনা করে দেখবেন। টেস্ট রিলিফের কাজে শ্রমিকের মজুরী কমপক্ষে দুই টাকা করা হউক। কৃষকের বাঁচবার আর একটি দিত কৃষিলোন। কৃষিলোন বিতরণের ব্যাপারে এক অদ্ভুত শ্রেণী-পার্থক্য নিয়ম অনুসরণ করা হয়। সি পি লোন, গ্রুপ লোন, উভয়ই কৃষকের জন্য লোন। সি পি লোন সম্পন্ন কৃষক ৩ একর বা তদুর্ধ্ব যার জমি তার জন্য, আদায়ের কিস্তি ৩ বৎসর; গ্রুপ লোন দরিদ্র কৃষকের জন্য, আদায়ের কিস্তি ২ বৎসর। কৃষিলোনের বেলায়ও ধনীর সুবিধা ধনী গরীবের পার্থক্য রাখা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই পার্থক্য রাখা সঙ্গত কি না এই অনিয়ম পরিবর্তন করলেন কি না খাদ্যমন্ত্রী বলবেন। ব্যবস্থা আছে যে কৃষক ডিফলটার তিনি লোন পাবেন না। যেখানে ফসল হয়েছে সেখানে না হয় এই নিয়ম রইলো কিন্তু যেখানে অজন্মা ফসলহানি হয়েছে সেখানে কৃষকের উপায় কি? লোন না পেলে কৃষক কি খেয়ে জমি আবাদের কাজে লাগবে? কৃষককে মহাজনের কাছে যেতে বাধ্য হতে হয়। মহাজনের ঋণ শোধ কিভাবে দিতে হয় খাদ্যমন্ত্রী শুনুন। এক মণ ধানের দাম ১২ টাকা হলে মহাজনকে মাঘ মাসে ১২ টাকার ধান দিতে হয়, সঙ্গে কমপক্ষে সুদ আধ মণ। কৃষককে তার আগামী বৎসরের সমূহ খাদ্য ঋণ গ্রহণের সময় মহাজনের কাছে বিক্রয় করে ফেলতে হয়—কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কৃষকের লোন পাওয়ার অন্তরায় 'ডিফলটার' বাধা তুলে দিতে হবে। যদি কিছু লোন আদায় না হয় গভর্নমেন্টের লোকসান হয় কৃষকই খেয়ে বাঁচলো টাকা জলে পড়লো না, এই সরকারের অনেক টাকাইত জলে পড়ছে। ড্রাই ডোলের পরিচালনা ব্যবস্থাও লজ্জাজনক। মহকুমা অফিসার ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির সুপারিশ মত ড্রাই ডোলের ইউনিট মঞ্জুর করেন না। মহকুমা ফুড এডভাইসরী বোর্ডের প্রস্তাব সুপারিশও কার্যকরী করা যায় না। এর কারণ প্রয়োজন মত মহকুমায় খাদ্যের স্টক থাকে না। উভয় কমিটিতে কংগ্রেস সরকারের মনোনীত সদস্য এবং অফিসাররাই বেশি। ভদ্রলোকদের অকারণে জনসাধারণের কাছে লজ্জিত, অপমানিত হতে হয়। খাদ্যমন্ত্রী প্রয়োজনমত খাদ্যশস্য মহকুমায় মহকুমায় স্টক করুন নচেৎ কমিটিপ্রথা তুলে দিলেই ভাল হয়। মডিফায়েড রেশনিং ব্যবস্থা পল্লী অঞ্চলে অচল, ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে প্রয়োজনমত চাল সাপ্লাই দিতে কোথাও দেখলাম না। পারবেন নাও। যেসব এলাকায় খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়েছে ঐ সব এলাকায় যে ধান বাজারে বেরিয়ে আসছে মিল মালিক বা তার এজেন্টরা বেশি দর দিয়ে কিনছে বা বড় চাষীর ঘরে স্টক করা আছে সরকার ঐ ধান ধরুন, ঐ অঞ্চলেই নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করুন। এই ব্যবস্থায় মিল মালিক জব্দ হবেন নিয়ন্ত্রিত দরেই ধান কিনতে বাধ্য হবেন, লোকেরও উপকার হবে। খাদ্য মন্ত্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন পল্লী অঞ্চলে এক বিপর্যয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ধান চাল কোথাও বিক্রয় হচ্ছে না। মিল মালিক, তার এজেন্টগণ ৯·১৯ টাকার ধান্যও ১১ টাকা মণ দরে কিনছে খাতায় কন্ট্রোল দর লিখে বিক্রেতার টিপ সহি করে নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিস ওদের ধারে যাচ্ছে না, পুলিসের লুণ্ঠন তাণ্ডব চলেছে দরিদ্র কৃষক বিক্রেতার উপর। যারা লোন খাজনা দিবার জন্য পেটের ভাত বাজারে বিক্রয় করতে নিয়ে আসছে ওদের মধ্যে অনেকে মিথ্যা বলতে পারছে না—পুলিস ধরলে যে দরে ধান বিক্রয় করেছে সত্য বলে ফেলছে। পুলিসের হাতে ধান্য বিক্রয়ের টাকা ধরে দিয়ে দরিদ্র কৃষক চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘরে ফিরছে। পুলিসের এই লুণ্ঠনকে পল্লীর লোক কংগ্রেসী ট্যাক্স বলে অভিহিত করছে। খাদ্যমন্ত্রী অবিলম্বে এই কংগ্রেসী ট্যাক্স আদায় বন্ধ করবার ব্যবস্থা করুন। রিলিফের কাজে চুরী চোরাকারবারের কথা বলে কিছু ফল হবে না জানি। অধিকাংশ জায়গায় যারা কংগ্রেসের পক্ষে ভোট যোগাড় করেন তাঁরাই রিলিফের পরিচালনায় কাজে সুযোগ সুবিধা পান। নতুন রিক্রুট, নতুন এজেন্ট ও রিলিফ পরিচালনার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই কারণে রিলিফের ব্যাপারে চোর, চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেও কিছু ফল হয় না। আমার এলাকা, এগ্রা থানার ৭নং ইউনিয়নে, টেস্ট রিলিফের চুরি ধরতে গিয়ে অনেক নির্দোষ লোক ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী হয়েছেন। মোকদ্দমা বিচারাধীন বলে আমি এবারে কিছু বলছি না; আমার হাতে পশ্চিম দিনাজপুরের কয়েকটি সংবাদ আছে। খাদ্যমন্ত্রী জানুন, তদন্ত করে দেখুন, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন ত গ্রহণ করুন।

[5-45—5-55 p.m.]

এই ব্যবস্থায় মিল মালিক জব্দ হবে, নিয়ন্ত্রিত দরে ধান কিনতে বাধ্য হবে এবং লোকের উপকার হবে। খাদ্যমন্ত্রী মূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন করার পর একটা বিপর্যয় অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ধান-চাল কোথাও বিক্রয় হচ্ছে না। মিল মালিক তার এজেন্টগণ ৯ টাকা ১৯ নয়া পয়সার ধান্য ১১ টাকা মন দরে কিনছেন। খাতায় কনট্রোল দর লিখে বিক্রেতার টিপসই করিয়ে নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিস কিছুই বলছে না। পুলিসের লুণ্ঠন তাণ্ডব চলেছে, দরিদ্র কৃষক বিক্রেতার উপর। যারা লোন এবং খাজনা দেবার জন্য পেটের ভাত বাজারে বিক্রয় করবার জন্য নিয়ে আসছে ওদের মধ্যে অনেকে মিথ্যা বলতে পারছে না, পুলিস ধরলে যে দরে ধান বিক্রয় করেছে সেটাই বলে ফেলছে। পুলিসের হাতে ধান্য বিক্রয়ের টাকা দিয়ে দরিদ্র কৃষক চক্ষের জল ফেলতে ফেলতে ঘরে ফিরছে। পুলিস এই লুণ্ঠনকে পল্লীর লোক কংগ্রেসী ট্যাক্স বলে অভিহিত করছে। খাদ্যমন্ত্রী অবিলম্বে এই কংগ্রেসী ট্যাক্স বন্ধ করুন। রিলিফের কাজে যারা কংগ্রেসী ভোট যোগাড় করেন তারাই সুযোগ-সুবিধা পান। সেইজন্য আজ রিলিফের মধ্যে চোরাকারবার চলছে। আমার এলাকা এগরা থানায় এই অবস্থা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত।

Mr. Speaker: I have been noticing for sometime past that on both sides of the House speeches are written out and read. That is not right.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, if you draw the attention of the Ministers—the Labour Minister read out a voluminous document......

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, what did I say? I said 'both sides of the House'. Because I looked at you, that does not mean that you were my target. In the case of a written speech the speech loses all its force; it becomes a drab, if I may say so.

Sj. Provash Roy will now speak.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাঃ স্পীকার মহাশয়, খাদ্যমন্ত্রী আমাদের কাছে ঘোষণা করেছেন যে তাঁদের খাদ্যনীতি সফল হয়েছে। আমি আমাদের ২৪-পরগণা জেলার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দেব তাঁর অনুসৃত খাদ্যনীতি সফল হওয়া দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে কন্ট্রোল প্রাইসএ ২৪-পরগণা তথা বাংলাদেশের কোন জায়গায় কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি ধান-চালের দর তো নির্ধারণ করলেন, কিন্তু সেই দরে বাজারে জনসাধারণ পায় কি না পায় সেটা দেখার দায়িত্ব যেন তাঁর নয়। এবং তিনি একথাই বলেছেন—কিন্তু আমি মনে করি কোন গভর্নমেন্টএর কোন দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীর পক্ষে একথা বলা সমীচীন নয়। কোন দায়িত্বশীল সরকারের কাছে এরকম দায়িত্বহীনতার পরিচয় আমরা আশা করতে পারি না। কোন কোন জায়গায় মডিফায়েড রেশনিংএর খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু তার দ্বারা জনসাধারণের প্রয়োজনের সামান্য অংশ মাত্র সমাধান হচ্ছে। তা ছাড়া, এমন বহু জায়গা আছে যেখানে মডিফায়েড রেশনিং চালু করা হয় নি—এবং এখনো লোককে বাজার থেকে ২৩।২৪।২৫ টাকা দরে কিনে খেতে হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যেখানে যেখানে লোকে ২৩।২৪।২৫ টাকা দরে কিনতে বাধ্য হচ্ছে সেখানে যাতে তারা কনট্রোল দরে পেতে পারে সেজন্য বাজারে চাল সরবরাহ করা সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা করছেন। এ বৎসর অতিরিক্ত ২॥০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হবে। গত বৎসর অধিকাংশ সময় আমরা দেখেছি রেশনের দোকানে চাল থাকত না, গম থাকত না—এমন কি এক সপ্তাহ-দুসপ্তাহ ধরে অনেক সময় রেশন মেলে নি। তাতে এ বৎসর আরো অতিরিক্ত ২॥০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হবে। সুতরাং গত বৎসরের চেয়ে সংকট আরো ব্যাপকভাবে দেখা দেবে। মাঃ স্পীকার মহাশয়, এখানে আমি কয়েকটা তথ্য আপনার মাধ্যমে উপস্থিত করতে চাই—আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৫৮-৫৯ সালে গ্র্যাচুইটাস রিলিফএ ৬৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন, তারপর অবস্থাচক্রে পড়ে রিভাইজড বাজেটে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়েছেন, অর্থাৎ প্রায় ৩ গুণ রিভাইজড এস্টিমেটএ খরচ করতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর, টেস্ট রিলিফএ ১ কোটি ২০ লক্ষ খরচ করেছেন, কিন্তু

তাতেও অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়ে, বেকারী এমন গুরুতর আকারে দেখা দেয় যার ফলে ৫ কোটি ৭৭ হাজার টাকা খরচ করতে বাধ্য হয়েছেন, অর্থাৎ ৫ গুণ টেস্ট রিলিফ খরচ করতে বাধ্য হয়েছেন। কৃষিঋণ খাতে তাঁরা প্রথমে ধার্য করেছিলেন মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা, কিন্তু কৃষকদের অবস্থা দিন দিন এমন শোচনীয় হয়ে উঠল যে কৃষকেরা ব্যাপকভাবে আন্দোলন আরম্ভ করল, তখন তিনি বাধ্য হয়েছিলেন ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ বরাদ্দ করতে, অর্থাৎ মূল বাজেটের ৪ গুণ করতে বাধ্য হয়েছেন রিভাইজড বাজেট অবস্থাচক্রে পড়ে। এই বৎসর তেমনি আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষিঋণ খাতে রিভাইজড বাজেটএ ২ কোটি এবং ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন; গতবার ব্যাপকভাবে সাবসিডির বরাদ্দ করেছিলেন, এবার সাবসিডির বরাদ্দ করেন নি কারণ, কনট্রোল রেটএ চাল দেবার ব্যবস্থা করবেন। গ্রামাঞ্চলে গরীব মানুষ, দুস্থ লোকের জন্য সাবসিডাইজড রেশন যে ব্যবস্থাটুকুও ছিল এবার সেটা তুলে দিয়ে তাদের সেই সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন। দেশে খাদ্যসংকট যখন গতবারের চেয়েও এবার ব্যাপক আকারে দেখা দেবার আশংকা রয়েছে তখন মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবী করব গত বৎসরের চেয়ে টি আর জি আর ইত্যাদি আরো বেশি করে বরাদ্দ ধরার জন্য, যাতে করে এই সংকট থেকে মানুষকে বাঁচান যায়।

[At this stage the red light was lit.]

[5-55—6-5 p.m.]

Sj. Jagannath Majumder:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এই শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে খাদ্য নীতির সমালোচনা হচ্ছে—এটা খুব প্রশংসনীয়, খুব ভাল।

দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্যের জন্য এই যে বরাদ্দ, এটা যে-কোন দেশের পক্ষে একটা অস্বাভাবিক বরাদ্দ। যতদিন এই অস্বাভাবিক অবস্থা থাকবে ততদিন এই রকম অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থা থাকবে এবং তারই জন্য দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যের দাবীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ বরাদ্দ হয়ে দাঁড়ায় এবং তার আলোচনাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই হাউসের এ পক্ষ, ও পক্ষ, সকল পক্ষ লোকের চেষ্টা করা উচিত যেন আমাদের এই বাজেট দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য বরাদ্দের ইমপর্টেন্স, গুরুত্ব ক্রমশঃ ক্রমশঃ কমে যায় এবং এটা সকলের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা হলে ভাল হয়। কিন্তু পশ্চিম বাংলার বর্তমানে এখনও সেই অবস্থা আমাদের সামনে আসে নি। সেইজন্য এই বাজেটের গুরুত্ব এখনও খুব প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কারণ আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে খুব কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র। এই কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে—বিপন্ন এবং আর্তের সেবায় ও রক্ষায় নিজেকে নিযুক্ত করা। যার জন্য দেখা যায় আমাদের রাষ্ট্রের একটি লোকও যদি মারা যায় তাহলে সরকারকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হয়। যদি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র না হ'ত তাহলে জবাবদিহি করতে হ'ত না, তাহলে আমাদের বন্ধুরা এখানে যা নিয়ে আলোচনা করছেন, যে পশ্চিম বাংলায় লোক না খেয়ে আছেন, তার সমালোচনা করা এই বিধান সভায় প্রয়োজন হ'ত না। এটা কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র বলেই এখানকার সদস্যরা এ সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছেন।

আমি এই বাজেট বরাদ্দের ব্যাপার নিয়ে প্রথমে নদীয়া জেলার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। 'রিলিফ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' বলে একটা বই বেরিয়েছে, কয়েকদিন আগে আমি সেটা পেয়েছি, তারই মধ্যে থেকে আমি কয়েকটা ফিগার নিয়েছি। নদীয়া জেলা বাংলাদেশের মধ্যে একটা খুব প্রসিদ্ধ জেলা, কিন্তু বর্তমানে যেখানে খাদ্যাভাব খুব বেশি এবং এটা একটা ঘাটতি অঞ্চল। সেজন্য সেখানে খাদ্যের বরাদ্দ খুব বেশি হওয়া উচিত। অবশ্য আমরা প্রত্যেকেই চাই যে আমাদের নিজের নিজের জেলায় খাদ্য বরাদ্দ আরও বেশি হোক। কিন্তু নদীয়া জেলা, যেখানে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকের সংখ্যা বেশি, সেখানে নিশ্চয় খাদ্য বরাদ্দ বেশি হওয়া দরকার। তা সত্ত্বেও আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এবার এগ্রিকালচার লোন যে সংখ্যায় দিয়েছেন, যেটা আমি 'রিলিফ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামে যে বই তা থেকে পড়ে দিচ্ছি—এগ্রিকালচারাল লোন দিয়েছেন ১০ লক্ষ ২৩ হাজার ৭শো টাকা, জি আর দিয়েছেন ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪শো ৩১ টাকা—এর মধ্যে গ্রাচুইটাস রিলিফ, ক্যাশ, রাইস, হুইট, হাউস বিল্ডিং গ্রান্টস প্রভৃতি সমস্ত

মিলে ২৪ হাজার ৪৪ টাকা। টি আর ওয়ার্কএ সাহায্য করা হয়েছে—ক্যাস, হুইট এই সমস্ত জিনিস দিয়ে ৪৫ লক্ষ ৫৫০ টাকা। এ ছাড়া শিল্পীদের লোন দেওয়া হয়েছে এক লক্ষ টাকা, এবং ফ্রি গ্রান্টস টু অল ফায়ার-অ্যাফেকটেড পারসনস, অগ্নিদাহ বিপন্ন লোকদের জন্য ২৭ হাজার ৬৬০ টাকা।

এ ছাড়া এবারকার টি আর ওয়ার্ক আমরা দেখেছি, তার একটা বিশেষত্ব আছে। জমি যাতে সেচের জল পায় তার জন্য কিছু ব্যবস্থা এবারকার বরাদ্দের ভিতর ছিল—যার জন্য ট্যাঙ্ক ইম-প্রুভমেন্ট এবং মাইনর ইরিগেশন প্রভৃতির জন্য কিছু টাকা খরচ হয়েছে। এই খরচ হয়েছে ৩,৪২৫ টাকা, আর ইরিগেশনএর ফলে হয়েছে, ৯,৪০০ একর জমিতে। নদীয়াতে ইরিগেশনএর যে খুব অভাব মাননীয় স্পীকার মহাশয়, তা জানেন, ছোট হোক আর বড় হোক কোন রকম ইরিগেশনএর সেখানে বোধ হয় প্রবেশ নিষেধ, কেন জানি না—মাননীয় সেচমন্ত্রী বলতে পারেন কিন্তু দেখেছি ইরিগেশনএর ব্যাপারে নদীয়া নিষিদ্ধ জেলা। ইরিগেশনএর অভাবে নদীয়া জেলা খুব জর্জরিত। আজকেই আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে যে নদীয়ায় মাইনর ইরিগেশন খুব প্রয়োজন। এই ৯,৪০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র ৩,৪২৫ টাকা খরচে অর্থাৎ ২৭ হাজার বিঘা জমিতে যদি এর ফলে এক মণ করে বেশি ফলন হয়ে থাকে তাহলে এই খরচের টাকাটা উঠে গেছে এবং ভবিষ্যতে প্রতি বছর যে ফলন হবে তাতে ন্যাশনাল ইনকাম বাড়বে। টেস্ট রিলিফএর ব্যয় যদি এইভাবে খাদ্য উৎপাদনের দিকে ধাবিত হয় তাতে খাদ্য-সমস্যা অনেক পরিমাণে দূর হবে। যা টেস্ট রিলিফএ খরচা হচ্ছে এর কিছু যদি এদিকে বেশি করে ব্যয় হত তাহলে বেশি লাভবান আমরা হোতাম। আমার মনে হয় টেস্ট রিলিফ যেহেতু আমরা বেশি সময় কন্টিনিউ করতে চাই না সেক্ষেত্রে যদি ব্যয়টা এদিকে বেশি হত তাহলে তা থেকে আমরা একটা চিরস্থায়ী ফল পেতাম। আমরা টি আর, জি আর, এম আর, চিরকাল ধরে চাই না, এগুলি যখন করতে হয় তখন এমন কিছু এ দিয়ে করা দরকার যাতে একটা স্থায়ী উন্নতি আমরা সাধন করতে পারি। নদীয়া জেলাতে একটু স্থায়ী উন্নতি একান্ত দরকার। নদীয়া জেলায় ফলনের হার কম এবং চাষের খরচা খুব বেশি। ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমার বন্ধু শ্রীহরিদাস দের একটি প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে নদীয়া জেলায় একর প্রতি ফলন চলতি প্রথায় ১১ ৬৭ মণ আর খরচা হচ্ছে ১২৫ টাকা তার মানে প্রায় দশ টাকা করে মণে খরচা পড়ে; আর জাপানী প্রথায় ২৩·১৬ মণ প্রতি একরে ফলন, আর তার খরচা হচ্ছে ২২০ টাকা, অর্থাৎ প্রায় ৯ টাকা করে মনে পড়ে যায়। এর কারণ কি নিশ্চয়ই নদীয়া জেলায় সেচের ব্যবস্থা ভাল নয়, এই কারণ। সেজন্যে আমার মনে হয় অন্তত নলকূপের সাহায্যে এখানে সেচের ব্যবস্থার উন্নতি করা আশু প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার কালীগঞ্জে কিছু নলকূপ বসেছে, কিন্তু তাতে কি হবে। শুধু আপনার এলাকায় বসলে আমরা তো খুসী হতে পারব না। নলকূপের সাহায্যে আমাদের জেলায় সেচের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করুন। ভারত-সরকার এক্সপেরিমেন্ট বেসিসএ ৪।৫টি নলকূপ সিঙ্ক করেছিলেন এবং ডিপ টিউব ওয়েল করে দেখছিলেন একেবারে অন্তঃসলিলা অফুরন্ত জল পাওয়া যায় কি না এবং তাতে তাঁরা কৃতকার্য হয়েছিলেন এবং নদীয়া জেলায় সেই অফুরন্ত অন্তঃসলিলা জলের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। বড় বড় সেচের চেয়ে ছোট ছোট সেচের ব্যবস্থা অনেক ভাল। এই যে টেস্ট রিলিফ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বই, এতে দেখবেন যে যত খরচা হয়েছে তাতে ২½ লক্ষ একর জমির সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। একটি ময়ূরাক্ষী বা একটি দামোদরে কত টাকা খরচ হয় এবং কত জল পাওয়া যায় হিসাব করে দেখুন, আর সেই সঙ্গে ছোট সেচ পরিকল্পনায় ২½ লক্ষ একর জমির সেচের ব্যবস্থা হয়েছে চিন্তা করলে বুঝবেন ছোট সেচ পরিকল্পনা কত ভাল জিনিস। সেচের খরচটি যাতে অধিকতর প্রোডাকটিভ ওয়েতে পরিচালিত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Benarashi Prosad Jha:

माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में खाद्य समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। आज देखने में आता है कि आसनसोल महकमा में कोल खदान

के अन्दर खाद्य समस्या गुरुतर होती जा रही है। वहां चावल वितरण नहीं किया जा रहा है। गेहूं कभी कभी समय पर दिया जाता है फिर भी उसका वितरण ठीक ढंग से नहीं होता है जिससे वहां के मजदूरों में खाद्य समस्या के प्रति काफी असन्तोष है।

माननीय खाद्य मंत्री ने आसनसोल में एक फूड (एडवाइजरी) कमेटी बनाया था। लगभग तीन मास हुआ कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। हमारी तरफ और कांग्रेस तरफ के लोगों ने जो कुछ किया उससे कुछ परिवर्तन जरूर हुआ। लेकिन परिवर्तन होने के बाद आज देखने में आता है कि खाद्य परिस्थिति जैसे की तैसे बनी हुई है। मोडिफाइड राशन शाप से जिस मात्रा में आटा,चावल मिलता है वह बहुत कम है। यूनियन बोर्ड के प्रेसिडेन्ट ने जो राशन कार्ड ईशू किया है उससे भी चावल नहीं मिलता है। जो भी चावल मिलता है वह बहुत कम मिलता है। वहां के आदमियों को बाहर से महंगे दाम पर अनाज खरीदना पड़ता है। यह देखने में आता है कि आसनसोल में नया और मोटा चावल २६ रुपया मन बिकता है।

कुल्टी, बराकर, जमुरिया में मोडीफाइड राशन शाप बहुत कम है। उस अंचल के लोग प्राय श्रमिकवर्ग हैं। उनको सस्ते राशन की आवश्यकता है। फिर भी सरकार की ओर से मोडीफाइड राशन शाप में जो राशन दिए जाते हैं वे बहुत कम मात्रा में दिए जाते हैं। साथ ही वहां के हर आदमियों की शिकायत रहती है कि उनको चावल नहीं मिलता है। यदि कहीं चावल दिया भी जाता है तो बर्मा चावल दिया जाता है। उसे बहुत कम आदमी पसन्द करते हैं। बहुत से लोग तो लेने से ही इन्कार कर देते हैं। तमाम आसनसोल सबडिवीजन की खाद्य समस्या जटिल और गुरुतर होती जा रही है। इसलिए मैं खाद्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि मोडीफाइड राशन शाप के अन्दर जो राशन कार्डों के ऊपर में वितरण किए जाते हैं वे ठीक से वितरित किए जांय और अनाजों का पूरा हिसाब लिया जाय।

स्पीकर महोदय, यदि आप कोल खदान के मजदूरों की स्थिति को देखें तो पता चलेगा कि अनाज न मिलने की वजह से उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। खाद्य नीति के प्रति असन्तोष होने के कारण उनके बीच गोलमाल की सृष्टि होने की सम्भावना है। खाद्याभाव के कारण स्पीकर महोदय, आप देखेंगे कि वहां की जनता को किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।

दाल का दाम इतना महंगा हो गया है कि लोगों को खरीदना ही मुश्किल हो गया है। अरहर की दाल का दाम १४ आना प्रति सेर हो गया है। इस तरह से वहां पर अनाज का दाम बहुत अधिक हो गया है। अगर यही नीति रही तो जनता को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।

मैं कुछ ही दिनों आगे खाद्य मंत्री से मिला था। डिसेरगढ़ पावर हाउस की एक चिट्ठी मैंने उनको दिया था। वहां पर ट्राइब्यूनल एवार्ड के मुताबिक पहले मजदूरों को राशन दिया जाता था किन्तु अनाज के अभाव के कारण मालिकों ने चावल

देना बन्द कर दिया है। मालिक का कहना है कि अब चावल मिलता ही नहीं है हम क्या करें। मैंने उस चिट्ठी को खाद्य मंत्री को दिया। उसके पश्चात् उन्होंने उस पत्र को ज्वाइन्ट सिक्रेटरी के पास भेज दिया। लेकिन अब तक उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला।

आसनसोल और कुल्टी का इलाका देखने में आता है कि वह बहुत बड़ा कल कारखाने का क्षेत्र है। वहां पर जो आदमी रहते हैं वे लोहे के कारखाने और कोल खदानों में काम करते हैं। वहां कोइलरी में मोडीफाइड राशन शाप नहीं है। वहां के लोकल आफिसरों से मोडीफाइड राशन शाप बढ़ाने के लिए कहा जाता है तो जवाब देते हैं कि हम क्या करें अनाज ही नहीं मिलता है।

मोडीफाइड राशन शापों में जो गेहूं दिया जाता है वह दो प्रकार का होता है—एक लाल रंग का और दूसरा सफेद रंग का। सफेद गेहूं कुछ अच्छा होता है लेकिन वह कुछ खास खास आदमियों को ही दिया जाता है। उसका वितरण ठीक ढंग से नहीं होता है। सफेद गेहूं न मिलने की वजह से साधारण जनता को लाल गेहूं लेना पड़ता है। जो खाने में अच्छा नहीं होता है। उस अंचल के लोग गेहूं खाना पसन्द नहीं करते हैं। चावल को अधिक पसन्द करते हैं। अतएव गेहूं लेना ही नहीं चाहते हैं। मुझे बाध्य होकर कहना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल की खाद्य समस्या बहुत विकट समस्या होती जा रही है।

आसनसोल के दानकल मालिक होलसेलर और रीटेलर दोनों हैं। अगर कोई आदमी २, ४ सेर चावल खरीदने आता है तो मालिक लोग कह देते हैं कि हमारे यहां रीटेलर को चावल नहीं दिया जाता है और यदि कोई होलसेलर आता है थोक चावल लेने के लिए तो जवाब देते हैं चावल का स्टाक ही नहीं है। स्पीकर महोदय, दानकल मालिकों की इसी नीति के कारण परिणाम यह है कि आज बाजार में चावल और आटे का बहुत अभाव है। इसलिए दिन पर दिन यहां पर रहनेवाली जनता को कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां की जनता में भारी असन्तोष बढ़ता जा रहा है।

अगर खाद्यान्न की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र नहीं की गई तो आसनसोल अंचल के कल कारखाने के मजदूरों और रहनेवालों को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा और साथ ही साथ खाद्य मंत्री के सामने एक बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी जिसका सामना उन्हें बाध्य होकर करना पड़ेगा। इसलिए मैं खाद्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि आसनसोल इलाके में खुद जाकर वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करें और वहां पर जो गड़बड़ी है उसकी इन्क्वायरी करें। वहां जाने से ज्ञात हो जायगा कि वहां के लोगों को किस मुसीबत को झेलना पड़ रहा है।

मोडीफाइड राशन शापों में जो चावल और गेहूं की मात्रा दी जाती है उसे बढ़ाया जाय साथ ही उसका वितरण आसानी से हो सके, इसका प्रबंध करना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वहां पर जो धांधली मची हुई है उसकी इन्क्वायरी सरकार की

तरफ से होनी चाहिए । वहां पर राशन की चीजें ठीक ठीक किसी भी आदमी को नहीं मिलती हैं इसको उचित रूप में दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

वहां के लोकल आफिसरों से बार बार शिकायत की जाती है कि क्या कारण है कि राशन ठीक-ठीक नहीं मिलता है। परन्तु वे लोग उत्तर देते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी चीजें हमें मिलती हैं, वे सब ठीक-ठीक मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं । किन्तु वास्तव में यह नहीं है । उनके कथन में सत्य का अंश किंचितमात्र भी नहीं है । जो चीजें उन्हें मिलती हैं उनका वितरण ठीक ठीक नहीं हो पाता है । वह ब्लैकमार्केटियरों के हाथों में बेच दी जाती हैं । उसे बड़े बड़े महाजनों को दे दिया जाता है । इस तरह से आज आसनसोल अंचल के जनसमाज को खाद्य समस्या के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं ।

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমে আমি দু-একটি প্রয়োজনীয় জিনিস আপনার কাছে রাখতে চাই। তার পরে খাদ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যদপ্তর সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবো। বেবীফুড আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে না এবং এই বেবীফুড নিয়ে মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে, একথা এখানে বলা হয়েছে, খবরের কাগজেও মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করা হয়েছে। বেবীফুড দুধের ব্যবস্থা ডাঃ আমেদ করতে পারেন নি। ছেলেরা দুধ পায় না। বেবীফুড, টিনের দুধ মাননীয় প্রফুল্লবাবু বন্ধ করে দিয়েছেন। ৩।৪ গুণ দাম দিয়ে গরীব লোকের ছেলেমেয়েরা সে দুধ কিনে খেতে পারে না। গ্ল্যাক্সো লেবরেটরী এই বেবীফুড নিয়ে গোলমাল করছে এটা ও'র নজরে —প্রফুল্লবাবুর দৃষ্টিতে আনা হয়েছে। একমাত্র ক্যানিং স্ট্রীটের হিন্দ স্টোর্সকে এই বেবীফুডের দালালী দেওয়া হয়েছে, তারা বেশি দামে বিক্রি করছে এ সম্বন্ধে প্রফুল্লবাবু কিছুই করছেন না [প্রফুল্লবাবু শুনছেন কি? (দি অনারেবল প্রফুল্লচন্দ্র সেন: হ্যাঁ বলুন)] এ সম্বন্ধে কি অনুসন্ধান করা যেতে পারে যে কেন একটি বিশেষ কোম্পানিকে বেবীফুড ডিস্ট্রিবিউটের দালালী দেওয়া হয়েছে? ত'র জন্য কি পুলিসে লেখা হয়েছে? খাদ্য দপ্তর কি লিখেছে? তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যেতে পারে কি না? সেজন্য আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবী রাখছি।

প্রফুল্লবাবুর কাছে আর একটা কথা রাখলাম। এই যে খাদ্য দপ্তর এটা এখনও পর্যন্ত এক্সপ্যান্ড করছে; এতে সাত হাজার এমপ্লয়ী আছে, অনেকে ১৪।১৫ বছর কাজ কোরে এখনও কেন টেম্পোরারী? যতদিন কংগ্রেস সরকার আছে, যতদিন প্রফুল্লবাবু আছেন ততদিন দুর্ভিক্ষ থাকবেই, তা না হলে তাঁর নাম দুর্ভিক্ষমন্ত্রী কেন? তাঁর বাজেটকে দুর্ভিক্ষ বাজেট কেন বলে? কাজে তিনি যতদিন আছেন ততদিন খাদ্যের দাবী থাকবেই; আর ততদিন কি এই লোকগুলো টেম্পোরারী থাকবে এবং একেবারে কি পরে বিদায় কোরে দেবেন? এ কোনদেশী ব্যাপার? একটু ত র‍্যাশন্যালি বিচার করা চাই। এতগুলো লোক কেন টেম্পোরারী থাকছে? ১২।১৪ বছর কাজ করার পরে মানুষকে যা তা কোরে বিদায় করা হবে অন প্রেসিডেন্টস প্লেজার। সেদিন প্রফুল্লবাবু জোর দিয়ে বললেন ফার্স্ট জানুয়ারীর পরে মানুষ কি না খেয়ে মরেছে বাংলাদেশে? কংগ্রেসী কাগজ যুগান্তর—আমাদের ডেপুটি মন্ত্রী তরুণকান্তিবাবুর কাগজ 'যুগান্তর' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তেও লিখেছে—প্রফুল্লবাবু দেখতে পাবেন তাতে লিখেছে। তার কি জবাব দেবেন প্রফুল্লবাবু তা জানি। সেদিন একটি মহিলা মারা গেছে। তার জবাব দেওয়া হয়েছে—'না খেয়ে মারা যায় নি'

she was an unusually characterless woman

তা হলে সে ত মরতেই পারে না। এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! যে অসতী সে না খেয়ে মরবে? নিরুপায় হয়ে সে সন্তানকে হত্যা করেছে। যে মেয়ে সন্তানকে হত্যা করতে পারে সে কি না

খেয়ে মরতে পারে? এ হয় না। তিনি যে জবাবদিহি করেছেন তাতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি তাকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে সন্তান হত্যার জন্য? তার ফাঁসী হয় নি কেন? সেজন্য আইন ত রয়েছে। কালীপদবাবু এবং প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে ভয়ানক নারী সন্তানকে হত্যা করলে সে না খেয়ে নয়, কিন্তু তার বিচার হল না কেন? অথচ প্রফুল্লবাবু জোর দিয়ে বলেন ১লা জানুয়ারির পরে কেউ না খেয়ে মরেছে? এরকম দৃষ্টান্ত আরও দিতে পারি। এরকম বহু লিস্ট কংগ্রেসী কাগজে এবং বিরোধী পক্ষের কাগজে দিয়েছে যে অমুক গ্রামে অমুক না খেতে পেয়ে মরেছে। কিন্তু প্রফুল্লবাবু জবাব দেন না, না, ও হার্ট ফেল কোরে মরেছে। তাহলে না খেয়ে মরার রকমটা কি জিজ্ঞাসা করি।

Mr. Speaker:

হার্টফেল করবেই মরতে গেলে

Sj. Canesh Chosh:

আমি সেই কথাই বলছি। প্রফুল্লবাবু বুঝুন এ কথা। শেষকালে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি ত চৌতা কাগজ পড়েন না। আমরা কিন্তু অনেক কষ্ট কোরে পড়ি এবং অনেক কষ্ট কোরে ও'র বক্তৃতা শুনি।

Mr. Speaker:

আমি বুঝি না বলেই পড়ি না।

Sj. Canesh Chosh:

কিন্তু উনি বলছেন—না, না, হার্টফেল কোরে মরেছে; আবার অন্য জায়গায় বলেছেন যে—না, 'ডিসেনটিরী'তে মরেছে, অথচ অমৃতবাজার লিখছে কচুপাতা খেয়েছিল বা এই রকম অখাদ্য খেয়েছিল। তাহলে স্বভাবতঃই ডিসেনটেরী ত হবেই। প্রফুল্লবাবুর অভিধানে ডেসেনটেরী বলতে ঐ রকমই বোঝায়। এই রকম যে 'বোগাস' জিনিস বেরোয় তার কৈফিয়ত চাইবার কেউ নাই? এই রকম যে অনশনে, দুঃখকষ্ট ভোগ ক'রে মরেছে—এ নিয়ে এ রকম তামাশা করবার অধিকার আছে? শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল বাবু বলেছেন যে সত্যই এতে অসুবিধা আছে। সবগুলো মিলে মিশে করতে পারলেই ভাল হয়। খাদ্য দেওয়া হলেও ভালভাবে বণ্টন হতে পারে। প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতা শুনে মনে হয় সত্যসত্যই তিনি বাস্তুহারা সমস্যার সমাধান করেছেন। এবং খাদ্য সম্বন্ধে বক্তৃতায় মনে হয় যে সমস্যার প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। সারের কথা শুনলাম—এত রকম কথা শুনলাম যাতে সার ও খাদ্যফসল বেড়ে যায়। চীনের কথাও শুনলাম। শুনে মনে হচ্ছে—ডাঃ আমেদ বৃথা হয়েছেন; ডাঃ আমেদকে বিদায় দিয়ে কৃষি দপ্তর প্রফুল্লবাবুর হাতে দেওয়া হউক। তাহলে প্রফুল্লবাবুর একনিষ্ঠ কর্মসাধনায় মানুষের দুঃখকষ্ট থাকবে না। বাস্তুহারা হয়েছে, খাদ্য হল, এইবার কৃষিদপ্তর হলেই বাংলার গৃহিণী বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

Sj. Cangadhar Naskar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ কয়েক বৎসর খাদ্য সম্বন্ধে যে উন্নতি ঘটেছে তা নিয়ে প্রফুল্লবাবু অনেক কথা বলেছেন। সেটা যে কিরকম হয়েছে তার দুই-একটা উদাহরণ এই সভায় রাখতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ খাদ্য বিষয়ে এমন উন্নতি করেছে যে, আর কিছুদিন যদি ঐ দপ্তর ওর হাতে থাকে তাহলে বাংলাদেশের সবাইকে একেবারে রিলিফের খাতায় নাম লেখাতে হবে। ১৯৫৬ সালে ৫ ভাগ লোক রিলিফের খাতায় নাম লিখিয়েছিল; ১৯৫৭ সালে ১০—১৫ ভাগ লোক নাম লেখায়, আর গত বৎসর ১৯৫৮ সালে ৩০—৪০ এমন কি ৫০ ভাগ লোক রিলিফের খাতায় নাম লিখিয়েছে। কোন জায়গায় যদি একটা রিলিফের মিটিং হয়, সেখানে প্রায় সবাই উপস্থিত হয়ে থাকে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, তাদের বাড়ীর মেয়েরা পর্যন্ত, যারা আত্মমর্যাদাশীল, এমন মেয়েরা পর্যন্ত আমাদের কাছে বলেছে আমার স্বামীর চাকরি নাই, বা আমার হাতে কাজ নাই, আমার নামটা রিলিফের খাতায় লিখে নেবার ব্যবস্থা করে দেবেন; এইভাবে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিক্ষিত যুবক-যুবতী, বাড়ীর মেয়েরা গিয়ে আজকে রিলিফের খাতায় নাম লেখাচ্ছে। তাই বলছি এই দপ্তর যতদিন পর্যন্ত প্রফুল্লবাবুর আছে, ততদিন কখনও বাংলাদেশের এই দুর্ভিক্ষের অবস্থা যাবে না। সাথে সাথে বলছি যে,

বাংলাদেশে ভালরকম ফসল ফলান যায়, এবং সে সম্বন্ধে দুই একটি তথ্য দিচ্ছি। যে সুন্দরবন অঞ্চলকে বাংলাদেশের খাদ্য ভাণ্ডার বলা হয়। সেই সুন্দরবন অঞ্চলে এবার খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে, সেখানে শতকরা ৫০ ভাগ ফসল হয়েছে। কিন্তু ভাঙড়, সোনারপুর প্রভৃতি থানায় হয়েছে, সেখানে শতকরা ৫০ ভাগ ফসল হয়েছে। কিন্তু ভাঙড়, সোনারপুরে প্রভৃতি থানায় ফসলের যা অবস্থা তাতে মনে হয় ১৯৫১ সালে কত মানুষ যে রিলিফের খাতায় নাম লেখাবে তা ভাবতে পারি না। গত বছর যেখানে ৫০ ভাগ ছিল, এবার সেখানে ৬০—৭০ ভাগ লোক রিলিফের খাতায় নাম লেখাবে। এইভাবে বাংলাদেশ ভিখারীর দেশে পরিণত হবে। ইতিমধ্যে ক্যানিং অঞ্চলের বহু লোক কাজের সন্ধানে বিভিন্ন গ্রামে চলে যাচ্ছে। কারণ, সেখানে কাজ নাই।

[6-25—6-35 p.m.]

কারণ সেখানে কাজ নেই। আমাদের এখানে ৮ টাকা করে মাটির হাজার কাজ করে। এইভাবে তাহারা যেখানে ১০ টাকায় টেস্ট রিলিফের কাজ করান হয়, সেখানে ৮ টাকার কাজ করার জন্য আবেদন করছে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে তারা আজ একথা বলছেন যে কোন স্থায়ী রিলিফের ব্যবস্থা হবে কি? যারা বিধবা, যারা বুড়ো, যাদের হাতে কোন কাজ নেই তারা আজকে স্থায়ী রিলিফের ব্যবস্থার জন্য আমাদের কাছে আবেদন করছে। তারপর ক্ষেত-মজুরদের অবস্থার কথা এই এসেম্বলীর মধ্যে অনেকেই বলেছেন। ক্ষেত-মজুররা ইতিমধ্যে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে কাজের সন্ধানে যাচ্ছে, কিন্তু তারা কাজ পাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই তারা শাক-সব্জি সিদ্ধ করে খাচ্ছে। সেজন্য আগে থেকেই আপনাদের সাবধান করে দিই যে, যদি অবিলম্বে গ্রামের যারা ক্ষেত-মজুর তাদের বাঁচাবার জন্য রিলিফের ব্যবস্থা না করেন, কিংবা টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে তাদের কাজের ব্যবস্থা না করেন তাহলে ক্ষেত-মজুররা গত বৎসরের মতন এবারও অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। গতবার যারা কৃষিঋণ নিয়েছিল সেই লোনের জন্য তাদের উপর সার্টিফিকেট জারী করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে অতিবৃষ্টির জন্য ফসল নষ্ট হয়েছে, ১৯৫৭ সালে অনাবৃষ্টির ফলে ফসল নষ্ট হয়েছে। সেজন্য ১৯৫৬-৫৭ সালের যে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে তার জন্য কৃষকদের ঋণ মকুব করা একান্ত প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তিনি যেন তাদের ঋণ মকুব করে দেন। ইউনিয়ন বোর্ডে যেসমস্ত রিলিফ দেওয়া হয় তা ইউনিয়ন বোর্ডের শ্রমিকগণ এবং ডিলার মিলিতভাবে কোন জায়গায় শতকরা ২৫ ভাগ রিলিফের চালের ব্ল্যাক মার্কেট করেছে। আবার কোন কোন জায়গায় একাধারে ইউনিয়ন বোর্ড একাধারে কংগ্রেস কমিটির সভ্যরা ৩০।২৫ ভাগ চাল কালো-বাজারে বেচেছে। শুধু তাই নয় আমি খবর পেয়েছি যে, কোন কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডিলারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ৫০ ভাগ চাল ব্ল্যাক মার্কেট করেছে। এইসবের জন্য যারা গরীব, যারা দুঃস্থ তারা আজ রিলিফ পায় নি। এইরকম অবস্থা আজ গ্রামাঞ্চলে ঘটছে। সেজন্য বলব যে, গ্রামাঞ্চলে যেখানে রিলিফের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেখানে যদি গ্রাম্য কমিটির মারফত প্রগতিশীল মানুষের মারফত বা কৃষক সমিতির মারফত এই রিলিফগুলি বণ্টন করেন এবং তাদের মারফত রিলিফের লিস্ট যদি তৈরি করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় সুষ্ঠুভাবে তারা রিলিফ পেতে পারে এবং ভালভাবে বিলি বণ্টন ব্যবস্থা হয়। সেজন্য প্রফুল্লবাবুকে বলব যে, এই অবস্থার দিকে তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিন, কারণ তা না হলে গ্রামে যেটুকুন রিলিফ, রেশন যাচ্ছে তাতে ব্ল্যাক মার্কেট হবার সম্ভাবনা আছে।

Sj. Provaker Pal:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দের মঞ্জুরী আমাদের সামনে এনেছেন তাকে সমর্থন করতে উঠে আমি কয়েকটা কথা বলবো। মন্ত্রীমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে পশ্চিম বাংলার যে চিত্র উপস্থাপিত করেছেন, তাতে যেমন সমস্যার গুরুত্বকে হ্রাস করবার কোন চেষ্টা নেই, তেমনি অহেতুক আতঙ্ক বৃদ্ধি করবারও কোন প্রচেষ্টা নেই। স্যার, একথা ঠিক যে তাহলে পশ্চিম বাংলা তীব্র খাদ্য সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার তার সমাধানের জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তা সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে—সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। বিরোধীপক্ষের কয়েকজন সদস্য বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের খাদ্যনীতি ব্যর্থ হয়েছে। আমি স্যার, যে অঞ্চল থেকে এসেছি হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার হরিপাল অঞ্চলে সেখানে খাদ্যের দরের একটা নমুনা আমি দিচ্ছি। সেখানে জানুয়ারির শেষের

দিকে এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে চালের দর ছিল মণ করা ২৪।২৪৷৷।২৫ টাকা, আজকে সেই দর কমে ২১।২১৷৷।২২ টাকা হয়েছে। একথা ঠিক যে. সরকারের নির্ধারিত মূল্যে হয়ত ধান-চাল পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু সরকারের নীতির ফলে ধান-চালের দর কমের দিকে আসছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবকাশ নেই। একটা কথা আমি বলবো যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি—সেটা হচ্ছে খাদ্যসমস্যার কথা। খাদ্যের ঘাটতি আর কতদিন ধরে চলবে? আমরা বলছি যে, পশ্চিম বাংলা খুব ঘন বসতি অঞ্চল, পশ্চিম বাংলায় জমির উপর খুব বেশি চাপ পড়ছে, কিন্তু আমাদের যে ন্যাচারাল রিসোর্সেস রয়েছে, খাল, বিল, নদী, নালা রয়েছে তার অপটিমাম ইউটিলাইজেসন হচ্ছে না, যার ফলে পশ্চিম বাংলায় খাদ্য সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। পশ্চিম বাংলায় কৃষির যদি উন্নতি না করতে পারা যায়, কৃষির জমিতে যদি উন্নত ধরনের সার, বীজ না দেওয়া যায় এবং কৃষির জমিকে যদি উন্নত ধরনের সেচের আওতার মধ্যে আনা না যায়, যদি আমরা ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেসন না করি তাহলে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট আমরা পাবো না। আমি খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি, যাতে পশ্চিম বাংলায় এক বিঘা জমিও উন্নত ধরনের কৃষি ব্যবস্থা থেকে বাদ না পড়ে। স্যার, এরপর আমি কৃষি শ্রমিক এবং ভূমিহীন কৃষকদের কথা বলবো—বাংলাদেশে এদের সংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ। স্বাধীনতা পাবার পর থেকে এই সমস্ত ভূমিহীন কৃষক স্বাধীনতার কোন আস্বাদ পাচ্ছে না। তাদের আর্থিক উন্নয়ন হয় নি, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয় নি। ১২ মাসের মধ্যে মাত্র ৫ মাস তারা কাজ পায়; বাকি সময়টা ৭ মাস তারা বেকার হয়ে থাকে। আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে নিবেদন করবো যে, তাদের কথা যেন একটু চিন্তা করা হয়—তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার কথা, তারা ১২ মাস কাজ পেয়ে যাতে নিজেদের সংসার চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে এই ৬৫ লক্ষ লোক যদি কল্যাণ রাষ্ট্রের উন্নয়নের বাইরে থাকে, তাহলে সেটা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। কৃষক সমাজ বা ভূমিহীন কৃষকদের কোন অর্গানাইজেসন নেই, যার ফলে তারা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে তাদের কোন দাবী পেশ করতে পারে না, কিন্তু তা বলে তারা যে উপেক্ষিত হবে এ জিনিস হতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যাঁরা কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে চলেছেন তাঁদের এদিকে একটু নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমাদের পশ্চিম বাংলায় ত্রাণমন্ত্রী যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনাপতি ছিলেন এবং বর্তমানে একজন জনদরদী এবং ক্ষমতাশালী মন্ত্রীরূপে যিনি খ্যাত—তিনি যদি একটু চেষ্টা করেন তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে, এই ৬৫ লক্ষ লোকের যে সমস্যা, তাদের কর্মসংস্থানের সমস্যা, তাদের ভিটে বাড়ীর সমস্যা, তাদের খাওয়া-দাওয়া সমস্যার নিশ্চিতভাবে সমাধান হবে—একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-35—6-45 p.m.]

Dr. Golam Yazdani:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের দেশে খাদ্য সংকটটা একটা স্থায়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর ঠিক এই সময়ে খাদ্য-সংকট দেখা দেয় এবং গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষের অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমি আমার এলাকা মালদা জেলায় ঘড়বা থেকে আজই ফিরেছি। সুতরাং সেখানকার কথাই আমি বলবো। মালদা জেলাতে খাদ্য-সংকট দেখা দিয়েছে সেকথা কর্তৃপক্ষের কাছে জানালেও তাঁরা তা স্বীকার করতে চান না। কিন্তু সেখানে যে খাদ্য-সংকট আছে, তার কারণ সেখানে আমন ধান ঠিকমত হয় নি। বিস্তৃতভাবে বলার সময় আমার নেই—আমি তাই বলবো, যেসমস্ত আমন ধানের এলাকা আছে হবিপুর, ব্রাহ্মণগোলা, ঘড়বা, হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি জায়গায় ২০ থেকে ৫০ ভাগ আমন ধান হয়েছে এবং যেসমস্ত জায়গা আমন ধান এলাকা নয়, মানিকচক, কালিয়াচক প্রভৃতি জায়গায় কলাই হয় নি—রবিশস্য ইংলিশ বাজারে কিছু কিছু হয়েছে কিন্তু ঘড়বা, হরিশ্চন্দ্রপুর প্রভৃতি জায়গায় ঠিকমত হয় নি তার কারণ ঠিকমত বীজ পাওয়া যায় নি এবং চড়া দামে লোকে বীজ কিনতে পারে নি।

Mr. Speaker: I am going to reduce the time of members on both sides without any discrimination.

Dr. Golam Yazdani:

এইভাবে খাদ্য সঙ্কট ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে তার কারণ হচ্ছে ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা ধান চাল বিক্রি করতে শুরু করেছে—এবং তার উপর আবার সরকারী সার্টিফিকেট জারি করা হচ্ছে। আমাদের জেলায় সমস্ত থানায় খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়েছে, যার ফলে আজকে শতকরা ৭৫ জন লোকের ঘরে খাদ্য নেই। কালিয়াচক থানার শতকরা ৯০ ভাগ লোকের ঘরে খাবার নেই এবং যাদের ঘরে খাবার আছে তাদের সংখ্যা শতকরা ২০ জনের বেশি নয় এবং যে খাবার আছে তাতে ২।৩ মাসের বেশি চলবে না। এই অবস্থায় সরকার ব্যাপকভাবে সার্টিফিকেট জারি করছেন। এবং চাষের বলদ ক্রোক করছে। শুধু তাই নয় স্যার, আর একটা মস্তবড় জিনিস আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে, যেসমস্ত রেভিনিউ অফিসারদের দিয়ে এই সমস্ত সার্টিফিকেট জারি করা হচ্ছে তারা চাষীদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার করে এবং এই সমস্ত রেভিনিউ অফিসাররা চাষীদের এমনও ভয় দেখায় যে, চাষী যাতে ঋণ না পায় তার ব্যবস্থা করবেন এবং বলেন যে, তোমরা যদি ঋণ পরিশোধ না কর, তাহলে তোমাদের ভিটেয় ঘুঘু চরাব। এইসমস্ত ভয় দেখিয়ে রেভিনিউ অফিসাররা এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসাররা চাষীদের কাছ থেকে ঘুষ নেয় এবং বলেন যে তোমরা যদি এই সমস্ত কথা উপরে জানাও তাহলে তোমাদের জোত-জমি যাতে নিলাম হয়ে যায় তার ব্যবস্থা তারা করবেন। তারপর বন্যায় যে ক্ষতি হয়েছে সেকথা মন্ত্রীমহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন। খরবা থানায় এবং সুতী থানায় লোকের গম ও আটার সঙ্গে শুরকি মিশিয়ে খেতে দেওয়ার ফলে ছেলেপুলেদের অসুখ হয়। এই সমস্ত খবর আমি ডি এম-কে দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি সেকথা স্বীকার করতে চান নি, তিনি বলেন যে মালদহ জেলাতে খাদ্যাভাব নেই। আমি বিশেষ করে খরবার কথা বলেছিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই বেসিক ইন্ডাস্ট্রিতে যদি স্ট্রাইক নোটিস পড়ে, তাহলে তার থেকে কি রকম একটা গুরুতর অবস্থা চলেছেন এবং আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও খাদ্য সংকট সমাধানে এগিয়ে আসতে চান না।

Sj. Satindra Nath Basu:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আজকে ফেমিন খাতে মন্ত্রীমহাশয় যে দাবী পেশ করেছেন তা সমর্থন করতে উঠে দুই-একটা কথা বলব। বাস্তবিক গত বৎসর পশ্চিম বাংলায় সর্বত্র খাদ্য সংকট ছিল, এবং এমন কোন জেলা ছিল না যেখানে খাদ্য-সংকট ছিল না। কিন্তু পশ্চিমবাংলা-সরকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় লোকের দুর্দশা মোচনের জন্য যেভাবে টেস্ট রিলিফ এবং গ্রাচুইটিস রিলিফ-এর ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে লোকের কাছ থেকে সরকারী কার্যের স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচেষ্টায় টেস্ট রিলিফ-এর মাধ্যমে ১৬৬৮ মাইল নতুন রাস্তা হয়েছে। আমি এখানে একটা কথা বলব, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অসংখ্য পুষ্করিণী রয়েছে। এই পুষ্করিণীগুলি সংস্কার করে সেচের ব্যবস্থা করলে অনেক জমি চাষের উপযুক্ত করা যায়। আমাদের পশ্চিম বাংলায় আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর, তার মধ্যে ধানের আবাদ হয় মাত্র ৯১ লক্ষ একর জমিতে। তারপর পশ্চিম বাংলায় কত পতিত জমি আছে সেটা সার্ভে করে তাতে কি কি ফসল হতে পারে তার ব্যবস্থা করলেও আমাদের উৎপন্ন ফসল বৃদ্ধি পেতে পারে। ডাল, সরষে ইত্যাদি আমাদের খাদ্যদ্রব্যের অংশ। আমি এদিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, কিভাবে চাষ করলে আমাদের উৎপন্ন বৃদ্ধি পেতে পারে, সেদিকে এখন দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এজন্য ভাল করে একটা সার্ভে করা প্রয়োজন। তারপর, আরেকটা কথা হচ্ছে, এগ্রিকালচারাল লোন সরকার দিচ্ছেন, কিন্তু চাষীরা যাতে উপযুক্ত পরিমাণে এবং সময়মত প্রয়োজনীয় ঋণ পায় সেদিকে আরও নজর দিতে হবে। কোন জমিতে কোন ফসল লাগালে পর জমি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল পাওয়া যেতে পারে তা সার্ভে করে নির্ধারণ করতে হবে, তাহলে প্রতি বৎসর এভাবে খাদ্য ঘাটতি হবে না, এবং দুর্ভিক্ষও নিবারণ করতে পারব। আমাদের যেটা সার্ভে হয়েছিল, তার মধ্যে দেখছি একমাত্র ৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে টেস্ট রিলিফ-এর জন্য। তারপর এগ্রিকালচারাল লোনস হচ্ছে ২ কোটি টাকা এবং লোনস টু আরটিশানস ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই রকম করে গত কয়েক বছর ধরে, প্রতি বছর ঐ সমস্ত খাতে টাকা বাড়বার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল।

আমরা সকলে মিলে এবারে যাতে খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে পারি তার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমাদের ফুড ও রিলিফ এ্যাডভাইসরী কমিটি যেটা হয়েছে, এবং সেখানে যাঁরা সদস্য আছেন, তাঁরা প্রত্যেক জেলার চাহিদা মত টেস্ট রিলিফ খাতে এবং অন্যান্য খাতে যাতে টাকা যথা সম্ভব বাড়ান যায় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আমি আবার বলছি আমাদের পশ্চিম বাংলা যাতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তার জন্য আমাদের সকল দল নির্বিশেষে চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

[6-45—6-55 p.m.]

Strike Notice by Engineering Workers

Sj. Jyoti Basu:

স্পীকার মহাশয়, উনি বলবার আগে আমি একটা বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটা একটা অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা।

এই মাসের ১৩ই তারিখে প্রায় ৫০ হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং শ্রমিক সমস্ত বাংলাদেশে স্ট্রাইক-এর নোটিস দিয়েছে এই কারণে যে ট্রাইব্যুনালের রায় মালিক পক্ষ মানছে না। তাঁরা প্রসেশন করে এখানে এসেছেন লেবার মিনিস্টারের কাছে তাঁদের বক্তব্য রাখতে। আমি জানি না, এ বিষয় কোন সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কি না? যদি কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, সেটা আমরা জানতে চাই, এবং তাহলে তাঁদের কাছে গিয়ে বলতে পারি। এটা আপনি বেশ বুঝতে পারছেন যে, বেসিক ইন্ডাস্ট্রিতে যদি স্ট্রাইক নোটিস পড়ে, তাহলে তার থেকে কি রকম একটা গুরুতর অবস্থা দেশের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন।

The Hon'ble Abdus Sattar: Sir, with your permission may I read a statement.

Between the representatives of the employers and the workers of the Engineering Industry some difference of opinion had arisen in regard to the interpretation of certain provisions of the Omnibus Engineering Tribunal Award published in November 1958. The Labour Commissioner, West Bengal, met the representatives of both parties in a joint conference and it was found that the differences centred round the question whether the workers liked to be treated on the basis of their present pay or whether their wages and grades were to be fixed on the basis of their classification into semi-skilled, skilled and highly skilled categories and whether the workers who might be enjoying better incremental scale from before the award would be entitled to the same within the minimum and maximum of the award's scale in the respective groups. Government have referred this question to the same Tribunal which gave this award for interpretation under section 36A of the Industrial Disputes Act

Demands for grants

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, কোন কোন অভিভাবক তাঁর ছেলে, কানা ছেলে থাকলে, নাম রাখতে চান পদ্মলোচন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আকাল দপ্তর বা দুর্ভিক্ষ দপ্তর-এর নামটা পালটে ফেলে কলঙ্ক মোচন করা যাবে কিনা শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় তাই এখন ভাবছেন। যাই হোক তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন—দেশে নাকি অভাব অভিযোগ কমে গেছে ইত্যাদি। আমি তার কাছে বাংলাদেশের একটি পত্রিকায়—পল্লীসমাজ তাতে যে বেরিয়েছে তাই বলছি। তাতে আছে আমাদের কোন কোন কর্মী ১৯টি গ্রামে সকলের বাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দেখেছেন এই ১৯টি গ্রামের ১৪৪৭টি পরিবার যারা বাস করে তার মধ্যে ৭৩০টি পরিবারের ঘরে কোন খাবার নেই। আমি তাই খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি, নামটা পরিবর্তন করার আগে এ সম্বন্ধে কি করা যায় যেন ভেবে দেখেন। তিনি জানেন ১লা জানুয়ারি বাংলাদেশের কোন কোন হাটে বাজারে চাল বিক্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চাল কিছু কিছু আসছে বটে, কিন্তু

অন্যান্য অনিশ্চয়তার ভাব সেখানে রয়েছে—আজকে চাল আসে কালকে চলে যায়, এবং সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হয়েছে এ'রা যে সমস্ত চাল অতি মিহি অতি সরু বলে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে অনেক অফিসার জানেন না যে কোনটা কি চাল। একজন অফিসার বললেন এটা মিহি আর একজন সেটাকে বললেন মোটা, এখন কোন মতকে বিশ্বাস করি। ঝাড়গ্রাম এবং খড়্গপুরে হাটে আমরা আশা করেছিলাম যে এই প্রাইস্ কন্ট্রোল অর্ডার-এর পরে লোকে এখানে চাল পাবে, কিন্তু আমরা দেখছি যে বহু পরিমাণ বাইরে বিহার প্রভৃতি জায়গায় চলে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে আমি নিজে একথা বলেছিলাম এবং কিছু কিছু কেস ধরা হয়েছে বটে, কিন্তু আজও বহু অপরাধীদের অ্যারেস্ট করে থানায় হাজির করা হয় নি, কিন্তু চাষীদের অ্যারেস্ট করে প্রতিনিয়ত থানায় হাজির করান হচ্ছে। আপনারা আইন করলেন, কিন্তু আইনের ফাঁক রয়েছে যার দ্বারা আমাদের জেলায় বহু এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল বাইরে চলে যাচ্ছে, কিছুই আপনারা করতে পারছেন না। আমাদের জেলার চাল দুর্গাপুর, বাঁকুড়া হয়ে বিহারের কলীয়ারীতে চলে যাচ্ছে, তা রোধ করতে পারছেন না। শুধু তাই নয়, ছোটখাট খাদ্য ব্যবসায়ী যারা, তারা টাকা নিয়েও বড় বড় মিল মালিকদের কাছে চাল পাচ্ছে না, সরকারের হুকুম থাকা সত্ত্বেও তারা সেই হুকুমকে কলা দেখাচ্ছে। এম আর শপ-এ চালের সরবরাহ বেড়েছে। কিন্তু তা বাড়া সত্ত্বেও খড়্গপুরে যেখানে দুই লক্ষ লোকের বাস সেখানে একটি অফিস নেই আপনাদের ডিপার্টমেন্টের। তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন লোকের ঘুরতে হয়। ওয়ার্কশপ-এ লোক কাজ করে—একটি কার্ড করতে তাদের কি ঝামেলাই না পোহাতে হয়। কার্ড করার পর আপনারা যে চাল দেন, সেই চাল লোকে খেতে পারে না। টেস্ট রিলিফ, এম আর শপ নিয়ে আপনারা দলীয় অনেক জায়গায় কাজকর্ম করছেন, কিন্তু টেস্ট রিলিফ-এর কাজের মারফতে আপনাদের উপমন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি কংগ্রেসের প্রচারকার্য চালান এবং এর সঙ্গে মণ্ডল কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা যুক্ত আছেন। যদি টেস্ট রিলিফ-এর টাকা দিয়ে এইসব কাজ করেন আমাদের বলবার কিছু নেই। আমি আশা করি তিনি ভাল করে চিন্তা করে দেখবেন। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে কাঁচড়াপাড়া সুহৃদ নগর কলোনীতে একটি দোকান খোলা হল। ব্যারাকপুর এস ডি ও-কে দিয়ে আবেদন মঞ্জুর করালেন। যেহেতু মণ্ডল কংগ্রেসের সুধীর দাস ডেপুটি মিনিস্টারকে ধরলেন, সেই দোকানটা অন্য লোককে দিয়ে দেওয়া হল। বীজপুর-কাঁচড়াপাড়া মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে লোকে আগে ফেয়ার প্রাইস শপ-এ চাল পেত, কিন্তু যেহেতু শ্রীজগদীশ দাস কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা তার সেক্রেটারি তাই আপনারা তাঁকে কোন সুযোগ দেন নি। এইভাবে আপনারা এম আর শপ নিয়ে নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি করছেন। তেমনি টেস্ট রিলিফ-এর কাজ নিয়ে সেই টাকা দিয়ে আপনারা কংগ্রেসী কুমীর পুষছেন। আমি নিজে মন্ত্রীমহাশয়কে খাত্রি থেকে বাঁশবাড়ি রাস্তা টেস্ট রিলিফ-এর মাধ্যমে করতে অনুরোধ করেছিলাম। রাস্তা যা করেছেন তাতে হাজার ৫০ টাকা খরচ হয়েছে, বাকি সমস্ত টাকা উবে গেছে। তেমনি বিজয় থানায় বহু টাকা খরচ করে পুকুর করেছেন, কিন্তু প্ল্যান কার্যকরী হয় নি—এক ছটাক জমিরও সেচ হয় নি। অধিকাংশ টাকা চুরি হয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি মহাশয় লালগড়ে খাল করেছেন, কিন্তু সেখানে খালে জল যায় না। সেখানে গিয়ে দেখবেন সমস্ত মাতব্বর কংগ্রেসীরা নরক গুলজার করে বসে আছেন। আর একটি কথা বলতে চাই—ক্যাস ডোল, ড্রাই ডোল যা দেন লোকে যাতে সেটা সময়মত পায় সেদিকে দয়া করে লক্ষ্য রাখবেন।

[6-55—7-5 p.m.]

Sj. Amarendra Nath Sarkar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন, তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। যদিও আমাদের এখানে বাজেট হেড-এ খাদ্যও নেই, ত্রাণও নেই, আছে কেবল ফেমিন অ্যান্ড এক্সট্রাঅর্ডিনারী চার্জেস অফ ইন্ডিয়া। ইংরেজ আমলের ধারা আমরা গত ১০ বৎসরেও দূর করতে পারি নি এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যেমন লেবার ডিপার্টমেন্ট-এর ব্যয়-বরাদ্দ-এ দেখলাম ওটা একটা বাজে খাতে ধরা হয়েছে। যেখানে মস্তবড় একজন মন্ত্রী আছেন সেখানে মিসলেনিয়াস হেড-এ মানে যাকে বাংলায় বলা হয় বাজে খাতায় ব্যয় হিসাবে ধরা হয়েছে। এর পরিবর্তন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাই হোক, আমি আজকে মোটামুটিভাবে প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের কাছে রাখবো। গত জানুয়ারি মাস

থেকে প্রাইস কন্ট্রোল হবার ফলে এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশে চালের দর এই সময়ে অন্তত ২৫ থেকে ২৭ টাকার মধ্যে উঠে যেতো। কিন্তু প্রাইস কন্ট্রোল করার ফলে এখন অধিকাংশ জায়গায় চালের দর ২০ টাকা ৪০ নয়া পয়সা খুচরো এবং কিছু কিছু জায়গায় শিল্পাঞ্চলে ২১ টাকা ৬০ নয়া পয়সায় বিক্রি হচ্ছে। একথা আজকে যে যতই বলুন না কেন যে এই প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার সাকসেসফুল হয়নি সেটা বাস্তব দৃষ্টিতে সত্য নয়। আমরা বীরভূম জেলার কথা জোর করে বলতে পারি আপনি বীরভূম জেলার যে-কোন জায়গায় যাবেন—দেখবেন কন্ট্রোল দরে চাল পাওয়া যাচ্ছে। আমার বন্ধু মিহিরবাবু এখানে আছেন, তাঁকেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তাঁর সংগে এইমাত্র কথা হচ্ছিল যে, হ্যাঁ একথা সত্য যে ২০ টাকা ৪০ নয়া পয়সায় চাল পাওয়া যায়। এমন কি সাঁইথিয়া মিলে রিটেলারস, হোলসেলারস'রা চাল নিতে পারেন না এতখানি সাপ্লাই আছে। আমাদের বীরভূম জেলা গত বৎসর ২ লক্ষ টন সারপ্লাস চাল সারা বাংলাদেশকে খাইয়েছি। এ বৎসর যদিও সেরকম ভাল চাষ হয় নি কেননা ময়ূরাক্ষী ক্যানেল ঠিকমত জল সব জায়গায় দিতে পারে নি এবং সময়মত আকাশেও জল হয় নি, কাজেই আশা করছি যে, এই বৎসর আমরা এক লক্ষ টন সারপ্লাস চাল বাংলাদেশকে দিতে পারবো। কিন্তু কথা হচ্ছে এই কাজে সকলেরই সহযোগিতার প্রয়োজন। অবশ্য এই কথা আমি মনে করি না যে বিরোধী দল সহযোগিতা না করলেই খাদ্য ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে, রাজনৈতিক দল বিরোধীতা করেন এবং করবেনও। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যারা রাজনৈতিক দলে আছেন যদি তারা সমবেতভাবে মনে করেন এবং স্বীকার করেন, যে কথা আমাদের খাদ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতার প্রথমেই ওপন করেছেন যে, খাদ্যনীতি সারা ভারতবর্ষের এটা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু বাংলার জন্য দেখলে চলবে না, সমগ্র ভারতবর্ষকে যদি বিচার করি তাহলে আজকে আমাদের ভারত গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিতে হবে যে, বাংলাদেশের যে ডেফিসিট তা ভারত গভর্নমেন্টকে পূরণ করতে হবে। যদি এই জিনিসটা আমরা বিধানসভার সদস্য হিসাবে সমবেতভাবে দাবী করতে পারি যে, বাংলার যে ডেফিসিট তার পূরণ ভারত সরকারকে করতে হবে। তা হ'লে ঘাটতির জন্য ভাবনা থাকবে না। আজকে ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্যনীতি সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, যে ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্যনীতির জন্য বহু জায়গায় বহু অসুবিধা হয়েছে। বাংলাদেশে আজ চালের অভাব থাকতো না যদি যে জোন তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, এই ইস্টার্ন জোন-এ যার মধ্যে পশ্চিমবংগ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার আছে, যদি এর মধ্যে তারা মুভমেন্ট রেসট্রিকশন তুলে দিতেন। বর্তমান ভারতবর্ষের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় জানি না কি কারণে ইউ পি-র উপর তার বেশি দরদ, সারা ভারতবর্ষে জোন করে করে রাখলেন এবং তার মধ্যে মুভমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন—আর ইউ পি-কে খোলা রাখলেন। আজ যদি উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ছাড়া থাকতো তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশে ১৬ টাকা থেকে ১৭ টাকায় চাল পাওয়া যেতো। কিন্তু এখানে মুভমেন্ট রেসট্রিকশন করে দেবার ফলে সেখানকার সারপ্লাস স্টক আমরা আনতে পারছি না। যেটুকু আসবে তা গভর্নমেন্ট লেভেল-এ আসার মানে যে মাল ১০ দিনে আসতো সেটা ১০ মাসে এসে পৌঁছাবে এই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে।

কাজেই আমার বক্তব্য এখানে যে, আমাদের বিধানসভা থেকে এমন একটা প্রস্তাব করা হোক যাতে ভারত সরকার যে জোনাল সিস্টেম করেছে সেইটা না থাকে এবং এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ফ্রী মার্কেটে চাল আনতে পারি তার ব্যবস্থা করা হোক, জোনাল সিস্টেমের রেসট্রিকসন থাকা উচিত নয়। মধ্যপ্রদেশের যে খবর তাতে সেখানে মিলওনাররা ধান কিনতে পারছে না এত প্রোডাকশন হয়েছে। প্রচুর ধান গুদামে পড়ে আছে, চাষীদের দাম দিতে পারছে না, তাতে সরকার টাকা দিচ্ছে না বলে কিনতে পারছে না এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। যদি মধ্যপ্রদেশ থেকে এখানে ধান চাল আনবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আমাদের এখানে প্রাইস কন্ট্রোল যে সুশৃংখলরূপে চালাতে পারবো তা নয়, সারা বৎসর ১৬।১৭ টাকা দরে চাল খাওয়াতে পারবো। এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের পক্ষ থেকে এবং আপনার মাধ্যমে একথা বলি যে বিধানসভা থেকে এই প্রস্তাব করা হোক যে ভারতের খাদ্যনীতিতে জোনাল সিস্টেম না রেখে সমগ্র ভারতকে এক ইউনিট করে দেওয়া হ'ক।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এইমাত্র অমরবাবু যে কথা বলছিলেন যে, খাদ্যমন্ত্রীর প্রাইস কন্ট্রোল কার্যকরী হয়েছে আমার জেলায় দেখতে পাই ফল হচ্ছে উলটো। এই আইন হবার ফলে

গ্রামাঞ্চলে হাট বাজারে ধান চাল আসছে না, কেনা-বেচা হচ্ছে না, দ্বিতীয়তঃ যা কিছু ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, ক্যাশমেমো প্রাইস লেভেলের দর লিখে দিচ্ছে, নির্ধারিত দর লিখে দিচ্ছে কিন্তু লেনদেন যেটা হচ্ছে সেটা তার চাইতে বেশি। আমি এখানে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ বিষয়ে যে ক্যাশমেমোতে যে দর লিখে দিচ্ছে, আসলে তার চেয়ে বেশি দরে টাকা পয়সার লেন-দেন হচ্ছে কিন্তু এটা কি মাননীয় সদস্যেরা বিশ্বাস করেন যে ক্যাশমেমোর বাইরে বাড়তি যে দর নেওয়া হচ্ছে এটা অর্থাৎ নির্দিষ্ট দরের বাইরে যেটা সেটা কি তারা জমা দিচ্ছে? আমি বিশ্বাস করি না। মন্ত্রী মহাশয় যা বললেন তাতে গ্রামাঞ্চলের কথা বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি। গ্রামাঞ্চলের মানুষ রোজ কিনে খায় কিছু কিছু এখন পর্যন্ত যা বেচা বিক্রি হচ্ছে তাতে কোথাও কেউ প্রাইস কন্ট্রোল মানছে না। যারা বাংলাদেশের মানুষ ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ মানছে না ইট ইজ্ মাস ভায়োলেশন অফ দি ল। ক্রেতা-বিক্রেতা সকলে আইন অমান্য করে চলেছে। পুলিস বাজারে যাচ্ছে হামলা করছে পুলিসের সামনে ক্যাশমেমো দিচ্ছে কিন্তু পুলিস চলে গেলে ক্যাশমেমোর কোন ব্যাপার নাই। তাই অবস্থা কোন দিকে যাচ্ছে? আমরা দেখেছি আমাদের জেলায় লোকাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চেষ্টা করছেন এবং যেখানে অভাব কম সেখানে দর একটু কমের দিকে আছে বটে কিন্তু যে জায়গায় অভাব সে জায়গায় প্রাইস আরও বেড়ে যাচ্ছে। এবং এইটে অবস্থা দাঁড়িয়েছে—যেখানে অল্প বাড়তি সে জায়গার প্রাইস কন্ট্রোলের যে নির্দিষ্ট দাম সে দামে চাল মিলছে। আর যে জায়গা বেশ বাড়তি অঞ্চল সে জায়গায় কন্ট্রোলএর দরে ট্রানজাকশন হচ্ছে তবে এই জিনিস হবার ফলে যে সব পকেট জায়গা রয়েছে—রেসট্রিকশন থাকার দরুন সে জায়গায় দামটা কনফিউসড্ অবস্থায় রয়েছে।

[7-5—7-15 p.m.]

দ্বিতীয়ত এই যে অবস্থা এটা হচ্ছে টেম্পোরারী—ইট ইজ টেম্পোরারী ফ্যাক্টর। কিন্তু এটাকে পারমানেন্ট বলে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে আমি বলব ভুল করা হবে। আজ চাষী, যারা প্রডিউসার, তারা বাজারে তাদের ধান চাল বিক্রয় করতে আসছে বলেই এ অবস্থা হয়েছে। কিছু-দিন পরেই দেখা যাবে ধান চাল যখন বড় বড় স্টকিস্টদের হাতে চলে গিয়েছে তখন আর তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইতিপূর্বে নারায়ণবাবু বলেছেন যে চাল বাইরে চলে যাচ্ছে—এই রকম অবস্থা যদি হয় তাহলে দেশ এক বিরাট সংকটের দিকে চলে যাচ্ছে। এর প্রতিকার না করে নিশ্চিত সংকটের মধ্যে দেশবাসীকে ফেলে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। এ বিষয়ে আমি খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

খাদ্যমন্ত্রীকে আর একটা কথা বলতে চাই—তিনি আমাদের পরিষ্কার ঘোষণা করুন—এটা আমার একটা প্রশ্ন হিসেবে খাদ্যমন্ত্রীর কাছে রাখছি, তিনি আমাদের জানিয়ে দিন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কতটা খাদ্য তিনি আনতে চাইছেন। আর কতটাই বা বাইরে থেকে আনতে যাচ্ছেন। এই বিষয়টা যদি তিনি ঘোষণা করতে পারেন, তাহলে বাজারের ধান চালের প্রাইস তিনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আমি আশা করি খাদ্যমন্ত্রী সেটা এই অ্যাসেমব্লী হাউসে ঘোষণা করবেন।

Sj. Hansadhwaj Dhara:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যেমিন খাতে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। খাদ্য সম্বন্ধে যে সমস্যা সেকথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন। খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই খাদ্যের যে কোয়ানটিটির প্রবলেম সে নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এর সংগে কোয়ালিটির প্রবলেমও আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে খাদ্য খেয়েও মানুষের কিভাবে অসুখ করছে। কাজেই খাদ্যের যে কোয়ালিটির সমস্যা আছে সেটাও চিন্তা করা দরকার। এ ছাড়া খাদ্যের আর একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রবলেম। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সমস্যা হচ্ছে ফ্রি ফ্রম ট্রান্সপোর্ট বটলনেক, এটার সম্বন্ধে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। যদি খাদ্য সমস্যাকে সমাধান করতে হয় তবে হোর্ডিংএর ব্যাপার আছে সেটাও হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রবলেম। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই দেখবে কি করে হোর্ডিং বন্ধ

করা যায়। তারপর ইন্টার-স্টেট রেসট্রিকশন সেটা অমরবাবু বলছিলেন সেটাও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর অ্যা[illegible]স্টমেন্টএর মধ্য দিয়ে দুটো স্টেটএর মধ্যেই হোক বা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টএর সঙ্গেই হোক আলোচনা করে ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া খাদ্যের সঙ্গে আর একটা ফোর্থ প্রবলেম আছে সেটা ইকনমিক প্রবলেম যেটার সঙ্গে প্রেসার অফ পপুলেশনএর প্রশ্ন আছে। কাজেই খাদ্য সমস্যা সমাধান যদি তাড়াতাড়ি না করতে পারি অথবা এরকম কন্টিনিউড প্রবলেম যদি আমাদের দেশে থাকে তাহলে আমাদের প্ল্যান সাকসেসফুল হবে না, উপরন্তু ইমপোর্ট বেশি হতে থাকলে আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জএর ব্যাপার ত আছেই—সেখানে ঐ প্ল্যানকে নষ্ট করবে। কাজেই আমাদের কোয়ান্টিটি সম্বন্ধে যে কথা বিশেষ আলোচিত হয়েছে—এত ডেফিসিট কাজেই কোয়ালিটির কথা চিন্তা করা যাচ্ছে না। এখানে মন্ত্রী মহাশয় চায়নার কথা বলেছেন এবং যাতে এখানেও ইনটেনসিভ কাল্টিভেশনএর ব্যবস্থা হয় সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এই

proper application of more techniques conjunction with the possible extension of irrigation of the cultivation area would increase India's agricultural output.

ইনটেনসিভ কালটিভেশন কোন পদ্ধতিতে আমরা করব। যদি সেখানে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে না করতে পারি সেখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মিশনএর যে রিপোর্ট ছিল তারা বলছিলেন যে কাজেই আমাদের দেশে যে পদ্ধতি আছে যদি সেই পদ্ধতিতে আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারি সেইটাই আমাদের করা দরকার। সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে এন ই এস ব্লক বা অন্যান্য যে সমস্ত ব্লক রয়েছে—আমাদের খাদ্য সমস্যাটাকে আমরা জাতীয় সমস্যা হিসাবে বলছি—কাজেই এর একটা ওয়ার টাইম মেজার হিসাবে নেওয়া দরকার। বাংলাদেশে ৩৫ হাজার গ্রাম আছে। আমরা যদি এর ৩৫টি করে গ্রাম এক একটা খাদ্য ব্লকএ ভাগ করি তাহলে ১ হাজার ব্লক হবে। এই ১ হাজার ব্লকএ ইনটেনসিভ প্রোগ্রাম নেওয়া দরকার এবং সেখানে আমরা যদি প্রত্যেক ব্লকে যে পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে তা বাদ দিয়ে একটা একটা ফুড ব্লক- যেটা আমি নতুন করে বলছি—৩৫টা করে গ্রাম এক একটা ব্লকে দিন। সেখানে একজন সঞ্চালক, ২ জন কৃষিপণ্ডিত, একজন কো-অপারেটিভএর কর্মী, একজন সমবায় কর্মী থাকা দরকার। এবং এই কাজ করতে গেলে এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট, সমবায় ডিপার্টমেন্ট এবং ফুড ডিপার্টমেন্টএর একত্র হওয়া দরকার এবং এই কর্মীদের পিছনে কি পরিমাণ খরচ হতে পারে তার একটা এস্টিমেট আমি করেছিলাম। যদি একজন সঞ্চালককে ২৫০ টাকা মাইনে দিই এবং কৃষিপণ্ডিতকে ১০০ টাকা মাইনে দিই, যদি সমবায় কর্মীকে ১২৫ টাকা মাইনে দিই, কুটীরশিল্পের কর্মীকে যদি ১২৫ টাকা মাইনে দিই তাহলে মাসে ৭০০ টাকা লাগবে ব বছরে ৮ হাজার ৪ শত টাকা লাগবে। এবং এই ১ হাজার ব্লকে ৮৪ লক্ষ টাকা লাগবে। এবং এই সমস্ত ব্লক তাদের অঞ্চলের জমির অবস্থা দেখে মানুষের অবস্থা দেখে সেখানে তারা কি করে ইরিগেশনএ জল নিতে পারে, এই সমস্ত কাজের কর্তৃত্ব ঐ ব্লকের কর্মীদের উপর ছেড়ে দিতে হবে এবং ৫০ হাজার টাকা তাদের হাতে দিতে গেলে ৫ কোটি টাকা লাগবে। এই ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা যদি প্রতি বছর লাগে এবং এইভাবে যদি আমরা ইনটেনসিভ ড্রাইভ নিই ২ বছর তাহলে আমাদের ১১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা লাগবে। এখানে কথা হল যদি আমরা ওয়ার টাইম মেজার নিই এবং এই কাজে অগ্রসর হই তাহলেই এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আর যদি ডাইভার্জ করে দিই তাহলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, লোকে খেতে পাবে না। সেইজন্য বলছি অন্যগুলি বন্ধ করে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হোক তা না হলে দেশ বাঁচবে না। যদি খাদ্যের ডেফিসিট আমাদের পূরণ করতে হয় তাহলে আমাদের অন্য কাজ বন্ধ রাখতে হবে। খাদ্য বিভাগের দু বছর ১১।১২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরে কাজ আরম্ভ করতে হবে। আমাদের হাসপাতাল দু বছর বন্ধ থাক। সেই টাকা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের ইনটেনসিটি পূরণ করা হোক। এই যে ১ হাজার ব্লক হবে এতে আরো ভাল করে কাজ করবার জন্য আমরা ৫০টা করে ব্লক ডেপুটি মন্ত্রী বা পার্লি[illegible]। সেক্রেটারীকে ভার দিই, তারা সেই সমস্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখে যাতে কোন কাজকর্ম ব্যাহত না হয় সেই চেষ্টা করবেন। এই যে অফিস হবে এটা হবে মাটির ঘরের মধ্যে, কোন পয়সা খরচা হবে না। কাজেই এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতির চেষ্টা করা দরকার। আর একটা কথা বলে শেষ করতে চাই, আজকে টেস্ট রিলিফএর কাজ গ্রামের মধ্যে যা হচ্ছে তা সার্কেল অফিসার এন্ড করাপশনএর কথা বলা হচ্ছে, কেন না পদ্ধতির ভেতর ত্রুটি আছে বলে একজন—যে কোন লোক সে ভাল কি মন্দ অনেকক্ষেত্রে ঐ যে অ্যাডভাইসরি কমিটি করা হয়েছে তাতেও নেয় না

কমিটিতেও নেয় না, যে কোন লোককে টেস্ট রিলিফএর কাজে ভার দেওয়া হয় এবং তার ফলে তার অর্ধেক চুরি হয়ে যায়। আমি দেখছিলাম এই ধরনের হয়ত প্রভিশন বা সার্কুলার আছে যে অ্যাডভাইসরী কমিটির রেকমেন্ডেশন অনুসারে টেস্ট রিলিফএর কাজ হবে কিন্তু কোনখানেই তা হয় না। ঐ যে অ্যাডভাইসরী কমিটি যেটা রিলিফ অ্যান্ড ফুড অ্যাডভাইসরী কমিটি ইন এভরি ইউনিয়ন তাদের যদি বলা হয় যে খাদ্যের উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে তোমার ইউনিয়নএ কোন কোন স্কীম করা যায় তার প্রায়রিটী দিয়ে এবং স্কীমগুলোর পিছনে একটা করে কমিটি করে দিলে করাপশন কমে যাবে এবং খাদ্যের উৎপাদনের দিক দিয়ে একাজ ভাল হতে পারে। আর একটা কথা বলি, গ্রামের মধ্যে যে হাস্কিংএর কাজ হচ্ছে সরকার থেকে যদি আজ সেখানে ধান সরবরাহ করা হয় তাহলে গ্রামের মধ্যে যেখানে ধান ভাঙার কাজে রিলিফ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে সে কাজ চলতে পারে এ কথা বলে আমি বজেটকে সমর্থন করছি।

[7-15—7-25 p.m.]

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি হাওড়া জেলার মতন ঘাটতি জেলার কথা আলোচনা করতে চাই। হাওড়া জেলা প্রত্যেক বছরই ঘাটতি জেলা বলে বাহিরের খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। যেদিন থেকে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় খাদ্য দপ্তরের ভার নিয়েছেন সেদিন থেকে হাওড়া জেলার লোক দিনের পর দিন অনশনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। খাদ্যের দিক দিয়ে অব্যবস্থা হাওড়া জেলায় বরাবরই চলে আসছে। এর আগে হাওড়া জেলার প্রত্যেক থানাকে কর্ডন করে রাখা হয়েছিল। সেখানে যে সমস্ত চাল দেওয়া হোত, তা খাবার অযোগ্য এবং এর ফলে লোকে প্রায় দুর্ভিক্ষের সামনে এসে হাজির হয়েছে। বর্তমানে যে খাদ্যনীতি আমরা শুনছি তাতে বর্তমান বৎসর হাওড়া জেলায় অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। রেশনের দোকানে চালের অপর্যাপ্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত যে চাল দেওয়া হয় তা জনসাধারণের খাবার অযোগ্য। আপনারা চালের ব্যাপারে মিল মালিকের উপর অবাধ সুযোগ দিয়েছেন যার ফলে আজ এই অবস্থা হচ্ছে। মিল মালিকদের উপর হস্তক্ষেপ করলে আপনারা খাদ্য দেবার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু তা আপনারা করেন নি। সাধারণ কারবারীরা বলছেন যে মিল মালিকদের যে অবাধ অধিকার আপনারা দিচ্ছেন তাতে তারা ৩।৪ টাকা বেশি দাম নিচ্ছে। এর ফলে তারা চাল কিনতে পাচ্ছে না এবং ছোট ছোট কারবারীরা ধ্বংসের মুখে এসে হাজির হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে তাঁরা ধ্বংসের মুখে আসছেন, আর এক দিকে সাধারণ মানুষ বাজারে চাল না পাওয়াতে তারাও ধ্বংসের মুখে এসে হাজির হচ্ছে। চালের দাম সম্বন্ধে আপনি যে তথ্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য। আমাদের জেলার কথা বলতে পারি যে সেখানে ২০ থেকে আরম্ভ করে ২৭ টাকা পর্যন্ত চালের দাম উঠেছে। আমরা বরাবরই বলেছি যে ম্যাক্সিমাম প্রাইস, হোলসেল প্রাইস এবং রিটেল প্রাইসের মধ্যে ৩টা ওয়াটার টাইট কমপার্টমেন্ট করে দিন। কিন্তু আপনারা মিল মালিকদের স্বার্থের জন্য তা করেন নি বরং তাদের সুযোগ দিচ্ছেন। মডিফায়েড রেশনিংএর ব্যাপারে আমাদের এখানে যেসব চাল দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। ডোমজুড় থানার কথা বলতে পারি যে যেখানে ১২ হাজার মণ চাল সপ্তাহে দরকার সেখানে ৬ হাজার ৪৫০ মণ চাল দেওয়া হচ্ছে। এজন্য সেখানকার লোককে চোরাকারবারের উপর থাকবার ব্যবস্থা আপনারা করে দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে বিভিন্ন এলাকার সাধারণ চালের ব্যবসায়ীরা খাদ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন যে খোলা বাজারে যাতে চাল পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না, যার জন্য লক্ষ লক্ষ চালের ব্যবসায়ীরা আজ দুর্ভিক্ষের সামনে এসে হাজির হচ্ছে।

আমি এবার টেস্ট রিলিফ সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলতে চাই। রিলিফ ওয়ার্ক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে বইটা দিয়েছেন তাতে হাওড়ায় যে পরিমাণ দেখিয়েছেন সেটা অত্যন্ত অল্প। মাননীয় সদস্য জগন্নাথবাবু একটু আগে বললেন যে স্পীকার মহাশয়ের এলাকায় যা দেখান হয় তা নাকি দেওয়া হয় না। এই রকম বিভেদ নীতি ও পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবস্থা আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় করে আসছেন। ইলেকশনের সময় দেখবেন যে আপনার এলাকায় কিছু না গিয়ে সবই প্রফুল্লবাবুর এলাকায় চলে যাবে। আনন্দবাবু বললেন যে জগৎবল্লভপুর থানায় না কি একটা বড় চাষের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমার কনস্টিটুয়েন্সী—জগৎবল্লভপুর,

আমতা, ডোমজুড় প্রভৃতি থানাতে ৩ বৎসরে কোন ফসল হয় নি। এর ফলে সেই এলাকার জনসাধারণ আজকে অনশনের সম্মুখে এসে হাজির হচ্ছে। ডোমজুড় থানা অঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার কৃষি মজুর প্রায় বেকার হয়ে রয়েছে। এর আগে শ্রম দপ্তরের যে আলোচনা হয়ে গেল তাতে সাত্তার সাহেব এই লক্ষ লক্ষ কৃষি মজুরের কি ব্যবস্থা হবে সে সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। যাই হোক এই সমস্ত কৃষি মজুরদের জন্য একটা যেন ব্যবস্থা সত্বর করা হয়। ডোমজুড় থানায় যে কাজ হচ্ছে তা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে করান হচ্ছে। অর্থাৎ ৩ বছরের শুকনো বাঁধ মাটিতে সকাল থেকে খাটান হয় এবং তার জন্য মাত্র ৬।৭।৮ আনা মজুরী দেওয়া হচ্ছে। এ সম্বন্ধে বার বার বলেও কিছুই পরিবর্তন হয় নি। সেখানে টেস্ট রিলিফ যাতে বন্ধ হয় সেই ব্যবস্থাই তাঁরা করছেন। আমি সাহায্য মন্ত্রীকে শেষকালে এই কথাই বলব যে সত্যিসত্যি যদি তিনি মন্ত্রী থাকতে চান তাহলে এইভাবে দলাদলি করবেন না। অনশনক্লিষ্ট মানুষ যাতে সত্যিসত্যি খেতে পায় তার ব্যবস্থা করবেন। আর না হলে তিনি বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষমন্ত্রী হিসাবে, অত্যাচারী হিসাবে, জহ্লাদ হিসাবে পরিচিত হবেন।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ বছরে যে ফসল হয়েছিল সে সব খাজনা দিতে, ট্যাক্স দিতে, জিনিসপত্র কিনতে এবং ঋণ শোধ করতে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখন টেস্ট রিলিফের দরকার এবং দুস্থদের সাহায্যে রেশনিংএর জন্য তাগিদ আসছে। কাজেই এখনই তদন্ত করে এই সব সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হোক। গ্রামাঞ্চলে বর্ষাকালে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর হয় এবং সব সময় পৌঁছায় না। সেজন্য ইতাহার থানার মধুবন, পতিরাগ, দুর্গাপুর এবং হরিরামপুর অঞ্চলে এখন হতে স্টক করে রাখার দরকার। এ বছর বন্যা হওয়া সত্ত্বেও সেই বন্যা অঞ্চলে মোটেই রবিশস্যের বীজ দেওয়া হয় নি এবং এর ফলে জনসাধারণের একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চল থেকে নানা রকম উচ্ছেদ করার খবর আসছে। এই উচ্ছেদ যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে শস্য ফলনে যে ব্যাঘাত আসবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপনি জানেন যে এই অঞ্চলে ইতাহার থানাতে প্রত্যেক বৎসরই বন্যার জন্য রিলিফ দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে সেচ ব্যবস্থা করে কয়েকটা গেট নির্মাণ করে একটা পাকা ব্যবস্থা কখনও করা হয় না। আমাদের এখানে স্টেট কর্ডন আছে- অ্যান্টি-প্রফিটিয়ারিং অ্যাক্টে স্টেট কর্ডন আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিহারে যে প্রচুর পরিমাণে চাল চলে যাচ্ছে তা রোধের কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হল না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে ধাড়াই হাটে ২৪।২।৫৯ তারিখে ৪ জন এনফোর্সমেন্টের পুলিস গিয়ে গরীবদের ধান ধরে জোর করে বিক্রি করে দিয়েছে, অথচ যাদের বেশি ধান আছে তাদের ধান বিক্রি করবার কোন চেষ্টাই করে নি। আপনি জানেন দুর্ভিক্ষের সময় অনেকে ধান কর্জ নিয়েছে এবং জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়েছে। সেজন্য এখানে ঋণ সালিসী বোর্ডের মত বোর্ড বসিয়ে কবলা নাকচ করে দেওয়া হোক এবং তারা যাতে জমি ফেরৎ পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। বাজারে ধান ১২।১৩ টাকা এবং চাল ১৯।২০।২১ টাকা দরে অর্থাৎ গভর্নমেন্টের দরের চেয়ে অনেক বেশি। তারপর গভর্নমেন্টের সুপারফাইন রাইস পাওয়া যায় না এবং কোর্স রাইসটাই বাজারে ফাইন হিসাবে বিক্রি হচ্ছে। এইভাবে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় আপনারা ধান চালের যে দর বেঁধে দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি দামে ধানচাল বিক্রি হচ্ছে। আমরা বরাবরই বলছি যে ধান চালের উৎপাদনের যে খরচ তা সেচের কাজ বাদে ৩০ টাকার মতন বিঘা প্রতি খরচ হয়। কাজেই ধানের দাম যদি ১২।১৩ টাকায় বাঁধা যায় তাহলে কৃষকরা উচিত দাম পেতে পারে। পাটের দামও খুব কম। আজ সেজন্য পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ এসে দেখা দিচ্ছে। এখানে প্রত্যেক বারেই বন্যার ফলে ফসল হানি হচ্ছে। এই ফসলকে রক্ষা করার জন্য একটা গঠনমূলক প্রোগ্রাম গভর্নমেন্ট থেকে নেওয়া দরকার। বন্যার সময় যে ঋণ দেওয়া হয়, রিলিফ দেওয়া হয় তা যৎসামান্য এবং তাও আবার সেই ঋণ আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারি ও মাল ক্রোকের ভয় দেখান হচ্ছে। সেজন্য আমি বলব যে কেবলমাত্র ঋণ প্রচুর পরিমাণে দেওয়াই সমস্যা নয় বরং আসল সমস্যা হচ্ছে স্লুইস গেট ইত্যাদি করে যাতে ফসল রক্ষা পায় সেই ব্যবস্থা করা।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে অনেক মাননীয় সদস্য বোধ হয় ২৫ থেকে ২৮ জন হবে এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং ভাল ভাল কথা অনেকে বলেছেন। বিরোধী দলের

একজন বিশিষ্ট সদস্য মাননীয় শ্রীভূপাল পাণ্ডা মহাশয়ের বক্তৃতা সকলে মন দিয়ে শুনেছেন কি না জানি না তবে আমি খুব মন দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি এবং আমাদের বর্তমান খাদ্যনীতিকে কিভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে তার একটা চিত্র ভূপালবাবুর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। মূলতঃ তিনি আমাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থনই করেছেন। তিনি বলেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য চেষ্টা করছেন, পুলিশ গিয়ে যারা বেশি দামে বিক্রি করছে তাদের ধরছে তবে গোপনে পুলিস যখন চলে যাচ্ছে তখন তারা বেশি দামে বিক্রি করছে। এটা একটু আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা যদি সকলে মিলে চেষ্টা করি—শুধু পুলিস নয়—তাহলে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করতে পারা যাবে। ভুপালবাবু একথা স্বীকার করেছেন যে কোন কোন জায়গায় আমাদের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। চৌবে মহাশয়ও স্বীকার করেছেন যে কোন কোন জায়গায় হচ্ছে এবং তিনি অনেক ভুল ত্রুটি দেখিয়েছেন। আমি এর পূর্বেও বলেছি, আজকেও পুনরায় বলছি যে এই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, যেটা পশ্চিমবাংলা সরকার সাহসিকতার সংগে বা দুঃসাহসের সংগে গ্রহণ করেছেন তাকে কার্যকরী করতে হলে সার্থক করতে হলে সকলের সহযোগিতা দরকার।

[7-25—7-35 p.m.]

সেজন্য দাম বেঁধেই শুধু নিশ্চিন্ত নই আমরা, তার সংগে সংগে সরবরাহের ব্যবস্থাও করেছি—আমি পূর্বেই বলেছি আমার প্রারম্ভিক অভিভাষণে যে সরকারের তরফ থেকে প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ১৷৷০ সের চাল ও ১ সের গম দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, শুধু কলকাতা সহর বা শিল্পাঞ্চলে নয়, অন্যান্য জায়গায় যেখানে যেখানে ঘাটতি আছে, যেমন, মেদিনীপুরের ময়না থানা যেখানে বন্যায় ফসল নষ্ট হয়েছে - ভাল ফসলই হয়েছিল, কিন্তু বন্যায় ১৫৷৷০ আনা ফসলই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ কলকাতা সহরে যেমন রেশনের ব্যবস্থা হয়েছে তেমনি সব ঘাটতি এলাকায় সেই রকম ব্যবস্থা করেছি এবং বাড়িয়ে চলেছি। আসানসোল সম্বন্ধে একজন মাননীয় বন্ধু সদস্য বললেন যে, সেখানে এখনো কিছু কিছু ত্রুটি আছে—এসব ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে। যে অঞ্চলকে আমরা দেব সেখানে আমরা ১৷৷০ সের চাল এবং ১ সের গম দেব। খড়্গপুর সম্বন্ধে চৌবে মহাশয় যে কথা বললেন, সেখানে নাকি রেশন অফিসের অসুবিধা এসব অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। এবার খাদ্য সম্বন্ধে যে বিতর্ক হল তাতে উষ্মা খুবই কম প্রকাশ পেয়েছে এবং তাতে প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের নতুন নীতি সাফল্যমণ্ডিত হতে চলেছে। আমরা পশ্চিমবাংলায় যে নীতি গ্রহণ করেছি তা সাহসিকতার সংগে এককভাবে পশ্চিমবাংলায় রূপায়ণের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি তা সাফল্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে একথা বিরোধীপক্ষের কোন কোন মাননীয় সদস্যও উল্লেখ করেছেন। আমি বিশেষ করে বলব, জনসাধারণ যদি এই নীতির কার্যকারীতা প্রত্যক্ষ করতে চান তাহলে সরকারের নীতির সঙ্গে তাদের সহযোগিতা করা উচিত। একজন বিশিষ্ট নেতা বিরোধীপক্ষে, তিনি আমার কাছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও বলেছেন যে, আমাদের এলাকায় এই যে আপনারা ১৷৷০ সের চাল এবং ১ সের গমের বরাদ্দ করেছেন তাতে আমাদের মোটামুটি-ভাবে হপ্তার ৫ দিন চলে যাচ্ছে, ২ দিনের অভাব হচ্ছে। আর বেশি লোক ধরবেন না—সেই অঞ্চলে আমরা ৫ জন লোক গ্রেপ্তার করেছিলাম - তারা বেশি দামে—সামান্য বেশি দামে বিক্রি করছিল—তিনি আমাদের জোর করে বললেন, আর ধরতে যাবেন না, যা দিচ্ছেন তাতে ৫ দিন আমাদের চলছে, বাকিটার জন্য আমরা ২।৪ আনা বেশি দিয়ে খাব। এই যদি মনোভাব হয় তাহলে এই নতুন নীতি সাফল্যলাভ করতে পারবে না। আমি পুনর্বার বলছি যে, আমরা এই নীতি যা গ্রহণ করেছি তা ত্রুটিহীন, এবং আমরা এই নীতিকে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে চাই। একজন মাননীয় বন্ধু বলেছেন, মশাই, আমাদের এখানে অনেক বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি তাঁকে বলতে পারি, আমরা খবর পেয়েছি উড়িষ্যা থেকে আমাদের এখানে চাল আসছে। তবে কেউ যদি মাথায় করে ১০।১৫ সের নিয়ে চলে যায় সেটা আমরা বন্ধ করতে পারি না। আমরা এ খবরও পেয়েছি যে ট্রাকএ করে কোন চাল বাইরে যাচ্ছে না—(আপনি ভুল শুনেছেন, ট্রাক করে বাইরে চলে যাচ্ছে—ফ্রম দি অপোজিশন)—

Sj. Narayan Chobey:

খড়্গপুরে একটা ট্রাক ধরা পড়েছে—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যদি খরুগপুরে ধরা পড়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের কর্মচারীরা খুব সতর্ক আছেন। এই রকম ঘটনা হ'লে আমরা শাস্তির ব্যবস্থা করব। এখানে কাগজ সম্বন্ধে একটা কথা উঠেছে —মাননীয় বন্ধু সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী বলেছেন, কাগজ প'ওয়া যাচ্ছে না। আমি তাঁকে জানাতে পারি, ভারতবর্ষে কাগজের উৎপাদন বাড়ছে। ১৯৫৭ সালে ২ লক্ষ ১০ হাজার টন হয়েছিল, ১৯৫৮ সালে, ২ লক্ষ ১৫ হাজার টন—আশা করি যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আমদানি হচ্ছে তাতে ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টন উৎপন্ন হবে। কাগজের ব্যাপারে কতগুলি অসুবিধা আছে—বর্তমানে বাইরে থেকে কাগজ আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কাগজের চাহিদাও খুব বেড়েছে (আপনাদের পাবলিসিটির জনাই তো সব চলে যাচ্ছে—ফ্রম দি অপোজিশন) যাই হোক, অনেক দিক থেকেই বর্তমানে ক'গজের চাহিদা খুব বেড়ে যাচ্ছে। মোটা কাগজের বর্তমানে এখানে খুব উৎপাদন হচ্ছে, ফুল-স্কেপ কাগজের উৎপাদন খুব বেশি বাড়ে নি। সেজন্য কিছু কিছু অসুবিধা হচ্ছে। তারপর, এখানে আরেকটা কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কাগজ সম্পর্কে আমবা আমাদের সরবরাহ বিভাগ থেকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করি ন' এবং এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ইচ্ছাও আমাদের নাই, কারণ, এটা ভ'রত গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করেন—আমরা নিয়ন্ত্রণ করলেও সেই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করতে পারব না। (শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেনগুপ্তঃ প্রোকিওরমেন্টএর কথা বলুন)। প্রোকিওরমেন্ট আজ পর্যন্ত আমরা ২৬ হাজার টন লেভীর মারফৎ করেছি—তা বাদে আমরা ধান আবো কিনতে পারব। ১।।০ হাজার টন আমরা ধরেছিও ইতিমধ্যে। সেন্টার থেকেও যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা পাব। আরেকটা কথা এখানে হয়েছে বেবীফুড—গণেশ ঘোষ মহাশয় বলেছেন বেবীফুড আমবা নিয়ন্ত্রণ করে দিলেও পাওয়া যায় না—আমি যতদূর জানি আমাদের নিয়ন্ত্রিত দরেই বেবীফুড বিক্রি করছে। আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছিলাম—অভিযোগটা হচ্ছে, গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরী তাদের যে সমস্ত এজেন্ট আছেন সেই সমস্ত এজেন্টদের মধ্যে ডিসক্রিমিনেশন ও পক্ষপাতিত্ব করছে। আমরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলাম—ও'দের ৫২৩ জন ডিলার এবং অস্টারমিল্ক—ও'দের ২৮৮ জন ডিলার আছেন; আমরা কিছু কিছু খবরও পেয়েছিলাম এবং কয়েকজন লোককে ধরেছিলাম, যেমন, মেসার্স ফিনলে স্টোর্স, বাগ্রি মার্কেট, ক্যালকাটা, তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা মামলা করেছিলাম এবং সেই মামলায় তাদের শাস্তি হয়েছে—দিস হ্যাস এনডেড ইন কনভিকশন। যখনই আমাদের কাছে ওরকম খবর এসেছে আমরা এনফোর্সমেন্ট পাঠাচ্ছি—লোক ধর' হচ্ছে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করে শাস্তিরও ব্যবস্থা হচ্ছে। গণেশবাবু আরেকটি কথা বলেছেন, হরলিকস নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে—হরলিকস যাঁরা বাইরে থেকে আমদানি করেন তাঁরা বলছেন, আরেকটু দাম বাড়াতে হবে। আমাদের বিভাগে আমরা এটা পরীক্ষা করছি—হয়তো সামান্য দাম বাড়াতে হবে। তবে আমরা তখনই বাড়াব যখন অন্যান্য প্রদেশও বাড়াবে। তারপর, সুহৃদবাবু কয়লার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ওয়াগনএ যে কয়লা আসছে তা বাদে আমরা রোড পারমিট দিচ্ছি। হ্যাঁ, দিচ্ছি। ওয়াগনএ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে না আনতে পারা যায় তাহলে রোড পারমিট দিলে কনজুমাররাই তো লাভবান হবে। এখন যদি ৫ টন মাল পারমিটএ এসে এক টনের হিসাব না রাখে—এভাবে আন্দাজে বললে হবে না—যদি ধরিয়ে দেন সুহৃদবাবু তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা করব। সুহৃদবাবু আমাদের একজন কর্মচারীর কথা বলেছেন—আমি তাঁকে অনেকদিন ধরে জানি—তিনি বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং সততার সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৫৮ সালে আমরা ৯০টি নতুন লোককে দোকান দিয়েছি—

[7-35—7-45 p.m.]

১২৮টি দোকান আমরা করেছি এবং ৯০টি মতন নতুন দোকান দিয়েছি। আমাদের মোট দোকানের সংখ্যা কলকাতা এবং জেলা নিয়ে এখন ১০,৫০৭—এই হ'ল নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

টেস্ট রিলিফ সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। অনেকে বলেছেন টেস্ট রিলিফএর মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে। আমি বলব টেস্ট রিলিফএর মধ্যে দুর্নীতি থাকতে পারে। টেস্ট রিলিফ জিনিসটা খুব ব্যাপকভাবে হয় এবং এত জায়গায় হয় যে আমাদের পক্ষে এটা তদারক করা সম্ভবপর নয়, আমাদের এত কর্মচারী নেই। কাজেই টেস্ট রিলিফএর কিছু কিছু দুর্নীতি আছে। একজন বন্ধু বললেন প্রেসিডেন্ট অন্যায় করছেন, যিনি বলেছেন তিনি না জেনেই

বলেছেন, না জেনে বলেছেন জানি না। আমরা টেস্ট রিলিফএ দুর্নীতির খবর কোথাও পেলে তদন্ত করে, যদি দুর্নীতির প্রমাণ পাই তাহলে অভিযুক্তের আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করে থাকি। এরকম কতকগুলি কেস হয়েছে এবং এই নির্দেশ দিয়েছি যে কোন ইউনিয়ন বোর্ডএর প্রেসিডেন্ট আর পে মাস্টার হতে পারবে না। পে মাস্টারএর কথা বলতে গিয়ে একজন বক্তা বলেছেন যে, পুরুলিয়ার সৃষ্টিধর মাহাতো যিনি কংগ্রেসের লোক তাঁকে পে মাস্টার করা হয়েছে। কিন্তু যাকে পে মাস্টার করা হয়েছে তার নাম সৃষ্টিধর মাহাতো বটে, কিন্তু তিনি ফলতায় একজন কর্মচারীর কাজ করেন। কংগ্রেসকর্মী যে সৃষ্টিধর মাহাতো তিনি পে মাস্টার নন। এখানে যে ভুল সংবাদ পরিবেষণ করা হয় তার একটা নমুনা দিলাম। আমাদের গণেশবাবু ঠাট্টা করে বলেছেন যে এত লোক মরেছে, একটি মহিলা তার শিশুকে হত্যা করেছে, সেখানে বলা হ'ল তার চরিত্র ভাল নয় ইত্যাদি। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে যে রিপোর্ট পেয়েছি সেই রিপোর্ট ছেপে দিয়েছি। অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা আমরা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছি—মোট ৮৫টি খবর পাওয়া গিয়েছে—৮৪টি ক্ষেত্রে তদন্ত করা হয় এবং আমরা বলে দিয়েছি কোথাও স্টারভেশন ডেথ হয় নি। একজন বললেন হার্ট ফেইল করে মরেছে; তাহলে তো নিশ্চয়ই অনাহারেতে মরেছে। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বসে আছেন, তিনি বলুন আমাকে এখানে যত লোক হার্ট ফেইল করে মরেছে তার সব কি অনাহারে মরেছে? সেই মহিলা সম্বন্ধে আমার মাননীয় বন্ধু কালীপদ মুখার্জি কিছু করেছেন কি না জানি না। আমি খোঁজ করে দেখব তার বিরুদ্ধে কোন কেস হয়েছে কি না।

Sj. Ganesh Ghosh:

স্টারভেশন ডেথ রেকর্ড করার কোন ব্যবস্থা আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নিশ্চয়ই আছে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ মহাশয়া বলেছেন আপনি ৮৫টি নাম বের করলেন—৮৪টি তদন্ত করে খবর দিলেন, কিন্তু পুরুলিয়ার কি হল? তিনি বোধ হয় দেখতে ভুল করেছেন। ১৯৫৮ সালে অনাহারে মৃত্যুর যে খবর পেয়েছিলাম সে সম্বন্ধে ছাপিয়ে বিলি করেছি। পুরুলিয়া থেকে কিছু খবর পেয়েছিলাম, শ্রদ্ধেয় ডাঃ পি সি ঘোষ লিখেছিলেন এবং শ্রদ্ধেয়া লাবণ্যপ্রভা ঘোষ মহাশয়া জানিয়েছিলেন এবং আমি তদন্ত করে খবর পেয়েছিলাম যে পুরুলিয়ায় অনাহারে কেউ মরে নি। এটি ১৯৫৭ সালের খবর। ১৯৫৮ সালের কোন খবর পাই নি।

আজকে আমার মনে হয় আর বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। সব কথার উত্তর দেওয়া হয়েছে। যত ছাঁটাই প্রস্তাব আছে এই দুটো খাতে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমি যে ব্যয়বরাদ্দ উপস্থিত করেছি তার মঞ্জুরীর জন্য অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker: Except cut motions Nos. 27 and 45 of Grant No. 33 and cut motions Nos. 39 and 64 of Grant No. 41, I put the rest of the cut motions to vote.

(The rest of the cut motions were then put together and lost.)

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhuban Chandra Kar Mohapatra that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jagadananda Roy that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Khagendra Kumar Ray Choudhury that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54 - Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Sj. Amarendra Nath Basu that the demand of Rs 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jagadananda Roy that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jagat Bose that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanai Lal Bhattacharya that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sjkta. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj Shyama Prasanna Bhattacharya that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 2,61 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Janab Taher Hussain that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63-Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head '63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Banarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 2,61, 42, 000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—47

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—133

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Kanai Lal

Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 47 and Noes 133 the motion was lost.

[7-45—7-50 p.m.]

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 3,84,09,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—47

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova

Golam Yazdani, Janab
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Manoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Sankar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—133

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar

Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 47 and the Noes 133 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sub of Rs. 3,84,09,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" was then put and agreed to.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—47

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—132

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar

Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 47 and the Noes 132 the motion was lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 2,61,42,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—47

Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Banarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan

Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Sardar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—133

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar

Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 47 and the Noes 133 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 2,61,42,000 be granted for expenditure under Grant No. 41, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I take it that there will be no questions tomorrow.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, there will be questions tomorrow.

Mr. Speaker: All right—questions half an hour.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-50 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 10th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 10th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 208 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Non-availability of rice in open market

***96A.** (Short Notice.) (Admitted question No. *2859.) **Sj. Ganesh Ghosh:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state whether Government is aware that after the West Bengal Anti-Profiteering Act, 1958, came into force—

(*i*) rice has become unavailable in open market throughout the State of West Bengal at the controlled rates fixed by Government;

(*ii*) the retailers are not getting supply of rice from the wholesalers; and

(*iii*) wholesalers are expressing their inability to supply rice to the retailers?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps, if any, are being taken by Government in the above respect?

The Minister for Food, Relief and Supplies (The Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*)(*i*) No.

(ii) and (iii) Many retail dealers are not getting adequate supply of rice from wholesalers; wholesalers do not get sufficient supplies from the rice mills as most of the millers are unable to run their mills to normal capacity due to unwillingness of the producers of paddy to sell their surplus stocks.

(*b*) Government have arranged to meet the requirement of the consumers by supply of Government stocks of foodgrains through modified ration shops.

The number of midified ration shops and scale of ration have been increased for the above purpose.

Sj. Ganesh Ghosh:

রিটেইল ডিলার্স সাপ্লাই পাচ্ছে না—এই কমপ্লেইন্ট আপনাদের কাছে এসেছে তাদের রেগুলার সাপ্লাই দেবার কি ব্যবস্থা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা নিয়মিত সরবরাহ করবার জন্য চেষ্টা করছি—চেষ্টা করছি কলকাতার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার যা প্রয়োজন তা সরকারী স্টক থেকে দেব এবং সাথে সাথে বন্দোবস্ত করেছি যাতে রিটেইলার বা হোলসেলারদের কাছ থেকে পায়, হোলসেলাররা মিলের কাছ থেকে পায় আর মিলওয়ালারা প্রডিউসারদের কাছ থেকে পায়।

Sj. Ganesh Ghosh:

হোলসেলাররা বর্তমানে রিটেইলারদের সাপ্লাই করছে না। আপনিও চাপ দিতে পারছেন না—অতএব গভর্নমেন্টের স্টক থেকেই কি দিতে হবে? না কি হোলসেলারদের বাধ্য করবেন দিতে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যদি হোলসেলাররা চাল না পায় তাদের কি করে বাধ্য করব?

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনারা কি সাপ্লাই করবেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আজ্ঞে না।

Sj. Ganesh Ghosh:

রিটেইলারদের বিক্রি করবার জন্য হোলসেলাররা দেবে না, চাল আপনারাও দেবেন না, তবে তারা পাবে কোথায়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ধানকলে যদি চাল থাকে হোলসেলাররাও পাবে, রিটেইলাররাও পাবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনারা রিকুইজিশন করছেন না কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

রিকুইজিশনের প্রশ্ন ওঠে না। বলেছি ত হোলসেলাররা পেলে, রিটেইলাররাও পাবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

ধানকলগুলি রিটেইল সেল করছে এ খবর কি আপনি জানেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরাই অনুমতি দিয়েছি। নিশ্চয়ই জানি।

Sj. Ganesh Ghosh:

ধানকলগুলি রিটেইল সেল করে—বলছেন তাহলে রিটেইলারদের সাপ্লাই করতে এনফোর্স করবে না কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ধানকলগুলি রিটেইল সেল করছে—নিছক রিটেইলারদের।

Sj. Gopal Basu:

ধানকলের মালিকরা রিটেইল সেলের যে পারমিট পায় তাতে তারা বাজারে বিক্রয় করতে পারে, কিন্তু তা বিক্রয় না করে তারা কৃত্রিম চালের অভাব সৃষ্টি করছে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কোন রকম পারমিটের ব্যবস্থা নাই।

Sj. Sunil Das:

আপনি বলেছেন—মিল মালিকেরা ধান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাচ্ছে না—due to unwillingness of the producers to sale their stock. কেন তাদের এরকম আনউইলিংনেস হয় বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তারা মনে করেছে—ধান ধরে রাখতে পারলে মূল্য বাড়বে।

Sj. Subodh Banerjee:

এই কলকাতায় এবং আশেপাশে যে ৪০টা ধানকল আছে তা প্রায় বন্ধ হয়ে আছে ধানের অভাবে। সরকার বলেছেন উড়িষ্যা থেকে ধান এলে তাদের দেবেন সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

উড়িষ্যা থেকে ধান কিছু এসেছে, এবং শুধু কলকাতার মিলে নয়, অন্যান্য মিলেও আমরা দেবার জন্য চেষ্টা করছি।

Sj. Subodh Banerjee:

কবে নাগাদ তা পাবার কথা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমিত বলেইছি, কিছু ধান এসেছে এবং তা দেবার চেষ্টা করছি, দুদিনের মধ্যে হতে পারে, ৫ দিনেও হতে পারে, দশ দিনেও হতে পারে—নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি জবাবে বলেছেন—(বি)-তে

Government have arranged to meet the requirement of the consumers by supply of Government stocks of foodgrains through modified ration shops

প্রশ্ন যা করা হয়েছে তাতে আছে নির্দিষ্ট যে মূল্য সেই নির্দিষ্ট মূল্যে খোলাবাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না—রেশন সপের মারফৎ যে রেশনের চাল পাওয়া যাচ্ছে সেখানেও উপযুক্ত মত চাল পাই না—

Mr. Speaker: Kindly read the heading of the question 'Non-availability of rice in open market.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার আপনি 'বি' টা দেখুন—ও'র কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে—খোলাবাজারে নির্দিষ্ট দরে চাল পাওয়া যাচ্ছে না—ও'র জবাবে উনি রেশন সপের কথার অবতারণা করেছেন, সেইজন্যই আমি ঐ প্রশ্ন করেছি।

Mr. Speaker: I have not understood your question.

আমি যতটা ধরতে পেরেছি—তাতে ইওর কোয়েশ্চেন ইজ সেলফ কনট্রাডিকটরী।

your question is self-contradictory.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে খোলা বাজারে চাল না পাওয়ার সম্পর্কে রেশন সপের কথা উঠে কি করে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যেহেতু খোলা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না সেইজন্য রেশন সপ মারফৎ নির্দিষ্ট মূল্যে চাল সরবরাহ করছি।

Sj. Haridas Dey:

অ্যান্টি প্রফিটিয়ারিং অ্যাক্ট চালু হবার আগে বা পরে কত রেশন সপ হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কলকাতায় ১১০৮ এবং মফস্বলে ৭৭১৮টা।

Sj. Haridas Dey:

আগে যা ছিল তার চেয়ে কি বেড়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কিছু বেড়েছে। তবে কত তা না দেখে বলতে পারব না।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি দেড় সের চাল ও এক সের গম যে মডিফায়েড রেশন সপ মারফৎ দেওয়া হচ্ছে তা কর্নাসউমারদের রিকোয়ারমেন্টের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়? তাদের রিকোয়ারমেন্ট কি তাতে মিট করছে?

Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That is a matter of opinion.

Sj. Bankim Mukherji:

অ্যান্টি প্রফিটিয়ারিং অ্যাক্টে প্রডিউসার্সরা পড়ে কি না? যদি পড়ে গভর্নমেন্ট প্রডিউসার্সদের কাছ থেকে রিকুইজিশন করতে পারেন। উনি উত্তরে বলেছেন—দে আর আনউইলিং টু সেল। যদি আনউইলিং থাকে তাহলে সেখান থেকে ধান রিকুইজিশন করার পরিকল্পনা আছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি মাননীয় সদস্য বঙ্কিমবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আমরা ধান চালের ব্যাপারে অ্যান্টি প্রফিটিয়ারিং অ্যাক্ট জারি করি নাই। এসেনসিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট জারি করেছি। তার পরে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছি যে প্রয়োজন হলে প্রোডিউসারদের কাছ থেকে ধান নেব। এবং আমরা ইতিমধ্যে রিকুইজিশন আরম্ভ করেছি।

Sj. Bankim Mukherji:

প্রয়োজন কি এখনো মনে করছেন না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি ত বললাম—আমরা রকুইজিশন আরম্ভ করেছি।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রোডিউসার বলতে ছোট ছোট চাষীদেরও মনে করেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

প্রোডিউসার মানে—ছোট, মাঝারী, বড় সব।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

ছোট ছোট চাষীর ঘরে কি ধান আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না থাকলে নেওয়া হবে না।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

ছোট প্রোডিউসার বা মাঝারী প্রোডিউসারদেরও ঘরে এখন আর ধান নাই, তাদের ধান এখন বড় বড় মহাজনদের ঘরে।

নো রিপ্লাই।

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Niranjan Sengupta:

আমি জিজ্ঞাসা করছি যে আপনারা মডিফায়েড রেশনিং সপ মারফৎ ১½ সের করে যে চাল দেন তার বাহিরে যদি একটা পরিবারের বা একজন লোকের চালের দরকার হয় তাহলে তার সাপ্লাই এনসিওর করার কি ব্যবস্থা করেছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমি একশবার বলেছি স্ট্যাটুটারী রেশনিং যখন ছিল তখন আমরা ২ই সের করে চাল দিতে পারি নি। আমি এজন্য বলছি যে খোলাবাজারে এখন কোলকাতা সহরে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাল পাওয়া যাচ্ছে আমাদের নির্ধারিত মূল্যে।

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোর্স, মিডিয়াম চালগুলো বাজারে সুপারফাইন বলে বিক্রি হচ্ছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সুপারফাইন বলে কোর্স চাল বিক্রি হচ্ছে কি না তা আমি অন্ততঃ শুনি নি।

Mr. Speaker: It is a general question. It does not arise.

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মন্ত্রী মহাশয়ের মতে কনজ্যুমারদের অ্যাভারেজ উইকলি রিকোয়ারমেন্ট কত?

Mr. Speaker: It does not arise.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

রিটেল সপের যাদের লাইসেন্স আছে তারা খোলাবাজারে বিক্রি করার জন্য চাল পাচ্ছে এবং এইরকম দোকানের লিস্ট মুখ্যমন্ত্রীর মারফৎ আপনার কাছে পাঠান হয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই সমস্ত দোকানে স্টক থেকে চাল সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

না।

Sj. Sunil Das:

পশ্চিমবাংলায় সারপ্লাস স্টক কত আছে তার কোন হিসাব আপনার কাছে আছে কি?

Mr. Speaker: It does not arise.

Suspension of realisation of rents and cesses in distressed areas of Nandigram police-station

*11. (Admitted question No. *1301.) **Sj. Bhupal Chandra Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, নন্দীগ্রাম থানার ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া বৃষ্টির অভাবে ফসলহানি ঘটিয়াছে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, সরকার স্থানীয় অধিবাসীদের দেয় রাজস্ব আদায় ব্যাপারে সার্টিফিকেট জারী বন্ধ করার কথা বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha):

(ক) অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ব্যাপক শস্যহানি ঘটে নাই।

(খ) যদি কোন অঞ্চলে দুর্গতি দেখা দেয়, তাহা হইলে সেখানে কিভাবে সার্টিফিকেট জারী করা হইবে বা হইবে না সে সম্বন্ধে কলেক্টারদের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার একটি অনুলিপি লাইব্রেরী টেবিলে রক্ষিত হইল।

Sj. Saroj Roy:

ঐ থানাতে কোন কোন ইউনিয়নে শস্যহানি হয়েছে তার হিসাব আপনার আছে কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

প্রশ্ন ছিল থানা সম্বন্ধে। সেজন্য আমার কাছে থানার হিসাব আছে, ইউনিয়নের কোন হিসাব নেই।

Sj. Saroj Roy:

থানাতে কত পারসেন্ট শস্যহানি হয়েছে সেটা জানা আছে কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

থানাতে কত পারসেন্ট শস্যহানি হয়েছে তার হিসেব নেই। কালেক্টার রিপোর্টে লিখেছেন যে ব্যাপক শস্যহানি হয় নি। কারণ এ বছরের এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, অন্যান্য সাবডিভিশনে ১১ মণ করে ধান হয়েছে—তবে কোথাও ৯½ মণ হয়েছে, কোথাও ১০ মণও হয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

সার্টিফিকেট জারির সঙ্গে সঙ্গে মাল ক্রোক করা হচ্ছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এ প্রশ্নের উত্তর বহু আগে দেওয়া হয়েছিল এবং এটা সম্বন্ধে আমি পরে কিছু বলব।

Remission of rent in the distressed areas of Carbeta and Keshpur police-stations

***12.** (Admitted question No. *893.) **Sj. Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Dapartment be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বর্তমান বৎসর গড়বেতা ও কেশপুর থানা এলাকায় জলের অভাবে ফসলহানি হইয়া লোকে দুরবস্থায় পড়িয়াছে; এবং

(খ) সত্য হইলে, গত বৎসরের খাজনা বর্তমান বৎসরে আদায় করা স্থগিত ও বর্তমান বৎসরের খাজনা মকুব করার কথা মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA):

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ১৩৬৪ সালে গড়বেতা থানায় শতকরা ৬৬ ভাগ ও কেশপুর থানায় ৫০ ভাগ ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ১৩৬৩ সালে প্রচুর ফসল হইয়াছিল। কালেক্টারগণ এবিষয়ে তৌজি ম্যানুয়াল-এর ১৬ অধ্যায় অনুসারে কাজ করিবেন। ব্যক্তিবিশেষের অক্ষমতার কথা বিবেচনা করিবার ক্ষমতা কালেক্টারদের আছে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

With your permission I want to add

এ প্রশ্নটা বহু পুরানো বলে আমি আর একটু অ্যাড করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে মধ্যে মধ্যে শস্যহানি হয় এবং এরকম খাজনা মকুবের অনুরোধ আসে। সে সম্বন্ধে তৌজী ম্যানুয়েলএর ১৬ অধ্যায়ে যে কথা আছে, তা ছাড়াও কয়েকটা অর্ডার দেয়া হয়েছে—সেটা আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে রাখতে চাই। একটা হচ্ছে বোর্ডস অর্ডার নং ৩৩০।১৪।বি ডেটেড ১৯-২-৫৮ তার মধ্যে একটা কথা বলা হয়েছে যে, কালেক্টার তৌজী ম্যানুয়েলের যে নির্দেশ সেই অনুসারে যেন নজর রেখে চলেন। দ্বিতীয়তঃ প্রেসার ফর পেমেন্ট—যেখানে যেখানে ড্রট আছে, ফ্লাড এরিয়া সেখানে ভলান্টারি পেমেন্ট হবে এদিকে নজর যেন রাখা হয়। থার্ড হচ্ছে কোন্ কোন্ খানে রেমিশন দিতে হবে কালেক্টারের কাছ থেকে স্টেটমেন্ট চেয়েছি। ৫ জন কালেক্টারের কাছ থেকে রেমিশন স্টেটমেন্ট এসেছে, বাকীগুলি আসে নি। তারপর একটা বলে দিয়েছি যেগুলি ফ্লাড অ্যাফেকটেড এরিয়া হয়েছিল—১৯৫৬ সালে সেখানে চৈত্র মাসের মধ্যে তারা যদি বকেয়া মিটিয়ে দেন তাহলে কোন সুদ নেওয়া হবে না। অন্য এলাকায় যেগুলি সেখানে ১৩৬৪ সালের বকেয়ার কোন সুদ নেয়া হবে না।

Sj. Saroj Roy:

১৩৬৫ সালে অর্থাৎ গত বছরে ঐ দুটো অঞ্চলে যে ফসলহানি হয়েছে তার কোন হিসাব আছে কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

প্রশ্নটার দেড় বছর আগে জবাব দেয়া হয়েছে।

Sj. Ramanuj Haldar:

১৩৬৪ সালের খাজনার সুদ নেয়া হচ্ছে একথা কি সত্য?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আমি বলতে পারি না, কারণ বোর্ডের সার্কুলার মত্র ৭।৮ দিন আগে ইস্যু হয়েছে।

Sj. Ramanuj Haldar:

নোটিস দেওয়া হয়েছে যে সুদ সহ আদায় না দিলে সার্টিফিকেট জারি হবে! এটা জানেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

কয়েকদিন আগে মাত্র সার্কুলার গেছে।

Sj. Subodh Banerjee:

যাদের নেয়া হয়েছে তাদের কি হবে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

সেটা আ্যাডজাস্ট করা হবে।

Sj. Saroj Roy:

এই যে বলেছেন ব্যক্তি বিশেষের অক্ষমতার কথা বিবেচনা করিবার ক্ষমতা কালেক্টারদের আছে। যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন—তারা কি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে দরখাস্ত করবেন কালেক্টরের কাছে?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

তৌজী ম্যানুয়েলের তাই নিয়ম।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

কোন কোন জেলার কালেক্টরের স্টেটমেন্ট পেয়েছেন বলবেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

যে রিপোর্ট এসেছে তার মধ্যে দেখছি দার্জিলিং, বীরভূম, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, ওয়েস্ট দিনাজপুরের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। বর্ধমানের একটা প্রাথমিক রিপোর্ট এসেছে বাকি-গুলো এখনও আসে নি।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মেদিনীপুর জেলার কালেক্টরের কোন রিপোর্ট পেয়েছেন কি?

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

আমার কাছে কোন খবর আসে নি।

Sj. Saroj Roy:

মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের কালেক্টার আমাদের জানিয়েছেন যে তিনি রিপোর্ট দিয়েছেন। জানেন ত জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

Temporary settlement of Government lands by the side of Maida-Jiban Mandal's Hat, Jaynagar police-station

***13.** (Admitted question No. *189.) **Sj. Renupada Halder:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state if temporary settlements in respect of Government lands by the side of Maida-Jiban Mandal's Hat Road in Joynagar police-station, district 24-Parganas, have been made by Government with peasants?

(b) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether old lease-holders were given an opportunity to be heard;
(*ii*) whether landless peasants and agricultural labourers were given preference; and
(*iii*) whether announcement of such settlement was made by beat of drums and otherwise?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha): There is no Government land by the side of the road and as such the question of temporary settlement of the lands by Government does not arise.

Irrigation schemes for Purulia district

***97.** (Admitted question No. *1661.) **Sj. Nakul Chandra Sahis:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

সরকার জানাইবেন কি যে, আগামী আর্থিক বৎসরে পুরুলিয়ার জন্য কি কি সেচ পরিকল্পনা রহিয়াছে?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলির তদন্তকার্য শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে। তদন্তের পর পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী মনে হইলে, এ বৎসর দুই-একটির কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে:

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা

(১) আহিরি জলাধার পরিকল্পনা (থানা—পারা)।
(২) কেন্টবাজার সেচ পরিকল্পনা (থানা—বাগমুন্ডি)।
(৩) বিসরামজোর সেচ পরিকল্পনা (থানা—নিটুরিয়া)।
(৪) উৎলা পরিকল্পনা (থানা—রঘুনাথপুর)।

বৃহৎ পরিকল্পনা

(১) শাখানদী (সহরাজোর) সেচ পরিকল্পনা (থানা—ঝালডা)।
(২) আপার কংসাবতী পরিকল্পনা (আপার কংসাবতী প্রজেক্ট) (থানা—মানবাজার, পুঞ্চা ও হুরা)।

শেষোক্ত পরিকল্পনা-দুইটির তদন্তের কাজ শেষ হইতে ২-১ বৎসর সময় লাগিবে। উহাদের তদন্তের প্রারম্ভিক কার্য চলতি বৎসরেই আরম্ভ করা যাইবে।

Resuscitation and drainage of Monikarnika Kandar in Birbhum district

*98. (Admitted question No. *1463.) **Sj. Gobardhan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় মোরেশ্বর থানায় কুন্ডলা ও ঝিকড্ডা ইউনিয়নের মধ্য দিয়া মণিকর্ণিকা নামে যে নদী বা কাঁদর গিয়াছে, তাহা মজিয়া যাওয়ায় উভয়তীরস্থ গ্রামগুলির প্রায় ৩,০০০ বিঘা ধানী জমি জলে ডুবিয়া যায় ও ধান পচিয়া যায়; এবং

(খ) সত্য হইলে, উক্ত মণিকর্ণিকার সংস্কার এবং জলনিকাশের ব্যবস্থা করার কথা সরকার বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Extension of distributaries of Damodar Canal and D.V.C. Canals

*99. (Admitted question No. *1315.) **Sj. Phakir Chandra Ray:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that a number of applications for the extension of the existing distributaries of the Damodar Canal have been lying before the Executive Engineer, Damodar Canal Division, Burdwan; and

(*ii*) that a number of applications for the extension of the existing distributaries of the Damodar Canal have been lying before the Executive Engineer, Damodar Valley Corporation, Burdwan?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the number of applications received by the Executive Engineer, Damodar Canal Division, Burdwan, up till now;

(*ii*) The number of applications received by the Executive Engineer, Damodar Valley Corporation, Burdwan, up till now;

(*iii*) the respective areas of applications;

(*iv*) the acreage the applications seek each to be irrigated;

(*v*) the schemes selected for execution before the onset of the monsoon; and

(*vi*) the executing authority?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji): (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Six.

(*ii*) Four.

(*iii*) All of the applications received by the Executive Engineer, Damodar Canal Division, relate to the extension of some distributaries of the main Damodar Canal. Of these, one each relates to extension of (*a*) distributary No. 6L/1 for benefit of the mouza Fazalpur in police-station Manteswar, (*b*) distributary No. 6F for benefit of the mouzas Bhandaldihi,

Bandul, Balsia, etc., in police-station Burdwan, and (c) distributary No. 1 for benefit of the mousas Mitrapur, Amarun, Gaghia, etc., in police-station Bhatar and three relate to extension of (d) distributary No. 1 for benefit of the mousas Sundalpur, Vikrampur, Naldanga, etc., in police-station Galsi. Each of the four applications received by the Executive Engineer, Damodar Valley Corporation, relates to the mousas (a) Galsi, Kaitra, etc., in police-station Galsi, (b) Mohanpur, Ghoshkamalpur, etc., in police-station Galsi, (c) Delua in police-station Mongalkot and (d) Haragram in police-station Bhatar.

(iv) In the applications addressed to the Executive Engineer, Damodar Canal Division, the following acreages are sought to be irrigated.

(a) About 160 acres.

(b) About 800 acres.

(c) About 720 acres.

(d) About 1,200 acres.

Regarding the applications received by the Executive Engineer, D.V.C., the acreages to be irrigated are as follows:

(a) About 2,500 acres.

(b) About 1,000 acres.

(c) About 500 acres.

(d) About 200 acres.

(v) None.

(vi) Does not arise.

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Phakir Chandra Ray:

আমার (ডি) প্রশ্নে ছিল বর্ষা আসার আগে কয়টা খাল কাটা হতে পারে? তার উত্তরে আপনি নান্ বলেছেন। এখন আমার সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন হচ্ছে—গত বৎসর পেরিয়ে গিয়েছে আগামী বর্ষার পূর্বে কয়টি খাল কাটা হবে, সংবাদ দিতে পারেন কি?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukharji:

না, কোন কিছু স্থির করা হয় নি।

Silting up of the Kuye river, district Birbhum

***100.** (Admitted question No. *992.) **Sj. Gobardhan Das and Dr. Radhanath Chattoraj:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) সরকার অবগত আছেন কি যে—

(১) বর্ষা শেষ হইলে কুয়ে নদীর মোহনায় মাছ ধরিবার জন্য খাটাল দেওয়া হয়,

(২) বোরো ধান্য চাষের জন্য এবং অনাবৃষ্টি হইলে আমন ধানের জমিতে সেচ দিবার জন্য স্থানীয় চাষীরা উক্ত নদীতে মাটির বাঁধ দিয়া থাকে, এবং

(৩) সে-কারণে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় নদীগর্ভে পলি জমিয়া থাকে; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) (১) এবং (২) না। বোরো ধানের চাষের জন্য ডিসেম্বরের শেষে বাঁধ দেওয়া হয়। কিন্তু আমন চাষের জন্য কখনও বাঁধ দেওয়া হয় না।

(৩) কিছুটা হইতে পারে।

(ঘ) কোনও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন নাই।

UNSTARRED QUESTIONS
(answers to which were laid on the table)

Drainage of Khandaghosh Beel in Khandaghosh police-station

41. (Admitted question No. 224.) **Sj. Pramatha Nath Dhibar:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, খণ্ডঘোষ থানার খণ্ডঘোষ বিল সংলগ্ন জমির ফসল জল-নিষ্কাশনের অভাবে প্রতি বছর নষ্ট হয়;

(খ) সত্য হইলে, তাহার আনুমানিক বাৎসরিক পরিমাণ কত;

(গ) এই বিল কখনও সার্ভে করা হইয়াছিল কিনা; এবং

(ঘ) জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য সরকারের কোন দীর্ঘমেয়াদী অথবা স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা আছে কি?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) বিল এলাকায় অত্যধিক বৃষ্টিপাত বা দামোদর নদে অত্যধিক বন্যা হইলেই বিলের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(খ) ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কোন রেকর্ড নাই। উহা বন্যা ও বৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) এই এলাকার জল-নিষ্কাশনের জন্য খণ্ডঘোষ-মুলকাটি শাখা খাল পরিকল্পনা নামে একটি পরিকল্পনা ১৯৫৩ সালে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই বিল-এর উপর দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনার কি ফলাফল হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর এই বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে।

Closure of Lalpool Bridge, Diamond Harbour, to heavy vehicles

42. (Admitted question No. 930.) **Sj. Ramanuj Halder:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, চব্বিশপরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারস্থ "লালপুল" নামক সেতুটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে;

(খ) সত্য হইলে, ইহার কারণ কি;

(গ) কতদিন পূর্বে উক্ত সেতুটি সংস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে;

(ঘ) উক্ত সেতু বন্ধ হওয়ায় মহকুমার জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে তাহা সরকার কি অবগত আছেন; এবং

(ঙ) অবগত থাকিলে, উহার [illegible] কি ব্যবস্থা [illegible] হইয়াছে?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kuma Mukherji):

(ক) না। শুধু ভারি যানবাহন, বাস ও লরির যাতায়াত বন্ধ করা হইয়াছে। হালক যানবাহনকে সেতুটি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে।

(খ) সেতুটির বর্তমান অবস্থায় উহার উপর দিয়া ভারি যানবাহনের চলাচল নিরাপদ নয়।

(গ) ১৯৫০ সালে সেতুটি মেরামতের জন্য একটি এস্টিমেট প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্ ইহার পাশেই নূতন একটি সেতু প্রস্তুত করা স্থির হওয়ায় উপরোক্ত এস্টিমেট পরিত্যক্ত হয়।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) বর্তমান সেতুটির পাশেই একটি নূতন সেতু প্রস্তুত করা হইতেছে। জুন মাসের মধে উহার উপর দিয়া সকল প্রকার যানবাহন চলিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বর্তমানে সকল ভারি যানবাহন আমতলা হইতে বারুইপুর-জয়নগর রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতেছে বাস (bus) খালের অপর পাড়ে থামিতেছে।

Development of the River Research Station, Galsi

43. (Admitted question No. 1354.) **Sj. Phakir Chandra Ray:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state if it is a fact—

(i) that the Navigation Canal, D.V.C., passes about a mile away fron the River Research Station at Galsi, district Burdwan;

(ii) that as a result the River Research Station at Galsi has beer assured of perennial source of water-supply without cost; an

(iii) that in respect of water-supply the position at the Galsi Rive Research Station is better than that of the Haringhata Rive Research Station?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Ministe be pleased to state what steps, if any, Government propose to take t develop it as a full-fledged River Research Station?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kuma Mukherji): (a)(i) Yes.

(ii) No. The water level in the canal is about 5 feet below the groun level of the Galsi Model Station.

(iii) No. The water from the canal will have to be pumped for use a the Model Station which involves heavy recurring and non-recurrin expenditure.

(b) Does not arise.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Special Cadre Primary School

***101.** (Admitted question No. *1392.) **Sj. Gobardhan Pakray:** Wil the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased t state—

(ক) "বিশেষ পর্যায়" (Special Cadre) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি স্থায়ী হইয়াছে কিনা এবং

(খ) স্থায়ী অনুমোদন লাভ করিতে দেরী থাকিলে, কতদিন নাগাত এই বিশেষ পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি জেলা স্কুলবোর্ডের অধীনে আসিবে?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) স্বাস্থ্যরিয়ের বিচারে এই "বিশেষ পর্যায়"-এর অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলি এবং জেলা স্কুলবোর্ড-পরিচালিত অন্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

(খ) জেলা স্কুলবোর্ড নিয়মানুসারে বিচার করিয়া সে সিদ্ধান্ত করিবেন।

Sj. Gobardhan Pakray:

স্পেশাল ক্যাডার স্কুলগুলি সংস্কারের জন্য বা মেরামতের জন্য স্কুল বোর্ডের গ্রান্ট থেকে টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

রেকগনাইজড স্কুল হলে, তবেই বোর্ড টাকা দিতে পারেন।

Sj. Saroj Roy:

আপনি (ক)-তে বলেছেন বিশেষ পর্যায়এর অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলি এবং জেলা স্কুল-বোর্ড পরিচালিত অন্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোন কিছু তফাত নেই। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে তফাত রয়েছে। যেগুলি স্পেশাল ক্যাডার স্কুল, সেগুলিকে পারমানেন্ট করতে অত্যন্ত দেরী হচ্ছে, তার কারণ কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সেটা আপনার জানা থাকতে পারে, আমার জানা নেই।

Number of Primary and Special Cadre Schools in Malda district

***102.** (Admitted question No. *1405.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলায় থানা হিসাবে কোন্ কোন্ ইউনিয়নে কত প্রাইমারী ও স্পেশাল ক্যাডার স্কুল আছে;

(খ) কোন্ স্কুলে ছাত্রসংখ্যা শিক্ষকসংখ্যা কত; এবং

(গ) শিক্ষকদের চাকুরী পারমানেন্ট কিনা;

(ঘ) শিক্ষকদের বেতনের হার কি;

(ঙ) এই-সমস্ত শিক্ষকের বেতনবৃদ্ধির আশু পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(চ) এই-সমস্ত শিক্ষকের চাকুরী, সরকারী চাকুরী কিনা;

(ছ) না হইলে, গভর্নমেন্ট সার্ভিস রুল-এ এঁদের সার্ভিস কনডাক্ট করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(জ) মালদহ জেলার কোন্ থানার কতগুলি স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে;

(ঝ) এই জেলায় বর্তমানে স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কি; এবং

(ঞ) না হইলে, তাহার কারণ কি?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) ইহার বিবরণী লাইব্রেরী টেবিলে উপস্থাপিত হইল।

(খ)—

		ছাত্রসংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা
প্রাইমারী স্কুল	...	৫৮,৪০০	১,৯৪৭
স্পেশাল ক্যাডার স্কুল	...	১১,০২৯	৩১৮
মোট		৬৯,৪৫৯	২,২৬৫

(গ) কোন শিক্ষকের স্থায়ী নিয়োগ বোর্ডের নিয়মানুযায়ী তাঁহার কর্মদক্ষতা ও সন্তোষজনক কার্যের উপর নির্ভর করে।

(ঘ) —

স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক

এম্-এ, বি-এ অনার্স বা বি-এ, বি-টি	...	১০৫
বি-এ	...	১০৫
আই-এ	...	৮০
ম্যাট্রিক	...	৬২·৫০

বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক

		টাকা
"ক" শ্রেণী (trained matriculates)	...	৬৭·৫০+৫*
		(*প্রধান শিক্ষকের ভাতা)
"খ" শ্রেণী (matriculates and trained non-matriculates)	...	৬২·৫০
"গ" শ্রেণী (untrained non-matriculates)	...	৫২·৫০

(ঙ) সম্প্রতি বর্ধিত হারে বেতন-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে।

(চ) না, ইঁহাদের চাকুরী স্কুলবোর্ডের অধীন।

(ছ) গভর্নমেন্ট সার্ভিস রুলস ইঁহাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে।

(জ)—

স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক-সংখ্যা

থানা।		প্রাথমিক বিদ্যালয়।	মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
ইংরেজবাজার	...	৬৪	৪
মানিকচক্	...	৫৯	২
মালদহ সদর	...	১৪	
হবিবপুর	...	১৭	৪
বামনগোলা	...	৮	১
হরিশ্চন্দ্রপুর	...	৭৪	১১
রতুয়া	...	৯৭	৯
খড়বা	...	৭০	৯
গাজোল	...	২৭	৩
কালিয়াচক্	...	৮৪	১৯
মোট	...	৫১৭	+৬২
			=৫৭৯

(ঘ) এবং (ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন এক পরিকল্পনা আলোচনাধীন আছে। উহা কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত কোথাও নূতন স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নিযুক্ত হইবে না।

Sj. Saroj Roy:

১৯৫৩ সালে এপ্রিল মাস থেকে প্রাইমারী শিক্ষকদের যে পাঁচ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল, সেটা কি মালদহ জেলাতে হয়েছিল?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

হবে, সর্বত্র হয়েছিল।

Sj. Saroj Roy:

আপনি বললেন সর্বত্র হয়েছিল। এখানে আমার প্রশ্ন হ'ল মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টএ ১৯৫৩ সালে এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই ৯ মাসের মধ্যে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি কেন দেওয়া হয় নি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

মালদহের সর্বত্র দেওয়া হয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখুন আমার প্রথম সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন ছিল মালদহ ডিস্ট্রিক্টএ বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল কি না? উনি তার উত্তরে বললেন সর্বত্র হয়েছিল। এখন আমার সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন হল মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট সম্পর্কে;—উনি তার জবাবে বললেন মালদহের সর্বত্র হয়েছে। এর মানে কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আপনার কোয়েশ্চেন হচ্ছে মালদহ সম্পর্কে, আমার উত্তরও মালদহ সম্পর্কে।

Sj. Saroj Roy:

এখন আমি সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করছি—মেদিনীপুর জেলায় শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি দেওয়া হয় নি কেন?

(No reply.)

Mr. Speaker: Don't answer in regard to Midnapur because that is beyond the scope of the question.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:

স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষকদের এই যে পে স্কেল দিয়েছেন—যারা আই এ, বি এ, ম্যাট্রিক পাশ করেছে। এই স্কেলএ কি এখনও দেওয়া হচ্ছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নিশ্চয়ই।

Sj. Monoranjan Hazra:

আপনি (গ)-তে বলেছেন কোন শিক্ষকের স্থায়ী নিয়োগ বোর্ডের নিয়মানুযায়ী তাঁহার কর্মদক্ষতা ও সন্তোষজনক কার্যের উপর নির্ভর করে। আমি জিজ্ঞাসা করছি তাদের কত দিনের কর্মদক্ষতা এবং সন্তোষজনক কাজ থাকলে, তাদের পারমানেন্ট করা হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সেটা বোর্ডের হাতে, বোর্ড বিবেচনা করবেন। আমরা কিছু করতে পারি না।

Sj. Monoranjan Hazra:

সাধারণভাবে আপনার জানা আছে কি না যে একজন গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট কত দিন কাজ করলে পরে পারমানেন্ট হবে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

না।

Sj. Hare Krishna Konar:

স্পেশাল ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়েছে কি কংগ্রেসের মনোতুষ্টির জন্য?

Mr. Speaker:

শুধু কংগ্রেসের মনোতুষ্টির জন্য নয়, সকলের মনোতুষ্টির জন্য।

[3-30—3-40 p.m.]

Mr. Speaker: There are some adjournment motions. But I may tell you that adjournment motions came up before this House on identical grounds and these were read over. If each honourable member decides to put in adjournment motions on identical subjects, I am afraid I cannot allow the same to be read over and over again in the House.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 12A—Sales Tax
and

DEMAND FOR GRANT NO. 9.

Major Head: 13—Other Taxes and Duties

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There are two motions for grant under heads 12A and 13 which are really almost identical subject. Should I take them together

Mr. Speaker: You can take them together if you prefer it.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I move the two motions formally.

On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 26,19,000 be granted for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax".

On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 11,20,000 be granted for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties".

Sir, if you take the first group where I have asked for a sum of Rs. 26,19,000, this constitutes of different taxes under four Acts. A separate head of account has been opened for the last financial year regarding the other taxes. I will come to that later. The four taxes are: Bengal Finance Sales Tax Act, 1941, West Bengal Sales Tax Act, 1954, Central Sales Tax Act, 1956, and Bengal Motor Spirit Sales Tax Act, 1941. The first Act, viz., the Bengal Finance Sales Tax Act, 1941, seeks to levy a single-point tax at the rate of 5 per cent. on the taxable turnover of a registered dealer. The Act is so framed that only the sale by the registered dealer to a consumer or an un-registered dealer is taxable. All dealers need not be registered. Dealers who are not manufacturers or importers of goods are required to have an annual turnover of Rs. 50,000 or more before they become liable for registration. This Act also allows tax-free purchases of goods for purposes of manufacture for the raising of coal for generation of electricity. All sales outside West Bengal are exempted. If it is a dealer

who manufactures or imports the maximum limit is Rs. 10,000. The administration of this Act rests with the Commissioner of Commercial Taxes and the attached Directorate. The total amount under this head, the collection, is Rs. 7 crores 50 lakhs.

Sir, in this connection I want to refer to one of the items under the Bengal Sales Tax Act about which we have been giving considerable consideration. As I said just now, Bengal Finance Sales Tax Act of 1941 originally fixed one-fourth of an anna to the rupee as tax. This rate was increased by stages and in 1945 it stood at three-fourth of an anna in the rupee. The rate remained unchanged till January 1958 when, with the introduction of decimal coinage the rate was marginally altered to 5 per cent. As I said just now, the tax on goods which are sent outside the State was not realised.

In 1956 the Central Tax Act about which I referred presently levied a tax of 1 per cent. so far as inter-State sales to registered dealers are concerned. Various committees been formed to consider this. Some States used to charge on inter-State Sales. Ultimately in 1956 the Government of India decided that they would levy a tax of 1 per cent. on inter-State sales —for sales other than those which are made outside. In 1958 the Central Sales Tax Act was amended. The rate of inter-State sales tax continued to be 1 per cent. when the sale was to a registered dealer of another State or to Government, and it was increased to 7 per cent. when the sale was made to an un-registered dealer or to a consumer other than the Government and where the goods were not declared according to the Act itself in which case declaration is of special importance in the inter-State trade, for instance coal and other things. Today in West Bengal text books prescribed for primary classes are free from taxes, so also many religious text-books. It is true that time and again requests have come from the trade, from the students and from the members of the Assembly for taking away the tax, but, as I said before, the reason for not taking it away was the necessity of money for an all-round development of the State and the need for resources. We all the time realise that many of our students do not have sufficient funds to buy text books, and one of the methods by which I have come to that conclusion is that almost every day I get requests from students for funds to buy text-books or to pay the fees. It is also true that books are purveyors of knowledge. Therefore, from these points of view the demand of the booksellers and publishers association members of which came to see me the other day cannot be ignored Out of the 14 States and six Union territories 9 States do not levy sales tax on books and periodicals. Sales tax is not levied in the Union territories. Bombay only recently, as late as 15th of December, 1958, exempted books and periodicals, although they still tax catalogue, publications which mainly publicise books and articles for commercial purposes, race cards, accounts books, diaries, calendars and also exercise books exceeding eighty pages. As I have said a little while ago the Central Tax Act, 1956, which has now been amended has created a great deal of confusion, particularly because most of the States have now withdrawn sales tax from books and periodicals. It has been argued by the Association that due to the exemption of books by Bombay and Madras from taxes which are also centres of publishing trade, there is a danger of the purchasers in the all-India market making their purchases from Bombay and Madras rather than from West Bengal.

[3-40—3-50 p.m.]

Where tax on inter-state sales is 1 per cent. if he is a registered dealer and 7 per cent. if he is a private consumer. This has created a grave situation

which was very carefully considered by the Government and the Government has decided to withdraw all taxes from books and periodicals (Applause).

Next is the Sales Tax Act of 1954. This Act was brought into force to prevent evasion in certain commodities, for example, cigarette is taxed at the source after import or manufacture, after first sale after import or manufacture. Since no exemption for manufacturing purpose is possible so Government has power to tax under Bengal Finance Sales Tax 1941 and 1954 various commodities like, soap, biscuits, etc. We have adopted three criteria for putting a particular item in 1954 list. It should be finished goods ready for consumer where the source of supply is well-organised. For instance the cigarettes which of course are now taken over by the Government of India as against biri the source of supply of which is enormous and the total number of people engaged are so numerous that it is useless to try to tax biri. The rate of tax at the source is less—instead of 5 per cent. it is now 3 per cent. The Central Sales Tax 1956 which was passed by Parliament has been modified on the recommendation of the Taxation Enquiry Commission. As I have said before the rate was 1 per cent. but subsequently it was increased to 7 per cent. in the cases of sales to persons who are not registered dealers. 2 per cent. in case of goods declared as goods of special importance, viz., coal, hides and skin, iron and steel etc. except in case of re-sale to registered dealers when the rate is 1 per cent. The fourth one under this head is the Motor Spirit Sales Taxation Act, 1941. As the name implies, it relates to motor spirit—a tax at the retailer's stage is charged at 40 nP. per gallon on petrol whether it is used for road transport vehicles or for aviation purpose and in addition 20 nP. is charged per gallon for diesel oil.

The Commercial Tax Commissioner is responsible for its administration.

I will now give information regarding two items which are not part of the Demand for Grant because these are administered by the Centre and we only get a share of the realisation of those duties. The Government of India levy Central excise duties on a large number of articles and commodities. According to the recommendation of the Second Finance Commission, 25 per cent. of the net proceeds of the excise duties levied on the commodities mentioned here is, to be distributed to the States—paper, vegetable products, tea, sugar, coffee, vegetable oil, matches and tobacco. The share of West Bengal out of the distributable Union excise duties has been fixed at 7.59 per cent., the total of which amounts to Rs. 2.58 crores. The Central Government also suggested that the States should lift the State sales tax from textiles, sugar and tobacco. In lieu thereof, the Central Government will levy an additional excise duty which would be allocated to the various States. The members will recall that we had put textiles in the Act of 1954 because we wanted to catch the people who tried to evade the tax and we wanted to put it as an import duty. But the Government of India has now taken textiles out of our purview as well as sugar and tobacco. In lieu thereof, the Central Government will levy an additional excise duty which would be allocated to the different States. It has been indicated by the Government of India that no State would receive less than the amount of sales tax that they had been obtaining from these commodities. It is expected that the additional dues on this account would come up to about 3.35 crores.

Therefore, in short, I may say that the rate under the Bengal Finance (Sales Tax) Act is 5 N.P. in the rupee and the total collection is Rs. 7 crores 50 lakhs. The rate under the West Bengal Sales Tax Act is 3 per cent. The rates under the Central Sales Tax Act, 1956, as I have said, are 1

per cent. in the case of registered dealers, 7 per cent. in the case of other dealers and 2 per cent. in the case of declared goods and goods of special importance. The rates under the Bengal Motor Spirit Sales Taxation Act are 40 nP. per gallon of petrol and 20 nP. per gallon of diesel oil.

Sir, this finishes this particular item. The Commercial Tax Directorate collects most of these taxes.

Now, I come to other taxes and duties. Under this head, we ask for Rs. 11,20,000. Out of this sum, Rs. 6,48,000 represents the charges under the Electricity Act. These charges include expenses connected with the administration of the Indian Electricity Act, charges connected with the examinations for the Electrical Supervisors' certificates and workmen's permits charges connected with the administration of the West Bengal Lifts and Escalators Act, 1955, and the Bengal Electricity Duty Act, 1935. The balance of Rs. 4 lakhs 72 thousand represents the cost of collection of the other taxes. Among the other taxes is included the Entertainment Tax. The Entertainment Tax, as you are aware, is administered in the districts by the Collector and in Calcutta by the Collector of Stamp Revenue. For the Entertainment Tax the amount necessary is Rs. 1 lakh 9 thousand and a revenue of Rs. 1 crore 30 lakhs is collected under this head. So far as the Betting Tax is concerned, it is collected by the Calcutta Turf Club. We give them a fixed amount of Rs. 10,000 for collection and the total amount collected is Rs. 64 lakhs—that is, the cost of collection is abount 0.15 per cent.

[3-50—4 p.m.]

Then we have got the entry tax, viz., the tax which is administered by the Commissioner of Commercial Taxes. For this tax the demand is 3 lakhs 53 thousand and the collection is 2 crores 30 lakhs, the cost of collection being 1.5 per cent. The fifth tax is under the Raw Jute Tax Act—it is also administered by the Commissioner of Commercial Taxes, but we do not pay anything extra for this particular thing to the Department. The total collection is 75 lakhs. I repeat the figures—under the Bengal Electricity Duty Act we charge one naya paisa per unit for ordinary industrial undertaking and one-third of a naya paisa for small scale and cottage industries and for electrolytic process or electric furnace provided the cost of energy consumed is not less than 20 per cent. For lights and fans it is 3 to 6 naye paise. The tax is collected by the Calcutta Electric Supply Corporation in Calcutta and by other licensees in the districts. The total expenditure is 3 lakhs 42 thousand; the total collection is 2 crores 79 lakhs. The percentage of cost is 1.2. There are various types of entertainment tax according to the prices of the tickets. The tax is collected by the Collector of Stamp Revenue. The total expenditure is 1 lakh 9 thousand. The total collection is 1 crore 30 lakhs. The total cost of collection is .8 per cent. Betting tax is 12½ per cent. of the collection. We pay a fixed sum of Rs. 10,000 to the Turf Club and we get 64 lakhs. Entry tax—one anna per pound for tea and varying rates for fresh fruits. The tax is collected by the Commissioner of Commercial Taxes. The amount spent is 3 lakhs 53 thousand. The total amount collected is 2 crores 30 lakhs. The total cost of collection is 1.5 per cent. Raw jute tax is 4 annas per maund. We collect 75 lakhs; we pay nothing for collection charges.

With these words, I move that my demands be accepted.

Mr. Speaker: I take it that I have the leave of the House to take all the cut motions as moved.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I beg to move that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji:

সভামুখ্য মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পুস্তকের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স উঠিয়ে নেবার যে প্রতিশ্রুতি এইমাত্র তিনি দিলেন তার জন্য বিরোধীপক্ষ থেকে আমি তাঁকে সম্বর্ধনা জানাই। অবশ্য টেক্সটবুক-এর উপর থেকে ট্যাক্স তুলে দেবার কথা আমরা অনেক দিন ধরেই বলে আসছি। এই বৎসরে অবস্থা এই রকম দাঁড়াল যে বম্বেতে বইয়ের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স এক্সেম্পট করার ফলে বাংলা দেশ থেকে পুস্তক ব্যবসা উঠে যেতে লাগল। এই হিসেবে পুস্তকের উপর সেলস ট্যাক্স থাকাতে সেটা বিরোধীপক্ষের সবচেয়ে বেশী শানিত অস্ত্র ছিল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তাহলে এবার সেটা ভোতা হয়ে গেল।

Sj. Bankim Mukherji:

ভোতা হওয়াতে আমরা সন্তুষ্ট। এই পুস্তক ব্যবসায় প্রায় ১ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে এবং আরও ১ লক্ষ লোক প্রিন্টার, দপ্তরী ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত আছে। এইভাবে ২ লক্ষ লোকের পরিবার—প্রায় ১০ লক্ষ লোকের শুভেচ্ছা গভর্নমেন্টের মুখ্যমন্ত্রী এই একটিবার মাত্র পেলেন। কিন্তু অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিল তা একটা চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবেন। চিঠিটা লিখছেন ডিস্ট্রিক্ট জজ, কুচবিহার। তিনি একটা বিখ্যাত পুস্তকের দোকানে ৩০০ টাকার বই অর্ডার দেবার সময় লিখেছেন—

"With reference to letter No. so and so of the 25th August, 1957, I placed an order for the supply of the following law books on condition that they

would be supplied free delivery at Cooch Behar as per para. 3 of your letter under reference and that no sales tax would be charged which concession has also been offered by the Eastern Book Company, Lucknow."

অর্থাৎ একজন ডিস্ট্রিক্ট জজ্ গভর্নমেন্টের সেলস ট্যাক্সের কি ইন্টারপ্রিটেশন করেন সেটা এর থেকে বোঝা গেল। এ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই বলে আসছেন যে বইয়ের দোকানদাররা তারা কালেক্টার অফ ট্যাক্সেস। কিন্তু সেই ডিস্ট্রিক্ট জজ্ মনে করেন না যে এরা কালেক্টার অফ ট্যাক্সেস, বরং তিনি মনে করেন যে এই ট্যাক্স এদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে—টু দি বুক-সেলারস প্রফিট, আর তা যদি তিনি না মনে করেন তাহলে হি ইজ এ ট্যাক্স ইভেডার। পশ্চিমবাংলায় ৩০০ টাকার বই তিনি কিনছেন তার ট্যাক্স পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্য এবং তিনি জানেন যে এই ট্যাক্স তাঁর দেওয়া উচিত। কিন্তু তবে তিনি কি ট্যাক্স ইভেড করতে চাচ্ছেন এবং মনে করছেন যে এটা এমন একটা ট্যাক্স যেটা সেলারের ঘাড়ে চাপান হচ্ছে। কাজেই যে কথা আমরা বরাবর শুনে আসছি যে এরা মাত্র ট্যাক্স কালেকটার, কিন্তু তা নয়। যাই হোক আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে সেলস ট্যাক্স একটা আইটেম হিসাবে আমাদের যে রেভিনিউ আছে তার মধ্যে হায়ার সিঙ্গল ট্যাক্স হিসাবে প্রায় ১৮ পারসেন্ট এবং ১৯৫২-৫৩ সালের ৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা থেকে আসতে আসতে বেড়ে বেড়ে এ বছর ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায় এসেছে। আমার একটু আশ্চর্য লাগে যে গত বছরে বাজেটে ছিল ৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, রিভাইজড এস্টিমেটে ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং এবারকার বাজেট এস্টিমেটে দেখছি ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। ৫০ পারসেন্ট ইনক্রিজ একটা রেভিনিউ খাতে যদি হয় তাহলে আমাদের কাছে সেটা অত্যন্ত আনন্দজনক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যজনক মনে হয়—অর্থাৎ বাজেট করবার সময় গভর্নমেন্ট ভাবতে পারেন নি যে এতখানি রেভিনিউ কালেকশন বাড়বে। কিন্তু এর কারণ কি? আমার মনে হয় গত বৎসর থেকে অধিকাংশ জিনিসে—সোর্সে ট্যাক্স করার কারণেই এই রেভিনিউ বেড়েছে। আর একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই রেভিনিউ কালেকশনের ব্যাপারে পার্সেন্টেজ অফ কস্ট এক্সপেন্ডিচার কি হচ্ছে। আমি দেখছি যে আর বছরের আগে পর্যন্ত এটা আদার ট্যাক্সের ভেতর ছিল। কাজেই সেলস ট্যাক্স কালেক্ট করতে কত পার্সেন্ট হয় সেটা বার করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেখানে এর আগের বছর পর্যন্ত ছিল ২·১ পারসেন্ট, গত বৎসর রিভাইজডএ ছিল ২·৪ পারসেন্ট, আর এবছর ধরা হয়েছে ২·৬ পারসেন্ট এবং বলা হচ্ছে কি না গত বছরে কতকগুলি পোস্ট ভেক্যান্ট ছিল বলে ২·৪ পারসেন্ট হয়েছিল কিন্তু এ বছর যদি সেসব পোস্টগুলি ভর্তি করা হয় তাহলে ২·৬ পারসেন্ট হবে। আমি বলি ঐসব পোস্ট ভেক্যান্ট থাক। কারণ যদি ৯ কোটি টাকার বাজেট ১৩ কোটিতে উঠতে পারে তা হলে ঐ পোস্ট ভর্তি করবার দরকার নেই, বরং আরও কিছু পোস্ট ভেকেট করে দিলেই ভাল হয়। এটা আমার একটা সাজেশন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এবার সেলস ট্যাক্স ১·৯ পারসেন্ট ১৯৫৯-৬০-তে।

Sj. Bankim Mukherji:

স্টেট রুপিতে যেটা আছে সেটাই বলছি—২·৬ পারসেন্ট। যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলোতে দেখতে পাওয়া যাবে যে আদার ট্যাক্সেস যা আছে সেটা হচ্ছে এর চেয়ে কম। এই আদার ট্যাক্সের ভেতর যখন এটা ইনক্লুডেড ছিল তখন ২·১ পারসেন্ট ছিল, কিন্তু এইসব ট্যাক্স কালেকট করতে যে খরচ হত সেলস ট্যাক্স কালেকট করতে তার চেয়ে বেশী খরচ হত। এইসব বাদ দিলেও এই মাত্র মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন তাতে ১·৯ পারসেন্ট যেটা তার চেয়ে নিশ্চয় সেলস ট্যাক্স অনেক বেশী।

[4—4-10 p.m.]

১·৯ পারসেন্ট কালেকশন চার্জ, আদার ট্যাক্সেস হয়, সেলস্ ট্যাক্স স্টেট রুপিতে ঠিক হয়েছে মোর দ্যান ২ পারসেন্ট। যাই হোক,

it would be more than 2 per cent.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

স্টেট রুপিতে সেলস ট্যাক্স ঠিক হয়েছে ১·৯ পারসেন্ট।

Sj. Bankim Mukherji:

অন্যান্য ট্যাক্স, যেমন, এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স প্রভৃতি যেগুলি এ্যাট দি সোর্স ধরা হয় তাতে কোন ডিফিকাল্টি হয় না। এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স, বেটিং ট্যাক্স, ইলেকট্রিক চার্জ, ইত্যাদি সোর্সএ ধরা হয়। সেলস ট্যাক্স যতবেশি সোর্সএ ধরা হবে ততই ভাল, কারণ, আপনারা জানেন ট্যাক্স ইভেসন সেখানে নিশ্চয়ই হয় এবং ঘুষও দেওয়া নেওয়া হয়—এটা তাহলে বাঁচত এবং গভর্নমেন্টএর কালেকশনও বেশি হবে। সম্প্রতি লোহার জিনিসপত্রের উপর—আয়রন এ্যান্ড স্টিল প্রডাক্ট ডিক্লেয়ার্ড গুডসএর উপর ২ পারসেন্ট ধার্য করায় যারা রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ী তাদের বেশি দিতে হয়, আউট সাইড দি স্টেট গেলে পর। এর ভেতর রেজিস্টার্ড যাঁরা রিটেল বিক্রি করেন তাঁরা সস্তায় বিক্রি করতে পারেন। তাঁরা যখন অন্যান্য দোকানদারকে দেবে তখন তাঁরা ১ পারসেন্ট দিচ্ছেন বলে গ্রাহকেরা অসন্তুষ্ট হয়। বহু দোকানদার রেজিস্টার্ড নয়, এবং বহু দোকানদারের ৫০ হাজার টাকার লেনদেন করা সম্ভব নয়। আমি লোহার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—লোহাপট্টিতে অনেক ছোটখাট ব্যবসায়ী আছেন—এবং তাঁরা সকলেই প্রায় সাধারণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত। তারপর, ঔষধের ব্যবসায় দেখবেন, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত অনেক আছেন, যেমন, বইএর একচেটিয়া ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তের। এসব ব্যবসায় দুই-তিন রকমে যা খাচ্ছে—এরা সেলস ট্যাক্স দিচ্ছেন, আর রেজিস্টার্ড যাঁরা তাঁরা দিচ্ছেন না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ী—তাঁরা অসাধু উপায় না অবলম্বন করতে পারেন, কিন্তু এমন হতে পারে একদিন আগে তাঁরা নাম বদলে দিলেন। তৃতীয়ত, এখন হিসাব রাখতে হয়, এসব হিসাবপত্র রাখতে যে ঝামেলা তাতে বড় বড় রেজিস্টার্ড কোম্পানির পক্ষেই সম্ভব। এটা ছোটদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বারবার বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাব—আজকে কোন মুশকিল নাই, আগে তিনি যেসমস্ত কথা বললেন তাতে কোন মুশকিল নাই—এটা সেন্ট্রাল ট্যাক্স হওয়ার ফলে অন্যান্য প্রভিন্স কি নিয়ে যাবে তা জানা আছে; ইমপোর্ট এক্সপোর্টএর কড়াকড়ির ফলে বেঙ্গলএ কি ও কত ম্যানুফ্যাকচার হয় তা জানা আছে। এক প্রভিন্স থেকে অন্য প্রভিন্সএ যাচ্ছে—যাবার ব্যাপারে কোন ডিফিকাল্টি নাই—অতএব, আমি অনুরোধ জানাব, এই বিষয়টার বিবেচনা অরিজিনাল রুটএ ধরা যায় কিনা, তাহলে আমাদের ব্যয় কমে যাবে, লোকের হয়রানি কমে যাবে, গভর্নমেন্টএর আয় বেড়ে যাবে। একটা জিনিস তিনি যেন মনে রাখেন—তিনি যদি এই আশ্বাস দেন তাহলে সাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। এবং সাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আমি তাঁর কাছে এই আবেদন করছি।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, though belated I would welcome the statement of the Hon'ble Chief Minister that he has at last withdrawn taxes on books. Sir, this tax first originated in the world 1918, towards the end of the First World War—in Germany and some other small States of Europe.

Mr. Speaker: May I point out something Today most of the debate is going on particularly on the imposition of sales tax on books. Now that the Government has declared that they are not going to enforce it,—rather they would withdraw the tax—I think arguments may be so moulded as to finish within time allotted to members.

Sj. Basanta Kumar Panda: Whatever time I have been allotted shall not be exceeded. If you see anything irrelevant, you may stop me.

Sir, in 1934 it covered the whole of the world except India. It penetrated for the first time into Madras in 1939 and up to 1952 all other States of India had introduced this bit of taxation. As one of the best sources of revenue, I shall say with regard to this tax that the administration thereof and the rates thereof are not in consonant with the idea of socialistic society. In socialistic society this tax on luxury goods should

be such that it should be more oppressive and of very high rate for the tax-payers and for the rich dealers and for the poor dealers and for articles of common use by the common man it should be less. But though other States of our country are progressive in this respect, in this State of ours it is still a backward one. I would give a number of charts before the House to illustrate this. For this tax in Assam they have got two rates, i.e., for luxury goods 9 pies in the rupee and for other goods 6 pies in the rupee. In Behar they have got for common goods 3 pies and for scheduled goods 6 pies and for luxury goods 9 pies in the rupee. In Bompay they have got 3 pies for common goods and 9 pies for scheduled goods and for luxury goods one anna in the rupee. In Madhya Pradesh they have got 3 pies for common goods, other goods 6 pies and for luxury goods 12 pies in the rupee. In East Punjab they have got 6 pies as the local rate, in Hyderabad they have got 2 pies for common goods and 8 pies for luxury goods. In Madras they have got 3 pies for common goods and 6 pies for luxury goods. In Madhya Bharat they have got 1 1/9th per cent. to 6¼ per cent. according to notification and 12½ per cent. for luxury goods. In Mysore they have got 3 pies for common goods and 6 pies for luxury goods. In Orissa they have got one-fourth anna for common goods and one anna for luxury goods. In Kerala they have got 3 pies for common goods and 6 pies for luxury goods. In U.P they have got 3 pies for common goods and 12 pies for luxury goods. This is the rate of taxation in other States. What is in our State? It is at the uniform rate of 5 nP. per rupee. The luxury goods which have been classed in these are motor cars, motor parts, motor cycles, retrigerators, air-conditioning plants, wireless apparatus, radio, gramophone, cinematography and photographic articles, scents, perfumes, cosmatics, jewellery, ivory, costly furniture of wood, gold or ivory. In all the cases generally used articles, cereals and all other things which are in daily common use by the common people are almost exempted. That is the administration of the said law in all other States excepting West Bengal. In West Bengal it is at the same rate and therefore I say it is a retrograde measure.

[4-10—4-20 p.m.]

Now, I recommend that if the Act can be amended in this way, without disturbing the total figure of the tax, the major portion of the tax can be converted into luxury articles so that the burden of it may be carried by the richer section of the people, I would have no objection. You would see, Sir, that this source of income has been the highest source of income in our State. From Rs. 5 crores in 1950-51, up to before the imposition of the Central Act in 1956 which came into operation in January, 1957, it gradually rose to Rs. 9 crores; but after the addition of these two taxes this year the figure is Rs. 13.7 crores. Of course, this is an welcome upward trend. If the loopholes can be checked and if this department can be arranged more properly then we would have got at least Rs. 20 crores from these sources; but that is not to be. I say, Sir, where there is a direct taxation, there is always a disability or impediment against it, that is, corruption and every thing. the corruption as to the roots of corruption, it is in the Act, but I would give you and this House one instance of corruption from the very highest source, that is, from the previous Commissioner of this department. That statement has appeared in the 'Lok Sebak' of today. I am giving an extract from that paper before the House:

"লোকসেবক।—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন বিক্রয়কর কমিশনারমহাশয় নাকি এক অবাঙ্গালী ভদ্রলোককে একটি বিশেষ পরিচয়পত্র দেন এবং ঐ পরিচয়পত্রের সুযোগে ঐ ব্যক্তি বহু অর্থ আত্মসাৎ করে এবং সরকারেরও নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি করিয়াছে। এই মর্মে আমরা

নির্ভরযোগ্য সূত্রে এক সংবাদ পাইয়াছি। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ঐ অবাঙ্গালী ব্যক্তিটি কোন সরকারী কর্মচারি নহেন এবং বিক্রয়কর আইনের ২৫ ধারা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ পরিচয়পত্র দেওয়া হইয়াছিল।

বিশেষ পরিচয়পত্রধারী ব্যক্তিটি নাকি বর্তমানে পলাতক এবং তাহার নামে মামলা করা হইয়াছে। পরিচয়পত্রটি বর্তমানে দূর্নীতি দমন বিভাগে আছে।

এই সম্পর্কে আরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিক্রয়কর কমিশনার মহাশয় বদলী হইয়া যখন দূর্নীতি দমন বিভাগে বিশেষ পদে নিযুক্ত হয় তখন তিনি ঐ অবাঙ্গালী ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে মামলা করেন, কিন্তু ভদ্রলোক পলাতক।"

It will be section 23 and not 25.

I have ascertained from this press that the name of the Commissioner is H. N. Ray who is now the Finance Secretary to the West Bengal Government, and the person who was entrusted is one Mr. Sethi. I would say, under section 23 of the Act, the Commissioner has been given the power of compounding and for the purpose of compounding he can enforce a fine or compensation money of Rs. 5,000 in some cases and in other cases money not exceeding double of tax. This power is to be exercised by the Commissioner himself and it is his personal power. He cannot empower anybody or employ anybody for the purpose of helping him in this matter. There is a natural suspicion in this respect if the Commissioner appoints such a man to find out other tax dodgers and if he realises money from the tax dodgers and takes it himself; I do not know whether the Commissioner is involved in the matter. However, this is a thing which is illegal and which inspires corruption from the very highest source. With regard to certain other facts in which respect application of the tax and realisation of the tax can be made, that is this. You know, Sir, in Calcutta there is only one Inspector and he is in charge of three zones, and in each zone there are about 5,000 to 6,000 registered dealers. So, if one Inspector is to look to the papers of 20,000 registered dealers, is it possible for a man to check these things and to check the returns filed by the registered dealers? In the printed form the dealer gives the full figure of sale but he does not give any details with regard to it. It is impossible for the officer to check it, and usually this is not done. Now, Sir, I shall suggest three remedies against this malady. When a man is going to be taxed for the first time he shall have to disclose his whole stock, so that the Commercial Tax Officer would be in possession of the whole stock. Then every year he will be getting a return from the man and he may verify the return with the whole stock. Otherwise by simply taking a return and passing an assessment order on it is impossible to know the exact position. Then, I would say, Sir, that there should be a mode of checking the return. A man only gives a return before a Commercial Officer. Only in case of an objection an Inspector goes for verification. there is no other mode. So far as this department is concerned, I say that there should be two categories of Commissioners. Now the Assistant Commissioner deals with some of the cases and he also hears appeals against the assessment order of the C.T.O. I, therefore, suggest that as in the Income Tax Department as also in the Agricultural Income-tax Department—of course this is a very small department—there should be two categories of Assistant Commissioners,—one should be Inspecting Assistant Commissioner and the other should be Appellate Assistant Commissioner. Against the order of the Assistant Commissioner there is a power of appeal or revision by the Board of Revenue. The Board of Revenue has got only one member and he is very busy with so many appellate and revisional works of various departments of the State. Sir, it is impossible for one

officer to look after all this. Recently an officer has been appointed to be an additional member of the Board of Revenue to deal with sales tax cases. I would say, Sir, that that is not adequate. As in the matter of agricultural income-tax you have set up tribunals and as there are tribunals in the case of income-tax against orders of the Assistant Commissioner, so you should set up tribunals for the purpose of dealing with this matter, because these Appellate Assistant Commissioners and the tribunals will be independent of the Commissioners and the Commissioners will remain only figure heads and administrative heads and nothing else.

Then, Sir, as regards loopholes I would say that a great source of loophole is the certificates which are granted to the purchasers who are also registered dealers when they purchase some articles from other registered dealers. Now I would say that there is a great deal of corruption in the granting of these certificates. These certificates are often obtained by illegal means. Therefore, the dealer who ultimately sells to a registered dealer is penalised and if he cannot prove that he is the genuine registered dealer who has sold the goods, he is taxed. I suggest that there should be a coloured paper for the purpose of issuing a certificate and when the return is filed the registered dealer who has sold the goods and who is in possession of such papers—he should produce those papers along with the return.

These are some of the methods by which the dodging of the tax can be checked. There may be other methods and detailed discussion could be made here, but within the short span of my time I cannot give all the details of these things. I would say only of exemption of certain things from sales tax. The co-operative societies when they sell some articles to their constituent members they are subjected to this tax. This should be abolished. Instead of this you may impose this tax on stocks and shares and other securities with the consent of the Central Government of course. I would also say that you can give a certain amount of relaxation to small-scale industries. A person who has got an industry and has an outturn of Rs. 10,000 is liable to be taxed, but in the case of dealers the amount is over Rs. 50,000. This is an injustice and this inequity should be removed to a great extent. Then, Sir, about the Central tax we are not getting a fair share......

[4-20—4-30 p.m.]

......I would say that you may make representation and take accounts from the Central Government and ask whether this tax has been properly realised for us or whether we have been deprived from non-payment of our tax.

There is another thing. You should exempt the dhuties and saries, cereal, fruits, mustard oil, medicine, fuels from the purview of this tax.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, আমিও বঙ্কিমবাবু এবং পান্ডা মহাশয়ের সঙ্গে একমত, বইয়ের উপর সেলস ট্যাক্স তোলার জন্য গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ দেব। এই দাবী বহুদিনের দাবী এবং এই এসেম্‌ব্লীতে প্রতি বছরই বিরোধীপক্ষ থেকে দাবী তোলা হত. এই সেলস ট্যাক্স তুলে দেওয়ার জন্য, পুস্তক ব্যবসায়ীরা যারা অত্যধিক অসুবিধা ভোগ করতো তাদেরও সুবিধা হয়। এই বছর সেলস ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে, ৪ কোটি টাকা হয়েছে, কাজেই সেলস ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এ বিষয়ে কতকটা এফিসিয়েন্সি দেখিয়েছে—তারা যে সরকারের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করছে তা তো দেখতে পাচ্ছি। তথাপি আমি মনে করি গভর্নমেন্ট যদি ভাল করে কাজ করে তাহলে নিশ্চয়ই অনেক লোক সেলস ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—আরও বেশি টাকা এই বিভাগ থেকে আয় হবে। তারপর বইয়ের উপর সেলস ট্যাক্স তুলে দেওয়া হয়েছে, ভাল কথা।

এই এসেম্ব্লীতে প্রত্যেকবারেই আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর সেলস ট্যাক্স তুলে দেওয়ার জন্য দাবী করে আসছি, সেটা হল সীডস্ এ্যান্ড ফ্লাওয়ারস। বলা হয়েছে ফ্লাওয়ার্স ল্যাক্সারি গুডস কিন্তু ফুলের অধিকাংশ পূজাপার্বণে ব্যবহৃত হয় এবং বেশির ভাগ গরীব লোক এই ফুল বিক্রি করে। সেদিক থেকে এই ফুলের উপর সেলস ট্যাক্স তুলে দেওয়ার জন্য বলি, কারণ এতে সাধারণ লোককে খুব ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। আর সীডস্ কোথাও ল্যাক্সারি গুডস্ নয়। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য সীডস্ প্রয়োজনীয়। গরীব চাষীরা বীজ কিনে ব্যবহার করে। এই বীজের ব্যাপারে আমি জানি এবং দেখেছি সেলস ট্যাক্স দেওয়ার পক্ষে বিরোধিতা করে এবং এই নিয়ে ভয়ানক গোলমাল হয়; তারপর গভর্নমেন্ট বনমহোৎসব করছে, তার পেছনে অনেক টাকা খরচ করছে, কাজেই দেশের কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের উৎসাহ দেবার জন্য যদি একটির উপর সেলস ট্যাক্স তুলে দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয়ই গরীব চাষীরা এবং দেশের জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হবে। কাজেই সেদিক থেকে দাবী যে অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন তুলে দেওয়া হয়েছে—ইস্ট পাঞ্জাবে, মধ্যভারতে এসবের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স তুলে দেওয়া হয়েছে—সেটা মেনে নেওয়া উচিত। তা ছাড়া ইউ পি-তে এই সমস্ত এগ্রিকালচারাল প্ল্যান্টস এবং সীড্সের উপর কোন সেলস ট্যাক্স নাই, বোম্বেতেও এসবের উপর সেলস ট্যাক্স তুলে দিয়েছে। যেমন বইয়ের ব্যাপারে মাদ্রাজ, বোম্বাইতে সেলস ট্যাক্স তুলে দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্টের উপর প্রেসার দিয়েছিল, যেমন এই সরকার আজ বাধ্য হয়ে বইয়ের উপর সেলস ট্যাক্স তুলে দিলেন তেমনি অন্যান্য রাষ্ট্রে প্ল্যান্টস ও সীড্সের উপর যেমন কোন ট্যাক্স নাই সেই রকম আমি আশা করবো, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যে ফ্লাওয়ারস এ্যান্ড সীড্সের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স তুলে দিন, কেননা এসব থেকে সরকারের খুব বেশি আয় হয় না, সামান্য টাকাই আয় হয়। কাজেই আমি আশা করি সরকার যেমন বইয়ের উপর সেলস ট্যাক্স তুলে দিলেন তেমনি প্ল্যান্টস এ্যান্ড সীডসের উপর থেকেও সেলস ট্যাক্স তুলে দিবেন এই অনুরোধই আমি ডাক্তার রায়কে করছি। কৃষিমন্ত্রী এবং প্রফুল্লবাবুকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছি তারা অনেকটা সম্মতিও দিয়েছিলেন। কাজেই এইদিক থেকেও অন্যান্য স্টেটের নাম কোরে বলব যে বাংলাদেশের উচিত শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা যাতে সাহায্য পায় সেদিক থেকে সীডস্ প্ল্যান্টস এ্যান্ড ফ্লাওয়ারসএর উপর থেকে সেলস ট্যাক্স তুলে দেবার কথা চিন্তা করুন।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, ডাক্তার রায় আমাদের একটা অসুবিধায় ফেলে দিয়েছেন। কারণ, আক্রমণ করবার একটা জায়গা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছেন। বইএর উপর যে সেলস ট্যাক্স তুলে দিয়েছেন এজন্য নিশ্চয় তাঁকে ধন্যবাদ জানাব। বহুদিন ধরে এই নিয়ে আন্দোলন চলেছে, এবং এই বিষয়ের আন্দোলন বই নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল, যখন পুস্তক ব্যবসায়ীরা ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ধর্মঘট করেছিল, এবং ছাত্রেরাও এই আন্দোলনের দিকে এগিয়ে এসেছে, তবু তাঁকে যাঁরা এ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তাদের সম্পর্কে উনি যেন একটু সতর্ক থাকেন। ডেপুটি সেক্রেটারি, ফাইন্যান্স,—শ্রী এ এন, কুশারী, পুস্তক ব্যবসায়ী সংগঠনের কাছে চিঠির জবাবে তিনি লিখেছিলেন—

"Even in a prosperous country like the United States of America, books are not generally exempted." United States Consul-General

ইউ এস এ-র কন্সাল জেনারেলএর কাছে চিঠি লিখেছিলেন, এবং তিনি চিঠিতে জানান যে—

"The United States Government imposes no tax on books—either sale or purchase.

আর এই সমস্ত কর্মচারীই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, এবং শুনেছি এই ভদ্রলোককে নাকি আবার সেলস ট্যাক্স কমিশনার করে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। সে সম্পর্কে উনি যেন সতর্ক থাকেন। দ্বিতীয় কথা আমি জানাচ্ছি যে বইএর উপর ত ট্যাক্স তুলে দেওয়া হল, কিন্তু হেমন্তবাবু যে কথা বলেছেন যে বাংলাদেশে এই ট্যাক্স আছে গোলাপ ফুলের উপর, কিন্তু এই গোলাপ ফুল নিয়ে কত কাব্য রচনা করা হয়েছে, সেই সুন্দর ফুলের উপর ট্যাক্সটা উঠিয়ে দিন, তা থেকে রায় মশায় কয়েক হাজার টাকা ত পাচ্ছেন। সেইজন্য আমি অনুরোধ জানাব

যে ফুলের উপর অন্ততঃ ট্যাক্সটা যেন তুলে দেওয়া হয়। তারপর স্যার, রসগোল্লা এবং সন্দেশ যা বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য সেই রসগোল্লা ও সন্দেশের ছোট ছোট ব্যবসাদারেরা দোকান করে জীবিকা উপার্জন করে সেই মিষ্টান্নের উপরও কেন ট্যাক্স বসান আছে। এই রসগোল্লা ও সন্দেশের ট্যাক্স তারা খরিদ্দারের কাছ থেকে আদায় করতে পারে না। আমার এলাকার ছোটখাট মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা বলেছে আমি যেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে অনুরোধ জানাই যে তারা খরিদ্দারের কাছ থেকে সরাসরি এই ট্যাক্স আদায় করতে পারে না, যেটা অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেইজন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা যে রিটার্ন পারমিট করে তাতে কত টাকার বিক্রি হল সেটা দেখাবার জন্য নানারকম অসাধুতা অবলম্বন করে। কিন্তু ছোট ছোট দোকানদার যারা—যারা সত্যভাবে রিটার্ন সাবমিট করে তারা খরিদ্দারের কাছ থেকে সেই ট্যাক্স আদায় করতে পারে না, তাদের নিজেদের লাভের অঙ্ক থেকেই সেই টাকা দিতে হয়। এজন্য তারা অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করছে। আর এই মিষ্টির উপর যে ট্যাক্স বসান হয়েছে তা থেকে খুব বেশি আমদানিও হয় না। মুখ্যমন্ত্রী অন্তত এই ছোট ছোট দোকানদারের উপর যে সেলস্ ট্যাক্স সেটা প্রত্যাহার করার কথা চিন্তা করুন। আমি তাই অনুরোধ জানাচ্ছি—যে এই গোলাপ ফুল এবং এই মিষ্টান্নের উপর ট্যাক্সটা প্রত্যাহার করার কথা চিন্তা করেন, এ দুটো যেন প্রত্যাহার করেন। আর বইএর উপর থেকে যে সেলস ট্যাক্স তুলে নিয়েছেন সেজন্য শেষকালে তাঁকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তা' কোরে তাঁকে আক্রমণ করবার একটা সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছেন। আমরা বঞ্চিত হয়েছি বটে কিন্তু এই ঘোষণা কোরে ফল ভালই হবে। অথচ ঐ রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট-এর একটা উদাহরণে বলছি যে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা নানারকম অসৎ উপায়ে চলে যাচ্ছে। মাড়োয়ারীদের জমি কেনবার সময় যে টাকা তাদের দেওয়া উচিত তা থেকে বেশি টাকা তাদের দেওয়া হচ্ছে। সেই সমস্ত টাকা যদি বাঁচান তাহলে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা বেঁচে যেতে পারে এবং ঐভাবের ব্যবস্থা করলে তাদের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স তুলে নিতে পারবেন। তার উপর রসগোল্লা সন্দেশ যা আমরা খাই তাতে অন্তত একটু মুখমিষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মিষ্টি খান না, এমন নয়—হয়ত একটু কম খান। কাজেই এটার জন্য তাঁকে হয়ত একটু কম আক্রমণ করব।

যাই হোক, এইসব কথা বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী অন্ততঃ এই ছোট ছোট দোকানদারের উপর যে সেলস ট্যাক্স সেটা প্রত্যাহার করার কথা চিন্তা করুন। আমি তাই অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই গোলাপ ফুল এবং মিষ্টান্নের উপর ট্যাক্সটা প্রত্যাহার করার কথা যেন চিন্তা করেন. এ দুটো যেন প্রত্যাহার করেন।

আর বইএর উপর থেকে যে সেলস ট্যাক্স তুলে নিয়েছেন সেজন্য শেষকালে তাঁকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তা' কোরে তাঁকে আক্রমণ করবার একটা সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছেন। আমরা বঞ্চিত হয়েছি বটে, কিন্তু এই ঘোষণা করে ফলে ভালই হবে।

Sj. Siddhartha Shankar Ray: Mr. Speaker, Sir, we seem to be in a very happy mood this afternoon and taking advantage of it I want to make four suggestions to the Chief Minister with regard to the Sales Tax Act. I want freely to acknowledge that as far as the officers of the Sales Tax Department are concerned, most of them try to do their work to the best of their ability. The main reason is that their orders are amenable to the jurisdiction of the High Court and, therefore, no nonsense is possible so far as the passing of orders by the officers of the Sales Tax Department is concerned. These Sales Tax Department officers are trying to do the best of a bad job and in most cases they try to come to an impartial finding having regard to the best interests of the State. I feel that a few amendments are necessary in the Sales Tax Act for the purpose of making it work satisfactorily.

First, I would request the Chief Minister to have an appellate tribunal appointed in respect of sales tax matters. The Chief Minister knows perhaps that sales tax matters are becoming important. In fact I find that

in the 1958 Volume 9 Sales Tax Cases there are 90 cases reported incorporating decisions of High Courts and the Supreme Court as well. Under the Income Tax Act there is an appellate tribunal where you can appeal from the order of the Commissioner. Similarly instead of the appeal being filed before the Board of Revenue under the Sales Tax Act an appellate tribunal may be appointed, because—I think the Chief Minister will agree with me—the Member of the Board of Revenue is so busy with other matters that sales tax cases are kept pending before him for long. In 1956 it appeared to me that appeals were pending for two or three years. I do not know what is the position now but I shall be surprised if the position is not the same now. Two or three-year old cases are pending. It is good for nobody. If following the provisions of the Income-tax Act, an appellate tribunal is appointed more expeditious orders can be passed by the Sales Tax Department.

The second suggestion that I want to make is this. You have by rules 30, 31 and 32 made provision for advance payment of sales tax. I think the Chief Minister knows; he must have paid advance income-tax under section 18A of the Income-tax Act. You have rules for payment of advance sales tax but there is no section in the Act authorising advance payment. Unless such a section is inserted these rules will become ultra vires. These rules related to a particular case, I know, which was brought before a court but it was compromised. If these rules in regard to advance payment of sales tax are challenged in a court of law on the ground that the statute does not authorise the advance payment, I am sure these rules will become ultra vires. My suggestion is that you amend the Act and put in a section therein with regard to advance payment of sales tax.

The third suggestion that I want to make is this. The Chief Minister is aware that the Supreme Court has held that sales tax is not paid in respect of building contracts where such contracts cannot be divided. In the case of Gannon Dunkerley and Company (Madras) Limited the Supreme Court has held that in respect of indivisible building contracts no sales tax is payable as a result of which contractors do not have to pay sales tax although previously the West Bengal Government were realising sales tax from them. This is a lacuna in the Act. I have seen the Act. You can remove the lacuna by omitting the word "contract" from the Sales Tax Act. If the Chief Minister likes I shall be pleased to send him a note with regard to this matter.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I shall be always very glad to receive help from you.

The Hon'ble Siddhartha Shankar Ray: A very minor amendment is necessary. I hope that the Chief Minister will pay his attention to these three points. If he does so the Act will be amended suitably.

The last point is that I would appeal to the Chief Minister to do away with sales tax on ready-made garments. He has given his arguments over and over again and I do not want to repeat. I think the Chief Minister has now appreciated the difficulties of traders with regard to this and I hope something will be done by the Government in this respect.

I thank you, Sir, for giving me this time at the very last moment.

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, বিক্রয়কর তিনটা দিক হতে আলোচনা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। প্রথমতঃ বিক্রয় করের নীতি, দ্বিতীয়ত, আদায় খরচ, তৃতীয়ত, আদায়ের পদ্ধতি

ব্যবস্থা। এই তিনটি জায়গাতেই উন্নতি করার সুযোগ আছে এবং এই জায়গায় অসুবিধাগু যদি দূর করা যায়, তাহলে রাজ্যসরকারের আয়ও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়তে পারে বলে আ মনে করি। প্রথম কথা—কোন দেশের কর নির্ধারণ কি রকম হওয়া উচিত। মিঃ স্পীকার, স্যা আপনি জানেন যে, সমস্ত খাদ্যসামগ্রীগুলোকে এক পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। অর্থনীতিতে সামগ্রীগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়—এসেনসিয়াল কমোডিটিস, কমোডিটি ফর কমফর্টস অ্যান্ড লাক্সারিজ। এই তিন জাতের সামগ্রীকে তিন রকম ভাবের করের অধী আনতে হয়। অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর উপর কর ধার্য করা উচিত নয়, আরামের জিনিসগুলি উপর কম হারে কর ধার্য করা উচিত। এবং বিলাস দ্রব্যের উপর করের হার বেশি হওয়া দরকার জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র এই নীতি অনুসারে চালিত হয়। অথচ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরক এই নীতি অনুসরণ করছে না। অর্থাৎ সমস্ত ক্ষেত্রে কি এসেনসিয়াল কমোডিটিস কি কমফর্টস কি লাক্সারিজ সব জিনিসগুলিকে একই করের হারের আওতায় আনা হচ্ছে। এটা একটা রেট্রোগ্রেড স্টেপ বলে আমি মনে করি। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে যে লাক্সারিজএর উপর হায়ার রেট ট্যাক্স হোক, কমফর্টসএর উপর এই রেটেই ট্যাক্স থাক এবং এসেনসিয়াল গুডস গুলির উপর ট্যাক্স উঠিয়ে দেওয়া হোক। এই যদি করা যায় তাহলে হিসাব করে দেখা গেছে যে বর্তমানে ১৩ কোটি টাকার মত সরকারের যে রাজস্ব আয় সেলস ট্যাক্স থেকে হয় তার চেয়ে আয় বেশি হবে। এটা যদি করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ করের চাপ থেকে মুক্ত হবে এব যারা বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করেন সেই ধনী সম্প্রদায় ট্যাক্সের অধীনে আসবে। এটাই জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্রের নীতি হওয়া দরকার, কিন্তু সে জিনিস এখানে নেই। সেজন্য সরকারের কাছে এই জিনিসটা করবার জন্য আমি দাবি করছি।

তারপর ট্যাক্স সম্বন্ধে অর্থনীতির যে-কোন ছাত্রই জানে যে কালেকশন অব ট্যাক্সেশনের কথাই হচ্ছে ট্যাক্স আদায় করার খরচের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করা দরকার। ট্যাক্স যদি চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে তবে ট্যাক্স কালেক্ট করতে স্বভাবতই বেশি খরচ হয়। এইজন্য আমরা জানি যে মালটিপুল পয়েন্ট ট্যাক্স ব্যয়বাহুল্য এবং এই কারণে মালটিপুল পয়েন্ট ট্যাক্স তুলে দেবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আমরা দাবী করছি। সেজন্য আমি নিজে কয়েক বছর ধরে বলে আসছি যে লাস্ট পয়েন্ট ট্যাক্সএর বদলে ফার্স্ট পয়েন্ট ট্যাক্স করুন। আমি এই কথা বলছি এই কারণে যে লাস্ট পয়েন্ট ট্যাক্সটা সেলস ট্যাক্স নয়—

it is not sales tax, it is purchase tax

যারা জিনিস কিনতে যায় তাদের ট্যাক্স দিতে হয়, এবং দিতে হয় এই কারণে যেহেতু এটা লাস্ট পয়েন্ট ট্যাক্স। লাস্ট পয়েন্টে ট্যাক্সের জন্য আমাদের মত সাধারণ ক্রেতাদের এই কর দিতে হচ্ছে। এটা না করে যদি আপনি ফার্স্ট পয়েন্টে ট্যাক্স করেন তাহলে যে জিনিস প্রডিউস করে অর্থাৎ ম্যানুফাকচারার শিল্পপতি তারা ট্যাক্সের অধীনে আসে এবং সরকারের ট্যাক্স আদায় করার এক্সপেন্স অনেক কম হয় এবং ট্যাক্স আদায়ে অনেক সুবিধাও হয়। সুতরাং আমরা বারবার বলি যে ট্যাক্স লাস্ট পয়েন্ট না করে ফার্স্ট পয়েন্ট করুন। মিঃ স্পীকার, স্যার, ফার্স্ট পয়েন্ট ট্যাক্স করলে লাভ হবে, না লোকসান হবে এটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। আপনি জানেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স অব ১৯৫৪ এই আইনটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট ট্যাক্স এবং আগেকার যে বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স এ্যাক্ট সেটা হচ্ছে লাস্ট পয়েন্ট ট্যাক্স। এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স এ্যাক্ট অব ১৯৫৪, এই আইনটা প্রযুক্ত হওয়ার জন্য সরকারের আয় বেড়েছে, অর্থাৎ ফার্স্ট পয়েন্টে ট্যাক্স যদি করা যায়, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস, ম্যানুফ্যাকচারারস প্রভৃতির উপর যদি ট্যাক্স ধার্য করা যায় ক্রেতার উপর ট্যাক্স ধার্য না করে তাহলে স্বভাবত আয় বেশি হবে—এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সরকারের বাজেটে দেখতে পাচ্ছি। এ সত্ত্বেও কেন লাস্ট পয়েন্টে ট্যাক্স বসিয়ে যাচ্ছেন তা বুঝতে পারছি না। সুতরাং আমার দাবি এক্ষেত্রে লাস্ট পয়েন্ট ট্যাক্স না করে ফার্স্ট পয়েন্ট ট্যাক্স করুন, শিল্পপতি এবং ব্যবসাদারদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করা হোক, ক্রেতাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় না করে। তারপরের কথা হচ্ছে সেলস ট্যাক্স এ্যাডমিনিস্ট্রেসন সম্বন্ধে। সেলস ট্যাক্স এ্যাডমিনিস্ট্রেসনে বহু গলদ আছে, যে গলদ তিনি দূর করলে সরকারের বহু আয় বাড়তে পারে। এর কিছু কিছু যে ভাজার [illegible] জানেন না এমন নয়। আমি কয়েকটা জিনিস সম্বন্ধে বলবো। প্রথমে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের হয়রানি করা হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে দিনের পর দিন ঐ

বেলেঘাটা অফিসে গিয়ে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—দিনের পর দিন তাদের ফিরে আসতে হবে এবং পয়সা খরচ করতে হবে। ব্যবসা বন্ধ করে সেখানে যেতে হবে ফলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা রেজিস্ট্রেশনের খপ্পরে পড়ে মারা যাচ্ছে, প্লাস খাতাপত্র ব্যাপারে যে জিনিস দাঁড়িয়েছে তাতে করে চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট না রাখলে খাতা মেনটেন করা যায় না—এগুলি সিমপ্লিফাই করার দরকার আছে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের যদি আমরা বাঁচাতে চাই। তারপরে মিঃ স্পীকার, স্যার, যাদের দিয়ে কাজ করাবেন তাদের যদি অসন্তুষ্ট রাখেন তাহলে কোন কাজ হবে না। আমি আপনার কাছে ডিরেক্টরেট অব কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসের কয়েকটা কথা বলবো। সেখানে কর্মচারীরা ইনক্রিমেন্ট পান না, টি এ পান না। আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে দুই লক্ষ টাকা এরকম পাওনা রয়েছে কর্মচারীদের। ১১ বছর ইনক্রিমেন্ট পান নি, টি এ পান নি—ইন্সপেকসনে গেছেন দোকানে কর্মচারীরা অথচ তাঁদের টি এ দেওয়া হচ্ছে না। কেন দেওয়া হচ্ছে না ওভারসেন্ট্রালাইজেশন হয়েছে বলে। আপনি জানেন কলকাতার প্রায় ১৬টা সাব অফিস আছে এবং প্রত্যেকটা সাব অফিসে এক-একজন করে চার্জ অফিসার আছেন। মফঃস্বলে চার্জ অফিসারদের ক্ষমতা দেওয়া আছে, পেমেন্ট অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্টের কিন্তু কলিকাতা সাব অফিসের চার্জ অফিসারদের সেই ক্ষমতা দেওয়া নেই। পেমেন্ট এবং ডিসবার্সমেন্টের সমস্ত কাজগুলি কমিশনারকে করতে হচ্ছে, ফলে কলকাতার ১৬টা সাব অফিসের কাজ এস্টাব্লিশমেন্ট খরচ বলুন, মাইনে, টি এ ইনক্রিমেন্ট বলুন, আদার এ্যালাউয়েন্সেস বলুন সমস্ত কিছু কমিশনার সাহেব না বললে পেমেন্ট হয় না। এই কারণে ১১-১২ বছরের ইনক্রিমেন্ট পর্যন্ত কর্মচারীদের আটকে গেছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, এরিয়ার কাজ তোলার জন্য একজন অফিসার পর্যন্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন—সেকেন্ড পি এ টু দি কমিশনার এবং তাঁর মাইনে ২৫০ টাকা থেকে ৮৫০ টাকা পর্যন্ত, কিন্তু থিংগস আগে যা ছিল আজও তাই আছে। সুতরাং ডাক্তার রায়ের কাছে আমার অনুরোধ তিনি যদি কাজ চান, তাহলে কর্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করুন এবং যে জিনিসগুলি তাঁদের আইনসঙ্গতভাবে পাওনা আছে সেগুলি দেবার ব্যবস্থা করুন এবং অফিস এ্যাডমিনিস্টেশনও বেটার করার ব্যবস্থা করুন। আপনি ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিন সমস্ত কাজ—কোলকাতার ১৬টা অফিসের কাজ কমিশনারের ঘাড়ে না ফেলে ১৬টা সাব অফিস যা আছে সেখানকার চার্জ অফিসারের উপর যদি পেমেন্ট এবং ডিসবার্সমেন্টের ভার দিয়ে দেন—যেটা মফঃস্বলে দেওয়া আছে—তাহলে অনেক কাজ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। সেন্ট্রালাইজেশন টু দি এক্সটেন্ট করেছেন, ফলে ওভারসেন্ট্রালাইজেশন হয়ে যাচ্ছে এবং এই ওভারসেন্ট্রালাইজেশনে বটলনেক ক্রিয়েটেড হচ্ছে, এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সেটা বুঝবার দরকার আছে এবং এই বটলনেক ক্রিয়েটেড হওয়ার জন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছে বলে আমি মনে করি। তাই কিছু কিছু অন্ততঃ ডিসেন্ট্রালাইজেশনের দাবি করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে তাঁরই আগেকার দুই-তিনটি বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দেব। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেলস ট্যাক্স এবং এক্সাইজ ইমপরটেন্ট। তিনি ১৯৫৪-৫৫এ বলেছিলেন প্রভিন্সিয়াল এক্সাইজ সম্পর্কে—but they have been exploited to the full and the downward tendency has already set in. The present tendency of tax power is unrealistic.
অর্থাৎ, এই সেলস ট্যাক্স দিয়ে এমন আদায় করতে আরম্ভ করেছেন যে, শেষ পর্যায়ে পেঁছেছেন। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে জানাচ্ছি, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ, ১৯৫৬-৫৭এ ১০ কোটি ২৭ লক্ষ, ১৯৫৭-৫৮এ ১৪ কোটি—এসব আমি এনার্জি ট্যাক্স ধরে নিয়ে বলছি। ১৯৫৭-৫৮এ বাজেট এস্টিমেটএ যদিও রিভাইজড হয়েছিল ১০·২ ক্রোর, কিন্তু এ্যাকচুয়াল রিয়েলাইজেশন হয়েছিল অনেক কম। ১৯৫৮-৫৯এ বাজেট এস্টিমেট হয়েছিল ১৫ কোটি টাকার, কিন্তু এ্যাকচুয়াল রিয়েলাইজেশন হয়েছিল ১১·১। এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি ১৫ কোটি টাকা, রিভাইজড কত হবে আমি জানি না বা আগামী বৎসর কি হবে তাও জানি না। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে প্রশংসা করে বলেছিলাম যে, তাঁর লোলিহান জিহ্বা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং বাংলাদেশের যদি কোন জিনিসে উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে সেলস ট্যাক্স আদায়ে তাঁরা সর্বাঙ্গীন উন্নতি করেছেন। আমি এতে দুঃখিত নই। আমি তাঁকে অনেক জায়গায় আদায়ের সন্ধান দিচ্ছি, যাতে তিনি সেখানেও আদায় করতে পারেন। আমি

জিজ্ঞাসা করি অন্যান্য জায়গায় যেমন ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স, ফরওয়ার্ড ডিলিং-এর জন্য ট্যাক্স আছে তা কি এখানে আছে? বন্দের সঙ্গে সিলভার, কটন, অয়েল এই রকম কয়েকটা জিনিসের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া হেসিয়ান এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, ৪০ নেতাজী সুভাষ রোড, এদের ট্রানজ্যাকশন হয় খবর পেলাম, এবং স্যাকিং কন্ট্রাক্ট, হেসিয়ান কন্ট্রাক্ট, র জুট কন্ট্রাক্ট ইত্যাদি হয়েছে, এগুলির যদি আপনারা সন্ধান নেন তাহলে গরীব মানুষের আয় কিছু বাড়তে পারে।

[4-50—5 p.m.]

আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত—আমি শুধু আরেকটা পয়েন্টএর প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে আমব্রেলার কথা বলেছিলাম--

ধরুন যারা এপিল করে—এপিল করবার পর শুনেছি দুই-তিন মাস পরে তার কথাটা উঠে এবং তারও আরও চার-পাঁচ মাস পরে কাঁপ-টাঁপ ইত্যাদি পায়। কিন্তু ওখানে আমার কথা নয়—ইতিমধ্যে যেগুলি গভর্নমেন্ট ডিমান্ড সার্টিফিকেট জারী করছেন তা আদায় হয়ে যাচ্ছে। এটা যাতে না হয় দেখা দরকার। এপিল করলে সেখানে ছয় মাস সময় লাগে তার মধ্যে টাকা আদায় হয়ে গেল এটা ঠিক নয়।

আর একটা ইমপরটেন্ট জিনিসের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের এফিসিয়েন্সির ব্যাপারটার দিকে নজর দিন; এফিসিয়েন্সি একটা মস্ত বড় জিনিস। আপনি বারবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে প্রেসম্যান যারা তাঁরা অনেক সময় বিভিন্ন দপ্তর থেকে সরকারী কাগজপত্র বের করে নিয়ে থাকেন। আমি জানতে চাইছি আপনার কোন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আনজাস্ট প্রমোশন, আনজাস্ট ক্লাসিফিকেশন আছে কিনা যার মধ্যে টপমোস্ট পিপল পর্যন্ত জড়িত থাকেন। এরকম থাকলে রাষ্ট্রনায়কগণের সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ, সে অবস্থায় নিশ্চিন্তে রাজ্যশাসন করা চলে না। সুতরাং কে কিভাবে খবর বের করে দেয় সেটা জানবার আগে নিজেদের ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে অবিচার চলে সেটা খোঁজ করে বন্ধ করুন। আপনি কি জানেন কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট আপনাদের যেটা হয় সেখানে পি এস সি-র একটা রেকমেন্ডেশন আছে যে যাঁরা দুই-তিন গ্রেড উপরে আছে তাঁরা যেন এটা করেন, কিন্তু প্রায়ই এক গ্রেডের লোকের যেই একজন প্রমোশন হল সঙ্গে সঙ্গে সে কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট তৈরি করবার অধিকারী—এক্ষেত্রে যার প্রমোশন হল না, তার হিংসার কারণ রয়েছে। পি এস সি যেটা বলেছিলেন সেটা কেটে দেবার কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারি না।

আরও একটি জিনিস বলব। করেকটি কেস যেখানে রাষ্ট্রের টাকা আদায় হত অথচ হল না, বাকি টাকা আদায় হল না, তার কথা গতবার আপনাকে বলেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নি। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যেসমস্ত কথা অন্যান্য বক্তারা বলে গিয়েছেন আমি সেগুলি রিপিট করলে তা শুনতে ভাল হবে না। একটি বিষয়ে আমি প্রথমে বলব যে, বেলেঘাটায় সেলস ট্যাক্স অফিস উঠে যাওয়ার ফলেতে কলকাতার ব্যবসায়ী যারা দু-একজন কর্মচারী নিয়ে কাজ করেন তাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। আমার মনে হয় একটা অফিস যার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের যোগাযোগ করতে হয় তার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই শহরের কেন্দ্রস্থলে হওয়া উচিত। সরকারকে আমি তাই অনুরোধ করব যদি সম্ভব হয় মধ্যস্থলে যেকোন জায়গায় এই অফিস স্থাপন করুন।

আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট যার মারফত সরকার কিছু অর্থ আদায় করেন এবং অর্থ আদায় যে প্রতি বছর অপেক্ষাকৃত ভাল হচ্ছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে যেসব ব্যবসায়ী তার নামটা এনলিস্ট করতে বা রেজিস্টারি করতে যান তাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করা হয়, যেভাবে তাদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা হয়রান করা হয়, তাতে মনে হয় না তাদের সঙ্গে সরকারের কোন কাজের সম্পর্ক আছে। আজ পর্যন্ত কোন লোকের কাছে শুনলাম না যে, তিনি

রতিনিধি ... কাছে গিয়ে কোন ভাল ব্যবহার পেয়েছেন। সেলস ট্যাক্স অফিসে গিয়ে ভাল ব্যবহার পেয়েছেন। সেখানে গিয়ে দেখেন ৪।৫ জন মিলে গল্পগুজব করছেন অথচ তাদের ঘন্টার পর ঘন্টা কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই ডিপার্টমেন্ট থেকে যাতে করাপশন দূর হয় সেদিকে নজর রাখা অত্যন্ত দরকার। ডিক্লারেশন ফরম সরকার দিয়ে থাকেন। এটা ঠিক করা খুব ডিফিকালট জিনিস যে কোন ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত এবং কোন ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত নয়। এটা নিয়ে কিন্তু বেশ ব্ল্যাক মার্কেটিং চলছে। একজন ব্যবসায়ী তার রেজিস্ট্রীতে আর একজনকে দেখাচ্ছেন তার কাছে বিক্রি করেছেন এইভাবে সেলস ট্যাক্স ফাঁকি দেবার চেষ্টা চলছে অর্থাৎ সেলস ট্যাক্স তারা রিয়ালাইজ করছেন। কিন্তু সরকারকে দিচ্ছেন না। ওই যে উপব্যবসায়ী কয়দিন পরে তিনি বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ যার কাছ থেকে জিনিসটা কেনা হল তার জায়গায় সরবরাহ করলেন আলাদা একজন ব্যবসায়ী। এইভাবে সরকারের ট্যাক্সের টাকা লোকসান হচ্ছে এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কলকাতার অনেক চতুর ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা আইন ভাল করেই জানেন এবং আইন ব্যবসায়ীদের সাহায্যে নানাভাবে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন। ২১ নং ক্যানিং স্ট্রীটে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে. তাদের কাছে অ্যাসেস করা হ'ল ২১,৪৬০ টাকা। সেখানে সার্টিফিকেট জারী করেও সরকার ওই টাকা আদায় করতে পারেন নি। আমি যতদূর জানি সরকারের তরফ থেকে বোধ হয় ইনস্ট্রাকশন গিয়েছে যে, এ সম্পর্কে আর কিছু যেন না করা হয়। অ্যানাদার কোম্পানি ওই ২১-এ ক্যানিং স্ট্রীটে তার নামটা হ'ল ডরিনা (প্রাইভেট) লিমিটেড এবং তার ডাইরেক্টরস যারা. তাদের নাম হ'ল শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ, মৃণালিকা ঘোষ এবং চম্পাসুন্দরী ঘোষ। এই কোম্পানিটি ১৯৫০ সাল থেকে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছিলেন। এদের কাছে দাবীর পরিমাণ ২১,৯০৬, কিন্তু এই টাকা আজ পর্যন্ত আদায় হয় নি। সরকার সার্টিফিকেট ইসু করেছেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। এইভাবে যাঁরা চতুর ব্যবসায়ী তাঁরা নানাভাবে সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন। যাতে তারা তাদের দেয় ট্যাক্স দেয় তা চেষ্টা করা দরকার। সরকারের লক্ষ্য শুধু ছোট ব্যবসায়ী যাদের ৫০ হাজার টাকারও ব্যবসা নয় তাদের উপর ৫০ হাজার টাকা ট্যাক্স ধরছেন। এই টাকা আদায় করার চেষ্টা না করে যারা বড় বড় ব্যবসায়ী তাদের ধরা দরকার। এই নীতি যদি গ্রহণ না করেন তাহলে বড় বড় ব্যবসায়ীরা ফাঁকি দিতেই থাকবে এবং এই ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হবে। গত বৎসর ৯ কোটি টাকা হয়েছে। এই বৎসর ১১ কোটি টাকা হবে এবং হয়ত আগামী বৎসর ১৭ কোটি টাকা হবে। সেইজন্য সরকারের এই নীতি ত্যাগ করা উচিত।

[5—5-15 p.m.]

আর একটা হয়ত পুরানো কথা, তবু বলছি, যেটা সুবোধবাবুও বলেছেন যে, যারা ছোট মার্চেন্ট ও ম্যানুফাকচারার যেসব আছে তাঁদের অনেক জিনিস সংগ্রহ করতে হয় তাদেরও ট্যাক্স করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ না করে যারা প্রডিউস করে তাদের যদি ট্যাক্স করেন তাহলে এত অফিসারের দরকার হবে না। এখন যেমন ৯ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আছেন, একজন কমিশনার এবং দু'জন অ্যাডিশনাল কমিশনার আছেন. ইউনাইটেড বেঙ্গল-এ এত ছিল না। তখন একজন কমিশনার এবং ৬ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিল। অবশ্য আমি জানি যে, এখন কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে কিন্তু তবুও এইসব ছোট ছোট ব্যবসাদারদের উপর অযথা অ্যাসেস করে জোর করে টাকা আদায় না করার চেষ্টা করলে এত অফিসার-এর দরকার হবে না। এদের উপর থেকে জোর করে টাকা আদায় করার চেষ্টা না করে যদি যারা প্রডিউসার তাদের ধরেন তাহলে সরকারের ত লোকসান হবেই না বরং অনেক বেশী পরিমাণ টাকা আদায় করতে পারবেন যদি সোরস-এ ট্যাক্স আদায় করার চেষ্টা করেন। এটা পুরানো কথা তবু আবার বললাম।

[At this stage the House was adjourned for 10 minutes.]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Sj. Rama Shankar Prasad:

मिस्टर स्पीकर, सर, अभी हाउस के अन्दर सेल टैक्स और और दूसरी टैक्सों के ऊपर आलोचना हो रही थी। उनमें हमारे बहुत से अपोजीशन के मेम्बरों ने बहुत

के विषयों पर बताया। पर म एक खास विषय की ओर माननीय वित्त मंत्री महोदय की दृष्टि आकृष्ट करना चाहता हूं। वह है एम्यूजमेन्ट टैक्स और इन्टरटेनमेन्ट टैक्स। इसके साथ सिनमा इम्पलाइज का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें दूसरे किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है। परन्तु गवर्नमेन्ट इसके संबंध में कुछ भी पैसा खर्च नहीं करती हैं। मालिकों द्वारा जो सिनेमा के मालिक हैं, बहुत ही कम पैसा सिनेमा इम्पलाइज को दिया जाता है। जितना भी इन्टरटेनमेन्ट टैक्स वगैरह सिनेमा से होता है उनको वे ही कलेक्ट करते हैं।

गत वर्ष मुख्य मंत्री के पास एक दरख्वास्त किया गया था। चूंकि बेगार प्रथा आज गैरकानूनी है परन्तु सिनमा इम्पलाइज को कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता है। उनलोगों के ही द्वारा सारा पैसा वसूला जाता है, फिर भी वे वंचित रहते हैं। सिनेमा इम्पलाइज ने जो दरख्वास्त किया था उसके ऊपर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए। सिनेमा मालिक उन्हें ३० रुपया या ५० रुपया माहवार देते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उनको पैसा देने की व्यवस्था की जाय नहीं तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। सेल टैक्स कलेक्शन के अन्दर एक केस हुआ था श्री तारा दास चटर्जी के नाम जिन्होंने [illegible] टैक्स वसूलने में गड़बड़ किया था जिसकी वजह से उनके नाम में केस हुआ था और वे अभी तक सजा भुगत रहे हैं।

परन्तु हमारे सिनेमा कर्मचारी एम्यूजमेन्ट टैक्स कलेक्शन करके सरकार हैं। वे हमेशा सरकार के फायदे के लिए काम करते हैं किन्तु सरकार उनकी ओर नजर नहीं देती है। इसलिए मैं कहूंगा कि सिनेमा कर्मचारियों की जो मांग है वह बहुत उचित है। फिर भी सरकार उनके ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एम्यूजमेन्ट टैक्स से सरकार को जो धन मिलता है उसका दूसरा हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही एम्यूजमेन्ट टैक्स का एक लम्प-सम हिस्सा टी० बी० हास्पीटल में देकर सिनेमा इम्पलाइज के लिए बेड रीजर्व कर देना चाहिए। सिनेमा इम्पलाइज यूनियन की तरफ से बार-बार यह मांग सरकार के पास रखी गयी है। अगर विचार नहीं किया जायगा तो सिनमा इण्डस्ट्री पर धक्का लगेगा।

दूसरी बात जो चैरिटी शो होता है उसपर से इन टैक्सों को सरकार को हटा लेना चाहिए जिससे उनलोगों को प्रोत्साहन मिले और वे अच्छे कला का प्रदर्शन कर सकें। जो एडूकेटिव परपज से या जो कलचरल शो प्रदर्शन किया जाता है या जो सिनेमा बच्चों की भलाई के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए बच्चों को दिखलाया जाता है उसपर से भी टैक्स उठा लेना चाहिए। ऐसे बहुत से सिनेमा हैं जिन पर प्रेसिडेण्ट का एवार्ड मिलता है और और तरह तरह के मेडल मिलता है उसपर से भी ऐसे टैक्सों को हटा लेना चाहिए जिससे ऐसे ऐसे सिनेमा के प्रोड्यूसरों को और भी अच्छे चित्र निर्माण करने की ओर दृष्टि जाय। इन सब विषयों पर गौर करने के लिए सरकार की दृष्टि आकर्षित करता हूं।

दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं एक बात कहूंगा वह यह है कि मिदनापुर के अन्दर विभिन्न थानों में जैसे पालकुण्डा थाना के अन्दर जिन जमीनों पर डी० वी० सी० के

जो दबाये गये हैं उन जमीनों का मावजा आज तक वहां के कृषकों को नहीं मिला है। इसके लिए सरकार के पास उनलोगों ने दरख्वास्त भी किया है। उनको मावजा मिलेगा या नहीं कम से कम सरकार को उनको बतला देना चाहिए। इस तरह से गरीब कृषकों को लटका कर रखने से कोई फायदा नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जो वित्त मंत्री हैं जिनके पास इस मावजा के लिए रिप्रजेन्टेशन भी आ चुकी है वे अभी जो जबाब देंगे उसमें स्पष्ट करके बताने का कष्ट करेंगे। क्या उनके इस मांग पर गौर करेंगे? जमीन का मावजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर मावजा मिलेगा तो क्या मिलेगा? इन बातों पर विचार करके, मंत्री महोदय अपने जबाब में बोलने की मेहरबानी करें। मैं मंत्री महोदय से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं।

5-25—5-35 p.m.]

Sj. Amarendra Nath Basu:

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পুস্তকের উপর থেকে বিক্রয়কর রহিত করা হোক এই আমার ছাটাই প্রস্তাব ছিল। খুব আনন্দের কথা আলোচনার প্রারম্ভেই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর ইচ্ছা জানিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, পুস্তকের উপর বিক্রয়কর তুলে দিচ্ছেন—আনন্দের প্রস্তাব। ৪ বছর আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি, তখন আমাদের বক্তব্য ছিল ছাত্রদের সুবিধার জন্য, অভিভাবকদের সুবিধার জন্য এই বিক্রয়কর তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু এই বছর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল নয়টি রাজ্য থেকে এই কর উঠে গেছল, বাংলাতে এবং আর একটিতে বা দুটি রাজ্যে এই কর চালু ছিল, ফলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদের হাত থেকে এই ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রদেশে চলে যাবার জন্য এক রকম ব্যবস্থা হয়ে গেছল।

অধ্যক্ষ মহাশয়, বাংলার লেখক, বাংলার প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা, ক্রেতা এবং [illegible], এরা প্রত্যেকেই আজ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আজকে আমরা বিধানসভার সকলেই যেমন আনন্দ প্রকাশ করছি তাঁর কথা শুনে, বাংলার প্রত্যেকটি মানুষেই তেমনিভাবে আনন্দ প্রকাশ করবে। আজকে আর দু'একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। আমার বন্ধু হেমন্তবাবু বলেছেন—বীজ, চারাগাছ ও ফুলের উপর থেকে বিক্রয়কর তুলে নিতে, তা নিয়ে সরকার অনেকবার নার্শারীর মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন তুলে নেবেন। তারপর ফল, যা সাধারণত ডাক্তাররা আমাদের রোগীদের খাবার জন্য ব্যবস্থা করে থাকেন, এমন কি পাতিলেবুর উপর যে বিক্রয় কর আছে সেটা যেন তুলে দেন, সেজন্য ও'র কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আর যতীনবাবু একটা কথা বলেছেন, খাবারের উপর থেকে বিক্রয়কর তুলে দেবার জন্য। আমরা জানি, দুধের উপর নাই, ছানার উপর বিক্রয়কর আছে, টক দইয়ের উপর বিক্রয়কর নাই, মিষ্টি দইয়ের উপর বিক্রয়কর আছে। শুধু খই কিনতে যান, বিক্রয়কর দিতে হবে না। অথচ মুড়কি কিনতে যান কর দিতে হবে। (এ ভয়েস—মিষ্টিগুলি খাবেন না) আমরা জানি এক মুড়কির দোকানে ১২ টাকার উপর কর ধার্য করা হয়েছে। সে বেচারির ঐ ১২ টাকা কর থেকে রেহাই পাবার ব্যাপার নিয়ে ছুটাছুটি করতে তার বহু টাকা ব্যয় হয়ে গিয়েছে। সেইজন্য বলি আপনি এইসব কর ধার্যের ব্যাপারে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করুন। নানান বড় জায়গার হদিস ডাঃ নারায়ণ রায় আপনাকে দিয়েছেন, সেখানে আদায় করুন, ছোটদের ছেড়ে দিন। আমরা একথা কখনো বলি না সরকারকে টাকা দিও না। সরকারকে টাকা না দিলে কি করে সরকার চলবে। কিন্তু যেসব লোকের আয় অল্প—গরীব লোক যারা তাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের উপর এই বিক্রয়কর থাকতে পারে না। তারপর মসলার দোকান—তারা অল্প পুঁজি নিয়ে দোকান করে। এইসব দোকানদারের উপর বিক্রয় করের বোঝা চাপান থাকলে তাদের বিশেষ অসুবিধায় দোকান চালাতে হয়, সেক্ষেত্রে সব জিনিষের ঐ সোর্স থেকে যদি আদায় করে নেন, তাহলে ছোট দোকানদারগণ রেহাই পান, এবং তাঁরা অনেক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আমি আর একবার আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যেভাবে বইয়ের উপর থেকে বিক্রয় কর তুলে নিয়েছেন, সেইভাবে ঔষধের উপর, ফলের উপর, পাতিলেবুর উপর থেকে এবং খাবার-দাবারের উপর থেকে তুলে নিন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে বিক্রয়কর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই ইতিপূর্বে তাঁত বস্ত্রের উপর যে বিক্রয়কর ছিল, সেটা যে তুলে দেওয়া হয়েছে—সে খুব ভাল কাজ হয়েছে। এবং কুটিরশিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

আমি এখানে আর একটা জিনিসের কথা বলতে চাই—বাংলাদেশে এবং ভারতের প্রায় সর্বত্রই রেডিমেড জামা বিক্রয় করার পদ্ধতি আছে এবং তার উপর বিক্রয়কর আছে। আমরা সবাই জানি এইসব রেডিমেড জামা প্রস্তুতকারক যারা তাদের প্রতিপালক হচ্ছে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা। তারাই সাধারণত ঐসব রেডিমেড জিনিস কিনে থাকে। তার উপর বিক্রয়কর থাকলে বড় বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে যাবে। এই কারণে হটে যাবে যে খরিদদার যেখানে সস্তা পাবে সেখানেই কিনবে।

দ্বিতীয় কথা আজকে বইয়ের উপর থেকে বিক্রয়কর তুলে নেওয়া হয়েছে এটা অতি আনন্দের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্লেট ও স্লেটপেন্সিলের উপর যে বিক্রয়কর এখনো পর্যন্ত আছে সেটও তুলে নেওয়া দরকার। স্লেটে পেন্সিলের দ্বারা যারা লেখে তারা আমাদের দেশের শিশু। শিশুদের উপর ট্যাক্স হবে এটা কোন দেশেরই পদ্ধতি নয়। এবং তাদের শিক্ষার প্রথম ধাপেই যদি ট্যাক্স ধরা হয় তাহলে অঙ্কুরেই মারবার চেষ্টা করার মতন কাজ হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা দেখেছি কংগ্রেসপক্ষীয় জনৈক ব্যক্তি বলেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পানের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স তুলে নেওয়া হবে। তিনি বাগনানে এই মিথ্যা কথা ভোট পাবার জন্য বলেন। পানের উপর ট্যাক্স ধরার মানে কৃষকের উপর অবিচার করা। কারণ পনের যারা ব্যবসা করে তারা কমিশন এজেন্ট—এক জায়গার পান আর এক জায়গায় পৌঁছে দেয়। সেইজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলতে চাই—এই জিনিসের উপর থেকে বিক্রয়কর রহিত করা দরকার। আর আমরা এও জানি যে, এই সকল জিনিসের উপর থেকে বিক্রয়করের মাধ্যমে সরকারের ফান্ডে যে টাকা আসে—সে টাকার পরিমাণ বেশি নয়। সেলস ট্যাক্স আদায়ের আসল পথ যদি মুখ্যমন্ত্রী খোঁজেন এবং সেদিকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেন তাহলে ট্যাক্স আদায়ের অভাব হবে না। কিন্তু মানুষের নিত্য ব্যবহার্য যে জিনিস এবং যে জিনিস তার নিত্য প্রয়োজনে লাগে সে জিনিসগুলির উপর ট্যাক্স আপনারা ধরবেন না। এই কথা কয়টি বলে আমি বসে পড়লাম।

The Hon'ble Bidhan Chandra Roy: Sir, I will not take much time of the House. I just want to refer to one or two points which have been raised in the course of the debate.

In the first place my friend Shri Bankim Mukherjee wanted to know why the revised estimate of 1958-59 under the head 'Sales Tax' has become Rs. 13 crores 75 lakhs from Rs. 9 crores 35 lakhs? Was it a wrong calculation? If my friend had been good enough to see page 31 of the Yellow Book he would have found that Rs. 3 crores is accounted for by receipts from inter-States Sales Tax. When the budget was made in 1958-59, we had no idea as to what amount we would get under this head.

Now, let me answer the points raised by other members.

I want to make one point perfectly clear to members who seem to be suffering from a certain amount of difficulty in understanding the exact position. My friend Shri Hemanta Basu was talking about *pujar phul*. If a man has got Rs. 10 worth of flowers in his garden, that is, in the case of a small grower, he goes and sells his flowers; he will not come under the Sales Tax at all. Unless a flower-man is selling in the course of the year Rs. 15,000 worth of flowers, no question of Sales Tax arises. Similarly he has talked about seeds. Ordinarily seeds are grown in the fields. A man who grows ordinary cash seeds like oil seeds, cotton seeds and so on, he gets the cash for which there is no question of buying and selling......Unless the

man goes to a dealer who is a registered dealer and buys from him there is no question of his paying any sales tax on that particular issue. Similarly, if it is a case of any other goods, *pan* for instance, if it is a question of a small dealer selling it to another small dealer, who is not buying from a registered dealer, there is no question of paying the sales tax on it.

Shri Hazra was wrong in saying that any declaration was made in the Bagnan election about *pan*. All that happened was that an application was submitted to me for consideration of the case of *pan* dealers. We are considering that case.

My friend Shri Siddhartha Sankar Ray made four suggestions. One is that there should be an appellate tribunal. It is a matter which we are considering seriously. As a matter of fact we have appointed one Additional Member, Board of Revenue. There was only one Member before. Now we have got two and one of them can act as special tribunal to deal with this particular type of cases.

As regards the question of advance payment, it is being considered in the Directorate and we shall be thankful if Shri Siddhartha Shankar Ray can send his note to us in this connection.

As regards the question of the Supreme Court's decision regarding contract we are waiting because there is a case from West Bengal now pending before the Supreme Court of Dakshineswar Sarkar in which the taxability of building materials in the case of contracts is being considered. (Sj. Siddhartha Shankar Ray: The Supreme Court is not likely to change its decision because after that another case went to the Supreme Court from Madhya Pradesh—the case of Pandit Banarasi. In that case the previous decision was affirmed. Why don't you amend the Act with retrospective effect?). We shall consider that. ?

Regarding the dealers of ready-made garments, I wanted to make it clear that if a man were to make ready-made garments previous to the current excise duty on cloth—I am talking of course cloth—he had to pay -/1/6 as tax. Under the new system he pays only 6 naye Paise, and he has to pay 3 naye Paise as Bengal Excise Duty—actually 9 naye Paise in place of 9.3 These gentlemen came to me and we had a long discussion. The point that they made was why there should be double taxation. What I wanted to prove to them was that it was not a case excise duty on a particular material; it was not a case of double taxation under the Sales Tax. There are many things like *pans*, papers etc. where there is ordinary sales tax as well as the excise duty. This is a matter which is coming up before me from time to time and we shall consider this later on.

Sir, my friend Dr. Narayan Ray has suggested taxing the forward contracts. My lawyer men advised me that forward contract interferes with the Transfer of Property Act. In the matter of cales tax it has got to be transfer of property—you cannot impose a tax upon mere contract. But we shall consider this matter again.

Shri Basanta Kumar Panda has said about the allegation that Mr. H. N. Ray had given a lett r to a particular person recognising his services. I know the case. The gentleman informed the Commercil Tax Commissioner, Shri H. N. Ray as he was then, and gave information regarding misuse of declaration forms, by which we were able to detect the case. The man concerned was punished and we were able to recover a lot of money.

[5-35—5-45 p.m.]

We wanted to give certain reward for his service, for the letter. I do not think the letter came to me, it was done without my knowledge.

As regards the various items of common use, I want to say that the cereals are taxed in Andhra, Madras, Mysore, Punjab and U.P. The flour is taxed in Andhra, Kerala, Madras. But in Bengal we exempt both cereals and flour. We have been trying to limit our item of taxation as far as possible to save the small consumer. I repeat if he is the small consumer, the total outturn is not more than a certain sum. He is not regarded as registered dealer and therefore he sells and there is no question of sales tax That is a point that has got to be remembered. I am glad we have not thought of reducing sales tax on sweets because my friend Sj. Amar Basu would then become more ill than what he is today. With these words I move the motion that stands in my name.

Sir, I forget to say that the Supreme Court has already modified its previous decision that certain building contractors can be taxed.

Mr. Speaker: I am taking all the cut motions together except cut motion No. 16 under Grant No. 8 and cut motion No. 15 under Grant No. 9.

The motion of Sj. Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Amarendra Nath Basu that the demand of Rs 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Other Taxes and Duties" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 26,19,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—63.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. [illegible]
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal

Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
[illegible], Sj. Brindaban
[illegible], Sj. Bejoy Kumar
[illegible], The Hon'ble Tarun Kanti
[illegible] Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
[illegible] Soleman, Janab
[illegible], [illegible] Nikunja Behari
[illegible] [illegible] Nazi
[illegible], Sj. [illegible]
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahatà, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumdar, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. [illegible] Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dinarajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath

Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 63 and Noes 125, the motion was lost.

The motion of Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 26,19,000 be granted for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax", was then put and agreed to.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 11,20,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and a Division taken with the following result:—

AYES—63.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Medak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—125.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad

Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhan
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biancha, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
v. Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandr
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 63 and Noes 125, the motion was lost.

The motion of Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum Rs. 11,20,000 be granted for expenditure under Grant No. 9, Major H "13—Other Taxes and Duties" was then put and agreed to.

[5-45—5-55 p.m.]

Major Head: 10—Forest

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Sir, on the recommendation of Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,07,16,000 be granted expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest".

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই মোট ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে বনভূমির সংরক্ষণ, সৃজন, উন্নয়ন প্রভৃতি সাধারণ কাজের জন্য ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রাখা হয়েছে। ইহার মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেসকল নূতন বন সৃজন ও অধিকৃত হইয়াছে তাহাদের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে।

দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পূর্বতন বেসরকারী বনভূমির অধিকাংশই পার্বত্য বনাঞ্চলের ন্যায় দুর্গম নহে। যুগ যুগ ধরিয়া অবহেলিত এইসব বেসরকারী বনভূমি যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় নানা কর্মপন্থার মাধ্যমে উন্নত করা যায়, তাহা হইলে এইসব অঞ্চল হইতে রাজস্ব হিসাবে বিশেষ একটা অংশ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে বনজদ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। এইসব এলাকার উন্নতি সাধিত হইলে সন্নিহিত অঞ্চলের আবহাওয়া শীতল হইবে ও কৃষির উন্নতি সম্ভব হইবে। উপরন্তু এই বনাঞ্চল সংরক্ষিত ও সমৃদ্ধ করা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে আবহাওয়া রুক্ষ ও শুষ্ক হইয়া সমগ্র এলাকাটিকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনধারণের মান ক্রমাগত বাড়িয়া যাওয়ায় বনসম্পদের চাহিদাও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। ক্রমবর্ধমান কাঠের অভাব দূরীভূত করিতে হইলে রাজ্যের যে যে স্থানে বনভূমি বিদ্যমান আছে, সেগুলি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় স্থানীয় লোকদের চাহিদা মিটাইবার জন্য উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধশালী সরকারী বনভূমি হইতেও বহুল পরিমাণে বনসম্পদ আহরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিগত ৯০ বৎসর যাবত যে বনসম্পদ সুষ্ঠুভাবে আমাদের প্রয়োজন মিটাইয়া আসিয়াছে এবং খণ্ডিত বঙ্গে যাহা কাষ্ঠ সরবরাহের একমাত্র উৎস সেই মূল্যবান বন-সম্পদকে বিশেষ ভালভাবে রক্ষা করা আরও প্রয়োজন। প্রকৃতিদত্ত এই অমূল্য সম্পদের রক্ষায় কোনরূপ অবহেলা ঘটিলে রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এবং ঐ অঞ্চলের কৃষিকার্য ব্যাহত হইবে। নদীপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং সমগ্র দেশের কল্যাণার্থে সুন্দরবন অঞ্চলের বনভূমি রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই অঞ্চলে অপরিণত জঙ্গল হাসিল করা দুষ্ট ব্যাধির মত দেখা গিয়াছে। ইহার জন্য নানা অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা যাহাতে সুষ্ঠুরূপে সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন। সুন্দরবন হইতে গত বৎসর প্রায় ৮৪০ মণ মধু ও ১০০ মণ মোম সংগ্রহ করা হইয়াছে। মধুর চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মধু সংগ্রহকারীদের কঠোর পরিশ্রম ও বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার কথা চিন্তা করিয়া গত বৎসর মধুর মূল্য মণপ্রতি ৫ ও মোমের মূল্য মণ প্রতি ১৮ টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। মধু সংগ্রহকারীরা ৪০ সের মধু সংগ্রহ করিলে ১২ সের মধু ৩৩ টাকা ।৭ দরে বনবিভাগকে বিক্রয় করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ২৮ সের মধু নিজে বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বনাঞ্চল হইতে আনিতে পারে। অবৈধভাবে হত্যার ফলে এই রাজ্যের বন্য পশুপক্ষীদের সংখ্যা কমিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা গিয়াছে। বন্য পশুপক্ষী ভ্রমণকারীদের একটা বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। এদেশে বৈদেশিকদের ভ্রমণের উৎসাহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইতেছে। কিন্তু যদি যথাসময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা ক্রম-বর্ধমান পশুপক্ষী নিধন রোধ করা না যায় তাহা হইলে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঈশ্বরসৃষ্ট এই অপূর্ব ও আকর্ষণীয় প্রাণীজীবন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই পরিণতির প্রতিরোধ করা বনবিভাগের কর্তব্য বন্যপশুপক্ষী সংরক্ষণের জন্য মহানন্দী গেম স্যাংচুয়ারী ও জলদাপাড়া গেম স্যাংচুয়ারী স্থাপন ও উন্নতি করণ ছাড়া ও অবিবেচক শিকারী ও পশুপক্ষী হত্যাকারিদের অবৈধ ও বেআইনী কার্যকলাপ রোধ করিবার জন্য

নামে একটি নূতন আইন প্রবর্তন করার জন্য বিধানসভায় পেশ করা হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে এই আইনটি প্রবর্তিত হইলে রাজ্যের পশুপক্ষী রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইবে। পশ্চিম-বঙ্গের মোট আয়তনের মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ বনভূমি থাকায় এই রাজ্যে বনসম্পদের অভাব রহিয়া গিয়াছে নিকৃষ্ট বনাঞ্চলের পুনরুজ্জীবন এবং পতিত জমিতে নূতন বনসৃজন করিয়া রাজ্যের বনসম্পদ বৃদ্ধি করাই বনবিভাগের লক্ষ্য। এ যাবত এইরূপ ৩১,৯২০ একর জমিতে নূতন বনসৃজন করা হইয়াছে এবং ১৯৫৯-৬০ সনে আরও ১,৬৯০ একর জমিতে নূতন বন-সৃজন করা হইবে। এ ছাড়া মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্রোপকূলে ২,০০১ একর বালুভূমিতে ঝাউ ও কাজুবাদাম রোপন করিয়া বালুপ্রবাহ রোধ করা হইয়াছে ১৯৫৯-৬০ সালে আর ৫০

একই জমিতে অনুরূপ কাজ করা হইবে। এই বনাঞ্চল শুধু যে স্থানীয় জনসাধারণকে জ্বালানী সরবরাহ করিবে তাহা নহে, এই অঞ্চলের শস্যক্ষেত্রগুলিকে ঝড় ও বালুকা প্রবাহ হইতে রক্ষা করিবে। জনসাধারণের বনজদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য পাহাড় অঞ্চলের দুর্গম বন হইতে বনসম্পদ আহরণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুর্গম পাহাড়ের বুকে বিগত তিন বৎসরের মধ্যে ৭ মাইল ভাল রাস্তা তৈরি করা হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে আরও ২ মাইল রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনা আছে।

বনশ্রমিকেরা এই বিভাগের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্মচারী। সভাজনতের বাহিরে সুদূর বনের নিবিড় অন্তরালে তাহাদের থাকিতে হয়। তাহাদের জন্য ভাল বাসগৃহের ব্যবস্থা করা এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা বনবিভাগের লক্ষ্য। এ পর্যন্ত বনশ্রমিকদের জন্য ১,৬৯০টি বাসগৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে এবং তাহাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে আরও ৪০টি বাসগৃহ এবং ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করিবার প্রস্তাব আছে।

বৃক্ষরোপনে ও বৃক্ষ সংরক্ষণে সাধারণের যাহাতে উৎসাহ জাগে তাহার জন্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বনবিভাগ বনমহোৎসব পালন করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বনবিভাগ হইতে বিনামূল্যে চারাগাছ বিতরণের ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৮ সালে ৭ লক্ষ ৭০টি চারাগাছ বিতরণ করা হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার চারাগাছ বিতরণ করা হইয়াছিল ইহার মধ্যে শতকরা ৬০টি গাছ বাঁচিয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে বনবিভাগে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং খরচ খাতে ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে ১ কোটি ৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। বাজেটের মোট ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে সাধারণ খাতে খরচ ধরা হইয়াছে ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে খরচ-খরচা বাদে সরকারী তহবিলে ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা আয় হইবে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বন-বিভাগ জনসাধারণের বনজদ্রব্যের চাহিদা মিটাইয়া এবং শস্যক্ষেত্র উন্নতি করিয়া ও সরকারী খাতে উল্লেখযোগ্য আয় দেখাইতে পারিয়াছে।

এমতাবস্থায় আমি ১৯৫৯-৬০ সালের জন্য
খাতে ১ কোটি ৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য এই সভাকে অনুরোধ জানাইতেছি।

[5-55—6-5 p.m.]

[**Mr. Speaker:** All the cut motions may be taken as moved.]

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy:

স্পীকার মহোদয়, এখানে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, এই যে বন বিভাগটি আছে এটা যেন সরকারের কাছে একটা রসগ্রাসিকতার বিভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিভাগের ভিতর থেকে কিভাবে যে দেশের সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে, কিভাবে যে পাবলিক এক্সচেকার-এর টাকা নষ্ট হচ্ছে এই বিষয় যদি সরকার যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতেন তাহলে হয়ত বাংলাদেশের এই অবস্থা হোত না।

আমরা জানি যে এঁরা যখন কোন কেতাবে কোন কথা লেখেন তখন অনেক ভাল ভাল কথা লেখেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ সম্পর্কে যে বইটা সরকার বের করেছেন তার এক জায়গায় ফরেস্ট সম্পর্কে বলেছেন। ফরেস্ট সম্পর্কে বলেছেন এবং ভাল ভাল কথা বলেছেন যে,

The forests attract rain-bearing clouds and induce rain. They help in the preservation of and formation of new soil. They are an important natural agent for the prevention of disastrous floods. Moreover, they yield useful products. They contribute thus much to the growth of a country's economy. The forest resources of West Bengal today are very poor.

এই সমস্ত ভাল কথা একদিকে বলছেন কিন্তু ভালভাবে যদি দেখা যায় এবং সরকারও যদি লক্ষ্য করেন এবং আমরা যারা এখানে আছি, আমরাও যদি এ বিষয়ে সিরিয়াস হই তাহলে আমরা দেখবো যে, যত এদের ফরেস্টএ টাকা খরচ হচ্ছে তত এদেশের ফরেস্ট ধ্বংস হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হল এদের যে ব্যুরোক্র্যাটিক সংগঠন এবং সেই সংগঠনের যে আপনার মাথা ভারি শাসন ব্যবস্থা এবং করাপশন এইগুলি হল তার মূল কারণ। আমরা জানি যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, বাংলাদেশের বর্ষাকাল পিছিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্ষা কম হচ্ছে, ব্যাপকভাবে সয়েল এরোসন হচ্ছে, নদীর বেদগুলি আজকে উঠে যাচ্ছে, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আজকে জঙ্গল যেভাবে নষ্ট হচ্ছে সেই একটা কারণ দেখিয়েছে এবং তাঁরা বলছেন যে, শুধু অর্থনীতির সঙ্গে নয়, দেশের স্বাস্থ্যের সঙ্গেও বনসম্পদের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই সমস্ত কথা আজকে বলা হয় কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়া হয় না। এর অন্যতম কারণ হল এঁরা যেভাবে ডাইরেক্টোরেট করে রেখেছেন তাতে আপনি জানেন যে, বাংলা ভাগ হয়ে যাবার পর যে ⅓ অংশ বাংলা এদিকে এলো অথচ তখনকার দিনে উপরের যেরকম সংগঠন ছিল তার চেয়ে এখন টাকার খরচটাও বেড়েছে এবং উপরের সংগঠনের চেহারাটা যদি দেখেন তাহলে অত্যান্ত অবাক হয়ে যাবেন। উপরের সংগঠনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই এই ⅓ অংশ বাংলায়, প্রথমে একজন আছেন তার নাম হল বাংলায় মহাবন পাল, তাঁকে সাহায্য করার জন্য আছেন ২০ জন উপবনপাল এবং তাদের সাহায্য করার জন্য আছে একপাল অতিরিক্ত উপবনপাল এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আর একপাল আছে সহকারী উপবনপাল এবং তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য আছে এক্সট্রা অ্যাসিট্যান্ট কনসারভেটর অফ ফরেস্ট। এই যে একটা বিরাট চক্র করে রেখে দিয়েছেন এবং যত টাকা তাদের পিছনে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত চক্রের ভিতর একটা বিরাট করাপশন রয়েছে, আমরা সেটাকে জানি। তা ছাড়া নীচের তলার কর্মী যারা আছে, যারা জঙ্গলে থাকে এবং জঙ্গলকে দেখে তাদের দিকে কোনরকম লক্ষ্য দেওয়া হয় না, তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখান হয় না। আমি জানি এক একটা জায়গাতে—আমি করাপশন এর দিক থেকে একটা বড় কথা বলতে পারি, কিছুদিন আগে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ঠিক করেছিল যে, ডেভেলপমেন্ট সার্কেলগুলি তাঁরা তুলে দেবেন। ভাল কথা। কিন্তু আমরা দেখলাম আগস্ট ১৯৫৭এ একটা নূতন সার্কেল তৈরি হল। সেটা কেন হল? সেটার নাম দেওয়া হল সেন্ট্রাল সার্কেল, আলিপুরে তার অফিস। এটা কার জন্য করা হল, না একজন কনসারভেটর অফ ফরেস্ট, নাম হল কে এল লাহিড়ী, তাকে কলিকাতায় থাকতে হবে, অতএব আর একটা নূতন সার্কেল সেখানে তৈরি করা হল। তা ছাড়া সেখানে ডি এফ ও-রা থাকেন, সেখানে তারা স্বাধীন রাজা, অথবা জমিদার হয়ে থাকেন এবং তাদের যা ইচ্ছা তাই করেন। সেখানে স্বেচ্ছাচার, স্বজন পোষণ, অত্যাচার, দুর্নীতি ইত্যাদি চলে, তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। আমি এখানে দু-একটা শুধু দেখাতে চাই যে, গত ডিসেম্বর মাসে ওয়েস্ট বেঙ্গল মার্কেটিং অফিসার মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন তখন ১০ ইঞ্চি রোলার কিনতে যেটা গভর্নমেন্টের দরকার ছিল, কিন্তু সমগ্র মেদিনীপুর ঘুরেও তিনি ১০ ইঞ্চি রোলার সেখানে পান নি।

মেদিনীপুর জেলায় ১০ ইঞ্চি রোলার পান নি; অবাক হয়ে গেলেন এই রোলার গেল কোথায়? আমরা জানি সেই সমস্ত জঙ্গলগুলিতে অকশন সেল করা হয়, সেখানে ১০ বছর জঙ্গল কাটা হবে না। তার মধ্যে সেই জঙ্গলগুলিকে কেটে দেওয়া হয়, যাতে দেখা যায় জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা জানি এরকম উদাহরণ ঢের আছে। মেদিনীপুর রেঞ্জে রোলার যেসমস্ত বিক্রি করা হয়েছে সেটা অদ্ভুতভাবে বিলি ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা প্লট অফ ল্যান্ড সেল করা হল, কিন্তু পাশের প্লট অফ ল্যান্ড সেল করা হল না। একটা প্লট নিলেন বেশি দাম দিয়ে নিলেন,

বাক হয়ে গেলাম। কারণ দেখা গেল পাশের প্লট অফ ল্যান্ডকে বিনা মূল্যে চুরি করে নিয়ে গেল। লোকাল অফিসার যে জানে না তা নয়, এরকম যে করাপশন হয় এটা সকলেই জানে। মন্ত্রীমহাশয় যদি যান, সদস্য মহাশয়রা যদি যান, তাহলে এসমস্ত আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি। তা ছাড়া আমরা জানি করাপশন-এর দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে দেখবো বহুরকমের করাপশন আছে—যে রেস্ট হাউসগুলি তৈরি হয় তার দরকার নাই তবুও সেসব তৈরি হয়। আমরা জানি পি ডবলিউ রেস্ট হাউস আছে সেরকম জায়গাও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট-এর রেস্ট হাউস তৈরি হয় এবং এটা আমরা জানি যে বীজের জন্য যে টাকা দেওয়া হয় সে টাকা রেস্ট হাউস-এর আসবাবপত্র কেনার জন্য খরচ হয় এবং এই সমস্ত রেস্ট হাউস প্রমোদভবন যা রাখা হয়েছে তাতে মদের গ্লাস পর্যন্ত আসবাবপত্রের মাঝখানে পাবেন। শুধু তাই নয় সেখানে আজকে সুন্দরবনে পি ডবলিউ রেস্ট হাউস থকা সত্ত্বেও সরকারের তরফ থেকে নিজেদের রেস্ট হাউস করা হয়েছে। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট-এর পলিসি আছে যে যেহেতু পশ্চিম বাংলায় অত্যন্ত জঙ্গল কম -বন সংরক্ষণ এবং বন সম্প্রসারণই সরকারের মূল নীতি সেখানে দেখতে পাচ্ছি রেস্ট হাউস করার জন্য জঙ্গল সাফ করে রেস্ট হাউস করছেন। তা ছাড়া আমরা জানি করাপশন-এর আরও বহু কেলেঙ্কারী আছে। জলপাইগুড়িতে ডেপুটি কমিশনার বেত কিনতে গেছলেন ১৫ ফুট-২০ ফুট-৬০ হাজার পিস কিনতে চেয়েছিলেন। সেই বেতের জন্য টেন্ডার কল করা হল না। কে পি গাঙ্গুলি বলে একজন খারাপ ব্যবসায়ীর নাম আছে। একজন মিঃ আচার্য বেত কিনলেন যে জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলেন তার বাইরে থেকেও বেত কিনলেন। এরকম অবস্থা সৃষ্টি করলেন তাতে বেত আর ১০ বছর পাওয়া যায় নি। যে বেতগুলির কাজ ছিল না সেগুলি সিজ করা হল এবং কম দামে আবার ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল—এরকম নানা রকম করাপশন চলছে। আমরা জানি যে আজকে করাপশন নানাভাবে স্বজনপোষণের জন্য চলছে। আমি যদি তার দু-একটি উদাহরণ এখানে দিই তবে ভাল হয়। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় তার জবাব দেবেন।

[6-5—6-15 p.m.]

কেন পূর্ণেন্দু বিকাশ মিত্র যিনি ফরেস্ট স্কুলে প্রথম হয়েছিলেন ও দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এখনো য়্যাটাচড-ফরেস্ট রেঞ্জার হয়ে আছেন? কেন শ্রীঅশোক সেন ১৯৫৫ সালে ফরেস্ট স্কুল থেকে প্রথম হয়েও দেরাদুনে ফরেস্ট রেঞ্জার্স কোর্সে ট্রেইনিংএ যেতে পারেন নি? কারণ তিনি সরকারী লক্ষ টাকার অপচয় বন্ধ করেন, রোড কনস্ট্রাকশন আ্যাট কালিম্পঙএ; ফলে ডি এফ ও এস বি, পালিত এবং তখনকার কনজারভেটার কে এল লাহিড়ী তার উপর চটে যান। ফলে ভালছেলে হয়েও তিনি ফরেস্ট রেঞ্জার্সশিপ পাস করতে দেরাদুন যেতে পারলেন না।

তারপর নিচের কর্মচারীদের সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় তাদের অত্যন্ত কম বেতন। তাঁরা সবাই জঙ্গল অঞ্চলে থাকেন, সেখানে শিক্ষা-দীক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই, এবং অনেক কিছু সুযোগ-সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। মন্ত্রীমহাশয় জানেন—কিছুদিন আগে কর্মচারীদের তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন প্রেরিত হয়েছিল, তাতে অন্যান্য বিষয়ের দাবীর মধ্যে তার ড্রেস সম্বন্ধে দাবীও ছিল। তাদের যে চোগা চাপকান পরতে হয় তা যেন এক এক সেট দেওয়া হয়। তারপর উর্ধ্বতন কর্মচারী বা অফিসার যাঁরা কারণে অকারণে তাদের উপর পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করেন। কোন একটু কিছু হলেই তাদের অত্যন্ত খারাপ জায়গায় ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়। এর প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

তারপর একটা জিনিস আমরা বরাবরই লক্ষ্য করছি, ফরেস্ট আমাদের যতটা থাকা উচিত ততটা নাই। ও'রা অনেক সময়ই বলেন-১৩ পারসেন্ট ১৪ পারসেন্ট ফরেস্ট আছে। কিন্তু আমরা জানি ১০ পারসেন্টের বেশি ফরেস্ট নাই। অথচ ভারতবর্ষের গভর্নমেন্টের নীতি হচ্ছে—৩৩ পারসেন্ট জঙ্গল করা দরকার ও সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার ২৫ পারসেন্ট করবেন ঠিক করেছেন, এই আদর্শকে যদি রূপায়িত করতে হয় তাহলে যা আছে, তার উপর বর্তমানে ৩ হাজার বর্গমাইল অরণ্যের দরকার। ও'রা মাত্র ৩১ বর্গমাইলের মতন করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলছেন ২৫ বর্গমাইল করবেন। যদি আদর্শে পৌছাতে হয় তাহলে আরো ৩,১৮৪ বর্গমাইল বন তৈরি করতে হবে। এ'দের হিসেবে এইটি। আমরা যা জানি—

সরকার কে হিলব দিয়েছেন, কিভাবে দিয়েছেন জানি না. এবং যে জরিপ হয়েছে তাতে যে এলাকা ছিল তা জমীশের মধ্যে ধরা হয়েছে। পুরাতন বাংলায় যেখানে বন ছিল ৫ হাজার বি সেখানে দু হাজার বিঘা হয়েছে, তাহলে অনেক কম। এইসব দিক দিয়ে বিবেচনা ক অ্যাফরেস্টেশন সম্পর্কে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার। এবং শুধু সরকারেরই ন দেশবাসীর এদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার। জঙ্গল না করার দরুন যে শুধু জঙ্গল এলাকা অনিষ্ট হচ্ছে তা নয়, দেশের কৃষি সম্পদও নষ্ট হচ্ছে। এবং বাংলাদেশের বিরাট ক্ষতি হচ্চলেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে মন্ত্রীমহাশয় যখন জবাব দেবেন আমাদের যেন কিছু আশার কথা শোনান। আমরা ও'র কাছে মধুর কথা, খয়েরের কথা শুনতে চাই না। জঙ্গল কোন কো জায়গায় কতখানি হল তাই শুনতে চাই।

Sj. Sunil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন সম্পর্কে কয়েক মাস যাবৎ নান রকম অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশেষ কোরে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এ গত অক্টোবর মাসে, এবং তার আগে স্টেট্‌স্‌ম্যান, যুগান্তর প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐ আলিপুর জু-এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নানা অভিযোগ উঠেছে। গতকল্য ৯ই মার্চের যুগান্তরে দেখে থাকবেন যে, গত ৩ মাসের ভিতর দুটো রেয়ার অ্যানিমালস মারা গেছে। যে রুল অনুযায়ী আলিপুর জু-এর ব্যবস্থাপনা চলছে তার ভিতর দেখা যাচ্ছে ওখানে যে যে ম্যানেজিং কমিটি রয়েছে সেই ম্যানেজিং কমিটিতে ডিরেক্টর অব ভেটারিনারী সার্ভিসেস তিনি নাই—যাঁর সবচেয়ে প্রথম স্থান হওয়া উচিত ছিল। এ একটা মস্ত গলদ রয়েছে। তা ছাড়া এত পশু যে মারা যাচ্ছে তাতে পশুশালায় চিকিৎসালয় সম্বন্ধে যুগান্তর পত্রিকায় সংবাদ বেরিয়েছে যে, সেখানে অনেক ট্রিমেন্টের বস্তা রাখা হয়েছে এবং চিকিৎসাও ভাল হচ্ছে না। আর সেখানে করাপশন যা চলছে সে সম্বন্ধেও খবর বেরিয়েছে যে, সেখানে যে টার্ন-স্টাইক গেট রয়েছে সেখানে দু'তিনটা লোককে একসঙ্গে ঘুষ নিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে মাসে ৮।১০ হাজার টাকা জু-এর ক্ষতি হচ্ছে। এবার এগ্রিকালচার খাতে 'এগ্রিকালচারাল রিসিট্‌স'এর খাতে দেখছি বোটানিক্যাল গার্ডেন অ্যান্ড আদার গার্ডেনস খাতে যা রয়েছে,—সেখানে গত বছর ১৯৫৮-৫৯ এর বাজেটে ছিল ৪০ হাজার টাকা, এবং রিডাইস্‌ড হয়ে ২৫ হাজার টাকা হয়েছে, আর ১৯৫৯-৬০ সালের আরও ২৫ হাজার টাকা আয় কমে যাচ্ছে। করাপশন-এর জন্য যে আয় কমে যাচ্ছে তা বোঝা সহজ।

আমার বক্তব্য হ'ল যেসমস্ত অভিযোগ উঠেছিল তার মধ্যে একটা অভিযোগ ছিল, অখাদ্য খাইয়ে পশুদের মারবার ব্যবস্থা করেছেন। ৪০ বৎসর ধ'রে একই কন্ট্রাক্টর বীফ সাপ্লাই করছে এবং থার্ড গ্রেড, ফোর্থ গ্রেড বীফ দেওয়া হয়, যার জন্য ঐসব মূল্যবান পশু মারা যাচ্ছে। আর ভিজিটররাও অনেক সময় খাবার দেন। এজন্য এনকোয়ারি সাব-কমিটি বসেছিল ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে এনকোয়ারি করার জন্য এবং সেই এনকোয়ারিতে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জড়িয়ে সেই এনকোয়ারি হয়েছে। অথচ সেই সুপারিন্টেন্ডেন্ট গত মে মাসের ২রা তারিখে একটা মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে স্বীকার করেছিলেন যে, করাপশন আছে। তাহলে তিনি কি ঘুমিয়ে রয়েছেন? আলিপুর জু'তে যে করাপশন রয়েছে সেই করাপশন যদি দূর করতে হয়, তাহলে একটা নন-অফিসিয়াল এনকোয়ারি হউক, বা ম্যানেজিং কমিটি এনকোয়ারি করুন, এবং প্রয়োজন হলে সেই সুপারিন্টেন্ডেন্টকে কিছুদিনের জন্য সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে এনকোয়ারি করুন। তাহলে ট্রুথ কি, আসল ব্যাপার কি তা উদ্ঘাটিত হবে। তাহলে কে দোষী তা প্রমাণিত হবে। তাহলেই আলিপুর জু'এর সমৃদ্ধির উপায় হবে। আলিপুর জু কেবল বাংলাদেশের সম্পদ নয়, সারা ভারতবর্ষের সম্পদ, এবং পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে দর্শনীয় বস্তুর হাউস হিসাবে এই আলিপুর জু দেখতে লোক যান। এখানে নানা রকম রেয়ার অ্যানিমালস পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে রাখা হয়। কাজেই সেইভাবে ব্যবস্থা করা উচিত—যাতে আলিপুর জু'এর পশুদের বাঁচান যায়। এখন তাদের ভাল কোরে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নাই, অথচ দেখছি Wild Life Animal Board ~

করা হয়েছে।

Wild life animal preservation

এর জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এই বোর্ড গঠন করা হচ্ছে। সেজন্য মজার ব্যাপার যে, Wild Life Board-

Chief Secretary, D. I. G., Traffic, Shri P. K. Sen, University representative, Vice-Chancellor, Department Secretaries.

এই রকমের নানা ধরনের লোক আছে এ'রা হয়ত সিকিমে গিয়ে মিটিং করবেন, বা দার্জিলিংএ গিয়ে মিটিং করবেন। সেইজন্য

Wild Life Preservation Board

গঠিত হচ্ছে। অথচ এই নাকের ডগায়, চোখের উপর যে আলিপুরে জু রয়েছে এবং সেখানে রেয়ার অ্যানিমালস রয়েছে তাদের প্রিজারভেশন-এর চেষ্টা দেখি না। তাঁরা

Wild Life Preservation

এর নামে মেরি গো রাউন্ড করবেন, চীফ সেক্রেটারী বা ঐ রকম সব অফিসারেরা সিকিমে বেড়াবেন, অথচ ঘরের কাছে যে সমস্ত সম্পদ আনা হয়েছে তাদের দিকে দৃষ্টি নাই। সেইজন্য বলছি একটা এনকোয়ারি করা হউক, তবে সেই এনকোয়ারির রিপোর্ট আমাদের দেবেন কি না জানি না। তাহলেও অনুরোধ করছি সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বাদ দিয়ে এটা করা হউক, তাহলে আসল খবর বেরোবে।

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Chaitan Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এই সভায় বহুবার বলেছি যে, জঙ্গল উজাড়ের যেটুকু বিহার-সরকার বাকি রেখেছিলেন বাংলা-সরকার সেটুকু পূরণ করলেন। বিহার-সরকারের আমল থেকে আজ পর্যন্ত জঙ্গল রাজনীতির আখড়া এবং অফিসারদের স্বার্থসাধনের ব্যবসা। এই জঙ্গল হানির ফলে আজ অনাবৃষ্টি, অজন্মা হচ্ছে। অপরিহার্য জ্বালানি অঙ্গ নেই। জ্বালানির অভাবে বহু শিল্প আজ বিপন্ন। জ্বালানির অভাবে মানুষ খড় পুড়িয়ে, ভূষি পুড়িয়ে বাঁচছে। চোরাকারবারীদের সহযোগে রাজকর্মচারীরা জঙ্গলের বড় বড় গাছ বিনষ্ট করছে, কিন্তু জঙ্গলের পাতা, দাঁতন, শুকনো ঝুরি বিক্রি ক'রে যেসমস্ত অতিদরিদ্র ব্যক্তি বাঁচতো তারা আজ তা থেকে বঞ্চিত। এই জঙ্গল ব্যাপারে অবাধ ঘুষের রাজত্ব চলেছে। অথচ অত্যান্ত জরুরি জ্বালানি পাবার উপায় নেই, লোকে বহু কষ্ট ক'রেই এক-আধটু পাচ্ছে। এদিকে কয়লার সরবরাহ নেই। প্রতিকারের চেয়ে দেখছি দেশ যেমন মরুভূমি হ'তে চলেছে কর্তৃপক্ষের অন্তরও আজ তেমনি মরুভূমি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার পল্লীগ্রামের জঙ্গল এরিয়ার কথা কিছু বলছি। আগে যেখানে জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থাকাতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হ'ত কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন হয়ে ১০ বছর আমাদের সরকার জঙ্গল হাতে নিয়ে সেগুলি একেবারে উজাড় ক'রে মরুভূমিতে পরিণত করেছেন। এই জঙ্গল থেকে আগে বুভুক্ষু গরিব জনসাধারণ জীবিকানির্বাহ করত কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই। আগে সেখানে পাট পচান ক'রে তা থেকে প্রচুর পরিমাণে সার হ'ত কিন্তু এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে এখন গোমহিষাদি নেই আমাদের কাঁকর-মাটিতে ভাল ফসল হয় না। আমাদের জঙ্গলের দ্বারা অনেক লোকের উপকার হ'ত, তারা জঙ্গল থেকে জীবিকানির্বাহ করত। আমাদের জঙ্গলে প্রচুর মহুয়া হয় এবং তা থেকে গরিব জনসাধারণের কিছু কিছু রোজগার হয়। সেই মহুয়া আবার গো-মহিষাদিগকে দেওয়া হয়। আবার জঙ্গলে বয়ড়া, হর্তুকী, আমলকী হাজার হাজার মণ যা হয় তা থেকে গরিব জনসাধারণ নিজেদের জীবিকানির্বাহ করে। আমাদের জেলাতে হাজার হাজার মণ লাক্ষা হ'ত কিন্তু আজ সেইসমস্ত জঙ্গল মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে দুবার ক'রে লাক্ষা হ'ত—একবার ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাসে আর একবার চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং তা থেকে লোকের ২/৪ মাসের আহার হ'ত—সেসব জিনিস আজ কোথায় গেল? সরকার এখন জঙ্গলগুলি বিলি-ব্যবস্থা করছেন। আমাদের জঙ্গল থেকে প্রচুর পরিমাণ মধু আমরা পেতাম কিন্তু আজ আর তা পাই না। পাহাড় জঙ্গলে বাবুই ঘাস থেকে লোকে দড়ি ক'রে বিক্রি করত এবং সেখানকার কাঠ দিয়ে লাঙ্গল, চুকড়ি, মই, হাল তৈরি ক'রে তারা বিক্রি করত এবং তা থেকে জীবিকানির্বাহ

করত। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার বহু জিনিস জঙ্গলে পাওয়া যেত—অনন্ত মূল, রাশি, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নানারকম জিনিস সেখানে পাওয়া যেত, আজ সেসব কোথায় চ'লে গেল। আবার সেখানে যে খড় হ'ত আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে গো-মহিষাদি সেখানে চরত এবং ভাদ্রমাসে সেটা বন্ধ ক'রে লোকে তা থেকে ঘর ছাইতো—আজকে সেসব কিছুই নেই। সেখানে বসন্তকালে পশুপক্ষীর কলরব শোনা যেত এবং আজ এই হাউসের চারিধারে যেমন ফুলের বাগান আছে সেইরকম আমাদের জঙ্গলেও নানারকম ফুলের গাছ বসন্তকালে দেখা যেত এবং তা থেকে সুগন্ধ পাওয়া যেত—সেখানে হাজার হাজার টাকার তসর হ'ত এবং গরিব জনসাধারণ তা থেকে জীবিকানির্বাহ করত, কিন্তু আজ সবই মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে—এই আমার বক্তব্য।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার সুনীল দাস মহাশয় চিড়িয়াখানা সম্বন্ধে যেটুকু ব'লে গেছেন তার পর থেকেই আমি শুরু করছি। চিড়িয়াখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি অভিযোগ এনেছেন এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের দুর্নীতি এবং চিড়িয়াখানার নানারকম অব্যবস্থা এবং গলদের জন্য তিনি ঐ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দায়ী করেছেন। কিন্তু আমি বলব যে, সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দায়ী করলে চলবে না, কারণ সুপারিন্টেন্ডেন্টের পেছনে যিনি সুতো টানছেন সেই ভদ্রলোকের নামটা তিনি উচ্চারণ করেন নি। উনি হচ্ছেন আমাদের ডাঃ রায়ের যে কজন আশ্রিত আছেন তাঁদের একজন। অর্থাৎ যাঁকে নিয়ে ডাঃ রায় আমেরিকায় গিয়েছিলেন, সেই সি কে রায় এর পেছনে আছেন, তিনি এই দপ্তরের সেক্রেটারী। আমি জিজ্ঞাসা করছি মন্ত্রিমহাশয় জবাব দিন যে, এই সি কে রায়ের বাড়িতে ঐ জুলজিক্যাল গার্ডেনের স্টাফ নিয়ে গিয়ে খাটানো হয়েছে কিনা? সেখানে যেসমস্ত দুর্নীতি রয়েছে তার পেছনে উনি আছেন কিনা সেটা আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি।

Mr. Speaker:

আপনি কার কথা বলছেন?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সি কে রায়—যিনি এই বিভাগের সেক্রেটারি এবং যাঁকে নিয়ে ডাঃ রায় আমেরিকায় গিয়েছিলেন এই মতলবে যে, এগ্রিকালচার বিষয়ে যে নূতন কলেজ হরিণঘাটায় খোলা হচ্ছে সেখানে তিনি তাঁকে প্রিন্সিপ্যাল করবেন। অবশ্য এসবের জবাব দেওয়া তাঁর পক্ষে শক্ত। কারণ ঐ সি কে রায়ের হাতে টান পড়বে। তিনি আবার চীফ সেক্রেটারির অন্তরঙ্গ লোক। সি কে রায়ের বাড়িতে চিড়িয়াখানার ফুল ইত্যাদি যা আছে তা সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় তাঁর মনোরঞ্জন করার জন্য তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, আমি দেখলাম যে, যুগান্তর কাগজে গতকাল যা বেরিয়েছে তার কোন কন্ট্রাডিকশন নেই—এই সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় বাঘের ডাক শোনাবার জন্য, আমাদের চীফ সেক্রেটারির মনোরঞ্জনের জন্য, ঐ সি কে রায়ের নির্দেশে ফিলিপস কোম্পানি থেকে টেপ রেকর্ডার আনিয়ে তাতে বাঘের ডাক টেপ রেকর্ডিং ক'রে নিয়ে গেছেন। সেখানে যে ম্যানেজিং কমিটি আছে সেই ম্যানেজিং কমিটিতে ২ জন হাইকোর্টের জজ আছেন, কিন্তু সেই ম্যানেজিং কমিটি কি করছে সেটা আমি জানতে চাই। সেই ম্যানেজিং কমিটি শুধু নয়, ঐ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নবগোপাল দাস মহাশয় যখন স্পেশ্যাল অফিসার ছিলেন অ্যান্টি-করাপশন ডিপার্টমেন্টের তখন সেই ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি একটা রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। সেই রিপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল বা চীফ সেক্রেটারি তাঁর সম্পর্কে কি করলেন সেটা আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। সেই রিপোর্টের মধ্যে কি কি অভিযোগ ছিল সেই সম্পর্কে হাউসের কাছে মন্ত্রিমহাশয় আজ একটা তথ্য পরিবেশন করুন। আমি বলব যে, যদি ঐ সেক্রেটারিকে না সরানো হয়, তা হ'লে চিড়িয়াখানার যে দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা চলছে তা দূর হ'তে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার এইসমস্ত সেক্রেটারির পদ অলঙ্কৃত ক'রে থাকবেন।

[6-25—6-35 p.m.]

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বনবিভাগের ব্যয়বরাদ্দ খাতে যে দাবি উত্থাপিত হয়েছে তার সমর্থনে আমি দুয়েকটা কথা বলব। আপনারা জানেন যে, পশ্চিম বাংলায় এখন সমস্ত জমির অনুপাতে

মাত্র শতকরা ১২ ভাগ বন। যে-কোন দেশে সমস্ত জমির অনুপাতে অন্তত শতকরা ৩৫ ভাগ বন থাকা প্রয়োজন, একথা সবাই মানেন। পশ্চিম বাংলার কিন্তু সেই অনুপাতে বনভূমি অনেক কম। এজন্য আমরা দেখতে পাই, এখানে ঠিকভাবে বর্ষা হয় না, জমি অনুর্বর থেকে যাচ্ছে, কাজেই ফসলের উৎপাদনও দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। যেহেতু বনের উপকারিতা আমরা হাতে হাতে দেখতে পাই না, সেইহেতু বনভূমির গুরুত্ব আমরা এখনও উপলব্ধি করতে শিখি নি। পশ্চিম বাংলার হিসাব ক'রে দেখা যায় ৩০০ স্কোয়ার মাইল জঙ্গল আছে। অনেক আগে এই জঙ্গলের পরিমাণ প্রায় ৩,৬০০ স্কোয়ার মাইল ছিল। বর্তমানে বাংলার সঙ্গে পুরুলিয়া যুক্ত হয়েছে, তাতে জঙ্গলের আয়তন কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও আজকে যদি আমরা বনভূমির প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি না করি, তা হ'লে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া আরও খারাপ হবে এবং বিশেষ ক'রে ফসল উৎপাদন কমে যাবে। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, ১০টা বৃক্ষ একটা জলাশয়ের সমতুল্য এবং একটা বৃক্ষ ১০০ পুত্রের সমান। বাংলাদেশের বনভূমি আজ এইভাবে নষ্ট হচ্ছে। আজকে যদি নতুন বনভূমি তৈরি করতে হয় তা হ'লে বনবিভাগের জন্য অর্থের প্রয়োজন, আবার তেমনি প্রয়োজন জলের, যাতে ক'রে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়তে পারে। আজকে জমি পেলেও সেই জমি গড়ে তুলতে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। এই বিজ্ঞানের যুগে অ্যাটমের কল্যাণে অনেক বিস্ময়কর জিনিস হ'তে পারে, কিন্তু বীজকে মহামহীরুহরূপে পরিণত করা অ্যাটমেরও সাধ্য হবে না। তাই আমরা যদি এখন থেকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে বনবিভাগের কার্যে অগ্রসর না হই তা হ'লে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বনসৃষ্টির জন্য যে কাজ করছেন তার জন্য তাঁরা প্রশংসা পাবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও তাঁদের সমানভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। দুর্গাপুরের কথা আমি আর এখানে উল্লেখ করব না, কারণ এটা সাবজুডিস। বনভূমিতে বিশেষ ক'রে ওয়াইল্ড লাইফ যা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কতকগুলি স্পেসিমেন একেবারে নষ্ট হ'তে চলেছে। হরিণ একটি সৌন্দর্যের জিনিস ব'লে বাংলাদেশে খ্যাত আছে। ৩/৪ বছর আগে একবার মাত্র স্যাংচুয়ারিতে দেখা গিয়েছিল, আর দেখাই যায় না। হয়ত এটা লোপ পেতে বসেছে এবং চিড়িয়াখানায় যা দু'-একটা আছে সেগুলি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন হয়ত এ জিনিস দেখা যাবে, তার পর আর দেখতে পাওয়া যাবে না। আজ তাই বাংলাদেশের বনভূমি এবং তার পশু-পক্ষীকে বাঁচানোর প্রশ্ন খুব বড় হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলব। আজ পশ্চিম বাংলার বন এবং তার সম্পদ জনসাধারণের অত্যন্ত প্রয়োজন—বিশেষ ক'রে আমি জানি বাংলাদেশের বহু জেলায় লোকে জ্বালানি কাঠ হিসবে বনের কাঠ ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারে না, অন্য ফিউয়েল পাওয়া যায় না। আজকে জ্বালানি কাঠের অভাবের চিন্তা যেমন আছে তেমনি অন্যদিকে বন নষ্ট হওয়ার চিন্তা আছে। এই দুটো জিনিস সম্বন্ধে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। জনসাধারণের অজ্ঞতার জন্য হোক বা কোন রেস্ট্রিকশন না থাকার জন্য হোক এতদিন তাঁরা যেভাবে বনসম্পদ ভোগ ক'রে এসেছেন আজ সেটা চলতে পারে না বা চলতে দেওয়া হবে না এটা নিশ্চিত, কিন্তু সাধারণ লোক যাতে জ্বালানি কাঠ ঠিকভাবে পায় ত'ও দেখতে হবে। আমরা যদি শুধু বাঁকুড়া জেলার লোকসংখ্যার অনুপাতে কাঠের সরবরাহ দেখি তা হ'লে দেখব সেখানে ১১ লক্ষ লোক আছেন। সেখানে যে জঙ্গল আছে তাতে জনসাধারণের প্রয়োজন মাথাপিছু ৩৫ মণ যদি ধরি অর্থাৎ তিন গাড়ি, তা হ'লে আমাদের দেখতে হবে এই কাঠ জঙ্গল থেকে ঠিকমত দিতে পারি কিনা। আমার মনে হয় এতে জঙ্গলের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ঠিকাদারদের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার প্রতি জায়গায় কাঠ কাটা হয়, তাতে দাম বেশি পড়ে এবং চুরিও বেশি হয়। ডিপার্টমেন্ট যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জেলার প্রয়োজন অনুপাতে কাঠ দেবেন অথচ বনকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে যাবেন তা হলে ফল ভাল হবে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি জেলার যেখানে জঙ্গল আছে সেখানে এইভাবে বনকে সংরক্ষণ করা হোক, এইভাবে জনসাধারণের প্রয়োজনকে মেটানো হোক এবং দেশের সম্পদকে বৃদ্ধি করা হোক। এই ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-35—6-45 p.m.]

Sj. Nishapati Majhi:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অনেক বক্তা এখানে বলেছেন ফরেস্ট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, টাকা নষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়াও অনেক কথা বলেছেন—অর্গ্যানিজেশনএর কথা বলেছেন, এরকম বহু কথা বলা হয়েছে। এর একটা উত্তর এই যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে আমরা ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এই বনবিভাগ থেকে করেছি এবং আলোচ্য বাজেটে ১৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় যেটা সার্কল তা থেকে ঠিক করেছি এবং আর একটা সার্কল থেকে ৪৩ লক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ থেকে ৪২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হবে ঠিক করেছি। এত আয় যেখানে হয় সেখানে কাজ হয় না একথা কিছুতেই বলা যায় না। কাজ যথেষ্ট বনবিভাগে হচ্ছে। স্পীকার মহাশয়, আপনাকে জানাচ্ছি যে, ৩১ হাজার ৯২০ একর জমিতে নতুন বন সৃষ্টি হয়েছে, ২ হাজার ৩৩১ একর জমিতে কাজুবাদাম ইত্যাদির গাছ বসানো হয়েছে, ১ হাজার ১৭৭ একর জমিতে খেজুর গাছ বড় হয়ে উঠেছে, প্রত্যেক বছর গাছ বড় হচ্ছে। ১০ হাজার একর জমিতে বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে এবং ১,৬৯২টি বাসস্থান বনবিভাগে নির্মিত হয়েছে, ৭ মাইলব্যাপী ৩০টি রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে। রেস্ট হাউস সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু বনে যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে কাজ করেন তাঁদের আশ্রয়স্থান দরকার। আজ সরকার ৩০টি রেস্ট হাউস, ১৪০টি অফিস-গৃহ এবং [illegible] বাড়ি তৈরি করেছেন এবং ১০ হাজার লোক এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এখানে কাজ পেয়েছে। আজকে আর একটি কথা একজন বলেছেন—মেদিনীপুর অঞ্চলে একজন অফিসার গিয়েছিলেন, তিনি নাকি ১০ ইঞ্চি মোটা গাছ দেখতে পান নি। এটা ঠিক সত্য কথা নয়, তিনি বলেছেন আমাদের নোটিসে এসব নেই। শ্রীলেডু মাঝি বলেছেন যে, পুরুলিয়ায় অনেক গাছ, অনেক বন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একথা খুব অসত্য নয়, কারণ সেখানে যেসমস্ত বন অঞ্চল আমরা পেয়েছি সেগুলি নিকৃষ্ট ধরনের, সেগুলিকে ভাল করবার জন্য সকলের সহানুভূতি, সৎভাবে কাজ করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেজন্যে সরেজবাবু যে সমালোচনা করেছেন সেটা গভীরভাবে চিন্তা করা সরকারের সমীচীন হবে। বন যতে বেড়ে ওঠে, বনসম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে দেশের চাহিদা মেটাতে পারে, এজন্যে বনকে সর্বতোভাবে সুসংরক্ষণের জন্য সহযোগিতার হাত নিয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এই ব'লে আমি সমস্ত কাট মোশনগুলির বিরোধিতা করছি।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথমে আমি আনন্দবাবু যেভাবে কাঠ রাখবার কথা বললেন তার উত্তরে বলব যে, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় আমরা সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য কাঠ কেটে রেখেছিলাম, কিন্তু সে কাঠগুলি কেউ কিনল না। চার আনা দামে এক বোঝা কাঠ যেখানে পাওয়া যায় সেখানে কেন দাম দিয়ে সেই রক্ষিত কাঠ লোকে কিনবে? সেই কাঠগুলি এক বছর ক'রে রেখে পরে তাকে অন্যত্র বিক্রি ক'রে দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এ বছর বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় জ্বালানির জন্য কাঠ সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি। কাজেই কাঠ রাখবার কথা বন্ধুবর আনন্দবাবু যা বলেছেন সেটা আমরা করেছি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, সরোজবাবু বলেছেন যে, ১০ ইঞ্চি মোটা গাছ পাওয়া যায় না। আমরা যেসমস্ত বন পেয়েছি, তার মধ্যে ঝাড়গ্রামে বোধহয় আছে তবে ১০ ইঞ্চি হবে কিনা বলতে পারি না। আমি সম্প্রতি তা দেখে এসেছি। তা ছাড়া এস্টেট অ্যাকুইজিশন হবার আগে সেই সমস্ত গাছ কেটে নেওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা এখন থেকে গাছ রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করছি যাতে বড় হয় এবং যে কর্মচারী গিয়েছিলেন তিনি আমাদের জানিয়ে যান নি এবং কে গিয়েছিল তাও আমাদের জানা নেই। আমাদের সুনীলবাবু চিড়িয়াখানার কথা বলেছেন। যদিও এখানে জু গার্ডেন আসে না, কারণ সেটা এগ্রিকালচারএর মধ্যে ছিল তা সত্ত্বেও তিনি যখন এই কথা বলেছেন তখন আমি এই কথা বলতে চাই যে, খবরের কাগজ দেখে—যদিও আমি তখন অসুস্থ ছিলাম—তা হলেও খবরের কাগজ দেখে আমি আমাদের ডেপুটি সেক্রেটারিকে এনকোয়ারি করতে পাঠিয়েছিলাম। তিনি একটা নোট দিয়েছেন। তা ছাড়া যেকথা বললেন, দুইজন হাইকোর্টএর জজ আছে এবং একটা কমিটি আছে, তাঁরাও বিবেচনা ক'রে একটা রিপোর্ট সাবমিট করেছেন। কিন্তু আমি সেটা এখনও দেখবার সময় পাই নি, সেটা বিচারাধীন আছে। আর যেকথা বললেন আমাদের যতীনবাবু, তার উত্তরে আমি একথা বলতে পারি যে, সি কে রায়ের সঙ্গে [illegible]

—যদিও তিনি সেক্রেটারি হ'তে পারেন—কি কাজ আছে বলতে পারি না। আমাদের চীফ সেক্রেটারিকে তিনি বাঘের ডাক শোনাবার জন্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন এটাও একটা আশ্চর্যের বিষয়। চীফ সেক্রেটারি নিজে সেখানে যেতে পারেন এবং বাঘের ডাক শুনতে পারেন। কাজেই একজনের মধ্যস্থতায় সেক্রেটারি বাঘের ডাক শোনাবার জন্য চীফ সেক্রেটারিকে নিয়ে গিয়েছেন এটা কতদূর সম্ভব আপনিই তা বিবেচনা করবেন। আর ডিরেক্টর অফ ভেটেরিনারি কলেজ, তিনি আমাদের কমিটির মেম্বার সেইজন্য ভেটেরিনারি মেম্বার করা হয় নি। তা ছাড়া ম্যানেজিং কমিটি এই বিষয় এনকোয়ারি করেছেন এবং আমাদের কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। সেটা দেখবার সময় পাই নি, এখন বাজেট সেসনের সময়, তাই সেটা এখনও বিচারাধীনে আছে। তিনি বললেন যে, পচা মাংস খেতে দেওয়া হয়। আমার যা রিপোর্ট তাতে দুইরকম মাংস আছে এ ক্লাস এবং বি ক্লাস, কিন্তু ডেপুটি সেক্রেটারি তিনি এক্সামিন ক'রে বলেছেন যে, আমি এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি নি। এটা কোন ভেটেরিনারি অফিসারকে দিয়ে জানা উচিত। সেইজন্য এটা তাঁদের কাছে এক্সামিনেশনএর জন্য পাঠানো হয়েছিল। তার পর পশু মারা, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল এবং সেইজন্য আমি সেখানে পাঠিয়েছিলাম এনকোয়ারি করতে কিন্তু কয়েক বৎসরের তুলনায় এই বৎসর যে খুব বেশি পশু মরেছে তা নয়, যেরকম এভরি ইয়ারএ মরে সেই রকমই মরেছে। এইজন্য কাগজে খুব আন্দোলন হয়েছিল এবং সেইজন্যই এই কথা হয়েছে। আমি নিজে গিয়ে দেখেছিলাম মিঃ স্পীকার, স্যার, বাঘের ঘরে এত ইট জমা হয়ে আছে যে, দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। তবুও আমি ব'লে এলাম যে, আপনারা এইসব জায়গায় রক্ষী মোতায়েন করুন। বনমানুষকে লোকে সিগারেট খেয়ে ফেলে দেয় যে তারা হয়ত সিগারেট খাবে তাই দেখে লোকে আনন্দ পাবে। তারপর কলা, মুলা এইগুলি দেওয়া হয়। এইগুলি নিবারণ করবার জন্য ব'লে এসেছি। কারণ যারা এইগুলি বিক্রি করে, তার মধ্যে কি থাকে না থাকে জানি না, সেইজন্য নির্দিষ্ট খাবার ব্যতীত অন্য খাবার যাতে না দেওয়া হয়। হয়ত তার জন্যও জন্তু-জানোয়ারদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য এটা যাতে নিবারিত হয় তা আমি ব'লে এসেছি। তার পর যেকথা সরোজবাবু বললেন প্রমোশন সম্বন্ধে, তাতে এক্সামিনেশনএ হয়ত একটা লোক ফার্স্ট হয়েছে কিন্তু হ'লেও একটা লোক ভালভাবে ৫ বৎসর কাজ করছে তাকে সুপারসিড ক'রে নূতন একজনকে, খালি ভালভাবে পাশ করেছে ব'লে, তাদের মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। যে যেমন পর পর আছে তারা ভালভাবে কাজ করলেই তাদের সেইভাবে প্রমোশন দেওয়া হবে। নূতন লোক তাদের ঘাড়ে এসে চেপে বসল তারপর সেই পুরানো লোক—যে ৫ বৎসর আছে—সে যদি প্রমোশন না পায় তা হ'লে তাদের কাজ করবার কোন মতিগতি থাকবে না।

[6-45—6-55 p.m.]

কাজেই সেদিক থেকে সরোজবাবুর সেটা আমি বিবেচনা করব। এর পূর্বে শুধু যে সরোজবাবু কেন সভার সকল সদস্যদেরই অনুরোধ করেছিলাম যে, তাঁরা যদি কোন জায়গায় এরকম কিছু দেখেন যে, এই বিভাগের সংক্রান্ত কোন কিছু খারাপ হচ্ছে তা হ'লে সেগুলো আমাকে জানালে আমি প্রতিকার করতে প্রস্তুত আছি। আমি বন্ধুবর সরোজবাবুকে ধন্যবাদ দিই এবং বলি যে, তিনি এবিষয়ে যদি আমাদের কিছু জানান তা হ'লে আমরা তার ব্যবস্থা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করব।

আর একটা কথা, আমি পুনরায় সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করছি যে, কোনরকম দুর্নীতি হচ্ছে এটা যেন তাঁরা আমাকে জানান, আমি তদন্ত করতে বাধিত হব এবং এটা আমি ম্যানেজ করছি ব'লেই এটা আমার সম্পত্তি নয়, সমস্ত দেশের লোকের সম্পত্তি। একথা ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker: I now put all the cut motions to vote except Nos. 2 and

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Banerjee that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Harun Chandra Mandal that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ledu Majhi that the demand of Rs. 1,07,16,000 f expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 1,07,16,0 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be redu by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Haldar that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Majumdar that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurbalal Majumdar that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Maji that the demand Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

AYES—54.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—132.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Sudhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath

Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Shikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 54 and the Noes 132 the motion was lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,07,16,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—53.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—130.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Majhi, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Roy, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 130 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of Rs. 1,07,16,000 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" was then put and agreed to.

Major Head: 27—Administration of Justice

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 90,14,000 be granted for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice".

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhuban Chandra Kar Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sjta. Labanya Prova Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27-Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

[6-55—7-5 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

স্পীকার মহাশয়, বিচারবিভাগের উপর খালি যে ঘরের বাইরে শ্রদ্ধা ক'মে গেছে তা নয়, ঘরের ভিতরেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা কমে গেছে দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য অত্যন্ত অল্প সময় এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে। একজন বড় ব্যারিস্টার বলেছিলেন যে, সুষ্ঠু সমাজজীবনে নিরপেক্ষ বিচারবিভাগ ঠিক হাওয়ার মধ্যে অক্সিজেনের মত। অর্থাৎ হাওয়ায় যদি অক্সিজেন না থাকে তা হলে মানুষ যেমন বাঁচে না, তেমনি নিরপেক্ষ বিচারবিভাগ না থাকলে সমাজজীবন বাঁচে না। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিচারবিভাগের মর্যাদা দিনের দিন কমে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ সুবিচার সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। এর কারণ যদি আমরা খুঁজতে যাই, তা হ'লে আমরা দেখতে পাব যে, আজ যে পার্টি ক্ষমতায় আছে অর্থাৎ কংগ্রেস পার্টি, তাঁরা বিচারবিভাগের উপর নিজেদের প্রভাব এত বিস্তার করবার চেষ্টা করেছেন, যার ফলে সমস্ত বিচার

বিভাগ দূষিত হয়ে পড়েছে। এর প্রতিকার খুব তাড়াতাড়ি করা প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত সরকার সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে যে, শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগ পৃথক করা হবে। তা কার্যকরী করবার কোন প্রচেষ্টা করলেন না। সত্যেন্দ্র বসু মহাশয় যখন এখানে মন্ত্রী ছিলেন—তিনি এ সম্বন্ধে বার বার আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপর শঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ও আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপর শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয়ও আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছি। ল' কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে বিচারবিভাগের ভিতরের অনেক গলদের কথা তাঁরা বলেছেন। সেটা খুব লজ্জার কথা। কংগ্রেসী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এটা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। তাঁরা কিছুতেই বিচারবিভাগকে নিরপেক্ষ হ'তে দেবেন না। তাকে স্বাতন্ত্র্য দেবেন না। দিলে তাঁদের ক্ষমতায় থাকা চলবে না। অনেক বিষয়ে ল কমিশনএর রিপোর্টের সঙ্গে আমাদের মিল নাই, কিন্তু সবচেয়ে বড় মিল নাই সেখানে যেখানে ও'রা বলেছেন যে, সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রে দেওয়া উচিত। যদি কেন্দ্রে ক্ষমতা যায়, তা হলে যে ব্যবস্থাটুকু আছে তাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আমাদের মতে বিচারবিভাগের সমস্ত ব্যাপার বিচারবিভাগের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। নিচের যে বিচারবিভাগ সে সম্বন্ধে তার উর্ধ্বতন বিচারবিভাগের উপর ক্ষমতা দেওয়া উচিত। সরকারের কোন হাত তাতে থাকা উচিত নয়। যতদিন সরকার হাত সরিয়ে না নেবেন ততদিন বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য আসতে পারবে না। এইসঙ্গে হাইকোর্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তলার দিককার কথাই বলতে চাইছি। জজদের কথা বলছি না।

আপনারা সমাজবাদ মানছেন, কিন্তু এখনও 'ডুয়েল সিস্টেম' ওঠাবার চেষ্টা করছেন না। ডুয়েল সিস্টেম'টা তাড়াতাড়ি উঠিয়ে দেওয়া উচিত। এতে অত্যন্ত খরচ হয় এবং এত খরচ না ক'রেও লিটিগ্যান্ট যারা তারা তাদের কাজ ক'রে নিয়ে যেতে পারে।

আর একটা কথা--হাইকোর্টে কোন কোর্ট ফীজ নাই। সেখানে কোর্ট ফীজ নাই কেন? নূতন সিটি কোর্ট করেছেন, সেখানে যদি যান সেখানে দশ হাজার টাকার মামলা রুজু করতে হ'লে ৭৫০ টাকার রুশুন-কোর্ট ফী দিতে হয়। আলিপুরে লাখ টাকার মামলা রুজু করতে হ'লে সেখানে ২,৮০০ টাকা রুশুন দিতে হবে। কিন্তু হাইকোর্টে লাখ, দু লাখ পাঁচ লাখ টাকার মামলা করুন না কেন, তাতে মাত্র ১৮ টাকার স্ট্যাম্প, সাড়ে চার টাকার ওকালতনামা দেওয়া হ'লেই হাইকোর্টে মামলা করতে পারেন। পরে কিছু কিছু স্ট্যাম্প খরচ করতে হয়। গতবার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয় ওখান থেকে বলেছিলেন—অনেক কিছু খরচ হয় কিন্তু রুশুন যেটা—ফাঁকি হয়, তার তুলনায় সেটা কিছুই নয়। এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। সুতরাং এত বড় একটা আয় আপনারা কেন হ'তে দিচ্ছেন না, কার স্বার্থে দিচ্ছেন না, তা জানতে চাই।

দ্বিতীয়ত, যদি এই কোর্ট ফি সেখানে ধার্য ক'রে দেওয়া হয় তা হলে দেখবেন, অর্ধেক স্পেকুলেটিভ মামলা বন্ধ হয়ে যাবে, হাইকোর্টের অনেক কাজ কমে যাবে। মানুষ অল্প পয়সায় বহু স্পেকুলেটিভ স্যুট ফাইল করে লোভের বশবর্তী হয়ে—তা জানেন। এই যে রুশুন ফাঁকি পড়ছে এতে আয় ফাঁকি পড়ছে, সরকারের রেভিনিউএ ফাঁকি পড়ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে সত্বর একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

আর একটা কথা বলব। সেটা এই যে, বিচারবিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত লোককে চাকরি দিচ্ছেন এটা অত্যন্ত অন্যায় করছেন। এতে সমস্ত বিচারবিভাগকে নষ্ট করছেন। দেখুন এন সি চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। কলিকাতা শহরের বড় বড় ইলেকশন তিনিই করেছেন। তারপরে তাঁকে চাকরি দিলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে। [illegible] মুখার্জি মহাশয় আর এক চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি এখন বোটানিক্যাল গার্ডেনএর ব্যাপারের উপর রিপোর্ট দেবার ব্যবস্থা করছেন। এতে জনসাধারণের মনে এরকম ধারণা হ'তে পারে যে, যাঁরা বিচারবিভাগে আছেন তাঁরা মনে করেন যে, সরকার পক্ষ বা কংগ্রেসপক্ষের লোকের মন যুগিয়ে যদি চলতে পারেন তা হ'লে রিটায়ার করবার পরে কাজ পাওয়ার অসুবিধা হবে না। কাজেই তাঁরা ও'দের মন যুগিয়ে চলবার ব্যবস্থা করবেন। এই যে জিনিসটা চলছে এতে বিচারবিভাগকে কলঙ্কিত করছে।

তারপর আর একটা জিনিস চলছে দেখছি। ইংরাজের আমলের সব জিনিসই এ'রা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য মাথা ঘামাবার কোন চেষ্টাই নাই। খালি জুডিসিয়াল মিনিস্টার হয়ে ব'সে থাকলে চলবে না। একটু ভাবতে হবে। এখানে সব কয়টি জজ বাঙালী, একজন অবাঙালী। কিন্তু তিনিও বাংলাভাষা জানেন, এখানে ব্যারিস্টারি করেছেন, এখানে প্র্যাকটিস করেছেন। এইসব বাঙ্গালী জজদের কোর্টে দেখা যায় যে, সবই ইংরেজীতে চলছে। মামলায় সাক্ষ্য দিচ্ছে বাঙ্গালী, বাংলায় জবানবন্দী হচ্ছে, বাঙ্গালী কৌঁশুলী, বাঙ্গালী জজ কিন্তু সেগুলো ট্রানস্লেট করা হচ্ছে ইংরেজীতে, কোর্ট ইন্টারপ্রিটার তা করছেন। জজসাহেব সেইটা শুনছেন ; আবার কিছু হয়ত জিজ্ঞাসা করলেন ইংরেজীতে। সেটা কোর্ট ইন্টারপ্রিটার বুঝিয়ে দিচ্ছেন সাক্ষীকে বাঙ্গলায়। আবার সে বাংলাকে ইংরেজীতে তর্জমা ক'রে শোনাচ্ছেন বাঙ্গালী জজকে। এর থেকে হাস্যাস্পদ কিছু ধারণা করা যায় না।

[7-5--7-15 p.m.]

ট্রানস্লেট করছেন ডকুমেন্ট বাংলা ভাষায়। বাংলার কোর্ট, বাঙ্গালী জজ, বাঙ্গালী উকিল যেখানে সেখানে কেন প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট ইংরেজীতে ট্রানস্লেট হচ্ছে বুঝি না। লিটিগ্যান্ট-দের ২ টাকা ফোলিও দিতে হচ্ছে--অর্থাৎ ৯০টা ওয়ার্ডের জন্য ২ টাকা এবং আর্জেন্ট যদি হয় তা হলে ৩ টাকা। আমরা মনে করি, যারা মামলা করতে কোর্টে আসছেন তাঁদের কাছ থেকে অনর্থক এই টাকা আদায় করা হচ্ছে। এখন আর ধলা জজ নেই, এখন সব কালা জজ ; অতএব কালা আদমি যখন এসেছেন তখন বাংলাভাষায় কেন সব চলবে না সেটা বুঝতে পারি না। যাই হোক, এ বিষয়ে যেন একটা ব্যবস্থা করা হয়।

আমরা শুনেছিলাম যে, সিটি সিভিল কোর্ট যখন করেছিলেন তখন টাউন হলটা ২ বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। সেই ২ বছর হয়ে গেছে এখনও ঐ টাউন হলেই সিটি সিভিল কোর্ট আছে। আমার জিজ্ঞাস্য যে, সিটি সিভিল কোর্ট কোথায় করবেন, এটা আর চালাবেন কিনা সে সম্বন্ধে আমরা জানতে চাই। আমার একজন বন্ধু বলছিলেন--আমার অবশ্য নিজের জানা নেই যে, মালদহে এবং ওয়েস্ট দিনাজপুরে যিনি ডিস্ট্রিক্ট জজ আছেন তাঁর পক্ষে একা কাজ করা খুব শক্ত হয়ে পড়েছে এবং সেখানে বহু কাজ হয়ে গেছে। তাঁদের আবার সেসনস কেসও করতে হয়। সেজন্য ওখানকার যাঁরা উকিল তাঁরা একথা জানতে চেয়েছেন যে, সেখানে অন্য কোন জজ মানে আর একজন অ্যাডিশনাল জজ দেওয়া যেতে পারে কিনা? এ বিষয়ে আপনার একটু দেখা উচিত। আর একটা কথা আমরা প্রায় বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে শুনি যে, অনেক জায়গায় যেখানে একটিমাত্র মুন্সেফের ব্যবস্থা আছে সেখানে যদি একটা সিনিয়র মুন্সেফ না দিয়ে নূতন মুন্সেফ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ প্রথম চাকরিতে ঢুকে তাঁকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, সেখানে যদি একজন সিনিয়র মুন্সেফ থাকে তা হ'লে তার পক্ষে আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে বা প্রসিডিওর সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা থাকায় সুবিধা হয়। কিন্তু সেখানে যদি জুনিয়ার মুন্সেফ পাঠিয়ে দেন তা হলে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। এ সম্বন্ধে আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমার শেষ কথা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় আর কতদিন মন্ত্রী থাকবেন? ইলেকশনের ৬ মাস আগে যখন সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মারা গেলেন তখন আমরা ভাবলাম যে, ৬ মাসের জন্য আর নূতন কেউ মন্ত্রী হবেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্রকে ৬ মাসের জন্য মন্ত্রী করা হ'ল। আবার এই ইলেকশনের পর শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মন্ত্রী হলেন, কিন্তু তিনিও মার্চ মাসে ছেড়ে দিলেন। আপনার হাতে একটা প্রকাণ্ড পোর্টফোলিও রয়েছে--আপনি স্বায়ত্তশাসনবিভাগের কর্তা, আপনার হাতে পঞ্চায়েত, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, কর্পোরেশন, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি রয়েছে। এখন এইসব জিনিসের পরেও যদি আপনি বিচারব্যবস্থায় ব'সে থাকেন তা হলে দেশের লোকের তাতে খুব সুবিধা হবে না। এখন কথা হচ্ছে যে, এটা এমন একটা দপ্তর যার জন্য একজন হোলটাইম মিনিস্টারের প্রয়োজন। এই পদের জন্য উকিল বা আইনজ্ঞ হ'তে হবে এ কিন্তু আমার ধারণায় আসে না, কেননা যাঁর স্টং কমন সেন্স আছে বা যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বোঝেন--আইন জানতে হবে নেসেসারিলি এটা আমার মনে হয় না

—তিনিই এই বিভাগ চালাতে পারেন। অর্থাৎ যে-কোন একজন সৎলোককে বসিয়ে দিন তা হলেই কাজ হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহর্ বলেছেন যে, পৃথিবী থেকে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট চ'লে যাবে—খালি ভেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকবে তাঁর আর আপনার।

Sj. Bankim Mukherji:

সভাপতি মহাশয়, বিভিন্ন সিভিল কোর্ট এবং ক্রিমিনাল কোর্টের টাইপিস্টস এবং কপিস্টসদের সম্বন্ধে বহু বৎসর ধরে এখানে আলোচনা হয়েছে এবং এই ব্যাপারটা এত দীর্ঘদিনের যে আপনি শুনে একটু অবাক হয়ে যাবেন—১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এই ১১ বৎসর ধরে the matter is still under consideration.

এ ছাড়া গভর্নমেন্টের আর কিছু বক্তব্য নেই। এই স্পুটনিকের দিবসে গরুর গাড়ী অপেক্ষা মন্থর গতিতে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দয়া করে তাঁরা বলে দিন না যে তোমাদের ব্যাপারটা কনসিডার করা হবে না—এরকম ঝুলিয়ে রাখার কি দরকার আছে? তারপর ১৪-৪-৪৭ তারিখে তাঁরা একটা রেজলিউশন করেছিলেন—৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে তাদের জানানো হল যে তোমরা কনট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা দিতে পার—এইটুকুন তাঁদের প্রতি একটা অনুগ্রহ করা হল। তারপর ১-১০-৪৭ তারিখে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট বললে যে

The question of permanent copyists and typists of civil and criminal courts on to regular establishment is still under the consideration of the Government and certain facts and figures necessary in that connection are being collected for examination in the Department.

তাঁদের পিস রেটে কাজ করতে হয়, যতগুলি ওয়ার্ড সেই অনুসারে তাঁরা টাকা পান। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে যে, আগে বেশি পাওয়া যেত, আজকাল কম পাওয়া যায়। আগে হলে ২ আনা করে যখন ফলিও ছিল ৩ আনা, এখন ফলিওর দাম বেড়ে গেছে কিন্তু তাঁদের কিছু বাড়ে নি; অর্থাৎ গভর্নমেন্ট স্টাম্প বাড়িয়ে দিয়েছেন—যদি তাড়াতাড়ি কাজ করতে হয় তাহলে গভর্নমেন্টের স্ট্যাম্পের দাম বেশি হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের জন্য কিছু করা হয় নি। এ ছাড়া তাঁদের নিজেদের টাইপ রাখতে হয়, টাইপ মেসিন রিপেয়ার করাতে হয়, অনেক অ্যাডিশনাল কাজ করতে হয়—এ কোর্ট থেকে ও কোর্টে নথিপত্র খুঁজে আনা, এই সমস্ত অ্যাডিশনাল কাজ করতে হয়। এ সত্ত্বেও তাঁরা বলছেন যে আমরা কি চিরকাল খুচরা হিসাবে গভর্নমেন্টের কাজ করবো? যদি তাঁরা লিভ নেন তাহলে সিভিল সার্জেনের কাছে তাঁদের পাঠিয়ে দেবেন মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য—গভর্নমেন্টের বাঁধন যা কিছু তা সবই আছে কিন্তু তাঁদের মাসিক বরাদ্দটা আজ পর্যন্ত ঠিক হল না। এই ত হল ১লা অক্টোবর ১৯৪৭ সালে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট জানালেন। তারপর তাঁরা মেমোরানডাম পাঠালেন

to the Secretary, Establishment Branch, Chief Minister's Department.

১০-১২-৫০ সালে, তাতে প্রাইভেট সেক্রেটারী টু দি চীফ মিনিস্টার জানাচ্ছেন, দি ম্যাটার ইজ আন্ডার কনসিডারেশন। একটু কমে এসেছে—আগে ছিল স্টিল আন্ডার কনসিডারেশন, এখন হল কনসিডারেশন। ১৯এ নবেম্বর ১৯৫১ সালে তাঁরা মেমোরান্ডাম পাঠালেন, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে এল

The matter is under consideration and final decision is expected shortly.

১৯৫১ সাল আজকে ১৯৫৯ সাল—এখনও সেই সর্টলি হল না। তারপর তাঁরা হতাশ হয়ে চীফ হুইপকে লিখলেন ১৯৫২ সালে, ১৯৫৩ সালের ২১এ এপ্রিল তখনকার চীফ হুইপ ডি সি দে লিখলেন যে তিনি খোঁজ নিচ্ছেন। তারপর ৩০এ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সালে তিনি জানালেন স্টিল আন্ডার কনসিডারেশন। এরপর তাঁরা আবার লিখলেন ২৭এ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালে নূতন চীফ হুইপ জি বি সেনকে—তিনি লিখলেন ডিসিশন এক্সপেক্টেড ভেরি সুন। তারপরে ২১-১২-৫৫ তারিখে ডেপুটি সেক্রেটারী, জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট, লিখলেন ৩রা জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে আপনারা জুডিসিয়াল সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন—এই মাত্র। এরপর জুডিসিয়াল [illegible] মিঃ হাজারা জবাব দিলেন

the matter is still under consideration, final decision will be communicated.

বং এই রকম অব্যবস্থাতির কি শেষ হবে না? আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন এবং এর একটা হেস্তনেস্ত করবেন, এবং তাদের পাকা চাকরীতে কি অসুবিধা আছে দয়া করে আমাদের সংগে একটু আলোচনা করবেন, কারণ তাঁরা এই বিষয়ে বার বার পীড়াপীড়ি করছেন আমরা তাদের কিছু সহায়তা করতে পারি কি না। এই ব্যাপারেও একটা মীমাংসা হওয়া উচিত। তারপর, কতগুলি জিনিস ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে চলে আসছে, আজো সেগুলি কেন চলবে? তারপর, বেল-এর ব্যাপারে বলছি, সি আর পি সি ৫০০নং ধারার পরিষ্কার বলা আছে এই ব্যাপারে মীমাংসা করতে হবে, কি মেথডএ হবে, পুলিস রেগুলেশন অফ বেংগলএর সংগে তার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরেজের সময় পুলিস রেগুলেশন ছিল। মোক্তার, লইয়ার এঁরা কোর্টএ সিকিউরিটি দাঁড়ান; যেহেতু অন্য লোক সিকিউরিটি পরীক্ষা করতে সময় লাগে, সেজন্য কোর্ট থেকে ঠিক করে দেওয়া হয় এই লোক সিকিউরিটি দাঁড়াতে পারবেন এবং তাদের একটা রেজিস্ট্রী থাকে যার থেকে এটা করা হয়। পুলিস রেগুলেশনএর সংগে এর কোন সম্পর্ক নাই। মিঃ পোর্টার ১৯৩৫ সালে একটা নিয়ম করেছিলেন, এটা ভি ফরমএ লিখতে হবে এবং পুলিসরা দেখবেন লইয়ার কে আছেন—

nd surety of amount of capacity shall be entered.

অর্থাৎ জিনিসটা কতখানি সম্মানহানিকর এবং এর ভিতর দিয়ে কতখানি পার্সিয়ালিটি হতে পারে, কেন না, প্রত্যেক লইয়ারকে যেতে হবে পুলিসের পরীক্ষার ভিতর দিয়ে, পুলিস সন্তুষ্ট হলে পর বেশি সিকিউরিটি দাঁড়াতে পারবেন, নইলে কম দাঁড়াতে পারবেন। এই নিয়মটা এখনো চালু আছে। কিন্তু এর সংগে ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোডএর কোন সম্পর্ক নাই, এবং এর কোন যৌক্তিকতাও নাই। আশা করি মন্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় বন্ধ হবে এটা, এবং সিকিউরিটি কোর্ট থেকে ইনডিপেন্ডেন্টলী দেবেন, পুলিসের উপর এই জিনিস রাখবেন না। কারণ, পুলিসের হাত দিয়ে যদি যেতে হয় তাহলে তাঁদের সংগে পুলিসের যে সম্বন্ধ হয় এবং যে বাধ্যবাধকতা আসে তাতে বিচারে অনেক হানি হয়। তারপর, অনেক কেস পড়ে থাকে, যেমন কমপেনসেশন কেস; সে সমস্ত ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে গেল, তাঁরা রেফারেন্স করলেন—এই সময় কেস এমনিতেই কোর্টএ পাঁচ ছয় বৎসর লেগে যায়। ৫।৬ বৎসর পরে আপিল হলো—এই রকম করে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে, এতে গরিব লোকের অনেক কষ্ট হয়। মন্ত্রী মহাশয় যদি জানতে চান আমি এরকম বহু কেস দিতে পারি, তবে সেই সমস্ত কেস সাইট করা আমার পক্ষে এখানে সম্ভব না। সেই রকম ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনাল, সে সম্পর্কেও এ কথা খাটে। কিন্তু ছোট ছোট পার্টি তাদের জন্য যখন সিওরিটি দাঁড় করাতে হয় এই রকম ডিরেকশন অন্ততঃ দেবেন যে, যাঁদের কমপেনসেশন অল্প, তাদের কেসগুলি যেন আগে দেওয়া হয়, তারা নিডী বেশি, তাদের সামর্থ্য কম। বড় বড় পার্টি, তাঁদের দেরি করলেও চলে। এ সম্পর্কে আপনাকে জাস্টিস চ্যাটার্জির, হাইকোর্টএ রুল ১৩।১৪ অফ ১৯৫১এ যে কটাক্ষ করেছিলেন সেটা একটু স্মরণ করতে বলব। তারপর, আমার বক্তব্য হচ্ছে, বহুদিন আগে যেসব রাজনৈতিক কয়েদী জেলে ছিলেন হাংগার স্ট্রাইক করে সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে কথা হয়েছিল যে, যারা পলিটিক্যাল, ডেমোক্রাটিক কেসএ জেলে যাবেন তাদের যেন ডিভিশন দেওয়া হয়—কিন্তু তার পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শ্রমিক কৃষক এবং বহু রকম লোক যারা জেলে আছে তাদের সহজে ম্যাজিস্ট্রেট ক্লাস দিতে চান না—অবশ্য এটা ডিফাইন করা কষ্টকর কোন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যাপার—তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে, আইনভংগের ভিতর দিয়ে যেক্ষেত্রে যদি পারসোনাল গেইন হয় না—চুরি ডাকাতিতে পারসোনাল গেইন আছে—যেমন, অনেক রাজনৈতিক ব্যাপার আছে, আপনারা সত্যাগ্রহীদের কথা জানেন, রাস্তার প্রসেশন দেখেন, আইন-অমান্যের ঘটনা দেখছেন, এদের সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আমাদের চুক্তি হয়েছিল—

-15—7-25 p.m.]

১৪৪ ধারা ভাঙ্গা এমন কি ব্যক্তিগত ব্যাপারও হতে পারে কিন্তু যেমন সত্যাগ্রহীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করছেন। সেখানে আমাদের সংগে চুক্তি হয়েছিল যে এরকম ব্যাপারে যারা যাবে তাদের রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে নিয়ে ডিভিশন ১ দেওয়া হবে। জুডিসিয়াল মিনিস্টারকে ভাল রকম বিচার না দিলে কাজ হবে না, এতে মুখ্যমন্ত্রীকে জনসাধারণের কাছে খেলো হতে হবে যে এ কথার মূল্য এই সরকার রাখে না। এই জিনিসটা অনুগ্রহ করে যেন তিনি দেখেন।

কয়েকটি কথা আমার বলবার আছে একটি জেলা সম্পর্কে, কিন্তু তার পূর্বে আমি একটি কথা বলে নিই। একবার শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ সেন, অ্যাডভোকেট, তাঁকে হাই কোর্ট রেকমেন্ড করেন ডিস্ট্রিক্ট জাজ্ পদে নিয়োগের জন্যে। যখন পাঁচজন অ্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ্ করবার ব্যাপারে তাঁরা চারজনকে রেকমেন্ড করেন তখন তার মধ্যে শ্রী সেনের নাম ছিল, কিন্তু এ'কে করা হয় নি; আর তিনজনকে করা হয়েছিল। আমরা জানি খুলনা জেলায় অনেক কাল পূর্বে তিনি একজন কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন, তার পর তাঁর আর কোন রাজনৈতিক কাজ নেই। কিন্তু এককালে কমিউনিস্ট কর্মী থাকার জন্যে তাঁকে হাই কোর্ট রেকমেন্ড করা সত্ত্বেও ডিস্ট্রিক্ট জাজ্ করা হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এই জিনিসটা পাবলিক ইন্টারেস্টএর স্বার্থে জনসাধারণকে জানাতে পারেন না—কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয় এতে গোপনীয় কিছু নেই, পাবলিক ইন্টারেস্ট-এর ব্যাপার কিছু এর মধ্যে নেই, এর মধ্যে সম্পূর্ণ দলগত স্বার্থের ব্যাপার ছাড়া আর কি থাকতে পারে জানি না। সম্পূর্ণরূপে টোটালিটারিয়ান স্টেটএর কাজ ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না। এই সঙ্গে আর একটি কথা বলব, তাতেই বুঝা যাবে এ'রা সত্যিকারের টোটালি-টারিয়ানএর দিকে যাচ্ছেন কি না। আপনারা জানেন রয়েড স্ট্রিটের ডাঃ রায়ের বাড়ী নিয়ে একটি বিখ্যাত মামলা হয়। শ্রী কে পি চট্টরাজএর কাছে এই কেস হয়েছিল। এই কেসের পর ১১-১২-৫৭ তারিখে দেখা গেল তিনি যেখানে একজন সাব-জজ্ ছিলেন সেখানে তাঁকে একেবারে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেসন জাজ্ করা হল। তিনি ১৯৩৫ সালে জয়েন করেছেন, ১৯৫৭ সালে তাঁকে ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেসনস জাজ্ করা হল—তাঁর উপরে কয়েকজন লোক ছিলেন যারা ও'র চেয়ে সুপিরিয়ার জুডিসিয়াল সার্ভিসএ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ডিঙিয়ে একে উপরে তুলে দেওয়া হল। যেহেতু সেই ভদ্রলোক মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ হয়ে বিচার করেছিলেন সেই-হেতু তাঁকে একেবারে আর পাঁচজনকে ডিঙিয়ে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেসনস জাজ্ করে দেওয়া হল। এই সব চলে, কিন্তু অন্য পক্ষের কোন লোককে হাই কোর্ট রেকমেন্ড করলেও তাঁকে অ্যাডিসনাল জাজ্ করা হবে না, শুধু যারা মন্ত্রী বা কংগ্রেসের কাজে তাঁদের পক্ষ হয়ে কিছু করেন তাদের উন্নতি হয় এরকম সন্দেহ করবার আমাদেব অবকাশ আছে। যদি তিনি ইমপার্সিয়ালী উঠে যেতেন তা হলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে রায় দিয়েছেন বা বিপক্ষে দিয়েছেন তা নিয়ে চিন্তা করবার আমাদের দরকার হত না। কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং তার পরে তাঁর উন্নতি হয়েছে এই দুটো জিনিস এক সঙ্গে হলে আমাদের কথা ছেড়ে দিন পৃথিবীর যে কোন জুডিসিয়াল মাইন্ডেড লোক কি মনে করবেন চিন্তা করে দেখুন। আপনারা বিচার বিভাগের উপর নানাভাবে প্রভাব খাটাচ্ছেন। ল কমিশন রিপোর্টএ বলা হয়েছে হাই কোর্ট জাজদের ফাংশন ইত্যাদিতে না যাওয়াই ভাল; তাঁরা যেন আগেকার দিনের অ্যালুফনেস রক্ষা করে চলেন। আজকে আপনারা এই জিনিসটা করছেন না। আজ বলা হয়েছে জুডিসিয়াল এবং এক্সিকিউটিভএর সেপারেশন আমরা কিছুটা করেছি। মাত্র কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেটকে শুধু জুডিসিয়াল ওয়ার্ক করতে যদি দেন তাতেই সব হল না। যদি তাঁরা রাইটার্স বিল্ডিংসএর সেক্রেটারিয়েটএর আন্ডারএ থাকেন, হাই কোর্টএ যদি না আসেন তা হলে এটা বলা যায় না যে জুডিসিয়াল এবং এক্সিকিউটিভকে সেপারেট করা হয়ে গেল।

আর একটি কথা এখানে বলব। আলীপুরে গভর্নমেন্ট প্লীডার এবং তাঁর লোক যারা গভর্নমেন্টের কাজ করেন তাঁরা সময়মত হাজির না হয়ে গভর্নমেন্টকে হারিয়ে দেন। আমার সময় কম, পড়তে পারব না—তাঁরা একটা দরখাস্ত করেছিলেন—সেই সমস্ত কেসগুলি মন্ত্রী মহাশয় চাইলে পর দেব। যাই হোক বদ্রীবাবু, চন্দ্রিকাবাবু, টি এস ৩১।৫৩, এ'রা ফি নিয়ে হাজির হন না, স্টেটএর এগেইনস্টএ এক্স-পার্টি ডিক্রি হয়ে যায়। হাজির না হওয়ার কারণ শুনেছি যে এই সমস্ত লোক অপর পক্ষ থেকে কিছু পান। তারপর দেখুন—বাঁকুড়ায় একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটএর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ হয়েছে। সেখানে হোল মোক্তার, বার অ্যাসোসিয়েশন একবাক্যে একটা প্রস্তাব নিয়েছেন, তার একটা মূল্য আছে, তার মধ্যে আমাদের এখানকার একজন পূর্বতন সদস্য শ্রীরাখহরি চ্যাটার্জি মহাশয় যার সম্বন্ধে এই হাউসএ যথেষ্ট রেসপেক্ট আছে তিনিও আছেন এবং তিনিই ওখানকার বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। এই ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ১২টা, ১টা, যখন খুসী কোর্টএ আসবেন এবং রাত্রি ৮৷টা পর্যন্ত কাজ করবেন; সিগারেট খাবেন কোর্টএ বসে। যত সময় রায় লিখতে থাকবেন তত সময় আসামী

খড়া থাকবে, যে সমস্ত ভদ্রলোক কোর্টে কেস করতে যান পুলিসকে বলেন তাদের বের করে দিতে। এরকম অভিযোগ সেখানে রয়েছে, আশা করি আপনারা এ সম্বন্ধে খোঁজ নেবেন।

[7-25—7-35 p.m.]

তাঁরা বিমল সিংহের নামও উল্লেখ করেছেন, তাঁর সঙ্গেও নাকি ঘনিষ্ঠতা প্রভাব প্রভৃতি আছে যার জন্য তাঁদের সঙ্গে কেউ লাগতে যায় না। এই যে ব্যাপারটা, বাঁকুড়ার ব্যাপারটা বললুম এরা এই সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি করেছে। এমন কি চীফ সেক্রেটারী যখন যান তখন তাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি বললেন যে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা হবে না, তিনি এত ব্যস্ত। এই হল পাবলিকএর অবস্থা। আর এর সম্বন্ধে হচ্ছে কি, না ইনি ফার্স্ট ক্লাস অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষীরোধমোহন ঘোষ চৌধুরী কাঁদি মুর্শিদাবাদের তাঁরই একজন নিয়ার রিলেশন মোক্তার শ্রীনারায়ণকুমার দাস, ইনি একজন সাক্ষীকে উইটনেস বক্সএ তাঁর সামনে মারলেন; এতবড় গুরুতর অভিযোগ এবং তাতে বলা হচ্ছে যে এই ভদ্রলোককে যেন আর ফার্দার ইয়ে না দেওয়া হয়। অবশ্য মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে তার ফাইলএ আর যাতে কোন কেস না যায় তার ডিরেকশন হাই কোর্টএ রয়েছে। কিন্তু তিনি আবার কাগজপত্র সংগ্রহ করে দেখাচ্ছেন যে তিনি খুব জনপ্রিয়, এটা আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করছেন এবং আশঙ্কা হচ্ছে আপনাদের মধ্যে তার প্রভাব আছে বলে এই জিনিসটা চাপা পড়ে যাবে আবার তিনি নমিনেশন পেতে পারবেন। আমি আশা করি এই গভর্নমেন্টএর এই সমস্ত দুরাচার সম্বন্ধে একটু কঠোর হওয়া উচিত, এবং এই সমস্ত ব্যাপারেও প্রভাব প্রতিপত্তির আওতায় না আসা উচিত। এইটুকু অন্ততঃ আমরা আশা করতে পারি এবং জনসাধারণও আশা করে যে, অন্ততঃ এই সব ব্যাপারে আপনারা কোন রকমই প্রশ্রয় দেবেন না। যদি অভিযোগ যথার্থ প্রমাণিত হয় তাহলে এই সমস্ত লোকের প্রতি কোন রকম দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাবেন না এবং এই সমস্ত লোক যাতে আর প্রশ্রয় না পান এবং এই সমস্ত লোককে আর যেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট না করা হয় এই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। এই রকম আরো অনেক বহু ঘটনা আছে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বলা সম্ভব নয়। যদি মন্ত্রী মহাশয় কিছুটা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি এই সব অভিযোগগুলি গ্রহণ করবেন এবং এ বিষয়ে সত্যি সত্যি তাড়াতাড়ি তদন্ত করবেন। তিনি কপিস্ট এবং টাইপিস্টদের সম্বন্ধে যে শম্বুক গতির চেয়েও অধম গতিতে চলেছেন তাতে হবে না, তার চেয়েও দ্রুত গতিতে এই সমস্ত ব্যাপার নিরশন করবেন এই প্রতি-শ্রুতি দিলে পর এই রকমের বহু কেস তার কাছে পাঠিয়ে দেবো। আশা করি এই জুডিশিয়ারীর উপর আস্থা ফিরিয়ে আনলে পরে মানুষের মনে আস্থা ফিরে আসতে পারে এবং গভর্নমেন্টএর এই বিভাগে যাতে সুবিচার হয় সেই সম্পর্কে দেখা দরকার।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: On a point of personal explanation, Sir,

আমি আজ শুনে আশ্চর্য হলুম যে বঙ্কিমবাবু একজন প্রবীণ নেতা। তিনি কাঁদির এই ঘটনার সঙ্গে আমার নাম উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনা নিয়ে আমার সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বহুদিন আগে আলোচনা হয়েছিল এবং আমার জানা ছিল না যে, তাদের লীডারএর সঙ্গে ডেপুটি লীডারএর কোন আলোচনা হয় না। যাই হোক এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। জ্যোতিবাবু এই সমস্ত ঘটনা জানেন এবং এই ব্যাপার নিয়ে কোর্টএ বিচার হচ্ছে তাও জানেন। এ ব্যাপারে এক্সিকিউটিভএর কোন কিছু করণীয় নেই সে কথাও জানেন। বোধ হয় এটা হাই কোর্টএ রেফার করা হয়েছিল, আমি যতদূর জানি এই সমস্ত কাগজপত্র এখানে এসেছিল তাতে আমি কোন ইন্টারেস্ট নিই নি। কিন্তু মিঃ হাজরার কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে এটা হাই কোর্টএ রেফার করা হয়েছে এবং হাই কোর্ট যা বিচার করবেন গভর্নমেন্ট হয়ত তা মেনে নেবেন। এটা জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্টএর ব্যাপার, আমার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এটার সংবাদ না নিয়ে বঙ্কিমবাবু যা এখানে বলছেন তাতে তাঁকে অবশ্য আমার এখানে কিছু বলা শোভা পায় না। তবে ঘটনাগুলি যা তা আমি হাউসএর সামনে নিবেদন করলাম।

Sj. Bankim Mukherji:

আমি কিছুই বলি নি, এখানে বিমলবাবুকে অভিযোগ করাও হয় নি। আমি বলেছি আমার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল তারা তাতে বিমলবাবুর নাম রয়েছে। সে ব্যাপারটা তাঁকে আমি স্বীকার করতে বলছি না; আমি বলছি যে এ ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা ভাল।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha:

এ ব্যাপারে এখানেই সমাপ্তি হওয়া ভাল।

Sjta. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সমগ্র শাসন ব্যবস্থার কাছ থেকে যে বিচার ধারা আমরা লাভ করছি বিচার বিভাগের কাছ থেকেও আমরা আজ সেই বিচার ধারাই পেয়ে আসছি। এ বিষয়ে বলতে গেলে সেই একই কথা বার বার বলতে হয়, পুনরাবৃত্তি ক'রে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বিচারের দৃষ্টি নিয়ে বিচার ব্যবস্থা করা বিষয়ে এই বিচার বিভাগ যেমন আত্মবিস্মৃত, তেমনি এর বহু স্তরেই রাজনৈতিক শ্রেণীর বুদ্ধির ঘুণও আজ প্রসারিত। সুতরাং বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সত্যকার বিচারের আশা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। বিশেষ করে শাসন বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগ জড়িত থাকার জন্য। এই স্তরেতে রাজনীতি যে নগ্ন রূপে চলেছে সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব কিছু নেই। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দরাও বলে থাকেন বিলম্বিত বিচার বিচারহীনতারই নামান্তর। কিন্তু এই কংগ্রেস শাসন আমলেই বিচারের যে বিলম্বিত ধারা চলেছে তা বিস্ময়কর এবং দুঃখজনক। ধৃত আসামী মাসের পর মাস এমন কি বছরের পর বছর হাজত বাস করছে, হয়তো তার সামান্য দিনের জন্যই কারাবাসের দণ্ড হবে, নয় তো মুক্তি পাবে। এরকম দৃষ্টান্তের আজ অভাব নেই। আমাদের জেলায় বিচার বিভাগেও বিহার আইন ও বাংলার আইনের বিভ্রান্তি চলেছে। জামিন ব্যবস্থা বাংলার ধারায় চলবে কিন্তু কোর্টফি ব্যবস্থা বিহারের আইনের ধারায় চলবে। কারণ এই দুটিই জনগণের পক্ষে অসুবিধাজনক। এইভাবে বিচার বিভাগে অনির্দিষ্ট ব্যাপারের বিশৃঙ্খলা গড়িয়ে চলেছে। বিচারক্ষেত্র বিষয়ে জনগণের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা পাওয়া সম্পর্কে ইংরেজ আমলের কর্তৃপক্ষেরও যে চেতনা ছিল আমাদের জাতীয় শাসনের আমলে সেটুকুও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের জেলায় কুখ্যাত একজন সমাজবিরোধী ব্যক্তিকে অবৈতনিক বিচারকের সম্মান প্রদান করা হয়েছে। বিহার সরকার এই সম্মানের প্রবর্তক ছিলেন, সব জেনে বুঝেও বাংলা সরকার আগের সরকারের পথই অনুসরণ করছেন; রাজনৈতিক কারণে এ বিষয়ে জেলা থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ ওঠা সত্ত্বেও এ বিষয়ে বহু অভিযোগ সত্ত্বেও বাংলা সরকার এই সমাজ বিরোধী ব্যক্তিটিকে বিচারকের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত রেখে বিচার বিভাগকে অসম্মানিত এবং জনগণের কাছে অনাস্থাভাজন করতে চান। বিচারের বিভাগ হাতে পেলেই বিচার হয় না সুবিচারের প্রতি অন্তরের আগ্রহ, নিষ্ঠা, তৎপরতা এবং দৃঢ়তা দ্বারাই সুবিচার পরিবেশিত হতে পারে; এই সরকারী কাঠামো এবং পরিচালকদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর কাঠামোয় সুবিচার যে হতে পারে না দেশের লক্ষ লক্ষ ভুক্তভোগী আজ তার সাক্ষী।

Sj. Apurba Lal Majumdar: Mr. Speaker, Sir. The success of democracy depends to a great extent on independent judiciary.

আমাদের দেশে ইনডিপেন্ডেন্ট জুডিসিয়ারির অভাব থাকার জন্য সাধারণ মানুষের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা কোর্ট সম্বন্ধে শুনতে পাই, তাতে আমি নিজেও লজ্জিত হই—তার কারণ যেহেতু আমি কোর্টের সঙ্গে জড়িত আছি এবং কোর্টে প্র্যাকটিস করি সেই হিসাবে—এটা মনে লাগে যদি কোন ভদ্রলোক মন্তব্য করেন যে, সেখানে গেলে যে সম্মান পাওয়া উচিত, যে বিচার পাওয়া উচিত তার বালাই কিছুই নাই। আমরা, সংবিধানের মাধ্যমে বিশেষ করে আর্টিকল ৫০এর মাধ্যমে যে নির্দেশ দেওয়া আছে, তাতে আশা করেছিলাম এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা হবে এবং সেপারেশন অফ জুডিসিয়ারী অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ হবে—কিন্তু আজ পর্যন্ত অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে হতাশার সঙ্গে এবং নৈরাশ্যের সঙ্গে বলতে হয় যে, আমাদের রাজ্যসরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করছেন। এবং আজ পর্যন্ত কোন রকম ব্যবস্থাই করেন নি। যে সিসটেম এখন চালু আছে, সেই সিসটেমএ কতকগুলি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলা হয়েছে জুডিসিয়ারী আর কতকগুলিকে বলা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ সাইড। কিন্তু জুডিসিয়ারী ম্যাজিস্ট্রেটরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং

কমিশনারের আওতায় কতগুলি কেস কনভিক্‌ট করলেন তার উপরই নির্ভর করে তাদের কনফারমেশন, তারা কি পাওয়ার পাবে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার না সেকেন্ড ক্লাস পাওয়ার পাবে—এটা তাদের উপরই নির্ভর করে কাজেই এই ম্যাজিস্ট্রেটরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করবে এটা আমরা মোটেই আশা করতে পারি না। যেখানে পুলিস অথরিটি কনট্রোল করছে তাদের ভবিষ্যৎ এবং পদোন্নতি সেখানে তাদের কাছে ইনডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড অনেস্ট জুডিসিয়ারী কোথাও পাওয়া যেতে পারে না। কিন্তু ইনডিপেন্ডডেন্ট বা নিরপেক্ষ জুডিসিয়ারী যদি না থাকে তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কোথায়? আমাদের যে সংবিধান তাতে বার বার বলে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের যেসমস্ত অধিকার ফান্ডামেন্টাল রাইটসএ আছে ব্যক্তি বিশেষের বা জনসাধারণের সেই ডেমোক্রেটিক রাইটসএর উপর যখন এক্সিকিউটিভ ডিসপজিশন হয়, অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে তখন কোথায় তার গ্যারান্টি যে এই রাইটগুলি এনফোর্স করতে পারবো? তখনই তো আমরা আশ্রয় নিই জুডিসিয়ারীর কাছে। কিন্তু সেই জুডিসিয়ারী যদি এক্সিকিউটিভ ডিসপজিশনএর অর্ডারএর বিরুদ্ধে যথেষ্ট স্ট্যামিনা নিয়ে রায় প্রকাশ না করে—তা হলে আমাদের জুডিসিয়ারী রাখার মানে কি? আর ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা অধিকারেরই বা গ্যারান্টি কোথায়? সেই গ্যারান্টি দেবার জন্য সংবিধান বার বার বলে দিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে যতটা সেপারেশন অফ জুডিসিয়ারী অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ হয়েছে ততটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সরকার করতে পারে নি। এ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার। ল কমিশন যে সুপারিশ করেছে তার মধ্যে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বলেছে—সুপারঅ্যানুয়েটেড অর্থাৎ যারা একবার রিটায়ার করে গেছেন তাঁরা যেন কোন জাজ্‌ বা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে না পারেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়—

[7-35—7-45 p.m.]

যে সে কমিশনের সুপরিশ থাকা সত্ত্বেও সেই সুপারঅ্যানুয়েটেড ব্যক্তিদের রেখেছেন। হাওড়ার একটি ম্যাজিস্ট্রেটের কথা বলছি, তিনি কিছুদিন আগে সুপারঅ্যানুয়েটেড হন, কিন্তু সেই অবস্থাতেও কোর্টের মধ্যে কারো সম্মান রেখে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁর রেকর্ড—৮০ পারসেন্ট কনভিকশন এক্সিকিউটিভ অফিসার যারা তাদের পুলিস কেসে কনভিকশন সংখ্যা দেখে কোন ক্লাস কে হবেন তা নির্ধারিত হয়।

Mr. Speaker:

আপনি পাবলিক প্রসিকিউটার হলে একথা প্রকাশ্যে বলতেন না।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

স্যার আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। সেই অফিসার একদিন একজনকে কোর্টের মধ্যে গালাগাল করে বসলেন এবং এমন গালাগাল করলেন যে, সে ব্যক্তি গিয়ে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে এস ডি ও-র কোর্টে কেস ফাইল করলেন। তার যখন জুডিসিয়াল এনকোয়ারী চলছে—তখন ম্যাজিস্ট্রেটটির মাথা ঠান্ডা হল, তখন সেই ব্যক্তিকে ধরে করে বললেন—যা হবার হয়ে গেছে, আমি আর কখনো এরকম করব না। এমনি ধারা আরো কতকগুলি আছে—আমি আর তার উল্লেখ করতে চাই নে।

তারপর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, আমরা বার বার বলে আসছি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট তুলে দেওয়া দরকার। এই সব অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট যাঁরা তাঁরা প্রকাশ্যে রাজনীতি করেন, কোন পার্টির সক্রিয় সদস্য রূপে পাবলিক মিটিংএ যান এবং সেখানে বক্তৃতা দেন, যখন তাঁরা আবার কোর্টে যান তখন তাঁদের কাছে হুজুর হুজুর করতে হয়, "ইওর অনার" বলতে হয়—উকীল হয়ে তাঁদের কাছে দাঁড়াতে হয়। যেই ৫টা বেজে গেল অমনি পলিটিক্যাল লীডার হয়ে চলে গেলেন মিটিং করতে। এই রকম ব্যক্তি আমাদের হাওড়ায় আছেন—আমি নাম করব না। কিন্তু একথা অবশ্য বলব এসব ঠিক নয়। যদি বাস্তবিক নিরপেক্ষ বিচার কার্য চালাতে হয় তাহলে নির্দিষ্ট-ভাবে যে না কি সক্রিয় রাজনৈতিক পার্টির লোক তাকে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার দিয়ে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট করা উচিত নয়। সুপারঅ্যানুয়েটেড পারসনদের বেলায়ও তাই—তাদের ইন-ডিপেন্ডেন্ট বিচার শক্তি থাকে না, থাকতে পারে না—উই ক্যান নট এক্সপেক্ট ফেয়ার ট্রায়াল ফ্রম দেম ইন দি কোর্টস। সেই জন্য ল কমিশন সুপারঅ্যানুয়েটেড অফিসারদের নিযুক্ত করা উচিত নয় বলেছেন।

Mr. Speaker:

তাঁরা সুপ্রীম কোর্টের জাজদের বয়স ৬৫ হবে বলেছেন; তা যদি হয় সুপ্রীম কোর্টে তাহলে what about these superannuated persons

Sj. Apurba Lal Majumdar:

তখন আর তারা সুপারঅ্যানুয়েটেড থাকবে না । সেটা যদি হয় আমার আপত্তি নাই। অবশ্য ল' কমিশন সুপারিশ করেছেন—এ'দের ৭ বৎসর বাড়িয়ে দেওয়া হোক। আজকাল মুনসেফ হয়ে যারা যাচ্ছে অর্থাৎ যারা নাকি জুনিয়ার মুনসেফ তারা আইনের কিছুই বোঝে না। ল' কলেজ থেকে পাশ করেই বিচারকের আসনে গিয়ে বসে। ১০৷৷টায় কোর্টে গিয়ে দেখে-- কমপ্লিকেটেড ল' ম্যাটারএর কোন কমপ্লিকেটেড কেসএর পার্টি আসে নাই এবং সেগুলি ডিসমিস করা যায় কি না। আপনি যেখানে যাবেন সেখানেই এই অবস্থা। তাড়াতাড়ি ডিসপোজাল দেখাতে পারলেই উন্নতি। সেই জন্য ল' কমিশন বলেছেন--বার থেকে তরুণ বুদ্ধিমান অ্যাডভোকেটদের নিযুক্ত করতে।

Mr. Speaker:

আড়াইশো টাকা মাইনেতে বারের বুদ্ধিমান উকীল কে যাবেন?

Sj. Apurba Lal Majumdar:

বাড়িয়ে দেওয়া হোক, আড়াইশো টাকায় হবে না। [এ ভয়েস—বাড়ালে আপনারাই আপত্তি করবেন] ভাল লোক নেবার জন্য যদি মাইনে বাড়ানো হয় আমরা আপত্তি করব না।

আর একটা কথা বলা দরকার। সেটা হচ্ছে মফঃস্বল কোর্টের দুরবস্থার কথা। মফঃস্বল কোর্টে লিটিগেটদের অবস্থাই বলুন বা উকীলদের অবস্থাই বলুন বা জেনারেল পাবলিকের কথাই বলুন কারো পক্ষেই না আছে সেখানে বসবার জায়গা, এমন কি না আছে প্রস্রাব করবার জায়গা। সেখানে সকলকেই প্রায়শ গাছের তলাতেই বসতে হয়, এই গাছের তলায় বসতে হয় বলেই বাধকরি উকীলদের গাছতলার উকীল বলে। এমন কি একটা শেড্ পর্যন্ত নাই। ডেমোক্রেসীর কথা ত অনেক শুনি, সেই ডেমোক্রেসীকে বাঁচাতে হলে তার একটা শো অন্ততঃ বজায় রাখতে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যা দেখি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিসএর ব্যাপারটা এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছে যাতে সাধারণ আদালতে না আসতে পারে। তা যদি না হয় তাহলে এমন অবস্থা ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে people should feel that they are getting justice

Mr. Speaker:

লোক আদালতে যত না যায় ততই তো ভাল।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

দেশেতো এখনো সে অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। এখন হাই কোর্ট সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই। হাই কোর্ট থেকে যদি একটা ইনজাংশন অর্ডার হয় তার একটা নকল আমরা সহজে পেতে পারি না। এমারজেন্সী ফী ফাইল করা সত্ত্বেও নকল পেতে প্রায় দেড় মাস সময় লাগে, অর্ডিনারী কোরসএর তো কথাই নাই। ল' মিনিস্টারদের দেখা উচিত—পাবলিক যেন সাফার না করে। বেল ম্যাটারএ দেখা যায় বেল গ্রান্ট হয়েছে অথচ আলিপুর কোর্টে নথী যায় নাই। তার ফলে নথী না থাকার দরুন পার্টিকে অযথা হয়রানী হতে হয়।

Mr. Speaker: You are an experienced lawyer.

Sj. Apurbalal Majumdar: Law Minister is inexperienced in this line.

[At this stage the red light was lit]

স্যার আর ওয়ান সেনটেন্স। আজকে যে সমস্ত কেস গিয়েছে—যেমন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কেস—অ্যাডালটারেশন কেস আছে—এ সমস্ত কেস সি এস আই ইনি পোস্টেড তাকে দিয়েই করান হয়, অথচ এর মধ্যে অনেক কিছু ল'এর প্রশ্ন রয়েছে সেইজন্য এইসব কেসএর [illegible]

ল'ইয়ার যাদের যাদের ডিগনিফাইড প্র্যাকটিস রয়েছে তাদের দ্বারা করান উচিত। সরকার বিচার কার্য যে ছেলেখেলা মনে করেন জন্যই এসব করা হয়। সম্প্রতি যে সব অ্যাক্ট পাশ করা হয়েছে তাতে হাই কোর্ট বার ডিস্ট্রিক্ট ল' বারের অধিকার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ বর্গাদার অ্যাক্ট, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট এবং ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট এই সমস্তের ক্ষেত্রে সিভিল কোর্টের কোন জুরিসডিকশন নাই। এক্সিকিউটিভ অফিসার যারা অ্যাপয়েন্টেড হবে তারাই ফাইনাল করবেন। হাই কোর্ট সম্বন্ধে আর একটা জিনিস উল্লেখ করতে হয়। সেকেন্ড অ্যাপীল ১৯৫২-৫৩ থেকে পড়ে আছে—এমন কি অরিজিন্যাল সাইডএর মামলা ১৯৪৭ থেকে চলছে,—

Mr. Speaker: Do you know that a case was started in 1881 long before you were born, and it is still there.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee:

স্যার, ও'রা কথায় কথায় বলে থাকেন—আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার। সত্যসত্যই গভর্নমেন্ট যদি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাহলে আইনের সুবিচার তাঁদের কাছে জনসাধারণ পাবে—এ দাবী আমরা করতে পারি। কিন্তু দেখা যায় এই সুবিচার যদি পেতে হয় এবং আইনের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা যদি আনতে হয় তাহলে জনসাধারণের যা দাবী—সুষ্ঠু এবং ন্যায্য বিচার তা যাতে তারা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সংগে সংগে যাতে খরচ ও সময় কম লাগে এবং তাদের হয়রানী কমে যায় সেটাও দেখতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাই কি? সামান্য একটা বিচারের প্রার্থী হয়ে যদি কেউ কোর্টের কাছে উপস্থিত হয়—সেই সামান্য কেসটা আদালতে মিনিমাম ৩ বৎসর টানা হয়। মুন্সেফ বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কেস এত জমা হতে থাকে যে দিনের পর দিন সংখ্যা বেড়ে যায়। আর বিচারপ্রার্থী নির্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত হয়ে দেখে তার কেস সে তারিখে হবে না—আবার তারিখ পড়েছে। এইভাবে কিছু-দিন ঘুরবার পর বিচারপ্রার্থী মনে করে আমি যদি কোর্টে বিচারপ্রার্থী না হয়ে নিজেই বিচারের ভার নিতাম তাহলে ভাল হত। আমি আর বিচার চাইনে, বাবা—ক্ষমা দাও। এই ভাব সহজেই বিচারপ্রার্থীর মনে জাগে। তাই, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার কাছে বলতে [illegible] সরকারের যে বিচার ব্যবস্থা আছে, তার পরিবর্তন করতে হলে উপযুক্ত বিচারকের ব্যবস্থা এবং বিচার যন্ত্রের সম্প্রসারণ করতে হবে। এবং কর্মচারীরও সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রয়োজন। আর বিচার স্থান যেটা সেটাকে একটা আস্তাকুড়ের মতন না করে অন্ততঃ যাতে একটু সুব্যবস্থিত করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং যাঁরা সুবিচার করতে পারবেন এই ধরনের সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদের সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

Mr. Speaker:

আপনি ডাক্তার মানুষ আদালত নিয়ে কেন মাথা ঘামান?

Dr. Dhirendra Nath Banerjee:

স্যার, আমি ভুক্তভোগী—তাই বাধ্য হয়ে বলছি, বিচারালয়ে যেসব অব্যবস্থা রয়েছে তার যদি প্রতিকার সরকার না করতে পারেন তাহলে সে কাজের ভার জনসাধারণ নিজেদের হাতে নেবে।

[7-45—7-55 p.m.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I think I should reply to the points raised, otherwise my friends will treat my silence as discourtesy to them. Sir, I am glad that Sj. Sudhir Ray Chaudhuri desires that one more Minister shoulld be appointed. So far we had been hearing that, there are more Ministers than necesary. Sir, it seems that consistency in politics is not necessary. So far as the administration of justice is concerned, it is a matter of satisfaction to all of us that it does enjoy a reputation for its integrity, honesty and independence. Whenever my friends in the Opposition want a particular matter to be considered by an independent body, they always desire that a High Court Judge should be appointed as President of that body, because they have got confidence in nobody else except the High Court Judge. Therefore it stands to reason that so far as judiciary is concerned whatever my friends might say it is true that it

enjoys the confidence of the people. So far as the question of separation of judiciary is concerned, the principle has been accepted by the Government and gradually we are having separate judicial magistrates. But there is a dearth of suitable judicial magistrates at the present moment and unless and until we are in a position to provide the State with sufficient number of judicial magistrates, complete separation of judiciary is not practical. So far as the principle concerned, there is no dispute about it.

The next question which was raised was related to the administration of the High Court and other courts. My friends will remember that the Law Commission has submitted its report and that is under consideration after the said report is considered, the Government will come to a decision on various points relating to the administration of justice.

With regard to reappointment of retired District Judge and others the difficulty is that we are short of officers. As a matter of fact, we are short of even munsifs, subordinate judges and even district judges. Naturally we have got to engage those retired District Judges for various purposes. (Dr. Hiresdra Kumar Chattopadhyay: Very convenient argument.) No; our difficulty is that there has been a dearth of officers in the higher rank and, as a matter of fact, even the munsifs and subordinate judges had to be promoted as District Judges at a time when they could not be promoted in previous days. Again the demand for District Judges is also great. Apart from the cadre itself, the demand is for other Tribunals such as Labour Tribunals and other bodies in which District Judges are appointed, and that is the reason why we have to appoint these retired District Judges to these posts. I believe that in course of time when we shall have sufficient personnel at our disposal this may not be necessary, but for the time being it is necessary. One thing my friends will remember while criticising the administration of justice, and that is this: The Government have very little part to play in the actual management of the law courts. Under the Constitution my friends should remember that the control over district courts and courts subordinate thereto including the postings and promotions and the grant of leave to persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to the post of District Judge is vested in the High Court. Therefore, the entire judiciary is under the control of the High Court. Even the appointments of persons to be and the postings and promotions of District Judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State. Any person who is to be appointed from the Bar cannot be appointed except upon the recommendation of the High Court. Therefore any appointment that might have been made directly from the Bar has been made on the recommendation of the High Court itself. (Sj. Bankim Mukherjee: What about Sj. S. P. Sen?) I am sorry I am not going to say a word as to the merits or demerits of a particular candidate. There may have been numerous applications and numerous considerations and I cannot say about a particular candidate who has been appointed or who has not been appointed. What I do say is that all appointments to the posts of District Judges are made on the recommendation of the High Court and the Government has no discretion in the matter. Government has to accept the recommendation of the High Court. Sir, certain criticisms have been levelled with regard to the administration of the High Court by my friend Sj. Sudhir Roy Chowdhury. Sir, the rules there are framed by the High Court itself and the Government has no hand in the matter. With regard to the City Civil Court, the building is being erected and as soon as the building is completed it will not remain in the Town Hall.

With regard to several other matters which are personal, well, I do not think that it will be fair on my part to deal with them. All I can say generally is that so far as Mr. Chattorj is concerned, he has not superseded any person but he has been promoted in due course and all these promotions are down in consultation with the High Court and not by the Government. Therefore, simply because he tried a case in which the Chief Minister was a party he should get a promotion, this is absurd. (Sj. Bankim Mukherjee: I have examined the Civil List.) You may have examined it. Sir, all the postings and promitions for the posts of District Judges are done in consultation with the High Court. There are cases in which a man has been superseded by another person on merit. Simply because he has tried the case of the Chief Minister he should not be disqualified from obtaining the promotion if the High Court considers it necessary.

With regard to Mr. J. C. Das, a complaint has been made. Sir, the matter was thoroughly enquired into by the District Magistrate and he was of opinion that the complaint is baseless. With regard to Mr. Ghose Maulik of Kandi, his reappointment was made for one year prior to the information. We have directed that he should not be given more cases pending a decision of the High Court. Sir, the matter is under consideration of the High Court and it is for the High Court to decide the matter. The allegation was that in his court a witness assaulted and that he did not act properly in that connection. Sir, disciplinary action might be taken by the High Court and I do not wish to prejudice the issue while the matter is still under the consideration of the High Court.

With regard to the typists and copyists, I find that this is a long-standing matter. I will look into the matter and come to a decision as soon as possible. I understand that the Finance Department is considering the financial aspect of it and I can assure my friend Mr. Mukherjee that a decision will be arrived at a very early date.

With regard to the Improvement Trust Tribunal of 1951, Sir, there have been enough changes. On the elevation of Sj. Panchkory Sarker to the High Court we appointed another District Judge, Mr. J. C. Majumdar who has a very great reputation and now we have appointed another gentleman in his place and I do believe that there will not be any reasonable grievance now. If there be any I am prepared to look into it and see that it is not there.

With regard to the appointment of the Government Pleaders, there are allegations, but, Sir, I can only say that we will look into those allegations and in fact, we have looked into those allegations which have been directed against a particular Government Pleader. We find that either the allegations are not substantiated or allegations are not correct.

[7-55—8-3 p.m.]

No appointment is made unless and until we are satisfied about it.

Sir, a reference was made to the appointment of the Government Pleader at Alipore. I do not want to discuss personalities, but I can say that we are trying our best to see that a proper man is appointed as Government Pleader. These gentlemen are appointed for a year and if we find that there is something wrong about it, we can always change it. But let us not be prejudiced in this matter. I am aware that there are always currents and cross-currents whenever the appointment of a Government Pleader is made. I do not think I should say more about this matter.

Now, there is one thing. So far as political undertrial prisoners ai concerned, there are two divisions—Division I and Division II. There ar certain rules framed with regard to this matter and it depends upon th discretion of the magistracy. If in certain cases, the magistracy does no decide that a particular prisoner should be put as an undertrial prisoner i Division I, he would be put in Division II. But I can assure you that th rules are always followed and according to those rules the classifications ar made.

Mr. Speaker: I am putting all the cut motions to vote save and excep Nos. 7 and 21.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 90,14,00 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration o Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand o Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 90,14,00 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration o Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administrtion of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 ws then put and lost.

The motion of Jyoti Basu that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sjta. Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 1000 was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demnd of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

The Ayes being 36 and the Noes 111, the motion was lost

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 90,14,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—41

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala

NOES—116

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. [illegible]
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur R[illegible] Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra

Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 41 and the Noes 116, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 90,14,000 be granted for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: There will be questions tomorrow for half an hour.

Adjournment

The House was then adjourned at 8-3 p.m. till 2-30 p.m. on Wednesday, the 11th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 11th March, 1959, at 2-30 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 212 Members.

[2-30—2-40 p.m.]

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Grant to Sukia High School, Panchanandapur, Malda

***103.** (Admitted question No. *1413.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether Government have got any scheme for giving regular grant to Sukia High School situated in the Scheduled Caste area of Panchanandapur in the district of Malda;

(b) whether the school is in financial difficulties due to distress prevailing in that area for failure of crops; and

(c) if so, when the grant will be given?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) No.

(b) The school had no deficit in the year 1956-57. So far as 1957-58 is concerned, the financial position cannot be ascertained until the audited accounts for the year are received.

(c) Does not arise.

Recruitment of Special Cadre Teachers

***104.** (Admitted question No. *1198.) **Sj. Durgapada Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম বাংলায় কি পদ্ধতিতে স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল; এবং

(খ) স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষকগণের মধ্যে যাঁহারা জুনিয়র হাই স্কুলের কার্য করিতেছেন, তাঁহারা কাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) ভারত সরকারের বেকার সমস্যা দূরীকরণ পরিকল্পনার আওতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনানুসারে বিভিন্ন জেলায় সরকার কর্তৃক একটি করিয়া কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটিই এই স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নির্বাচন করেন। গ্রামাঞ্চলে নূতন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন জন্য এবং স্কুলবোর্ড-পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত অতিরিক্ত শিক্ষকের চাহিদা মিটাইবার জন্য এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের, বিশেষত অনুন্নত এলাকার জুনিয়র হাইস্কুলসমূহের প্রয়োজনানুসারে এই-সকল শিক্ষক-নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ জেলা স্কুলবোর্ড কর্তৃক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকগণ উক্ত স্কুলসমূহের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(খ) নিয়োগকারী জুনিয়র হাই স্কুলসমূহের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক।

Sj. Ramanuj Haldar:

নিয়োগকারী কমিটি সরকার থেকে যে গঠিত হয় সে কি নির্বাচিত হয়, না মনোনীত হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সরকার থেকে নিযুক্ত হয়।

Sj. Ramanuj Haldar:

তাঁরা ইন্টারভিউ নেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

হ্যাঁ, ইন্টারভিউ নিয়ে সিলেকশন করেন।

Sj. Mihirlal Chatterjee:

স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষক নির্বাচন করবার জন্য যেসব কমিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গঠিত হয়, সেই কমিটির মধ্যে কংগ্রেসের দলভুক্ত নয় এমন কোন সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন কিনা?

Mr. Speaker: Mr. Chatterjee, I don't think that question arises. This relates to recruitment of Special Cadre Teachers.

Sj. Saroj Roy:

এই যে কমিটিগুলি সরকার নির্বাচিত করেন, সে কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সেই এলাকার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস এবং হাইস্কুলের হেডমাস্টার —এদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়।

Sj. Saroj Roy:

হাইস্কুলের শিক্ষক, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসর এবং সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস ছাড়া আর কাকেও নেওয়া হয় কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

কোন জেলায় যদি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ থাকেন, তাঁকেও নেওয়া হয়।

Sj. Saroj Roy:

কোন জেলায় এই কমিটির ভিতর এম এল এ, এম এল সি ও এম পি-দের নেওয়া হয় কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এম এল এ ও এম এল সি-দের ভিতর শিক্ষাবিদ থাকতে পারেন না, তা মনে করি না।

Sj. Saroj Roy:

স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষক রিক্রুট করার জন্য সরকার থেকে যে কমিটি করা হয়েছে, সেই কমিটিতে শিক্ষাবিদ ছাড়া অন্য কোন এম এল এ বা এম এল সি-কে নেওয়া হয়েছে কি না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

তিনি যদি ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হন, তা হলে তিনি থাকতে পারেন।

Sj. Saroj Roy:

কোন জেলায় কংগ্রেস দলের এম এল এ ছাড়া অন্য কোন দলের মেম্বারদের নেওয়া হয়েছে কিনা?

Question disallowed.

Sj. Niranjan Sengupta:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই নিয়োগে কোন ডিসক্রিমিনেশন করা হয় কিনা?

question disallowed.

Posts lying vacant in Educational Services, West Bengal

***105.** (Admitted question No. *1329.) **Dr. Pabitra Mohan Roy:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact—

(i) that about 200 posts are lying vacant in different grades of college teachers in the West Bengal Educational Service; and

(ii) that in the Education Service since October, 1957, as a measure of recruiting new men to fill up these vacancies higher initial pays are being to men, irrespective of qualification and age?

(*b*) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) the number of new appointments made in different grades of college teachers in the West Bengal Educational Service since October, 1957; and

(ii) whether the Government have any proposal to revise the scales of pay in the Education Service in general?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a)(i) No, there are 41 vacancies in the thirteen Arts and Science colleges and 25 in the nine Training and Professional colleges.

(ii) Higher initial pay is being granted in the following manner:

(1) In the West Bengal Senior Educational Service—on age basis up to 35 years since long before October, 1957.

(2) In the West Bengal Educational Service and West Bengal Junior Educational Service (teaching posts)—on age basis up to 35 years from the 12th February, 1957, provided candidates satisfy the prescribed qualifications.

Irrespective of age basis up to the ceiling for 35 years on the specific recommendation of the Public Service Commission on account of academic attainments or technical or research experience.

(b) (i) One hundred and twenty-seven up to March, 1958.

(ii) No.

Dr. Pabitra Mohan Roy:

মন্ত্রিমহাশয় (এ) উত্তরে বলেছেন যে, দেয়ার আর ফরটিওয়ান ভেকেন্সিস এটসেট্রা—তার মানে কি সিক্সটিসিক্স পোস্টস? আমার যখন কোয়েশ্চেন দেওয়া ছিল, সেই সময়কার উত্তর দেওয়া হয়েছে, না এখনকার উত্তর?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri: Please turn to the answer, "up to March, 1958".

Dr. Pabitra Mohan Roy:
ঐ যে সিক্সটিসিক্স পোস্টসএর কথা বলেছেন, ও তো পুরানো। কতদিন আগের?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I asked for notice.

Mr. Speaker: The question is held over.

Implementation of recommendations of the University Grants Commission in respect of the salaries of college teachers

***106.** (Admitted question No. 1683.) **Dr. Dhirendra Nath Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether the recommendations of the University Grants Commission in regard to the salaries of college teachers are going to be implemented by the Government; and

(b) if so, when and how they are going to be implemented?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) Yes, so far as possible consistently with this Government's responsibility for disbursement of public funds.

(b) During the financial year 1957-58 and with effect from 1st April, 1957, under the terms and conditions imposed by the University Grants Commission.

Filling up of certain posts of Assistant Professors of Government Colleges in Calcutta

***107.** (Admitted question No. *1606.) **Sj. Dasarathi Tah:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact that a few posts of Assistant Professors in Government Colleges in Calcutta have fallen vacant, incumbents leaving for New Delhi assignment?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) whether the posts have been filled up;

(ii) if not, the reasons therefor;

(iii) whether there is any ban on departmental promotion to the posts; and

(iv) whether some outsiders are recruited to the posts without consultation with the Public Service Commission?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) and (b)(i) Yes.

(ii) Does not arise.

(iii) No. Departmental promotion can be given only in consultation with the Public Service Commission under the new regulations.

(iv) On the requisition of Principals of the colleges concerned, two exceptionally qualified persons have been appointed, pending recruitment through Public Service Commission, for a period not exceeding six months under regulation 7 of the Public Service Commission Regulations.

Rampurhat College

***168.** (Admitted question No. *1586.) **Sj. Gobardhan Das and Sj. Turku Hansda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলার রামপুরহাট কলেজে—

(১) ছাত্রসংখ্যা কত,

(২) প্রফেসরের সংখ্যা কত,

(৩) কয়জন ডিমনস্ট্রেটর আছেন, এবং

(৪) অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা কত;

(খ) এই কলেজের সমস্ত প্রফেসর ও অন্যান্য কর্মচারীর জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু আছে কিনা;

(গ) চালু না থাকিলে, কারণ কি;

(ঘ) প্রভিডেন্ট ফান্ড উক্ত কলেজে চালু করার কথা সরকারী বিবেচনায় আছে কিনা; এবং

(ঙ) থাকিলে, কবে হইতে উহা চালু করা হইবে?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) (১) ৩৭৫ জন।

(২) সকল স্পনসর্ড কলেজের ন্যায় এই কলেজেও প্রফেসরের কোন পদ নাই। এই কলেজে অধ্যক্ষসহ ১২ জন লেকচারার আছেন।

(৩) ৩ জন।

(৪) নিম্নস্তরের কর্মচারীসহ ১২ জন।

(খ) না।

(গ) কলেজ কর্তৃপক্ষ নন্‌-কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করিতে পারেন। এ-ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ কেন করেন নাই, তাঁহারাই বলিতে পারেন।

(ঘ) কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করার কথা বিবেচনাধীন আছে।

(ঙ) ঠিক তারিখ বলা সম্ভব নয়।

[2-40—2-50 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Roy:

স্পনসর্ড কলেজের ন্যায় এই কলেজেও প্রফেসরের পদ নেই ব'লে বলেছেন, কিন্তু এটা কি নীতিগত হিসাবে নেই?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

প্রফেসর গ্রেডে কোন পদ বা লোক অ্যাপয়েন্ট নেই।

Dr. Narayan Chandra Roy:

এই টাইপ অফ কলেজেসএ একইরকম নীতি করছেন নাকি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

প্রফেসরের কোন পদ নেই।

Conversion of Bhadrakali High School into a Multipurpose School

***109.** (Admitted question No. *1130.) **Sj. Monoranjan Hazra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অবগত আছেন কি যে, ভদ্রকালী হাইস্কুলটিকে মাল্টিপারপাস স্কুলরূপে সংগঠিত করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে কয়েকটি শর্ত দেওয়া হইয়াছিল; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) উক্ত শর্তাদি পূর্ণ হইয়াছে কিনা, এবং

(২) না হইয়া থাকিলে, মাল্টিপারপাস স্কুলে পরিণত করার জন্য সরকার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) হ্যাঁ।

(খ) হ্যাঁ, এবং উক্ত স্কুলটি মাল্টিপারপাস স্কুল-রূপে সংগঠিত করিতে সরকার এই বৎসর অনুমতি দিয়াছেন।

Indian Museum, Calcutta

***110.** (Admitted question No. *2073.) **Sj. Monoranjan Hazra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) whether the State Government have been intimated of the decision of the Union Government to amend the Indian Museum Act, 1910, with a view to take over the management of the Calcutta Museum Act, 1910, with a view to take over the management of the Calcutta Museum from the hands of the Trustees;

(b) if it is a fact that the proposed amendment of the Indian Museum Act, 1910, will empower the Union Government to remove the Calcutta Museum or any part of it from Calcutta to other States;

(c) if so, whether the State Government have sent any representation against this decision of the Centre; and

(d) if not, whether the Hon'ble Minister considers the desirability of doing the same right now?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) No such decision has been intimated to this Government.

(b) to (d) Do not arise.

Sj. Saroj Roy:

ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী যদিও বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছে এই জাতীয় কোন ডিসিশন ইন্টিমেটেড হয় নি তবুও এইরকম কোয়েশ্চেন যাবার পরে খবরের কাগজে ওঠার পরে আমাদের স্টেট্ গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে এ বিষয়ে কিছু জানতে চেয়েছিলেন কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No. This State Government enquired of the Central Government. You can enquire of the Members of the Parliament.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

এই প্রশ্নের জবাব যেসময় দিয়েছেন তার পরে আর কোন ইন্টিমেশন পেয়েছেন কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: We have not as yet received any intimation.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় জবাব দেবেন কি যে, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম থেকে কতকগুলি বহু-মূল্য জিনিস দিল্লীতে কোন একটা প্রদর্শনীর উপলক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেগুলি ফেরত দিয়েছেন কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: We are not aware of it.

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty this question does not arise. With reference to which of the answers you are putting this supplementary?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে এই যে, এখান থেকে প্রসিডিওর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যাডাপ্ট করেছেন ব'লে আমাদের খবর, এখন ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এখান থেকে ট্রান্সফার করার ইচ্ছা যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের না থাকত তা হলে তারা ফেরত দিত কিনা?

Mr. Speaker: It is better the question is put in this way: Are you aware of the fact that at any point of time certain exhibits were removed by the Central Government from the Indian Museum?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: We are not aware of that.

Sj. Saroj Roy:

আপনি বলবেন যে যেসমস্ত জিনিস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেগুলি ফেরত এসেছে কিনা সেটা জানতে চাই?

Mr. Speaker:

নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ব'লে উনি জানেন না।

Sj. Saroj Roy:

নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিনা সেটা আমরা কার কাছ থেকে জানব?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

পার্লামেন্টে প্রশ্ন ক'রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামটা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউশন কিনা।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

তা হলে আপনি জবাব দিচ্ছেন কেন?

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, question time is not the time for speech making.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Then why he gets up and gives answer.

Mr. Speaker: If you are not satisfied with the answer, the answer must rest there. If I remember rightly, there was at one time an apprehension about removal of the museum exhibits and so on. Again, if I remember rightly, the Government, when an answer was given by the Chief Minister, said there is no room for such a question to be agitated. It is no good.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: You will also try to remember that very valuable materials were removed.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Number of Primary and Special Cadre Schools in Malda district

44. (Admitted question No. *1417.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মালদহ জেলায় থানা হিসাবে কতগুলি প্রাইমারি বিদ্যালয় এবং স্পেশ্যাল কেডার বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ;

(খ) উক্ত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও ছাত্রসংখ্যা কত;

(গ) শিক্ষকগণের সার্ভিস পার্মানেন্ট কিনা (প্রাইমারি এবং স্পেশ্যাল কেডার উভয়) ;

(ঘ) এই জেলায় যেসমস্ত শিক্ষকের সার্ভিস এখনও পার্মানেন্ট হয় নাই তাঁহাদের পার্মানেন্ট করার কোন স্কীম সরকারের আছে কিনা ;

(ঙ) বর্তমানে নূতন প্রাইমারি বা স্পেশ্যাল কেডার স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

(চ) প্রাইমারি ও স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষক বর্তমান বৎসরে আরও লওয়া হইবে কিনা ?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক)—

থানা		প্রাইমারি বিদ্যালয়	স্পেশ্যাল কেডার বিদ্যালয়
ইংরেজবাজার	..	৪০	১৭
মানিকচক	...	৪৩	১৭
মালদহ সদর	...	২৩	৪
হাবিবপুর	...	৩৫	১০
বামনগোলা	...	৩৩	৩
হরিশচন্দ্রপুর	..	৬২	৩২
রতুয়া	...	৫৬	২৬
খড়বা	..	৬৪	১১
গাজোল	...	৫৪	১৫
কালিয়াচক	...	১২৭	১২
মোট	...	৫৩৭+১৫৫ =৬৯২	

(খ)—

		ছাত্রসংখ্যা	শিক্ষকসংখ্যা
প্রাইমারি বিদ্যালয়	...	৫৮,৪৩০	১,৯৪৭
স্পেশ্যাল কেডার বিদ্যালয়	...	১১,০২৯	৩১৮
মোট	...	৬৯,৪৫৯	২,২৬৫

(গ) শিক্ষকগণ প্রথমেই স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন না। শিক্ষকের কর্মদক্ষতা ও সন্তোষজনক কার্যের উপর কোনও শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ নির্ভর করে।

(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর (অর্থাৎ নর্ম্যাল ও স্পেশ্যাল কেডার) শিক্ষকগণই স্কুলবোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হন। স্থায়ী নিয়োগও স্কুলবোর্ডই করিয়া থাকেন।

(ঙ) স্কুল-বিহীন অঞ্চলে প্রয়োজনানুসারে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্কুলবোর্ড প্রস্তাব রচনা করেন এবং শিক্ষা দপ্তরে পরীক্ষার পর এইসকল প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়। বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য এইরূপ কয়েকটি প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচিত হইতেছে।

(চ) স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষক নিয়োগের স্কীম প্রথমত তিন বৎসরের জন্য প্রবর্তিত হইয়াছিল। তবে নূতন বিদ্যালয়ের এবং পুরাতন [illegible] বর্ধিত প্রয়োজনে স্কুল-বোর্ডগুলি প্রতি বৎসরই কিছু কিছু নূতন শিক্ষক নিয়োগ করেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নূতন পরিকল্পনা অনুসারে কিছু শিক্ষক লওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

Number of retired hands appointed under the Board of Secondary Education

45. (Admitted question No. 1877.) **Sj. Phakir Chandra Ray:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact—

(i) that a number of retired hands have been appointed under the Board of Secondary Education since the supersession of the Board; and

(ii) that in a number of cases extension has since then been sanctioned?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) the number and official position of such appointees; and

(ii) the number and official position of such officers who have been granted extension

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a)(i) Yes, some retired Government officers have been re-employed under the Board.

(ii) Yes; in two cases the terms of office of the Board's officers have been extended beyond their age of of superannuation.

(b) (i)—

Number.		Official position.
Four	...	(1) Financial Adviser.
		(2) Officer on Special Duty.
		(3) Officer for Special Investigations.
		(4) Security Officer.

(ii)—

Number.		Official position.
Two	...	(1) Secretary.
		(2) Office Superintendent (temporary).

Participation of teachers of Government-sponsored colleges in politics

46. (Admitted question No. 1395.) **Sj. Gobardhan Pakray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজগুলির অধ্যাপকগণ সক্রিয় অথবা কোন দলীয় রাজনীতি করিতে পারিবেন না বলিয়া শিক্ষাদপ্তর হইতে কোনপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে কি ;

(খ) হইয়া থাকিলে, বাধানিষেধ কতদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে ; এবং

(গ) এই আদেশের বলে আদেশের তারিখ হইতে এই পর্যন্ত কোন্ কোন্ স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

(ক) না। কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক অধ্যাপনাকালে বা প্রসঙ্গে কোন দলীয় রাজনীতি প্রচার করিবেন না এবং ছাত্রদের কোন দলীয় রাজনীতি গ্রহণের পরামর্শ দিবেন না এবং অধ্যাপনাকালে তাঁহার ছাত্রদের কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন না, এই বহুদিন-প্রচলিত সাধারণ নিয়ম ব্যতীত শিক্ষাদপ্তর হইতে নূতন কোন বিধিনিষেধ আরোপ বা প্রচার করা হয় নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) না।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

(ক) প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক অধ্যাপনাকালে বা প্রসঙ্গে কোন দলীয় রাজনীতি প্রচার করিবেন না—আমার সাপ্লিমেন্টারি হ'ল তিনি নিজে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হ'লে তাতে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

না।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

আপনি পরিষ্কার ক'রে বলছেন না যে, শিক্ষক বা প্রফেসররা যদি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হন তা হলে তাতে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কিনা।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এ বিষয়ে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নেই।

Mr. Speaker: Mr. Pabitra Roy, participation is one thing and being a member of any political party is quite another thing.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্পনসর্ড কলেজের শিক্ষকদের চাকরি পার্মানেন্ট করার সময় পুলিস রিপোর্ট নেবার ব্যবস্থা আছে কিনা মন্ত্রিমহাশয় কি তা বলতে পারেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I am not aware of it.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

বিধানসভার এই অধিবেশনে কতকগুলি অভিযোগ করা হয়েছিল বিরোধীদলের পক্ষ থেকে, কতকগুলি লিস্ট দেওয়া হয়েছিল যে, বিভিন্ন স্পনসর্ড কলেজের কয়েকজন শিক্ষককে রাজনৈতিক কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে—এ সম্বন্ধে কোন তদন্ত করেছেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আমাদের তদন্ত করার প্রয়োজন হয় নি, তার কারণ চীফ মিনিস্টার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উত্তর দিয়েছেন অ্যাসেমব্লির এই সেসনে।

Mr. Speaker:

মিঃ মজুমদার, আপনি যদি কোন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করতেন তা হ'লে স্পেসিফিক আনসার দিতে হ'ত।

The question not being specific, I can give any answer I like.

Sj. Ramanuj Haldar:

রায়না থানার শ্যামসুন্দরপুরে কলেজের কোন অধ্যাপককে সাসপেন্ড করা হয়েছে কিনা—এটা মন্ত্রিমহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

কোন অধ্যাপককে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে এরকম কোন খবর আমি জানি না।

[2-50—3 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Cdakravorty:

শ্যামসুন্দরপুর কলেজের কোন অধ্যাপককে রাজনৈতিক কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

না, তাঁর টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, টেম্পোরারি পিরিয়ড উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁকে অবসর দেওয়া হয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমার জিজ্ঞাস্য হ'ল রাজনৈতিক কারণে তার টেম্পোরারি পিরিয়ড এক্সটেন্ড করা সত্ত্বেও অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

না।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

একথা সত্য কিনা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্বন্ধে সেই কলেজের অধ্যক্ষ বলেছিলেন, তিনি প্রফেসর হিসেবে ভাল কাজ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে এক্সটেনশন দেওয়া হয় নি কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

প্রিন্সিপ্যাল কি বলেছিলেন তা আমার পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আর একজন প্রফেসর মনসুর আমেদকে এইভাবে রিমুভ করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নোটিস চাই।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

১৫ দিনের আগেই তো নোটিস দিয়েছি।

[No reply.]

Malda College

47. (Admitted question No. 1418.) **Sj. Monoranjan Misra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) মালদহ কলেজকে ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কি বাবত প্রতি বৎসর কত টাকা সরকার সাহায্য দিয়াছেন;

(খ) সরকার কি অবগত আছেন যে, এই কলেজে বি এস-সি ক্লাসের অভাবে ছাত্রদের বি এস-সি পড়ার অসুবিধা হইতেছে;

(গ) অনতিবিলম্বে বি এস-সি খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(ঘ) পরিকল্পনা থাকিলে, কতদিনে উহা কার্যকরী হইবে;

(ঙ) পরিকল্পনা না থাকিলে, তাহার কারণ কি;

(চ) এই কলেজ ব্যতীত মালদহ জেলায় অন্য কোন কলেজ আছে কিনা;

(ছ) এই কলেজ কি গভর্নমেন্ট কলেজ, না গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ; এবং

(জ) গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড কলেজ হইলে, মালদহ কলেজকে গভর্ণমেণ্ট কলেজ করার কোন আশু পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

(ক) বিবরণী এতৎসহ স্থাপিত হইল।

(খ) এবং (গ) হ্যাঁ।

(ঘ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাইলে ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে বি এস-সি ক্লাস খোলা হইবে।

(ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

(চ) এবং (জ) না।

(ছ) গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড কলেজ।

Statement referred to in reply to clause (ক) of unstarred question No. 47

	Rs.
1950-51	
(1) Maintenance grant	12,000
(2) Lump maintenance grant	4,000
(3) Building grant (token) to legalise Land Acquisition proceedings ...	10
(4) Dispersal grant for building	78,000
1951-52	
(1) Maintenance grant	12,000
(2) Lump maintenance grant	5,000
(3) Capital grant through Calcutta University	1,500
(4) Dispersal grant	20,000
1952-53	
(1) Maintenance grant	12,000
(2) Lump maintenance grant	5,000
(3) Dispersal grant	20,000
1953-54	
(1) Maintenance grant	12,000
(2) Lump maintenance grant	3,500
(3) Dispersal grant	2,000
1954-55	
(1) Maintenance grant	12,000
(2) Lump maintenance grant	3,500
(3) Capital grant through Calcutta University	1,000
(4) Development grant	5,000

1955-56

(1) Maintenance grant	12,000
(2) Lump maintenance grant	2,500

1956-57

(1) Maintenance grant	22,000
(2) Lump maintenance grant	2,000

এই বৎসর (১৯৫৭-৫৮) এই কলেজটির বিল্ডিং এক্সটেনশনএর জন্য ৩১,৪৫১ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৬,০০০ টাকা দেওয়া হইতেছে।

Dr. Golam Yazdani:

বি এস-সি ক্লাস খোলার জন্য মালদহ কলেজ অনুমোদন পাচ্ছে না কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ইউনিভার্সিটি থেকে এখনও অনুমোদন করা হয় নি। তবে আমি তো বলেছি ১৯৫৮-৫৯ সালে অনুমতি পাবার আশা আছে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

স্পনসর্ড কলেজএ নিযুক্ত করার সময় তাঁদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয় কিনা যে, পুলিস রিপোর্ট—

Mr. Speaker: That question has nothing to do with this question No. 47. You know exactly what is being done.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Why the Minister does not say so? Why this moral cowardice?

Sj. Saroj Roy:

স্যার, গভর্নমেন্ট কলেজ আর গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ—এই দুয়ের মধ্যে একটু তফাত আছে। ৪৬ প্রশ্নে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাতে মন্ত্রিমহাশয় যা বললেন তাতে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ কি গভর্নমেন্ট কলেজ?

Mr. Speaker: I was wrong.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আপনি wrong (রং) হলে সব যে রং বেরং হয়ে যায়।

Mr. Speaker: I thought that Government sponsored college is Government college and the appointments thereto are on the same footing. But I find that I am wrong.

Sj. Saroj Roy:

স্পনসর্ড কলেজএর টিচারদের সম্পর্কে তাহলে কেন এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

স্পনসর্ড কলেজএ এবং এইডেড কলেজএ বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

Financial aid to mofussil colleges by Board of Secondary Education for training up Secondary teachers

48. (Admitted question No. 1434.) **Sj. Phakir Chandra Ray:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state if it is a fact that there has been a circular from the Board

of Secondary Education to mofussil colleges informing them that the Secondary Board would give them financial aid if they would make special arrangements for the training of the Secondary teachers of their respective areas?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what arrangement the Raj College, Burdwan, has made in response to the circular mentioned above?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Choudhuri): (a) Government is not aware of any such circular of the Board of Secondary Education which has no jurisdiction over the colleges.

(b) Does not arise.

Number of Special Cadre teachers in Birbhum district

49. (Admitted question No. 1199.) **Sj. Durgapada Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলায় স্পেশ্যাল কেডারভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা কত ;

(খ) উক্ত সংখ্যার মধ্যে কতজন গ্র্যাজুয়েট, কতজন আই এ, আই এস-সি বা আই কম পাস এবং কতজন ম্যাট্রিকুলেট বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা পাস ;

(গ) বীরভূমে কার্যরত স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষকগণের মধ্যে—

(১) কতজন রিফিউজি ;

(২) কতজন বীরভূমবাসী,

(৩) কতজন পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার অধিবাসী,

(৪) কতজন প্রাইমারি বিদ্যালয়ে কার্যরত, এবং

(৫) কতজন জুনিয়র হাইস্কুলে কার্যরত ; এবং

(ঘ) এই শিক্ষকগুলির পদ স্থায়ী না অস্থায়ী?

The Minister for Education (the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

(ক) ১,১৮৩।

(খ)—

M. A./M. Sc.	...	...	Nil.
B. A./B Sc.	...	...	৪৬
I. A./I. Sc./I. Com.		...	২০১
Matriculates/School Final		...	৯৩৬
			১,১৮৩

(গ)—

(১)	৪৪
(২)	১,১২৬
(৩)	১০
	১,১৮০
অন্য প্রদেশবাসী	৩
	১,১৮৩
(৪)	১,০২৩
(৫)	১৬০

(ঘ) প্রধানত শিক্ষাপ্রসারকল্পে প্রয়োজনানুসারে জেলা স্কুলবোর্ড বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিসমূহের অধীনে এইসব শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে।

প্রথমে ইঁহাদের অন্য সকল শিক্ষকগণের ন্যায় অস্থায়িভাবে নিয়োগ করা হয়। ইঁহাদের কর্মদক্ষতা ও সন্তোষজনক কার্যের ভিত্তিতে ইঁহাদিগকে স্থায়িভাবে নিয়োগ করা হইল।

Sj. Ananga Mohan Das:

স্পেশ্যাল কেডারভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে যদি কেউ রিজাইন করে, কিংবা মনে করুন স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষকদের মধ্যে কেউ মারা গেল, ফলে সেখানে যে পোস্ট খালি হ'ল, তাতে নূতন লোককে নেওয়া যাবে কিনা?

Mr. Speaker: It is a purely hypothetical question.

Sj. Ananga Mohan Das:

আপনি এই যে প্রশ্নোত্তরে নাম্বারএর কথা উল্লেখ করেছেন, এখানে আমার সাপ্লিমেন্টারি হচ্ছে নাম্বার অফ টিচার্স এই স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষকগণের মধ্যে কি ফিক্সড, না, বাড়ানো যায়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

স্পেশ্যাল কেডার টিচার্সদের মধ্যে যদি কেউ ছেড়ে দেন তা হলে তাঁর স্থলে অন্য লোক নিয়োগ করা যেতে পারে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষকদের কথা (ঘ) উত্তরের শেষের দিকে যেখানে বলেছেন ইহাদের কর্মদক্ষতা ও সন্তোষজনক কার্যের ভিত্তিতে ইহাদিগকে স্থায়িভাবে নিয়োগ করা হইবে, কিন্তু তাঁদের স্থায়িভাবে নিয়োগ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আপনি নিয়েছেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কিছুই নেওয়া হয় নি, তার কারণ এখন তাঁরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্কীমএ টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন। সেইজন্য বলা হয়েছে আন্ডার দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্কীম। এখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্কীম অনুসারে টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এটা আগের পুরানো প্রশ্ন প্রাইমারি শিক্ষকদের সম্বন্ধে। এ'দের স্থায়ী করবার সময়, স্থায়ীকরণের ভারটা কার? গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া স্কীম করেন বলছেন। তা হ'লে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার স্কীমও অনুমোদনের উপর নির্ভর করে, না, আপনাদের স্কীমের উপর নির্ভর করছে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এ'দের ঐ পদে স্থায়ী করবার এখন কোন পরিকল্পনা নেই।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

ঐ পদে না হোক, অন্য কোন পদের চাকরির স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমার প্রশ্ন, সেখানে হয় কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

যাঁদের সেকেন্ডারি স্কুলএ শিক্ষকতা করার যোগ্যতা আছে তাঁরাও সেকেন্ডারি স্কুলে নিযুক্ত হচ্ছেন।

Sj. Ananga Mohan Das:

আপনি (গ) প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, অন্য প্রদেশবাসী তিনজনকে নেওয়া হয়েছিল। কেন এখানকার লোকের টিচারের কি অভাব পড়ে গেল?

Mr. Speaker:

অন্য প্রদেশের লোক মানে কি—পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট স্টেটস?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Apparently so.

Mr. Speaker: What is the reason? Why people from other States were recruited when so many people are unemployed here?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: It is very difficult to say categorically unless I get a notice. It may be that these three were Hindi teachers.

Mr. Speaker: You get yourself better informed. I will hold this question over.

Adjournment motions.

[3—3-10 p.m.]

Mr. Speaker: There are two adjournment motions. Mr. Haridas Mitra may read his motion.

Sj. Haridas Mitra: The Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., indiscriminate firing by the Eastern Pakistan Riflemen at the West Bengal border near Char Rajanagar in the district of Murshidabad resulting in kidnapping of persons from the locality with assaults and shutting of villages in their homes suspending all their normal activities.

Mr. Speaker: This is something which is becoming chronic.

Sj. Haridas Mitra:

আপনার কাছে উপস্থিত করতে চাই যে, একটা ডে ফিক্স ক'রে দিন আলোচনার জন্য—এত বড় একটা ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আপনি তো স্যার, ক্রনিক বলছেন—এই যে ফিরিং হচ্ছে, এ সম্বন্ধে আমাদের পুলিসমন্ত্রী কালীবাবু কিছু বলুন।

Mr. Speaker: Dr. Golam Yazdani, I have refused your adjournment motion on two grounds. Firstly, when your notice of adjournment motion came it was not within time and, therefore, according to the rules of this House I have no alternative but to reject it. Then, "not building a health centre" should not be the subject-matter of an adjournment motion. I can understand an honourable member coming up with a question of firing but I do not understand how an adjournment motion can be introduced in this House on a question of health centre. It has been disallowed. In this particular matter I am not allowing you to read it because the adjournment motion did not reach us in good time.

Sj. Ganesh Ghosh: Over the question of firing at the border not only we but the whole country feel agitated. The matter should be discussed here.

Mr. Speaker: Does the Home Minister want to make a statement?

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: Not now.

Sj. Haridas Mitra:

এ ব্যাপারের উপর [illegible]। একটা স্টেটমেন্ট করলে পজিশনটা বুঝতে পারি।

Mr. Speaker: It is a matter which touches everyone and which cannot be treated lightly. If the Home Minister is not in a position to speak today, even tomorrow we would like to hear something from him about this matter. I would request him to make a statement to make us feel that everything is in order, if not for any other reason. I expect an answer from him tomorrow.

Distribution of leaflets

(লিফলেট বিলি সম্বন্ধে)

Sj. Harekrishna Konar:

স্যার, এই যে পুস্তিকা স্টাফ দ্বারা বিলি করা হচ্ছে, তাতে যে-কোন সংঘটনের হ'লেও তা অ্যাসেম্বলি স্টাফ দ্বারা বিলি করা হবে তো? নাকি প্রফুল্লবাবু এর সঙ্গে জড়িত আছেন বলতে হবে।

Sj. Subodh Banerjee:

অ্যাসেম্বলি স্টাফএর এতে দোষ নাই। টেবিলের উপর এভাবে জড়ো ক'রে লবিতে যাতে না রাখা হয়, সেটা যদি বন্ধ ক'রে দেন তো ভাল হয়।

Mr. Speaker: Mr. Konar, if it is not a matter relating to the Assembly I will give directions that our staff are not to take part in it.

Sj. Harekrishna Konar:

স্টাফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের হাতে দিচ্ছে, জড়ো করাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু দয়া ক'রে আমাদের জানান, স্টাফকে কোন মন্ত্রী ইন্সট্রাকশন দিয়েছেন কিনা এটা করতে।

Mr. Speaker: I will look into the matter.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Heads: 43—Industries—Industries, etc.

and

Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries, etc.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,38,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account".

Sir, on the recommendation of the Governor I also beg to move that a sum of Rs. 1,34,15,000 be granted for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries".

[3-10—3-20 p.m.]

ব্যয়বরাদ্দ উত্থাপন উপলক্ষে আমাদের শিল্পনীতি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৫১ সালের কেন্দ্রীয় শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন) এবং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিবিষয়ক সংশোধিত প্রস্তাবের দ্বারাই শিল্পোন্নয়ন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমান নীতি অনুযায়ী অধিকাংশ বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ভারত-সরকারের উদ্যোগে হবে এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এবং সামান্য কয়েকটি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প থাকবে রাজ্য-সরকারের অধীনে। রাজ্যসরকার এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁদের অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা স্মরণ রেখেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে লগ্নী ও চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন। এখন দেখা যাক, এই রাজ্যের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার কি কি যুগ্ম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এইভাবে যুগ্ম উদ্যোগে দুর্গাপুর এলাকাতে 'ভারতের রুঢ়' হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এখানে গড়ে উঠছে ইস্পাত কারখানা

এবং চশমার পুরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ প্রভৃতির কাজ ও খনির যন্ত্রপাতি তৈরির জন্যও এখানে কারখানা স্থাপন করা হবে। খুবই আনন্দের বিষয় যে, রাজ্যসরকারের কোকচুল্লী কারখানাটি চালু হয়েছে এবং এই কারখানায় উৎপাদিত কোবেঞ্জিন, মোটর বেঞ্জল, কাঁচা আলকাতরা, ন্যাপথালিন প্রভৃতি দ্বারা শিল্পপতিদের চাহিদা অনেকটা পূরণ করা যাবে। ভারত-সরকার জাপান-সরকারের সহযোগিতায় হাওড়ায় একটি মেশিন টুল প্রোটোটাইপ কারখানা স্থাপন করবেন। এ সম্পর্কে জমি দখলের কাজ শুরু হয়েছে ও জাপানীরা এই বৎসর কাজ আরম্ভ করবেন ব'লে আশা পেয়েছি। এগুলি ছাড়াও সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে কল্যাণীতে একটি সুতাকল স্থাপনের কাজ চলছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। ন্যায়সঙ্গত শর্তে মাসিক ভাড়া, ভাড়া খরিদ বা সোজাসুজি বিক্রয়ের ভিত্তিতে বেসরকারী শিল্পপতিদের জন্য কারখানার স্থান, হাসপাতাল, ক্যান্টিনের সুযোগসুবিধা, কর্মীদের বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে কল্যাণী ও বারুইপুরে দুটি শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং হাওড়া শক্তিগড়, শিলিগুড়ি ও বৈগাছি হাবরায় শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মৃৎশিল্প, পটর‍্যাস্টিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিং কাজের জন্য বেলঘরিয়ায় একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপন, হাওড়ার ছোট ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলিকে কারিগরি ও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংগঠন স্থাপন, কাঁথির সমুদ্রোপকূলে একটি বেসরকারী কোম্পানির সহযোগিতায় এবং সুন্দরবনে কুটিরশিল্পের মাধ্যমে লবণ শিল্পের সম্প্রসারণ, এবং রাজ্যের চিনির চাহিদা পূরণের জন্য সরকারী অর্থসাহায্যে আহমদপুরে একটি চিনির কল স্থাপনও আমাদের কর্মসূচির অন্তর্গত।

এই রাজ্যের মৃতপ্রায় রেশমশিল্পটিকে সজীব ক'রে তোলার জন্য রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের অর্থসাহায্যে কয়েকটি স্কীম চালু করেছেন। এগুলির উদ্দেশ্য পাতার গুণাগুণের দিকে রেখে তুঁতের চাষ ও উন্নত ধরনের রেশমের উৎপাদন বাড়ানো, গুটিপালন ও 'রীলিং'এর জন্য উন্নত পন্থা প্রবর্তন, রেশমী সুতার কারখানা স্থাপন, এণ্ডি ও তসর শিল্পের পুনরুজ্জীবন কাঁচা রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যের বিপণন ইত্যাদি। এ পর্যন্ত আমরা প্রায় ১৪,০০০ একর জমিতে তুঁতু চাষ আরম্ভ করেছি। রেশমের বার্ষিক উৎপাদনও প্রায় ৪ লক্ষ পাউন্ড বেড়েছে। শীঘ্রই মালদহে ১০০টি বেসিনবিশিষ্ট একটি রেশমী সুতার কারখানা স্থাপন করা হবে। গুটিপালনের নার্সারিগুলিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং এইসব নার্সারির মাধ্যমে চাষী ও গুটিপালনকারীদের তুঁতের চারা ও গুটিপোকার বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। ছাঁট রেশমের মূল্য স্থিতি করার জন্য এই রাজ্যে ছাঁট রেশমের একটি কারখানা স্থাপন করা হবে। এর ফলে রেশমের বাজারে দরের স্থায়িত্ব দেখা দেবে। কারিগরি শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর চাহিদা মেটাবার জন্যে ট্যানিং ইনস্টিটিউট সেরামিক ইনস্টিটিউট এবং শ্রীরামপুর ও বহরমপুরের টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট দুটিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট দুটিতে ও ট্যানিং ইনস্টিটিউটে ডিগ্রী পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ, ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল এবং হাওড়া হোমসের বৃত্তিমূলক শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকেও পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কল্যাণী ও ঝাড়গ্রামে দুটি নতুন শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং দুর্গাপুর, কোচবিহার, চুঁচুড়া, সাহাগঞ্জ পি এস, পুরুলিয়া ও মালদহে ঐরকম আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। আমাদের বর্তমান লক্ষ্য কারুশিল্পী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রেও বর্তমান ২,৫০০টি আসন ছাড়াও আরও ৩,৩০০টি আসনের ব্যবস্থা করা। ২,০০০টি অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা আমরা ইতোমধ্যেই করেছি। শিক্ষানবিশী শিক্ষণের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি আসনের ব্যবস্থা করেছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পূর্বে ৩,০০০ শিক্ষানবিশ তৈরি করা। ৬০০ শিল্প শ্রমিকের জন্য সান্ধ্য ক্লাস খোলা হবে এবং ৪০০ শ্রমিকের শিক্ষণের জন্য অবকাশকালীন পেশা শিক্ষণকেন্দ্র খোলার ইচ্ছা আছে। এ ছাড়া, সরকার আর-একটি যে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে তা হ'ল ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে লিখিত সমস্ত দরখাস্ত যথাযথ নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা। সংরক্ষণ, দেশজ শিল্পগুলির উন্নয়ন, কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ও সাজসরঞ্জাম আমদানির জন্য অত্যাবশ্যকতা সার্টিফিকেট প্রদান, বেসরকারী শিল্পগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর কাঁচামাল বণ্টন, এবং তাদের জন্য বিভিন্ন লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট প্রদান প্রভৃতি বিষয়েও সরকার মনোযোগ দিচ্ছেন। লৌহ ও ইস্পাত,

যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্য, মাটির জিনিসপত্র, প্লাইউড, রবার, সাইকেল ও সাইকেলের অংশ, কাগজ, ঔষধপত্র ইত্যাদি সকল বিশিষ্ট শিল্পের জন্যই ভারত-সরকার লাইসেন্স প্রদান করেছেন। বৃহৎ ও ছোট শিল্পগুলিকে আর্থিক সহায়তাদানের জন্য রাজ্যসরকারের সহযোগিতায় স্থাপিত রাজ্য অর্থ কর্পোরেশনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং ডিবেঞ্চারের মারফত তোলা হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। কুটির ও ছোট শিল্পগুলিকেও বঙ্গীয় শিল্পসাহায্য আইনানুযায়ী যথারীতি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একটি পাইলট স্কীম অনুসারে ছোট শিল্পগুলিকে স্টেট ব্যাঙ্ক ও রাজ্য অর্থ কর্পোরেশনের মাধ্যমে যথাক্রমে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের দ্রুত শিল্পায়নের চাহিদা মেটাবার জন্য শিল্প দপ্তরের বাজেটে বরাদ্দ ক্রমাগতই বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে বরাদ্দ হয়েছিল যথাক্রমে ১,৯৫,৭০,০০০ টাকা এবং ১,৮৫,৮৪,০০০ টাকা সেখানে ১৯৫৯-৬০ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩,৩৮,৯৫,০০০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের মোট বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে তুলনা করলে এই অঙ্ক হয়ত সামান্য মনে হবে, কিন্তু এর সঙ্গে বিদ্যুৎ পর্ষদ, দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন, দুর্গাপুর কোকচুল্লী কারখানা প্রভৃতি বাবত অন্যান্য খাতের কয়েকটি ব্যয়বরাদ্দ যোগ করলে দেখা যাবে যে, শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার যথেষ্ট সচেতন ও প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। নীতি নির্ধারণে অথবা প্রকৃত বড় আকারের ও ভারী শিল্পের পোষকতায় রাজ্যসরকারের বিশেষ কিছু দায়িত্ব নেই। তা ঠিক করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৫১ ও ১৯৫৬ সালের এপ্রিলের সংশোধিত শিল্পনীতি সম্পর্কীয় প্রস্তাব অনুসারে। রাজ্যসরকারের সক্রিয়তা বাদবাকি ক্ষেত্র, যথা—ক্ষুদ্রশিল্প, পল্লী ও কুটিরশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও সমবায় আওতার মধ্যে প্রধান প্রধান কুটিরশিল্পের কতকগুলি চলতি ক্ষুদ্র সংস্থার ক্ষেত্রে (যেমন হাতে চালানো তাঁত, মাদুর প্রভৃতি) উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। আজ পর্যন্ত যতটা উন্নতি হয়েছে তাও আশাপ্রদ। বর্তমানে আমাদের যে কর্মসূচি আছে তাতে এই বিভাগের কাজ মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

রাজ্যসরকার যেসকল পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে আপন আপন অংশ নির্ধারণ ক'রে যেগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার যুক্তভাবে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। রাজ্যসরকারের ভাণ্ডার থেকে যেসকল কার্যে সম্পূর্ণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে এই খাতে আছেঃ—বিভিন্ন প্রদর্শনকেন্দ্র পরিচালনা, ভ্রাম্যমাণ শিক্ষণ দল। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সহায়ক অনুদান প্রদান, এগুলি বিভিন্ন শিল্পে শিক্ষণের সুবিধা দিয়ে থাকে। যেসকল সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে সেগুলিতে শিল্পে শিক্ষণকেন্দ্র রক্ষণ, ভারত ইউনিয়নের মধ্যে রাজ্যের কুটিরশিল্প দ্রব্যের যথাযোগ্য প্রচারের জন্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র শাঁখারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য শংখজাতীয় কাঁচামাল আমদানির চেষ্টা চলিতেছে। ভারত গভর্নমেন্টকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হ'তে বলা হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়ে যেসকল উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছে সেগুলির কাজ চালিয়ে যাওয়া। কুটিরশিল্প দ্রব্যের বিপণনের সুবিধার জন্য কলিকাতায় কতকগুলি বিপণনকেন্দ্র পরিচালনা।

এ ছাড়াও শংখশিল্প সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। এখন আমাদের শংখশিল্প অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। পূর্বে শংখশিল্পের জন্য সিংহল থেকে শংখ চালান হ'ত; সেটা তাঁরা এখন বন্ধ ক'রে দিয়েছেন এবং এখন সামান্যমাত্র মাদ্রাজ থেকে পাওয়া যায়। তার জন্য মূল্য বৃদ্ধিও খুব হয়েছে। এজন্য ভারত-সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে, যাতে পুনরায় সিংহল থেকে শংখ আনাতে পারি।

[3-20—3-30 p.m.]

কেন্দ্র সরকার কর্তৃক যুক্তভাবে পরিচালিত কার্যাদিঃ--

এই বিভাগের অধিকাংশ কাজ ঐ উদ্দেশ্যে স্থাপিত কতকগুলি নিখিলভারত পর্ষদের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছ থেকে কত সাহায্য পাবে তার ওপর নির্ভর করছে—সেগুলি হচ্ছে—ক্ষুদ্র-শিল্প পর্ষদ, (২) নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত পর্ষদ, (৩) নিখিল ভারত হস্ত শিল্প পর্ষদ (৪) খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন, (৫) নারিকেল ছোবড়া পর্ষদ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের ব্যয় নির্বাচিত হবে নির্ধারিত রীতিতে রাজ্যসরকারের প্রদত্ত অর্থের সংগে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের সংযোগে। দেখা গিয়াছে চলতি বছরে এই দপ্তরের কার্য তৎপরতার ফলে উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে যে ব্যয় হয়েছে, তার পরিমাণ থেকেও এ তথ্য সমর্থিত হয়। এই বিভাগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ক্ষুদ্রশিল্প ও গ্রামোদ্যোগে সরকারী সাহায্য প্রদান। রাজ্যসরকারের বিভিন্ন এজেন্সি মারফত চলতি ও নতুন (শিল্প সমবায় সমিতি সমেত) উভয় শ্রেণীর শিল্পোদ্যোগে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। শিল্প পর্ষদগুলির মারফত (শিল্প আইনের আধুনিক সংশোধন অনুসারে সরকারী সাহায্যের বরাদ্দ অনুযায়ী) এবং শিল্প অধিকারও সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রার, জেলাশাসক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং নতুন শিল্পে সরকারের তদর্থক আদেশানুযায়ী ঋণ বাবত ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৯৫৮-৫৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২১,৭৩,৭০০ টাকা দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে শিল্প সমবায়ী সমিতি-গুলিকে দেওয়া হয়েছে ৮,১৮,৮০০ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রদত্ত সমগ্র অর্থই ভারত সরকার দিয়েছেন। ২৫,০০০টার অধিক ঋণ দিয়েছেন ডবলিউ বি এফ সি। কাঁচামাল ও ব্যাপারিক সংভার দিয়েছেন। ২৫,০০০টার অধিক ঋণ দিয়েছেন ডব্লিউ বি এফ সি। কাঁচামাল ও ব্যাপারিক সংভার (স্টক-ইন-ট্রেড) ওপর স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কলিকাতা ও হাওড়ায় একটি পথদেশক (পায়লট) পরিকল্পনা চালু করেছেন; এই টাকা স্বল্পকায় ও দীর্ঘমেয়াদে দেওয়া হবে। সমবায় প্রথায় বহুবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হচ্ছে এবং ধার হিসাবে কার্যকার মূলধন যোগানো হচ্ছে। এই সকল ব্যয়ের অর্থ রাজ্যসরকারের ঋণ বাজেট অনুসারে বরাদ্দ করা হচ্ছে। এ বছরের ঋণ বাজেটে প্রদত্ত ১০,৩৭,০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল, তার স্থলে সংশোধিত বাজেটে ৩৪,২২,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটে ৪৭,৪৫,০০০ টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার আরও অর্থ ঋণ হিসেবে দিতে স্বীকৃত হওয়ায় এই দুই বৎসরে ঋণ বাজেটে এই প্রচুর বৃদ্ধি ঘটে। চলতি আর্থিক বৎসরে ৭৫০টি শক্তিচালিত তাঁর বসানোর জন্য ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ৫,০০০ তাঁতের মধ্যে আগামী বৎসর আরও ১,০০০ শক্তিচালিত তাঁতের জন্য তাঁদের মঞ্জুরী পাওয়ার আশা আছে। ঋণ বাজেটে এসবের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে পশ্চিমবংগে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রায় সমুদয় অর্থ ভারত সরকারের উপকর (সেস) তহবিল থেকে নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত পর্ষদের মারফত পাওয়া যায়। ঋণ হিসেবে যে প্রধান সাহায্য পাওয়া যায় তা' তন্তুবায় সমবায় সমিতিকে দিতে হয়। ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলিকে ৫২,৮৮,০০০ টাকার মূলধনী—ঋণ এবং ২৬,৫৫,০০০ টাকার অংশীদারী মূলধনী ঋণ (সেভ কেপিট্যাল লোন) দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে অর্থাৎ বর্তমান বৎসর ঐসব সমিতিগুলিকে প্রায় ৭,২৮,৬০০ টাকার কার্যকরি মূলধনী ঋণ দিতে হবে। চলতি বৎসর হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য ২২,১০,০০০ টাকা ব্যয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আগামী বৎসর সর্বোচ্চ যে অর্থ ব্যয় করা হবে তার পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে ২৮,৬৬,০০০ টাকা। বর্তমান বৎসরে সরকারকে ৭৫টি তন্তুবায় গৃহ-সংস্কার করতে হবে এবং নদিয়ায় ১০০টি গৃহ-যুক্ত একটি আবাসিক কলোনি শুরু করা হবে। তন্তুবায়দের সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ ও সাহায্য হিসেবে অর্থ দিতে হবে। ১৯৫৩ সাল থেকে পশ্চিমবংগে হস্তচালিত তাঁত দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সুতা প্রদানের হিসেব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে এই রাজ্যে আনুমানিক ১৬ কোটি ১৩ লক্ষ গজ হস্তচালিত তাঁতদ্রব্য উৎপাদিত

হয়েছে। বর্তমান বৎসর হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ হবে শতকরা ১৭ কোটি গজেরও বেশি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের নির্দেশে রাজ্যসরকার ১০,০০০ অম্বর চরখা প্রস্তুতের যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন তন্মধ্যে এ পর্যন্ত ৩,৫০০ চরকা প্রস্তুত হয়েছে এবং ১,৬২৬টি কাটুনীদের ও ১,৫০০টি পরিশ্রমালয়গুলিকে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেক বৎসরের জন্য, রাজ্যসরকারের পূর্বেকার কৃতকার্যের ভিত্তিতে কে এ্যান্ড ভি আই সি খাদি কমিশন কর্তৃক উৎপাদন কর্মসূচি নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ৪,০০০ অম্বর চরকা উৎপাদনে তাঁদের সম্মতি পাওয়া গেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অম্বর চরকা উৎপাদন কর্মসূচি তফসিল অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। যন্ত্রপাতির অভাব ঋণ সরবরাহ সমস্যা, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিপণন সমস্যা ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের মূল অন্তরায়।

রাজ্যসরকার ব্যক্তিগত জামিনে ক্ষুদ্রশিল্প মালিকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ দান এবং জেলায় জেলায় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পল্লী এলাকায় বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করছেন। এই রাজ্যের তন্তুবায়দের জন্যই সমগ্র রাজ্যে ১৭৬টি বিপণন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কুটির শিল্পগুলি যাতে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির উচ্চ মান বজায় রাখতে পারে এই উদ্দেশ্যে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যাদির গুণ চিহ্নিতকরণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তালা নির্মাণ, চর্মশিল্প, ছুরি কাঁচি প্রস্তুত, সুতী ও রেশম বস্ত্রে ছাপাই ও রেশম ও হস্তচালিত তন্তুজাত বস্ত্রাদির শিল্পগুলি এ পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে ধরা হয়েছে। কুটির ইউনিটগুলি যাতে সঙ্গত মূল্যে কাছাকাছি কেন্দ্র থেকে কাঁচামাল পেতে পারে এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটিরশিল্প ইউনিটগুলিকে সরবরাহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের স্কীমও হাতে লওয়া হয়েছে। কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিপণন স্কীমের অধীনে প্রত্যেক বিপণন কেন্দ্রের একটি সংগ্রহ শাখা থাকবে বলে ঠিক করা হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে, এই তিন বছরে উক্ত পরিকল্পনা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি। কিন্তু, কলিকাতার উপকণ্ঠে বরানগরে একটি কেন্দ্রীয় ডিপো খোলা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, আগামী দুই বৎসরের মধ্যে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা সদরে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহরে অন্ততঃ একটি করে বিপণন এবং সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। অন্যান্য রাজ্যে ও যাতে পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রী হতে পারে এই উদ্দেশ্যে আগ্রায় একটি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং আগামী বছর দিল্লীতে হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির একটি ডিপো খোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বেত ও বাঁশ, দড়ি, শিশু, শীতলপাটি, খেলনা, জামদানী শাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুতমূলক বিভিন্ন কারুশিল্পে শিক্ষণ দানের জন্য যেসব হস্তশিল্প কেন্দ্র খোলা হয়েছিল সেগুলিকে দক্ষ ও অর্ধ দক্ষ কর্মীদের নিয়ে উৎপাদন ইউনিটে পরিণত করা হচ্ছে। এতে উচ্চ শ্রেণীর দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা হবে। মৃৎ শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, বোন চায়না ও সৌখিন মৃৎপাত্র উৎপাদনের জন্য বেলিয়াঘাটার উন্নত ধরণের চুল্লীবিশিষ্ট বেঙ্গল সেরামিক ইনস্টিটিউটে একটি স্কীম কার্যকরী করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে, বোন চায়না দ্রব্যাদির উৎপাদনের জন্য শিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সেখানে নিয়মিত উৎপাদনও হচ্ছে।

শল্য চিকিৎসা সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য বারুইপুরে যে কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সেখানে এরই ভেতর উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরণের খেলনা তৈরির জন্য চুঁচুড়ায় একটি যান্ত্রিক খেলনা নির্মাণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে প্রতি বছরে ৩০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্পের, ঝালদায় একটি বৃহৎ ছুরি কাঁচি নির্মাণ শিল্পের এবং সেখানকার উন্নয়নের বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইসব কার্য চলতি বৎসর শুরু করার কথা থাকলেও তীব্র স্থানাভাব সমস্যাহেতু ঐগুলি ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত অনুমোদিত স্কীমগুলির রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন নির্মাণ কার্য গৃহীত হয়েছে। জমি সংগ্রহ না হওয়ায় এবং গৃহনির্মাণ উপকরণের অভাব বশত পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর অর্থাৎ, ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে উল্লেখযোগ্য

অগ্রগতি সম্ভব হয় নি, বর্তমান বৎসরে সংশোধিত আনুমানিক হিসাবে ১৪ লক্ষ টাকা বরা করা হয়েছে এবং পূর্ত ও গৃহনির্মাণ বিভাগ কর্তৃক ঐ টাকার অধিকাংশই ব্যয়িত হবে ব আশা করা যায়। এই বলে এর অধীনে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে ১,০৪,১৫,০০০ টাকা মঞ্জুরীর জ আমি এখন প্রস্তাব করছি।

[**Mr. Speaker:** *All the cut motions may be taken as moved.*]

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heac "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industri Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heac "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industri Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heac "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industri Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heac "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industri Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heac "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industri Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100

Sj. Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Head "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industria Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Head "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industri Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Head "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industri Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Head "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industria Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Head "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industria Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the deman of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Head "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industria Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chaitan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", be reduced by Rs. 100.

[3-30—3-40 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনলে মনে হবে ছোটশিল্প, কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যাপারে গভর্নমেন্ট বিরাট কিছু করছেন, তারা এজন্য অনেক টাকা খরচ করছেন নানা খাতে। তিনি অনেক কথাই বলেছেন, আমি একটা একটা করে সেগুলি আলোচনা করব। তিনি শিক্ষানবিশ ব্যাপার উল্লেখ করেছেন—কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁরা কি করছেন তার কিছুই হদিশ পাওয়া যায় না। একটা বড় শিক্ষানবিশী ব্যাপারে সরকারও গাফিলতি করছেন, কিভাবে সেই কথা আমি উপস্থিত করছি। বেঙ্গল সিরামিক ইনস্টিটিউট, যেটার রিকগনাইজেশন চলছে, একটা বড় শিল্প উৎপাদন করব, কিন্তু তাদের ডিপ্লোমা ক্যাডার নাই, বেনারসে তাঁরা ডিগ্রি দেন, তাঁদের ক্যাডার আছে। সরকার অর্থব্যয় করছেন, কিন্তু এই অর্থব্যয় করে যদি সরকার একটা ডিগ্রি কলেজ করতেন তাহলে ছেলেদের এবং কর্মচারীদের ও উৎপাদনের দিক থেকে সুবিধা হতো—এ বিষয়ে গভর্নমেন্টএর কাছে গত দুই বৎসর ধরে সেখানকার ছাত্ররা ও কর্মচারীরা লিখছেন। শিক্ষানবিশী ব্যাপারে আমি প্রথমেই বলব, ছোট ছোট শিল্প সম্পর্কে গভর্নমেন্টের নীতি সেই শিল্পগুলিকে ক্রমেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রাঘববোয়ালেরা ছোট শিল্পকে গ্রাস করছে। আমি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি। হোসিয়ারী শিল্প—এদের সর্বনিম্ন লাইসেন্স ফি হচ্ছে ৩০ টাকা, আর সর্বোচ্চ হচ্ছে ১৬০ টাকা, কিন্তু যারা দুই-তিনটা কল বসিয়ে কাটিং মেশিন বসিয়ে উৎপাদন করে তাদের পক্ষে ফিএর বোঝাটা অনেক সময় অত্যন্ত বেশি হয়ে পড়ে। তারপর, বোল্টিং শিল্প—ডানলপ ইত্যাদি, ইলেকট্রিক সুইচ বা এরকম ছোট যন্ত্র তৈরির যেসব কেন্দ্রগুলি আজকে আছে সেগুলি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানীর সামনে বিপদগ্রস্ত। এগুলি গভর্নমেন্ট-এর ভাববার দরকার আছে। তারপর, ফাউনটেনপেন কালি মোটামুটি চলছিল; পারলট এখানে করলেও আমাদের দেশে ফাউনটেনপেন কালিশিল্পের ভবিষ্যৎ কি তা ভাল করেই বোঝা যাচ্ছে, কারণ ছোটশিল্পগুলি সরকার থেকে সাহায্য না পাওয়ায় শ্রমিকদের উপর ছাঁটাই চলছে এবং মালিকপক্ষ এই সুযোগে শ্রমিকদের প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা থেকে নানাভাবে বঞ্চিত করছেন। ভূপতি মজুমদার মহাশয় হাওড়ায় ছোট শিল্পের ব্যাপারে টাকা পাঠান। এইবারের বাজেটের কয়েকটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হলাম যে, সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানএ সাড়ে বাহাত্তর লক্ষ টাকা খরচ হবে—অথচ গত কয় বৎসর এবং এই বৎসরে মোট খরচ হয়েছে এবং হবে ২৮ লক্ষ, ৪৪ লক্ষ টাকারও বেশি বাকি থাকবে। এদিকে কিন্তু ঢাক পেটান হচ্ছে খুব। তারপর, এখানে সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং অর্গেনাইজেশনএর কথা বলা হয়েছে।

যেমন একটি অভিযোগ আছে যে সি ই ও কাঁচামাল দিতে পারেন না, এবং অর্ডার সেজন্যে নেন না এবং যদিও বা অর্ডার নেন মাল দিতে এত দেরি করেন যে কারখানাগুলিতে কাজ অচল হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়তঃ তারা অভিযোগ করেছেন যে সি ই ও-এর এমন একটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে নিজে ছোট ছোট কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে গিয়েছেন। তারপর সি ই ও-এর কথা ছি মার্কেটিংএর ব্যবস্থা করবেন এবং টেকনিক্যাল ব্যাপারে টাকা পয়সার সাহায্য করবেন এ্যাসোসিয়েশন বলছে সি ই ও-এর সেই ব্যাপারে ব্যর্থকাম হয়েছে এবং প্রত্যেকটি কারখানাকে কাঁচামাল লোহা ইত্যাদির চাহিদা মেটাতে কালোবাজারে যেতে হচ্ছে। ১৯৫৭ সালে স্টেট নন এগ্রিকালচারাল কোটা যে ২২ হাজার টন তার মধ্যে ১১ হাজার টন বাইরে বেরিয়ে যায়। এ ব্যাপারে যে তদন্ত হয় তার ফল যেন ভূপতিবাবু দয়া করে জানান। দেখা যাচ্ছে প্রায় ১১ হাজার ফার্ম আছে, কিন্তু তার মধ্যে ২৫টি ফার্ম-এর বেশি লোহা ইত্যাদি পাচ্ছে না। তাহলে অন্য ফার্ম যা আছে তাদের চোরাকারবারের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। ৬৪ গাড়ি স্ক্রেপএর মধ্যে ৩২ গাড়ি গ্রামাঞ্চলে চলে যায়, সেখানে কলকারখানা নেই। বাড়তি ইস্পাতের এ্যালটমেন্ট ব্যাপারে আয়রন এ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোলারএর নির্দেশ ভঙ্গ করা হয়—১১-৭-৫৭ তারিখের তাঁর যে নির্দেশ সার্কুলার নং পি,জি।৩১।৫৭, সেটা ভঙ্গ হয়েছে। কন্ট্রোলার মহাশয় বলেছিলেন রেজিস্টার্ড স্টকিস্টস ফেব্রিকেটরস, কোটা হোল্ডারস এদের দেওয়া উচিত। কিন্তু দেখা গেল দুইটি সংগঠন সবটা পাচ্ছেন—টাটা ইসকো ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশন এবং বেঙ্গল গেলভানাইজিং স্টিল মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশন—অর্থাৎ বড় বড় রাঘববোয়াল যারা বাজারে আছেন তাদের খপ্পরে পড়ছে। এই ভাবে সেখানে দুর্নীতির রাজত্ব চলছে। তারপর, এখানে উনি বক্তৃতার মধ্যে বললেন যে সাইকেল-এর শর্ট-ব্রাশিং, ইলেকট্রোপ্লেটিংএর কাজ নাকি কিছু হচ্ছে। আমি বাজেটে দেখলাম যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১২ লক্ষ টাকা তার জন্য বরাদ্দ হল, কিন্তু চার বছর হল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, এ বছরের বাজেট ধরে বলছি। টাকা কি জন্য জমান হয়েছে—সেইসব টাকা হলে কলকাতায় ছোট ছোট যেসমস্ত সাইকেল কারখানা আছে তাদের উপকার হত কিন্তু তাতে যে বড় বড় কারবারীদের অসুবিধা হয় এজন্যে বোধ হয় দিতে পারলেন না। বাজেট মিলিয়ে দেখছিলাম কতকগুলি ট্রেনিং-কাম-প্রডাকশন সেন্টার ইন পেডিস সিল্ক রিলিং ইনস্টিটিউট হচ্ছে—খুব গালভরা নাম, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ কি হবে তা বুঝা গেল না। পারফর্মড মেথড অফ রিয়ারিং সিল্ক ওরম তার জন্য সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ বরাদ্দ হল ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, চার বছরে খরচ করলেন ৫৯ হাজার টাকা,

Establishment of state failure and improved domestic units

এর জন্য বরাদ্দ হল ২৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা—চার বছরে খরচ করলেন সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আর এক্সপেনশন অফ সিল্ক উইভিং কোম্পানী তারজন্য বরাদ্দ ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, চার বছরে এক পয়সাও খরচ হয় নি। অথচ মন্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা এত দিলেন কেন বুঝলাম না।

[3-40—3-50 p.m.]

এবার দেখা যাক কুটিরশিল্পকে কিভাবে সাহায্য করছেন। কুটিরশিল্পের দরকার কাঁচামাল কাঁচামাল, সংগ্রহের জন্য ফিডার প্ল্যানএ বরাদ্দ ছিল ৪৫ লক্ষ টাকা—বছরে ৯ লক্ষ টাকা খরচ করবেন, কিন্তু চার বছরে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা মাত্র খরচ হয়েছে। তারপর টেকনিক্যাল ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কারখানা খোলবার জন্য ছয় লক্ষ টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দ ছিল, কিন্তু বছরে চার লক্ষ টাকাও খরচ হবে না। কুটির এবং ছোটশিল্প উৎপন্ন মালের মার্কেটিংএর জন্য বরাদ্দ ছিল সাড়ে ৬৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু চার বছরে ১৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে কিনা সন্দেহ। কুটিরশিল্পকে কিভাবে সাহায্য করেন বেশ ভাল করেই বুঝা যাচ্ছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য বরাদ্দ করেছেন, অতি সামান্যই। সেখানে কি অবস্থা চলছে মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় বুঝা গেল না। তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন কথাবার্তায়—তাতে বলেছেন সুতা মাদ্রাজ থেকে আসছে বেশি দামে কিনতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর ডিপার্টমেন্ট কি জানেন না যে লুম (?) এবং এ আলকালি বা দরকার তা একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কন্ট্রোল করছে এবং [illegible] উৎপাতে ভয়ানক অবস্থা সেখানে চলছে? সুতোর ব্যাপারে বলছেন মাদ্রাজ থেকে আসে, কিন্তু গভর্নমেন্ট আগেই বলেছিলেন যে, তিনটি স্পিনিং মিল হবে, হয়েছে একটি। বাংলার তাঁতীরা কি করে আশায় বুক বাঁধবে? এত বছরে হল একটি তারপর আর দুটো হতে কত বছর কেটে যাবে বলুন। এদিকে কলকাতায় দেখুন মাদ্রাজ কতকগুলি এমপোরিয়াম খুলেছে, আমরা তো পারি নি, মাদ্রাজ থেকে এসে খুলতে পেরেছে। একটি স্পিনিং

মিল এইদিনে করে বাহবা নেবার বেশ চেষ্টা করছেন। শংখশিল্প করছেন, এটা ভাল, কথা এবং বাজেটে দেখলাম সিলন থেকে শংখ আনাবার কথা। কিন্তু আরও অন্য জায়গা থেকেও শংখ আসে। বাইরে থেকে যে শংখ আসে তা অত্যন্ত বেশি দামে কিনতে হয়। দ্বিতীয় কথা, কো-অপারেটিভ যা তৈরি হয়েছে, সেগুলি সব বড় বড় শংখ মালিকদের খপ্পরে গিয়েছে। তৃতীয়তঃ মেসিন বসালে যেসব শংখশিল্পী শাঁখের করাতে কাজ করে তাদের সর্বনাশ হবে। একথা তারা ডাঃ রায়ের কাছে বলছে। কিন্তু তবুও বাগনানে দেখছি এই মেশিন বসান হয়েছে। আইন করে বা যেকোন ব্যবস্থা করে গভর্নমেন্টের এই মেশিন বন্ধ করা উচিত। বিড়ির মেশিন বসেছিল রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করায় সেটা বন্ধ হয়েছিল। সুতরাং শংখশিল্পের কর্মীরা যে প্রার্থনা করেছেন, গভর্নমেন্টের সেটা ভাল করে বিবেচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। ভূপতিবাবু কি কি জিনিস করেছেন বলতে গিয়ে তালা বানাবার কথা বলছেন। কিছুদিন আগে একটি ঘটনা শুনতে পাই, সত্য কিনা যেন উনি বলেন। আমি শুনেছিলাম যে ১৫০ পিতলের থালা বানাতে কাঁচামালে খরচ হয়েছে ১,৫০০ টাকা। বেতন ইত্যাদি বাবত ৩,৫০০ টাকা, এই মোট পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ তালা প্রতি মূল্য পড়েছে ৩৩ টাকা। এটা কি ট্রেনিং সেন্টার না প্রডাকশন সেন্টার না তামাসা সেন্টার, একটা পিতলের তালায় ৩৩ টাকা পড়ছে? এটা যেন বুঝিয়ে বলেন। ওঁকে আর কি বলব। ভূপতি-বাবু তো ভূপতিত, আর ভূপতিত লোককে আক্রমণ করাও উচিত নয়। ভূপতিবাবু বললেন যে, তিনি ভূপতিত, ভূপতিত লোককে আক্রমণ করা উচিত নয়, তবু গভর্নমেন্টকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, একে সরকার ইন্ডাস্ট্রিজের কথা ভূপতিবাবু কিছুদিন আগে বলেছিলেন ওটা নিয়ে নিচ্ছেন। শুনলাম ৮ লক্ষ টাকায় নিয়েছেন কি নিচ্ছেন। এখন কারখানা সমেত ৪০ বিঘা জমি তা ছাড়া ৬০ বিঘা জলা জমি। এই জলা জমি গভর্নমেন্ট ৮০০ টাকা কাঠা দরে নিচ্ছেন। ঐ অঞ্চলে ৮০০ টাকা উঁচু ডাঙ্গা জমি পাওয়া যায়। শ্রী এন কে বিশ্বাস এবং উদয়ন চ্যাটার্জি নামে দুজন অফিসার তদন্ত করে দেখেছেন একে সরকার ইন্ডাস্ট্রিজের যন্ত্রপাতি পুরানো ঝড়ঝড়ে ৮ লক্ষ টাকা দাম হয় না এবং তারা বলেছিলেন আরও ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করলে পর ঐ কারখানা দাঁড়াতে পারে এবং এটা জানা দরকার যে এ কে সরকার কোম্পানি ফেল করেছিল তার আগেই। খুব তাড়াতাড়ি করে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টএর অনুমতি নেওয়া হল, যেখানে অনুমতি পেতে মাসের পর মাস লাগে, হঠাৎ সেখানে খুব তাড়াতাড়ি অনুমতি পাওয়া গেল অথচ ডিপার্টমেন্টএ এরকম লোক ছিল যারা আপত্তি করেছিল এবং এখনও আপত্তি করছেন যে, এরকমভাবে টাকা অপব্যয় করা উচিত নয়। এবং জলা জমি অত্যন্ত ভাল জমির দরে কেনা হল, কেন, কি কারণ আছে? দ্বিতীয়তঃ এরকম ঝড়ঝড়ে কারখানা যা দ্বারা কোন কিছু হবে না। আমি জানি কারখানার উৎপাদন বাড়াতে গেলে পর বহু দেরি লাগবে এটা সকলেই বলেছে — এ বিষয়ে ভূপতিবাবুর কাছে বিস্তারিত জানতে চাই। আমার আর একটা জিনিস জানা নাই। তিনি বলেছিলেন কি সমস্ত ব্যাপার আছে বাজেটের মধ্যে এ দুটো ব্যাপার শুধু নয়। গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলেই করতে পারতেন। একটা হচ্ছে মেদিনীপুর গড়বেতা অঞ্চলে সেখানে কাগজের কল পেপার ইন্ডাস্ট্রির জন্য সব মেটেরিয়াল পাওয়া যায়। স্যাবয় ঘাস এবং বেম্বু এবং আমি শুনেছি সেখানে কথা হয়েছিল এখন হচ্ছে না, নানা রকম কুলোকে বলে টিটাগড় পেপার মিলকে মাল যোগানর জন্য এই জায়গা—সুতরাং গভর্নমেন্ট কৃপাপরবশ হয়ে এটা করছেন। সেখানে পেপার মিল করার ইচ্ছা নাই। তা ছাড়া আর একটা জায়গা বাঙলাদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে কাঞ্চননগরে কিসব করছেন আমি সব জানি না। কিন্তু উলুবেড়িয়া গড়বেতা থানা অঞ্চলে ছুরি কাঁচি তামা কাঁসা পিতল ইত্যাদি হতে পারে, কিন্তু গভর্নমেন্ট কিছু করছে না। তারা সেখান থেকে জানিয়েছে এখন এই সম্পর্কে বেশি বলতে চাই না। আমি শুধু বলবো কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টএর তারাও বোধ হয় লেবার ডিপার্টমেন্টএর মত কিংবা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টএর মত আমাদের একটু বাদ দিয়ে চলবার চেষ্টা করছেন, কেন না ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ ভোকেশনাল ট্রেনিং এই বলে একটা কাউন্সিল করেছেন, তার নামটাও দিয়েছেন ৮ই জানুয়ারি ১৯৫৯, তারা বলছেন

"two representatives of workers nominated by the State Government.

নমিনেশন আই এন টি ইউ সির করে নিয়েছেন কিনা এ খবর আমাদের জানাবেন। শেষ কথা বলতে চাই ভূপতিবাবু এবং বিধানবাবুর সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ আমার তর্কাতর্কি চলেছে আমি

জোর করে বলেছিলাম যে অপটিক্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ, হচ্ছে না। বিধানবাবু ব্যক্তিগতভাবে বললেন যে, তিনি দিল্লী থেকে শুনে এসেছেন, ভূপতিবাবুও বললে হচ্ছে, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা ভূপতিবাবুর রিপোর্টএর ধার ধারেন না আমি তার দৃষ্টিতে আনছি—

appraised of prospects for Second Five-Year Plan.

৬২র পাতায় দেখুন, বলেছেন যে অপটিক্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরী যেটা দুর্গাপুরে হওয়ার কথা ছি সেটা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ হবে না। তারা বলেছেন—

Third Five-Year Plan.

তাতে যেতে বাধ্য হয়েছি। ভূপতিবাবু এখনও বলে গেলেন ; আমি কালকে ডাঃ রায়কে বলে যে আপনার খবর ভুল। আমি প্ল্যানিং কমিশন থেকে বলছি। এ বিষয়ে তাদের দায়িত্ব হচে পশ্চিম বাংলার বড় শিল্প করার যেটুকু দায়িত্ব সেটুকু পালন করার চেষ্টা করছেন, এখানে তাদের দায়িত্ব রয়েছে। সেন্টারএর কাছে লড়াই করে যাতে এ জিনিস তাড়াতাড়ি হতে পারে তা জন্য চেষ্টা করুন।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের দেশে বেকার সমস্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, এই বেকার সমস সমাধানের একমাত্র উপায় দেশকে শিল্পে অগ্রসর করা। শিল্পে অগ্রসর হতে গেলে দুরকে সম্ভব, এক—বৃহৎশিল্প দ্বারা, দুই—কুটিরশিল্প দ্বারা। বৃহৎশিল্পে অগ্রসর হওয়ার অসুবিধ হচ্ছে—এতে নানা রকম কলকবজার যা আমদানি করতে গেলে ফরেন এক্সচেঞ্জেরও প্রশ্ন রয়ে সেইজন্য সেসব আনতে গেলে সময় লাগবে, তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পাওয়াও দুষ্কর। আর একটা জিনিস এদিকে আমাদের দেশে অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে শ্রমিকমালিক বিরোধ প্রা সর্বদাই লেগে আছে, সেইজন্য বৃহৎশিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে নানা অসুবিধা হচ্ছে এব এ পর্যন্ত যা দেখা গেছে তাতে বৃহৎশিল্প হলে বাঙ্গালীর ছেলের যে কি সুবিধা হবে আ বুঝতে পারি না। এখানে বৃহৎশিল্পগুলিতে দেখা যায় বাইরের লোকেরাই বেশি সুবিধা পায়

কাজেই, আমার মনে হয় যদি বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে কলকাতার বাই মফস্বলের নানান জায়গায় কুটিরশিল্প গঠনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। বাংলা কোন কালে কুটিরশিল্পে অনগ্রসর ছিল না, বরং উন্নতই ছিল। এখন অবস্থার ফেরে আজ কুটিরশিল্পে খারাপ হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো অনেকগুলি টিকে আছে, চেষ্টা করলে যাদের এখনে বাঁচানো যেতে পারে এবং তা থেকে আমাদের দেশের আয়ও অনেক বাড়ানো যেতে পারে। এখ এই কুটিরশিল্পের মধ্যে আমাদের দেখতে হবে কোন শিল্পে বেশি লোক নিয়োগ করা যে পারে এবং অল্পেতে যাতে বেশি লাভ হতে পারে। সেইজন্য আমাদের কুটিরশিল্পের মধ্যে যে নামি তাঁতশিল্প যেটা আছে সেইটের ফলই প্রথমে বলব। সুতী এবং রেশমী দুরকম তাঁতী এই তাঁতশিল্পে কাজ করে। সুতার তাঁতে প্রায় তিন লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে, এবং রেশমে তাঁতে প্রায় দেড় লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দক্ষিণের কাপ আমাদের বাজার ছেয়ে গেছে এবং শান্তিপুর ও ধনেখালির কাপড় তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা হটে যাচ্ছে। সেইসব কাপড়ের রংও পাড়ের বাহারের যখনই সেসব জিনিস বাজারে সঙ্গে সঙ্গে লোকের পছন্দ হচ্ছে সেইসব রংচংও পাড়ের ব্যাপারে আমরা খুব সুবিধা করে উঠতে পারছি তাই শান্তিপুর ও ধনেখালির কাপড়ের সে আদর নাই, আগে যে আদর তাদের ছিল। আমা মনে হয় যে প্রণালীতে মাদ্রাজ এগিয়েছে, সে প্রণালীতে আমরাও যে পারি না বা বাংলার তাঁত যে অক্ষম তা নয়। আমরা যদি কয়েকটি রুচিসম্পন্ন লোক নিই, এবং তারা যেসব ডি পরিকল্পনা করেন সেই পরিকল্পনা অনুসারে যদি তাঁদের কাজ করান যায়, তাহলে মনে হয় এ শিল্পের পুনরুত্থান সম্ভব হবে।

রেশমশিল্প সম্বন্ধেও তাই। বাংলার যে দেড় লক্ষ লোক এখানকার রেশম শিল্পকে বাঁচি রেখেছে—তারা [illegible]

যে বাংলাদেশের রেশম সারা পৃথিবীকে আকৃষ্ট করত। আর আজ মাত্র ১৮ হাজার তাঁত আর ২০ হাজার তাঁতী এবং প্রায় সোয়া লক্ষ লোক যারা রেশমের ব্যবসা ও তুঁতের চাষ করে তারা এই শিল্পকে কোনমতে টিকিয়ে রেখে নিজেদের অল্প সংস্থান করছে। আজ এই শিল্পের যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে নতুন ধরণের চরখা, নতুন ধরনের তাঁত ও তুঁত চাষের শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজন। আজ দেখছি যে সংসার থেকে শিল্পের জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে এবং কুটিরশিল্পে ব্রতীদের যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে এর পাঁচ লক্ষ রেশম তৈরি করবার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, তার মধ্যে ৪ লক্ষ ৭ হাজার পর্যন্ত ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। এবং পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের যে টারগেট আছে সেটা হয়ত হয়ে যাবে। এইসব দেখে যে আশার সঞ্চার হচ্ছে তাতে আমার মনে হয় এইরকমভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে হয়ত এই শিল্পকে বাঁচাতে পারি। তারপর বাংলার যে রেশম তার অবস্থা খুব ভাল বলে বলতে পারি না। কারণ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় রেশম উৎপন্ন কম হচ্ছে। এতে মাইশোর আজ সবচেয়ে অগ্রণী। তাদের প্রায় ১১ লক্ষ পাউন্ড রেশম তৈরি হয়। সে জায়গায় বাংলা এখন ৫ লক্ষ পাউন্ডে পেঁছিতে পারে নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমল থেকে আজ পর্যন্ত টারগেট পেঁছিতে এখনো কিছু দেরি আছে, এই প্রতিযোগিতার মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজ ভারতের মধ্যে বাংলার যেসব রেশমের বাজার ছিল সেসব বাজার বেনারস বা বোম্বে দখল করেছে। সুতরাং বাংলাকে নতুন করে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। তার রেশমের উন্নতি করতে হবে। রেশমের উন্নতি করতে হলে চাই ভাল সুতা, এবং ভাল সুতা করতে গেলে ভাল ফিলেচারএর দরকার। এর আগে যে ফিলেচার ছিল, সেগুলি এখন নাই। পুরাতন ধরনের হলেও সেগুলি আর নাই। এখন নতুন ধরনের ফিলেচার করার প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে দুটো পরিকল্পনা গভর্নমেন্ট করেছেন তার মধ্যে একটা মালদায়, একটা মুর্শিদাবাদে, যদিও তা এখনো পর্যন্ত পরিকল্পনাতে আছে কার্যে পরিণত হয় নাই, যতশীঘ্র হয় ততই রেশম-শিল্পের পক্ষে মঙ্গল। আর একটা হল স্পান সিল্ক মিল করার কথা ছিল, বাংলাদেশে একটা স্পান সিল্ক মিল করা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কথা দিয়েছিলেন। এখন শুনছি মাদ্রাজে বা মহীশূরের ভোটের জোরে সে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। কিন্তু একটা স্পান সিল্ক মিলএ সিল্ক ওয়েস্ট হয়ে যতটা থাকে সেই সিল্কেও একটা মিল স্বচ্ছন্দে হতে পারে। সেইটে যাতে হয় তার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করব, যেন তারজন্য প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরা করেন। আর এখানে উন্নতধরনের চরকা না করলে খালি ফিলেচারে হবে না। সাধারণ কাটুনী যারা তাদের এখানে উন্নতধরনের চরখা না করলে খালি ফিলেচারে হবে না। সাধারণ কাটুনী যারা তাদের পক্ষে মুশকিল হবে। যদি রেশমশিল্পকে বাঁচাতে হয় তাহলে এইসব করতে হবে।

[4—4-10 p.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি অম্বর চরকা সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলব এবং সময় থাকলে মিডিয়াম সাইজ ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করব। আমি এখানে আজ ভূপতিবাবুর বক্তৃতা শুনে একটু বিস্মিত হয়ে গেছি। তার এই যে বইখানা Statement showing the progress of Development Schemes in the Second Five-Year Plan.

আমাদের দিয়েছেন সেই বইয়ের ৭৩ পৃষ্ঠায় তাঁরা লিখেছেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল খাদি এ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ড ১৯৫৮-৫৯ সালে এক হাজার লোককে অম্বর চরকায় সুতা কাটাতে শিখিয়েছেন, ৭,০০০ অম্বর চরকা তৈরি করেছেন এবং [illegible] মধ্যে এইসব চরকা বিতরণ করেছেন। কিন্তু তিনি যে বক্তৃতা পড়লেন তাতে আমার মনে হল যে তিনি যেন বললেন যে ৩২ হাজার অম্বর চরকা এই সময়ে তৈরি হয়েছে। তাঁর বক্তৃতা শুনতে হয়ত আমার ভুল হতে পারে। যাই হোক এই মুদ্রিত গ্রন্থই আমার আলোচনার ভিত্তি হবে। এই মুদ্রিত গ্রন্থে লিখেছেন যে স্টেট খাদি বোর্ড স্টেটের পক্ষ থেকে কাটেজ ইন্ডাস্ট্রি বিশেষ করে অম্বর চরকার কাজ করে স্টেট খাদি বোর্ড আলোচ্য বর্ষে, এক হাজার লোককে অম্বর চরকা চালাতে শিখিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে এই বোর্ড ৭ হাজার অম্বর চরকা তৈরি ক'রে বিতরণ করেছে। স্পীকার মহোদয়, আপনি ভাল করে জানেন যে অম্বর চরকা সাধারণ চরকার মত একটা সাধারণ যন্ত্র নয়।

আগে চরকার একটা টেকো থাকতো। যেকোন মানুষ সহজেই তা চালাতে পারত। তা চালানোর জন্য বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই অম্বর চরকা একটা জটিল যন্ত্র। তিনটা যন্ত্র মিলে একটা অম্বর চরকা গঠিত এবং এই চরকার চারটা টেকো। সুতরাং এ চরকা চালাতে শিখতে হলে একটা বিশেষ স্কুলে কমপক্ষে তিন মাস কঠোর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষা শেষে একটা পরীক্ষায় পাস করতে হয়। এই পরীক্ষায় ৮ ঘণ্টায় ৬ হ্যাঙ্ক সুতো কাটতে হয়। এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের এই অম্বর চরকা দেওয়া হয়—আর কাউকে দেওয়া হয় না। ৭ হাজার অম্বর চরকা বিতরণ করা হয়েছে এবং মাত্র এখনে এক হাজার লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম যে, ভূপতিবাবু এ বিষয়ে ভাল ক'রে জেনে কিছু বলবেন এবং সেজন্য আমি উৎসুক হয়েও ছিলাম। বরং তিনি একটা নতুন কথা বলেছেন যে খাদি বোর্ড তিন হাজার অম্বর চরকা তৈরি করেছেন অথচ এখানে লেখা আছে যে সাত হাজার অম্বর চরকা তৈরি করেছে। যাই হোক, যদি বোর্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় অম্বর চরকা চালান। অম্বর চরকা চালান হচ্ছে খাদি কমিশনের নেতৃত্বাধীনে। যদি কমিশন যে নিয়ম করেন সে নিয়ম অনুসারে বোর্ডকে চলতে হয়। খাদি কমিশন নিয়ম করেছেন যে অম্বর চরকা কাউকে মাগনা দেওয়া হবে না। আমরা অভয় আশ্রমের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজ করি। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। অম্বর চরকা কাউকে মাগনা দেওয়া হয় না। হায়ার পারচেস সিস্টেমএ অম্বর চরকা দেওয়া হয়। একটি অম্বর চরকার দাম ১২০ টাকা এই টাকা কাটনীকে পাঁচ বৎসরে সুতো দিয়ে শোধ করতে হয়। এজন্য খাদি কমিশন নিয়ম করে দিয়েছেন যে প্রতি মাসে প্রত্যেক কাটনীকে কমপক্ষে এত সুতা কাটতে হবে এবং তার এক-পঞ্চমাংশ বোর্ডকে দিতে হবে। এখন দেখা যাক স্টেট খাদি বোর্ড এই নিয়ম কতদূর পালন করছেন। এই পুস্তকে বলা হয়েছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর এই ছয় মাসে ২৫ হাজার গজ খাদি উৎপন্ন হয়েছে। এই ২৫ হাজার গজ সুতা নিশ্চয়ই এই সাত হাজার চরকা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যদি সাত হাজার চরকা ছয় মাসে ২৫ হাজার গজ সুতা উৎপন্ন করে থাকে তবে এক-একটা চরকা কমিশন কাউকে ইয়ার্স-এর নির্ধারিত মূল্য ধরলে মাসে চার আনা করে উপার্জন করতে পারে এবং আমি আগেই বলেছি যে চরকার দাম বাবত এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে—তাহলে চার আনায় এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ তিন পয়সা করে এক-একটা চরকা বোর্ডকে দিতে পারে। ১২০ টাকা এক-একটা চরকার দাম যদি তিন পয়সা করে মাসে দেওয়া হয় তবে কত কালে যে এই দাম শোধ হবে তা ভগবান ছাড়া আর কেউ জানেন না। তারপর এই যে কাজ খাদি বোর্ড করে যে কাজ করতে বোর্ডকে টাকা খাদি কমিশন দেন, এবারে খাদি কমিশন দিয়েছেন মোট পাঁচ লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা। এই টাকা দুভাবে দেওয়া হয়েছে, প্রায় অর্ধেক লোন হিসাবে এবং প্রায় অর্ধেক গ্রান্ট হিসাবে। গ্রান্টের টাকাটা আর ফেরত দিতে হয় না, কিন্তু লোনের যে টাকা দেওয়া হয়েছে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা সেটা খাদি কমিশনকে ফেরত দিতেই হবে। আমরা যারা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করি, আমরাও খাদি কমিশন থেকে টাকা পাই—আমরা লোন রীতিমত কিস্তীতে কিস্তীতে শোধ করি এবং সেই টাকা আমরা রোজগার করে দিই, গভর্নমেন্ট তা দেয় না। কিন্তু খাদি বোর্ড গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান। খাদি বোর্ড যদি এই ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা শোধ না দিতে পারে—তা পারবেও না কারণ যেভাবে তারা কাজ করছে তাতে দুই লক্ষ কেন, দুই হাজার টাকাও শোধ দিতে পারবে না—তাহলে এইসব টাকা স্টেট গভর্নমেন্টকে দিতে হবে। কত বড় সাংঘাতিক কথা। এভাবে যদি স্টেট খাদি বোর্ড কাজ করে তাহলে যে উদ্দেশ্যে স্টেট খাদি বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং যেজন্য খাদি কমিশন এত উদার হস্তে টাকা দিয়েছেন এক বৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা—সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

[4-10—4-20 p.m.]

এইভাবে স্টেট খাদি বোর্ড কাজ করে খাদি প্রসারের কোন রকম সাহায্য করছে না। আমি খাদি ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি যদি সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে খাদি প্রসারে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে—আচার্য বিনোবাভাবে যিনি সর্বোদয় সমাজের প্রবর্তক, তিনিই একথা বলেছেন যে, যদি আমাদের পুরানো ঐতিহ্য রক্ষা করে চলতে হয় তাহলে কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে কৃষির উন্নতি করতে হবে এবং গ্রামে গ্রামে চরকার প্রবর্তনও চালু করতে হবে। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি কারণ আমার তত্ত্বাবধানে অভয়াশ্রমের মাধ্যমে অনেক

চরকা চলছে এবং সেখানে বহু টাকার আমদানি হয় কোন কোন পরিবার আমার কাছ থেকে প্রতি মাসে ৫০-৫২ টাকা পর্যন্ত নিয়ে যায়। অনেক পরিবার এই চরকার মাধ্যমে তাদের জীবিকার্জন করছে। অনেক মেয়ে আজকাল চরকার মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করে সমাজজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

Sj. Jatindra Nath Sinha Sarkar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই শিল্প খাতে যে বরাদ্দ দাবি করা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করছি। পশ্চিমবঙ্গ গরীব প্রদেশ। আমাদের অর্থনৈতিক মানের উন্নতি করতে হলে শিল্প প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। আমাদের জাতীয় সরকার এদিকে বিশেষ নজর দিয়ে সকলের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। আমাদের উত্তর বাংলায় এই ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, সেখানে বিভিন্ন রকমের সমস্যা রয়েছে, যেমন, ১৯৫২ সালের পর থেকে হয় ড্রট না হয় বন্যা লেগেই রয়েছে। এইসব কারণে কৃষিকার্য থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর, উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থান ও শিল্পসংস্থানের মাধ্যমে হতে পারে। তারপর উত্তর বাংলার নদীসমূহের অত্যাচারে অনেক আবাদী জমি নষ্ট হয়। আমি কুচবিহার সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে বড় শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। সেখানে যে ইক্ষু ফলের চাষ হয়। এই ইক্ষু থেকে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা হতে পারে এটা সরকারের পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কুচবিহারে র-মেটিরিয়ালস প্রচুর আছে। চিনির কারখানার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সেখানে চিনি কল নাই।

কাজেই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ এমন ধরনের একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে যাতে গড়ে ওঠে তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তা ছাড়া পাট যদি ভাল হয়, তাহলে পাটের কল, জুট মিল, হতে পারে, র-মেটিরিয়ালস থেকে পেপার মিল হতে পারে। কারণ, ঐ সমস্ত জায়গায় বাঁশ খুব উৎপন্ন হয়, তা দিয়েও পেপার মিল হতে পারে। এসকল ছাড়াও আমাদের ছোটখাট শিল্প গড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অল্প কয়েক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে বেশি লোককে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে যদি আমরা ছোট ধরনের শিল্প জায়গায় জায়গায় করতে পারি। এবং সেই জন্যই আমি বলেছি কুচবিহারের মত যায়গায় এইগুলির ব্যবস্থা হতে পারে—যেমন ছোট ছোট তাঁতের ব্যবস্থা হলে, তারা তাঁতের কাপড় তৈরি করে, সেগুলি বাজারে বিক্রয় না হলেও, তারা নিজেদের পরনের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারে। অনেকের ধারণা তাঁতের কাপড়-চোপড় এখন আমাদের ওখানকার বাজারে চলবে না। কারণ তাঁতের কাপড়গুলি সাধারণত এত ছোট ও মোটা হয়, যা বাজারে চলে না। কিন্তু আমি বলবো ওখানে যারা গরীব লোক বাস করছেন, তাঁরা নিজেদের পরনের কাপড়ের জন্য নিজেরাই তাঁত চালিয়ে ঐ ধরনের কাপড়চোপড় করে পরতে পারেন।

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Amarendra Nath Sarkar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিল্প এবং কুটিরশিল্পের ব্যয়বরাদ্দ সমর্থন করতে উঠে আমি মোটামুটি আমাদের যেসকল বৃহৎশিল্প চালু করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব এবং কুটিরশিল্প সম্পর্কে কিছু কিছু সাজেসন আমি মন্ত্রিমহোদয়ের কাছে রাখব, তিনি ভেবে দেখবেন সেগুলি কাজে লাগানো যায় কিনা।

কুটিরশিল্প সম্পর্কে আমার প্রথম সাজেসশন হচ্ছে, প্রত্যেক জেলাতে যে ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশন সেন্টার গঠন করা হচ্ছে, খুব ভাল কথা, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট রাখা যায়, তা হলে কুটিরশিল্পে যেসমস্ত ছোটখাটো মেসিনারিজ লাগে, তাকে উন্নত করে আরও ভাল ব্যবস্থা করা যায়। এইসমস্ত ছোটখাটো মেসিনগুলিকে আরও উন্নত ধরনের করবার কোনরকম পথ আবিষ্কার করতে পারেন নি তার কারণ হচ্ছে যে, এমন কোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট নেই যেখানে পরীক্ষামূলকভাবে জিনিসগুলিকে উন্নত করা যেতে পারে। যেমন পাওয়ারলুম মেসিনারি দরকার। এই তাঁতকে আরও উন্নত ধরনের করা যেতে পারে এবং আমরা দেখেছি কিছু কিছু লোক করেছেনও। কিন্তু তার প্রকৃত সুযোগ না থাকাতে সেই-সমস্ত তাঁত বা অন্য কোন মেসিন, যেমন ইলেকট্রিক মোটর—এই ইলেকট্রিক মোটরএর

রেগুলেটশনকে কন্ট্রোল করার কোন উপায় বা যন্ত্র নেই। কিন্তু একটা ছোট যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে সেই মোটরএর রেগুলেটশনকে কন্ট্রোল করা যেতে পারে। এই কাজে কলকাতার কোন কোন ভদ্রলোক অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু অর্থাভাবে ঠিকমত কাজ করতে পারছেন না। কুটির-শিল্পের যেসমস্ত যন্ত্রপাতি লাগে সেই সমস্ত যন্ত্রপাতিকে আরও উন্নত ধরনের করতে পারলে কুটিরশিল্পের প্রোডাকশন বেশি হবে এবং কস্ট অফ প্রোডাকশনও অনেক কম হবে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় যেসমস্ত বৃহৎশিল্প আমরা আরম্ভ করেছি তার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্য বীরভূম জেলায় আমেদপুরে চিনির কল হয়েছে। এই চিনির কল নিয়ে কিছুদিন আগে আমাদের বিধানসভায় আলোচনা হয় এবং অনেকে অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন এবং 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'য় এ সম্বন্ধে কিছু তথ্যও প্রকাশিত হয়, যার ফলে বাংলাদেশে বাঙ্গালীর প্রথম প্রচেষ্টায় খানিকটা আঘাত পড়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, বৃহৎশিল্পের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? এই প্রথম পদক্ষেপে যে আঘাত আমরা পেয়েছি, তার ফলে এই সংস্থার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা আপনার কাছে এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের কাছে নিবেদন করতে চাই। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই মিল সম্পর্কে যে মোটামুটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, তা যতদূর আমার মনে আছে, তাদের প্রধানতম অভিযোগ হচ্ছে এই মিলের সমস্ত সম্পত্তি দুবার মর্টগেজ দেওয়া হয়েছে। এটা সত্য যে, দুবার মর্টগেজ দেওয়া হয়েছে —একবার ভারত-সরকারের কাছে এবং আর একবার বাংলা-সরকারের কাছে—এইভাবে দুবার মর্টগেজ হয়েছে। কিন্তু এটা আইনবিরুদ্ধ নয়। যদি সেই সংস্থার সম্পত্তির মূল্য মর্টগেজ-এর মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। এর টোট্যাল অ্যাসেটস যা আছে, অন্তত ৩০-১২-১৯৫৮ সালে, তাতে ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দেখা যায়। মিলের মেসিনারি, ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং এ'রা তৈরি করেছেন, এবং তার এগেনস্টএ ঋণ করেছেন ২১ লক্ষ টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে ও ১০ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকারের কাছে এবং বাকি ১৫ লক্ষ টাকার যে গ্যারান্টি প্রাদেশিক সরকার দিয়েছেন সেটা ১৯৬৭ সালে পেমেন্ট করতে হবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যদি মিল পেমেন্ট করতে পারে তা হলে অর্ধেক মূল্য রিবেট হিসাবে ফেরত দেওয়া হবে। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনার কাছে এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের কাছে যে এই প্রচেষ্টা বাঙ্গালীর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে চলছে—একে ধাক্কা দেওয়া শোভন হবে না। এর হয়ত কিছু গলদ থাকতে পারে এবং সেই গলদ যদি আমরা একত্রে ব'সে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা ক'রে দূর করতে না পারি, তা হ'লে তা নিয়ে আরও জটিলতা সৃষ্টি হবে। সুতরাং যদি পরস্পরে আলোচনা ক'রে এর সংশোধন করতে পারি তা হ'লে আমার মনে হয় সেটাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা। সেইজন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি যে, আলোচ্য আমেদপুর সুগার মিল, যাতে সরকারের যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা আছে, সেখানে আমাদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের সকলের চেষ্টা করা দরকার।

Sj. Chaitan Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অনুর্বর জেলায় কৃষিকাজের যে অবস্থা তাতে নূতন শিল্পের পত্তন অতি জরুরি ছিল এবং এই জেলা শিল্পের অনুকূল ছিল। কয়লা কাছে আছে, খনিজ দ্রব্য কাছেই আছে এবং এই জেলাতেই বহু খনিজ দ্রব্য আছে। কিন্তু কোন চেষ্টা নেই। এখানে কাগজের শিল্প হ'তে পারে, লোহার শিল্প হ'তে পারে—এর ক্ষেত্রেও কারিগর বহু রয়েছে। সিমেন্টের শিল্প হ'তে পারে, মার্বেল পাথরের শিল্প হ'তে পারে, আরও বহু কিছু শিল্প হ'তে পারে। কিন্তু শিল্পকে রূপ দেবার শিল্পীরই আজ অভাব। সেজন্য সব সুযোগ থেকেও আমাদের কিছু হচ্ছে না। আমাদের এখানে এক সম্প্রদায় আছে যারা নানারকম কারিগরি কাজ জানে, কিন্তু আজ অর্থাভাব হেতু তারা কিছু করতে পারছে না। অথচ অর্থ পেলে তারা নানারকম জিনিস তৈরি করতে পারত। দেশের লোক আজ কাজ পাচ্ছে না, দুর্গাপুরে পাচ্ছে না, আরও যেসব অন্যান্য জায়গা আছে সেখানেও পাচ্ছে না। আজকে সরকার [illegible] বিভাগ থেকে যদি উপযুক্ত পরিমাণে টাকা দিয়ে ছোটখাট শিল্প করতে সাহায্য করেন [illegible] ভাল হয়, দেশেরও উন্নতি হতে পারে। কিন্তু তা না ক'রে এসে বলছেন, এত টাকা ব্যয় করছি। কোথায় ব্যয় করছেন, আমরা তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, দেশ রসাতলে গেলেই বা কি? দেশে খাদ্য নাই, অনাহারে অর্ধাহারে লোক মরছে, কিন্তু কি করছেন? কাজেই যাতে লাভজনক কাজ হয়, তাই করুন।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Bejoylal Chattopadhyay:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, মাত্র ৫ মিনিট সময় দিয়েছেন, তার মধ্যে দু-একটা বলতে চাই—বিশেষ ক'রে ঢেঁকিশিল্প সম্বন্ধে। আমার নির্বাচনকেন্দ্রের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে দেখেছি—গ্রামাঞ্চলে সহস্র সহস্র মেয়ে রয়েছে—যাদের একমাত্র উপজীবিকা হচ্ছে ঢেঁকিতে ধান ভানা। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনেকদিন আগে এই ব্যাপার নিয়ে চিঠি লিখি—আমার সেই চিঠির জবাবে তিনি আমাকে লেখেন—

"It appears from enquiry that in Bengal rice mills process only 12 lakh tons of paddy, small husking machines 9 lakh tons whereas the dhenkis process 50 lakh tons of paddy. Therefore, the dhenkis are still holding the field".

৫০ লক্ষ টন এই ঢেঁকিই ভেঙ্গে থাকে এবং সেইজন্য আপনি জানেন, মিঃ স্পীকার, স্যার, যে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে রাইস মিলিং কন্ট্রোল অ্যাক্ট করেছেন সে অ্যাক্টএ বলা হয়েছে যে, এর পরে নূতন লাইসেন্স দেবার বেলায় গভর্নমেন্টের হাতে ক্ষমতা থাকবে, কাকে লাইসেন্স দেবেন কি না দেবেন। এই রাইস মিলিং ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেশন অ্যাক্ট পাশ হবার পরে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে পুনরায় চিঠি লিখি এবং তিনি লেখেন—

"I made enquiries and find that the Rice Milling Industry Regulation Act has been passed by Parliament and it received the assent of the President on the 18th January, 1958. The Act will come into force on such date as the Central Government may fix

এবং তিনি একথাও লিখেছেন

It provides for the exercise of licensing powers by officers appointed by the Central Government and not by the State Government. I am, however, writing to the Central Government asking whether they would delegate to us the powers for licensing the rice mills".

আমি আপনার কাছে বিশেষ ক'রে এইটে বলতে চাই, স্পীকার মহোদয়, গ্রামে গ্রামে এই হালার মেসিনগুলি ঢুকে যেসমস্ত মেয়েরা ঢেঁকিকে আশ্রয় ক'রে কোনরকমে জীবিকানির্বাহ করত হালার মেসিনগুলি আজ সেই মেয়েদের জীবিকাহীন ক'রে তুলেছে। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব—রাইস মিলিং রেগুলেশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্ট যদিও সেন্ট্রাল অ্যাক্ট—যাতে বাংলাদেশে এই আইনের প্রয়োগের দ্বারা এই হালার মেসিনএর আক্রমণ থেকে গ্রামের মেয়েরা রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা যেন মুখ্যমন্ত্রী করেন। ডিস্ট্রিক্টএ যেসমস্ত অথরিটি আছেন তাঁরা এর লাইসেন্স দিতে মোটেই রাজি নন। কিন্তু খিড়কির দরজা দিয়ে এই লাইসেন্স দেওয়া হয়। [বিরোধী দল হইতে শুনুন, শুনুন।] আমি সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করব, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ অনাথা বিধবা মেয়েদের পক্ষ থেকে যে, এইসব হালার মেসিনএর দ্বারা যাতে মেয়েরা ভিখারিতে পরিণত না হয় সেদিকে যেন তিনি দৃষ্টি রাখেন। লাইসেন্স হয়ত দিতে হবে কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে লাইসেন্স দেওয়া হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করছি।

তারপর আমাদের করিমপুর অঞ্চলে প্রায় ৫০০ শঙ্খশিল্পী পরিবার আছেন। এঁদের মধ্যে ১০০ হচ্ছেন উদ্বাস্তু পরিবার। এই পরিবারগুলি যাতে ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল পেতে পারেন তার জন্য রাজ্যসরকারকে অবহিত করছি। ইতোমধ্যে ভূপতিবাবু বলেছেন, সিলোন থেকে শাঁখ আনাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করব—সিলোন থেকে কাঁচামাল হিসেবে যাতে এদেশে শঙ্খ আসে তার জন্য তাড়াতাড়ি করতে। আপনি জানেন, আমাদের বাংলাদেশে সাড়ে বারো হাজার শিল্পী এই শঙ্খকে আশ্রয় ক'রে জীবিকা নির্বাহ করছে। আপনি জানেন, এই কাঁচামালের দাম কি রকম বেড়েছে। ১৯৪০ সালে এক হাজার শঙ্খের দাম ছিল ২১১ টাকা, সে জায়গায় হাজার করা দাম হয়েছে ১,০৭৬ টাকা। যেখানে কাঁচামালের দাম এত বেশি সেখানে শঙ্খের জিনিস তৈরি করতে অনেক বেশি দাম পড়ে যায়। আমাদের বাংলাদেশের মা-বোনেরা গরিব, দাম বেশি হ'লে তাঁরা কিনতে পারবেন না। সেইজন্য শঙ্খশিল্পীদের বাঁচাবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত এবং তার জন্য কুটিরশিল্প-মন্ত্রীকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করছি।

দ্বিতীয় কথা, আমি শুনেছি, মুখ্যমন্ত্রীই হয়ত বলেছেন যে, পুস্তকের উপর থেকে সেল্‌স ট্যাক্স উঠে গেছে। আমি অনুরোধ করব, শঙ্খশিল্পের উপর থেকেও যাতে সেল্‌স ট্যাক্স উঠে যায় তার জন্য যেন মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করেন।

তারপর, আমার বাড়ি কৃষ্ণনগরে, স্পীকার মহাশয়, আপনার বাড়িও নদিয়ায়। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প পৃথিবীবিখ্যাত। সেই মৃৎশিল্পকে রক্ষা করতে হবে। সেজন্য কুটিরশিল্পমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি এবং তার উপর থেকেও যাতে সেল্‌স ট্যাক্স উঠে যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য মন্ত্রিমহাশয় তথা সরকারকে অনুরোধ করছি।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

স্পীকার মহাশয়, আমি লৌহ ও পিতলশিল্প সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে শিল্পবিভাগের হাতে কাঁচামালের বিতরণব্যবস্থা নাই সেটা হচ্ছে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের হাতে। এতে একটা দারুন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সারা বাংলায় লৌহ, পিতল-শিল্পের যেসব ছোটবড় মাঝারি ধরনের কারখানা আছে তাদের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ হাজার। এবং এই শিল্পদুটিতে যেসমস্ত শ্রমিক আছে তাদের সংখ্যা আড়াই থেকে তিন লাখ হবে। এদের একটা প্রধান সমস্যা ও সংকট কাঁচামাল পাবার পক্ষে অনিশ্চয়তা। লৌহশিল্প সম্বন্ধে বলছি—রোলিং হবার পূর্ব পর্যন্ত সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাঁচামালে আছে। রোলিং হবার পর আর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। আপনারা কাগজপত্রে দেখছেন নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসল যা তার কোন খোঁজখবর আপনারা পান না। আপনারা দেখুন—বাংলাদেশের যা কোটা আছে, সেই কোটার ৪-৫ গুণ বেশি মাল বাজারে পাবেন। কারণ কাঁচা লোহা টুকরা লোহা যেখানে ২০ হাজার টনের কোটা দেওয়া আছে, সেখানে এক লক্ষ করা হ'লেও নিয়ন্ত্রণের দর আছে ৬৪৫ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত কিন্তু সেই কোটা পারমিট নিয়ন্ত্রণের দরে খুব কম দেওয়া হচ্ছে, ৫ পারসেন্ট কি ৬ পারসেন্টএর বেশি নয়, এবং যাদের দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা হলেন বিশেষ ধরনের লোক এবং সরকারের অনুগৃহীত লোক। এই ধরনের যারা তাদেরই ৬৪৫—৭০০ পর্যন্ত দরে দেওয়া হচ্ছে। তার পরে কোটার আর শতকরা ৯৪ ভাগ তা নিয়ে নানারকম চক্রান্ত করা হচ্ছে। যারা হোলসেল ডিলার, বড় বড় কালোয়ার, তার ঘরে পারমিট গিয়ে পৌঁছায় ৬০ বা ৯০ দিনের মধ্যে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকমের ৬০ বা ৯০ দিনের মধ্যে পারমিট হোলসেলএর কাছে দেওয়া সত্ত্বেও তারা টালবাহানা ক'রে মাল দিলে না, তারা ৯০ দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই ৬৪৫ টাকা টন প্রতি দামের যে মাল আছে সেটা ১২০০—১৪০০ টাকায় বিক্রি করতে পারে। পারমিটএর মূল্য হ'ল ৬৪৫ টাকা, কিন্তু ঐ ৬৪৫ টাকায় যে মাল উৎপাদিত হয় তার সঙ্গে আরও কিছু যায় আসে।

[4-40—4-50 p.m.]

এইভাবে বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাদের মালে ৫০ টাকা টনে যদি লাভ হয় তো খুব বেশি লাভ হ'ল। এইভাবে লৌহশিল্পীদের মধ্যে একটা দারুণ সংকট এসে গেছে। আপনি যদি চালতাবাগানে যান তা হলে দেখবেন যে, সেখানে বিনা পারমিটে আপনি হাজার হাজার টন মাল পাবেন এবং যখন চালান চাইবেন তখন আর মাল পাবেন না। এইরকম কয়েকটা কালোয়ারের নাম আমি সংগ্রহ করেছি। আপনি দেখবেন যে, সেখানে উইদাউট পারমিটে আপনি হাজার হাজার টন মাল পাবেন। বাংলার জন্য হয়ত ২০।২৫ হাজার টন আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি মাল পাওয়া যাবে। এইরকমভাবে বাংলা-দেশে গোপন ব্যবসা চলছে। এইরকম লৌহশিল্পীদের নাম—মথুরাপ্রসাদ টেংরাম, তুলসীপ্রসাদ ইত্যাদি এইভাবেই লোহার ব্যাপারে চোরাকারবার চলছে এবং আমরা যদি হিসাব ক'রে দেখি তা হ'লে দেখব যে, তারা প্রায় ২।৩ কোটি টাকা লুঠ করছে, কারণ তারা ৭০।৭৫ হাজার টন লোহা বিক্রি করছে। এর ফলে লৌহশিল্পীরা আজ একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। আমার মনে হয় এই সম্পর্কে একটা এনকোয়ারি কমিটি বসানো উচিত এবং এইরকম ঘটনা ঘটছে কিনা সেটা দেখা উচিত। বড়বাজারে এইরকম ঘটনা প্রকাশ্যে হচ্ছে। সেখানে তারা কেস পেমেন্ট ছাড়া চেক পেমেন্ট বা অন্য কোন পেমেন্ট নিচ্ছে না, কারণ তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। আপনারা যদি আগেই টাকাপয়সা দিয়ে আসেন তা হলে বিনা চালানে রাত্রে লরি বোঝাই ক'রে আপনার ঘরে মাল এসে পৌঁছাবে। কিন্তু আপনি নিয়ন্ত্রিত দরে মাল পাবেন না। তারপর

কোটার ব্যাপারে বলি যে, যাঁরা ৪০।৫০ বছর কারবার করছেন তাঁদের কোনরকম কোটা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ যারা বিশেষ ধরনের লোক হয় তাদেরই কোটা দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে জেলা কংগ্রেস সেক্রেটারি, কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সই এবং এঁদের উপরে প্রফুল্লবাবুর সই না হলে কোটা নির্ধারণ করা যাবে না। ৫ টন লোহার কোটার অর্থ হচ্ছে [illegible] কাছে ২ হাজার টাকা। এইভাবে কোটা এবং পারমিট নিয়ে নানারকম বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ভূপতিবাবুর হাতে যেখানে কাঁচামালের ব্যবস্থা নেই সেখানে উনি কি ক'রে যে ছোট এবং মাঝারিশিল্পের উন্নয়ন করবেন তা আমরা বুঝতে পারি না। এই লৌহশিল্পীদের অবস্থার যদি উন্নতি করতে হয় তা হলে তাদের কাঁচামালের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে এবং কংগ্রেস সেক্রেটারি বা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বা প্রফুল্লবাবুর সই না হলে যে কাঁচামাল পাওয়া যাবে না এই নীতিরও পরিবর্তন করা বিশেষভাবে দরকার আছে। তা ছাড়া এই কোটা বা পারমিটের ব্যাবস্থা করার জন্য বড়বাজারে গিয়ে দেখবেন যে, খন্দরপরা বহু দালাল আছে, তারা বলে যে, এত মালের পারমিট দেব আগে অগ্রিম টাকা দাও। এইভাবে তারা অনেক ছোট ছোট [illegible] ঠকাচ্ছে।

তারপর আমি পিতলশিল্পের সম্বন্ধে বলব। পিতলশিল্পে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার অঞ্চলে মহেশতলা কেন্দ্রে প্রায় হাজার খানেক লোক পিতলশিল্পে কাজ করে এবং প্রায় ৫০-৬০টা ছোট ছোট কারখানা আছে। আগে পিতল কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু গত ২ মাস যাবত একেবারে পিতল পাওয়া যাচ্ছে না এবং পিতলশিল্পের কারখানাগুলি বন্ধ রয়েছে, সেখানকার শ্রমিকরা বেকার হয়ে রয়েছে। এর একচেটিয়া উৎপাদক হচ্ছে ইন্ডিয়া কপার কর্পোরেশন, তাদের মাল বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে এবং গিলান্ডার হচ্ছে তার হোলসেল ডিলার —সাব-ডিলারও বহু আছে। যেখানে ২।৩ মাস আগে এক হন্দর মালের দাম ছিল ১৫৫ টাকা থেকে ১৬০ টাকা পর্যন্ত সেখানে আজকে সেটা ২২০ টাকা থেকে ২০৩ টাকা হয়েছে। কাঁচামাল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না এবং যা সামান্য আছে সেখানে ঐরকম আগে টাকা দিয়ে দিতে হবে তার পরে মাল পাওয়া যাবে—এই হচ্ছে অবস্থা। যদি পিতলশিল্পের উন্নতি করতে হয় তা হ'লে কাঁচামালের ব্যবস্থা আগে করতে হবে এবং আমি দাবি করছি যে, এই কাঁচামালের ব্যবস্থা শিল্পবিভাগের হাতে দেওয়া হোক, কারণ সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতির কথা সবায়ের জানা আছে।

[At this stage the Speaker having reached time limit resumed his seat.]

Sj. Bhabaniranjan Panja:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সর্বপ্রথমেই ব'লে রাখি মন্ত্রিমহাশয় শিল্পখাতে যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তকে আমি পুরোপুরিভাবে সমর্থন করছি তার কারণ পশ্চিম বাংলাকে জটিল সমস্যা জর্জরিত রাজ্য বলা হয়। আমি বিশ্বাস করি, এইসমস্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান শিল্পায়ন বাদে করা সম্ভব নয়। আমি গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছি, কাজেই আমার বক্তৃতায় গ্রামের অবস্থার কিছু প্রতিফলন হবে। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, স্পীকার মহাশয়, আপনাকে জানাতে পারি যে, গাঁয়ে যেসমস্ত লোক বাস করে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম শ্রেণী হচ্ছে, যারা একান্তভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে, দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে যারা আংশিকভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে এবং তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে যারা মোটেই কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে না—কামার কুমোর, শাঁখারি, মুচি, ডোম ইত্যাদি যারা একান্তভাবে বৃত্তিজীবী। আমি প্রথমে তৃতীয় শ্রেণীর কথা আপনার কাছে নিবেদন করব যে, এদের সমস্ত শিল্পে আজ যে-কোন কারণেই হোক ভাঁটা এসে পড়েছে। ফলে তারা শিল্প থেকে বিচ্যুত হয়ে আজকে কৃষির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই আজ কেবল জাতচাষীরা চাষী নয়, কামার, কুমার, কুমোর ইত্যাদি অন্যান্য বৃত্তিজীবীরাও আজ চাষের মধ্যে এসে পড়েছে যার ফলে আমাদের গ্রামে জমির বিঘাপ্রতি মূল্য দাঁড়িয়েছে দু' হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত। চাষী ছাড়া অন্যান্য লোকও আজকে চাষে এসে ভিড় জমাবার ফলে কৃষিজাত পণ্যের যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তা নয় ; যাদের কৃষিজমি ছিল তারা ক্রমশ উচ্চ-মূল্যের লোভে সমস্ত জমিজায়গা বেহাত ক'রে ফেলছে এবং নিজেরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত

থেকে আসে। এই অবস্থার প্রতিকার করবার জন্যে ২ লক্ষ টাকু বসিয়ে সূতো করবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু যতদিন এটা কার্যত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তাঁতীরা যাতে সরাসরি সরকারের মাধ্যমে সূতা পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করলে সুবিধা হ'তে পারে। এখানে আর একটি কথা বলব যে, তাঁত বস্ত্রের চাহিদার জন্য সাবসিডি দেওয়া হয়, রিবেট যেটা দেওয়া হয় সেটা সোসাইটির আওতায় যেসমস্ত তাঁতী আছে তারা পায় কিন্তু অধিকাংশ তাঁতী এই সোসাইটির বাইরে আছে তাদের যে কাপড় বিক্রি হয় তার উপর কোন রিবেট পাওয়া যায় না। এজন্যে বাইরের তাঁতীদের কাপড় যা বিক্রি হয় তার পরিমাণ ক'মে যায়, যাতে সেখানেও রিবেটএর সুযোগ মেলে সেদিকে যেন মন্ত্রিমহাশয় নজর দেন।

Sj. Ledu Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে বেকার বসে থাকে অথচ সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় ক'রে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করছেন। গান্ধীজী সর্বসময়ে বলতেন, এদেশে কুটিরশিল্পের উন্নতি না হ'লে কর্মসংস্থানের সমস্যা মিটবে না। আজ গান্ধীজী চলে গেছেন, কিন্তু কথায় কথায় যাঁরা তাঁর নাম নেন তাঁরা কার্যত তাঁর উপদেশ মেনে চলছেন না।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৫৭ সালের নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে কেবিনেট ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল যে, এই ডিপার্টমেন্টএর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ৭ জন ডেপুটি ডিরেক্টর এবং ১০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটি ডিরেক্টর নিয়োগ করা হবে। কিন্তু সেবারের বাজেটে ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে তার কোন প্রভিশন ছিল না এবং ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টএর তরফ থেকে কোন স্যাংশন না নিয়ে তাঁরা পি এস সি-র কাছে বললেন, আপনারা এই পোস্টগুলি অ্যাডভার্টাইজ করুন এবং লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। সেইভাবে পি এস সি অ্যাডভার্টাইজ করলেন—ডিপার্টমেন্ট এবং বাইরের অনেকে দরখাস্ত করলেন এবং ১৭ দিন ধ'রে তাঁরা ইন্টারভিউ নিলেন, তাঁদের সিলেক্টেড এবং রেকমেন্ডেড লিস্ট মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে তাঁরা পাঠালেন এবং বিভাগীয় মন্ত্রী তা অ্যাপ্রুভ করলেন। তখনও পর্যন্ত জানতেন না যে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টএর কোন অ্যাপ্রুভ্যাল দেয় নি—এতে নানারকম অসঙ্গতি দেখা গেল। সিলেকশন বোর্ডএ যখন ইন্টারভিউ চলছিল তখন প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ডিপার্টমেন্টাল হেডস সেখানে উপস্থিত থাকতে পারলেন না। দেখা গেল এই ডিপার্টমেন্টের যিনি সেক্রেটারি তিনি প্রতিদিন আসেন। যখন নতুন পদ সৃষ্টি হ'ল তখন তাঁর ডিউটিজ কি হবে, ফাংসানস কি হবে তা আগে ডিফাইন এবং অ্যালট করা দরকার। এক্ষেত্রে দেখা গেল যখন পি এস সি থেকে তাঁদের নমিনেশন পাঠিয়ে দিলেন তার পরে এই পদের লোকদের কি কাজ হবে, কি ডিউটিজ হবে, ফাংসনস হবে একথা তাঁদের মাথায় এল এবং তা অ্যালট করার চেষ্টা হ'ল। জুন, ১৯৫৮এ তাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠানো হ'ল—পাঁচ তারিখে অনেকে জয়েন করলেন। তখনও পর্যন্ত দেখা গেল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কোন অ্যাপ্রুভ্যাল দেয় নি। কেবিনেট ডিসিশন হ'ল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ১৭ পোস্ট অ্যাডভার্টাইজ করলেও ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট মাত্র ১২ জনের ব্যাপারে স্যাংশন দিলেন আর পাঁচ জনের এই স্যাংশন হ'ল না এবং সেই ভেকেন্সিজ রয়েছে। আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই এক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম কেন হ'ল। আরও বলতে হবে, এই ডিপার্টমেন্টের কতকগুলি পোস্টে যেসমস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কেসগুলি পি এস সি-এর কাছে কেন রেফার করা হয় নি। শ্রী এস সি মিত্র, ডেপুটি

[5—5-10 p.m.]

ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ, যাঁর পে স্কেল ৩৫০ থেকে ১,২০০—তাঁর কেস পি এস সি-এর সামনে আনা হ'ল না। ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ—স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজএর পোস্টএ থাকাকালীন তাঁকে পি এস সি-র সামনে হাজির করানো হয়েছিল। কিন্তু পি এস সি তাঁকে রেকমেন্ড করতে পারেন নি এবং তিনি সিলেক্টেড হন নি। যদিও তিনি ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হয়েছেন, রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন তাঁর নেই এবং তাঁর কেস ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ রেকমেন্ড করেন নি। এই রেকমেন্ডেশন না থাকা সত্ত্বেও এবং পি এস সি তাঁকে রেকমেন্ড করেন নি, তাঁর উপযুক্ত কোয়ালিফিকেশনস নেই তবুও শ্রী এস সি মিত্র

জোর করে বলেছিলাম যে অপটিক্যাল গ্ল্যাস ফ্যাক্টরি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ, হচ্ছে না। বিধানবাবু ব্যক্তিগতভাবে বললেন যে, তিনি দিল্লী থেকে শুনে এসেছেন, ভূপতিবাবুও বললেন হচ্ছে, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা ভূপতিবাবুর রিপোর্টএর ধার ধারেন না। আমি তার দৃষ্টিতে আনছি—

appraised of prospects for Second Five-Year Plan.

৬২র পাতায় দেখুন, বলেছেন যে অপটিক্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরী যেটা দুর্গাপুরে হওয়ার কথা ছিল সেটা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ হবে না। তারা বলেছেন—

Third Five-Year Plan.

তাতে যেতে বাধ্য হয়েছি। ভূপতিবাবু এখনও বলে গেলেন ; আমি কালকে ডাঃ রায়কে বলেছি যে আপনার খবর ভুল। আমি প্ল্যানিং কমিশন থেকে বলছি। এ বিষয়ে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে পশ্চিম বাংলার বড় শিল্প করার যেটুকু দায়িত্ব সেটুকু পালন করার চেষ্টা করছেন, এখনেও তাদের দায়িত্ব রয়েছে। সেন্টারএর কাছে লড়াই করে যাতে এ জিনিস তাড়াতাড়ি হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করুন।

[3-50—4 p.m.]

Sj. Shyamapada Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের দেশে বেকার সমস্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, এই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় দেশকে শিল্পে অগ্রসর করা। শিল্পে অগ্রসর হতে গেলে দুরকমে সম্ভব, এক—বৃহৎশিল্প দ্বারা, দুই—কুটিরশিল্প দ্বারা। বৃহৎশিল্পে অগ্রসর হওয়ার অসুবিধা হচ্ছে—এতে নানা রকম কলকবজার যা আমদানি করতে গেলে ফরেন এক্সচেঞ্জেরও প্রশ্ন রয়েছে সেইজন্য সেসব আনতে গেলে সময় লাগবে, তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পাওয়াও দুষ্কর। আরও একটা জিনিস এদিকে আমাদের দেশে অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে শ্রমিকমালিক বিরোধ প্রায় সর্বদাই লেগে আছে, সেইজন্য বৃহৎশিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে নানা অসুবিধা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত যা দেখা গেছে তাতে বৃহৎশিল্প হলে বাঙ্গালীর ছেলের যে কি সুবিধা হবে আমি বুঝতে পারি না। এখানে বৃহৎশিল্পগুলিতে দেখা যায় বাইরের লোকেরাই বেশি সুবিধা পায়।

কাজেই, আমার মনে হয় যদি বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে কলকাতার বাইরে মফস্বলের নানান জায়গায় কুটিরশিল্প গঠনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। বাংলা কোন কালেই কুটিরশিল্পে অনগ্রসর ছিল না, বরং উন্নতই ছিল। এখন অবস্থার ফেরে আজ কুটিরশিল্পের খারাপ হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো অনেকগুলি টিকে আছে, চেষ্টা করলে যাদের এখনো বাঁচানো যেতে পারে এবং তা থেকে আমাদের দেশের আয়ও অনেক বাড়ানো যেতে পারে। এখন এই কুটিরশেল্পের মধ্যে আমাদের দেখতে হবে কোন শিল্পে বেশি লোক নিয়োগ করা যেতে পারে এবং অল্পেতে যাতে বেশি লাভ হতে পারে। সেইজন্য আমাদের কুটিরশিল্পের মধ্যে যেটা নামি তাঁতশিল্প যেটা আছে সেইটের ফলই প্রথমে বলব। সুতী এবং রেশমী দুরকম তাঁতীই এই তাঁতশিল্পে কাজ করে। সুতার তাঁতে প্রায় তিন লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে, এবং রেশমের তাঁতে প্রায় দেড় লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দক্ষিণের কাপড়ে আমাদের বাজার ছেয়ে গেছে এবং শান্তিপুর ও ধনেখালির কাপড় তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে যাচ্ছে। সেইসব কাপড়ের রংও পাড়ের বাহারের যখনই সেসব জিনিস বাজারে সঙ্গে সঙ্গে লোকের পছন্দ হচ্ছে সেইসব রংচংও পাড়ের ব্যাপারে আমরা খুব সুবিধা করে উঠতে পারছিনে তাই শান্তিপুর ও ধনেখালির কাপড়ের সে আদর নাই, আগে যে আদর তাদের ছিল। আমার মনে হয় যে প্রণালীতে মাদ্রাজ এগিয়েছে, সে প্রণালীতে আমরাও যে পারি না বা বাংলার তাঁতী যে অক্ষম তা নয়। আমরা যদি কয়েকটি রুচিসম্পন্ন লোক নিই, এবং তারা যেসব ভাল পরিকল্পনা করেন সেই পরিকল্পনা অনুসারে যদি তাঁদের কাজ করান যায়, তাহলে মনে হয় এই শিল্পের পুনরুত্থান সম্ভব হবে।

রেশমশিল্প সম্বন্ধেও তাই। বাংলায় যে দেড় লক্ষ লোক এখানকার রেশম শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে—তারা আজ ঘরে এবং বাইরে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হচ্ছে। আজ এমন [illegible]

যে বাংলাদেশের রেশম সারা পৃথিবীকে আকৃষ্ট করত। আর আজ মাত্র ১৮ হাজার তাঁত আর ২০ হাজার তাঁতী এবং প্রায় সোয়া লক্ষ লোক যারা রেশমের ব্যবসা ও তুঁতের চাষ করে তারা এই শিল্পকে কোনমতে টিকিয়ে রেখে নিজেদের অল্প সংস্থান করছে। আজ এই শিল্পের যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে নতুন ধরণের চরখা, নতুন ধরনের তাঁত ও তুঁত চাষের শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজন। আজ দেখছি যে সংসার থেকে শিল্পের জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে এবং কুটিরশিল্পে ব্রতীদের যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে এর পাঁচ লক্ষ রেশম তৈরি করবার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, তার মধ্যে ৪ লক্ষ ৭ হাজার পর্যন্ত ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। এবং পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের যে টারগেট আছে সেটা হয়ত হয়ে যাবে। এইসব দেখে যে আশার সঞ্চার হচ্ছে তাতে আমার মনে হয় এইরকমভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে হয়ত এই শিল্পকে বাঁচাতে পারি। তারপর বাংলার যে রেশম তার অবস্থা খুব ভাল বলে বলতে পারি না। কারণ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় রেশম উৎপন্ন কম হচ্ছে। এতে মাইশোর আজ সবচেয়ে অগ্রণী। তাদের প্রায় ১১ লক্ষ পাউন্ড রেশম তৈরি হয়। সে জায়গায় বাংলা এখন ৫ লক্ষ পাউন্ডে পৌঁছতে পারে নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমল থেকে আজ পর্যন্ত টারগেট পৌঁছতে এখনো কিছু দেরি আছে, এই প্রতিযোগিতার মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজ ভারতের মধ্যে বাংলার যেসব রেশমের বাজার ছিল সেসব বাজার বেনারস বা বোম্বে দখল করেছে। সুতরাং বাংলাকে নতুন করে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। তার রেশমের উন্নতি করতে হবে। রেশমের উন্নতি করতে হলে চাই ভাল সুতা, এবং ভাল সুতা করতে গেলে ভাল ফিলেচারএর দরকার। এর আগে যে ফিলেচার ছিল, সেগুলি এখন নাই। পুরাতন ধরনের হলেও সেগুলি আর নাই। এখন নতুন ধরনের ফিলেচার করার প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে দুটো পরিকল্পনা গভর্নমেন্ট করেছেন তার মধ্যে একটা মালদায়, একটা মুর্শিদাবাদে, যদিও তা এখনো পর্যন্ত পরিকল্পনাতে আছে কার্যে পরিণত হয় নাই, যতশীঘ্র হয় ততই রেশম-শিল্পের পক্ষে মঙ্গল। আর একটা হল স্পান সিল্ক মিল করার কথা ছিল, বাংলাদেশে একটা স্পান সিল্ক মিল করা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কথা দিয়েছিলেন। এখন শুনছি মাদ্রাজে বা মহীশুরের ভোটের জোরে সে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। কিন্তু একটা স্পান সিল্ক মিলএ সিল্ক ওয়েস্ট হয়ে যতটা থাকে সেই সিল্কেও একটা মিল স্বচ্ছন্দে হতে পারে। সেইটে যাতে হয় তার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করব, যেন তারজন্য প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরা করেন। আর এখানে উন্নতধরনের চরকা না করলে খালি ফিলোচারে হবে না। সাধারণ কাটুনী যারা তাদের এখানে উন্নতধরনের চরখা না করলে খালি ফিলেচারে হবে না। সাধারণ কাটুনী যারা তাদের পক্ষে মুশকিল হবে। যদি রেশমশিল্পকে বাঁচাতে হয় তাহলে এইসব করতে হবে।

[4—4-10 p.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি অম্বর চরকা সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলব এবং সময় থাকলে মিডিয়াম সাইজ ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করব। আমি এখানে আজ ভূপতিবাবুর বক্তৃতা শুনে একটু বিস্মিত হয়ে গেছি। তার এই যে বইখানা Statement showing the progress of Development Schemes in the Second Five-Year Plan.

আমাদের দিয়েছেন সেই বইয়ের ৭৩ পৃষ্ঠায় তাঁরা লিখেছেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল খাদি এ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ড ১৯৫৮-৫৯ সালে এক হাজার লোককে অম্বর চরকায় সুতা কাটাতে শিখিয়েছেন, ৭,০০০ অম্বর চরকা তৈরি করেছেন এবং [illegible] মধ্যে এইসব চরকা বিতরণ করেছেন। কিন্তু তিনি যে বক্তৃতা পড়লেন তাতে আমার মনে হল যে তিনি যেন বললেন যে ৩২ হাজার অম্বর চরকা এই সময়ে তৈরি হয়েছে। তাঁর বক্তৃতা শুনতে হয়ত আমার ভুল হতে পারে। যাই হোক এই মুদ্রিত গ্রন্থই আমার আলোচনার ভিত্তি হবে। এই মুদ্রিত গ্রন্থে লিখেছেন যে স্টেট খাদি বোর্ড স্টেটের পক্ষ থেকে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি বিশেষ করে অম্বর চরকার কাজ করে স্টেট খাদি বোর্ড আলোচ্য বর্ষে, এক হাজার লোককে অম্বর চরকা চালাতে শিখিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে এই বোর্ড ৭ হাজার অম্বর চরকা তৈরি ক'রে বিতরণ করেছে। স্পীকার মহোদয়, আপনি ভাল করে জানেন যে অম্বর চরকা সাধারণ চরকার মত একটা সাধারণ যন্ত্র নয়।

আগে চরকার একটা টেকো থাকতো। যেকোন মানুষ সহজেই তা চালাতে পারত। তা চালানোর জন্য বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই অম্বর চরকা একটা জটিল যন্ত্র। তিনটা যন্ত্র মিলে একটা অম্বর চরকা গঠিত এবং এই চরকার চারটা টেকো। সুতরাং এ চরকা চালাতে শিখতে হলে একটা বিশেষ স্কুলে কমপক্ষে তিন মাস কঠোর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষা শেষে একটা পরীক্ষায় পাস করতে হয়। এই পরীক্ষায় ৮ ঘণ্টায় ৬ হ্যাঙ্ক সুতো কাটতে হয়। এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের এই অম্বর চরকা দেওয়া হয়—আর কাউকে দেওয়া হয় না। ৭ হাজার অম্বর চরকা বিতরণ করা হয়েছে এবং মাত্র এখানে এক হাজার লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম যে, ভূপতিবাবু এ বিষয়ে ভাল ক'রে জেনে কিছু বলবেন এবং সেজন্য আমি উৎসুক হয়েও ছিলাম। বরং তিনি একটা নতুন কথা বলেছেন যে খাদি বোর্ড তিন হাজার অম্বর চরকা তৈরি করেছেন অথচ এখানে লেখা আছে যে সাত হাজার অম্বর চরকা তৈরি করেছে। যাই হোক, যদি বোর্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় অম্বর চরকা চালান। অম্বর চরকা চালান হচ্ছে খাদি কমিশনের নেতৃত্বাধীনে। যদি কমিশন যে নিয়ম করেন সে নিয়ম অনুসারে বোর্ডকে চলতে হয়। খাদি কমিশন নিয়ম করেছেন যে অম্বর চরকা কাউকে মাগনা দেওয়া হবে না। আমরা অভয় আশ্রমের মাধ্যমে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজ করি। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। অম্বর চরকা কাউকে মাগনা দেওয়া হয় না। হায়ার পারচেস সিস্টেমএ অম্বর চরকা দেওয়া হয়। একটি অম্বর চরকার দাম ১২০ টাকা এই টাকা কাটনীকে পাঁচ বৎসরে সুতো দিয়ে শোধ করতে হয়। এজন্য খাদি কমিশন নিয়ম করে দিয়েছেন যে প্রতি মাসে প্রত্যেক কাটনীকে কমপক্ষে এত সুতো কাটতে হবে এবং তার এক-পঞ্চমাংশ বোর্ডকে দিতে হবে। এখন দেখা যাক স্টেট খাদি বোর্ড এই নিয়ম কতদূর পালন করছেন। এই পুস্তকে বলা হয়েছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর এই ছয় মাসে ২৫ হাজার গজ খাদি উৎপন্ন হয়েছে। এই ২৫ হাজার গজ সুতো নিশ্চয়ই এই সাত হাজার চরকা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যদি সাত হাজার চরকা ছয় মাসে ২৫ হাজার গজ সুতো উৎপন্ন করে থাকে তবে এক-একটা চরকা কমিশন কাউকে ইয়ার্স-এর নির্ধারিত মূল্য ধরলে মাসে চার আনা করে উপার্জন করতে পারে এবং আমি আগেই বলেছি যে চরকার দাম বাবত এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে —তাহলে চার আনার এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ তিন পয়সা করে এক-একটা চরকা বোর্ডকে দিতে পারে। ১২০ টাকা এক-একটা চরকার দাম যদি তিন পয়সা করে মাসে দেওয়া হয় তবে কত কালে যে এই দাম শোধ হবে তা ভগবান ছাড়া আর কেউ জানেন না। তারপর এই যে কাজ খাদি বোর্ড করে যে কাজ করতে বোর্ডকে টাকা খাদি কমিশন দেন, এবারে খাদি কমিশন দিয়েছেন মোট পাঁচ লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা। এই টাকা দুভাবে দেওয়া হয়েছে, প্রায় অর্ধেক লোন হিসাবে এবং প্রায় অর্ধেক গ্রান্ট হিসাবে। গ্রান্টের টাকাটা আর ফেরত দিতে হয় না, কিন্তু লোনের যে টাকা দেওয়া হয়েছে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা সেটা খাদি কমিশনকে ফেরত দিতেই হবে। আমরা যারা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করি, আমরাও খাদি কমিশন থেকে টাকা পাই—আমরা লোন রীতিমত কিস্তীতে কিস্তীতে শোধ করি এবং সেই টাকা আমরা রোজগার করে দিই, গভর্নমেন্ট তা দেয় না। কিন্তু খাদি বোর্ড গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান। খাদি বোর্ড যদি এই ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা শোধ না দিতে পারে—তা পারবেও না কারণ যেভাবে তারা কাজ করছে তাতে দুই লক্ষ কেন, দুই হাজার টাকাও শোধ দিতে পারবে না—তাহলে এইসব টাকা স্টেট গভর্নমেন্টকে দিতে হবে। কত বড় সাংঘাতিক কথা। এভাবে যদি স্টেট খাদি বোর্ড কাজ করে তাহলে যে উদ্দেশ্যে স্টেট খাদি বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং যেজন্য খাদি কমিশন এত উদার হস্তে টাকা দিয়েছেন এক বৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা—সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

[4-10—4-20 p.m.]

এইভাবে স্টেট খাদি বোর্ড কাজ করে খাদি প্রসারের কোন রকম সাহায্য করছে না। আমি খাদি ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি যদি সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে খাদি প্রসারে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে—আচার্য বিনোবাভাবে, যিনি সর্বোদয় সমাজের প্রবর্তক, তিনিই একথা বলেছেন যে, যদি আমাদের পুরানো ঐতিহ্য রক্ষা করে চলতে হয় তাহলে কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে কৃষির উন্নতি করতে হবে এবং গ্রামে গ্রামে চরকার প্রবর্তনও চালু করতে হবে। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি কারণ আমার তত্ত্বাবধানে অভয়াশ্রমের মাধ্যমে অনেক

চরকা চলছে এবং সেখানে বহু টাকার আমদানি হয় কোন কোন পরিবার আমার কাছ থেকে প্রতি মাসে ৫০-৫২ টাকা পর্যন্ত নিয়ে যায়। অনেক পরিবার এই চরকার মাধ্যমে তাদের জীবিকার্জন করছে। অনেক মেয়ে আজকাল চরকার মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করে সমাজজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

Sj. Jatindra Nath Sinha Sarkar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই শিল্প খাতে যে বরাদ্দ দাবি করা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করছি। পশ্চিমবঙ্গ গরীব প্রদেশ। আমাদের অর্থনৈতিক মানের উন্নতি করতে হলে শিল্প প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। আমাদের জাতীয় সরকার এদিকে বিশেষ নজর দিয়ে সকলের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। আমাদের উত্তর বাংলার এই ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, সেখানে বিভিন্ন রকমের সমস্যা রয়েছে, যেমন, ১৯৫২ সালের পর থেকে হয় ড্রট না হয় বন্যা লেগেই রয়েছে। এইসব কারণে কৃষিকার্য থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর, উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থান ও শিল্পসংস্থানের মাধ্যমে হতে পারে। তারপর উত্তর বাংলার নদীসমূহের অত্যাচারে অনেক আবাদী জমি নষ্ট হয়। আমি কুচবিহার সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে বড় শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। সেখানে যে ইক্ষু ফলের চাষ হয়। এই ইক্ষু থেকে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা হতে পারে এটা সরকারের পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কুচবিহারে র-মেটিরিয়ালস প্রচুর আছে। চিনির কারখানার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সেখানে চিনি কল নাই।

কাজেই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ এমন ধরনের একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে যাতে গড়ে ওঠে তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তা ছাড়া পাট যদি ভাল হয়, তাহলে পাটের কল, জুট মিল, হতে পারে, র-মেটিরিয়ালস থেকে পেপার মিল হতে পারে। কারণ, ঐ সমস্ত জায়গায় বাঁশ খুব উৎপন্ন হয়, তা দিয়েও পেপার মিল হতে পারে। এসকল ছাড়াও আমাদের ছোটখাট শিল্প গড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অল্প কয়েক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে বেশি লোককে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে যদি আমরা ছোট ধরনের শিল্প জায়গায় জায়গায় করতে পারি। এবং সেই জন্যই আমি বলেছি কুচবিহারের মত যায়গায় এইগুলির ব্যবস্থা হতে পারে—যেমন ছোট ছোট তাঁতের ব্যবস্থা হলে, তারা তাঁতের কাপড় তৈরি করে, সেগুলি বাজারে বিক্রয় না হলেও, তারা নিজেদের পরনের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারে। অনেকের ধারণা তাঁতের কাপড়-চোপড় এখন আমাদের ওখানকার বাজারে চলবে না। কারণ তাঁতের কাপড়গুলি সাধারণত এত ছোট ও মোটা হয়, যা বাজারে চলে না। কিন্তু আমি বলবো ওখানে যারা গরীব লোক বাস করছেন, তাঁরা নিজেদের পরনের কাপড়ের জন্য নিজেরাই তাঁত চালিয়ে ঐ ধরনের কাপড়চোপড় করে পরতে পারেন।

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Amarendra Nath Sarkar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিল্প এবং কুটিরশিল্পের ব্যয়বরাদ্দ সমর্থন করতে উঠে আমি মোটামুটি আমাদের যেসকল বৃহৎশিল্প চালু করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব এবং কুটিরশিল্প সম্পর্কে কিছু কিছু সাজেসন আমি মন্ত্রিমহোদয়ের কাছে রাখব, তিনি ভেবে দেখবেন সেগুলি কাজে লাগানো যায় কিনা।

কুটিরশিল্প সম্পর্কে আমার প্রথম সাজেসশন হচ্ছে, প্রত্যেক জেলাতে যে ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশন সেন্টার গঠন করা হচ্ছে, খুব ভাল কথা, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট রাখা যায়, তা হলে কুটিরশিল্পে যেসমস্ত ছোটখাটো মেসিনারিজ লাগে, তাকে উন্নত ক'রে আরও ভাল ব্যবস্থা করা যায়। এইসমস্ত ছোটখোটো মেসিনগুলিকে আরও উন্নত ধরনের করবার কোনরকম পথ আবিষ্কার করতে পারেন নি তার কারণ হচ্ছে যে, এমন কোন রিসার্চ ইনস্টিটিউট নেই যেখানে পরীক্ষামূলকভাবে জিনিসগুলিকে উন্নত করা যেতে পারে। যেমন পাওয়ারলুম মেসিনারি দরকার। এই তাঁতকে আরও উন্নত ধরনের করা যেতে পারে এবং আমরা দেখেছি কিছু কিছু লোক করেছেনও। কিন্তু তার প্রকৃত সুযোগ না থাকাতে সেই-সমস্ত তাঁত বা অন্য কোন মেসিন, যেমন ইলেকট্রিক মোটর—এই ইলেকট্রিক মোটরএর

রেভলিউশনকে কন্ট্রোল করার কোন উপায় বা যন্ত্র নেই। কিন্তু একটা ছোট যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে সেই মোটরএর রেভলিউশনকে কন্ট্রোল করা যেতে পারে। এই কাজে কলকাতার কোন কোন ভদ্রলোক অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু অর্থাভাবে ঠিকমত কাজ করতে পারছেন না। কুটির-শিল্পের যেসমস্ত যন্ত্রপাতি লাগে সেই সমস্ত যন্ত্রপাতিকে আরও উন্নত ধরনের করতে পারলে কুটিরশিল্পের প্রোডাকশন বেশি হবে এবং কস্ট অফ প্রোডাকশনও অনেক কম হবে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় যেসমস্ত বৃহৎশিল্প আমরা আরম্ভ করেছি তার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্য বীরভূম জেলায় আমেদপুরে চিনির কল হয়েছে। এই চিনির কল নিয়ে কিছুদিন আগে আমাদের বিধানসভায় আলোচনা হয় এবং অনেকে অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন এবং 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'য় এ সম্বন্ধে কিছু তথ্যও প্রকাশিত হয়, যার ফলে বাংলাদেশে বাঙ্গালীর প্রথম প্রচেষ্টায় খানিকটা আঘাত পড়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, বৃহৎশিল্পের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? এই প্রথম পদক্ষেপে যে আঘাত আমরা পেয়েছি, তার ফলে এই সংস্থার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা আপনার কাছে এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের কাছে নিবেদন করতে চাই। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই মিল সম্পর্কে যে মোটামুটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, তা যতদূর আমার মনে আছে, তাদের প্রধানতম অভিযোগ হচ্ছে এই মিলের সমস্ত সম্পত্তি দুবার মর্টগেজ দেওয়া হয়েছে। এটা সত্য যে, দুবার মর্টগেজ দেওয়া হয়েছে —একবার ভারত-সরকারের কাছে এবং আর একবার বাংলা-সরকারের কাছে—এইভাবে দুবার মর্টগেজ হয়েছে। কিন্তু এটা আইনবিরুদ্ধ নয়। যদি সেই সংস্থার সম্পত্তির মূল্য মর্টগেজ-এর মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। এর টোট্যাল অ্যাসেটস যা আছে, অন্তত ৩০-১২-১৯৫৮ সালে, তাতে ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দেখা যায়। মিলের মেসিনারি, ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং এ'রা তৈরি করেছেন, এবং তার এগেনস্টএ ঋণ করেছেন ২১ লক্ষ টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে ও ১০ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকারের কাছে এবং বাকি ১৫ লক্ষ টাকার যে গ্যারান্টি প্রাদেশিক সরকার দিয়েছেন সেটা ১৯৬৭ সালে পেমেন্ট করতে হবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যদি মিল পেমেন্ট করতে পারে তা হলে অর্ধেক মূল্য রিবেট হিসাবে ফেরত দেওয়া হবে। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনার কাছে এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের কাছে যে এই প্রচেষ্টা বাঙ্গালীর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে চলছে—একে ধাক্কা দেওয়া শোভন হবে না। এর হয়ত কিছু গলদ থাকতে পারে এবং সেই গলদ যদি আমরা একত্রে ব'সে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা ক'রে দূর করতে না পারি, তা হ'লে তা নিয়ে আরও জটিলতা সৃষ্টি হবে। সুতরাং যদি পরস্পরে আলোচনা ক'রে এর সংশোধন করতে পারি তা হ'লে আমার মনে হয় সেটাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা। সেইজন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি যে, আলোচ্য আমেদপুর সুগার মিল, যাতে সরকারের যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা আছে, সেখানে আমাদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের সকলের চেষ্টা করা দরকার।

Sj. Chaitan Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অনুর্বর জেলায় কৃষিকাজের যে অবস্থা তাতে নূতন শিল্পের পত্তন অতি জরুরি ছিল এবং এই জেলা শিল্পের অনুকূল ছিল। কয়লা কাছে আছে, খনিজ দ্রব্য কাছেই আছে এবং এই জেলাতেই বহু খনিজ দ্রব্য আছে। কিন্তু কোন চেষ্টা নেই। এখানে কাগজের শিল্প হ'তে পারে, লোহার শিল্প হ'তে পারে—এর ক্ষেত্রও কারিগর বহু রয়েছে। সিমেন্টের শিল্প হ'তে পারে, মার্বেল পাথরের শিল্প হ'তে পারে, আরও বহু কিছু শিল্প হ'তে পারে। কিন্তু শিল্পকে রূপ দেবার শিল্পীরই আজ অভাব। সেজন্য সব সুযোগ থেকেও আমাদের কিছু হচ্ছে না। আমাদের এখানে এক সম্প্রদায় আছে যারা নানারকম কারিগরি কাজ জানে, কিন্তু আজ অর্থাভাব হেতু তারা কিছু করতে পারছে না। অথচ অর্থ পেলে তারা নানারকম জিনিস তৈরি করতে পারত। দেশের লোক আজ কাজ পাচ্ছে না. দুর্গাপুরে পাচ্ছে না, আরও যেসব অন্যান্য জায়গা আছে সেখানেও পাচ্ছে না। আজকে সরকার তাঁদের বিভাগ থেকে যদি উপযুক্ত পরিমাণে টাকা দিয়ে ছোটখাট শিল্প করতে সাহায্য করেন তাহলে ভাল হয়, দেশেরও উন্নতি হতে পারে। কিন্তু তা না ক'রে এসে বলছেন, এত টাকা ব্যয় করছি। কোথায় ব্যয় করছেন, আমরা তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, দেশ রসাতলে গেলেই বা কি? দেশে খাদ্য নাই, অনাহারে অর্ধাহারে লোক মরছে, কিন্তু কি করছেন? কাজেই যাতে সত্যিকারের কাজ হয়, তাই করুন।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Bejoylal Chattopadhyay:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, মাত্র ৫ মিনিট সময় দিয়েছেন, তার মধ্যে দু-একটা বলতে চাই—বিশেষ ক'রে ঢেঁকিশিল্প সম্বন্ধে। আমার নির্বাচনকেন্দ্রের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে দেখেছি—গ্রামাঞ্চলে সহস্র সহস্র মেয়ে রয়েছে—যাদের একমাত্র উপজীবিকা হচ্ছে ঢেঁকিতে ধান ভানা। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনেকদিন আগে এই ব্যাপার নিয়ে চিঠি লিখি—আমার সেই চিঠির জবাবে তিনি আমাকে লেখেন—

"It appears from enquiry that in Bengal rice mills process only 12 lakh tons of paddy, small husking machines 9 lakh tons whereas the dhenkis process 50 lakh tons of paddy. Therefore, the dhenkis are still holding the field".

৫০ লক্ষ টন এই ঢেঁকিই ভেঙ্গে থাকে এবং সেইজন্য আপনি জানেন, মিঃ স্পীকার, স্যার, যে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে রাইস মিলিং কন্ট্রোল অ্যাক্ট করেছেন সে অ্যাক্টএ বলা হয়েছে যে, এর পরে নূতন লাইসেন্স দেবার বেলায় গভর্নমেন্টের হাতে ক্ষমতা থাকবে, কাকে লাইসেন্স দেবেন কি না দেবেন। এই রাইস মিলিং ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেশন অ্যাক্ট পাশ হবার পরে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে পুনরায় চিঠি লিখি এবং তিনি লেখেন—

"I made enquiries and find that the Rice Milling Industry Regulation Act has been passed by Parliament and it received the assent of the President on the 18th January, 1958. The Act will come into force on such date as the Central Government may fix

এবং তিনি একথাও লিখেছেন

It provides for the exercise of licensing powers by officers appointed by the Central Government and not by the State Government. I am, however, writing to the Central Government asking whether they would delegate to us the powers for licensing the rice mills".

আমি আপনার কাছে বিশেষ ক'রে এইটে বলতে চাই, স্পীকার মহোদয়, গ্রামে গ্রামে এই হালার মেসিনগুলি ঢুকে যেসমস্ত মেয়েরা ঢেঁকিকে আশ্রয় ক'রে কোনরকমে জীবিকানির্বাহ করত হালার মেসিনগুলি আজ সেই মেয়েদের জীবিকাহীন ক'রে তুলেছে। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব—রাইস মিলিং রেগুলেশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্ট যদিও সেন্ট্রাল অ্যাক্ট—যাতে বাংলাদেশে এই আইনের প্রয়োগের দ্বারা এই হালার মেসিনএর আক্রমণ থেকে গ্রামের মেয়েরা রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা যেন মুখ্যমন্ত্রী করেন। ডিস্ট্রিক্টএ যেসমস্ত অথরিটি আছেন তাঁরা এর লাইসেন্স দিতে মোটেই রাজি নন। কিন্তু খিড়কির দরজা দিয়ে এই লাইসেন্স দেওয়া হয়। [বিরোধী দল হইতে শুনুন, শুনুন।] আমি সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করব, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ অনাথা বিধবা মেয়েদের পক্ষ থেকে যে, এইসব হালার মেসিনএর দ্বারা যাতে মেয়েরা ভিখারিতে পরিণত না হয় সেদিকে যেন তিনি দৃষ্টি রাখেন। লাইসেন্স হয়ত দিতে হবে কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে লাইসেন্স দেওয়া হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করছি।

তারপর আমাদের করিমপুর অঞ্চলে প্রায় ৫০০ শঙ্খশিল্পী পরিবার আছেন। এঁদের মধ্যে ১০০ হচ্ছেন উদ্বাস্তু পরিবার। এই পরিবারগুলি যাতে ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল পেতে পারেন তার জন্য রাজ্যসরকারকে অবহিত করছি। ইতোমধ্যে ভূপতিবাবু বলেছেন, সিলোন থেকে শাঁখ আনাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করব—সিলোন থেকে কাঁচামাল হিসেবে যাতে এদেশে শঙ্খ আসে তার জন্য তাড়াতাড়ি করতে। আপনি জানেন, আমাদের বাংলাদেশে সাড়ে বারো হাজার শিল্পী এই শঙ্খকে আশ্রয় ক'রে জীবিকা নির্বাহ করছে। আপনি জানেন, এই [illegible] দাম কি রকম বেড়েছে। ১৯৪০ সালে এক হাজার শঙ্খের দাম ছিল ২১১ টাকা, সে জায়গায় হাজার করা দাম হয়েছে ১,০৭৬ টাকা। যেখানে কাঁচামালের দাম এত বেশি সেখানে শঙ্খের জিনিস তৈরি করতে অনেক বেশি দাম পড়ে যায়। আমাদের বাংলাদেশের মা-বোনেরা গরিব, দাম বেশি হ'লে তাঁরা কিনতে পারবেন না। সেইজন্য শঙ্খশিল্পীদের বাঁচাবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত এবং তার জন্য কুটিরশিল্প-মন্ত্রীকে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করছি।

দ্বিতীয় কথা, আমি শুনেছি, মুখ্যমন্ত্রীই হয়ত বলেছেন যে, পুস্তকের উপর থেকে সেল্‌স ট্যাক্স উঠে গেছে। আমি অনুরোধ করব, শঙ্খশিল্পের উপর থেকেও যাতে সেল্‌স ট্যাক্স উঠে যায় তার জন্য যেন মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করেন।

তারপর, আমার বাড়ি কৃষ্ণনগরে, স্পীকার মহাশয়, আপনার বাড়িও নদিয়ায়। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প পৃথিবীবিখ্যাত। সেই মৃৎশিল্পকে রক্ষা করতে হবে। সেজন্য কুটিরশিল্পমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি এবং তার উপর থেকেও যাতে সেল্‌স ট্যাক্স উঠে যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য মন্ত্রিমহাশয় তথা সরকারকে অনুরোধ করছি।

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

স্পীকার মহাশয়, আমি লৌহ ও পিতলশিল্প সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে শিল্পবিভাগের হাতে কাঁচামালের বিতরণব্যবস্থা নাই সেটা হচ্ছে সিভিল সাপ্লাই বিভাগের হাতে। এতে একটা দারুন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সারা বাংলায় লৌহ, পিতল-শিল্পের যেসব ছোটবড় মাঝারি ধরনের কারখানা আছে তাদের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ হাজার। এবং এই শিল্পদুটিতে যেসমস্ত শ্রমিক আছে তাদের সংখ্যা আড়াই থেকে তিন লাখ হবে। এদের একটা প্রধান সমস্যা ও সংকট কাঁচামাল পাবার পক্ষে অনিশ্চয়তা। লৌহশিল্প সম্বন্ধে বলছি—রোলিং হবার পূর্ব পর্যন্ত সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাঁচামাল আছে। রোলিং হবার পর আর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। আপনারা কাগজপত্রে দেখছেন নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসল যা তার কোন খোঁজখবর আপনারা পান না। আপনারা দেখুন—বাংলাদেশের যা কোটা আছে, সেই কোটার ৪-৫ গুণ বেশি মাল বাজারে পাবেন। কারণ কাঁচা লোহা টুকরা লোহা যেখানে ২০ হাজার টনের কোটা দেওয়া আছে, সেখানে এক লক্ষ করা হ'লেও নিয়ন্ত্রণের দর আছে ৬৪৫ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত কিন্তু সেই কোটা পারমিট নিয়ন্ত্রণের দরে খুব কম দেওয়া হচ্ছে, ৫ পারসেন্ট কি ৬ পারসেন্টএর বেশি নয়, এবং যাদের দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা হলেন বিশেষ ধরনের লোক এবং সরকারের অনুগৃহীত লোক। এই ধরনের যারা তাদেরই ৬৪৫—৭০০ পর্যন্ত দরে দেওয়া হচ্ছে। তার পরে কোটার আর শতকরা ৯৪ ভাগ তা নিয়ে নানারকম চক্রান্ত করা হচ্ছে। যারা হোলসেল ডিলার, বড় বড় কালোয়ার, তার ঘরে পারমিট গিয়ে পৌঁছায় ৬০ বা ৯০ দিনের মধ্যে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকমের ৬০ বা ৯০ দিনের মধ্যে পারমিট হোলসেলএর কাছে দেওয়া সত্ত্বেও তারা টালবাহানা ক'রে মাল দিলে না, তারা ৯০ দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই ৬৪৫ টাকা টন প্রতি দামের যে মাল আছে সেটা ১২০০—১৪০০ টাকায় বিক্রি করতে পারে। পারমিটএর মূল্য হ'ল ৬৪৫ টাকা, কিন্তু ঐ ৬৪৫ টাকায় যে মাল উৎপাদিত হয় তার সঙ্গে আরও কিছু যায় আসে।

[4-40—4-50 p.m.]

এইভাবে বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাদের মালে ৫০ টাকা টনে যদি লাভ হয় তো খুব বেশি লাভ হ'ল। এইভাবে লৌহশিল্পীদের মধ্যে একটা দারুণ সংকট এসে গেছে। আপনি যদি চালতাবাগানে যান তা হলে দেখবেন যে, সেখানে বিনা পারমিটে আপনি হাজার হাজার টন মাল পাবেন এবং যখন চালান চাইবেন তখন আর মাল পাবেন না। এইরকম কয়েকটা কালোয়ারের নাম আমি সংগ্রহ করেছি। আপনি দেখবেন যে, সেখানে উইদাউট পারমিটে আপনি হাজার হাজার টন মাল পাবেন। বাংলার জন্য হয়ত ২০।২৫ হাজার টন আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি মাল পাওয়া যাবে। এইরকমভাবে বাংলাদেশে গোপন ব্যবসা চলছে। এইরকম লৌহশিল্পীদের নাম—মথুরাপ্রসাদ টেৎরাম, তুলসীপ্রসাদ ইত্যাদি এইভাবেই লোহার ব্যাপারে চোরাকারবার চলছে এবং আমরা যদি হিসাব ক'রে দেখি তা হ'লে দেখব যে, তারা প্রায় ২।৩ কোটি টাকা লুঠ করছে, কারণ তারা ৭০।৭৫ হাজার টন লোহা বিক্রি করছে। এর ফলে লৌহশিল্পীরা আজ একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। আমার মনে হয় এই সম্পর্কে একটা এনকোয়ারি কমিটি বসানো উচিত এবং এইরকম ঘটনা ঘটছে কিনা সেটা দেখা উচিত। বড়বাজারে এইরকম ঘটনা প্রকাশ্যে হচ্ছে। সেখানে তারা কেস পেমেন্ট ছাড়া চেক পেমেন্ট বা অন্য কোন পেমেন্ট নিচ্ছে না, কারণ তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। আপনারা যদি আগেই টাকাপয়সা দিয়ে আসেন তা হলে বিনা চালানে রাত্রে লরি বোঝাই ক'রে আপনার ঘরে মাল এসে পৌঁছাবে। কিন্তু আপনি নিয়ন্ত্রিত দরে মাল পাবেন না। তারপর

কোটার ব্যাপারে বলি যে, যাঁরা ৪০।৫০ বছর কারবার করছেন তাঁদের কোনরকম কোটা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ যারা বিশেষ ধরনের লোক হয় তাদেরই কোটা দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে জেলা কংগ্রেস সেক্রেটারি, কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সই এবং এ'দের উপরে প্রফুল্লবাবুর সই না হলে কোটা নির্ধারণ করা যাবে না। ৫ টন লোহার কোটার অর্থ হচ্ছে [illegible] কাছে ২ হাজার টাকা। এইভাবে কোটা এবং পারমিট নিয়ে নানারকম বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ভূপতিবাবুর হাতে যেখানে কাঁচামালের ব্যবস্থা নেই সেখানে উনি কি ক'রে যে ছোট এবং মাঝারিশিল্পের উন্নয়ন করবেন তা আমরা বুঝতে পারি না। এই লৌহশিল্পীদের অবস্থার যদি উন্নতি করতে হয় তা হলে তাদের কাঁচামালের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে এবং কংগ্রেস সেক্রেটারি বা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বা প্রফুল্লবাবুর সই না হলে যে কাঁচামাল পাওয়া যাবে না এই নীতিরও পরিবর্তন করা বিশেষভাবে দরকার আছে। তা ছাড়া এই কোটা বা পারমিটের ব্যাবস্থা করার জন্য বড়বাজারে গিয়ে দেখবেন যে, খদ্দরপরা বহু দালাল আছে, তারা বলে যে, এত মালের পারমিট দেব আগে অগ্রিম টাকা দাও। এইভাবে তারা অনেক ছোট ছোট [illegible] ঠকাচ্ছে।

তারপর আমি পিতলশিল্পের সম্বন্ধে বলব। পিতলশিল্পে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার অঞ্চলে মহেশতলা কেন্দ্রে প্রায় হাজার খানেক লোক পিতলশিল্পে কাজ করে এবং প্রায় ৫০-৬০টা ছোট ছোট কারখানা আছে। আগে পিতল কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু গত ২ মাস যাবত একেবারে পিতল পাওয়া যাচ্ছে না এবং পিতলশিল্পের কারখানাগুলি বন্ধ রয়েছে. সেখানকার শ্রমিকরা বেকার হয়ে রয়েছে। এর একচেটিয়া উৎপাদক হচ্ছে ইন্ডিয়া কপার কর্পোরেশন, তাদের মাল বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে এবং গিলান্ডার হচ্ছে তার হোলসেল ডিলার —সাব-ডিলারও বহু আছে। যেখানে ২।৩ মাস আগে এক হন্দর মালের দাম ছিল ১৫৫ টাকা থেকে ১৬০ টাকা পর্যন্ত সেখানে আজকে সেটা ২২০ টাকা থেকে ২০৩ টাকা হয়েছে। কাঁচামাল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না এবং যা সামান্য আছে সেখানে ঐরকম আগে টাকা দিয়ে দিতে হবে তার পরে মাল পাওয়া যাবে—এই হচ্ছে অবস্থা। যদি পিতলশিল্পের উন্নতি করতে হয় তা হ'লে কাঁচামালের ব্যবস্থা আগে করতে হবে এবং আমি দাবি করছি যে, এই কাঁচামালের ব্যবস্থা শিল্পবিভাগের হাতে দেওয়া হোক, কারণ সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতির কথা সবায়ের জানা আছে।

[At this stage the Speaker having reached time limit resumed his seat.]

Sj. Bhabaniranjan Panja:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সর্বপ্রথমেই ব'লে রাখি মন্ত্রিমহাশয় শিল্পখাতে যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তাকে আমি পুরোপুরিভাবে সমর্থন করছি তার কারণ পশ্চিম বাংলাকে জটিল সমস্যা জর্জরিত রাজ্য বলা হয়। আমি বিশ্বাস করি, এইসমস্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান শিল্পায়ন বাদে করা সম্ভব নয়। আমি গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছি, কাজেই আমার বক্তৃতায় গ্রামের অবস্থার কিছু প্রতিফলন হবে। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, স্পীকার মহাশয়, আপনাকে জানাতে পারি যে, গাঁয়ে যেসমস্ত লোক বাস করে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম শ্রেণী হচ্ছে, যারা একান্তভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে, দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে যারা আংশিকভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে এবং তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে যারা মোটেই কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে না—কামার কুমোর, শাঁখারি মুচি, ডোম ইত্যাদি যারা একান্তভাবে বৃত্তিজীবী। আমি প্রথমে তৃতীয় শ্রেণীর কথা আপনার কাছে নিবেদন করব যে, এদের সমস্ত শিল্পে আজ যে-কোন কারণেই হোক ভাঁটা এসে পড়েছে। ফলে তারা শিল্প থেকে বিচ্যুত হয়ে আজকে কৃষির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই আজ কেবল জাতচাষীরা চাষী নয়, কামার, কুমার, কুমোর ইত্যাদি অন্যান্য বৃত্তিজীবীরাও আজ চাষের মধ্যে এসে পড়েছে যার ফলে আমাদের গ্রামে জমির বিঘাপ্রতি মূল্য দাঁড়িয়েছে দু' হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত। চাষী ছাড়া অন্যান্য লোকও আজকে চাষে এসে ভিড় জমাবার ফলে কৃষিজাত পণ্যের যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তা নয়; যাদের কৃষিজমি ছিল তারা ক্রমশ উচ্চ-মূল্যের লোভে সমস্ত জমিজায়গা বেহাত ক'রে ফেলছে এবং নিজেরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত

হ'তে চলেছে। আমাদের জনপ্রিয় সরকার ভূমিহীন কৃষকদের জমি দেবার জন্য নানারকম আইন-কানুন প্রণয়ন করছেন—তাঁদের চেষ্টা হয়ত সফল হবে কিন্তু ইকনমিক হোল্ডিং করার জন্য যতই আইনকানুন করুন না কেন, তার ফলে কিছু কিছু ইকনমিক হোল্ডিং হ'লেও তাতে ইকনমিক হোল্ডিং আর ইকনমিক থাকবে না সেগুলি আনইকনমিক হোল্ডিং হ'তে বাধ্য। সেখানে একটা জিনিস হ'তে পারে ইনটেনসিভ কাল্টিভেশন—

[4-50—5 p.m.]

আমাদের দেশে ইনটেনসিভ কাল্টিভেশনএর প্রতি নজর দেবার জন্য আমি রাজ্যসরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আইনকানুন ক'রে ক্ষান্ত থাকলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না—কার্যক্ষেত্রে আমাদের সকলের এগিয়ে আসতে হবে। আমি এখানে একটা শিল্পের কথা উল্লেখ করব যা নাকি আমাদের দাশপুর অঞ্চলে অনেকেই জীবিকার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। যেমন, চিরুনিশিল্প, আমি সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি—তাঁরা বাজেটে এ শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থবরাদ্দ করেছেন। চিরুনি আমাদের অঞ্চলের প্রধান শিল্প—অবশ্য প্লাস্টিক দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতায় এই শিল্প বর্তমানে আশানুরূপ অগ্রগতি ও জনপ্রিয়তালাভ করতে পারছে না, তা হলেও এই শিল্পের প্রসারকল্পে সরকারও যে বরাদ্দ করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু একটা কথা না বললে আমার কর্তব্যহানি হবে—সেটার প্রতি আমি মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—চিরুনিশিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের একটা বড় অভিযোগ হচ্ছে এই যে, তারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাঁচামাল পান না এবং কাঁচামালের না পাওয়ার ফলে এইসব নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক—তাঁরা চিরুনিশিল্পের উৎপাদনের দ্বারা আশানুরূপ মুনাফা পায় না। এদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Haridas Dey:

মিঃ স্পীকার মহাশয়, কুটিরশিল্পে যে অর্থ বরাদ্দ ধরা হয়েছে আমি তা সমর্থন করছি। আমি মনে করি, আরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল। এই খাতে বলতে গিয়ে আমাদের একজন বন্ধু বলেছেন আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি শিক্ষা সেরকম হচ্ছে না। আমাদের ওখানে একটা উইভিং স্কুল চলে, সেটা যাতে ভালভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য এই বছর সরকার হাতে নিয়েছেন। আমি এজন্য মন্ত্রিমহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য নানাভাবে এই শিল্পকে সাহায্য করছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস উল্লেখ করা দরকার—আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছোট ছোট গ্রামীণ শিল্পগুলি যা লয়-প্রাপ্ত হচ্ছে সেগুলিকে এখনো সম্পূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয় নি। যেমন, মৃৎশিল্প —আগে আমরা দেখেছি পল্লীগ্রামে মাটির হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি ব্যবহার হ'ত—এখন উঠে গিয়েছে। তারপর, কৃষ্ণনগরের পুতুল—কুম্ভকার শ্রেণী এই ব্যবসাতে জীবিকানির্বাহ করত, এখন তারাও বেকার হয়ে যাচ্ছে। আমি আর-একটা শিল্পের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব—তাঁত-শিল্প—আমাদের দেশে যে বস্ত্র প্রয়োজন হবে তার এক-তৃতীয়াংশ এই তাঁতশিল্প থেকে উৎপাদিত হয়। সরকার এই শিল্পকে সাহায্য করছেন আমি জানি, কিন্তু শিল্পবিভাগের কর্মচারীদের গাফিলতির জন্যই হোক, ঔদাসীন্যের জন্যই হোক আর স্টাফ কম থাকার দরুনই হোক, বস্ত্রশিল্পীরা ঠিক সময়মত সাহায্য পায় না—যার জন্য টাকা স্যাংশন হ'লেও শেষ পর্যন্ত বরবাদ হয়ে যায়। আমি একটা উদাহরণ দেব—

আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইন্ডাস্ট্রিতে স্টেট হেল্প টু ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আছে। সেখানে যে সাহায্য করা হয় তা পাওয়ার জন্য আমাদের ওখান থেকে একটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯৫৬ সালে দরখাস্ত করেছিল, আজ পর্যন্ত তার কিছুই হ'ল না। অনেকবার তদন্ত করেছেন, লোক্যাল অফিসার কি করছেন না করছেন বুঝা যায় না। একজন অফিসার বদলে যাচ্ছেন তাঁর জায়গায় আর একজন আসছেন, নতুন যিনি আসছেন তিনি এসে বলছেন—আমি আবার সব তদন্ত ক'রে দেখব—এইভাবে সময় চ'লে যাচ্ছে। মন্ত্রিমহাশয়কে আমি অনুরোধ করব, তিনি যেন এটা দেখেন যে, যাঁরা সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেন তাঁরা সময়মত এই সাহায্য পান।

তাঁত শিল্পের জন্য এ বছর ১৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। মন্ত্রিমহাশয় একদিন বলেছিলেন আমাদের পশ্চিম বাংলায় যে সুতা লাগে তার শতকরা ৮০ ভাগ যোগান [illegible]

থেকে আসে। এই অবস্থার প্রতিকার করবার জন্যে ২ লক্ষ টাকু বসিয়ে সূতা করবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু যতদিন এটা কার্যত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তাঁতীরা যাতে সরাসরি সরকারের মাধ্যমে সূতা পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করলে সুবিধা হ'তে পারে। এখানে আর একটি কথা বলব যে, তাঁত বস্ত্রের চাহিদার জন্য সার্বসিডি দেওয়া হয়, রিবেট যেটা দেওয়া হয় সেটা সোসাইটির আওতায় যেসমস্ত তাঁতী আছে তারা পায় কিন্তু অধিকাংশ তাঁতী এই সোসাইটির বাইরে আছে তাদের যে কাপড় বিক্রি হয় তার উপর কোন রিবেট পাওয়া যায় না। এজন্যে বাইরের তাঁতীদের কাপড় যা বিক্রি হয় তার পরিমাণ ক'মে যায়, যাতে সেখানেও রিবেটএর সুযোগ মেলে সেদিকে যেন মন্ত্রিমহাশয় নজর দেন।

Sj. Ledu Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে বেকার বসে থাকে অথচ সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় ক'রে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করছেন। গান্ধীজী সর্বসময়ে বলতেন, এদেশে কুটিরশিল্পের উন্নতি না হ'লে কর্মসংস্থানের সমস্যা মিটবে না। আজ গান্ধীজী চলে গেছেন, কিন্তু কথায় কথায় যাঁরা তাঁর নাম নেন তাঁরা কার্যত তাঁর উপদেশ মেনে চলছেন না।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৫৭ সালের নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে কেবিনেট ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল যে, এই ডিপার্টমেন্টএর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ৭ জন ডেপুটি ডিরেক্টর এবং ১০ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটি ডিরেক্টর নিয়োগ করা হবে। কিন্তু সেবারের বাজেটে ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে তার কোন প্রভিশন ছিল না এবং ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টএর তরফ থেকে কোন স্যাংশন না নিয়ে তাঁরা পি এস সি-র কাছে বললেন, আপনারা এই পোস্টগুলি অ্যাডভার্টাইজ করুন এবং লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করুন। সেইভাবে পি এস সি অ্যাডভার্টাইজ করলেন—ডিপার্টমেন্ট এবং বাইরের অনেকে দরখাস্ত করলেন এবং ১৭ দিন ধ'রে তাঁরা ইন্টারভিউ নিলেন, তাঁদের সিলেক্টেড এবং রেকমেন্ডেড লিস্ট মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে তাঁরা পাঠালেন এবং বিভাগীয় মন্ত্রী তা অ্যাপ্রুভ করলেন। তখনও পর্যন্ত জানতেন না যে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টএর কোন অ্যাপ্রুভ্যাল দেয় নি—এতে নানারকম অসঙ্গতি দেখা গেল। সিলেকশন বোর্ডএ যখন ইন্টারভিউ চলছিল তখন প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ডিপার্টমেন্টাল হেডস সেখানে উপস্থিত থাকতে পারলেন না। দেখা গেল এই ডিপার্টমেন্টের যিনি সেক্রেটারি তিনি প্রতিদিন আসেন। যখন নতুন পদ সৃষ্টি হ'ল তখন তাঁর ডিউটিজ কি হবে, ফাংসানস কি হবে তা আগে ডিফাইন এবং অ্যালট করা দরকার। এক্ষেত্রে দেখা গেল যখন পি এস সি থেকে তাঁদের নমিনেশন পাঠিয়ে দিলেন তার পরে এই পদের লোকদের কি কাজ হবে, কি ডিউটিজ হবে, ফাংসনস হবে একথা তাঁদের মাথায় এল এবং তা অ্যালট করার চেষ্টা হ'ল। জুন, ১৯৫৮এ তাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠানো হ'ল—পাঁচ তারিখে অনেকে জয়েন করলেন। তখনও পর্যন্ত দেখা গেল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কোন অ্যাপ্রুভ্যাল দেয় নি। কেবিনেট ডিসিশন হ'ল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ১৭ পোস্ট অ্যাডভার্টাইজ করলেও ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট মাত্র ১২ জনের ব্যাপারে স্যাংশন দিলেন আর পাঁচ জনের এই স্যাংশন হ'ল না এবং সেই ভেকেন্সিজ রয়েছে। আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই এক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম কেন হ'ল। আরও বলতে হবে, এই ডিপার্টমেন্টের কতকগুলি পোস্টে যেসমস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কেসগুলি পি এস সি-এর কাছে কেন রেফার করা হয় নি। শ্রী এস সি মিত্র, ডেপুটি

[5—5-10 p.m.]

ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ, যাঁর পে স্কেল ৩৫০ থেকে ১,২০০—তাঁর কেস পি এস সি-এর সামনে আনা হ'ল না। ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ—স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজএর পোস্টএ থাকাকালীন তাকে পি এস সি-র সামনে হাজির করানো হয়েছিল। কিন্তু পি এস সি তাঁকে রেকমেন্ড করতে পারেন নি এবং তিনি সিলেক্টেড হন নি। যদিও তিনি ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হয়েছেন, রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন তাঁর নেই এবং তাঁর কেস ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ রেকমেন্ড করেন নি। এই রেকমেন্ডেশন না থাকা সত্ত্বেও এবং পি এস সি তাঁকে রেকমেন্ড করেন নি, তাঁর উপযুক্ত কোয়ালিফিকেশন নেই তবুও শ্রী এস সি

সেই পোস্টে ব'সে আছেন। তার পর শ্রী এম সি পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, তাঁকে অন মেরিট প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল, প্রমোশন দিয়ে তাঁকে ডেপ্‌টি ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ করা হয় এবং সেখানে তিনি কাজ চালালেন। শ্রী এন কে বিশ্বাস যখন আই এ এস হয়ে চ'লে গেলেন, তখন থেকে শ্রী পাল তাঁর জায়গায় অফিসিয়েট করছেন। তাঁর কেস বার বার রেকমেন্ড করা সত্ত্বেও তাঁকে পার্মানেন্টলি নেবার জন্য রেকমেন্ড করা সত্ত্বেও ইন ফাইল নং ৮ই-৮৫।৫৭ সেখানে বলা হয়েছে—

"Shri Pal has been officiating in this post since the 12th May 1957 when Shri N. K. Biswas joined I.A.S. cadre. His selection to this post was made on merit and past service rendered. During these nine months he has been officiating, he had been shouldering very heavy responsibility and has been working very creditably. I therefore strongly recommend that he be confirmed in this post."

ইন দিস পোস্ট ডিপার্টমেন্টাল হেডএর এইভাবে রেকমেন্ডেশন থাকা সত্ত্বেও সেখানে তাঁকে নিয়োগ করা হ'ল না। এর পর তিনি নতুন পোস্টে অ্যাপয়েন্টমেন্টএর জন্যে পি এস সি-র সামনে অ্যাপিয়ার হলেন। পি এস সি কর্তৃক তিনি সেখানে সিলেক্টেড হলেন এবং স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজএর ডেপ্‌টি ডিরেক্টর হলেন, এটা টেম্পোরারি পোস্ট; কিন্তু যিনি সেই পোস্টএর জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে সাকসেসফুল হ'তে পারলেন না। গভর্নমেন্ট তাঁকে পার্মানেন্ট পোস্টটিতে রেখে দিয়েছেন। এরকম অসঙ্গতি আমি ওই ডিপার্টমেন্টে আরও কতকগ্‌লি দেখাতে পারি—যেমন শ্রী বি বি পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, এই পোস্টের জন্য প্রেসক্রাইবড কোয়ালিফিকেশন যা তা তাঁর নেই এবং সেই পোস্ট আজ পর্যন্ত পি এস সি-র সামনে উপস্থিত করা হয় নি; তা সত্ত্বেও তিনি কি ক'রে এই পদে আছেন জানি না এবং শ্রী বিশ্বাসের কথা পি এস সি-র সামনে উত্থাপন করা হয় নি। তা সত্ত্বেও তিনি কি করে ঐ পোস্টে বসে আছেন—২৫০-৭৫০ টাকা স্কেলএ? পি এস সিতে রিপোর্ট না করেই বসে আছেন, রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশনও নাই। শ্রী সুর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ২৫০—৭৫০ টাকা মাইনে—প্রথমে স্পেশাল অফিসার ছিলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কার্নাট্রিস—সেটা গেজেটেড এবং স্কেল ছিল ২০০—৪৫০ টাকা। তিনি স্পেশাল অফিসার দ্‌ বছর ছিলেন তব্‌ও পি এস সি-তে রেফার করা হয় নি এবং পি এস সি-তে রেফার না করেই দ্‌ বছর কাজ করছে এবং এখন তাকে অ্যাসিস্টান্ট ডাইরেক্টর করেছেন কিন্তু পি এস সি-তে কেস যায় নি, রিকুসাইট কোয়ালিফিকেশনও নাই। স্পেশাল অফিসার সিল্ক-এর প্রেসক্রাইবড কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার কিন্তু তার নাই। স্পেশাল অফিসার-এর পোস্ট অ্যাডভার্টাইজ করা হয় নি। ওয়ার্কস ম্যানেজার, কল্যাণী এস্টেটস পি মুখার্জি তার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা- তারও কেসও পি এস সিতে উত্থাপন করা হয় নি তিনি হলেন

son in law of Pulin Banerjee, Deputy Secretary

এগ্‌লি বিধানচন্দ্র রায়ের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় বা নিয়মমত পি এস সিতে উত্থাপন করা হয় নি, কোন কোয়ালিফিকেশন নাই অথচ পোস্টএ বসে আছে এসব বিষয়ে একট্‌ দৃষ্টি দেবেন এবং এর একটা বন্দোবস্ত করুন।

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এত রকম উত্তর দেবার প্রয়োজন যে সেই উত্তরগ্‌লি দিতে গেলে বিশদভাবে, অনেক সময় প্রয়োজন যা আপনি দেবেন না। যতখানি সম্ভব একট্‌ একট্‌ করে স্পর্শ করে যাই। ডাঃ রণেন সেন অনেকগ্‌লি কথা বলেছেন গোড়াতেই যার উত্তর তিনি দাবী করেছেন। একে সরকার ইন্ডাস্ট্রিস সম্বন্ধে যা বলেছেন—সেখানে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি এবং ৬ মাসের মধ্যে ৩০ হাজার টাকা লাভও হয়েছে তব্‌ও ম্‌ল্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে মনে হয় তাঁর সংবাদ বোধ হয় অনেক আগেকার। দ্‌ বৎসর ম্‌ল্য দেবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে তৃতীয়বার ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসার-এর মত নিয়ে ম্‌ল্য দেওয়া হয়েছে। স্‌তরাং সেখানে স্থানীয় ম্‌ল্য নির্ধারণের যার ক্ষমতা, তার কাছ থেকে ঘটেছে এটা অন্য কেউ করে নি এবং আজকে কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং কাজ এগিয়ে চলেছে। তারপর তিনি আর একটা বলেছেন সিরামিন সম্বন্ধে। তাতে তিনি শ্‌নে খ্‌সী হবেন যে আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে

যাতে বি এস সি টেক করা হয় অলরেডি লিখেছি। যেমন দুটো টেক্সটাইল কলেজ হয়েছে শ্রীরামপুরে এবং বহরমপুরে, যেমন ট্যানারি করা হয়েছে তেমনি এটাকে আপগ্রেড করার জন্য আমরা লিখেছি। বেলটিং সম্বন্ধে তিনি যেটা বলেছেন মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট ক্যাপাসিটি আজও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দেন নি। আপনারা জানেন ইন্ডাস্ট্রির স্যাংকশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে নেওয়া হয়, তারা যেটা মনে করেন যে স্যাচুরেশন পয়েন্টে এসেছে, ক্যাপাসিটি বাড়তে চান না, তারা সেটা দেন না। চাবি তালা সম্বন্ধে যা বলেছেন আমাকে তার একটা নমুনা পাঠিয়েছিল তাতে একবার একটা গোলমাল হয়েছিল যে জন্য একটু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা ব্যবসাক্ষেত্রে চলে না।

[5-10—5-20 p.m.]

এখন এটার পার্টসগুলো এসেম্বল করা হয়। আর জিনিস যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে। অন্যান্য তালার তুলনায় জিনিসও যেমন ভাল, দামও তেমনি সঙ্গত।

তিনি আর একটা বলেছেন—শঙ্খের কথা। যা বলছি তাতে একসঙ্গে [illegible], শঙ্খ সম্বন্ধীয় কথার উত্তর হবে—কেন না, শঙ্খের প্রস্তাব অনেকে এনেছেন। শঙ্খ যেগুলি ভাল জিনিস আসত, তা সিংহল থেকেই আসত। সিংহল বন্ধ কোরে দেয়; তার পরে শুধু মাদ্রাজ থেকেই আসে। মাদ্রাজে যে শঙ্খ ওঠে তাতে মাদ্রাজের নিজের প্রয়োজন মত রেখে তারপর বাংলায় আসতে দেয়। এর জন্য শঙ্খের দাম বেড়েছে এবং আমাদের পছন্দমত মালও উৎপন্ন হয় না। এখন ফরেন কারেন্সির ব্যাপার তাই আমরা বলছি সিংহল থেকে যদি সরাসরি আমদানী করবার পারমিশন পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের মাদ্রাজের সঙ্গে আর মূল্য নিয়ে যে সংঘাত চলছে তা থেকে রক্ষা পাই। দাম সুবিধা হবে, জিনিসও ভাল হবে। মাদ্রাজ যন্ত্র ব্যবহার করছে। সুতরাং এখানে যদি হাতে করাত দিয়ে কাটা হয়, তাহলে শঙ্খশিল্পীরা টিঁকতে পারবে না। এজন্য আমাদের কতকগুলি সতর্কবাণী দেওয়া দেওয়া উচিত। যদি প্রত্যেকের নিজের নিজের বাড়িতে শঙ্খ চালাতে পারেন, তাহলে এটা চলবে। কিন্তু এখন রুচি বদলে গেছে, সেইজন্যও শঙ্খ তেমন চলছে না। সে সঙ্গে এটাও বলি যে, যদি যন্ত্রে কাটা না হয়, তাহলে মাদ্রাজের সঙ্গে কম্পিটিশনে পারা যাবে না। কিছু কিছু আংশিক যন্ত্রে কাটা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের এখানে রিয়ালিসটিক হতে হবে। আমরা যদি পুরাতন ভাবে চালি তাহলে আজ এই যুগে যন্ত্র ব্যবহার না করলে অনেক জিনিস এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। কাজেই আগে থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। তা না হলে সকলকে বাঁচান সম্ভব হবে না। তবে আমরা সিংহল থেকে ভাল শঙ্খ আমদানী করবার চেষ্টা করছি। (জনৈক সদস্য, সেজন্য তাড়াতাড়ি করুন) এটা আমাদের হাতে নাই। সেখানে ফরেন কারেন্সির প্রশ্ন আছে, এবং সেটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের অনুমতি ছাড়া করা যেতে পারে না। আমরা তো সেজন্য চেষ্টা করছি। আর সিলোন এখন রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে, তার নিজের ইন্টারেস্টে।

আর একটা অপথ্যালমিক গ্লাস সম্বন্ধে সংবাদ যা নিয়েছি তাতে বলতে পারি ১৫ দিন পূর্বে ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে যে চিঠি চলেছে তাতে কোনরকম সংবাদ নেই। এটা আরও পিছিয়ে যাবে। তিনি যা বলেছিলেন তা আমি বলতে পারব না। কারণ ও বইটা আমার সামনে নাই, কিন্তু ১৫ দিন আগেও চিঠিপত্র দিয়েছি তাতে এখন দেখতে পাচ্ছি কাজ এগিয়ে চলেছে, এবং পরের পরের স্টেজগুলো সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তবে ডাঃ সেনকে বলব এ ব্যবসাটা শুধু বাংলার সীমানার ভিতরেই হচ্ছে, এইটুকু মাত্র বাংলার, কিন্তু এ রূপ গভর্নমেন্ট এবং ভারত গভর্নমেন্ট—এইদুয়ের ভিতর চলছে। সুতরাং এটার সময় কিছু এগিয়ে যাবে কি পিছিয়ে যাবে তা আমরা এখান থেকে স্থির কোরে দিতে পারি না। তবে কোনরকম সন্দেহের কারণ ঘটেনি যে, এটা কোনরকম পিছিয়ে যাচ্ছে। এইটুকুই শুধু তাঁকে বলতে পারি।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য [illegible] সতর্কবাণী দিয়েছেন। তাঁকে বলতে পারি যে, তাঁতের কাপড়ে আমরা এখন আর মাদ্রাজের কাছে হটে যাচ্ছি না। পূর্বে যে চাকচিক্য বা কোন কারণে মেয়েদের ওদিকে কেনবার যে ঝোঁক ছিল, এখন ধনেখালি বা শান্তিপুর বা এদিককার কাপড় এখন মাপে ঠিক থাকে এবং যত কাচা যায় ততই ভাল হয় বোলে মানুষের রুচির পরিবর্তন ফিরে সেদিকে আসছে। কাপড়ের সম্বন্ধে আমাদের কোথাও আটকাচ্ছে না।

আর একটা কথা বলছি ডাঃ সেনকে মেদিনীপুরের পেপার পাল্প সম্বন্ধে। তিনি সম্পূর্ণ ভুল করেছেন। তিনি মনে করেন টিটাগড় পেপার মিলস বা অন্য কোন পেপার মিলের ইন্টারেস্টে শুধু মেদিনীপুরে কিছু হতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর ধারণা নাই যে, কত বেশি সাবুইগ্রাস বা বেম্বু লাগে। আসাম পাঠান বন্ধ করে দিয়েছে। উড়িষ্যাও বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং সাবুই বা বেম্বু যা দরকার তাই এখন যা পেপার মিল আছে তারই সাপ্লাই কমে যাচ্ছে, সুতরাং এই সাপ্লাই বন্ধ কর র পর যেগুলো মেদিনীপুরে রয়েছে, তাতে কার ইন্টারেস্টে যে এটা হচ্ছে, বা কাকে দোষী করা যায়। জিনিসগুলোর যেরকম অভাব তাতে একটা কোম্পানির সাপ্লাই তো বন্ধ করতে পারি না। সেদিকে দৃষ্টি রাখতে তো হবে। এখন ছোট ইউনিট করা যায় কি না। মেদিনীপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি—এইসব জায়গায় ছোট ইউনিট করা চলে। এই রকম ছোট ইউনিট একমাত্র চীন আর জাপান—এই দুটো জায়গায় এখন শুরু করা হয়েছে—আড়াই টন তিন টন, কোথাও বা দশ টন পর্যন্ত ছোট ইউনিট আছে। আমরা কটা ছোট তিন টনের ইউনিট আনাচ্ছি। সেগুলো এসে পড়লে এবং এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হলে পর তাতে খড়, পাট আর ঘাস এ মিলিয়ে চালান যাবে। তাদের দেশে তারা সম্পূর্ণ এইভাবে চালিয়েছে। সুতরাং সাবুই বা বাবুই বা বেম্বু এ না হলে যে চলে না তা নয়। এখন দুটো দেশে আরম্ভ করেছে। সেই যন্ত্র আমাদের এখানে পরীক্ষা কোরে দেখবার জন্য একটা আনান হচ্ছে। সেটা যদি কৃতকার্য হয়, তাহলে এই পেপার পাল্প-এর দ্বারা অন্যান্য জায়গায়ও করা সম্ভব হবে। তা না হলে ৫।১০ টনের একটা মিডিয়াম আকারের যদি হয় তার জন্য ১৫।২০ লক্ষ টাকা খরচ লাগবে, আর আড়াই টনের জন্য ৫ লাখ টাকা পড়বে। এটা চীন ও জাপানের সাহায্যে যাতে এটা করা যায় তার চেষ্টা করছি। সম্প্রতি যে কাগজের কলগুলি আছে তাতে সাপ্লাই করবার মত মেটিরিয়াল কমে গেছে, কারণ আসাম ও উড়িষ্যার দিক থেকে আসার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে।

ডাঃ ব্যানার্জী যা বলেছেন তা শুনেছি। অম্বর চরকা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত আছি। ঠিক যে পথে চলে তাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন সেই পথেই চলা হচ্ছে। তবে অম্বর চরকার কাজের হিসাবের সঙ্গে আমাদের কাজের হিসাব মেলে না। আমি জানি না এটার কিছু ছাপার ভুল আছে কি না। আমি যা বলছি এটা আমার ডিপার্টমেন্টের খবর। যেগুলি বসান হয়েছে সেগুলি শ্রীরামপুরে রয়েছে। সেখানে তিন মাস শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেকগুলি শ্রীরামপুরে আছে। প্রত্যেক জায়গায় হিসাব দেওয়া হয় নি। হিসাব ঠিক করা হচ্ছে। এর পরে যে ৪টা করা হবে তাতেও তিন মাসের ট্রেনিং দেওয়া হবে। ঠিক যে নিয়মে তাঁদের কাজ চলছে, সেই নিয়মে কাজ করা হচ্ছে। খাদি কমিশন কোন ভুল এ পর্যন্ত করেন নি। মনে হয়, তাঁরা যেরকম কৃতকার্য হয়েছেন সেই দিকে সেই রকম করলে আমরাও হতে পারব।

[5-20—5-30 p.m.]

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাচ্ছি যে রাইস মিলিং-এর ব্যবস্থা খাদ্যবিভাগ থেকে হয়ে থাকে এবং নীতিগতভাবে আমাদের কুটিরশিল্প বিভাগ তাঁদের সমর্থন করেন। আর তাঁকে এটাও জানান হচ্ছে যে, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পকে চীনে মাটির মত করে আরও যাতে শক্ত করা যায় তার জন্য কৃষ্ণনগরে একটা বাড়ি নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে রঙের বিষয়ে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। এ বিষয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ঘূর্ণির কাছে একটা ফ্যাক্টরী হচ্ছে। আশাকরি এসব জেনে তিনি খুশী হবেন। ভাণ্ডারী মহাশয় যা বলেছেন তাতে তাঁকে বলছি যে শিল্প বাণিজ্যের জন্য কাঁচা মালের ব্যাপারে শুধু কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি যেটুকুন, সেটুকুন আলাদা করে নিচ্ছি; কিন্তু আদ্য কারণ কার হাতে কোন ডিপার্টমেন্ট আছে তা নয়। আমরা গতবারে যা চেয়েছিলাম আমাদের টোটাল রিকোয়ারমেন্টের ৩০ পার সেন্ট ভাগ আমরা পাই। কিন্তু ৩০ পার সেন্ট পেলে পরেও জিনিসের চাহিদা ঢের বেশি সাপ্লাই কম। এজন্য এই অবস্থায় ব্ল্যাক মার্কেটের সৃষ্টি হয়েছে—এতে কারুর হাত নেই। তবে ৬০ ডেজ এবং ৯০ ডেজ পরে এটা যাতে ফ্রি হয়ে যায় সেজন্য এবিষয়ে আমরা ভারত গভর্নমেন্টকে লিখেছি, কিন্তু সেদিক থেকে আমরা এখনও কিছু পাই নি। চৈতন মাঝি যা বলেছেন, তাকে আমি বলতে পারি যে, পুরুলিয়ার জন্য একটা বিশেষ ছোট কমিটি ক্যাবিনেটে করে নেওয়া হয়েছে এবং সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। সেখানে লা'র গাছ যেটা কমে আসছে সেটা বাড়ানোর ব্যাপারে সম্প্রতি সেখানে আমাদের

সেক্রেটারী, ডাইরেক্টর এবং কর্মচারীরা এক সপ্তাহ আগে গিয়েছিলেন। সেইসব লা গাছ যাতে ব্যাপকভাবে বাড়ান যায়, তার জন্য এখন খুব বেশি বীজ দেওয়া হচ্ছে। এখন বাংলার বাহিরে থেকে বেশি লা আসছে। স্থানীয় যতটা তৈরি হত সেটা অনেক কমে গেছে, এটা সত্যিই একটা [illegible] অবস্থা, তবে এখন লা টেস্ট হাউসে পরীক্ষা করা হয়েছে—সে ভাল করে দেখে শুনে যাতে বিদেশে আমাদের ঠিক একই মানের জিনিস যায় এবং যাতে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম দাম স্থির থাকে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাটলারী, ছুরি, কাঁচির জন্য ঝালদায় যেমন একটা ছোট
থাকে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাটলারী, ছুরি, কাঁচির জন্য ঝালদায় যেমন একটা ছোট
সেন্টার আছে তেমন পুরুলিয়াতে একটা বড় সেন্টার করবার জন্য আমাদের পরিকল্পনা আছে। রঘুনাথপুরে তসর আরভ হয়েছে, সেই তসরেতে নূতন ধরনের রঞ্জনের ব্যবস্থা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং পুরুলিয়ায় তসরে কিছু গুটি করা সুতা করার কাজ আমরা অতি শীঘ্র আরম্ভ করবো কিন্তু এখানে নূতন কিছু কারখানা আরম্ভ করার জন্য বাড়ি নেই এবং বাড়ি তৈরি করতে গেলে পর অনেক সময় নেবে। ওখানে ছোট ছোট অন্যান্য যে শিল্প সেগুলি আমরা দেখবো এবং পুরুলিয়ায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট, যেমন অন্যান্য জায়গায় বড় শিক্ষা-কেন্দ্র আছে তেমনি সেখানে যাতে অন্তত দুশো ছাত্র কাজ শিখতে পারে, সেই ব্যবস্থা আমরা করার জন্য লোক পাঠিয়েছি। জমি নেওয়া হচ্ছে—আজকের দিনে একটা বাড়ি তৈরি করে চালু করতে কিছু সময় নেবে কিন্তু সেদিকে আমাদের নজর আছে, আমরা কাজ করছি। শ্রীযুত অপূর্বলাল মজুমদার যে কথাগুলি তুলেছেন সে সম্বন্ধে তাঁকে আমি জানাতে পারি যে, ফাইনান্সের স্যাংসন আগেই হয়েছিল, তবে সেক্রেটারী তিনি কর্তা, তিনি সব সময় উপস্থিত থাকতে পারেন। তিনি উপস্থিত ছিলেন, সব সময় ডাইরেক্টর ছিলেন না, এটা ঠিক কিন্তু তাতে কোন অনিয়ম সেখানে হয়েছে বলে আমার জানা নেই, তবে যিনি সেক্রেটারী ছিলেন তিনি এখন নেই। এবিষয়ে অন্য যা কিছু আছে তা আমি অনুসন্ধান করে জানাবো, এখন সব জানানো সম্ভব নয়, পরিবর্তন সেখানে কিছু হয়ে গেছে।

আমার আর বলার কিছু নেই, আমি সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করছি এবং আমার মূল প্রস্তাব পাশ করার জন্য হাউসের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43 Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee the the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chaitan Majhi that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads '43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads **"43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries"** be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jyoti Basu that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagat Bose that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ledu Majhi that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[5-30—5-50 p.m.]

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 3,38,95,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—60

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitte
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—126

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra

Mahato, Sj. Satya Kinkar
[illegible] Sj. Subodh Chandra
[illegible] Sj. [illegible]
[illegible] Sj. [illegible]
[illegible], The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. [illegible]
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Naziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Mitra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammad Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Shikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajk[illegible]
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. [illegible]
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. [illegible]
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. [illegible]
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 60 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the demand o[illegible] Rs. 1,34,15,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Develop[illegible] ment outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced b[illegible] Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—[illegible]

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. [illegible]
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
[illegible], Sj. Sisir Kumar
[illegible], Sj. [illegible]
[illegible], Sj. Tarapada
[illegible], Sj. Dhirendra Nath
[illegible], Sj. Pramatha Nath
[illegible], Sj. Ajit Kumar
[illegible], Dr. Prafulla Chandra
[illegible], Sj. [illegible]
[illegible], Sjta. Labanya Prova
[illegible], Janab
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Sardar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. [illegible] Kumar
Panda, Sj. [illegible] Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. [illegible]
Sen, Dr. [illegible] Nath
Sengupta, Sj. [illegible]

NOES—127

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Heare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Manoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Monda, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. [illegible]
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Haque, Janab Md.

The Ayes being 60 and the Noes 127, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 3,38,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 1,34,15,000 be granted for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-50—6 p.m.]

GOVERNMENT BUSINESS

Financial

Budget of the Government of West Bengal for 1959-60

DEMAND FOR GRANT No. 32

Major Head: 50—Civil Works

DEMAND FOR GRANT No. 44

Major Head: 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 4,36,37,000 be granted for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works".

On the recommendation of the Governor I also beg to move that a sum of Rs. 7,91,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account."

আমার উত্থাপিত অর্থমঞ্জুরীর দাবী দুটির একটি হচ্ছে রেভিনিউ বা রাজস্ব খাতে, অপরটি ক্যাপিটাল বা মূলধন খাতে। দুটি দাবীই রাজ্য-সরকারের গৃহ ও রাজ্যপথ সম্পর্কিত। এদের সংস্কার ও সংরক্ষণ রেভিনিউ খাতের অন্তর্ভুক্ত। যে গৃহের নির্মাণ ব্যয় ২০,০০০ টাকার ওপর ও যা ১৫ বৎসর বা তদধিক কাল স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হ'তে পারে, তা ক্যাপিটাল খাতের বিষয়ীভূত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাভুক্ত রাজ্যপথ নির্মাণও এই খাতের বিষয়। অন্যদিকে, সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড প্রোজেক্ট-এর রাজ্য পথগুলো, ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হ'তে প্রাপ্ত বিশেষ মঞ্জুরী থেকে রাজ্যপথ নির্মাণ রেভিনিউ খাতের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্য-সরকারের গৃহনির্মাণ কার্য যে শুধু এ দুটি দাবীতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, উন্নয়ন বিভাগের কনস্ট্রাকশন বোর্ড, হাউসিং বিভাগ ইত্যাদিরও গৃহ নির্মাণ ব্যাপারে তৎপরতা আছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে এই দুই খাতের অন্তর্গত কার্যের জন্য ব্যয় হয়েছিল মোট ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। ক্রমশঃ তা বৃদ্ধি পেয়ে চলতি বৎসরের বাজেটে বরাদ্দ হয়েছিল মোট কিঞ্চিদধিক ৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, সংশোধিত বাজেটে প্রতি খাতেই বর্দ্ধিত হয়ে মোট অঙ্ক দাঁড়ালো প্রায় ১০ কোটি ২২ লক্ষ টাকা, আর আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ হলো মোট ১২ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। রাজ্যে উন্নয়ন কার্যের অগ্রগতির সাথে সাথে এ দু' খাতের ব্যয় বৃদ্ধি ও অপরিহার্য। অবশ্য, প্রয়োজনের তুলনায় এ বরাদ্দ অতি অপ্রতুল নিঃসন্দেহ। বিভাগীয় ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায়, কর্মচারী সংখ্যা কিন্তু সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়নি—বরঞ্চ বেশ কম আছে। পূর্বে একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার-এর উপর যে পরিমাণ কার্যভার অর্পিত হতো এবং যে পরিমাণ কার্য তাঁর করণীয় ব'লে বিবেচিত হ'তো বর্তমানে তার চেয়ে অনেক বেশি কার্য একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে করতে হচ্ছে। বিভাগীয় [illegible] স্থায়ী করবার দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং ওভারসিয়ারগণের শতকরা ৮০ জনকেই স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করার স্থির হয়েছে। ১০ বৎসর যাবত যেসকল ওয়ার্ক-চার্জড মজদুর যারা আছে তার শতকরা ৭০ ভাগকে পূর্বেই স্থায়ী করা হয়েছিল। অবশিষ্ট ৩০ ভাগকেও স্থায়ী করা হয়েছে সম্প্রতি। ওয়ার্কস ও বিল্ডিংস বিভাগ গত এক বৎসরের মধ্যে যেসকল বিশেষ বিশেষ গৃহ নির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন বা এখন আছেন তার মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এখানে করছি।

(1) Himalaya Mountaineering Institute, Darjeeling.
(3) Tung Industrial Centre.
(3) District and Subdivisional Hospitals at Malda, Suri, Midnapore, Balurghat, Alipur duar, Kalna, Bongaon, Jhargram, Bishnupur, Rampurhat, Ranigunj, Katwa and Tamluk.
(4) Nurses' quarters, Cooch Behar.
(5) Subdivisional Headquarters, Islampur.
(6) Polytechnique, Assansol.
(7) Nurses' Hostel, Burdwan.
(8) Harendra Coomar T.B. Aftercare Colony, Digha.
(9) State Agricultural College, Haringhata.
(10) Belgachia Silk Colony.
(11) City Civil and Sessions Court.
(12) State Transport Depot, Howrah.
(13) Calcutta State Transport office building. ইত্যাদি।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাইরে সেন্ট্রাল রোড ফান্ড-এর সাহায্যে যেসকল বিশেষ বিশেষ পথ ও সেতু নির্মাণে রাজ্য-সরকার অগ্রসর হচ্ছেন বা হয়েছেন এখানে তার কিছুটা পরিচয় দিচ্ছি।

১। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোড -পাকা অংশকে দু'দিকেই দশ ফুট ক'রে চওড়া করা হচ্ছে। এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মোট ব্যয় পড়বে ১৩,৪২,০০০ টাকা।

২। ডায়মণ্ডহারবার রোডটিরও প্রথম পনের মাইল চওড়া করার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হচ্ছে। ব্যয় পড়বে মোট ৪৯ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এর মধ্যে একমাত্র বেহালা অংশ চওড়া করতেই ৩৬ লক্ষ টাকার ওপর ব্যয় হবে। অবশ্য জমি দখল করাতেই এর অধিকাংশ অর্থ ব্যয়িত হবে। এ রাস্তার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, কাকদ্বীপ থেকে রাস্তাটিকে একদিকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অপরদিকে সাগরতীরে ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার কাজ আরম্ভ করার দরুন। রাস্তার কার্য সম্পূর্ণ হলে কলকাতা থেকে ৩ ঘন্টায় সাগরতীরে উপনীত হওয়া যাবে।

৩। বজবজ রাস্তাটিরও ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যয়ে সম্প্রসারণ কার্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর টালা সেতুটির নির্মাণ কার্যও শীঘ্রই আরম্ভ হচ্ছে। মোট ব্যয় পড়বে ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। প্রায় ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা রেলওয়ে দেবেন। বাকি টাকার ৬০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার, অবশিষ্ট কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও কর্পোরেশন সমভাবে দেবেন। এতদিনে এ সেতু নির্মাণ কার্য আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রেলওয়ের কাছ থেকে মঞ্জুরী না পাওয়ায় বিলম্ব হচ্ছে।

৫। মাঝেরহাট রেলওয়ে ওভারব্রীজটিও পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছে। ব্যয় পড়বে মোট ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। রেলওয়ে পোর্ট কমিশনারসও ব্যয় ভারের কিছু অংশ বহন করবেন।

৬। বারাসত—বসিরহাট রাস্তাটিকেও চওড়া করা হচ্ছে। মোট ব্যয় পড়বে ৩৮ লক্ষ [illegible] হাজার ৭৮২ টাকা।

৭। যাদবপুর থেকে কসবা পর্যন্ত [illegible] উন্নতি করা হবে।

দু'একটি বিশেষ ধরনের সেতু নির্মাণ ব্যাপারে অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। রাজ্যের পথঘাটের উন্নয়ন সাধনে আর্থিক অসঙ্গতি সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়েছে। তবু নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ সত্ত্বেও এই উন্নয়ন কার্যে এ রাজ্য যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে এ কথা আমি বিশেষ জোরের সাথে বলতে পারি। জনসাধারণের দাবী ও প্রয়োজনের অনুপাতে উন্নয়ন কার্য দ্রুততর হওয়া বাঞ্ছনীয় স্বীকার করি, কিন্তু সেই সাথে অর্থ সঙ্গতির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে সর্বদা। নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দের বেশি খরচ করা তো সম্ভব হয় না কোন অবস্থাতেই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে পরিমাণ রাস্তাঘাটের নির্মাণ কার্য গৃহীত হয়েছে তার জন্য প্রয়োজন মোট ২৭,১১,৬৬,০০০ টাকা। কিন্তু সে স্থলে পরিকল্পনা কমিশন মোট বরাদ্দ করেছেন মাত্র ১৭,৪৭,৬৯,০০০ টাকা। আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় এ টাকা নিতান্তই অপ্রতুল এ কথা বলা বাহুল্য তদোপরি এ টাকাও আমরা পাবো বলে মনে হচ্ছে না। বার্ষিক হিসাবে প্রাপ্য মোট প্রায় ৩½ কোটি টাকা আমরা এ পর্যন্ত কোন বৎসরই পাইনি। দেশের বর্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুণ যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে মাননীয় সদস্যগণ সে বিষয়ে অবশ্যই অবহিত আছেন। সুতরাং পরিকল্পনায় গৃহীত বেশ কতকগুলো রাস্তার নির্মাণ কার্য শুরু করা, অথবা সিমেন্ট কংক্রীট বা পীচ দেওয়া পর্যন্ত সম্পন্ন করা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে একান্তই অসম্ভব হবে, এ কথা আশা করি সকলেই উপলব্ধি করবেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার যেসকল রাস্তা অসমাপ্ত থাকবে, সেগুলো পরবর্তী পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হবে। হ্রাসপ্রাপ্ত অর্থ বরাদ্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই পথ নির্মাণ কার্য যাতে সম্ভব হতে পারে, তার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির পুনর্বিবেচনা চলছে এখন। বর্তমান এই অর্থ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পতম ব্যয়ে কিভাবে পথ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা যেতে পারে, রোড বিভাগ তার উপায় উদ্ভাবনে রত হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য একটি রোড অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট গঠিত হয়েছে। এই রিসার্চ লেবরেটরির একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের পদ সম্প্রতি মঞ্জুর হয়েছে। এই গবেষণাগার ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করবে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে এর গবেষণা কার্যের সুফল পাওয়া গেছে। ডবল ব্রিক সোলিং-এর পরিবর্তে সয়েল স্ট্যাবিলাইজড বেস কোরস বা ভিত্তির মাটি দৃঢ়করণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অপেক্ষাকৃত কম খরচে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করাও সহজতর. উন্নততর উপায় অবলম্বন ব্যয় সঙ্কোচনের চেষ্টা এই ইনস্টিটিউটের প্রধান কাজ। নূতন ওই উপায় অবলম্বনের ফলে মাইল প্রতি ৬০০০ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত টাকা বাঁচান সম্ভব হয়েছে ইতিমধ্যেই। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০টি পরিকল্পিত রাস্তায় উপরোক্ত প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং কিছু অংশে কাজ সমাপ্তও হয়েছে, এ বৎসর ১০টি রাস্তায় কাজ অগ্রসর হচ্ছে। আগামী বৎসর আরো ১০টি রাস্তায় সয়েল স্ট্যাবিলাইজড বেস কোর্স দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন ও যোগাযোগ বিভাগ (মিনিস্ট্রী অফ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কম্যুনিকেশন) কর্তৃক এর সাফল্য স্বীকৃত হয়েছে হুগলী জেলার চণ্ডীতলা-শিয়াখালা, জগজীবনপুর, চাম্পাডাঙ্গা রাস্তার সাড়ে পাঁচ মাইল অংশে ডবল ব্রিক সোলিং-এর পরিবর্তে ভিত্তির মাটি দৃঢ়করণ প্রক্রিয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দুই লক্ষ এগার হাজার আটশত টাকা মঞ্জুর করেছেন।

সেতু নির্মাণ কার্যেও আধুনিক নকসায় প্রি-স্ট্রেসড কনক্রীট ব্যবহারের দ্বারা ব্যয় সঙ্কোচনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধরনের নির্মাণ কার্যে প্রধান অসুবিধা ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বিদেশী মুদ্রা। হাই টেনটিল স্টীল বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় আমাদের। তথাপি লীশ ব্রীজ নির্মাণে এই উপায়ই গ্রহণ করা হয়েছে। এবং জলঙ্গী ও দামোদর সেতুও এই ধরনেরই হচ্ছে। ইলাম-বাজারে অজয় সেতুর নির্মাণ কার্য অগ্রসর হচ্ছে—সেখানেও প্রি-স্ট্রেসড কনক্রীটই ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর সেতুপথ, পরিকল্পিত রূপনারায়ণ সেতুর প্রি-স্ট্রেসড কনক্রীট পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সেতুপথ, পরিকল্পিত রূপনারায়ণ সেতুর ক্ষেত্রে, প্রি-স্ট্রেসড কনক্রীট-এর নকসা কেন্দ্রীয় সরকার পরিহার করেছেন, বিশেষ ধরনের ওই স্টীল বিদেশ থেকে আমদানীর ব্যাপারে, ফরেন এক্সচেঞ্জ-এর অসুবিধার জন্যই।

প্রতি বৎসর নূতন নির্মাণ ও নানান ধরনের রাস্তার উন্নয়ন কার্যে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে, এর মধ্যে জাতীয় রাজপথগুলিও আছে যার আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। জাতীয় রাজপথ ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিত আর্থিক বা আন্তরাজ্য ক্ষেত্রে জরুরী পথগুলি ও সেন্ট্রাল রোড ফান্ড থেকে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য অংশের অর্থে মঞ্জুরীকৃত পরিকল্পিত পথগুলিও এই হিসাবে ধরা হয়েছে। বহু মাইল দীর্ঘ পথগুলির বিভিন্ন কাজে, এই অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে

এবং কার্য শেষে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫০ মাইল পথ, পশ্চিমবঙ্গে পথসমূহের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এ বৎসরের শেষে, অর্থাৎ পরিকল্পনার তৃতীয় বর্ষ অন্তে, মোট প্রায় ১,২০০ মাইল রাজ্যপথ এবং ১০০ মাইল দীর্ঘ জাতীয় রাজপথের নির্মাণকার্য সারফেস স্টেজ পর্যন্ত সমাপ্ত হবে, এবং ছোট বড় মিলে ১০,০০০ ফুট দীর্ঘ সেতুর কাজ শেষ হবে। দুর্গাপুরে ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে দ্রুত শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই নিকটতম মহানগরী ও বন্দর এই কলকাতা ও দুর্গাপুরের মধ্যে ভারী এবং দ্রুতগামী যানবাহনের জন্য চলাচল ব্যবস্থার প্রবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড (N.H.2) এই প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবে না। কারণ এখনই যানবাহনের অতিরিক্ত চলাচল ও পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে ঘন বসতির ফলে দ্রুতগামী ও ভারী যানবাহনের চলাচল ওই পথে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। কোন প্রকার উন্নয়ন বা বিস্তৃতি করণের পক্ষেও গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এখন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পথিপার্শ্বে এমন জমি নেই যা গ্রহণ করে ওই পথকে প্রয়োজন মত বিস্তৃত করা চলে। কেবলমাত্র ভারী ও দ্রুতগামী যানবাহনের জন্য দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ নূতন ও সুপরিকল্পিত আধুনিক দ্রুত চলাচল পথ নির্মাণ, তাই একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। দুর্গাপুর ছাড়িয়ে আসানসোলের শিল্পাঞ্চলও এই নূতন রাস্তার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। দ্রুত চলাচল পথটির জন্য বর্তমানে পরিকল্পনা ও এস্টিমেট প্রস্তুত করা হচ্ছে। দেশ বিভাগের সময় সরকারের সরাসরি রক্ষণাবেক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১,১৮১ মাইল পথ ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত সমস্ত পথগুলির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকবে মোট ৭,৫০০ মাইল পথ। ইতিমধ্যেই ৬,০৬১ মাইল রাস্তা আমাদের হাতে এসে গেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে এ পর্যন্ত নানা খাতে রাস্তা উন্নয়ন কার্যে পশ্চিম বাংলায় ৩৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা গৌরব বোধ করতে পারি। নাগপুর পরিকল্পনাতে সমগ্র রাষ্ট্র জুড়ে রাজ্যপথ নির্মাণের প্রথম যে নকসা আমরা পাই তার ফলে দূরতম গ্রামগুলিকে ৫ মাইলের মধ্যে, সর্ব ঋতুতে চলাচল যোগ্য পাকা রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভাব্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন দ্বিতীয় বিংশ বার্ষিক পথ উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৬১-৮১) কার্যকরী হলে আমাদের প্রত্যেকটি গ্রামকেই পাকা রাস্তার সঙ্গে দুই মাইলের মধ্যে যুক্ত করাও সম্ভব হবে।

এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন শ্রম ও অর্থের, নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতার আর সেই সঙ্গে গবেষণা কার্যের উন্নয়ন. যার দ্বারা শুধু আর্থিক দিক থেকে নয় দ্রুত কার্য সমাধার পথেও পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে যেতে পারবে।

এই কথা ক'টি বলে আমার দাবী দু'টি মাননীয় সদস্যগণের গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত করছি।

[6-10—6-20 p.m.]

Mr. Speaker: I take it that I have the leave of the House to take all the cut motions as moved.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Janab Taher Hossain: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chaitan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Taraprada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

স্পীকার মহাশয়! আমরা এখানে শুনলাম যে ডায়মণ্ডহারবার রোডটাকে গ্রহণ করা হয়েছে, এবং ম্যাজেরহাটে নূতন পরিকল্পনা কোরে সেটা প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এটা ঠিক বুঝলাম না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এটার মঞ্জুরীর জন্য যে টাকা দরকার তা স্যাংসণ্ড হয়েছে বললেন। যাই হোক এখন একটা জিনিসের দিকে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা ঠিক যে ডায়মণ্ডহারবার রোডে গুরুতর দুর্ঘটনা হচ্ছে; তার জন্য যদি এই রাস্তাটা প্রশস্ত করা হয় তাহলে স্বভাবত এদিককার যে দুর্ঘটনা তা থেকে বহু পরিমাণে মানুষ মুক্তি পাবে এবং ঐ অঞ্চলে যানবাহনের যে গুরুতর সংকট দেখা যায়—তা থেকে তারা রিলিভড হবে। সেইজন্য বলছি, যে রেলপথ ছিল সেই রেলপথে বহু মানুষ চলাচল করত, এবং সেই রেলপথে বহু পরিমাণে মাল আনাগোনা করত। সেই রেলপথ উঠে গেছে বোলে রাস্তাটা পড়ে আছে। তাই শুধু নয়, সেই রেলপথ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আশপাশ অঞ্চল থেকে সে জায়গা প্রায় দখল করার পর্যায়ে এসে গেছে।

রেলপথের রাস্তা একটু স্বভাবতই শক্ত রাস্তা হয়। কিন্তু সেই রাস্তাটিকে যদি কোন রকমে সারান যায় তাহলে সেই রাস্তাটা ব্যবহার করা যায় এবং ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর থেকে প্রেসারটা বহু পরিমাণে দূরীভূত হতে পারে। সুতরাং আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বিবেচনা করতে বলছি যে. সেখানে যে একটা রাস্তা আছে সেই রাস্তাটা যদি এইরকমভাবে দখল হয়ে যায়, তাহলে পরে দেখা যাবে যে, এই রাস্তাটা যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের না বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কারুর কোন ব্যাপার নেই বলে শেষ পর্যন্ত একটা রেল লাইন পড়ে থাকবে কিনা এই বিষয়ে খুব সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। এইরকম অবস্থায় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি যে, যদি নূতন করে রেল না করা সম্ভব হয় তাহলেও কম পক্ষে সেখানে যদি একটা চলাচলের রাস্তার—ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক—যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মাঝে মাঝে যে ক্রস রোড আছে তাদের সুবিধা হতে পারে। এবং ফলে ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর ট্রাম ইত্যাদি যাতায়াতের ফলে যে প্রেসার পড়ছে, সেই প্রেসার বহু পরিমাণে কমে যাবে এবং এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে বেহালাবাসী তাঁকে ধন্যবাদ জানাবে। আর একটা রাস্তার কথা বলব। কালীঘাট-ফলতা রেললাইন শুধু নয়, মানুষ চলাচল করছে তা নয়, বহু পরিমাণ মালপত্র, আনাজ ইত্যাদি এই রাস্তা দিয়ে আসে। এই রাস্তাটি কি আপনারা একেবারে বন্ধ করে দেবেন না কি? সেটা জানাবেন। সুতরাং এই রাস্তাটা যদি পাবলিক রোড হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটা ব্যবস্থা যদি করতে হয়, তাহলে নূতন রাস্তা করতে যে খরচ হবে তার চেয়ে কম হবে। এটা যদি করা যায়, তাহলে এটা আশা করা যায় যে, রেলপথের মধ্য দিয়ে এখানে যে শুধু প্রেসার কমবে তা নয় লরী ইত্যাদি আনাগোনা করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হতে পারে। মন্ত্রীমহাশয় যদি একটু বিবেচনা করে দেখেন তাহলে এই অঞ্চলে দ্রুতগতিতে যে লোকসংখ্যা বাড়ছে, সেদিক থেকে এবং আগামীদিনের দিক থেকে এইসব দ্বারা খুব উপকার হবে।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট আমাদের সামনে পেশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে রাস্তাগুলি ধরা হয়েছে সেই রাস্তাগুলির জন্য মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেটে কোন টাকা ধরেন নি। খণ্ডকোষ থানায় মগরাই খণ্ডকোষ থানাটি তিনি বাজেটে ধরেন নি। আবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত সাতরাগাছি-মহিয়ারী রাস্তাটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে, কিন্তু তার জন্য এই বাজেটে কোন টাকা ধরা নেই। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে এ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট জবাব চাই। সেজন্য আমি অনুরোধ করব যে সাপ্লিমেন্টারি বাজেটে তিনি যেন এই রাস্তাগুলির জন্য টাকা ধরেন। আর একটা পয়েন্ট আমি বলতে চাই যে জেলা বোর্ডের রাস্তাগুলির যে শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে জেলা বোর্ডের এমন কোন টাকা নেই যে যার দ্বারা জেলা বোর্ডের এই রাস্তা [illegible]

সংস্কার হতে পারে। বিশেষতঃ যে রাস্তাগুলিতে বাস-রুট আছে সেই রাস্তাগুলি সরকারের তরফ থেকে সংস্কার করা উচিত। এ ছাড়া জেলা বোর্ড রাস্তাগুলিকে অতি জঘন্য করে রেখেছে তার ফলে বাস চলাচলে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে এবং যাত্রী সাধারণের অতিশয় কষ্ট হচ্ছে।

তারপর গত ২৮-২-৫৭ তারিখে ক্যালকাটা গেজেটে একটা খবর বেরিয়েছিল যে শতকরা ৮০ জন অস্থায়ী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং ওভারসিয়ারদের চাকরীর স্থায়ী করা হবে। গত বাজেটের সময় তিনি বলেছিলেন যে, তাদের স্থায়ী করা হবে—এবারও তিনি বলেছেন—কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের স্থায়ী করা হয় নি। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে অনেক দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, ডি এন মুখার্জি, একজন ইঞ্জিনীয়ার অফিসারকে পার্মানেন্ট করার আশ্বাস দিয়ে তাঁর বাড়ীতে.........

Mr. Speaker:

আজকালকার বাজেট বক্তৃতায় খালি কার প্রমোশান হল, ডিমোশান হল, কোথায় কি কে করছে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে—অর্থাৎ কনস্ট্রাকশন যেন কিছু বলার নেই।

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

কিভাবে করাপশান চলছে তা যদি নাই বললাম তাহলে আর কি বলব। এগুলোও তো গঠনমূলক কথা এবং এসবের যদি প্রতিকার করা হয় তাহলে অনেক ভাল কাজ হবে।

তাঁকে পার্মানেন্ট করার আশ্বাস দিয়ে তিনি তাঁর বাড়িতে একটা মোটর পাম্প বসিয়ে নিয়েছেন। আরও দেখা গেছে যে, ইলেকট্রিকাল সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ এন মুখার্জি শ্রীবিরোজা সেন নামে একজন কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে নানা অসৎ উপায়ে টাকা পয়সা নিচ্ছেন এবং এই ভদ্রলোক দিল্লী-মথুরা প্রভৃতি জায়গা তাঁর পয়সায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এভাবে যাতে সরকারী কর্মচারীরা অসৎ উপায়ে টাকা পয়সা গ্রহণ না করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

[6-20—6-30 p.m.]

Sj. Renupada Halder:

মিঃ স্পীকার স্যার, যেসমস্ত রাস্তা জয়নগর এবং মথুরাপুর থানার আশেপাশে হয়েছে সেই রাস্তাগুলি গভর্নমেন্ট থেকে বাস চলাচলের পার্মিশন দেওয়ায় সেখানে একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে যারা রিক্সা চালিয়ে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো এবং নিজেদের সংসার প্রতিপালন করতো তাদের এই বাস চলাচল করার ফলে অত্যন্ত অসুবিধা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই রাস্তাগুলির সাথে যে কানেকটেড রোডগুলি আছে সেগুলি করে দেওয়া দরকার, তা না করার ফলে সেখানে প্রায় ৬০০ মত রিক্সাওয়ালা বেকার অবস্থায় বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছে—এদিকে সরকারের একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এ ছাড়া আমি বলতে চাই আগে জেলা বোর্ডের অধীনে যেসমস্ত রাস্তা, পুল ছিল সেগুলি মেরামত বা তৈরি করার দায়িত্ব তাদের ছিল কিন্তু অর্থ কম থাকার জন্য তারা সেগুলি করতে পারছে না—সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং সেগুলি মেরামত করার দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা দরকার। আজকের দিনে আমরা দেখি বহু জায়গায় রাস্তা একেবারে চলার অযোগ্য হয়ে আছে—সেগুলি মেরামতের কোন ব্যবস্থা নেই। যেসমস্ত ব্রীজগুলি বহুদিন আগে ৩০-৪০ বছর আগে তৈরি হয়েছিল সেগুলি মেরামতের এবং সংস্কারের কোন ব্যবস্থা নেই, সেগুলি প্রায় ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। আমি কতকগুলি পুল সম্পর্কে জেলা বোর্ডকে জানিয়েছিলাম যে সেগুলি তাঁরা মেরামত করতে পারবেন কিনা, তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁদের টাকা নেই সুতরাং সেগুলি তাঁরা করতে পারবেন না। কাজেই এগুলি যাতে সরকার মেরামত করার দায়িত্ব নেন মন্ত্রী মহাশয়কে সেই অনুরোধ করছি—এসমস্ত জিনিসগুলি মেরামত করে জনসাধারণের অসুবিধা দূর করা দরকার। তারপরে আমি কতকগুলি রাস্তা সম্পর্কে গতবারের বাজেট অধিবেশনে বলেছিলাম যে সেই রাস্তাগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন, সেগুলি দিয়া হাজার হাজার লোক চলাফেরা করে এবং বহুদূর থেকে সুন্দরবন এলাকা থেকে লোককে আসতে হয়, বিভিন্ন কাজের জন্য। কোলকাতা এবং ডায়মন্ডহারবার ইত্যাদি জায়গায় আসার সময় জনসাধারণের ভীষণ অসুবিধা হয় এবং বহু কষ্ট করে তাদের সেখানে আসতে হয়।

কাজেই সেই সমস্ত [illegible] বিবাদ দূর করার জন্য কতকগুলি নতুন রাস্তা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম—সেগুলি হচ্ছে (১) জয়নগর থানার বহড়ু জীবন-মণ্ডলেরহাট বৈরাগীরহাট পর্যন্ত একটা রাস্তা করে দেওয়া দরকার। বহু লোক বিভিন্ন ইউনিয়ন [illegible] থেকে সেখানে দিয়ে যাওয়া আসা করে, (২) বড়ুয়ারঘাট হতে ঢাকীরমুখ পর্যন্ত একটা রাস্তা করার জন্য সরকারের কাছে বলেছিলাম, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা করেন নি। এটা বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, কারণ সেখানে প্রচুর লোক বাস করেন এবং সেখান দিয়া তাঁদের যাতায়াত করতে হয়, (৩) মথুরাপুর থানার মথুরাপুর থানা—পদ্মামথুরা পর্যন্ত একটা রাস্তা করে দেওয়া দরকার—সেখান থেকে প্রচুর লোককে মথুরাপুর থানা হাসপাতালে আসতে হয়, মথুরাপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে আসতে হয়—বিভিন্ন কাজের জন্য বহু লোককে সেখানে আসতে হয়। ঐ জায়গার রাস্তা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তারজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। বহু জায়গায় কালভার্ট দেওয়া হয় না, যার জন্য রাস্তা কেটে দিয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়। যাতে কালভার্ট দেবার ব্যবস্থা তরান্বিত করা হয় তার জন্য আমি পুনর্বার সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Rama Shankar Prasad:

माननीय स्पीकर महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान कालींपोंग के जंगी गार्ड रोड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि हमारे कालींपोंग कांस्टीट्यूएन्सी से श्री नर बहादुर गुरुङ्ग के जीत कर आने पर भी और उनका योगदान कांग्रेस के साथ होने पर भी वहां की अवस्था आज भी असन्तोषजनक देखी जा रही है। कालींपोंग हिल-स्टेशन होने के कारण वहां का रास्ता नेशनल हाईवे है। इससे वहां पर बरसात के दिनों में बहुत बड़ी असुविधा होती है। वहां के व्यापारियों, रहनेवालों और भाड़िटरों की बहुत बड़ी असुविधा होती है। जनता की ओर से बार-बार मांग की जा रही है कि जंगी गार्ड रोड की उन्नति अविलम्ब होनी चाहिए। वहां का रास्ता जल्द से जल्द बनाया जाय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इधर आकर्षित करता हूं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी इस इलाके के रास्तों की उन्नति का कोई खास बन्दोबस्त नहीं किया गया। समयाभाव के कारण मैं केवल इतना ही कहना आवश्यक समझता हूं कि सरकार की ओर से इस ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है।

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, চাঁপাডাঙ্গার পুল হবে, ভাল কথা। কিন্তু বর্ধমানের সদরঘাটে ১৯৩৭-৩৮-৩৯ সালে বাজেটে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল পুলের জন্য, সেই পুলই আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হল না। এই ব্রীজ হওয়া ন্যায়সংগত কিনা সেটা নির্ধারণ করার জন্য বর্ধমান বিভাগের কমিশনার একটা কমিটি নিয়োগ করেছিলেন—সেই কমিটি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলের সংগে যুক্ত করার জন্য এই ব্রীজ দরকার—কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, সেই ব্রীজ হল না। সেই ব্রীজ এখন হচ্ছে চাঁপাডাঙ্গায়। রাস্তা সম্পর্কে আমি বলব—খণ্ডকোষ থানায় কোন রাস্তা নাই ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্স-এর সংগে যোগাযোগের। এবং শুধু খণ্ডকোষই নয়, কেতুগ্রামেরও এই অবস্থা—বীরভূম-রামপুরহাট মহকুমার ঠিক এই অবস্থা। শাসনবিভাগের সুবিধার জন্যই থানায় থানায় যোগাযোগ রক্ষা করা দরকার। রাস্তা সেখানেই হয় যেখানে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করার লোক থাকে। এই নীতি পরিবর্তন করার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

[6-30—6-40 p.m.]

[illegible] হেল্‌থ সেন্টার, তিনটির কথা আমি বলতে পারি যার সংগে যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আসবার কোন উপায় নেই। হেল্‌থ [illegible] করা হয় [illegible] জন্য, কিন্তু সেখানে [illegible] যাবার কোন উপায়ে [illegible] যদি না থাকে তাহলে হেল্‌থ সেন্টার করার সার্থকতা চলে যায়। [illegible]

[illegible] বাঁকী, কালিন্দী প্রভৃতি তিনটি নদী সংস্কারের কথা বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সংস্কারের কাজ হল না। মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আমি আবার সেই দিকে আকর্ষণ করছি।

Sj. Rajkrishna Mondal:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের পূর্ত বিভাগ থেকে বহু জায়গায় রাস্তা হয়েছে সাগরে যাবার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে ২৪-পরগনার সীমান্ত অঞ্চলে কোন রাস্তা নেই, বসিরহাট পর্যন্ত রাস্তা হয়েছে, তার পর হাসনাবাদ প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তান যেভাবে নানা জায়গায় হানা দিচ্ছে তাতে করে সুন্দরবনের ৫০ মাইল সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভীত হতে হয়। যেকোন সময় পাকিস্তান সৈনিক এখানে এসে হানা দিতে পারে। ২৪-পরগনার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল সুন্দরবন অঞ্চলে এসে পাকিস্তানী সৈন্য হানা দিতে পারে এই আশঙ্কা সকলের মধ্যে রয়েছে। সেখানকার মানুষ চালডালের জন্যে চিন্তা করে না, তারা চিন্তা করছে এই যে ওই অঞ্চলে কোন মুহূর্তে পাকিস্তানীরা এসে হানা দেবে। এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে। সীমানার নদীতে পাকিস্তানী লোকজন এসে আমাদের অনেক লোক ধরে নিয়ে গেছে। আমি আজ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানাব যে সুন্দরবন অঞ্চল সংরক্ষণের জন্য হাসনাবাদ থেকে সুন্দরবন অঞ্চল পর্যন্ত আমাদের রক্ষীবাহিনী রাখা দরকার। সেদিন খাদ্যমন্ত্রী বসিরহাট গিয়েছিলেন তিনি এই অঞ্চলের ইতিণ্ডাঘাট পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তিনি নিজেই বলেন—আমাদের পূর্ত বিভাগ কি এই অঞ্চল দেখেন না, এই অঞ্চল এমন অবস্থায় আছে যে যানবাহন চলার উপযুক্ত রাস্তা নেই। পূর্ত বিভাগের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ এই অঞ্চলের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে যেন সমস্যার প্রতিকার করার ব্যবস্থা করেন। এই বাজেট পাস হবার পর মন্ত্রী মহোদয় এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করুন এবং এই অঞ্চল সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত রাস্তা দরকার সেগুলি নির্মাণ করুন।

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কংগ্রেসের প্রচার যন্ত্র মারফত প্রায়ই বলা হয় আমরা রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি করেছি এবং করছি। কিন্তু এদিকে দেখুন ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় অর্থ বরাদ্দ ক্রমশঃ এতে কমে যাচ্ছে। এই রাস্তাঘাটের ব্যবস্থায় সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা না বদলালে যে পরিমাণ টাকা রাস্তার জন্য বরাদ্দ হচ্ছে তার বহু অংশ অপচয় হয়ে যাবে যেমন অপচয় গোড়া থেকেই চলছে। বহু টাকা দুর্নীতির রন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ এই অর্থের খুব কম অংশই প্রকৃত রাস্তা নির্মাণের জন্য ব্যয় হচ্ছে। আমি সেজন্যে দু-একটা কথা মৌলিক সাজেশন হিসাবে রাখতে চাই। এ'রা বর্তমান রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলেন, কিন্তু তাহলে কেন তাঁরা জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করছেন না? যখন যে রাস্তা নির্মাণ করা হয় সেই এলাকার প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের সহযোগিতা নিয়ে তাদের কমিটির সুপারভাইজিং অথরিটিতে রাস্তা নির্মাণ করুন। আপনাদের কন্ট্রাক্টর, ওভারসিয়াররা কাজ করুন, কিন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের সুপারভাইজ করবার সুযোগ দিন। জনকল্যাণের কথা মুখে—শুধু মুখে না বলে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করুন এবং সেইভাবে কাজ করুন। যে পরিমাণ টাকা এই ব্যাপারে ব্যয় হয়েছে, তার বহু অংশ অকাজে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমার কথা হচ্ছে আজকে বড় বড় দু-চারটে হাইওয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড যার কাছ থেকে আজ কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, সেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রাকটিক্যালি ডিফাংট হয়ে যাওয়ার জন্য আজ বিশেষ করে সরকারের নজর দিতে হবে গ্রামাঞ্চলে কোথায় কোথায় কি অসুবিধা আছে—তাই দেখে রাস্তা নির্মাণ করা উচিত।

এরপর আমি নন্দীগ্রাম থানার কথা বলব সেখানে আজ পর্যন্ত কোন রাস্তা হয় নি। গত বছরে একটি মাত্র পাঁচ মাইলের রাস্তা হয়েছে থানা কেন্দ্রের সঙ্গে মহকুমা কেন্দ্রের যোগাযোগের জন্য, কিন্তু তা ছাড়া থানা অধিবাসীদের চলাচলের কোন রাস্তা আজ পর্যন্ত হয় নি। তার জন্য থানা যে রাজস্ব আদায় কেন্দ্র তার সঙ্গে সাধারণ গ্রামবাসীদের যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই [illegible] থানা হেল্থ সেন্টারএ যাবার সুবিধাও লোকে পাচ্ছে না। একটিমাত্র হেল্থ সেন্টার, যে [illegible] মত আস, কিন্তু সেই সেন্টারএ যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত [illegible] না। এই [illegible] এলাকা যেখানে সাধারণত [illegible]

সেখানে যে রাস্তা আছে আজ ১৫-২০ বছরের মধ্যে তার কোন রিপেয়ার হয় না। এইভাবে যদি কাজ চলতে থাকে তাহলে জনসাধারণ কি করে এই ব্যয় বরাদ্দ মেনে নেবে তা জানি না।

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Gobardhan Pakray:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে সিভিল ওয়ার্কসএর যে ব্যয়বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন তাহাতে দেখা যায় বিল্ডিংসএ বেশি ব্যয় হবে। আরও দেখা যায় অধিকাংশ অর্থই কলিকাতা ও শহরতলীতেই ব্যয়িত হবে।

আমি ট্রান্স-দামোদর অঞ্চল বিশেষ করে রায়না খণ্ডঘোষ ও জামালপুর থানার জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করছি। বর্ধমান জেলার সদরঘাটে দামোদর নদীর উপর একটি স্থায়ী ব্রীজ নির্মাণ করার উপযোগিতার বিষয় বলছি। অর্থনৈতিক কারণে ও ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারকল্পে উক্ত ব্রীজটি অবিলম্বে তৈয়ারির জন্য আবেদন করছি। ব্রীজটি নির্মিত হইলে আরামবাগ মহকুমা, বাঁকুড়া জেলার অর্ধাংশের জনসাধারণের উন্নতিতে সাহায্য করা হবে। সরকার সত্যই যদি এতদঞ্চলের উন্নয়ন কামনা করেন তবে উক্ত ব্রীজটি নির্মাণ করুন; গ্রামনগরী স্থাপন বা উন্নয়ন ব্লকএর প্রয়োজন হবে না স্বাভাবিক নিয়মেই নগর গড়ে উঠবে।

শ্যামসুন্দর কলেজ সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস আছে। কিন্তু উক্ত ছাত্রাবাসে মুসলিম, তপসিল জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রদের স্থান হয় না। আমি সরকারকে অনুরোধ করি উক্ত কলেজ সংলগ্ন অঞ্চলে একটি স্টুডেন্টস হোম তৈয়ারি করতঃ সর্বশ্রেণীর দরিদ্র ছাত্রদের অল্পব্যয়ে খাওয়া থাকা ও পড়ার সুযোগ দেবেন। খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত পলেমপুর মৌজার মধ্য দিয়া দামোদরের বারাসতী হানা মুখ বন্ধ করার একান্ত প্রয়োজন। দীর্ঘকাল ধরে রায়নার বিভিন্ন মৌজার ফসল নষ্ট করছে। উক্ত হানামুখ বন্ধের জন্য বহু আবেদন নিবেদন হয়েছে কর্তৃপক্ষ বহু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন কিন্তু কার্যে পরিণত হয় নি। রাস্তার উন্নয়নে দেশের উন্নয়ন, কিন্তু রায়না ও খণ্ডঘোষ থানায় পলেমপুর আরামবাগ ও সগড়াই রায়না রাস্তা ছাড়া সরকার উক্ত অঞ্চলের জন্য রাস্তা গ্রহণ করিলে ও সংস্কার করার ও যানবাহন চলাচলের উপযোগী করিতে উদাসীন আছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে কয়েকটি রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার আশু প্রয়োজন। যথা রায়না হইতে জামালপুর, রায়না হইতে শক্তিগড় গ্রামনগরী, রায়না হইতে শাকনাড়া হইয়া গোতান দামিন্যা পর্যন্ত; উদালস হইতে একলক্ষী, বুলচন্দ্রপুর হইতে মোহনপুর রাস্তা; খণ্ডঘোষ থানায় দামোদর নদীর কাঠগোলাঘাট হইতে খচঘোষ হইয়া সাহসপুর বি ডি আর রেলওয়ে স্টেশন, বাদুলিয়া হইতে খণ্ডঘোষ রাস্তার সংস্কার ও বাস চলাচল উপযোগী করার একান্ত আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও সরকার উদাসীন। পুরাতন বাদশাহী রাস্তার কিয়দংশ আহার বেলসা থেকে পহলানপুর পর্যন্ত সরকার গ্রহণ করিলেও কার্যের গতি অতি মন্থর। আসানসোল একটি শিল্পাঞ্চল বহু অর্থ সরকার পাইয়া থাকেন কিন্তু রাস্তার দুর্গতি চরমে উঠেছে। যথা গৌরাঙ্গী, পুরুলিয়া, পরমাডাঙ্গা, অজয়ঘাট। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় বাজকুল, ভগবানপুর পটাশপুর রাস্তা, ও হেঁড়িয়া জুঙ্কা রাস্তা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রহিয়াছে। উহার তিন বৎসর কাটিয়াছে। এখনও ঐ রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ হয় নাই। অথচ দাবী করা হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা হইতেছে। হাওড়া আমতা রোড বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও মার্টিন কোং-এর স্বার্থে বন্ধ রাখা হইয়াছে। বহুবার মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু ফল হয় নাই।

Sj. Biswanath Saha:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গ্রামের উন্নতির কথা বলতে গেলে সকলের মনেই ফসলের উন্নতির কথা উদয় হয়, কিন্তু গ্রামের উন্নতির সঙ্গে ফসলের উন্নতি, চাষীর অবস্থার উন্নতি এবং রাস্তাঘাটেরও উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সম্প্রতি গ্রামে গ্রামে যা ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে গ্রামের উন্নতি যে হচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। কিন্তু গ্রাম সম্পর্কে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনেক সময় দেখা যায় যে রাস্তা কোনটি ডাইভার্সন করা হয়, যেমন বাঁকা রাস্তাকে সিধে করা—সেটা হয়ত সামান্য ব্যাপার, কিন্তু

বড় রাস্তার যে ডাইভার্সন সে বিষয়ে ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিটির সঙ্গে যাতে আলোচনা করা হয় সে বিষয়টার প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা জিনিস, তাঁরা অনেক সময় রাস্তার জন্য যে জমি নেন সে ভাল জমি নেন; কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্ত জমিটাই যদি সম্পূর্ণভাবে কিনে নেন তাহলে ভাল হয়। কিন্তু কাণ্ট্রাক্টাররা তা করেন না। ফসলের ক্ষতিপূরণ দেন কিন্তু যে জমির নীচেকার খাত হয় সেটার ক্ষতিপূরণ অনেক সময়ই দেওয়া হয় না। এ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা ছাড়া আর একটা জিনিস হচ্ছে এই যে পাশে যে জমি থাকে সে জমি সম্পর্কে কিছুই করা হয় না, অনেক সময় তা থেকে মাটি নেওয়া হয় এবং তার জন্য গ্রামের লোকের পক্ষে দরখাস্ত করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না, এদিক দিয়ে যাতে যথাকর্তব্য করা হয় তার প্রতিও মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা কথা—রাস্তা করার জন্য যদি দু-একটা বস্তীর ঘর পড়ে সেক্ষেত্রে দেখা উচিত যাই পাস করে গেলেই সুবিধা হবে, না যদি দেখা যায় বস্তীটাকে সরিয়ে পুনর্গঠন করতে গেলে যদি খরচ কম হয় তাহলে সেই বন্দোবস্ত করাই উচিত বলে আমার মনে হয়। তাহলে টাকার যেমন সাশ্রয় হয়। দেশের জমিরও সাশ্রয় হয়; এই হল বস্তীর কথা।

তারপর বাড়ীঘরের কথা—কোন কোন জায়গায় হাসপাতালের বাড়ী ও হেল্থ সেন্টারের বাড়ী হয়ে গেছে এবং নার্সদের পর্যন্ত কোয়ার্টার হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কোন বাউণ্ডারী ওয়াল এখন পর্যন্ত হয় নাই। কেন জানিনা ও কাজটা বাকি পড়ে আছে। কিন্তু বাঙ্গালীদের ঘরে একটা করে বাউন্ডারী ওয়ালের বিশেষ দরকার। বেসিক স্কুলের জন্য যেসমস্ত ঘর হচ্ছে সে সম্পর্কেও তাই। শুনেছি এক্সপার্টের প্ল্যান অনুসারেই নাকি এসব করা হয়েছে জানি না বাউন্ডারী ওয়াল সম্বন্ধে তাঁদের অনুমোদন আছে কিনা—কিন্তু যে কথা বলেছি বাঙ্গালীদের ঘরের জন্য বাউণ্ডারী ওয়াল থাকা দরকার—এ বিষয়েও আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর পাশাপাশি দেখা যায় ডি ভি সি-র কোয়ার্টারগুলিতে পর্যন্ত বাউন্ডারী ওয়াল রয়েছে। এই কথা কয়টি বলে আমি এই বাজেটের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

[6-50—7 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

মিঃ স্পীকার, আপনি জানেন ২৪-পরগনা এবং আশেপাশের জেলা থেকে বহু কৃষক এই এসেম্বলীর সামনে সদস্যদের সামনে তাদের বক্তব্য রাখবার জন্য এসেছেন। বিশেষ করে ভাগচাষীরা জমি থেকে কিভাবে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে ল্যান্ড রেভিনিউয়ের দিনে তা নিয়ে কতকটা আলোচনা এখানে হয়ে গেছে। তারা তাদের বিশেষ অসুবিধা কতখানি কি হয়েছে তাই জানাবার জন্য ৭-৮ হাজার কৃষক একত্রিত হয়ে এই এসেমবলির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুখের বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাদের একটা ডেপুটেশন গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন;

Mr. Speaker:

বঙ্কিমবাবু আমি একটা কথা আপনার কাছে এক্সপ্লেন করি। সেদিন একজন মাননীয় সদস্য বললেন 'হাজার লোক'—খবরের কাগজে দেখলাম—২০০ লোক।

Sj. Bankim Mukherji:

পুলিস কমই দেখায়। আজ এমনকি আপনার জেলা থেকেও লোক এসেছে।

Mr. Speaker:

আমি ঐ ভয়েই যাই না।

Sj. Gobardhan Das:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, গ্রামে আমি গ্রাম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সিউড়ি হতে যে পাকা রাস্তা [illegible] পর্যন্ত গিয়েছে এবং মল্লারপুর হতে রামপুরহাট পর্যন্ত গিয়েছে তার উভয় পার্শ্বে যেসমস্ত চাষীর জমি রাস্তার সামিল করে নেওয়া হয়েছে সে আজ ৪-৫ বছর

অতীত হয়ে গেলেও যেসকল চাষীদের জমি নেওয়া হয়েছে তাদের সেই জমির মূল্য আজ পর্যন্তও কিছু ধরে দেওয়া হল না। ঐ রাস্তাতে যে সব চাষীদের জমি গিয়েছে তারা অধিকাংশই মাত্র ৪।৫ বিঘা জমির মালিক, সুতরাং তাদের জমির মূল্য বাবত বা প্রাপ্য তা এতদিন পর্যন্ত ফেলে রাখা অনুচিত। তা ছাড়া উক্ত রাস্তার দু-ধারে তিন-চার ফুট ধরে গর্ত করে সরকার পক্ষ থেকে ড্রেন বের করা হয়েছে তার ফলে সেসব জমিতে চাষীরা যদি আল না বাঁধে বা ঐ গর্ত ভরাট না করে তাহলে যে জমি অবশিষ্ট রয়েছে তাতে আবাদ করা চলবে না। এ সম্বন্ধে অতি সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

তারপর, মল্লারপুর বাজার, সৌড়েশ্বর মহম্মদ বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্র রামপুরহাটের মধ্যে যে রাস্তা রয়েছে তা বর্ষার সময় একেবারে অচল হয়ে পড়ে, গোরুর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন চলতে পারে না, এমনকি মানুষের পক্ষেও সে পথ একদম চলার অযোগ্য হয়। ঐ রাস্তার কোন কোন জায়গায় এমন গর্ত হয় যে সেগুলিতে কাদা জমে গিয়ে রাস্তাটাকে প্রায় অচল করে ফেলে তার ফলে বাজার থেকে স্টেশন পর্যন্ত লোকের যাতায়াতের পক্ষে চরম দুর্দশা উপস্থিত হয়। এ বিষয় বহুবার গভর্নমেন্টকে জানানো হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রতিকার হয় নাই। তার উপর আবার বর্ষার পর যখন ধানকল চালু হয় তখন মিলওয়ালারা ঐ রাস্তায় কয়লার গুড়ো ও ছাই ফেলে নিজেদের যানবাহন চলার পক্ষে কিছুটা সুবিধা করে নেয়। কিন্তু তাদের এই সুবিধা করে নেওয়ার জন্য জনসাধারণকেই উল্টো দুর্ভোগ ভুগতে হয় কেননা—ফাল্গুন চৈত্র মাসের ঝটকা হাওয়াতে বাজারের খাবারের দোকান ও অন্যান্য [illegible] দোকানপাট সেই কয়লার ধুলো আর ছাইয়ে ভরে যেতে থাকে এবম্বিধ অবস্থায় মল্লারপুর বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সকলের পক্ষেই যে যাতায়াত ও কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তার প্রতি সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আর একটা রাস্তার কথা বলি, মল্লারপুর হতে দক্ষিণগ্রাম, ও দক্ষিণগ্রাম হতে তুড়িগ্রাম পর্যন্ত যে ডি বি রাস্তা গিয়েছে সে রাস্তাটাও বর্ষার সময় লোকের চলাচলের অযোগ্য হয়। বর্তমানে ঐ রাস্তায় দুটি বাস চলাচল করে—ঐ বাসের মধ্যে যেটার নম্বর বি, আর আর, ২৯৩০নং সেই বাসটা ২১-১-৫৯ তারিখে ঐ রাস্তায় একটা দুর্ঘটনা ঘটায়—ঐ রাস্তাটা পাকা হওয়া বিশেষ দরকার।

আর, মল্লারপুর থেকে মাল্লুটি যে রাস্তা গিয়েছে, তাতে ইস্তিকাঁদা ও মাল্লুটির মধ্যেকার রাস্তার ক্যালভার্ট আজ প্রায় চার-পাঁচ বছর যাবত ভেঙ্গে রয়েছে, আজও তার সংস্কার করা হল-না। তার ফলে ঐ অঞ্চলের চাষীদের অত্যধিক কষ্ট ভোগ করতে হয়ে থাকে, ঐ ক্যালভার্টটার যথোচিত মেরামত করা এবং রাস্তাটিকে পাকা করা বিশেষ প্রয়োজন।

এবারে রামপুরহাট থানার কথা কিছু বলব। রামপুরহাট হতে মাড়গ্রাম ও মাড়গ্রাম হতে বিষ্ণুর যে রাস্তা গিয়েছে তারও সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন। আর রামপুরহাট থেকে আয়াস পর্যন্ত যে রাস্তা তাতে টেস্ট রিলিফের মাটি ফেলা হয়েছে, কিন্তু ঐ রাস্তার মধ্যে সাঁকো না দেওয়ায় ঐ সমস্ত মাটি বর্ষার জলে ধুয়ে যাবে, তাই এটার প্রতি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবশেষে তারাপীঠ রোড বা বামাখ্যাপা রোড সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তদনুসারে ঐ রাস্তা সত্বর হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুধু বাংলাদেশের নানা স্থান হতেই নয়, সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে তারাপীঠ তীর্থে বহু লোকের সমাগম হয়ে থাকে, উপযুক্ত রাস্তার অভাবে বহু যাত্রী যারপর নাই ক্লেশ ভোগ করেন। এদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Bijoylal Chattopadhyay:

স্পীকার মহাশয়, রাস্তা খাতে আমাদের পূর্তমন্ত্রীমহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি উপস্থাপিত করেছেন তাকে সমর্থন করতে উঠে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। রাস্তার যে উন্নতি হয়েছে এটা যেকোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি স্বীকার করবেন। নদীয়া জেলার রাস্তার ব্যাপারে দেখছি যে ১৯৫১ সালের আগে মাত্র ৬২ মাইল রাস্তা সেখানে ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী [illegible] মাধ্যমে [illegible] মাইল নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে এবং দ্বিতীয় [illegible]। পরিকল্পনা শেষ হবার

প্ল্যানে দেখছি আরও ২০৮ মাইল রাস্তা সেখানে তৈরি হবে অথাৎ ১৯৫১ সালে যে ৬২ মাইল রাস্তা ছিল তার উপর আরও ৩২৬ মাইল নতুন রাস্তা তৈরি হবে। এটা নদিয়া জেলায় যেমন সত্য সকল জেলায় তেমনি এটা অপরিকল্পিত সত্য। সুতরাং এ ব্যাপার নিয়ে আমাদের তর্ক করবার কোন অবসর নেই। যদি কেউ তর্ক করতে চান তাহলে গোল্ডস্মিথস ভিলেজ পেডাগগের মত বলতে হবে

"though vanquished, he would argue still."

স্পীকার মহাশয়, আমার ওপক্ষের কোন কোন বন্ধু বলেছেন যে, রাস্তা বেশি পরিমাণে শহরাঞ্চলে তৈরি হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে তেমন হয় নি—আমি কিন্তু একথা বিশ্বাস করি না। আজকে কোলকাতায় বসে বাংলাদেশের যেকোন জায়গায় ঘুরে আসা যায় মোটর গাড়ীতে চড়ে মাইলের পর মাইলের চলে গেছে রাস্তা, বহু প্রান্তর অতিক্রম করে বহু বনভূমির ভেতর দিয়ে ডাইনে বামে বহু জনাকীর্ণ পল্লী এবং শহরকে রেখে সারা বাংলাদেশে সব রাস্তা বিসর্পিত হয়ে গেছে। সুতরাং রাস্তার ব্যাপারে যাঁরা বলেন যে, পল্লী অঞ্চলে কিছুই হয় নি, তাঁদের আমি বলবো যে এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আজকে জীপে করে যেকোন পল্লীতে যাওয়া যায়—ডিস্ট্রিক্ট স্কুল লাইব্রেরী থেকে যেসমস্ত জীপ দেওয়া হয়েছে তাতে চড়ে লোকেরা গ্রামে গ্রামে বই বিতরণ করার জন্য সুদূর পল্লী অঞ্চলে আশেপাশে চলে যায় এবং এইসব বই সেখানে দিয়ে আসেন। আগে একটা মোটর গাড়ি যদি গ্রামে আসতো তাহলে গ্রামের ছেলেরা দৌড়ে আসতো একটা নতুন মজার জিনিস দেখবার জন্য কিন্তু আজকে মোটর গাড়ি বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেলে শিশুরা আর দৌড়ে আসে না। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাস্তার কিছু উন্নতি হয়েছে কিন্তু এমন কথা আমি বলি না যে আমাদের আর কিছু করার নেই। আজকে রাস্তাগুলি খুব দীর্ঘ করার জন্য আমি নিশ্চয়ই মন্ত্রী মহোদয়কে অভিনন্দিত করি। কেবল কয়েকটা কথা আমার বলার আছে, নদীয়ার কথায় আমি বলতে পারি যে কৃষ্ণনগর থেকে শিকারপুর ৬০ মাইল রাস্তা, এই রাস্তার ধারে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে মেয়ে অথবা পুরুষেরা কোনরকম বিশ্রাম নিতে পারে। একদিন ছিল যখন রাস্তার ধারে এই সমস্ত করবার কিছু প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু রাস্তা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর সংখ্যা এবং প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই ৬০ মাইল রাস্তা যদি চলতে হয় কোন যাত্রীদের তাহলে তাঁদের অনেক কিছু শারীরিক প্রয়োজন আছে, সেইসব প্রয়োজন মেটাবার কথা আজকে আমাদের বলতে হবে। ইংরেজ রাজত্বে আমরা দেশের কথা যেরকম করে ভেবেছি, স্বাধীন ভারতবর্ষে সেরকম, বিশেষ করে, মেয়েদের অসুবিধার কথা আমাদের ভাবতে হবে। একটা জাত সভ্যতার পথে কতখানি এগিয়ে গেছে তা বুঝাবার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হচ্ছে সেই জাত নারীদের প্রতি কিরকম ব্যবহার করে। এই ৬০ মাইল রাস্তা বাসে চড়ে যেতে হয়, কিন্তু তাঁদের বিশ্রামের কোন স্থান নেই—এ কথাটা আজকে বিশেষ করে মন্ত্রী মহাশয়কে ভেবে দেখতে বলছি। তিনি হৃদয়বান লোক, দেশকে তিনি ভালবাসেন, তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর মত হৃদয়বান মন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি যে এই দীর্ঘ রাস্তার ধারে ধারে অন্ততঃ কিছু কিছু বিশ্রামাগার তিনি তৈরি করে দেবেন, বিশেষ করে মেয়েদের কথা ভেবে। তিনি হচ্ছেন রাস্তার মালিক—আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি যদি এই কাজ করেন তাহলে এই সমস্ত মা-বোনেদের আশীর্বাদ তিনি লাভ করবেন।

Mr. Speaker:

কোথা থেকে আরম্ভ হবে করিমপুর থেকে?

Sj. Bijoylal Chattopadhyay:

স্পীকার মহাশয়, আপনি আমার সঙ্গে করিমপুর থেকে সুদূর কৃষ্ণনগর পর্যন্ত এসেছেন—আর কেউ জানুন বা না জানুন, আপনি ভাল করেই জানেন যে এই ৬০ মাইল রাস্তার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে পথিকরা বিশ্রাম লাভ করতে পারেন। আর একটা কথা এই যে, রাস্তার ধারে ধারে কিছু গাছ লাগাবার প্রয়োজন আছে, কারণ এই সমস্ত ক্লান্ত পথিকদের বৃক্ষের সুশীতল ছায়ার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। রাস্তা যেমন বাড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি রাস্তার ধারে ধারে কিছু গাছ লাগাবারও প্রয়োজন আছে, বেশি করে গাছ লাগাবার দরকার নেই, দিনু বা আম ...

লাগবেন সেগুলি যাতে ঠিকমত মেনটেন্ড হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর রাস্তার ধারে কিছু কিছু যে সিট করে দিয়েছেন তার সংখ্যাও বেশি করা উচিত। এক এক সময় যে বাস আসতে দেরি করে সেই সময়টা যাতে পথিকরা একটু বিশ্রাম লাভ করতে পারে তার জন্য এটা করা উচিত। এই বলে আমি পুনরায় পূর্তমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[7—7-10 p.m.]

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

স্পীকার, স্যার, আমি কয়েকটা বিষয় বলতে চাই সিভিল ওয়ার্কস হেডে হেলথ সেন্টার বিষয়ে। ইটাহার থানায় মারনাই, বালিহারা এই দুটো জায়গায় সাবসিডিয়ারী হেলথ সেন্টার করা প্রয়োজন। দুর্গাপুর, মুজিহারা, কালিয়াগঞ্জ থানার জায়গাতেও সাবসিডিয়ারী হেল্থ সেন্টার করা প্রয়োজন। এ ছাড়া ইটাহার প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এবার ওপেন করা প্রয়োজন। রাস্তার বিষয়ে আপনার জানা আছে যে উত্তর বঙ্গে যাতায়াতের পক্ষে ভীষণ অবস্থা হয়ে আছে। আজ পর্যন্ত ফারাক্কা বাঁধ তৈরী হল না এবং আজ পর্যন্ত ৩৪নং ন্যাশনাল হাইওয়ের কোলকাতা-শিলিগুড়ি কাজ সমাধা হল না। এই ন্যাশনাল হাইওয়েতে গাজোল হতে রায়গঞ্জ অংশ রাস্তার অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ২০ মাইল রাস্তা বছরে ৬ মাস বন্ধ থাকে এবং লোকে যাতায়াত করতে পারে না। এর যে দুটো গ্যাপ আছে রায়গঞ্জের দক্ষিণে কালমাটিয়া ও বাদসিংএ তাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে এখানে দুটো ফ্লোটিং ব্রীজ দিলে এই ২০ মাইল রাস্তার চলাচল করা যেতে পারে। সেজন্য এই রাস্তাটি করা একান্ত প্রয়োজন, এ ছাড়া আরও কয়েকটা রাস্তার কথা বলছি—যেমন দৌলতপুর, হরিরামপুর, চূড়ামন, ইটাহার, ফতেপুর। রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে দেবীনগরে ২ মাইল রাস্তা করার কথা। এ ছাড়া কাট মোশনে আমি ১৯টা রাস্তা যে দিয়েছি সেগুলোও অল্পাধিক প্রয়োজন। এখন শুনলেন অনেক রাস্তা হয়েছে, কিন্তু আদতে কি অবস্থা হয়েছে সে বিষয়ে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ২৪-পরগনা জেলার মধ্যে মসলন্দপুর হতে চারঘাট এবং গোবরডাঙ্গা হতে চারঘাট রাস্তা দুটি ২০ বৎসর আগে যেমন ছিল আজও ঠিক সেই রকমই আছে। অথচ মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র ব্যানার্জি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা সত্ত্বেও এই রাস্তার কিছুই তিনি করেন নি। কাজেই রাস্তার বিষয়ে আমাদের উত্তর বাংলার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় এবং সেখানে বর্ষার ৬ মাস প্রায় গামছা পরে হাঁটতে হয়। আমার নিজের গ্রামে গেলেই দেখতে পাবেন যে আমাদের যাতায়াতের অবস্থা কি ভীষণ খারাপ। এইরকমভাবে মালদহ জেলার খবরা, গাজোলে এবং উত্তর বাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করা যায় না। সেজন্য কয়েকটা ছোট ছোট রাস্তা এখুনি করা দরকার—যেমন দানাগ্রাম-হরিরামপুর-গজোল; চূড়ামন-ইটাহার-পতিরাজপুর-ফতেপুর; হাটকালি-[illegible]-মহানন্দপুর-গুলিয়াজপুর-বালিহারা; দুর্গাপুর-ধুলহর-পাথনালিয়া-চূড়ামন; কালিয়াগঞ্জ রেল স্টেশন-কুপেরহাট-দুর্গাপুর; এবং বংশীহারী থানার হরিরামপুর অঞ্চলে কয়েকটা রাস্তা করা একান্ত দরকার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে হরিরামপুর অঞ্চলে নূতন কনস্ট্রাকশনের মধ্যে যে রাস্তা হচ্ছে সেটা তৈরি না হলে বর্ষাকালে এই সমস্ত রাস্তাগুলো অচল হয়ে যায়, খাদ্য রেশন পাঠান যায়না। লোকজন চলাফেরা করতে পারে না এবং এমন কি গরুর গাড়ী পর্যন্ত চলে না। এই রকম অবস্থা উত্তর বাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়। সেজন্য বিশেষ ভাবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই কয়েকটি রাস্তা কম পক্ষে করে যাতে লোকজন চলাফেরা করতে পারে তার একটা সুবন্দোবস্ত করবেন বলে আমি আশা করি।

Sj. Rabindra Nath Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন রাস্তা সম্পর্কে বরাদ্দ দাবী উত্থাপন করে যে আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সব জায়গায় রাস্তাঘাট করা সম্ভবপর না হলেও অনেক জায়গায়ই করা হয়েছে এবং দেশে রাস্তাঘাটের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়েছেন। রাস্তার সংখ্যা বাড়ালেও যদি গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করেন বুঝতে পারবেন সমগ্রভাবে দেশের ৭৩।৮০ জন মানুষকে এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। কারণ এটা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায় যে আমাদের সরকারের আর্থিক সামর্থ্য কম থাকলেও অর্থের বিরাট পরিমাণ অপচয় হচ্ছে। টেস্ট রিলিফএর মাধ্যমে [illegible] কিছু কিছু জায়গায় ১০।১২ ফিট প্রশস্ত রাস্তা হয়েছে

এবং তাতে করে দেশের যোগাযোগের ব্যবস্থা আগের চেয়ে এখন একটু সুগম হয়েছে, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাই স্কুল, বাজার, হাট ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার আগের চেয়ে সুবিধা হয়েছে বটে কিন্তু টেস্ট রিলিফএর মধ্য দিয়ে যে অর্থের ব্যয় হচ্ছে যদি এর সঙ্গে সরকারী তহবিল থেকে আরও কিছু টাকা পাওয়া যেত যার দ্বারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই গ্রামের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বহু রকম সুযোগসুবিধা করে দেওয়া যেতে পারত; কিন্তু সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী সরকারের নেই। নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে যে সমস্ত বড় বড় কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এখানে বলে লাভ নেই—খালি ব্লু প্রিন্টএর ছড়াছড়ি। সমস্ত জায়গায় দেখা যায় দলীয় রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে তাঁরা মানুষের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করেন। তাই আমি প্রথমেই বলব জনসাধারণের যাতে সুবিধা হয়, সেদিকেই প্রায়রিটি দেওয়া দরকার এবং টেস্ট রিলিফএর মধ্য দিয়ে যেসব রাস্তাঘাট হবে এবং যে সমস্ত ব্রীজ হবে তাদের ডুরাবিলিটির দিকে লক্ষ্য রেখে ২০ পারসেন্ট অফ টোটাল এক্সপেন্ডিচারএর মঞ্জুরী আলাদা করে দেওয়া দরকার যাতে করে আমাদের দেশের মানুষকে এর দ্বারা অনেকখানি সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। বিষ্টুপুর, বজবজ, বারুইপুরে কয়েকটা রাস্তার জন্য এবং কল্যাণপুরে একটা রাস্তার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ বহুদিন থেকেই মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট আবেদন করে আসছে এবং স্থানীয় জনসাধারণ কেওরাপুকুর রাস্তার জন্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ডোনেশন দেবার কথা বলেছে। এই রাস্তা দিয়ে ৭০ হাজারের উপর লোক যাতায়াত করে এবং এই রাস্তার উপর ২টি হেলথ সেন্টার, প্রাইমারী স্কুল ইত্যাদি রয়েছে, সুতরাং এই রাস্তাগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয় তা রজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাব। বিষ্টুপুর, বজবজ, মগরাহাট, মহেশতলা, ফলতা, গঙ্গারামপুর, এই কয়েকটা অঞ্চলের রাস্তাগুলি যদি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতরে গ্রহণ করা হয় তাহলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অনেকখানি সুযোগ-সুবিধা নিতে পারবে। মোদি টু কল্যাণপুর ভায়া উচাখালি যে কাঁচা রাস্তাটি আছে ঐ রাস্তাটিকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রহণ করার জন্য আমি সরকার ও মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাই।

[7-10—720 p.m.]

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে এই সিভিল ওয়ার্কস খাতে ব্যয়বরাদ্দের মঞ্জুরীর দাবীর উপরে যে বিতর্কের অবতারণা বিভিন্ন মাননীয় সদস্যেরা করেছেন তার বেশিরভাগ হ'ল যে রাস্তাগুলি আমরা নিতে পারিনি তার ফিরিস্তি দেওয়া আর সে রাস্তাগুলির যে গুরুত্ব কতখানি তা বুঝাবার প্রয়াস। অবশ্য একথা সত্য আমরা বাংলাদেশের সব রাস্তা নিতে পারি নি। রাস্তা মাত্রেরই প্রয়োজনীয়তা আছে বিশেষ করে যে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সেই রাস্তা গিয়েছে সেই অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে এর গুরুত্ব খুবই আছে। রাস্তা সবগুলো নিতে পারলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হতেন না, কিন্তু কি কারণে সব রাস্তা নেওয়া সম্ভব হয় নি সেটা আমি প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছি। ভারতের মত দরিদ্র দেশে দশ বছরের মধ্যে শত শত রাস্তা করা সম্ভবপর নয়, তা সত্ত্বেও দশ বছরে পশ্চিমবাংলায় আমরা যা করেছি সেকথা আমি পূর্বেই বলেছি। ভারতের অপর কোন রাজ্যের, পক্ষ আমরা যা করেছি, তা করা সম্ভব হয় নি। গত ১০ বছরে পশ্চিম বাংলায় যে পরিমাণ টাকা এই কাজে ব্যয় হয়েছে, যত দীর্ঘ রাস্তা তৈরি হয়েছে, ভারতের অন্য কোন রাজ্যে তা হয় নি।

আলোচনা উপলক্ষে একজন মাননীয় সদস্য বলেছিলেন ডায়মন্ডহারবারের রাস্তার কথা। ডায়মন্ডহারবারের রাস্তার কাজ আরম্ভ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—টেন্ডার কল করা হয়েছে। কালীঘাট-ফলতা রেলওয়ের অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে রাস্তা নেবার কথা বলেছিলেন, সেটা পরীক্ষা করে দেখেছি রাস্তার পক্ষে সুবিধজনক নয় বলে গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনীয়ারগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেজন্যে আমরা রেলওয়ে অ্যালাইনমেন্ট ছেড়ে দিয়েছি, সেটা স্থানে স্থানে খুব সরু—আমাদের রাস্তার পারপাস সার্ভ করবে না। দোস্তীপুর-ফলতা রাস্তা দুই দিকে প্রসারিত হচ্ছে কাজেই ডায়মন্ডহারবার রাস্তা হয়ে গেলে, দোস্তীপুর-ফলতা রাস্তা হয়ে গেলে, কালীঘাট-ফলতা যাতায়াতের অসুবিধা হবে না। খন্ডকোষ(?) রাস্তার কথা একজন মাননীয় সদস্য বলেছিলেন, কিন্তু ওখানে কোন রাস্তা আমাদের করবার কথা নেই। রসুলপুর থেকে যে রাস্তা

যাবেই তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বর্তমান সদর ঘাটের রাস্তার কথা একজন বন্ধু ফকিরবাবু বলেছেন। ১৯৩৭ সালে নাকি সেটা হবার কথা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য জানেন যে এর পর অনেক জল গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে। দামোদরের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার ফলে দামোদর নদীর অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে—বৈদ্যবাটী-আরামবাগ রাস্তা হয়েছে—তারপর দুর্গাপুরে আমাদের ব্রীজের উপর দিয়ে একটা রাস্তা হয়েছে। ফকিরবাবুর দৃষ্টি নিশ্চয়ই সেদিকে পড়েছে। ঐ পুল হবার পর আমাদের সদর ঘাটে পুল হবার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গিয়েছে। চাঁপাডাঙ্গায় দামোদরের ওপর সেতু করার প্রয়োজনীয়তা আছে যে রাস্তাটি আরামবাগ দিয়ে বাঁকুড়া চলে গিয়েছে কোতল হয়ে সেটি রাঁচি এবং চাটকপর যাবার সব চেয়ে নিকটবর্তী রাস্তা হবে। কেতুগ্রাম রাস্তার কথা একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন—এই রাস্তাটি নেওয়া হয়েছে। হেলথ সেন্টারে যাবার রাস্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু যেখানে যত হেলথ সেন্টার হয়েছে সব জায়গায় যাবার মত রাস্তা তৈরি করবার অবস্থা এখনও আমাদের সরকারের হয় নি। জামালপুর-রায়না রাস্তার কথা বলা হয়েছে। জামালপুরে একটি রাস্তা হয়েছে এবং আর একটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রয়েছে। শ্রীবসন্ত চ্যাটার্জি মহাশয় ৩৪নং ন্যাশনাল হাইওয়ের কথা বলেছেন। সে রাস্তা দিয়ে বর্তমানে যানবাহন চলাচল করছে, মোটর গাড়ী সহজেই যেতে পারছে, তবে ৩৪নং ন্যাশনাল হাইওয়ে-এর স্থানে স্থানে কিছু উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গাজল-ইটাহার রাস্তার উন্নয়নকার্য চলছে। মালদহের কথা একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে এখানে এক মাইল রাস্তাও ছিল না—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হলে মালদহে ২২ মাইল রাস্তা হয়ে যাচ্ছে। একজন মাননীয় সদস্য সুন্দরবন এলাকার রাস্তার কথা বলেছেন। হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, ভেদিয়া, কালীনগর, সন্দেশখালি রাস্তাটি নেওয়া হয়েছে। সন্দেশখালি-দুলদুলি-কাঠালবাড়ী-বাসন্তী-গোসাবা-বসিরহাট থেকে ইটেন্ডাঘাট এ সমস্ত রাস্তাগুলি আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে নিয়েছি। এই কথাগুলি বলে আমি সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করছি এবং আমার প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্যগণকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker: Save and except cut motion No. 54 relating to Grant No. 32, I am putting all the cut motions to vote.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Radhanath Chattoraj that the demand Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. S. Pandey that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Janab Taher Hossain that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chaitan Majhi that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 7,91,55,000 for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

[7-20—7-24 p.m.]

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 4,36,37,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—48.

Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. P[illegible]
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan

Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
[illegible], Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakrasi, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shanker
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Fakir Chandra
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—119.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bianchi, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. [illegible]
Jahangir Kabir, Janab
Kasem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, [illegible]
Khan, Sj. [illegible]
Lutfal Haque, Janab
Mahanty, Sj. [illegible] Chandra
Mahato, Sj. [illegible]
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmad, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmad, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amar[illegible] Nath
Sarkar, Sj. [illegible]

Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandr
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 48 and the Noes 119, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that a sum of Rs. 4,36,37,000 be granted for expenditure under Grant No. 32, Major Head "50—Civil Works", was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that a sum of Rs. 7,91,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 44, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

Mr. Speaker: There will be questions tomorrow for half an hour.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-24 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 12th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.

[Proceedings] of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 12th March, 1959, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 210 Members.

[3—3-10 p.m.]

Fixation of time for guillotine.

Mr. Speaker: Before the day's work begins I have an announcement to make. Today is the last day for the voting on demands for grants. There are as many as 15 grants under which no fewer than 66 cut motions are still therefor disposal. In conformity with the previous practice I fix that the House will sit today upto 7-30 p.m. and I also fix that the guillotine will fall at 6-30 p.m. Thereafter I shall put all outstanding questions without any debate. I hope the members on both sides will try to be brief in their speech so that the business may be finished before the time for guillotine. Half-past-six is the time when the guillotine will fall.

As arranged we are going to have questions for half-an-hour.

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given.)

Police search of a mosque at Dehi Serampore Road, Calcutta, on the 7th January, 1959

***96B.** (Short Notice.) (Admitted question No. *2863.) **Sj. Jagat Bose and Sj. Rama Shankar Prasad:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state whether on the 7th January, 1959, a mosque on Dehi Serampore Road, Calcutta, was searched by the police just after midnight?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) why the mosque was searched; and

(ii) how many persons were arrested from inside the mosque and on what charge?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) Yes (after midnight of the 6th January, 1959).

(b)(i) The police officers on rounds on the 6th January, 1959, were informed at about 11-55 p.m. that a little while ago a theft had taken place in the ground floor of premises No. 13, Dehi Serampore Road, and that one of the thieves escaped into the adjoining mosque. The Officer-in-charge then went to the mosque and, having been informed by the Muezzin that several outsiders were residing in the mosque compound, entered the mosque to collect particulars about them.

(ii) Five persons who were found sleeping on the open verandah of the mosque were placed under arrest on suspicion as they could not render any satisfactory account of their presence inside the mosque.

The arrest of these persons was shown under section 54, Cr.P.C.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Was the thief found inside the mosque?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Some of these persons found inside the mosque were arrested on suspicion.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Were any of them proved to be a thief?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: They were sent up for trial.

Death of one Anand Prakash in South Calcutta on the 2nd December, 1958

***96C.** (Short Notice.) (Admitted question No. *2871.) **Sj. Sunil Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) whether he is aware that a young man named Anand Prakash died on the midnight of the 2nd December, 1958, in the hospital as a result of bleeding injury sustained by him in a scuffle with a burglar who visited his flat on Sarat Banerjee Road in South Calcutta; and

(b) how long did the police and the ambulance take to reach the place of occurrence after they had received intimation of the same?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) Yes (died on the 3rd December, 1958, at about 3-20 a.m.)

(b) (i) Police reached the place of occurrence within 5 minutes of receipt of information.

(ii) The ambulance reached within 25 minutes of receipt of information.

Sj. Sunil Das:

মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন হাসপাতালে কখন নেওয়া হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এম্বুলেন্স সেখানে যায় ১২টা ৪০ মিনিটে তারপরই সেখান থেকে যায় হাসপাতালে।

Sj. Sunil Das:

আপনি বলেছেন ২৫ মিনিটের ভিতর সেখানে এম্বুলেন্স এসেছিল, আরও আগে কেন আসে নাই?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

২৫ মিনিটের ভিতর যে এসেছিল, তাতে আমার মনে হয় ক্ষিপ্রতারই পরিচায়ক।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

তাঁরা কিসে সেখানে এসেছিল? ওয়ারলেস ভ্যানএ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তাঁদের বাহন কি ছিল—আমি জানি না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

ওয়েরলেস ভ্যানএ অনেক কিছু এ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে এবং তাতে স্ট্রেচারও থাকে এবং যদি তারা সেই ভ্যানে এসে থাকেন তাহলে হাসপাতালে নিতে এত দেরি হল কেন? এই হচ্ছে আমার জিজ্ঞাস্য।

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, as far as I know if you ring up Lalbazar Control they send you a police van which reaches your door within five minutes, but that does not mean that an ambulance will also reach within that time.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

আপনি জানেন কিনা স্যার, তা জানি না। ঐ ভ্যানে স্ট্রেচার এবং ফার্স্ট এইডের বন্দোবস্ত থাকে। সেইজন্য ঐ ভ্যানের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

The Hon'ble Kalipada Mookerjee: The arrangement may be there in one or two of the wireless vans but not in the vans which are used for the transportation of the police force.

Sj. Sunil Das:

এটা কি ঠিক যে এম্বুলেন্স এ্যাভেলেবল ছিল না বলে পাঠাতে দেরি হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

সে সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই।

Sj. Sunil Das:

তাকে ফার্স্ট এইড দেওয়া হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তাকে সেখানেই ফার্স্ট এইড দেওয়া হয়েছিল।

Sj. Sunil Das:

তাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছিল কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

তা হাসপাতালেই দেওয়া সম্ভব।

Sj. Sunil Das:

সেটা হাসপাতালে নিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিনা বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

হাসপাতালে কি করা হয়েছিল তা আমি জানি না, তা হাসপাতালের লোকেরাই জানে।

Sj. Sunil Das:

তাকে ফার্স্ট এইড কে দিয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

পুলিস অফিসার যাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন তাঁরাই দিয়েছিলেন। তাঁরা ফার্স্ট এইড-এর ট্রেনিং পেয়ে থাকেন।

Sj. Sunil Das:

তার কি ব্লিডিং বন্ধ হয়েছিল?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ব্লিডিং যদি বন্ধ হত তাহলে অত তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেবার প্রয়োজনই হত না।

*105 (Held over from 11th March, 1959, for supplementary questions.)

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: This is in reply to supplementaries regarding the existing vacancies: Of the 41 vacancies in the thirteen Arts and Science Colleges only 3 remain to be filled up, and of the 25 vacancies in the nine Training and Professional Colleges 17 are yet to be filled up and we are awaiting recommendations of the Public Service Commission.

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Number of Special Cadre teachers in Birbhum district

49. (Admitted question No. 1199). **Sj. Durgapada Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) বীরভূম জেলার স্পেশ্যাল কেডারভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা কত;

(খ) উক্ত সংখ্যার মধ্যে কতজন গ্রাজুয়েট, কতজন আই এ, আই এস-সি, বা আই কম পাশ এবং কতজন মেট্রিকুলেট বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশ;

(গ) বীরভূমে কার্যরত স্পেশ্যাল কেডার শিক্ষকগণের মধ্যে—

(১) কতজন রিফিউজি,

(২) কতজন বীরভূমবাসী,

(৩) কতজন পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার অধিবাসী,

(৪) কতজন প্রাইমারী বিদ্যালয়ে কার্যরত, এবং

(৫) কতজন জুনিয়র হাইস্কুলে কার্যরত; এবং

(ঘ) এই শিক্ষকগুলির পদ স্থায়ী না অস্থায়ী?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Chaudhuri):

(ক) ১,১৮৩।

(খ)—

M.A./M.Sc.	—	Nil
B.A./B.Sc.	...	৪৬
I.A/I.Sc./I.Com	..	২০১
Matriculates/School Final		৯৩৬
		১,১৮৩

(গ)—

(১) ৪৪

(২) ১,১২৬

(৩) ১০

১,১৮০

অন্য প্রদেশবাসী ০

১,১৮০

(৪) ১,০২০

(৫) ১৬০

(ঘ) প্রধানত শিক্ষাপ্রসারকল্পে প্রয়োজনানুসারে জেলা স্কুলবোর্ড বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিসমূহের অধীনে এইসব শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে।

প্রথমে ইঁহাদের অন্য সকল শিক্ষকগণের ন্যায় অস্থায়িভাবে নিয়োগ করা হয়। ইঁহাদের কর্মদক্ষতা ও সন্তোষজনক কার্যের ভিত্তিতে ইঁহাদিগকে স্থায়িভাবে নিয়োগ করা হইবে।

Junior High Schools

50. (Admitted question No. 1144.) **Sj. Bhupal Chandra Panda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(ক) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এবং মেদিনীপুর জেলায় জুনিয়র হাই স্কুলগুলির সংখ্যা কত;

(খ) এই স্কুলগুলিকে ডেফিসিট বেসিসএ গ্রহণ করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

(গ) থাকিলে, কবে তাহা কার্যকরী করা হইবে;

(ঘ) এই স্কুলগুলির উন্নতির জন্য বর্তমানে সরকার হইতে কিভাবে এবং কি কি প্রকারে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে; এবং

(ঙ) এই প্রকার স্কুলের বি এ, বি এস-সি, আই এ, আই এস-সি, স্পেশ্যাল কেডার মেট্রিক, ভি, এম কাব্যতীর্থ শিক্ষকদের (সরকার ঘোষিত নতুন পে-স্কেল অনুসারে) কি হারে বেতন দেওয়া হইবে?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক)—

			১৯৫৬-৫৭
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে	...	...	১,৭৫৭
মেদিনীপুর জেলায়	...	...	২৬৮

(খ) এবং (গ) এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিষয়ে সরকারী পরিকল্পনা এখনও বিবেচনাধীন আছে। প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

(ঘ) বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে প্রতি বৎসর এককালীন সাহায্য (লাম্প গ্রান্ট) দিবার ব্যবস্থা আছে।

(ঙ) জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকদের নতুন বেতনের হার সম্বলিত একটি বিবরণী এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

Statement referred to in reply to clause (a) of unstarred question No. 50

REVISED SCALES OF PAY OF TEACHERS OF RECOGNISED NON-GOVERNMENT JUNIOR HIGH SCHOOLS

Teachers.	Qualification.	Revised scales of pay.
Headmasters ..	Trained graduates with 3 years' teaching experience.	Rs.100—5—215—10—225 *plus* a special pay of Rs. 25 per mensem.
Assistant Teachers ..	(1) Trained graduates in Arts and Science (B.A. and B.Sc. with Distinction will start with two advance increments).	Rs. 100—5—215—10—225.
	(2) Under-graduates—	
	(a) I.A., I.Sc. (trained)	Rs. 70—3—118—4—150.
	(b) Matriculate with Kavyatirtha or Kavyatirtha *plus* another Tirtha, Final Madrasah or its equivalent.	Rs. 70—5/2—100.
	(c) Matriculate with V. M. training (training period not less than two years).	Rs. 70—5/2—100.
	(3) Untrained graduates or under-graduates (existing).	(a) Existing teachers, already placed in the old grade of trained teachers, will be placed in the revised grade for trained teachears. (b) Existing teachers (others) would be required to be trained under arrangements to be made by Government. On the successful completion of their training, they will be eligible for the revised scales of pay and, until they are so trained they will continue to draw their salaries in their old scales of pay.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Bhupal Chandra Panda: আপনি খ এবং গ-এর উত্তরে বলেছেন—এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিষয়ে সরকারী পরিকল্পনা এখনও বিবেচনাধীন আছে। প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব হয় নি। কিন্তু এই বিবেচনা কতদিনে শেষ হতে পারে বা [illegible] ব্যবস্থা কতদিনে অবলম্বিত হবে?

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, এই লাম্প গ্রান্টএর ব্যবস্থা তুলে দিয়ে নিয়মিত গ্রান্ট দেবার ব্যবস্থার কথা আপনারা বিবেচনা করছেন কিনা?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: That is not possible. Our resources are not enough. Grants on deficit basis are given only in the State of West Bengal and not in any other State.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

নন-ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থদের ট্রেনিংএর কি ব্যবস্থা সরকার করছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সংস্কৃত শিক্ষার কোন ট্রেনিংএর ব্যবস্থা আছে বলে আমি জানি না।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আপনি যে বললেন নন-ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থের কথা—আপনি বলেছেন ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থ যাঁরা তাঁদের গ্রেডে প্লেস করা হয়েছে, যাঁরা নন-ম্যাট্রিক তাঁরা ট্রেন্ড হলে তাঁদের স্কেলে প্লেস করা হবে এরকম একটা কথা বললেন না?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

যাঁরা ম্যাট্রিকুলেট তাঁদের ট্রেন্ড করা হবে, নন-ম্যাট্রিক যাঁরা ভি এম ট্রেন্ড তাঁদেরও ট্রেনিংএর ব্যবস্থা আছে।

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির তরফ থেকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে কিনা যে তাঁদের যে ট্রেনিংএর ব্যবস্থা সেটা যথোপযুক্ত নয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

নন-ম্যাট্রিকদের কোন ট্রেনিংএর ব্যবস্থা নেই কেবল ভি এম, ব্যতীত যাঁরা ম্যাট্রিকুলেট এবং ভি এম ট্রেনিং পেয়েছেন তাঁদের ওটা দেওয়া হয়, কিন্তু যাঁরা ভি এম ট্রেন্ড নন তাঁরা ঐ স্কেল পাবেন না।

Sj. Ananga Mohan Das:

জুনিয়ার হাই স্কুলে আপনারা যে সাহায্য দেন তা তিন বছর দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

তিন দফায় দেওয়ার জন্য আমরা সেকেন্ডারী বোর্ডকে রেকমেন্ড করেছি, প্রথম জুলাই মাসে, দ্বিতীয় ডিসেম্বর মাসে, এবং তৃতীয় ফেব্রুয়ারি মাসে।

Sj. Ananga Mohan Das:

আপনি ১৯৫৬-৫৭ সালের ফিগার্স দিয়েছেন, ১৯৫৭-৫৮ সালের ফিগার্স দিতে পারেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সেই ফিগার্স আমি তো পরে বলেছিলাম সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নের উত্তরে যে "Last year out of 80 applications for upgrading such schools, 36 were granted. In the current year out of 91 applications, 21 have been so far granted".

Sj. Saroj Roy:

লাম্প গ্রান্ট যেটা দেওয়া হয় জুনিয়ার হাই স্কুলে সেটা ম্যাক্সিমাম কত পর্যন্ত দেওয়া হয় এবং মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে যতগুলি জুনিয়ার হাই স্কুল আছে সেগুলিকে লাম্প গ্রান্ট দেওয়া হয় কিনা?

Mr. Speaker: Do you think you can answer this question.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: No.

Sj. Haridas Dey:

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যে ১৭৫৭টা স্কুল আছে এর মধ্যে গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল কটা আছে?

(No reply)

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এই প্রশ্নের উপর আর কয়েকটা সাপ্লিমেন্টারি আছে।

Mr. Speaker: I will not allow any more supplementary question.

Sj. Natendra Nath Das:

মন্ত্রী মহাশয় যেটা বলেছেন, ট্রেন্ড গ্রাজুয়েটসএর জন্য রিভাইজড স্কেল অফ পে এবং আন্ডার গ্রাজুয়েটস ও আই এ, আই এস-সি, (ট্রেন্ড) শিক্ষকদের জন্য যে স্কেল করেছেন—ডমেস্টিক সাইন্সএর টিচার্স যারা গ্রাজুয়েটস ও আন্ডার গ্রাজুয়েটস, তাদের সেই ট্রেনিং স্কেল দেওয়া হবে কিনা?

Mr. Speaker: Repeat your question kindly.

Sj. Natendra Nath Das:

এই যে ট্রেন্ড গ্রাজুয়েটস এবং আন্ডার গ্রাজুয়েটসদের পে-স্কেল দেওয়া হয়েছে—আমি জিজ্ঞাসা করি ডমেস্টিক সাইন্সএ ট্রেনিংএর জন্য গ্রাজুয়েট, আন্ডার গ্রাজুয়েট বা ট্রেন্ড গ্রাজুয়েট, আন্ডার গ্রাজুয়েটদের ঐ স্কেলএর মধ্যে দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I want notice.

Sj. Saroj Roy:

মেদিনীপুর জুনিয়র হাই স্কুল সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে, আমার এখানে সাপ্লিমেন্টারী হল মেদিনীপুরে যতগুলি জুনিয়ার হাই স্কুল আছে, তাদের সবগুলিকেই কি ঐ লাম্প গ্রান্ট দেওয়া হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

যাঁরা এইডএর জন্য প্রার্থনা করেন, তাদের দেওয়া হয়, নির্বিচারে দেওয়া হয় না।

Sj. Saroj Roy:

যেসমস্ত স্কুল এইডএর জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাদের সবাইকে দেওয়া হয়েছে, না, কাউকে কাউকে দিয়েছেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

যদি শর্ত পালন করে থাকেন তাহলে দেওয়া যেতে পারে, তা না হলে নয়।

Sj. Saroj Roy:

শর্তগুলি কি কি?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Bhupal Chandra Panda:

আগে কথা ছিল জুনিয়র হাই স্কুলএর টিচিং স্টাফদের স্পেশ্যাল কেডার হিসাবে এ্যালাউ করবেন বিভিন্ন জায়গায়......

Mr. Speaker: Why don't you start with the history?

Sj. Bhupal Chandra Panda:

সেই স্পেশ্যাল কেডার যদি অন্য কোন স্কুল চায়, তাহলে সেই স্কুলকে আপনারা সুযোগ-সুবিধে দেন কিনা?

Mr. Speaker: Question disallowed.

Number of Secondary schools in West Dinajpur district

51. (Admitted question No. 1141.) **Sj. Basanta Lal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department is pleased to state—

(ক) কত লোকসংখ্যার ভিত্তিতে একটি পূর্ণ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়া থাকে;

(খ) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও জুনিয়র ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত;

(গ) ইটাহার থানায় (পশ্চিম দিনাজপুর) সরকারের কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় (এইচ ই স্কুল) স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি, এবং

(ঘ) থাকিলে, সরকার কতদিনে উক্ত পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবেন?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri):

(ক) এরূপ কোন বাঁধাধরা সংখ্যা নাই।

(খ) উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা—২৪।
জুনিয়র ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা—৬২।

(গ) নাই।

(ঘ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

আপনি (ক)এর উত্তরে বলেছেন এরূপ কোন বাঁধাধরা সংখ্যা নেই। তাহলে কোন নিয়মের ভিত্তিতে স্কুল স্থাপন করা হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

স্কুল স্থাপন সরকার থেকে করা হয় না। সাধারণত স্থানীয় লোকেরা স্কুলগুলি স্থাপন করেন, পরে তারজন্য সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, সরকার নিয়মানুসারে তা দিয়ে থাকেন।

Salary of teachers of the Victoria Boys' and the Dow Hill Girls' Schools, Kurseong

52. (Admitted question No. *1138.) **Sjkta. Manikuntala Sen:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state—

(a) what is the minimum total monthly salary of a teacher in Victoria Boys' School and Dow Hill Girls' School, Kurseong;

(b) whether the teachers drawing minimum salary enjoy gazetted status;

(c) what is the minimum total monthly salary of an ordinary teacher in a Government school;

(d) whether the teachers of Government schools drawing minimum salary enjoy gazetted status;

(e) whether teachers employed in those two schools are liable to be transferred to an ordinary Government school; and

(f) whether teachers from other Government schools are transferred to those two schools under present rules?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) Rs. 200 in the Victoria Boys' School, Kurseong; Rs. 245 Unmarried) and Rs. 250 (married) in the Dow Hill Girls' School, Kurseong.

(b) No, in the case of the Victoria Boys' School, Kurseong.

No, except the post of Games Mistress in the Dow Hill Girls' School, Kurseong.

(c) Rs. 145.

(d) to (f) No.

Sjkta. Manikuntala Sen:

ডাউ হিল গার্লসস স্কুলএ আনমেরিড টিচার্সও মেরিড টিচারদের সম্বন্ধে বেতনের পার্থক্য রাখা হয়েছে কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এটা বোধহয় বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে পার্থক্য করা হয়েছে।

Sjkta. Manikuntala Sen:

ভিক্টোরিয়া বয়েস স্কুলএর শিক্ষকরা ২০০ টাকা মাইনে পান, সেটা গভর্নমেন্ট স্কুল, আবার ডউ হিল গার্লস স্কুলএর শিক্ষিকারা ২৫০ টাকা ও ২৪৫ টাকা মাইনে পান। ছেলে টিচার্সদের মাইনে ও মেয়ে টিচার্সদের মাইনের মধ্যে এত পার্থক্য কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এই পার্থক্য বরাবরই চলে আসছে।

Sjkta. Manikuntala Sen:

কিন্তু এর কারণটা কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

মেয়ে টিচার্স পাওয়া কঠিন। যত পুরুষ টিচার্স পাওয়া যায়, তত মেয়ে টিচার্স পাওয়া যায় না। সেইজন্য মেয়েদের পুরুষ অপেক্ষা হাইয়ার পে দেওয়া হয়।

Sjkta. Manikuntala Sen:

গভর্নমেন্ট স্কুলে নিশ্চয়ই কোন বেতনের একটা রেট ঠিক করা আছে—সেটা কি সাপ্লাই এ্যান্ড ডিমান্ড অনুসারে কমে, বাড়ে?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

কার্সিয়াং কলকাতা শহর নয়, সারা বাংলাদেশও নয়, এটা একটা হিল স্টেশন, সেখানে লোকে সহজে যেতে চান না।

Sjkta. Manikuntala Sen:

ভিক্টোরিয়া বয়েস স্কুলএর টিচার্সদের কোন গেজেটেড স্ট্যাটাস নেই কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

আমি ঐ উত্তরটা একটু সংশোধন করতে চাই। উত্তরটা ভুল ছাপান হয়েছে অথবা ডিপার্টমেন্ট থেকে হয়ত ভুল উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেখানে সকলের গেজেটেড রেন্ক আছে কেবল মিউজিক মাস্টার ও হিন্দি মাস্টার, বয়েস স্কুলএর গেজেটেড রেন্ক নেই আর মেয়েদের স্কুলে থার্ড এবং সেকেন্ড মিউজিক টিচার্সদের গেজেটেড রেন্ক নেই।

Sjkta. Manikuntala Sen:

হিলের গভর্নমেন্ট স্কুলের টিচার্সদের মধ্যে আর প্লেনের গভর্নমেন্ট স্কুলের টিচার্সদের মধ্যে ট্রান্সফার হয় না কেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ট্রান্সফার হয় না কারণ, ও'রা পৃথক শ্রেণীতে নিযুক্ত আছেন, বি যে ই এস, সেটা আমাদের সাধারণ এডুকেশন সার্ভিস নয়।

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके लिए एक्सट्रा हिल एलाउन्स की कोई व्यवस्था है ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

এদের স্পেশ্যাল স্কেল দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য হিল এ্যালাউন্স দেওয়া হয় না।

Building grant to Amadpur High School in the district of Burdwan

53. (Admitted question No. 1107.) **Sj. Hare Krishna Konar:** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state whether it is a fact—

(i) that a Secondary school has recently been established in the village Amadpur, police-station Memari, district Burdwan; and

(ii) that the School Managing Committee has applied for 50 per cent. grant from Government under Local Development Scheme for extension of its buildings?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) whether any such grant as applied for has been sanctioned by the Government; and

(ii) if not, whether Government consider the desirability for sanctioning such grant to the school in the next financial year?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri): (a) Yes.

(b)(i) No; the scheme was not included in the programme for 1957-58 as approved by the District Development Council.

(ii) The scheme will be considered next year if its inclusion in the programme for 1958-59 is approved by the District Development Council, Burdwan.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

আপনি (বি)(আই)-এতে বলেছেন,

"the scheme will be considered next year if its inclusion in the programme for 1958-59 is approved by the District Development Council, Burdwan.

আমার সাপ্লিমেন্টারি হল, ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলএ এটা একসেপ্টেড হয়েছে আপনি জানেন কি?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলএর ১৯৫৮-৫৯ সালের প্রোগ্রামএ এটা ছিল। সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল থেকে কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নি।

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:
সেই রিপোর্ট আপনারা আনবেন, না, ও'রা নিজেরা পাঠাবেন?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:
বছর শেষ হলে ও'রা পাঠাবেন।

Statement regarding firing by Pakistani forces on Char Rajanagar.

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble the Home Minister will make a statement regarding the adjournment motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty about firing by Pakistani forces on our borders.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, I said yesterday that I would make a statement in connection with the unprovoked attack and firing by Pakistani forces on our border areas in Char Rajanagar in police station Rani Nagar of Murshidabad district. The facts are as follows: On 6th March 1959 Rati Kanta Mandal, an Indian national, along with 4 of his employees, all of Char Raja Nagar, police station Rani Nagar, district Murshidabad was harvesting linseed in his field at Char Raja Nagar when some E.P.R. men of Diar Khidirpur BOP, district Rajshahi fired two rounds on them. Thereafter the Eastern Pakistan Rifles men along with some Pakistani nationals armed with deadly weapons trespassed into the area and challenged them. They claimed that the field in question was in Pakistan territory. They assaulted Rati Kanta with the butt of a rifle. They next caught hold of Makhan Mandal who had been passing by, assaulted him and dragged him to Pakistan on a false charge of abetting Rati Kanta and his men in harvesting linseed.

[3-30—3-40 p.m.]

Two employees of Rati Kanta were also man-handled. On hearing reports of gun-fire, the Indian Police rushed to the spot and gave hot chase to the miscreants who thereafter retreated towards Pakistan after firing a few more rounds towards the chasing party and disappeared. After dark, a few rounds of gun-fire from the Pakistan side were also heard. Reports were received that they had dug trenches on the Pakistan side. Reinforcements were sent to the area from our side.

A strong telegraphic protest was lodged with the Government of East Pakistan demanding immediate release of the kidnapped Indian national. The Ministry of External Affairs was also informed. On the 10th March Pakistani forces resorted to heavy and incessant firing from early morning. Fresh reinforcements with adequate fire power were accordingly sent to the place from the State Reserve with instructions to counteract firing on our border areas. Later on in the day, further contingents were again despatched to the area. Another telegraphic protect was lodged with the East Pakistan Govenment demanding immediate cessation of fire from their side and withdrawal of their forces. The Ministry of External Affairs was simultaneously informed.

The District Magistrate and the Superintendent of Police, Murshidabad, visited the area on the 10th March, 1959. Pakistani firing was continuing while they were on Char Rajanagar. The District Magistrate, Murshidabad, had earlier contacted the District Magistrate, Rajshahi, over the 'phone and requested him to issue orders to stop firing and also to come to Char Rajanagar for discussion. The latter had agreed, but did not actually turn up for the discussion, although the District Magistrate, Murshidabad, had been to the place much before the appointed time. Firing was continued throughout the day and night of the 10th March, 1959. On the morning of the 11th March, there was, however, a temporary lull, but subsequently

Pakistani forces resumed heavy but intermittent firing. Latest reports received today state that firing was continued by them throughout the night.

There has been evacuation from our villages, Char Rajanagar, Char Rajapur and Char Nasibpur—all adjoining areas under Police Station Raninagar. One Indian national of Char Rajapur has been injured by Pakistani firing. He is in hospital now. Another person is also reported to have been injured but details are lacking.

As already said, sufficient reinforcements with adequate fire power have been sent to the affected area and appropriate counter-measures are being taken by them according to instructions issued by us. We have been forced to take defensive action against what was admittedly an unprovoked attack on our territory and we have sympathy with the inhabitants of the affected area in their plight. We are satisfied that the field where Rati Kanta Mondal was harvesting in the crop is in Char Rajanagar (JL 99) in Police-station Raninagar which is entirely within Indian territory. We shall continue to take strong counter-measures so long as the attack from the Pakistani side continues. I can assure the honourable members that there is no cause for alarm and the situation is well under control.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: 47—Miscellaneous Departments—Fire Services

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 35,59,000 be granted for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services".

The grant under this head is intended to meet the expenditure of the State Fire Services which was created on the 18th April 1950 under the West Bengal Fire Services Act, 1950. The Fire Service consists of 29 permanent fire stations situated in different parts of the State and one temporary fire station at Suri in the district of Birbhum. The total number of Fire Service personnel is nearly 1,500. Of the 29 permanent fire stations, 9 are in Calcutta, 7 in the district of 24-Parganas, 3 in the district of Howrah, 5 in the district of Hooghly, 3 in the district of Burdwan and one each in the districts of Jalpaiguri and Darjeeling. The temporary fire station at Suri is maintained for two months during the summer. It is proposed to open another fire station at Cooch Behar and for this purpose suitable accommodation is being searched for. As Government incur expenditure for the maintenance of fire services, they also derive revenues from the licence fees under the West Bengal Fire Services Act. The work of issuing licences and the collection of the licence fees under the Act was at first entrusted to the Calcutta Corporation and certain other municipalities in this behalf, but as collection of the licence fees by them was not very satisfactory, the powers of issuing licences and collection of licence fees were withdrawn from them from the 1st April 1953 and delegated to the Director, West Bengal Fire Services. The total estimated receipt on this account during the current year is Rs. 10 lakhs. In view of the extreme difficulty in fighting fires in Calcutta due to the inadequate supply of water in the Corporation mains, a scheme has been undertaken by Government to sink 49 large-capacity tubewells in different parts of the city for augmenting the supply of water for fire fighting purposes at a total estimated cost of Rs. 36 lakhs 11 thousand 250. Eleven tube-wells have already been sunk under this scheme and the sinking of eight more tube-wells is expected to be completed during this current year. In order to strengthen the fire services

Government adopted the Fire Services Five-Year Scheme for replacement of old appliances at a total cost of about Rs. 30 lakhs. Under this scheme about 95 per cent. of the old appliances have since been replaced by new ones.

With these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

Sj. Basantalal Chatterjee: I beg to move that the demand of Rs. 35,59,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: I beg to move that the demand of Rs. 35,59,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: I beg to move that the demand of Rs. 35,59,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: I beg to move that the demand of Rs. 35,59,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani:

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বাংলাদেশে ফায়ার সার্ভিসএর অবস্থা কি রকম আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের সামনে রাখছি। ফায়ার সার্ভিস কতটা কাজ করছে এবং কতটা উন্নত ধরনের তা জানতে গেলে প্রথমে জানাতে পারি যে এখানে যেসমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি কি রকম, কি রকম লোকের হাতে সেসমস্ত আছে লোকেরা কি রকম অবস্থার মধ্যে কাজ করে। প্রথমে আমরা যদি ধরি কি রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে ফায়ার স্টেশনগুলি চলছে তাহলে দেখতে পাব যে এই বিজ্ঞানের যুগে ফায়ার সার্ভিসএর জন্য যেসমস্ত [illegible] যন্ত্রপাতি থাকা দরকার আমাদের কলকাতা শহরে তা নেই। অথচ আমরা জানি যে কলকাতা শহরে অত্যন্ত আধুনিক এবং উন্নত যন্ত্রপাতি থাকা দরকার। নইলে কলকাতায় যখন আগুন লাগে তখন অনেক রকম অসুবিধা দেখা দেয় এবং যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

[3-40—3-50 p.m.]

এবং আমরা সাধারণভাবে এই জিনিসগুলো যদি আলোচনা করি তাহলে বুঝতে পারব যে কলিকাতায় সাধারণভাবে যদি বস্তী এলাকায় বা ছোট ছোট গলিতে আগুন লাগে—যেখানে ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে, বা যেখানে অয়েল ড্রাম আছে—যেগুলোকে কম্বাস্টিবল বলা যায় সেইসব এলাকায় আগুন বেশি হয়। অথচ কলিকাতায় যেসব ফায়ার এঞ্জিন এবং যেগুলো মেজর পাম্প সেই মেজর পাম্পএর সংখ্যা ৩০টা এবং তার এঞ্জিনও আছে। এগুলো এত ভারী যে বড় বড় রাস্তায় ছাড়া ছোট ছোট গলিতে, বাইলেনে যেতে পারে না। অর্থাৎ কলিকাতার পক্ষে এই সমস্ত মেজর পাম্প খুব বেশি উপযোগী নয়। অবশ্য কিছু দরকার, কিন্তু বেশির ভাগ ছোট ছোট এঞ্জিন—ট্রেলার পাম্প যাকে বলা হয়, তারই প্রয়োজন, কিন্তু এখানে ৩০টা এঞ্জিন রয়েছে এবং ট্রেলার পাম্প যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার কলিকাতায়, তা বেশি নাই। মেজর স্কট কিছুদিন আগে কুড়িখানা ট্রেলার পাম্প গাড়ি কিনেছিলেন। সেগুলো বেশি দিন কাজ করে নি। চার মাস পরেই দেখা যায় অনেকগুলো কাজ করে না সেগুলো কনডেমন্ড হয়ে গেছে, মাত্র দুই তিনখানা ছাড়া আর কাজ করে না। তারা ট্রেলার পাম্প টানতে পারে না। অথচ এগুলো ইন্টারন্যাশন্যাল টুরিং ভিহিকলস, এগুলো কনডেমন্ড হয়ে পড়ে আছে। এগুলো ভাল কোরে মেরামত কোরে ট্রেলার পাম্প টানার মত করার দিকে সরকারের লক্ষ্য নাই। তার ফলে কলিকাতার নানা জায়গায় আগুন লাগলে এইসব ট্রেলার পাম্প ব্যবহার করা যায় না। অথচ সেসব জায়গায় মেজর পাম্পও যেতে পারে না। আর ঐসব ইন্টারন্যাশন্যাল টুরিং ভিহিকলস পড়ে আছে মেরামত হয় না। এখন যে দাবী তা মন্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করবেন। [illegible] নতুন [illegible] [illegible] [illegible], সেখানে একবার গাড়ী পাঠালে কতদিনে আসবে তা কেউ জানে না। [illegible]

যে গাড়িগুলো যায় সেগুলো অত্যন্ত দেরিতে আসে। আবার সেখানে এমন নিয়ম আছে যে একশ' টাকার বেশি পরিমাণ যদি মেরামত খরচ হয়, তাহলে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ওয়ার্কশপে মেরামত হবে না, সেগুলো চলে যাবে স্টেট ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কশপ, বেলঘরিয়ায় আর একবার বেলঘরিয়ায় গিয়ে পড়লে সেখান থেকে কতদিনে আসবে তা কেউ বলতে পারে না। এই যে ইন্টারন্যাশন্যাল টুরিং ভিহিকলস এগুলোর কেন এখনও মেরামত করা হয় নি? এজন্য ট্রেলার পাম্প ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এই ত গেল মেজর পাম্প ও ট্রেলার পাম্পের কথা।

তারপর আগুন নেবাতে গেলে যেসব [illegible] জিনিস দরকার, সেই ব্রীদিং সেট—মিঃ স্পীকার, আপনি শুনলে অবাক হবেন যে এই কলিকাতায় ব্রীদিং সেট মাত্র ৪টার বেশি ফাংশন করছে না। সেই ব্রিটিশ আমলের সেট, মিঃ স্কট বলেছিলেন ৩০টা বিভিন্ন রাস্তায় দেওয়া ছিল, কিন্তু দেখা গেছে সেগুলি আস্তে আস্তে ব্যবহারের অযোগ্য। কোনটা হয়ত লীক করছে আর কোনটায় অন্য কোন ডিফেক্ট আছে। সেই জন্য ব্রীদিং সেট ব্যবহার করতে পারে না। দু'চার জায়গায় ফায়ার স্টেশন বন্ধ কোরে দেওয়া আছে। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে আছে আর সেন্ট্রাল এভেনিউ হেড কোয়ার্টারে দুটো কোরে আছে, যা কাজ করছে। এতে কি প্রমাণ করছে? সাত-আট দিন আগে হাতীবাগানের সূর্য বস্ত্রালয়ে একটা ফায়ার হয়েছিল, কাপড়ের দোকান, খুব ধোঁয়া হয়েছিল। তার ফলে কোথায় ফায়ার গিয়েছে তা ঠিক করতে পারে নি। তাতেই তিন-চার ঘণ্টা লেগে গেল, এর ফলে সূর্য বস্ত্রালয়ের ভীষণ ক্ষতি হল। এইভাবে দেখছি ব্রীদিং সেট যা দুই-চারটা আছে তাও কাজ করছে না। অথচ এগুলো ইন অর্ডার করার কোন প্রচেষ্টা মন্ত্রী মহোদয় করেন না।

তারপর মিঃ স্পীকার, আপনি জানেন কলিকাতায় যে জাহাজ আসে সেই জাহাজে যদি আগুন লাগে তাহলে সাধারণ বা মেজর পাম্পে বা ট্রেলার পাম্পে সেখানে কাজ করতে পারে না। সেখানে ফায়ার বোটএর দরকার। ফিশারী ডিপার্টমেন্টে ১৯৫১ সালে ফ্লোটিং বোট কেনা হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই বোট আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। সেটা এমনিভাবেই আছে। তা থেকে আগুন নেবাবার কাজ আর করা যায় না। আজ পর্যন্ত সেটা কাজে লাগে নি। মাঝে মাঝে সেটার মেনটিন্যান্সএর জন্য খালি খরচ হচ্ছে। তার জন্য লোক রয়েছে, কিন্তু সেই আগুন নেবাবার কাজে লাগাতে পারছে না। এইভাবে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটা মেনটেন করছে। এই সমস্ত ফায়ার ইকুইপমেন্টস ছাড়াও আমাদের যেসমস্ত পাইপ বা অন্যান্য এপ্ল্যায়েন্সেস আছে তাও আপ টু ডেট নয়। মিঃ গোগারলে একবার গভর্নমেন্টকে যে কথা বলেছিলেন তার উত্তরে গভর্নমেন্ট বলেছিলেন যে, আমাদের এখানে

largest fire engines and up-to-date equipments

রয়েছে, কিন্তু আমার কথা হল, যেসব মেজর পাম্প এবং ট্রেলার পাম্প আনা হয়েছে সেগুলি এডিসন না, সেগুলি রিপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ কিছু কনডেমড পাম্প কেনা হয়েছে এবং সেগুলোর বদলে নতুন কেনা হচ্ছে না। যেসমস্ত ফায়ার এঞ্জিন এবং মেজর পাম্প, যে পাম্প কেনা হয়েছে সেগুলো রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে

Not in addition to the existing appliances.

এই হল কলিকাতার ফায়ার সার্ভিসের ব্যাপার। যদি কোথাও আগুন লাগে তাহলে আগুন নেবাতে গেলে যেটা দরকার সে হ'ল ওয়াটার প্রেশার। এই ওয়াটার প্রেসার কলিকাতায় পাওয়া যায় না। যেসমস্ত হাইড্রান্ট আছে তাতে কোন জায়গায় নেবাতে গেলে যখন হোস পাইপ ফিট করা হয় তখন এডিকোয়েট প্রেশার পাওয়া যায় না। কলিকাতার রিজারভয়র তাতে বেশি গ্যালনএর একটিও ট্যাঙ্ক মেনটেন করা হয় না। এর ফলে সেইসব রিজারভয়রএ যে জল থাকা দরকার এবং যা আগুন নেবাবার জন্য দরকারে লাগতে পারে—সেগুলো কাজে লাগান যায় না। তারপর ডীপ ক্যাপাসিটি টিউবওয়েল যার কথা মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে করেছেন তাও কটা করেছেন তা'ও ঠিকমত বলতে পারলেন না যে কোথায় করা হয়েছে। এই ডীপ ক্যাপাসিটি টিউবওয়েল আমাদের অনেক দরকার। কিন্তু তা হয় নি। স্ট্রীট হাইড্রান্টগুলোতে এডিকোয়েট প্রেশারএ জল পাওয়া যায় না। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে গড়িয়াহাট ক্রসিংএ ও রিপন স্ট্রীটে যে ফায়ার হয়েছিল এবং তাতে আগুনে যে ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল তাতে এই [illegible]কে অবিরাম যুদ্ধ কোরে আগুন নেবাতে হয়েছিল। কিন্তু সেই আগুন নেবাতে জল কোথায় দেখা গেল জল কোথায়? হাইড্রান্ট

থেকে যথেষ্ট প্রেশার পাওয়া যায় না, ফলে কোন পুকুর থেকে জল এনে তা নেবাতে হয়। সেই কারণে নেবাবার পরে মিঃ গোলায়লে—ডিরেক্টর অব ফায়ার সার্ভিসেস তিনি স্টেটসম্যানের রিপোর্টারকে যে কথা বলেছিলেন তা ২৩এ জুন ১৯৫৭ সালের স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল, তা থেকে সামান্য দুই-একটি কথা বলছি।

মিঃ গোলায়লে বললেন—

"he said that he had drawn Government's attention several times to the "perilous extent to which Calcutta stands exposed to dangers of fire and the miserable plight of the Fire Services. I am completely frustrated by the indifference of the authorities to the problem".

[3-50—4 p.m.]

তিনি স্টেটসম্যানের রিপোর্টারের কাছে বলেছিলেন যে কোলকাতায় যেভাবে লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সেই অনুপাতে এখানকার ফায়ার সার্ভিসেসের পার্সোনেল বাড়ছে না, ফায়ার ইঞ্জিন বাড়ছে না। তিনি আরও বলেছিলেন যে, এখানে ওয়াটার প্রেসার হয় না। এর কারণ হচ্ছে কর্পোরেশনের যে পাইপগুলি দিয়ে চারিদিকে যে গঙ্গার জল যায় সেই পাইপগুলি ৮২ বছর আগে লে করা হয়েছিল এবং আজ সেখানে সব সিলট্ জমে গেছে। অতএব এই সিলট্ পরিষ্কার না হলে কোনদিনই প্রেসার হতে পারে না। মল্লিকঘাট পাম্পিং স্টেশন থেকে তারা এর ফলে প্রেসার রেগুলেট করতে পারে না এবং এই সিলট্ জমার ফলে পাম্পগুলি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে মল্লিকঘাট প্রভৃতি থেকে ভাল প্রেসার দিতে পাচ্ছে না। রিজারভারগুলিও ভাল কাজ করতে পারছে না। এই রকম বিভিন্ন স্থানে প্রেসার না হওয়াতে ফায়ার সার্ভিস ইঞ্জিনগুলো আগুন নেভাবার কাজ চালাতে পারছে না, যার ফলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের স্টিরাপ পাম্প না থাকাতে মেজর পাম্পগুলি গলিতে কিম্বা বস্তীতে যেতে পারে না এবং এই কারণে বড় রাস্তা থেকে হোস পাইপ টেনে টেনে বস্তী এলাকাতে কিম্বা গলিতে নিয়ে যেতে হয়। এই সব করার দরুন অনেক সময় নষ্ট হয় এবং যার ফলে আগুন অনেক ক্ষতি করে। মিঃ গগারলি আরও বলেছিলেন যে এখানে স্টাফ এবং ইকুইপমেন্টের অত্যন্ত অভাব। এই বিষয়ে তিনি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করেছিলেন কিন্তু গভর্নমেন্ট এইসব কথা শুনতে নারাজ। অতএব স্টাফ এবং ইকুইপমেন্ট বাড়ান একান্ত প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছিলেন যে কোলকাতার অবস্থার চেয়ে মফঃস্বলের অবস্থা আরও গুরুতর। তিনি শিলিগুড়ির ফায়ার সার্ভিসের অবস্থা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সমস্ত টিম্বার হাউস রয়েছে, ওয়ার্কসপ রয়েছে, অথচ সেখানকার ফায়ার সার্ভিসের অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। তিনি গভর্নমেন্টকে বলেছিলেন যে শিলিগুড়ির ফায়ার স্টেশনের অবস্থা ভাল করতে হবে। কিন্তু গভর্নমেন্ট ৩।৪ বছরের মধ্যে এর কোন অ্যাকশন নেননি বলে তিনি তার জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কোলকাতা ফায়ার ব্রিগেডের ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লায়্যান্স ঠিকমত পাওয়া যায় না। এখানে আপনারা যদি বলেন যে টাকার অভাব হচ্ছে—তাহলে আমি বলব যে তা নয়। কারণ বাজেটের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখব বাজেটে যে টাকা এই হেডে বছর বছর গ্রান্ট করা হচ্ছে তা রিফান্ডেড হয়ে যাচ্ছে। আপনারা প্রত্যেক বারেই বলছেন—

larger provision is for the fire service.

কিন্তু তারপর আবার বলে দিচ্ছেন

smaller provision for the purchase

এ বিষয়ে আমি একটা সামান্য হিসাব দিচ্ছি। আমার কাছে ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে হিসাব আছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে যে অ্যাকচুয়াল পেয়েছি তাতে দেখছি ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা সারপ্লাস হয়েছিল. ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়নি। ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪ লক্ষ ২২ হাজার টাকা খরচ হয়নি এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা খরচ হয়নি। অর্থাৎ বাজেটে যে টাকা স্যাংশন হচ্ছে সে টাকাও মন্ত্রী মহাশয় খরচ করতে পারছেন না। কোলকাতার মতন আধুনিক শহরে আধুনিক কোন যন্ত্রপাতি এখানে নেই। আধুনিক যন্ত্রপাতি বলতে fire unit fitted with wireless equipment

যোগায়। কিন্তু এখানে ওয়্যারলেস ফিটিং নেই। ইউরোপের ফায়ার ফাইটিং অ্যাপ্লায়ান্স এত উন্নত যে লন্ডন ফায়ার সার্ভিস থেকে মিঃ ম্যাকিন্তাস বলে যে এক ভদ্রলোক এখানে এসেছিলেন তিনি আমাদের ফায়ার সার্ভিস দেখে [illegible] যে

these are mere iron scraps and these should be sold away.

সুতরাং আমাদের কোলকাতার ফায়ার ফাইটিং অ্যাপ্লায়্যান্সগুলিকে বিক্রি করে দিয়ে নূতন যন্ত্রপাতি কেনার প্রয়োজন আছে এবং মিঃ গগারলি একথা স্বীকার করেছেন যে ১৯০৯ সালে যেরকম অবস্থা ছিল আজও ঠিক সেরকম অবস্থাই আছে। আর একটা জায়গায় দেখেছি মিঃ স্কট বলছেন যে ১৯২২ সালে মিঃ ওয়েস্টব্রুকস কোলকাতা এবং বাংলাদেশে ফায়ার সার্ভিস যেরকমভাবে অর্গানাইজ করে গিয়েছিলেন এখনও ঠিক সেই পদ্ধতিতে ফায়ার সার্ভিস চলছে তার কোন উন্নতি হয় নি। তারপর মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বলবো যে মফঃস্বলগুলি আরো অবহেলিত—মফস্বলের নানা জায়গায় ফায়ার স্টেশন তুলে দেয়া হয়েছে। আমার মনে হয় সাব-ডিভিশন টাউনগুলিতে এটা থাকা দরকার। এরকমভাবে আমরা জানি যে বহরমপুর, মালদা প্রভৃতি জায়গায় ফায়ার স্টেশনগুলি তুলে দেয়া হয়েছে। সেখানকার স্থানীয় লোকেরা কিছু কিছু কনট্রিবিউট করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গভর্নমেন্ট সেদিকে দৃষ্টি দেন নি। গভর্নমেন্ট যদি এগিয়ে আসতেন তাহলে স্থানীয় লোকেরা কনট্রিবিউট করে ঐ সমস্ত এলাকার ফায়ার সার্ভিসগুলি চালু রাখার চেষ্টা করতেন। সুতরাং আমি বলবো, মফঃস্বলগুলির দিকে সরকারের একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ফায়ার সার্ভিসগুলি সম্পর্কে যেকথা মিঃ গগারলি বলেছিলেন তা আমি সম্পূর্ণ বলে গেলাম।

তারপরে ফায়ার সার্ভিসে যে সমস্ত লোক কাজ করছেন তাঁরা তাঁদের নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সেখানে কাজ করছেন এবং সেখানে যতগুলি স্টাফ হলে একটিভলি এফিসিয়েন্টলি ফায়ার ফাইটিংএর কাজ চলতে পারে ততগুলি স্টাফ এখন নেই। সেখানে যেসমস্ত পার্সোনেল রয়েছেন তাঁরা তাঁদের দাবীদাওয়া নিয়ে সরকারের কাছে অনেকবার আবেদন করেছেন এবং ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালে তাঁদের যে কেস গিয়েছিল, তার সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁদের সমস্ত দাবী-গুলি এখনও পর্যন্ত পূরণ করা হয় নি—এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তাঁদের যেসমস্ত দাবী রয়েছে সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এটা গভর্নমেন্ট মেনে নিয়েছিলেন যে প্রত্যেকটা পার্সোন্যালের সপ্তাহে একদিন করে (২৪ ঘণ্টা) অফ থাকবে, সেই চিঠি আমার কাছে আছে। তাঁরা সপ্তাহে ৮৪ ঘণ্টা কাজ করেন। সরকার এই সমস্ত পার্সোন্যালদের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন অথচ তা তাঁরা রক্ষা করেন নি—এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর যেসমস্ত রিফিউজি পার্সোন্যাল রয়েছেন তাঁদের ল্যান্ড লোনের জন্য দরখাস্ত করার কথা লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের কাছে এবং তাঁরা রিফিউজি ডিপার্টমেন্টে সমস্ত দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবেন—এইরকমভাবে ৫৩৫টা দরখাস্ত পাওয়া গেছে, অথচ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। সেখানে ওয়ার্কারদের দাবী হল যে ২৪ ঘণ্টা ডিউটি অফ্ দিতে গেলে তিনটে সিফট করতে হবে, বর্তমানে দুটো সিফটে কাজ হয়। সরকারের ইচ্ছা থাকলে অতি সহজে তিনটে সিফট করা যায় কিন্তু তা তাঁরা করতে রাজী নন। তাঁরা যদি তিনটে সিফট করতেন তাহলে তাঁদের ২৪ ঘণ্টা অফ্ দেয়া যেতে পারতো। তারপর যেসমস্ত কাজ আনস্কিলড ওয়ার্কাররা করেন ফায়ার ফাইটিংএর হোজ পাইপ ইত্যাদি [illegible] পরিষ্কার করা, সেই সমস্ত কাজ মজুর এমপ্লয় করে করা যেতে পারতো—তাঁদের [illegible] অ্যালাউন্স, পাম্প অপারেটিং অ্যালাউন্স যা তাঁরা পেতেন সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—এদিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সেখানে যেসমস্ত পার্সোন্যাল রয়েছেন তাঁদের ফ্যামিলিতে ফ্রি মেডিকেল ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করার দিকেও সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

[4—4-10 p.m.]

তারপর মফস্বল অঞ্চলে দেখা যায় কোথাও আগুন লাগলে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়। কলকাতা কিম্বা অন্যান্য সহরে যে রকম ফায়ার সার্ভিসএর ব্যবস্থা আছে সেরকম মফস্বল টাউনে ব্যবস্থা নেই। সুতরাং আমার আবেদন যে পল্লী অঞ্চলের দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আর একটু

বৃদ্ধি দিন যাতে, সেখানে আগুন লাগলে তৎক্ষণাৎ নেবাবার ব্যবস্থা করতে পারা যায়। ইউনিয়নের পঞ্চায়েতের কাছে স্টীরাপ পাম্প, হোজ পাইপ প্রভৃতি যদি রাখার ব্যবস্থা করেন তাহলে হয়ত গ্রামগুলিতে যেসমস্ত জায়গায় আগুন পুড়ে যায়, সেখানে তারা এই সমস্ত স্টীরাপ পাম্পএর সাহায্য নিয়ে আগুন নেবাতে সমর্থ হতে পারে। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে দেখবেন। কারণ সাধারণত দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে যখন খুব বাতাস বয় ও অত্যন্ত গরম পড়ে, সেই সময় ঘরে ঘরে বেশি আগুন লাগে, এবং এক জায়গায় আগুন লাগলে গ্রামকে গ্রাম নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সেখানে আগুন নেবাবার আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে যদি ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে এক জায়গায় আগুন লেগে সমস্ত গ্রাম ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আমি আশা করি যে গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যার সমাধান যাতে হতে পারে সেদিকে নিশ্চয়ই তিনি বিবেচনা করবেন। আমি এই প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস পার্সোন্যালদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। প্রথমত তাদের ন্যায্য দাবীগুলি পূরণ হওয়া দরকার। যারা সাব-অফিসার অর্থাৎ স্টেশন অফিসারএর নীচের কর্মচারী—তাঁরা, প্রত্যেকটি সাব-অফিসার স্টেশন অফিসারএর কাজ করেন, এবং তাঁরা আজ পর্যন্ত একইভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের ১০ ঘণ্টা ডিউটি করতে হয়। তাহলে সাব-অফিসার ও স্টেশন অফিসার পোস্টএর তফাতটা কি হল? অথচ আমরা দেখছি সাব-অফিসার যা মাইনে পান তার চেয়ে অনেক বেশি স্টেশন অফিসাররা মাইনে পান। তারা যদি একই কাজ করে তাহলে মাইনের তফাৎই বা কেন রাখা হয়েছে? ওয়ার্কার্স ও পার্সোন্যালদের ইউনিয়ন মারফত ট্রাইবুনাল হচ্ছে। কিন্তু, যে সমস্ত অফিসাররা অসুবিধার মধ্যে আছে তাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

আমি আর একটা অত্যন্ত গুরুতর জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে ফায়ার ফাইটিং অ্যাপ্লিয়ান্সেস। আমাদের ফায়ার ফাইটিং অ্যাপ্লিয়ান্সেস কেনবার টাকা নেই, এটা তিনি বাজেটে দেখিয়েছেন। আর একটা জিনিস দেখছি ফায়ার প্রোটেকটিং অফিসাররা কত লাইসেন্স ফী আদায় করেছেন তার একটা হিসাব এখানে দেওয়া হয়েছে। আমি এখান থেকে মাত্র দুএক বছরের হিসাব তুলে দেখাচ্ছি। ১৯৫৩-৫৪ সালে লাইসেন্স ফী বাবদ আদায় হয়েছিল ৮ লক্ষ ৯২৬ টাকা, ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৭৪ টাকা, এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৩৫ টাকা। এখন আমার বক্তব্য হল যে ফায়ার প্রোটেকটিং অফিসাররা, যাঁরা লাইসেন্স ফী আদায় করেন তাঁদেরই চার্জে হল এটা। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে আমরা দেখছি চারিদিকে সিনেমা হাউস, ফ্যাক্টরী, পেট্রল পাম্প নানা রকম ইন্ডাস্ট্রী প্রভৃতি গড়ে উঠছে, অর্থাৎ লাইসেন্স ফী আদায় করবার সোর্সটা। কিন্তু সেখান থেকে লাইসেন্স ফী বৃদ্ধি না হয়ে, ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। আমি দেখে আশ্চর্য হলাম ১৯৫৪-৫৫ সালে লাইসেন্স ফী আদায় হয়েছিল ১৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৭৪ টাকা, আর সেটা কমে গিয়ে ১৯৫৫-৫৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৩৫ টাকা, অথচ এর সোর্স যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। এই যে লাইসেন্স ফী এত কম আদায় হল, এই কম হওয়ার কারণ কি? আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলবেন। কারণ আমাদের মতে লাইসেন্স ফী দিন দিন বেড়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু এখানে সেটা কমে যাচ্ছে। এই সমস্ত ফায়ার প্রোটেকটিং অফিসারদের মধ্যে নানা রকম দুর্নীতি রয়েছে, যার ফলে লাইসেন্স ফী কমে যাচ্ছে। শোনা যায় ল' অফিসার ও জয়েন্ট সেক্রেটারী, তাঁদের মধ্যে নিকট আত্মীয়তা রয়েছে, যার ফলে দুর্নীতি বেড়ে চলেছে এবং রেভিনিউ কমে যাচ্ছে। এই রিপোর্ট সত্য কি না? এবং কি আসল ব্যাপার সেটা আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় বলবেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার শেষ কথা হল 'ফায়ার সার্ভিস' একটা মস্ত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, এই বিভাগ যাঁরা পরিচালনা করছেন, তাঁদের ঠিকভাবে পরিচালনা করা উচিত। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় এতদিন ধরে যেভাবে এই বিভাগ পরিচালনা করে আসছেন, তাতে তাঁর অযোগ্যতার পরিচয় পেলাম। আমরা চাই বাংলাদেশে ফায়ার সার্ভিসকে আরও উন্নত ধরনের করা হোক এবং নূতন নূতন ভাল ভাল কর্মচারী ও অফিসার নিযুক্ত করা হোক এবং নূতন নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে ফায়ার সার্ভিসকে আরও ভাল করুন। যুদ্ধের সময় ওয়ার-কাটিংএ যেরকমভাবে লোক নিয়োগ করে কাজ করা হয়, ঠিক সেই রকম পদ্ধতি নিয়ে এখানেও ভাল ভাল অফিসার ও আধুনিক ফায়ার ফাইটিং ইনস্ট্রুমেন্ট প্রভৃতির সাহায্যে ফায়ার সার্ভিসএর কাজ চালু করা হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ফায়ার সার্ভিস সম্বন্ধে দু-তিন মিনিট বলবো।

সরকার অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রম ও মালিক বিরোধের শালিসী করার ব্যবস্থা করেন এবং প্রাইভেট এমপ্লয়ারদের খুব ভাল ভাল উপদেশ দেন। শ্রমিকের সংগে ভাল ব্যবহার করবে ও তাদের ভাল মাইনে দেবে—এই সব কথা সরকার প্রায় বলে থাকেন। মাঝে মাঝে এই রকম কথা শ্রমমন্ত্রী বলে থাকেন। কিন্তু সরকার নিজে আর দি ওয়ার্স্ট টাইপ অফ এমপ্লয়ার। এ রকম খারাপ মালিক আর দেখা যায় না।

আপনি নিজে জানেন মিঃ স্পীকার, স্যার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস্ অ্যাক্টএ বিধান আছে যে, ট্রাইব্যুন্যালের রায় যদি কোন মালিক অমান্য করে, তাহলে সেকশন ২৯এর জোরে সেই মালিককে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। আমাদের জালান সাহেবের অধীনে ফায়ার সার্ভিস বিভাগ আছে। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করি ট্রাইব্যুন্যাল এদের সম্পর্কে কবে রায় দিয়েছে? দেড় বছর হতে চললো রায় হয়েছে। ইউনিয়নের মনোমত না হলেও রায় সে যখন মেনে নিয়েছে জালান সাহেবের বিভাগ এই দেড় বছরের মধ্যে রায় চালু করার অবকাশ পলেন না। ফায়ার সার্ভিস পারসোন্যালদের আইনতঃ প্রাপ্য দিয়ে উঠতে পারলেন না। রায়ে পে স্কেল রিভাইজ করতে বলা হল, কিন্তু আচর্যের কথা আজ পর্যন্ত ১,৭০০ কর্মচারীর মধ্যে ৯০০ জন এই রিভাইজড পে স্কেলএর সুযোগ এখনও পেলো না। যেমন মন্ত্রী, তেমনি তার বিভাগ, তেমনি তার কাজ, তেমনি তার এফিসিয়েন্সী। এফিসিয়েন্সী এমন চমৎকার যে দেড় বছরের মধ্যে তাদের পে ফিক্সেশন হয় নি। মন্ত্রী মহাশয় হাসছেন, এটাও একটা অপদার্থতার প্রমান। অন্য দেশ হলে জালান সাহেবের মন্ত্রীত্ব থাকত না, তাঁকে তাড়িয়ে দিত। উনি হাসছেন। অসুবিধাটা কোথায় মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন। আমরা শুধু বলতে পারি, কিন্তু লজ্জাজ্ঞান দেবার মত আমাদের ক্ষমতা নেই। অন্য সরকার হলে লজ্জাবোধ থাকত, কিন্তু এই সরকারের তা নেই।

[4-10—4-20 p.m.]

এদের ফিক্সেশন অফ পে হল না। তারপর ট্রাইব্যুন্যাল রায় দিল এরিয়ার পে দিয়ে দিতে। এরিয়ার কত বৎসরের?—২½ বৎসরের। সেই মাইনেও আজও দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় বিষয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো। ডাক্তার রায় আমার সংগে এগ্রিমেন্ট করেছিলেন ইউনিয়নএর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে। সেখানে তাঁরা বলেছিলেন যে আমরা সপ্তাহে কর্মচারীদের এক দিন করে ছুটি দেবো। তারপর যে স্কীম চালু হল তাতে ছুটির সুবিধা পাওয়া ত দূরের কথা যা পাচ্ছিল তাও কেটে নেওয়া হল। আগে যে কয় ঘণ্টা কাজ করতো তার চেয়েও ৮ ঘণ্টা কাজ বেড়ে গেল। ফ্যাক্টরী অ্যাক্টএ বলে যে দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি খাটান বে-আইনী, সপ্তাহে ৪৪ ঘণ্টা খুব জোর ৪৮ ঘণ্টার বেশি খাটান বে-আইনী, আর সরকার নিজে সেই বে-আইনী কাজ করছেন। হিসাব যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে, এদের কাজের ঘণ্টা নেই। একটি লোককে পর পর তিনদিন কাজ করতে হতে পারে। কারণ মনে করুন পাটের গুদামে আগুন লেগে গেল, ৮ ঘণ্টা ডিউটি ত আর ৮ ঘণ্টা কাজ করে রেখে দিয়ে চলে আসতে পারা যায় না। সুতরাং যতক্ষণ না আগুন নিভছে ততক্ষণ এদের থাকতে হয়। এই যে একটানা খাটুনি ইংরেজ আমলে এর জন্য একটু টিফিন দিতো, এখন কংগ্রেস প্রভুরা এসেছেন সে সব জিনিস উঠে গিয়েছে। বহু দিন বহু বার মন্ত্রী মহাশয়রা স্বীকার করেছেন, বিধানবাবু স্বীকার করেছেন, ও'র ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করেছেন যে থ্রি সিফট ডিউটি হবে, তাতে এফিসিয়েন্ট ওয়ার্কও হবে, এ সম্পর্কে অ্যারেঞ্জমেন্টও হয়েছে। অ্যারেঞ্জমেন্ট লঙ্ঘন করলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট ত বলে জেল হতে পারে, কিন্তু সরকার অ্যারেঞ্জমেন্ট লঙ্ঘন করে চলেছে। শ্রম বিভাগকে বলি যে, জালানসাহেবকে একবার জেলে পুরুন, অন্ততঃ ও'র ডিপার্টমেন্টকে একটা চিঠি দিন। তারপর বিধানবাবু নিজে স্বীকার করেছেন এবং ট্রাইব্যুন্যালও বলছে এদের কোয়ার্টার্স দেওয়া হবে। হয়েছে? একটা ছোট ৪ হাত বাই ৩ হাত ঘর করতে পেরেছেন? দেড় বৎসর পার হয়ে গেল। দেড় বৎসরের মধ্যে ৪ হাত বাই ৩ হাত ঘর হল না, কোয়ার্টার ত দূরের কথা। কর্মচারীরা কোথায় থাকে? মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি একদিন দেখলে পরে আপনার চোখ ফেটে জল আসবে। স্লেন্ড্রাস লাইফএর কথা ও'রা বলেন, ও'দের ধারনা নেই এইটুকু এইটুকু জায়গায় কোথায় তারা শুয়ে থাকতো ঐ ব্যারাকের

মাঝখানে, ঘটা পড়লো, সিঁড়ি দিয়ে নামার উপায় নেই, ঐ একটা রড আছে সেই রড ধরে ছেড়ে দিল সমস্ত দেহ। হড় হড় করে চলে এলো, এইভাবে লাইফ রিস্ক করতে হয় ওদের। সেই জায়গায় থাকতো ওরা ঐ ব্যারাকগুলিতে ও'র বিভাগ আদেশ দিয়েছেন যে এখানে থাকতে পারবে না। কোয়ার্টার্স দেবেন না, বাড়ীভাড়া দেবেন না, অন্যান্য জিনিস দেবেন না, যে ব্যারাকে থাকতো সেখানে থাকতে দেবেন না আর বলবেন উই আর প্রোভাইডিং এমিনিটিস ফর ওয়ার্কমেন, কি কথা এইগুলি? যা পারবেন না বড় কথা বলবেন না। নিজে যদি না পারেন এমিনিটিস দিতে তাহলে প্রাইভেট এমপ্লয়ারসদের বলার কেন অধিকার নেই। সরকার নিজেই যখন দুর্ব্যবহার করেন সরকারী [illegible] সঙ্গে তাতে প্রাইভেট এমপ্লয়ারসএর উৎসাহ হয়, তারা আরো বেশি করে কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করে। মন্ত্রী মহাশয়কে আমার খোলাখুলি জিজ্ঞাসা, আপনি ট্রাইব্যুনালের এ্যাওয়ার্ড মানবেন কি মানবেন না? মানলে কবে তাদের ফিক্সেশন অফ পে হচ্ছে রিভাইজড স্কেলএ। দ্বিতীয়তঃ কবে এরিয়ার পে দেবেন বলুন। তৃতীয়তঃ কবে আপনি থ্রি সিফট ডিউটি চালু করবেন, ৪র্থ নম্বর কবে কোয়ার্টার দেবেন বলুন। ক্যাটাগরিক্যালী স্পেষ্ট এই প্রশ্নগুলির জবাব চাই। ভূয়া কথা, বক্তৃতাবাজী করে লাভ নাই, এখন না পারলে কবে পারবেন বলুন। না পারলে বাধ্য হয়ে আমাদের সংগ্রামের পথে নামতে হবে।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, several matters have been referred to with regard to fire services by my friends of the Opposition. I do not dispute the necessity of increasing the efficiency of the equipments or opening up new fire stations or having some provision made for rural areas. All these questions are under the consideration of the Government. So far as the present condition is concerned, I do not think that the way in which my friends have depicted the condition of Fire Services is correct. There have been replacements of fire service apparatus and equipments. Regarding the personnel, efforts have been made to improve their conditions from time to time. So far as the rest of the questions are concerned, they are under consideration of the Government. I do not desire to take up much time in dwelling upon those matters at this stage. I can simply say that there is room for opening up new fire stations and the Government are considering the question of opening up such stations. A great deal has been said about the personnel but we know from time to time the salaries of the personnel have been increased by the Government and th conditions of their service have also improved. Whatever improvements are yet to be made Government are seriously considering all of them, and I am quite sure that there will be a satisfactory solution of the entire problem.

With these words I oppose all the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

[4-20—4-30 p.m.]

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 35,59,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 35,59,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 35,59,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 35,59,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" was then put and a division taken with the following result:—

AYES—66

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitta
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Rey, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy, Sj. Siddhartha Shankar
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—111

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakraverty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
[illegible], Sj. Haridas
[illegible], Sj. [illegible]
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Halder, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jahangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Lutfal Hoque, Janab
Mohanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath

Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 66 and the Noes 111, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 35,59,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services", was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 46

Major Head: 85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

The Hon'ble Profulla Chandra Sen: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Re. 1 be granted for expenditure under Grant No. 46, Major Head "85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading".

মাত্র ১ টাকা চাওয়া হচ্ছে। বোধ হয় এত কম ব্যয়বরাদ্দ আর কোন 'হেড'এ নাই। তার কারণ হচ্ছে এই যে এর আগে আমি এক্সট্রা-অর্ডিনারী চার্জেসএর জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ চেয়েছিলাম, তাতে তা ধরা হয়েছিল। এইজন্য এখন নামমাত্র এক টাকা ধরা হয়েছে। সকলেই জানেন যে ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে বিনিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা হয়। তারপর আবার ১৯৫৬।৫৭ সাল থেকে খাদ্য বিভাগের কাজ বাড়তে থাকে এবং এখন খুব বেড়েছে। ১৯৫৬।৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঠিক সরাসরি কোন গম কেনেন নাই। যা কিছু গম কেনা হত কেন্দ্রীয় সরকারের রিজিওন্যাল ডাইরেক্টর অফ ফুড যিনি আছেন তাঁর গুদাম থেকে ফেয়ার প্রাইস শপগুলোর মাল সরবরাহ করা হত। আমরা যদিও তার ভার নিতাম আমাদের মধ্য দিয়ে ক্রয়বিক্রয় এইভাবে করা হত।

১৯৫৭।৫৮ সালে অবশ্য ফেয়ার প্রাইস শপএ যে গম পান তা বাদে ৮,৮৫,৫৮,০০০ টাকার গম কিনেছি। ১৯৫৮।৫৯ সালের ৩১এ ডিসেম্বরে ঠিক আইনের মধ্যে আমরা ৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার গম কিনেছি। চালের দিক দিয়ে ১৯৫৬।৫৭ সালে ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার চাল কিনি, ১৯৫৭।৫৮ সালে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার চাল কিনি, ১৯৫৮।৫৯ সালের ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার চাল কিনেছি। এই খাতে আরও অনেকগুলি জিনিস ধরা আছে। আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে যে দুধ বিক্রি করা হয়, তারও হিসাব এর মধ্যে ধরা আছে। তাতেও কোন রকম লোকসান হয় না। এই সমস্ত কারবার নো প্রফিট, নো লস, বেসিসএ করা হয়। লাভ করবার জন্য নয়, লোকসান করবার জন্যও নয়। তা ছাড়া আরও [illegible] গুলো জিনিস

আছে—যেমন মাখন, ঘি ইত্যাদি—তারও হিসাব এর মধ্যে ধরা হয়। মোটামুটি ক্রয়-বিক্রয়ে লোকসান হয় না, লাভও বিশেষ কিছু নেই, সামান্য লাভ হয়।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading" be reduced by 1 naya paisa.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading" be reduced by 1 naya paisa.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "85A—Capital Outlay on schemes of Government Trading" be reduced by 1 naya paisa.

Sj. Saroj Roy:

স্পীকার, স্যার, এই যে বক্তৃতা প্রফুল্লবাবু দিলেন যে লাভও হয় না, লোকসানও হয় না—কিন্তু আমরা দেখলাম এ বছর ৫ কোটি ১৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা লোকসান হবে—এইভাবে একটা রাখা হয়েছে। একটা জিনিস ১৯৫৮।৫৯ সালে ঐ রকম লোকসানের কথা দেখান হয়েছিল, সেখানে রিভাইজড এস্টিমেটে একটা জায়গায় বলা হয়েছিল যে গ্রেন শপগুলোর অর্থাৎ যেখানে সরকার থেকে চাল সাপ্লাই করা হচ্ছে সেই সব জায়গায় 'অফ্-টেক' কম হয়েছে। তার কারণ দেখান হয়েছে যে ওপন মার্কেটে প্রচুর চাল পাওয়া যাচ্ছিল, এবং চালের বাজার ভাল ছিল। তারপর সেখানে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে ও'দের বেশি চাল সাপ্লাই করতে হয় নি এবং শেষ পর্যন্ত 'লস'এর জায়গায় তাঁরা দেখিয়েছিলেন ৫০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা লাভ হয়েছিল—যেটা তাঁরা রিভাইজড্ এস্টিমেটে দেখান। আমার প্রশ্ন হল যে এবার বাজেটে যেটা দেখাতে চেষ্টা করেছেন বা দেখিয়েছেন যে ৫ কোটি ১৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা লোকসান হবে, এতে প্রধানতঃ একটা জিনিস দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ২৯ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার ফুড গ্রেনস্ যা কেনা হবে বোধ হয় লোকসান সেই দিক থেকেই হবে, কারণ এদিকে সাবসিডাইজড্ ফুড দেওয়ার জন্য। সাবসিডাইজড্ রেটে কম করতে হবে, তার দিক থেকে লোকসান হবে।

[4-30—4-40 p.m.]

তারপর লোকসান হবে বলে যেটা তাঁরা ধারণা করছেন তার কতকগুলি কারণ হিসাবে তাঁরা সাবসিডাইজড্ রেট ইত্যাদি দেখাবার চেষ্টা করবেন। কারণ আমরা দেখেছি যে ১৯৫৮-৫৯ সালে যখন গ্রেনশপে অফটেক কম হল তখন আমরা জানি যে চাল গ্রেনশপগুলোতে দেওয়া হোত সেগুলি অত্যন্ত খারাপ এবং তাও আবার বহু জায়গায় সাপ্লাই দেওয়া হোত না। কিন্তু বাজেট যখন লেখা হল তখন লেখা হচ্ছে যে যেহেতু ভাল ফসল হয়েছিল সেহেতু অফটেক কম হয়েছিল। সেই লোকসানের কথা যেটা তাঁরা বলছেন সেদিক থেকে যদিও কিছুটা লোকসান হয় তখন অন্য কোন কারণ তাঁরা দেখাতে চেষ্টা করবেন। এ বিষয়ে আমার যে কিছু সংবাদ আছে তাই বলব। বর্তমানে যে সমস্ত লোকাল প্রোকিওরমেন্ট হচ্ছে সেই সমস্ত লোকাল প্রোকিওরমেন্টের খবর যা দেব আশা করি মন্ত্রী মহাশয় সেগুলির একটু খোঁজ নেবেন। বাঁকুড়ায় যেসমস্ত লোকাল প্রোকিওরমেন্ট হচ্ছে তাতে আমার সংবাদ আছে যে সেখানে লোকাল লোককে প্রোকিওরমেন্টের ইনচার্জ করা হয়েছে। ডেপুটি প্রোকিওরমেন্টের অফিসার যিনি তিনিও সেখানকার লোক এবং তিনি সেখানকার চার্জে আছেন। সেখানকার লোকাল ধানকলগুলোর সঙ্গে তাঁদের খানিকটা খাতির আছে বলে সেখানে থেকে যে লেভি আদায় করার কথা সেটা সেখানে প্রপারলি মেটিরিয়ালাইজ হচ্ছে না এবং ফুড ডিপার্টমেন্টের নীচের কর্মচারীরা এটা প্রপারলি লেভি যাতে হয় সে বিষয়ে যেখানেই চেষ্টা করছেন সেখানেই লোকাল অফিসাররা তাঁদের সেখান থেকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বোধ হয় এ বিষয়ে কিছু কিছু খবর আছে। সেখানে ট্রাম্পেল রাইস মিল যেটা আছে সেটার মধ্যে নানা রকম গণ্ডোগোল চলছে। তারা যেসমস্ত রিটার্ন দেয় সেই রিটার্নের মধ্যে নানা রকম গোলমাল রয়েছে। এটা প্রপারলি লেভি যাতে হয় তার জন্য সেখানকার কর্মচারী যারা চেষ্টা করছেন তাঁদের সেখান থেকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। আমাদের কথা হল যে এইরকমভাবে যদি প্রপারলি লেভি না হয় তাহলে সেদিক থেকে যে লোকসান

হবে সেটাই বোধ হয় তাঁরা দেখাতে চেষ্টা করবেন। অন্য দিক থেকে মন্ত্রী মহাশয় এইমাত্র বললেন যে স্টেট ট্রেডিংএ দেখা যায় যে লাভও হয় না, লোকসানও হয় না। লাভ এবং লোকসান যদি না হয় তাহলে বাজেটে কেন এর জন্য ৫ কোটি ১৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা রাখতে চেষ্টা করছেন? আমরা মনে করি লোকসান যদি হয় তাহলে সেখানে ২৯ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার যে ক্রূড গ্রেনস কিনবেন বলে বলছেন সেখানে কিন্তু লোকসান হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ধানকলগুলোর উপর প্রপারলি লেভি হচ্ছে না এবং উপরকার অফিসারদের সঙ্গে ধানকলওয়ালাদের একটা বেশ ষড়যন্ত্র আছে। আশাকরি মন্ত্রী মহাশয় এগুলি সম্পর্কে একটা জবাব দেবেন যে বাঁকুড়ার ধানকলগুলোর উপর প্রপারলি লেভি হচ্ছে কি না? অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টএর চেয়ে এখানেই এই সব বেশি হচ্ছে। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টাল অফিসাররা নীচের যারা কালেক্টার ইত্যাদি রয়েছেন লেভির ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করছেন। অর্থাৎ মিলগুলোর উপরে প্রপারলি লেভি আদায় করার কাজে যাঁরা এগুচ্ছেন তাঁদের ট্রান্সফার করা হচ্ছে। এইসব ঘটনা যদি তাঁর জানা থাকে তাহলে তিনি তার জবাব দেবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Ramanuj Haldar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যেমাত্র এক টাকার দাবি এই খাতে করা হয়েছে তাতে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের বক্তব্যটা যেন লাখ টাকার বামুন ভিখারীর মত অবস্থা। প্রকৃত প্রস্তাবে এটা এক টাকা নয়, হিসাবের কারচুপিতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা আদানপ্রদানের ব্যাপার থেকে গেছে। এটা সাধারণভাবে দেখলে মনে হয় এক টাকা মাত্র, কিন্তু এর নিখুঁত হিসাব দেখলে দেখা যাবে যে, "এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ উঠে?" আপনি দেখুন মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রেড বুকের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, ও'রা বলছেন

as a result of better crop prospect in the State this year.

গত বৎসরে যে টাকা

purchase of food grains other than wheat.

এর জন্য রেখেছিলেন সেটা এ বছর কমিয়ে দিয়েছেন একটা ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভর ক'রে

better prospect of crop

কোথায় দেখেছেন তা বুঝতে পারি না। সারা বাংলাদেশে যেখানে খাদ্য ঘাটতি পড়েছে, যেখানে জনসাধারণ বর্তমান অবস্থায় তাঁদের চাহিদামত খাদ্য উপযুক্ত মূল্যে পেতে পারছেন না সেখানে এই বইটাতে দুটো ক্ষেত্রে লেখা হয়েছে

purchase of wheat and wheat products.

এবং সিমিলিয়ারলি লেখা হয়েছে

on greater pospect of rice crop in the State.

এটা নিতান্ত একটা ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। এই হিসাবের মধ্যে এই ব্যবসায়ে কত লোক খাটছে, কোথা থেকে মাল কত পরিমাণ খরিদ করছে, কোন্ গোডাউনে রাখা হচ্ছে, তার কত বাড়তিপড়তি যাচ্ছে এসমস্ত কোনরকম সুবিধা-অসুবিধার কথা বিস্তারিতভাবে এখানে বলা হয় নি। গত বৎসরের হিসাবে ১০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার মত ভাল স্টেট ট্রেডিংএ নেওয়া হয়েছে কিন্তু এই টাকাটা সম্পূর্ণভাবে এইখাতে শূন্য রাখা হয়েছে। বর্তমান বৎসরে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, চালের দাম শুধু যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর, ডা'ল এবং অন্যান্য মশলা প্রভৃতির দামও অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। যে বৃদ্ধির তুলনায় ধান এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য খুব অধিক বৃদ্ধি হয়েছে এমন আমি বলতে পারি না। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি ক'রে বুঝলেন যে, বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য হয়েছে, কি ক'রে তিনি বেটার প্রসপেক্ট লক্ষ্য করলেন, কি ক'রে তাঁর শ্যেনদৃষ্টি সেখানে পড়ল তা আমি বুঝতে পারি না। এম আর শপগুলিতে বর্তমানে যে খাদ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে মণপিছু আরও অধিক দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গত বৎসর মডিফায়েড রেশন শপে যে হারে খাদ্য বিক্রয় করা হয়েছে যদি খাদ্যের অবস্থা ভাল হয় গত বৎসরের তুলনায়, এ বছর যথাযথভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সরকার যদি সামর্থ্য রেখে সারা পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে [illegible] খাদ্য সরবরাহ করতেন তা হলে ভাল হত কিন্তু এই অবস্থায়

নিয়ন্ত্রিত রেশন, সরকারী ব্যবসার মাধ্যমে যেখানে খাদ্য সরবরাহ করা হয় সেখানে কলপ্রতি পাঁচ সিকা বাড়িয়ে দেওয়ার কি সার্থকতা আছে তা আমি বুঝতে পারি না। অল্প ... ন্যায্যমূল্যে পরিমিত পরিমাণে সরবরাহ করা সরকারের বাণিজ্য নীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, সরকার যে-কোন ব্যাপারে হাত দেন—যাঁরা সরকারী কার্য পরিচালনা করেন তাঁদের নিষ্ঠা এবং সততার অভাবজনিত সাধারণ ব্যবসায়ীরা খোলাবাজারে যে মাল বিক্রি করেন (উচ্চ ধরনের) সরকার কোন কারণে কোনদিনই সেই কোয়ালিটির (ধরনের) মাল সরবরাহ করতে সমর্থ হন না। সরকারী গুদাম থেকে চাল ক্রয় করুন, আপনি দেখবেন, চালে কাঁকর অধিক পরিমাণে মিশ্রিত। সরকারের সমূহ ক্ষেত্রে সতর্কতার একান্ত অভাব আছে, সারা বৎসরে একদরে কেনাবেচা একমাত্র সরকারের দ্বারা সম্ভবপর। যে টাকার হিসাব জনসাধারণকে উপযুক্তভাবে দিতে হয় না সেই টাকার সম্বন্ধে সরকার খুব বেশি সচেতন হন না।

[4-40—4-50 p.m.]

আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে যেসমস্ত ধান সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা হয়েছে, তা কয়েকদিন আগে এক প্রশ্নোত্তরে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন যে, দু'-চার দিনের মধ্যেই মিলগুলিতে ঐ সমস্ত ধান ভাঙ্গাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হ'ল, এই চালগুলি সেন্ট পারসেন্ট মিলগুলি টেনে নেয়। কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে থেকে মিলমালিকরা যে চা'ল তৈরি করেন ধান থেকে, সেখানে মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ চা'ল লেভি ক'রে নেওয়ার সার্থকতা কি? চালের মূল্য যদি সারা বৎসর একই ভাবে বেঁধে রেখে দেওয়া হয় এবং চা'লকলের, ধানকলের মালিকরা সততা'র সঙ্গে (যেটা সরকার ধরে নিয়েছেন) এই নির্ধারিত মূল্যে তাঁরা চা'ল বিক্রয় করবেন; সুতরাং এই সমস্ত মিলমালিকদের কাছ থেকে সেন্ট পারসেন্ট নেওয়ার কি অসুবিধা হতে পারে তা আমি বুঝতে পারছি না। সরকারের কাছে এই প্রভূত প'রিমাণে চাল এলে তা দিয়ে বাংলার দুর্দিনে অগণিত জনসাধারণের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। সুতরাং ২৫ পারসেন্ট মাত্র মিল ওনার্সদের কাছ থেকে নিয়ে আর বাকি ৭৫ পারসেন্ট তাদের কাছে ছেড়ে দেওয়ার মূল অর্থ হচ্ছে যে, মিলমালিকরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই চালগুলি প্রচলিত বাজার মূল্যের অধিক দরে বিক্রয় ক'রে বহু মুনাফা করবার সুযোগ লাভ করবেন। সেদিকে সরকার নজর দিচ্ছেন না, ২৫ পারসেন্ট মাত্র নেওয়া হচ্ছে। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করব, মিলওনার্সদের কাছ থেকে সেন্ট পারসেন্ট নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হোক। শুধু তাই নয়, আপনি জানেন স্যার, ধান ভাঙ্গালে—দেড় মণ ধানে এক মণ চা'ল হয় এবং এই চা'ল থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১২ পারসেন্ট ব্রোকেন রাইস অর্থাৎ ক্ষুদ পাওয়া যায়। এই ক্ষুদের মূল্য নির্ধারণ করবার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ বাংলার অগণিত জনসাধারণকে এই ক্ষুদ বা ব্রোকেন রাইস ১৯ টাকা পর্যন্ত দাম দিয়ে কিনে খেতে হয়। অ্যারোমেটিক চা'লের কন্ট্রোল নেই, তা খোলাবাজারে যেমন ক'রে আমদানি হতে পারে। গ্রামাঞ্চল থেকে সরু চা'ল, গন্ধযুক্ত চা'ল হিসাবে আইনের কৌশল জালকে ভেদ করে; তেমনি ক'রে গোটা চা'ল ক্ষুদ-চা'লে পরিণত হয়ে যাবে, যদি সরকারী নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা ক্ষুদের বাজারদর বেশি হয়ে যায়। সেইজন্য আমি বিশেষ ক'রে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব—বাজারে এই ক্ষুদের ন্যায্যমূল্য যদি নির্ধারিত ক'রে দেওয়া যায়, তা হলে আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে এর মূল্য যে কতখানি তা যেন মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় হৃদয়ঙ্গম করেন। শুধু সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে সরকারী রেকর্ড ভরানো যেতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে জনগণের উদর পূরণ হবে না। জনগণের উদর ভরানো যাবে না যদি তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য না পায়। সরকার যে খাদ্য সরবরাহ করছেন তার কোয়ালিটি যে খুব খারাপ তা নয়, কিন্তু সেটা অত্যন্ত অপরিমিত এবং অনিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয়। এই অনিয়মিতভাবে সরবরাহ করার জন্য জনসাধারণের যথেষ্ট দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়।

সরকারের তরফ থেকে প্রায়শই বলা হয় যে, কনস্ট্রাকটিভ সাজেসশন দিন এবং বলা হয় যে, কার্যকরী ব্যবস্থার যে প্রোডাকটিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট সরকার সেটা করছি। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য যদি প্রতিনিয়ত-সরকারী ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় এবং অবস্থা ... হতে হয় তাতে সাধারণের কল্যাণ হতে পারে না। তাই বলতে চাই কলীয় সরকারের ... তার হাতে গৃহীত ... ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ... একটা

সরকারী ব্যবস্থায় সরকার একটি দলের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন সেটা দলের স্বার্থের পরিপূরক হিসাবে অগ্রসর হতে থাকবে এর প্রমাণও বহু ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং কনব বেটার প্রসপেক্টএর সৃষ্টি করুন। বেটার ক্রপ সার্ভের ব্যবস্থা করুন। আপনারা বলেন, খাদ্য প্রভূত পরিমাণে সরবরাহ করা হবে, আমরা যে ব্যবসা করি তাতে লাভও নেই, লোকসানও নেই অথচ চালের ব্যাপারে আমার মনে হয় এটি এতে তিন কোটি লাভ দেখানো হয়েছে, পর পর সংখ্যাতে অনুরূপ ব্যবস্থা দেখছি। মানুষের কাছে প্রচারের মাধ্যমে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে। মানুষ অজ্ঞাতে অগ্রসর হয়। মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন—এসব কি মায়া? আমি বলি—হ্যাঁ, সত্য এটা মায়া। সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তির জাল বোনা হয়, মানুষ আশায় বুক বাঁধে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারী তথ্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ অতি দুঃখের মধ্যেও সরকারের আশ্বাসে কোনমতে দিনাতিপাত করতে থাকে ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায়। অন্তরে তীব্র জ্বালা, তীব্র যাতনা অনুভব করলেও আশায় বেঁচে থাকে "চকোর যেমনই হায়—খুলিয়া দেখিতে চায়, জ্যোৎস্নাভরা মায়া আবরণ"। কিন্তু সর্বশেষে তাদের হতাশে ভেঙে পড়তে হয়, তখন সে বুঝে—"অনেক পাইতে গিয়ে হারাইনু সব"। তাবে কপালে তাদের দুঃখ আছে, যাবে কোথায়! সেজন্যে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং বলি, যে ব্যবসা আপনারা করেন, কিন্তু রসনা আর হৃদয় একত্র রেখে ব্যবসা করুন। ব্যবসা করবার পূর্বে ভাল ক'রে ভেবে দেখার দরকার আছে—সারা পশ্চিম বাংলায় কত খাদ্য ঘাটতি হবে এবং এখানে যাদের হাতে অতিরিক্ত খাদ্য আছে সেটা কি ক'রে নেওয়া যাবে এবং বাংলার বাইরে থেকে কি পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে পারব। মন্ত্রিমহাশয় মাথাপিছু ১৪ আউন্স খাদ্য হিসাব ক'রে রেখে দিতে পারেন, কিন্তু তাতে চলে না, লোকে খাবে যতক্ষণ তার পেটের প্রয়োজন হবে ততক্ষণ খাবে। সরকারের দেওয়া হিসাব অনুসারে আমাদের ঘাটতি নেই একথা বলতে পারা যায় না, বাংলায় এবার খাদ্যের ঘাটতি আছে এবং যেসমস্ত অঞ্চল উদ্বৃত্ত অঞ্চল আছে সেখান থেকে নানাভাবে খাদ্য স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যায়, পরে সেই অঞ্চলের কি পরিমাণ খাদ্য লাগে সরকার তা জানবার চেষ্টা করেন না এবং কোন ব্যবস্থাও সেখানকার মানুষের জন্য করেন না।

সেই খাদ্য স্থানান্তরিত হবার পরে সেইসব অঞ্চলে কি পরিমাণ খাদ্য থাকে তা সরকার উপযুক্তভাবে জানার প্রয়োজন মনে করেন না এবং জানেন না। পরবর্তীকালে সেই সমস্ত উদ্বৃত্ত অঞ্চলে বিশেষ ক'রে আমি সুন্দরবন অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, ধনী লোক, বড় লোক যাদের জমিজায়গা রয়েছে তারা ধানচাল বেচে দিয়ে চলে আসে কিন্তু সমস্ত সুন্দরবন দরিদ্র জনগণের দ্বারা সেখানে বসতি হয়ে রয়েছে, তারা শ্রম করে, তারা পরের ক্ষেতমজুর, পরের জমি

[4-50—4 p.m.]

ভাগচাষ করে কিন্তু এই বড়লোকেরা সুন্দরবন অঞ্চল থেকে এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে ধানচাল নিয়ে চলে আসার পর সেখানকার বাসিন্দা যারা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় যখন ঘাটতি হয় তখন সরকারের পক্ষে এই সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের সেই প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এই অগণিত জনসাধারণের সুদূর পল্লীতে সেখানে গতকাল শুনেছিলাম যে, রাস্তার এত উন্নতি হয়েছে যে, প্রতি পল্লীতে পল্লীতে অনায়াসে ট্রাক গাড়ি, জীপ গাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনাকে অকপটভাবে জানাতে চাই যে, বহু গ্রাম থেকে গিয়েছে যেখান হতে ৫।৭ মাইল দূরে জীপ যেতে পারে না। সুতরাং খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে যেসমস্ত অঞ্চলে রাস্তাঘাট নেই সেখানে যেমন সরকারের পক্ষে দ্রুত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভবপর নয়, তাদের দুর্দিনে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তেমনি সরকার তার বাংলাদেশে খাদ্যের পরিমাণ যথার্থভাবে অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত নির্ণয় করতে না পারায় আন্দাজে ভাবে বলে যে, এত কম ঘাটতি হবে, অত হবে না এত হবে, এই সমস্ত বলার যে বিষময় ফল, তার যে অবশ্যম্ভাবী ফল তা সুদূর পল্লীর জনসাধারণই ভোগ করে। এইজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, আপনি ১ টাকা চাইলে তা না দিলেও আপনি চালাতে পারেন। এই টাকাটার কোন মূল্য নাই এটা একটা ফর্মালিটি মাত্র তা আমরা বুঝি, কিন্তু হিসাবে আমাদের জানানো উচিত ছিল যে, এর

জন্য কত লোকের এই বিভাগে কত বেতন, কি কি ব্যবস্থা থাকে, কি পরিমাণ ব্যয় হয় তা নির্ধারণ ক'রে জানানোর প্রয়োজন ছিল ব'লে মনে করি। এইজন্য আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

স্পীকার মহোদয়, একজন বন্ধু বললেন যে, আমরা হিসাব দেখাই নি লোকসানের জন্য। অনেক সময় এই লাল বইএর হিসাব বোঝা একটু দুরূহ কষ্টকর ব্যাপার। এটা ঠিক কমার্সিয়াল হিসাবের মত ব্যালান্স সীট যেমন হয়, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট যেমন রাখা হয়, আমাদের লাল বইটা ঠিক সেভাবে তৈরি নয়। এখানে যেকথা মাননীয় সদস্য বলেছেন তাতে আমাদের ৩৬ কোটি টাকা রিসিপ্টস হচ্ছে আর ৩১ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডএর ভিতর ঐ বৎসরের। কাজে কাজেই মাইনাস দেখানো হয়েছে, যে হেডএ সেটা হচ্ছে এক্সপেন্ডি-চারএর হেড। এক্সপেন্ডিচারএর হেডএ যদি রিসিপ্টস হয় তা হ'লে সেটাকে মাইনাস দেখানো হয়। শ্রী রায় হিসাব মোটেই বোঝেন নি ওটা লোকসান নয়। এখানে আরও অনেক অবান্তর কথা উঠেছে। অবশ্য এই যে ব্যয়বরাদ্দ ১ টাকা, এটা উপস্থিত না করলেও হ'ত কিন্তু বিরোধী পক্ষকে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগ দেবার জন্য এটা উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু এর আগে আমি খাদ্যের বাজেটে, এক্সট্রা-অর্ডিনারি চার্জেস অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে সেখানে যেকথা উত্থাপিত করেছিলাম, সেই বাজেটে যে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল এখানেও অনেকটা ঠিক তাই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। চাল কি রকম ভাল, মন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন বন্ধু বললেন, এইমাত্র যে সরকারী কারবারে যা কিছু হয় সবই খারাপ। সরকারের তো পোস্ট অফিসএর কারবার, খারাপ বলতে তো কখনও শুনি নি। আমাদের বাংলা সরকারের ট্রান্সপোর্টএর কারবারকে খারাপ ব'লে কেউ বলে না। প্রাইভেট যে কারবার তার চেয়ে হাজার গুণ ভাল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের যে হিসাবনিকাশ তা এতে খানিকটা দেওয়া আছে। আমাদের কৃষিবিভাগ থেকে যা করা হয়, দুধ বিতরণ কেউ আমার কাছে বলে নি, আজকে বোধহয় ৯ বৎসর হয়ে গেল যে দুধ খারাপ হচ্ছে। সকলেই শতমুখে প্রশংসা করছে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গে যে চাল লেভি মারফত হোক বা অন্য কিছু মারফতই হোক যে চাল সংগ্রহ করি তার খুব সুনাম। বাংলাদেশের চাল ভাল হয়, এটা সকলেই জানে। আমাদের এখানে মোটা চাল হয় না বললেই হয়, মাঝারি, সরু, মিহি চালই বেশি হয়। আমাদের এই প্রদেশ ঘাটতি প্রদেশ, ঘাটতিকে কখনও উদ্বৃত্ত করা যায় না। কাজে কাজেই অন্য প্রদেশের উপর নির্ভর করতে হয়, অন্য দেশের উপরও নির্ভর করতে হয়। বার্মা মুল্লুক থেকে যে 'আল' চাল আসে সে চাল ভাল আসবে কি খারাপ আসবে সে বিচার করলে চাল আনাই চলে না। মধ্যপ্রদেশ থেকে আসবে, উড়িষ্যা থেকে আসবে। উড়িষ্যার যে চাল তা অত্যন্ত মোটা, এত মোটা যে বাঙ্গালীর কাছে খুব খারাপ। আর যেসব জায়গায় মাটিতে কাঁকর বালি আছে সেখানকার চালে কাঁকর বালি থাকবেই। এখানকার অনেক সদস্যই জানেন, ডাঃ ঘোষমশায়ও জানেন, ডাঃ শরৎ মুখুজ্যে যিনি এখানে একসময় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি এখন স্বর্গীয় হয়েছেন। এক-বার আমি ওনার ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, কলকাতায় তো ভাল চাল খেতে পান না, আমি আপনাকে পোলাও রেঁধে খাওয়াব নিজের চাষের চাল। প্রথম গ্রাসেই এত বালি যে, সে খাওয়া যায় না। কাজে কাজেই এটা বুঝতে হবে, যে জমিতে বালি বা কাঁকর আছে, সেখানে চালে কাঁকর মিশ্রিত থাকবেই। কাজেই সরকারের নিয়ন্ত্রিত হলেই যে খারাপ হবে তা নয়।

Dr. Prafulla Chandra Ghosh:

রেশনের চালে বীরভূমের চেয়েও কাঁকর বেশি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বালি বেশি, কাঁকর এত নয়। [A VOICE : বীরভূমের চালে কাঁকর নাই।]

Dr. Prafulla Chandra Ghosh:

বীরভূমের কংগ্রেস সেক্রেটারি বলছেন, বীরভূমের চালে কাঁকর নাই! (হাস্য)

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বালি এবং কাঁকরে তফাত করছি না। আমাদের এখানে সরকারী পদে যে ময়দা তৈরি হয় তারতো খুব সুনাম। আমাদের এখানে ময়দা অনেকেই নিতে চায়, কারণ কলকাতায় যে ময়দা হয় এমন ময়দা আর কোথাও হয় না। কাজে কাজেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকলেই জিনিসের কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায়, আমি তা মনে করি না এবং এখানে সে বিষয়ে বক্তৃতারও বেশি প্রয়োজন নাই। ১ টাকা মাত্র ব্যয়বরাদ্দ। একজন বিরোধী দলের বন্ধু এসে আমাকে বললেন —এক টাকার জন্য এত তর্ক কেন? স্পীকার মহাশয়ের পকেট থেকে তুলে নিন না, আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমি আর কিছু বলতে চাই না।

[A VOICE : স্পীকার মহাশয়, সাবধান!] (হাস্য)

[5—5-25 p.m.]

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading" be reduced by 1 naya Paisa, was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading" be reduced by 1 naya Paisa, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading" be reduced by 1 naya Paisa, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—59

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Ray, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—126

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya

Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 59 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Re. 1 be granted for expenditure under Grant No. 46, Major Head "85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading", was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 20 minutes]

[*After adjournment*]

[5-25—5-35 p.m.]

DEMAND FOR GRANT NO. 25

Major Head: 41—Animal Husbandry.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 46,50,000 be granted for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry".

Sir, in moving this grant I would like to place before the House some important points with regard to the Veterinary and Animal Husbandry Department. On partition our State had only 46 Veterinary Assistant Surgeons and 50 Field Assistants. During the course of these 10 years we have been able to improve our work and also our Veterinary College to the extent that we have got 195 Veterinary Assistant Surgeons and 460 Field Assistants at the present time. But this certainly is not sufficient for the whole State. As a matter of fact two thanas have approximately one Veterinary Assistant Surgeon to take care of, which I consider is too much of a big charge, but by the end of the Second Plan Period we hope to have about 300 Veterinary Assistant Surgeons and 800 Field Assistants so that we may be able to have one Veterinary Assistant Surgeon for every thana. That will make our work much more extensive.

One reason why good people were not attracted to this service was that our salary scale was very poor. After some exertions we have been able to increase the scale for Veterinary Assistant Surgeons, which was originally Rs. 100 to Rs. 200, to Rs. 150 to Rs. 450 for diploma holders; for graduates, i.e., B.V.Scs., there is an extra allowance of Rs. 50.

We all hear about epidemics. It is quite true, and I can tell the House that it is not always possible to reach the affected area very quickly—communications are difficult, and as I have already said we have only one Veterinary Assistant Surgeon to look after two thanas. We have been able to improve on the previous position and during the last year rinderpest vaccination work was quite satisfactory and we inoculated about 12,69,000 cattle in the various districts of the State, and about 1,61,000 poultry birds were also inoculated. So far as hospitals are concerned, we have at the present moment 19 hospitals at district and subdivisional levels. We propose to start 5 more such hospitals. In addition to that for Sundarban area we have Boat Dispensaries. These Boat Dispensaries are very useful in the Sundarban area where the communication is by water. Veterinary Hospitals and dispensaries have also been started in 114 of the National Extension Service Blocks.

So far we have got 114 veterinary centres of the National Extension Service Blocs. There is no hospital, in every one but Dispensaries. In course of time in every NES Block and every Community Service Block there will be veterinary hospitals attached to them.

With regard to education, the Bengal Veterinary College has been affiliated now to the University of Calcutta and degrees are awarded by the University. The preliminary education is I.Sc. and it is a four years course. This is working very satisfactorily at the present time. We are admitting 75 students every year. As you know from our Budget debate, the veterinary college and hospitals are going to be transferred to Haringhata in new surroundings. We have already got our Agricultural College there and in course of time it will develop, we hope, into a rural University which will be in ideal surroundings.

There is one very important development that is taking place in the veterinary college, viz. production of biological products. At the present time we are producing biological products such as vaccine sera, etc. and are preserving it by the freeze-drying method. We not only supply it to our own State, but we also supply it to our neighbouring States, such as, Orissa, Assam, Bihar, Manipur, Sikkim, Bhutan and others. A step has to be taken by our State as well as the Government of India about the complete eradication of rinder-pest. As a matter of fact, mass vaccination of all animals in North Bengal districts has already been completed and now we have just come to Murshidabad and Birbhum where eradication of rinder-pest is being done by means of vaccine and we trust that in course of time West Bengal will be rid of rinder-pest. I do not wish to take much time of the House dilating upon this. I commend my motion for the acceptance of the House. I shall answer any criticism that may come in later on.

Sj. Basantalal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. [illegible] Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. [illegible]9,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitta Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় একথা উল্লেখ করেছেন যে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি সার্জনদের সংখ্যা কম হবার ফলে যে ধরনের গো-চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে হওয়া উচিত তা এখন করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু একথা অত্যন্ত সত্য যে, বিভিন্ন জায়গাতে যেসমস্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন রয়েছেন তাঁরা বর্তমানে এমন একটা ধারা প্রচলিত করেছেন যে, তাঁরা সেন্টারে এসে রুগ্ন কোন গোরু দেখালে বিনা পয়সায় তাঁরা দেখেন, কিন্তু হেড কোয়ার্টার্স থেকে যদি দূরবর্তী কোন গ্রামে তাদের যেতে হয় তা হলে যা দাবি করেন। এই ফি-র পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই অর্থাৎ কখনও ৫ টাকা, কখনও ৮ টাকা এবং অনেক সময় ১৬ টাকা পর্যন্ত দাবি করেন। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে অজ্ঞ কৃষকের বাড়িতে গরু যন্ত্রণায় ছটফট করলে সার্জনের কাছে এলে তিনি যে টাকা দাবি করেন সেই টাকা দেবার যাদের সঙ্গতি আছে তারাই তাঁকে নিয়ে যান, আর যাদের সে সঙ্গতি নেই তাদের গরু বিনা চিকিৎসার মারা যায়। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আমাদের আবেদন যে, যাতে দূরবর্তী অঞ্চলের গরিব লোকেরা বিনা ফি-তে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনদের সার্ভিস পেতে পারে তার ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয় করবেন এবং করবার জন্য চেষ্টা করবেন।

[5-35—5-45 p.m.]

Sj. Bhupal Chandra Panda:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের কৃষিমন্ত্রী কৃষির [illegible] জন্য গো-সম্পদের উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেবেন বলে বলেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে এই হাউসে ২ বছর আগে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশে জেলা এবং মহকুমা কেন্দ্রগুলিতে হাসপাতাল হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তাঁকে প্রশ্ন করি যে, ঘাটাল মহকুমায় আজ পর্যন্ত এইরকম কোন হাসপাতাল হয়েছে কিনা তার জবাব তিনি দেবেন? আমার যতদূর জানা আছে তা হয় নি। তারপর আরও একটা জায়গায় গড়বেতা থানায়, যেটাতে ৩২টা ইউনিয়ন আছে এবং এর এরিয়া ঘাটালের থেকে বড়, আজ পর্যন্ত একটিও হয় নি। এই জায়গার স্থানীয় লোকেরা জমি ও টাকা [illegible] দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থাই হ'ল না। তাহ'লে সরকার কি এটাই স্থির করলেন যে, মহকুমা কেন্দ্র ছাড়া হবে না! কিন্তু যদি কোন জায়গায় লোকেরা জমিতে টাকা দিতে চান তা হলে সেখানে কি হবে না? এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, মহকুমা কেন্দ্রগুলিতে যে হাসপাতাল তাঁরা স্থাপন করেছেন সেই হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পশুরও যথেষ্ট অভাব আছে। সেজন্য বলব যে দূর দূরান্ত থেকে রোগগ্রস্ত গরু নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা যে কত সুষ্ঠু হ'তে পারে তা সকলেই বুঝতে পারছেন। সুতরাং আমি বলতে চাই যে, থানা কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে উনি খুব সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ পরবর্তী ধাপে থানায় অন্তত অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনকে দিয়ে তাঁরা ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু উনি বললেন যে, দুটো থানাকে সংযুক্ত করে এক একটা কেন্দ্র করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এরিয়া নির্ধারণ ব্যাপারে কি চিন্তা নিয়ে তাঁরা এটা করেছেন—মেদিনীপুর জেলায় কোন্ যুক্তির উপর ভিত্তি ক'রে তিনি নন্দীগ্রাম থানাকে ময়না থানার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন? সুতাহাটার সঙ্গে মহিষাদল থানাকে এক করা সম্ভব কিন্তু উভয় থানার সঙ্গে যেখানে কোনরকম যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই, বিশেষ ক'রে যেখানে মানুষের যাতায়াত অসম্ভব, সেই ময়না থানায় আজও পর্যন্ত এতটুকু পাকা রাস্তা নেই—সেখানে দূর দূরান্তে নন্দীগ্রাম থেকে কি ক'রে গরু নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা আমি বুঝতে পারি না। নন্দীগ্রামে একটা অস্থায়ী সেন্টার আছে সেই অস্থায়ী সেন্টারে মাঝে মাঝে আসতে হয়। কিন্তু যখন প্রয়োজন হয় তখন আর ডাক্তার সার্জন খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে আসতে তারা উৎসুক হয়ে আসতে হবে এবং তার ফলে আর অসুস্থ পশুর চিকিৎসা হয় না—চিকিৎসার পূর্বেই সে ইহলোক ত্যাগ করে। সুতরাং এই [illegible] বিশেষ করে চিন্তা করতে বলি। আর একটা কথা বলতে চাই যে, [illegible] যে থানা [illegible] কেন্দ্রগুলি রয়েছে সেখানে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়; বিশেষ করে [illegible] যেটা সম্বন্ধে [illegible], এঁরা দেখবেন পানীয় জলের বড় অভাব, সেখানে [illegible]

কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই যে জল তারা পান করে সেই জলের থেকে তাদের নানা অসুখ-বিসুখ হয়—এ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের গ্রামাঞ্চলে একটা কথা আছে জুতো মেরে গরু দান করা, মানে পাপস্খলন করা, কিন্তু এখানে হয় কি—গরু মেরে জুতো দান নয়, জুতো ঋণ দেওয়া হয়। গো-ঋণ দেওয়া হয় কিছু কিছু কিন্তু তা কিভাবে আদায় হয় তা সকলেই জানেন—মাল ক্রোক ইত্যাদি হয় এবং সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে। আপনিও পয়েন্ট তুলেছিলেন যে, গরু-বলদ ক্রোক করা যায় না কিন্তু অফিসারেরা কিভাবে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন তা ইতিপূর্বে একজন মাননীয় সদস্য মালদা সম্পর্কে বলেছেন। কাজেই গোঋণ যে দেওয়া হচ্ছে তাতে গরু কেনা হচ্ছে বটে কিন্তু সেই গরুকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের কৃষিমন্ত্রী কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহশীল, তাই আমি এ বিষয়ে তাঁকে [illegible] সচেতন হ'তে বলছি।

আর একটা কথা আপনার কাছে বলতে চাই, গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিচ্ছে—যে রোগকে এক ধরনের ডাক্তাররা বলেন অ্যানথ্রাক্স

[5-45—5-50 p.m.]

তৃতীয়তঃ আর একটি কথা আমি ও'র কাছে বলতে চাই যে, এখন গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি জায়গায় বিভিন্ন রকম রোগ দেখা দিয়েছে। অ্যানথ্রাক্স রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়, ডাক্তাররা বলেন, এটা অত্যন্ত ইনফেকসাস রোগ। কাজেই যখন ওই রোগ কোন গ্রামে শুরু হয় তখন আমরা দেখেছি ব্যাপকভাবে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়, কারণ একটা গরুর হ'লে সমস্ত গোয়ালের গরু তাতে অ্যাফেক্টেড হয়। তার জন্য ভ্যাকসিনেশনএর ব্যবস্থা যেটা বললেন, বীরভূম জেলায় যা সফল হয়েছে, আমাদের ওখানে দেখেছি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পাওয়া যায় না, ইনজেকশন দেওয়ার জন্য ডাক্তার পাওয়া যায় না। মন্ত্রিমহাশয়কে তাই বলব, ইনজেকশন, ওষুধপত্র ব্যবস্থা করুন এবং ডাক্তার যদি না রাখতে পারেন স্থানীয় কিছু লোককে অন্তত এসব ক্ষেত্রে কি ক'রে ইনজেকশন দেওয়া যায় সে শিক্ষা দিয়ে দিন। ইনজেকশন এবং ওষুধপত্র যদি স্থানীয়ভাবে মজুত থাকে তা হলে হাতুড়ে দিয়েও অনেক কাজ হতে পারে।

আর একটি কথা হচ্ছে, এই সমস্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন আর যেসমস্ত জায়গায় সেন্টার আছে সেখানে না গেলে গরু চিকিৎসা ফ্রি অফ কস্ট হ'তে পারে না। যদি ডাক্তার ডাকতে হয় তখন ফি-এর প্রশ্ন আসে এবং এ ব্যাপারে ডাক্তারের সংখ্যা কম হওয়ায় তারা যা ফি চার্জ করেন সেটা মানুষের চিকিৎসার ফি-এর চেয়ে বেশি হয়ে পড়ে। আসতে হ'লে হয়ত গরুর দামের চেয়ে বেশি ফি চেয়ে বসবেন। সেজন্যে ডাক্তারের সংখ্যা একটু বেশি করা দরকার। আর ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্টএর সংখ্যা যেন কিছুটা বাড়ান। এ ছাড়া গরুর ব্লাড টেস্ট করবার ব্যবস্থা সকল থানায় করা দরকার। আমার মনে হয় যতগুলি হেল্‌থ সেন্টার পড়ে আছে তার ভিতর যদি ব্লাড টেস্টএর কাজের জন্য একটা সাব ডিপার্টমেন্ট রাখা হয় তা হলে রোগটা তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে এবং স্থানীয়ভাবে যদি ঔষধপত্র থাকে তা হলে প্রাথমিক চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা হতে পারবে।

এর পর আমি বলব যে, গোজাতির উন্নতি সম্পর্কে এখানে অনেক আলোচনা হয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে গোজাতির উন্নতির মূল মেরে দেওয়া হচ্ছে। ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টএর মন্ত্রিমহাশয় হঠাৎ যেসমস্ত জায়গা গোচারণের উপযুক্ত ছিল তা সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন—তাতে গরু বাঁচানো দায় হয়ে পড়েছে। হেলথ সেন্টার-এ যখন কেউ গরু নিয়ে যাবে সেখানে গরুর খোরাক জোগানো একটা সমস্যা। যাতে গরুর খাদ্য বিশেষভাবে সাপ্লাই করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।

চতুর্থতঃ আমি বলব আমাদের ভাল ষাঁড়ের অভাব রয়েছে। সরকার থেকে ইতিপূর্বে কিছু কিছু ষাঁড় বিভিন্ন স্থানে দিয়েছেন। ষাঁড় পোষার ব্যাপারে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে তার চেয়ে আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশনএর ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে রাখা দরকার। বিশেষ ক'রে [illegible] জেলাতে দেখেছি কিছু ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু মহকুমা কেন্দ্রে বা থানা কেন্দ্রে সেরকম ব্যবস্থা নেই। তাই [illegible] যাতে পরবর্তিকালে এ বিষয়ে খানিকটা পরিবর্তন ঘটে সেদিকে [illegible] দেন। তাতে গোসম্পদের দিক থেকে আমরা লাভবান হব।

[illegible] শেষ কথা এই যে, গোজাতির উন্নতির দিকে সরকার যদি [illegible] করতে চান তা হলে প্রথম প্রয়োজন গরুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। একদিক থেকে দেখুন জঙ্গল আইন করে জঙ্গলে চরবার ব্যবস্থা বন্ধ করেছেন। ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট গোচর বন্ধ করেছেন—চর যেগুলি বেরিয়েছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এমন একটা ব্যবস্থা কৃষিমন্ত্রী মহাশয় করতে পারেন কিছু কিছু জায়গা সরকার থেকে অ্যাকুইজিশন ক'রে সেখানে ঘিরে নিয়ে খাদ্য উৎপাদন করা যায়। তা যদি করতে পারেন সেটা বেশ লাভজনক হ'তে পারে। এই খাদ্যের সমস্যা গোজাতির উন্নতির জন্য মেটাতে হবে, আর গ্রামাঞ্চলে ষাঁড়ের অভাব খুব বেশি সেখানে যাতে ষাঁড়ের ব্যবস্থা ক'রে প্রজনন-ব্যবস্থা ভাল করা যায় সেদিকেও নজর দিতে হবে।

[5-50—6 p.m.]

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার আমেদকে বলতে চাই যে, অনেক জায়গা দেখেছি যেখানে বৃথা খরচ হয় কাজ বিশেষ কিছু হয় না। কিন্তু হরিণঘাটা ডেয়ারি ফার্মএ গিয়ে আমার অন্তত মনে হয়েছিল যে, আরম্ভ অন্তত করা হয়েছে এবং [illegible] একদিন হতে পারে। আর এই হরিণঘাটা ডেয়ারি ফার্ম যেভাবে আরম্ভ করা হয়েছে তার পিছনে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সেই চেহারাও আমি দেখতে পেয়েছি ব'লে মনে হয়েছিল। কাজেই প্রথমেই আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, এই জিনিসটা এমন [illegible] করা হচ্ছে তাতে আমার মন বাঙ্গালী হিসাবে, ভারতীয় হিসাবে খুশি হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও যে কয়েকটা জিনিস আমার কাছে খারাপ লেগেছিল, সেই কয়টা জিনিস আপনার মাধ্যমে তাঁর সামনে রাখতে চাই। আমি গরু সম্বন্ধে যে সব জানি তা নয়, কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে, বৈজ্ঞানিক হিসাবে, আমা'র মনে হয়েছিল হয়ত অন্যভাবে করা যায়। আমি এক একটা ক'রে বলব। এ'রা শুধু গরুর কথা বললেন। গরু আমাদের দেশে এত সংখ্যায় আছে যে, তাদের নিয়ে উন্নতি করা তাতে সময় লাগবে এবং সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সেখানেও আমার যা মনে হ'ল, প্রথমেই আমি আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন সম্বন্ধে বলব। এ'রা বাইরে থেকে বিলাতী গরু নিয়ে এসেছেন এবং এখানকার ও পাঞ্জাব থেকে ভাল গরু নিয়ে এসেছেন, অন্য জায়গা থেকেও ভাল গরু নিয়ে এসেছেন, তার এক্সপেরিমেন্ট এখানে কতটা দুধ হতে পারে, কতদিন থাকবে, কতটা ড্রাই হতে পারে এই সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে কিন্তু প্রধান যে জিনিস আমাদের দেশে যা দরকার, যা আমার আগেই বসন্তবাবু ব'লে গিয়েছেন, যে আমাদের দেশে যেসমস্ত গরু হয়েছে তারা অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বেড়ে উঠেছে ব'লে তাদের দুধ কমে গিয়েছে। এখন এইসব জায়গায় আমি দেখেছি, যদিও উনি বললেন মহকুমা অন্তর নেই, কিন্তু আমি নদিয়া ডিস্ট্রিক্টএর কোন কোন জায়গায় দেখেছি মহকুমার ভিতরেও এবং পল্লীর ভিতরেও আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন সেন্টার আছে এবং এই আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন সেন্টারএ আমি যে জিনিসটা লক্ষ্য করলাম যে, রিসেপটিভিটি অফ দি কাউ, এটার কিছু করা হয় না তার ফলে জিনিসটা নষ্ট হয় এবং যতটা সুষ্ঠুভাবে হতে পারত ততটা সুষ্ঠুভাবে হয় না। তারপর আমি আর একটা জিনিস বলব, যদি আমি সবটাই ক্রিটিসিজম করতে চাই, এইজন্য যে, যা করলে হয়ত আরও ভাল হ'তে পারে, আমি যেখানে যাই তার চারদিকে একটা ফডার ফার্ম হয়েছে এবং এই ফডার ফার্মএ বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করবার জন্য এবার যাওয়ার হয়েছে এবং যাওয়ারের হে হয়েছে। হে এবং খড়ের তফাত হয়ত বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। যখন যাওয়ারটা কেটে নেওয়া হয় তারপর যেটা হয় তাতে দুধের পরিমাণ কম হয়ে পড়ে আর যাওয়ারটা সুদ্ধু যখন নিয়ে শুকানো হয় তখন তাকে হে বলা হয়, সেটা এবারে নাকি প্রায় ৬০ লক্ষ মণ হয়েছে, সেখানেও সরকারের মুনাফা প্রবৃত্তি, আমরা লাভ হয়ত করছি কিন্তু কৃষক সেই দামে তা কিনে অন্য গরুকে খাওয়াতে পারে কিনা তা আমার সন্দেহ আছে। তা ছাড়া আরও কথা হচ্ছে এইরকম ফডার ফার্ম যদি ডিস্ট্রিক্ট ভিত্তিতে করা হয়, [illegible] ফার্ম আমাদের অনেক আছে, এই ডিস্ট্রিক্ট ভিত্তিতে করা হয়, তা হলে এই যাওয়ার যা ও'রা করেছেন সেইভাবে ক'রে যদি সরকার থেকে বিক্রি করা হয় এবং মুনাফা না ক'রে বিক্রি করা হয় তা হলে আপাতত গরুর দুধ কিছু বাড়তে পারে। এই হ'ল গরুর কথা। কিন্তু গরুর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা আসে সেটা হ'ল ষাঁড়ের কথা সেটা আমাদের [illegible]

[illegible] না, এখন মহিষ এখানে যথেষ্ট করেছেন এবং কলিকাতার চারপাশে মহিষের যথেষ্ট [illegible] আছে এই মহিষের ব্যাপারেও যদি হরিণঘাটা থেকে এক্সপেরিমেন্ট ক'রে করা হয় তা হলে আমাদের দুধের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়তে পারে। ও'রা টোন্‌ড মিল্কটা ঠিক মহিষের দুধ দিয়ে করেন না, কিন্তু একেবারে মহিষের দুধ দিয়ে যদি টোন্‌ড মিল্ক করা হয় এবং তা যদি বাজারে দেওয়া হয় তা হলে আমার মনে হয়, যে টোন্‌ড মিল্ক এখন দিচ্ছেন তার চেয়ে বেটার হয়। তারপর আমি আরও খুশি হয়েছিলাম যে, এখানেও মুরগি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট, তার এবং খানিকটা বিক্রির বন্দোবস্ত হয়েছে।

কিন্তু একটা জিনিস আমার কষ্ট হয়েছে সেটা হল এই মুরগির ডিম যেগুলো মোরগ না থাকতে তৈরি হয় সেগুলো খাদ্যের জন্য বিক্রি হয় কিন্তু যেগুলো মুরগী দিয়ে হয়, ফারটিলাইজড যেগুলো, সেগুলো যখন বিক্রি হয় খাদ্যের জন্য—তখন ছেদা ক'রে দেওয়া হয় অর্থাৎ কেউ যদি খাবার জন্য কিনে নিয়ে গিয়ে তা থেকে—আমি যা শুনেছি অবশ্য—তাহলে সেখানে মুনাফার প্রবৃত্তি এসে যায়। কাজে কাজেই আমি বলবো খাবারের জন্যও যদি বিক্রি হয় তাহলেও সেই দামেই সেটা করা উচিত—আমি যা শুনেছিলাম তাই বলছি। এখানেও আমি আর একটা জিনিস দেখলাম যেমন এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে দুটো বিলাতী মুরগি এবং চিটাগং মুরগি নিয়ে। আমি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বলছি আমাদের দেশে লেগহর্ন বা মেনরকা (?) নিয়েই বেশি এক্সপেরিমেন্ট হয় রোড ইজল্যান্ড রেড (?) নিয়ে তেমন হয় না কিন্তু হোয়াইট মেনরকা নিয়ে করলে বোধ হয় আরও ভাল হয়, কিছুকাল আমি নিজে করেছিলাম তাই আমি আমেদ সাহেবের কাছে রাখছি।

তারপরে আমি সোভিয়েট ইউনিয়ন-এ যা দেখেছিলাম পাভেলভের মেথডএ আর্টিফিসিয়াল কনডিশন-এ প্রোডিউস করে—দিন এবং রাত বদলে মুরগীর কনডিশন এমন করা হয়েছে যে তারা দিনে দুবার করে ডিম দেয়। অর্থাৎ হোল অফ সোভিয়েট ইউনিয়নএ নিজে যা দেখে এসেছি তাতে একটি মুরগি দিনে দুবার করে ডিম দেয়, ফলে এগ প্রোডাকসন হ্যাজ বীন ডাবলড। এইভাবে এটা করা হয়—সামান্য আমি যা দেখেছিলাম, তা থেকে এটুকু বলছি। তারপর এই যে আর্টি-ফিসিয়াল কনডিশন করা হয়, তাতে ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত্রি করে কিছুদিন রাখা হয়। তারপর ২।৩ জেনারেশনএ তারা এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারপর বাইরে নিলেও তারা দিনে দুবার করে ডিম দেয়। এরকম করে সোভিয়েট ইউনিয়নএ ডিমের প্রোডাকসন ডবল হয়ে গেছে। আমি এখানে যে ডাইরেক্টর আছে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি বললেন এরকম [illegible] করার কনডিশন নাই, তাতে খরচও খুব কম হয় এবং করা যেতে পারে। তারপরে দেখলাম ছাগল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে। আমরা অবশ্য অনেকে মাংসাশী হয়ে উঠেছি, তাই ছাগল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার—এটা খুব প্রিলিমিনারি স্টেজএ আছে, শুধু বলা দরকার বলেই বলছি ক্রিটিসিজম হিসাবে নয়। ছাগল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার সময় আমাদের দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে। যে ছাগল দুধ দেয় আর যে ছাগল খাওয়া হবে। আমাদের দেশে যা মাংস খাওয়া হয় তার যে হেলথ একজামিনেশন—এটা সকলেই জানেন যে মাংস তৈরি হয় না খাবারের জন্য। যত অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং যত ছোট এ্যানিমাল তা কাটা হয় এবং খাওয়া হয় কিন্তু খাবার জন্য যদি তৈরি হয় তবে ভাল হয়। ওরা ওখানে একটা বিলাতী, পাঞ্জাবী এবং বাংলা ছাগল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন এই সঙ্গে তারা যেন দুটো জিনিসের প্রতি নজর রাখেন এক হল দুধ প্রোডাকশন যাতে বাড়ে সেটা ভাবতে হবে আর সুস্থ সবল গন্ড থেকে যাতে আমরা মাংস পেতে পারি সেভাবে এ[illegible] করা দরকার এবং সেটা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। এটা আমেদ সাহেবের ডিপার্টমেন্ট মনে রাখলে ভাল হবে। তারপরের [illegible] আমি আরও বলতে চাই—আমি জানি এটা আমাদের হিন্দু বন্ধুদের খুব খারাপ লাগবে কিন্তু খারাপ লাগলেও এটা বহুলাংশে সত্য যে বিশেষ করে যারা সিডিউলড কাস্ট তাদের মধ্যে শুকর প্রচলন আছে। এটা হয়ত আপনারা জানেন পিগারীতে যতটা জিনিস বাইরে থেকে [illegible] খুব তাড়াতাড়ি পিগারী তৈরি করতে পারা যায়। আমি দেখে খুসী হলাম তাঁরা [illegible] এদিকেও নজর দিয়েছেন। কিন্তু আমি যেটা বুঝলাম না সেটা হল রীডটা—[illegible] এবং ইংলিশ [illegible] চেষ্টা করছেন কেন। এটাকেও হয়ত মিক্সড ব্রীডিং এবং ক্রস-ব্রীডিং করলে [illegible] হতে পারে। শুধু আমাদের দেশে নয় বাইরেও এ ব্যাপারে একটা ব্যবসা গড়ে তোলা [illegible] জিনিস বলে শেষ করবো। সবচেয়ে দুঃখের কথা হল এই, [illegible] সেটা আমাকে শেষ বলতে হচ্ছে। সরকারী বেসরকারী কর্মচারী

[illegible] তাদের সঙ্গে যে ব্যবস্থা সেটা যেন শ্রমিক মালিকের ব্যবহার না হয়, সেখানে [illegible] [illegible] এটাকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতে পারে সেই চেষ্টা করা উচিত।

[6—6-10 p.m.]

সেখানকার যারা কর্মচারী তাঁরা মনে করেন না যে, এটা তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। [illegible] যদি তাঁরা মনে করেন তাহলে এটা আরো ভাল হতে পারে। সেখানে যথেষ্ট শ্রমিক [illegible] আছে, শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে মিশে করলে তাদের মন ভাল হয়। আমি ডাঃ আমেদকে [illegible] তাদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে সেটাকে রিকগনাইজড করা হয় নাই সেটাকে যদি [illegible] করেন তাহলে কাজ আরো ভাল হতে পারে।

আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে ডাঃ আমেদকে বলব—তার ডিপার্টমেন্ট সেইভাবে করলে আমরা খুসী হব।

Sj. Bejoy Singh Nahar: মিঃ স্পীকার স্যার, হরিণঘাটা সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে আপনার মাধ্যমে কয়েকটি কথা বলছি। কলকাতায় এবং আশেপাশে সেখান থেকে দুধ সাপ্লাই হলে—এ অতি আনন্দের কথা। কিন্তু সেখানে যে কতকগুলি অব্যবস্থা চলছে, সেদিকে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বোম্বেতে গেলে যেমন লোকে সেখানকার আর এ কলোনী দেখতে যায়, তেমনি এখানেও লোকেরা এসে হরিণঘাটা দেখতে গিয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে লোকেরা গেলে—অফিসার যাঁরা সেখানে রয়েছে, তারা তাঁদের রিসিভ তো করেনই না, বরং লোক গেলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন। সেইজন্য দর্শকরা গেলে তাদের সেখানকার সব কিছু ভালভাবে দেখানোর বন্দোবস্ত কিছু হয় না। অথচ সেখানে গভর্নমেন্ট কর্তৃক সুন্দর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অফিসারদের গাফিলতির জন্য সরকারের বদনাম হচ্ছে।

এসব ছাড়া আমি আরো দু'-একটা ঘটনার কথা যা জানি এখানে তা আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী-মহাশয়কে বলছি। সেখানে যাঁরা গোরু এবং মহিষ রেখেছেন তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না। সেখানে যেসব অফিসাররা রয়েছেন তাঁরা কখনো দেখেন না যে, কিভাবে সেই সব গোরু-মহিষগুলি রয়েছে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত যা ডাঃ আমেদ সাহেবের গোচরে এনেছি তার কোন প্রতিবিধান এখনো হয় নাই বা সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। গো-মহিষ সেখানে যারা রাখে তাতে যাতে খরচ কম হয় তার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সেখানে গোরু-মহিষ ড্রাই হলে পর কি ব্যবস্থায় সেখানে রাখা যায় এবং ড্রাই হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা যাতে করা যায় সে সম্বন্ধে অফিসার সেখানে যাঁরা আছেন তাদের অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে, চিঠি দেওয়া হয়েছে—কিন্তু কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সেখানে অফিসার যিনি আছেন তিনি ইন্সপেক্ট করেন ২০ দিন পরে। তখন তিনি গিয়ে দেখবেন—ড্রাই হয়েছে কিনা। ২০ দিন পর্যন্ত সেখানে গরু খোরাক করে রাখতে হবে। এই রকম খুসী মত, যথেচ্ছ ব্যবস্থা সেখানে চলছে।

আর একটা কথাও সেখানকার সম্বন্ধে শুনেছি। আমাদের শিক্ষিত বন্ধু-বান্ধব যারা ব্যবসার দিকে এগিয়েছে। সেখানকার কর্মচারীরা তা চান না। শিক্ষিত কোন লোক যে একাজ করতে যাবে তা তাঁরা পছন্দ করেন না। কারণ শিক্ষিত লোক হলে—তাঁদের ডিফেক্ট দেখিয়ে দেবে তাঁদের অব্যবস্থার কথা বলবে—এখানে মন্ত্রীদের কাছে পেশ করবে,—সেটা সেখানকার [illegible] চান না। যদি কোন লোক সে ব্যবসা করতে যায়, কারণ, সে ব্যবসাতে লাভ আছে,—কিন্তু সেখানকার অফিসাররা তাকে টিকে থাকতে দেন না। এবং যাতে করে শীঘ্র শীঘ্র চলে যায় তার ব্যবস্থা করেন। আপনার মাধ্যমে ডাঃ আমেদকে বলছি—তিনি সেখানকার কাজ-কর্মের প্রতি ভাল করে দৃষ্টি দিন এবং হরিণঘাটা যাতে আরো ভালভাবে চলতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। হরিণঘাটার কাজ যাতে ইমপ্রুভ হয় এটা আমাদের সকলের কাম্য।

Sj. Basanta Lal Chatterjee: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের গ্রামাঞ্চলে আগে গোরু চরাবার জন্য যে সব মাঠ ছিল, সে মাঠগুলি বর্তমানে গভর্নমেন্ট থেকে বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে। [illegible]

[illegible]—হালের গোরু। সুতরাং সেই গোরু চরাবার মাঠ যদি না থাকে তাহলে চলবে না। জমিদারদের আমলে গোরু চরাবার মাঠ ছিল, কিন্তু জমিদারী বর্তমানে সরকার গ্রহণ করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে মাঠগুলি বন্দোবস্ত দেবার যে প্রচেষ্টা সেটা বন্ধ রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত আমাদের গ্রামাঞ্চলে গো-চিকিৎসার সুব্যবস্থা একেবারে নাই। যে ব্যবস্থা আছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। গ্রামের চাষীদের কোন গোরু অসুস্থ হলে অনেক দূরে গোরু নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান সম্ভব হয় না। এখন যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন পশুচিকিৎসার ব্যাপারে তাঁরা দূরে দূরে এক জায়গায় থাকেন। তাদের কাছে ইনজেকশন পর্যন্ত অনেক সময়ই থাকে না। প্রত্যেক থানায় পশুচিকিৎসার কেন্দ্র করবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। কারণ, হয়ত বসন্তরোগ এসে পড়লে গোরুকে তাড়াতাড়ি ইনজেকশন দেওয়া দরকার, সেক্ষেত্রে থানা কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকলে প্রত্যেক থানায় প[illegible] খোলা হলে তবেই পাড়াগাঁয়ের পশু রক্ষার পক্ষে লোকের সুবিধা হতে পারে। এখানে একটা বিষয় মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিই, একটা চাষীকে এক জোড়া গোরু কেনবার জন্য অন্তত ১০০ টাকা দিতে হয়। যদি মারা যায় তো ঐ ১০০ টাকাই গেল না, গোরুর অভাবে হয়ত তার চাষও বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই যেখানে গোরুর সাহায্যে চাষের কাজ চলে সেখানে পশু চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার।

মিঃ স্পীকার, এখানে আমাদের দুধ উৎপাদনের কথা একটু বলতে চাই। আগে আমাদের যেখানে এক একটা গোরুর দুধ হত ২ সের কি আড়াই সের, এখন সেখানে এক সেরও হয় না। গোরুর খাদ্যাভাব বা যে কারণেই হোক দুধ অনেক কমে গেছে। আগের দিনের চার আনার জায়গায় এখন ১ টাকা সের হয়েছে। এই দুধ থেকেই ছানা হয়, ঘি, মাখন হয়। কাজেই লোকে যাতে ভালভাবে গোরু পুষতে পারে তার জন্য গোরু চরাবার মাঠের ভাল ব্যবস্থা থাকার এবং গোরুর রোগ হলে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকারও বিশেষ প্রয়োজন। এটা শুধু গো-জাতির উন্নতির জন্যই নয়, মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে যে দুধের দরকার, তার জন্যই প্রয়োজন।

Sj. Parimal Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই, আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন করে গো-জাতির কতখানি উন্নতি করা যায়? বেলডাঙ্গা রিজিওনাল ক্যাটল শো-তে যে গোরুগুলি গিয়েছিল এবং সেখান থেকে পুরস্কার নিয়ে ফিরে এসেছে, তা আপনারা অনেকেই হয়ত খবরের কাগজে দেখেছেন। এখন স্টাড বুল রয়েছে আবার আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন করা হয়। তাতে দেখা যায় নেক্সট জেনারেশন ডিগ্রেডেড হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ধারণা ইনসেমিনেশন-এ যেগুলি তৈরি হচ্ছে সেগুলিতেও বোধ হয় খারাপের পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সেইজন্য যেসব স্টাড বুল আছে তাদের আবার ক্যাস্ট্রেসানের দরকার। কতকগুলি ডিসিজ-এর ইরেডিকেশন স্কীম থাকা সত্ত্বেও এসব দিকে কতখানি উন্নতি বা অবনতি হবে—আমরা কিছুই জানি না।

[6-10—6-20 p.m.]

স্যার, আর একটা কথা আমি বলব যে, কতকগুলি জিনিস ইরাডিকেট করার স্কীম চলছে। এই স্কীমের যে কি ভবিষ্যত—অর্থাৎ রিন্ডারপেস্ট ইরাডিকেশানের স্কীমের পরে কি হবে সেটা যদি মন্ত্রিমহাশয় তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে জানান, তাহলে খুশী হব।

Dr. Beni Chandra Dutt:

মাননীয় স্পীকার, মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি একটা জিনিসের প্রতি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে যে, যদি কোন গোরুর অসুখ করে, তাকে যদি ভেটিরিনারী হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া কোন উপায় থাকে না। মানুষের অসুখ করলে অন্যান্য অনেক উপায় থাকে। কিন্তু এদের বেলায় হসপিটালে নিয়ে যাবার জন্য [illegible] ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই [illegible] সার্ভিস নিতে গেলে ১০ টাকা এবং হাওড়ায় গেলে ২০ [illegible] আমি মনে করি এবং যদি

একান্ত অল্প না হয় তাহলে ন্যূনতম একটা চার্জ হওয়া উচিত যাতে গরীবদের সুবিধা হয়। আমি এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশা করছি যেন তিনি এদিকে নজর দেন।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

স্পীকার, স্যার, আমি একটা সমস্যা যেটা দেখছি সেটাই আপনার সামনে রাখতে চাই। আপনি জানেন যে, সুন্দরবন অঞ্চলে গোরুর সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক থেকে প্রত্যেকটা গোরু প্রায় মরবার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। আমার নিজের ধারণা হচ্ছে যে, ওষুধ বা মোবাইল ইউনিট করা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে তাদের সুখাদ্যের ব্যবস্থা করা। সেজন্য প্রধান কথা হচ্ছে যে, বর্তমানে যে সংখ্যা আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে মিনিমাম ফডার-এর প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করার দিকে প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ আমরা দেখছি যে, সামান্য যদি রোগ হয়, তাহলে সেই রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাদের নেই, অথচ তাদের স্বাস্থ্য যদি ভাল হয়, তাহলে একটু আধটু রোগ হলেও তাদের ফাইট করার মত ক্ষমতা থাকে। কিন্তু আমরা দেখছি বর্তমানে এদের রেজিসটেন্স পাওয়ার নেই, গায়ে মাংস নেই এবং হাড় সমস্ত বেরিয়ে গেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে যেখানে মানুষের খাদ্যের অভাব রয়েছে, সেখানে গোরুর তো খাদ্যের অভাব হবেই। এ ছাড়া বিচুলী যেটা তাদের প্রধান খাদ্য, সেটা নিয়ে আবার ঘরের কাজে লাগান হয়ে থাকে। ঐ অঞ্চলে অন্য কোন ব্যবস্থা নেই—গোরুকে খাওয়ানোর জন্য কোন ফডার থাকে না। অনেক সময় দেখা যায়, যে ঘরদোর তৈরি হয়েছে, সেই ঘরের চালা থেকে খড় এনে খাওয়াতে হয়। কাজেই তাদের খাদ্যের কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেটা দেখা দরকার। দ্বিতীয়ত আমরা দেখেছি ঐসব অঞ্চলে যেটুকু চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে বা ডাক্তার আছে, যেমন ধরুন হাড়োয়া কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে যে মোবাইল ইউনিট আছে—তা আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সী দেগঙ্গাতে তার সেন্ট্রাল অফিস। সারা হাড়োয়া অঞ্চলে তারা ঘুরে বেড়ান বোটে করে এবং সেই বোটও সব সময় ঠিক থাকে না। আর একটা সেন্টার আছে টাকীতে, তারা সুন্দরবনের বাকি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। লোকসংখ্যা হিসাবে ঐ অঞ্চলে রাস্তাঘাট কম বোটের সংখ্যাও অত্যন্ত কম এবং যা লোক দিয়েছেন ২।১ জন তাঁদের পক্ষে ঐ বিরাট অঞ্চলে—যেখানে কোন রাস্তাঘাট নেই, তাঁদের সদিচ্ছা থাকলেও সেখানে রিচ করা সম্ভব নয়, সেজন্য আমার সাজেসন্স হচ্ছে এক একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যেগুলি হাট এবং গঞ্জ আছে, ৩।৪টা ইউনিয়নকে কভার করে এরকম জায়গায় যাতে এক একটা সেন্টার করা হয়, ২ নম্বর, বিভিন্ন জায়গাকে সেন্টার করে সেই অঞ্চলে গোরুর খাদ্য উৎপাদন করবার কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সে ধরনের কি প্ল্যান করা যেতে পারে সেটা দেখা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যে প্রতি বছর ঐসমস্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মড়ক লেগে থাকে এবং আমরা যখন আপনাদের একটু আধটু ঠেলা দিই তখন আপনারা কিছু কিছু লোক পাঠিয়ে দেন ইনজেকশান দেবার জন্য। কিন্তু ইনজেকশন দিয়ে কিছু হবে না। সেজন্য বলছি ঐসমস্ত অঞ্চলে এক একটা এলাকা ভাগ করে নিয়ে কোন্ কোন্ এলাকায় খাদ্যের কি ব্যবস্থা করতে পারেন তা দেখুন। আর তাদের যেটুকু দুধ উৎপন্ন হয় ঐসব অঞ্চলে তারা সেই দুধের দাম পায় না, কারণ মার্কেটিং নেই। সেই দুধটাকে আপনারা পার্চেজ করতে পারেন কি না? সামান্য মধ্যবিত্ত লোকেরা, গরীব কৃষকরা, তারা যাতে তার রিয়েল প্রাইস পেতে পারে এবং এ ব্যাপারে তারা যাতে ইন্টারেস্টেড হতে পারে তার ব্যবস্থা আপনারা করতে পারেন কি না। তা যদি করেন, তাহলে তারা সেই টাকা দিয়ে তাদের গোরুগুলোকেও খাওয়াতে পারে কিন্তু দুই আনা, তিন আনা, চার আনা দিয়ে তাদের যে দুধ বিক্রি হয় সেই টাকায় তারা তাদের গোরুগুলোকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে পারে না। কাজেই গভর্নমেন্ট থেকে সেটা পার্চেজ করবার কোন [illegible] আছে কি না সেটা জানতে চাই।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Mr. Speaker, Sir, with the very little time at my disposal I will briefly reply to the criticisms that have been made on the floor of this House. To my mind, the most pertinent criticism of all that I have heard today is that of Shri Hemanta Ghoshal. His criticism is absolutely correct, viz., that how can you have improved cattle unless there is good fodder. As you know, we cannot feed all our people with the amount of food that we produce. We have, in West Bengal,

1 crore 11 lakhs of cattle—approximately half the number of human population, and we have not got enough pasture land. Unless and until we try to develop our crop, double-crop or treble-crop our land, and learn to make a fodder crop, learn to store it during the monsoon, preserve the grass and the green fodder, until then simply giving injections, would be of no avail, as stated by Mr. Ghoshal. I agree with him that fodder is a most important problem.

Coming to other criticisms that have been made, Mr. Chitto Basu has said that fees are charged by Veterinery Surgeons. As a matter of fact, if cattle are brought to the Veterinery Hospital they are treated free, but if the Veterinery Surgeon has to go out he is allowed to charge a certain amount of fees. These fees are printed in a list, and if extra fees are charged, as I am told, in that case it is against the usual procedure. The rules are not followed, as it happens not only in the veterinary field but in every other field. We shall take up particular cases if reported to us.

Mr. Bhupal Panda has mentioned about Ghatal. I want to inform him that we have tried our level best to get some land in Ghatal, but so far we have not been able to do so. We shall have a Veterinary Hospital there as soon as land is available. In Tamluk, there is already a very well equipped hospital. He has asked me why Moyna has been tagged on to Nandigram. This has been done in consultation with Veterinary Officers and the District Magistrate. There is a Committee, and they have decided it. It is not for me to interfere in that.

I find, brick bats are always thrown at us; we are used to it, and I don't mind it. I am very glad, however, that a boquet has come our way from Dr. Majumdar who has been pleased with some of our work with regard to cattle improvement in West Bengal. He has mentioned some points with regard to goatery and piggery. I shall have my experts to examine the points he has mentioned because I am not a specialist and I have to depend upon experts. I will have the matter of egg-production examined by our departmental experts.

[6-20—6-30 p.m.]

Sir, about the criticism made by Shri Bijoy Singh Nahar I shall certainly look into it. As far as our policy is concerned, we welcome visitors, and I am very sorry to hear that visitors were not well treated in Haringhata. We shall certainly look into it and see that arrangements are made to take the visitors round the dairy and show them everything. As regards his next point about dry cattle I shall certainly look into it and make enquiries and see that the grievances, if any, are rectified. Shri Basantalal Chatterjee has given an account of pasture land and milk supply in the districts. As I said before, and I repeat it again, that unless and until we can lessen the number of cattle that we have and have very good cattle which will give us 10 to 15 seers of milk, we will never be able to solve the milk supply of the districts. As I said, other countries—United States for example, have got 84 lakhs of cattle and they export to us dried milk, skimmed milk, cheese and all those milk products. Each cow gives at least a minimum of 15 seers or in some cases 20 seers of milk. We can also do the same provided we give them good fodder and keep only good cows. As to what should be our policy with regard to having only good cattle we are not discussing here in this Assembly.

A point has been raised by Shri Parimal Ghosh with regard to the stud bulls for artificial insemination centres. As a matter of fact this point has been raised by Shri Chatterjee also that we have not got sufficient number of bulls. True but thanks to Science we have at our disposal at the present time a good system of artificial insemination by means of semen

from Tollygunge and Haringhata. From these places this semen is sent out by Air to the districts of Darjeeling, Jalpaiguri and others. It is a fact that our experts are of the opinion that we would require 30,000 bulls if we want to do it by ordinary method. At the present time we have got about 140 A.I. centres and from our reports we find that by means of artificial insemination 30,000 cattle have been impregnated last year and the result is as satisfactory as it would have been by the normal method.

I now come to the point that has been raised about the higher charge of the ambulance car. I do not know that the charges are higher than the public car, but certainly I shall look into the matter.

The only point about which I want to stress and I will close my remarks with this—is that unless and until we have sufficient production of fodder all over the State to feed our cattle well, I am afraid, no amount of medicine will help us. As in the case of a human being if one is under-nourished or ill-nourished, no one can be cured simply by giving medicines. Similar is the case with cattle. I hope that the general public will take to fodder cultivation, so that we may have more food for cattle, as we are trying to have more food for human beings.

With these words, Sir, I oppose all the cut motions and commend my motion to the acceptance of the House.

The motion of Sj. Basantalal Chatterjee that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chaitan Majhi that the demand of Rs. 46,50,000 for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 46,50,000 be granted for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry" was then put and agreed to.

Sj. Jatindra Chandra Chakravarty:

মিঃ স্পীকার, স্যার, গতকাল যখন হরিদাস মিত্র মহাশয় এ্যাডজার্নমেন্ট মোশন এনেছিলেন [illegible] ব্যাপারে আপনি সেটাকে রেসপেক্ট করেছিলেন, এ্যাডজার্নমেন্ট মোশনটা শুধু পড়তে দিয়েছিলেন। আমরা বলেছিলাম এ সম্বন্ধে আলোচনা হোক, কিন্তু সেই আলোচনা আপনি কাউকে করতে দেন নি। আজকে এইমাত্র আমি পি টি আই থেকে খবর পেলাম এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে খবর শুনলাম দিল্লীতে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে—এটা সেখানে হাউস-এ অ্যালাউড হয়েছে, আমার মনে হয় আমাদের এই হাউস-এর অধিকার আলোচনা ডিস-অ্যালাউ করে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। যাতে এখানে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি তার আমাদের কি করতে হবে সেটা দয়া করে বলে দিন।

Mr. Speaker: Yes, I have seen that.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, the Hon'ble the Excise Minister may say something about the Colour Bar.

Mr. Speaker: Yes, Mr. Burman, pleased move your demand.

Major Head: 8—State Excise Duties.

The Hon'ble Syama Prasad Barman: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 44,10,000 be granted for expenditure under grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during 1959-60. Sir, the time at my disposal is very short, so I shall be very brief. The Government have all along followed the policy of securing the maximum of revenue from the minimum of consumption and have accordingly kept the rates of duty on most excisable articles at a level possibly the highest in India in order to keep off ordinary poor people from indulging in costly intoxicants. Government have also adopted several other prohibitive measures to reduce consumption of intoxicating liquors and drugs, viz.,

(1) reduction in the working hours of excise shops in industrial areas,

(2) closing of all excise shops in industrial areas on Wednesdays. Besides, on some auspicious days licensed premises for the retail sale of intoxicants to the public (excluding licensed hostels, Dak bungalows, Dining Cars, Steamers and canteens) are kept completely closed,

(3) stoppage of grant of new excise licenses for retail vend of liquors and drugs except in very exceptional cases, and reduction in the number of excise licenses for the retail sale of intoxicants, wherever possible,

(4) upgrading the rates of taxation on liquors with a view to reducing their consumption,

(5) bringing under excise control the sale of liquor by non-proprietory clubs to their members, through the West Bengal Excise (Club Licensing) Rules, 1949,

(6) cancellation of bar licenses in respect of some sporting clubs of Calcutta having majority of Indians as members,

(7) declaration of Mohua flowers as an intoxicant under the Bengal Excise Act as this commodity was recently being used as a cheap base for distilling liquor,

(8) stoppage of sale of foreign liquor in nip bottles with a view to preventing its misuse by adolescents,

(9) intensification of the activities of the department for prevention of excise crime,

(10) as per recommendations of the Planning Commission, the representatives of hotels and distilleries, manufacturers and distributors of liquors in this State have agreed after a conference to discontinue voluntarily the publication of advertisements and public inducements relating to drink with effect from 2nd October, 1956.

[6-30—6-40 p.m.]

(It being 6-30 p.m., the guillotine fell.)

The motion of the Hon'ble Syama Prasad Barman that a sum of Rs. 44,10,000 be granted for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" was then put and a division taken with the following result:—

AYES—131

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan

Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

NOES—52

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 131 and the Noes 52, the motion was carried.

DEMAND FOR GRANT NO. 1

Major Head: 4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that a sum of Rs. 5,99,000 be granted for expenditure under Grant No. 1, Major Head "4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 4

Major Head: 9—Stamps

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that a sum of Rs. 10,48,000 be granted for expenditure under Grant No. 4, Major Head "9—Stamps".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 6

Major Head: 11—Registration

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I beg to move that a sum of Rs. 22,99,000 be granted for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11—Registration".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 18.

Major Head: 30—Ports and Pilotage

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that a sum of Rs. 11,07,000 be granted for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30—Ports and Pilotage".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 19

Major Head: 36—Scientific Departments

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I beg to move that a sum of Rs. 74,000 be granted for expenditure under Grant No. 19, Major Head "36—Scientific Departments".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 29

Major Head: 43—Industries—Cinchona

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, I beg to move that a sum of Rs. 31,46,000 be granted for expenditure under Grant No. 29, Major Head "43—Industries—Cinchona".

The motion was then put and agreed to.

[6-40—6-44 p.m.]

DEMAND FOR GRANT NO. 34.

Major Head: 54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that a sum Rs. 1,44,000 be granted for expenditure under Grant No 34, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers."

The motion was then put and a division taken with the following result:

AYES—131

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Choudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kundu, Sjta. Abhalata
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. [illegible] Nath
Mahato, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumdar, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Monoranjan
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

NOES—51

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan

The Ayes being 131 and the Noes 51, the motion was carried.

DEMAND FOR GRANT NO. 35

Major Heads: 55—Superannuation allowances and pensions.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that a sum of Rs. 1,44,72,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, Major Heads "55—Superannuation allowances and pensions and 83—Payments of commuted value of pensions".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO 36

Major Head: 56—Stationery and Printing.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, I beg to move that a sum of Rs. 72,32,000 be granted for expenditure under Grant No. 36, Major Head "56—Stationery and Printing".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 42

Major Head: 64C—Pre-partition Payments.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that a sum of Rs. 8,00,000 be granted for expenditure under Grant No. 42, Major Head "64C—Pre-partition Payments".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 12

Major Head: 22—Interest on Debt and other obligations.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that a su of Rs. 1,000 be granted for expenditure under Grant No. 12, Major He "22—Interest on Debt and other obligations".

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The Appropriation Bill will be before the Hou tomorrow.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: We shall also take up t Supplementary Estimates.

Mr. Speaker: Now that the Budget is over, questions will also be tak up. The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-44 p.m. till 3 p.m. on Friday, t 13th March, 1959, at the Assembly House, Calcutta.